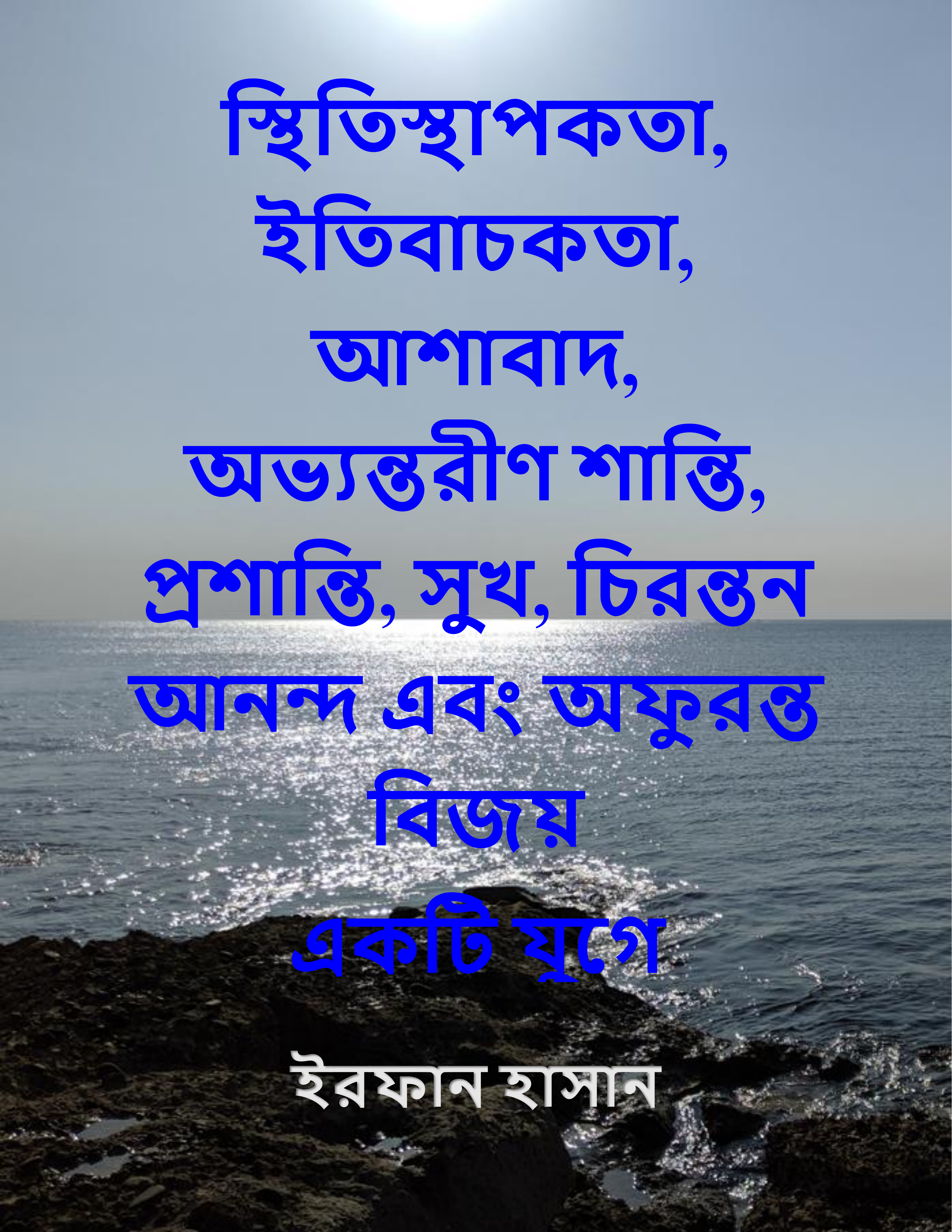


স্থিতিস্থাপকতা, ইতিবাচকতা, আশাবাদ, অভ্যন্তরীণ শান্তি, প্রশান্তি, সুখ, চিরন্তন আনন্দ এবং অফুরন্ত বিজয় একটি যুগে

ইরফান হাসান

স্থিতিস্থাপকতা, ইতিবাচকতা, আশাবাদ, অভ্যন্তরীণ শান্তি, প্রশান্তি, সুখ, চিরন্তন আনন্দ এবং অবিরাম বিজয় একটি যুগে উদ্বেগ, অশান্তি এবং অশান্তি

সমগ্র মানব সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ও পুনরুজ্জীবনকারী ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ আল-গাজ্জালী (1058-1111 খ্রিষ্টাব্দ) এর কালজয়ী রচনা থেকে সংকলিত, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ইউনাইটেড স্টেটস লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস রেজিস্ট্রেশন নম্বর: টিএক্সইউ 2-273-620

আইএসবিএন: 9798543692042

এই গ্রন্থটি ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ আল-গাজ্জালীর (1058-1111 খ্রিষ্টাব্দ) কালজয়ী রচনা এবং মাওলানা জালালুদ্দীন রুমির (1207-1273 খ্রিষ্টাব্দ) রচনা থেকে লেখকের একটি সংকলন, সংক্ষিপ্তকরণ, অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা। গ্রন্থপঞ্জিতে সম্পূর্ণ উত্স রেফারেন্স সরবরাহ করা হয়েছে। লেখক গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এবং পরিভাষাগুলি স্পষ্ট করার জন্য বর্গক্ষেত্র বন্ধনী এবং বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত সমস্ত ব্যাখ্যা যুক্ত করেছেন। সমস্ত আরবি শব্দ এবং পরিভাষা ইংরেজিতে প্রতিবর্ণীকরণ করা হয়েছে, ইটালিক করা হয়েছে এবং অনুবাদ করা হয়েছে।

قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ

قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِۦ مَدَدًا

বলুন, যদি সমুদ্র আমার পালনকর্তার বাণীর জন্য কালি হয়ে যায়, তবে আমার পালনকর্তার বাণী শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যেত, যদিও আমি এর অনুরূপ পরিপূরক রূপে নিয়ে আসি।

(রহস্যময় আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অগভীর সমুদ্রের বিশালতার উপর কুরআন। অধ্যায় 18, আয়াত 109)

সামগ্রী

সারসংক্ষেপ 9

মুখবন্ধ 15

পার্ট 1: কারও অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা জানা আজ মানবজাতির মুখোমুখি হওয়া সংকট, দ্বন্দ্ব এবং চ্যালেঞ্জগুলি সমাধানের পথ প্রশস্ত করে 16

নিজের সত্তা জানা 24

আল্লাহকে জানা 45

তোমার মধ্যে মহাবিশ্ব 49

বিশ্বকে জানা 61

পরকালের কথা জানা 70

পার্ট 2: অভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক বৈশিষ্ট্য - নেতিবাচক অভ্যন্তরীণ গুণাবলী ব্যক্তি, সমাজ এবং সমগ্র জাতিকে ক্ষতিগ্রস্থ এবং বিপন্ন করে 87

অধ্যায় 1 - আত্মার রহস্য জানা আত্ম-সচেতনতা, আলোকসজ্জা এবং আলোকিতকরণের আধ্যাত্মিক যাত্রার জন্য একটি অপরিহার্য 89

শর্তাবলীর অর্থ এবং উদ্দেশ্য স্ব (*নাফস*), আত্মা (*রুহ*), হৃদয় (*কালব*) এবং বুদ্ধি ('*আকল*) 89

লিজিয়ন্স অব দ্য হার্ট (*কালব*) 94

হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ সেবক (*কালব*) এবং তাদের সহজে বোঝা যায় এমন উদাহরণ ... 98

মানব হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য (*কালব*) 101

হৃৎপিণ্ডের বিস্তৃত বৈশিষ্ট্য (*কালব*) এবং এর উদাহরণ 108

জ্ঞানের সাথে সম্পর্কের মধ্যে হৃদয়ের উপমা - হৃদয়ের মসৃণ আয়না এবং এতে প্রতিফলিত সত্যের আলো 115

পরিচিত উদাহরণগুলির সাথে প্রকাশিত এবং অর্জিত জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যের ব্যাখ্যা 129

ইঙ্গিতের মাধ্যমে হৃদয়ের উপর শয়তানের আধিপত্য (*ওয়াসওয়াস*) - শয়তানের আধিপত্যের অর্থ এবং কারণগুলি 134

হৃদয়ে শয়তানের প্রবেশ 148

হৃদয়ের ইঙ্গিত, কুসংস্কার, বিপদ এবং উদ্দেশ্য 170

সেই ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ড এবং হৃৎপিণ্ডের ধরনগুলিতে দ্রুত পরিবর্তন 176

অধ্যায় 2 - আত্মার শুদ্ধিকরণের জন্য আধ্যাত্মিক সংগ্রাম, আলোকিত অভ্যন্তরীণ গুণাবলী অর্জন এবং আত্মার অভ্যন্তরীণ অন্ধকার এবং রোগ নিরাময় 184

ভাল মহৎ চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব এবং খারাপ ঘৃণ্য চরিত্রের ক্ষতি 185

ভাল মহৎ চরিত্র এবং খারাপ ঘৃণ্য চরিত্রের বাস্তবতা 191

আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের মাধ্যমে চরিত্র ও অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর পরিবর্তন . 196

সুন্দর অভ্যন্তরীণ চরিত্র, স্বভাব এবং গুণাবলীর উপায় এবং উত্স (*হুসন উল খুলক*) কি সংযম সমস্ত চরম পরিহারে 202

নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্র এবং স্বভাবের সভ্যতা অর্জনের উপায়ের বিশদ ব্যাখ্যা 209

আত্মার রোগ এবং স্বাস্থ্যের লক্ষণ 214

নিজের দোষ খুঁজে বের করার পদ্ধতি 217

আকাঙ্ক্ষা ও কামনা এবং এর প্রেরিত প্রমাণ ও ঐশ্বরিক বিধান থেকে প্রমাণ প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে হৃদরোগের নিরাময় 221

ভাল নৈতিকতা, আচরণ, চরিত্র, অভ্যন্তরীণ স্বভাব এবং গুণাবলীর লক্ষণ 229

শিশুদের শিক্ষা ও লালন-পালন এবং তাদের নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র, অভ্যন্তরীণ স্বভাব ও গুণাবলীকে সভ্য ও সুন্দর করে তোলা 234

আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু করার শর্ত, আধ্যাত্মিক সংগ্রামের সূচনা এবং আধ্যাত্মিক পথে আধ্যাত্মিক সন্ধানকারীর ধীরে ধীরে বিবর্তন সম্পর্কে বিশদ 242

অধ্যায় 3 - নিম্ন আত্মা থেকে দুটি অপ্রতিরোধ্য বেস আকাঙ্ক্ষার দখল ভাঙা 256

ক্ষুধার শ্রেষ্ঠত্ব এবং পেটুকের নিন্দা 258

ক্ষুধার উপকারিতা এবং পেটুকের ক্ষতি 262

ক্ষুধা সম্পর্কিত রায়, শ্রেষ্ঠত্ব এবং মানবিক রাষ্ট্রের পার্থক্য 273

কম খাওয়া এবং কামনা ত্যাগ করার ক্ষতি 276

গোপনাঙ্গের লালসা 278

অধ্যায় 4 - অনিয়ন্ত্রিত বক্তৃতার অপূরণীয় ক্ষতি 281

জিহ্বার মহান বিপদ এবং নীরবতার শ্রেষ্ঠত্ব 283

জিহ্বা বা বক্তৃতার অপব্যবহারের ক্ষতি 287

অধ্যায় 5 - ক্রোধ, ক্রোধ, ক্রোধ এবং ঈর্ষার কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ 336

ক্রোধ ও ক্রোধের নিন্দা 337

আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ক্রোধ কি দূর করা যায় বা প্রশমিত করা যায়? 340

রাগের কারণ 342

উস্কানির পরে রাগের নিরাময় 344

সহনশীলতার উৎকর্ষতা 348

ক্ষমা ও নম্রতার বিদ্বেষ এবং শ্রেষ্ঠত্বের বাস্তবতা এবং পরিণতি 351

ক্ষমার শ্রেষ্ঠত্ব এবং মঙ্গলের ঊর্ধ্বে এবং এর বাইরে যাওয়া 353

নম্রতা এবং ক্ষমার শ্রেষ্ঠত্ব 355

ঈর্ষা, তার বাস্তবতা এবং তার নিরাময়ের উপায়গুলির নিন্দা ... 356
ঈর্ষার কারণ ... 360
ঈর্ষা নিরাময়ের ঔষধ ... 368
অধ্যায় 6 - পার্থিব জীবন, সম্পত্তি এবং ক্ষমতার প্রতি আসক্তি এবং এটি একজনের জীবনের উদ্দেশ্য তৈরি করা ... 373
এতে লিপ্ত হওয়ার পরে বিশ্বের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা ... 382
একজন মানুষের জন্য বিশ্বের বাস্তবতা এবং প্রকৃতি ... 387
বিশ্বের বাস্তবতা এবং ভোগ যা মানুষকে তাদের নিজের সত্ত্বা, মহাবিশ্বের স্রষ্টা এবং তাদের নিজের পরিণতি ভুলে যাওয়ার কারণ করে যখন তারা তাদের মধ্যে নিমজ্জিত হয় ... 391
অধ্যায় 7 - কৃপণতা এবং বস্তুগত সম্পত্তির প্রতি ভালবাসার ক্ষতি ... 400
ধন-সম্পদের ক্ষতি এবং এর প্রতি ভালবাসা থাকার অস্বীকৃতি ... 402
সম্পদের প্রশংসা ও সমালোচনার মধ্যে দ্বন্দ্বের সমাধান ... 404
সম্পদের ক্ষতি ও উপকারিতা ... 406
লোভের নিরাময় এবং তৃপ্তি বাড়ানোর জন্য ওষুধ ... 409
কৃপণতার নিন্দা ... 416
পরার্থপরতার বাস্তবতা এবং এর শ্রেষ্ঠত্ব ... 418
কৃপণতার নিরাময় ... 421
অধ্যায় 8 - খ্যাতি এবং প্রশংসা খোঁজার ক্ষতি ... 432
খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা আদায়ের নিন্দা ... 434
বাস্তব পরিপূর্ণতা ... 445
নিম্ন আত্মার প্রশংসার জন্য ভালবাসা এবং সমালোচনার জন্য ঘৃণা ... 447
খ্যাতির প্রেমের নিরাময় ... 450
প্রশংসার ভালোবাসার নিরাময় ... 454
সমালোচনা ও নিন্দার ঘৃণার নিরাময় ... 457
অধ্যায় 9 - আড়ম্বরপূর্ণ এবং প্রদর্শনের ক্ষতি ... 461
আড়ম্বরপূর্ণতার নিন্দা ... 461
আড়ম্বরের বাস্তবতা এবং তার ঘটনার বিষয় ... 468
এই রোগ দিয়ে হৃৎপিণ্ড নিরাময়ের ওষুধ ... 472
কর্মের মাধ্যমে আড়ম্বরপূর্ণতার নিরাময় ... 476
সত্যতা ও আন্তরিকতার লক্ষণ ... 479

অধ্যায় 10 - অহংকার এবং আত্ম-অহংকারের ক্ষতি 484
অহংকারের ক্ষতি 485
নম্রতার উৎকর্ষতা 487
যে জিনিসগুলির সাথে অহংকার প্রদর্শিত হয় 491
ঔদ্ধত্যের নিরাময় এবং নম্রতা অর্জনের পদ্ধতি 501
আত্ম-অহংকার এবং এর ক্ষতির নিন্দা 515
আত্ম-ধার্মিকতার কারণ এবং তাদের নিরাময় 517
অহংকার ও অবহেলার নিন্দা 524
পার্ট 3: অভ্যন্তরীণ গঠনমূলক এবং স্থিতিস্থাপক বৈশিষ্ট্য - স্থিতিস্থাপকতা, ইতিবাচকতা, আশাবাদ, অভ্যন্তরীণ শান্তি, সুখ, চিরন্তন আনন্দ এবং অবিরাম সাফল্য যা চিরস্থায়ী ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত মানব সাফল্যের সূচনা করে 530
অধ্যায় 11 - নিজের দোষ, অন্যায় এবং বাড়াবাড়ি উপলব্ধি করা এবং অনুতাপ, ক্ষমা এবং করা ভুলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত চাওয়া 532
অনুতাপের বাস্তবতা ও সংজ্ঞা 534
তওবা গ্রহণ তার শর্ত পূরণের উপর নির্ভর করে 539
ছোটখাটো পাপ কীভাবে বড় হয়ে ওঠে? 547
অনুতাপের ঔষধ এবং পাপের উপর জেদ নিরাময়ের পদ্ধতি 554
অধ্যায় 12 - প্রতিকূলতা, পরীক্ষা এবং ক্লেশের মুখোমুখি ধৈর্যের মাধ্যমে স্থিতিস্থাপকতা, এবং আশীর্বাদ এবং সমস্ত ভাল ব্যক্তির জন্য কৃতজ্ঞতা 562
ধৈর্যের ব্যাখ্যা 563
ধৈর্যের বাস্তবতা ও অর্থ 566
একজন চাকরের সব রাজ্যেই ধৈর্যের প্রয়োজন 571
ধৈর্যের ঔষধ এবং এটি দিয়ে সাহায্য পাওয়ার উপায় 576
কৃতজ্ঞতার ব্যাখ্যা 580
কৃতজ্ঞতার যোগ্য আশীর্বাদ 590
কেন মানুষের কৃতজ্ঞতা নেই 600
অধ্যায় 13 - সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংযম হিসাবে ঈশ্বরকে ভয় করা এবং ইতিবাচকতা এবং আশাবাদের সরঞ্জাম হিসাবে ঈশ্বরের উপর আশা রাখা 611
আশার বাস্তবতা, এর শ্রেষ্ঠত্ব, আশার জন্য ঔষধ এবং এটি অর্জনের পদ্ধতি 612
ভয়ের বাস্তবতা 620
ভয় বা আশার আধিপত্য বা উভয়ের মধ্যপন্থী স্তর কি উচ্চতর? 627
অশুভ সমাপ্তি সম্পর্কে জ্ঞানবাদীদের ভয় 631

অধ্যায় 14 - ঈশ্বরের সামনে পরম প্রয়োজনীয়তার নম্রতা জাগ্রত করা, দারিদ্র্য সহ্য করা এবং জাগতিকতা এবং বস্তুবাদী আবেশ থেকে বিরত থাকা 636

ঈশ্বর এবং আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর অভ্যন্তরীণ অবস্থার সামনে বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক উভয়ই দারিদ্র্য বা পরম প্রয়োজনের বাস্তবতা 637

ঈশ্বরের সামনে বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই দারিদ্র্য বা পরম অভাবের উৎকর্ষতা 641

জাগতিকতা থেকে বিরত থাকার ব্যাখ্যা 647

সংযমের উৎকর্ষতা 650

অধ্যায় 15 - মানুষের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি বিষয়ের উপর ঈশ্বরের ঐক্য, সর্বশক্তিমান এবং পরম শক্তি উপলব্ধি করা এবং ঈশ্বরের প্রতি আস্থা বিকাশ করা 659

আল্লাহর উপর আস্থার শ্রেষ্ঠত্ব 661

হৃদয়ের অধিকারীর সাথে কলমের কথোপকথন 665

ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখার অবস্থা এবং ক্রিয়াকলাপ 673

মহামারীতে আল্লাহর উপর ভরসা করার বিষয়ে উমর (রাঃ) এর ঘটনা 679

অধ্যায় 16 - প্রেম, আকাঙ্ক্ষা এবং ঐশ্বরিক সাথে ঘনিষ্ঠতা এবং ঐশ্বরিক ইচ্ছা এবং আদেশ গ্রহণ করা অভ্যন্তরীণ শান্তি, প্রশান্তি এবং সুখের উত্সাহের জন্য অপরিহার্য . 683

প্রেমের বাস্তবতা, এর কারণ এবং তাঁর বান্দার প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার অর্থ 688

একমাত্র আল্লাহই ভালোবাসার যোগ্য। 695

ঐশ্বরিক জ্ঞান এবং ঐশ্বরিক দর্শনের আনন্দ 708

ঐশ্বরিক আকাঙ্ক্ষা 719

অধ্যায় 17 - কোনও স্বার্থপর উদ্দেশ্য, সমস্ত বিষয়ে আন্তরিকতা এবং সত্যের প্রতি উত্সর্গ ছাড়াই বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য তৈরি করা 727

উদ্দেশ্যের শ্রেষ্ঠত্ব এবং বাস্তবতা 729

শ্রেষ্ঠত্ব, বাস্তবতা এবং আন্তরিকতার ডিগ্রী 734

সত্যতার শ্রেষ্ঠত্ব এবং বাস্তবতা 745

অধ্যায় 18 - সমস্ত ত্রুটি, নেতিবাচকতা এবং কুফলের জন্য নিজেকে দায়ী করার জন্য আত্ম-পরীক্ষা এবং স্ব-মূল্যায়ন 754

স্ব-পরীক্ষার ব্যাখ্যা (*মুরাকাবা*) এবং স্ব-মূল্যায়ন (*মুহাসাবা*) 754

চিন্তার বাস্তবতা এবং এর ডিগ্রি 763

অধ্যায় 19 - গভীর অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন এবং আলোচনা অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং আধ্যাত্মিক রূপান্তরের জন্য অপরিহার্য 774

গভীর অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন (*তাফাক্কুর*) এবং আলোচনা (*তাদাব্বুর*) 774

পাঁচ ডিগ্রী প্রতিফলন 778

অধ্যায় 20 - নিজের মৃত্যু এবং পার্থিব জীবনের সমাপ্তি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা এবং কখনও দৃষ্টি হারান না এবং অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুত করা 790

বিশ্বের মধ্য দিয়ে যাত্রার সমাপ্তির জন্য প্রস্তুতি 792

কিতাবের সমাপ্তিতে সুসংবাদ হিসেবে আল্লাহর রহমতের ব্যাপকতার কথা উল্লেখ করা 805

অধ্যায় 21 - সময়, স্থান এবং পরিস্থিতি নির্বিশেষে অভ্যন্তরীণ শান্তি, প্রশান্তি এবং সুখ খুঁজে পেতে নিজেকে মুক্ত করার জন্য প্রজ্ঞা 809

পার্ট 4: রুমির তিন রাজকুমারের কল্পকাহিনীর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সত্তার পরিপূর্ণতা এবং জীবনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার আধ্যাত্মিক পথ 817

উপসংহার 890

আরও অধ্যয়নের জন্য সুপারিশ করা বই 892

গ্রন্থপঞ্জি 897

সারসংক্ষেপ

মানবতা আজ নিজেকে খুঁজে পেয়েছে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তাদের বিভিন্ন ইতিবাচক প্রভাব এবং প্রকাশের সাথে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক শান্তির সন্ধান করছে, যখন উদ্বেগ এবং অশান্তির মধ্যে ডুবে রয়েছে, চারপাশে প্রচুর চ্যালেঞ্জ এবং অশান্তির মুখোমুখি হচ্ছে। বর্তমান দিনের সংকট ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভয়াবহ জলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য ধৈর্য, নির্দেশনা, সত্য এবং প্রজ্ঞার প্রয়োজন। তবে, একজন সাধারণ মানুষের প্রতিটি স্তরে প্রচুর চ্যালেঞ্জ এতটাই ক্লান্ত এবং গ্রাস করে যে কোনও বুদ্ধিবৃত্তিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং আধ্যাত্মিক সম্পদ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কোনও উপায় খুঁজে বের করা যায় না। সুড়ঙ্গের শেষে আলো দেখার এবং জিনিসগুলিকে ইতিবাচকভাবে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশিকা অনেকের কাছে উপলব্ধ নয় বা এই "তথ্য যুগ" বৈপরীত্যপূর্ণভাবে নিয়ে এসেছে গণ বিভ্রান্তি, উন্মাদনা, নেতিবাচকতা এবং ভুল তথ্য দ্বারা অস্পষ্ট। তথ্য যুগ আলোকিত যুগের সূচনা করার কথা ছিল, তার বিপরীত নয়, যা আজ প্রচলিত।

যখন আমরা পরিস্থিতি এবং বর্তমান বিষয়গুলির দিকে তাকাই, তখন আমরা হয় নিজেদেরকে উদ্বেগের যুগে বাস করতে দেখি, এমনকি অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত বিকাশের দ্বারা উত্সাহিত প্রচলিত বস্তুগত সমৃদ্ধির সাথেও, অথবা চলমান রাজনৈতিক ও সামাজিক দ্বন্দ্ব, যুদ্ধের কারণে সামাজিক বিশৃঙ্খলায় জর্জরিত হলে অস্থিরতার যুগে বাস করছি। ক্ষুধা, রোগ, অবিচার, দারিদ্র্য এবং অর্থনৈতিক দুর্দশা, বা অশান্ত অবস্থায় বসবাস করা - উদ্বেগ এবং অস্থিরতার মধ্যে এমন একটি অবস্থা যেখানে আমাদের সবার জন্য সীমিত অর্থনৈতিক সুযোগ রয়েছে যা কম স্তরের সামাজিক বিশৃঙ্খলার সাথে মিলিত হয়, তবে তবুও ব্যাপক আকারের উত্থান এবং দ্বন্দ্ব ছাড়াই। আমরা যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, আমাদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি এবং প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে, আমরা ভারসাম্যের অবস্থার সন্ধান করছি যেখানে আমরা ইতিবাচকতা, আশাবাদ, অভ্যন্তরীণ শান্তি, প্রশান্তি, সুখ এবং সাফল্যের সাথে বাস করতে পারি। উদ্বেগ, অশান্তি বা অশান্তি কাটিয়ে ওঠার জন্য এই ইতিবাচক

অভ্যন্তরীণ অবস্থা অর্জন করার জন্য এই নেতিবাচক এবং অবাঞ্ছিত অবস্থাগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য বাস্তব কারণগুলির গভীর নজর প্রয়োজন।

এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য হ'ল নেতিবাচকতা, হতাশা, হতাশা এবং হতাশার বিকল্পগুলি চিন্তাভাবনা, অনুভূতি, কথা, কর্ম এবং সত্তার স্থিতিস্থাপকতা, আশাবাদ এবং ইতিবাচকতার আকারে ব্যাখ্যা করা। মনোভাবের এই রূপান্তরের ফলাফল - অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয়ই - অভ্যন্তরীণ শান্তি, প্রশান্তি, সুখ এবং জীবন এবং এর চ্যালেঞ্জগুলির প্রতি একটি কালজয়ী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসে, চিরন্তন সুখ এবং অফুরন্ত বিজয় যা এই পার্থিব অস্তিত্ব থেকে শুরু হয় কিন্তু তারপরে সময় এবং স্থানের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে অনন্ত জীবনে একজন মানুষকে অমর করে তোলে।

চিন্তাভাবনা, অনুভূতি, কথা এবং কাজের নেতিবাচকতা শত্রুতা, দ্বন্দ্ব, অযৌক্তিক ধ্বংস, যুদ্ধ, উদ্বেগ, হতাশা এবং অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক ও শারীরিক অসুস্থতার দিকে পরিচালিত করে, অন্যদিকে ইতিবাচক অভ্যন্তরীণ অবস্থা, চিন্তাভাবনা, অনুভূতি, কথা এবং কাজ অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং প্রশান্তির দিকে পরিচালিত করে, ফলস্বরূপ সবার জন্য জীবন, স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি, স্বাস্থ্য এবং সুখের উন্নতি করে। এটি ঘটে যখন আমরা আমাদের আত্মার গভীরে এমবেড করা ইতিবাচক শক্তির জলাধারগুলিতে ট্যাপ করি এবং প্রথমে আমাদের নিজের সুবিধার জন্য তাদের ইতিবাচক চ্যানেলগুলিতে পুনর্নির্দেশ করি, তারপরে আমরা প্রভাবিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া সকলের সুবিধার জন্য। এই স্ব-ক্ষমতায়ন ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত অভ্যন্তরীণ শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সকলের জন্য সুখের প্রচারের জন্য অত্যাবশ্যক যা ফলস্বরূপ চিরন্তন আনন্দের দিকে পরিচালিত করে। এটি সেই আলকেমি যা একজনের অভ্যন্তরীণ সত্তার কাঁচামালকে অপরিসীম মূল্য, উজ্জ্বলতা এবং উজ্জ্বলতার অমূল্য রত্নে রূপান্তরিত করে। তাহলে কেন এই একমাত্র জীবনে সত্যিকারের মানবিক সম্ভাবনা এবং মূল্যের চেয়ে কম কিছু স্থির করা যায় যা একজনের কাছে রয়েছে? এটি করতে ব্যর্থতার ফলে হারানো সুযোগ এবং অবাস্তব সম্ভাবনার জন্য একজনের চিরন্তন অনুশোচনা এবং হতাশা দেখা দেয়।

এই গ্রন্থটি আত্ম-সচেতনতা এবং আধ্যাত্মিক আলোকসজ্জার পথের ব্যাখ্যা দিয়ে শুরু হয়, তারপরে অভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক গুণাবলীর ব্যাখ্যা দিয়ে যা আত্ম-সচেতনতা এবং আধ্যাত্মিক আলোকসজ্জাকে বাধা দেয়। এর পরে এমন কারণগুলির একটি ব্যাখ্যা রয়েছে যা আমাদের আত্মার গভীরে এমবেড করা ইতিবাচক শক্তির জলাধারটি উন্মোচনের দিকে পরিচালিত করে, প্রতিটি ব্যক্তিকে মানব কৃতিত্বের শীর্ষে নিয়ে যায়। এই বইটি সবাইকে "খারাপ" বা নেতিবাচক হওয়ার পুনর্বিবেচনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানায় এবং পরিবর্তে "ভাল" বা ইতিবাচক হওয়ার চেষ্টা করে এবং এটি করার জন্য যথাক্রমে ক্ষতি এবং সুবিধাগুলি নিজের জন্য দেখে। এটি সবাইকে নেতিবাচক, নিকৃষ্ট, জঘন্য এবং মন্দ হওয়া পরিহার করার জন্য আমন্ত্রণ জানায় যা অভ্যন্তরীণ সম্পদের ইচ্ছাকৃত ধ্বংস এবং নিজের কল্যাণের প্রতি অবহেলা করার সমান এবং তার পরিবর্তে ইতিবাচক, আনন্দদায়ক, আশাবাদী এবং ভাল হওয়া এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখতে এবং মানব কৃতিত্বের শীর্ষে পৌঁছাতে শেখা। এই গ্রন্থটি পরিপূর্ণতা, আলোকিতকরণ, চিরন্তন সুখ এবং অবিরাম সাফল্যের পথ খুলতে সহায়তা করে, যা সেই ফলাফলকে বাধা দেয় এমন সমস্ত কিছুকে অবরুদ্ধ করে। প্রতিটি মানুষ এই জীবনের সেরাটি প্রাপ্য এবং এই গ্রন্থটি প্রথমে যে পথটি সম্ভব করে তোলে তা ব্যাখ্যা করে, তারপরে নিজের জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং এটিকে আরও ভালভাবে ঘুরিয়ে দিয়ে কাজ এবং উপলক্ষ্যে উঠতে চ্যালেঞ্জ জানায়।

উদ্বেগ, অশান্তি এবং অশান্তির এই যুগের অসুস্থতার প্রতিকার উপস্থাপনের জন্য, আমরা আধ্যাত্মিকতা, আত্ম-সচেতনতা, অভ্যন্তরীণ সংস্কার এবং অভ্যন্তরীণ রূপান্তরের অন্যতম সেরা প্রবক্তার জ্ঞান এবং কালজয়ী সম্পদ থেকে আহরণ করব যা কেবল ইসলামী সভ্যতার নয়, সমগ্র মানব সভ্যতার বাহ্যিক পুনর্নবীকরণের জন্য প্রভাব ফেলবে - ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ আল-গাজ্জালী (1058-1111 খ্রিষ্টাব্দ)। গাজালি নামে পরিচিত - যা তিনি যুগের শেষ পর্যন্ত মানবতার কল্যাণে ব্যাখ্যা করেছেন। গাজালির নিপুণ অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রজ্ঞা দ্বারা চালিত এই ব্যাখ্যাটি মানুষের অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে শুরু হয় এবং কীভাবে তারা চিরন্তন সুখ এবং অফুরন্ত সাফল্যের সাথে আবদ্ধ - এমন একটি লক্ষ্য

যা প্রতিটি মানুষ গভীরভাবে চায় এবং লালন করে। একবার সেই জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টিতে সজ্জিত হয়ে গেলে, এটি অভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করে যা একজনকে অবশ্যই নির্মূল করতে হবে, তারপরে অভ্যন্তরীণ গুণাবলী এবং মহৎ গুণাবলী যা একজনের ভিতরের গভীরে প্রবেশ করতে হবে, উদ্বেগ, অশান্তি এবং অশান্তির দ্বারা চিহ্নিত আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জগুলি কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে হবে, ফলস্বরূপ চিরন্তন সুখ এবং অফুরন্ত বিজয় অর্জন করা যায় এবং সেই প্রক্রিয়ায় একজনের পার্থিব জীবনকে স্থিতিস্থাপকতার সাথে চিহ্নিত করা যায়। ইতিবাচকতা, আশাবাদ, অভ্যন্তরীণ শান্তি, প্রশান্তি, সত্যিকারের সুখ এবং অবিরাম চিরস্থায়ী সাফল্য।

এই বইটি হবে অসহায়দের জন্য সহায়তা, দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য একটি সহায়ক, হতাশা, হতাশা, দুঃখ এবং অভ্যন্তরীণ শূন্যতার আকারে অভ্যন্তরীণ যন্ত্রণায় নিমজ্জিত ব্যক্তিদের জন্য স্বস্তি, যারা অন্ধকারে পরিবেষ্টিত তাদের জন্য একটি আলো, তাদের জন্য একটি পথপ্রদর্শক যারা তাদের জীবনের সত্য, উদ্দেশ্য এবং অর্থ সন্ধান করে। এবং যারা আরও ভাল হতে চায় তাদের জন্য, তাদের পরিবার, তাদের সম্প্রদায়, তাদের জাতি এবং বিশ্বের জন্য পরিস্থিতি ঘুরিয়ে দিতে চায় তাদের জন্য একটি পথ।

সমগ্র মানবজাতির জন্য গজালির জ্ঞানের কালজয়ী ভাণ্ডার এবং চিরন্তন সত্যের উপর ভিত্তি করে এই গ্রন্থটি আমাদের আত্মাকে তাদের সমস্ত নেতিবাচক প্রবণতা থেকে মুক্ত করে এবং তাদের ইতিবাচক শক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ করে আমাদের শান্তি, চিরন্তন সুখ এবং অফুরন্ত সাফল্যের অবস্থা দিয়ে আমাদের অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং আনন্দের পথ দেখায়। এই প্রক্রিয়ায়, একজন ব্যক্তি তার জীবনের প্রকৃত অর্থ এবং উদ্দেশ্য আবিষ্কার করে। নিজের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য আবিষ্কার করা এবং সেই উদ্দেশ্যের পরিণতির উপর কাজ করা, একজনের মন, হৃদয় এবং আত্মাকে পার্থিব জীবনের কষ্ট এবং দুর্দশা থেকে একটি আধ্যাত্মিক রাজ্যে নিয়ে যায় যা একজনকে অনন্ত সুখ এবং সমস্ত প্রতিকূলতার উপর অফুরন্ত বিজয় প্রদান করে। কোনও সমাজই মানুষের ভিতরে এবং বাইরে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর অন্ধকারতম আবেগ

থেকে মুক্ত নয় এবং প্রায়শই, ধর্মকে *ঐশ্বরিক* আলোর পরিবর্তে সেই অন্ধকার আবেগগুলিতে ট্যাপ করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আজ আমরা বিশ্বে যে শান্তি খুঁজছি, তা আমাদের নিজেদের হৃদয় থেকে শুরু হয়। গাজ্জালির "*ইহ্যা আল-উলুম আদ-দীন*" বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ", এই গ্রন্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, এটি একটি অসাধারণ কাজ, সম্ভবত সমগ্র মানব সভ্যতার সবচেয়ে যুগান্তকারী কাজ, কারণ এটি মানুষের গোপন অন্ধকার আবেগকে প্রকাশ করে এবং চ্যালেঞ্জ জানায় এবং সেই অন্ধকার প্রবণতাগুলিকে সন্তুষ্ট ও সন্তুষ্ট করার জন্য ধর্মের ব্যবহারকে চ্যালেঞ্জ জানায় এবং পরিবর্তে, ধর্মে এবং মানুষের হৃদয়ে ঐশ্বরিক আলো নিয়ে আসে এবং অভ্যন্তরীণ ও সার্বজনীন শান্তির সূচনা করে।

প্রতিটি মানুষের জন্য নিজের অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা এবং জীবনের উদ্দেশ্য বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার জন্য তিনি এখানে রয়েছেন। কেবল তখনই আমরা আমাদের চারপাশের সমস্ত পরিস্থিতি এবং ঘটনাগুলি - ভাল বা খারাপ, আনন্দদায়ক বা অপ্রীতিকর, পরিচালনা করা সহজ বা কঠিন - সঠিক দৃষ্টিকোণে রাখতে সক্ষম হই, জিনিসগুলির বাস্তবতা বুঝতে পারি, তারপরে আমাদের জীবনকে আরও ভালভাবে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ নিতে পারি, আমরা নিজেদেরকে যে পরিস্থিতিতে খুঁজে পাই তা নির্বিশেষে। এটি স্থিতিস্থাপকতা, অভ্যন্তরীণ শান্তি, প্রশান্তি এবং সুখকে উত্সাহিত করে যা আমরা সকলেই আমাদের হৃদয়ের গভীরতম অংশে কামনা করি। আত্ম-সচেতনতা এবং অভ্যন্তরীণ আলোকসজ্জার জন্য এই প্রচেষ্টার পুরষ্কার, তারপরে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিকারক অভ্যন্তরীণ অসুখগুলি পরিত্যাগ করা এবং ব্যক্তিগতভাবে উপকারী অভ্যন্তরীণ গুণাবলী জাগ্রত করা, এই পার্থিব জীবন থেকে শুরু করে, স্ট্রিভারকে অমর করে আনন্দের অনন্ত জীবনে পরিণত করা। এই বইয়ের প্রথম তিনটি অংশে এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে প্রথম অংশটি মানুষের বাস্তবতা এবং জীবনের বাস্তব উদ্দেশ্য জানার সাথে সম্পর্কিত, দ্বিতীয় অংশটি অভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক গুণাবলী এবং অন্ধকার অভ্যন্তরীণ প্রবণতা এবং সেগুলি নির্মূল করার উপায়গুলি বোঝার সাথে সম্পর্কিত, এবং তৃতীয় অংশটি সবচেয়ে আদিম ইতিবাচক মহৎ অভ্যন্তরীণ গুণাবলী নিয়ে কাজ করে যা ভাল ছাড়া আর কিছুই দেয় না এবং তাদের সমস্ত তাড়ানোর উপায়গুলি ব্যাখ্যা করে ভেতরে অন্ধকার। এই

লেখাগুলিতে ছড়িয়ে থাকা জ্ঞানের আলো অন্ধকার, নেতিবাচকতা, ক্ষতিকারক প্রবণতা, হতাশাকে গভীরভাবে দূর করবে এবং এর পরিবর্তে আমাদের জীবনকে উন্নত করার বা আমাদের ভেঙে পড়া জীবনকে পুনর্নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা দিয়ে প্রতিস্থাপন করবে, স্থিতিস্থাপকতা, ইতিবাচকতা, আশাবাদ, অভ্যন্তরীণ শান্তি, প্রশান্তি, সুখ, চিরন্তন আনন্দ এবং অফুরন্ত সাফল্য জাগ্রত করবে। ফলস্বরূপ, আত্মার গভীর থেকে নির্গত আলো স্ট্রিভারের চারপাশের সমস্ত কিছুকে সেই প্রান্তে আচ্ছাদিত করবে। এই আলোর তীব্রতা এবং বিস্তার বাড়ার সাথে সাথে চারপাশের অন্ধকার তত বেশি দূর হয়ে যায়, আমাদের অভ্যন্তরীণ সত্তা, সম্প্রদায়, জাতি এবং বিশ্বকে আলোকিত করে, চারপাশের জিনিসগুলিকে রহস্যময় এবং অসাধারণ উপায়ে রূপান্তরিত করে। এটি আদর্শবাদী মনে হতে পারে, তবে এই বইটি সম্ভাবনার শিল্প দেখায়। সেই প্রক্রিয়ায়, এটি মানবতার সর্বকালের অন্যতম সেরা ঋষি এবং শিক্ষকের জ্ঞানের কালজয়ী সম্পদের মাধ্যমে যা অসম্ভব বলে মনে হয় তা সম্ভব করার পথ আলোকিত করে।

প্রজ্ঞা এবং দিকনির্দেশনার ঐশ্বরিক আলো আপনার সত্তার জাহাজের নাবিক হোক, এই ক্ষণস্থায়ী এবং ক্ষণস্থায়ী পার্থিব অস্তিত্বের ঝড়ো জলের সমুদ্রে একটি তীরের শান্তি এবং নিরাপত্তার সন্ধান করে অনন্ত আনন্দ এবং অনন্ত বিজয়ের অমর অস্তিত্বে প্রবেশ করুক।

মুখবন্ধ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

পরম দয়ালু, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

আমরা এই গ্রন্থটি একজন মানুষের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং মূল্য বোঝার সাথে শুরু করি। এটি জেনে যে, জিনিসগুলিকে সঠিক দৃষ্টিকোণে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অন্তর্দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন, যার ফলস্বরূপ ভিতরের সমস্ত নেতিবাচকতা দূর করা এবং ইতিবাচক মনোভাব এবং অভ্যন্তরীণ স্বভাব দিয়ে অভ্যন্তরীণ শূন্যতা পূরণ করা, একজনের জীবনকে আরও ভালভাবে রূপান্তরিত করা। এই রূপান্তর মানুষের হৃদয় এবং আত্মা থেকে শুরু হয় এবং এই অভ্যন্তরীণ আলো শক্তিশালী হওয়ার সাথে সাথে এটি নিভে যায় এবং সমগ্র সম্প্রদায়, জাতি এবং ফলস্বরূপ বিশ্বকে রূপান্তরিত করে। অতএব, একজনের অস্তিত্বের বাস্তবতা এবং একজনের জীবনের উদ্দেশ্য এবং এটি কীভাবে চিরন্তন সুখ এবং অবিরাম বিজয়ের সাথে যুক্ত তা জানা জরুরি। তারপরে আমাদের সেই কারণগুলি জানতে হবে যা আমাদের এই লালিত লক্ষ্য থেকে পিছনে ফেলে দেয় এবং এর অর্জনকে সহজতর করে। এটি আমাদের বর্তমান উদ্বেগ, অশান্তি বা অশান্তির অবস্থা নির্বিশেষে স্থিতিস্থাপকতা, ইতিবাচকতা, আশাবাদ, অভ্যন্তরীণ শান্তি, প্রশান্তি, চিরন্তন সুখ এবং অবিরাম বিজয়ের অপ্রতিরোধ্য অবস্থায় আমাদের যাত্রা সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে অমূল্য অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করে।

পার্ট 1: কারও অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা জানা আজ মানবজাতির মুখোমুখি হওয়া সংকট, দ্বন্দ্ব এবং চ্যালেঞ্জগুলি সমাধানের পথ প্রশস্ত করে

ফার্সি ভাষায় রচিত "কিমিয়া-ই-সাদাত" *বা "অনন্ত সুখ এবং অন্তহীন সাফল্যের জন্য পরিবর্তনের আলকেমি বা রূপান্তরকারী এজেন্ট" এ গাজালি তাঁর অনন্ত সুখ এবং বাস্তবতা এবং জীবনের উদ্দেশ্যকে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেন* [1]:

আকাশের নক্ষত্র, বৃষ্টির ফোঁটা, গাছের পাতা, মরুভূমির বালির কণা এবং আকাশ ও পৃথিবীর পরমাণুর সমতুল্য অগণিত এবং অসীম কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা একমাত্র ঈশ্বরের, যার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য তাঁর একত্ব, এবং মহিমা, মহত্ত্ব, মহিমা, মহিমা এবং শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য এবং মহৎ বৈশিষ্ট্য। কোন মানুষই মহামান্য রাজার পরিপূর্ণতা সম্পর্কে অবগত নয়। তাঁর জ্ঞানের বাস্তবতায় তিনি ব্যতীত আর কারও পথ নেই। বরং তাঁর জ্ঞানের বাস্তবতা অর্জন করতে অক্ষমতা স্বীকার করা, তাঁর অন্তরঙ্গ এবং বন্ধুদের জ্ঞানের চূড়ান্ত পর্যায়, এবং তাঁর প্রশংসা এবং স্তোত্রে অক্ষমতা স্বীকার করা, ফেরেশতা এবং ভাববাদীদের দ্বারা ঐশ্বরিক মহিমান্বনের চূড়ান্ত পর্যায়। মহারাজের প্রথম রশ্মিতে বিস্মিত হওয়া, বুদ্ধিমানদের বুদ্ধির চূড়ান্ত পর্যায়। তাঁর সৌন্দর্যের নৈকট্যের সন্ধানে বিস্মিত হওয়া, পথচারী এবং রহস্যময় পথের আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীদের চূড়ান্ত পর্যায়। এর ভিত্তি হ'ল জ্ঞানের আশা ত্যাগ করা এবং নিজের নিকৃষ্ট স্বত্বের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা। তাঁর জ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা দাবি করা হল সাদৃশ্য এবং সাদৃশ্যের কথা চিন্তা করা। তাঁর সত্তার সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করার জন্য সকলের চোখে একটি অংশ রয়েছে। তাঁর বিস্ময়কর কাজ এবং সৃষ্টিগুলি দেখে, প্রয়োজনীয় জ্ঞান হ'ল সমস্ত বুদ্ধি দ্বারা বহন করা ফল। কোনও ব্যক্তি এমন হওয়া উচিত নয় যে কেউ তাঁর সত্তার মহত্ত্ব নিয়ে চিন্তা করতে সক্ষম নয়। কোন হৃদয় এমন হইবে যে, তাঁহার আশ্চর্যজনক কর্মের প্রতি এক মুহূর্তের জন্যও অমনোযোগী থাকে, এমনকি তাহাদের বাস্তবতা কি এবং কার শক্তির প্রকাশ, তাহা সম্বন্ধে তাহারা অমনোযোগী হইতে পারে। এটি যাতে কেউ বুঝতে পারে যে সমস্ত অবশ্যই তাঁর শক্তির চিহ্ন এবং তাঁর মহত্ত্বের আলোকসজ্জা। সেখানে যে সমস্ত আশ্চর্য এবং আশ্চর্য জিনিস রয়েছে তা তাঁর প্রজ্ঞা থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং সৌন্দর্যের সমস্ত প্রতিচ্ছবি কেবল তাঁর সৃষ্টি। সেখানে যা কিছু আছে, তা তাঁর পক্ষ থেকে এবং তাঁর কর্তৃক। বরং যা কিছু আছে, সেটাই তিনিই। বাস্তবে তিনি ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই। বরং সকলের অস্তিত্ব হচ্ছে তাঁর সত্তার আলোর প্রতিফলন।

হে প্রিয় প্রিয়তমা! জেনে রেখো যে, আল্লাহ মানুষকে খেলাধুলা, অহংকার ও অলস কাজের জন্য সৃষ্টি করেননি। বরং, একজনের দায়িত্ব এবং এর মধ্যে থাকা বিপদ উভয়ই প্রচণ্ড, যেন কেউ চিরন্তন নয় তবে অবশ্যই চিরজীবী হতে হবে। অর্থাৎ, যদি কেউ সর্বদা থেকে না হয় (বা অনন্তকাল থেকে বেঁচে থাকে), তবে সে চিরকালের জন্য থাকবে। যদিও কারও দেহ মাটির তৈরি কাঠামো হিসাবে তুচ্ছ, তবে একজনের আত্মার বাস্তবতা অসাধারণ এবং ঐশ্বরিক হওয়ার প্রিয়। যদিও এর উৎপত্তি পশু, পশু, শয়তান এবং তাদের অশুদ্ধতার গুণাবলীর সাথে মিশ্রিত হয়, তবে যখন এটি কষ্ট পায়, তখন এটি তার অশুদ্ধতা থেকে শুদ্ধ হয়ে যায় এবং ঐশ্বরিক সান্নিধ্যের ক্ষমতা অর্জন করে। সর্বনিম্নের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হওয়া এবং সর্বোচ্চদের মধ্যে সেরা হওয়া তার কাজ। এর সর্বনিম্ন অবনতি হ'ল পশু, পশু এবং শয়তানের স্তরে পড়ে গিয়ে এটি ক্রোধ এবং কামনার ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে। এর শীর্ষবিন্দু হ'ল এটি (আত্মা) ফেরেশতাদের পদমর্যাদায় পৌঁছে যায় [অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক রাজ্যে] এবং আকাঙ্ক্ষা এবং ক্রোধের জট (এবং সমস্ত নেতিবাচকতা যা তাদের প্রকাশ) ফেলে দেয় এবং পরিবর্তে তাদের বন্দী করে তোলে এবং এটি তাদের প্রভু এবং রাজা হয়ে ওঠে। যখন রাজত্বের এই মর্যাদা অর্জন করা হয়, তখন একজন ঐশ্বরিক উপাসনা ও দাসত্বের যোগ্য হয়ে ওঠে। উপাসনা করার এই ক্ষমতা ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য এবং মানুষের পদমর্যাদার পরিপূর্ণতা। যখন কেউ ঐশ্বরিক সৌন্দর্যের প্রেমের স্বাদ পায়, তখন ঐশ্বরিক দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে একটি মুহূর্তও কাটাতে পারে না। অফুরন্ত সৌন্দর্য ও করুণার দর্শন একজনের স্বর্গে পরিণত হয়। চোখ, পেট ও দৈহিক সুখের জান্নাত একজনের কাছে তুচ্ছ ও মূল্যহীন হয়ে পড়ে। যেহেতু কারও জন্মের শুরুতে মানুষের ভিত্তি অসম্পূর্ণ এবং তুচ্ছ, তাই কষ্ট এবং চিকিত্সা ছাড়া পরিপূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব নয়, যেমন আলকেমি যা পিতল এবং তামাকে বিশুদ্ধ করে এবং এটিকে সোনায় পরিণত করে তা অত্যন্ত কঠিন। সবাই তা শনাক্ত করতে পারছে না। অনুরূপভাবে, এই আলকেমি যা মানুষের ভিত্তিকে পশু এবং পশু অভ্যাসের অশুদ্ধতা থেকে বিশুদ্ধ করে এবং এতে ফেরেশতাদের [আধ্যাত্মিক] শুদ্ধি নিয়ে আসে যার ফলে এটি চিরন্তন সুখ অর্জন করে। এই আলকেমি অর্জন করা খুব কঠিন [অর্থাৎ পরিবর্তনের রূপান্তরকারী এজেন্ট,] এবং প্রতিটি মানুষ এটি জানে না। এই গ্রন্থটি লেখার উদ্দেশ্য হল এই আলকেমির উপাদানগুলি বর্ণনা করা যা প্রকৃতপক্ষে চিরন্তন পরমানন্দের আলকেমি। এ কারণেই আমরা এই বইটির নাম দিয়েছি '*কিমিয়া-ই-সা'দাত*' বা 'আলকেমি বা ট্রান্সফরমেটিভ এজেন্ট অব চেঞ্জ ফর ইটারনাল হ্যাপিনেস অ্যান্ড এন্ডলেস সাকসেস'। "আলকেমি" নামটি এই বইয়ের সাথে খুব মানানসই। কারণ এই যে, তামা ও সোনার মধ্যে হলুদ ও ওজন ছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই, এবং এই রসায়ন দ্বারা [যা তামাকে সোনায় রূপান্তরিত করে] দ্বারা এই পৃথিবীতে ধনী হওয়া ছাড়া আর কোনও বস্তু নেই। পার্থিব জীবন কয়েকদিন দীর্ঘ। পার্থিব সম্পদ নিজেই কিছুই নয়। গবাদি পশুর অভ্যাস এবং ফেরেশতাদের গুণাবলীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই রসায়নের ফল হল চিরন্তন আনন্দ [এবং চিরস্থায়ী সাফল্য]। এর সময়কালের কোন শেষ নেই [কারণ এটি চিরস্থায়ী এবং সেখানে চিরকাল থাকবে, একজন মানুষকে অমর করে তুলবে]। এর আশীর্বাদের কোন প্রকারের শেষ নেই। কোনও অশুদ্ধতা প্রবেশ করতে পারে না এবং এর বিশুদ্ধতা এবং স্পষ্টতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না। বাস্তবে এই

বইটি আলকেমি। এটি ব্যতীত (অর্থাত্, এই বইয়ে উপস্থাপিত শিক্ষা এবং ব্যাখ্যাগুলি "*কিমিয়া-ই-সাদাত*" বা "অনন্ত সুখ এবং অন্তহীন সাফল্যের জন্য আলকেমি বা রূপান্তরকারী এজেন্ট অব চেঞ্জ"), অন্য কোনও কিছুকে আলকেমি হিসাবে নামকরণ করা রূপক ছাড়া আর কিছুই নয়।

হে প্রিয় প্রিয়তমা! আপনার জানা উচিত যে [তামা এবং অন্যান্য নীচ উপাদানগুলিকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করার] আলকেমি যেমন প্রতিটি বৃদ্ধার কুটিরে পাওয়া যায় না, বরং এটি অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি এবং রাজাদের সম্পদে পাওয়া যায়। তেমনি অনন্ত পরমানন্দের [এবং চিরন্তন বিজয়] রসায়নও সর্বত্র পাওয়া যায় না। বরং তা ঐশ্বরিক ভাণ্ডারে পাওয়া যায়। স্বর্গমণ্ডলের এই ঐশ্বরিক ভাণ্ডার, ফেরেশতাগণ ও পৃথিবীতে রয়েছে [সত্য] নবীদের পবিত্র হৃদয়। যে ব্যক্তি নবুর দরবারে ব্যতীত অন্য কোথাও এই রসায়নের সন্ধান করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে এবং শেষ পর্যন্ত প্রতারিত ও প্রতারিত হবে। একজন বৃথা কল্পনা ছাড়া আর কিছুই পাবে না। কিয়ামতের দিন তার দারিদ্র্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং সমগ্র সৃষ্টিই তার নকল (মিথ্যা) মুদ্রা জানতে পারবে এবং প্রত্যেকের বিপথগামী বুদ্ধি বিচক্ষণ হয়ে উঠবে (এবং সে বাস্তবতা ও সত্য সম্পর্কে জানতে পারবে যা সে তার সারা জীবনে অজ্ঞ ছিল)। কেউ [ঐশ্বরিক] ঘোষণার আহ্বান শুনতে পাবে:

لَّقَدْ كُنتَ فِى غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ

"তোমরা নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে অজ্ঞ ও অজ্ঞতায় ছিলে। আমি তোমাদের কাছ থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি, অতএব আজ তোমার দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ [যেমন পূর্বে তোমাদের কাছ থেকে যা গোপন ছিল, তা এখন তোমার তীক্ষ্ণ মনোযোগে রয়েছে। (কুরআন, অধ্যায় 50, আয়াত 22)

সকল দয়াময় আল্লাহর (অর্থাৎ আল্লাহ) রহমত ও রহমতের মধ্যে সবচেয়ে বড় রহমতের মধ্যে একটি হল তিনি আল্লাহর সৃষ্টিকে (জগতের মানুষদের) এই আলকেমির বিধান (উপাদান ও তৈরি) শিক্ষা দেওয়ার জন্য দুনিয়ার এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী (রাঃ) প্রেরণ করেছেন। এবং তাহাদিগকে হৃদয়ের নগদ মুদ্রা কষ্টের আস্ত্রে রাখিয়া তাহাদিগকে বলিতে হইবে, এবং হৃদয়ের কঠোরতা ও কাদা হইতে মন্দ নৈতিকতা হইতে হৃদয়ের সংস্কারের উপায় তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া, এবং হৃদয়কে সৎ নৈতিকতা ও মহৎ গুণাবলীতে সজ্জিত করিবার উপায় শিক্ষা দিয়া, এবং তাহা সমস্ত লোককে শিক্ষা দিতে। অতএব, আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের মহিমা ও সার্বভৌমত্বের দ্বারা নিজের প্রশংসা করেছিলেন এবং তিনি নবীদের প্রেরণের গুণাবলী ঘোষণা করেছিলেন (বিশেষ করে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং এটিকে সৃষ্টির প্রতি তাঁর অনুগ্রহ হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন এবং বলেছিলেন:

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ
وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ٢

"নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে, তিনি রাজা পবিত্র, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তিনিই সেইজন যিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে নিরক্ষরদের মধ্যে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন এবং তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান শিক্ষা দেন। আর এর পূর্বে তারা প্রকাশ্য অজ্ঞতায় ছিল। (কুরআন, অধ্যায় 62, আয়াত 1-2)

[আরবি] শব্দটি "*ইউজাক্কিহিম*" (যার অর্থ "তাদের হৃদয় ও আত্মার অন্তরের শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে, সমস্ত অশুচিতা এবং কাদা থেকে, তাদের সমস্ত রূপ এবং প্রকাশের মাধ্যমে তাদের পবিত্রতা করে") [উপরের আয়াতে] একই নিন্দনীয় [অন্তর্নিহিত] বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলীকে বোঝায় যা পশুদের গুণাবলী এবং যা থেকে আল্লাহর রাসূল (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের মুক্তি দেয় [বা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের পবিত্র করে] তাঁর মহৎ শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ শুদ্ধিকরণ এবং আধ্যাত্মিক রূপান্তরের]। আরবি শব্দগুলো 'ইউ'*আলিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা*' (যার অর্থ উপরের একই আয়াতে তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয়) এই কথাকে বোঝায় যে, তিনি তাদেরকে ফেরেশতাগণের গুণাবলীর পোশাক দিয়ে সজ্জিত করেন। এবং এই আলকেমির (অর্থাত্, সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক রূপান্তরের রূপান্তরকারী এজেন্ট) এর উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য যে একজন মানুষকে সমস্ত ক্ষতিকারক এবং অবাঞ্ছিত জিনিসগুলির জন্য (অর্থাত্, আত্মার সমস্ত অভ্যন্তরীণ ত্রুটি এবং ক্ষতিকারক নেতিবাচক প্রবণতা) থেকে শুদ্ধ এবং শুদ্ধ হওয়া উচিত [যা মানুষের কল্যাণের জন্য ক্ষতিকারক], এবং [অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক] পরিপূর্ণতার গুণাবলী দ্বারা সজ্জিত হওয়া উচিত। সকল আলকেমির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠতম হল আলকেমি যে, দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে (জাগতিকতা, বস্তুবাদ, স্বার্থপর আকাঙ্ক্ষা এবং সকল নিন্দনীয়, নিন্দনীয় ও নেতিবাচক গুণাবলী) এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হতে হবে, যেমনটি আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর শিক্ষা দেওয়া হয়েছে:

وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

"*ওয়াদকুরুস্মা রাব্বিকা ওয়া তাবততাল ইলাইহি তবতিলা*"

"আর তোমার পালনকর্তার নাম স্মরণ করো এবং পূর্ণ অনুজ্ঞার সাথে নিজেকে উৎসর্গ করো। (কুরআন, অধ্যায় 73, আয়াত 8)

(আরবি ভাষায়) "*তাবতিলা*" (উপরের আয়াতে) অর্থ সর্বশক্তিমান আল্লাহ ব্যতীত সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং নিজেকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা এবং নিজেকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর বিশেষাধিকারের কাছে সমর্পণ করা (একমাত্র তাঁর উপর ভরসা করে এবং সমস্ত বিষয় পরিচালনায় তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকা)। এটি এই আলকেমির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা [চিরন্তন সুখ এবং অবিরাম সাফল্যের]। এর বিবরণ খুব দীর্ঘ এবং সীমাহীন। কিন্তু এর শিরোনাম হল চারটি জিনিস জানা, [এবং] এর অপরিহার্য উপাদানগুলি হল চারটি লেনদেন জানা, এবং প্রতিটি অপরিহার্য উপাদানের দশটি মৌলিক নীতি রয়েছে।

চারটি শিরোনাম [চিরন্তন সুখ এবং অফুরন্ত সাফল্যের এই আলকেমির] হল:

(1) নিজের সত্তা জানা,

(2) ঈশ্বরকে জানা,

(3) বিশ্বের বাস্তবতা জানা, এবং

(4) আখেরাতের বাস্তবতা জানা।

উপরোক্ত চারটি বিষয় জানা আসলে ইসলামকে জানার শিরোনাম (অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ)। কিন্তু ইসলামের অপরিহার্য উপাদানগুলোর বিষয় চারটি।

দুটি অপরিহার্য উপাদান বাহ্যিক আত্মা ("*জহির*") এবং দুটি অভ্যন্তরীণ আত্মার সাথে সম্পর্কিত ("*বাতিন*")।

বাহ্যিক আত্মার সাথে সম্পর্কিত দুটি অপরিহার্য উপাদান হ'ল:

(1) ঈশ্বরের আদেশ পালন করা। এগুলোকে বলা হয় বাইরের ইবাদত (*ইবাদ*) /

(2) কারও চলাচল ও জীবিকার ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিতে রাখা। এগুলোকে বলা হয় [সামাজিক] লেনদেন ("মু'*আম্মালাত*")।

অভ্যন্তরীণ আত্মা ("বাটিন") সম্পর্কিত দুটি অপরিহার্য উপাদান হ'ল:

(1) ক্রোধ, কৃপণতা, অহংকার, অহংকার, আত্ম-ধার্মিকতা ইত্যাদির মতো সমস্ত খারাপ [অভ্যন্তরীণ] নৈতিকতা থেকে হৃদয় [বা আত্মাকে] শুদ্ধ রাখা। এই [খারাপ এবং নিম্ন অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বা] নৈতিকতাকে বিশ্বাসের *পথে "মুহলিকাত*" (আত্মার নেতিবাচকতা বা অভ্যন্তরীণ অনৈতিকতা বা ধ্বংসাত্মক বৈশিষ্ট্য) এবং "*আকাবাত*" (অন্ধকার এবং সংকীর্ণ জায়গা যেখানে লোকেরা ডাকাতদের শিকার হয়) বলা হয়।

(2) ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, প্রেম, আশা, ঈশ্বরের উপর আস্থা ইত্যাদির মতো ভাল [অন্তর্নিহিত] নৈতিকতা দিয়ে হৃদয় [বা আত্মাকে] শোভা দেওয়া। এই নৈতিকতাকে বলা হয় *"মুনাজ্জিয়াত"* (আত্মার ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য বা সমস্ত উচ্চতর অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যা তাকে মোক্ষ, আনন্দ, সত্যিকারের [চিরন্তন] সুখ এবং [চিরন্তন] সাফল্য নিয়ে আসে)।

চারটি অপরিহার্য উপাদান যার মধ্যে (আল্লাহর) ইবাদতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা দশটি ভিত্তি নিয়ে গঠিত। সেগুলো হলো:

(1) *আহলে সুন্নাহর* বিশ্বাসের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ, যারা খাঁটি ঐতিহ্যগত পদ্ধতির উপর নির্ভর করে যা সমস্ত স্তরে সংক্রমণ এবং প্রত্যয়িত পাণ্ডিত্যের উপর নির্ভর করে [বাহ্যিক জীবন, অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিকতা পরিচালনার] যা নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর মাধ্যমে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে ফিরে যায়),

(2) জ্ঞান অন্বেষণের ক্ষেত্রে,

(3) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (বা বাহ্যিক পবিত্রতা) এর ক্ষেত্রে,

(4) নামাযের ক্ষেত্রে (আল্লাহর কাছে)

(5) যাকাত (বা বাধ্যতামূলক দরিদ্র বা দান-খয়রাত) এর ক্ষেত্রে,

(6) রোজার ক্ষেত্রে,

(7) *হজ্জের* ক্ষেত্রে (বা মক্কার কা'*বা হজ্জ* যা পৃথিবীতে আল্লাহ ও তাঁর রহমতের প্রতীক)

(8) পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে,

(9) ঈশ্বরের স্মরণ, প্রার্থনা ও প্রার্থনার ক্ষেত্রে, এবং

(10) লিটানিগুলির ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে [বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই নিজের সমস্ত প্রয়োজনের জন্য ঈশ্বরকে প্রার্থনা করার জন্য]।

[সকল মানুষের সাথে] পারস্পরিক লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত দ্বিতীয় অপরিহার্য উপাদানটিও দশটি ভিত্তি [বা নীতি] রয়েছে:

(1) খাবার গ্রহণের শিষ্টাচার,

(2) বিবাহের আচরণ,

(3) বাণিজ্য এবং বৃত্তির আচার-আচরণ,

(4) বৈধ অন্বেষণ [এবং বেআইনি থেকে বিরত থাকা],

(5) সাহচর্যের আচরণ,

(6) নির্জনতার আচরণ,

(7) ভ্রমণ ও ভ্রমণের আচার-আচরণ,

(8) আবৃত্তির শিষ্টাচার ("সামা" *বা* ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা এবং আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পর্কিত ভক্তিমূলক আবৃত্তি) এবং [ফলস্বরূপ] আধ্যাত্মিক] পরমানন্দ,

(9) ভাল আদেশ দেওয়া এবং মন্দ নিষিদ্ধ করার আচরণ, এবং

(10) শাসক ও শাসকদের জন্য আচার-আচরণ।

"মুহলিকাত" *(বা আত্মার ধ্বংসাত্মক মন্দতা) সম্পর্কিত তৃতীয় অপরিহার্য উপাদানটিরও দশটি ভিত্তি [বা নীতি] রয়েছে:*

(1) [অভ্যন্তরীণ] আত্ম-শৃঙ্খলার আচরণ [এবং নিম্ন আত্মার মৌলিক আকাঙ্ক্ষাগুলি দমন করার জন্য আধ্যাত্মিক অনুশীলন ("*নাফস*")],

(2) খাদ্য এবং শারীরিক সুখের অত্যধিক ভোগের জন্য নিরাময়ের শিষ্টাচার,

(3) অতিরিক্ত কথা বলা এবং জিহ্বার মন্দ নিরাময়ের পদ্ধতি,

(4) ক্রোধ, অহংকার এবং মিথ্যা সম্মান নিরাময়ের আচরণ,

(5) জগতের প্রেমের নিরাময়ের শিষ্টাচার,

(6) সম্পত্তি [এবং সম্পদ] এর প্রতি ভালবাসা নিরাময়ের আচরণ,

(7) আড়ম্বর এবং সম্মানের নিরাময়ের আচরণ (আত্ম-মহিমা এবং আত্ম-প্রশংসা),

(8) প্রদর্শন এবং ভণ্ডামির নিরাময়ের আচার-আচরণ,

(9) অহংকার এবং আত্ম-ধার্মিকতার নিরাময়ের শিষ্টাচার, এবং

(10) অহংকার এবং অবহেলার নিরাময়ের আচরণ।

"মুঞ্জিয়াত" সম্পর্কিত *চতুর্থ অপরিহার্য উপাদান* (বা আত্মার মহৎ অভ্যন্তরীণ গুণাবলী যা তাকে মোক্ষ এবং আনন্দ দেয়) এর দশটি ভিত্তি [বা নীতি] রয়েছে:

(1) তওবা করা [যে অন্যায় করেছে তা থেকে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা,

(2) ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা [ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও অনুগ্রহের জন্য],

(3) [ঈশ্বরকে] ভয় কর এবং [ঈশ্বরে] আশা কর;

(4) দারিদ্র্য [বা ঈশ্বরের সামনে পরম প্রয়োজনের অবস্থা] এবং তপস্যা,

(5) [ভাল] উদ্দেশ্য, আন্তরিকতা এবং সত্যবাদিতা,

(6) নিষ্ঠা এবং স্ব-জবাবদিহিতা,

(7) [আধ্যাত্মিক] ধ্যান (বা "*মুরাকাবা*" বা নিজের হৃদয়ের উপর ঈশ্বরের দৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করা, আত্ম-প্রতিফলন এবং সমালোচনামূলক আত্ম-মূল্যায়ন),

(8) ঈশ্বরের একত্ব এবং ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখা,

(9) ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা, এবং

(10) মৃত্যু এবং তার স্মৃতি (বা নিজের অনিবার্য মৃত্যু এবং নিজের জাগতিক অস্তিত্বের সমাপ্তি নিয়ে চিন্তা করা, যাতে বিষয়গুলি সঠিক দৃষ্টিকোণে রাখা যায়)।

এটি "কিমিয়া-ই-সা'দাত" বা "অনন্ত সুখ এবং অন্তহীন সাফল্যের জন্য পরিবর্তনের আলকেমি বা রূপান্তরকারী এজেন্ট" *বইয়ের অপরিহার্য উপাদান এবং মৌলিক বিষয়গুলির তালিকা।* আমরা চারটি শিরোনাম এবং চল্লিশটি নীতি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করব এবং আমাদের কলমকে কঠিন বাক্যাংশ এবং জটিলতায় লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখব যাতে এই বইটি সহজেই বোধগম্য হয়। কারণ যে কেউ গবেষণা করতে চায় বা জটিলতার গভীরে যেতে চায়, তাদের উচিত আমাদের আরবি বই যেমন "*ইহইয়া আল-উলুম আদ-দীন*" বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন", "*জাওয়াহির আল-কুরআন*" বা "কুরআনের রত্ন" বা এই শৃঙ্খলার অন্যান্য সংকলন। এই বইয়ের

উদ্দেশ্য হল সাধারণ মানুষের কাছে [অনন্ত সুখ এবং অনন্ত বিজয়ের এই আলকেমি] ব্যাখ্যা করা।

এরপরে গাজ্জালী এই আলকেমির চারটি শিরোনাম (বা প্রয়োজনীয়তা) এবং চল্লিশটি নীতির একটি বিস্ময়কর ব্যাখ্যা প্রদান করেন যা চিরন্তন সুখ এবং অবিরাম বিজয়ের রূপান্তরকারী এজেন্ট। গাজ্জালী তাঁর চার খণ্ডের জ্ঞানের সংকলন "*ইহ্যা আল-উলুম আদ-দীন*" বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" এ অনন্ত পরমানন্দের আলকেমির একই চল্লিশটি নীতির বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। গাজ্জালী তার বই "*কিমিয়া-ই-সাদাত*" বা "আলকেমি বা রূপান্তরকারী এজেন্ট অফ চেঞ্জ ফর ইটারনাল সুখ অ্যান্ড এন্ডলেস সাকসেস" এর উপরোক্ত ভূমিকার পরে আলকেমি বা চিরন্তন আনন্দের রূপান্তরকারী এজেন্টের চারটি প্রয়োজনীয়তার বিশদ বিবরণ সরবরাহ করেছেন। অনন্ত আনন্দ এবং অবিরাম সাফল্য অর্জনের জন্য প্রথম শিরোনাম বা প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যায়, অর্থাৎ "নিজের আত্মাকে জানা", গাজ্জালী লিখেছেন [2]:

নিজের সত্তা জানা

প্রিয় প্রিয়তমা! সাবধান থাকুন যে নিজের সম্পর্কে জানা ঈশ্বরের উপলব্ধির চাবিকাঠি। সুতরাং তাঁর পক্ষ থেকে বিধান করা হয়েছে যে:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

"যে নিজেকে চিনতে পারে, সে তার প্রতিপালককে চিনতে পারে।

سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْءَافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ

"আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব বিশ্বজগতের দূরবর্তী অঞ্চলে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে (আত্মা) , যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটাই সত্য। (কুরআন, অশেষ অধ্যায় 41, আয়াত 53)।

প্রিয় প্রিয়তমা! এই সমগ্র দুনিয়ায় আপনার নিজের 'নফস' (নাফস) এর চেয়ে নিকটবর্তী আর কিছুই আপনার নিকটবর্তী নয়। অতএব, আপনি যদি নিজের সত্তা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার চেষ্টা না করেন, অর্থাৎ নিজের সম্পর্কে সচেতন হওয়ার চেষ্টা না করেন, তবে আপনি আর কী সন্ধান করার বৃথা চেষ্টা করবেন? আপনি যদি মনে করেন যে, 'আমরা আমাদের নিজে হিসাব করি এবং চিনতে পারি' তবে আপনি অবশ্যই ভুল করছেন, কারণ এই জাতীয় জ্ঞান সম্ভবত কোনও কাজে আসতে পারে না। এটি কোন অবস্থাতেই জ্ঞানের ("মারিফা") চাবিকাঠি হতে পারে না, পরম প্রভু এবং মহাবিশ্বের প্রভুর (অর্থাৎ ঈশ্বর) জ্ঞানের জন্য মানুষের প্রচেষ্টার চাবিকাঠি হতে পারে। কারণ, এভাবে পশুরাও নিজেদের সম্পর্কে জানে। তারাও তাদের মাথা, মুখ, তাদের হাত, তাদের পা এবং তাদের মাংস ইত্যাদির মতো তাদের দেহের দৃশ্যমান অংশগুলি তৈরি করতে পারে, তবে আপনি আপনার অন্য সত্তা সম্পর্কে এতটাই জানেন যে আপনি ক্ষুধার্ত হলে আপনার খাবার গ্রহণ করেন, যার সাথে আপনি রাগ করেন এবং যখন শারীরিক আকাঙ্ক্ষার তাগিদ আপনাকে পরাজিত করে, আপনি বিবাহে প্রবেশ করেন। সুতরাং, আপনার এবং এই প্রাণীদের মধ্যে পার্থক্য কি? প্রকৃতপক্ষে, আপনার যা জানা উচিত তা হ'ল, আপনি কী, আপনি কোথা থেকে এসেছেন এবং কোথায় যাবেন? আপনি এখানে (এই দুনিয়ায়) আসার কারণ কী? প্রভু আপনাকে কিসের জন্য সৃষ্টি করেছেন? সংক্ষেপে, কোনটি আপনার জন্য ভাল এবং কোনটি আপনার জন্য খারাপ?

এমনকি পাখি ও পশুরাও শয়তানের কিছু বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আপনার মধ্যে যে গুণাবলী রয়েছে তাতে সমৃদ্ধ। তবুও, আপনার চরিত্রের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার মধ্যে আপনি এবং ফেরেশতারা সমান। তাহলে আপনার ক্ষণস্থায়ী ও স্থায়ী বৈশিষ্ট্যগুলো কী? আপনার উৎপত্তি, সারমর্ম কী? সুতরাং, আপনি যদি নিজের সম্পর্কে এই গুরুত্বপূর্ণ 'বেসিকগুলি' সম্পর্কে আঁকড়ে না পড়েন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি ধন্যের মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হবেন না।

এই গুণাবলীর প্রত্যেকটির নিজস্ব স্বতন্ত্র 'খাদ্য' রয়েছে যা এটিকে পুষ্ট করে, বজায় রাখে এবং এর বৃদ্ধিকে উত্সাহ দেয়, যার ফলে মঙ্গল এবং প্রশংসনীয় আচরণের প্রচার হয়। পশুদের উন্নতি, যেমন কেউ পর্যবেক্ষণ করে, খাওয়া, পান করা এবং সুস্থ ও শক্তিশালী হওয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে। অতএব, যদি আপনিও পশু হন তবে আপনার দিনের পর দিন তাদের পথ অনুসরণ

করা উচিত, আপনার পেট পূর্ণ করা উচিত এবং আপনার শারীরিক আকাঙ্ক্ষাগুলি সর্বাধিক পূরণ করা উচিত।

আক্রমণ এবং হত্যা জঙ্গলের প্রাণীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। স্বাভাবিকভাবেই তাহাদিগকে তাহা করিতে বাধ্য হইবে, অথচ মন্দতা, তাহার পরিণতি, খলনায়ক কার্যকলাপ ও বিশ্বাসঘাতকতা হইতে শয়তানের চিহ্ন ও প্রতীক। সুতরাং, আপনি যদি মনে করেন যে আপনিও এই শয়তানদের মধ্যে একজন, তবে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আপনার হৃদয়কে খুশি করা উচিত। অন্যদিকে, পশু ও পশুদের বিপরীতে, ঈশ্বরের মহিমা অন্বেষণ করা ফেরেশতাদের আত্মার খাদ্য। আর যদি তোমরা ফেরেশতাদের মধ্য থেকে হও, তবে তাদের মতো আপনাদেরও উচিত ঈশ্বরের মহিমা দেখার চেষ্টা করা, যাতে তোমরা অনৈতিক কামুক সুখ এবং তোমার সহকর্মীদের উপর অহংকারী ক্রোধ থেকে মুক্ত হতে পার।

সুতরাং আপনার মধ্যে আত্মাকে গ্রাস করুন, নিজের মধ্যে সত্যের সন্ধান করুন। এতটাই নিষ্ঠার সহিত তা কর, যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে, তোমাদের মধ্যে, পশুপাখি, শিকারী পাখি ও পশুদের মধ্যে ঈশ্বর যে অভিন্ন গুণাবলী সৃষ্টি করেছেন, তা সাধারণ মঙ্গলের জন্য, এই জন্য নয় যে, আপনিও পশু ও অত্যাচারী হয়ে উঠতে পারেন। পশু, পাখি ও পশু তোমাদের সেবা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

বিচক্ষণ ও জ্ঞানীগণ এই মর্যাদাকে 'আল্লাহর পথে ও আল্লাহর সামনে থাকা' বলে অভিহিত করেছেন। মানুষ (অর্থাৎ সাধারণ মানুষ) একে জান্নাত বলে। সুতরাং, ঈশ্বর আপনার মধ্যে যে মহান, সৎ অন্তর্নিহিত মূল্য প্রবর্তিত করেছেন তার প্রতি সম্পূর্ণরূপে জীবিত হওয়া আপনার কর্তব্য যাতে আপনি তাঁর জ্ঞান ("*মারিফা") অর্জন করতে পারেন*। প্রকৃতপক্ষে, একজন সবচেয়ে হতভাগা ব্যক্তি, যিনি 'দ্বীন' (ঈশ্বরের পথ) এর মূল্য জানেন সত্ত্বেও এটি থেকে দূরে থাকেন।

প্রিয় প্রিয়তমা! আপনি যদি আন্তরিকভাবে আপনার অন্তরের অন্তর্দৃষ্টি পেতে চান, তবে জেনে রাখুন যে ঈশ্বর আপনাকে দুটি জিনিস থেকে সৃষ্টি করেছেন, যথা, বাইরের গঠন, শরীর যা চোখে দৃশ্যমান এবং অভ্যন্তরীণ আত্মা যাকে বলা হয় '*নাফস*' (স্ব), '*কলব*' (হৃদয়) বা '*রুহ*' (আত্মা)। যাইহোক, এগুলি '*বাতিন*' (অভ্যন্তরীণ সত্তা) এর চোখ দিয়ে দেখা যায়, অর্থাৎ অন্য দৃশ্যমান, অস্পষ্ট আত্মা দ্বারা। এই সত্যই হচ্ছে মূল জিনিস, অলঙ্ঘনীয় ভিত্তি, অস্তিত্বের মূল অর্থ। অন্য সমস্ত জিনিস এর অধীন (অর্থাৎ হৃদয়ের)। তাই, আমরা যখন আমাদের হৃদয় থেকে কথা বলি, তখন আমরা সত্যকে বোঝাই। কখনও কখনও একে 'আত্মা' ("রুহ") বলা হয়। কখনো কখনো

একে '*নাফস*' বলা হয়। '*কলব*' অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড মানে মানব দেহের বাম পাশে অবস্থিত মাংসের পিণ্ড নয়, যা পশুদেরও অধিকারী এবং এমনকি মৃতদেরও রয়েছে। এই '*কলব*' অর্থাৎ হৃদয় মানবজাতির জন্য প্রকৃত অনস্বীকার্য সত্য। এটি অনন্য, খাঁটি এবং প্রধান সত্য যা প্রকাশিত হলেও মানুষের চোখে তা অনুশোচনা করা যায় না। এটি 'শাহাদা' নামক [দৃশ্যমান বা দৃশ্যমান] রাজ্যের সাথে সম্পর্কিত। এটি একটি উঁচু ডোমেইন। মঙ্গলভাব তার সমস্ত জাঁকজমকের সাথে এটি থেকে বেরিয়ে আসে!

এই মাংসের পিণ্ড, হৃদয়, দেহের নাইট-রাইডার। দেহের বাকি অংশটি তার সৈন্য বা তার আদেশের অধীন। হৃদয় এই বাহিনীর রাজা এবং সেনাপতি। এর প্রধান কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর "*মারিফা*" বা জ্ঞান অর্জন, মানুষের হৃদয়ে তাঁর দ্বারা প্রদত্ত অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে তাঁর মহৎ করুণার উপলব্ধি এবং অর্জন। এটি তাঁর ভালবাসায় স্পন্দিত হয়। সর্বদা তাঁর প্রশংসা আবৃত্তি করা হয়, একমাত্র তিনিই উপাসনার যোগ্য। একমাত্র তিনিই তাঁর লোকদের উপর রহমত বা শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। প্রতিশোধ ও প্রতিদান কেবল তাঁর অধিকার, একমাত্র তিনিই আশীর্বাদ করতে পারেন বা বাধা দিতে পারেন। সুতরাং, ঈশ্বরের "মারিফা" বা জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার জন্য সর্বান্তকরণে চেষ্টা করাই এই লক্ষ্যের মূল চাবিকাঠি।

হে প্রিয় প্রিয়তমা! আপনার বোঝা উচিত যে আপনার এটি মূল্যায়ন করা উচিত, কারণ আপনার স্ব একটি অমূল্য রত্ন। এর স্বর্গদূতের আত্মীয়তা রয়েছে। সর্বোচ্চ শিখর তার স্বর্গ। এটি ঈশ্বরের চূড়ান্ত উচ্চতর লক্ষ্যের পথে একজন মহৎ পথচারী। জীবনের এই সংক্ষিপ্ত যাত্রায়, এটি সর্বদা [তার চূড়ান্ত এবং চূড়ান্ত গন্তব্যের দিকে] এগিয়ে যাওয়ার সময় ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কৃষি এবং অন্যান্য পেশায় রয়ে যায়।

প্রিয় বন্ধু! বুঝে নিন যে, যদি না আপনি নিজের ভেতরে এক নজর না দেন, তাহলে আপনি হৃদয় সম্পর্কে সত্য ("কলব") বুঝতে পারবেন না। একবার আপনি হৃদয়কে অনুধাবিত করার পরে, তারপরে আপনাকে তার সেনাবাহিনী, অর্থাৎ তার অপরাজেয় শক্তির সন্ধান করা উচিত। তারপর 'মা'*রিফা*' (বা আল্লাহর জ্ঞান) এবং 'সা'*দাহ*' (অনন্ত সুখ ও চিরস্থায়ী সফলতা) এর মধ্যে সম্পর্ক সনাক্ত করার চেষ্টা করুন। হৃদয়ের মহিমা অস্বীকার করা যায় না, উপরিউক্ত দেহের তুলনায়, যা একটি কাঠের ফ্রেমের মতো, একটি নিছক সুপ্ত অবকাঠামো। এটা কিছুই নয়। এ যেন মৃতের মতো। "*কলব*" অর্থাৎ হৃদয় বলতে আমরা আত্মার সত্যতা ("রুহ") বোঝাই। আত্মা ছাড়া, দেহ মৃত এবং মৃতদেহ। যদি কেউ কিছুক্ষণের জন্য চোখ বন্ধ করে নিজের শারীরিক সত্তার সমস্ত চিন্তাভাবনাকে নির্বাসিত করে, যা পূর্বে সম্পূর্ণরূপে দৃশ্যমান ছিল এবং নিজের আত্মা, নিজের আত্মার সন্ধানে নিমগ্ন থাকে, তবে সে তার সন্ধান খুঁজে পাবে। প্রকৃতপক্ষে,

আসল অনুসন্ধানটি হ'ল হৃদয়ের যোগ্য। এটি আখেরাত সম্পর্কেও অবহিত করবে। এর বিপরীতে যাহা কিছু হইবে তাহা বাদ দিলে একইসঙ্গে হৃদয়ের অন্তর্নিহিততাও উপলব্ধি করিতে পারিবে।

'হৃদয়' কী? হৃৎপিণ্ডের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? ঐশ্বরিক আইন তার একাডেমিক বিতর্কের অনুমতি দেয় না। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ এ বিষয়ে উত্থাপন করেননি যে বিষয়ে আল্লাহ তাআলা কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো ঘোষণা করেছেন:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى

"আর তারা তোমাকে আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, আত্মা আমার পালনকর্তার আদেশ। (কুরআন, 17 অধ্যায়, 85 আয়াত)

أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ

"দেখ, সৃষ্টি তাঁরই এবং আদেশ তাঁরই। (কুরআন, সপ্তম অধ্যায়, আয়াত 54)

"খালক", *সৃষ্টি এবং "আমর" এর রাজ্যে,* অর্ডিনেশন একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। "*খালক*" (সৃষ্টি), মাত্রাগত পরিমাপের উপাদান, পরিমাণ এবং ভর আসন্ন। অভিধানে, অর্থ "*খালক*" (বা সৃষ্টি) অনুমানকে বোঝায়। কিন্তু মানুষের হৃদয়কে এই পরীক্ষা দেওয়া যায় না, কারণ এটি বিভাজন মেনে নেয় না। যদি হৃদয় বিভাজিত হতে পারে, তবে ভিত্তিটি ভালভাবে ধরে রাখতে পারে, যার মাধ্যমে এটি একবারে কোনও ইস্যুতে একটি ঋষি বা সম্পূর্ণ নবীন হতে পারে। সুতরাং একজন ব্যক্তি একই সাথে '*আলিম*' (পণ্ডিত বা জ্ঞানী ব্যক্তি) এবং '*জাহিল*' (অজ্ঞ) হওয়া অকল্পনীয়। বিপরীতে, যদিও আত্মা ("*রুহ*") ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, এটি একইভাবে সম্পূর্ণরূপে অবিভাজ্য, বা ভরের কোড, পরিমাপ বা পরিমাণের সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। *আমর* (হুকুম) আল্লাহর ইচ্ছা, প্রকাশ্য ও সর্বোচ্চ।

তাছাড়া যারা আত্মাকে সুদূর, সুদূর ও প্রাচীন জিনিস বলে মনে করে, তারা সবাই ভুল। সীমাবদ্ধতা, যা সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, কীভাবে সীমাবদ্ধতা এবং কর্তৃত্বের অধীন হতে পারে না? যখন আত্মা সত্যই খাঁটি এবং অত্যধিক হয়, তখন শারীরিক কাঠামো, দেহ কীভাবে আত্মাকে অগ্রাহ্য করতে পারে? যেমন, আত্মা কীভাবে "আর্ড" বা স্প্যান হতে পারে?

অনুরূপভাবে, যারা আত্মাকে দেহ বলে অভিহিত করেছেন, তারা আত্মবিরোধী এবং তাই প্রতারিত। অবশ্যই, দেহটি টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে তবে আত্মা নয়, যা পূর্বোক্ত হিসাবে অবিভাজ্য। এই বিষয়ে একটি সূক্ষ্ম পয়েন্ট উত্থাপন করে, প্রাণীদের মধ্যে আত্মাকে তার চূড়ান্ত সংকোচনে দূর করার কথা বলা হয় তবে আসল আত্মা যাকে আমরা হৃদয় বলি, ঈশ্বরের জ্ঞানের মহান স্থান ("*মা'রিফা*") কিন্তু প্রাণীরা এই [দ্বিতীয় আত্মা] থেকে বঞ্চিত। আত্মা শারীরিক দেহ বা ব্যাপ্তি নয় তবে এটি একটি বিশুদ্ধ দেবদূত রত্ন যার মূল্যায়ন কঠিন, উচ্চারণ বা প্রসারিত করার অনুমতি দেওয়া হয় না। নির্ধারিত পরামিতিগুলির মধ্যে কেবল এটি সম্পর্কে একটি ন্যায্য জ্ঞান থাকতে পারে:

وَٱلَّذِينَ جَـٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ

"যারা আমাদের পথে সংগ্রাম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমাদের পথে পরিচালিত করব। (কুরআন, অধ্যায় 29, আয়াত 69)

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

"তিনি ব্যতীত আপনার পালনকর্তার বাহিনী সম্পর্কে কেউ জানে না। (কুরআন, অধ্যায় 74, আয়াত 31)

উপরোক্ত কুরআনের আয়াতগুলো স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে, হৃদয়কে আখেরাতের জন্য নির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। আল্লাহর রহমত লাভের আকাঙ্ক্ষাই এর লক্ষ্য। এই আশীর্বাদগুলি ঈশ্বরের জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। কেউ তার পণ্য দ্বারা কোনও জিনিসের লেখক বা প্রযোজক সম্পর্কে একটি ধারণা পায়। মানুষের বিচক্ষণ ইন্দ্রিয়গুলি একজনকে তাদের মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে, তাদের মূল্য। জগতের বিস্ময়কর বিস্ময়গুলির মহৎ স্রষ্টার কাজগুলি, প্রতিটি তার নিজস্ব শক্তিতে প্রতিকূল এবং অনন্য, তবে কেবল মানুষের মধ্যে বিচক্ষণতার বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমেই তাদের সূক্ষ্ম আকর্ষণের জন্য প্রশংসা এবং প্রশংসিত হতে পারে। উপলব্ধি এবং অনুপ্রবেশের আপাতদৃষ্টিতে গুণাবলী প্রধানত বিপরীতে শারীরিক ক্রিয়া, তবে হৃদয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের "*মারিফা*" বা জ্ঞান যা উপরিভাগে অর্জন করা যায় না। দেহের সংবেদনশীল ক্ষমতাগুলি এইভাবে ফাঁস (অর্থাত্, "প্রাণী আত্মা"), যেখানে দেহ হ'ল ফাঁসি এবং আরোহী (অর্থাত্, প্রকৃত আত্মা বা "মানব আত্মা") উভয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং বাহক)। সুতরাং ঐক্যবদ্ধ ফ্রেম (অর্থাত্, দেহ) হৃৎপিণ্ডের জন্য একটি পূর্বশর্ত, যা জল, কাদামাটি এবং তাপ দ্বারা গঠিত। অতএব, এটি এতটা শক্তিশালী নয়। অভ্যন্তরীণ ("*বাতিন*") এবং বাইরের ("*জহির*") সত্তার প্রয়োজনীয় খাবারের অভাবের কারণে,

অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক চাহিদার কারণে, মানুষের মৌলিক বিবর্তনীয় উপাদান হিসাবে আগুন এবং জলের মতো পশুর মতো উপাদানগুলির কারণে এটি মারাত্মকভাবে মৃত্যুর ঝুঁকির মুখোমুখি হয়। অতএব, এটি স্বাভাবিকভাবেই খাওয়ার জন্য খাবার এবং পান করার জন্য জলের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে। আশ্চর্যের কিছু নেই, একদিকে শারীরিক শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এই দুটি শক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে [যা মানব জীবন এবং এর মঙ্গলের জন্য হুমকিস্বরূপ] এবং অন্যদিকে লোভ এবং ক্রোধ [যেহেতু এই এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ অনৈতিকতা আত্মার জীবন এবং কল্যাণকে হুমকির মুখে ফেলেছে]। এগুলো অন্তরের শক্তি। অতএব, প্রথমে আত্মার সারমর্ম, তারপরে তার সেনাবাহিনী এবং তারপরে অন্তরের এই দুষ্ট শক্তিগুলির বিরুদ্ধে "সংগ্রাম" (অর্থাত্, ঈশ্বরের পথে আধ্যাত্মিক সংগ্রাম) আসে। অতএব, প্রথমে আত্মার সারমর্ম আসে ["মানব আত্মা" নামেও পরিচিত, "পশু আত্মা" এর বিপরীতে যা কেবল মানুষের শারীরিক অঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়গুলির জীবনে অবদান রাখে], তারপরে তার সেনাবাহিনী বা বাহিনী এবং তারপরে এই দুষ্ট অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলির (অর্থাত্ মন্দ এবং নেতিবাচক প্রবণতা) বিরুদ্ধে "সংগ্রাম" বা সংগ্রাম করে।

যেহেতু অদৃশ্য জিনিসগুলি দেখা এবং দেহ এবং অভ্যন্তরীণ উভয়ের অদৃশ্য শত্রুকে অনুসরণ করা সম্ভব নয়, তাই দেহের এই সংবেদনশীল অঙ্গগুলির এবং অভ্যন্তরীণ সংবেদনশীলতার প্রয়োজনীয়তা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। [মানবিক ইন্দ্রিয়] দেখা, গন্ধ নেওয়া, স্বাদ নেওয়া, স্পর্শ করা এবং শ্রবণ শরীরের মৌলিক সংবেদনশীল অঙ্গ। তাদের প্রত্যেকেই একটি একক দায়িত্ব পালন করে। তাদের মধ্যে কেউ যদি বিপথগামী হয়, তবে তা বিঘ্নিত হবে এবং পার্থিব ও পরকালের বিষয় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের [মানব অনুষদ] এই শক্তিগুলি হৃদয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকে। আল্লাহ তাআলা তাঁর সর্বোচ্চ প্রজ্ঞায় তাদেরকে হৃদয়ের অধীনস্থ করেছেন, তাঁর মহৎ সন্তুষ্টি অনুসারে, যাতে তারা মানব দেহের যত্ন নিতে পারে। এটি যাতে হৃদয় তার পুরষ্কার পেতে পারে, তার শিকার পেতে পারে, [জ্ঞানের ঐশ্বরিক অনুগ্রহে] আশীর্বাদ পেতে পারে এবং ফলস্বরূপ, পরকালের জন্য তার দর কষাকষি সম্পন্ন করতে পারে। এই সৎ শক্তিগুলি ফেরেশতাদের মতো অনেক উল্লেখযোগ্য ভক্তির সাথে সেবা করে এবং গভীর আনন্দে ঈশ্বরের আনুগত্য করার জন্য গভীর গর্ব করে। তারা কখনো তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে না। হৃৎপিণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত বরং দীর্ঘ।

প্রিয় প্রিয়তমা! উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শরীর একটি শহরের মতো, হাত-পা এই শহরের শ্রমিকের মতো। আকাঙ্ক্ষা তার প্রধান চালিকাশক্তি (অর্থাত্, প্ররোচনাকারী)। ক্ষোভ শহরের পুলিশ প্রধানের মতো। হৃদয় তার রাজা এবং কারণ তার প্রধানমন্ত্রী। রাজার সরকার চালানোর জন্য তাদের সবাইকে দরকার কিন্তু কামনা, যা একটি শক্তিশালী প্রেরণাদায়ক শক্তি, মন্দ এবং উস্কানিমূলক। অন্যদিকে বিজ্ঞ প্রধানমন্ত্রীর মতো বুদ্ধিমত্তা সব সময় এর বিরোধিতা করে থাকে

যাতে সরকারের তহবিল আত্মসাৎ বা দখল না হয়। পুলিশ প্রধানের মতো ক্ষোভ সর্বদা অনিয়মিত, প্রতিক্রিয়াশীল এবং তার সীমানা অতিক্রম করে। এই পরিস্থিতিতে, রাজা যিনি তাদের সবার ঊর্ধ্বে, সবকিছুর দৃঢ়ভাবে হিসাব করেন, তার প্রধানমন্ত্রীর (অর্থাৎ বুদ্ধি) সাথে পরামর্শ করেন এবং বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দেন না। এটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে আকাঙ্ক্ষা এবং ক্রোধ তাদের নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে [সীমার মধ্যে], এবং অশুভকে অঙ্কুরে নিক্ষেপ করা রাজার প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এটাই হৃৎপিণ্ডের অবস্থান।

শরীর রক্ষার জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা খাদ্য ও পানি সরবরাহ করেছেন। যেমন, তারা দেহের দাস। পরিবর্তে, দেহটি ইন্দ্রিয়গুলির বোঝা ধরে রাখা এবং বহন করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, অর্থাত্, সংবেদনগুলির এই বিচক্ষণ এজেন্টগুলি, তাই তারা দেহের দাস হিসাবে কাজ করে। এই ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয় ক্ষমতাগুলি ঈশ্বরের আশ্চর্যজনক, বিস্ময়কর সৃষ্টিগুলির বিচক্ষণতা এবং সত্য উপলব্ধির জন্য সত্যগুলি শেখার এবং আত্মস্থ করার কারণের প্রহরী। বুদ্ধি, তার পক্ষে, তাদের মশাল-বহনকারী, উজ্জ্বল পথ সন্ধানকারী হিসাবে কাজ করার জন্য বোঝানো হয়েছে - এই মহাবিশ্বে তিনি যা বিবর্তিত করেছেন এবং শূন্যতা থেকে যা ডিজাইন করেছেন তার মধ্যে ঈশ্বরের সৌন্দর্যের অনন্য মহিমা উপভোগ করতে মানুষকে সক্ষম করার জন্য গাইড। সুতরাং, যদি এটি (অর্থাৎ *ঐশ্বরিক* সৌন্দর্যের সাক্ষী) "হৃদয়ের ইডেন" হয়, তবে বুদ্ধি (বা "*আকল*") তার দাস। যখনই একজন মানুষের হৃদয় এইভাবে মুগ্ধ হয় এবং তাঁর মহিমায় মুগ্ধ হয়, তখনই সে ঈশ্বরের বরকতময় বান্দা হয়ে যায়। নিচের পবিত্র আয়াতে (কুরআন) এ চিত্রিত হয়েছে:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি (অর্থাৎ আল্লাহ) কেবল আমার ইবাদত করার জন্য *জিন ও* মানুষকে সৃষ্টি করেছি। (কুরআন, অধ্যায় 51, আয়াত 56)

ঈশ্বর মানুষকে রাজত্ব করার জন্য হৃদয় এবং তার রাজ্য দিয়েছেন। তিনি একজনকে সেনাবাহিনী সরবরাহ করেছিলেন - এটি করার শক্তি, অশ্বারোহণের উপায়, যাতে একজনকে মহিমা উচ্চতর অঞ্চলে উন্নীত করা যায়। অতএব, কেউ যদি এই উচ্চতর মর্যাদার উৎকৃষ্ট করুণা পালন করতে চায় এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে তার অঙ্গীকার রক্ষা করতে চায়, একজন নম্র বান্দার মতো তাঁর আনুগত্য করতে চায়, তবে তার উচিত হৃদয় ও প্রাণ দিয়ে তাঁর ইবাদত করা এবং এই লক্ষ্যে নির্ধারিত পথ অনুসরণ করা। এই পরিস্থিতিতে, রাজার সিংহাসনে নিজেকে স্থাপন করা উচিত এবং ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকা একজনের চূড়ান্ত লক্ষ্য করা উচিত। একজনকে অবশ্যই নিজের হৃদয়ের অনুসরণ করতে হবে, সৎকর্ম করতে হবে এবং

আখেরাতকে তার চিরস্থায়ী বাসস্থানের প্রকৃত দেশ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। যেমন, একজনের উচিত এই পৃথিবীকে ক্ষণস্থায়ী হিসাবে বিবেচনা করা উচিত, জীবনের মধ্য দিয়ে যাত্রার জন্য একটি অস্থায়ী পথ, ঈশ্বরের সাথে চূড়ান্ত সাক্ষাতের জন্য। দেহকে আরোহী আরোহণ, হাত-পা দাস, বুদ্ধি প্রধানমন্ত্রী এবং পার্থিব বিষয়গুলির পর্যবেক্ষক হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। একজনের ক্রোধকে কঠোর বিচারক হিসাবে গ্রহণ করা উচিত এবং নিজের ঈশ্বর-প্রদত্ত পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে তার গোয়েন্দা এজেন্ট হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। একইভাবে একজনের মনকে এইভাবে প্রাপ্ত প্রমাণগুলি ছাঁটাই করার জন্য এবং নিজের পথে সমস্ত মন্দ বিপদ এবং বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা উচিত। প্রধানমন্ত্রীকে, যিনি বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ, একইভাবে তদারকি করতে হবে যে তার এক্তিয়ারের মধ্যে সবকিছু ঠিক আছে এবং তার শক্তি, তার সেনাবাহিনী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে না। একজনকে অবশ্যই এমন একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে যাতে একজনের চার্জ শান্তির আশ্রয়স্থল হয়ে থাকে। এটা নিশ্চিত করে যে, একজন ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে আনন্দময় অনুগ্রহ ও সমৃদ্ধ সওয়াবের অধিকারী হবে। এতটাই যে, শীঘ্রই একজন তাঁর দ্বারা বিশ্বস্তদের প্রতিশ্রুত সাফল্যের মুকুট পরিধান করবে। অন্যথায়, যারা সর্বস্ব হারিয়েছেন তাদের মধ্যে একজন গণনা করা হবে। এমন একজন হতভাগ্য ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং প্রতিশোধ নেওয়া হবে একজনের ভাগ্য।

ফলস্বরূপ, একজনের অনুমান করা উচিত যে প্রতিটি ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ সত্তার শক্তি, আত্মার সাথে সরাসরি সংযোগ রয়েছে। এই উদ্দেশ্যে, একজন বিশেষ গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। খারাপ গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্যগুলি একজনকে ধ্বংস করে, যখন ভালগুলি একজনকে ভাগ্যবানদের উচ্চ স্থানে নিয়ে যায়। যদিও বহুমুখী, এই স্বভাবগুলির মধ্যে চারটি (বা অভ্যন্তরীণ গুণাবলী) মানুষের প্রধান বিভাগ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে:

1) [বন্য বর্বর] পশুদের বৈশিষ্ট্য,

2) ফেরেশতার গুণাবলী,

3) শয়তানের কুকর্ম,

4) প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য

উদাহরণস্বরূপ, মানুষের লোভ একজনকে অপবিত্র আবেগের অধীন করে তোলে যখন স্বাভাবিক তাগিদ, যেমন খাওয়া, পান করা এবং প্রাকৃতিক যৌন প্রবৃত্তি পূরণের আশ্রয় নেওয়া, যা প্রাণীদের দ্বারা ধারণ করা হয়, উভয়ের জন্য সাধারণ থাকে (অর্থাত্ মানুষ এবং প্রাণীদের মধ্যে)। অন্যদিকে, শারীরিক বিশৃঙ্খলার মাধ্যমে নিজের শত্রুকে আক্রমণ করা এবং ছিন্নভিন্ন করার

[বর্বর] পশুর মতো গুণাবলী একটি অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধ দ্বারা উদ্দীপিত হয়, যার ফলে গুরুতর বিবাদ, ছোটখাটো ঝগড়া এবং যারা সহ্য করতে পারে না তাদের অপবাদ ও গালিগালাজ করা হয়।

বিপরীতে, মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা একজনকে ভাল কাজ করা এবং মন্দকে প্রতিরোধ করা, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য নিয়ে সেরাফিক কাজ করতে প্ররোচিত করে। এই ধরনের ব্যক্তি মানুষের শিক্ষা (সচেতনতা এবং আলোকিতকরণ) প্রচার করে, তাদের বিভিন্ন উপায়ে সহায়তা করে এবং সাধারণত নিজের সহকর্মীদের জন্য পরিচারক দেবদূত হয়। একজন ঐশ্বরিক সত্যের প্রশংসা করে এবং অজ্ঞতা এবং খারাপ আচরণকে [কারও প্রতি, ভুল এবং অবাঞ্ছিত হওয়া] বলে মনে করে।

যেমন, চরিত্রের এই বিশেষ প্রবণতাগুলি, বদমাশ হাউন্ডের মতো প্রবণতা, শূকরের মতো উপায়, শয়তানের মন্দ এবং স্বর্গদূতের অভ্যাসের সাথে বিস্তৃতভাবে প্রতীক হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কুকুরটি দেখতে কুৎসিত নয়, তবে অভ্যাসের দ্বারা উচ্ছৃঙ্খল হতে পারে। এতটাই যে, মাঝে মাঝে এটি নিজের মতো ঘেউ ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করে। একইভাবে, শূকর প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে কুৎসিত নয়, তবে নোংরা এবং নোংরা জিনিসগুলির প্রতি তার সুপ্ত উন্মাদনার কারণে এটি সাধারণত ঘৃণা করা হয়। শূকর শব্দটি একটি কঠোর শব্দ এবং একটি ঘৃণ্য। শয়তান এবং কুকুর একইভাবে অবস্থিত। মানুষের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটাই "শয়তানের গুণাবলী" বলতে বোঝায়। এর বিপরীত হচ্ছে 'ফেরেশতার গুণাবলী'। এই শব্দগুলির অর্থ যথাক্রমে শয়তান হওয়া বা দেবদূতের মতো হওয়া।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটি শয়তান কার্যত উপস্থিত থাকে। আমিও তার থেকে মুক্ত নই, বরং পরম করুণাময় আল্লাহ আমাকে তাঁর উপর আধিপত্য বিস্তার করেছেন এবং পরাজিত করেছেন। সে (অর্থাৎ শয়তান) [আমার বিরুদ্ধে] অসহায়"।

অনুরূপভাবে, মানুষের আদেশ এবং বাধ্যবাধকতার অধীনে রয়েছে কামনা এবং ব্যভিচারের শূকর এবং হত্যাকাণ্ড এবং বন্য ক্রোধের অভিশাপ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করা। অতএব মানুষের উচিত সমস্ত দুষ্ট ও দুষ্টকে প্রতিহত করা। কোন সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি তা করবে, ঈশ্বর তাকে এইরকম পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করবেন, যা এইরকম অসাধারণ আচরণের কারণে পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে, খারাপ চরিত্রের কুৎসিত অভ্যাসগুলো একজনকে দুর্ভাগ্যের দিকে পরিচালিত করবে এবং [নিছক ঐশ্বরিক ন্যায়বিচারের কারণে] ঈশ্বরের [প্রাপ্য] শাস্তি পাবে।

এমন একজন ব্যক্তির অবস্থা কল্পনা করা যায়। কেউ কুকুর, শূকর বা শয়তানের সামনে হাতকড়া পরা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখত। এর যুক্তি দাঁড়ায় যে, যদি একজন বিশ্বাসীকে কোন অবিশ্বাসীর হাতে তুলে দেওয়া হয়, তাহলে তার প্রতি যে আচরণ করা হবে তা স্পষ্ট। আর যদি কোন ফেরেশতাকে শূকর, অভিশাপ বা শয়তানের হাতে সমর্পণ করা হয়, তবে তার অবস্থা মুমিনের চেয়ে খারাপ হবে। যে ব্যক্তির চরম হতাশা এবং হতাশার জন্য, জাগতিক ক্রোধের বৈশিষ্ট্যে অভিশপ্ত মানুষ নিজেকে একটি ভয়ঙ্কর শিকারী বা নেকড়ের আকারে খুঁজে পাবে এবং যে কামনার শিকার হয়েছে, সে কেয়ামতের দিন নিজেকে শূকরের রূপে দেখতে পাবে। যদি কেউ স্বপ্নে নেকড়েকে একইভাবে দেখেন, তবে এর অর্থ হবে যে ব্যক্তিটি একজন অত্যাচারী। শূকরের ক্ষেত্রে, কেউ অনুমান করতে পারে যে একজন নোংরা এবং অবনমিত। একজন ব্যক্তি তাদের এবং তাদের পছন্দের কাছ থেকে যত দূরে যায়, তত বেশি একজনের সাধারণ আচরণ এবং অভ্যন্তরীণ স্ব নিজেকে কীভাবে পরিচালনা করে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

এখন আমরা অন্তরের আদেশ-প্রদানকারীদের সম্পর্কে জানি, আপনার অন্তরের দিকে আপনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন এবং নিজের জন্য মূল্যায়ন করার চেষ্টা করুন যে তাদের মধ্যে কে আপনাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে এবং আপনি কোথায় অবস্থান করছেন। সাবধান থাকুন যে আপনার কাজ এবং কাজগুলি আপনার মধ্যে একটি অনুরূপ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তৈরি করবে যা আপনাকে তৈরি করবে বা ক্ষতিগ্রস্থ করবে। প্রকৃতপক্ষে, ভাল থেকে ভাল ছাড়া আর কিছুই উদ্ভব হয় না। একইভাবে, যদি তোমরা কামনা করা শূকরের বাধ্য হও, তা হলে তোমার একইরকম অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, লোভ, তোষামোদ, নোংরামি এবং অন্যদের দুষ্টতার উপর সুখী হওয়ার অভ্যাস থাকবে। যাইহোক, যদি আপনি শূকরকে দমন করতে সফল হন [যেমন আপনার অন্তরের গুণাবলী], এটি থেকে আরও ভাল হয়ে ওঠেন, তবে আপনি সন্তুষ্টি, অনুগ্রহ, প্রজ্ঞা, ধার্মিকতা এবং নিঃস্বার্থতা ইত্যাদির গুণাবলীতে মুকুট পাবেন।

যদি আপনি আতঙ্ক ও ভয়ের শিকার দ্বারা আক্রান্ত হন, তবে আপনার মধ্যে যে ক্ষতিকারক [অন্তর] বৈশিষ্ট্যগুলি বিকাশ লাভ করবে, তা হ'ল হঠকারী এবং পরিণতির বিষয়ে অমনোযোগী হওয়া, অশুচি, অহংকার, অহংকার, আপনার দোষগুলি অযৌক্তিক প্রদর্শন করা, অন্যকে বিদ্রূপ করা এবং নির্যাতন করা, অন্যের সাথে ঝগড়া এবং ঝগড়া করা। তবুও, যদি আপনি এই ধ্বংসের কুকুরকে পরাজিত করেন, তবে আপনি ধৈর্য, সুস্থতা, ক্ষমা, স্থিতিশীলতা, সাহসিকতা, প্রশান্তি এবং সাধুত্বের (অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা) অতিরিক্ত গুণাবলী অর্জন করবেন।

অনুরূপভাবে, যদি আপনি শয়তানের আনুগত্য করেন, যার প্রধান কাজ হল অভিশাপ এবং শূকরের সাহায্য করা এবং প্ররোচিত করা, তার ঘৃণ্য পরিকল্পনার দ্বারা মানুষকে বিভ্রান্ত করা, ঝামেলা সৃষ্টি, অসততা এবং ভেজাল ইত্যাদির আশ্রয় নেওয়া, তবে আপনি নিজেরাই তার কাছ থেকে এই শয়তান গুণাবলীর উত্তরাধিকারী হবেন। কিন্তু আপনি যদি তার ছলনায় আক্রান্ত না হয়ে তাকে পরাজিত করতে সক্ষম হন এবং আপনার বুদ্ধি ও ভাল শক্তিকে শক্তিশালী করতে থাকেন, তবে আপনি জ্ঞান, জ্ঞান, গভীর বিচক্ষণতা, সামর্থ্য এবং একটি সুন্দর অভ্যন্তরীণ চরিত্র এবং বাহ্যিক আচরণ অর্জন করবেন ("*হুসনুল খুলক*" বা "*হুসন আল-ইখলাক*""). এই মহৎ বৈশিষ্ট্যগুলি আপনার নিত্য সঙ্গী এবং পথপ্রদর্শক হবে। তারা আপনার সৌভাগ্যের বীজ বপন করবে, চিরকালের জন্য আপনার ভাল স্মৃতির সত্য ভিত্তির সাথে।

বিপরীতে, মন্দ কাজকে পাপ বা পাপ বলা হয়। তাদের বিপরীতে নেক আমলকে '*ইবাদত*' বা আল্লাহর ইবাদত বলা হয়। হৃৎপিণ্ড একটি উজ্জ্বল চেহারার কাচ বা পালিশ করা আয়নার মতো। মন্দ পথগুলো মেঘ ও অন্ধকারের মতো। খারাপ চরিত্র হৃদয়ের আয়নাকে কলঙ্কিত করে এবং অন্ধকার করে। এই ধরনের চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি কখনই ঈশ্বরের উপস্থিতি বা ঈশ্বরের সাক্ষী হওয়ার সৌম্য আশীর্বাদ পেতে পারে না। তাঁর করুণার মহৎ দর্শনের আশীর্বাদ কেউ পেতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, চরিত্রের একটি উঁচু সততা আলোর ("*নূর*") মতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اتبِعَ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا

"মন্দ কাজের পর নেক কাজ করা উচিত, যাতে তা তার খারাপ প্রভাব দূর করতে পারে।

অর্থাৎ, একটি ভাল কাজ করার পরপরই একটি ভাল কাজ করা উচিত [যা অজ্ঞতা, অসাবধানতা বা ভুল প্রভাবের কারণে তিনি কী করছেন তা উপলব্ধি না করেই করা হয়েছিল]। যে মন্দ থেকে শুদ্ধ হয়ে আসবে, কেবল তারাই আশীর্বাদ পাবে। কিয়ামতের দিন মানুষের হৃদয় হয় উজ্জ্বল বা অন্ধকার হবে। কেবলমাত্র তাঁরই উজ্জ্বল মুখ (হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের প্রতিনিধিত্ব করে) আশীর্বাদ পাবেন:

إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

"ব্যতীত যে আল্লাহর কাছে সুচিন্তিত হৃদয় নিয়ে আসে। (কুরআন, অধ্যায় 26, আয়াত 89)

সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষের হৃদয় ইস্পাতের মতো শক্ত যা দিয়ে স্বচ্ছ হৃদয় তৈরি হয়। কেউ এর মধ্যে সমগ্র মহাবিশ্ব দেখতে পারে, তবে শর্ত থাকে যে এটি সুরক্ষিতভাবে সুরক্ষিত থাকে এবং কলঙ্কিত হতে না দেয়। মহান আল্লাহ তাআলা এ রূপ ফরজ করেছেন:

كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"না, তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের অন্তরকে বৃক্ষ করে দিয়েছে। (কুরআন, অধ্যায় 83, আয়াত 14)

প্রিয় প্রিয়তমা! আপনি বলতে পারেন যে, যেহেতু মানুষের মধ্যেও পশু, শয়তান ও প্রাণীর বৈশিষ্ট্য ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তাহলে ফেরেশতার মতো গুণাবলী কীভাবে কারও সম্পদ এবং অন্যান্য জিনিসগুলি ক্ষণস্থায়ী? কিভাবে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, মানুষকে ফেরেশতাদের চরিত্র ধারণ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বাস্তবে অন্য বিষয়ের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই? এর উত্তর এই অকাট্য সত্যের মধ্যে যে মানুষকে "*আশরাফুল মাখলুকাত*" বা আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং, একজন পশু এবং পশুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি বিষয়ের প্রতি যে মর্যাদা দিয়েছেন তা তার প্রতি তাঁর দয়ার পরিণতি। উদাহরণস্বরূপ, ঘোড়াটি গাধার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কারণ গাধা কেবল ওজন বহন করে, যেখানে একটি ঘোড়া যুদ্ধে সাহসের সাথে নাইট-রাইডারের চূড়ান্ত কমান্ডের দিকে ছুটে যায়, যদিও তার নিজস্ব দুর্গে ঘোড়াটিও গাধার মতো ওজন বহন করতে পারে। সুতরাং, তাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। যদি ঘোড়ার এই গুণাবলী এবং আরও সুন্দর আচরণ না থাকত, তবে তার উচ্চতাও সমস্ত উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যের জন্য গাধার মতো হ্রাস পেত।

একইভাবে, কিছু লোক মনে করে যে তাদের খাওয়া, পান করা এবং শারীরিক সুখের জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই ধরণের লোকেরা এই ধরনের অসহায় কাজে তাদের সমস্ত জীবন নষ্ট করে। অন্যরা আছেন যারা বিশ্বাস করেন যে তারা কেবল তাদের প্রতিপক্ষ এবং তাদের সহকর্মীদের ছোট করা, অবমাননা করা এবং পরাজিত করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছে। বিজয়ী বা পরাজিত, ফোর্স ম্যাজিউর তাদের উপর আধিপত্য অর্জনের জন্য প্রয়োগ করা হয়, তারা আরব, তুর্কি বা কুর্দি [বা অন্য কোনও জাতি বা জাতিগত] হোক না কেন। স্পষ্টতই, এই উভয় মতাদর্শই ভুল, কারণ কেবল খাওয়া, পান করা এবং যৌন সংমিশ্রণের পূর্বোক্ত জীবন আকাঙ্ক্ষার উপাদানের উপর হতাশ। এমনকি পশুদেরও এমন আকাঙ্ক্ষা থাকে। উট প্রচুর পরিমাণে খাদ্য এবং জল গ্রহণের গুণমানের জন্য সুপরিচিত, তবে শূকরের অত্যধিক শারীরিক ক্ষমতা রয়েছে। তাহলে কিভাবে মানুষকে তাদের চেয়ে উচ্চতর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে?

এছাড়াও, অন্যকে পরাজিত করা এবং পরাধীন করার ড্রাইভ ক্রমবর্ধমান মেজাজ এবং ক্রোধের কারণে। এই প্রাকৃতিক ঘটনাটি যুক্তিযুক্ত প্রাণী এবং বনের বন্য প্রাণীদের মধ্যেও উপস্থিত রয়েছে। সুতরাং আবার, মানুষ কীভাবে তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ? [মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে] পার্থক্য ও পার্থক্য কোথায়? উত্তরটি স্ব-ব্যাখ্যামূলক যে তা সত্ত্বেও (অর্থাত্, মানুষ যে নিম্ন গুণাবলী পশুদের সাথে ভাগ করে নেয়), তুলনামূলকভাবে মানুষের যে মুক্তির গুণ রয়েছে, তা হ'ল মানুষ, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে, বুদ্ধিতে আশীর্বাদপুষ্ট, যার দ্বারা একজন নিজের সর্বোচ্চ প্রভু, ঈশ্বরকেও স্বীকৃতি দেয়। এটি একজনকে স্বেচ্ছায় তাঁর হস্তশিল্প, তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার প্রশংসা এবং প্রশংসা করতে সক্ষম করে। এ ছাড়া, এটা একজনকে তার মারাত্মক শত্রুদের, ক্রোধ ও লোভকে পরাজিত করতে সাহায্য করে। এগুলো (অর্থাৎ ক্রোধ, লোভ এবং নিম্ন আত্মার অন্যান্য নিকৃষ্ট গুণাবলীর অভাব) ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য। তাদের গুণাবলী একজনকে পাখি, পশু এবং প্রাণীদের [স্তর] থেকে উপরে উঠতে বাধ্য করে। অতএব, মানুষ সৃষ্ট সমস্ত জিনিসের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর এবং তাদের উপর তার একটি সুস্পষ্ট প্রান্ত রয়েছে। তারা সকলেই একজনের ইশারায় এবং ডাকে আছেন। সৃষ্ট সকল বস্তুর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠতর (*আশরাফ আল-মাখলুকাত*)।

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ

"আর তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। (কুরআন, অধ্যায় 45, আয়াত 13)

যেমন, মানুষের মহত্ত্ব নিহিত রয়েছে তার সততার মাহাত্ম্যের মধ্যে, যতটুকু নির্ধারিত গুণাবলীতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে, সকল অর্জনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন হচ্ছে "*মারিফা*" বা ঈশ্বরের জ্ঞান। বাকি বৈশিষ্ট্যগুলি তুলনামূলকভাবে ফ্যাকাশে হয়ে যায়, যদিও অসংখ্য মহৎ প্রেরণা শক্তি (ক্ষমতা) একজনের গৌরবের জন্য মানুষকে প্রদান করা হয়েছে। যেমন, এটি চিন্তার খাদ্য যে যখন মানুষ মারা যায়, তখন [নিম্ন ভিত্তি] আকাঙ্ক্ষা এবং ক্রোধের মতো মন্দ প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিও মারা যায়। [মৃত্যুর সময় এবং পর] যা অবশিষ্ট থাকে তা হ'ল উচ্চ মানের একটি 'রত্ন' যা "মা'*রিফা*" বা ঈশ্বরের জ্ঞানের সাথে সেরাফিক পদ্ধতিতে অলঙ্কৃত। এটি একজনের নিত্যসঙ্গী। এই রত্ন ফেরেশতাগণেরও বন্ধু, যারা সর্বদা নম্রভাবে তাঁর সামনে সিজদা করে, সর্বদা তাঁর সামনে সিজদা করে:

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ

"সত্যের আসনে, সর্বশক্তিমান রাজার উপস্থিতিতে। (কুরআন, অধ্যায় 54, আয়াত 55)

অথবা, যখন একজন মানুষ মারা যায়, তখন তার দেহাবশেষ একটি অন্ধকার, অন্ধ জিনিস - কারও কুফলের কারণে অন্ধকার এবং কলঙ্কিত, কিন্তু ক্রোধ এবং অহংকারের অনুপস্থিতির কারণে অন্ধ যা [পার্থিব জীবনে] একটি অহংকে প্রশমিত ও তৃপ্ত করত। এর ফলস্বরূপ, একজন পূর্ববর্তী অঞ্চল থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই নিম্ন রাজ্যে বাস করে:

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا۟ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ

"আপনি অপরাধীদের তাদের পালনকর্তার সামনে মাথা নিচু করে দেখতে পাবেন। (কুরআন, অধ্যায় 32, আয়াত 12)

এর অর্থ হ'ল যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় থাকবে যখন ফলস্বরূপ শয়তানের সাথে "*সিজ্জীন*" (পরকালের সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং সবচেয়ে বেদনাদায়ক রাজ্য) প্রেরণ করা হবে। '*সিজ্জীন*' শব্দটির ব্যাখ্যা সবার জানা নেই। তাই আল্লাহ তাআলা বিধান করেছেন:

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ

"আর তুমি কি জান *সিজ্জীন* কি ? (কুরআন, অধ্যায় 83, আয়াত 8)

হৃদয়ের জগতের বিস্ময় সীমাহীন। দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তুলনায় হৃদয়ের যে উচ্চতর মর্যাদা, ধার্মিকতার সত্য আসন রয়েছে তার কারণ হৃৎপিণ্ড একেবারে অভিনব, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ ব্যাপারে অমনোযোগী। হৃদয়ের মহিমা এবং তার ধার্মিকতার দুটি প্রধান কারণ রয়েছে:

1) কারণে, "'*ইলম*অথবা জ্ঞান, এবং

2) কারণে"*কুদরা*" বা ক্ষমতা এবং সামর্থ্য।

জ্ঞানের কারণে মহত্ত্ব দুটি কারণে হয়: একটি সবার কাছে পরিচিত এবং স্ব-প্রত্যক্ষ এবং অন্যটি গোপন এবং সূক্ষ্ম। কেউ এটা অনুধাবন করতে পারছে না। জ্ঞানকে তার সমস্ত জটিলতার সাথে আত্মস্থ করার ক্ষমতা এবং হৃদয়ের ক্ষমতা তার পরিধির মধ্যে রয়েছে। যদিও এটি অবিভাজ্য, এটি সহজেই সংখ্যাতত্ত্ব, পাটিগণিত, ঔষধ, জ্যোতিষশাস্ত্র, ঐশ্বরিক আইন ইত্যাদি

পড়তে এবং বুঝতে পারে। এটি সমস্ত ধরণের শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা মরুভূমিতে বালির মতো হৃদয়ে রয়েছে। অবিরাম গতিবিধি এবং বিচক্ষণতার কারণে এটি পৃথিবী থেকে আকাশ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমের দূরত্ব অতিক্রম করে। যদিও এটি মাটিতে রয়েছে, এটি বিশাল দিগন্তের দূরবর্তী প্রান্ত পরিমাপ করে এবং ছায়াপথের সমস্ত নক্ষত্র এবং নক্ষত্রমণ্ডল এবং তাদের মধ্যে দূরত্ব সম্পর্কে সচেতন। এটি একটি ট্যাকল দ্বারা জল থেকে মাছকে বের করে, পাখিদের আকাশ থেকে মাটিতে নিক্ষেপ করে, উট, ঘোড়া এবং হাতির মতো প্রাণীকে একজনের আদেশ মেনে চলে। দেহের পাঁচটি সংবেদনশীল উপলব্ধি তার পেশা। এটা স্পষ্ট যে এগুলি সবই একজনের হৃদয়ের দিকে পরিচালিত হয়। তারা আধ্যাত্মিক জগতে (আত্মার রাজ্য) বিচক্ষণতার দরজা, হৃদয়ে [আত্মার রাজ্যের দিকে] একটি দরজা খোলা থাকে। অন্যদিকে, বেশিরভাগ মানুষ কেবল বস্তুগত জগৎ (শারীরিক রাজ্য) সম্পর্কে যত্নশীল এবং এই শারীরিক সংবেদনশীলতাগুলিকে জ্ঞান অর্জনের একমাত্র উপায় হিসাবে বিবেচনা করে।

প্রকৃতপক্ষে, এই দুটি দরজা বরং ছোট, তবুও, হৃদয়ে অনেক দরজা রয়েছে যা অনেক ধরণের জ্ঞান এবং শিক্ষা গ্রহণের জন্য খোলা রয়েছে। দুটি প্রাঙ্গণের মধ্যে, আসুন আমরা প্রথমটি গ্রহণ করি, অর্থাৎ, যখন কেউ ঘুমাতে যায় এবং স্বপ্ন দেখে, তখন এই সংবেদনশীল অঙ্গগুলি সুপ্ত হয়ে যায় কিন্তু হৃদয়ের দরজা খুলে যায়, যার ফলে আত্মার রাজ্যে এবং "লোহ *মাহফুদ*" বা "সংরক্ষিত ট্যাবলেট" (অর্থাত্, ঈশ্বরের রেকর্ডের বই যা অতীতের জ্ঞান ধারণ করে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ), একজন নির্ধারিত জিনিস দেখতে শুরু করে (যা ঈশ্বর ইতিমধ্যে জানেন) বা ভবিষ্যতে কী ঘটতে চলেছে তা জানতে শুরু করে। কখনও কখনও, কেউ এমন জিনিসগুলির ইঙ্গিত পায় যার জন্য ব্যাখ্যা চাওয়া উচিত। এটি এই সত্য সত্ত্বেও, একটি নিয়ম হিসাবে, এটি মনে করা হয় যে যে জেগে থাকে সে "*মারিফা*" বা গ্নোসিসের জন্য বেশি যোগ্য। তবুও তারা বুঝতে পারে যে, সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই সংবেদনশীল সংস্থাগুলির দ্বারা "*আলম আল-গাইব*" (অদৃশ্য এবং অজানার ডোমেন) এর এই বিষয়গুলি জানার সম্ভাবনা কম।

এই স্বপ্নের বিষয়টি নৈমিত্তিক শিরায় আলোচনা করা সম্ভব নয়, তবে এটুকুই বলা যাক যে হৃদয় একটি পরিষ্কার পালিশ করা আয়নার মতো এবং সংরক্ষিত ট্যাবলেট ("লোহ *মাহফুদ*") একটি আয়নার মতো যেখানে শারীরিক অস্তিত্বের রাজ্যের সমস্ত বস্তুর চিত্র ("*আলম মওজুদাত*")। আমরা যে রাজ্যে আছি, তা দেখা যায়। যখন [হৃদয়ের] পরিষ্কার পালিশ করা আয়নাটি এই ফেসিমাইলগুলির মুখোমুখি করা হয়, তখন সেগুলি স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়। সুতরাং আশ্চর্যের কিছু নেই যে, যখন হৃদয় একটি পরিষ্কার পালিশ করা আয়নার মতো হয় এবং যখন কেউ এই সংবেদনগুলির উদ্দীপনাকে [অস্তিত্বের শারীরিক ক্ষেত্র থেকে] বিচ্যুত করা থেকে নিজের সংযোগকে বিচ্ছিন্ন করে, তখন একজন সংরক্ষিত ট্যাবলেটের ("লোহ *মাহফুদ*") *কাছাকাছি চলে যায়*। যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয় এই ধরনের সত্য সংবেদনশীলতায় পরিপূর্ণ থাকে, ততক্ষণ এটি

আধ্যাত্মিক জগতে (আলম রুহানী) পরমানন্দে ঘুরে বেড়ায়। যাইহোক, স্বপ্নে, এই সংবেদনগুলি বন্ধ হয়ে যায় তবে তাদের চিত্র বা চিন্তাভাবনা দীর্ঘায়িত হয়। যেখানে 'আলম *মিঠাল*' (কল্পনার রাজ্য) এ অনুভূতি বা চিন্তাকে কল্পনা করা যায়, যদিও কখনও কখনও বরং ম্লানভাবে। মানুষ মারা গেলে অবশেষে পর্দা সরিয়ে ফেলা হয়। [শারীরিক ক্ষেত্র থেকে] কোনও উপলব্ধি বা সংবেদন অবশিষ্ট থাকে না। বিষয়টি (অর্থাত্, সত্য, বাস্তবতা এবং বস্তুর বাস্তব প্রকৃতি) স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। এরপর মৃতকে বলা হয়:

فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ

"এখন আমরা তোমার পর্দা সরিয়ে দিয়েছি এবং আজ তোমার দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ। (কুরআন, অধ্যায় 50, আয়াত 22)

একজন উত্তর দেয়:

رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَٰلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

"হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা দেখেছি এবং শুনেছি; আমাদেরকে (দুনিয়ায়) ফিরিয়ে দাও, আমরা সৎকর্ম করব। আমরা এখন নিশ্চিত (পদার্থের বাস্তবতা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে)। (কুরআন, অধ্যায় 32, আয়াত 12)

হৃৎপিণ্ডের দরজা 'আলম *আল-মালাকুত* বা ফেরেশতাদের রাজ্যের দিকে যাওয়ার দ্বিতীয় প্রমাণ হ'ল এমন কেউ নেই যে বিচক্ষণ চিন্তাভাবনা এবং ধার্মিক সন্দেহ বা সম্ভাব্য সংকটের ভয় থেকে মুক্ত হতে পারে। এই ধরনের চিন্তাভাবনা ইন্দ্রিয় থেকে উদ্ভূত হয় না, তবে তারা হৃদয় থেকে উদ্ভূত হয়। এই প্রত্যাশিত বিপদের উৎস এবং উৎস কেউ জানে না। এই বিশ্লেষণ নিশ্চিত করে যে সমস্ত জ্ঞান সংবেদনশীল অঙ্গ থেকে উদ্ভূত হয় না। উপরন্তু, হৃদয় প্রকৃতপক্ষে "আলম *রুহানী*" বা আত্মার রাজ্যের সাথে সম্পর্কিত, এই [বস্তুগত] জগতের সাথে নয়। স্পষ্টতই, এই সংবেদনশীল অঙ্গগুলি এই জগতের জন্য তৈরি করা হয়েছে। মানুষ যতক্ষণ না এই জগতের জাগতিক বিবেচনাগুলি থেকে মুক্তি না পায়, তবে কেউ পরের দিকে একটি মসৃণ পথ তৈরি করতে পারে না, যেখানে এই ইন্দ্রিয় অঙ্গগুলি কোনও কাজে আসবে না।

অতএব, ভুল বুঝবেন না যে, যতক্ষণ না কোন মানুষ গভীর ঘুমে না পড়ে বা মারা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মার জগতের জন্য নিজের হৃদয়ের দরজা খুলবে না। যদি কেউ কঠোর পরিশ্রম করে, অহংকারী ক্রোধকে পরাজিত করে, নিজেকে পবিত্র করে, অর্থাৎ নিজের আত্মাকে মন্দ থেকে

পবিত্র করে, চোখ বন্ধ করে, নির্জন স্থানে বসে থাকে, সমস্ত পার্থিব চিন্তাকে ধ্বংস করে দেয় এবং নিজের হৃদয় ও আত্মাকে আত্মার জগতে এমনভাবে নিমগ্ন করে রাখে যে কেউ তার জিহ্বা দিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ না করে তবে এর প্রতিটি তন্তু ইঙ্গিত দেয় "আল্লাহ, *আল্লাহ"* (অর্থাত্ আল্লাহর একমাত্র ব্যক্তিগত নাম, যেখানে "আল্লাহ" হলো সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তার প্রতি উল্লেখ করার একটি সাধারণ ভাষা নির্দিষ্ট উপায়, যিনি তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার মালিক, স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং দাতা) প্রতিটি হৃদয়ের স্পন্দনের সাথে, যতক্ষণ না কেউ নিজের এবং আল্লাহ ব্যতীত সমগ্র বিশ্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের হৃদয়ে নেয়ামতের দরজা খুলে যাবে এবং খোলা থাকবে। জেগে থাকা অবস্থায় দেখা যাবে অন্যরা ঘুমের মধ্যে কী করবে। ফেরেশতাদের সুন্দর আত্মা মনোরম আকারে একজনের উপর নেমে আসত। কেউ ঈশ্বরের নবীদের দেখতে শুরু করবে এবং তাদের থেকে উপকৃত হবে। এই জগতের স্বর্গীয় প্রাণী এবং পরের "*মালাকুট*" - অতীন্দ্রিয় ফেরেশতা তার কাছে দৃশ্যমান হবে। একজন, যিনি এত ভাগ্যবান, তিনি অদ্‌ভুত দর্শন এবং অতিপ্রাকৃত জিনিসের সাক্ষী হবেন, যা কারও ধারণার বাইরে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী এমন একজন ব্যক্তির সম্পর্কে। এটি স্পষ্ট করে দেয় যে এই জাতীয় জিনিসগুলি ঘুমিয়ে বা মৃত না হয়ে সম্ভব:

زُوِيَتْ لِي الْأَرْضُ فَأُرِيتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا

"সমগ্র পৃথিবী আমাকে দেখানো হইল, এইরূপে আমি তাহার পূর্ব ও পশ্চিম দেখিলাম".

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটিও এই বিষয়ে বহন করে:

وَكَذَٰلِكَ نُرِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ

"আর এমনিভাবে আমরা ইব্রাহীমকে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সার্বভৌমত্ব দেখিয়ে দিলাম। (কুরআন, 6 অধ্যায়, আয়াত 75)

আশ্বস্ত বিশ্বাস এবং ভাববাদীদের সঠিক বিচার একই রকম ছিল। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিল না, বরং রাজকীয় কৃতিত্ব ছিল ঈশ্বরের পথে তাদের কঠোর পরিশ্রমের ফল। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন:

وَتَبَتَّلۡ إِلَيۡهِ تَبۡتِيلٗا

"আর নিজেকে আল্লাহর প্রতি সমর্পণ করো (পরম নিষ্ঠার সাথে)। (কুরআন, অধ্যায় 73, আয়াত 8)

যখন তা হয়, তখন তিনি সবকিছু ঠিক করে দেন। একমাত্র তিনিই সর্বশক্তিমান:

رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا

"পূর্ব ও পশ্চিমের প্রভু, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, অতএব তাঁকে রক্ষণাবেক্ষণকারীরূপে গ্রহণ কর। (কুরআন, অধ্যায় 73, 9 আয়াত)

অতএব, যখন তোমরা তাঁরই উপর ও তাঁর উপরই ভরসা কর, তখন তিনি ব্যতীত অন্য সবকিছুর সাথে তোমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করে দাও, আর তোমাদের চিন্তার কিছু থাকবে না (কারণ তিনিই তোমাদের সকলের উৎকৃষ্ট রক্ষক)।

وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا

"আর তারা যা বলে (মিথ্যা, ক্ষতিকর বিষয়, আক্রমণ, অভিযোগ, গালিগালাজ ও সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে] ধৈর্য ধারণ করো এবং বিনয়ের সাথে তাদের পরিত্যাগ করো। (কুরআন, অধ্যায় 73, আয়াত 10)

তাঁর প্রতি চিরকাল কর্তব্যপরায়ণ থাকার জন্য অধ্যবসায়ীদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং কঠোরতার কঠোরতার মধ্যে এই ধরনের অগ্রণী গুণাবলী প্রদর্শিত হয়। এটি মানুষের হৃদয়কে বিশুদ্ধ করে। মানুষের শত্রুতার সমস্ত ভয় এবং জাগতিক চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার প্রলোভনীয় ফাঁদ থেকে উপরে উঠে আসে। এইরূপ কঠোর পরিশ্রমের পর অর্জিত এই জ্ঞানের গর্বিত অধিকারী হওয়া, ঈশ্বরের বন্ধু ও অন্তরঙ্গের ঈর্ষণীয় সৌভাগ্য। একটি উঁচু পাদদেশে স্থাপন করা হয়েছে। তবুও সুস্পষ্ট কারণের কারণে ঈশ্বরের নবীদের মর্যাদা তাদের কাছে উচ্চতর।

তবে বিভ্রান্ত হবেন না যে, এই ধরনের [উচ্চতর আধ্যাত্মিক] অবস্থা অর্জন কেবল আল্লাহর নবীদের উপর প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি ব্যক্তি নিজের অধিকারে এটি করতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ, এমন কোনও লোহা নেই, যা তার নিজস্ব মৌলিক অন্তর্নিহিত চরিত্রের কারণে, একটি পালিশ আয়নায় ছাঁচে যেতে সক্ষম হতে পারে না যেখানে কেউ বিশ্বের যে কোনও কিছুর মুখ দেখতে সক্ষম হতে পারে। পরবর্তীকালে তা কলঙ্কিত ও কলঙ্কিত হতে পারে সেটা অন্য

বিষয়। স্বাভাবিকভাবেই, জাগতিক লোভ এবং প্রলোভন এর অনেক ক্ষতি করে এবং [পালিশ] আয়নাকে [হৃদয়ের] বিকৃত করে। মন্দ এমন একটি বিপদ [যে এটি হৃদয়ের পালিশ করা আয়নাকে ঢেকে দেয় এবং বিকৃত করে যা আর ঈশ্বরের সত্য এবং আলোর প্রতিফলন করতে সক্ষম হয় না]।

মানুষের নিজেকে বাস্তবতা ও সত্যের উপরিউক্ত বোঝার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। [পরিবর্তে,] একজনের উপলব্ধি করা উচিত যে একজনের পেশায়, একজনের শিক্ষার মধ্যে ঈশ্বরের "*মারিফা*" বা জ্ঞান রয়েছে। এটাই (সত্য) জ্ঞানের অর্থ। তবুও, জ্ঞান নিজেই হৃদয়ের চেয়ে সংকীর্ণ এবং ছোট। হৃদয় শরীরের আরোহী [এবং এর বিপরীতে নয়]। হার্টের উদ্দেশ্য হ'ল রাইডারকে তার মাউন্টে চড়তে হবে। ঘোড়া (অর্থাত্ দেহ) আরোহীর (অর্থাৎ হৃদয়) জন্য এবং ঘোড়ার (অর্থাৎ দেহ) জন্য আরোহী (অর্থাৎ হৃদয়) নয়।

বুঝুন যে আপনার নিজের চেয়ে আপনার কাছাকাছি আর কিছুই নেই, কিন্তু আপনি তা করতে ব্যর্থ হন। যে ব্যক্তি নিজের সত্তা জানে না এবং অন্যকে জানার দাবি করে, সে সেই দরিদ্রের মতো, যে নিজেকে খাওয়াতে পারে না, কিন্তু নিজের ডাইনিং টেবিলে শহরের গরীব ও অসহায়দের দাবি করে। এ ধরনের দাবি অযৌক্তিক।

এই বক্তৃতার উদ্দেশ্য হ'ল একজন উপলব্ধি করা উচিত যে একজনের হৃদয় কতটা মহান এবং সুবিধাভোগী। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি এই অসাধারণ নেয়ামত দান করেছেন, কিন্তু তা তোমাদের কাছ থেকে গোপন রেখেছেন। আপনি যদি এটি অন্বেষণ না করেন, [বরং] এটি অপচয় করেন, এর প্রতি অবহেলা করেন, তবে এটি আপনার জন্য একটি বড় ক্ষতি এবং বিলাপের বিষয় হবে। অতএব, সত্য অর্জন করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করা আপনার দায়িত্ব - এই মহান ঐশ্বরিক দানের গুণ। দুনিয়ার সাধারণ সাধনায় তার অন্বেষণ হারিয়ে ফেলার পরিবর্তে, এর পরিণতি [এবং চূড়ান্ত উদ্দেশ্য] সন্ধান করুন যাতে আপনি এই দুনিয়ায় এবং আখেরাতে সম্মানিত ও সম্মানিত হতে পারেন। অর্থাৎ আল্লাহ যেন আপনাকে এমন মর্যাদা ও স্থিতিশীলতা দান করুন যেন এর পরে কোন অস্থিরতা না থাকে, যাতে আপনি এমন শক্তি পেতে পারেন যে, এর পরে কোন দুর্বলতা না থাকে, যাতে আপনাকে এমন "*মারিফা*" বা জ্ঞান দিয়ে অভিষিক্ত করা হয় যাতে ঐশ্বরিক সৌন্দর্যের সান্নিধ্য আপনার ঈর্ষণীয় ভাগ্য হতে পারে। আপনি এমন সুখের আশীর্বাদ পেতে পারেন যে এটিকে বাধা দেওয়ার মতো কিছুই থাকা উচিত নয়। আপনি যে সত্যিকারের মর্যাদা অর্জন করতে পারেন তা আপনার পারফরম্যান্স এবং আপনি যে ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হতে পারেন তার উপর নির্ভর করে।

এটা খুবই অপরিহার্য। অন্যথায়, আপনি যদি বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করেন, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে, গরম, ঠান্ডা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অসুস্থতা ও দুর্দশার মধ্যে থাকার চেয়ে বড় দুঃখ আর কিছু নেই। যে কাজগুলো করতে কেউ আনন্দ পায়, তা মাঝে মাঝে একজনের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। যে জিনিসগুলি একজনের পক্ষে উপকারী হতে পারে বলে মনে করে, সেগুলি যত্ন, চাপ এবং চাপে পরিপূর্ণ হতে পারে। অতএব, একজনকে সাবধানতার সাথে চলা দরকার।

একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, আমরা [সাধারণভাবে] জানি, একজনের জ্ঞান, শক্তি, কৃতিত্ব, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, দৃঢ়তা এবং ভাল প্রোফাইলের কারণে সম্মানিত ব্যক্তি। একই সঙ্গে একজন ব্যক্তির জ্ঞান, বিদ্যা বা শিক্ষার ক্ষেত্রে, যদি আমরা তার উপর ধ্যানমগ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে সে সবচেয়ে অজ্ঞ, অর্থাৎ যদি কারও মস্তিষ্কের একটি শিরাও বিকৃত হয়ে যায়, তাহলে একজন পাগল হয়ে যাওয়ার বা এমনকি তার মৃত্যুর ঝুঁকি রয়েছে। এর কারণ বা চিকিৎসা কেউ জানে না। উপরন্তু, এর চিকিৎসার ওষুধ হয়তো চোখের সামনে পড়ে থাকতে পারে, কিন্তু কেউ হয়তো জানেন না যে এই ওষুধটি একজনের রোগের নিরাময়। নিজের ক্ষমতার ক্ষেত্রে, একজন এতটাই অসহায় যে কখনও কখনও কেউ একটি মাছিকেও হত্যা করতে পারে না। এই ক্ষেত্রে আল্লাহ যদি কোন সিংহকে তা করার জন্য আদেশ দেন, তবে তাকে তার দ্বারা হত্যা করা হয়। যদি একটি বোয়াল দংশন করে, তবে সে অস্থির হয়ে যায়। একইভাবে, একজন ব্যক্তি নিজের দখল হারিয়ে ফেলে, সামান্য পরিমাণ রূপা হারিয়ে গেলেও এটি নিয়ে অনেক চিন্তিত এবং অস্থির হয়ে পড়ে। সুতরাং, যদি কেউ কিছু সময়ের জন্য এক টুকরো খাবার ছাড়া থাকতে হয় তবে কি কেউ তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। সুতরাং, মানুষের চেয়ে দুর্বল কে হতে পারে? কারও সুদর্শন এবং সাধারণ আচরণের সৌন্দর্য সম্পর্কে কথা বললে, এটি কাদার স্তূপের উপর চামড়ার তাঁবুর অতিরিক্ত প্রসারের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এটিও একটি পরিচিত সত্য যে যদি কোনও ব্যক্তি দু'দিন স্নান না করে তবে তার দুর্গন্ধ শুরু হবে; মানুষের দ্বারা এড়িয়ে চলা এবং সাধারণত জনসমক্ষে অপমানিত হওয়া উচিত, এছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি জটিলতা তৈরি হতে পারে। মানুষের চেয়ে নোংরা আর কিছু নেই, কারণ নোংরা পদার্থ সর্বদা একজনের মধ্যে থাকে, যে ব্যক্তি নিজের সাথে বহন করে এবং দিনে অনেকবার ধুয়ে ফেলে।

একটি দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত করা হয়েছে যে, একবার শায়খ আবু সাঈদ (রহঃ) নামের একজন অত্যন্ত সম্মানিত সাধক ও জ্ঞানবাদী কিছু সুফির সান্নিধ্যে কোথাও যাচ্ছিলেন (যারা ঐশ্বরিক সান্নিধ্য অর্জনের জন্য আভ্যন্তরীণ রূপান্তরের জন্য আধ্যাত্মিক পথে প্রচেষ্টা করে)। তারা একটি জায়গায় পৌঁছে দেখেন যে সেখানকার লোকেরা মানুষের মল পরিষ্কার করার কাজ করছে। রাস্তাটি দুর্গন্ধযুক্ত ময়লায় আচ্ছন্ন ছিল। এ কথা দেখে সবাই বিস্মিত হয়ে নাক মুড়ে এদিক ওদিক দৌড়ে গেল, কিন্তু *শায়খ* (আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক) সেখানে দাঁড়িয়ে রয়ে গেলেন, হে জনগণ! তুমি

কি জানো এই নোংরার স্তূপ আমাকে কী বলছে?" তারা জিজ্ঞেস করলো, 'কি? উত্তরে তিনি বলেন, 'গতকাল পর্যন্ত আমি ফলমূল, মিষ্টি ইত্যাদি আকারে বাজারে ছিলাম। লোকেরা আমার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করছিল। আমি সারা রাত তাদের পেটে ছিলাম এবং তারপরে আমি এই বিরক্তিকর গন্ধযুক্ত পচে পরিণত হয়েছিলাম। আমি কি তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যাব, নাকি তুমি আমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবো?

আসল কথা হলো, মানুষ দুনিয়ায় দুর্বল, অসিদ্ধ ও অসহায়। তবুও কেয়ামতের দিন পুরোদমে থাকবে। এই পরিস্থিতিতে, যদি কেউ "কিমিয়া *আস-সাদা"* বা "অনন্ত সুখ এবং অন্তহীন বিজয়ের আলকেমি বা রূপান্তরকারী এজেন্ট" ধরে রাখে, তবে সে পশুর মর্যাদা থেকে উপরে উঠে ফেরেশতাদের মর্যাদায় পৌঁছাবে। কিন্তু যদি কেউ দুনিয়া ও পার্থিব আকাঙ্ক্ষার শিকার হয়, তবে কুকুর ও শূকর একজনের চেয়ে উত্তম, কারণ তারা বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং চিরতরে চলে যাবে, কিন্তু মানুষ পার্থিব জীবনে নিজের মন্দ কাজের কারণে ঐশ্বরিক শাস্তি ও যন্ত্রণায় নিমজ্জিত থাকবে। এর অর্থ হ'ল মানুষ যদি কারও মর্যাদার বিশালতা এবং উচ্চতা উপলব্ধি করে থাকে, তবে তাকে অবশ্যই একই সাথে মনে রাখতে হবে যে ক্ষতি এবং ক্ষতি হতে পারে, যদি কেউ তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। এই ধরনের জিনিসগুলি স্টক-টেকিং করা, ঈশ্বরের " *মারিফা"* বা জ্ঞানের চাবিকাঠি। এই সবই নিজের (নিজের) চেনার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত।

আল্লাহকে জানা

গাজ্জালী তাঁর বই "কিমিয়া-ই-সা'দাত" বা "অনন্ত সুখ এবং অন্তহীন সাফল্যের জন্য আলকেমি বা রূপান্তরকারী এজেন্ট অব চেঞ্জের আলকেমি (বা রূপান্তরকারী এজেন্ট) এর দ্বিতীয়টি ব্যাখ্যা করে অনন্ত সুখ এবং *সত্যিকারের স্থায়ী সাফল্যের আলকেমি (বা রূপান্তরকারী এজেন্ট) এর বিস্ময়কর ব্যাখ্যা চালিয়ে যাচ্ছেন*। অনন্ত আনন্দের রূপান্তরকারী এজেন্টের দ্বিতীয় প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন [3]:

প্রিয় প্রিয়তমা! পূর্ববর্তী নবীদের উপর নির্ধারিত কিতাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা ফরজ করেছেন:

اَعْرِفْ نَفْسَكَ تَعْرِفْ رَبَّكَ

"নিজেকে চিনুন, অতঃপর তুমি তোমার পালনকর্তাকে চিনতে পারবে।

এছাড়াও, এই বাক্যটি হাদীসের সময় ও গ্রন্থ এবং নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সাহাবীগণ থেকে খুব সুপরিচিত:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

"যে ব্যক্তি নিজেকে চিনতে পেরেছে, সে তার প্রতিপালককে চিনতে পেরেছে।

মানুষের হৃদয় একটি [পালিশ] আয়নার মতো [যদি এর উপর স্থির ধূলিকণা সরিয়ে ফেলা হয় এবং পালিশ করা আয়না হিসাবে এর কার্যকারিতাকে বাধাগ্রস্ত করে এমন কোনও কিছু থেকে পৃষ্ঠতল পরিষ্কার করা হয়]। যে ব্যক্তি তার দৃষ্টি ও মনোযোগ এর উপর কেন্দ্রীভূত করে, সে ঈশ্বরের সম্পর্কে সচেতন হবে। মূল কথা হল, এমন কিছু লোক রয়েছে যারা এই আয়নার দিকে না তাকিয়ে নিরর্থকভাবে নিজেকে প্রশংসা করতে থাকে, তাই তারা তাদের প্রভুকে জানার কাছাকাছি কোথাও যায় না। আবার, উত্তরটি হৃদয়ের এই আয়নাটি দেখার মধ্যে রয়েছে যা ধারণ করে। *মা'রিফা'* (জ্ঞান) তার সঠিক ব্যঞ্জনবর্ণে। অতএব, হৃদয়ের বাস্তবতা সঠিক দৃষ্টিকোণে জানার জন্য এর দুটি সুস্পষ্ট দিকের জন্য প্রয়োজন। একজনকে বোঝা খুব কঠিন কারণ এটি [সাধারণ] মানুষের বোধগম্যতার বাইরে। অতএব, এটি নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল হবে। আরেকটি দিক হলো, একজনের নিজের দ্বারা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত, অর্থাৎ এই প্রভাবের জন্য একজনের মধ্যে বসবাসকারী বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির মাধ্যমে। অর্থাৎ, সেই পরম মহাপ্রভুর বিস্তীর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তীর্ণ বিস্তৃতিতে ছড়িয়ে থাকা সৃষ্টির সৌন্দর্য এবং তার দেহের রাজ্যে এবং তার অঙ্গগুলিতে মানুষের হৃদয়কে যা দান করেছেন তার অধ্যয়ন করার চেষ্টা করা উচিত। প্রথমে একজনের উৎপত্তি সম্পর্কে পুরোপুরি চিন্তা করতে হবে, যে প্রথমে তিনি নিছক একটি অসত্তা ছিলেন এবং এখন তিনি একটি 'সত্তা'। পবিত্র কিতাবে (কুরআন) ইরশাদ হয়েছে:

هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْـًٔا مَّذْكُورًا ﴿١﴾

إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٢﴾

"মানুষের উপর কি এমন সময় এসেছে, যখন কোন কথা বলা যায় না? আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এক মিশ্রিত শুক্রাণু থেকে। অতঃপর একটিকে পরীক্ষা করে দেখলাম, আমি একজনকে শ্রবণ ও দেখলাম। (কুরআন, অধ্যায় 76, আয়াত: 1-2)

কেউ তার নম্র উৎপত্তি থেকে বুঝতে পারে যে একটি কেবল অশুচি জলের একটি ফোঁটা যা পরে একজনের উপর অর্পিত গুণাবলী যেমন বুদ্ধি, শ্রবণ, দেখা, স্বাদ, স্পর্শ এবং বক্তৃতার মতো গুণাবলী ধারণ করে না। এতে কান, চোখ, জিহ্বা, হাত-পা, মাথা, শিরা, টিস্যু, হাড় বা মেরুদণ্ড ইত্যাদি ছিল না। সংক্ষেপে, কারও জিনগত সত্তা কেবল জলের এই সাদা ফোঁটা দ্বারা গঠিত, তার নবজাতক আকারে।

এই লাইনগুলি নিয়ে কেউ যদি একজনের চিন্তাভাবনা করে তা আরও জানাবে যে মানুষের এত উচ্চতায় আরোহণ করার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, কেউ নিজের ইচ্ছায় বা নিজের বিবর্তনের কারণে জন্ম নেয়নি। কেউ নিজেকে উৎপাদন করে না। একটি তৈরি করেছে অন্য কেউ। নিজের শক্তিতে, কেউ একটি, একাকী চুলও তৈরি করতে পারে না। একজন একেবারে অসহায়। সর্বোপরি, একজন নিজের সারমর্মে ছিল, এক ফোঁটা অশুচি জল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সুতরাং কীভাবে নিজেকে তৈরি করার গুণটি একজনের উপর আরোপিত করা যেতে পারে? এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই জাতীয় আত্মবিশ্লেষণ একজনকে তার অস্তিত্ব এবং তার সৃষ্টিকর্তার বাস্তবতা সম্পর্কে একটি আলোকিত দেবে। মহাবিশ্বে তাঁর সৃষ্টির মার্জিত জাঁকজমককে বাদ দিলে, যখন কেউ তার দেহের চমৎকার জীব, তার বিভিন্ন কার্যাবলী, প্রত্যেকটির নিজস্ব অদ্ভুত গুণ এবং কার্যাবলী রয়েছে, তখন তিনি সর্বশক্তিমান মহান সৃষ্টিকর্তার মহিমা এবং অতুলনীয় বিচক্ষণতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

অনেক কিছুর জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ জানাতে হবে। আল্লাহ তাআলা একজনকে মহান আত্মা ও সুদর্শন দেহ দান করেছেন। একজনের সুন্দর প্রোফাইল একমাত্র তার সামনে গভীর কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করতে হবে। সুতরাং একজন ভাগ্যবান যে তিনি "জামাল" বা সৌন্দর্য এবং "কামাল" বা "শ্রেষ্ঠত্ব" এবং অনুগ্রহ উভয়ই পেয়েছিলেন কেবল আল্লাহ ব্যতীত। সর্বোপরি, অন্যথায় কী? এক মুঠো ধুলো ছাড়া আর কিছুই নয়! আল্লাহ কোনো কিছুই বিনা কারণে সৃষ্টি করেননি। মানব শারীরস্থানের প্রতিটি অংশ অপরিহার্য, নির্ধারিত পদ্ধতিতে সম্পাদন করার একটি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। এই উপাদানগুলির প্রত্যেকটি দক্ষতার সাথে উত্পাদিত, পরিকল্পিত এবং প্রোগ্রাম করা হয়েছে [এর জন্য বিশেষ ফাংশনের জন্য]। কিছুই অনুপস্থিত বা অভাব নেই। সমগ্র সংবিধান এতটাই নিখুঁত যে এটি কোনওভাবেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, চোয়ালের দাঁতগুলি দেখুন। সামনের অংশগুলি সূক্ষ্ম এবং তীক্ষ্ণ যা ভোজ্যগুলি পর্যাপ্তভাবে কাটা এবং

ছিদ্র করতে সহায়তা করে। তাদের নিকটবর্তী অন্যগুলি বরং প্রশস্ত, খাঁজ এবং চ্যাপ্টা যাতে তারা সূক্ষ্ম হজমযোগ্য কণায় পিষতে সক্ষম হয়। জিহ্বার নীচের অংশটি এইভাবে গঠিত খাবারের টুকরোকে আর্দ্র করে, এটি গলার মধ্য দিয়ে সহজ এবং নিরাপদে যাওয়ার জন্য আরও নমনীয় করে তোলে। একইভাবে মানুষের হাতের তালুতে পাঁচটি আঙুল রয়েছে। চারটি আঙুল একই রকম। তবে বুড়ো আঙুলটি তাদের থেকে কিছুটা দূরত্বে স্থাপন করা হয়। এটি তাদের চেয়ে ছোট এবং কিছুটা পুরু। এটিতে তাদের প্রত্যেকের সাথে সমন্বয় এবং একসাথে কাজ করার এবং ভাল উপলব্ধি এবং পরিচালনার জন্য সমস্ত আঙ্গুল দিয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করার ক্ষমতা রয়েছে। পরিবর্তে, প্রতিটি আঙুলের তিনটি ছিদ্র থাকে, তবে বুড়ো আঙুলের দুটি রয়েছে। মানুষ ইচ্ছামতো এই ছিদ্রগুলি নড়াচড়া এবং মোচড় দিতে পারে। এগুলি একক হাতে বাঁকানোর মাধ্যমে, কেউ হাতের তালুতে কাপ দিতে পারে। উভয় হাতের ছিদ্রগুলি একত্রিত এবং মোচড় দিয়ে, কেউ তাদের ফাঁপা প্লেট হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। একইভাবে, এই ছিদ্রগুলি এবং হাতের তালু বন্ধ করে, কেউ এটিকে এক ধরণের বক্সিং গ্লাভসে রূপান্তর করতে পারে, কারও শত্রুর সাথে লড়াই করার জন্য। অন্যদিকে, কেউ এটি সোজা হাতের তালু দিয়ে একটি থালা হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। সুতরাং, এই আঙুলগুলির অবস্থান, আকার বা পরিমাণ সম্পর্কে যে কোনও বিতর্ক নিরর্থকতার অনুশীলন হবে। এত চমৎকারভাবে তৈরি করা হয়েছে সেগুলো! এই সমস্ত জিনিস এবং মহাবিশ্বের সর্বোচ্চ স্থপতি হলেন সর্বোত্তম বিচারক। তিনি যা কিছু তৈরি করেছেন তার সবই জানেন।

মানুষের চাহিদা ও চাহিদা সীমাহীন। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিও সীমাহীন। মানুষের পরার জন্য জামাকাপড়, থাকার জন্য একটি ঘর এবং আরও অনেক জিনিস প্রয়োজন। বৃষ্টি, বাতাস, তাপ, ঠান্ডা এবং খাদ্য বাড়ানোর জন্য ভূমির মতো প্রাকৃতিক উপাদানগুলিও একইভাবে উত্পাদিত হয়েছে। টিন, লোহা, ব্রোঞ্জ ইত্যাদির মতো প্রয়োজনীয় ধাতুগুলিও একইভাবে মানুষের জন্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এবং শিল্পের জন্য তার সরঞ্জাম এবং সরঞ্জাম তৈরি করতে সহায়তা করার জন্য সরবরাহ করা হয়েছে। এই সমস্ত জিনিস এবং আরও অনেক জিনিস একজনের গ্রহণের জন্য, তাদের থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য, একটি আরামদায়ক জীবনযাপনের জন্য রয়েছে। তাহলে কি মানুষ এতটাই কৌতূহলী হওয়া উচিত নয় যে শেষ পর্যন্ত তাঁর সর্বশক্তিমানের উপস্থিতি অনুভব করতে পারে, যিনি তাঁর সর্বোচ্চ দয়ায় একজনের জন্য এই সমস্ত কিছু করেছেন [এমনকি কেউ অজান্তেই এবং তাদের জন্য জিজ্ঞাসা না করেই]? মানুষের হৃদয় কি তাঁর ভালবাসা ও তাঁর ইবাদতে সমৃদ্ধ হওয়া উচিত নয়? একটি *হাদীস কুদসী* (একটি নবীমূলক বর্ণনা যা এর উৎস হিসাবে আল্লাহর কাছে আরোপিত হয়েছে) অনুসারে রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন [আল্লাহ তাআলা বলেছেন]:

سَبَقَتْ رَحْمَتِيْ عَلَى غَضَبِيْ

"আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর বিজয়ী হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, 'মানবতার প্রতি আল্লাহর রহমত ও দয়া তার স্তন্যদানকারী শিশুর প্রতি আদরকারী মায়ের চেয়ে অনেক বেশি।

তুলনামূলকভাবে নিম্ন মাত্রায়, একজন সরল কিন্তু একজন ভাল মানুষ, এই *বিষয়গুলিতে ঈশ্বরের* "মারিফা" বা জ্ঞানকে দেখেন:

1. এক ফোঁটা জলের নম্র উৎস থেকে নিজের সৃষ্টিতে।
2. নিজের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যগুলিতে।
3. ঈশ্বরের দ্বারা তার সমস্ত চাহিদা এবং প্রয়োজনের বিধান প্রদানের মাধ্যমে।
4. একজনের শারীরিক গঠনের সৌন্দর্যে। ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট নান্দনিক জিনিসগুলি যা একজনকে একটি আকর্ষণীয় এবং আকর্ষণীয় চেহারা দেয়।

আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন এবং তাঁর "*মারিফা" বা জ্ঞান দিয়ে বরকত দান করেন*। নিজের নিজের সম্পর্কে এই ধরনের মূল্যায়ন ঈশ্বরের জ্ঞানের ("মা'রিফা") চাবিকাঠি হয়ে ওঠে।

তোমার মধ্যে মহাবিশ্ব

মানুষ এমন জিনিস বোঝার চেষ্টা করে যা সে জানে না। একজন ব্যক্তি তার অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক গুণাবলী দ্বারা ঈশ্বরকে বোঝার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। যদিও কারও প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়, সত্যটি হ'ল মানুষের বোধগম্যতা এবং ক্ষমতা সীমিত, কারও মর্যাদা যতই উচ্চতর হোক না কেন। এই বিষয়ে একজনের অবিরাম গবেষণা নিঃসন্দেহে জীবনে তার অবস্থানকে বাড়িয়ে তুলবে; তার হৃদয় এবং "*নাফস*" (বা স্ব) যত বেশি পরিমার্জিত হবে, তাঁর প্রতি তার অগাধ ভালবাসার দ্বারা, ফলস্বরূপ একজন তাঁর আপেক্ষিক নৈকট্য অর্জন করবে তবে শেষ পর্যন্ত একজন এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারে যে "একমাত্র ঈশ্বরই ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে জানেন" এবং তাকে ঘিরে রাখা যায় না।

উদাহরণস্বরূপ, মানুষের হৃদয়, "*নাফস*" বা স্ব, বাস্তবে, পরিমাপ করা যায় না। এর কোনো মাত্রা নেই। এটি অবিভাজ্য [এবং তাই সময় এবং স্থানের মাত্রার পরিমাণ, সীমা এবং সীমাবদ্ধতার সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে]। এর কোনো রঙ নেই। সংক্ষেপে, এটি এই সমস্ত বিবেচনার ঊর্ধ্বে। এই ক্ষেত্রে কীভাবে কেউ এমন জিনিসের আকৃতি নির্ধারণ করতে পারে? এমন একটি জিনিস কীভাবে কল্পনা করা যায় যার রূপ বা বিয়ারিং জানা যায় না? অতএব, এটি মানুষের এমন কোনও গুণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যা অনুরূপভাবে এটি বুঝতে পারে।

মানুষের মধ্যে এমন অনেক জিনিস রয়েছে যা একজন অনুভব করে কিন্তু সেগুলি বুঝতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, ভালবাসা এবং বেদনা অনুভূত হতে পারে তবে সেগুলি মনে দেখা যায় না বা কল্পনা করা যায় না এবং তাদের কোনও আকার, রঙ বা আকার নেই। বিষয়টি বরং জটিল। মানুষের দ্বারা অনুভূত বিভিন্ন বিচক্ষণতা এবং অবস্থা, একজনের ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন উপাদানের সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণস্বরূপ, আমরা জানি যে কণ্ঠস্বর কানের অনুরূপ। রঙ চোখ দ্বারা দেখা এবং প্রশংসা করা হয়। জিহ্বা স্বাদ চিনতে পারে এবং নাক গন্ধের গন্ধ পায়। সাধারণ কারণ, বুদ্ধির সাথে এর কিছু সম্পর্ক থাকতে পারে। ইন্ডাকটিভ লজিকের একটি বই সম্ভবত বিষয়টির সাথে কিছুটা প্রাসঙ্গিক হতে পারে, তবে অবশ্যই হৃদয় এবং তার বিশেষ প্রতিভার সাথে নয় যা সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর একটি বিষয়।

আল্লাহ সর্বত্র আছেন। কিন্তু তাঁর উপস্থিতি একটি নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ করা যায় না, বাকিদের বাদ দিয়ে। তাঁর উপস্থিতি এবং কমান্ড সর্বত্র অনুভূত হয়। দেহের কোন অঙ্গের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক এককভাবে অনুভব করা যায় না। এটা বলা যাবে না যে, এটা হাতের মধ্যে, পায়ে, মাথায় বা শরীরের অন্য কোনো অংশে আছে। এই শারীরিক অঙ্গগুলি পূর্বোক্ত হিসাবে বিভাজ্য, তবে হৃদয় এবং আত্মা বিভাজ্য নয়। যৌক্তিকভাবে, একটি জিনিস যা অবিভাজ্য, বিভাজ্য কোনও কিছুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

যাইহোক, এই বলার অর্থ এই নয় যে হৃদয় এবং আত্মার দেহের কোনও অঙ্গের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই, এর অর্থ এই নয় যে এটি তাদের উপর প্রভাব ফেলে না। প্রকৃতপক্ষে, দেহের সকল অঙ্গ এর অধীনস্থ এবং হৃদয়, আত্মা বা "*নাফস*" বা মানুষের আত্মার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের অধীনে। এই প্রেক্ষাপটে মানুষের আত্মা এতটাই রাজা যেহেতু সমগ্র মহাবিশ্ব মহাবিশ্ব এবং সমস্ত অস্তিত্বের বাদশাহ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

আত্মার বিষয় খুবই সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম। এটি সম্পর্কে সমস্ত আলোচনা এবং বক্তৃতা সত্ত্বেও, এটি একটি অনন্য এবং সুরক্ষিত রহস্য। সুতরাং, এটি একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে রাখা যায় না। উদাহরণস্বরূপ:

إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ ادَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ আদমকে তাঁর নিজের প্রতিমূর্তির উপর সৃষ্টি করেছেন।

এখানেই আল্লাহ ভালো জানেন তা বলা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।

আমরা এতদিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে:

1. আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তাঁর পরম শ্রেষ্ঠত্বের মহান ঐশ্বরিক গুণাবলীর করুণা তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়।
2. তিনি সর্বব্যাপী, কিন্তু উপস্থিতি অন্য কোনও স্থান বা স্থান ব্যতীত কোনও একটি স্থানে সীমাবদ্ধ বলে বিবেচিত হতে পারে না।
3. আত্মাকে জানাই তাঁর জ্ঞান বা "মারিফা" এর মূল চাবিকাঠি।
4. মানুষের আসল উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর জ্ঞান বা '*মারিফা*' অর্জন করা।

এখন কেউ বুঝতে চাইবে কিভাবে। তিনি মানবরাজ্যের সর্বোচ্চ শাসক, সর্বোচ্চ রাজা। অনেকগুলি রহস্য উন্মোচন করতে হবে:

1. ফেরেশতাদের প্রতি তাঁর আদেশ দেওয়া এবং তাদের নম্র আনুগত্য।
2. উপরের স্বর্গ থেকে তাঁর আদেশ এবং নীচে পৃথিবীর প্রতি তাদের প্রার্থনামূলক আনুগত্য ছিল।
3. নক্ষত্রপুঞ্জ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের অবিচ্ছিন্ন গতি।
4. তাঁর কর্তৃক তাঁর জীবিত প্রাণীদের জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁর (উপরের আকাশ থেকে) রিযিক দান করা।

এগুলি তাঁর জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন। এই বিষয়গুলি এবং অনুরূপ বিষয়গুলি "তাঁর অনুগ্রহের কাজ" নামে পরিচিত বিষয়গুলির আওতাধীন।

এই থিসিসে, আমরা অনেকগুলি কোর্স নির্ধারণ করেছি যা তাঁর জ্ঞানের ("মা'*রিফা*") দিকে পরিচালিত করে। এখন আমরা তাঁর ঐশ্বরিক কর্মের জ্ঞান ("আফল") সম্পর্কে জানতে চাই। অন্য কথায়, মানুষ কীভাবে দেহের রাজ্যকে শাসন করে তা না জানলে আপনি বুঝতে পারবেন না যে তিনি কীভাবে সমস্ত প্রভুর মালিক সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর সর্বোচ্চ রাজত্ব করেন। সুতরাং আবার, আমরা এই অনিবার্য উপসংহারে পৌঁছেছি যে মানুষ যতক্ষণ না নিজের 'স্ব' সম্পর্কে জানতে না পারে এবং একজনের প্রতিটি কাজ এই দৃষ্টিকোণে পরিচালিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ রহস্যের সমাধান করতে সক্ষম হবে না।

উদাহরণস্বরূপ, যখন আপনি একটি কাগজের টুকরোতে "*বিসমিল্লাহ*" ("ঈশ্বরের নামে, পরম দয়ালু, পরম দয়ালু") লিখতে চান, তখন আপনার হৃদয় প্রথমে এটি করতে চায়, তারপরে হৃদয় (অর্থাত্, আসল হৃদয় এবং দেহের বাম দিকের শারীরিক অঙ্গ নয়, যাকে "হৃদয়" বলা হয়) এই প্রভাবের দিকে আলোড়িত করে এবং মস্তিষ্ককে এটি প্রয়োগ করার আদেশ দেয়। মস্তিষ্কের প্রথম সংবেদনশীল কক্ষ যা মানুষের "*খেয়াল*" এর স্থান, অর্থাৎ এটি সম্পর্কে চিন্তার জাদু জাগিয়ে তোলে। চিন্তার ধারণাটি কল্পনা করা হয়। এটি মস্তিষ্কের পেশীগুলিতে মস্তিষ্ক দ্বারা সরবরাহ করা হয় যা এটি ছড়িয়ে পড়ে এবং শরীরে প্রসারিত করে; লেখার আঙুলগুলি নির্দেশিত হয়, শিরা এবং তাদের টিস্যুগুলি এই প্রভাবের বার্তা গ্রহণ করে, ফলস্বরূপ তারা কলমটি ধরে রাখে এবং প্রাপ্ত উদ্দীপনা অনুসারে শব্দগুলি খোদাই করে। অন্যান্য ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়গুলিও সাহায্য ও প্ররোচনা দেয় এবং '*বিসমিল্লাহ*' লেখা হয়েছে। সুতরাং, এটি অনুমান করা সম্ভব যে পুরো লেনদেনটি এটি করার মৌলিক 'ইচ্ছা' এর কারণে হয়েছিল। তেমনি সবকিছুর সূচনা বা শুরুতে এই 'ইচ্ছা' বা '*ইরাদা*' সারমর্ম। যখন এটি ঈশ্বরের কাছে আরোপিত হয়, তখন এই 'ইচ্ছা'কে ঈশ্বরের 'সর্বোচ্চ ইচ্ছা' বলা হয়।

মানুষের ইচ্ছা প্রথমে একজনের হৃদয়ে উদ্‌ভূত হয় এবং সেখান থেকে এটি [দেহের] অন্যান্য মহলে পৌঁছায়, তেমনি ঈশ্বরের সর্বোচ্চ ইচ্ছা এবং তার প্রভাব, প্রথমে "অর্শ" থেকে শুরু হয়, অর্থাৎ ঐশ্বরিক সর্বশক্তিমানের আধিপত্য থেকে, তারপরে এটি অন্যান্য অবস্থান এবং লোকদের কাছে পৌঁছায়। উপরন্তু, ইচ্ছার এই ধারণাটি যে কৌশলে মানুষের হৃদয়, একজনের আত্মার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তুগুলির মাধ্যমে মানুষের মস্তিষ্কে পৌঁছায়; একইভাবে, ঈশ্বরের ইচ্ছার এই অলঙ্ঘনীয় রত্ন, তাঁর "*ইরাদা*" বা 'ইচ্ছা' তাঁর দ্বারা "*অর্শ*" (বা "ঐশ্বরিক সর্বশক্তিমানের আধিপত্য") থেকে "*কুর্সি*", "সর্বোচ্চ ঐশ্বরিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বর্গীয় আসন" পর্যন্ত প্রেরণ করা হয়। এই রত্ন তাঁর ফেরেশতা বা "রুহ *আল-কুদস*" (পবিত্র আত্মা) এর মধ্যে প্রকাশিত হয়। মস্তিষ্কের আধিপত্য যেমন মানুষের হৃদয়ের অধীনস্থ, তেমনি ঈশ্বরের আদেশের প্রভাব তাত্ক্ষণিক আনুগত্য এবং আনুগত্যের জন্য তাঁর আদেশের অধীনস্থ রাজ্যের মাধ্যমে "কুর্সি" এর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত পুরো প্রক্রিয়াটি, হৃদয়ে "*বিসমিল্লাহ*" ("ঈশ্বরের নামে, পরম দয়ালু, পরম

দয়ালু") লেখার চিন্তার আবির্ভাব থেকে, এর চূড়ান্ত সম্পাদন, একইভাবে "*জওহর তালিফ*" বা "ঈশ্বরের অদ্ভুত ইচ্ছা" দ্বারা একটি মহিমান্বিত উপায়ে শুরু করা হয়েছে, যা ছায়াপথের নক্ষত্রপুঞ্জ এবং অন্যান্য নক্ষত্রপুঞ্জকে সক্রিয় করে। তাদের কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা অর্পণ করা। ফলস্বরূপ, তাদের বিকিরণ (রশ্মি) দ্বারা, তাদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে, বায়ুমণ্ডলকে তাপ, ঠান্ডা এবং শরৎ মরসুম ইত্যাদির মতো আবহাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য আলোড়িত করা হয়।

এছাড়াও, কলম যখন কালিটিকে "বিসমিল্লাহ" এর *ঐ*ক্যবদ্ধ রূপ দেওয়ার জন্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শব্দগুলিকে আত্মস্থ এবং পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য গতিশীল করে, একইভাবে, তাপ, ঠান্ডা, জল এবং ধূলিকণা তাদের যৌগগুলিকে তাদের বিভিন্ন আকার, তাপ এবং ধূলিকণা এবং তাদের একত্রিত করার জন্য তাদের মিথস্ক্রিয়া দ্বারা গঠিত বৈধ রূপগুলি সংগ্রহ করার জন্য আন্দোলনে সেট করে।

যখন কলম লেখার জন্য নড়াচড়া করে, যা কিছু লেখার কথা কল্পনা করা হয়, তার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়, যা শেষ পর্যন্ত লেখা শব্দগুলিতে আকার নেয়। একইভাবে, যখন উপরে উল্লিখিত যৌগগুলির অন্তর্নিহিত মানগুলি গতিশীল হয়, তারপরে, ফেরেশতাদের এজেন্সির মাধ্যমে, প্রাণী এবং অন্যান্য উদ্ভিদের রূপগুলি উপরোক্ত "*লোহ মাহফুদ*" (সংরক্ষিত ট্যাবলেট যা সমস্ত সৃষ্টি এবং অস্তিত্ব এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত ঘটনার সম্পূর্ণ রেকর্ড ধারণ করে) এর প্রতিলিপি অনুসারে কল্পনা করা হয়। "*আরশ*" (কেবল "সিংহাসন" কিন্তু বাস্তবে, এটি *ঐ*শ্বরিক সর্বশক্তিমানের আধিপত্য), "লোহ *মাহফুদ*" (সংরক্ষিত ট্যাবলেট) এবং "কুর্সি" (সর্বোচ্চ *ঐ*শ্বরিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বর্গীয় আসন) এর উচ্চতার পরিপ্রেক্ষিতে, অনেকে প্রাচীনকাল থেকেই মনে করে যে ঈশ্বর স্বর্গে "আরশ" এ বাস করেন! *কুরআনের রাসূ* ইউনুস (রাঃ) এর অধ্যায়ে ইরশাদ হয়েছে:

ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۖ

"অতঃপর আল্লাহ আরশের উপর অধিষ্ঠিত হলেন, তিনি কার্যক্রম পরিচালনা করলেন। (কুরআন, 10 অধ্যায়, 3 আয়াত)

যারা "কাশফ" বা আধ্যাত্মিক উন্মোচনে *অধিষ্ঠিত তাদের কথা বলতে গিয়ে* বলা যেতে পারে যে, তাদের বাক্যের মূল্য রয়েছে:

اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِه

"নিশ্চয়ই আল্লাহ আদমকে তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন।

তাহলে সাবধান থাকুন যে, প্রবাদ আছে, "একমাত্র একজন রাজাই একজন রাজার আসল মূল্য জানেন"। যদি আপনি নিজে আপনার নিজের রাজা না হতেন এবং যদি আল্লাহ আপনাকে তাঁর রহমতের আভাস না দিতেন তবে আপনি কখনই তাঁর জ্ঞানের ("মারিফা") কাছাকাছি যেতে পারতেন *না*। অতএব, সেই সর্বশক্তিমান রাজাকে ধন্যবাদ যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার রাজ্যের রাজত্বের মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন।

আপনার "অর্শ" (সিংহাসন) হ'ল পশু আত্মা ('পশু আত্মা' 'মানব আত্মা' থেকে পৃথক যা মানব অস্তিত্বের সবচেয়ে উচ্চতর অংশ)। এর উৎস হৃৎপিণ্ডে। তোমাদের "*ইসরাফিল*" (ফেরেশতা যিনি কিয়ামতের দিন শিঙা ফুঁকবেন, যিনি সবাইকে জীবিত করবেন; আত্মাকে যখন পুনরুজ্জীবিত করা হয়, তখন মানব অস্তিত্বের প্রতিটি দিককে পুনরুজ্জীবিত করার, পুনরুত্থিত করার এবং পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা রয়েছে) ঈশ্বর এটি তৈরি করেছেন। আপনার "*কুর্সি*" (আসন) একইভাবে চিন্তার দ্বারা নির্মিত হয়েছে। চোখ, কান এবং সংবেদনশীল উপাদানগুলি ফেরেশতাদের মতো। মস্তিষ্ক একটি ছাউনির মতো। এর গম্বুজ, যা আপনার ইন্দ্রিয়গ্রাহী উপাদানগুলি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, তা আপনার আকাশ। আপনার হৃদয় থেকে সমস্ত বেস ধারণাগুলি পরিষ্কার করার পরে, এটি আপনার দেহের সমস্ত অংশের উপর রাজত্বকারী রাজা হিসাবে ইনস্টল করা হয়েছে। আপনার জন্য এত কিছু করার পরে, আপনাকে বলা হয়েছিল যে এক মুহুর্তের জন্যও নিজেকে বা আপনার রাজ্যকে অবহেলা করবেন না। অন্যথায়, এই অবহেলা ঈশ্বরের আদেশগুলি উপেক্ষা করার সমতুল্য যার ফলে তাঁর সামনে আপনার অবস্থান গুরুতর বিপন্ন হবে:

فَاِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ آدَمَ عَلٰى صُوْرَتِه فَاعْرِفْ نَفْسَكَ يَا اِنْسَانُ تَعْرِفْ رَبَّكَ

"অতঃপর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আদমকে (সমগ্র মানবজাতির পিতা) তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন। অতএব নিজেকে জেনে নিও, হে মানুষ! অতঃপর তুমি তোমার পালনকর্তাকে চিনতে পারবে।

মানব রাজ্যের ধারণাটি সমগ্র মহাবিশ্বের উপর সর্বশক্তিমানের রাজত্ব এবং রাজ্য থেকে ক্ষুদ্র রূপে উদ্ভূত হয়েছে। নিজেই, এই ধারণাটি জোর দেয়:

1. দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী এবং পেশা শেখার বিষয়ে মানুষের নিজের আত্মার জ্ঞান যা একজনের রাজ্য গঠন করে।
2. ঈশ্বরের জ্ঞান, তাঁর রাজ্য সম্পর্কে তাঁর রাজ্য সম্পর্কে তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি ঈশ্বরের করুণাময় মনোযোগ, পরিবর্তে ফেরেশতার সম্পর্ক, একে অপরের সাথে এবং উচ্চতর "*অর্শ*" (ঐশ্বরিক সিংহাসন), স্বর্গ এবং "*কুর্সি*" (সর্বোচ্চ ঐশ্বরিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বর্গীয় আসন) যা মহান যোগ্যতার অনন্য জ্ঞানের একটি দিক।

একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও তাদের সম্পর্কে অমনোযোগী এবং অসাবধান থাকবে না, যেমন একজন অবহেলা মূর্খের বিরুদ্ধে, যিনি কেবল নিজের অজ্ঞতার ফসল কাটাবেন। কিছু 'প্রকৃতিবিদ' এবং 'জ্যোতিষী' দুর্ভাগ্যবশত বিষয়টির সীমিত শিক্ষার উপর তাদের নির্ভরতার জন্য এতটাই অসাধিত যে তারা চূড়ান্ত প্রভাবকে, সবকিছুর ফলাফলকে নক্ষত্রের প্রভাবের জন্য দায়ী করে। তাদের বিশ্বাস এতটাই গোঁড়ামি, এতটাই পথচারী যে এই বিভ্রমের পরিপ্রেক্ষিতে, তাদের অবস্থাকে একটি কাগজের টুকরোতে হামাগুড়ি দেওয়া পিঁপড়ার সাথে তুলনা করা যেতে পারে যা এই ধারণা পেতে পারে যে কলমটি [কাগজের উপরিভাগে] একটি কালো চিহ্ন তৈরি করছে, কারণ এটি নির্বিকারভাবে চলছে। কাগজে হামাগুড়ি দেওয়া আরেকটি পিঁপড়া, উচ্চতর দৃষ্টিশক্তি থাকা, এই বিশ্বাসকে আরও প্রসারিত করতে পারে যে হাতটি [কলম ধরে] কাগজে চিহ্ন তৈরি করছে। এটা প্রকৃতিবিদদের উদাহরণ। তাদের [ভুল] বিশ্বাসের সুস্পষ্ট ভ্রান্তি এই যে সমস্ত মানুষ অন্য সমস্ত সত্য নির্বিশেষে নক্ষত্র দ্বারা অপরিবর্তনীয়ভাবে প্রভাবিত হয়। সত্যের বিপরীত শব্দটি অভিনব বা প্রহসন। তখন জ্যোতিষীরা সহজেই ভুলে যান যে এই নক্ষত্রগুলিও স্বর্গ ও নক্ষত্র এবং মহাবিশ্বে এবং এর বাইরেও যা কিছু আছে তার পরম প্রভু ঈশ্বরের দ্বারা নির্ধারিত ফেরেশতাদের আনুগত্য করে। তাদের দখল কেবল বস্তুগত জিনিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তারা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নবাগত যা সমস্ত শারীরিক জাগতিক বিবেচনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল আলোর (আলম রুহানী") চেয়ে ভৌত (বা বস্তুগত) জগতের নক্ষত্রগুলির উজ্জ্বলতা কম। তারা জানে না যে, আত্মা শরীরের উপর শাসন করে। এর বিপরীত সত্য নয়। তারা তাদের জ্ঞান এবং জ্ঞান নিয়ে গর্বিত কিন্তু তাদের অযৌক্তিকতায়, তারা আত্মার আধ্যাত্মিক জগতের পথের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকে যেখানে অন্তরের অনেক উজ্জ্বল নক্ষত্র ("*বাতিন*"), ঈশ্বর এবং "*মেরাজ*" (আধ্যাত্মিক আরোহণ বা ঈশ্বরের পথে আরোহণ উচ্চতার মহিমা, যা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অর্পিত হয়েছে)। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কিতাবে (কুরআন) বলেন,

وَكَذَٰلِكَ نُرِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ

"আর এভাবেই আমরা ইব্রাহীমকে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সার্বভৌমত্ব দেখিয়ে দিলাম। (কুরআন, 6 অধ্যায়, আয়াত 75)

হযরত ইব্রাহীম (সা.) উত্তরে বললেন,

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ

"আমি আমার মুখ তার দিকে ফিরিয়ে নিচ্ছি যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন। (কুরআন, 6 অধ্যায়, আয়াত 79)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إنَّ لِلّهِ سَبْعِينَ ألفَ حِجَابٍ مِنْ نُورٍ لَوْ كَشَفَهَا لَأحْرَقَتْ سَبُحَاتُ وَجْهِهِ كُلَّ مَنْ أدْرَكَهُ بَصَرُهُ

"নিশ্চয়ই ঈশ্বরের জন্য বিশুদ্ধ আলোর সত্তর হাজার পর্দা রয়েছে। যদি তিনি তা উন্মোচন করতেন, তবে তাঁর চেহারার রশ্মি তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকা প্রত্যেককে পুড়িয়ে ফেলত।

ঔষধের জ্ঞানের লোকেরা, একইভাবে, তাদের অনুশীলনের বেশিরভাগই জিনিসগুলির গরম বা শীতল প্রভাবের উপর ভিত্তি করে। এটি তাদের পেশার অনুশীলনে কিছুটা সহায়তা করেছে। সূর্যকে উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত, শনিকে শুষ্ক ও ঠান্ডা এবং বুধকে আরও উত্তপ্ত করার ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তার মুক্তির গুণ তার উদ্দেশ্য ছাড়া নয়। দরিদ্র জ্যোতিষী, কারও জ্যোতির্বিজ্ঞানের বুদ্ধিমত্তায়, তবে সূর্যকে পৃথিবীর নিকটতম অবস্থানে রাখার ক্ষেত্রে তাদের সৃষ্টিকর্তার বুদ্ধিমত্তা বা দিন এবং রাতের তারতম্য বা সেই বিষয়ে, তাঁর সর্বোচ্চ ইচ্ছার প্রতি আকাশের সমস্ত নক্ষত্র এবং নক্ষত্রপুঞ্জের কর্তব্য পালনে নম্র আনুগত্য উপলব্ধি করতে পারেনি। এই জাতীয় ব্যক্তি তাদের শারীরিক অস্তিত্ব এবং পরিচিত বৈশিষ্ট্যগুলির ক্ষেত্রে তাদের আধ্যাত্মিক গুণাবলীকে বিশ্বাস করা এড়িয়ে গেছে। কেবল যদি কেউ জানত যে গোলার্ধের এই সমস্ত নক্ষত্র ঈশ্বরের ইচ্ছা ও আদেশের অধীন এবং বশীভূত, তবে কেউ তাদের শারীরিক দিকটি অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে পারত না:

ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

"সূর্য ও চন্দ্র তাদের নির্ধারিত গতিপথে চলাচল করে। (কুরআন, অধ্যায় 55, আয়াত 5)

وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ

"আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র তাঁর আদেশের অধীন। (কুরআন, সপ্তম অধ্যায়, আয়াত 54)

একটি জিনিসকে পরাধীন বলে মনে করা হয় যা ব্যবহার করা হয় এবং নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় এবং কাজ করা হয়। যেমন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মানুষের জন্য করে। তাদের প্রত্যেককে সম্পাদন করার জন্য একটি ফাংশন বরাদ্দ করা হয়েছে। নক্ষত্রগুলিও আল্লাহর বান্দা, তাঁর আদেশ পূরণ করে। একইভাবে, মস্তিষ্ক যেমন মানব দেহের অন্যান্য অঙ্গগুলিকে তাঁর দ্বারা প্রদত্ত বিচক্ষণ অনুষদের সাথে একত্রে কাজ করার নির্দেশ দেয়, তেমনি নক্ষত্রগুলিও তাদের নির্ধারিত কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকে ঈশ্বর কর্তৃক এই প্রভাবের জন্য নির্ধারিত ফেরেশতাদের মাধ্যমে, তাদের পরিচালক এবং প্রধান চালিকাশক্তির ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতপক্ষে, এই ফেরেশতারা তাদের নির্ধারিত ক্ষেত্রগুলিতে অনেক কিছুর জীবন্ত বার্তাদাতা।

আপাতদৃষ্টিতে কারণ এবং তার প্রভাব, অর্থাৎ ফলাফল, কেবল এতটাই গুরুত্বপূর্ণ। অযোগ্য কাকতালীয় ঘটনাগুলি মানুষকে জিনিসগুলিতে বিশ্বাস করাতে বাধ্য করার জন্য রয়েছে যে তাদের অবস্থানকে কিংবদন্তি অন্ধ লোকদের সাথে তুলনা করা যেতে পারে যারা অন্ধকারে একটি হাতিকে অংশে খণ্ডে আঁকড়ে ধরেছিল এবং পুরো সম্পর্কে চিন্তা করার পরিবর্তে, তাদের প্রত্যেককে ভুল বিচারের উপর ভিত্তি করে আলাদা নাম দিয়েছিল। এই জ্যোতিষী, বুদ্ধিজীবীর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, যিনি একইভাবে একজন দাসকে প্রভু, রাজা বলে মনে করেন। পবিত্র কুরআনে এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে:

لَآ أُحِبُّ ٱلْءَافِلِينَ

"যারা সূর্যাস্তের সময় সূর্য অস্ত যায় তাদের আমি ভালবাসি না। (কুরআন, 6 অধ্যায়, আয়াত 76)

অজ্ঞরা চাঁদ ও সূর্যকে ঈশ্বর বলে মনে করে। বিচক্ষণতা বিরাজ না করা পর্যন্ত আদেশপ্রাপ্তদের কমান্ডার বলা হয়। স্বর্গীয় গোলকে বারোটি "*বুরুজ*" অর্থাৎ আরোহণ রয়েছে। একে একজন উঁচু রাজার সাথে তুলনা করা যেতে পারে যিনি তার "উজির" (মন্ত্রী) এর সাথে তার মহিমান্বিত কক্ষে বসে আছেন। তার চারপাশে, সুবিধাজনক জায়গায় "উজির (রাজার মন্ত্রী) অভিজাত সহকারীরা বারোটি শান্তির বিশিষ্ট স্বর্গে বসে আছেন, যার প্রত্যেকের একটি দরজা রয়েছে। সাতজন বাধ্য কিন্তু চটপটে অশ্বারোহী "উজীর" এর সহকারীদের ইশারা এবং ডাকে প্রতিটি দরজার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং আহ্বানগুলি মনোযোগ সহকারে শুনছে। তাদের তাৎক্ষণিক বাস্তবায়নের জন্য, এই অশ্বারোহীদের থেকে কিছুটা দূরে পায়ে হেঁটে চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছেন, তাদের ধনুক নিয়ে এই অশ্বারোহীদের মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করছেন,

এইভাবে একটি নির্দিষ্ট দলকে দড়ি দিয়ে এবং তাদের হাইকমান্ডের সামনে হাজির করে প্রাপ্ত নির্দেশাবলী পূরণ করে। তখন তাদের হয় শাস্তি দেওয়া হয় অথবা পুরস্কৃত করা হয়।

তদনুসারে, "*অর্শ*" ("ঐশ্বরিক সর্বশক্তিমানের আধিপত্য") হল বিষয়গুলির দায়িত্বে থাকা বিশিষ্ট মন্ত্রী ("*উজির*") অর্থাৎ উচ্চ স্বর্গের প্রিয় দেবদূতের বিশিষ্ট আবাসস্থল। এটি একজন জ্যোতিষীর কল্পনা অনুসারে নক্ষত্রের গোলার্ধে পর্বতগুলির বিপরীত। এই ক্লেয়ারভয়েন্টগুলি আকাশের দাবা বোর্ডে ঘুঁটি এবং প্যারাফের্নালিয়ার বিভিন্ন অবস্থানের জন্য বিভিন্ন অর্থ নির্ধারণ করে যেমন একজন চিকিত্সক বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারা বিভিন্ন অসুস্থতা পাঠোদ্ধার করেন:

ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ۚ

"এটাই তাদের জ্ঞানের পূর্ণ অর্জন। (কুরআন, অধ্যায় 53, আয়াত 30)

কিন্তু, ঈশ্বরের করুণা যখন এইরকম একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে গ্রাস করে, তখন উপরে উল্লিখিত পরিচারকরা একজনের যত্ন নেয় এবং একজন উদ্ধার পায়। একজন নবীর পথও একইভাবে নক্ষত্রখচিত এবং "ওয়ালি" (সাধু, জ্ঞানবাদী বা ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ) একজনের নিরাময়ের জন্য অলৌকিক কাজ করে।

اِنَّ الْبَلَاءَ مَوَكَّلٌ بِالْاَنْبِيَاءِ ثُمَّ الْاَوْلِيَاءِ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَا الْاَمْثَلُ

مَرِضْتُ فَلَمْ تَعِدْنِيْ

"নিশ্চয়ই নবীগণকে পরীক্ষা ও ক্লেশের মধ্য দিয়ে নিক্ষেপ করা হয়, তারপর আল্লাহর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা *(ওয়ালী)* তারপর যারা তাদের অনুরূপ (কিন্তু নিকৃষ্ট পদমর্যাদা, আল্লাহর কাছে তাদের আধ্যাত্মিক মর্যাদা অনুযায়ী) ভোগ করা হয়। সুতরাং, যখন আমি অসুস্থ হই, তখন আমার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। *(মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু* আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বা রেওয়ায়ত)

আমরা এমন কিছু লোককেও দেখি যাদের দেখতে খুব অসুস্থ কিন্তু অসুস্থ নয়। প্রকৃতপক্ষে, তারা সেই লোক যারা ঈশ্বরের প্রেমের কারণে এমন অবস্থায় নেমে এসেছে, যাদেরকে তারা এতটাই আরাধনা করে যে তারা অসুস্থ দেখায়। প্রকৃতপক্ষে, প্রেম এতটাই আত্মগ্রাসী!

এখন আপনি "সুবহান আল্লাহ" *(সকল অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটির ঊর্ধ্বে)*, "আলহামদুলিল্লাহ" *(সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর)*, *"লা* ইলাহা ইল্লাল্লাহ ()" *(আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই)*, *এবং "আল্লাহু* আকবার" *(আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ [কোন সৃষ্টির ঊর্ধ্বে মহান) শব্দগুলির অর্থ বুঝতে হবে কারণ এগুলি "মা'রিফার অবিচ্ছেদ্য সংমিশ্রণ"*" বা ঈশ্বরের জ্ঞান।

ডেরিভেশনে যখন আপনি আপনার 'আত্মা' ("*নফস*") অর্থাৎ আপনার মধ্যে যে ধার্মিকতা ও পুণ্যের মধ্যে রয়েছে তা চিনতে পারবেন, তখন আপনি আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের সমান পরম ধার্মিকতা এবং গুণাবলী সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং এর মাধ্যমে "*সুবহানাল্লাহ*" (আল্লাহর মহিমা) বুঝতে পারবেন। যখন আপনি আপনার নিজের ডোমেইনের রাজা হওয়ার মাধ্যমে ঈশ্বরের রাজত্ব সম্পর্কে সচেতন হন এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর ঈশ্বরের মহান শ্রেষ্ঠত্বের সত্যকে আত্মস্থ করেন কারণ সবকিছু তাঁর অধীন। তখনই আপনি বুঝতে পারবেন যে, আপনি '*আলহামদুলিল্লাহ*' (সকল প্রশংসা আল্লাহর) এর অর্থ বুঝতে পেরেছেন। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা তাঁরই এবং তাঁরই জন্য।

এখন সবশেষে, আপনাকে বুঝতে হবে "আল্লাহু *আকবার*" এর অর্থ কী। এর অর্থ শুধু এই নয় যে, 'আল্লাহ মহান'। এর অর্থ এর চেয়ে অনেক বেশি। তার মানে এই নয় যে, তিনি অন্যদের চেয়ে বড়। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তবুও, তাঁর এবং অন্য কারও মধ্যে কোন তুলনা করা যায় না। তিনি সকল বোধগম্যতার ঊর্ধ্বে এবং ঊর্ধ্বে। তিনি অসীম মহান। তিনি সবকিছুকে ছাড়িয়ে যান এবং পরিবেষ্টিত। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী ও পরম দয়ালু। আমরা তাঁর সৃজনশীল প্রতিভা এবং তাঁর পবিত্র নামগুলি থেকে তাঁর এবং তাঁর অনেক অনন্য এবং চমৎকার গুণাবলী এবং শক্তি সম্পর্কে জানতে পারি। তিনি এতটাই মহান এবং অতুলনীয় যে আমরা কখনও তাঁর বর্ণনা করতে বা তাঁর আশীর্বাদগুলি গণনা করতে সক্ষম হতে পারি না।

আল্লাহর তাকওয়া মানুষের ধার্মিকতার মতো নয়। এটি কেবল হতে পারে না। আমরাই তাঁর মহান গুণাবলী বর্ণনা করার জন্য শব্দ খুঁজে পাই না, এবং এটি করার মাধ্যমে তাঁর কাছে এমন শব্দ বা অভিব্যক্তি আরোপ করি যা কেবল পর্যাপ্ত নয় কারণ তিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা। তাহলে তারা কিভাবে তাঁর মতো হতে পারে? একইভাবে, ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করেন, যখন আমরা একজন মানুষের রাজ্যের মধ্যে তুলনা করি যার উপর একজন শাসন করে এবং ঈশ্বরের রাজ্য যার উপর তাঁর রাজত্ব প্রকাশিত হয়, আমরা বোঝাতে চাই না যে তারা একই রকম। এটি কেবল দেখায় যে আমরা কতটা অযোগ্য, মানুষ কতটা অসহায় এবং ঈশ্বর কতটা মহিমান্বিত! উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও শিশু আমাদের একটি রাষ্ট্র শাসন করার আকর্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে এবং তাকে বোঝানোর জন্য, আমরা উত্তর দিই যে এটি আপনার ব্যাট এবং বল নিয়ে

খেলার ক্ষেত্রে আপনি যেমন খুঁজে পান, আপনি দেখতে পাবেন যে আমরা সত্য থেকে কতটা কাছাকাছি বা দূরে। আমরা আগেও বলেছি এবং আমরা পুনরাবৃত্তি করছি যে একমাত্র ঈশ্বরই সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরকে জানেন এবং অন্য কেউ জানে না। এই পরিস্থিতিতে মানুষের জন্য গ্রহণ করার সর্বোত্তম উপায় হ'ল:

1. নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁর জ্ঞানের ("মা'*রিফা*") সন্ধানে নিমগ্ন হন।
2. তাঁর অনুগ্রহের প্রতি মনোনিবেশ করা এবং তাঁর আলো ("*নূর*"), তাঁর সৌন্দর্য ("*জামাল*"), তাঁর শক্তি ("*কুদরা*") তাঁর *ঐ*শ্বরিক গুণাবলী ও সৃষ্টিতে সন্ধান করা।
3. তাঁর উদারতার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া।
4. নিজের হৃদয় ও আত্মার প্রতিটি তন্তু দিয়ে তাঁর উপাসনা করা।
5. তাঁর আদেশ মেনে চলা।

আমরা সবাই তাঁর কাছ থেকে এসেছি এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাব।

إِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَ الْمَصِيرُ

"তাঁরই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন এবং শেষ আশ্রয়স্থল।

আপনি যত বেশি তাঁকে ভালবাসবেন, তাঁর শ্রদ্ধা করবেন, তাঁর ইবাদত করবেন, ততই আপনি তাঁর দ্বারাও বরকত পাবেন। তিনি তাদের পছন্দ করেন যারা আন্তরিক, নিবেদিত, নম্র, প্রেমময় এবং কৃতজ্ঞ। এইরূপ মহৎ আচরণ নিশ্চিতভাবে পুরস্কৃত হবে [তাঁর] দ্বারা।

أَنَا بُدُّكَ اللَّازِمُ فَالْزِمْ بُدَّكَ

"আমি (অর্থাৎ ঈশ্বর) আপনার প্রয়োজনীয় অনিবার্যতা, সুতরাং আপনার অনিবার্যতাকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখুন।

হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে তাঁর স্মরণ ("*দিকির*") কেবল নিজের আত্মা থেকে সমস্ত [নিকৃষ্ট] আকাঙ্ক্ষাকে বিচ্ছিন্ন করে, [সকল] নিকৃষ্ট কাজ ত্যাগ করে এবং তাঁর ইবাদতে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হওয়ার মাধ্যমেই শক্তিশালী করা যেতে পারে। আন্তরিক হৃদয় শান্তিপূর্ণ ও পরিচ্ছন্ন। একজন মুমিনের ('মমিন') মহিমা এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

"মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে (প্রকৃত, পরম, স্থায়ী ও চিরস্থায়ী সফলতায়)। (কুরআন, অধ্যায় 23, আয়াত 1)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন:

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾

"নিশ্চয় সে সফলকাম যে নিজেকে পবিত্র করে এবং নিজের পালনকর্তার নাম স্মরণ করে এবং নামায আদায় করে। (কুরআন, অধ্যায় 87, আয়াত 14-15)

বিশ্বকে জানা

আল-গাজ্জালী তাঁর বই "কিমিয়া-ই-সাদাত" বা "অনন্ত সুখ এবং অন্তহীন সাফল্যের জন্য আলকেমি বা রূপান্তরকারী এজেন্ট অফ চেঞ্জের আলকেমি বা রূপান্তরকারী এজেন্ট" এ *অনন্ত সুখ এবং সত্যিকারের স্থায়ী সাফল্যের আলকেমি (বা রূপান্তরকারী এজেন্ট) এর চমৎকার ব্যাখ্যা অব্যাহত রেখেছেন,* এই আলকেমির চারটি শিরোনাম (বা প্রয়োজনীয়তা) এর তৃতীয়টি ব্যাখ্যা করে যা "পার্থিব জীবনের বিশ্ব এবং বাস্তবতা জানা"। অনন্ত আনন্দের রূপান্তরকারী এজেন্টের তৃতীয় প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন [4]:

প্রিয় প্রিয়তমা! এই দুনিয়া এমন একটি পথ যেখানে মানুষ তার যাত্রাপথে পরকালের দিকে যাত্রা করে। এটি "মারিফা" বা "ঈশ্বরের] একটি বিশাল মরুভূমির শেষ এবং পাদদেশে একটি মরুদ্যান। দুনিয়া (*দুনিয়া*) এবং পরকাল (*আখিরাত*) বা আখেরাত দুটি শর্ত। একটি অবস্থা মানুষের জীবন এবং সময় [যা একজনের খুব কাছাকাছি] মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সম্পর্কিত। মৃত্যুর পরপরই আখেরাত শুরু হয়। এই দুনিয়া (এবং পার্থিব জীবন) মানুষের জন্য আখেরাতের (*আখিরাত*) প্রস্তুত করার জন্য। পার্থিব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে অবস্থানের জন্য নিজের উপার্জন হিসেবে সৎকর্মের ভাণ্ডার সংগ্রহ করা, যা আখেরাতে ভালো অবস্থানে থাকবে। যদিও মানুষ তার উৎপত্তিতে বরং দুর্বল ও অসম্পূর্ণরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে, তবুও একই সাথে এমন প্রতিভা (অনন্য

ক্ষমতা) দ্বারা আশীর্বাদ করা হয়েছে যে ঈশ্বরের আদেশ অনুসরণ করে, কেউ "*কামাল*" বা পরিপূর্ণতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার অবস্থানে থাকতে পারে, ফেরেশতার গুণাবলী অর্জন করতে পারে এবং ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পারে। এটি একজনের অস্তিত্বের যোগফল। এটাই প্রতিশ্রুত 'জান্নাত'।

তাঁর জ্ঞানের ("মা'রিফা") *মূল চাবিকাঠি মানুষের* প্রতি তাঁর মহান দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা এবং তাঁর অগণিত অনুগ্রহের প্রশংসা এবং তাঁর সৃষ্টির মনোরম সৌন্দর্যের উপলব্ধিতে নিহিত রয়েছে। মানুষের উপলব্ধি ইন্দ্রিয়গুলি একজনকে তাঁর দ্বারা উত্পন্ন মনোরম জিনিসগুলির স্বাদ এবং স্বাদ দেয়, প্রকৃতিতে একজনের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা অপরিসীম সৌন্দর্যের অনন্য মহিমা দেখে। একজনের কান একজনকে প্রশান্ত শব্দ এবং [প্রকৃতির] সংগীতের প্রশংসা করতে বাধ্য করে, একজনের হাত একজনকে প্রেমময় স্পর্শের উষ্ণতা অনুভব করে, ইত্যাদি। যতদিন মানুষ বেঁচে আছে, ততদিন সে এসব ভোগ করতে পারে এবং (আল্লাহর কাছে তাঁর অপরিসীম অনুগ্রহের জন্য) কৃতজ্ঞ হতে পারে। যখন কেউ মারা যায়, তখন সে এই বুদ্ধিমত্তা [সংগ্রহ] এজেন্টদের (অর্থাত্, ইন্দ্রিয়গুলি) অবাধে প্রদত্ত পরিষেবাগুলি হারায় যা আর থাকে না। সুতরাং, মানুষের জীবনে দুটি জিনিস প্রয়োজন:

1. নিজের হৃদয়কে সেই জিনিসগুলি থেকে রক্ষা করা যা একজনের হৃদয়কে হত্যা করে। নিজের হৃদয়কে তার খাদ্য [এবং পুষ্টি] প্রদান করা উচিত।

2. নিজের শরীরকে সেই জিনিসগুলির ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে রক্ষা করা যা [ক্ষতি করে] এবং হত্যা করে। একইভাবে তার খাবারের ব্যবস্থা করা উচিত।

আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায়, আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি যে হৃদয়ের খাদ্য হ'ল ঈশ্বরের ভালবাসা এবং জ্ঞান ("মা'*রিফা*") যা এই উক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যে প্রতিটি জিনিসের খাদ্য যা এটি সত্যই পছন্দ করে এবং এই প্রভাবের জন্য তার অভ্যন্তরীণ, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে থাকতে চায়। এটি অবশ্যই পুষ্টিকর এবং টেকসই হতে হবে। সেই বিষয়ে, এমনকি শরীরের যত্নও হৃদয়ের স্বার্থে। কারণ দেহ শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হবে, কিন্তু হৃদয় [মৃত্যুর পরেও চিরকাল] বেঁচে থাকবে। এ ব্যাপারে একটি সহজ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যেমন বলা যায়, দেহ হৃদয়ের জন্য, যেমন উট (প্রাচীনকালে যাতায়াতের মাধ্যম হিসাবে) আল্লাহর পথে "*হাজী*" বা হজযাত্রীর জন্য (যিনি আল্লাহর পবিত্র গৃহে হজ বা হজ্জ করেন, অর্থাৎ পৃথিবীতে আল্লাহর রহমতের প্রতীক)। একজন সেখানে চড়ে 'কা'*বা*' (মক্কার পবিত্র আল্লাহর ঘর) পৌঁছায়। এর বিপরীতটি সত্য নয়, অর্থাৎ, তীর্থযাত্রী উটের জন্য নয়, তবে উট তীর্থযাত্রীর জন্য। স্বাভাবিকভাবেই, তীর্থযাত্রী উটটিকে খাওয়াবেন যতক্ষণ না এটি "কাবা" (যা

হজযাত্রীর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যমূলক গন্তব্য) পৌঁছায়। এই কারণে কারও পক্ষ থেকে যে কোনও অবহেলা বা বিলম্ব একজনের উদ্দেশ্যের জন্য ক্ষতিকারক হবে [নিজের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছনোর] জন্য।

বিষয়টি আরও বিশ্লেষণ করার জন্য, মানব দেহের তিনটি জিনিস প্রয়োজন:

a) খাদ্য

b) জামাকাপড়

c) বাড়ি।

অন্য কথায়, খাওয়ার জন্য খাবারের প্রয়োজন, নিজেকে ঢেকে রাখার প্রয়োজনীয়তার জন্য পোশাকের প্রয়োজন, ঘর হ'ল অভয়ারণ্যের জায়গা যেখানে কেউ তাপ এবং ঠান্ডার আক্রমণ থেকে আশ্রয় পেতে পারে যাতে শরীর ক্ষতি থেকে সুরক্ষিত থাকে। সংক্ষেপে, এই তিনটি জিনিস হ'ল দেহের ভিত্তি, প্রাথমিক পূর্বশর্ত, অর্থাত্ একজনের শারীরিক অস্তিত্বের ভিত্তি। তবে মানুষ অতিরিক্ত খাওয়া হলে মারা যেতে পারে। ঘর ও বস্ত্রের আকাঙ্ক্ষাও মানুষের জীবিকা নির্বাহের জন্য মানুষের মধ্যে রোপণ করা হয়েছে। এই প্রকৃতির অতিরিক্ত চাহিদা ক্ষতিকারক হতে পারে। এখানে যুক্তি, সাধারণ জ্ঞান একজনের উদ্ধারে আসে এবং একজনকে দেহের এই দাবিগুলিতে অত্যধিক প্রশ্রয় দেওয়া থেকে বিরত রাখে। মঙ্গলের যে নীতিতে সমস্ত নৈতিক মূল্যবোধ অন্তর্ভুক্ত করা হয় বা যা থেকে তারা উদ্‌ভূত হয়, সর্বোচ্চ বা সর্বোচ্চ কল্যাণ যা তাদের তত্ত্বাবধান করে, তা হ'ল হৃদয়। এর খাবার মহৎ। হৃৎপিণ্ড যত বেশি খাদ্য পায়, আত্মার জন্য তত ভালো। ফলস্বরূপ একটি হৃদয় ভালভাবে পুষ্ট হয়, ঈশ্বরের প্রেম এবং অনুসন্ধানের সাথে, তার কুলুঙ্গি খুঁজে পায় এবং নাইট রাইডারের মতো শরীরে চড়ে যার মাউন্টের লাগাম একজনের হাতে থাকে। অতএব, আমার বন্ধু, আমার কথা মনে রাখুন এবং এর লাগাম আলগা হতে দেবেন না। যখন আপনি দেহের কামনা, লোভ, অপকর্ম, অপবিত্র ও বিভ্রান্তিকর তাগিদকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করবেন, তখন তা দমন করা হবে।

পৃথিবী তিনটি প্রধান বিভাগ নিয়ে গঠিত যথা:

1) যে জিনিসগুলি পৃথিবীতে পাওয়া যায় যেমন সমস্ত ধরণের গাছপালা, খনি এবং প্রাণী ইত্যাদি। ভূমির পৃষ্ঠ নিজেই মানুষের বাসস্থান, কৃষি ইত্যাদির ভিত্তি গঠন করে।

2) লোহা, ইস্পাত, ব্রোঞ্জ ইত্যাদির মতো খনিজগুলি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মানুষের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, সরঞ্জাম এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়।

3) মানুষ পশুদের উপর চড়ে তাদের মাংস খায় এবং অন্যান্য খাদ্য খাওয়ার মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে।

আরও অনেক জটিলতা রয়েছে। এটি দুঃখজনক যে একজনের দৈনন্দিন রুটিনে, একজন তার হাত-পা এবং সর্বোপরি তার হৃদয় তাদের মধ্যে ব্যস্ত রাখে, কারণ একজনের হৃদয়ের মোট ব্যস্ততা প্রকৃতপক্ষে খুব ক্ষতিকারক হতে পারে। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলে যাওয়া এবং জাগতিক লোভ, পিঠ দেওয়া, ক্রোধ এবং অনুরূপ মন্দ কাজে জড়িত থাকার কারণে এটি হৃদয়ের মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

একইভাবে, তিনটি পেশা - স্বর্ণকার (ধাতুর জন্য), বুনন এবং স্থাপত্যও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই পেশাগুলি কেবল কোনও না কোনও রূপে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত নয়, তবে তাদের সহায়ক ব্যবসার সাথেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত। যেমন তুলা সংগ্রহকারীরা তুলা বাগান থেকে তুলা ফুল বাছাই করে। কাস্টাররা ফ্লাফ ছাঁটাই করে; সুতির স্পিনাররা এগুলি সুতোয় পরিণত করে এবং শেষ পর্যন্ত সুতির তাঁতিরা লুম করে এবং বিভিন্ন ধরণের কাপড় বুনে। এরপর এসব পোশাক সেলাই করে সেলাই করা হয়। লোহা শিল্পী এমন সরঞ্জাম তৈরি করে যা দিয়ে দর্জি, সেলাই এবং সেলাই করা হয়। এভাবে বিভিন্ন পেশার মানুষ একে অপরের সঙ্গে কাজ করে।

প্রত্যেকে একে অপরের উপর নির্ভরশীল। স্বাভাবিকভাবেই, জটিলতা এবং পেশাদার ঈর্ষা শুরু হয়েছিল। দর্জি কার্যত বোনা উপাদানের জন্য তাঁতির উপর এবং স্পিনারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন, যিনি কাঠমিস্ত্রি বা লোহার কারিগর দ্বারা তৈরি করা যান্ত্রিক ডিভাইসগুলি দিয়ে এটি স্পিন করেন, অন্যদিকে দর্জি করার জন্য নিজের সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়, যার জন্য আবার লোহার কাজের প্রয়োজন হয়। দেওয়া এবং নেওয়ার এই জটিল পদ্ধতির ফলে জটিলতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়, যার জন্য তিনটি প্রধান জিনিস এবং অন্যান্য কারণগুলি যা এই বিষয়টির সাথে সম্পর্কিত, অত্যাবশ্যক:

1) রাজনৈতিক, অন্য কথায়, কৌশলগত বুদ্ধিমত্তা এবং রাষ্ট্রনায়কত্ব।

2) মনিটরিং গিয়ার এবং সরকার।

3) "*ইলম আল-ফিকহ*" অথবা ধর্মের নির্ধারিত বিধি ও প্রবিধান অনুযায়ী আইন ও আচরণবিধি সম্পর্কে জ্ঞান।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, এই অবকাঠামোটি পূর্বোক্ত তিনটি মানবিক পূর্বশর্ত, অর্থাৎ খাদ্য, পোশাক এবং বাড়ি বা বাসস্থানের উপলব্ধি এবং সম্পাদনের জন্য। বাকিরা তাদের অনুসরণ করে। এই মৌলিক মানবিক প্রয়োজনীয়তাগুলি শরীরের সাথে সম্পর্কিত। পরিবর্তে শরীর হৃদয়ের জন্য, আত্মার জন্য। কা'*বা (তীর্থযাত্রীদের চূড়ান্ত গন্তব্য - মক্কার ঈশ্বরের প্রতীকী ঘর যা পৃথিবীতে ঈশ্বরের রহমতের প্রতীক) পৌঁছানোর জন্য হজযাত্রীকে (*"হাজী"*) উটের* মতো দেহে আরোহণ করতে হয় । মানুষের ক্ষেত্রে, একজনের লক্ষ্য এর সমার্থক, অর্থাৎ "মা'*রিফা*" বা ঈশ্বরের জ্ঞানের লক্ষ্য অর্জন করা। কা'আবার চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছানোর লক্ষ্যকে মাথায় রাখার পরিবর্তে, যদি উপরোক্ত হজযাত্রী ভ্রমণের সময়, উটের পরিচর্যা এবং যত্ন নেওয়ার সময় সময় নষ্ট করেন, তবে তার চরম অবহেলার জন্য কেবল নিজেকে দায়ী করা হবে [যা একজনকে তার চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং গন্তব্যে পৌঁছাতে বাধা দেবে]। প্রিয় প্রিয়তমা! এ থেকে শিক্ষা নিন। জীবনের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিনিময়ে জাগতিক বিষয়গুলিতে জড়িয়ে পড়বেন না। জীবনের অলস পেশায় [এবং অকেজো সাধনায়] জগতে যে সময় অপচয় করা হয় তা আপনাকে অনেক মূল্য দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, জীবনের এই যাত্রা আসলে আখেরাতের (*আখিরাত*) যাত্রা। এই জগতের ক্যারিশমা খুবই লোভনীয়। ভেতরে নেবেন না। জীবনের প্রলোভন থেকে ঊর্ধ্বে উঠুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথাযথভাবে বলেছেন, 'দুনিয়া '*হারুত* ও *মারুত*' (বিখ্যাত কিংবদন্তি জাদুকর) এর চেয়েও বড় জাদুকর। [পৃথিবীর] বাস্তবতাকে নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে:

1. এই পৃথিবী আপনার উপর জাদুর প্রথম যে জাদু ফেলেছে তা হ'ল এটি আপনাকে অনুভব করে যে এই পৃথিবী এবং এর সমস্ত মুগ্ধতা সর্বদা থাকার জন্য রয়েছে, তবে আসলে, বিপরীতটি ঘটে। সময়টি ক্ষণস্থায়ী, অবিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলেছে, যদিও বরং অলসভাবে, কারণ আপনি তার আনন্দময় মুহুর্তগুলিতে সময়ের গণনা হারিয়ে ফেলেন। সংসারে সময়, তার পদচারণা ছায়ার মতো। এটি সর্বদা একটি ছায়ার মতো সুপ্ত দেখায় যা স্থির দেখায়। আপনি পরে বুঝতে পারবেন যে ছায়াটি যেখানে ছিল সেখানে আর নেই, বরং এটি তার মূল অবস্থান থেকে ধীরে ধীরে এবং অদৃশ্যভাবে সরে গেছে। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবী গতিশীল। সময় এবং জোয়ার কারও জন্য অপেক্ষা করে না। তাই সাবধান থাকুন এবং আপনার পায়ের নীচে ঘাস জন্মাতে দেবেন না। অর্জিত একটি মুহূর্ত নষ্ট হয় না, কিন্তু হারিয়ে যাওয়া একটি মুহূর্ত কখনও অর্জন করা হয় না। যাইহোক, জীবন সংক্ষিপ্ত। সুতরাং কেন এটি সর্বাধিক ব্যবহার করবেন না।

2. এই জগতের জাদুর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হল যে এটি আপনাকে একজন প্রিয় বন্ধু হিসাবে আচরণ করে যার উপর এটি তার জাগতিক ভালবাসা এবং সৌহার্দ্যের উপহার দেওয়ার ভান করে, যেন এটি একজন বিশ্বস্ত কমরেডের মতো সর্বদা আপনার সাথে থাকবে। এটি আপনাকে তার আদেশে প্রতিটি প্রলোভনীয় কৌশল দ্বারা মুগ্ধ করার চেষ্টা করে যাতে আপনি তার মনোযোগের একমাত্র সবচেয়ে আরাধ্য বস্তু। কিন্তু পরে যখন এটি আপনাকে বিভ্রান্ত করে দেয়, তখন আপনি জিল্ট এবং হারিয়ে যান। আপনি আপনার জীবনের একটি ধাক্কা পান। যা ঘটে তা হ'ল বিপথগামী প্রকৃতির একটি সুন্দর প্রেমিকের মতো, এটি আপনাকে হঠাৎ ছেড়ে চলে যায়, অন্য কারও উপর তার রেশমী শিকল বুনে দেয়, এমন সহজ শিকারকে তার বিপজ্জনক পার্লারে নিয়ে যায় এবং একজনকে মৃত্যু এবং নির্জনতার স্বাদ দেয়।

   বলা হয় যে, একবার ঈসা (ঈসা (*ঈসা* বা ঈসা খ্রীষ্ট) এমন একজন বিবাহিত নারীকে (যা জগতের বাস্তবতার মূর্ত রূপ ছিল) "কাশফ" (আধ্যাত্মিক অবস্থা যেখানে আধ্যাত্মিক জগতের বাস্তবতা জাগ্রত অবস্থায় দেখানো হয়) অবস্থায় দেখেছিলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি কতজন স্বামীকে বিয়ে করেছেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি গণনা হারিয়ে ফেলেছেন। যীশু তাকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তারা কি মারা গেছে, না তুমি তাদের কাছ থেকে বিবাহবিচ্ছেদ পেয়েছিলে? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি তাদের সবাইকে হত্যা করেছেন! এই দুঃখজনক উত্তর শুনে যীশু মন্তব্য না করে থাকতে পারলেন না, "যারা আপনার যাদুতে পড়ে গেছে তাদের প্রতি করুণা করুন। তারা দেখেছে যে তাদের পূর্বসূরিদের সাথে কী ঘটেছিল, তবুও তারা আপনার সৌন্দর্যের জাদুতে চলে গিয়েছিলেন, মৃত্যুর পর্যন্ত, এবং সময়মতো কোনও শিক্ষা নেয়নি।
3. এই প্রসঙ্গে তৃতীয় উদাহরণ হ'ল একজন বৃদ্ধা মহিলার যিনি তার মুখটি একটি আকর্ষণীয় পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখেন, নিজেকে চমৎকার পোশাক দিয়ে সাজিয়েছেন, তার প্রোফাইলটি জাঁকজমকপূর্ণ ফ্যাশনে সাজিয়ে তোলেন এবং বিরল অমূল্য গহনা পরিধান করেন যাতে যে কেউ তার দিকে নজর দেয়, সরাসরি তার প্রেমে পড়ে যেতে পারে। দুনিয়া মানুষের সঙ্গে এভাবেই আচরণ করে। এটি তার মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য এবং আনন্দের সাথে একজনের উপর এমন জাদু করার চেষ্টা করে যাতে কেউ তার বুদ্ধি থেকে বেরিয়ে যেতে পারে এবং তার বর্ম দ্বারা স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। এটি তার কষ্টসাধ্যতার সমস্ত চিন্তাভাবনা এবং বিবেচনাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। মানুষ ভুলে যায় যে জীবন কঠিন এবং আন্তরিক। কখনও কখনও কেউ এটি খুব দেরিতে বুঝতে পারে যখন এটি কারও কাছে একটি অভদ্র ধাক্কা হয়ে ওঠে যখন বৃদ্ধা মহিলার চক্র ধারণ করে, তার ওড়না সরিয়ে দেয় এবং তার পরিবর্তে একটি ঘৃণ্য মুখ দেখতে পায়।
4. চতুর্থ উদাহরণটি হ'ল যদি কেউ মহাবিশ্বের বিবর্তনের পর থেকে অতিক্রান্ত সময়কাল, এই মহাবিশ্বের অস্তিত্বহীন সময়কাল এবং এখন থেকে তার শেষ পর্যন্ত যে সময়কাল অবশিষ্ট রয়েছে তা গণনা করার চেষ্টা করে তবে কেউ দেখতে পাবে যে এটি করা অসম্ভব এবং এমনকি এটি করার কথা ভাবাও বিচক্ষণতার সীমানা অতিক্রম করছে। সহজভাবে, একজন যা জানে তা হ'ল একজনের পৃথিবী "দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত", অর্থাত্, দোলনা হ'ল একজনের জীবনের মধ্য দিয়ে যাত্রার সূচনা, এই বিশ্বের মধ্য দিয়ে এবং কবরই তার শেষ। এর মধ্যে কয়েকটি স্টপ রয়েছে, কেউ বলতে পারেন, যার মধ্যে বছর, মাস, দিন

এবং অবশেষে শ্বাস নেওয়া হয়। কিছু দীর্ঘ দূরত্ব এবং কিছু ছোট। মানুষের জীবন দীর্ঘ হোক বা ছোট, তার আয়ু (বাস্তবে) সংক্ষিপ্ত, কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি পুরোপুরি ভুলে যায়। এখানে একজন এমনভাবে বাস করে যেন সে চিরকাল বেঁচে থাকবে। কী পরিহাসের বিষয় যে, যদিও কেউ তার পরবর্তী নিঃশ্বাস সম্পর্কে নিশ্চিত নয়, তবুও একজন আগামী দশ বছরের জন্য এমন কিছু পরিকল্পনা করে যাতে কেউ তাদের অভাব অনুভব না করে বা তাদের থেকে কম না পড়ে। সেই দিনটি দেখার জন্যও কেউ বাঁচতে পারে না!

5. জীবনের আনন্দে অতিরিক্ত ভোগ করা মানুষের আখেরাতের জন্য যেমন ক্ষতিকর, তেমনি লোভী পেটুকের জন্য। একটি পেটুক সমৃদ্ধ, মিষ্টি বা গরম, মশলাদার, চিটচিটে খাবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এটিকে কামুকভাবে গ্রাস করে, এমন ভারী এবং অপ্রয়োজনীয় খাবার দিয়ে নিজের পেটের বোঝা চাপানোর পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা না করে। ফলস্বরূপ একজনের বমি এবং আলগা গতি শুরু হয়। ক্ষণিকের স্বাদ এবং আনন্দের জন্য, একজনের অত্যধিকতা একজনকে এমন অপমান, কষ্ট এবং লজ্জার মধ্যে ফেলে দেয়। এমনকি এত ভারী খাবারের পরে মলমূত্রও অসুস্থ এবং বিরক্তিকর। সুতরাং দেখা গেছে যে, দুনিয়ায় যে ব্যক্তি যত বেশি কামনা ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, আখেরাতে সে তত বেশি অধঃপতিত হয়। নিঃশ্বাসের শেষ মুহূর্তে মানুষ যত বেশি অর্থ, সোনা, রূপা, বাগান, চাকর ও দাসীদের নিজের বাড়িতে পরিমাপ করবে, ততই তাদের থেকে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা আরও তীব্র হবে। বরং একজন গরিব মানুষের কোনো আফসোস থাকবে না। এই ধরনের যন্ত্রণা কেবল একজনের ইতিমধ্যে অবনতিশীল অবস্থাকে আরও বাড়িয়ে তোলে যা "*অধ্বব*" বা [ঐশ্বরিক] তার মন্দ কাজের প্রতিশোধে পরিণত হয়।
6. জীবনের আরেকটি অসাধারণ বিষয় হল এই যে এই জগতের বিষয়গুলি তাদের সম্পর্কে একটি আসন্ন বিষয় রয়েছে। এগুলি সাধারণ কাজের মতো দেখায়, রুটিন এবং কঠিন নয়। অন্যান্য সমস্ত ধারণা এবং বিবেচনা থেকে অজ্ঞ হয়ে মানুষ তাদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়ে যায়। কেউ বুঝতে পারে না যে চাকার ভিতরে চাকা রয়েছে এবং এর মধ্যে চাকা রয়েছে। একটি জিনিস অন্যটির দিকে নিয়ে যায়, যার ফলে একজনের জীবন নষ্ট হয়। ঈসা (ঈসা বা ঈসা ক্রিস) বলেছেন যে, এই জগতের সাধক সেই মানুষের মতো, যার ঠোঁট সমুদ্রের তীরে সংযুক্ত থাকে, অধীর আগ্রহে সমুদ্রের তৃষ্ণা নিবারণ করতে মগ্ন থাকে। তার তৃষ্ণা বাড়তে থাকে বলে মনে হয়। তিনি যত বেশি পান করেন, তত বেশি তিনি তা করতে চান। শেষ পর্যন্ত, তিনি এই অকেজো সাধনায় মারা যান, তৃষ্ণার্ত এবং অতৃপ্ত থাকেন। এটাই হচ্ছে কামনার অভিশাপ (দুনিয়া ও তার সম্পদের জন্য)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একজন ব্যক্তির সম্পর্কে বলেছেন, 'পানিতে ডুবে ভিজে না যাওয়া সম্ভব নয়। এই ধরণের ব্যক্তি, যার এই জগতের জন্য এত স্পষ্ট উন্মাদনা রয়েছে, অবশ্যই এটি দ্বারা কলঙ্কিত হবে।
7. এই জগতের সপ্তম দৃষ্টান্তটি এমন একজন অতিথির মতো, যিনি খুব ধনী একজন অতিথির কাছে যান এবং অভ্যর্থনার [চমৎকার] মানের কারণে প্রচুর সংখ্যায় একজনের অতিথিদের সাথে বিলাসবহুল আচরণ করার অভ্যাস রয়েছে। একটি তাদের সুস্বাদু নকশা এবং সাজসজ্জার সোনা এবং রূপার থালায় বিলাসবহুল খাবার পরিবেশন করে আবলুস এবং রুপোর চুলায় আগুনের আগুনের আবলুস পরিবেশে। একজন বুদ্ধিমান অতিথি যিনি নিজের প্রকৃতি বুঝতে পারেন, কৃতজ্ঞতার সাথে এটি গ্রহণ করেন, এতে নিজের সামান্য সুগন্ধি যোগ করেন এবং তাদের পারস্পরিক সন্তুষ্টির জন্য হোস্টের কাছ থেকে

বিদায় নেন। অন্যদিকে, একজন লোভী অতিথি একজনের আতিথেয়তার পরে তার যোগ্য হোস্টের মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করার চেষ্টা করে এবং এই প্রক্রিয়ায় হোস্টের চাকরদের দ্বারা ধরা পড়ে এবং অপমানিত হয়। মানুষের কামনা এবং তার অধঃপতিত আকাঙ্ক্ষাগুলি অশ্লীল। এই দুনিয়ার যাত্রায়, নিজের অর্জিত সম্পত্তি তার নিজের জিনিস যা নিজের জিনিস হিসাবে নিজের সাথে বহন করতে পারে। এই গেস্ট হাউসে (বা আধুনিক সময়ে হোটেল), কেউ কেবল বৈধ এবং সত্য থেকে উপকৃত হতে পারে। লোভ একজনের কোনও উপকার করবে না।

৪. বিশ্বের পরবর্তী উদাহরণ, অর্থাৎ এর আকর্ষক প্রকৃতির এমন উদাহরণ যে মানুষ এর মধ্যে হারিয়ে যায় [মুগ্ধতার অবস্থায়]। এতটাই যে আখেরাতকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি জাহাজে একদল লোক। তারা তাদের পথে একটি দ্বীপে পৌঁছে যায় যেখানে তারা কিছুক্ষণের জন্য কিছুক্ষণের জন্য বাইরে বেরিয়ে আসে স্বল্প অবকাশ, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি এবং স্নান করার জন্য। ক্যাপ্টেন ঘোষণা করেন যে জাহাজটি শীঘ্রই চলে যেতে হবে, তাই তাদের দ্রুত তাদের সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করা উচিত এবং দ্রুত জাহাজটি পুনরায় যাত্রা করা উচিত। তাদের মধ্যে বুদ্ধিমানরা দ্রুত এটি করে, অন্যদিকে অলসদের অন্য দলটি এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, দৃষ্টির বাইরে চলে যায়, অযথা দ্বীপটি ভ্রমণ করে, জায়গাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, এর উদ্ভিদ এবং প্রাণী এবং রঙিন সামুদ্রিক শাঁস উপভোগ করে। যখন তারা ফিরে আসে, তারা দেখতে পায় যে জাহাজের আরামদায়ক জায়গাগুলি সমস্ত নেওয়া হয়েছে। অতএব, তাদের অন্ধকার এবং অন্ধকার কোণে বসতে হয়। তাদের পরে আসা লোকদের পরবর্তী দলটি তাদের সাথে এই শঙ্খগুলির একটি ভারী বোঝা নিয়ে আসে। তাদের অনুরূপ অপচয় ভ্রমণের কারণে তারা তাদের পূর্বসূরিদের চেয়ে খারাপ জায়গা পায়। তারা এতটাই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে যে তারা জাহাজে বসার জায়গা খুঁজে পায় না। এ ছাড়া গলায় বাঁধা এই সুন্দর শাঁসের বোঝা বহন করতে হয় তাদের। দু'দিন পর এসব শেল নোংরা হয়ে দুর্গন্ধ শুরু করে। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হলো, জায়গার অভাবে তারা এই বোঝা দূর করতে পারছে না। তাদের লজ্জা ও অনুতাপও সমানভাবে ভারী। অলসদের শেষ দলটি দ্বীপটি অন্বেষণে এতটাই মগ্ন হয়ে পড়ে যে তাদের অস্থিরতার মধ্যে, তারা দ্রুত সমাবেশের জন্য ক্যাপ্টেনের আহ্বানে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়, তাদের জাহাজটি মিস করে এবং প্রান্তরে মারা যায়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, তাদের প্রথম দলটি মুমিনদের অনুরূপ এবং তাদের মধ্যে শেষের দলটি কাফেরদের মতো, যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কিয়ামতের দিন ভুলে গেছে।

استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة

"তারা পরকালের চেয়ে দুনিয়ার ভালবাসাকে প্রাধান্য দিয়েছে।

মধ্যস্থতাকারী দুটি গ্রুপ হ'ল পাপী যারা তাদের উত্তম বিচার এবং নির্ধারিত আচরণের বিরুদ্ধে ভুল করেছে। তারা দুনিয়া ও আখেরাতে কষ্ট ভোগ করছে। তারা তাদের অপকর্মের জন্য ঐশ্বরিক শাস্তি ভোগ করে।

সাবধান থাকুন যে এটি বিশ্বের নিন্দা নয়। সর্বোপরি, পৃথিবী ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই এটি উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না। দুনিয়ার সব কিছুই মন্দ নয়। উদাহরণস্বরূপ, "ইলম" বা জ্ঞান নিজেই এবং "*আমল*" (নির্ধারিত আচরণ অনুসারে কর্ম সম্পাদন) তাদের নিজস্ব অধিকারে দুটি তাৎপর্যপূর্ণ গুণ। এতটাই যে, তারা দু'জনেই আপাতদৃষ্টিতে দুনিয়ায় আছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরকালে মানুষের সাথে যাবেন। উদাহরণস্বরূপ, "*মারিফা*" বা ঈশ্বরের জ্ঞান এবং তার প্রাপ্তি মানুষের অস্তিত্বের চূড়ান্ত পরিণতি। '*আমল*' বা কারও কর্ম ও সৎকর্মের নিজস্ব ইতিবাচক স্থায়ী প্রভাব রয়েছে, অর্থাৎ আত্মার পবিত্রতা ও ধার্মিকতা যা মন্দ পরিত্যাগ এবং ঈশ্বরের নিবেদিত উপাসনার দ্বারা আত্মার পুষ্টি থেকে আসে। আল্লাহর চিরস্থায়ী স্মরণ মানুষের জন্য চিরস্থায়ী সওয়াব।

وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ

"আর স্থায়ী সৎকর্ম তোমার পালনকর্তার কাছে সওয়াবের চেয়ে উত্তম। (কুরআন, অধ্যায় 18, আয়াত 46)

'যিকির' অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণের *সুস্বাদুতা, আনন্দ* চমৎকার। আমরা তাঁর উপাসনা করি এবং দুনিয়ায় তার জাদু উপভোগ করি কিন্তু বাস্তবে এটি এর সাথে সম্পর্কিত নয়। এটা আখেরাতের নেয়ামত। এই দুনিয়ার একটি আনন্দও রয়েছে যা মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর ভালোবাসা ও উপাসনার আনন্দ চিরকাল বেঁচে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الدنيا ملعونة وملعون مافيها الاذكر الله وما والاه

"পৃথিবী এবং জাগতিক সম্পদ ঘৃণ্য। কিন্তু যেগুলো মানুষকে ঈশ্বরকে স্মরণ করতে সাহায্য ও সাহায্য করে, সেগুলো ধন্য।

বিশ্ব এবং এর অনেক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এই গ্রন্থটি বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট। এর পরিণতি এবং অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়গুলি, ইনশায়, যথাসময়ে আলোচনা করা হবে।

পরকালের কথা জানা

আল-গাজ্জালী তাঁর বই "কিমিয়া-ই-সাদাত" বা "অনন্ত সুখ এবং অন্তহীন সাফল্যের জন্য আলকেমি বা রূপান্তরকারী এজেন্ট অফ চেঞ্জের আলকেমি (বা রূপান্তরকারী *এজেন্ট) এর চমৎকার ব্যাখ্যা অব্যাহত রেখেছেন,* অনন্ত সুখের এই আলকেমির (বা রূপান্তরকারী এজেন্ট) চারটি শিরোনাম (বা প্রয়োজনীয়তা) এর শেষটি ব্যাখ্যা করে যা "পরকালের বাস্তবতা জানা"। চিরন্তন আনন্দের রূপান্তরকারী এজেন্টের চতুর্থ প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে - "পরকালের বাস্তবতা জানার জন্য", তিনি লিখেছেন [5]:

প্রিয় প্রিয়তমা! মনে রাখবেন যে, মৃত্যুর বাস্তবতা না জানলে পরকালের অর্থ বুঝতে পারবে না। পরিবর্তে, মৃত্যুর বাস্তবতা জীবনের উপর সরাসরি উল্লেখ এবং প্রভাব ফেলে। জীবনের সত্যতা আত্মার তাৎপর্য বোঝার চেষ্টার মধ্যে নিহিত রয়েছে ("রুহ") যা অন্য কথায়, আত্মার জ্ঞানের সমতুল্য ("নাফস")। সমস্ত উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যের জন্য, আত্মা এবং আত্মা সমার্থক। আমরা এতক্ষণে এই উপসংহারে পৌঁছেছি যে, মানুষকে তার সম্পূর্ণ অবকাঠামো এবং আত্মা ("রুহ") সহ একটি শারীরিক কাঠামোর আকারে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটি পুনরাবৃত্তি করা উচিত যে আত্মা হ'ল আরোহী এবং দেহ হ'ল সেই পর্বত যা এটি চড়ে।

আত্মা জান্নাতে বা জাহান্নামে থাকবে তার রূপ অনুযায়ী, মূল্য অনুযায়ী, দেহ নির্বিশেষে। হয় এটি পবিত্র বা নিন্দা করা হবে। দেহ ছাড়া মানুষের ওপর ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা হৃদয়ের অমূল্য সম্পদকে "আত্মার জান্নাত" বলা হয়। আল্লাহর বরকতময় আত্মা দ্বারা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে পরকালে সুন্দর প্রাসাদ, বাগান এবং অন্যান্য অসংখ্য আনন্দ দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে (যা কুরআন ও নবুর শিক্ষা অনুসারে কোন চোখ কখনও দেখেনি, এবং হৃদয় কখনও কল্পনা করেনি)। এর বিপরীতে, দেহ ছাড়া নিজের কুকর্মের কারণে যন্ত্রণা এবং যন্ত্রণায় জর্জরিত আত্মাকে "আত্মার অগ্নি" বলা হয়। তার আবাসস্থল জাহান্নাম। কাঁটাযুক্ত বেড়া ও বিচ্ছু কারো সঙ্গী হবে। এই গ্রন্থের সঙ্গী খণ্ডে [আমার বই নাম] "*ইহইয়া আল-উলুম আদ-দীন*" বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" এ এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত সরবরাহ করা হয়েছে। আমরা এখানে যে মৃত্যুকে স্পর্শ করেছি সে সম্পর্কে খুব বেশি লোক জানেন না; মানুষ মৃত্যুর বিষয়ের চেয়ে স্বর্গ ও নরকের উপর বেশি বসবাস করতে পছন্দ করে। "*হাদীস কুদসী*" (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রীতিনীতি) যেখানে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে প্রেরণ করেছিলেন) এ ইরশাদ হয়েছে:

اعدت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت

ولا شكر على قلب بشر

"আমার ধার্মিক বান্দাদের জন্য আমি এমন আনন্দ প্রস্তুত করিয়াছি, যাহা কোন চক্ষুতে দেখা যায় নাই, কানে শোনা নাই, আর কোন মানুষের অন্তরে ঘটেনি।

উপরন্তু, মানুষের হৃদয়ে একটি জানালা রয়েছে যা স্বর্গীয় (বা আধ্যাত্মিক) রাজ্যের দিকে উন্মুক্ত যার মাধ্যমে এটি অদৃশ্য ("গাইব") এর রহস্য দেখে। এটি তাদের শ্রবণ দ্বারা জানতে পারে না, তবে এটি প্রকৃতপক্ষে তাদের দেখে এবং পরকালে বরকতের অবস্থা বা আখেরাতে নিন্দা করার অবস্থা দেখে। এটি স্পষ্টভাবে বোঝায়, একজন চিকিত্সকের মতো সুস্থ বা অসুস্থ হওয়ার দুটি অবস্থার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য। অসুস্থতার ক্ষেত্রে যথাযথ ঔষধ গ্রহণ এবং ডাক্তার কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিরোধগুলি অনুসরণ করা, তিনি নিষিদ্ধ করেছেন এমন জিনিসগুলি থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এটি সম্পূর্ণরূপে সচেতন হয়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় দেহের বরকত ("*সাদাহ বদানিয়া*")। বিপরীতভাবে, অতিরিক্ত খাওয়া এবং তার ডাক্তারের প্রতি মনোযোগ না দেওয়ার মতো অত্যধিক ভোগ খারাপ এবং একে শরীরের অসুস্থতা বলা হয় ("*শাকাওয়াতু বাদানিয়া*")। ব্যবহারিক পর্যবেক্ষণ স্পষ্টভাবে দেখতে পায় যে, আদমের বংশধরদের হৃদয়, অর্থাৎ মানুষের আত্মার মধ্যে পুণ্য এবং নিকৃষ্টতা উভয়ই রয়েছে। পুণ্যের পুরষ্কার পাওয়ার 'নিরাময়' ঈশ্বরের উপাসনা এবং জ্ঞানের ("মা'*রিফা*") মধ্যে নিহিত রয়েছে, অন্যদিকে অভিশাপ, নিকৃষ্টতার বিষ অজ্ঞতার মূর্খতা এবং অসম্মানজনক আচরণের মধ্যে নিহিত রয়েছে [কারণ মহৎ উদ্দেশ্যগুলি কেবল মহৎ উপায়ে অর্জন করা যায় এবং অসম্মানজনক উপায়ের একমাত্র ফলাফল]। এই জ্ঞান অর্জন করা মানে মহান জ্ঞান অর্জন করা। যারা নিজেদেরকে '*উলামা*' বা আলেম বলে অভিহিত করেছেন, তাদের অনেকেই শুধু এই জ্ঞানেই শিক্ষিত নন, তারা এর বিরোধী ও অস্বীকারকারীও। নিশ্চয়ই কোন বিষয় জানার ফলে একজন ব্যক্তি ঝুঁকে পড়ে ('*আলিম*') এবং তা না জানার জন্য একজন অজ্ঞ হয়ে পড়ে। তবুও, তারা সেখানে রয়েছে। তারা জান্নাত বা জাহান্নামের কথা জানে। তাদের কাছে আখেরাত শুধু শ্রবণযোগ্য বা অন্ধভাবে 'প্রায়শই অনুসরণকারী' অনুসরণ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এটি উল্লেখ করা বাহুল্য যে আমরা সঠিক যুক্তির উপর ভিত্তি করে বিষয়টির অধ্যয়ন ও গবেষণার তথ্যগুলি আরবি ভাষায় লিখেছি।

এই পরিস্থিতিতে আমরা কেবল এটুকুই বলতে পারি যে, একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি যার অন্তর ("*বাতিন*") বা আত্মা বিশুদ্ধ ও পক্ষপাতহীন, সে পরকালের বিচারের পথ খুঁজে পাবে, যা পরকালের বিচারের দিকে পরিচালিত করবে, খুব কম লোকের বিপরীতে, যারা এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রয়েছে।

মৃত্যু সম্পর্কে সত্যটি বুঝতে হলে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যে মানুষের দুই ধরণের আত্মা রয়েছে। "রুহ *হাইওয়ানি"* অর্থ শারীরিক, পশু আত্মা। অন্যটিকে বলা হয় "রুহ *ইনসানী"* যা মানুষের মধ্যে ফেরেশতাদের আত্মার উৎপত্তি থেকে উদ্ভূত আত্মা। প্রাণীর আত্মার উৎস, ব-দ্বীপ, ঝর্ণা হ'ল মাংসের পিণ্ড যাকে [শারীরিক] 'হৃদয়' বলা হয় যা মানুষের উপরের বাম দিকে স্থাপন করা হয়। এর নিম্নলিখিত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে:

1. এটি মধ্যপন্থী প্রকৃতির শারীরিক সংমিশ্রণের সূক্ষ্মভাবে নিষ্পাপ জ্বর নিয়ে গঠিত।
2. জ্বর বা হালকা জ্বর যা তার নিজস্ব উৎপত্তিতে বরং মাঝারি, [শারীরিক] হৃদয়ের শিরা থেকে নির্গত হয়, মস্তিষ্ক এবং শরীরের অন্যান্য অংশে পৌঁছায়।
3. এটি স্পন্দনশীল।

সংক্ষেপে, এটি হ'ল প্রাণী আত্মা যা মাধ্যম এবং আন্দোলনের দায়িত্ব বহন করে এবং পরিচালনা করে। যখন এটি মস্তিষ্কে পৌঁছায়, তখন এর উষ্ণতা হ্রাস পায় এবং ক্লেমেন্ট হয়ে যায়। এর মধ্য দিয়ে চোখ দেখতে পায় এবং কান শুনতে পায়। এটি ধীরে ধীরে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রসারিত হয়। আত্মাকে প্রদীপের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। বাড়িতে পৌঁছলেই যেখানে এটি রাখা হয়েছে তার চারপাশের দেয়ালগুলি আলোকিত হয়। একইভাবে, এই প্রদীপ একটি ঘরের চারপাশের অংশকে আলোকিত করে, ঈশ্বর তাঁর পরম করুণায় আলো, চোখে দেখার ক্ষমতা এবং এই আত্মার দ্বারা কানে শ্রবণ ক্ষমতা প্রদান করেন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় অঙ্গগুলি সক্ষম (সক্ষম)।

অন্যদিকে, যদি কোনও শিরা প্রভাবিত হয় এবং মোচড়ানো বা গিঁট হয়ে যায়, তবে এটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত, নির্লিপ্ত এবং সুপ্ত হয়ে পড়া উপযুক্ত এবং চিকিত্সক যথাসাধ্য চেষ্টা করেন যে এই গিঁটটি খুলে যায় এবং কোনওভাবে সরানো হয়। অর্থাৎ আত্মা প্রদীপের শিখার মতো, হৃদয় হল বাতির মতো, খাদ্যই তেলের মতো। তেল না থাকলে প্রদীপ নিভে যায়। খাদ্য ছাড়া, অর্থাৎ তেল, আত্মার মধ্যপন্থী মেজাজ স্থবির হয়ে যায় যার ফলে মৃত্যু হয়। যদি তেল থাকে তবে বাতিটি প্রচুর তেল ব্যবহার করে, এর অর্থ হ'ল এটি ত্রুটিযুক্ত হয়ে গেছে এবং এমন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে যখন এটি মোটেও কাজ করতে পারে না। অবশেষে হৃৎপিণ্ডের ক্ষেত্রেও এটিই ঘটে - এটি তার খাদ্য গ্রহণ এবং আত্মস্থ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। একইভাবে প্রদীপ ঢেকে রাখলে বাতি ও তেলের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও তা নিভে যাবে। একইভাবে, একটি প্রাণী গুরুতর আহত হলে মারা যায়।

আসুন আমরা পালিশ করা আয়নার উদাহরণটি দেখি। যতক্ষণ না এটি পরিষ্কার এবং পরিষ্কার থাকে, এটি যা কিছু প্রক্ষেপিত হয় তা গ্রহণ করে এবং এটি খুব সন্তোষজনকভাবে প্রতিফলিত করে। যাইহোক, যখন এটি নোংরা, কলঙ্কিত বা ধুলোয় আচ্ছাদিত হয়ে যায় তখন এটি করতে পারে না। বস্তুর ছবি এবং চেহারা এতে দৃশ্যমান হয় না, কারণ তারা সেখানে নেই, বরং আয়নাটি খুব নোংরা হয়ে গেছে এবং তাই চিত্রগুলি প্রতিফলিত করতে অক্ষম।

অনুরূপভাবে, মাধ্যমকে আলোড়িত করতে সক্ষম করার ক্ষমতা এবং পশু আত্মার অঙ্গগুলির সংবেদনশীলতার কারণে, তার সহজাত সংযমের সহজাত স্বাভাবিক স্বভাব এবং এর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সরল জ্বরতার কারণেও। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি ক্লিমেন্ট প্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্য, তার সংযম হারিয়ে যায়, তার শক্তিগুলি যা প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করে, কাজ করা বন্ধ করে দেয়। সুতরাং, ঈশ্বরের এই অনন্য আশীর্বাদ হারিয়ে যায়। শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করা বন্ধ করে দেয় এবং মানুষকে মৃত ঘোষণা করা হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত ফেরেশতার কাজ, যাকে আমরা "মালিক *উল-মৌত*" বা "মৃত্যুর ফেরেশতা" নামে পরিচিত, শুরু হয়। এই জাতীয় বিষয়গুলির জ্ঞান তার কাছে সবচেয়ে ভালভাবে জানে। আমরা তাকে 'মালিক *উল-মওত* বা 'মৃত্যুর ফেরেশতা' নামে চিনি, কিন্তু তার আসল সততা অল্প কয়েকজনের জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে।

তবে মানুষের মৃত্যুর প্রশ্নটি ভিন্ন। উপরে বর্ণিত পশু আত্মা ছাড়াও, মানুষের আরেকটি আত্মা ("রুহ") রয়েছে যা "রুহ *ইনসানি*" বা "মানব আত্মা" বা "হৃদয়" নামে পরিচিত। এই আত্মা, পূর্বোক্ত শারীরিক বা জৈব আত্মার বিপরীতে, অনেক উচ্চতর স্তরে রয়েছে। মানব আত্মা বিভাজন মেনে নেয় না। এর গুরুত্ব এবং তাৎপর্য এই সত্য দ্বারা কল্পনা করা যেতে পারে যে এতে ঈশ্বরের "*মারিফা*" বা জ্ঞান থাকতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহও একক। তাঁর "*মারিফা*" বা জ্ঞানের বিভাজনও গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং তাঁর "মা'*রিফা*" বা জ্ঞানের ধারণাটি যে কোনও শারীরিক রূপে সীমাবদ্ধ করা অবমাননার সমতুল্য।

প্রিয় প্রিয়তমা! যদি তর্কের খাতিরে আমরা মানুষের মধ্যে বাতি, তার শিখা এবং আলোর উপস্থিতি পূর্ব-অনুমান করি, তবে আমরা কেবল প্রদীপের ভৌত উপাদানগুলি, অর্থাৎ এর গঠন এবং বাতিকে প্রাণীর রূপের সাথে আরোপ করতে সক্ষম হব, তবে আমরা তার আলোকে সেভাবে বোঝাতে সক্ষম হব না। মানুষের 'মানব আত্মা'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি স্পষ্ট, কারণ এর পূর্ববর্তীটি ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু পরেরটি নয়, অর্থাত্ শারীরিক প্রদীপের আলো প্রদীপের অধীন। প্রদীপ ভেঙে গেলে তার আলো নিভে যাবে। কিন্তু মানুষের আসল আত্মা (অর্থাৎ 'মানব আত্মা') কখনো নিভে যায় না বা বিলুপ্ত হয় না, যদিও কারো 'পশু আত্মা' ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এক

অর্থে, মানুষের মধ্যে পশু আত্মা হ'ল একজনের আসল আত্মার পর্বত, যার উপর সে জিন এবং দৌড়ে যায়। এটি একজনের উপকারের জন্য, একজনের উপকারের জন্য, এটি করার উপায়, যন্ত্রপাতিও। অতএব, যখন এই পর্বত (অর্থাৎ, পশু আত্মা) ধ্বংস হয়, তখন মানুষ তার ব্যবহার হারিয়ে ফেলে। ঠিক তেমনি, এর অনুপস্থিতিতে, একজন আরও আত্মবিশ্বাস অর্জন করে এবং আরও স্বাধীন এবং স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। এটি একজনের কাছে সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত এই সময়কালে, কারণ মানুষ এত কঠোর পরিশ্রম করেছে যে একজন ইতিমধ্যে হিসাব এবং উল্লেখযোগ্য অবস্থানের কিছু যোগ্যতা অর্জন করেছে। এই মহিমায় কর্তৃত্বের ছাপ ফেলতে রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) এও বলেছেন, 'মৃত্যু একজন মুমিনের জন্য উপহার।

পরিস্থিতি একজন শিকারীর মতোই, যিনি নিজের শিকারের সরঞ্জাম এবং সরঞ্জাম নিয়ে মাঠে রয়েছেন। তর্কের খাতিরে, যদি কেউ সেই শিকারকে পেতে সফল হয় যার জন্য সে বিশেষভাবে এসেছে কিন্তু [সেই প্রক্রিয়ায়] তার গিয়ার হারিয়ে ফেলে, তবে সে আরও ভাল। বিকল্পভাবে, যদি কেউ শিকার পাওয়ার আগে তার শিকারের গিয়ার হারিয়ে ফেলে, তবে তার অবস্থা তার হতাশার জন্য আরও খারাপ হয়ে যায় [কারও উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থতার কারণে]। এর মধ্যে একটি গভীর শিক্ষা রয়েছে। এই ধরনের ব্যক্তি নিজের হাতে নিজের ব্যর্থতার মুখোমুখি হন। আখেরাতের প্রতিশোধ একজনকে ছাড়িয়ে যায়, যার ফলে অসংখ্য যন্ত্রণা ভোগ করা হয়।

কেউ কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হতে পারে। কারও হাত-পা কাজ করা বন্ধ করে দিতে পারে। মনে রাখা উচিত যে কেউ কেবল এই যন্ত্রগুলির ব্যবহার হারিয়ে ফেলেছে। যা নিরাময় করা যায় না তা সহ্য করতে হবে। অতএব, যতক্ষণ মানুষ, মাস্টার এজেন্ট, বেঁচে আছে, ততক্ষণ এই অঙ্গগুলির গুরুত্ব গৌণ। একজনের সত্য, বাস্তবতা তাই তাদের মধ্যে নেই, পিঠে, পেটে বা মাথায় নয়। সেই বিষয়ে, এমনকি যদি কারও দেহের সমস্ত অঙ্গ, কারও দেহ কাজ করা বন্ধ করে দেয়, নিজের দাস হওয়া থেকে বিরত থাকে এবং কারও নিয়ন্ত্রণে না থাকে, তবুও একজনের অন্তর্নিহিততা সম্ভব, কারণ পশু আত্মা মানব আত্মার সাথে এক নয়। তবে এর দুটি দিক পুনর্বিবেচনা করা দরকার :

1. এক ধরণের অস্তিত্বে [জীবন নামে পরিচিত], দেহের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘুম ইত্যাদি এমন ঘটনা যা শারীরিক রূপ ছাড়া ঘটে না বা কাজ করে না তবে মানুষ মারা গেলে মারা যায়।
2. অন্য অস্তিত্বে (কেবল 'মানব আত্মা' বা 'রুহ *ইনসানী*' সহ) দেহের কোন অস্তিত্ব নেই। এই অস্তিত্ব ঈশ্বরের জ্ঞানের ("*মারিফা*") ঐশ্বরিক সৌন্দর্য ("জামাল *ইলাহি*") এর সাধনার গ্র্যান্ড প্রিক্স, তাঁর চমৎকার মহিমা এবং মহিমা সমান শ্রেষ্ঠত্ব; সুন্দর, বিস্ময়কর এবং এত আনন্দদায়ক, যে আনন্দ তার সর্বোচ্চ পরমানন্দে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এগুলো

হচ্ছে চিরস্থায়ী নেয়ামত *(বাকিয়াত উস সালিহাত)* যার উল্লেখ আল্লাহ পবিত্র কিতাবে (কুরআন) উল্লেখ করেছেন। এই 'ধন্য, অনুমোদিত মঙ্গলের চিরন্তন আশীর্বাদ' ঈশ্বরের অতুলনীয় পুরষ্কার, যার জন্য মানব আত্মা চিরকাল সন্তুষ্ট থাকুক। ঈশ্বরের অভিজাত, নির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্যে এই গুণটি সর্বাগ্রে রয়েছে ("*নাফস*") যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের একটি চির-আরোহী উচ্চ আসনে উন্নীত করে। বিপরীতভাবে, অবহেলা, অজ্ঞতা এবং মূর্খতা এর অন্য দিক যা কলঙ্কিত হওয়া এবং আত্মার অন্ধত্বের সমতুল্য:

وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِۦٓ أَعۡمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ أَعۡمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلٗا ٧٢

"আর যে ব্যক্তি এই দুনিয়াতে অন্ধ হয়, সে পরকালে অন্ধ এবং পথ থেকে আরও বিচ্যুত। (কুরআন, 17 অধ্যায়, আয়াত 72)

যদি না আপনি মানুষের মধ্যে এই দুই ধরনের আত্মার মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বের করতে না পারেন, তাহলে আপনি মৃত্যুকে বুঝতে পারবেন না।

প্রাণী আত্মা শারীরিক গতিপথের ক্রমে রয়েছে, অপরিশোধিত প্রাথমিকভাবে বাষ্পীভূত জেনেটিক্সের সাথে সম্পর্কিত, যেমনটি আগে বর্ণিত হয়েছে। পিত্ত, ফাইব্রোসিস এবং অন্যান্য মলমূত্র একত্রিত হয়ে এর যৌগ গঠন করে। তাদের বেস উপাদানগুলি হ'ল জল, আগুন, ধুলো এবং বাতাস। সুতরাং তাদের মিথস্ক্রিয়া দ্বারা চিহ্নিত ফলস্বরূপ অভিন্নতা বা বৈচিত্রটি প্রাসঙ্গিক তাপ, ঠান্ডা, আর্দ্রতা এবং শুষ্কতার জন্য দায়ী। চিকিত্সা জ্ঞান বা তার অনুশীলনকারী - ডাক্তার - ফলস্বরূপ তাদের তাৎপর্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন থাকে।

তবে তারা জানে না যে, তাদের রোগীর শরীরের চিকিৎসায় তারা অনিচ্ছাকৃতভাবে দেহের শারীরিক কাঠামোকে মানুষের প্রকৃত আত্মা 'মানব আত্মা' দ্বারা চালিত করার জন্য উপযুক্ত করার চেষ্টা করছে। ফেরেশতা প্রকৃতির, "*নাফস আল-মুতমাইনা*" বা মানুষের পরিমার্জিত আত্মা যা অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং পরিপূর্ণ তৃপ্তির স্তরে পৌঁছেছে, তার চমৎকার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মানুষের জীবনযাত্রা নিজের ইচ্ছায় নয়। একজনকে এটি করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে, এই বিপদের পথে নিজের প্রকৃত মূল্য দেখাতে এবং গোল পোস্টে উড়ন্ত রঙের সাথে এটি তৈরি করতে এবং [পার্থিব জীবনের] এই কঠিন উত্তরণে সাহসিকতার সাথে মুখোমুখি হওয়া কঠোর পরিশ্রম এবং ক্লেশের পুরষ্কার পেতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلۡنَا ٱهۡبِطُواْ مِنۡهَا جَمِيعٗاۖ فَإِمَّا يَأۡتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدٗى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٣٨

আমরা বললাম, তোমরা সবাইকে এখান থেকে নেমে যাও। এটি আদম এবং ইভকে একসাথে সম্বোধন করা হয়েছিল; আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়েত আসবে, অতঃপর যে কেউ আমার পথ অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা নিজেরা অনুতাপও করবে না। (কুরআন, অধ্যায় 2, আয়াত 28)

পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন:

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾

فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ﴿٧٢﴾

"আল্লাহ ফেরেশতাগণকে বললেন, 'আমি মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করব, অতঃপর যখন আমি মানুষকে গঠন করব এবং এক ব্যক্তিতে নিঃশ্বাস নিব, তখন আমার সৃষ্ট আত্মা। (কুরআন, অধ্যায় 38, আয়াত 71-72)

এই আয়াতে এই দুই আত্মার মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে একটি সূক্ষ্ম উল্লেখ রয়েছে ("রুহ")। একজনকে ধূলিকণার জন্য দায়ী করা হয়েছে এবং প্রকৃতিতে তার সংযমের অর্থ দেওয়ার জন্য সেখানে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, অন্যদিকে "*নাফাখতু ফেহে মিন রুহি*" বা "আমি আমার আত্মার মধ্যে শ্বাস নিয়েছিলাম" 'তাঁর নিজের আত্মা'র একটি সূক্ষ্ম নির্দেশক। এটি রোগের জীবাণু নির্মূল করার জন্য তুলোর পশমের মশাল তৈরি করার মতো।

এটি স্মরণ করা যেতে পারে, প্রধান কারণটি হ'ল "মানুষের জন্য ঐশ্বরিক আইন এবং আচরণবিধি" যা একজনের গাইড, মডারেটর এবং মনিটর হিসাবে কাজ করে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, আমরা আবার একই জিনিসে আসি, যথা, মানুষের অস্তিত্বের সারমর্ম, ঈশ্বরের "মারিফা" বা জ্ঞান অর্জনের জন্য নিজের আত্মার উপলব্ধিতে থাকা। কীভাবে নিজেকে বুঝতে এবং স্বীকৃতি দেওয়া যায় তা কীভাবে চেষ্টা করা যায় এবং ঈশ্বরের "মা'রিফা" বা জ্ঞান অর্জন করা যায় তার মূল চাবিকাঠি। তেমনি এসব আত্মার সত্য উপলব্ধি করা মানে আখেরাতের জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা।

বিশ্বাসের মূল ভিত্তি ("*দ্বীন*" বা ঈশ্বরের পথ), অন্যান্য পূর্বশর্তগুলির মধ্যে, ঈশ্বর এবং তাঁর নির্ধারিত 'বিচারের দিন' এর প্রতি সুস্পষ্ট বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে। এর মধ্যে তার নির্জনতায় একটি গোপন পুনর্মিলন রয়েছে যেখানে আমাদের স্পর্শ করার অনুমতি দেওয়া হয় না। এটাকে সহজেই বোঝা যায় না, কারণ এর গভীরে 'মা'*রিফাতুল হক*' ও '*আখিরাহ*' অর্থাৎ পরম মহান

আল্লাহ তায়ালার সত্যতা ও তাঁর প্রতিশ্রুত আখেরাতের সত্যতা লুকিয়ে আছে। তাই, আপনি সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করতে পারেন এবং এর জ্ঞান ও বোধগম্যতা অর্জনের চেষ্টায় আপনার প্রজ্ঞা শেষ করতে পারেন। এর গবেষণা এতটাই ভয়ঙ্কর, এত অদ্ভুত, এত জটিল যে এটি অবোধ্যকে এতটাই ধারণ করে দেয় যে যারা এটি সম্পর্কে কম শুনেছেন তারা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন, হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন এবং এমনকি এর আলফা এবং ওমেগাসকেও গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং চিৎকার করেছিলেন যে এটি অসম্ভব, চিন্তার অধর্মের উপর ভিত্তি করে এবং নিরর্থকতার সম্পূর্ণ অযোগ্য অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে। নবুর রীতিনীতি বা পবিত্র কুরআন কোনওটিই এই বিষয়ে [সুস্পষ্টভাবে] সমর্থন করে না। তাহলে আপনি কীভাবে সাহস পাবেন? এ কারণেই মানুষ তা শুনতে পায় না। সুতরাং ভাববাদীরা বলেছেন:

كلموا الناس على قدر عقولهم

"জনগণের বুদ্ধিমত্তা এবং মানসিক ক্ষমতার স্তর অনুসারে কথা বলুন।

এ কারণেই ঈশ্বর কিছু নবীকে অবহিত করেছিলেন যে, তারা যেন সর্বশক্তিমান আল্লাহর সেই বৈশিষ্ট্যগুলি স্পর্শ না করে যা লোকেরা বুঝতে পারে না কারণ যখন তারা তাদের বুঝতে সক্ষম হবে না, তখন তারা তাদের বিশ্বাস করতে অস্বীকার করবে যা তাদের জন্য ক্ষতিকারক হবে।

মানুষের প্রকৃত আত্মা ('মানব আত্মা') সম্পর্কে সত্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিষ্ক্রিয় ও প্রাণহীন হয়ে গেলে 'পশু আত্মা' মারা যায়। 'মানব আত্মা' [জীবন বা মৃত্যু] নির্বিশেষে প্রকাশিত থাকে। অতএব, মানুষের পুনরুত্থান, কিয়ামতের দিন, পুনরুত্থান শব্দগুলির অর্থ এই নয় যে 'শূন্যতা'র পরে, মানুষকে আবার এভাবে অস্তিত্বে আনা হবে। বরং এর অর্থ এই যে, একজনকে রূপ দেওয়া হবে, একটি নতুন দেহ দেওয়া হবে, যেভাবে এটি পূর্বে করা হয়েছিল এবং তারপরে আবার প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী দিয়ে পুনর্নির্মাণ করা হবে। এটা খুব সহজ হবে [ঈশ্বরের জন্য প্রথম সৃষ্টির তুলনায় যেখানে দেহ ও আত্মা উভয়ই সৃষ্টি হয়েছিল]।

তাদের উপলব্ধি করা উচিত যে ভাল কাজের ফলে আত্মার পবিত্রতা এবং মহিমা আসে। কেন এই ধরনের অ-কনফর্মিস্টরা স্বীকার করতে ব্যর্থ হবে, তা কারও বোধগম্যতার বাইরে। অতএব, যুক্তিসঙ্গতভাবে শেখা উচিত যে সাধুরা (জ্ঞানবাদীরা), ঈশ্বরের অভিজাতরা নিজেদেরকে এই জগতের মধ্য দিয়ে যাত্রা করতে বিবেচনা করে। এ ধরনের ব্যক্তি এই পথে ভ্রমণ করে, নিজের মুনাফার জন্য পণ্য ও অলাভজনক উপাদান সংগ্রহ করে, প্রকৃতপক্ষে নিজের চূড়ান্ত গন্তব্য অর্থাৎ আখেরাতের পথে কারও দ্বারা করা ভাল দর কষাকষি বহন করে। একজন জানেন:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ

"আমরা আল্লাহরই এবং তাঁরই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন (প্রত্যাবর্তন ও প্রত্যাবর্তন)।
(কুরআন, দ্বিতীয় অধ্যায়, আয়াত 156)

অতএব, একজন সর্বদা ট্রানজিটে থাকার অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে জীবিত থাকে। কারো আসল দেশ এই পৃথিবী নয়। এইভাবে, একজন ব্যক্তি এই পথে অগ্রসর হয় বিভিন্ন স্টপিং পয়েন্ট (স্টপ) এবং মাইলফলকগুলিতে নিজের ভ্রমণের চূড়ান্ত পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে, পুরোপুরি সচেতন যে যখন কেউ তার লক্ষ্যে পৌঁছায়, তখন সে তার স্থায়ী বাসস্থানের দেশে, পরকালে পথে যা অর্জন করেছে তার ন্যায্য মূল্য পাবে।

আত্মার ভ্রমণে চারটি স্বতন্ত্র স্টেশন বা মাইলফলক রয়েছে। আত্মা মানুষের বাস্তবতা এবং দেহ নয়। আত্মার একটি বিশ্রামের জায়গাও রয়েছে - যে জায়গা থেকে এটি উদ্ভূত হয়েছে তা তার আসল বাড়ি বা দেশ এবং এটি তার ভ্রমণে এই পৃথিবীতে এসেছে এবং এটি তার উত্সে ফিরে আসার আগে এর অনেক মাইলফলক রয়েছে। আত্মার যাত্রার প্রতিটি মাইলফলককে যদি কোনও না কোনও দার্শনিক চিন্তাভাবনা থেকে দেখা যায়, তা নিজেই একটি জগৎ। সেগুলি নিম্নরূপ:

1. প্রথম মাইলফলক হল "আলম *মাহসুসাত*" বা "ইন্দ্রিয় এবং সংবেদনশীলতার রাজ্য"।

2. দ্বিতীয় মাইলফলকটি হ'ল "*আলম তাখায়ুলাত*" বা "ধারণার রাজ্য [চিন্তাভাবনা এবং ধারণার] রাজ্য"।

3. তৃতীয় মাইলফলকটি হল "আলম *মৌহুমাত*" বা "অবিবেচকের বিচক্ষণতার রাজ্য"।

4. চতুর্থ মাইলফলকটি হল "আলম *মা'কুলাত*" বা "ভাল শৃঙ্খলা, অর্জন এবং আত্ম-সচেতনতার রাজ্য"। এই মাইলফলকেই একজন নিজের বা নিজের বাস্তবতা এবং সত্য সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করে।

আসুন নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা তাদের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করি:

1. যতক্ষণ কেউ 'আলম মাহসুসাত' *বা 'ইন্দ্রিয় ও সংবেদনশীলতার রাজ্যে' থাকবে বা আছে,* ততক্ষণ সে একটি পতঙ্গের মতো যা জ্বলন্ত শিখার চারপাশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘুরে

বেড়ায়। মথের চোখ আছে কিন্তু চিন্তা ও মনে রাখার বুদ্ধি নেই। জ্বলন্ত শিখার প্রতি মথের আকর্ষণ অন্ধকার এড়ানো এবং আলোর প্রেমে প্রজ্জ্বলিত হওয়ার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রবাদপ্রবাদ। যেহেতু এটি ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তাভাবনা এবং সুরক্ষার শক্তির অধিকারী নয়, তাই আলোকসজ্জার প্রস্থানের সন্ধানে, এটি ভুলভাবে জ্বলন্ত শিখাকে সেই খোলা হিসাবে বিবেচনা করে, যার ফলে এটি শেষ পর্যন্ত জ্বলন্ত শিখার উপর পড়ে এবং মারা যায়। যদি পতঙ্গটি যুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করত, তবে তার পালকগুলিতে তার প্রথম উষ্ণ আভা অনুভূত হওয়ার পরে এটি আগুনের কাছাকাছি যেত না। এই অভাব [বুদ্ধির] পতঙ্গকে কোনও হিসাব-নিকাশ অবস্থায় পৌঁছাতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, বিপরীতে, অন্যান্য প্রাণীরা যখন আঘাত পায় তখন তারা কোনও জিনিস থেকে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করে। একটি লাঠি দেখে তারা বিপদ থেকে পালিয়ে যায়।

2. 'আলম তাখায়ুলাত' *বা 'চিন্তা ও ধারণার' দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষ গবাদি পশু ও দুর্বল মনের প্রাণীর জগতে বসবাস করে।*

3. তৃতীয় ক্ষেত্রটি পূর্বোক্ত '*আলম মওহুমাত* বা 'অবিবেচকের বিচক্ষণতার রাজ্য'। এই পর্যায়ে, মানুষ ছাগল এবং ঘোড়ার সমকক্ষে আসে, অর্থাৎ, দ্বিতীয় পর্যায়ের দুর্বল মনের প্রাণীদের বিপরীতে, এই পর্যায়ে, একজন ব্যক্তি তার শত্রুদের চিনতে পারে এবং প্রাকৃতিক আবেগের দ্বারা বিপদ এড়ানোর চেষ্টা করে, অর্থাৎ, নিজের জীবনের জন্য পালানোর চেষ্টা, যে মুহুর্তে কেউ নেকড়ে বা সিংহের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, যদিও এর আগে কেউ তাদের দেখেননি। একজনের মধ্যে কিছু বলেছে যে শক্তিশালী ষাঁড়, উট বা জিরাফকে ভয় পাবেন না, যদিও তারা আকারে তাদের চেয়ে বড়। এই প্রবৃত্তি স্বাভাবিকভাবেই [এবং অন্তর্নিহিতভাবে] ঈশ্বরের দ্বারা একটিতে প্রোথিত হয়। তবুও এই প্রাণীগুলি এতটা বুদ্ধিমান নয়, অর্থাত্ সেই স্তরে যেখানে তারা নিজেদের দেখাশোনা করার জন্য সক্ষম বলে বিবেচিত হতে পারে যা চতুর্থ পর্যায়ে আসে।

4. চতুর্থ ধাপটি হলো 'আলম *মা'কুলাত* বা 'সুশৃঙ্খলতা, অর্জন ও আত্মসচেতনতার ক্ষেত্র'। তৃতীয় পর্যায় পর্যন্ত মানুষ অস্পষ্টতার মধ্যে থাকে। এখান থেকেই মানুষ মানুষের মর্যাদায় প্রবেশ করে, অর্থাৎ মানুষের গৌরবের রাজ্যে। এই পর্যায়ে এমন জিনিস দেখা যায় যেখানে অনুমান এবং কুসংস্কার সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা হয়।

'আলম *মাহসুসাত* বা 'ইন্দ্রিয় ও সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে' মানুষ আসন্ন বিষয়গুলো এড়িয়ে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলোকে মূল্যায়ন ও মূল্যায়ন করতে শুরু করে। এখানে, একজন জিনিসগুলি যেমন দেখেন তেমন সংক্ষিপ্ত করা হয়। বস্তুর একটা সত্তা আছে, একটা পরিচয় আছে। একজন তাদের সঠিকভাবে শ্রেণিবদ্ধ করার চেষ্টা করে এবং সাধারণত এটি করতে সফল হয়। স্বাভাবিকভাবেই, "*মাহসুসাত*" বা "ইন্দ্রিয় এবং সংবেদনশীলতার রাজ্য" এর জগতে, মানুষের একাগ্রতা এমন অনুভূতির উপর ভিত্তি করে যা একজনের বিচক্ষণ সংবেদনগুলিতে প্রেরণ করা হয়, যেমন পৃথিবীতে হাঁটাচলা। কিন্তু শেষে, চতুর্থ পর্যায়ে, এটি জলের উপর হাঁটার মতো এর

চেয়ে বেশি কিছু করতে সক্ষম হওয়ার ক্ষমতাকেও বোঝায়। এটি মানুষের আরোহণের পর্যায়, 'আলম *মা'কুলাত* বা 'সুশৃঙ্খলতা, অর্জন ও আত্মসচেতনতার রাজ্য'। এখানে স্পষ্ট তুলনায়, একজন হাঁটা একটি ভিন্ন প্রকৃতির সত্যতার উপর ভিত্তি করে হতে পারে, যা একজনের আত্মা দ্বারা গৃহীত এবং তাই জলের উপর হাঁটতে সক্ষম হওয়ার জন্য পুঁজি করা যেতে পারে। এটি নবী এবং ঈশ্বরের "ওয়ালি" বা অন্তরঙ্গ বন্ধু বা সাধুদের বিশিষ্ট মর্যাদা, যেমন বাতাসে হাঁটাচলা। লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, ঈসা (আঃ) বা ঈসা মসীহ কি পানির উপর দিয়ে হাঁটতে পারেন? তিনি উত্তর দিলেন:

وَلَوْ اِزْ دَادَ يَقِيْنًا لَمَشٰى فِى الْهَوَاءِ

"কিন্তু, যিশু জলের উপর হেঁটেছিলেন, যদি তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় আরও দৃঢ় হত, তবে তিনি বাতাসে হাঁটতেন।

এতে দেখা যায়, এ ধরনের বিষয় 'আলম *ইদ্রাক* বা 'কল্পনাযোগ্য বা সম্ভবের রাজ্যে' রয়েছে। এইভাবে, মানুষের উচ্চতার সিঁড়িতে প্রথম ধাপ থেকে শেষ ধাপ পর্যন্ত আরোহণ করার এবং ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য অর্জনের অনেকগুলি পর্যায় রয়েছে যা মানুষকে একজনের "মেরাজ" বা কৃতিত্ব এবং গৌরবের শীর্ষে নিয়ে যায়। *পবিত্র কুরআনে বর্ণিত* "আসফালুস সাফিলিন" *(নিম্ন স্তরের সর্বনিম্ন)* থেকে "আ'লা ইলিয়ান" (উচ্চতর সর্বোচ্চ) এর শীর্ষে এই আরোহণের মধ্যে অনেক বিপদ রয়েছে:

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

"আমি আরোহ নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও পর্বতমালার প্রতি আস্থা অবলম্বন করেছিলাম, কিন্তু তারা তা বহন করতে অস্বীকার করেছিল এবং ভয় করেছিল। মানুষ তা বহন করেছে যে নিশ্চয় অন্যায়কারী ও অজ্ঞ। (কুরআন, 33 অধ্যায়, আয়াত 72)

প্রাণী ও পাথরের সর্বনিম্ন অবস্থা থেকে ফেরেশতাদের আসন পর্যন্ত মানুষের আরোহণের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। কারণ *জামাদাত বা* পাথর, বৃদ্ধি ও গাছপালায় পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাতে কোনো বিপদ নেই। তারা জানে না। বিপরীতভাবে, "আ'*লা ইলিয়ান*" বা উচ্চতর উচ্চতর তাদের গৌরবের উচ্চতায় অবস্থান করে। তাদের পক্ষে সেখান থেকে নেমে আসা সম্ভব নয়, যেমনটি পবিত্র কুরআনে লেখা হয়েছে:

وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ

"আমাদের প্রত্যেকেরই সেখানে একটি পরিচিত স্টেশন রয়েছে। (কুরআন, অধ্যায় 37, আয়াত 164)

প্রাণীরা "অ্যাসফালাস সাফিলেন" *এর মধ্যে সর্বনিম্ন*। তাই তাদের কোনো অগ্রগতি নেই। যাইহোক, [আধ্যাত্মিক সিঁড়ির] মাঝের সিঁড়িতে থাকা মানুষ বিপদে পড়েছে। কেউ প্রাণীর গভীরতায়, সর্বনিম্ন স্তরে ডুবে যেতে পারে [তাদের মতো হতে]। ফেরেশতাদের ("মালাইকা") স্তরের উচ্চতায়ও উড়ে যেতে পারে। "*আশরাফুল মাখলুকাত*" বা সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়ার এমন গুরুতর দায়িত্ব কাঁধে বহন করার সামর্থ্য, পরাক্রম, তাই [মানবের] [সত্য] সারমর্মের বিষয়। এর অর্থ এই যে, '*আশরাফুল মাখলুকাত* বা সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মতো মহৎ মর্যাদায় থাকা মানুষই এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারে।

অতএব, এই গ্রন্থের অর্থ এবং উদ্দেশ্য হ'ল জিনিসগুলির আরও গভীরভাবে তাকানো, কেবল তারা উপরিভাগে কী বলে মনে হয় তা উপরিভাগে দেখাতে নয়, বরং সেগুলি আসলে কী তা নির্ধারণ করা। জীবনের মধ্য দিয়ে মানুষের যাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এই বক্তৃতাটি তাদের জন্য চিন্তার খাদ্য হিসাবে যারা জ্ঞানের শব্দগুলি বাছাই করতে চায় এবং তাদের অন্তর্নিহিত মূল্যের দিকে মনোনিবেশ করতে চায়। এই প্রকৃতির অনেক কাজ নেই বা অনেক লোক নেই যারা এটি বুঝতে চায় বা বুঝতে সক্ষম হতে পারে। সুতরাং, এই বিষয়ে বর্তমান সংলাপটি যথেষ্ট হওয়া উচিত।

এমন কিছু লোক আছে যারা জ্ঞানী নয় এবং তারা ঐশ্বরিক আইন অনুসরণ করে না। এরকমই মানুষ যারা '*আখিরাত' বা আখেরাতের অবস্থা নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়েন*। বরং তারা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করছে। প্রকৃতপক্ষে, যখন পার্থিব আকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যে উন্নতি করে, তখন তাদের পক্ষে আখেরাতকে খণ্ডন করা উপযুক্ত হয়। তারা তা করে এবং নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য অজুহাত তৈরি করে। শয়তান তার সমস্ত মন্দ কাজ, তার সমস্ত আকর্ষণ এবং সাহায্য দিয়ে তাদের উপর নজর দেয় এবং তাদের মনে করতে প্ররোচিত করে যে কিয়ামতের শাস্তি মানুষকে আতঙ্কিত করার জন্য তৈরি করা একটি কাল্পনিক বিভ্রান্তি। ধার্মিকদের কাছে জান্নাতের প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে, তারা এটিকে নিছক ক্যারিশম্যাটিক শোম্যানশিপ হিসাবেও চিহ্নিত করে, মানসিক অভিলাষের একটি কল্পনা মানুষকে শুষ্ক, বিষণ্ণ জীবনের কষ্টের মধ্যে ফেলে দেওয়ার জন্য বিকশিত হয়েছিল এবং অন্য কিছু নয়। তাই, তারা ঐশিক ব্যবস্থার অনুসারীদের তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখে।

কিছু লোক ছিঁড়ে পোশাক পরিধান করার সময় এই সমস্ত বিবেচনার ঊর্ধ্বে ভান করে (নম্র *সুফি* বা আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী বা আধ্যাত্মিক প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হওয়ার পোশাক)। এই ধরনের ভান তাদের বিন্দুমাত্র উপকার করে না। তাদের কোনো যোগ্যতার পদও নেই। প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের প্রতারকরা অন্যান্য সরলদের মতোই নিজেদের ক্ষতি করে যারা তাদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে তাদের কিছু আধ্যাত্মিক মর্যাদার লোক হিসাবে বিবেচনা করে, যা তারা বুঝতে পারে না। বাস্তবে, তাদের সমর্থন করার জন্য তাদের কোনও যুক্তি বা যুক্তি নেই। এই ধরনের লোকদের মধ্যে কীভাবে কোনও সত্যিকারের গোপন মূল্য থাকতে পারে? তাদের আস্তিনে কিছুই নেই। এই পরিস্থিতিতে তাদের স্পষ্ট ভাষায় বলা উচিত যে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী, তৎকালীন সকল ঋষি, সকল পণ্ডিত আলেম ('*উলামা*') এবং সাধুগণ (আল্লাহর বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ বা *আওলিয়া)* সবাই যদি ভুল হন এবং কেবল তারাই সঠিক হন, তবে তাদের অজ্ঞতা ও অহংকারের আলোকে বিষয়টিতে আর কিছু যোগ করার নেই।

কেউ বলতে পারেন যে সম্ভবত আপনিই ভুল করেছেন। সুতরাং তোমরা পরকাল ও আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে সত্য বুঝতে পারলে না।*আধাব*'), আত্মার অত্যাচার, আমাদের ইন্দ্রিয় উপলব্ধির আধিপত্যের কারণে "আত্মার" খুব উপদেশ, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা যা অনুভব করা হয় না তা গ্রহণ করা, এই ধরনের দুর্বল ভিত্তিতে ভুল বাস্তব নয়। এই ধরনের অহংকারী ব্যক্তিকে অবিলম্বে নির্ণয় করা উচিত যে একজন ব্যক্তি তার সঠিক উপাদানগুলিতে মোটেই নেই, বিশেষত যখন কেউ বলে, "যেমন আমি জানি যে দুটি একের চেয়ে বেশি, আমাকে বলার দরকার নেই, আমি পুরোপুরি জানি যে 'আত্মা' বলে কোনও জিনিস নেই। এর কোন স্থায়ীত্ব নেই, এবং শারীরিক আনন্দ বা বেদনাকে কোনও অবস্থাতেই আত্মার আনন্দ বা বেদনার সাথে একত্রে বিবেচনা করা যায় না। এরা সেই লোক যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓا۟ إِذًا أَبَدًا

সুতরাং যদি আপনি তাদেরকে হেদায়েতের দিকে আহবান কর, তবে তারা কখনো সৎপথে আসবে না। (কুরআন, অধ্যায় 18, আয়াত 57)

ধরুন, কেউ যুক্তি উপস্থাপন করেন, "কেন আমি আমার বাকি জীবন ধার্মিকতার কুঁড়েঘরে ব্যয় করব এবং জগতের যে আনন্দ আমাকে দিচ্ছে তা থেকে অযথা নিজেকে সংযত রাখব, যখন আত্মা ও আখেরাতের সত্যতা সম্পর্কে আপনি আমাকে কী বলতে চাইছেন সে সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই, কারণ তারা আমার কাছে বেশ দূরবর্তী বলে মনে হচ্ছে? যাই হোক না কেন, আমি এসব বিষয়ে অবগত নই। সেক্ষেত্রে উত্তর হল, "এখন আপনি এতটুকু গ্রহণ করেছেন,

কেন আপনি ঐশ্বরিক বিধান ও নির্দেশনা অনুসরণ করছেন না? এটি যুক্তির উপর ভিত্তি করে যে আপনি যখন কোনও জিনিস সম্পর্কে সচেতন হন না, তখন আপনার কোনও ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। ধরুন আপনি একটি প্লেট থেকে খাওয়ার জন্য আপনার হাত বাড়িয়ে দেন এবং আপনাকে বলা হয় যে একটি সাপ সবেমাত্র তার মুখ ঢুকিয়ে দিয়েছে, আপনি তৎক্ষণাৎ খাবার থেকে সরে আসবেন। এই উক্তিটি ভুল হতে পারে, তবুও, আপনার মধ্যে বিচক্ষণতা আপনাকে কখনই খাবারে অংশ নিতে বাধ্য করবে না, তা যতই সুস্বাদু হোক না কেন। অনুরূপভাবে, ধরুন আপনি অসুস্থ এবং আপনার জীবনের ভয়ে এবং যে ব্যক্তি নিরাময়ের মন্ত্র লিখেছেন তিনি আপনাকে অল্প পরিমাণে রৌপ্য দিতে বলবেন, যাতে কেউ আপনার জন্য তাবিজটি প্রস্তুত করতে সক্ষম হতে পারে, আপনার আশঙ্কা [এবং সংশয়] সত্ত্বেও আপনি এই দাবি মেনে নেবেন। এছাড়াও, যদি কোনও ক্লেয়ারভোয়েন্ট আপনাকে বলে যে চাঁদ যখন অমুক পর্যায়ে পৌঁছায় তখন আপনার চিকিত্সার জন্য কিছু তিক্ত ওষুধ খাওয়া উচিত। এর কল্পনা সত্ত্বেও, আপনি সম্ভবত আপনার স্বাস্থ্যের জন্য কারও পরামর্শ অনুসরণ করবেন, এই কারণেও যে কেউ সঠিক হতে পারে"।

সুতরাং কীভাবে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী, অসংখ্য ঋষি, পণ্ডিত আলেম ('*উলেমা*"), এবং সাধু বা ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ ("*আওলিয়া*") ভুল এবং শ্রবণ হতে পারে, যখন একজন ভুয়া বা ভবিষ্যদ্বাণীকারী সঠিক হতে পারে? এটি মানুষকে তার অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে প্ররোচিত করা উচিত। সম্ভবত কেউ এই ভিত্তিতে অনুপ্রাণিত হতে পারে যে, যদি এই লোকেরা সঠিক হয় তবে আমি কেন আখেরাতকে অস্বীকার করব, কারণ তাদের কথা না শুনে এবং অন্ধভাবে পার্থিব সুখভোগীদের মধ্যে লিপ্ত হওয়ার ফলে আমি পরকালে অপরিবর্তনীয়ভাবে কলঙ্কিত হতে পারি। তাহলে আমি কেন এখনই সরে যাব না [আমার অস্থিতিশীল অবস্থান থেকে যা টিকিয়ে রাখা যায় না]?

কাল্পনিকভাবে, যদি পুরো পৃথিবী রাই-ভুট্টায় ভরে যায় এবং একটি চড়ুই পাখিকে প্রতি এক হাজার বছর অন্তর একটি রাই ভুট্টা তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবুও রাই-ভুট্টা অনন্তকাল পূরণ করবে কিনা তা একটি বিতর্কিত বিষয়। তাহলে এখান থেকে আখেরাতের শাস্তির ঝুঁকি নিতে হবে কেন, তা ভেবে দেখা উচিত। লোকেরা নৌকা এবং জাহাজে ভ্রমণ করে এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য তাদের পণ্যদ্রব্য বিক্রি করতে কষ্ট ভোগ করে। মানুষ কেন এটা করবে না? ধার্মিকতা, দৃঢ়তা এবং অধ্যবসায় স্ট্রিভারকে ভাল লভ্যাংশ দেয়।

আলী (রাঃ) (রাঃ) এক ধর্মীয় বিতর্কে একজন নাস্তিককে বলেছিলেন, "আপনি যা বলছেন তা যদি সঠিক হয় তবে আপনি পরিত্রাণ পাবেন এবং আমরা পরিত্রাণ পাব এবং আমরা যা বলছি তা যদি

সঠিক হয় [এবং আপনি যা বলছেন তা ভুল] তবে কেবল আমরা উদ্ধার পাব এবং আপনি চিরকাল ঐশ্বরিক শাস্তি ভোগ করবেন। হযরত আলী (রহঃ) ছিলেন একজন ঋষি। তিনি যুক্তিটিকে আরও জোরালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন না। তিনি যা বলছিলেন তাতে তাঁর কোনও সন্দেহ ছিল বলে নয়, বরং তিনি নাস্তিকদের মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বক্তব্যের ভিত্তিকে জোর করে তৈরি করেছিলেন।

সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, যে ব্যক্তি আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব কাজে অলস (সময় নষ্ট করে) থাকে। *আখিরাহ*"), একজনের আখেরাত বিপদের মধ্যে রয়েছে। এখানে উত্থাপিত শক্তিশালী যুক্তি এবং প্রদত্ত উদাহরণগুলির আলোকে, ভিন্নমতাবলম্বীদের পক্ষে কোনও ঝুঁকি না নেওয়া এবং টেরা ফার্মা (শক্ত ভূমি) থাকা উপযুক্ত।

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ

"আর যে ব্যক্তি হেদায়েতের অনুসরণ করে তার উপর সালাম বর্ষিত হোক।

আমরা আল্লাহ, স্বত্ব ("*নাফস*"), *দুনিয়া ও আখেরাতের জ্ঞান ("মা*রিফা"*) সম্পর্কে বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসার করেছি।* ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমরা এখন *চিরন্তন সুখ এবং চিরস্থায়ী সাফল্যের জন্য* চল্লিশটি অপরিহার্য উপাদান ("আরাকান" বা পদক্ষেপ) ব্যাখ্যা করব।

এভাবেই গাজ্জালী তাঁর মহান বই "কিমিয়া-ই-সাদাত" বা "আলকেমি বা ট্রান্সফরমেটিভ এজেন্ট অফ চেঞ্জ ফর ইটারনাল হ্যাপিনেস অ্যান্ড এন্ডলেস সাকসেস" *এ চারটি শিরোনাম (বা প্রয়োজনীয়তা) সম্পর্কে তাঁর বিস্ময়কর ব্যাখ্যা শেষ করেছিলেন।* তারপরে তিনি অনন্ত সুখ এবং অনন্ত সাফল্যের চল্লিশটি নীতির নিম্নলিখিত ভূমিকা প্রদান করেছিলেন [6]:

আমরা ইতিমধ্যে নিম্নলিখিতগুলি সম্পর্কে কিছুটা বিশদে আলোচনা করেছি:

1. ঈশ্বরের জ্ঞান *("মা*রিফা"),
2. নিজের সত্তা ("*নাফস*") সম্পর্কে জানা,
3. দুনিয়ার বাস্তবতা জানা ("দুনিয়া"), এবং
4. আখেরাতের বাস্তবতা (*আখিরাত*) সম্পর্কে জানা।

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ লাভের রহস্য নিহিত রয়েছে তাঁর সত্য ও আন্তরিকতার সাথে এবং তাঁর আনুগত্যের মধ্যে। সুতরাং মানুষের নিম্নলিখিতগুলি করার জন্য সতর্ক হওয়া উচিত:

A. একজনকে কেবল আল্লাহর সবচেয়ে নম্র ও বাধ্য বান্দা হওয়া এবং তাঁর উপাসনা করা উচিত নয়, বরং একজন ভাল মানুষের আচরণ, ব্যক্তিত্ব এবং ভাল আচরণও থাকা উচিত। একজনের সাধারণ আচরণ অন্যদের কাছে আবেদনময় হয়ে উঠবে [যারা তাদের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস বা এই জাতীয় অন্য কিছু নির্বিশেষে ঈশ্বরের সহকর্মী]।

B. এটি একজন ব্যক্তির চেহারা কেমন। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। সমাজে এমন আচরণ করা উচিত যাতে তার আচরণ ঐশ্বরিক আইন ও নির্দেশনার সীমার মধ্যে থাকে। তারপরে একজন হিসাবে স্বীকৃত হবে।

C. উপরোক্ত বিষয়গুলো একজনের বাহ্যিক আচরণ গঠন করে, যা অন্যরা দেখে। এখন আমরা একজনের আত্মার [বা অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা] এ আসি। যেমন, মানুষের উপর কর্তব্য হল নিজের হৃদয়কে মন্দ ও তার ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা করা [যে এটি তার অভ্যন্তরীণ সত্তার উপর অশুভ প্রভাব ফেলে এবং তার বাহ্যিক সত্তার জন্য অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে]।

D. একজনকে কেবল উপরে উল্লিখিত "বর্জনীয় বিষয়গুলির" যত্ন নেওয়া উচিত নয়, বরং তার "করণীয়" বিষয়েও সম্পূর্ণ যত্ন নিতে হবে, অর্থাৎ নিজের হৃদয়কে, নিজের আত্মাকে মন্দ থেকে রক্ষা করার পরে, একই সাথে আত্মাকে ভাল সৎ এবং মহৎ অভ্যন্তরীণ গুণাবলী দিয়ে সজ্জিত এবং শোভা দিতে হবে।

সুতরাং, আত্মার মধ্যে যা মন্দ এবং ক্ষতিকারক তা অনুমতি না দেওয়ার "করা উচিত নয়" অনুসরণ করে এবং সেই সমস্ত ভাল এবং বিশুদ্ধ জিনিসগুলি করার "করণীয়" অনুসরণ করে এবং আত্মার সুন্দর অভ্যন্তরীণ গুণাবলী বিকাশের মাধ্যমে, একজন তার আত্মাকে এমন খাবার দিয়ে খাওয়াবে যা তার কল্যাণের জন্য অনুকূল। এইভাবে, একজন ব্যক্তি "*মুহলিকাত*" বা অভ্যন্তরীণ মন্দতার মারাত্মক প্রভাব (সমস্ত নেতিবাচকতা এবং ক্ষতিকারক প্রবণতা, বৈশিষ্ট্য, স্বভাব এবং অভ্যন্তরীণ সত্তার অবস্থা) থেকে রক্ষা পাবে এবং আত্মার "মুঞ্জিয়াত" বা অভ্যন্তরীণ [মহৎ] গুণাবলী দ্বারা শক্তিশালী হবে যা আত্মাকে শুদ্ধ করে, সুন্দর করে এবং শোভিত করে, যার জন্য কারও আত্মা ন্যায়সঙ্গতভাবে গর্বিত হবে। এই চারটি অপরিহার্য উপাদান [পরিবর্তনের আলকেমি বা রূপান্তরকারী এজেন্ট যা চিরন্তন সুখ এবং চিরস্থায়ী সাফল্য নিয়ে আসে] প্রতিটি দশটি অংশে বিভক্ত এবং নিম্নরূপ...

এই মুহূর্তে, গাজ্জালী চিরন্তন আনন্দ এবং চিরন্তন সাফল্যের চল্লিশটি নীতি (বা পদক্ষেপ) ব্যাখ্যা শুরু করেন। এই চল্লিশটি নীতির মধ্যে, বিশটি নীতি আমাদের বাহ্যিক জীবন পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত এবং বিশটি নীতি আমাদের অভ্যন্তরীণ জীবনের সাথে সম্পর্কিত, আমাদের হৃদয় এবং আত্মাকে আমাদের জীবনকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে। এই ব্যাখ্যার পরবর্তী দুটি অংশে, আমাদের অভ্যন্তরীণ জীবন এবং আভ্যন্তরীণ রূপান্তরের সাথে সম্পর্কিত বিশটি নীতি এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে গাজ্জালীর জ্ঞানের সংকলন "*ইহ্যা আল-উলুম আদ-দীন*" বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ"।

এই গ্রন্থের প্রথম অংশটি যা মানুষের বাস্তবতা এবং মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে এবং চিরন্তন সুখ এবং অফুরন্ত সাফল্য অর্জনের সাথে সম্পর্কিত, এখন শেষ হয়েছে। এবার শুরু হয় এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ব।

<u>পার্ট 2: অভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক বৈশিষ্ট্য- নেতিবাচক অভ্যন্তরীণ গুণাবলী ব্যক্তি, সমাজ এবং সমগ্র জাতিকে ক্ষতিগ্রস্থ এবং বিপন্ন করে</u>

পূর্ববর্তী আলোচনায় মানুষের অভ্যন্তরীণ সত্তার বাস্তবতা এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পরে, আমরা এখন অভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাখ্যা শুরু করব - নিম্ন আত্মা থেকে নেতিবাচক অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যগুলি যা আত্মার গভীরে নিহিত রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যক্তি, সমাজ, সমগ্র জাতি এবং বিশ্বের কল্যাণের জন্য সরাসরি ধ্বংসাত্মক কারণ তারা আমাদের অভ্যন্তরীণ সত্তা, সমাজ, সম্প্রদায়, জাতি এবং বিশ্বকে আজ জর্জরিত করে এমন দুর্ভোগের দিকে পরিচালিত করে। পরবর্তী দুটি অধ্যায়ের পরে যা মানুষের অভ্যন্তরীণ বাস্তবতাকে আরও অন্বেষণ করে, পরবর্তী আটটি অধ্যায় এই অভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝার জন্য এবং তাদের নির্মূল করার প্রতিকারের রূপরেখা দেওয়ার জন্য ঘনিষ্ঠভাবে নজর দেবে। গাজ্জালী তার শেষ গ্রন্থে একটি গভীর সত্য ব্যাখ্যা করে লিখেছেন যে, অনাদিকাল থেকে সমগ্র মানব ইতিহাসে পৃথিবীতে যে সমস্ত কষ্ট, অস্থিরতা, ধ্বংসযজ্ঞ এবং ধ্বংসযজ্ঞ ঘটেছে এবং যুগের শেষ পর্যন্ত ঘটবে, তা মানুষের নিম্ন আত্মার কারণে ঘটেছে এবং ঘটবে (*মিনহাজ আল-আবেদীন)* বা "উপাসকদের জন্য সেরা পথ", অধ্যায় 3 শিরোনাম "চার গর্জেসের বাধা [অভ্যন্তরীণ পরিপূর্ণতার পথে]") এই কারণেই নিম্ন আত্মার ধ্বংসাত্মকতা অভ্যন্তরীণ সত্তার মধ্যে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে নির্মূল করা প্রয়োজন। এই বইয়ের দ্বিতীয় অংশটি ভিতর থেকে উদ্ভূত ধ্বংসাত্মকতাকে পরাজিত করার জন্য যে পথটি গ্রহণ করতে

হবে তা আলোকিত করে, যাতে ভিতরের ইতিবাচক শক্তিগুলি ব্যক্তি, সমাজ এবং সমগ্র বিশ্বকে তাদের পূর্ণ সম্ভাবনার সাথে বিকশিত এবং উন্নত করতে পারে।

অধ্যায় 1- আত্মার রহস্য জানা আত্ম-সচেতনতা, আলোকসজ্জা এবং আলোকিতকরণের আধ্যাত্মিক যাত্রার জন্য একটি অপরিহার্য

গাজ্জালীর প্রথম বই "*ইহ্যা আল-উলুম আদ-দীন*" *বা* "*ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ*" *এর তৃতীয় খণ্ড বা চতুর্থাংশে হৃদয়* ও আত্মার বিস্ময় ও রহস্য, কীভাবে তারা নেতিবাচকতায় আটকা পড়ে এবং কীভাবে তাদের রক্ষা করা যায় এবং চিন্তার মধ্যে মঙ্গল ও ইতিবাচকতার পথে চলার জন্য লালন করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অনুভূতি, কথা, কাজ এবং সত্তা। বিষয়টির এই আশ্চর্যজনক চক্ষু খোলার ব্যাখ্যা সকলকে অভ্যন্তরীণ শান্তি, প্রশান্তি এবং প্রকৃত সুখ অর্জনের উপায়ের দিকে পরিচালিত করবে। গাজালির ব্যাখ্যাটি এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নরূপ উপস্থাপন করা হচ্ছে [7]:

স্ব (*নফস*), আত্মা (রুহ), হৃদয় (কলব) এবং বুদ্ধি (*আকল*) শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্য

এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে এই চারটি পরিভাষা অভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক এবং গঠনমূলক বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য, প্রবণতা, স্বভাব এবং মেজাজ সম্পর্কিত আলোচনায় প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হবে। পণ্ডিতদের মধ্যে খুব কম লোকই আছেন যারা এই চারটি পরিভাষার প্রকৃত অর্থের সাথে পরিচিত এবং তাদের অর্থ, সীমাবদ্ধতা এবং প্রভাবের পার্থক্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রয়েছে। এ কারণেই, এই শর্তাবলীর অভিপ্রায়ে ভুল করা হয়। আমি এই পদগুলির ব্যাখ্যা এমনভাবে সরবরাহ করব যা আমাদের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত [আত্মার আশ্চর্য এবং রহস্যগুলি ব্যাখ্যা করার] নিম্নরূপ:

প্রথম শব্দ - হৃদয় (*কালব*): "হৃদয়" দুটি অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে: একটি মাংসের টুকরো যা বুকের বাম দিকে থাকে। এটি একটি অদ্ভুত ধরণের মাংস যার মাঝখানে একটি ফাঁক রয়েছে

যার মধ্যে কালো রঙের রক্ত রয়েছে এবং এটি আত্মার ঝর্ণা এবং জীবনের উপায়। যাইহোক, এর আকার, রূপ এবং রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্যের সাথে আবদ্ধ নয়। এটাই চিকিৎসকদের বিষয়। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি এর সাথে সম্পর্কিত নয় কারণ মানুষ ছাড়াও, এমনকি প্রাণীরাও এটি থেকে বঞ্চিত নয় এবং মৃত এবং জীবিত উভয়ের দেহ রয়েছে। এই বইয়ে, "হৃদয়" শব্দটি যেখানেই ব্যবহার করা হবে না কেন, এটি তার শারীরিক আকার, রূপ এবং অবস্থা বোঝাবে না কারণ এর অর্থ হবে যে এটি মাংসের একটি টুকরো এবং দৃশ্যমানের রাজ্যের অন্তর্গত। শুধু মানুষই নয়, এমনকি প্রাণীরাও তাদের চোখ দিয়ে এটি উপলব্ধি করতে পারে।

এই শব্দটির দ্বিতীয় অর্থ হ'ল "হৃদয়" একটি ঐশ্বরিক আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতা যা দেহের অভ্যন্তরে শারীরিক হৃদয়ের সাথে সম্পর্কিত এবং এই সূক্ষ্মতা মানুষের বাস্তবতা। এটাই উপলব্ধি করে। এটি এমন একটি যা [ঐশ্বরিকভাবে] সম্বোধন করা হয় এবং শৃঙ্খলা এবং পরিণতির শিকার হয়। বুদ্ধি এই সূক্ষ্মতার ["হৃদয়"] শারীরিক হৃদয়ের সাথে যে সংযোগ রয়েছে তা উপলব্ধি করতে অক্ষম কারণ এই সংযোগটি দেহের সাথে এবং [অভ্যন্তরীণ] গুণাবলীর সাথে সেই গুণাবলী এবং সরঞ্জামগুলির ব্যবহারকারীর সাথে এবং বাসস্থানের সাথে একজন বাসিন্দার সাথে একই সম্পর্ক রয়েছে। এই মিল, সম্পর্ক এবং সংযোগ দুটি কারণে ব্যাখ্যা করা হবে না। প্রথম কারণ হলো, এটি আধ্যাত্মিকভাবে উন্মোচিত জ্ঞানের (*উলুম আল-মুকাশাফা*) সাথে সম্পর্কিত, অন্যদিকে এই কিতাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে নাযিল জ্ঞানের ব্যাখ্যা (*উলুম আল-মু'আমলা*)। দ্বিতীয় কারণ হলো, এটা ব্যাখ্যা করতে হলে আত্মার রহস্য থেকে পর্দা তুলে নিতে হবে। এটি এমন একটি গোপন বিষয় যে নবুতরের জিহ্বা থেকে এ সম্পর্কে কিছুই অবতীর্ণ বা বলা হয়নি [অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ কোন নবী আত্মার রহস্য সম্পর্কে কিছু প্রকাশ করেননি)। একজন নবীর (যদিও কেউ সাধু বা আধ্যাত্মিকভাবে সিদ্ধ ব্যক্তি হতে পারে) এ বিষয়ে কিছু বলার অধিকার কী? এটি মনে রাখা উচিত যে এই বইয়ে যেখানেই "হৃদয়" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, এটি ঐশ্বরিক আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতাকে বোঝাবে যা আগে উল্লেখ করা হয়েছিল [এবং মানব দেহের শারীরিক হৃদয় নয়]। আমি এই সূক্ষ্মতার অবস্থা এবং গুণাবলী ব্যাখ্যা করব [যাকে "হৃদয়" বলা হয়]। এর বাস্তবতা ও গঠনতন্ত্র নিয়ে আলোচনা আমার লক্ষ্য নয়।

দ্বিতীয় শব্দ – আত্মা (রুহ)*:* এর দুটি অর্থ রয়েছে। প্রথমটি হ'ল "আত্মা" একটি সূক্ষ্ম পদার্থের নাম যা শারীরিক হৃদয়ের অভ্যন্তরের স্থানে বাস করে। এই কেন্দ্র থেকে শিরা ও ধমনীর মাধ্যমে আত্মা পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। দেহের অভ্যন্তরে আত্মার বিস্তার এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে জীবনের আলো প্রদান করা এবং পঞ্চইন্দ্রিয়কে সংবেদনশীল ক্ষমতা [অদ্ভুত] প্রদান করা, একটি ঘরে স্থাপন করা প্রদীপ এবং তা থেকে আলো ঘরের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ার অনুরূপ। এই উপমাটি প্রমাণ করে যে "আত্মা" একটি প্রদীপের ভূমিকা পালন করে এবং জীবন আলোর

অনুরূপ এবং দেহের মধ্য দিয়ে চলা আত্মা তার চারপাশে ছড়িয়ে থাকা আলো ছড়িয়ে পড়া এবং ছড়িয়ে পড়া একটি প্রদীপের অনুরূপ। "আত্মা" শব্দটির এই অর্থ চিকিত্সকদের পরিভাষা অনুসারে। অন্য কথায়, আত্মা একটি সূক্ষ্ম জ্বর বা হালকা জ্বর যা তার নিজস্ব উৎপত্তিতে বরং মাঝারি, [শারীরিক] হৃদয়ের শিরা থেকে উদ্ভূত হয় এবং তার নিজস্ব প্রজনন থেকে গঠিত হয়। এই অর্থটি [আত্মার] এই আলোচনার সাথে প্রাসঙ্গিক নয় বরং শারীরিক অসুস্থতার নিরাময় পরিচালনাকারী চিকিত্সকদের জন্য আগ্রহের বিষয়। ধর্মের চিকিত্সকরা (আধ্যাত্মিক গুরু) যারা হৃদয়ের রোগ (অর্থাত্, অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক রোগ) নিরাময় করেন তারা এই অর্থ নিয়ে উদ্বিগ্ন হন না বরং তারা বলেন যে আত্মা মানুষের মধ্যে একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সূক্ষ্মতা। এই সূক্ষ্মতার ব্যাখ্যাও হৃদয়ের ব্যাখ্যায় দেওয়া হয়েছে। নিচের আয়াত একই অর্থের দিকে ইঙ্গিত করে:

قُلِ ٱلرُّوحُ مِنۡ أَمۡرِ رَبِّي

"তাদেরকে বলে দাও যে, আত্মা আমার পালনকর্তার আদেশের। (কুরআন, অধ্যায় 17, আয়াত 85)

এটি এমন একটি রহস্যময় *ঐশ্বরিক* সম্পর্কিত সূক্ষ্ম অস্তিত্ব যে বেশিরভাগ বুদ্ধি তার বাস্তবতা এবং গঠন বুঝতে অভাব রয়েছে।

তৃতীয় পদ– স্ব **(নাফস):** এই শব্দটির অর্থ অন্যান্য বিভিন্ন পদের সাথেও ভাগ করা হয়। এই শব্দটির দুটি অর্থ এই ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যের কাছাকাছি। একটি হলো, 'স্ব' (*নাফস)* হচ্ছে সেই অস্তিত্ব যা মানুষের মধ্যে ক্রোধ, ক্রোধ ও দৈহিক সুখের শক্তির সমষ্টি। এই অর্থটি সুফিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত (আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা, আলোকসজ্জা এবং ফলস্বরূপ, ঘনিষ্ঠতা এবং ঈশ্বরের জ্ঞানের সন্ধানে আধ্যাত্মিক পথে সংগ্রাম করে)। এ কারণেই তারা বলেন যে, *আত্মার (*নফস) বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক সংগ্রাম (*মুজাহাদা)* এবং [তা থেকে উদ্ভূত দৈহিক সুখের আকাঙ্ক্ষাগুলি] নিয়ন্ত্রণ ও দমন করা অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিচের উক্তিতে একই কথা বলেছেন:

أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك

"তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু সে, যে তোমার ভেতরে (অর্থাৎ তোমার নিজের স্বয়ং) আছে"। (হাদীস [নবুয়ী শিক্ষা] সংকলন থেকে নেওয়া *ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু* আনহু থেকে বায়হাকি (রহঃ)

আত্মার দ্বিতীয় অর্থ (*নফস)* এর সাথে সম্পর্কিত ঐশ্বরিক আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতার সাথে, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, সেই অর্থ অনুসারে, এটি মানুষের বাস্তবতা এবং সত্তা। কিন্তু এই আত্মা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ গুণাবলীতে উদ্‌বুদ্ধ হয়। অতএব, যখন এটি ঐশী আনুগত্যের সাথে শান্তিতে পরিণত হয় এবং এর বিরোধিতা ও সন্দেহ দূর হয়ে যায়, তখন তাকে "শান্তিতে আত্মা" (*নাফস আল- মুতমা-ইন্না) বলা হয়।* ঈশ্বর এই কথাগুলো দিয়ে "শান্তিতে থাকা স্ব" সম্বোধন করেছেন:

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفۡسُ ٱلۡمُطۡمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرۡجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةٗ مَّرۡضِيَّةٗ ﴿٢٨﴾

"হে শান্তিতে থাকা আত্মা! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাও এমন অবস্থায় যেন তোমরা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হবে এবং তিনি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। (কুরআন, অধ্যায় 89, আয়াত 27-28)

স্ব-এর অর্থ যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা ঈশ্বরের কাছে প্রত্যাবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করে না [এবং ঐশ্বরিক নির্দেশনা] যা [ঈশ্বরের প্রতি] দাসত্বের মহিমা তবে পরিবর্তে সেই অর্থে, আমরা শয়তানের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং প্ররোচিত ঐশ্বরিক নির্দেশনার বিদ্রোহ এবং প্রত্যাখ্যান খুঁজে পাই। আত্মার আরেকটি অবস্থা হল যে এটি দাসত্ব এবং [ঈশ্বরের] উপাসনার পরিপূর্ণতা থেকে বঞ্চিত, তবে এটি তার ত্রুটিগুলির জন্য নিজেকে তিরস্কার করে। এই অবস্থায় নিজেকে "নিন্দাকারী স্ব" (*নাফস আল-লাওয়ামা) বলা হয়।* আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلنَّفۡسِ ٱللَّوَّامَةِ

"আমি সেই নিন্দাকারী আত্মার শপথ করছি [যা তার নিজের ত্রুটি এবং মন্দতার জন্য নিজেকে দোষারোপ করে, অর্থাৎ, *নাফস আল-লাওয়ামা*]." (কুরআন, অধ্যায় 75, আয়াত 2)

আত্মার আরেকটি অবস্থা হল, নিচু আকাঙ্ক্ষা, দৈহিক সুখ ও মন্দের জন্য নিম্ন আকাঙ্ক্ষার প্রবাহ ও চাপ বন্ধ করতে অসহায় হয়ে পড়ে এবং নিকৃষ্ট আত্মসমর্পণের সাথে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে। সেই অবস্থায় থাকা আত্মাকে বলা হয় "অশুভ অনুপ্রেরণামূলক আত্মা" (*নাফস আল-আম্মারাতু বি আস-সু) ।* কুরআনে মিশরের শাসকের সাথে নবী ইউসুফ (আঃ) এর ঘটনায় আত্মার কথা উল্লেখ হয়েছে:

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفۡسِيٓۚ إِنَّ ٱلنَّفۡسَ لَأَمَّارَةُۢ بِٱلسُّوٓءِ

"আমি পবিত্রতা আরোপ করি না এবং আমার 'আত্মা'কে নির্দোষ বলে মনে করি না [কারণ] নিম্ন আত্মা কেবল [মানুষের হৃদয়ে] মন্দকে অনুপ্রাণিত করে। (কুরআন, অধ্যায় 12, আয়াত 53)

সংক্ষেপে, 'নিজেরা' (*নাফস)* খারাপ *হয় যখন এটি মন্দ, নিকৃষ্ট আকাঙ্ক্ষা এবং দৈহিক সুখের প্রবণতার দিকে ঝুঁকে পড়ে (*নাফস আল-আম্মারাতু বি আস-সু) *এবং যখন এটি শান্তিতে থাকে এবং সন্তুষ্ট হয় (ঐশ্বরিক হুকুম ও হেদায়েতের সাথে এবং সমস্ত আকার ও রূপের সমস্ত মন্দ ও নেতিবাচকতা পরিহার করে) (*নাফস আল-মুতমা-ইন্না)।

চতুর্থ শব্দ – বুদ্ধি (*'আকিউল)*: এই শব্দটিও একাধিক অর্থের জন্য ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে দুটি অর্থ এই বইয়ের উদ্দেশ্যের কাছাকাছি। প্রথমত, 'বুদ্ধি' হচ্ছে বিষয় ও বস্তুর বাস্তবতা জ্ঞানের নাম। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধি জ্ঞানের (অন্তর্নিহিত) বৈশিষ্ট্যের সাথে আবদ্ধ এবং এর আবাসস্থল হ'ল হৃদয়। কখনও কখনও, 'বুদ্ধি' বলতে জ্ঞানের অধিকারী (*মুদ্রিক আল-উলুম*) বোঝায় যা হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য। এই অর্থের ক্ষেত্রে, 'বুদ্ধি' হ'ল একই ঐশ্বরিক আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতা যা পূর্ববর্তী তিনটি পরিভাষার ব্যাখ্যায় পূর্বোক্ত হয়েছে। দয়া করে 'বুদ্ধি' এর দুটি অর্থের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বুঝুন যে, সবাই এই বাস্তবতা জানে যে জ্ঞানী বা জ্ঞানী ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যমান এবং আপাত এবং দৃশ্যমান, এবং জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এমন একজনের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত। গুণ বা বৈশিষ্ট্য হ'ল এর মালিক ব্যতীত অন্য কিছু। অতএব, 'বুদ্ধি' কখনও কখনও এই বৈশিষ্ট্যকে বোঝায় যা জ্ঞান হিসাবে উল্লেখ করা হয় এবং কখনও কখনও এটি সেই বৈশিষ্ট্যের অধিকারীকে বোঝায়। একটি নবী বর্ণনায় (নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস) একই অর্থ নিম্নরূপ:

اول ما خلق العقل

"ঈশ্বর প্রথম যে জিনিসটি সৃষ্টি করেছিলেন তা হ'ল বুদ্ধি (*'আকল*)".

এখানে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যটি জ্ঞান হতে পারে না কারণ জ্ঞান নিজে থেকে বিদ্যমান নয় তবে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা একটি দেহ (স্প্যান)। কেন প্রথমে বোধগম্যতার আবাস প্রয়োজন, তারপর জ্ঞান সৃষ্টি করতে হবে যা এই আবাসের বৈশিষ্ট্য নাকি উভয়কে একসাথে সৃষ্টি করতে হবে? এছাড়াও, জ্ঞানের বৈশিষ্ট্যটি সম্বোধন করা সম্ভব নয়।

এর [চারটি গুরুত্বপূর্ণ পদের আলোচনা] এর পরিণতি হ'ল এই চারটি পদের আমদানি একই এবং ভিন্ন। এই চারটি পদের বাস্তবতার সাথে পরিচিত একজন ব্যক্তি জানেন যে এই পদগুলির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য, এই চারটি পদের অর্থের মিল এবং পার্থক্য ব্যাখ্যা করা দরকার ছিল।

যেখানেই কুরআন ও হাদিস (নবী মুহাম্মদের নবুয়ী বর্ণনাসমূহ) 'হৃদয়' শব্দটি ব্যবহার করে, তারা সেই অনুষদকে বোঝায় যা বস্তুর বাস্তবতা উপলব্ধি করে। এই ফ্যাকাল্টি মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। 'হৃদয়' শব্দটি এই অনুষদকে বোঝাতে এবং ইঙ্গিত করতে ব্যবহৃত হয় কারণ এই উপলব্ধির অনুষদের শারীরিক হৃদয়ের সাথে একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। যদিও এই অনুষদ পুরো দেহের সাথে সম্পর্কিত এবং দেহের সমস্ত অঙ্গকে তাদের নিজ নিজ কাজ করার জন্য ব্যবহার করে, এটি সরাসরি দেহের অংশগুলির সাথে সম্পর্কিত নয় তবে কেবল শারীরিক হৃদয়ের মাধ্যমে। এর অর্থ হ'ল মানব দেহের শারীরিক হৃদয় এই *ঐশ্বরিক* আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতা, জ্ঞানী, রাজধানী শহর এবং এই পর্বতের আরোহীর আবাস। এর অর্থ হ'ল শারীরিক হৃদয় এই *ঐশ্বরিক* আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতার রাজ্য [যাকে "হৃদয়" বা "আত্মা" বলা হয়] এবং এটি সিংহাসন যেখানে এটি বসে এবং দেহের সমগ্র রাজ্যকে শাসন করে। শারীরিক হৃদয় এই সূক্ষ্মতার আধিপত্যের সূচনা বিন্দু। এর পরিণতি হ'ল "হৃদয়" নামে পরিচিত *ঐশ্বরিক* আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতার শারীরিক হৃদয় এবং দেহের সাথে যে সংযোগ রয়েছে তা হ'ল ঈশ্বরের "*অর্শ*" (বা "*ঐশ্বরিক* সর্বশক্তিমানের আধিপত্য") এবং "কুর্সি*" (বা ঐশ্বরিক সিংহাসন বা "সর্বোচ্চ ঐশ্বরিক* শ্রেষ্ঠত্বের স্বর্গীয় আসন") এর সাথে একই সংযোগ রয়েছে।

লিজিয়ন্স অব দ্য হার্ট (*কালব*)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

"তোমার পালনকর্তার বাহিনী তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। (কুরআন, অধ্যায় 74, আয়াত 31)

এই আয়াতে আল্লাহর সেনাবাহিনীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের সংখ্যা তিনি ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। এই সেনাবাহিনী হৃদয়, আত্মা এবং অন্যান্য অসংখ্য মহাবিশ্বে উপস্থিত রয়েছে।

যেহেতু আমাদের আলোচনার বিষয় হৃৎপিণ্ড, তাই আমি হৃদয়ের কিছু সেনাবাহিনীর কথা উল্লেখ করব।

হৃৎপিণ্ডের দুটি বাহিনী রয়েছে: প্রথমটি যা বাহ্যিক চোখ দিয়ে দেখা যায় এবং দ্বিতীয়টি বুদ্ধির চোখ দ্বারা অনুধাবন করা যায় (*আকল*) / হৃদয় রাজার মতো, আর তার সৈন্যবাহিনী তার মন্ত্রী ও দাসের মতো। বাহ্যিক চোখ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা যায় এমন সেনাবাহিনীগুলির মধ্যে রয়েছে হাত, পা, চোখ, কান, জিহ্বা এবং শরীরের অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ। এই সমস্ত শারীরিক অঙ্গ, বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ, হৃদয়ের দাস [কারণ তারা এর আদেশ পালন করে এবং এর সেবা করে] এবং তারা এর আনুগত্যের জন্য বাধ্য এবং এটি তাদের ইচ্ছামতো ব্যবহার করে, এবং তাদের কর্তব্য হ'ল হৃদয়ের সেবা এবং আনুগত্য এবং তারা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বা এর ইচ্ছা ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে সক্ষম নয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন চোখকে খোলার আদেশ দেওয়া হয় তখন এটি খোলে, যখন এটি বন্ধ করার আদেশ দেওয়া হয় তখন এটি বন্ধ হয়ে যায়। যখন পা সরানোর আদেশ দেওয়া হয়, তখন তারা নড়াচড়া করে, যখন জিহ্বাকে কথা বলার আদেশ দেওয়া হয় তখন এটি কথা বলে। সব অঙ্গই এরকম। তাদের বাধ্যতা কিছু কারণে স্বর্গদূতদের ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য করার অনুরূপ। অতএব, ফেরেশতারা তাদের স্বভাব দ্বারা [ঈশ্বরের প্রতি] বাধ্য হন কারণ তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য [ঐশ্বরিক] আনুগত্য এবং তারা এই উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। ফেরেশতারা যে রাজ্যে রয়েছেন তা হ'ল:

لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"তারা আল্লাহর আদেশ থেকে বিচ্যুত হয় না এবং তাদেরকে যা বলা হয়েছে তাই করে। (কুরআন, অধ্যায় 66, আয়াত 6)

যাইহোক, ফেরেশতাদের আনুগত্য এবং শারীরিক অঙ্গগুলির আনুগত্যের মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে: ফেরেশতাদের তাদের আনুগত্যের জ্ঞান রয়েছে, তবে শারীরিক অঙ্গগুলির এটি নেই। যখন চোখ খুলতে বলা হয়, তখন তারা খুলে যায়, কিন্তু তারা তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় না বা তারা জানে না যে তারা তাদের রাজা এবং এর শাসনের আনুগত্যে উন্মুক্ত হচ্ছে, যা হৃদয়।

যেমন হৃদয়ের একটি আরোহী পর্বত এবং ঐশ্বরিক বাস্তবতার আধ্যাত্মিক যাত্রার জন্য বিধানের প্রয়োজন (*সুলক বা ঈশ্বরের* "মারিফা" বা জ্ঞানের কাছে *পৌঁছানোর জন্য আধ্যাত্মিক সংগ্রাম* যা জীবনের উদ্দেশ্য যা গাজ্জালী পূর্বে বলেছেন), তেমনি এর সাহায্যকারী এবং দাস প্রয়োজন। এই সেই যাত্রা যার জন্য এটি তৈরি করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আর আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদতের জন্য। (কুরআন, অধ্যায় 51, আয়াত 56)

হৃদয়ের আরোহণ হচ্ছে দেহ, জ্ঞান হচ্ছে এই [আধ্যাত্মিক] যাত্রার বিধান এবং এই বিধান অর্জনের উপায় হচ্ছে সৎকর্ম করা। কোন বান্দার পক্ষে দুনিয়াতে না থাকলে (এবং পার্থিব জীবনযাপন করা) ছাড়া আল্লাহর কাছে পৌঁছানো সম্ভব নয়। দূরবর্তী গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য, নিকটতম গন্তব্যের মাইলফলকে পৌঁছানো অপরিহার্য। এই কারণেই পৃথিবীকে "পরকালের কৃষিভূমি" বলা হয় (কারণ আপনি এখানে যা বপন করবেন, তা সেখানে কাটবে), পৃথিবী [সত্যের দিকে] পথপ্রদর্শকের গন্তব্যগুলির মধ্যে একটি গন্তব্য। একে "বিশ্ব" বলা হয় কারণ এটি একটি নিকটবর্তী গন্তব্য। সুতরাং পরবর্তী গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য, এই [নিকটতম গন্তব্য] থেকে বিধান নেওয়া প্রয়োজন। যেহেতু [ঈশ্বরের চূড়ান্ত] গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য দেহের রাইডিং মাউন্টের মর্যাদা রয়েছে, তাই দেহকে রক্ষা করা এবং রক্ষা করা অপরিহার্য। শরীরের সংরক্ষণ ও সুরক্ষা করা হয় তার স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার জন্য অনুকূল খাবার দেওয়ার মাধ্যমে এবং ক্ষতিকারক বা মারাত্মক হতে পারে এমন খাবার থেকে প্রতিরোধ করে। খাদ্য অর্জনের জন্য দুটি সেনাবাহিনীর প্রয়োজন: প্রথমটি অভ্যন্তরীণ এবং এটি ক্ষুধা (আকাঙ্ক্ষা বা ক্ষুধা) এবং দ্বিতীয়টি বাহ্যিক যেমন হাত এবং অন্যান্য শারীরিক অঙ্গ যা খাদ্য অর্জনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

এই কারণেই হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে এবং এই কামনা পূরণের জন্য বাহ্যিক দেহের অঙ্গগুলি দান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে রক্ষা করার জন্য [মানুষকে] দুটি বাহিনী দান করা হয়েছে। প্রথমটি অভ্যন্তরীণ সত্তার মধ্যে রয়েছে যাকে "ক্রোধ" বলা হয় এবং দ্বিতীয়টি বাইরের অংশে যা হাত এবং পা দিয়ে গঠিত। মানুষ ক্রোধের প্রভাব সম্পাদন করার জন্য তাদের ব্যবহার করে। শরীরে এই অঙ্গগুলির উপস্থিতি একজন সৈনিকের অস্ত্র এবং যুদ্ধের সরঞ্জাম রাখার মতো। উপরন্তু, খাদ্যের আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট নয় বরং পরিবর্তে, মানুষের খাদ্যের অবস্থা জানা উচিত এবং এজন্য, অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের সেনাবাহিনীর প্রয়োজন রয়েছে। বাইরের সেনাবাহিনীতে শ্রবণ, দেখা, গন্ধ, স্পর্শ এবং স্বাদের মতো পাঁচটি ইন্দ্রিয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ সেনাবাহিনীর মধ্যে রয়েছে যে কেউ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত নয়। হৃদয়ের সেবক ও সাহায্যকারীদের নিয়ে অনেক আলোচনা করা যেতে পারে। এই আলোচনাটি এতটাই বিস্তৃত যে এমনকি [বইর] ভলিউমগুলিও এর জন্য যথেষ্ট নয়। আমি কৃতজ্ঞতার বইতে [এই বর্তমান বই "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ"] (অধ্যায় 12) এ এটি সম্পর্কে কিছু লেখার চেষ্টা করেছি। সত্য অন্বেষণকারী (*সালিক*) এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

হৃদয়ের তিন ধরনের দাস রয়েছে: প্রথম প্রকারের [হৃদয়ের দাস] তারা যারা এমন কিছুর জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে যা হয় উপকার অর্জনের জন্য বা ক্ষতিকে ঘৃণা করার জন্য। প্রথমটির উদাহরণ হ'ল আকাঙ্ক্ষা (যেমন, ক্ষুধা) এবং দ্বিতীয়টির উদাহরণ হ'ল ক্রোধ। এই ধরনের চাকরকে "অভিপ্রায়" নামেও ডাকা হয়। দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে এমন চাকরদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা কোনও উদ্দেশ্য অর্জন বা কোনও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অঙ্গগুলির (বা শারীরিক অঙ্গগুলির) চলাচল ঘটায়। একে "শক্তি" বা "ক্ষমতা" (*কুদরা)* বলা হয় যা সমস্ত অঙ্গ এবং শরীরের প্রতিটি ধমনী এবং শিরায় ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে এমন চাকররা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যারা গুপ্তচরের মতো জিনিসগুলির বাস্তবতা উপলব্ধি করে এবং তাদের সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে। দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, গন্ধ, স্পর্শ এবং স্বাদের ক্ষমতা এর সাথে সম্পর্কিত। এই বাহিনী তাদের নিজ নিজ অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রকারকে বলা হয় 'জ্ঞান ও উপলব্ধি'। এই অভ্যন্তরীণ সেবকদের পাশাপাশি, বাইরের চাকর রয়েছে যারা সরঞ্জাম এবং কারণগুলির ভূমিকা পালন করে, যেমন আঙুলে ধরার ক্ষমতা এবং চোখে দেখার ক্ষমতা। অন্যান্য শক্তি এবং অঙ্গগুলি একইভাবে অনুমান এবং বোঝা যায়।

আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু বাইরের অঙ্গগুলি নয় কারণ তারা শারীরিক জগতের সাথে সম্পর্কিত [যা দৃশ্যমান] তবে আমরা অভ্যন্তরীণ সহায়তা এবং সেবকদের নিয়ে আলোচনা করব যা চোখ দ্বারা দেখা এবং পর্যবেক্ষণ করা যায় না এবং এগুলিকে "উপলব্ধি এবং বোধগম্যতার শক্তি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়। তারপর উপলব্ধির এই শক্তিগুলি দুই প্রকার: কিছু বাইরের অঙ্গগুলিতে বাস করে এবং তারা শ্রবণ, দেখা, স্বাদ, স্পর্শ এবং ঘ্রাণের পাঁচটি ইন্দ্রিয় এবং কিছু মস্তিষ্কের শিরায় বাস করে এবং তারাও পাঁচটি। যখন কেউ কোনও জিনিস দেখে এবং তারপরে চোখ বন্ধ করে, তখন যা দেখা গেছে তার চিত্র এখনও হৃদয়ে থাকে এবং তাকে বলা হয় "কল্পনা"। তখন এই ছবিটি সেই বস্তুর স্মৃতির সাথে যুক্ত হয় এবং তাকে বলা হয় "স্মৃতি"। যখন কেউ স্মৃতিতে যা অবশিষ্ট রয়েছে তা নিয়ে চিন্তা করে এবং কিছু অন্যের সাথে মিলিত হয় এবং যা ভুলে গেছে তা স্মরণ করে, এবং জিনিসটির চিত্র বা চিত্র মনের মধ্যে পুনরায় আবির্ভূত হয় এবং তার চিন্তার সমস্ত ইন্দ্রিয় উপলব্ধি একত্রিত করে, তখন তাকে স্মরণ, ধ্যান এবং ভাগ করা অনুভূতি বলা হয়। আল্লাহ যদি মুখস্থ, চিন্তা, স্মৃতিশক্তি, কল্পনা ও চিন্তার শক্তি সৃষ্টি না করতেন তাহলে মস্তিষ্ক যেমন তাদের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ত, তেমনি মস্তিষ্ক তাদের থেকে বঞ্চিত হয়ে যেত। যেহেতু এই শক্তিগুলি অভ্যন্তরীণ প্রকৃতির, তাই তাদের বাসস্থানগুলিও অভ্যন্তরীণ।

এগুলো হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন ধরনের সৈন্যবাহিনী। তাদের বোঝা এবং বোঝা দূরদর্শিতার উপর নির্ভর করে। জ্ঞানের অভাব রয়েছে এমন লোকদের দ্বারা এগুলি বোঝানোর জন্য বিশদ

প্রয়োজন। এজন্য কিছু উদাহরণ ব্যবহার করা হবে এই প্রকারের উপর আলোকপাত করার জন্য যাতে নতুনরাও তাদের বুঝতে পারে।

হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ চাকর (কালব) এবং তাদের সহজেই বোঝা যায় এমন উদাহরণ

যখন ক্রোধ এবং আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ের দুই দাস, হৃদয়ের সম্পূর্ণরূপে আনুগত্য করে এবং এর অধীন হয়ে যায় তখন এটি আধ্যাত্মিক পথে একটি অসাধারণ সহায়তা। হৃদয় তাদের আধ্যাত্মিক যাত্রার সেরা সঙ্গী এবং নিঃস্বার্থ এবং আন্তরিক সাহায্যকারী হিসাবে বিবেচনা করে। কখনও কখনও, এই দুই দাস অবাধ্যতা এবং বিদ্রোহের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং হৃদয়ের আনুগত্য করার পরিবর্তে তারা তাদের আনুগত্য করতে বাধ্য করে এবং হৃদয়ের ধ্বংসের কারণ হয়ে ওঠে। যাইহোক, হৃদয়ের এগুলি ছাড়াও অন্যান্য দাস এবং সাহায্যকারী রয়েছে এবং যদি ইচ্ছা এবং ক্রোধ বিদ্রোহের দিকে ঝুঁকে তবে হৃদয় হতাশ হওয়া উচিত নয়, বরং তাদের বিরুদ্ধে [হৃদয়ের] অন্যান্য দাসদের সহায়তা নেওয়া উচিত। কখনও কখনও, ক্রোধ এবং আকাঙ্ক্ষা শয়তানের দলে যোগ দেয়। হৃদয় যদি ঐশ্বরিক বাহিনীর সাহায্য না নেয় এবং পরিবর্তে ক্রোধ ও আকাঙ্ক্ষার বাহিনীকে আত্মার (নাফস) উপর আধিপত্য বিস্তার করতে দেয় তবে এটি ধ্বংস এবং প্রচণ্ড ক্ষতির পথে ভালভাবে থাকবে। বেশিরভাগ লোক এই অবস্থায় থাকে, তাদের বুদ্ধি কামনা এবং আকাঙ্ক্ষার অধীন এবং তাদের পরিপূর্ণতার জন্য অজুহাত সন্ধান করে। পরিবর্তে যা হওয়া উচিত ছিল, তা হ'ল কামনা এবং আকাঙ্ক্ষাগুলি তাদের বুদ্ধির অধীন হওয়া উচিত ছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিম্নরূপ কিছু উপমার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হবে।

প্রথম উপমা: ধরা যাক যে মানব সত্তা, ঐশ্বরিক আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতা যা উপরে বেশ কয়েকবার উল্লিখিত হয়েছে, তার দেশ এবং রাজধানীতে রাজার অনুরূপ। দেহ তার আধিপত্যের কেন্দ্র এবং রাজধানী [শহর]। শারীরিক অঙ্গগুলি রাজকীয় কর্মীদের অনুরূপ। বুদ্ধির শক্তি তার আন্তরিক উপদেষ্টা এবং বুদ্ধিমান এবং অনুগত মন্ত্রী। ক্রোধ তার দেহরক্ষী এবং নগর বিচারক, এবং রাজাকে তার শত্রুদের বিরুদ্ধে রক্ষা করা তার রাজকীয় কর্তব্যগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কামনা (বা আকাঙ্ক্ষা) হ'ল এর খারাপ আচরণ এবং অসৎ মেজাজের দাস যা শহরের লোকদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ী। এই ব্যক্তিটি একজন অভ্যাসগত মিথ্যাবাদী, প্রতারক, প্রতারক এবং মন্দ যাকে আন্তরিক বলে মনে হতে পারে তবে তার আন্তরিকতার মুখোশের পিছনে একটি

মারাত্মক বিষ রয়েছে। আন্তরিক উপদেষ্টা ও মন্ত্রীর (অর্থাৎ বুদ্ধি) মতামত ও পরিকল্পনার সাথে দ্বিমত পোষণ করা তার স্বভাব ও অভ্যাস এবং এমন একটি মুহূর্ত নেই যেখানে এটি বুদ্ধির বিরোধিতা করে না। এ ক্ষেত্রে রাজা যদি তার মন্ত্রীর পরামর্শ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করেন, তার সাথে পরামর্শ করেন এবং এই দুষ্ট দাসকে এড়িয়ে গিয়ে দেখান যে, শাসনের সর্বোত্তম স্বার্থে এ থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। উপরন্তু, এটি নগর বিচারককে (অর্থাত্ ক্রোধ) এই দুষ্ট দাস এবং তার অনুসারীদের উপর নজর রাখার নির্দেশ দেয় এবং যদি এটি অন্যায় কাজে লিপ্ত হয় তবে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য। আশা করা যায়, এ অবস্থায় এই সেবক বিদ্রোহ করতে পারবে না এবং রাজার অধীনস্থ ও নির্ভরশীল থাকবে এবং সরকার ন্যায়বিচার ও শৃঙ্খলার সাথে চলবে। অনুরূপভাবে যদি আত্মা (*নাফস*) বুদ্ধির সাহায্য চাইতে থাকে এবং মাঝে মাঝে ক্রোধের দেহরক্ষীর মাধ্যমে কামনার উপর আঘাত করে; এবং কখনও কখনও ক্রোধের শক্তি এবং আধিপত্য হ্রাস করার জন্য কামনা (বা আকাঙ্ক্ষা) থেকে সাহায্য চায় তবে তার সমস্ত শক্তি এবং ক্ষমতা সংযমে [ভারসাম্যের অবস্থায়] থাকবে, তার আচরণ এবং চরিত্র ভাল থাকবে। যদি সে এই পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তবে তা হবে সেই লোকদের মধ্যে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ

"তুমি কি তার অবস্থা দেখেছ, যে ব্যক্তি নিকৃষ্ট আত্মা থেকে নিজের প্রবৃত্তিকে তার উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহ তাকে বিপথগামী করেছেন, যদিও সে জ্ঞান করে? (কুরআন, অধ্যায় 45, আয়াত 23)

وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ ۚ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث

"তিনি তার নিম্ন আকাঙ্ক্ষা [এবং কামনা] অনুসরণ করতে শুরু করেছিলেন তাই তার অবস্থা কুকুরের মতো হয়ে ওঠে যাকে আপনি যদি আঘাত করেন, প্যান্ট এবং যদি আপনি এটি ছেড়ে দেন তবে এটি এখনও প্যান্ট করে। (কুরআন, সপ্তম অধ্যায়, আয়াত 176)

কুরআন সেই ব্যক্তি সম্পর্কে ইরশাদ করে যে ব্যক্তি কামনার প্রতারণা থেকে নিজেকে রক্ষা করে:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾

فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾

"যে ব্যক্তি নিজের পালনকর্তার সামনে দাঁড়ানোর ভয় করে এবং নিজেকে প্রতিহত

করে। *নাফস*নিকৃষ্ট আকাঙ্ক্ষা ও কামনা থেকে শুরু করে জান্নাত হবে কারো আবাসস্থল। (কুরআন, অধ্যায় 79, আয়াত 40-41)

একে অপরের উপর ক্রোধ ও আকাঙ্ক্ষা চাপিয়ে দেওয়ার অবস্থা এবং এই [অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম] দ্বারা প্রাপ্ত সুবিধাগুলি স্ব-শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্য আধ্যাত্মিক সংগ্রামের অধ্যায়ে তালিকাভুক্ত করা হবে, ঈশ্বর-ইচ্ছা।

দ্বিতীয় উপমা: ধরুন যে দেহ একটি শহর এবং বুদ্ধি, অর্থাত্ মানুষের মধ্যে উপলব্ধির শক্তি, তার শাসক এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়গুলি তার সহায়ক এবং সৈনিক, দৈহিক অঙ্গগুলি তার প্রজা, নিম্ন আত্মা - মন্দের দিকে ঝুঁকছে (*নাফস আল-আম্মারা)* - যাকে কামনা এবং ক্রোধ হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, তার শত্রু এবং সমস্ত প্রজাকে হত্যা করার জন্য [বুদ্ধির] সরকার গ্রহণ করতে চায়। এই ক্ষেত্রে, শরীর যুদ্ধক্ষেত্রের অনুরূপ যেখানে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নগর শাসক ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকেন। যদি এটি যুদ্ধে আধিপত্য বিস্তার করে এবং শত্রুকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে, তবে এই সংগ্রাম রাজদরবারে শ্রদ্ধা এবং প্রশংসা পাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً

"আল্লাহ তাআলা তাদের মর্যাদা বাড়িতে বসে থাকা লোকদের তুলনায় বেড়ে গেছেন এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।   (কুরআন, 4 অধ্যায়, 95 আয়াত)

যাইহোক, যদি এটি (অর্থাৎ বুদ্ধি) সাহসিকতার সাথে কাজ না করে এবং শত্রুর (অর্থাত্ নিম্ন আত্মা) কাছে পরাজিত হয়, তবে এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক কাজ হবে এবং অবহেলার মারাত্মক পরিণতি ভোগ করবে।

একটি ভবিষ্যদ্বাণী (*হাদীস)* একই প্রচেষ্টাকে নিম্নরূপ বোঝায়:

رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر

"আমরা একটি ছোট প্রচেষ্টা থেকে (সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকে হুমকিস্বরূপ একটি আক্রমণকারী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বৈধ আত্মরক্ষা এবং আত্মরক্ষার জন্য লড়াই করা একটি যুদ্ধ) থেকে

বৃহত্তর প্রচেষ্টার দিকে ফিরে যাচ্ছি (তার মন্দ প্রবণতাকে পরাজিত করার জন্য নিজের আত্মাকে বশীভূত করার আধ্যাত্মিক সংগ্রাম)"।

তৃতীয় উপমা: ধরা যাক যে বুদ্ধি এমন একটি আরোহী যা শিকারের অভিপ্রায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। আকাঙ্ক্ষা এবং কামনা তার ঘোড়া, এবং ক্রোধ তার কুকুর। যদি আরোহীর শিকার, ঘোড়া প্রশিক্ষিত এবং কুকুরকে দমন করার দক্ষতা থাকে তবে এই আরোহী কারও উদ্দেশ্যে সফল হবে। শিকার নিয়ে সফলভাবে বাড়ি ফিরবেন বলে নিশ্চিতভাবে বলা যায়। দ্বিতীয় দৃশ্যটি হ'ল আরোহী এই শিল্প সম্পর্কে অজ্ঞ, ঘোড়া বিদ্রোহী এবং কুকুর পাগল। এমন একজন ব্যক্তির কাছ থেকে এটি আশা করা যায় না যে কেউ সফলভাবে ফিরে আসবে। যদি কেউ নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসে তবে এটি যথেষ্টের চেয়েও বেশি। আরোহীর জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব মানুষের অজ্ঞতার মতো, ঘোড়ার বিদ্রোহ কামনার আধিপত্যের মতো, কুকুরের উন্মাদনা ক্রোধের আধিপত্যের মতো।

মানব হৃৎপিণ্ডের বৈশিষ্ট্য (*ক্যালব*)

এখন পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তা কেবল মানুষের দ্বারা নয়, প্রাণীদের দ্বারা দখল করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আকাঙ্ক্ষা, ক্রোধ, অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গুলি প্রাণীদের মধ্যে যেমন তারা মানুষের মধ্যে রয়েছে। এটি এতটাই যে ছাগল নেকড়েকে দেখে বুঝতে পারে যে সে তাকে আক্রমণ করতে চায় এবং বুঝতে পারে যে তার হৃদয় থেকে সে পালিয়ে যায়। এটি এমন একটি অভ্যন্তরীণ উপলব্ধি যা মানুষের জন্য অদ্ভুত নয় এবং এমনকি বুদ্ধিহীন প্রাণীরাও এই ক্ষমতা ব্যবহার করে এবং এর মাধ্যমে তাদের উপকার এবং ক্ষতি উপলব্ধি করে। এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের জন্য অদ্ভুত বিষয়গুলো তালিকাভুক্ত করা এবং তাদের কারণে তারা অন্যান্য সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠতা ও ঘনিষ্ঠতা উপভোগ করে।

এটা জেনে রাখা উচিত যে, মানুষের হৃদয়ের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি কেবল দুটি: প্রথমটি জ্ঞান এবং দ্বিতীয়টি অভিপ্রায়। এখানে জ্ঞান বলতে যা বোঝায় তা হ'ল জাগতিক, পর-পার্থিব এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বাস্তবতার জ্ঞান। এই বিষয় এবং বাস্তবতা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করা হয় না এবং প্রাণীরা তাদের উপলব্ধি করার ক্ষমতা মানুষের সাথে ভাগ করে নেয় না। উপরন্তু, যুক্তি এবং যুক্তিও বুদ্ধির জন্য অদ্ভুত কারণ কেবল মানুষই সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে একই সময়ে দুটি জায়গায় একজন ব্যক্তির উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়। যদিও কেউ সীমিত সংখ্যক লোককে

দেখেছে, তবে এই নীতিটি বিশ্বের সমস্ত মানুষের জন্য প্রযোজ্য। সুতরাং, আমরা জানি যে এই নীতিটি সমস্ত মানুষের উপর প্রয়োগ করা একটি অতিরিক্ত বিষয় যা কেবল বুদ্ধির সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। অর্জিত ও বাহ্যিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে যখন এমন অবস্থা হয়, তখন ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান সেই নীতির জন্য বেশি যোগ্য। মানুষ যখন কোন বস্তুর চূড়ান্ত প্রান্তের দিকে তাকায় এবং তার মধ্যে কিছু ভাল দেখতে পায়, তখন সে একজনের মধ্যে তার সাদৃশ্য জাগিয়ে তোলে এবং এটি অর্জনের জন্য একটি উত্সাহ একটিতে জন্মগ্রহণ করে। উদ্দেশ্যে এটি এমন নয় যাকে "কামনা" বা "আকাঙ্ক্ষা" বলা হয় যা প্রাণীদের মধ্যেও উপস্থিত রয়েছে তবে এটি কামনার অভিপ্রায়ের বিপরীত। কামনা এবং অভিপ্রায়ের মধ্যে পার্থক্য একটি উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট হবে যেখানে অসুস্থতার সময় কামনা সমস্ত ধরণের সুস্বাদু খাবারের দিকে ঝুঁকছে, তবে বুদ্ধি এটিকে ক্ষতিকারক বলে মনে করে এই ভোগ থেকে বিরত রাখে। এই নিষেধাজ্ঞা কামনা থেকে নয়, বুদ্ধি থেকে। আল্লাহ যদি বুদ্ধি ও মানুষের কাছে আবেদন করে এমন অভিপ্রায় সৃষ্টি না করতেন তাহলে বুদ্ধি সৃষ্টির উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যেত।

এ থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের হৃদয়ে জ্ঞান ও অভিপ্রায় এমন দুটি বিষয় যা প্রাণীদের মধ্যে এবং এমনকি ছোট বাচ্চাদের মধ্যেও পাওয়া যায় না। বরং বয়ঃসন্ধির পর তাদের মধ্যে কামনা, ক্রোধ, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় থাকা সত্ত্বেও এই বৈশিষ্ট্য (জ্ঞান ও বুদ্ধির) তাদের মধ্যে প্রবেশ করা হয়।

এই জ্ঞান অর্জনের দুটি মাত্রা: আমরা জানি যে, একটি শিশু বয়ঃসন্ধির পরে এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। এই প্রাপ্তি বা অধিগ্রহণের দুটি ডিগ্রী রয়েছে। প্রথম ডিগ্রী হ'ল একজনের মৌলিক জ্ঞান রয়েছে, অর্থাত্ একজন অসম্ভবকে অসম্ভব হিসাবে অসম্ভব এবং সম্ভব মনে করে। এ ক্ষেত্রে বলা হবে যে, একজন বেসিক সম্পর্কে সচেতন কিন্তু পর্যবেক্ষণ করা জ্ঞান নেই। যাইহোক, এটি বলা যেতে পারে যে কেউ পর্যবেক্ষণ করা জ্ঞান অর্জনের কাছাকাছি যা মৌলিক জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত, ক্যালিগ্রাফারের মতো ক্যালিগ্রাফারের মতো যিনি ক্যালিগ্রাফির সাথে পরিচিত নাও হতে পারেন তবে কালি, কলম এবং অক্ষরের মতো ক্যালিগ্রাফির সরঞ্জামগুলির সাথে পরিচিত। এমন ব্যক্তিকে ক্যালিগ্রাফার বলা যায় না, তবে এটি অবশ্যই বলা যেতে পারে যে কেউ এই শিল্পের কাছাকাছি।

দ্বিতীয় ডিগ্রী হ'ল একজন অভিজ্ঞতা, চিন্তাভাবনা এবং সক্রিয় শিক্ষার মাধ্যমে এই জ্ঞানের সম্পদ অর্জন করে এবং একজন এই জ্ঞানকে নিজের স্মৃতির জলাধারে সংরক্ষণ করে রাখে এই উদ্দেশ্যে যে কেউ যখনই চায় তা থেকে উপকৃত হতে পারে। এই ধরনের ব্যক্তি একজন বিশেষজ্ঞ ক্যালিগ্রাফারের মতো, যিনি হয়তো এই সময়ে লিখছেন না কিন্তু ক্যালিগ্রাফির জ্ঞানে

পারদর্শী এবং যখন ইচ্ছা লিখতে পারেন। এটাই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ ডিগ্রি। এই ডিগ্রিতে অসংখ্য পদমর্যাদা রয়েছে। জ্ঞানের পরিমাণ, কম বা কম, এবং কাজ, তদন্তের পদ্ধতির পার্থক্য প্রতিটি ব্যক্তির জন্য আলাদা এবং তাই, প্রত্যেকে আলাদা অবস্থায় থাকে। কিছু হৃদয় আধ্যাত্মিক জাগরণ বা অনুপ্রেরণা (ইলহাম) এবং আধ্যাত্মিক উন্মোচন (*কাশফ*) এর মাধ্যমে এই জ্ঞানগুলি উপলব্ধি করে। কিছু হৃদয় শিক্ষা এবং শিক্ষার মাধ্যমে এটি অর্জন করে। কিছু লোক এতটাই বুদ্ধিমান এবং দ্রুত শিখে যায় যে তারা সেকেন্ডের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন বিষয়গুলি বুঝতে পারে। কিছু লোক এতটাই নিস্তেজ এবং ধীরগতির শিক্ষার্থী হয় যে তারা পুনরাবৃত্তি, চিন্তাভাবনা এবং বিবেচনা ছাড়া কিছুই বুঝতে পারে না। এই জ্ঞানে পণ্ডিত, জ্ঞানী, নবী ও সাধুদের পদমর্যাদা ভিন্ন। সর্বোচ্চ পদমর্যাদার ক্ষেত্রে, জ্ঞানের বৃত্ত অত্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় এর কোনও সীমা বা শেষ নেই। এর মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদা হযরত নবীর উপর রয়েছে, যার উপর সর্বশক্তিমান আল্লাহর রহমতে কোন প্রচেষ্টা বা শিক্ষা ছাড়াই তাঁর কাছে অধিকাংশ বা সমস্ত বাস্তবতা অবতীর্ণ হয়। এই সৌভাগ্য ও সত্যিকারের সাফল্য (সা'*দাহ)* মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে তোলে। এই ঘনিষ্ঠতা স্থান এবং দূরত্বের ঘনিষ্ঠতা নয় বরং এটি আধ্যাত্মিক অর্থ, বাস্তবতা এবং অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যগুলির ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতা। এই ঘনিষ্ঠতা [এবং ঐশ্বরিকের সাথে ঘনিষ্ঠতা] এবং এই আধ্যাত্মিক যাত্রায় একটি স্টেশনে থাকা আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীদের জন্য মাইলফলক। এই আধ্যাত্মিক যাত্রায় পদমর্যাদা, ডিগ্রি এবং অবস্থানের কোনও সীমা নেই। প্রতিটি পথচারী অতিক্রম করা মাইলফলকগুলি সম্পর্কে সচেতন তবে ভবিষ্যতের সম্পর্কে সচেতন নয়। যাইহোক, কেউ অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনার কারণে তাদের প্রতি ঈমান আনে, ঠিক যেমন আমরা নবী ও নবুতে বিশ্বাস করি, যদিও নবীর বাস্তবতা নবী ছাড়া অন্য কারও জানা নেই। ঠিক যেমন ভ্রূণে একটি অনাগত শিশু স্তন্যদানকারী শিশুর অবস্থা জানে না এবং স্তন্যদানকারী শিশু একটি বড় শিশুর অবস্থা জানে না যে জিনিসগুলি বুঝতে শুরু করেছে এবং এই জাতীয় শিশু একটি প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধিমান ব্যক্তির অবস্থা বা একজন (প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধিমান ব্যক্তি) অর্জিত জ্ঞান জানে না। অনুরূপভাবে, একজন বিচক্ষণ বা বুদ্ধিমান ব্যক্তি জানেন না যে ঈশ্বর তাঁর সাধু ও নবীদের কী আশীর্বাদ [এবং আধ্যাত্মিক দান] দিয়েছেন এবং তাদের কাছে কী রহস্য (অদৃশ্য জগতের বাস্তবতা যা সাধারণ মানুষের কাছে অজানা) প্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ

"আল্লাহ যখন তাঁর রহমত ও নেয়ামতের দরজা খুলে দেন, তখন কেউ সেগুলো বন্ধ করতে সক্ষম হয় না। (কুরআন, অধ্যায় 35, আয়াত 2)

এই ঐশ্বরিক রহমত ও বরকত ঐশ্বরিক উদারতা ও অনুগ্রহের কারণে সকলের জন্য (মানবজাতির) জন্য সাধারণ এবং এতে কোন কৃপণতা নেই। যাইহোক, এটি সেই সকল হৃদয়ে প্রকাশিত হয় যারা ঐশ্বরিক রহমত ও উদারতার বাতাসের আগমনের অপেক্ষায় রয়েছে যা

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে (রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বর্ণনা বা ঐতিহ্য):

ان لربكم فى ايام دهركم لنفحات الا فتعرضوا لها

"তোমাদের জীবনের দিনগুলোতে, ঈশ্বরের করুণা ও আশীর্বাদের অনেক বাতাস বয়ে যায়। আপনার তাদের সন্ধানে থাকা উচিত [যখন কেউ তাদের প্রথমে গ্রহণ করতে প্রস্তুত এবং সক্ষম হয় তখন সেগুলি গ্রহণ করা হয়]।

"এই বাতাসের জন্য অপেক্ষা করা এবং তাদের সন্ধানে থাকা" এর অর্থ হ'ল নিন্দনীয় এবং মন্দ বৈশিষ্ট্য এবং আচরণের কারণে এতে জমে থাকা অশান্ততা, অশুদ্ধতা এবং নোংরা থেকে হৃদয়কে [এবং আত্মাকে] শুদ্ধ ও বিশুদ্ধ করা দরকার। শিগগিরই এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হবে। এই *ঐশ্বরিক* উদারতা ও উদারতার কথা নিম্নোক্ত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনায়):

ينزل الله كل ليلة الى سماء الدنيا فيقول هل من داع فاستجيب له

"আল্লাহ প্রতি রাতে পৃথিবীর আকাশে (অর্থাৎ সাত আকাশের সর্বনিম্ন) অবতরণ করেন এবং বলেন, 'এমন কেউ কি আছে যে আমার কাছে ভিক্ষা চায় যাতে আমি তা দান করতে পারি? (বর্ণনা করেছেন *হাদীস* সংগ্রহ *বুখারী* এবং *মুসলিম* আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রহঃ) এর উপর আল্লাহ তাআলা উভয়ের উপর সন্তুষ্ট হন।

হাদীস কুদসী *(নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি রীতি) অনুসরণ করে নিম্নরূপ একই ঐশ্বরিক রহমত ঘোষণা করে:*

لقد طال شوق الابرار الى لقائى وانا الى لقاءهم اشد شوقا

"ধার্মিক ব্যক্তিরা আমার সাক্ষাতের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে এবং আমি তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য আরও বেশি আগ্রহী। (বর্ণনা করেছেন *আবু আল-দারদা (রহঃ) এর উপর* হাদীস *সংকলন* মসনাদুল ফিরদৌস (রহঃ)

من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا

"যে ব্যক্তি আমার নিকটবর্তী হয়, আমি হাত দিয়ে একজনের নিকটবর্তী হই। (বর্ণনা করেছেন *আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত* বুখারী *ও মুসলিম হাদীস* সংকলন

এসব রেওয়াজ থেকে জানা যায় যে, হৃদয় (আধ্যাত্মিক) জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলো থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ স্রষ্টা ও দানকর্তার (আল্লাহর) কোন বাধা বা কৃপণতার কারণে নয়, বরং অশুভ, অশান্ততা, নোংরা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের প্রতি আচ্ছন্নতার কারণে হৃদয় এই [অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক] আলো থেকে বঞ্চিত হয়। হৃদয় পাত্রের মতো এবং যতক্ষণ না তারা পানিতে পূর্ণ থাকে, ততক্ষণ তাদের মধ্যে বায়ু প্রবাহিত হয় না। তেমনি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো অন্তরে আল্লাহর জ্ঞানের (*মারিফা)* আলো প্রবেশ করে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لولا ان الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء

"যদি শয়তানরা আদম সন্তানদের (অর্থাৎ সকল মানুষের) অন্তরে ঘোরাফেরা না করত, তাহলে তারা (তাদের অন্তরের পবিত্রতা, ক্ষীণতা ও আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্বের কারণে) আকাশের আধিপত্য প্রত্যক্ষ করত। (বর্ণনা করেছেন *আবু হুরায়রা (রহঃ) এর তত্ত্বাবধানে* হাদীস *সংকলন* মোসনাদ আহমদ)

সংক্ষেপে বলতে গেলে, মানুষের বিশেষত্ব ও অদ্‌ভুত বৈশিষ্ট্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে এবং সকল জ্ঞানের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে আল্লাহর সত্তা (ধাত*),* গুণাবলী (*সিফাত*) এবং আমল (আফ'*আল)* সম্পর্কে জ্ঞান। এই জ্ঞানের মধ্যে মানব পরিপূর্ণতার রহস্য নিহিত রয়েছে এবং এই পরিপূর্ণতা একজনের পরম আনন্দ, অফুরন্ত বিজয় এবং চিরন্তন সুখের উপর নির্ভর করে *(সাদাহ আবাদিয়া) /* এর মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও নৈকট্যে বসবাস করতে এবং *ঐশ্বরিক* উপস্থিতি অর্জন করতে সক্ষম হয়। দেহ হচ্ছে আত্মার (নাফস) জন্য পর্বত (বা পরিবহনের বাহন) এবং স্ব হচ্ছে জ্ঞানের আবাসস্থল এবং [ঐশ্বরিক] জ্ঞান (ঈশ্বরের জ্ঞান বা মা'*রিফা)* মানব জীবনের আসল উদ্দেশ্য এবং এটি একজনের স্বতন্ত্র গুণ। একটি তৈরি করা হয়েছে শুধু এই উদ্দেশ্যেই। ঘোড়ার যেমন একটি গাধার সাথে প্রচুর পরিমাণে ওজন বহন করার ক্ষমতা এবং শক্তি রয়েছে তবে মহিমা, সৌন্দর্য এবং গতিতে তার চেয়ে অনেক উন্নত, তেমনি এমন কিছু গুণাবলী রয়েছে যা মানুষকে গাধা বা ঘোড়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর করে তোলে এবং এই স্বতন্ত্র গুণাবলী ঈশ্বরের নিকটবর্তী ফেরেশতাদের গুণাবলীর অন্তর্গত। মানুষ ফেরেশতা এবং প্রাণীদের মধ্যে একটি সৃষ্টি, কারণ খাদ্য এবং পুষ্টির দিক থেকে, একটি উদ্ভিদ; ইন্দ্রিয়, চলাচল, ক্ষমতা এবং কর্মের ক্ষেত্রে একজন একটি প্রাণী; এবং চেহারা এবং বিল্ডের দিক থেকে, একটি দেয়ালের একটি চিত্র। জ্ঞানের [মানব] গুণ এবং জিনিস এবং বিষয়ের বাস্তবতা উপলব্ধি একজনকে প্রাণী

থেকে আলাদা করে। যে ব্যক্তি নিজের দৈহিক অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়কে জ্ঞান ও কর্মের অন্বেষণে ব্যবহার করে (সেই জ্ঞান অনুযায়ী, মনে রাখবেন যে, সকল জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বরিক জ্ঞান যা একজনকে জ্ঞানের অবস্থা প্রদান করে], সে কেবল ফেরেশতাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়, বরং তাকে ফেরেশতাদের শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত এবং তাকে "ঈশ্বরের ফেরেশতা" বলা হয় (*মালাক রব্বানী*যেমন আল্লাহ তাআলা নারীদেরকে নবী ইউসুফ (সাঃ) এর সৌন্দর্যের সাক্ষী বানিয়েছেন, তেমনি স্বীকারোক্তি দিয়েছেন:

مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَآ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ

"তিনি একজন মানুষ হতে পারেন না, বরং তিনি ঈশ্বরের একজন ফেরেশতা। (কুরআন, অধ্যায় 12, আয়াত 31)

যে ব্যক্তি নিজের দৈহিক ভোগকে তার চিন্তা ও কর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে (অর্থাৎ নিজের জীবনের উদ্দেশ্য) এবং সেগুলোতে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়ে যায়, সে সেই গবাদি পশুর মতো, যার চারণ ও খাওয়া ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই এবং সে পশুর শ্রেণীতে প্রবেশ করে। সেক্ষেত্রে কেউ বল্ঠের মতো বোকা বা শূকরের মতো লোভী বা কুকুরের মতো ক্রুদ্ধ বা উটের মতো অহংকারী বা চিতার মতো অহংকারী বা শিয়ালের মতো প্রতারক হবে এবং যদি কেউ এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য এবং পশুবাদী গুণাবলীর মূর্ত প্রতীক হয় তবে সে অভিশপ্ত শয়তান (*শায়তান আল-রাজিম*) হবে।

এমন কোনও বাহ্যিক অঙ্গ বা অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় (বা অনুষদ) নেই যা ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠতা এবং ঘনিষ্ঠতার জন্য ব্যবহার করা যায় না কারণ এটি কৃতজ্ঞতা এবং কৃতজ্ঞতার বইয়ে ব্যাখ্যা করা হবে। যে ব্যক্তি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সঠিকভাবে (সঠিক উদ্দেশ্যে) ব্যবহার করে, সে সফলতা অর্জন করে এবং যে [ঐশ্বরিক আদেশ] অমান্য করে সে বড় ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং অপমানিত হয়। ব্যক্তির সুখ ও সাফল্যের পরিপূর্ণতা এবং সুখের পরিপূর্ণতা হ'ল যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাতকে নিজের [জীবনের] উদ্দেশ্য হিসাবে, পরকালকে তার সত্য ঘর হিসাবে, বর্তমান বিশ্বকে একটি অস্থায়ী মাইলফলক বা স্টেশন হিসাবে, দেহকে তার আরোহণ হিসাবে গ্রহণ করে, [শারীরিক] অঙ্গগুলি [এবং ইন্দ্রিয়গুলি] তার দাস হিসাবে, এবং তার উপলব্ধি এবং বোধগম্যতার অনুষদ করে, যার বাসস্থান [শারীরিক] হৃদয়ের মধ্যবর্তী অংশ, রাজা হিসাবে এবং মস্তিষ্কের সামনের অংশে চিন্তা ও কল্পনার অনুষদকে রাজার বার্তাবাহক হিসাবে বিবেচনা করেন কারণ ইন্দ্রিয় থেকে সংবাদ একজনের কাছে আসে এবং স্মৃতি, স্মৃতি এবং স্মৃতির অনুষদে বাস করে এবং তাদের (অর্থাত্ ইন্দ্রিয় থেকে সংবাদ) কোষাধ্যক্ষের মতো রক্ষা করে [যিনি ধন রক্ষা করেন]। জিহ্বা তার অভিব্যক্তি বা মুখপাত্র, সক্রিয় অঙ্গগুলি তার অভিনেতা, পাঁচটি ইন্দ্রিয় তার রাজ্যের গুপ্তচর এবং এই প্রতিটি ইন্দ্রিয় অনুসন্ধান এবং সরবরাহের জন্য নিযুক্ত করা হয়।

চোখের দায়িত্বের ক্ষেত্র রঙের জগতের সাথে সম্পর্কিত, কান শব্দের জগতের সাথে এবং নাক গন্ধের জগতের সাথে সম্পর্কিত। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি তাদের নিজ নিজ জগৎ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে এবং তাদের বিবেচনা এবং চিন্তার অনুষদে সরবরাহ করে। বিবেচনা ও চিন্তার অনুষদ, যা বার্তাবাহক, এই সংবাদগুলি রাজ্যের কোষাধ্যক্ষের কাছে পৌঁছে দেয় যা স্মৃতির অনুষদ। স্মৃতি অনুষদ রাজার কাছে সংবাদ হস্তান্তর করে (উপলব্ধি এবং বিবেচনার অনুষদ) এবং একজন এমন সংবাদ নির্বাচন করে যা রাষ্ট্রের কার্যাবলী পরিচালনায় দরকারী, হাতের যাত্রা সম্পূর্ণ করতে সহায়তা করে, রাষ্ট্রের শত্রুদের পরাজিত করতে এবং পথের দস্যুদের মোকাবেলায় সহায়তা করে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়সমূহকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা এবং তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত রাখা একটি মহান আনন্দ ও সাফল্য এবং এর মধ্যে আল্লাহর [অপরিসীম] নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা নিহিত রয়েছে। যে ব্যক্তি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (ও ইন্দ্রিয়কে) অবহেলার মধ্যে রাখে [তাদের দায়িত্ব পালনের দিকে] সে দুর্ভাগ্যজনক, অপমানিত পরাজিত। এই ধরনের একজন ঈশ্বরের অনুগ্রহকে অস্বীকার করে যা শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের নিয়োগ করার জন্য একজনকে দেওয়া হয়েছিল, শত্রুদের সম্মান করেছে এবং ঐশ্বরিক বাহিনীকে অপমান করেছে। শেষ পর্যন্ত পরকালে কঠোর শাস্তি ও লাঞ্ছনা প্রাপ্য। আমরা পরকালের লাঞ্ছনা ও প্রতিশোধ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমেন।

আমাদের উল্লিখিত উপমা কা'ব আল-আহবার (রাঃ) (যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও সাহায্যকারী ছিলেন) এর ঐতিহ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন, তিনি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু আনহুকে বললেন, 'মানুষের চোখ পথপ্রদর্শক, কান কারো রক্ষক, জিহ্বা হচ্ছে মুখপাত্র বা প্রেরণকারী, হাত হচ্ছে সৈন্যবাহিনী, পা হচ্ছে দূত এবং হৃদয় হচ্ছে রাজা। রাজা ভালো হলে তার প্রজারাও ভালো হবে। তিনি বলেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এ রকমটি শুনেছি। (এই ঐতিহ্য দ্বারা প্রেরণ করা হয়েছে আবু নাঈম (রহঃ) গ্রন্থে *আবু নাঈম,* '*মাসনাদ আত-তাসিন*' গ্রন্থে *তাবরানী* এবং রাসূলুল্লাহ সাহাবী ও সাহায্যকারী আবু হুরায়রা (রাঃ) এর কর্তৃত্বের উপর ভিত্তি করে 'শা'*আব আল-ঈমান*-এ *বায়হাকী।* হযরত আলী (রাঃ) হৃদয়ের একটি উপমা তুলে ধরে বলেছেন, 'হৃদয় পৃথিবীতে আল্লাহর পাত্র। তাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হলেন সবচেয়ে নরম, পবিত্র এবং দৃঢ়। হৃদয়ের কোমলতা, পবিত্রতা ও দৃঢ়তা হলো এটি তার ভাইদের জন্য নরম, তার প্রত্যয়ে পরিষ্কার ও পবিত্র এবং ঐশ্বরিক পথে (*দ্বীন*) দৃঢ়।

উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) (যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও সাহায্যকারী ছিলেন) নিম্নোক্ত আয়াতটি ব্যাখ্যা করছেন:

مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ

"আল্লাহর নূরের দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেন একটি কুলুঙ্গি এবং তার ভেতরে একটি প্রদীপ রয়েছে। (কুরআন, অধ্যায় 24, আয়াত 35)

তিনি বলেন, 'এটা মুমিন ও তার অন্তরের আলোর দৃষ্টান্ত এবং এই দৃষ্টান্ত।

أَوْ كَظُلُمَـٰتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ

নাকি গভীর সমুদ্রের অন্ধকারের গভীরতার মতো। (কুরআন, অধ্যায় 24, আয়াত 40)

এটি একজন মুনাফিকের হৃদয়ের মতো"।

যায়েদ ইবনে আসলাম এই ট্যাবলেটকে "সংরক্ষিত ট্যাবলেট" ("লোহ *মাহফুদ*") নামে অভিহিত করেছেন। সংরক্ষিত ট্যাবলেটে সমস্ত সৃষ্টি এবং অস্তিত্ব এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত ঘটনার একটি সম্পূর্ণ রেকর্ড রয়েছে) যা কুরআনে একজন বিশ্বাসীর হৃদয় হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং [বিখ্যাত সাধু এবং জ্ঞানবাদী] সাহল আল-তুস্তারি হৃদয়কে *"আরশ"* (কেবল "সিংহাসন" (কেবল "সিংহাসন" তবে বাস্তবে, এটি *ঐশ্বরিক* সর্বশক্তিমানের আধিপত্য) এবং "কুর্সি*" (*সর্বোচ্চ *ঐশ্বরিক* শ্রেষ্ঠত্বের স্বর্গীয় আসন) এর সাথে তুলনা করেছেন।

হৃৎপিণ্ডের বিস্তৃত বৈশিষ্ট্য (*কালব)* এবং এর উদাহরণ

জেনে রাখা উচিত যে, মানুষের সৃষ্টি ও গঠন চারটি জিনিসের সংমিশ্রণ। অতএব, একজনের চার ধরণের গুণ এবং বৈশিষ্ট্য রয়েছে যথা পশু, পশুবাদী, শয়তান এবং ঐশ্বরিক। ক্রোধ এবং ক্রোধ একজনকে আধিপত্য বিস্তার করার ক্ষেত্রে, তারা একজনকে শত্রুতা, বিদ্বেষ, মারধর, মৌখিক গালিগালাজ এবং অভিশাপের মতো পশু কাজ করতে বাধ্য করে। কামনা এবং শারীরিক আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে একজনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, একজন লোভ, লোভ, ব্যভিচার এবং ঈর্ষার মতো পশুত্ববাদী ক্রিয়া করে। কুরআনে বর্ণিত ঐশ্বরিক হুকুম হওয়ায়:

قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى

বলুন, আত্মা আমার পালনকর্তার আদেশ থেকে এসেছে। (কুরআন, অধ্যায় 17, আয়াত 85)

একজন প্রভুত্ব দাবি করে এবং অহংকার, অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব, বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্রতার অদ্ভুততা পছন্দ করে এবং [ঈশ্বরের প্রতি] দাসত্ব, নম্রতা এবং পরাধীনতা অপছন্দ করে। একইভাবে, একজন সমস্ত জ্ঞান সম্পর্কে সচেতন হতে পছন্দ করে এবং জ্ঞানের সাথে মেলামেশা একজনের প্রিয় এবং অজ্ঞতার সাথে মেলামেশা একজনের কাছে অপছন্দ হয়। কেউ বিষয়ের বাস্তবতা উপলব্ধি করার দাবি করে এবং জ্ঞান এবং জ্ঞান অর্জন করার দাবি করে, যদিও সমস্ত বাস্তবতা উপলব্ধি করার বৈশিষ্ট্য এবং সমস্ত সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রভুত্বের বৈশিষ্ট্য [যা একজন মানুষের জন্য উপযুক্ত নয় তবে কেবল ঈশ্বরের জন্য], তবে দাসত্ব এবং দাসত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি [ঈশ্বরের প্রতি] নয়। পশু ও প্রাণীর সাথে ক্রোধ ও কামনার বৈশিষ্ট্য ভাগ করে নেওয়া সত্ত্বেও, মানুষের বিচক্ষণতার ক্ষমতা রয়েছে, তাই একজনের একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা শয়তানের গুণ। শয়তান মাথা থেকে পা পর্যন্ত মন্দ এবং মানুষ নিজের বিচক্ষণতাকে মন্দ উপায়ে ব্যবহার করে এবং নিজের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতারণা ও প্রতারণা ব্যবহার করে এবং মন্দের বীজ বপন করে ভালোর আবাসস্থলে (অর্থাত্ মানব অস্তিত্ব)। এগুলি শয়তানদের বৈশিষ্ট্য এবং এমনকি সেই লোকেরা শয়তানদের বৈশিষ্ট্যগুলি ভাগ করে নেয় যাদের মধ্যে ঐশ্বরিক, শয়তান, পশু এবং পশুবাদী গুণাবলী রয়েছে। এই চারটি গুণের কেন্দ্রবিন্দু হ'ল হৃদয় এমন যে মানুষের ত্বকের মধ্যে শূকর, কুকুর, শয়তান এবং জ্ঞানী সবাই একত্রিত হয়। শূকর কামনা এবং কামনা করার প্রতীক। এই অশুচি পশু যা খারাপ অন্তরের গুণাবলীর অধিকারী তার রঙ এবং বাহ্যিক চেহারার কারণে খারাপ নয়, বরং তার লোভ এবং কামনার কারণে খারাপ। এটি একটি কুকুরের অবস্থাও যা ক্রোধের মূর্ত রূপ। কিছু প্রাণী অপছন্দ করা হয় না কারণ তারা প্রাণী কিন্তু তাদের পশুত্ব এবং শত্রুতার মতো চরম পশুত্ববাদী গুণাবলী রয়েছে। একইভাবে মানুষের অন্তরের সত্তা (*বাতিন)* পশুর মতো পশুত্ব, শত্রুতা, ক্রোধ এবং শূকরের লোভ ও কামনার অধিকারী। বন্য জন্তু তার ক্রোধকে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার জন্য প্ররোচিত করে এবং শূকর তার লোভকে ব্যভিচার করার জন্য প্ররোচিত করে এবং শয়তান এই উভয় [মন্দ গুণগুলিকে] একে অপরের বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াইয়ে রাখে - কখনও কখনও সে ক্রোধের বিরুদ্ধে লোভকে উস্কে দেয় এবং কখনও কখনও লোভের বিরোধিতা করার জন্য ক্রোধকে প্ররোচিত করে, একই সময়ে, সে এই গুণাবলী থেকে উদ্ভূত সহজাত প্রবৃত্তির প্রশংসা করে।

বুদ্ধি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এর কাজ হচ্ছে শয়তানের প্রতারণা ও প্রতারণাকে প্রতিহত করা এবং এর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও স্পষ্ট আলো (যুক্তি, শালীনতা ও বোধগম্যতার) ব্যবহার করা, শয়তানের ইঙ্গিতকে ধ্বংস করা এবং কুকুরের ক্রোধ দিয়ে শূকরের

লালসাকে পরাজিত করা, কারণ কামনা ক্রোধের সাথে শেষ হয় [কামনার ক্ষতিকারক পরিণতির বিরুদ্ধে]। একইভাবে, বুদ্ধির উচিত কুকুরের উপর শূকরকে চাপিয়ে দেওয়া যাতে তার পশুত্বের অবসান ঘটে এবং কুকুরকে (ক্রোধ / ক্রোধ) তার জ্ঞান এবং কৌশলের মাধ্যমে সংযত এবং বাধ্য রাখে। যদি বুদ্ধি তা করে, তাহলে দেহের রাজ্য একটি ন্যায়সঙ্গত ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা বজায় রাখবে এবং অঙ্গগুলি তাদের কাঙ্ক্ষিত কর্তব্য পালন করতে থাকবে। কিন্তু যদি জ্ঞানী ব্যক্তি (বুদ্ধি) তার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয় এবং শয়তানের মোকাবেলা করতে না পারে এবং শূকর ও কুকুরকে বশীভূত করতে না পারে তবে এই তিনজন একজনের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে এবং একজনকে এমনভাবে তাদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করবে যাতে প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কেউ মুক্তি পাবে না বরং তার পরিবর্তে সে সারা জীবন তাদের দাস এবং আজ্ঞাবহ হবে। অধিকাংশ মানুষই এই কারাগারে [প্রকৃত মুক্তি ও স্বাধীনতা থেকে অনেক দূরে] জীবন যাপন করছে, কারণ তাদের পুরো সংগ্রাম পেট ও গোপনাঙ্গের লালসার জন্য। এটা আশ্চর্যজনক যখন এই লোকেরা মূর্তিপূজাকে তাদের সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু করে এবং উপহাস করে। যদি তাদের চোখ থেকে অবহেলা ও অসাবধানতার ঘন পর্দা সরিয়ে ফেলা হয়, তাহলে তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের আনুগত্য ও ইবাদতের সাক্ষী থাকবে। কখনো তারা শূকরের সামনে সিজদা করে, কখনো কুকুরের সামনে হাত জোড় করে প্রণাম করে। তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা তাদের বিশ্বাস এবং তাদের ইশারা এবং আহ্বানে অপেক্ষা করা তাদের কর্ম। যদি এই ধরনের লোকদের সামনে বাস্তবতা শারীরিক রূপে মূর্ত হয়, তবে তারা তাদের নিজের চোখে সাক্ষ্য দেবে যে তাদের এবং মূর্তিপূজার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। তারা এই জাতীয় প্রাণীদের (নিম্ন আত্মার মন্দ প্রবণতা এবং দাবি) উপাসনা করে শয়তানের অনুমোদন অর্জন করে। এটি শয়তান যা শূকর এবং কুকুরকে মানুষের কাছ থেকে নিজের জন্য সঠিক সেবা করার জন্য প্ররোচিত করে। বিষয়টির সত্যতা হ'ল যারা শূকর এবং কুকুরের ইশারা এবং ডাকে থাকে তারা শয়তানের প্রতারণার জালে আটকা পড়ে।

আল্লাহর প্রত্যেক বান্দাকে (অর্থাৎ মানুষের) উচিত তার চলাফেরা ও স্থিরতা, কথা ও নীরবতার উপর নজর রাখা এবং অন্তর্দৃষ্টির অভ্যন্তরীণ চোখ খোলা রাখা। যদি কেউ ন্যায়বিচার এবং ন্যায্যতার সাথে নিজের অভ্যন্তরীণ অবস্থায় এটি করতে সক্ষম হয়, তবে সে জানতে পারবে যে কেউ তার দিনটি ঈশ্বরের আনুগত্যে ব্যয় করে নাকি নিম্ন আত্মার উপাসনায় ব্যয় করে। এই অত্যাচার কত বড় যে নিম্ন আত্মার উপাসকরা একজন প্রভুকে দাসে এবং প্রভুকে পরাধীন করে তুলেছে! আধিপত্য ও নেতৃত্বের অধিকার বুদ্ধির ছিল, কিন্তু শূকর, কুকুর এবং শয়তান তার কাছ থেকে তা কেড়ে নিয়েছে এবং তাকে পরাধীন ও কারাগারে বন্দী করেছে। যখন বুদ্ধি নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়, তখন তা এই তিনটি [জঘন্য] বৈশিষ্ট্যের আনুগত্য ফলপ্রসূ করে এবং এই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলি হৃদয়ে গেঁথে যায় যার চূড়ান্ত পরিণতি ধ্বংস এবং অপমান ছাড়া আর কিছুই নয়।

কামনা ও ব্যভিচারের শূকরের প্রতি আনুগত্য নির্লজ্জতা, নিকৃষ্টতা, অপব্যয়, কৃপণতা, জাঁকজমক, আড়ম্বর, অপমান, অনৈতিকতা, লোভ, কামনা, চাটুকার, ঈর্ষা, শত্রুতা, ঘৃণা এবং অন্যান্য জঘন্য [এবং নেতিবাচক] বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের থেকে [মানব হৃদয় ও আত্মায়] জন্ম নেয়। ক্রোধ ও ক্রোধের কুকুরের প্রতি আনুগত্যের ফলে অত্যধিক বিদ্বেষ, আত্ম-অহংকার, আত্ম-ধার্মিকতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, অহংকার, আত্ম-অহংকার, উপহাস, অবজ্ঞা, মন্দ অভিপ্রায় এবং নিষ্ঠুরতার আকাঙ্ক্ষা এবং অন্যান্য মন্দ বৈশিষ্ট্য তাদের থেকে জন্ম নেয়। ক্রোধ ও কামনার দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকৃতপক্ষে শয়তানের আনুগত্য, যার ফলে উপরে উল্লিখিত নেতিবাচক এবং নিকৃষ্ট অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যগুলির জন্ম হয় এবং এর ফলে প্রতারণা, প্রতারণা, প্রতারনা, প্রতারনা, জেদ, অসততা, অশ্লীলতা এবং তাদের মতো আরও অনেকের মতো খারাপ অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যগুলি প্ররোচিত হয়। যদি পরিস্থিতি এর বিপরীত হয় এবং এই সকল অশুভ শক্তির উৎস এবং তাদের কারণগুলি *ঐশ্বরিক* গুণাবলীর প্রজ্ঞা ও আলোকিত প্রভাবের অধীন হয়ে যায়, তবে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, প্রত্যয়, বস্তুর বাস্তবতা উপলব্ধি, বিষয়ের গভীর অন্তর্দৃষ্টি, দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার শক্তির কারণে অন্যের উপর প্রাধান্য প্রদান, জ্ঞানের পরিপূর্ণতা এবং হৃদয়ের অন্যান্য [মহৎ ইতিবাচক অন্তর্নিহিত] গুণাবলীর কারণে অন্যের উপর পার্থক্যের অধিকার হৃদয়কে আচ্ছাদিত করে। কামনা ও ক্রোধের প্রতি আনুগত্য ও বশীভূত হওয়া এখন আর প্রয়োজন হয় না, বরং কামনার শূকরকে তার সীমার মধ্যে [শালীনতা এবং *ঐশ্বরিক* আইন] বন্দী করে রাখার ফলে নির্দোষতা, শালীনতা, সন্তুষ্টি, প্রশান্তি, জাগতিকতা এবং বস্তুবাদী লোভ থেকে বিরত থাকার মতো মহান অভ্যন্তরীণ গুণাবলী পাওয়া যায় (*জুহদ*), সরলতা, ধার্মিক বিস্ময়, ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভয়, অভ্যন্তরীণ তৃপ্তি ও সুখ, বিনয় ও লজ্জা, সুন্দর শারীরিক ও বাহ্যিক চেহারা, সুন্দর অভ্যন্তরীণ স্বভাব, চরিত্র ও আচরণ হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করে। ক্রোধের কুকুরকে তার শৃঙ্খলের মধ্যে সংযত রাখার ফলে সাহসিকতা, দয়া, মহত্ত্ব [আত্মার], ধৈর্য, নিম্ন আত্মাকে সংযত করা [নিজের এবং অন্যের ক্ষতি ও কষ্ট করা থেকে], সহনশীলতা, অধ্যবসায় এবং শালীনতা এবং অনুরূপ মহৎ অভ্যন্তরীণ গুণাবলী হৃদয়ে জন্মগ্রহণ করে। হৃদয় একটি [পালিশ] আয়নার মতো [এটি ধূলিকণায় আচ্ছাদিত হওয়ার আগে বা আত্মার অভ্যন্তরীণ মন্দ এবং নেতিবাচকতায় কলঙ্কিত হওয়ার আগে]। ক্রোধ, কামনা এবং শয়তানের আনুগত্য [এটি হৃদয়ে মন্দ প্ররোচনার আকারে প্রবেশ করে] এই আয়নার সৌন্দর্য এবং স্পষ্টতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং [ফলস্বরূপ] মানুষ এর মধ্যে নিজের প্রতিচ্ছবি স্পষ্টভাবে দেখতে পারে না। প্রশংসনীয় সুন্দর আভ্যন্তরীণ গুণাবলী [আত্মার] এই আয়নার উজ্জ্বলতা ও উজ্জ্বলতা এতটাই বৃদ্ধি করে যে এমনকি [ঈশ্বরের] *ঐশ্বরিক* সৌন্দর্যও তার পূর্ণ মহিমা নিয়ে এতে উপস্থিত হয় (এটিই বলা হয়" *মা'রিফা*" বা ঈশ্বরের জ্ঞান, যার প্রাপ্তি একজনের জীবনের আসল উদ্দেশ্য) এবং বস্তুর বাস্তবতা যা সন্ধান করা হয় [সত্য এবং অনন্ত আধ্যাত্মিক সংগ্রামের উদ্দেশ্য হিসাবে চিরন্তন সত্যের উন্মোচনের পরিপ্রেক্ষিতে]। নিম্নলিখিত *হাদীস* (নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি ভবিষ্যদ্বাণী বা উক্তি) এমন একটি পরিচ্ছন্ন, পরিষ্কার ও আলোকিত হৃদয়ের দিকে ইঙ্গিত করে:

اذا اراد الله لعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه

"আল্লাহ যখন কোন বান্দার জন্য কল্যাণ ইচ্ছা করেন, তখন তিনি অন্তরে একজন উপদেশকারী সৃষ্টি করেন। (বর্ণনা করেছেন *হাদীস* সংগ্রহ *আবু মনসুর আদ-দায়ালামী* হযরত মুহাম্মাদ সাল্লামা সাল্লামা (সা.) এর স্ত্রীর কর্তৃত্বে।

আরেকটি নবী *হাদীসে* বলা হয়েছে, যার অন্তরে উপদেশকারী আছে, আল্লাহ তাআলা এমন হৃদয়কে রক্ষা করার জন্য একজন অভিভাবক নিয়োগ করেন। এ ধরনের হৃদয় আল্লাহর স্মরণের কেন্দ্রবিন্দু এবং এ ধরনের ঐশ্বরিক স্মরণের মাধ্যমে প্রশান্তি খুঁজে পায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ

"নিশ্চয় আল্লাহর স্মরণ দ্বারা অন্তর প্রশান্তি ও প্রশান্তি লাভ করে। (কুরআন, 13 অধ্যায়, আয়াত 28)

নিন্দনীয় ও মন্দ নৈতিকতা ও আচরণ হৃদয়ের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে, ঠিক যেমন ধোঁয়া ও ধূলিকণা আয়নার স্পষ্টতা ও উজ্জ্বলতাকে মেঘলা করে দেয়। পাপের অন্ধকারে হৃদয়ের আয়না অন্ধকার হয়ে যায়। এই অন্ধকার এক ধরনের পর্দা যা একজন দাস (অর্থাৎ মানুষ) এবং ঈশ্বরের মধ্যে টানা হয়। এই পর্দাকে "সীলমোহর" (তাবা*)* এবং "মরিচা" (রান*)* হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এমন হৃদয় সম্পর্কে কুরআন বলে:

كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ

"এটি বস্তুর বাস্তবতা নয়, বরং [পরিবর্তে] তাদের [অন্যায় এবং মন্দ] কর্মের কারণে তাদের হৃদয়ে মরিচা জমে গেছে। (কুরআন, অধ্যায় 83, আয়াত 14)

أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَٰهُم بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

"আমরা যদি ইচ্ছা করতাম, তাহলে তাদের পাপের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দিতাম এবং তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়ে দিয়েছি, যাতে তারা শোনা না। (কুরআন, সপ্তম অধ্যায়, আয়াত 100)

অন্য আয়াতে (নিজের কল্যাণের জন্য সত্য ও উপদেশ) না শোনা মানে অন্তরের মোহর মোহর মরা। অন্য জায়গায়, শ্রবণকে ধার্মিক ভয়, শ্রদ্ধা এবং আল্লাহর প্রতি ভয় (তাকওয়া) রাখার শর্ত দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ

"তোমরা ভয়, ভয় ও আল্লাহকে ভয় কর এবং শুনুন। (কুরআন, অধ্যায় 5, আয়াত 108)

وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ

"পরহেযগার ভয়, ভয় ও ভয় কর। আর তিনিই তোমাদেরকে জ্ঞান দান করেন এবং তোমাদেরকে শিক্ষা দেন বস্তুগত ও অবাস্তব বিষয়, যা তোমরা ইতিপূর্বে জানতে না। (কুরআন, দ্বিতীয় অধ্যায়, আয়াত 282)

যখন পাপ (মন্দ, অনৈতিক, ক্ষতিকারক, নেতিবাচক এবং আত্ম-ক্ষতিকারক ক্রিয়া) বৃদ্ধি পায়, তখন হৃদয় সিলমোহর দেওয়া হয় এবং সত্য উপলব্ধি এবং কারও [অভ্যন্তরীণ নেতিবাচক] অবস্থার সংস্কারের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়। পরকালের বিষয় কারও কাছে গুরুত্বপূর্ণ থাকে না, পার্থিব জাঁকজমক একজনের কাছে সবকিছু হয়ে যায়, সে পার্থিব সম্পদ ও সম্পদের প্রতি লোভী হয়ে পড়ে এবং তার প্রাপ্তির জন্য নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে, পরকালের উপদেশ হৃদয়কে প্রভাবিত না করে বাতাসের মতো কানের কাছে চলে যায় এবং নিজের ভুল সংশোধন করার ক্ষমতা এবং পাপ থেকে অনুতপ্ত হওয়ার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়।

কুরআন ও হাদিসে যে হৃদয়ের অন্ধকার উল্লেখ করা হয়েছে , তা আসলে হৃদয়ের এমন অবস্থাকে বোঝায়। মাইমুন ইবনে মুহরান (রহমত) বলেন, 'যখন কোন বান্দা কোন পাপ করে, তখন তার হৃদয়ে একটি কালো বিন্দু দেখা দেয়। যদি কেউ তা থেকে বিরত থাকে এবং হৃদয়ের আন্তরিক সত্য অনুতপ্ত করে আল্লাহর কাছে তওবা করে, তবে এই বিন্দু মুছে যায় এবং হৃদয় তার অবস্থায় ফিরে আসে [এটি সেই গুনাহ করার পূর্বে ছিল]। যদি কেউ সেই পাপের দিকে ফিরে আসে বা অন্য [প্রকার] পাপ করে, তবে সেই বিন্দুর অন্ধকার এবং আকার উভয়ই বৃদ্ধি পায় যতক্ষণ না [এমন একটি সময় আসে যখন এই কালো বিন্দুটি সমগ্র হৃদয়কে ঘিরে ফেলে। এই অন্ধকারই হৃৎপিণ্ডের মরিচা [যার ফলে এর সীলমোহর হয়ে যায় যা কোন ইতিবাচকতা ও আলোকসজ্জাকে তাতে পৌঁছাতে বাধা দেয়]"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

قَلْبُ الْمُؤمِنِ أَجْرَدُ فِيهِ سِرَاجٌ يَزْهَرُ وَقَلْبُ الْكَافِرِ أَسْوَدُ مَنْكُوسٌ

"একজন মুমিনের হৃদয় একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে পরিষ্কার [এবং আলোকিত ও আলোকিত] [যা ইতিবাচক সবকিছুর দিকে রূপান্তরের জন্য একজনের আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার কারণে তার স্পষ্টতা এবং উজ্জ্বলতার মাধ্যমে আলো নির্গত করে] এবং একজন অবিশ্বাসীর হৃদয় অন্ধকার এবং উল্টে যায় [কারও আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা এবং তার নেতিবাচক সন্তুষ্টির অভাবের কারণে, নিম্নমুখী প্রবণতা]। (বর্ণনা করেছেন *হাদীস* সংকলন *মোসনাদ আহমাদ* ও *আত-তাবারানী* রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু সাঈদ (রহঃ) এর বিধান প্রকট হযরত।

আল্লাহর প্রতি আনুগত্য (ঐশ্বরিক আদেশ পালনের মাধ্যমে) এবং নিম্ন আত্মার (নাফ) কামনার বিরোধিতা করে, অন্তরের পলিশকারী হিসাবে কাজ করে এবং পাপ তাকে (হৃদয়কে) অন্ধকার রাতের মতো অন্ধকার করে তোলে। পাপ করার পর সৎকর্ম করলে হৃদয় অন্ধকার হয়ে যায় না, বরং এর আলো কমে যায়, ঠিক যেমন একটি আয়না গরম শ্বাসের সংস্পর্শে আসে এবং তারপর পরিষ্কার করা হয় এবং আবার গরম শ্বাসের সংস্পর্শে আসে যা তার পৃষ্ঠকে কলঙ্কিত করে, এর উজ্জ্বলতা কিছুটা হ্রাস পাবে এবং এই কলঙ্কের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে মুছে যাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার ধরনের হৃদয়ের কথা উল্লেখ করেছেন:

القلوب اربعة قلب اجرد فيه سراج يزهر فذالك قلب المؤمن وقلب اسود منكوس فذالك قلب الكافر وقلب اغلف مربوط على غلافه فذالك قلب المنافق وقلب مصفح فيه ايمان ونفاق فمثل الايمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ومثل النفاق كمثل القرحة يمدها القيح والصديد فاى المادة غلبت عليه حكم لها وفى رواية ذهبت به

"হৃদয় চার প্রকার: এক ধরনের হৃদয় পরিষ্কার (এবং স্পষ্টতা ও ক্ষীণতা আছে), তাতে একটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত থাকে [আলোকিত ও আলো নির্গত করে]। এটা একজন মুমিনের হৃদয়। এক ধরনের যদি হৃৎপিণ্ড অন্ধকার হয় এবং উল্টে যায়। এটা একজন কাফেরের হৃদয়। এক ধরনের হৃদপিণ্ড একটি আচ্ছাদনে আবৃত থাকে এবং এর খোলা বন্ধ থাকে। এটা একজন মুনাফিকের হৃদয়। এক ধরনের হৃদয়ে বিশ্বাস ও ভণ্ডামি উভয়ই সহাবস্থান করে। এই ধরনের হৃদয়ে বিশ্বাসের উপমা সবুজের [এবং গাছপালা] এর মতো যা বিশুদ্ধ জলের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং ভণ্ডামির উপমা এমন একটি ক্ষতের মতো যা এতে স্রাব এবং নোংরা পদার্থের কারণে ক্রমশ বাড়তে থাকে। যে পদার্থই আধিপত্য বিস্তার করে তা এইরকম হৃদয়কে আদেশ দেবে। (বর্ণনা করেছেন হযরত *মুসনাদ আহমাদ* ও *তাবারানী সাগীর* রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু সাঈদ আল-খুদরী (রহঃ) এর তত্ত্বাবধানে হাদীস *সংকলন করা হয়েছে*।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ إِذَا مَسَّهُمْ طَـٰٓئِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ تَذَكَّرُوا۟ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

"নিশ্চয়ই যারা পরহেযগার ভয়, শ্রদ্ধা, চেতনা ও আল্লাহকে ভয় করে, যখন তারা শয়তানের কাছ থেকে [নিকৃষ্ট] প্ররোচনা পায়, তখন তারা আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত হয় এবং তৎক্ষণাৎ তা দেখে চমকে যায় [তারা জানে যে শয়তান তাদের মন্দ কাজ করতে প্ররোচিত করার চেষ্টা করছে এবং তারা তাদের হৃদয়ে এক মুহূর্তের জন্যও এ বিষয়ে চিন্তা করতে দেবে না)। (কুরআন, সপ্তম অধ্যায়, আয়াত 201)

এই আয়াতটি প্রকাশ করে যে, হৃদয়, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা এবং [উচ্চ স্তরের চেতনা এবং সচেতনতা] অর্জিত হয় আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমেই এবং কেবল তারাই ঐশ্বরিক স্মরণে নিয়োজিত থাকে যারা *তাকওয়া* (পবিত্র ভয়, শ্রদ্ধা, চেতনা এবং আল্লাহর ভয়) এর [অন্তর] গুণের অধিকারী। ঐশ্বরিক স্মরণ আধ্যাত্মিক উন্মোচন (*কাশফ)* এর দিকে পরিচালিত করে যা একটি অসাধারণ সাফল্য এবং প্রভুর সাথে সাক্ষাতের একটি উপায় (অর্থাত্, জ্ঞান বা "মা'*রিফা"*, যার অর্জন একজনের জীবনের আসল উদ্দেশ্য)।

জ্ঞানের সাথে সম্পর্কের মধ্যে হৃদয়ের উপমা- হৃদয়ের মসৃণ আয়না এবং এতে প্রতিফলিত সত্যের আলো

এটা জানা উচিত যে জ্ঞানের আসন এবং বাসস্থান হ'ল হৃদয়। অন্য কথায়, এটি ঐশ্বরিক আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতা যা সমস্ত অঙ্গ এবং অনুষদের সিস্টেম পরিচালনা করে। সমস্ত অঙ্গ এই সূক্ষ্মতা পরিবেশন করে এবং এর অধীন। বস্তুর বাস্তব প্রকৃতি এবং জ্ঞানের সম্পর্কে, হৃদয়ের উপমা দৃশ্যমান বস্তু বা বোধগম্য বস্তুর সাথে সম্পর্কিত একটি আয়নার মতো। প্রতিটি দৃশ্যমান বস্তু এবং চেহারার প্রতিবিম্ব আয়নায় [হৃদয়ের] দেখা যায়। একইভাবে, প্রতিটি পরিচিত বস্তুর বাস্তবতা হৃদয়ে ছাপ পড়ে। আয়না যেমন একটি পৃথক বস্তু, দৃশ্যমান বস্তুর চেহারা পৃথক বস্তু এবং আয়নায় তাদের প্রতিফলন একটি পৃথক পদার্থ, হৃদয়ের জন্য একই পার্থক্য বিদ্যমান এবং আয়নার মতো, হৃদয়ের সাথে সম্পর্কিত তিনটি জিনিস রয়েছে। প্রথমটি হৃৎপিণ্ড, দ্বিতীয়ত, বস্তুর বাস্তবতা বা সত্য প্রকৃতি, এবং তৃতীয়ত, হৃদয়ে আবির্ভূত বস্তুর বাস্তবতার প্রতিফলন। হৃদয় হলো জ্ঞানী; বাস্তবতা এবং বস্তুর সত্য প্রকৃতি এর মধ্যে প্রবেশ করে। জ্ঞাত তথ্যগুলি বস্তু, এবং জ্ঞান হৃদয়ে এই জ্ঞাত ঘটনাগুলির প্রতিফলনের নাম। তলোয়ার ধরার জন্য যেমন তিনটি জিনিসের প্রয়োজন হয়: যা আঁকড়ে ধরে, যেমন হাত; যা ধরা পড়েছে, যেমন তলোয়ার; এবং

তলোয়ার হাতে রেখে তলোয়ার এবং হাতকে একত্রিত করার কাজকে আঁকড়ে ধরার কাজ বলা হয়, তেমনি বুদ্ধির প্রতিমূর্তির হৃদয়ে উপস্থিতিকেও বোধগম্য বলা হয়। তেমনি হৃদয়ে বুদ্ধিমত্তা বা পরিচিত প্রতিচ্ছবির প্রতিফলনকে জ্ঞান বলা হয়। কখনও কখনও, বাস্তবতা এবং ঘটনাগুলি বিদ্যমান থাকে, এবং হৃদয়ও উপস্থিত থাকে তবে জ্ঞান এবং বোধগম্যতার কোনও অর্জন হয় না। কারণ জ্ঞান হৃদয়ে প্রবেশ করা বাস্তবতার নাম। ঠিক যেমন তলোয়ার এবং হাত আলাদাভাবে বিদ্যমান তবে কোনও আঁকড়ে ধরা বা ধরার উপায় নেই, কারণ এটি হওয়ার জন্য, হাতকে অবশ্যই তলোয়ারের কাছে পৌঁছতে হবে এবং এটি ধরতে হবে। উপলব্ধি এবং জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য হ'ল আঁকড়ে ধরতে তলোয়ার হাতে যায়, কিন্তু বাস্তবতা হৃদয়ে প্রবেশ করে না। একজন ব্যক্তির আগুন সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে, তবে এর অর্থ এই নয় যে আগুন নিজেই হৃদয়ে উপস্থিত রয়েছে। পরিবর্তে, এটি বলা হবে যে আগুনের বাস্তবতা হৃদয়ে রয়েছে যা তার বাহ্যিক অস্তিত্ব এবং চেহারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অতএব, হৃদয়কে আয়নার সাথে তুলনা করা হয়েছে কারণ কোনও কিছুই [শারীরিকভাবে] এর মধ্যে প্রবেশ করে না, পরিবর্তে, কোনও বস্তুর প্রতিফলন বা চিত্র তার বাস্তব অস্তিত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে তার মধ্যে উপস্থিত হয়।

আয়নার সঙ্গে হৃদয়ের সাদৃশ্য ও উপমা: হৃদপিণ্ডকে আয়নার সঙ্গে তুলনা করাই ভালো। এর একটি কারণ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ হলো, কোনো কোনো কারণে আয়নায় কোনো বস্তুর চিত্র দেখা যায় না। একইভাবে, কিছু পরিস্থিতিতে, হৃদয়ের আয়না জিনিসগুলির বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়। বস্তুর চিত্রগুলি আয়নায় প্রতিফলিত না হওয়ার পাঁচটি কারণ রয়েছে: প্রথমত, এর গঠনে ত্রুটির কারণে, উদাহরণস্বরূপ, এটি কেবল একটি অপরিশোধিত লোহার টুকরো হতে পারে [যা আকার এবং পালিশ করা হয়নি] বা এর পদার্থে কোনও ত্রুটি থাকতে পারে, বা এর রূপটি সঠিক নাও হতে পারে। দ্বিতীয়ত, কোনও ত্রুটির কারণে যা এর মধ্যে প্রবেশ করেছিল বা এটি মরিচা পড়ে থাকতে পারে বা এর উজ্জ্বলতা এবং স্পষ্টতা হ্রাস পেয়েছে [এর পৃষ্ঠের ধূলিকণার কারণে]। তৃতীয়ত, যেহেতু এটি যে বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হওয়া উচিত তার দিক থেকে দূরে সরে গেছে বা সরানো হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, বস্তুটি [এটি প্রতিফলিত হওয়া উচিত] আয়নার পিছনে সরানো হয়েছে। চতুর্থত, আয়না এবং বস্তুর মধ্যে একটি পর্দা বা পর্দা আঁকা হয়েছে। পঞ্চমত, যে বস্তুর প্রতিবিম্ব আয়নায় দেখা দরকার তার দিক সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে, অন্যদিকে আয়নায় তার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করার জন্য এটিকে আয়নার অবস্থান এবং দিকের সামনে রাখার প্রয়োজন রয়েছে।

হৃদয়ের আয়নার অবস্থা এমনই। সত্য ও বাস্তবতার সকল বিষয় এর মধ্যে প্রকাশিত হতে পারে। কিন্তু অনেকের হৃদয় এই জ্ঞান পায় না। এর পিছনে একই পাঁচটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, হৃদয় অন্তর্নিহিতভাবে ত্রুটিযুক্ত হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, একটি শিশুর হৃদয়ে এই বাস্তবতা প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই। দ্বিতীয়ত, হৃদয় পাপের কাদা (ভুল, নেতিবাচক এবং নিন্দনীয় চিন্তা,

অনুভূতি, কথা এবং কাজ) এবং কামনার নোংরা দ্বারা নোংরা এবং কলঙ্কিত হয়ে যায়, ফলস্বরূপ তার স্পষ্টতা, ক্ষীণতা, পবিত্রতা এবং উজ্জ্বলতা হারিয়ে যায়। অন্ধকার হৃদয়ে সত্য প্রকাশিত হয় না। বাস্তবতা তার অন্ধকার এবং তার উপর স্তূপীকৃত নোংরার অনুপাতে সেখানে প্রকাশ করা বন্ধ হয়ে যায়। একটি নবী বর্ণনায় (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের *হাদীস)* একই বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করে:

من قارف ذنبا فارقه عقل لا يعود اليه ابدا

"যে ব্যক্তি পাপ করে, তার বুদ্ধি এমন ব্যক্তি থেকে আলাদা হয়ে যায় যা কখনও ফিরে আসে না [এবং এইভাবে সে বিষয়ের বাস্তবতা উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়ে পড়ে]।

এর অর্থ হ'ল পাপের কারণে হৃদয়ে এমন কাদা এবং মন্দতা দেখা দেবে যা কখনও বিলুপ্ত হবে না, এবং এর কোনও সংশোধন করা যাবে না। এটা বলা ঠিক যে, পাপ করার পর ধার্মিক ও সৎকর্ম করলে হৃদয়ের উপর পাপের প্রভাব শেষ হয়, কিন্তু হৃদয় কি পাপের পূর্বে আগের একই অবস্থায় ফিরে যেতে পারে? কখনও তা নয়! বাস্তবতা হলো, সেই ব্যক্তি যদি শুধু সৎকর্ম করত, তাহলে হৃদয়ের উজ্জ্বলতা ও ক্ষীণতা বৃদ্ধি পেত। বর্ধিত আলোকসজ্জার ক্ষতি, সন্দেহ নেই, এমন একটি ক্ষতি যা পূরণ করা যায় না। যখন মরিচাযুক্ত আয়নাকে চিকিত্সা করা হয় এবং পালিশ করা হয়, তখন এটি তার উজ্জ্বলতা ফিরে পায়, তবে চিকিত্সা করা আয়নাটিকে কি স্পষ্টতা এবং উজ্জ্বলতার সাথে আয়নার সাথে তুলনা করা যেতে পারে যা কখনও মরিচা পড়েনি? যাই হোক না কেন, ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য এবং কামনার প্রবণতার বিরোধিতা করা বা নিম্ন আত্মার নিকৃষ্ট আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করা, হৃদয়ে স্পষ্টতা এবং দুর্বলতা নিয়ে আসে এবং পাপের অন্ধকারকে [এবং পরিণতি] দূর করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"যারা আমাদের পথে সংগ্রাম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমাদের পথে পরিচালিত করব। (কুরআন, অধ্যায় 29, আয়াত 69)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم

"আল্লাহ তা'আলা তাকে দান করেন যে সে জ্ঞানের উপর কাজ করে, সে জ্ঞান দিয়ে যা সে জানে না। (এই বর্ণনাটি নবীর ঐতিহ্যের সংকলনে বর্ণিত হয়েছে। হযরত *আবু নাঈম ফিল হুলিয়া* রাদিয়াল্লাহু আনহু রাদিয়াল্লাহু আনের সাহাবী ও সাহায্যকারী আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাদিয়াল্লাহু আনসাল্লাম।

তৃতীয় কারণটি হ'ল হৃদয় চাওয়া বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া থেকে দূরে থাকতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, একজন ধার্মিক এবং ধার্মিক ব্যক্তি আছেন যিনি ঐশ্বরিক আদেশগুলি অনুসরণ করছেন এবং সেই কারণে, একজনের হৃদয় রয়েছে যার স্পষ্টতা রয়েছে তবে সত্য সেই হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় না কারণ কেউ সত্যের সন্ধানকারী নয়। এই ব্যক্তি তার সমস্ত প্রচেষ্টা ও শক্তি ইবাদতের জন্য এবং অর্থনৈতিক উপায় সঞ্চয় করার জন্য ব্যয় করে এবং এইভাবে, ঈশ্বরের প্রভুত্ব (*রুবুবিয়াহ),* আধিপত্য এবং গোপন ঐশ্বরিক সত্য ও বাস্তবতা নিয়ে চিন্তা করা এমন কিছু নয় যা কেউ অভ্যস্ত নয়। সত্য এবং ঐশ্বরিক বাস্তবতা এমন হৃদয়ে উপস্থিত হয় না এবং প্রতিফলিত হয় না [কারণ এটি এমনকি তাদের সন্ধান করে না এবং পরিবর্তে, অন্যান্য বস্তুবাদী, জাগতিক এবং অ-আধ্যাত্মিক বিষয়গুলিতে নিয়োজিত থাকে]। বরং, কেবল সেই বিষয়গুলোই প্রকাশিত হয়, যেগুলো নিয়ে একজন সাধারণভাবে চিন্তা করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ তার কর্ম এবং কর্মের ত্রুটি এবং ত্রুটিগুলি এবং তার নিম্ন সত্তার ত্রুটিগুলি সম্পর্কে চিন্তা করে তবে তার হৃদয়ে তাদের সাথে সম্পর্কিত বাস্তবতা উন্মোচিত হয়। যদি কেউ অর্থনৈতিক বিষয়ের জটিলতা [কারও জীবিকা সম্পর্কিত] নিয়ে চিন্তা করে, তবে এই জটিলতাগুলি তার হৃদয়ে উন্মোচিত হয়। সুতরাং বিবেচনা করুন, যদি নিজেকে সৎকর্ম এবং দৈহিক উপাসনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সত্যের ঝলক উন্মোচনের পথে একটি পর্দা বা বাধা হয়ে দাঁড়ায় (আধ্যাত্মিক জগতের চিরন্তন সত্য, সত্য এবং বাস্তবতা), তবে কেন নিম্ন আত্মার আকাঙ্ক্ষা এবং আকাঙ্ক্ষা এবং জগৎ এবং জাগতিকের প্রতি আসক্তি এবং জটলা বাস্তবতার উন্মোচনের ক্ষেত্রে বাধা হবে না?

চতুর্থ কারণ হচ্ছে পর্দা যা সত্য উন্মোচনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণস্বরূপ, কখনও কখনও একজন ব্যক্তি নিজের কামনা এবং আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে [ঈশ্বরের] একজন আজ্ঞাবহ এবং উপাসনাপূর্ণ দাস হওয়ায়, তবুও চিন্তাভাবনা এবং চিন্তাভাবনা সত্ত্বেও বাস্তবতা উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত থাকে। এই বঞ্চনা এমন কিছু বিশ্বাসের কারণে যা শৈশব থেকেই কারও মনে তার পূর্বপুরুষদের [অন্ধ] অনুসরণের কারণে গেঁথে গেছে এবং যে মতবাদের কঠোর ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে কেউ অন্ধভাবে গ্রহণ করেছে তার বিপরীতে কারও হৃদয়ে কিছু প্রকাশ করতে বাধা দেয়। এই বিশ্বাস এখন তার বিরুদ্ধে যায় বা এর সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিটি বিষয়ের বিরুদ্ধে একটি অনড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি এমন একটি পর্দা যা অনেক পণ্ডিত ধর্মতত্ত্ববিদ, বুদ্ধিজীবী, জ্ঞানী ব্যক্তি কিন্তু ধর্মীয় কুসংস্কার এবং গোঁড়ামির সাথে ছাপিয়ে যায় এবং এমনকি সংস্কারের লোকেরা

(*সুলাহা)* যাদের চিন্তাভাবনা এবং চিন্তাভাবনা স্বর্গ ও পৃথিবীর আধিপত্যের উপর কেন্দ্রীভূত হয়, তারা বাস্তবতা এবং সত্যের বোধগম্যতা থেকে বঞ্চিত। তাদের হৃদয় ও মনে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে যাওয়া গোঁড়ামি বিশ্বাসের অন্ধ অনুসরণের কারণে তারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে যে তারা তাদের বিরোধী যে কোনও কিছুকে গ্রহণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে [এমনকি যদি এটি সত্য হয়]। একইভাবে, এই গোঁড়ামি বিশ্বাসগুলি তাদের সত্য উপলব্ধি এবং উপলব্ধির পথে বাধা এবং পর্দা হয়ে ওঠে।

পঞ্চম কারণ হলো, যেখান থেকে চাওয়া জ্ঞান পাওয়া যায় সে দিক সম্পর্কে অজ্ঞতা। একজন [শিক্ষানবিশ বা নবাগত] শিক্ষার্থীর পক্ষে যা চাওয়া হচ্ছে তার সাথে সম্পর্কিত জ্ঞাত জ্ঞান অর্জন না করে অজানার জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। তখন কেবল প্রাসঙ্গিক জ্ঞাত জ্ঞান থাকলেই যথেষ্ট নয়, বরং এটি একটি বিশেষ ক্রমে সাজানো দরকার যা জ্ঞানের লোকদের দ্বারা নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা হয় [যাতে যৌক্তিক অনুমানটি ঘটতে পারে]। জ্ঞাত জ্ঞানের উপর নিক্ষেপ করা জালের মাধ্যমে অজানার চাওয়া জ্ঞানকে ক্যাপচার করা সম্ভব [অনুমানের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট উপায়ে সাজানো হয়]। প্রতিটি জ্ঞানের পূর্বে দুটি জ্ঞান থাকা আবশ্যক যা একটি নির্দিষ্ট ক্রমে থাকে এবং একত্রিত হয়ে তৃতীয় জ্ঞানের ফলস্বরূপ [যা পূর্বে অজানা ছিল] ঠিক যেমন পুরুষ এবং মহিলার সংমিশ্রণ থেকে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে। এটাও প্রয়োজন যে জ্ঞানগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রাকৃতিক আত্মীয়তার সাথে একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়। অতএব, যদি কেউ ঘোড়া এবং উটের মিলন থেকে একটি বাচ্চা পেতে চায় তবে সে হতাশ হবে কারণ এটি হওয়ার জন্য, পুরুষ এবং মহিলা ঘোড়ার প্রয়োজন হবে এবং উট সেই প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না [একটি ভিন্ন প্রজাতি হওয়ার কারণে]। তেমনি প্রতিটি জ্ঞানের জন্য দুটি বিশেষ নীতি রয়েছে এবং তাদের মিলনের জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে এবং শুধুমাত্র সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করলেই কাঙ্ক্ষিত জ্ঞান পাওয়া যাবে। এই নীতিগুলি এবং তাদের সংমিশ্রণের পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতা জ্ঞান এবং বোঝার ক্ষেত্রে বাধা দেয়। অতএব, আয়নার উপমায় উপরে উল্লিখিত হিসাবে, কাঙ্ক্ষিত বস্তুর দিক সম্পর্কে অজ্ঞতা যার প্রতিবিম্ব আয়নায় সন্ধান করা হয়, তার ফলে আয়নায় চিত্র প্রদর্শিত হবে না এবং উদ্দেশ্য অর্জন হবে না। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ আয়নায় কারও ঘাড় দেখতে চায় কিন্তু নিজের মুখের সামনে আয়না স্থাপন করে, তবে স্পষ্টতই যে আয়নাটি চাওয়া হয়েছে তাতে ঘাড়টি দেখা যাবে না; মুখের চিত্র, যা চাওয়া হয়নি, তাতে দেখা যায়। তেমনি গলায় আয়না রাখলেও ঘাড় দেখা যাবে না, বরং আয়নাটি দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে যেত। ঘাড় দেখার জন্য দ্বিতীয় আয়না প্রয়োজন এবং তা চোখের সামনে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে অন্য আয়না [ঘাড়ের পিছনে রাখা] দেখা যায়। সেক্ষেত্রে ঘাড় দেখা যাবে কারণ ঘাড়ের প্রতিবিম্ব প্রথম আয়নায় নিক্ষেপ করা হবে এবং সেই প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব দ্বিতীয় আয়নায় পড়বে [চোখের সামনে, যাতে ঘাড় দেখা যাবে]। জ্ঞানের অন্বেষণে এই ধরনের অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়, বরং তাদের মধ্যে আরও অনেক জটিল সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। পৃথিবীতে এমন লোকের অস্তিত্ব নেই যারা এই জাতীয়

সমস্ত জটিলতার মুখোমুখি হতে পারে এবং এই কারণেই অনেক বাস্তবতা এবং জ্ঞান উপলব্ধি করা যায় না। এই কয়েকটি কারণ যা হৃদয় দ্বারা সত্য এবং [চিরন্তন আধ্যাত্মিক] বাস্তবতা উপলব্ধি করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, অন্যথায়, প্রতিটি হৃদয় [বা আত্মা] স্বভাবতই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সক্ষম কারণ এটি একটি ঐশ্বরিক আদেশ, প্রভু এবং মহৎ [এর ঐশ্বরিক উত্সের কারণে], এবং মহাবিশ্বের এবং এর বাইরের সমস্ত পদার্থ থেকে স্বতন্ত্রভাবে আলাদা [এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং মহৎ গুণাবলীর কারণে]। হৃদয়ের [বা আত্মার] শ্রেষ্ঠত্ব, পার্থক্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব নিচের ঐশ্বরিক বিবৃতি থেকে বিচার করা যেতে পারে:

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

"নিশ্চয়ই আমরা নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও পর্বতমালার প্রতি আস্থা অতিক্রম করেছিলাম, অতঃপর তারা তা বহন করতে অস্বীকার করেছিল এবং ভয় করেছিল, কিন্তু মানুষ তা বহন করার দায়িত্ব নিয়েছিল। নিশ্চয় একজন (মানুষ) ছিল অন্যায়কারী ও অজ্ঞ। (কুরআন, 33 অধ্যায়, আয়াত 72)

এই আয়াতটি মানুষের সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে বোঝায় যা আকাশ, পৃথিবী, পর্বতের মতো উঁচু, বিস্তৃত ও শক্তিশালী [ঐশ্বরিক] সৃষ্টির থেকে একজনকে স্পষ্টভাবে আলাদা করে এবং আল্লাহর আস্থা বহন করার যোগ্য (যখন অন্য সমস্ত সৃষ্টিকে তা করার যোগ্য বলে মনে করা হয়নি)। এই (ঐশ্বরিক) আস্থা হচ্ছে একেশ্বরবাদ বা একত্ববাদ (*তাওহীদ*) এবং ঈশ্বরের জ্ঞান (অভিজ্ঞতামূলক আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা মা'*রিফা)* / প্রতিটি ব্যক্তি সহজাতভাবে এবং অন্তর্নিহিতভাবে এই [মহান ঐশ্বরিক] আস্থার ভার বহন করতে সক্ষম কিন্তু উপরোক্ত কারণগুলির কারণে এই আস্থা উপলব্ধি করার সাহস হারিয়ে ফেলে এবং এই আস্থার ভার আর বহন করতে সক্ষম হয় না। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه

"প্রতিটি শিশু '*ফিত্র*' (মানুষের সত্যিকারের সহজাত অন্তর্নিহিত মৌলিক প্রকৃতি যা ঐশ্বরিক ইচ্ছা, ঐশ্বরিক বাস্তবতা এবং চিরন্তন সার্বজনীন সত্যের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ঈশ্বরের বিশ্বাসের প্রতি প্রবণতা রাখে, যা মানুষের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে অর্জিত, অর্থাৎ একেশ্বরবাদ এবং ঐশ্বরিক জ্ঞান), তখন একজনের পিতামাতা একজন ইহুদি, খ্রিস্টান করে তোলে, বা ম্যাজিয়ান (পৃথিবীতে বিদ্যমান বৈচিত্র্যময় ধর্মীয় এবং মতাদর্শগত ঐতিহ্যের দিকে ইঙ্গিত করে এবং একজনকে তাদের নিজস্ব ধর্মীয়, মতাদর্শগত, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক এবং বৌদ্ধিক প্রেক্ষাপটের

ছাঁচে গড়ে তোলে)"। (এই বর্ণনাটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনার সংকলন দ্বারা বর্ণিত হয়েছে *সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম* রাসূলুল্লাহ সাহাবী আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি আদম সন্তানদের অন্তরে শয়তানরা ঘোরাফেরা না করত, তাহলে তারা জান্নাতের সাম্রাজ্য প্রত্যক্ষ করত। এটি এই বাধাগুলির অনেকগুলির একটি উল্লেখ যা হৃদয় এবং [স্বর্গীয়] রাজত্বের মধ্যে পর্দা হয়ে ওঠে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) কে কেউ জিজ্ঞেস করল, তিনি আল্লাহ সম্পর্কে এবং তিনি কোথায় আছেন এবং তিনি আসমান বা পৃথিবীতে আছেন কিনা, তিনি বললেন, আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদের অন্তরে আছেন। *রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি* হাদীস আছে:

لم يسعني ارضي ولا سمائي ووسعني قلب المؤمن اللين الوادع

"আল্লাহ বললেন, আমার পৃথিবী ও আমার স্বর্গ আমাকে ধরে রাখতে পারবে না, বরং আমার বান্দার কোমল ও শান্ত হৃদয় [আমাকে ধারণ করার ক্ষমতা রাখে]।

আরেকটি নবীবাণী (*হাদীস)* নিম্নরূপ:

قيل يا رسول الله من خير الناس، فقال كل مؤمن مخموم القلب، فقيل وما مخموم القلب، فقال: هو التقي النقي الذي لا غش فيه، ولا بغي ولا غدر ولا غل ولا حسد

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, মানুষের মধ্যে কে সর্বোত্তম? তিনি বললেন, প্রত্যেক মুমিন যে '*মখমুম আল-কালব*'। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, '*মাখমুম আল-কালব*' বলতে কী বোঝায়? তিনি উত্তর দিলেন: "যে হৃদয় এতটাই ঈশ্বরভীরু ও শুদ্ধ [এবং সমস্ত অভ্যন্তরীণ নোংরা, নেতিবাচকতা ও মন্দতা থেকে শুদ্ধ হয়] যে এতে মিথ্যা ও প্রতারণার ময়লা নেই, বিশ্বাসঘাতকতা বা বিদ্রোহ, অসততা বা অবিশ্বস্ততা, বিদ্বেষ বা ঈর্ষা নেই।

এ কারণেই হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন, 'যখনই আমার অন্তর আল্লাহকে দেখত, তখন তাকওয়া (তাকওয়া) এর কারণে পর্দা সরিয়ে ফেলা হয়। কারণ যদি কারও জন্য ঈশ্বর এবং তার হৃদয়ের মধ্যে পর্দা সরানো হয়, তবে একজন দৃশ্যমান বস্তুগত জগৎ এবং অদৃশ্য জগতের স্বর্গীয় আধিপত্য বা আধিপত্যের সাক্ষী হয় এবং কেউ জান্নাত দেখতে পায়, যার একটি অংশের প্রশস্ততা স্বর্গ এবং পৃথিবীর। অন্য জান্নাতের ক্ষেত্রে এটি এখনও সীমাবদ্ধ, যদিও এটি বিস্তৃত

এবং কম্পাসে সুদূরপ্রসারী হওয়ার কারণে এটি স্বর্গ ও পৃথিবীর বিস্তৃত বিস্তৃতির সাথে খাপ খায় না। কিন্তু হৃদয় প্রত্যক্ষ করে যে জান্নাত তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের কোন সীমা নেই, তা হল ঐশ্বরিক রাজ্যের অদৃশ্য রাজ্যের (আলম *আল-মুলক*) আধিপত্যের জান্নাত (*আলম আল-মালাকুত*)। যাইহোক, এর যে অংশটি হৃদয়ে আসে তা সীমিত, তবে আপনি যদি এটিকে ঐশ্বরিক জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন, তবে এটি এমন একটি রাজ্য যা অসীম এবং অপরিসীম। যদি ঐশ্বরিক রাজ্যের দুটি রাজ্য (*আলম আল-মুলক*) এবং ফেরেশতাদের রাজ্য (*আলম আল-মালাকুত*) একসাথে উল্লেখ করা হয় তবে তাদের প্রভুর উপস্থিতি বলা হয় যা সমস্ত বিদ্যমান জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ ঐশ্বরিক প্রভুত্ব সমস্ত কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহ ব্যতীত যা কিছু আছে তা তাঁর কর্ম বা রাজত্ব অথবা বান্দা। এই অস্তিত্ব থেকে মানুষের হৃদয়ে যা আবির্ভূত হয় তা কারও কারও কাছে জান্নাত, কিন্তু সত্যবাদীদের জন্য এটি জান্নাত নয়, বরং এটি প্রাপ্যতার একটি মাধ্যম এবং জান্নাতে মানুষের আধিপত্যের বিস্তৃতি তার জ্ঞানের পরিধির সমানুপাতিক। অন্য কথায়, ঈশ্বরের গুণাবলী এবং তাঁর কর্ম সম্পর্কে যে কেউ জানে যা একজনের কাছে উন্মোচিত হয়েছিল, সেই পরিমাণে জান্নাত একজনের জন্য বিস্তৃত হবে। আনুগত্য ও ইবাদতের উদ্দেশ্য হলো, হৃদয়ের পৃষ্ঠ আয়নার ন্যায় বিশুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ হয়ে যায় এবং এতে কোন অশান্ত ও নোংরা না থাকে। হৃদয়ের শুদ্ধির উদ্দেশ্য হলো, ঈমানের আলো ও মা'*রিফার* আলোকসজ্জা এতে ছড়িয়ে পড়ে। নিচের দুটি আয়াত ঈমান ও আলোকসজ্জার একই আলোর কথা উল্লেখ করে (মা'*রিফা) এর আলোকিতকরণের কথা উল্লেখ করে*:

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ

"আল্লাহ যাকে হেদায়েত দিতে চান, তিনি তার হৃদয়কে ইসলামের প্রতি প্রসারিত করেন (শব্দটির প্রকৃত অর্থে, এটি ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ এবং আত্মার বিশুদ্ধতা এবং আলোকসজ্জা বোঝায় যা বিশ্বাস এবং ঐশ্বরিক জ্ঞানের প্রকৃত আলো এতে নিয়ে আসে)। (কুরআন, 6 অধ্যায়, 125 আয়াত)

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِۦ

"যার হৃদয় আল্লাহ তাঁর কাছে আত্মসমর্পণের ইচ্ছার সাথে উন্মুক্ত ও প্রসারিত করেছেন, সে তার প্রতিপালকের (অর্থাৎ ঈশ্বর) কাছ থেকে প্রবাহিত আলো দ্বারা আলোকিত হয় [এমন ব্যক্তিকে কি হৃদয়ের অন্ধ ও বধিরের সাথে তুলনা করা যেতে পারে?) (কুরআন, অধ্যায় 39, আয়াত 22)

আলোকসজ্জা এবং বিশ্বাসের ডিগ্রি: এই আলোকসজ্জা এবং বিশ্বাস [এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস] এর তিনটি ডিগ্রী রয়েছে: প্রথম ডিগ্রী হ'ল সাধারণ মানুষের বিশ্বাস যা সম্পূর্ণরূপে অন্ধ অনুকরণ। দ্বিতীয় ডিগ্রী হ'ল পাণ্ডিত্যবাদী ধর্মতত্ত্ববিদদের বিশ্বাস যা যৌক্তিক যুক্তির সাথে

মিশ্রিত। তৃতীয় ডিগ্রী হ'ল জ্ঞানবাদীদের বিশ্বাস, যা নিশ্চয়তার আলো [এবং বিশ্বাসের প্রত্যয়] দিয়ে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

[এখানে] [বিশ্বাসের] এই মাত্রাগুলি স্পষ্ট করার জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। উদাহরণ হলো, বাড়িতে জায়েদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা যায় তিনটি পদ্ধতিতে। একটি [পদ্ধতি] হল, আপনি এমন একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির মাধ্যমে তাঁর উপস্থিতির সংবাদ পান যাকে মিথ্যা ও মিথ্যার জন্য দায়ী করা হয়নি। আপনি এমন ব্যক্তির আনা খবরে সন্তুষ্ট হন এবং এই প্রত্যয়টি বিকাশ করেন যে জায়েদ সত্যিই বাড়িতে রয়েছে। এটি সাধারণ মানুষ বা সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের একটি উদাহরণ যা [নিছক অন্ধ] অনুসরণের উপর ভিত্তি করে। সাধারণ মানুষের অবস্থা এমন যে যখন একটি শিশু বিচক্ষণতা অর্জন করে (এবং নিজের জীবনকে বুঝতে সক্ষম হয়) তখন সে তার পিতামাতা এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, জ্ঞান, শক্তি এবং অন্যান্য ঐশ্বরিক গুণাবলী, নবীদের মিশন এবং ঐশ্বরিক আদেশগুলি সম্পর্কে কোন দ্বিধা ছাড়াই যা শোনে, তা গ্রহণ করে। এই ধরনের বিশ্বাসগুলি তাদের মনে প্রোথিত এবং [গভীরভাবে] শিকড় গেঁথে যায় যে তাদের বিরোধী কিছু তাদের মনকে অতিক্রম করে না। কারণ তাদের পিতামাতা এবং শিক্ষকদের সত্যতা সম্পর্কে তাদের একটি ভাল মতামত রয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে কোনও সংবাদ [বা তথ্য] গ্রহণ করতে এবং বিশ্বাস করতে কোনও দ্বিধা নেই। এ ধরনের ঈমান আখেরাতে পরিত্রাণের কারণ কিন্তু এ ধরনের মুমিনরা "ডান হাতের লোকদের" ("*আসহাব আল-ইয়ামীন*" বা সাধারণ ধার্মিক ও ধার্মিক ব্যক্তি যারা ঐশ্বরিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের অধিকারী) ডিগ্রী এবং শ্রেণীতে থাকে এবং তারা আল্লাহর অন্তরঙ্গ (*মুকাররাবীন*) *এর অন্তর্ভুক্ত নয় [*যাদের সর্বোচ্চ মর্যাদা রয়েছে আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা। ঈশ্বরের সামনে প্রাপ্তি এবং মর্যাদা] কারণ ঐশ্বরিক (তাকারুব) এর সাথে ঘনিষ্ঠতার জন্য, হৃদয় রহস্যময় উন্মোচন, গভীর অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রত্যয়ের আলোর দ্বারা হৃদয়ের প্রসারে আলোকিত হওয়া প্রয়োজন। এই [মহৎ] বৈশিষ্ট্যগুলি অন্ধ অনুসরণের উপর ভিত্তি করে বিশ্বাসের মধ্যে পাওয়া যায় না এবং ব্যক্তিদের কাছ থেকে শোনা থেকে যা স্মরণ করা হয় তাতে ক্রটির সম্ভাবনা রয়েছে [যা মতবাদের সাথে সম্পর্কিত]।

ঘরে জায়েদের উপস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, তিনি যখন ঘরে থাকেন এবং আপনি ঘরের সীমানা প্রাচীরের বাইরে থাকেন তখন আপনি নিজেই আপনার কান দিয়ে তার কণ্ঠস্বর শুনবেন। তার কণ্ঠস্বর শুনলে [বাড়িতে যায়েদের উপস্থিতি] আরও বেশি নিশ্চিত হবে যে কেউ [নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত] আপনাকে এটি সম্পর্কে বলছে কারণ কণ্ঠস্বর চেহারা এবং রূপের পক্ষে যুক্তি দেয় এবং হৃদয়ে ঘটে যে কণ্ঠস্বরটি কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির অন্তর্গত। যদিও এই বিশ্বাস প্রেম এবং প্রমাণের সাথে মিশ্রিত তবে ক্রটির সম্ভাবনা এখনও রয়েছে [এই ধরণের বিশ্বাসে] কারণ কণ্ঠস্বর কখনও কখনও একে অপরের অনুরূপ হয় এবং কখনও কখনও

একজন ব্যক্তি ভান করে অন্য ব্যক্তির কণ্ঠস্বর অনুকরণ করতে পারে এবং শ্রোতা দুটি কণ্ঠস্বরের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হয় না এবং প্রতারিত হতে পারে। কারণ এমন কোনও জিনিস সম্পর্কে কারও চিন্তাভাবনা ছিল না [যে কেউ এমন কাজ করবে এবং এইরূপ অনুকরণের উদ্দেশ্য]।

তৃতীয় পদ্ধতি (যেমন, জায়েদের ঘরে উপস্থিতির নিশ্চয়তা বিকাশের) হচ্ছে ঘরের ভেতরে গিয়ে নিজের জন্য জায়েদকে দেখা করা। এটাই প্রকৃত জ্ঞান (মা'*রিফা)* বা সত্যিকারের অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ। এই জ্ঞান (মা'*রিফা)* বা অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান আল্লাহর ঘনিষ্ঠ ও বন্ধু (*মুকাররাবিন)* এবং সাধু বা সত্যের লোকদের (*সিদ্দিকিন) সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, কারণ তারা [ব্যক্তিগত] পর্যবেক্ষণের পরে বিশ্বাস করে। এইভাবে, তাদের ঈমান সাধারণ মানুষ এবং পণ্ডিত ধর্মতত্ত্ববিদদের (মুতাকাল্লামীন) বিশ্বাসের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়,* তবে পর্যবেক্ষণ বৃদ্ধির কারণে, ঈমান এতটাই শক্তিশালী হয় যে কোনও ভ্রান্তির সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে না। যাইহোক, ঈশ্বরের সকল বন্ধু (*মুকাররাবিন)* এবং সাধু বা সত্যের লোকদের (*সিদ্দিকিন) জ্ঞান (মা*'রিফা) *বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান* একই স্তরে নেই, বরং ডিগ্রিতে পার্থক্য রয়েছে [তাদের ঘনিষ্ঠতা, ঘনিষ্ঠতা, আধ্যাত্মিক উন্মোচন এবং ঈশ্বরের সাথে প্রত্যয়ের বিষয়ে]। ডিগ্রি ও পদমর্যাদার এই পার্থক্যের ব্যাখ্যা আবার জায়েদের উদাহরণ থেকে নেওয়া যেতে পারে। দিনের আলোয় বাড়ির আঙিনায় একজন জায়েদকে খুব কাছ থেকে দেখেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি তাকে একটি ঘরের ভিতরে বা দূর থেকে বা সন্ধ্যায় দেখতে পায় যখন দিনের আলো কমে যায়। প্রথম ব্যক্তির পর্যবেক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তির চেয়ে আরও নিখুঁত, যদিও দ্বিতীয় ব্যক্তির উপলব্ধি এখনও সঠিক, তবে কেউ তার মুখের বৈশিষ্ট্যগুলির সূক্ষ্ম বিবরণ এবং গোপন বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যবেক্ষণ করে না। ঐশ্বরিক প্রকাশিত সত্য এবং [আধ্যাত্মিক] জ্ঞান দেখার মাত্রার পার্থক্য এই ধরণের। আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের পার্থক্য যেন কেউ যায়েদ, আমর ও বকরকে দেখে এবং অন্যজন শুধু যায়েদকে দেখে। প্রথমটির জ্ঞান অবশ্যই পরবর্তীর জ্ঞানের চেয়ে বেশি [কারণ পূর্বের কাছে পরিচিত জিনিসের প্রাচুর্য এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত হৃদয়ের অবস্থা এমনই)।

শেখার মধ্যে পার্থক্য (তা'*আল্লুম)* এবং আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা (ইলহাম*)* - পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্মতত্ত্ববিদ এবং আধ্যাত্মিক পথের ভ্রমণকারীদের মধ্যে পার্থক্যের বাস্তবতা:

হৃদয়ে অপ্রচলিত জ্ঞানের আবির্ভাব বিভিন্ন উপায়ে ঘটে। কখনও কখনও এই জ্ঞান হৃদয়ে এমনভাবে জড়ো হয় যেন তারা অদৃশ্যভাবে এতে প্রবেশ করেছে এবং কখনও কখনও তর্ক এবং

শিক্ষার মাধ্যমে এটি অর্জন করা হয়। পূর্ববর্তী জ্ঞানকে বলা হয় "আধ্যাত্মিক জাগরণ বা অনুপ্রেরণা" *(ইলহাম)* এবং পরেরটিকে বলা হয় "অর্জিত জ্ঞান"। পূর্ববর্তী জ্ঞান দুই প্রকার: প্রথমত, প্রাপক এই জ্ঞানের উৎস জানেন না এবং একে আধ্যাত্মিক জাগরণ বা অনুপ্রেরণা (*ইলহাম)* বা "হৃদয়ের দান" (*নুফিখা ফিল কালব)* হিসাবে উল্লেখ করা হয়। দ্বিতীয়ত, যে মাধ্যমের মাধ্যমে এই জ্ঞান প্রচার করা হয় তা জানা যায়, অন্য কথায়, যে ফেরেশতা সেই জ্ঞানকে হৃদয়ে রাখেন তাকে দেখা যায় এবং তাকে বলা হয় "ঐশ্বরিক ওহী" (*ওয়াহি) /* প্রথমটি সাধু এবং জ্ঞানবাদীদের সাথে সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয়টি নবীদের সাথে সম্পর্কিত, এবং জ্ঞান এবং প্রমাণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান পণ্ডিতদের কাছে অদ্ভুত।

বাস্তবতা হ'ল মানুষের হৃদয় এতে জিনিসগুলির বাস্তবতা স্পষ্ট করার ক্ষমতা রাখে। হৃদয় যদি এই সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে তবে এটি পূর্বে উল্লিখিত একই পাঁচটি কারণের কারণে। এই কারণগুলি হৃদয়ের আয়না এবং "সংরক্ষিত ট্যাবলেট" (লোহ *মাহফুদ)* এর মধ্যে পর্দা হয়ে যায় যা অনন্তকাল থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া সমস্ত বিষয় এতে খোদাই করা রয়েছে। সংরক্ষিত ট্যাবলেটের আয়না থেকে হৃদয়ের আয়নায় সত্যের আবির্ভাব একটি আয়নার প্রতিবিম্বের মতো। এই ধরনের বাধাগুলির কারণে হৃদয় এই বাস্তবতা থেকে বঞ্চিত হওয়া দুটি আয়নার মধ্যে পর্দার মতো। যেমন হাতের মতো কিছু দিয়ে পর্দা সরিয়ে ফেলা যায়, তেমনি সংরক্ষিত ট্যাবলেট (লোহ *মাহফুদ)* এবং হৃদয়ের আয়নার মধ্যবর্তী পর্দা করুণার *ঐশ্বরিক* বাতাসে সরিয়ে ফেলা হয় এবং সেসব বাস্তবতা এতে প্রদর্শিত হতে শুরু করে যা সংরক্ষিত ট্যাবলেটে (লোহ *মাহফুদ) রয়েছে*৷

এটি কখনও কখনও স্বপ্নে ঘটে এবং ভবিষ্যতের ঘটনাগুলি একজনের আগে আসে। ওড়না সম্পূর্ণরূপে অপসারণ মৃত্যুর সময় ঘটে। মৃত্যু এমন একটি বাস্তবতা যে এর সাথে সমস্ত গোপন বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় এবং বাস্তবতা উপলব্ধির সমস্ত বাধা দূর হয়। ফলস্বরূপ, জ্ঞানের জটিলতার আলোকসজ্জা অদৃশ্য জগৎ থেকে আবির্ভূত হয়; কখনও কয়েক মুহূর্তের জন্য বজ্রপাতের মতো এবং কখনও কখনও ধারাবাহিকভাবে এবং স্থায়ীভাবে তবে এটি খুব কমই ঘটে। জ্ঞান এবং যেখানে জ্ঞান বাস করে (অর্থাৎ হৃদয়) সেখানে শিক্ষা *(তা'আল্লুম)* এবং আধ্যাত্মিক জাগরণ বা অনুপ্রেরণা *(*ইলহাম*)* এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যদি কোন পার্থক্য থাকে তবে তা কেবল আধ্যাত্মিক জাগরণ বা অনুপ্রেরণায় (ইলহাম) পর্দা সরিয়ে নেওয়া হয় এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে [জ্ঞান] অর্জনের উপায়গুলি ব্যবহার করা দরকার এবং কারও নিয়ন্ত্রণে না থাকা পর্দা উত্তোলন করা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে, *ঐশী* ওহী (ওয়াহি*)* এবং আধ্যাত্মিক জাগরণ বা অনুপ্রেরণা *(*ইলহাম*)* এর মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হ'ল অনুপ্রেরণার দাতা পরবর্তীকালে দেখা যায় না এবং *ঐশ্বরিক* ওহীতে দেখা যায়। *ঐশ্বরিক* ওহী (ওয়াহি*)* বা আধ্যাত্মিক জাগরণ বা অনুপ্রেরণা *(*ইলহাম*) দ্বারা জ্ঞান অর্জিত হোক না কেন,* সব ক্ষেত্রেই ফেরেশতাদের মাধ্যমে অর্জিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِۦ مَا يَشَآءُ

"কোন মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তাআলা কারো সাথে সরাসরি কথা বলবেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক জাগরণ বা অনুপ্রেরণা (ইলহাম) অথবা পর্দার আড়াল থেকে অথবা ফেরেশতা প্রেরণ করে যিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী বা ইচ্ছামতো বার্তা পৌঁছে দেন। (কুরআন, 42 অধ্যায়, 51 আয়াত)

এখানে এটি ব্যাখ্যা করা দরকার যে *সুফিরা* (আত্ম-সংস্কারের আধ্যাত্মিক পথে ভ্রমণকারী এবং ঈশ্বরের উপলব্ধির দিকে পরিচালিত করে) আধ্যাত্মিক জাগরণ বা অনুপ্রেরণা (ইলহাম) এর সাথে সম্পর্কিত জ্ঞানের দিকে ঝুঁকছেন। এই কারণেই তারা প্রচলিত শিক্ষায় সময় ব্যয় করে না, বা তারা লেখকের বই পড়ে না, বা উক্তি এবং প্রমাণের সাথে তর্ক করে না, পরিবর্তে তারা বলে যে একজনকে আধ্যাত্মিকভাবে সংগ্রাম করা উচিত, [এইভাবে] সমস্ত নেতিবাচক এবং নিকৃষ্ট (নেতিবাচক, নীচ এবং নিন্দনীয়) অভ্যন্তরীণ গুণাবলী মুছে ফেলা উচিত; [আধ্যাত্মিক পথে] এই ধরনের সমস্ত বাধা দূর করার পরে, একজনের সম্পূর্ণ মনোযোগ ঈশ্বরের প্রতি কেন্দ্রীভূত করা উচিত। যখন এটি অর্জন করা হয়, তখন ঈশ্বর নিজেই হৃদয়ের রক্ষক এবং [আধ্যাত্মিক] জ্ঞানের আলোকসজ্জার দাতা হয়ে ওঠেন। *ঐ*শ্বরিক করুণার ছায়া থাকবে, আলো তার হৃদয়কে আলোকিত করবে এবং হৃদয়ের প্রসারণ [আধ্যাত্মিক আলোকসজ্জা অর্জনের জন্য] অর্জন করা হবে এবং হৃদয়ের আয়নার পর্দা বিলীন হয়ে যাবে এবং *ঐ*শ্বরিক বিষয়ের বাস্তবতার চিত্রগুলি তার উপর পড়বে। একজন বান্দার [ঈশ্বরের, অর্থাৎ একজন সাধারণ মানুষের] কেবল হৃদয়কে শুদ্ধ করার দায়িত্ব রয়েছে [সমস্ত অভ্যন্তরীণ অসুস্থতা, নেতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং জঘন্য প্রবণতা থেকে] যাতে সত্যকে গ্রহণ করার ক্ষমতা বিকাশ হয়। দৃঢ় সংকল্প এবং সত্যের সন্ধান একজনের সাহস সঞ্চয় করবে, *ঐ*শ্বরিক করুণার মাধ্যমে পরিপূর্ণতার জন্য অপেক্ষা করবে। নবী ও সাধুগণের সামনে যে বিষয়গুলো উন্মোচন করা হয় এবং এর ফলে তারা যে অভ্যন্তরীণ আলোকসজ্জা পায় তা তাদের শিক্ষাদান, শেখা এবং বই অধ্যয়নের প্রবৃত্তির কারণে নয়, বরং তাদের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্নতা (*জুহদ*) রয়েছে, তারা মন্দ চিন্তার উৎস সরিয়ে দেয় এবং এর কারণ হ'ল তারা জুহদ *গ্রহণ* করে (জাগতিকতা থেকে বিচ্ছিন্নতা) এবং পূর্ণ সংকল্প, সাহস এবং অভিপ্রায়ের সাথে তাদের মনোযোগ একমাত্র ঈশ্বরের দিকে কেন্দ্রীভূত করে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের মানুষ হয়ে ওঠে, ঈশ্বর তার হয়ে ওঠেন।

সুফিদের *মধ্যে একটি প্রবাদ আছে* যে, আল্লাহর মানুষ হতে হলে পার্থিব প্রতিবন্ধকতা থেকে (আধ্যাত্মিক পথে) সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হতে হবে, তারপর হৃদয় খালি করে দিতে হবে [যাতে এটি আধ্যাত্মিক সংগ্রামের জন্য উপলব্ধ হয়] এবং আত্মীয়স্বজন, সন্তান, সম্পত্তি, দেশ, জ্ঞান, খ্যাতি ও ক্ষমতা থেকে নিজের দৃষ্টি সরিয়ে নিতে হবে এবং হৃদয়ে এমন একটি অবস্থা স্থাপন করতে হবে যাতে কোনও বস্তুর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি সমান হয়ে যায়। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করুন, কেবল প্রয়োজনীয় এবং প্রয়োজনীয় জিনিস এবং লিটানির উপর নির্ভর করুন, আল্লাহ ব্যতীত

সবকিছুর হৃদয়কে এতটাই শূন্য করে দেন যে কুরআন এবং হাদীসের কিতাবগুলির অর্থ (নবুয়ী বর্ণনা) চিন্তা করাও হৃদয়ের মনোযোগকে বিচলিত করে না। বরং চেষ্টা করা উচিত যেন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো হৃদয়ে কিছু না আসে। যখন কারও জিহ্বায় একমাত্র বিবৃতি থাকে "*আল্লাহ, আল্লাহ*" ("আল্লাহ" ভাষা নির্বিশেষে ঈশ্বরের একমাত্র ব্যক্তিগত নাম, যখন "ঈশ্বর" একটি ইংরেজি ভাষা-নির্দিষ্ট সাধারণ শব্দ যা সত্তার স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং সরবরাহকারী যা প্রতিটি ভাষার "ঈশ্বর" এর নিজস্ব সাধারণ পরিভাষা রয়েছে) ব্যক্তিগত এবং সর্বজনীন উভয় ক্ষেত্রেই, যদিও এই উক্তিটি হৃদয়ের সম্পূর্ণ উপস্থিতির সাথে এবং এত প্রাচুর্যের সাথে উচ্চারিত করা হয় যে জিহ্বা নড়াচড়া না করলেও হৃদয় এটি পাঠ করতে দেখা যায়, তখনই একটি [অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক] অবস্থায় পৌঁছায় যেখানে এই উক্তির প্রভাব জিহ্বা এবং হৃদয় থেকে মুছে ফেলা হয় [পরিবর্তে] তার [ঐশ্বরিক] স্মরণে [দৃঢ়ভাবে এবং স্থায়ীভাবে] প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি হৃদয় থেকেও, অক্ষর এবং শব্দের আকৃতি অদৃশ্য হয়ে যায় এবং অর্থগুলি সর্বদা সেখানে স্থায়ীভাবে থাকে, যেন হৃদয় এবং অর্থ একে অপরের জন্য পারস্পরিক অপরিহার্য হয়ে ওঠে। একজন দাস [ঈশ্বরের, অর্থাৎ একজন মানুষের] এমন একটি স্তরে [আধ্যাত্মিক রূপান্তরের] পৌঁছানোর সম্ভাবনা এবং বিশেষাধিকার রয়েছে। একজনের এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে এই [অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক] অবস্থাকে স্থায়ী করার জন্য, কেউ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য জিনিসের চিন্তাভাবনা এবং প্ররোচনাকে প্রতিহত করতে পারে। যাইহোক, ঐশ্বরিক অনুগ্রহ এবং করুণার টান এবং শোষণের উপর কারও নিয়ন্ত্রণ থাকে না, তবে ঐশ্বরিক অনুগ্রহকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার ক্ষমতা একজনের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। [আধ্যাত্মিক প্রাপ্তির] এই পর্যায়ে পৌঁছানোর পরে, একজন দাস [ঈশ্বরের] ঐশ্বরিক অনুগ্রহের উদ্বোধনের জন্য অপেক্ষা করা উচিত, যেভাবে এই সুযোগগুলি নবী এবং সাধুদের উপর দেওয়া হয়েছিল, তেমনি এগুলিও একজনকে প্রদান করা হবে। এ ক্ষেত্রে যদি কারো সত্য উদ্দেশ্য, সঠিক সংকল্প, অধ্যবসায়ের সৌন্দর্য থাকে, কামনা ও আকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত থাকে এবং হৃদয়ের মধ্য দিয়ে যাওয়া জাগতিক আসক্তি ও দুশ্চিন্তা থেকে কিছুই না থাকে, তাহলে হৃদয়ে সত্যের আলো জ্বলতে শুরু করবে- প্রথমে কয়েক মুহূর্তের জন্য বিদ্যুতের মতো, তারপর আবার একই পথে। মাঝে মাঝে বিলম্ব হবে তবে তাদের কারণে হতাশ হওয়ার দরকার নেই। ধীরে ধীরে এই আলোগুলো হৃদয়ে থাকতে শুরু করবে। কখনও কখনও তারা যে সময় ধরে থাকত তা এতটাই কম হয় যে কেউ তাদের জন্য তৃষ্ণা অনুভব করে। কখনও কখনও তারা আরও বেশি সময় থাকবে; কখনও কখনও [আধ্যাত্মিক আলোর] আলো একের পর এক হৃদয়ে আলোকিত হবে। এ প্রসঙ্গে জ্ঞানবাদীদের এতটাই আলাদা মাত্রা ও স্তর রয়েছে যে, তাদের কল্পনাও করা যায় না, ঠিক যেমন সৃষ্টি ও তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য (*ইখলাক*) এর মধ্যে পার্থক্য কল্পনা করা কঠিন।

এই আলোচনার পরিণতি হলো, হৃদয়কে প্রাণবন্ত করা এবং এটিকে শুদ্ধ করা (সমস্ত অগোছানা, কাদা এবং নেতিবাচকতা থেকে) দাসের (অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তি) দায়িত্ব। এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং ধৈর্য্যের সাথে এটি নিয়ে কাজ করাও ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতার মধ্যে রয়েছে। বাহ্যিক

শিক্ষার ধর্মীয় পণ্ডিতরাও (*উলামা আল-জহির)* এটি খণ্ডন করেন না কারণ বেশিরভাগ নবী, সাধু এবং জ্ঞানবাদীরা একই আধ্যাত্মিক অবস্থার অধিকারী। কিন্তু তারা এই পথ ও পদ্ধতিকে কঠিন বলে মনে করে। তাদের মতে, এই পথ অনুসরণ করে ফলাফল এবং ফলের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হয়। এই পথে নির্ধারিত শর্তগুলি মেনে চলা সহজ নয়। প্রথমত, সমস্ত জাগতিক দায়িত্ব, আসক্তি এবং সমস্যা থেকে উপেক্ষিত হওয়া কঠিন। এমনকি যদি এটা আধ্যাত্মিক কঠোরতা ও শাসনের মাধ্যমে ঘটে থাকে, তবুও তা হয়তো বেশিদিন স্থায়ী হতে পারে না কারণ হৃদয়ের মধ্যে ছোটখাটো সংশয় এবং [শয়তান] প্ররোচনা এর শান্তি ও প্রশান্তি নষ্ট করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

قلب المؤمن اشد قدرا فى غلياتها

"একজন মুমিনের হৃদয় একটি [রান্না] পাত্রের ফুটন্ত হওয়ার চেয়েও বেশি ফুটে ওঠে (অর্থাত্, হৃদয় ক্রমাগত প্রবাহের অবস্থায় থাকে এবং পরিবর্তনের জন্য দায়ী)"। (এই বর্ণনাটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনার সংকলন দ্বারা বর্ণিত হয়েছে *মুসনাদ আহমাদ* ও *হাকিম* (রহঃ) রাসূলুল্লাহ মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রহঃ) এর অধিকারী।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

قلب المؤمن بين اصبيعين من اصابع الرحمٰن

"মুমিনের অন্তর পরম করুণাময়ের আঙুলের মধ্যে দুই আঙুলের মাঝখানে থাকে (অর্থাৎ আল্লাহ সর্বদা হৃদয়ের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন এবং যেকোনো সময় ইচ্ছা তা পরিবর্তন করতে পারেন)। (এ বর্ণনাটি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

এই আধ্যাত্মিক সংগ্রামের সময়, মেজাজ অপ্রীতিকর হয়ে ওঠে, বুদ্ধিমত্তা হ্রাস পায়, স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে এবং বিভিন্ন ধরণের শারীরিক অসুস্থতা প্রবেশ করে। [নিম্ন] আত্মার শুদ্ধির জন্য আধ্যাত্মিক কঠোরতার আগে যদি জ্ঞানের সন্ধান না করা হয়, তবে হৃদয় বিভিন্ন ধরণের মন্দ এবং নেতিবাচক চিন্তায় পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং আত্মা সারা জীবন তাদের মধ্যে আবদ্ধ থাকে যা কোনও সাফল্য ছাড়াই [আধ্যাত্মিক পথে] অতিবাহিত হয়। অনেক সুফি (আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর) এই পথ অবলম্বন করেছেন এবং পরবর্তীকালে যে কোনও একটি [মন্দ, নেতিবাচক বা ধ্বংসাত্মক] চিন্তায় জড়িয়ে পড়েছেন যে বিশ বছর পরেও [আধ্যাত্মিক পথে] এক পা এগোতে না গিয়ে চলে গেছে। সেই মুহুর্তে, তারা বুঝতে পারে যে যদি তারা জ্ঞান অর্জন করত তবে বিশ বছর অপচয় হত না এবং সেই চিন্তার প্রতিক্রিয়া [আধ্যাত্মিক অগ্রগতির এই হতাশাজনক অবস্থার জন্য দায়ী] অর্জিত জ্ঞানের কারণে প্রথম দিনেই প্রকাশিত হত। এটা দেখায় যে, জ্ঞানের

পথে আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার উপত্যকায় পা রাখা শুধু নির্ভরযোগ্য নয় কিন্তু এর উদ্দেশ্যগুলোর কাছাকাছিও। বাহ্যিক জ্ঞানের পণ্ডিতগণ (পণ্ডিত ধর্মতত্ত্ববিদরা) মনে করেন যে, *সুফিদের* উপমা সেই ব্যক্তিদের মতো, যারা *ফিকহ (*বাহ্যিক, দৃশ্যমান ও দৈহিক ইবাদতের জ্ঞান) শিখে না এবং দাবি করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফকিহ হয়ে এই বাহ্যিক জ্ঞান অর্জন করেননি (বাইরের ধর্মীয় জ্ঞানের পণ্ডিত ও অনুশীলনকারী) ঐশ্বরিক ওহী ও প্রেরণার মাধ্যমে, সুতরাং তারা (অর্থাৎ *সুফিরা)* আধ্যাত্মিক অনুশীলনে অধ্যবসায় ও চিরস্থায়ীতার মাধ্যমে এবং একই উৎস [ঐশ্বরিক ওহী ও প্রেরণের] মাধ্যমে তারাও একই বাহ্যিক জ্ঞান অর্জন করবে (*ফিকহ)*). একই ধরনের অযৌক্তিক ও জঘন্য চিন্তায় জড়া একজন ব্যক্তি নিজের প্রতি অত্যাচারী আচরণ করছেন এবং নিজের জীবনের মূল্যবান মুহূর্তগুলি নষ্ট করতে ব্যস্ত। এ ধরনের একজন *সুফি* (অর্থাত্ যিনি প্রকৃত সুফি নন, বরং কেবল একজন আত্ম-বিভ্রান্ত ব্যক্তি যিনি মিথ্যা ভেবে যে তিনি আধ্যাত্মিক পথে সংগ্রাম করছেন) এমন একজন ব্যক্তির মতো, যিনি জমি চাষ করেন না (ফসল ফলানোর জন্য) বা জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন প্রকার কাজ (বা পেশা) স্পর্শ করেন না এবং তবুও আশা রাখেন যে কেউ সম্পদ অর্জন করবে; এই ধরনের ফলাফল কেবল সম্ভাবনাময় তবে প্রয়োজনীয় নয় কারণ সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে খুব কম। পরিণতি হ'ল একজন সুফি (আধ্যাত্মিক পথে ভ্রমণের একজন আকাঙ্ক্ষাকারী) প্রথমে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং পণ্ডিতদের কথার প্রকৃত অর্থ বুঝতে হবে, তারপরে [তাদের] [অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক] জ্ঞানের জন্য অপেক্ষা করা উচিত যা ধর্মের বাহ্যিক শিক্ষার পণ্ডিতরা (পণ্ডিত ধর্মতত্ত্ববিদরা) বঞ্চিত। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, এই ধরনের জ্ঞান [অবিরাম এবং অবিরাম] আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা এবং কঠোরতার পরে উন্মোচিত হয় [বাহ্যিক উপাসনা এবং ঐশ্বরিক আনুগত্যের জ্ঞান অর্জন এবং আন্তরিকভাবে কাজ করার পরে]।

পরিচিত উদাহরণগুলির সাথে প্রকাশিত এবং অর্জিত জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যের ব্যাখ্যা

হৃদয়ের আশ্চর্য ও রহস্যগুলো উপলব্ধি করা [মানব] ইন্দ্রিয়ের আওতার বাইরে। এমনকি হৃদয়ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করার মতো জিনিস নয়। উপরন্তু, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভূত হয় না এমন কিছু বুদ্ধির মাধ্যমে বোঝা যায় না যা অন্তর্নিহিতভাবে দুর্বল, কারণ ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্র থেকে একটি উদাহরণ উদ্‌ধৃত না করা পর্যন্ত বুদ্ধি এটি করার জন্য অসজ্জিত। সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্য ইন্দ্রিয়ের জগৎ থেকে এখানে উদাহরণ তুলে ধরা হচ্ছে।

প্রথম উদাহরণ: ধরুন একটি জমিতে একটি জলাধার খনন করা হয়েছে। এর মধ্যে পানি প্রবাহিত করার দুটি উপায় রয়েছে। একটি পদ্ধতি হ'ল এর চারপাশে জলের চ্যানেল তৈরি করা এবং এই চ্যানেলগুলিতে [জলের উত্স থেকে] জলের দরজা খুলে দেওয়া যাতে জলাধারে জল জমা হয়। দ্বিতীয় উপায় হ'ল জলাধারের অগভীর অংশটি এত গভীরে খনন করা যাতে জল

নিজেই তা থেকে বেরিয়ে আসে। দ্বিতীয় পদ্ধতি থেকে প্রাপ্ত জল বিশুদ্ধ, দীর্ঘস্থায়ী এবং প্রচুর এবং প্রচুর পরিমাণে হতে পারে। এই উদাহরণের আলোকে, হৃদয়কে জলের জলাধার হিসাবে, জ্ঞানকে জল হিসাবে এবং পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে জলের চ্যানেল হিসাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে হৃদয়ের জ্ঞানের অ্যাক্সেস হতে পারে যাতে কারও যা পর্যবেক্ষণ রয়েছে তা জ্ঞানে পরিপূর্ণ হৃদয়ে আসে। দ্বিতীয় পদ্ধতি হ'ল এই জলের নালাগুলিকে নির্জনতার মাধ্যমে বন্ধ করা যাতে পঞ্চইন্দ্রিয় জ্ঞান অর্জনের জন্য ব্যবহার না করা হয় এবং হৃদয়ের জলের জলাধার এতটাই গভীরে খনন করা হয় যে জ্ঞানের ঝর্ণাগুলি ভিতর থেকে নির্গত হতে শুরু করে। এটি কেবল তখনই ঘটতে পারে যখন হৃদয়কে সাবধানতার সাথে শুদ্ধ এবং শুদ্ধ করা হয়, এবং এটি থেকে পর্দাগুলি সরানো হয় [আধ্যাত্মিক বাস্তবতা উন্মোচন করার জন্য]।

এই প্রশ্নে, "কীভাবে জ্ঞান হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসবে যখন তার অস্তিত্বও নেই?", এর উত্তর হৃদয়ের বিস্ময় এবং রহস্যের অন্তর্গত। বাহ্যিক জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই প্রশ্নের উত্তরে কেবল এটুকুই বলা যেতে পারে যে [দৃশ্যের ক্ষেত্র থেকে] বস্তুর বাস্তবতা সংরক্ষিত ফলকের (লোহ *মাহফুদ)* উপর নিহিত রয়েছে, বরং [ঐশ্বরিক বাস্তবতার] কাছাকাছি থাকা ফেরেশতাদের হৃদয়ে রয়েছে। যেমন একটি বাড়ি নির্মাণের আগে, একজন প্রকৌশলী তার নীলনকশা এবং বিশদ নকশা প্রস্তুত করেন এবং সেই অনুযায়ী ঘর তৈরি করেন, তেমনি স্বর্গ ও পৃথিবীর স্রষ্টাও শুরু থেকে অসীম অনন্তকাল পর্যন্ত অস্তিত্বে আসা সমস্ত কিছুর একটি নীলনকশা এবং বিশদ নকশা প্রস্তুত করেছেন। এই মাস্টার প্ল্যানটি সংরক্ষিত ট্যাবলেটে (লোহ *মাহফুদ)* সংরক্ষিত রয়েছে। বিশ্বে যা ঘটছে তা সে অনুযায়ী হচ্ছে। এই মাস্টার প্ল্যানের জন্য কিছু হৃদয়ের প্রতিফলন করা খুব বেশি দূরের কথা নয়। অতএব, যখন কোনও একটি জিনিস একবার অস্তিত্বে আসে যা পরে অস্তিত্বহীন হয়ে যায়, তবে এখনও উপলব্ধি এবং কল্পনার মাধ্যমে তার রূপ এবং চেহারা কল্পনা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ দৃশ্যমান জগতের দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে দেয় তবে পৃথিবী এবং আকাশের রূপ এবং চেহারা তার উপলব্ধি এবং কল্পনায় থাকবে এবং এটি অনুভব করবে যে তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। যদি ধরুন স্বর্গ ও পৃথিবীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং কেবল যে ব্যক্তি তাদের দেখেছে সে অবশিষ্ট থাকে, তবে কেউ তার কল্পনা এবং চিন্তায় তাদের চিত্র থেকে বঞ্চিত হবে না। এই চিন্তাভাবনা হৃদয়কে প্রভাবিত করতে থাকবে এবং বস্তুর বাস্তবতা হৃদয়ে উপস্থিত হতে থাকবে যা চিন্তা এবং উপলব্ধিতে উপস্থিত ছিল [আগে] কিছু সময়ে। হৃদয়ে যা কিছু আসে তা সেই কাল্পনিক রূপ এবং চেহারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা সেই বস্তুর বাস্তব বাহ্যিক রূপ এবং চেহারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যা সংরক্ষিত ট্যাবলেটে উপস্থিত মানচিত্র অনুসারে (*লোহ মাহফুদ) ।*

অস্তিত্বের প্রকার: উপর থেকে জানা যায় যে অস্তিত্বের চারটি স্তর রয়েছে। প্রথম [স্তর] অস্তিত্ব হল সংরক্ষিত ট্যাবলেটে (লোহ *মাহফুদ)* যা রয়েছে। এই অস্তিত্ব শারীরিক অস্তিত্বের

চেয়ে শ্রেষ্ঠ। অস্তিত্বের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে প্রকৃত অস্তিত্ব – যা এই পার্থিব জীবনে আছে। অস্তিত্বের তৃতীয় স্তরটি কাল্পনিক - যা চিন্তাভাবনা এবং উপলব্ধিতে রয়েছে। এটি সেই অস্তিত্বকে বোঝায় যার চেহারা এবং রূপ বাস্তব অস্তিত্বের পরে চিন্তা এবং কল্পনায় উপস্থিত হয়। অস্তিত্বের চতুর্থ স্তর হল বুদ্ধিবৃত্তিক অস্তিত্ব, যা কাল্পনিক অস্তিত্বের পরে হৃদয়ে আসা চেহারা এবং রূপ। এই চারটি অস্তিত্বের মধ্যে, কিছু আধ্যাত্মিক, এবং কিছু শারীরিক। আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের মধ্যেও বৈচিত্র রয়েছে কারণ কিছু অন্যের চেয়ে বেশি আধ্যাত্মিক। এই সমস্ত বিষয় ঈশ্বরের প্রজ্ঞার বিস্ময় এবং রহস্য। লক্ষ্য করুন যে, ঈশ্বর চোখকে এত ছোট করেছেন কিন্তু তার আকার ছোট হওয়া সত্ত্বেও এটি তার মধ্যে আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তীর্ণ বিস্তৃতি সংগ্রহ করতে পারে। এটি একটি নিয়ম যে কোনও বিষয় একজনের কাছে না পৌঁছানো পর্যন্ত সে সে সম্পর্কে সচেতন নয়। অতএব, আল্লাহ যদি জগতের সৃষ্টির দৃষ্টান্ত, রূপ ও চেহারা সৃষ্টি না করতেন, তবে আপনি সেগুলো সম্পর্কে অবগত থাকতেন না বা তাদের সম্পর্কে জানতেন না। এটি আপনার পালনকর্তার সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতা এবং সর্বাপেক্ষা কর্তৃত্বের একটি ক্ষুদ্র নমুনা যা তিনি চোখ ও হৃদয়ে এই বিস্ময়কর বিস্ময়গুলির বিশাল ভাণ্ডার সরবরাহ করেছেন। উপদেশ পাওয়ার জন্য, কিছু হৃদয় অন্তর্দৃষ্টিহীন এবং কিছু চোখকে এতটাই দৃষ্টিহীন করে তোলা হয়েছে যে কিছু হৃদয় এতটাই বিস্মৃত যে তারা তাদের নিজের [অন্তর] দোষগুলি জানে না, বা [আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র থেকে] আশ্চর্য এবং রহস্যের সংবাদ পায় না যা হৃদয়ের অবশ্যই থাকতে হবে। তারা এসব বিষয়ে জানে না বা এসব রহস্য সম্পর্কে অবগত নয়।

এই উদ্বোধনী বক্তব্যের পর আমরা এখন আমাদের মূল লক্ষ্যে ফিরে আসি। এখানে যা আলোচনা করা হয়েছে তা হ'ল হৃদয়ে কোনও কিছুর অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এবং সংরক্ষিত ট্যাবলেটের (*লোহ মাহফুদ)* কারণেও হতে পারে। সূর্যের রূপ যেমন কখনও কখনও তার দিকে তাকিয়ে চোখে আসে এবং কখনও পানিতে তার প্রতিবিম্ব দেখে এবং সেই প্রতিবিম্ব প্রকৃত সূর্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়, তেমনি যখন হৃদয় এবং সংরক্ষিত ট্যাবলেটের (লোহ *মাহফুদ)* মধ্যে পর্দা তুলে নেওয়া হয়, তখন বিষয়ের বাস্তবতা এতে প্রতিফলিত হতে শুরু করে এবং তাদের জ্ঞান হৃদয়ে চলে আসে। সেক্ষেত্রে হৃদয়ের আর [জ্ঞান] অনুমান করার এবং ইন্দ্রিয় থেকে উপকার পাওয়ার প্রয়োজন হয় না। এই পদ্ধতির মাধ্যমে জ্ঞানের আবির্ভাব [এবং ভোর] পৃথিবী থেকে [একটি ঝর্ণা থেকে] নির্গত জলের জলাধারকে ভরাট করার অনুরূপ। কখনও কখনও হৃদয় এমন চিন্তায় ব্যস্ত থাকে যা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অর্জন করে। এই চিন্তাগুলি সংরক্ষিত ট্যাবলেটের (লোহ মাহফুদ) জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাই যদি এই জাতীয় চিন্তাগুলি জলের মজুদ পূরণ করে এবং তার নীচের অংশটি পূরণ করে তবে এটি তার নীচে থেকে সরানো হয় না।

হৃদয়ের দুটো দরজা: হৃদয়ের দুটি দরজা রয়েছে। একটি দরজা ফেরেশতার রাজ্যের (আলম *আল-মালাকুত)* দিকে এবং দ্বিতীয়টি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দিকে খোলে যা দৃশ্যমানের বস্তুগত জগৎ বা

রাজ্য থেকে সংবাদ অর্জন করে (*'আলম আল-মুলক ওয়া আস-শাহাদা* যা ঐশ্বরিক সর্বশক্তিমান এবং শক্তির আবির্ভাবের রাজ্য নামেও পরিচিত)। উভয় ক্ষেত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। পঞ্চইন্দ্রিয়ের দিকে দরজা খোলার ক্ষেত্রে এটি সর্বজনবিদিত, তবে ফেরেশতার জগতের (আলম *আল-মালাকুত*) বা সংরক্ষিত ফলক (লোহ *মাহফুদ)* এর দরজা খুলে দেওয়া অবিশ্বাস্য নয়। স্বপ্নের অবস্থা দেখুন এবং কীভাবে একজন সেই অবস্থার আশ্চর্যের সাক্ষী হন। কিছু লোক স্বপ্নে ভবিষ্যতের ঘটনা এবং অতীতের ঘটনাগুলি দেখেন, যদিও ইন্দ্রিয়গুলি স্বপ্নের সাথে জড়িত নয়, তবে এই দরজা কেবল তাদের জন্য খোলা হয় যারা তাদের ঐশ্বরিক স্মরণে অনন্য। অর্থাৎ তারা আল্লাহর স্মরণে এমনভাবে নিমগ্ন ও নিমগ্ন থাকে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সাথে কোন সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকে না। এক নবী রেওয়ায়েতে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন,

سبق المفردون، قيل ومن هم المفردون يا رسول الله، قال المتنزهون
بذكر الله تعالى، وضع الذكر عنهم اوزارهم فوردوا القيامة خفافا

'একচেটিয়া মানুষ (*মুফারিদুন)* (আল্লাহর আধ্যাত্মিক পথে অন্য সবার তুলনায়) শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রসর হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, হে আল্লাহর রাসূল! একাকী মানুষ কারা? তিনি বললেন, 'যারা আল্লাহর আন্তরিক ও ভক্তির মাধ্যমে পবিত্র হয়েছে। আল্লাহর স্মরণ তাদের গুনাহের ভার হালকা করে দিয়েছে এবং কেয়ামতের দিন তারা হালকা হয়ে আসবে। (এই বর্ণনাটি রিপোর্ট করেছেন হযরত সহীহ মুসলিম *ও* হাকিম *রাদিয়াল্লাহু আনহু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু* থেকে বর্ণিত।

এর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ইরশাদ করেন, 'আমি তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি। আপনি কি জানেন আমি কার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছি এবং আমি তাদের কী দিতে চাই? তাদের প্রতি আমার প্রথম দান হল আমি তাদের হৃদয়ে আমার নূর স্থাপন করি, তারপর তারা আমার সম্পর্কে সংবাদ দিতে শুরু করে কারণ আমি তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানি। এই সংবাদটি সেই একই ভিতরের দরজা থেকে প্রবেশ করে [হৃদয়ের, যা ঐশ্বরিক সর্বশক্তিমান এবং শক্তির আবির্ভাবের অদৃশ্য রাজ্যের মুখোমুখি হয়] যা এইমাত্র উল্লেখ করা হয়েছিল। একদিকে নবী ও সাধুগণের জ্ঞান এবং অন্যদিকে পণ্ডিত ও জ্ঞানীদের মধ্যে পার্থক্য হলো, ভবিষ্যদ্বাণীর জ্ঞান আসে সেই দরজা থেকে যা ফেরেশতার জগতের দিকে মুখ করে হৃদয়ে খোলা হয় (*আলম আল-মালাকুত*) এবং জ্ঞানের জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে যা জড় জগতের দিকে উন্মুক্ত হয় (আলম *জহির (আলম জহির)*). এই উদাহরণের মাধ্যমে, দুটি রাজ্যের মধ্যে পার্থক্য পরিষ্কার করা হয়েছে। অদৃশ্য জগতের রহস্য ও বিস্ময় (*আলম আল-গাইব ওয়া আস-শাহাদা* যা ঐশ্বরিক সর্বশক্তিমান ও শক্তির আবির্ভাবের অদৃশ্য রাজ্য হিসাবেও পরিচিত) সম্পর্কিত, এগুলো এতটাই বেশি যে মানুষের অনুমানের বৃত্তেও তাদের অনুমান করা যায় না।

দ্বিতীয় উদাহরণ: এই উদাহরণের মাধ্যমে, আমি পণ্ডিতদের জ্ঞান এবং জ্ঞানবাদীদের (বা ঈশ্বরের সাধু বা অন্তরঙ্গ যারা আওলিয়া নামেও পরিচিত) জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে চাই। পণ্ডিতরা জ্ঞানের সত্তা অর্জনের চেষ্টা করেন এবং এটিকে তাদের হৃদয়ের দিকে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করেন এবং *আওলিয়া* (জ্ঞানবাদী, সাধু বা ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ) হৃদয়ের শুদ্ধিকরণ, সংস্কার, পালিশ এবং প্রাণবন্ততায় ব্যস্ত থাকেন। একটি ঐতিহ্য অনুসারে, রোমান এবং চীনারা তাদের নির্মাণ এবং শৈল্পিক দক্ষতার প্রশংসা করেছিল এবং প্রতিটি গোষ্ঠী রাজার সামনে একে অপরের চেয়ে বেশি দাবি করেছিল। রাজা উভয় দলের বিশেষজ্ঞদের তাদের প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে উভয়কেই তাদের শৈল্পিক দক্ষতা প্রকাশের জন্য একটি বিল্ডিংয়ের একটি অংশ দেওয়া হবে। একদিকে চীনারা শিল্পকর্ম পরিবেশন করবে এবং অন্যদিকে রোমানরা পরিবেশন করবে। দুটি অংশের মাঝখানে একটি পর্দা থাকবে যাতে প্রতিটি গোষ্ঠী একে অপরের কাজ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। দু'জনকেই এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রোমানরা অসংখ্য বিস্ময়কর রঙ নিয়ে এসেছিল যখন চীনারা কোনও রঙ ছাড়াই বিল্ডিংয়ের তাদের অংশে প্রবেশ করেছিল এবং তাদের হাতে দেওয়া অংশটি পালিশ করতে শুরু করেছিল। রোমানরা যখন তাদের কাজ শেষ হওয়ার ঘোষণা দেয়, তখন চীনারাও বলেছিলেন যে তাদের কাজও শেষ হয়েছে। রাজা [চীনাদের] শিল্পকর্মের ধরন দেখে অবাক হয়েছিলেন যার জন্য কোনও রঙ বা রঙের প্রয়োজন ছিল না। তারা রাজাকে অনুরোধ করলেন ভবনের দুই অংশের মাঝখানে পর্দা তুলে নেওয়ার আদেশ দিতে। যখন পর্দা উঠানো হয়েছিল, তখন রোমান শিল্পকর্মে রঙের উজ্জ্বলতা জ্বলজ্বল করতে শুরু করেছিল এবং তাদের উজ্জ্বলতা এবং উজ্জ্বলতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল কারণ চীনারা তাদের বিল্ডিংয়ের অংশের দেয়ালগুলি এতটাই পালিশ করেছিল যে দেয়ালগুলি একটি পরিষ্কার পালিশ করা আয়নার মতো সুন্দরভাবে পালিশ করা হয়েছিল [যা রোমান শিল্পকর্মের সৌন্দর্যকে প্রতিফলিত করেছিল]। এটি *আওলিয়ার* (সাধু, জ্ঞানবাদী এবং ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ) অবস্থা যে তারাও চীনাদের মতো [এই দৃষ্টান্তে] হৃদয়ের শুদ্ধিকরণ, পুনরুজ্জীবন এবং সংস্কারের জন্য এত প্রচেষ্টা চালিয়েছে যে এটি সত্যের [ঐশ্বরিক আলো] দ্বারা আলোকিত হয় এবং পণ্ডিত এবং জ্ঞানীরা প্রচলিত শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান এবং ছাপ অর্জনের দিকে বেশি মনোনিবেশ করে।

জ্ঞান অর্জনের উপায় যাই হোক না কেন, যে হৃদয়ের (ঐশ্বরিক) জ্ঞানের আলো রয়েছে তার জন্য কোন বিলুপ্তি নেই [যেমন হৃদয় তার দ্বারা অমর হয়ে যায়]। জ্ঞান মৃত্যুর সাথে শেষ হয় না এবং মৃত্যুর অন্তরের পবিত্রতা এবং অস্থিরতার উপর প্রভাব পড়ে না এবং এর মধ্যে কোনও অশান্তি প্রবেশ করে না। অতএব, হাসান আল-বসরী (যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ *আওলিয়া* এবং জ্ঞানবাদীদের মধ্যে একজন ছিলেন) বলেছেন যে ঈমানের আবাস (অর্থাৎ হৃদয়) মাটি গ্রাস করে না (অর্থাত্ ঐশ্বরিক সত্যে বিশ্বাস করা হৃদয়ের জীবন, মৃত্যুর সাথে শেষ হয় না)। জ্ঞান, তা গ্রহণ করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য এবং হৃদয়ের পবিত্রতা ও ক্ষীণতা মুমিনের (মোমিন) জন্য

প্রয়োজন। পরকালের অনন্ত সুখ ও অনন্ত সফলতা (সা'*দাহ)* তা ছাড়া কল্পনাও করা যায় না। এছাড়াও, এই চিরন্তন সুখ এবং অবিরাম সাফল্যের বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে। প্রত্যেক ধন-সম্পদের অধিকারীকে যেমন ধনী বলা হয়, তেমনি প্রত্যেক সা'*দাহের* (অনন্ত সুখ ও অফুরন্ত সাফল্য) অধিকারীকে বলা হয় '*সাঈদ* (অনন্ত সুখ ও অফুরন্ত সাফল্যের অধিকারী)। তবে এক লাখ *দিরহামের* (স্বর্ণমুদ্রার আকারে অতীতের একটি পুরাতন মুদ্রা) মালিক কি এক মিলিয়ন *দিরহামের* সমান হতে পারে? চিরন্তন সুখ এবং অফুরন্ত সাফল্যের ক্ষেত্রেও এটি একই [কারণ এই অসাধারণ অনুগ্রহের সমস্ত অধিকারীর একই ডিগ্রী নেই]। কেউ কেউ এর সর্বোচ্চ মাত্রায়, কেউ এর চেয়ে কম এবং কেউ এর নিম্ন মাত্রায়। চিরন্তন সুখের এই মাত্রাগুলি জ্ঞান (মা'*রিফা)* এবং ঈমান (ঈমান*) এর বিভিন্ন মাত্রার কারণে হয়।*

আবু সুলাইমান আল-দারানী (অতীতের একজন মহান জ্ঞানবাদী) বলেছেন: "হৃদয়ের উপমা একটি গম্বুজের মতো, যার চারপাশে অনেক বন্ধ দরজা রয়েছে। তাদের মধ্যে যে দরজা খুলে যায়, হৃদয় তার মধ্য দিয়ে কাজ করে। এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, অন্তরের দরজাগুলোর মধ্যে একটি দরজা ফেরেশতার জগৎ (*আলম আল-মালাকুত*) এবং উচ্চতর আধ্যাত্মিক রাজ্যের দিকে খোলে। এই দরজা একটি জোরালো এবং স্থায়ী আধ্যাত্মিক সংগ্রাম, ঈশ্বর-ভয় এবং নিম্ন আত্মার কামনা এবং ভোগ থেকে বিরত থাকা ছাড়া খোলা যায় না। এ কারণেই হযরত উমর (রাঃ) তাঁর সৈনাতদের একটি চিঠিতে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহর ধার্মিক বান্দাগণ তাদের যা বলেছে তা তারা মনে রাখবে, কারণ তাদের কাছে উচ্চতর (সার্বজনীন অনন্ত) সত্য সম্পর্কিত বিষয় অবতীর্ণ হয়। কিছু আলেম বলেন যে, ঈশ্বরের হাত জ্ঞানীদের মুখের উপর রয়েছে এবং তারা কেবল সত্য কথা বলে। একজন জ্ঞানবাদী বলেছিলেন যে তিনি দাবি করতে পারেন যে ঈশ্বর তাদের কাছে কিছু রহস্য প্রকাশ করেন যারা তাঁর সামনে নম্রতা গ্রহণ করে।

ইঙ্গিতের মাধ্যমে হৃদয়ের উপর শয়তানের আধিপত্য (*ওয়াসওয়াস*) - ইঙ্গিতের অর্থ এবং শয়তানের আধিপত্যের কারণগুলি

হৃদয়টি কেবল একটি গম্বুজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যার অনেকগুলি দরজা রয়েছে এবং প্রতিটি দরজা দিয়ে অভ্যন্তরীণ অবস্থা ক্রমাগত আসে এবং যায়। এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, হৃদয় এমন একটি লক্ষ্যবস্তুর মতো যা ক্রমাগত চারদিক থেকে তীর দ্বারা লক্ষ্যবস্তু করা হয় বা এটি এমন একটি আয়নার মতো যেখানে একের পর এক বিভিন্ন চিত্র প্রতিফলিত হয় এবং কোনও মুহুর্ত নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় না বা এটি একটি জলের জলাধারের মতো যা

তার চারপাশে নির্মিত বিভিন্ন সংযোগকারী জলের চ্যানেল থেকে জল গ্রহণ করে। হৃৎপিণ্ডের উপর বিভিন্ন প্রভাবের ক্রমাগত উপস্থিতি বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ উভয় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ঘটে। এ কারণেই চিন্তাভাবনা, কামনা, ক্রোধ এবং অন্যান্য [অভ্যন্তরীণ] চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি এই একই প্রভাব এবং অবস্থার নাম। হৃৎপিণ্ডে অবিরাম পরিবর্তন ঘটে সব সময়। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যদি কোনো বস্তুকে অনুধাবন করা যায়, তাহলে তার প্রভাব হৃদপিণ্ডের উপর দেখা যাবে। একইভাবে, যদি প্রচুর খাদ্য এবং মেজাজের শক্তি কামনাকে প্ররোচিত করে তবে হৃদয় প্রভাবিত হবে। হৃদয়ের চিন্তাভাবনা পরিবর্তিত হতে থাকে এবং এটি এক চিন্তা থেকে অন্য চিন্তায় চলতে থাকে। এটাই হৃৎপিণ্ড পরিবর্তনের অর্থ। চিন্তা-বিবেচনা ও স্মৃতির ফলে হৃদয়ে যে প্রভাব জন্মায় তাকে বলা হয় 'বিপদ' (*খাওয়াতির) /* হৃদয় দ্বারা উপলব্ধি করা জ্ঞানকে 'আলোচনা' এবং 'স্মৃতি' দ্বারা উল্লেখ করা হচ্ছে, সেগুলি নতুন বা পূর্ব থেকে পরিচিত এবং এখন উল্লেখ করা হচ্ছে। [অনুভূত] বিপদ (*খাওয়াতির)* এই হিসাবে উল্লেখ করা হয় কারণ মানুষ যখন তাদের প্রতি অবহেলা করে তখন তারা হৃদয়ের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই বিপদগুলি উদ্দেশ্যকে প্ররোচিত করে এবং [মানব] সমাধান করে কারণ অভিপ্রায়, সংকল্প এবং কর্মপরিকল্পনা কেবল চিন্তাটি হৃদয় অতিক্রম করার পরেই জন্মগ্রহণ করে। কর্ম এই বিপদ (খাওয়াতির) থেকে জন্ম নেয় এবং শুরু হয়। বিপদ আকাঙ্ক্ষাকে প্ররোচিত করে, আকাঙ্ক্ষা সংকল্পকে প্ররোচিত করে, সমাধান অভিপ্রায় বা কর্মের পরিকল্পনাকে প্ররোচিত করে এবং উদ্দেশ্য শারীরিক অঙ্গগুলিকে [হৃদয়ের চিন্তাভাবনা বা অনুভূত বিপদ অনুসারে কাজ করতে] প্ররোচিত করে।

দুই ধরনের বিপদ - ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা (ইলহাম) এবং ইনসিনুয়েশনস (*ওয়াসওয়াস):*
আকাঙ্ক্ষাকে প্ররোচিত করে এমন বিপদ দুই প্রকার। প্রথম বিপদ এমন যে, এটি একজনকে এমন একটি বিষয়ের দিকে আমন্ত্রণ জানায় যা মন্দ *(শর)* বা অন্য কথায় জীবনের চূড়ান্ত পরিণতি ও অনন্ত জীবনের জন্য ক্ষতিকর (আকিবা*) /* দ্বিতীয় বিপদ এমন যে, এটি একজনকে এমন একটি বিষয়ের দিকে আমন্ত্রণ জানায় যা ভাল ও মহৎ *(খায়ের)* যা পরকালে উপকার ও কল্যাণের উৎস। এভাবে দুটি ভিন্ন বিপদ (*খাওয়াতির*) রয়েছে এবং তাদের উভয়েরই আলাদা নাম রয়েছে। ভাল বিপদকে (*খতির মাহমুদা)* বলা হয় "*ঐশ্বরিক* অনুপ্রেরণা" (*ইলহাম)* এবং নিন্দনীয় বিপদকে (*খতির মদমুমা)* বলা হয় "ইঙ্গিত" (*ওয়াসওয়াসা) /* এই বিপদগুলি ক্ষণস্থায়ী বা আকস্মিক (*হাদীস)* এবং তাদের জন্য একজন স্রষ্টা (অপ্রত্যাশিত বা *হাদীস)* অপরিহার্য। যেহেতু বিপদগুলি বিভিন্ন ধরণের হয়, তাদের পার্থক্যগুলি আমাদের বলে যে তাদের কারণ এবং উত্সগুলিও আলাদা হবে। আল্লাহর *ঐশ্বরিক* প্রজ্ঞা ও পথ (*সুন্নাহ)* অবিরাম কারণ ও প্রণামের ক্রমে বিস্তৃত এবং অব্যাহত থাকে। কারণ যেমন আছে, তেমনি প্রভাবও এমনই হবে। অতএব, যদি কোনও ঘরে আগুন জ্বালানো হয় এবং তার আলোর মধ্য দিয়ে ঘরের দেয়ালগুলি আলোকিত হয় এবং সিলিং ধোঁয়ায় কালো হয়ে যায়, তবে ছাদের অন্ধকারের জন্য আলোর জন্য দায়ী করা হবে না। একইভাবে, হৃদয়ের অন্ধকার এবং আলোকসজ্জার জন্য বিভিন্ন কারণ রয়েছে। [দ্বিতীয়] বিপদের কারণকে বলা হয় "ফেরেশতা" যিনি ভালের আমন্ত্রণকারী এবং [প্রথম] বিপদের কারণকে "শয়তান" বলা হয়, যিনি মন্দের আমন্ত্রণকারী। যে সূক্ষ্মতা ও নম্রতা হৃদয়ে ভালো গ্রহণ করার ক্ষমতা তৈরি করে তাকে বলা হয় "*তৌফিক*" (ভাল কাজ করার জন্য *ঐশ্বরিক*

ক্ষমতা) এবং যা একজনকে শয়তানের ইঙ্গিতগুলি গ্রহণ করতে সক্ষম করে তাকে "*খাদলান*" বলা হয় (দুর্ভাগ্যের গভীরতা এবং নিম্নমুখী আধ্যাত্মিক গতিপথে নিম্নগামী অবস্থায় ডুবে যাওয়া)। অর্থের পার্থক্য বিভিন্ন পরিভাষার দিকে পরিচালিত করে।

ফেরেশতা ও শয়তান: "ফেরেশতা" বলতে সেই সৃষ্টিকে বোঝায় যা ঈশ্বর ভাল, জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, সত্যকে অবতীর্ণ করার জন্য, ভালর প্রতিশ্রুতি দেয় এবং ভাল ও মহৎ আদেশ দেয়। ফেরেশতা এই নিযুক্ত কাজগুলির জন্য [ঈশ্বরের হাতে] মুগ্ধ হন। 'শয়তান' (*শয়তান*) বলতে সেই সৃষ্টিকে বোঝায়, যিনি উপরোক্ত সকল বিষয়ে ফেরেশতার সরাসরি বিপরীত। অন্য কথায়, শয়তানকে মন্দ প্রতিশ্রুতি দিতে, মন্দ ও মন্দের দিকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং ভাল কাজের দিকে ঝুঁকতে থাকা ব্যক্তিকে ভয় দেখাতে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, ইঙ্গিত (*ওয়াসওয়াসা) ঐ*শ্বরিক প্রেরণা (ইলহাম) এর বিপরীত, শয়তান ফেরেশতার বিপরীত, এবং দুর্ভাগ্যের গভীরতা এবং নিম্নমুখী আধ্যাত্মিক গতিপথে (খাদলান) নিম্নগামী আধ্যাত্মিক গতিপথে (খাদলান) নিচু অবস্থায় ডুবে যাওয়া ঐশ্বরিক সৎকর্ম করার ক্ষমতার বিপরীতে (*তৌফিক) /* নিচের আয়াতটি একই কথা উল্লেখ করেছে:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ

"আর আমরা সবকিছুকে দু'জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। (কুরআন, অধ্যায় 51, আয়াত 49)

এর অর্থ হল সমস্ত সৃষ্টিই জোড়ায় জুটি বিভক্ত প্রভু ব্যতীত যিনি এক এবং অনন্য, কেউ তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না, তিনি সত্য এবং সমস্ত জোড়ার স্রষ্টা। ফেরেশতা এবং শয়তান উভয়ই হৃদয়কে নিজের দিকে টেনে নিতে ব্যস্ত। অতএব, একটি রেওয়ায়েত অনুসারে রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন:

في القلب لمتان، لمة من الملك ايعاد بالخير و تصديق بالحق، فمن وجد ذالک فليعلم انه من الله سبحانه و ليحمد الله و لمة من العدو ايعاد بالشر و تكذيب بالحق، و نهي عن الخير فمن وجد ذالک فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم (ثم تلا هذه الآية) الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ

"হৃদয়ে দুটি ঘনিষ্ঠতা রয়েছে: একটি হ'ল ফেরেশতার সাথে ঘনিষ্ঠতা যার কাজ হল ভাল প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং সত্য নিশ্চিত করা; যে কেউ এটি জানে তা জানা উচিত যে এটি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে এবং এর জন্য ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। দ্বিতীয় অন্তরের ঘনিষ্ঠতা হচ্ছে শয়তানের যার কাজ হচ্ছে সত্যকে অস্বীকার করা এবং সৎকর্ম থেকে নিষেধ করা; যে কেউ এ বিষয়ে জানে তার উচিত অভিশপ্ত শয়তানের হাত থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা। এর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, 'আর শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যকে ভয় দেখায় এবং তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কাজ করার

আদেশ দেয়। (এই বর্ণনাটি রিপোর্ট করেছেন *হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু* আনহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস *থেকে তিরমিযী ও* নাসাঈ *সংকলন করা হয়েছে*।

হাসান আল-বসরি (একজন মহান জ্ঞানবাদী) বলেছেন যে দুটি চিন্তাভাবনা [উদ্দেশ্য এবং সংকল্প] হৃদয়ের চারপাশে আবর্তিত হয়। একটি আল্লাহর কাছ থেকে এবং অন্যটি শত্রুর কাছ থেকে। যে নিজের চিন্তায় থেমে যায় তার প্রতি আল্লাহ দয়া করুন। যদি তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় তবে তার উপর কাজ করা উচিত এবং যদি এটি শত্রুর (অর্থাৎ শয়তান) কাছ থেকে হয় তবে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা উচিত। [অনুসরণ] *হাদীস* (নবী ঐতিহ্য) এই [প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিপরীত] চিন্তাধারার মধ্যে সংগ্রামের দিকে ইঙ্গিত করে:

قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمٰن

"মুমিনের অন্তর পরম করুণাময়ের আঙুলের দুই আঙুলের মাঝখানে থাকে।

মাংস, রক্ত ও হাড় দিয়ে তৈরি আঙুল থাকার চেয়ে আল্লাহ উঁচু। বরং এখানে আঙুলগুলি এই সত্যকে বোঝায় যে একজন মানুষ যেমন তার আঙ্গুলের মাধ্যমে দ্রুত কাজ করে এবং জিনিসগুলি ঘুরিয়ে দেয় এবং তাদের সাথে [বস্তু] সরানো করে, তেমনি ঈশ্বর ফেরেশতা এবং শয়তানকে তাদের বশীভূত করার পরে [তাদের সম্মানজনক] কাজ করার জন্য ব্যবহার করেন। তারা উভয়ই (ফেরেশতা এবং শয়তান) হৃদয়কে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং তাদের ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য বশীভূত হয় ঠিক যেমন আপনার আঙ্গুলগুলি [আপনার ইচ্ছার অধীনে] বস্তুগুলি ঘুরিয়ে এবং ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য। হৃদয়, তার অন্তর্নিহিত প্রকৃতিতে, ফেরেশতা এবং শয়তান উভয়ের প্রভাবকে সমানভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম এবং একজনের অন্যের উপর অগ্রাধিকার রয়েছে। যাইহোক, নিম্ন স্ব থেকে আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করা বা তাদের বিরোধিতা করা এক পক্ষকে (ফেরেশতা বা শয়তান) অন্য পক্ষের চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়। অতএব, মানুষ যদি ক্রোধ ও কামনার প্রভাবের উপর কাজ করে, তবে শয়তান নিম্ন স্ব থেকে আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে একজনকে প্রাধান্য দেবে এবং হৃদয় তার নীড়, ইনকিউবেটর এবং সমর্থক হবে। কারণ নিম্ন আত্মার আকাঙ্ক্ষা শয়তানের চারণভূমি। যদি কেউ আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করে এবং তাদের একটিতে আধিপত্য বিস্তার করতে না দেয় এবং ফেরেশতাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করে, তবে এমন ব্যক্তির হৃদয় ফেরেশতাদের বিশ্রামের স্থান এবং গন্তব্য হয়ে উঠবে। যে হৃদয় কামনা, ক্রোধ, লোভ, লোভ এবং দীর্ঘস্থায়ী [অবিরাম] আকাঙ্ক্ষায় বাস করে, সেই হৃদয় সমস্ত পরিস্থিতিতে শয়তানের ইঙ্গিতের লক্ষ্যবস্তু হবে। একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনায় বলা হয়েছে:

ما منكم من احد الا وله شيطان' قالوا وانت يارسول الله؟ قال وانا الا ان الله
اعانني عليه فاسلم فلا يامر الا بخير

"তোমাদের প্রত্যেকের উপর একজন শয়তান *(শয়তান)* নিযুক্ত করা হয়েছে। নবী সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'আর আপনাদেরও? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ,

আমারও জন্য। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন এবং তিনি *মুসলমান* হয়েছেন (আল্লাহর ইচ্ছা ও হুকুমের অধীন)। তিনি আমাকে ভাল ছাড়া আর কিছুই বলেন না'। (এই বর্ণনাটি রিপোর্ট করেছেন *হযরত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রহঃ) এর বিধানে* হাদীস *সংকলন* সহীহ মুসলিম।

শয়তান কামনাকে তার নিয়ন্ত্রণ ও কারসাজির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি ঐশ্বরিক দ্বারা কারও কামনা দ্বারা সাহায্য করা হয় যাতে এটি এতটাই বশীভূত হয় যে উপযুক্ত সীমার মধ্যে ব্যতীত এটি পুনরুত্থিত হয় না, তখন সে মন্দের আহ্বান করে না এবং শয়তানের নিজের [অসৎ উদ্দেশ্যে] এটি ব্যবহার করার উপায়ও নেই। শয়তানের অন্তরে ইঙ্গিত প্ররোচিত করার ক্ষমতা রয়েছে যখন তারা জগৎ [এবং জাগতিকতা] এবং নিম্ন আত্মার (নাফস) আকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হয়। যদি হৃদয় আল্লাহর স্মরণের দিকে ঝুঁকে যায়, তবে শয়তানের কাছে দূরে সরে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না [এই ব্যক্তি থেকে যার মধ্যে ঐশ্বরিক স্মরণের প্রাধান্য রয়েছে] এবং আপত্তি (*ওয়াসওয়াস*) ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা তার অবশিষ্ট নেই। সেই সময় একজন ফেরেশতা এসে একজনকে ভালো করার আদেশ দেন। এভাবে ফেরেশতা ও শয়তানদের বাহিনী প্রচণ্ড লড়াইয়ে আবদ্ধ রয়েছে। এই যুদ্ধের অবস্থা অব্যাহত থাকে যতক্ষণ না হৃদয় পরাজিত হয় এবং দুটি [সেনাবাহিনীর] একটির অধীন হয়। সেক্ষেত্রে হৃদয় বিজয়ীর (ফেরেশতা ও শয়তানের মধ্য থেকে) বিশ্রামের আবাস ও অবস্থানে পরিণত হয়। যদি [পরাজিত] প্রতিপক্ষ তার পাশ দিয়ে যায়, তবে এটি আক্রমণকারী হিসাবে করে, তার মালিক এবং বিজয়ী হিসাবে নয়। দুঃখের সাথে এবং আবার অত্যন্ত দুঃখের সাথে এটি [জোর দেওয়া যায়] যে [মানবজাতির] বেশিরভাগ হৃদয় তাদের কৌশল এবং ষড়যন্ত্রের জন্য শয়তানদের দ্বারা জয় করা হয়েছে। এই বিজিত, দাসত্ব এবং পরাধীন হৃদয় [মানুষের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠের অন্তর্গত] [জঘন্য এবং নিকৃষ্ট] শয়তানের আরোপের (ওয়াসওয়াস) আবাসস্থল হয়ে উঠেছে। তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চেয়ে প্রাধান্য দিয়েছে। শয়তান বাহিনীর [হৃদয়ের উপর] আধিপত্যের কারণ হলো নিম্ন আত্মার কামনা অনুসরণ করা। তাদের (অর্থাৎ হৃদয়ের) ঈশ্বরের কাছে প্রত্যাবর্তন কেবল তখনই ঘটতে পারে যখন শয়তানের দখল ও নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে নেওয়া হবে এবং হৃদয় নিম্ন আত্মা থেকে আকাঙ্ক্ষা থেকে শূন্য হয়ে যাবে এবং [পরিবর্তে] বাস করে এবং ঈশ্বরের স্মরণে পরিপূর্ণ হয়। ফেরেশতারা ঐশ্বরিক স্মরণের মাধ্যমে হৃদয়ের উপত্যকায় নেমে আসে এবং শয়তানের তার বাহিনী ও সহযোগীদের নিয়ে এটি থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

হযরত জাবির ইবনে যুবাইদাতু আল-আদভী বলেন, 'আমি আলা ইবনে যিয়াদ (মহান জ্ঞানবাদী) এর কাছে হৃদয়ে জন্ম নেওয়া মন্দ চিন্তার (শয়তানের ইঙ্গিত) সম্পর্কে অভিযোগ করেছি। তিনি বলেন, 'এর দৃষ্টান্ত চোর ঘরে ঢুকে পড়ার মতো। যদি বাড়িতে কিছু থাকে তবে চোররা তাদের সাথে নিয়ে যাবে এবং যদি কিছু না থাকে তবে তাদের ব্যর্থতায় [খালি হাতে] ফিরে যেতে হবে। এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আলা ইবনে যিয়াদ জানান যে, শয়তান নিম্ন আত্মার আকাঙ্ক্ষাহীন হৃদয়ে প্রবেশ করে না। অতএব, সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন:

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ

"[আল্লাহ শয়তানকে বললেন] আমার বিশেষ বান্দাদের উপর তোমার কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। (কুরআন, 17 অধ্যায়, 65 আয়াত)

যে ব্যক্তি নিম্ন আত্মার আকাঙ্ক্ষার [আবেগ ও আদেশ] বশীভূত হয়, সে আল্লাহর বান্দা নয়, বরং বরং আকাঙ্ক্ষার বান্দা হয়। আল্লাহ তাআলা অন্য এক স্থানে বলেছেন,

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ

"তুমি কি এমন ব্যক্তির অবস্থা দেখেছ, যে নিম্ন সত্তার ইচ্ছা থেকে ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে? (কুরআন, অধ্যায় 45, আয়াত 23)

এই আয়াতে আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে, যারা নিম্ন স্ব থেকে তাদের আকাঙ্ক্ষার অধীন হয়, তারা তাদের মধ্য থেকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে।

শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করার পথ: আমর ইবনুল আস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! শয়তান আমার এবং আমার প্রার্থনার মাঝখানে আসে (অন্য কথায়, যখন আমি আমার প্রার্থনায় কুরআন তিলাওয়াত করি, তখন শয়তান আমার মন ও হৃদয়কে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুতে জড়িয়ে ফেলে)। তিনি উত্তর দিলেন:

ذالک شیطان یقال له خنزب' فاذا احسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن یسارک ثلاثا

"এটি সেই শয়তান যাকে 'খিনজাব' বলা হয়। যখন তুমি তা অনুভব কর, তখন তার কাছ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো এবং তোমার বাম দিকে তিনবার থুতু ফেল। (এই বর্ণনাটি *হাদীস* সংকলন *সহীহ মুসলিম থেকে* নবী সাহাবী আমর ইবনুল আস (রাঃ) এর উপর বর্ণিত হয়েছে।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি যখন এ পদ্ধতি অবলম্বন করলেন, তখন অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয়। এসব ঐতিহ্য থেকে জানা যায় যে, শয়তানের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার একটাই উপায় রয়েছে এবং তা হলো ঐশী স্মরণ (*দিকির) ।* এই স্মরণের সাথে, শয়তানের আত্মা অন্তরে কাঁপিয়ে যায় এবং সে তার সমস্ত ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হয়। ঈশ্বরের স্মরণের কারণে শয়তানের পালানোর জন্য একটি বুদ্ধিবৃত্তিক কারণ হল যে হৃদয় কেবল তখনই শয়তানের ইঙ্গিতমুক্ত হবে যখন অন্য কিছু এর মধ্যে প্রবেশ করবে। কারণ যখন কোনও চিন্তা হৃদয়ে আসে, তখন আগে থেকে যা ছিল তা থাকে না। অতএব, হৃদয়কে অন্য কিছুর সাথে দখল করা শয়তানের ইঙ্গিতের অবসান ঘটাবে, তবে এটিও সম্ভব যে হৃদয়ে একটি নতুন চিন্তার আকারে ইঙ্গিতের জন্ম হয়। ঐশ্বরিক স্মরণই একমাত্র জিনিস যেখানে শয়তান তার উপস্থিতিতে কিছুই করতে পারে না। এটি একটি নিয়ম যে প্রতিটি জিনিসের নিরাময় তার বিপরীত মাধ্যমে করা হয়। শয়তানের ইঙ্গিতের বিপরীত হচ্ছে নিজের শক্তি ও শক্তির ভান অস্বীকার করে আল্লাহ

তায়ালার (*ইস্তিয়াআধা*) আশ্রয় প্রার্থনা করা, যেমনটি আমরা শয়তানের হাত থেকে সুরক্ষার জন্য নিম্নলিখিতটি বলি:

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

"আমি অভিশপ্ত শয়তানের হাত থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। মহান আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি ও শক্তি নেই।

কেবল তারাই শয়তানের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম যারা ঈশ্বরের প্রতি ধার্মিক ভয়, শ্রদ্ধা এবং ভয় রাখে এবং যাদের উপর ঐশ্বরিক স্মরণ প্রাধান্য পায়। শয়তান তার ষড়যন্ত্র দ্বারা তাদের পরাজিত করতে চায় কিন্তু তারা ঈশ্বরের স্মরণের শক্তি দিয়ে তাকে পরাজিত করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَٰٓئِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

"যারা ধার্মিক ভয়, শ্রদ্ধা ও আল্লাহকে ভয় করে, যখন শয়তানের কাছ থেকে তাদের কাছে কোন ইঙ্গিত আসে, তারা তৎক্ষণাৎ ঐশ্বরিক স্মরণে লিপ্ত হয় এবং এই মন্দ ঘটনায় চমকে ওঠে এবং জাগ্রত হয়। " (কুরআন, অধ্যায় 7, আয়াত 201)

নিচের আয়াতের ব্যাখ্যায়:

مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ

"শয়তানের আরোপের মন্দতা থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (কুরআন, অধ্যায় 114, আয়াত 4)

মুজাহিদ (রাঃ) রাসূল সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) যিনি কুরআনের ব্যাখ্যায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন) বলেছেন যে শয়তান তার ছায়া হৃদয়ে ফেলে; যখন একজন হৃদয়ের ব্যক্তি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে ["আল্লাহ" যা ঈশ্বরের একমাত্র ব্যক্তিগত নাম এবং "ঈশ্বর" তাঁকে বোঝানোর জন্য একটি ভাষা নির্দিষ্ট জেনেরিক শব্দ এবং প্রতিটি মানব ভাষার "ঈশ্বর" এর জন্য তার নিজস্ব সমতুল্য জেনেরিক শব্দ রয়েছে। অতঃপর সে (শয়তান) পিছু হটে এবং সঙ্কুচিত হয়ে উঠে বসে থাকে এবং মানুষ যখন তাকে ভুলে যায় এবং তাকে অগ্রাহ্য করে তখন সে (শয়তান) হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহর স্মরণ ও শয়তানের ইঙ্গিতের মধ্যে দ্বন্দ্ব এতটাই বেশি যে এটি দিনের আলো এবং অন্ধকারের মধ্যে বা যেমন দিন ও রাতের মধ্যে রয়েছে যে যখন একটি আসে তখন অন্যটির অস্তিত্ব বন্ধ হয়ে যায়। নিম্নলিখিত পবিত্র [ঐশ্বরিক] আয়াতটি একই দ্বন্দ্বকে বোঝায়:

ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَأَنسَىٰهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ ۚ

"শয়তান তাদের উপর তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ করেছে এবং তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিস্মৃত করে দিয়েছে। (কুরআন, অধ্যায় 58, আয়াত 19)

হযরত আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ان الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم فان هو ذكر الله تعالى قنس
وان نسي الله تعالى التقم قلبه

"শয়তান তার লেজ আদম (মনুষ্য) পুত্রের হৃদয়ে রেখেছে। যে ব্যক্তি যখন আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন শয়তান দূরে সরে যায় এবং যখন কেউ আল্লাহকে ভুলে যায়, তখন শয়তান তার (মানুষের) অন্তর গিলে ফেলে। (এ বর্ণনাটি *হাদীস* সংকলন *ইবনে আবি আদ-দুনিয়া, আবু ইয়া'লা* ও *ইবনে আদী থেকে বর্ণিত*)।

ইবনে ওয়াদ্দাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, যখন একজন মানুষ চল্লিশ বছর বয়সে পরিণত হয় এবং নিজের গুনাহ থেকে তওবা করে না, তখন শয়তান তার মুখের উপর হাত নাড়ায় এবং বলে: "আমি এই সুন্দর মুখকে কতই না শ্রদ্ধা করি, যার পরিত্রাণ কারও ভাগ্য হিসাবে পাবে না"। [মানুষ] মাংস ও রক্তের সঙ্গে যেমন কামনা ও প্রলোভন ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি শয়তান একজনের শিরায় রক্ত নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং হৃদয়কে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ان الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع

"শয়তান মানব দেহে রক্ত সঞ্চালন করে; সুতরাং ক্ষুধার সাথে তার পথগুলি সংকীর্ণ করুন (অর্থাত্, রোজা এবং বিলাসবহুল এবং অতিরিক্ত খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কিত কামনায় অপ্রীতির মাধ্যমে)"।

[শয়তানের] অংশগুলি সংকীর্ণ করার পরামর্শটি দেওয়া হয়েছিল কারণ ক্ষুধা কামনার অবসান ঘটায় এবং শয়তান কামনার মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করে এবং রক্তে প্রবাহিত হতে শুরু করে, বিশেষত হৃদয়ের চারপাশে চারদিকে (সমস্ত দিক) কারণ কামনার কেন্দ্র কেবল হৃদয়। শয়তানের চার দিক থেকে আক্রমণ করার প্রমাণ পাওয়া যায় এই আয়াতে যেখানে মহান আল্লাহ তাআলা শয়তানের জিহ্বায় বর্ণনা করেছেন:

لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾

ثُمَّ لَءَاتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَٰنِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ ۖ

"আমি তোমার কসম খেয়ে বলছি (হে আল্লাহ!) এই যেন আমি তাদের (মানুষদের) জন্য তোমার সরল পথে বসবাস করব, অতঃপর আমি তাদের সামনে ও পেছন থেকে, ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে তাদের উপর হামলা করব। (কুরআন, সপ্তম অধ্যায়, আয়াত 16-17)

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী অনুসারে (শয়তান) ইঙ্গিতগুলি হ'ল এমন আশঙ্কা যা মানুষের মুখোমুখি হওয়া বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত, যা তার প্ররোচনার মাধ্যমে হৃদয়ে ঘটে। কেউই এই আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয়, কারণ একটি নবী বর্ণনায় (*হাদিস)* উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের জন্য শয়তান রয়েছে। যদি [মানুষের মধ্যে] তার সাথে আচরণ করার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য থাকে, তবে তা কেবল এতটুকুই যে কিছু লোক শয়তানের বিরোধিতা করে, [আগে] কেউ কেউ তার অধীন।

শয়তান কি? এখানে কিছু লোক শয়তানের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে যেমন "তার কি সূক্ষ্ম দেহ আছে নাকি আদৌ শরীর নেই?", "যদি সে একটি দেহ হয় তবে কীভাবে সে মানব দেহে প্রবেশ করে এবং [রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে] শিরায় সঞ্চালিত হয়? শয়তানের স্বভাব ও বাস্তবতা বাহ্যিক জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত নয়। এই ধরনের প্রশ্ন উত্থাপনকারী ব্যক্তির উপমা হ'ল যার শরীরে একটি সাপ প্রবেশ করে এবং তাকে বের করার জন্য চিন্তা করার পরিবর্তে, তার আকৃতি, রঙ, দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ সম্পর্কে গল্পে লিপ্ত হয়। এটা বিশুদ্ধ অজ্ঞতা। শয়তান তোমাদের শত্রু এবং তার শত্রুতা প্রকাশ্য কিতাবের ন্যায় স্পষ্ট। আপনার একটি বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে ব্যস্ত হওয়া উচিত। তিনি আপনার দেহ, হৃদয় এবং শিরার ভিতরে লুকিয়ে আছেন। তাকে বের করে আনার বিষয়ে আপনার চিন্তা করা উচিত। মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে (কুরআন) বহুবার তাঁর শত্রুতার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:

إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلسَّعِيرِ

"নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু, অতএব তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর। তিনি তার দলকে [অনুসারীদের মন্দ ও অন্যায়ের দিকে] আহ্বান করেন, যাতে মানুষ জাহান্নামের অধিবাসী হয়ে যায় (যা তার সাথে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়াই তার একমাত্র মিশন)। (কুরআন, অধ্যায় 35, আয়াত 6)

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَـٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"হে আদম সন্তানগণ! (অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতি) আমি কি তোমাদেরকে শয়তানের উপাসনা না করার উপদেশ দিইনি [তার আদেশ, মন্দ, নেতিবাচক এবং আপনার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য ক্ষতিকারক সমস্ত কিছু সম্পর্কে তার আদেশ মেনে চলেছিলাম না? নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (কুরআন, অধ্যায় 36, আয়াত 60)

মানুষের উচিত এই শত্রুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় যে এই শত্রু কোথা থেকে এসেছে, তার বংশ ও বর্ণ কী? যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হয় তবে তাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে এই শত্রু কীভাবে আক্রমণ করে, তার কাছে কী ধরণের অস্ত্র রয়েছে এবং সে তার শত্রুকে (সমগ্র মানবজাতিকে) বশীভূত করার জন্য কী কৌশল গ্রহণ করে? ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, শত্রুর (শয়তান) অস্ত্র হচ্ছে নিম্ন আত্মার নিকৃষ্ট আকাঙ্ক্ষা এবং এই আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে তার মধ্যে যে শক্তির সঞ্চারিত হয়, তার মাধ্যমে সে দেহের রাজ্য ও

শাসনের গভীরে প্রবেশ করে। ইঙ্গিত এবং অশুভ প্ররোচনার কৌশলের মাধ্যমে, তিনি দুর্বল বিশ্বাসের [এবং সংকল্প] লোকদের পরাজিত করেন। শয়তানের আক্রমণ প্রতিহত করার কৌশলগুলিও ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সেই অস্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা শয়তানের আত্মা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে হতাশ করে এবং তাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষ, এমনকি পণ্ডিতদেরও (পণ্ডিত ধর্মতত্ত্ববিদদের) এর চেয়ে বেশি কিছু জানতে দেওয়া হবে না। শয়তানের সত্তা এবং গুণাবলীর বাস্তবতা স্বীকৃতি দেওয়া জ্ঞানবাদীদের ("*আরিফিন*" বা সাধু এবং ঈশ্বরের জ্ঞানী) এর অন্তর্গত। এই লোকেরা রহস্যময় জ্ঞানে ("*ইলম আল-মুকাশাফা" বা* আধ্যাত্মিক উন্মোচনের জ্ঞান) নিমগ্ন হয়।

হৃদয়ে ঘটে যাওয়া *পাসিং চিন্তার প্রকারভেদ* (খাওয়াতির): এগুলো তিন প্রকার: প্রথমত, যেসব চিন্তা ভালোর প্রতি আমন্ত্রণ ও আহ্বানকারী। এই ধরনের চিন্তাভাবনা *কোন* দ্বিধা ছাড়াই ইলহাম বা ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, সেই চিন্তাভাবনা যা মন্দ [বা নেতিবাচক, হতাশাজনক এবং ক্ষতিকারক জিনিস] এর দিকে আমন্ত্রণ জানায়। এই ধরনের চিন্তাভাবনাকে কোনও সন্দেহ ছাড়াই শয়তানের ইঙ্গিত এবং প্ররোচনা (*ওয়াসওয়াসা)* হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তৃতীয়ত, যারা ঐশ্বরিক প্রেরণা এবং শয়তানের ইঙ্গিতের মধ্যে রয়েছে এবং তারা ফেরেশতা বা শয়তানের কাছ থেকে এসেছে কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না কারণ শয়তানের প্রতারণার একটি রূপ হ'ল মন্দকে ভাল হিসাবে উপস্থাপন করা। দুটোর মধ্যে পার্থক্য করা খুব কঠিন। বেশিরভাগ মানুষ এই প্রতারণার শিকার হয় এবং এর দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, শয়তান একজন পণ্ডিতকে (পণ্ডিত ধর্মতত্ত্ববিদ) পরামর্শের পথে বলে, "লোকদের দিকে তাকাও! অজ্ঞতা তাদের বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং অবহেলা তাদের ধ্বংসের কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছে। তারা নরকের প্রান্তের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে এবং ঐশ্বরিক ক্রোধ তাদের আচ্ছাদিত করতে চলেছে। আপনি কি ঈশ্বরের এই বান্দাদের প্রতি দয়া করেন না যাতে আপনি আপনার মূল্যবান উপদেশ এবং পণ্ডিত বক্তৃতার মাধ্যমে তাদের ধ্বংস থেকে উদ্ধার করতে পারেন? ঈশ্বর আপনাকে স্পষ্ট অন্তর্দৃষ্টি, গভীর বোধগম্যতা এবং এমন হৃদয়ের মতো [মহান] গুণাবলী দিয়েছেন যা অন্যদের দুঃখকষ্টের জন্য সহানুভূতিশীল। আপনার বক্তব্য আকর্ষণীয়, আপনার বক্তৃতার ধরন জনপ্রিয়, আপনার কথায় বিশ্বাসের আলো রয়েছে। কেন তোমরা আল্লাহর এই অসীম নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হচ্ছ? এমন যেন না ঘটে যে, তোমাদের অকৃতজ্ঞতার জন্য তোমরা শাস্তি পাও এবং শেষ পর্যন্ত তোমরা তাঁর অসন্তুষ্টি অর্জন কর এবং সম্ভবত তোমাদের জ্ঞান প্রচার ও আল্লাহর দিকে আমন্ত্রণ জানানোর ক্ষমতা শাস্তি হিসেবে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে। শয়তান ক্রমাগত এই এবং অনুরূপ অন্যান্য উপদেশকে এতবার উপদেশ দেয় যে একজন পণ্ডিতের হৃদয় তাদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে থাকে না, এবং শেষ পর্যন্ত একজন খুতবা দেওয়ার ক্ষেত্রে পা রাখে এবং নিজের নির্জনতা থেকে বেরিয়ে আসে মানুষের সমাবেশে। এই পনিটে, শয়তান একজনকে এই বলে প্রতারিত করে [আরও] যে উপদেশ দেয় এবং লোকদের উপদেশ দেয় সে সুন্দর দেখায়, ভাল পোশাক পরিধান করে এবং ভাল কথা বলার না হওয়া পর্যন্ত কিছুই হৃদয়কে প্রভাবিত করে না। একজন ব্যক্তি এই [শয়তান] প্রতারণায় প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে এমন একটি স্টেশনে আনা হয় যেখান থেকে

আড়ম্বর, অহংকার, আত্ম-ধার্মিকতা এবং খ্যাতি ও ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয় এবং এই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য সবাই নীচু এবং নিকৃষ্ট বলে মনে হয়। বিবেচনা করুন যে কীভাবে শয়তান ভালর ছদ্মবেশে মন্দের অনেক উৎস তৈরি করেছিল এবং আপাতদৃষ্টিতে এই সমস্ত পরামর্শগুলি পণ্ডিতের সাথে আন্তরিকতার উপর ভিত্তি করে ছিল যখন তিনি গোপনে একজনকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এই দরিদ্র [সন্দেহহীন] পণ্ডিত বা প্রচারক কথায় জ্ঞানের মুক্তো ছড়িয়ে দিচ্ছেন এবং মনে করেন যে নিজের উদ্দেশ্য ভাল, যদিও হৃদয় [জনগণের মধ্যে] খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তার সংগ্রামে ব্যস্ত। কেউ মনে করে যে নিজের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে এবং আখেরাতে সে কিছু মর্যাদা পাবে।

রেওয়ায়েত অনুসারে, অভিশপ্ত শয়তান একজন মানুষের রূপে ঈসা (আঃ) এর কাছে এসে তাকে বলতে বলল 'লা *ইলাহা ইল্‌আল্লাহ*' বা 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই'। হসাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদিও এ (আল্লাহর সাক্ষ্য) সত্য হয়, তবুও আমি তা বলব না, কারণ তুমি আমাকে বলেছ। যীশুর অস্বীকার করার কারণ এই যে, ভাল কাজ করার জন্য শয়তানের প্ররোচনা বিপদ ও ফাঁদ থেকে মুক্ত নয় এবং মঙ্গলের মাধ্যমে শয়তানের ফাঁদে পড়া অনুমানের বাইরে। তাদের মাধ্যমে সেই সকল পণ্ডিত (পণ্ডিতশালী ধর্মতত্ত্ববিদ ও প্রচারক), উপাসক, জাগতিক পরিহারে দূরে থাকা, আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী এবং উদার ব্যক্তিরা ধ্বংস হয়ে যায় যারা সব পরিস্থিতিতে প্রকাশ্য মন্দ পছন্দ করে না এবং উপরন্তু, তারা পাপ করতে রাজি হয় না। শয়তানের প্রতারণার কিছু উদাহরণ তৃতীয় খণ্ডে [গাজ্জালীর মহান *রচনা "ইহ্যা আল-উলুম আদ-দীন*" বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ"] বইয়ে অহংকার এবং আত্ম-অহংকার সম্পর্কে উপস্থাপন করা হবে এবং যদি ঈশ্বর আমাকে জীবন দেন তবে আমি একই বিষয়ে একটি বই লেখার পরিকল্পনা করছি যার শিরোনাম *"তালবিস ইবলিস*"" (শয়তানের প্ররোচনা এবং ফাঁদে)। প্রতিটি স্থানে, দেশ এবং জাতিতে, প্রতিটি ব্যক্তি শয়তানের প্ররোচনা এবং ফাঁদে ফেলার শিকার। বিশেষ করে, সে (শয়তান) [ধর্মীয়] বিশ্বাস এবং ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তাধারা (মাদাহিব) সম্পর্কে মানুষকে ফাঁদে ফেলার ক্ষেত্রে সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে। এখন শুভ ও ধার্মিকতা নিছক আচার-অনুষ্ঠানের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষকে অবশ্যই তাদের প্রতিটি চিন্তাভাবনা এবং অভিপ্রায়কে বিরতি দিতে হবে এবং তাদের সমস্ত ভাল এবং মন্দ দিকগুলি পরীক্ষা করতে হবে [তাদের উপর কাজ করার আগে], এবং নির্ধারণ করতে হবে যে সেই চিন্তা এবং উদ্দেশ্য একটি শয়তানের ইঙ্গিত বা ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা কিনা এবং যতটা সম্ভব বিরতি দিতে হবে এবং তাদের সমস্ত চিন্তাভাবনা এবং মূল্যায়ন (মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা) ব্যবহার করতে হবে কারণ এটি জ্ঞানের প্রশস্ততা ব্যতীত নির্ধারিত হয় না, অন্তর্দৃষ্টি ও ভয়, শ্রদ্ধা ও আল্লাহর প্রতি ভয় (*তাকওয়া)* যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ إِذَا مَسَّهُمْ طَٰٓئِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُوا۟ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

"যখনই শয়তানের কাছ থেকে কোন চিন্তা [বা ইঙ্গিত] আসে, তখন [ঈশ্বরের ধার্মিক বান্দারা] ঐশ্বরিক স্মরণে লিপ্ত হন এবং এটি দেখে চমকে ওঠেন যে তাদের চোখ খুলে দেয় [তাদের সাথে আসলে কী ঘটছে]। (কুরআন, সপ্তম অধ্যায়, আয়াত 201)

অন্য কথায়, এই পরিস্থিতিতে, তারা (ধার্মিক লোকেরা) তাদের হৃদয় অনুসন্ধান করে এবং তাদের অভ্যন্তরীণ আলো তাদের অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বের করে আনে। "*কাশফ*" (জাগ্রত অবস্থায় আধ্যাত্মিক উন্মোচন) এবং অন্তর্দৃষ্টি (*বাসিরাহ)* দিয়ে সমস্ত জটিলতা এবং রহস্য উন্মোচিত হয়। ধার্মিক ভয়, শ্রদ্ধা ও আল্লাহর ভয় (*তাকওয়া)* থেকে মুক্ত ব্যক্তি নিম্ন আত্মার আকাঙ্ক্ষার দ্বারা চাপিত হয়ে শয়তানের প্রতারণা (খায়র) বলে মেনে নেয় এবং অজান্তেই ধ্বংসের পথে হাঁটতে শুরু করে। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে কুরআন বলে:

وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا۟ يَحْتَسِبُونَ

"তারা আল্লাহর কাছ থেকে এমন এক বিষয়ের সামনে আসবে, যা তাদের কল্পনাতীত।
(কুরআন, অধ্যায় 39, আয়াত 47)

শয়তানের প্রতারণা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ব্যক্তিগতভাবে ফরজ: বাহ্যিক বিষয় (বহিরাগত জ্ঞান বা "*ইলম মুয়ামলা*") জ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল নিম্ন আত্মার প্রতারণা (*নাফস)* এবং শয়তানের ধূর্ততা সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং অবহিত হওয়া এটি প্রতিটি ব্যক্তির উপর ফরজ, তবে মানুষ এই দায়িত্ব পালনে অমনোযোগী এবং অবহেলা করে এবং এমন জ্ঞান অর্জনে ব্যস্ত থাকে যা আরও এগিয়ে যাবে ইঙ্গিত ও প্ররোচনা (শয়তান থেকে *ওয়াসওয়াস)* উস্কে দাও, যা শয়তানকে [মানুষের উপর] তার গলা টিপে ধরার সুযোগ দেবে। তারা তার শত্রুতা এবং এই জাতীয় জ্ঞান অর্জনে জড়িত হয়ে তার কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায়গুলি ভুলে যায়। আধিক্য এবং প্রম্পটিংয়ের আধিক্য থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হ'ল এই জাতীয় চিন্তার দরজা বন্ধ করা। এই ধরনের চিন্তাভাবনা বা অনুভূত বিপদগুলির দরজা (বা "*খাতির*" যা বলা হয় কারণ তারা হৃদয়ের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় যখন মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রহরী এবং প্রতিরক্ষা হ্রাস পায় এবং তাদের প্রতি অবহেলা করে) বাহ্যিক পাঁচটি ইন্দ্রিয় এবং অন্তরের কামনা এবং জাগতিক জটল। একটি ছোট বাড়িতে একাকীত্ব গ্রহণ করা, পাঁচটি [বাহ্যিক] ইন্দ্রিয়ের পথগুলি বন্ধ করে দেয়। আত্মীয়-স্বজন ও ধন-সম্পদ থেকে দূরত্ব বজায় রাখলে কামনা ও জাগতিকের প্রতি ভালোবাসা কমে যায়। এই পরিস্থিতিতে [যখন সমস্ত ভিতরের এবং বাইরের দরজা বন্ধ থাকে], কেবল চিন্তার দরজা খোলা থাকে, তবে তাদের ঈশ্বরের স্মরণ প্রহরায় পাহারা দেওয়া যেতে পারে। কখনও কখনও এই চিন্তাগুলি সফলভাবে প্রহরীকে অতিক্রম করে হৃদয়ে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। যদি এমনটা হয়, তাহলে দরকার এই 'চোর'-এর বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম। এই [তীব্র আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক] সংগ্রাম কখনও শেষ হয় না, বরং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। কারণ একজন জীবিত ব্যক্তি কখনোই শয়তানের হাত থেকে রেহাই পাবে না, যে সুযোগ পেলেই সর্বদা আক্রমণ ও আক্রমণের অবস্থায় [মনোযোগে] তাকিয়ে থাকে। এই শত্রুর (শয়তান) বিরুদ্ধে সর্বদা সতর্ক থাকা অপরিহার্য। কখনও কখনও কেউ এই শত্রুকে পরাধীন করতে সক্ষম হন এবং আধ্যাত্মিক সংগ্রামের মাধ্যমে তাকে আঘাত করেন, কিন্তু এই পরাজয় স্থায়ী নয়, এটি কেবল অস্থায়ী। শয়তান সুযোগ পেলেই সে আবার আক্রমণ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত শিরায় রক্ত সঞ্চালিত হচ্ছে, ততদিন শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া অপরিহার্য। হৃদয়ের "পবিত্র নগরের" দরজা সর্বদা শয়তানের জন্য

সারা জীবন খোলা থাকে এবং সেগুলি কখনও বন্ধ হয় না। এগুলি হ'ল কামনা, ক্রোধ, ঈর্ষা, লোভ এবং লোভের দরজা যা শীঘ্রই ব্যাখ্যা করা হবে। যখন শহরের প্রবেশপথ খোলা থাকে এবং শত্রু সজাগ থাকে তখন শহরকে কেবল [আধ্যাত্মিক] সংগ্রাম এবং সতর্কতার মাধ্যমে রক্ষা করা যেতে পারে। একজন ব্যক্তি হাসান বসরী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু সাঈদ! শয়তান কি ঘুমায়? তিনি উত্তর দিলেন: "যদি সে ঘুমিয়ে পড়ত, তাহলে কি আমরা কয়েক মুহুর্ত শান্তি ও সান্ত্বনা পাব না? যদিও একজন বিশ্বাসী দাস শয়তানের হাত থেকে পালিয়ে যেতে পারে না কিন্তু একজন তাকে পরাজিত করতে পারে এবং শয়তানের শক্তিকে দুর্বল করে তার বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ان المؤمن ينضى شيطانه كما ينضى احدكم بعيره فى سفره

"একজন বিশ্বাসী দাস শয়তানকে দুর্বল ও দুর্বল করে তোলে, যেমন তোমরা তোমাদের ভ্রমণের সময় তোমাদের উটের সহিত তা কর". (এ বর্ণনাটি *হাদীস* সংকলন *মুসনাদ আহমাদ* থেকে হযরত হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুমিনের শয়তান (যে সারা জীবন তার ছায়া ও সঙ্গী থাকে) দুর্বল। কায়েস ইবনুল হাজ্জাজ (একজন মহান জ্ঞানবাদী) বলেন, 'আমার শয়তান আমাকে বলেছিল যে, আমি যখন তোমার মধ্যে প্রবেশ করলাম, তখন আমি একটি উটের সমান ছিলাম এবং এখন আমি পাখির মতো। আমি তার কারণ জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, "তোমরা আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে আমার দেহ গলিয়ে দাও। যাই হোক, ধার্মিক ভয়, শ্রদ্ধা ও আল্লাহর প্রতি ভয় (*তাকওয়া)* লোকদের জন্য, শয়তানের দরজা বন্ধ করে দেওয়া, তাদের উপর সতর্কতার সাথে নজর রাখা, অন্য কথায়, বাইরের দরজা বন্ধ করা এবং সুস্পষ্ট উপায়গুলি প্রশমিত করা কঠিন নয় যা একজনকে পাপ ও মন্দের দিকে আমন্ত্রণ জানায়। যাইহোক, তারাও শয়তানের জটিল পদ্ধতির দ্বারা প্রতারিত হয় এবং তার বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হয় না, যেমনটি উপরোক্ত পণ্ডিতদের (পণ্ডিত ধর্মতত্ত্ববিদ) এবং প্রচারকদের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে শয়তান গোপনে আমন্ত্রণ জানায় এবং তাদের ভাল [কাজগুলির] দরজা দিয়ে মন্দের দিকে নিয়ে যায়।

চ্যালেঞ্জের বিশালতা হ'ল শয়তানের হৃদয়ে প্রবেশের জন্য অনেকগুলি দরজা রয়েছে যখন ফেরেশতার প্রবেশের জন্য কেবল একটি দরজা রয়েছে। শয়তানের অসংখ্য দরজার উপস্থিতিতে [হৃদয়ের] এই অতীন্দ্রিয় ফেরেশতার দরজা সন্দেহজনক হয়ে ওঠে। এই দরজাগুলির (হৃদয়ের প্রবেশদ্বার) সম্পর্কে, একজন মানুষ এমন একজন ভ্রমণকারীর মতো, যিনি একটি অন্ধকার কালো রাতে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করেন, যিনি একটি নির্দিষ্ট স্থানে থামেন যেখানে অসংখ্য কঠিন এবং কঠিন পথ আবির্ভূত হয় যা একজনকে অগ্রসর হতে এবং গন্তব্যে পৌঁছাতে সহায়তা করবে। অসংখ্য এবং অস্পষ্ট পথের মধ্যে থেকে সঠিক পথ বেছে নেওয়া দুটি উপায়ে করা যেতে পারে: প্রথমত, বুদ্ধি এবং অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে; দ্বিতীয়টি সূর্যের আলো। এ ক্ষেত্রে ধার্মিক ভয়, শ্রদ্ধা ও আল্লাহর প্রতি ভয়, বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি, কিতাবের জ্ঞান ও নবুয়ী পথ (*সুন্নাহ)* সহ হৃদয় সূর্যের আলোর সমতুল্য। সূর্যের আলো যেমন গন্তব্যের দিকে সঠিক পথ অন্বেষণে সহায়ক হয়, তেমনি কিতাবের জ্ঞান ও পয়গম্বীর পথের (*সুন্নাহ)* আলো মানুষকে

গন্তব্যের দিকে পরিচালিত করে, অন্যথায় শয়তানের পথ অসংখ্য এবং তাদের হাত থেকে রক্ষা করা খুবই কঠিন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রেখা আঁকলেন এবং বললেন, এটাই আল্লাহর পথ। এর পরে, তিনি সেই [প্রথম] লাইনের ডান এবং বাম দিকে বিভিন্ন রেখা আঁকলেন এবং বলেছিলেন: "এগুলিও পথ, কিন্তু এগুলির প্রত্যেকটিতে একটি শয়তান উপস্থিত রয়েছে যে লোকদের সেই পথে চলার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। এরপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি আবৃত্তি করলেন:

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ

"আর এটাই আমার পথ, যা সরল ও দৃঢ় [কোন ত্রুটিহীন, যা একজনকে সরাসরি আল্লাহর দিকে নিয়ে যায়)। সুতরাং, এই পথে হাঁটুন এবং অন্য পথে হাঁটবেন না। (কুরআন, 6 অধ্যায়, 153 আয়াত)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন রেখাকে সরল পথের চারপাশে টানা পথ বলে অভিহিত করেছেন (*সিরাতুল মুস্তাকিম)।* এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনা থেকে শয়তানের পথের প্রাচুর্য সম্পর্কে জানা যায়। এই পথগুলির মধ্য থেকে, শয়তান একটি পথ রয়েছে যার দিকে শয়তান আলেমদের (পণ্ডিত ধর্মতত্ত্ববিদদের), ধার্মিকদের, যারা নিম্ন স্ব থেকে আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং যারা পাপের জীবন থেকে বিরত থাকে, তাদের দ্বারা প্রতারিত করে। এখন এসব পথের মধ্য থেকে একটি পথ উল্লেখ করা হবে যে, মানুষ অজান্তে ও অদৃশ্যভাবে হাঁটতে শুরু করে। এ ঘটনা একটি নবী বর্ণনায় (*হাদীস) উল্লেখ করা হয়েছে।* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসরাঈলের সন্তানদের এক সন্ন্যাসীর (সমস্ত পার্থিব আকাঙ্ক্ষা প্রত্যাখ্যান করে নির্জনতায় ঐশ্বরিক উপাসনার ব্যক্তি) উল্লেখ করেছেন, যার শহরে শয়তান একটি মেয়েকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছিল এবং তারপরে তার পরিবারের সদস্যদের হৃদয়ে এই চিন্তাটি রেখেছিল যে তার নিরাময় সেই সন্ন্যাসীর কাছে রয়েছে। তারা তাকে সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে এসেছিল যিনি [সেই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে] সরাসরি অস্বীকার করেছিলেন তবে সন্ন্যাসী তাকে নিরাময় করতে বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত তারা অবিরাম জোর দিয়েছিলেন। এর পরে, শয়তান সন্ন্যাসীর হৃদয়ে ব্যভিচারের চিন্তাভাবনা প্ররোচিত করতে শুরু করে এবং তাকে অশ্লীলতায় প্ররোচিত করে যতক্ষণ না সে ব্যভিচার করে এবং সে গর্ভবতী হয়। শয়তান তখন অসম্মান ও অপমানের ভয় জাগিয়ে তুলেছিল এবং [তার অপরাধের] রহস্য গোপন করার জন্য সন্ন্যাসীর হৃদয়ে তার হত্যাকাণ্ডের ইঙ্গিত দিয়েছিল এবং তারপরে সে কোনওভাবে তার পরিবারকে তার স্বাভাবিক মৃত্যুর বিষয়ে আশ্বস্ত করতে পারে। ঠিক সেটাই তিনি করেছিলেন। শয়তান তখন সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে তার কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছিল এবং মেয়েটির পরিবারের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল যে সন্ন্যাসী তাকে গর্ভবতী করার পরে অপমানের ভয়ে তাকে হত্যা করেছিল। তারা সন্ন্যাসীর কাছে এসে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। সন্ন্যাসী একই প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন যা শয়তান তার হৃদয়ে প্রবেশ করেছিলেন যে মেয়েটি অসুস্থ ছিল এবং তার অসুস্থতার কারণে সে মারা গিয়েছিল, কিন্তু তারা তাকে বিশ্বাস করেনি এবং তাকে গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিল। শয়তান তখন সন্ন্যাসীকে বলেছিল যে যা কিছু ঘটেছে তা তার নিজের ষড়যন্ত্রের কারণে, কারণ তিনিই

তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছিলেন, তিনিই তার পিতামাতাকে তার (সন্ন্যাসী) কাছে প্রেরণ করতে প্ররোচিত করেছিলেন, তিনিই তাকে (সন্ন্যাসী) ব্যভিচার এবং হত্যা করার জন্য প্ররোচিত করেছিলেন এবং এখন তিনিই তাকে (সন্ন্যাসী) প্রণাম করে সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করতে পারেন। সন্ন্যাসী তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি কীভাবে তার (শয়তান) আনুগত্য করতে পারেন। শয়তান তাকে বলেছিল যে, তার সামনে দু'বার সিজদা করে সে এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। সন্ন্যাসী তখন শয়তানের সামনে প্রণাম করলেন। শয়তান তখন এই বলে চলে গেল: "আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারি না; আমি তোমার সম্পর্কে কী জানি?" আল্লাহ তাআলা এই ধরনের লোকদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেছেন:

كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَٰنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّنكَ

"শয়তানের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, সে সর্বপ্রথম মানুষকে কাফের হতে বলে। অতঃপর যখন কেউ কাফের হয়ে যায়, তখন শয়তান বলে, '*ঐ* ব্যক্তির (মানুষের) সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (কুরআন, অধ্যায় 59, আয়াত 16)

বিবেচনা করুন কিভাবে শয়তান সন্ন্যাসীকে তার প্রতারণার মাধ্যমে তার আদেশ পালন করে মহা পাপ (*কাবায়ের)* করতে বাধ্য করেছিল। যদি সে [শয়তানর] উপদেশ অনুযায়ী [এবং প্ররোচিত] কাজ না করত, তা হলে সে ব্যভিচার করত না এবং তারপর হত্যা করত না। আপাতদৃষ্টিতে, নিরাময়ের পরামর্শটি ভাল ছিল এবং কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে এর মধ্যে মন্দ থাকবে। তবুও, শয়তানের কৌশল হ'ল ভাল এবং মহৎ প্রচেষ্টার পথে মন্দকে খুঁজে বের করা এবং একবার সে একজনকে মন্দের পথে ঠেলে দেয়, সে একটিকে এক মন্দ থেকে অন্য মন্দের দিকে টেনে নিয়ে যায় যতক্ষণ না পরিত্রাণের সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং মানুষ এমনকি ইচ্ছা না করেই মন্দের পথে হাঁটতে বাধ্য হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিম্নবর্ণিত বাণীতে একই কথা বোঝাতে চেয়েছেন:

من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه

"যে চারণভূমিতে ঘুরে বেড়ায় সে [অসাবধানতাবশত] সেখানে প্রবেশ করার ঝুঁকিতে থাকে [অতএব, সেখানে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এড়াতে মন্দের কাছাকাছি যাওয়া এড়ানো প্রয়োজন]। (এই বর্ণনাটি *হাদীস* সংকলন *সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম* থেকে নবুয়ী সাহাবী নওমান ইবনে বশির (রাঃ) এর উপর বর্ণিত হয়েছে)।

হৃদয়ে শয়তানের প্রবেশ

হৃদয় একটি দুর্গের মতো এবং শয়তান শত্রুর মতো যে এটি দখল করতে এবং এটিকে তার দখল করতে চায়। শত্রুর হাত থেকে দুর্গটিকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় রয়েছে যা দুর্গে প্রবেশ সম্ভব করে তোলে এমন প্রবেশদ্বার এবং পথগুলি রক্ষা করা। যে এই প্রবেশদ্বার সম্পর্কে অবগত নয়,

সে কীভাবে তাদের পাহারা দিতে পারে এবং শত্রুকে তাদের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে বাধা দিতে পারে? সুতরাং এ থেকে জানা যায় যে, শয়তানের হাত থেকে হৃদয়কে রক্ষা করা বাধ্যতামূলক, বরং প্রত্যেক বুদ্ধিমান ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির উপর এটি ব্যক্তিগতভাবে *ফরজ (ফারদ 'আইন*) এবং ব্যক্তিগত ফরজ হওয়ার জন্য যা কিছু মাধ্যম তা বাধ্যতামূলক। কারণ শয়তানকে তার প্রবেশের পথ না জেনে শয়তানকে [অন্তরে] প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া যায় না। এজন্য এই পথগুলো জানাটাও জরুরি। এই প্রবেশদ্বার এবং পথগুলি বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুধাবনযোগ্য নয় বরং তারা ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী। শয়তান এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে [হৃদয়ে] প্রবেশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি সংখ্যায় বড় এবং তাই কেবল কয়েকটি প্রবেশদ্বার নিম্নরূপ উল্লেখ করা হবে যেখানে শয়তানের সৈন্যদের বিশাল সমাবেশ রয়েছে:

ক্রোধ এবং কামনা: বুদ্ধি হৃদয়ের দুটি বড় প্রবেশদ্বার অর্থাৎ ক্রোধ এবং কামনা দিয়ে বিলীন হয়ে যায়। শয়তানের সেনাবাহিনী যখন বুদ্ধির বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে তখন [হৃদয়কে] আক্রমণ করে। মানুষ যখন ক্রোধের শিকার হয়, তখন শয়তান একজনের সঙ্গে খেলে, যেমন একটি শিশু বল নিয়ে খেলছে। একটি রেয়তা অনুসারে, শয়তান হযরত মূসা (আঃ) এর সাথে সাক্ষাত করে এবং বলেছিল, হে মূসা! আল্লাহ তাআলা আপনাকে নবুতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন এবং তাঁর সাথে কথা বলার মর্যাদা দিয়েছেন। আমিও আল্লাহর সৃষ্টি। আমি একটি পাপ করেছি (যখন তিনি শয়তানকে সিজদা করার আদেশ দিয়েছিলেন) এবং তওবা করতে চাই। আমার তওবা কবুল করার জন্য দয়া করে আমার পক্ষ থেকে ঈশ্বরের কাছে সুপারিশ করুন। হযরত মূসা (আঃ) তার (শয়তান) জন্য সুপারিশ করার ওয়াদা করেছিলেন। এরপর মোশি সিনাই পর্বতে গিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বললেন। অতঃপর যখন তিনি পাহাড় থেকে নেমে আসলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বললেন, হে মূসা! আস্থা ফেরত দাও!" হযরত মূসা (আঃ) বললেন, হে আল্লাহ! তোমার বান্দা ইবলিস (শয়তান) তার পাপের জন্য অনুতপ্ত হচ্ছে এবং তওবা করছে। দয়া করে তার অনুতপ্ত স্বীকার করুন। মূসা (আঃ) এর কাছে ওহী এসেছে, 'হে মূসা! আপনার আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে! ইবলিসকে বলুন যে, তিনি যেন আদম (আঃ) এর কবরের সামনে সিজদা করেন, তার অনুশোচনা করার জন্য (তার অনুশোচনার সত্যতার চিহ্ন হিসাবে সে যে পাপ করেছে) তার জন্য। হযরত মূসা (আঃ) শয়তানের কাছে এই ঐশ্বরিক আদেশ পৌঁছে দেন। শয়তান [এই কথা শুনে ক্রোধে জ্বলি উঠল] এবং নির্মল অহংকারে বলল: "আদম জীবিত থাকাকালীন আমি তার সামনে সিজদা করিনি, এখন কি তিনি মারা গেলে আমি কি তার সামনে সিজদা করব? কিন্তু আমার পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার জন্য আমি তোমাদের ধন্যবাদ জানাই এবং সেই অনুগ্রহের কারণেই এখন আমার উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে। সেই অধিকার পূরণের জন্য, আমি আপনাকে বলছি যে আপনি যদি আমাকে তিনবার স্মরণ করেন তবে আমি আপনার ক্ষতি করতে সক্ষম হব না: প্রথমত, ক্রোধের সময় কারণ আমার আত্মা আপনার আত্মার মধ্যে এবং আমার চোখ আপনার চোখের মধ্যে রয়েছে। আমি শরীরের প্রতিটি শিরায় রক্তের মতো ঘুরে বেড়াই, তাই রাগের সময় আমার দিকে মনোযোগ দিতে ভুলবেন না। মানুষের যখন রাগ হয়, তখন আমি নাকে ফুঁ দিই, তখন সে কী করছে সে সম্পর্কে সচেতনতা হারিয়ে ফেলে। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের সময় কারণ মানুষ যখন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায়, তখন আমি তার বাড়ি, স্ত্রী এবং সন্তানদের কথা স্মরণ করিয়ে দিই যাতে

একজনকে যুদ্ধে লড়াই করার চিন্তা ত্যাগ করা যায় এবং কাউকে তা থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। তৃতীয়ত, কোন অ-মাহরেম মহিলার সাথে কখনই একা বসবেন না (যে তার সাথে সম্ভাব্য বিবাহযোগ্য কারণ তিনি তার মা, শাশুড়ি, দাদী, কন্যা, নাতনি, বোন, ভাতিজি বা খালার নিষিদ্ধ আত্মীয়দের মধ্যে নন)। আমি পুরুষ ও নারীর হৃদয়ের মাঝখানে বার্তাবাহক হয়ে যাই এবং একে অপরের সম্পর্কে একে অপরের হৃদয়ে ইঙ্গিত করি। যতক্ষণ না তারা দুজনেই পাপের ক্লেশে (ফিতনাহ) জড়িয়ে পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এটি চালিয়ে যাচ্ছি।

লোভ ও ঈর্ষা: শয়তান ক্রোধ, কামনা এবং লোভ এই তিনটে সুযোগের মাধ্যমে তিনটে অভ্যন্তরীণ গুণের দিকে ইঙ্গিত করেছিল। কারণ যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়া পার্থিব সম্পদ ও ধন-সম্পদের লোভের কারণে, মৃত আদম (আঃ) কে সিজদা না করা ঈর্ষার কারণে, যা শয়তানের জন্য [হৃদয়ে] একটি বড় প্রবেশদ্বার। একজন সাধু (জ্ঞানবাদী) শয়তানকে মানুষের উপর তার আধিপত্য দেখাতে বলেছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি মানুষকে ক্রোধ ও কামনার অবস্থায় আটকে রাখি এবং তাদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পাই। শয়তান এক সন্ন্যাসীর সামনে হাজির হল, সে তাকে জিজ্ঞেস করল, "আদম (মানুষ) এর সন্তানদের কোন গুণাবলী তোমার জন্য বেশী উপকারী? জবাবে তিনি বলেন, 'রাগের তীব্রতা। অতএব, যখন ক্রোধের তীব্রতার কারণে মানুষ উত্তেজিত হয়, তখন আমি ঘুরে ঘুরে ঘুরি, যেমন একটি শিশু নিজের পা দিয়ে বলকে লাথি মেরে। এটি শয়তানের একটি উক্তি: "আদমের সন্তানরা (মানুষ) কীভাবে আমার উপর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যেমন যখন কেউ সুখী হয়, তখন আমি তার হৃদয়ে থাকি এবং যখন কেউ রাগ করে, তখন আমি তার মাথায় উড়ে যাই"। লোভ বা লোভও শয়তানের একটি বড় প্রবেশদ্বার কারণ এটি একজনকে অন্ধ এবং বধির করে তোলে। এরপর কেউ কোনো ভালো উপদেশ শুনতে পারে না বা কল্যাণের পথও দেখতে পায় না। একটি ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত হয়েছে:

حبك الشئ يعمي ويصم

"কোন বস্তুর প্রতি তোমার ভালবাসা তোমাকে অন্ধ ও বধির করে তোলে। (এই বর্ণনাটি রিপোর্ট করেছেন *হাদীস* সংগ্রহ *আবু দাউদ* রাসূলুল্লাহ সাহাবী আবু আল-দারদার (রহঃ) এর বিধানের সাথে।

কেবল অন্তর্দৃষ্টির আলোর মাধ্যমেই মানুষ শয়তানের প্রবেশদ্বার সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে। লোভ ও লোভের অন্ধকার যখন অন্তর্দৃষ্টির আলোকে বশীভূত করে, তখন শয়তান সেই সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করে এবং একজনের জন্য ক্ষতিকর ও মারাত্মক সমস্ত কিছুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও লোভ নিজের হৃদয়ে রাখে। একটি ঐতিহ্য অনুসারে, যখন প্রচণ্ড বন্যা এসেছিল, তখন নবী নূহ (যিনি নূহ (আলম নামেও পরিচিত) তাঁর সম্প্রদায়ের সমস্ত ঈমানদার লোক এবং প্রতিটি জোড়া পশু নিয়ে তাঁর জাহাজে চড়েছিলেন। তিনি জাহাজে বসে এক বৃদ্ধকে দেখতে পেলেন যিনি একজন অপরিচিত ছিলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কে? তিনি বললেন, আমি তোমার সাহাবীদের হৃদয় কেড়ে নিতে এসেছি। তাদের দেহ তোমার সাথে থাকবে, কিন্তু তাদের হৃদয় আমার সাথে থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে আল্লাহর শত্রু! এখান থেকে বেরোও! এখানে তোমার কোনো জায়গা নেই'। তিনি বললেন, 'পাঁচটি জিনিস আছে যার মাধ্যমে আমি মানুষকে ধ্বংস করি। আমি তোমাকে তিনজন

বলব কিন্তু দু'জনকে বলব না। ওহী এসেছে যে, হে নূহ! তিনি আপনাকে যে তিনটি জিনিস বলতে চান তার কোনও প্রয়োজন নেই। সে তোমাদের কাছ থেকে যা গোপন করছে তা তার কাছ থেকে জানতে পার। হযরত নূহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দু'টি বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, 'লোভ ও ঈর্ষা। এই দুটি জিনিস আমাকে কখনও প্রতারিত করবে না এবং মানুষকে ধ্বংস করতে কখনও ব্যর্থ হবে না। ঈর্ষার কারণে আমি অভিশপ্ত হয়েছি এবং তাকে 'শয়তান, অভিশপ্ত' উপাধি দেওয়া হয়েছে এবং এটি লোভ, কারণ আদম (আঃ) একটি বৃক্ষ ব্যতীত জান্নাতের সমস্ত কিছু তার জন্য হালাল করা হয়েছিল এবং আমি তার হৃদয়ে তার ইচ্ছা রেখেছি, যা তাকে সেখান থেকে বের করে দিয়েছে।

তৃপ্তি: নিজের পেট ভরে খাওয়া, যদিও তা জায়েয (হালাল) এবং বিশুদ্ধ হয়, শয়তানের জন্য [হৃদয়ে] একটি বড় প্রবেশদ্বার, কারণ কামনা এবং কামনার উপর এর শক্তি এবং পুনরুজ্জীবিত প্রভাব শয়তানের অস্ত্র। একটি ঐতিহ্য অনুসারে, শয়তান নবী যাকারিয়ার পুত্র নবী যোহনের সামনে হাজির হয়েছিল (যাকারিয়া (যাকারিয়ার পুত্র ইয়াহিয়া নামেও পরিচিত) এবং তাকে [দড়ি দিয়ে তৈরি] ফাঁদ দেওয়া হয়েছিল। হযরত ইয়াহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই ফাঁদগুলো কিসের জন্য? তিনি বললেন, 'এগুলো কামনা ও ব্যভিচারের ফাঁদ। আমি এগুলো দিয়ে আদমের সন্তানদের (মানুষ) বন্দী করি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আমারও কি কোনো ফাঁদ আছে? তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ। যখন তোমরা পেট ভরে খাও, তখন আমি তোমাদের জন্য [ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা] কঠিন করে তুলি"। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার জন্য আর কিছু আছে কি? তিনি বললেন, 'এ ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আজ থেকে আমি পেট ভরে খাবো না। শয়তান বলল, "আমি শপথ করে বলছি যে, আমি কখনো কোন মুসলমানকে কোন উপকারের কথা বলব না (অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি সমর্পণ করে এবং আত্মসমর্পণ করে)। বলা হয় যে, পেট ভরে খাওয়ার ছয়টি ক্ষতি রয়েছে: প্রথমত, ঈশ্বরের ভয় হৃদয়ে থাকে না; দ্বিতীয়ত, একজন মানুষ এবং ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি বোধ করে না কারণ একজন অন্যকে নিজেকে (একজনের মতো তৃপ্ত) হিসাবে মনে করে এবং ক্ষুধার যন্ত্রণা অনুভব করে না; তৃতীয়ত, কেউ মনে করে যে উপাসনা বোঝা; চতুর্থত, যখন কেউ জ্ঞানের কোন বাণী শুনতে পায়, তখন তার হৃদয় নম্রতায় গলে যায় না এবং শুনতে ও গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না; পঞ্চমত, যখন কেউ প্রজ্ঞা ও উপদেশের কথা বলে, তখন তা অন্যের উপর কোন প্রভাব ফেলে না; ষষ্ঠত, এর থেকে বিভিন্ন শারীরিক ও আধ্যাত্মিক রোগের জন্ম হয়।

জাঁকজমকপূর্ণ এবং ঝলমল: জাঁকজমকপূর্ণ, চকচকচিনি, সুস্পষ্ট ভোগ এবং ধন-সম্পদ প্রদর্শন করা, আকর্ষণীয় সন্ধান করাও শয়তানের জন্য একটি প্রবেশদ্বার। এই প্রদর্শন, জাঁকজমক এবং চকচকে পোশাক, বস্তুগত সম্পত্তি এবং বাসস্থানে ঘটে। শয়তান যখন মানুষের হৃদয়ে জাঁকজমক ও জাকজমকতা প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা দেখে, তখন সে এটিকে আরও প্রজ্জ্বলিত করে এবং একজনকে বড় বড় বিল্ডিংয়ের স্বপ্ন দেখায় এবং একজনকে বোঝায় যে নিজের বাড়ির চারপাশের দেয়ালগুলি উঁচু হওয়া উচিত, ঘর চমকপ্রদ এবং সুসজ্জিত হওয়া উচিত, পোশাক সুন্দর হওয়া উচিত এবং ঘোড়া বা যানবাহন ব্যয়বহুল এবং সজ্জিত হওয়া উচিত। যখন এই জাতীয় আকাঙ্ক্ষাগুলি হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে গেঁথে যায়, তখন শয়তান জানে যে এই আকাঙ্ক্ষাগুলি কখনই হৃদয় থেকে আলাদা হবে না এবং একটি আকাঙ্ক্ষা অন্য একটি

আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেবে এবং একটি জিনিস অর্জন করা অন্যটিকে একটি অবিরাম শৃঙ্খলে [একের পর এক জিনিস অর্জনের আকাঙ্ক্ষার] উদ্বেগের দিকে পরিচালিত করবে যতক্ষণ না মৃত্যু আসে এবং পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার জন্য একজনকে সবকিছু ত্যাগ করতে হবে। নিম্ন স্ব থেকে শয়তানের আকাঙ্ক্ষার উপায়ও একজনের বিশ্বাসের জন্য বিপজ্জনক। কখনও কখনও, কামনার শিখা তার উপাসককে কুফরের পথে ("কুফর" *বা* ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান) হাঁটতে বাধ্য করে। আল্লাহ আমাদেরকে নিম্ন সত্তার আকাঙ্ক্ষা থেকে রক্ষা করুন।

লোকেদের কাছ থেকে লোভ এবং প্রত্যাশা: অন্যদের কাছ থেকে লোভ এবং প্রত্যাশাও শয়তানের [হৃদয়ে] একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বার। যখন লোভ [এবং অন্যের কাছ থেকে প্রত্যাশা] হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করে, তখন শয়তান ক্রমাগত একজনকে কৃত্রিমতা, আড়ম্বরপূর্ণ এবং তাদের সামনে প্রদর্শন করতে প্ররোচিত করে, যার কাছ থেকে প্রত্যাশা এবং লোভ থাকে। এটি এতটাই চলে যায় যে যার কাছ থেকে কেউ প্রত্যাশা করে, সে তার ঈশ্বর হয়ে ওঠে এবং প্রত্যাশা পোষণ করে, সে সর্বদা তার হৃদয়ে জায়গা করার চেষ্টা করে, এমনকি যদি এটি মিথ্যা, প্রতারণা, প্রদর্শন এবং প্ররোচনার মাধ্যমে হয়। এর সর্বনিম্ন স্তরটি হ'ল একজন ব্যক্তি যার কাছ থেকে প্রত্যাশা করছে তার প্রশংসা করতে অতিরঞ্জিত হয় এবং একজনকে আঘাত না করার কারণে একজনকে ভালর জন্য উপদেশ দেওয়ার এবং একজনকে মন্দ থেকে বিরত রাখার কাজটি করতে অনিচ্ছুক হয়। একবার শয়তান আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা (রাঃ) এর সামনে হাজির হয়ে বলল, হে হানজালা সন্তান! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তাই মনে রাখবেন"। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা (রহঃ) বলেন, 'আপনার পরামর্শের আমার কোন প্রয়োজন নেই। শয়তান বলল: "প্রথমে তা শুনুন, যদি এটি ভাল হয় তবে এটি গ্রহণ করুন, যদি এটি খারাপ হয় তবে এটি প্রত্যাখ্যান করুন। হে হানজালা পুত্র! আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে এমন প্রশ্ন করো না, যার মধ্যে লোভ ও লোভ নিহিত রয়েছে। এছাড়াও, রাগে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করুন কারণ যখন কোনও দাস নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, তখন আমি একজনকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হই।

তাড়াহুড়ো এবং অধ্যবসায়ের অভাব: এই দুটি গুণ বা চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও শয়তানের প্রবেশদ্বার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

العجلة من الشيطان والأناة من الله

"তাড়াহুড়ো করা (বা যত্ন না করে কিছু করার জন্য তাড়াহুড়ো করা) শয়তানের কাছ থেকে আসে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বিরতি দেওয়া ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে". (এই বর্ণনাটি রিপোর্ট করেছেন *হাদীস* সংগ্রহ *তিরমিধি* রাসূলুল্লাহ সাহাবী সাহল ইবনে সা'দ (রহঃ) এর নির্দেশে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

خُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ مِنْ عَجَلٍ

"মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাড়াহুড়ো করার প্রবণতা নিয়ে। (কুরআন, অধ্যায় 21, আয়াত 37)

وَكَانَ ٱلْإِنسَـٰنُ عَجُولًا

"মানুষের তাড়াহুড়ো করার প্রবণতা রয়েছে। (কুরআন, অধ্যায় 17, আয়াত 11)

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন:

وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ

"তোমার কাছে ওহী শেষ হওয়ার পূর্বে কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য তাড়াহুড়ো করো না। (কুরআন, 20 অধ্যায়, 114 আয়াত)

তাড়াহুড়ো করা থেকে ঐশ্বরিক নিষেধের কারণ হ'ল সমস্ত কিছু জ্ঞান, গবেষণা এবং অনুসন্ধানের সাথে করা উচিত এবং তদন্তের জন্য বিরতি এবং বিবেচনার প্রয়োজন, অন্যদিকে তাড়াহুড়ো বিরতি এবং তদন্তের অনুমতি দেয় না। তাড়াহুড়ো করার সময় শয়তান মানুষের উপর তার মন্দতা এমনভাবে চাপিয়ে দেয় যে তারা তা উপলব্ধি করেও না। একটি রেওয়াজ অনুসারে, যখন ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন সমস্ত শয়তান (শয়তান) তাদের নেতা ইবলিসের কাছে গিয়ে তাকে বলেছিল: "আজ পৃথিবীর সমস্ত মূর্তি পতিত অবস্থায় দেখা গেছে। ইবলিস বলেন, 'নিশ্চিতভাবে নতুন কিছু ঘটেছে। আমি পৃথিবীতে যাচ্ছি দেখার জন্য"। ইবলিস পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। এক জায়গায় তিনি দেখেন কয়েকজন ফেরেশতা একটি নবজাতক শিশুকে ঘিরে রেখেছেন। ইবলিস তার সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে বলল, "আজ রাতে একজন নবী জন্মগ্রহণ করেছেন। আজ অবধি পৃথিবীতে যে সমস্ত গর্ভাবস্থা ঘটেছে, আমি তাদের সম্পর্কে সচেতন ছিলাম এবং জন্মগুলি আমার উপস্থিতিতে ঘটেছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আমি এই নারীর গর্ভাবস্থা সম্পর্কে জানতাম না বা জন্মের বিষয়েও অবগত ছিলাম না। এখন মূর্তি পূজা থেকে হতাশ হও। কিন্তু আল্লাহর বান্দাদেরকে তাদের তাড়াহুড়োর সময়ে বিভ্রান্তি দাও।

ধন-সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদ: *দিরহাম* ও দিনার *(*স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রা), বস্তুগত সম্পদ, সম্পত্তি এবং মালিকানাধীন জমির টুকরো সবই শয়তানের জন্য [মানুষের হৃদয়ে] বড় প্রবেশদ্বার। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বস্তুগত সম্পদের মালিক ব্যক্তির হৃদয় শয়তানের আবাসস্থল এবং কেবল প্রয়োজনীয় বস্তুর মালিকের একটি মুক্ত হৃদয় রয়েছে। একজন মানুষ একশো দিনার পেলে হৃদয়ে জন্ম নেয় নানা আকাঙ্ক্ষা। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় হ'ল আরও একশো পাওয়া এবং এটি একটি অবিরাম চক্র। যখন কারও কিছুই ছিল না, তখন কোনও আকাঙ্ক্ষা ছিল না, কোনও লোভ ছিল না, এবং কোনও প্রয়োজন ছিল না। যখন কেউ শত দিনার পেত, তখন সে নিজেকে ধনী মনে করতে শুরু করে, যদিও সে আরও নয়শত অভাবী হয়ে যায়। একশো দিনার পেয়ে মনে হচ্ছিল যে যদি কারও কাছে আরও নয়শো থাকে তবে সে একটি বাড়ি কিনতে পারত। বাড়ির পরে, গৃহস্থালীর পণ্যগুলির পৃষ্ঠতল পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং পরে পোশাক এবং আরামদায়ক জীবনযাপনের সমস্যাগুলি এবং প্রয়োজনের এই শৃঙ্খলটি ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। যে জিনিসগুলি উপস্থিত রয়েছে, সেগুলি অপরিহার্য হয়ে ওঠে। একজনের দুশ্চিন্তা শেষ হওয়ার আগেই আরেকজনের উদ্বেগ শুরু হয় এবং এই প্রয়োজনের শৃঙ্খল নরকে শেষ হয়।

সাবিত আল-বানানী (রহঃ) বলেন, 'চল্লিশ বছর বয়সে নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন নবু দান করা হলেন, তখন ইবলিস (শয়তানদের নেতা) তার দলকে বললেন, 'আজ একটি নতুন ঘটনা ঘটেছে। যাও এবং দেখুন কী হয়েছে'। সমস্ত শয়তান পৃথিবীর চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল কিন্তু কিছুই খুঁজে পায়নি এবং ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছিল। ইবলিস তাদেরকে বলল, তোমরা এখানেই থাক! আমি গিয়ে দেখব'। তিনি ফিরে এসে তাঁর শিষ্যদের বললেন, আল্লাহ মুহাম্মাদকে নবুয়ত দিয়েছেন। এখন তোমরা তার বন্ধু ও সাহাবীদের (আল্লাহর হেদায়েত থেকে বিরতির জন্য) অনুসরণ কর। শয়তানরা পৃথিবীর দিকে ফিরে অসফল হয়ে ফিরে এসে বলল, 'আজ পর্যন্ত আমরা এমন জাতি দেখিনি। যখন আমরা তাদেরকে কোন ভুল করি, তখন তারা নামাযের জন্য উঠে দাঁড়ায় এবং এটি তাদের ভুলের জন্য ক্ষমা নিয়ে আসে। ইবলীস বললেন, অপেক্ষা করো এবং ধৈর্য ধর। অচিরেই তারা দুনিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করবে, অতঃপর আমরা অবশ্যই আমাদের পরিকল্পনায় সফল হব।

একটি প্রথা আছে যে, একদা ঈসা (আঃ) একটি পাথরের উপর মাথা রেখে [মাটিতে] শুয়ে ছিলেন [এটি তার দারিদ্র্য ও নম্রতার অবস্থা প্রদর্শন করে]। শয়তান পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এবং মজা করে বলল, "হে যিশু! আপনি কি দুনিয়ার দিকে ঝুঁকছেন?" যিশু তার মাথার নিচ থেকে পাথরটি তুলে শয়তানের দিকে ছুঁড়ে দিলেন এবং বলেছিলেন: "এই পাথর এবং এই জগতের সমস্ত কিছু তোমার জন্য". এ থেকে যে উপসংহারে এসেছে তা হল যে একটি পাথরও জগতের একটি বস্তুগত সম্পত্তি এবং শয়তান এখনও একটি পাথর দিয়ে [মানবতাকে ভুল পথে পরিচালিত করার] কাজ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি *তাহাজ্জুদের* নামাজের জন্য ভোরে উঠে (প্রাক-ভোরের নামাজ যা আধ্যাত্মিক অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত মেধাবী এবং সহায়ক এবং রাতের তৃতীয় ভাগে সম্পাদিত হয় যখন সূর্যাস্ত থেকে ভোরের মধ্যবর্তী রাতের সময়টি তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়) এবং নামাজে সিজদা করার স্থানের কাছে একটি পাথর খুঁজে পান। এই পরিস্থিতিতে, শয়তান অবশ্যই পাথরের উপর মাথা রেখে কিছুক্ষণের জন্য শুয়ে থাকার জন্য একজনের হৃদয়ে চিন্তা করবে। এই শুয়ে থাকা ঘুমের আগজাননী হবে যা তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া থেকে বিরত রাখবে । পাথরটি না থাকলে বালিশ থাকার কথা ভাবতো না, শুয়ে শুয়ে ঘুমানোর প্রয়োজন হতো না এবং *তাহাজ্জুদের* নামাজ থেকে বঞ্চিত হতো । [পূর্বোক্ত হিসাবে দেখা গেছে,] এই একটি পাথর দ্বারা এত ক্ষতি হয়েছে এবং তারপরে নিজের জন্য শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে লোকদের অবস্থার দিকে এক নজর দিন, যাদের রেশম দিয়ে তৈরি আরামদায়ক বিছানা এবং বালিশ রয়েছে এবং তাদের বাড়িতে আরামদায়ক সমস্ত জিনিসপত্র রয়েছে। এই ধরনের ব্যক্তি কি ঐশ্বরিক উপাসনার স্বাদ উপভোগ করতে পারেন? হৃদয়ে সর্বদা সান্ত্বনার আকাঙ্ক্ষা থাকবে।

দারিদ্র্য ও দুর্দশার ভয়: এ ছাড়া, এই দুটো জঘন্য ও নেতিবাচক গুণ শয়তানের [মানুষের হৃদয়ে] দুটো বড় প্রবেশদ্বার। কৃপণতা এবং দারিদ্র্যের ভয় এমন দুটি নেতিবাচক ধ্বংসাত্মক [অভ্যন্তরীণ] বৈশিষ্ট্য যা একজনকে আল্লাহর পথে (দাতব্য কাজে) ব্যয় করতে বাধা দেয় এবং একজনকে তার সম্পদ সঞ্চয় ও ধরে রাখতে প্ররোচিত করে। কুরআন এ ধরনের লোকদের বেদনাদায়ক পরিণতির ভবিষ্যদ্বাণী করেছে:

وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
"যারা স্বর্ণ ও রূপা মজুদ করে রাখে এবং তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না (মানব সমাজের অর্থনৈতিক কল্যাণে কল্যাণ সাধন করে) তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন।
(কুরআন, 9 অধ্যায়, 34 আয়াত)

খায়থামা ইবনু আব্দুর রহমান (রাঃ) বলেন, শয়তান দাবি করে, 'মানুষ আমার উপর যতই আধিপত্য বিস্তার করুক না কেন, তিনটি বিষয় এমন যে কেউ কখনো আমার উপর কর্তৃত্ব অর্জন করতে পারে না। প্রথমত, অন্যায়ভাবে কারও সম্পত্তি গ্রহণ করা; দ্বিতীয়ত, উপযুক্ত সুযোগ ও প্রয়োজন ছাড়াই ব্যয় করা; তৃতীয়ত, যেখানে খরচ করা দরকার সেখানে ব্যয় না করা। সুফিয়ান আল-সাওরি (রহঃ) বলেন, 'দারিদ্র্যের ভয়ের চেয়ে শয়তানের কোনো কার্যকর কৌশল নেই। যখন একজন মানুষ দারিদ্র্যের ভয় পেতে শুরু করে, তখন একজনের মধ্যে মিথ্যা এবং অন্যায়ের দিকে ঝোঁক জন্মায়। যে ব্যক্তি সত্য থেকে বিরত থাকে, নিম্ন আত্মা থেকে কামনাকে প্রাধান্য দেয় এবং নিজের প্রতিপালকের প্রতি নীচু মতামত রাখার জন্য অপরাধী। কৃপণতা লোভের জন্ম দেয় এবং লোভ মানুষের পায়ের মধ্যে একটি শৃঙ্খল হয়ে ওঠে যা কাউকে বাজার এবং পণ্য উপার্জনের জায়গা থেকে বের হতে দেয় না। এই বাজারগুলি শয়তানের বাসা এবং বিশ্রামের স্থান [কারণ একজনের বস্তুবাদী হয়ে ওঠার প্রবণতা রয়েছে এবং কোনও আধ্যাত্মিক বিবেচনা এবং সেখানে মহৎ ও নিঃস্বার্থ উদ্যোগের প্রতি অজ্ঞ হয়ে ওঠে]। হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, ইবলীস যখন দুনিয়ায় আসলেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার রহমত থেকে দূরে ফেলে দিয়ে এই পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলেছ। দয়া করে আমার জন্য এখানে একটি বাড়ি তৈরি করুন'। আল্লাহ বললেন, 'বাথরুম তোমার ঘর। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: 'আমার জন্য সঙ্গ দেওয়ার জন্য একটা জায়গা দাও'। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'বাজার ও রাস্তা তোমাদের সঙ্গের জায়গা। তিনি বললেন, আমার জন্য খাদ্য ও রিযিক নির্ধারণ করে দাও। আল্লাহ বললেন, 'এই খাদ্যই তোমাদের রিযিক, যার উপর আমার নাম গ্রহণ করা হয়নি। তিনি বলেন, 'খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমিও কি পানি খেতে পারি?' আল্লাহ বললেন, 'মাদক ও মাদকদ্রব্য তোমাদের পানীয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'দয়া করে আমাকে একজন আমন্ত্রণকারী দান করুন'। আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন, 'বাদ্যযন্ত্র থেকে এই উদ্দেশ্য পূর্ণ কর'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'পড়া-লেখার ব্যাপারে তোমার কি আজ্ঞা আছে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, 'কবিতা পড়ুন [যা ভালোর জন্য আমন্ত্রণ দেয় না] এবং দেহের ট্যাটু করান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকে একটি আখ্যান দাও'। আল্লাহ বললেন, 'মিথ্যা তোমার বর্ণনা'। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: 'আমাকে শিকারের জন্য জাল (ফাঁদ) দিন'। আল্লাহ তা'আলা বললেন: 'বিপরীত লিঙ্গের কামনা করা হচ্ছে জাল [অর্থাৎ যদি অনৈতিক ও অনৈতিক উপায়ে অনুসরণ করা হয়]"।

ধর্মীয় গোঁড়ামি: এখানে যাকে ধর্মীয় গোঁড়ামি বলা হচ্ছে তা হ'ল বিভিন্ন চিন্তাধারা [এবং ধর্মের] লোকদের একে অপরের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য এবং কুসংস্কার। এর ভিত্তি সত্য নয়, বরং নিম্ন আত্মার আকাঙ্ক্ষা। মানুষ তাদের বিরোধীদের ঘৃণা করে (ধর্মীয় ও মতাদর্শগত পার্থক্যের ক্ষেত্রে) এবং তাদের ছোট করে দেখে। এটি এমন একটি মন্দ যে এটি প্রত্যেক ইবাদত (বা ধর্মীয় ব্যক্তি) এবং পাপীকে সমানভাবে ধ্বংস করে। মানুষের সমালোচনা করা এবং তাদের সাথে দোষ খুঁজে বের

করা পশুবাদী গুণাবলীর মধ্যে একটি পশু গুণের অন্তর্গত। শয়তান যখন এই নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্যটিকে ভাল কিছু হিসাবে উপস্থাপন করে, তখন মানবিক মেজাজ যা ইতিমধ্যে তার কাছাকাছি রয়েছে, এটি গ্রহণ করে এবং একজন এতে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হয় এবং এই চিন্তায় খুশি হয় যে কেউ একটি ধর্মীয় সংগ্রামে জড়িত [এবং তাই এটি একটি ঈশ্বরীয় জিনিস হিসাবে মনে করে] যদিও সে শয়তানের আনুগত্য করে। ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক মতপার্থক্যের অবস্থা এমন যে, একজন ব্যক্তি আবু বকর (রাঃ) এর প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রে ধর্মান্ধতা গ্রহণ করেছে, কিন্তু এই প্রেম পবিত্র নয়, বরং এটি হারাম (নিষিদ্ধ জিনিস), মিথ্যা, শত্রুতা এবং তীব্র অনৈক্যের সাথে মিশ্রিত (যা অশান্তির দিকে পরিচালিত করে)। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এমন কাউকে দেখেন, তাহলে তিনি তার বন্ধুর পরিবর্তে একজনকে শত্রু বলে ঘোষণা করবেন। কারণ, তার (আবু বকরের) বন্ধু সেই ব্যক্তি যিনি তাঁর পথ অনুসরণ করেন এবং তাঁর মহৎ গুণাবলী ও চরিত্র গ্রহণ করেন এবং নিজের জিহ্বাকে অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে বাধা দেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) এর রীতি ছিল এমন যে, তিনি অকেজো কথা বলতে পার না করার জন্য মুখে নুড়ি ঢুকিয়ে দিতেন। যে ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলে (যে ব্যক্তি আবু বকরকে ভালবাসে বলে দাবি করে], আবু বকর (রাঃ) এর প্রতি নিজের ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব দাবি করার কোন অধিকার আছে? [মানুষের ধর্মের ভিত্তিতে দ্বন্দ্ব, মারামারি এবং ঘৃণাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে]

দ্বিতীয় ব্যক্তি আলী (আঃ) এর প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জনের সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছেন, যদিও তিনি তার (আলী) কর্মকাণ্ড এবং মহৎ চরিত্রের সামান্যতম কাছাকাছিও না থাকলেও। হযরত আলী (রহঃ) তাঁর *শাসনকালে (*খিলাফা) এক *দিরহামের* কম মূল্যের পোশাক পরিধান করেছিলেন এবং তার প্রেমের মিথ্যা দাবিদার রেশমী পোশাক পরিহিত (যা ধর্মীয় নিয়ম অনুসারে পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ) পরিধান করে ঘুরে বেড়াচ্ছে যা হারাম (হারাম) অর্থ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। কিয়ামতের দিন আলী (রাঃ) এ ধরনের ব্যক্তিকে বন্ধু নয়, বরং শত্রু হিসেবে বিবেচনা করবেন। যে ব্যক্তি তার বন্ধুর প্রিয় সন্তানকে তার বাড়িতে নিয়ে যায় এবং তাকে মারধর করে, তার চুল টেনে এবং তার শরীরে আঘাত করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও দাবি করতে থাকে যে সে সন্তানের পিতামাতার আন্তরিক বন্ধু এবং একজনকে খুব ভালবাসে। এমন লোকদের অবস্থা যারা দাবি করে যে চারজন সৎপথপ্রাপ্ত খলিফা (আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী রাঃ) এবং পবিত্র নবী সাহাবী (রাঃ) তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং দ্বীনকে ধ্বংস করার কাজে জড়িত যদিও ধর্ম তাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস ছিল (খলিফা এবং অন্যান্য মহান নবী সাহাবীগণ) এবং তারা তাদের নিজের জীবনের চেয়ে এটিকে প্রাধান্য দিয়েছিল। সম্পত্তি, পরিবার ও আত্মীয়স্বজন। এই লোকেরা ঐশ্বরিক আইনে দোষী যারা কামনার কাঁচি দিয়ে এটিকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে, ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সাহাবীদের প্রতি তাদের ভালবাসা দাবি করা কখনও বন্ধ করে না বরং বাস্তবে, ঈশ্বর এবং তার বন্ধুদের যৌথ শত্রু - শয়তান, অভিশপ্তের আনুগত্য করে। এই বাস্তবতা কেয়ামতের দিন পরিষ্কার হয়ে যাবে যখন তারা তাদের "বন্ধুদের" সামনে শাস্তি পাবে। কিয়ামতের কথা ভুলে যান, যদি তারা জানতে পারে যে নবী সাহাবীগণ তাদের সম্পর্কে এবং এই দুনিয়ায় তারা কেমন লোকদের পছন্দ করেন, তাহলে তারা তাদের নিজেদের

অবস্থা দেখে চরম লজ্জায় পড়বে এবং তাদের নোংরা জিহ্বায় এই মহান ধার্মিক লোকদের নাম আনার সাহস পাবে না। শয়তান এই অনুসারীদের (বিভিন্ন নবী সাহাবীদের) আশ্বস্ত করে যে, আবু বকর ও উমর (রাঃ) এর প্রতি প্রেমে যদি কেউ মারা যায়, তবে জাহান্নামের আগুন তার নিকটবর্তীও আসবে না। শয়তান অন্যকে আশ্বস্ত করে যে, যদি তারা উসমান ও আলী (রাঃ) এর প্রতি ভালবাসায় তাদের জীবন উৎসর্গ করে দেয় তবে তারা তাদের পার্থিব কর্মের জন্য কোন জবাবদিহি ছাড়াই জান্নাতে যাবে, কিন্তু বাস্তবে কারো ভালবাসা ও ঘনিষ্ঠতা সেদিন কোন উপকারে আসবে না, কেবল নিজের (ভাল ও সৎকর্ম) দ্বারা (পার্থিব জীবনে) উপকারে আসবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় কন্যা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন:

اعملی فانی لا اغنی عنکم من اللّٰہ شیئا

"তোমরা সৎকর্ম কর, কেননা আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কবল থেকে কোন কিছুই রক্ষা করতে পারব না। (এ বর্ণনাটি *হাদীস* সংকলন *সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম* থেকে হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত)।

এটি নিম্ন স্ব থেকে আকাঙ্ক্ষাগুলি অনুসরণ করার একটি উদাহরণ যা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। একই কথা এমন লোকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা ইমাম শাফায়ী, আবু হানিফা, মালিক এবং আহমেদ (আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি রহমত করুন) প্রথাগত ইসলামী পদ্ধতির অংশ হিসাবে সম্প্রদায়ের সাধারণ ঐকমত্যের অংশ হিসাবে এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছিল) এবং তাদের কুসংস্কারে এমন পরিমাণে এগিয়ে যান যে তাকিয়ে অন্যান্য চিন্তাধারা নিশ্চিত হয়ে যায়। প্রত্যেকেই তার নিজের ইমামের সত্যতার দাবিদার কিন্তু তাদের মহৎ চরিত্র অনুসরণ করে না। কিয়ামতের দিন এই মহান *ইমামগণ* তাদের অনুসারীদের জিজ্ঞেস করবেন: "আমাদের চিন্তাধারা আমলের দ্বারা গঠিত এবং বাণী ও বাণীও আমলের জন্য নয়, সুতরাং আপনি কর্ম এড়িয়ে চলার সাথে সাথে বাণীকে গুরুত্ব দেওয়ার কারণ কী? এটি শয়তানের জন্য একটি বড় প্রবেশদ্বার এবং [হৃদয়ে] তার আগমনের জন্য একটি বড় পথ। অনেক পণ্ডিত (পণ্ডিত ধর্মতত্ত্ববিদ) এইভাবে শয়তানের হাতের মাধ্যমে ধ্বংসের দিকে পৌঁছেছিলেন। এরা সেই লোক যারা ঈশ্বরকে ভয় করে না, যারা বিশ্বের প্রতি লোভ এবং ঝোঁক পোষণ করে, ধর্মের প্রতি তাদের অন্তর্দৃষ্টি দুর্বল, এবং তাদের [ধর্মীয় শিক্ষাগুলির] পিছনে চালিকাশক্তি আন্তরিকতা [এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি] নয়, বরং মানুষের কাছ থেকে ভক্তি এবং শ্রদ্ধা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা। এ কারণেই তারা ধর্মীয় গোঁড়ামিতে জড়িয়ে পড়েছে এবং এই ধর্মান্ধতাকে ভালো মনে করে। তারা জানে না যে এই ধর্মান্ধতা একটি শয়তানের কাজ, কিন্তু হায়, এই লোকেরা শয়তানের প্রতারণা এবং ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতন নয় এবং পরিবর্তে তার কৌশলগুলি বাস্তবে প্রয়োগ করার সাথে জড়িত। সাধারণ মানুষ পণ্ডিতদের (পণ্ডিত ধর্মতত্ত্ববিদদের) সমালোচনা করতে শুরু করেছে, ধর্মের নীতিগুলি ভুলে গেছে এবং ধর্মীয়

আইনের (ফিকহ) জটিলতায় মতামতের পার্থক্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই পাণ্ডিত্যবাদী ধর্মতত্ত্ববিদরা অন্যদের সাথে নিজেদেরও ধ্বংস করেছেন। আল্লাহ আমাদের এবং তাদের তওবা কবুল করুন। হাসান আল-বসরি (রহঃ) শয়তানের এই উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করেছেন: "আমি জাতি এবং মুহাম্মদের (উম্মাহ) সামনে অলঙ্কৃত ও সজ্জিত উপায়ে গুনাহ উপস্থাপন করেছি কিন্তু তারা অনুতপ্ত হয়ে আমার পিঠ ভেঙে দিয়েছে। এরপর আমি তাদের সামনে এমন গুনাহ সাজিয়ে রেখেছিলাম যেগুলো থেকে তারা তওবা করে না। এই গুনাহগুলো নিম্ন আত্মার (নাফস) আকাঙ্ক্ষা। শয়তান সত্য বলেছে। মানুষ জানে না যে এই বিষয়গুলিতে তারা পাপের দিকে যাচ্ছে, তাহলে তারা কীভাবে তওবা করবে? শয়তানের একটি বড় প্রতারণা হ'ল যে কেউ নিজের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে ভুলে যায় এবং পরিবর্তে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্মতত্ত্ব এবং বিশ্বাসের [জটিলতা] সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে উপস্থিত [মতামতের] পার্থক্যগুলিতে জড়িয়ে পড়ে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার কিছু লোক আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত ছিল। তিনি চেয়েছিলেন যে তারা তাদের [ঐশ্বরিক স্মরণের] সমাবেশ ছেড়ে তাদের থামিয়ে দেয় কিন্তু তার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় সফল হতে পারেনি, এবং যারা ঈশ্বরকে স্মরণ করে তারা তার প্রতিটি কৌশলকে ব্যর্থ করেছিল। এরপর তিনি আশেপাশে বসে থাকা কিছু লোককে ঝামেলা সৃষ্টির জন্য প্ররোচিত করতে বাধ্য হন। তাদের কথোপকথনের সময় তারা নিজেদের মধ্যে এতটাই ঝগড়া করতে শুরু করে যে তারা একে অপরকে মারধর এবং আহত করতে শুরু করে। ঐশ্বরিক স্মরণের সমাবেশ থেকে কিছু লোক অন্য দলের লোকদের থামানোর জন্য উঠে দাঁড়াল এবং তাদের লড়াই না করতে বলে। এখানে শয়তানের উদ্দেশ্য লড়াই করা ছিল না, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের স্মরণ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং এটি করা লোকেদের ছেড়ে যেতে চেয়েছিলেন।

সাধারণ লোক এবং দার্শনিক বিতর্ক: শয়তানের একটি পদ্ধতি হ'ল তিনি সাধারণ মানুষকে এমন জ্ঞানের সাথে জড়িত হতে প্ররোচিত করেন যা তারা দুর্বল এবং তাদের এমন বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানায় যা তারা [অনুসন্ধান করার সামর্থ্য রাখে না]। উদাহরণস্বরূপ, ঈশ্বরের সত্তা এবং তাঁর ঐশ্বরিক গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান, এবং একইভাবে অন্যান্য অনুরূপ বিষয়গুলি যা তাদের দুর্বল বুদ্ধি উপলব্ধি করতে অক্ষম। এ অবস্থায় তারা নিজেদের দুর্বল ও সীমিত বুদ্ধিকে দেখে না এবং তাদের জ্ঞানের অভাব দেখে না, বরং তারা দ্বীন নিয়ে সন্দেহ করতে শুরু করে এবং তাদের মনে আল্লাহ সম্পর্কে এমন ধারণা জন্ম নেয় যা তাদের ধর্মের ক্ষেত্র থেকে বাদ দেয় এবং পরিবর্তে তাদের ধর্মে অবিশ্বাস ও উদ্ভাবনের বৃত্তে ফেলে দেয় বা ধর্মে নতুনত্ব ও বহিরাগত ধারণাকে আলিঙ্গন করে। তারা এটাও জানে না যে তারা বিশ্বাসের অমূল্য পণ্যটি হারিয়েছে, বরং তারা এতে খুশি এবং মনে করে যে তাদের হৃদয়ে যা ঘটেছে তা সত্যিকারের বোঝাপড়া এবং অন্তর্দৃষ্টি, এবং এটি তাদের নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা এবং অত্যধিক বুদ্ধির দ্বারা অর্জন করা হয়েছে। এই গরিব লোকেরা এমনকি জানে না যে সবচেয়ে বুদ্ধিহীন ব্যক্তি হলেন তিনিই যিনি নিজের বুদ্ধির উপর বেশি বিশ্বাস করেন এবং সবচেয়ে বুদ্ধিমান তিনিই যিনি নিজের বুদ্ধিকে অভাব বলে মনে করেন এবং আলেমদের [এবং

পণ্ডিতদের] কাছে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী এবং একজন শীর্ষস্থানীয় আলেম ও শিক্ষক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে উদ্‌ধৃত করেছেন:

ان الشيطان ياتى احدكم فيقول: من خلقك؟ فيقول الله تبارك وتعالى فيقول فمن خلق الله؟ فاذا وجد احدكم ذالك فليقل آمنت بالله ورسوله فان ذالك يذهب عنه

শয়তান তোমাদের একজনের কাছে এসে বলে, কে তোমাদের সৃষ্টি করেছে? একজন উত্তর দেয়, 'ঈশ্বর'। অতঃপর সে জিজ্ঞেস করলো, কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন? তোমাদের কেউ যদি এ অবস্থার সম্মুখীন হয়, তবে তাকে বলা উচিত, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। এভাবে বললে, [শয়তান] অপবাদের অবসান হবে। (হাদীস *সংকলন* আহমাদ, বাজ্জার, *আবু* ইয়ালী, *সহীহ বুখারী ও* সহীহ মুসলিম *থেকে এ বর্ণনা করা হয়েছে*)

নবী মুহাম্মাদ (সা.) ইঙ্গিতমুক্তির বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কের অনুমতি দেননি কারণ ইঙ্গিতগুলি সাধারণ মানুষের কাছে ঘটে এবং পণ্ডিতদের কাছে নয়। সাধারণ মানুষের উচিত তাদের ঈমান পুনর্নবীকরণ করা এবং ইবাদত ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত করা এবং জ্ঞান আলেমদের জন্য ছেড়ে দেওয়া। একজন সাধারণ মানুষ আল্লাহ ও তাঁর পথ সম্পর্কে ভিত্তিহীন কথা বলে অবিশ্বাসে পৌঁছাতে পারে। প্রকৃত জ্ঞানের গভীরতা অর্জন না করে কিছু বলা সাঁতার না জেনে নিজেকে ঢেউয়ের সামনে উপস্থাপন করার মতো। এটা স্পষ্ট যে এর পরিণতি অন্য কিছু হবে না কেবল নিজের ধ্বংস। বিশ্বাস ও ধর্ম সম্পর্কে শয়তানের প্রতারণা এতটাই বেশি যে সেগুলো অনুমান করাও যায় না। তাদের সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা এই প্রতারণার একটি নমুনা।

নেতিবাচক ও খারাপ মতামত পোষণ করা: শয়তানের প্রতারণার অন্যতম দরজা হচ্ছে মুসলমানদের [এবং অন্য সবাইকে] সম্পর্কে খারাপ মতামত রাখা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ

"হে ঈমানদারগণ! অনেক খারাপ মতামত পরিহার করুন কারণ কিছু খারাপ মতামত পাপ। (কুরআন, অধ্যায় 49, আয়াত 12)

যে ব্যক্তি নিজের ভাই (বা বোন) সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে, সে নিশ্চয়ই শয়তানের প্রতারণার শিকার হবে। শয়তান যে খারাপ মতামত পোষণ করে তা উস্কে দেবে এবং একজনকে

তার বিরুদ্ধে পিছু হটতে বা তার প্রতি তার দায়িত্ব পালন না করতে বা তার প্রতি শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে অলসতা দেখাতে বা তাকে বা তাকে তুচ্ছ দেখাতে এবং নিজেকে তার চেয়ে ভাল মনে করতে প্ররোচিত করবে। এই সব শর্ত নিজের ধ্বংসের। এই কারণেই ঐশ্বরিক আইন [মানুষকে] দোষারোপের জায়গাগুলি এড়িয়ে চলার আদেশ দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اتقوا مواضع التهم

"দোষারোপের জায়গাগুলি এড়িয়ে চলুন [ভুল উপায়ে অনুভূত হওয়া এড়াতে, কারণ অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক শান্তির অবস্থা বজায় রাখার জন্য ভুল বোঝাবুঝি এবং দ্বন্দ্ব এড়াতে উপলব্ধিগুলিও পরিচালনা করা দরকার]"।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে দোষারোপ ও সন্দেহ এড়িয়ে যেতেন। এ কারণেই আলী ইবনে হুসাইন সাফিয়া বিনতে হাই বিন আখতাব (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী যিনি স্থানীয় ইহুদী গোত্র প্রধানের কন্যা ছিলেন) বলেছেন: "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে *ইতিকাফে* ছিলেন । আমি তার সাথে দেখা করতে এসেছি। আমি [কাকতালীয়ভাবে] ঋতুস্রাব হয়ে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যা হয়ে গেলে আমি ফিরে যেতে শুরু করি [আমার বাড়িতে]। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমার সাথে হাঁটতে শুরু করলেন। পথে *আনসারদের (*মদিনার লোক) মধ্য থেকে দু'জন লোক দেখতে পেল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম জানিয়ে সালাম জানাল এবং তাদের পথে চলে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ডেকে বললেন, ইনি সাফিয়া বিনতে হাই। তারা বলল, হে আল্লাহর নবী! আপনার সম্পর্কে আমাদের একটি ভাল মতামত রয়েছে (অর্থাত্, আমরা আপনার সম্পর্কে খারাপ কিছু ভাবতেও পারি না তাই আপনাকে এমনকি আমাদের বোঝাতে হয়নি যে আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ছিলেন)'। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'শয়তান মানুষের শিরায় (রক্ত প্রবাহে) ঘুরে বেড়ায় এবং অন্যকে দোষারোপ করে এবং তাদের মধ্যে বিভেদ ও দ্বন্দ্বের বীজ বপন করতে প্ররোচিত করে। আমার এই ধারণা ছিল যে তিনি আপনাকে নিরুৎসাহিত করতে পারেন [বা সন্দেহ এবং দোষারোপের লাইনে খারাপ কিছু ইঙ্গিত করতে পারেন] [আমি যার সাথে ছিলাম এবং তাই আমি এটি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন বলে মনে করেছি]। (এই বর্ণনাটি রিপোর্ট করেছেন হাদীস *সংকলন* সহীহ বুখারী *ও* সহীহ মুসলিম)

ভেবে দেখুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দ্বীন রক্ষা ও আখেরাতের কল্যাণে কতটুকু যত্নশীল ছিলেন। এ ছাড়া, সন্দেহ ও দোষারোপের আমন্ত্রণ জানাতে পারে এমন

জায়গাগুলো এড়িয়ে চলার উপায় শিখিয়ে তিনি তাঁর অনুসারীদের প্রতি কতটা দয়া দেখিয়েছিলেন এবং শিখিয়েছিলেন যে, এমনকি একজন বিজ্ঞ ব্যক্তিও নিজের অবস্থা সম্পর্কে অলসতা দেখাবেন না। যে ব্যক্তি ধার্মিক ভয়, শ্রদ্ধা এবং আল্লাহর প্রতি ভয় (*তাকওয়া)* এবং ঐশ্বরিক বিধান অনুসরণ করার জন্য পরিচিত, তার মনে করা উচিত নয় যে লোকেরা তার সম্পর্কে খারাপ বা নেতিবাচক মতামত রাখবে না এবং অগত্যা একটি সম্পর্কে একটি ভাল মতামত রাখবে। কেউ জ্ঞান ও ঈশ্বর-ভয়ে যতই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করুক না কেন, লোকেরা একজনকে কেবল একভাবে দেখে না। কেউ একটাকে ভালো মনে করেন, কেউ খারাপ মনে করেন। বরং, যারা একজনকে খারাপ মনে করে তাদের সংখ্যা তাদের চেয়ে বেশি যারা একজনকে ভাল মনে করে। অন্যের খারাপ মতামত এবং অশুভ লোকদের দোষারোপ থেকে নিজেকে রক্ষা করা অপরিহার্য। তাদের কাছ থেকে খারাপ মতামত প্রত্যাশিত। যখন আপনি কাউকে অন্যের সম্পর্কে খারাপ মতামত রাখতে এবং তাদের সাথে দোষ খুঁজে বের করতে ব্যস্ত থাকতে দেখেন, তখন জেনে রাখুন যে তিনি অন্তরের মন্দ [এবং নেতিবাচকতা] এর সাথে জড়িত। অন্যের খারাপ মতামত একজনের অভ্যন্তরীণ মন্দ [এবং নেতিবাচকতা] এর প্রতিফলন এবং প্রত্যেককে নিজের [মন্দ এবং নেতিবাচক] সত্তার চিত্রে দেখতে চায়। একজন মুমিন তার ভাইয়ের (বা বোন) কর্মের জন্য অজুহাত খুঁজে পায়। একজন মুনাফিকের উদাসীনতা ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতা থাকে না। একজন মুমিনের হৃদয় প্রতিটি মানুষের প্রতি পরিষ্কার এবং পরিষ্কার থাকে [এবং তাদের সাথে খোলা হৃদয়ে দেখা করে এবং চিন্তা করে]।

এটি ছিল শয়তানের [মানব হৃদয়ে] প্রবেশের উপর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা। এই প্রবেশদ্বারগুলি এত বেশি যে এগুলি অনুমান করা যায় না। আমার মতে, এখানে যা কিছু লেখা হয়েছে এবং যা কিছু প্রবেশদ্বার উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো থেকে [মানুষের হৃদয়ে শয়তানের প্রবেশদ্বার] অনুমান করা যেতে পারে। যাইহোক, একজনের অনেক নেতিবাচক অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রত্যেকটিই শয়তানের অস্ত্র এবং শয়তানের দরজার মধ্য থেকে [মানব হৃদয়ে] একটি দরজা।

শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়: এখানে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে: "[শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে] নিজেকে রক্ষা করার প্রতিকার কী? আল্লাহর স্মরণ করা এবং 'লা *হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'* বা 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন শক্তি নেই' কি তার বিরুদ্ধে রক্ষা করতে পারে? এটা জানা উচিত যে হৃদয়কে নিরাময় করা কেবল তখনই সম্ভব যখন সমস্ত প্রবেশদ্বার বন্ধ হয়ে যায় যার মাধ্যমে শয়তান হৃদয়ে প্রবেশ করে এবং তাদের কলুষিত করে। অন্য কথায়, হৃদয়কে সমস্ত নেতিবাচক এবং জঘন্য অভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক গুণাবলী থেকে বিশুদ্ধ করতে হবে। অভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক থেকে হৃদয়ের শুদ্ধি একটি বিস্তৃত বিষয়। "*ইহ্যা উলুম আদ-দীন*' বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড বা চতুর্থাংশের

একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে [মানব হৃদয়ে] অভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক গুণাবলীর প্রতিকার স্থাপন করা। যেহেতু এই ধরনের প্রতিটি অভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক বৈশিষ্ট্যের নিজস্ব অধ্যায়ের প্রয়োজন [একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ চিকিত্সার জন্য] যেমনটি আপনি পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে দেখতে পাবেন, তাই এখানে উল্লেখ করা যথেষ্ট যে যদি হৃদয় এই অভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক নেতিবাচক মন্দ গুণাবলী থেকে শুদ্ধ এবং শুদ্ধ হয় তবে শয়তান হৃদয়ে তার পা দৃঢ় করার সুযোগ পায় না। তিনি সবচেয়ে বেশি করতে পারেন তা হ'ল আসা এবং পাশ কাটিয়ে যাওয়া। আল্লাহর স্মরণ তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহর স্মরণ হৃদয়ের উপর প্রভাব ফেলে যখন তা আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা ও ভয়ের আলোয় আলোকিত হয় এবং নেতিবাচক নিন্দনীয় অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের দূষণ থেকে বিশুদ্ধ হয়। যদি তা না হয়, তাহলে আল্লাহর স্মরণকে কেবল একটি নিছক চিন্তা বা হৃদয়ে একটি ক্ষণস্থায়ী অবস্থা হিসাবে গণ্য করা হবে এবং এর উপর এর শাসন এবং আধিপত্য থাকবে না। এটি সহজেই হৃদয়ের দাবার বোর্ডের উপর তার নিয়ন্ত্রণকে দৃঢ় করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ إِذَا مَسَّهُمْ طَـٰٓئِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ تَذَكَّرُوا۟ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

"যারা পরহেযগার ভয়, শ্রদ্ধা ও আল্লাহকে ভয় করে, যখন তাদের অন্তরে শয়তানের কাছ থেকে কোন বিপদ (নেতিবাচক মন্দ চিন্তা) আসে, তখন তারা তৎক্ষণাৎ আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত হয় এবং তাদের চোখ তৎক্ষণাৎ খুলে যায় [কারণ তারা চমকে যায় এবং জানে যে তাদের অন্তরে যে নেতিবাচকতা পাওয়া যাচ্ছে তা শয়তানের কাছ থেকে এসেছে এবং তাদের অবিলম্বে তা থেকে মুক্তি দেওয়া দরকার]। (কুরআন, অধ্যায় 7, আয়াত 121)

এই আয়াতে আল্লাহকে ভয় করে এমন ব্যক্তির জন্য একটি বিশেষ পার্থক্য করা হয়েছে। শয়তানের উদাহরণ ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো। আপনার যদি এর জন্য কোনও রুটি বা মাংস না থাকে তবে আপনি এটি আপনার কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিতে পারেন তবে আপনার হাতে যদি মাংস থাকে এবং কুকুরটিও ক্ষুধার্ত থাকে তবে এটি ঠেলে দিয়ে চলে যাবে না বরং মাংসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। শয়তান হৃদয় থেকে একজনের তিরস্কার শুনে পালিয়ে যায়, যেখানে তার জন্য কোনও খাবার নেই। কিন্তু, যে হৃদয়ে তার খাবার উপস্থিত থাকে, সে অবশ্যই তাদের আক্রমণ করে এবং কেবল জিহ্বা দিয়ে বকাব করাই যথেষ্ট নয়। কামনা দ্বারা প্রভাবিত হৃদয় ঈশ্বরের স্মরণের বাস্তবতাকে তার মধ্যে প্রবেশ করতে দেয় না এবং সেই হৃদয় শয়তানের জন্য একটি বিশ্রামের জায়গা হয়ে ওঠে। তিনি ঈশ্বর-ভয়কারীদের দরজায় কড়া নাড়েন না, যারা নিম্ন আত্মার আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের কামনা থাকার কারণে অভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক গুণাবলী থেকে বঞ্চিত, তবে তিনি যখন তাদের দেখেন যে তারা ঐশ্বরিক স্মরণ সম্পর্কে অমনোযোগী এবং অবহেলা করে। কিন্তু যখন তারা আল্লাহর স্মরণে ফিরে আসে তখন সে সেই হৃদয় থেকে পালিয়ে যায়। ঐশ্বরিক স্মরণের মাধ্যমে তার পালানোর প্রমাণ হলো কুরআনের সেই আয়াত ও *হাদিস*

(নবুয়ীমূলক ঐতিহ্য) যা শয়তানের আরোপের সময় আল্লাহর আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দেয়। যেমন একটি শ্লোক আছে –

فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ

"অভিশপ্ত শয়তানের হাত থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর। (কুরআন, 16 অধ্যায়, 98 আয়াত)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার শয়তান (শয়তানের অনুসারী) যারা মুমিন ও কাফেরের সাথে থাকে। দু'জনেই একে অপরের খোঁজ-খবর নেন। অবিশ্বাসীর শয়তান অতিরিক্ত ওজন ছিল এবং তার শরীরে অতিরিক্ত চর্বি ছিল, কিন্তু মুমিনের শয়তান দুর্বল, দুর্বল, উদ্বিগ্ন এবং গৃহহীন ছিল। অবিশ্বাসী শয়তান তাকে জিজ্ঞেস করল: 'তুমি কেন নিজের এমন অবস্থা তৈরি করেছ? তুমি এত দুর্বল এবং রোগা কেন?' তিনি বললেন, 'আমি এমন একজন ব্যক্তির সাথে আছি যে খাওয়ার সময় ঈশ্বরের নাম দিয়ে শুরু করে। আমি ক্ষুধার্ত রয়েছি [এর ফলস্বরূপ]। যখন কেউ পানি পান করে, তখন সে ঈশ্বরের নাম দিয়ে শুরু করে এবং তৃষ্ণায় আমার আতঙ্ক হয়। যখন কেউ জামাকাপড় পরে, তখন সে ঈশ্বরের নাম নেয়, তাই আমার শরীর উন্মুক্ত থাকে। যখন কেউ চুলে তেল লাগায় (চুলের শিকড়কে শক্তিশালী করার জন্য, যেমনটি অনেক সংস্কৃতিতে প্রচলিত) তখন সে ঈশ্বরের নাম নেয়, তাই আমার চুল শুষ্ক ও বিশৃঙ্খল থাকে। কাফেরের শয়তান তার কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বলল, 'আমি এমন একজন ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দিচ্ছি যে তোমার সঙ্গীর মতো কিছু করে না। একজনের খাওয়া-দাওয়া এবং পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে, আমি একজনের সমান অংশীদার। মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়াসাই (রহঃ) শয়তানের হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রতিদিন এই দোয়া করতেন:

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ سَلَّطْتَ عَلَيْنَا عَدُوًّا بَصِيْرًا بِعُيُوْبِنَا يَرَانَا هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ
لَا نَرَاهُمْ اَللّٰهُمَّ فَاٰيِسْهُ مِنَّا كَمَا اٰيَسْتَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ وَقَنِّطْهُ مِنَّا كَمَا قَنَّطْتَهُ مِنْ
عَفْوِكَ وَبَاعِدْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَحْمَتِكَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ

"হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উপর এমন শত্রু চাপিয়ে দিয়েছ, যে আমাদের দোষ সম্পর্কে ভাল করেই অবগত। তিনি এবং তার দল আমাদের এমনভাবে দেখছেন যে আমরা তাদের দেখতে পাই না। হে আল্লাহ! তাদেরকে আমাদের থেকে এতটাই নিরাশ করে দাও যেভাবে তুমি তাদেরকে তোমার রহমত থেকে নিরাশ করেছ। তাকে আমাদের থেকে এতটাই নিরাশ করে দাও যেভাবে তুমি তাকে তোমার ক্ষমা থেকে নিরাশ করে দিয়েছ। আপনি তাঁর ও আমাদের মধ্যে এত

দূরত্ব ও বিচ্ছেদ সৃষ্টি করুন, যেমন আপনি তাদের ও আপনার রহমতের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় আপনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান"।

মুহাম্মাদ ওয়াসাই (রহঃ) বলেন, 'একবার আমি মসজিদে যাওয়ার পথে শয়তানের সাথে দেখা করেছিলাম , সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কি আমাকে চেনো? আমি বললাম, 'না'। সে বললঃ আমি *ইবলীস* (শয়তানের নেতা)। আমি তাকে এভাবে আমার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম এবং তিনি বললেন: 'আমার ইচ্ছা এই যে আপনি অন্য কাউকে এই দোয়া শিক্ষা দেবেন না। আমি কখনোই তোমাকে বাধা দেব না'। আমি বললাম, আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, কেউ যদি এই দোয়া শিখতে চায়, তবে আমি কাউকে শিখতে বাধা দেব না। যাও, তোমার হৃদয় যা ইচ্ছা তাই কর। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবি লায়লা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে শয়তান হাতে আগুনের স্ফুলিঙ্গ নিয়ে আসত। তিনি দোয়া ও আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা থেকে দূরে সরে যাননি। একবার প্রধান ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ) এসে তাকে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতে বললেন:

أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما يلج
في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن فتن الليل
والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن

"আমি তাঁর বাণীর মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যে, পৃথিবীতে যা প্রবেশ করে এবং যা এটি থেকে বেরিয়ে আসে এবং যা স্বর্গে আরোহণ করে এবং যা স্বর্গ থেকে নেমে আসে, দিন ও রাতের পরীক্ষা ও ক্লেশ থেকে কেউই অতিক্রম করতে পারে না। রাত ও দিনের উত্থান-পতন ও ক্লেশ থেকে দূরে সৎকর্মে পরিপূর্ণ ঘটনা ব্যতীত, হে পরম করুণাময়! (ইবনে আবি আদ-দুনিয়া তাঁর গ্রন্থে এই রেওয়ায়েতের অনুলিপি করেছেন। *ইমাম মালিক (*হাদীস *সংকলন)* মুওয়াত্তায় *ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রাঃ) এর কর্তৃত্বে এবং ইবনে আবদুল বার (রাঃ) ইবনে সাহাবী ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর কর্তৃত্বে (*হাদীস সংকলন) মাকাঈদ আশ-শায়তান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এসব বাণী পাঠ করলেন, তখন তারা শয়তানের শিখা নিভিয়ে দেয় এবং সে তার মুখের উপর মাটিতে পড়ে যায়। হাসান আল-বসরি (রহঃ) বলেছেন যে, মহান ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ) নবীর কাছে এসে তাকে বললেন: "একজন *জিন আপনাকে* ধোঁকা দিতে চায়, সুতরাং আপনি যখন ঘুমাতে যাবেন, তখন [ঐশ্বরিক] সিংহাসনের আয়াত আবৃত্তি করুন (যাকে বলা হয় *আয়াতুল-কুরসি* [কুরআন, অধ্যায় 2, আয়াত 255])।

ভবিষ্যদ্বাণীর একটি রেওয়াজ অনুসারে:

ماسلک عمر فجا الا سلک الشیطان فجا غیر الذی سلکہ عمر

"উমর (রাঃ) যে পথে চলে, শয়তান সেই পথ থেকে দূরে সরে যায় এবং ভিন্ন পথে যায়।

এর কারণ ছিল এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হৃদয় শয়তানের জন্য কোনও খাদ্য থেকে বঞ্চিত ছিল, অন্য কথায় তাদের হৃদয়ে কামনা প্রবাহিত হত না। যদি কেউ চায় যে, শয়তান যেন উমর (রাঃ) থেকে দূরে সরে যায়, কেবল আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে, যেমন সে উমর (রাঃ) থেকে দূরে সরে যায়, তবে তা অসম্ভব। এই প্রত্যাশা পোষণ করে এমন ব্যক্তি সেই ব্যক্তির মতো যিনি ওষুধ গ্রহণ করেন কিন্তু প্রতিরোধ থেকে বিরত থাকেন [ক্ষতিকারক জিনিস থেকে যা ওষুধ খাওয়ার প্রতিকূল হয়]। পেট যখন ক্ষতিকর ও অস্বাস্থ্যকর খাবারে ভরে যায়, তখন সেই পরিস্থিতিতে ওষুধ কীভাবে উপকারে আসতে পারে? উপকারী করার জন্য ওষুধ শরীরের বিভিন্ন অংশে স্থানান্তরিত হলেও এই জাতীয় খাবারের [ক্ষতিকারক প্রভাব] থেকে মুক্তি পাওয়ার সময় নেই। *ঐশ্বরিক স্মরণ* ঔষধের মতো এবং *তাকওয়া* (পবিত্র ভয়, শ্রদ্ধা এবং আল্লাহর প্রতি ভয় যা একজনকে অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক ভুল ও মন্দ বিষয়ে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখে) প্রতিরোধ। এই প্রতিরোধের পরিণতি হ'ল হৃদয় নিম্ন আত্মা থেকে আকাঙ্ক্ষা এবং কামনা থেকে মুক্ত হওয়া উচিত। সুতরাং যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর বাইরে ঐশ্বরিক স্মরণ ঘটে, তখন শয়তান সেই হৃদয় থেকে পালিয়ে যাবে, ঠিক যেমন ঔষধ খালি পেটে চলে যায়, তখন রোগ ও রোগ তা থেকে বেরিয়ে আসে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ

"এতে তার জন্য এক মহৎ শিক্ষা রয়েছে যার [বোধগম্য] হৃদয় আছে। (কুরআন, অধ্যায় 50, আয়াত 37)

আল্লাহ তাআলা অন্য এক জায়গায় বলেছেন:

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُۥ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُۥ يُضِلُّهُۥ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ

যার সম্পর্কে আল্লাহর কাছে ইরশাদ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তার সাথে সম্পর্ক রাখবে, সে (শয়তান) তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে জাহান্নামের শাস্তির পথ দেখাবে। (কুরআন, অধ্যায় 22, আয়াত 4)

যে ব্যক্তি শয়তানকে তার [অন্যায়, নেতিবাচক ও মন্দ] কাজে সাহায্য করে, তাকে তার বন্ধু ও মিত্র বলা হবে, যদিও কেউ তার জিহ্বা দিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে (এবং তার বাহ্যিক আচরণে তাকে একজন ভাল নৈতিক ও ধার্মিক ব্যক্তি বলে মনে হতে পারে)।

জিহ্বা দ্বারা ঐশ্বরিক স্মরণ যথেষ্ট নয়: যদি আপনি বলেন যে, একটি *হাদীস* (নবুয়ীর বর্ণনা) বলে যে, আল্লাহর স্মরণ (দিকির*)* শয়তানকে একজনের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং এতে কোন বিধিনিষেধ ও শর্তের উল্লেখ নেই এবং এই সমস্ত সুনির্দিষ্ট বিবরণ পণ্ডিতদের দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছে এবং নবুবাদী বর্ণনায় সেই [সুনির্দিষ্ট] তথ্য প্রদান করা হয় না। শুধুমাত্র জিহ্বার মাধ্যমে ঐশ্বরিক স্মরণ কার্যকর নয়, এই আপত্তির উত্তর হ'ল আমি আপনাকে বাহ্যিক যুক্তি সরবরাহ করার পরিবর্তে আপনার নিজের দিকে তাকাতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনার কাছে প্রেরিত সংবাদ এবং তথ্য [আপনার নিজের চোখে] সাক্ষ্য দেওয়ার সমান স্তরের নয় এবং আপনি দেখতে পাবেন যে আমার দাবি বৈধ কিনা। সবাই জানে যে, ঐশ্বরিক স্মরণ ও ইবাদতের উদ্দেশ্য হচ্ছে নামায (*নামায* বা প্রয়োজনীয় প্রতিদিনের নামায এবং আল্লাহর কাছে ঐচ্ছিক প্রার্থনা)। আপনি যখন প্রার্থনা করবেন, তখন আপনার হৃদয়ের অবস্থার দিকে নজর দিন। শয়তান আপনার হৃদয়কে অসংখ্য জায়গায় নিয়ে যায় - রাস্তাঘাট, গলি, বাজার, বিনোদন কেন্দ্র ইত্যাদি, এবং আপনার চিন্তাভাবনাকে বিভিন্ন জিনিসের মধ্য দিয়ে নিয়ে যায় এবং অসংখ্য জিনিসের কথা এতটাই মনে করিয়ে দেয় যে সে আপনাকে এমন জিনিসগুলিও স্মরণ করিয়ে দেয় যা আপনি সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছেন [সমস্ত প্রার্থনার সময় যখন আপনার একমাত্র ফোকাস হিসাবে কেবল ঈশ্বরের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত, এটি থেকে সত্যিকারের আধ্যাত্মিক উপকারিতা অর্জন করতে সক্ষম হওয়া, যার মধ্যে সর্বাগ্রে ঈশ্বরের সাথে গভীর অভ্যন্তরীণ সংযোগ এবং ফলস্বরূপ ঐশ্বরিক জ্ঞানের অনুপ্রেরণা]।

শয়তান নিশ্চয়ই প্রার্থনার অবস্থায় আপনার হৃদয়কে আক্রমণ করে। [সময় যা ঘটে] ঐশ্বরিক স্মরণ ও উপাসনার অন্যান্য কাজগুলি [প্রার্থনার সময় যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়] থেকে অনুমান করা যেতে পারে। নামাজ হলো অন্তরের মাপকাঠি যা হৃদয়ের প্রশংসনীয় গুণাবলী ও দোষ প্রকাশ করে। পার্থিব কামনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়া হৃদয়ের প্রার্থনা গ্রহণ করা হয় না। এই ধরনের প্রার্থনা শয়তানকে প্রতিহত করে না, বরং তারা [শয়তানের কাছ থেকে] ইঙ্গিত এবং প্ররোচনা বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে সহজতর করে, ঠিক যেমন প্রতিরোধহীন ওষুধগুলি ভালের চেয়ে বেশি ক্ষতি করে। যদি তুমি শয়তান থেকে মুক্তি পেতে চাও, তবে প্রথমে *তাকওয়া* প্রতিরোধ গ্রহণ করো (পরহেযগার ভয়, শ্রদ্ধা ও ভয় যা অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক মন্দ ও মন্দ কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখে) তারপর আল্লাহ তাআলা স্মরণ করার ঔষধ (*দিকির)* ব্যবহার কর। শয়তান তোমাদেরকে যেমন ভয় করত, তেমনি উমর রাদিয়াল্লাহু আনকে ভয় করত। ওয়াহাব

ইবনে মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেছেন, 'আল্লাহকে ভয় কর এবং শয়তানকে বাইরে থেকে খারাপ বলো না, যখন তুমি তার আনুগত্য করার ক্ষেত্রে ভিতরে তার বন্ধু। একজন সাধু বলেছিলেন: "লোকেরা তাদের উপকারীর (ঈশ্বর) অনুগ্রহ জেনেও এবং তার বিদ্রোহ জেনেও অভিশপ্ত (শয়তান) এর আনুগত্য করা আশ্চর্যজনক". যেমন তোমরা প্রার্থনা করো এবং তা গ্রহণ করা হয় না, যদিও ঈশ্বর বলেছেন "আমাকে ডাক, আমি তোমার ডাকে সাড়া দেব", ঠিক তেমনি শয়তান তোমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যায় না, তোমাদের ঐশ্বরিক স্মরণ সত্ত্বেও। কারণ সেখানে প্রার্থনার শর্ত অনুপস্থিত ছিল এবং এখানে ঐশ্বরিক স্মরণ করার শর্ত অনুপস্থিত। ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) কে কেউ একই প্রশ্ন করেছিলেন, "আল্লাহ তাআলা কুরআনে তাদের গ্রহণযোগ্যতার ওয়াদা করা সত্ত্বেও কেন আমাদের দোয়া গ্রহণ করা হয় না? তিনি বললেন, 'এটা এ কারণে যে তোমাদের অন্তর মৃত। তারা জিজ্ঞেস করলঃ আমাদের অন্তরের মৃত্যুর কারণ কী? তিনি বললেন, "তোমাদের আটটি গুণাবলী হৃদয়ের মৃত্যুর কারণ হয়েছে, প্রথমত, তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর অধিকার জানতে পেরেছ, কিন্তু তোমরা তাঁর অধিকার পূরণ করনি। দ্বিতীয়ত, আপনি কুরআন পাঠ করেন, কিন্তু আপনি তার সীমাবদ্ধতা (অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য আচরণ ও কর্মের) সীমাবদ্ধতা পালন করেন না। তৃতীয়ত, তোমরা দাবি কর যে তোমরা আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসো, কিন্তু তোমরা তাঁর পথ অনুসরণ কর না। চতুর্থত, আপনি বলেন যে আপনি মৃত্যুকে ভয় পান কিন্তু আপনি এর জন্য প্রস্তুত নন; পঞ্চমত, আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

"নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু, অতএব তাকে তোমাদের শত্রুরূপে গ্রহণ কর। (কুরআন, অধ্যায় 35, আয়াত 6)

কিন্তু আপনি পাপ (ঐশ্বরিক সীমার বিরুদ্ধে লঙ্ঘন) করে তাঁর প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন; ষষ্ঠত, আপনি জাহান্নামের প্রতি আপনার ভয় প্রকাশ করেন কিন্তু সেই কাজগুলি করেন যা আপনাকে এতে প্রবেশ নিশ্চিত করে তোলে; সপ্তমত, তোমরা স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা কর, কিন্তু [ভাল, ধার্মিক] কাজগুলি করবে না যা আপনাকে সেখানে নিয়ে যায়; অষ্টমত, আপনি যখন আপনার বিছানা থেকে উঠে পড়েন, তখন আপনি নিজের দোষগুলি আপনার পিছনে ফেলে দেন এবং অন্যের দোষ খুঁজে বের করতে লিপ্ত হন। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যই ঐশ্বরিক অসন্তুষ্টির কারণ। তাদের সান্নিধ্যে তোমাদের দোয়া কবুল হওয়ার প্রত্যাশা করা নিরর্থক।

হযরত উহাইব ইবনুল ওয়ার্দ (রহঃ) বলেন, 'আমরা জানতে পেরেছি যে, শয়তান একবার নবী ইয়াহইয়া (রাঃ) এর সামনে হাজির হয়েছিল এবং বলেছিল, 'আমি আপনাকে একটি উপদেশ দিতে চাই'। তিনি বললেন, 'আপনার পরামর্শের আমার কোনো প্রয়োজন নেই। যাইহোক,

আমাকে মানুষের সম্পর্কে কিছু বলুন (অর্থাত্, আপনি কী ধরণের মানুষের সাথে আচরণ করেন)?' তিনি বলেন, 'তিন ধরনের মানুষ আছে। এক ধরনের মানুষ এমন যে তারা আমাদের প্রতি খুব কঠোর। যখন আমরা তাদের কাছে যাই এবং তাদের পাপপূর্ণ পরিস্থিতিতে জড়িয়ে দিই এবং তাদের আমাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাই, তখন তারা পাপ করার পরে তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হওয়ার চেষ্টা করে এবং এইভাবে তারা আমাদের সমস্ত কঠোর পরিশ্রমকে ধ্বংস করে। আমরা আবার কঠোর পরিশ্রম করি এবং তারা আবার একই জিনিস পুনরাবৃত্তি করে (অর্থাৎ তারা তাদের অন্যায়ের জন্য অনুতপ্ত হয়)। আমাদের অবস্থা এতটাই অদ্ভুত যে আমরা তাদের থেকে হতাশ হই না বা আমরা তাদের সাথে আমাদের পথ পেতে সক্ষম নই। দ্বিতীয় ধরণের মানুষ একটি বাচ্চার হাতে একটি বলের মতো কারণ আমরা তাদের আমাদের ইচ্ছামতো ঘুরিয়ে দিতে পারি। এই লোকেরা আমাদের কঠোর পরিশ্রমের পুরো প্রতিদান দেয়। তৃতীয় ধরনের মানুষ আপনার মতো- ধার্মিক স্বভাবের মানুষ, নির্দোষ এবং পাপ থেকে দূরে। আমরা তাদের পরাজিত করতে পারব না।

শয়তান শারীরিকভাবে মানুষের সামনে উপস্থিত হচ্ছে: এখানে প্রশ্ন উঠছে: "শয়তান কীভাবে [কিছু লোকের] সামনে শারীরিকভাবে উপস্থিত হয় যখন এটি অন্যদের সামনে উপস্থিত হয় না এবং যখন সে উপস্থিত হয়, তখন কি তার আসল চেহারা বা রূপক চেহারা? যদি এটি তার আসল চেহারা হয়, তবে এটি বিভিন্ন চেহারায় প্রদর্শিত হয় এবং কীভাবে তাকে দুটি জায়গায় দুটি ভিন্ন চেহারায় দেখা যায় যাতে দু'জন লোক তাকে দুটি ভিন্ন চেহারায় দেখে? এই বিষয়ে বলা দরকার যে শয়তান এবং ফেরেশতাদের বাস্তব চেহারা রয়েছে তবে প্রত্যেকেই তাদের আসল চেহারা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম নয়, পরিবর্তে, তাদের নবুতের আলোতে দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রধান ফেরেশতা জিবরাঈলকে তার প্রকৃত রূপে মাত্র দু'বার দেখেছিলেন - একবার তিনি নিজে তাকে তার আসল রূপ দেখানোর জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং তিনি (জিবরাঈল) তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং হিরা পর্বতে (মক্কায়) তাঁর মূল রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত পুরো দিগন্ত তাঁর সত্তা দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল; দ্বিতীয়বার, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বর্গীয় আরোহণের (মি'*রাজ*) রাতে *সিদরাতুল মুনতাহা* (একটি লোট গাছ যা সপ্তম আসমানের শেষ প্রান্তকে চিহ্নিত করে, এমন সীমানা যেখানে ইসলামী বিশ্বাস অনুসারে কোনও সৃষ্টি অতিক্রম করতে পারে না) সেখানে তাঁর আদি রূপে আবির্ভূত হন এবং রাসূল মুহাম্মদ (সা.) তাকে দেখেন। সাধারণত, রাসূল (সা.) তাকে মানব রূপে দেখেছেন। জিবরাঈল (আঃ) প্রায়ই দাহিয়া কালবী (আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন - একজন নবী সাহাবী যিনি তার সুন্দর চেহারার জন্য পরিচিত ছিলেন) (*সহীহ বুখারী* ও *সহীহ মুসলিম* সংগ্রহে একটি *নবীর বর্ণনা বা হাদীস অনুসারে*) রূপে আসতেন।

হৃদয়ের অধিকাংশ মানুষের (আধ্যাত্মিকতা) *মুকাশফা* এমনভাবে করে থাকে যে, তাদের আসল রূপের দৃষ্টান্ত তাদের সামনে উপস্থিত হয়। তাই শয়তান জাগ্রত অবস্থায় তাদের সামনে আসে। তারা তাকে দেখে ও শুনছে। প্রকৃত ফর্মের এই উদাহরণটি প্রকৃত ফর্মের বিকল্প হয়ে ওঠে। অনেক ধার্মিক লোক তাদের স্বপ্নে এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় [জাগ্রত অবস্থার বিপরীতে]। আধ্যাত্মিক উন্মোচনের (*কাশফ*) ব্যক্তি হলেন সেই ব্যক্তি যার বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার আধ্যাত্মিক উন্মোচনে বাধা দেয় না। অর্থাৎ, স্বপ্নের মাধ্যমে অন্যরা যা জানে তা তারা জাগ্রত অবস্থায় দেখে। হযরত উমর ইবনু আব্দুল আযীজ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন যেন তিনি যেন মানুষের হৃদয়ের ভেতরের স্থান দেখান, যেখানে শয়তান বাস করে। এরপর তিনি স্বপ্নে মানবদেহকে একটি স্বচ্ছ কাঁচের মতো দেখতে পান, যার মাধ্যমে ভেতরে যা আছে তা বাইরে থেকে দেখা যায়। তিনি দেখলেন শয়তানকে একটি ব্যাঙের আকারে কাঁধের জয়েন্ট এবং কানের মাঝখানে বাম কাঁধে বসে আছে। তার একটি পাতলা এবং লম্বা ট্রাঙ্ক ছিল যা তিনি মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়েছিলেন এবং এর মাধ্যমে ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন। সেই ব্যক্তি যখন ঈশ্বরকে স্মরণ করত, তখন শয়তান তার ট্রাকটা হৃদয় থেকে সরিয়ে দিত। কখনও কখনও এই পর্যবেক্ষণটি জাগ্রত হওয়ার সময় ঘটে। এই কারণেই, আধ্যাত্মিক উন্মোচনের কিছু লোক শয়তানকে একটি কুকুরের আকারে মৃতদেহের উপর শুয়ে থাকতে দেখেছে এবং লোকদের এতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। মৃতদেহ বিশ্বের একটি উদাহরণ। এই ধরনের সাক্ষ্য হল মূল রূপের বিকল্প। এটা আগেই বলা হয়েছে যে হৃদয়ের দুটি দিক রয়েছে। একদিকে "*আলম আল-মালাকুত*" বা ফেরেশতার রাজ্যের মুখোমুখি - এই দিকটি *ঐশ্বরিক* ওহী (ওয়াহি*),* *ঐশ্বরিক* প্রেরণা (ইলহাম) এবং আধ্যাত্মিক নিদর্শন এবং ইশারাতের (ইশারাত) প্রবেশদ্বার। হৃদয়ের দ্বিতীয় দিকটি 'আলম *আল-জহির*' বা দৃশ্যের রাজ্যের দিকে মুখ করে। যাইহোক, যেহেতু উভয় পক্ষই একে অপরের সাথে সংযুক্ত রয়েছে, তাই দৃশ্যমান রাজ্যের মুখোমুখি দিকের দিকে দেবদূতের প্রভাব দেখা যায়।

দৃশ্যমান রাজ্যের জিনিসগুলি তাদের অনুভূত রূপ এবং চেহারায় দেখা যায় কারণ পুরো দৃশ্যমান রাজ্যটি অনুধাবনযোগ্য। উপলব্ধিতে এটি সম্ভব যে বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কারও হৃদয়ে যে রূপটি আসে তা তাদের প্রকৃত [অন্তর্নিহিত] প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে। অতএব, একজন ব্যক্তিকে আপাতদৃষ্টিতে সুন্দর দেখায় তবে এটি প্রয়োজনীয় নয় যে তার বাইরের সৌন্দর্য অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেউ ভেতর থেকে কুৎসিত মানুষ হতে পারে। দৃশ্যমান রাজ্য কেবল বাস্তবতার উপলব্ধি [বাস্তবতার বিপরীতে]। যাইহোক, স্বর্গদূতের রাজ্যের উজ্জ্বলতা এবং উজ্জ্বলতার মাধ্যমে চিন্তায় যে রূপ এবং চেহারা নিজেকে প্রকাশ করে, তা [সর্বদা] তার প্রকৃত অন্তর্নিহিত প্রকৃতির অধীন এবং অনুসারে। সুতরাং, ভিতরে যা কুৎসিত তা বাইরে খারাপ হিসাবে প্রদর্শিত হবে। এ কারণেই শয়তান কুকুর, ব্যাঙ এবং শূকরের আকারে আবির্ভূত হয় এবং ফেরেশতারা ভাল রূপে উপস্থিত হয়। এই [সুন্দর] রূপটি [অভ্যন্তরীণ] অর্থের কারণে এবং এটি অন্তরের সত্য চিত্র। এই কারণেই স্বপ্নে কাউকে কুকুর বা

বানর হিসাবে দেখে তার অভ্যন্তরীণ মন্দ সম্পর্কে তর্ক করা এবং একজনকে ছাগলের মতো দেখা একজন ভাল স্বভাবের বিষয়ে তর্ক করে। স্বপ্নের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও এমনই অবস্থা। এই বিষয়টি হৃদয়ের রহস্যের সাথে সম্পর্কিত এবং ব্যবহারিক আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে জ্ঞানে এটি উল্লেখ করার দরকার নেই। এখানে এই বিষয়টি উত্থাপনের একমাত্র কারণ হ'ল এই প্রত্যয়টি বিকাশ করা যে শয়তান এবং ফেরেশতারা কখনও কখনও হৃদয়ের লোকদের কাছে ঘুমের উদাহরণ এবং উপমা হিসাবে এবং কখনও কখনও তাদের প্রকৃত বাস্তবতা হিসাবে উপস্থিত হয়। এটি প্রায়শই ঘটে যে একটি উদাহরণ বা অনুরূপ ফর্ম দেখা যায় যা অভ্যন্তরীণ বাস্তবতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যদিও ফর্মটি একটি উদাহরণ বা উপমা তবে চোখে এর সাক্ষ্য বাস্তব, তবে, কেবল আধ্যাত্মিক উন্মোচনের লোকেরা এটি দেখতে পারে যখন আশেপাশের লোকেরা এটি দেখতে পারে না। ঠিক যেমন ঘুমন্ত ব্যক্তি একটি স্বপ্ন দেখতে পায় যখন আশেপাশের লোকেরা [যারা ঘুমিয়ে নেই] এটি দেখতে পায় না।

হৃদয়ের ইঙ্গিত, কুসংস্কার, বিপদ এবং উদ্দেশ্য

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াগুলি শারীরিক অঙ্গগুলি দ্বারা কাজ করার আগে অনেকগুলি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যায়। হৃদয়ে প্রথম যে জিনিসটি উদ্ভূত হয় তাকে "*খাতির*" বা চিন্তা বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, হৃদয় এমন একজনের চিন্তাভাবনা কল্পনা করে যাকে কেউ চাইলে ঘুরে ঘুরে দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, দেখার ইচ্ছা প্ররোচিত হয়, অর্থাৎ, নিজের মেজাজের মধ্যে কামনা সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই আকাঙ্ক্ষা প্রথমে এমন একটি চিন্তা থেকে জন্ম নেয় যাকে বলা হয় প্রবণতা (হৃদয় বা মেজাজের) এবং প্রথম চিন্তাকে বলা হয় "নিম্ন আত্মার বর্ণনা" (*হাদীস আল-নাফস*) / তৃতীয়ত, এই প্রবণতার জন্য হৃদয়ের অনুমতি, উদাহরণস্বরূপ, সেই ব্যক্তিকে দেখার জন্য হৃদয়ের আদেশ। কখনও কখনও হৃদয়ের ঝোঁক থাকে তবে লজ্জা এবং ভয়ের মতো কিছু প্রতিবন্ধকতা হৃদয়কে দেখতে দেয় না। এই প্রতিবন্ধকতাগুলি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দূর হয় এবং বুদ্ধি একটি সিদ্ধান্ত নেয়। এই কাজকে বিশ্বাস বলা হয়। চতুর্থত, কাকে সংকল্প বা উদ্দেশ্য বলা হয় তা দেখার দৃঢ় সংকল্প রয়েছে। এই উদ্দেশ্যের ভিত্তি কখনও কখনও দুর্বল হয়। কিন্তু যখন হৃদয় প্রথম চিন্তার দিকে সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীভূত হয়, তখন এই সংকল্প দৃঢ় হয়, উদ্দেশ্য শক্তিশালী হয় এবং সংকল্প অটল হয়। কখনও কখনও দৃঢ় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনুশোচনার কারণে কাজ করতে পারে না, কখনও অসাবধানতার কারণে কর্মের দিকে মনোনিবেশ করা হয় না, কখনও এমন বাধা আসে যা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কোনও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে বাধা দেয়।

একটি ক্রিয়া সম্পাদনের পূর্বে হৃদয়ের চারটি অবস্থা: ফলাফল হ'ল একটি ক্রিয়া সম্পাদন করার আগে হৃদয়ের চারটি অবস্থা রয়েছে: নিম্ন আত্মার বর্ণনা (*হাদীস আল-নাফস*), হৃদয়ের ঝোঁক, বিশ্বাস এবং দৃঢ়তা। যতদূর [প্রথম] চিন্তাভাবনা বা "নিম্ন স্ব থেকে বর্ণনা" সম্পর্কিত, এর

জন্য কোনও জবাবদিহিতা নেই কারণ এটি মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। হৃদয়ের ঝোঁকের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য কারণ এই অবস্থাটিও কারও নিয়ন্ত্রণে নেই। এই দুটি অবস্থা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীতে বোঝানো হয়েছে যে, আমার জাতির জন্য হৃদয়ের বিষয় ক্ষমা হয়ে গেছে। "নিম্ন স্ব থেকে বর্ণনা" হৃদয়ে এমন চিন্তাভাবনাগুলিকে বোঝায় যা তাদের উপর কাজ করার কোনও ইচ্ছা নেই। উদ্দেশ্য এবং সংকল্প এমন নয় যা "নিম্ন স্ব থেকে বর্ণনা" দ্বারা উল্লেখ করা হয়।

হৃদয়ের তৃতীয় অবস্থাকে "বিশ্বাস" বলা হয়, অন্য কথায়, হৃদয় একটি সিদ্ধান্ত নেয় যে একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করা গ্রহণযোগ্য। এই বিশ্বাসটি হয় সচেতন (ইচ্ছাকৃতভাবে গৃহীত) বা অবচেতন (নিজের ইচ্ছা ছাড়াই অবচেতনভাবে হৃদয়ে প্রবেশ করা) হতে পারে। সচেতনের জন্য [ঐশ্বরিক] হিসাব এবং জবাবদিহিতা রয়েছে তবে অবচেতনের জন্য নয়। হৃদয়ের চতুর্থ শর্ত হ'ল এমন একটি কাজ সম্পাদন করার অভিপ্রায় এবং সংকল্প যা জবাবদিহিতা এবং হিসাবদিহিতার জন্য দায়ী। যদি কোনো কারণে কেউ আমল করতে না পারে, তাহলে দেখা যাবে লজ্জার কারণে নাকি আল্লাহর ভয়ের কারণে আমল থেকে বিরত থাকা হয়েছে। যদি লজ্জা বা ঈশ্বরের ভয় কাউকে তার উদ্দেশ্যমূলক কাজ সম্পাদন করতে বাধা দেয় তবে একজনের জন্য একটি ধার্মিক কাজ লেখা হবে কারণ পাপ সম্পাদন করার সংকল্প নেওয়া একটি পাপ এবং পাপপূর্ণ অভিপ্রায় সম্পাদন করা থেকে বিরত থাকা এবং নিজের নিম্ন নিচের আত্মার আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে লড়াই করা একটি ধার্মিক কাজ [ঐশ্বরিক গ্রহণযোগ্যতার যোগ্য]। যদি কেউ পাপ করতে চায়, নিম্ন আত্মার জেদ দ্বারা বশীভূত হয়, তবে এটি ঈশ্বরের এড়ানো এবং অবহেলার প্রতিনিধিত্ব করে না বরং [পরিবর্তে] নিজের নিম্ন আত্মার বিরুদ্ধে লড়াই করে পাপের অভিপ্রায় ত্যাগ করা অবশ্যই একটি মহান জিনিস। যদি কেউ শয়তানকে অনুসরণ করে পাপ করতে চায়, তবে তার [অভ্যন্তরীণ] প্রবৃত্তির বিরোধিতা করে তা থেকে বিরত থাকা [এইভাবে অন্যায় এবং মন্দের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক সংগ্রাম সম্পাদন করা] একজন ভাল সৎকর্মের যোগ্য করে তোলে। কিন্তু যদি কেউ কোন প্রতিবন্ধকতার কারণে [মন্দ কাজ করার] অভিপ্রায় সম্পাদন করতে না পারে [নিজের নিম্ন সত্ত্বাকে ত্যাগ না করে এবং তবুও মন্দ কাজ করার ইচ্ছা রাখে] তবে তার জন্য একটি মন্দ কাজ লেখা হবে কারণ হৃদয়ের উদ্দেশ্য তার নিয়ন্ত্রণে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনায় এ ব্যাপারে তর্ক করা হয়েছে:

قالت الملائكة عليهم السلام' رب ذاك عبدك يريد ان يعمل سيئة و هو ابصر به
فقال: ارقبوه فان هو عملها فاكتبوها له بمثلها و ان تركها فاكتبوها له حسنة و انما
تركها من جرائى

ফেরেশতাগণ আল্লাহকে বলে, হে আল্লাহ! তোমার এই দাস পাপ করতে চায়। [যদিও আল্লাহ তার অবস্থা সম্পর্কে অন্য কারও চেয়ে বেশি জানেন,] তিনি বলেন, 'একজনের ওপর নজর রাখুন। যদি কেউ তার ইচ্ছা পালন করে, তবে তার কর্মের সমতুল্য একটি মন্দ কাজ লিখুন। যদি কেউ নিজের (মন্দ) অভিপ্রায়ে আমল করা থেকে বিরত থাকে, তবে তার হিসাবে একটি

নেক আমল লিখুন, কারণ সে আমার কারণে এই গুনাহ ত্যাগ করেছে। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *সহীহ মুসলিম* হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

আরেকটা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনায় বলা হয়েছে:

انما يحشر الناس على نياتهم

"মানুষকে তাদের ইচ্ছার উপর পুনরুত্থিত করা হবে। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *সহীহ মুসলিম* হযরত উম্মে সালমা ও আয়েশা (রা.)

এই পরম্পরা দেখায় যে, যদি কেউ কিছু করার ইচ্ছা করে এবং তা বাস্তবায়নের আগে মারা যায়, তবে সে সেই উদ্দেশ্যেই মারা যেত এবং সেই পাপ না করলেও সে সেই উদ্দেশ্যেই পুনরুত্থিত হবে। এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত রীতিতে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار' فقيل يا رسول
الله هذا القاتل فما بال المقتول' قال لانه اراد قتل صاحبه

"যখন দু'জন মুসলমান তাদের তরবারি প্রসারিত করে একে অপরের মুখোমুখি হবে (একে অপরকে হত্যা করার জন্য) তখন খুনি ও খুন উভয়ই জাহান্নামে যাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর নবী! খুনি জাহান্নামে যাওয়া মানে বোঝা যায়, কিন্তু খুন হওয়া (ভুক্তভোগী) কেন জাহান্নামে যাবে? তিনি উত্তর দিলেন, 'কারণ সে অন্যজনকেও হত্যা করতে চেয়েছিল'। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে হযরত *সহীহ বুখারী* ও *সহীহ মুসলিম* (রাঃ) আবু বকরা (রাঃ) এর নির্দেশে *হাদীস* সংকলন

এই ব্যাখ্যার পরে কেউ অনুমান করতে পারে না যে ঈশ্বর হৃদয়ের উদ্দেশ্যগুলি হিসাব করেন না। এই প্রসঙ্গে, মনে রাখার নীতিটি হ'ল প্রতিটি ইচ্ছাকৃত উদ্দেশ্য এবং সংকল্প হিসাব সাপেক্ষে। এই ব্যাখ্যাটি আরও প্রমাণ করে যে মানুষের নিয়ন্ত্রণ এবং সামর্থ্যের বাইরে থাকা বিষয়গুলিতে কোনও হিসাব এবং জবাবদিহিতা নেই। কিছু লোক হৃদয়ের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে না এবং হৃদয়ে আসা সমস্ত কিছুকে "নিম্ন স্ব থেকে বর্ণনা" বা "চিন্তা" বলে অভিহিত করে। তাদের এই মতামত বৈধ নয়। কেন অন্তরের [বিভিন্ন] কর্মের হিসাব থাকবে না যখন অহংকার, আত্ম-ধার্মিকতা (বা আত্ম-অহংকার), জাঁকজমক, ঈর্ষা ইত্যাদি [যা ব্যক্তি ও সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর] হৃদয়ের কাজ এবং [কুরআন থেকের] আয়াতগুলি প্রমাণ করে যে তাদের জন্য হিসাব ও জবাবদিহিতা রয়েছে। সত্য এই যে, একজন বান্দার (অর্থাৎ একজন মানুষের) সামর্থ্যের মধ্যে থাকা সকল কর্ম হিসাব ও জবাবদিহিতার আওতায় থাকবে। অতএব, যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন অ-মাহরেম (ঐশ্বরিক বিধান অনুসারে সম্ভাব্য বিবাহযোগ্য) মহিলার উপর এক দৃষ্টি পড়ে তবে তার কোন হিসাব নেই, তবে যদি দ্বিতীয় দৃষ্টি ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে নিক্ষেপ করা হয় তবে এটি [ঐশ্বরিক] হিসাব-নিকাশের অধীন হবে। হৃদয়ের চিন্তার অবস্থা এমনই। বরং, এই হিসাব প্রথমে হৃদয়ের হওয়া উচিত কারণ হৃদয় আসল জিনিস [অর্থাত্, হৃদয় মানুষের ভিত্তি এবং বাস্তবতা]।

ইঙ্গিতের প্রকার: বিভিন্ন ধরণের ইঙ্গিত:

প্রথম ধরণ – সত্য ও ন্যায়ের প্রতি আমন্ত্রণ: এক প্রকার [ইঙ্গিত] হলো, শয়তান সত্যকে সন্দেহজনক করার জন্য [হৃদয়ে] এটি প্রবেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, তিনি কাউকে বলবেন: "একজনের পার্থিব সুখ ত্যাগ করা উচিত নয় কারণ জীবন দীর্ঘ এবং দীর্ঘ সময় ধরে কামনা সংযত করা একটি কঠিন কাজ যার জন্য প্রচুর ধৈর্যের প্রয়োজন"। এই মুহুর্তে, যদি [আল্লাহর, অর্থাৎ একজন মানুষ] আল্লাহর অসাধারণ অধিকার, মহৎ সওয়াব এবং বেদনাদায়ক শাস্তি বিবেচনা করে এবং নিজের হৃদয়কে বোঝায় যে জীবন দীর্ঘ হতে পারে কিন্তু পরকালের তুলনায় এটি প্রকৃতপক্ষে তুচ্ছ এবং সমস্ত পার্থিব সুখ ক্ষণস্থায়ী এবং ক্ষণস্থায়ী, যদিও আপাতদৃষ্টিতে তাদের সাথে ধৈর্য ধারণ করা কঠিন, তবে জাহান্নামের আগুনের তুলনায়। এটা মোটেও কঠিন নয়। দু'টির মধ্যে একটি অপরিহার্য: যদি কেউ পার্থিব সুখভোগের উপর ধৈর্য ধারণ করার কষ্ট সহ্য করে তবে তাকে জাহান্নামের কষ্ট সহ্য করতে হবে না এবং যদি কেউ দুনিয়ার প্রতি ধৈর্য না ধারণ করে তবে তাকে পরকালের কষ্টের মুখোমুখি হতে হবে। তবুও, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার স্মরণ এবং স্মরণ করিয়ে দেয়, সতর্কবাণী এবং বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের পুনরুজ্জীবন, শয়তানকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে কারণ সে বলতে পারে না যে পাপের উপর ধৈর্য ধরার চেয়ে নরকের আগুন সহজ। এমনকি যদি সে এ ধরনের দাবি করে, তবুও ঈমানদার বান্দা আল্লাহর কিতাবের (ঐশ্বরিক আদেশ এবং যুক্তির আলো) প্রতি বিশ্বাসের কারণে [শয়তানের কাছ থেকে] এ ধরনের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করবে না। অনুরূপভাবে, যদি সে আত্ম-অহংকার করে যে আপনার চেয়ে ঈশ্বরের জ্ঞান আর কারও নেই, বা আপনার উপাসনার অনুরূপ কোনও উদাহরণ নেই এবং ঈশ্বরের কাছে আপনার উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। এই মুহুর্তে, বান্দার মনে করা উচিত যে জ্ঞান, উপাসনা, উচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদা [ঈশ্বরের সামনে], সমস্ত অঙ্গ যা কাজ করে এবং সমস্ত কর্ম যার মাধ্যমে একজন গ্নোসিস অর্জন করেছে, সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং সম্পদের উপর তাঁর দ্বারা প্রদত্ত এবং তাদের মধ্যে কোনও ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এই চিন্তার পরে, আত্ম-ধার্মিকতা, আত্ম-অহংকার, আত্ম-প্রশংসা এবং অহংকারের জন্য কোনও জায়গা অবশিষ্ট থাকে না, এবং শয়তান একটি অপমানজনক পরাজয় পায় কারণ সে বলতে পারে না যে এগুলি ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়। এমনকি যদি তিনি এটি দাবি করেন, তবে একজন দাসের জ্ঞান এবং বিশ্বাস কখনই কাউকে এটি বিশ্বাস করতে দেবে না। এই ধরনের দোষারোপ ঐশ্বরিক স্মরণের মাধ্যমে বিশ্বাস ও জ্ঞানের আলোর অধিকারী এবং ঈশ্বরের জ্ঞানীদের (জ্ঞানবিদদের) হৃদয় থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে যায়।

দ্বিতীয় প্রকার- আবেগ এবং কামনা প্ররোচনা করা: দ্বিতীয় ধরণের ইঙ্গিতটি হ'ল শয়তান কামনা জাগিয়ে তোলে। এটাও দুই ধরনের। একটি হ'ল দাস নিশ্চিত যে কামনা একটি পাপ বলে সচেতন। দ্বিতীয়ত, একজন প্রভাবশালী অনুমানের মাধ্যমে এটি সম্পর্কে জানতে পারে। নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে, শয়তান কামনাকে প্ররোচিত করা থেকে বিরত থাকবে না, তবে সে এই প্ররোচনাকে কার্যকর করতে সক্ষম হবে না। যদি এটি নিশ্চিত না হয় তবে এটি একটি অনুমান, তবে শয়তানের প্ররোচনা কার্যকর হতে পারে। এ ক্ষেত্রে একে নির্মূল করার জন্য আধ্যাত্মিক সংগ্রামের প্রয়োজন হবে। এই ধরণের ইঙ্গিতটি ঐশ্বরিক স্মরণের সময় সম্পূর্ণরূপে শেষ হয় না, তবে এটি আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয় না।

তৃতীয় প্রকার- পাসিং চিন্তাভাবনা: তৃতীয় ধরণের ইঙ্গিতটি হ'ল নামাজের সময় ঘটে যাওয়া গোপন বিষয়গুলি পাস করা এবং স্মরণ করা। অতএব, যখন কেউ *ঐশ্বরিক* স্মরণ (*দিকির)* এ লিপ্ত হয়, তখন এই অতীত চিন্তাগুলি অল্প সময়ের জন্য শেষ হয়ে যায়, তারপর সেগুলি ফিরে আসে, তারপর আবার শেষ হয়। কখনও কখনও চলে যাওয়া চিন্তার আবির্ভাব অবিরাম এবং অবিরাম হয়, এমন মনে হয় যে চিন্তা এবং ঐশ্বরিক স্মরণ একই শৃঙ্খলের দুটি বলয়। এটি এতটাই ঘটে যে কখনও কখনও কুরআন তেলাওয়াতের অর্থের সাথে একযোগে চলে আসে যেন হৃদয়ের উভয়ের জন্য দুটি পৃথক স্থান রয়েছে এবং উভয়ই একই সাথে সহাবস্থান করতে পারে। এ ধরনের অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে কেটে ফেলা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়, কারণ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

من صلی رکعتین لم یحدث فیهما نفسه بشئی من امر الدنیا غفر له ما تقدم من ذنبه

"যে ব্যক্তি দু'চক্র নামায এমনভাবে আদায় করবে যাতে নিজের নিম্ন আত্মা (*নফস*) পার্থিব বিষয় নিয়ে কথা না বলে, তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

যদি অন্তরে কোনো আরোপ না করা সম্ভব না হতো, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা উল্লেখ করতেন না। প্রত্যেক হৃদয়ের ক্ষেত্রে [কোন ইঙ্গিতমুক্ত হওয়া] এমন নয়, কিন্তু এটা কেবল সেই হৃদয় দিয়েই কল্পনা করা যেতে পারে যার মধ্যে ঈশ্বরের প্রেম এতটাই আধিপত্য বিস্তার করে যে অন্য কোনও চিন্তা তার কাছে আসে না। যেমন একজন সত্যিকারের প্রেমিকের অন্তরে প্রিয়তমা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা থাকে না, তেমনি কেউ যদি কোন শত্রুকে নিয়ে চিন্তিত থাকে তবে সে তার চিন্তা এবং [শত্রুর] ক্ষতি করার চিন্তায় এতটাই মগ্ন থাকে যে নামাজের সময়ও তা দূর হয় না এবং নামাজের প্রতিটি চক্রে তিনি কত পরিমাণ প্রার্থনা করেছেন এবং কী পাঠ করেছেন তা মনে করতে পারে না। এই [এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন ও নিমগ্নতা] এতটাই যে, চোখ খুলে পথচারীর দিকে তাকিয়ে থাকা সত্ত্বেও কেউ পাশ দিয়ে যাইলে তাহা খেয়াল করিতে পারে না। জাগতিক বিষয়গুলিতে নিমগ্ন হওয়া এমন হতে পারে যে নরকের ভয় এবং স্বর্গের জন্য আকাঙ্ক্ষা এমন ব্যস্ততাকে উত্সাহিত করবে [তখন আমরা কল্পনা করতে পারি যে ঐশ্বরিক প্রেম কতটা নিমগ্ন হতে পারে]। তবে ঈমানের দুর্বলতার কারণে এই অবস্থা সাধারণ নয়।

[এই আলোচনার] পরিণতি হ'ল শয়তানের কাছ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব কয়েক মুহূর্তের জন্য, কিন্তু সারা জীবনের জন্য নয়। যদি কেউ শয়তানের আরোপ ও প্ররোচনা থেকে নিরাপদ ও নিরাপদ থাকতে পারত, তবে সে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহৎ ব্যক্তিত্ব হতে পারত, কিন্তু রীতিতে বলা হয়েছে যে, নামাযের সময় যখন তার দৃষ্টি তার পোশাকের কিছু নিদর্শন ও নকশার উপর পড়ে, তখন নামাযের পর সে কেবল সেই কাপড় ফেলে দিল এবং বলল:

شغلتني عن الصلاة اذهبوا بها الى ابي جهم

"এই পোশাকটি আমাকে নামাজ থেকে বিরত রেখেছিল, তাই এটি আবু জাহমের (নবী সাহাবী) কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যান যিনি পোশাকটি উপহার দিয়েছিলেন।

একই রকম একটি ঘটনা ঘটেছে একটি সোনার আংটি, যার ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন (*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কবল থেকে নাসাঈ বর্ণিত* হাদীস)। পোশাক ও সোনার আংটির নকশার কারণে [নামাজের সময়] বিভাজিত মনোযোগ এবং মনোযোগ ছিল শয়তানের আক্রমণ। এটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত যে সোনার আংটির সাথে জড়িত ঘটনাটি পুরুষদের জন্য স্বর্ণের ঐশ্বরিক নিষেধাজ্ঞার আগে ঘটেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণের আংটিটি পরিধান করেছিলেন কারণ সে সময় এটি অনুমোদিত ছিল। তিনি এটি খুলে ফেলেছিলেন কারণ এটি জাগতিক সম্পত্তি এবং সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত ইঙ্গিতগুলি এবং ইঙ্গিতগুলি কেবল আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে ফেলার মাধ্যমেই নির্মূল করা যেতে পারে।

যতক্ষণ পর্যন্ত কারও প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সম্পদ থাকবে, ততক্ষণ শয়তান অবশ্যই একজনকে ইঙ্গিতের সাথে জড়িত করবে, যদিও সেই অতিরিক্ত দখল যথাক্রমে একটি *দিরহাম* বা *দিনার (*পুরাতন স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা) হয়। সেক্ষেত্রে ইঙ্গিতের রূপ হ'ল শয়তান একজনকে তাদের সুরক্ষা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন এবং উদ্বিগ্ন রাখবে এবং এটি কোথায় ব্যয় করতে হবে এবং কীভাবে এটি লুকিয়ে রাখতে হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দেবে যাতে অন্যরা এর উপস্থিতি সম্পর্কে জানতে না পারে বা এটি এমনভাবে প্রকাশ করতে না পারে যাতে লোকেরা একজনের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রহণ করবে। এই এবং তাদের মতো অন্যান্য ইঙ্গিতগুলি একজনকে উদ্বিগ্ন করে তুলবে। যে ব্যক্তি লোভের নখর দিয়ে বস্তুগত সম্পদের মৃতদেহ আঁকড়ে ধরে শয়তানের হাত থেকে উদ্ধার পেতে চায়, সে তার মতো, যে মধুতে পড়ে গেছে এবং আশা করে যে মাছি একটিতে বসবে না। এটি কেবল একটি দরজা নয় বরং অসংখ্য দরজা যার মধ্য দিয়ে শয়তানের বাহিনী, ইঙ্গিতের ভার বোঝাই, ক্রমাগত এবং অবিরামভাবে প্রবেশ করে এবং বাইরে যায় [তাদের ইচ্ছানুযায়]। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি (ঋষি) বলেছেন যে, শয়তান পাপের পথে একজনের কাছে আসে। যদি এভাবে পথ বন্ধ হয়ে যায়, তবে সে উপদেশের পথ অবলম্বন করে এবং আল্লাহর হেদায়েত (বিদ'আ) থেকে বিচ্যুত করে এমন বিষয়গুলিতে একজনকে জড়িয়ে দেয়। যদি সেই পথ বন্ধ হয়ে যায়, তবে শয়তান একজনকে [স্ব-আরোপিত] কষ্ট, সংকোচন এবং চরমপন্থার পথে পরিচালিত করে যাতে কেউ নিজের জন্য এমন জিনিসও নিষিদ্ধ করে দেয় যা *হারাম* নয়। যদি কেউ সেই পথটিও বন্ধ করে দেয়, তবে শয়তান ওজু (*ওদু,* অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক প্রার্থনার আধ্যাত্মিক অবস্থায় প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক শুদ্ধি) এবং প্রার্থনা সম্পর্কে সন্দেহ এবং সন্দেহে জড়িত। যদি কেউ [শয়তানের প্রবেশের জন্য] সেই পথও বন্ধ করে দেয়, তবে শয়তান একজনের উপর সৎকর্ম সহজ করে দেয়। যখন মানুষ নিজেকে ধার্মিক, ধৈর্যশীল, নিরীহ এবং নৈতিক সততার অধিকারী বলে মনে করার নিকটবর্তী হতে শুরু করে, তখন শয়তান একজনকে আত্ম-ধার্মিকতা, আত্ম-প্রশংসা, আত্ম-প্রশংসা, আত্ম-অহংকার *('উজুব)* এর সাথে জড়িয়ে দেয় এবং এর দ্বারা একজনকে ধ্বংস করে। এখানে শয়তান তার শক্তি এবং শক্তিতে

তার সমস্ত কিছু ব্যয় করে, কারণ এটি তার শেষ সুযোগ যা সে মিস করতে চায় না কারণ সে জানে যে যদি সে এটি মিস করে তবে তার শিকার তার [শিকার] জালে আটকা পড়বে না এবং পরিবর্তে সরাসরি স্বর্গে যাবে।

সেই ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ড এবং হৃৎপিণ্ডের ধরনগুলিতে দ্রুত পরিবর্তন

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, হৃদয় বিভিন্ন বিপরীত গুণাবলী দ্বারা বেষ্টিত। এটি এমন একটি লক্ষ্যবস্তুর মতো, যার উপর চারদিক থেকে তীরের ঝড় নিক্ষেপ করা হয়। যদি একটি জিনিসের প্রভাব পড়ে, তখন অন্য কিছু এসে তার প্রভাব হ্রাস করে। শয়তান এটিকে নিম্ন আত্মার আকাঙ্ক্ষার দিকে টেনে নিয়ে যায়। অ্যাঞ্জেল এটিকে বিপরীত দিকে টেনে নিয়ে যায়। এক শয়তান তাকে এক মন্দ শক্তির দিকে টেনে নেয় এবং আরেক শয়তান তাকে অন্য মন্দের দিকে টেনে নেয়। অনুরূপভাবে, একজন ফেরেশতা তাকে একটি নেক কাজের দিকে আহ্বান করে, তারপর অন্য ফেরেশতা তাকে অন্য কাজের দিকে আহ্বান করে। কখনও কখনও সেই হৃদয় দুজন ফেরেশতার মধ্যে এবং কখনও কখনও দুই শয়তানের মধ্যে এবং কখনও ফেরেশতা এবং শয়তানের মধ্যে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে। এটি শান্তির কোনও মুহূর্ত নেই এবং যখন এটি পূর্ব-দখল করা হয় না। নিচের আয়াতটি হৃদয়ের একই অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে:

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ

"আর আমরা তাদের অন্তর ও দৃষ্টি ফিরিয়ে দেব। (কুরআন, 6 অধ্যায়, 110 আয়াত)

কারণ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হৃদয়ের আশ্চর্যের মধ্যে আল্লাহর আশ্চর্যজনক সৃষ্টি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তিনি জানতেন যে, মাংসের এই টুকরোটি সর্বদা ক্ষণস্থায়ী, অস্থির এবং চির-পরিবর্তনশীল অবস্থায় থাকে। এ কারণেই তিনি শপথ করতেন:

ومقلب القلوب

"আমি কসম খেয়ে দিচ্ছি অন্তর পরিবর্তনকারী (অর্থাৎ আল্লাহর) কসম"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হযরত সহীহ বুখারী* (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এর নির্দেশে

তিনি নিম্নোক্ত দোয়াগুলো প্রচুর পরিমাণে প্রার্থনা করতেন:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

"হে যারা অন্তর পরিবর্তন করে! তোমার পথে আমার হৃদয় দৃঢ় রাখ।

লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কি আপনার হৃদয় সম্পর্কে শঙ্কা আছে? তিনি বললেন,

وما يؤمنني والقلب بين اصبعين من اصابع الرحمٰن يقلبه كيف يشاء

"আমি কিসের জন্য নির্ভীক হব, যখন হৃদয় পরম করুণাময়ের দুই আঙুলের মাঝখানে রয়েছে, যে তা তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ঘুরিয়ে দিতে পারে?

হৃদয়ের পরিবর্তনযোগ্যতা এবং এর মধ্যে ঈশ্বরের রহস্যগুলি কেবল তারাই উপলব্ধি করতে পারে যারা সর্বদা এর উপর নজর রাখে এবং ক্রমাগত চিন্তার অবস্থায় থাকে।

পরিবর্তনযোগ্যতা এবং স্থায়িত্বের দিক থেকে হৃদয়ের তিন প্রকার: ভাল বা মন্দের স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে বা উভয়ের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত থাকার ক্ষেত্রে তিন ধরণের হৃদয় রয়েছে:

পবিত্র ভয়, *শ্রদ্ধা ও আল্লাহর প্রতি ভয়ের আলোয় ভরা হৃদয়* (তাকওয়া): একটি *হৃদয় এমন যে এটি ধার্মিক ভয়, শ্রদ্ধা ও আল্লাহর প্রতি ভয়ের আলোয় পরিপূর্ণ* এবং সমস্ত নিকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য থেকে পরিশুদ্ধ হয়েছে। এ ধরনের হৃদয় অদৃশ্য জগতের কোষাগার এবং ফেরেশতা জগৎ (আলম *আল-মালাকুত)* থেকে ভালো চিন্তা গ্রহণ করে। বুদ্ধি তাদের সূক্ষ্মতা, জটিলতা, রহস্য এবং উপকারিতা উপলব্ধি করার জন্য তাদের উপর চিন্তা করে। যখন অন্তর্দৃষ্টির আলো (*বসিরাহ)* ভাল কিছু ভাল হিসাবে প্রকাশ করে, তখন বুদ্ধি তার গুরুত্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয় এবং হৃদয়কে তার উপর কাজ করতে প্ররোচিত করে। যখন ফেরেশতা [হৃদয়ে ঐশ্বরিক আলো আনার জন্য দায়ী] দেখেন যে হৃদয়ের সারমর্ম বিশুদ্ধ এবং শুদ্ধ হয়েছে, বুদ্ধি এবং সুষ্ঠু যুক্তির আলো এটিকে আলোকিত করেছে, ঈশ্বরের ভয়ের আলোর রশ্মি আলোকিত করছে [নিজের এবং অন্যের জন্য নেতিবাচক, জঘন্য এবং ক্ষতিকারক সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে নৈতিক সংযম হিসাবে কাজ করে] সর্বত্র পড়ছে এবং ঐশ্বরিক জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলছে, কোন সন্দেহ নেই যে, এই ধরনের হৃদয় ফেরেশতাদের আবাসস্থল যেখানে তারা নেমে আসে এবং অবস্থান করে, তারপর ফেরেশতা অদৃশ্যের বাহিনীকে সাহায্য করে এবং একজনকে অনেক সম্পদ সৎকর্ম করতে সাহায্য করে, যতক্ষণ না ধার্মিকতা এবং কাজগুলি যা তাকে লালন করে, সহজাত দ্বিতীয় প্রকৃতিতে পরিণত হয়, যেমন ঈশ্বর বলেছেন:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾

فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٧﴾

"সুতরাং যে ব্যক্তি দান করবে এবং ভয়, ভয় ও ভয় করে এবং সত্যের প্রতি বিশ্বাস রাখে, আমি তার জন্য সহজ করে দেব। (কুরআন, অধ্যায় 92, আয়াত 5-7)

এই ধরনের হৃদয়গুলি ঐশ্বরিক প্রভুত্বের দরবার থেকে প্রচুর আলোকিত রয়েছে যে এমনকি [সূক্ষ্ম মন্দতাগুলি] যেমন গোপন বহুঈশ্বরবাদ চোখ থেকে গোপন থাকে না, যা অন্ধকার কালো রাতে হামাগুড়ি দেওয়া একটি কালো কালো পিঁপড়ার চেয়ে সূক্ষ্ম [এইভাবে যে কোনও কিছুর প্রতি সংবেদনশীলতা যা সামান্যতম স্তরে জঘন্য বা নেতিবাচক, তার বিরুদ্ধে অগ্রবাহিনী হিসাবে কাজ করে]। শয়তানের প্রতারণা এইধরনের হৃদয়ের ওপর কার্যকারী নয়। তিনি তার পরিশীলিত কথাবার্তার মাধ্যমে প্রতারণা ও প্রতারণা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, কিন্তু [আল্লাহর, অর্থাৎ একজন ধার্মিক ব্যক্তি] তাতে সামান্যতম মনোযোগ দেন না। *অভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক গুণাবলী (*মুহলিকাত বা মারাত্মক অভ্যন্তরীণ গুণাবলী যা কারও হৃদয় ও আত্মার ধ্বংস নিয়ে আসে) নির্মূল করার পরে এই হৃদয় উদ্ধারকারী এবং শুভ আভ্যন্তরীণ গুণাবলী (*মুঞ্জিয়াত)* দ্বারা সজ্জিত হয় । এই উদ্ধারকারী অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা (তাঁর অগণিত আশীর্বাদের জন্য), ধৈর্য (সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে কারণ এটি একজনকে আধ্যাত্মিক সচেতনতার উচ্চতর স্তরে নিয়ে যায়), ধার্মিক ভয়, ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভয় (*তাকওয়া),* ঈশ্বরের কাছ থেকে আশাবাদ এবং আশা (রিজা*),* আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য (ফকর *বা* সমস্ত পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা), বস্তুবাদ থেকে বিরত থাকা (*জুহদ), ঈ*শ্বরের প্রতি ভালবাসা (*মাহাব্বা), ঐ*শ্বরিক হুকুমের সাথে সন্তুষ্টি *(রিদা), ঈশ্ব*রের প্রতি আগ্রহ ও স্নেহ এবং তাঁর সাথে থাকার আকাঙ্ক্ষা (*শওক), ঈ*শ্বরের প্রতি আস্থা (*তাওয়াক্কুল), ঐ*শ্বরিক প্রেম (তাফাক্কুর) জাগ্রত করার জন্য বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই সৃষ্ট আশ্চর্য ও রহস্যের গভীর চিন্তাভাবনা (*তাফাক্কুর)*), *ঐ*শ্বরিক উপাসনা, আনুগত্য এবং নিজের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আধ্যাত্মিক পথে সংগ্রাম করা (ইহতিসাব) ইত্যাদিতে নিজের ত্রুটিগুলির জন্য নিজেকে দোষারোপ করা। ঈশ্বরের মনোযোগ এমন একটি হৃদয়ের উপর এবং সেই হৃদয় যা নীচের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ

"নিশ্চয়ই অন্তর আল্লাহর স্মরণে প্রশান্তি লাভ করে। (কুরআন, 13 অধ্যায়, আয়াত 28)

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾

"হে চিরশান্তি ও প্রশান্তিতে বিশ্রামপ্রাপ্ত আত্মা! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করো এমন অবস্থায় যে, তোমরা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হবে এবং তিনি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। (কুরআন, অধ্যায় 89, আয়াত 27-28)

নিম্ন স্ব থেকে আকাঙ্ক্ষায় ভরে ওঠা হৃদয়: দ্বিতীয় ধরনের হৃদয় প্রথম প্রকারের বিপরীত। অন্য কথায়, এটি নিম্ন বেস স্ব থেকে আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ এবং নিন্দনীয় অভ্যাস [এবং প্রবণতা]

দ্বারা কলঙ্কিত। এই হৃদয়ের দরজা শয়তানের জন্য খোলা এবং ফেরেশতাদের জন্য বন্ধ। এই ধরণের হৃদয়ে মন্দের শুরুটি নিম্ন স্ব থেকে আকাঙ্ক্ষা কল্পনা করার সাথে ঘটে, তারপরে পাপ এবং মন্দে লিপ্ত হওয়ার জন্য দ্বিধা হয়। হৃদয় শাসনকর্তার সাথে পরামর্শ করে যা বুদ্ধি। যেহেতু বুদ্ধি ইতিমধ্যে নিম্ন আত্মার দাস হয়ে উঠেছে এবং এর সাথে খুব অভ্যস্ত এবং সংযুক্ত রয়েছে, তাই এটি তার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয় এবং ন্যায্যতার জন্য উপায় সরবরাহ করে [যা ভুল, জঘন্য এবং ক্ষতিকারক বিষয়ের জন্য চিন্তা করা হচ্ছে]। এইভাবে, নিম্ন ভিত্তি আত্মা (*নাফস*) হৃদয়কে দখল করে [এবং এর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেয়] যা তাকে পাপের সাথে সহায়তা করে। একজনের হৃদয় নিম্ন আত্মার আকাঙ্ক্ষার জন্য উন্মুক্ত হয় এবং লোভের অন্ধকার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে কারণ বুদ্ধির সেনাবাহিনী ইতিমধ্যে তার প্রতিরোধের শক্তি হারিয়ে ফেলেছে এবং তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিম্ন ভিত্তির আত্মার কাছে সমর্পণ করেছে [যা অন্তর্নিহিতভাবে অন্যায় এবং মন্দের দিকে ঝুঁকছে]। শয়তানের আধিপত্যের বৃত্ত আরও প্রসারিত, যে হৃদয়কে বাইরের অপব্যয়, প্রতারণা এবং প্রতারণা এবং মিথ্যা আশায় জড়িয়ে ফেলে এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়কে প্ররোচিত করে। ফলস্বরূপ, বিশ্বাসের আধিপত্য [ঈশ্বর এবং ঐশ্বরিক দিকনির্দেশনার উপর যা নৈতিক শুদ্ধতার দিকে পরিচালিত করে যা সমস্ত বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে একটি দুর্গ হিসাবে কাজ করে] দুর্বল হয়ে যায় এবং প্রত্যয়ের আলোকিত প্রদীপ [ঐশ্বরিক নির্দেশনার সত্যতায় যা একজনকে ধার্মিকতার দিকে পরিচালিত করে] নিভে যায়। অন্য কথায়, ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতি, স্বর্গ ও জাহান্নাম এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান ও প্রত্যয়ের অবসান ঘটে। নিম্ন আত্মার আকাঙ্ক্ষাগুলি ধোঁয়ার মতো যা সমস্ত দিক থেকে হৃদয়কে ঘিরে রাখে এবং বিশ্বাস এবং প্রত্যয়ের প্রদীপকে নিভিয়ে দেয়। বুদ্ধি এমন অবস্থায় চলে যায় যেন মানুষের চোখ ধোঁয়ায় ভরে যায় এবং এটি দেখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কামনার আধিপত্য (বিভিন্ন প্রকার- বস্তুগত, অবস্তুগত ও দৈহিক) হৃদয় থেকে তার চিন্তা ও চিন্তা করার ক্ষমতা এবং অন্তর্দৃষ্টি দূর করে দেয় এবং এটি (হৃদয়) [জীবনের সঠিক পথ সম্পর্কে] হেদায়েত সম্পর্কে এতটাই অজ্ঞ হয়ে যায় যে যদি একজন উপদেশকারী ভাল কিছু সম্পর্কে উপদেশ দিতে চায় তবে সে তা বুঝতে সক্ষম হয় না। নিচের আয়াতগুলো একই হৃদয়ের দিকে ইঙ্গিত করছে:

أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَٰمِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

"হে নবী! আপনি কি সেই ব্যক্তির অবস্থা দেখেছেন যিনি নিম্ন আত্মা থেকে নিজের ইচ্ছায় উপাস্য সৃষ্টি করেছেন [যেন তিনি এমন দেবতাকে প্রণাম করছেন]? সুতরাং, আপনি কি এমন একজন ব্যক্তিকে [নিজের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য] নজর রাখতে পারেন? অথবা আপনি কি মনে করেন যে, এদের মধ্যে অধিকাংশই শোনে ও বোঝে? [না, বরং] তারা ঠিক গবাদি পশুর মতো, বরং [সঠিক] পথ থেকে আরও বেশি বিচ্যুত [কারণ তারা সঠিক এবং ভুল, উপকারী এবং ক্ষতিকারক, আনন্দদায়ক এবং ধ্বংসাত্মক, এবং ক্ষতিকারক এবং স্বাস্থ্যকর তা দেখার ক্ষমতাও থেকে বঞ্চিত]। (কুরআন, 25 অধ্যায়, আয়াত 43-44)

لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

"তাদের অধিকাংশের উপর প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা সত্যে ঈমান আনবে না। (কুরআন, অধ্যায় 36, আয়াত 7)

سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

"(হে নবী! তোমরা তাদেরকে সতর্ক কর বা না কর, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (কুরআন, অধ্যায় 2, আয়াত 6)

কিছু হৃদয়ের সমস্ত ধরণের কামনায় একই অবস্থা থাকে, কেউ কিছু কামনায় জড়িয়ে পড়ে এবং কেউ কোনও কামনার কাছাকাছিও যায় না। উদাহরণস্বরূপ, কিছু লোক সাধারণ পাপ থেকে দূরে থাকে কিন্তু যখন তারা একটি সুন্দর মুখ দেখেন, তখন তারা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন না এবং বুদ্ধিকে পিছনে ফেলে এবং এর সাথে সম্পর্কিত ভুলে জড়িয়ে পড়েন। কিছু লোক ক্ষমতা, খ্যাতি এবং পদের জন্য এতটাই ক্ষুধার্ত থাকে যে যখন এটি প্রাপ্তির সুযোগ আসে, তখন তারা পাগলের মতো তার পিছনে ছুটে যায়। কিছু লোক তাদের নিজের দোষের কথা শুনতে পারে না এবং তাদের অপমান সহ্য করতে পারে না। কেউ যদি তাদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলে, তবে সে ক্রোধে ক্রুদ্ধ হয়ে যায়। কিছু লোক ঈশ্বর-ভয় (*তাকওয়া)* এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (*তাহারা)* পালন করে তবে যখন অর্থের লেনদেনের কথা আসে, তখন তারা ঈশ্বর-ভয় এবং *ঐশ্বরিক* মহিমার সমস্ত পোশাক টুকরো টুকরো করে দেয় এবং হাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া কুকুরের মতো ধন-সম্পদের উপর পড়ে। এই সমস্ত পাপ হৃদয় দ্বারা সংঘটিত হয় যা নিম্ন আত্মা (নাফস) থেকে একগুঁয়েমি ভুল মূর্খতার ধোঁয়ায় আচ্ছাদিত হয়, অন্তরের অন্তর্দৃষ্টির উজ্জ্বলতা হ্রাস পায়, লজ্জা [বা বিনয় যা সমস্ত ধরণের ব্যভিচার এবং জঘন্যতার বিরুদ্ধে নৈতিক সংযম হিসাবে কাজ করে] এবং বিশ্বাস বিলুপ্ত হয় এবং এই লোকেরা শয়তানের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে নিয়োজিত হয়।

কামনা এবং বিশ্বাসের মধ্যে হৃদয়: তৃতীয় ধরণের হৃদয়ে একগুঁয়েমি ভুল মাথার মূর্খতা বা নিম্ন আত্মার আকাঙ্ক্ষা থেকে জন্ম নেওয়া চিন্তা রয়েছে যা তাকে মন্দের দিকে আমন্ত্রণ জানায়। একই সময়ে, [অনন্ত সত্যে] বিশ্বাসের চিন্তাগুলি আসে এবং এটিকে ভাল এবং ধার্মিকতার দিকে আমন্ত্রণ জানায়। নিম্ন আত্মা তার সমস্ত কামনা সহ মন্দ চিন্তার দিকে ঝুঁকে পড়ে, কামনাকে প্ররোচিত করে এবং আনন্দ ও আরামের সন্ধানের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে। বুদ্ধি ধার্মিকতার চিন্তাভাবনাকে সহায়তা করে, কামনার সমালোচনা করে এবং নিম্ন আত্মাকে বলে যে এই [বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে] অজ্ঞতার কাজ এবং পশু এবং বন্য পশুদের কর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কারণ তারা পরিণতির পরোয়া না করেই মন্দের উপর পড়েছিল। যদি আত্মা বুদ্ধির উপদেশের দিকে ঝুঁকে থাকে, তবে শয়তান নিম্ন আত্মার পিছনে ধাওয়া করা ত্যাগ করে এবং বুদ্ধির পিছনে যায় এবং এভাবেই এটি কামনার সাথে জড়িত কারণগুলিকে শক্তিশালী করে। শয়তান বুদ্ধিকে বলে: "কেন তুমি বিনা কারণে নিজেকে সংকুচিত করছ? কেন আপনি আপনার ইচ্ছাকে দূরে সরিয়ে দিলেন? আপনার সমসাময়িকদের মধ্যে কি এমন কেউ আছেন যিনি

কারও আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করেন এবং কারও প্রয়োজন পরিত্যাগ করেন? তারা পার্থিব সুখভোগের অংশ পাচ্ছে এবং তোমাদের ভাগ্যে রয়েছে কেবল সংকোচন [এবং ভাল জীবন থেকে সংযম]। তারা ভাগ্যবান যখন আপনি বঞ্চিত, দুর্ভাগ্য, সমস্যায় জর্জরিত। দুনিয়ার লোকেরা আপনাকে নিয়ে মজা করে এবং অন্যদের উদাহরণ দেয় যারা আমি তাদের যে পথ অনুসরণ করতে বলেছিলাম এবং মহান অবস্থান [এবং খ্যাতি] অর্জন করেছে। আপনি কেন তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন না? আপনি কি অমুক আলেমদের দেখেন না যে তারা অমুক কাজ করে এবং যদি এগুলি খারাপ কাজ হত তবে তারা (পবিত্র ও ধর্মীয়) কেন এটি করত? [এই জোরালো এবং আপাতদৃষ্টিতে যৌক্তিক এবং বিশ্বাসযোগ্য প্ররোচনার ফলস্বরূপ,] নিম্ন আত্মা শয়তানের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই দৃষ্টান্তে, ফেরেশতা নিম্ন আত্মার পথ অবরুদ্ধ করে দেয় এবং তাকে বলে: "যে ব্যক্তি বর্তমানের আনন্দ অর্জনের জন্য, সমস্ত বিষয়ের চূড়ান্ত ফলাফল এবং পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে যায়, সে ধ্বংস হয়ে যায়। আপনি কি এই [ক্ষণস্থায়ী জাগতিক] সুখের উপর নির্ভর করার কারণে স্বর্গের চিরস্থায়ী আশীর্বাদ এবং আনন্দ ত্যাগ করতে ইচ্ছুক যা কেবল কয়েক দিনের জন্য স্থায়ী হবে? তোমরা কি জাহান্নামের শাস্তি কামনাকে ধৈর্য ধারণ করার চেয়ে সহজতর মনে কর? লোকদের অনুসরণ করো না এবং শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হবেন না। অন্যের পাপ আপনার শাস্তির যন্ত্রণা হ্রাস করতে পারে না। প্রচণ্ড গ্রীষ্ম ও তাপপ্রবাহের সময় যদি আপনি একটি আরামদায়ক ও শীতল ঘর পান, তাহলে আপনি কি তখনও লোকদের সাথে থাকবেন [যারা ক্ষণস্থায়ী জাগতিক আনন্দ উপভোগ করতে ব্যস্ত] অথবা এমন একটি বাড়ি পছন্দ করবেন যেখানে সূর্যের তাপের তীব্রতায় দেহগুলি গলে না যায় এবং যেখানে বাতাসের উত্তপ্ত আঘাত শরীরকে প্রদাহ করে না? পৃথিবীতে তোমার অবস্থা এমন যে সূর্যের উত্তাপ সহ্য করতে পারবে না। তোমরা সেখানে দাঁড়াতে পারবে না, তবে তা জানা যায় না যে কী তোমাকে জাহান্নামের ভয় থেকে বিরত রাখছে? নরকের উত্তাপ কি সূর্যের তাপের চেয়ে কম? এই উপদেশ দিয়ে, আত্মা ফেরেশতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। সংক্ষেপে, ফেরেশতা এবং শয়তানের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং লড়াই অব্যাহত রয়েছে এবং এই দ্বন্দ্বের মধ্যে, একজন ব্যক্তি তার জীবনের মাইলফলকগুলি কভার করে। কখনও কখনও শয়তানের গুণাবলী প্রাধান্য পায় এবং নিম্ন আত্মা সম্পূর্ণরূপে শয়তানের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তার সহযোগী ও সাহায্যকারী হয়ে ওঠে। এটি দয়ালু (ঈশ্বর) এর দলকে এড়িয়ে যায় এবং সেই সমস্ত কর্ম তার দেহের অঙ্গগুলির মাধ্যমে সম্পাদিত হয় যা পূর্বনির্ধারিত নিয়তি দ্বারা সিলমোহর দেওয়া হয়েছে এবং [এই ক্রিয়াগুলি এরকম] যা একজনকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যায়। যখন ফেরেশতাদের জগতের [মহৎ] গুণাবলী প্রাধান্য পায়, তখন আত্মা শয়তানের ফাঁদে পড়ে না এবং তার প্রতারণাকে ধ্বংস করে দেয়। কেউ আখেরাতের বিষয়ে অলসতা দেখায় না বরং পরম করুণাময়ের (আল্লাহর) দলের প্রতি প্রণাম করে এবং এই ধরনের আমল কারও দেহের অঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত হয় যা ঐশ্বরিক গ্রহণযোগ্যতা এবং অনুমোদন নিয়ে আসে। এটিও পূর্বনির্ধারিত নিয়তি অনুসারে ঘটে। [উপরোক্ত] ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনা, "একজন মুমিনের অন্তর পরম করুণাময়ের (আল্লাহর) দুই আঙুলের মাঝখানে রয়েছে" এই একই দ্বন্দ্বের দিকে ইঙ্গিত করে, যা দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে চলছে। এই ধরনের হৃদয় [দুই] গোষ্ঠীর কোন একটির প্রতি স্থায়ীভাবে ঝুঁকে পড়ে না, বরং এই ধরনের হৃদয়ে বিপ্লব ও পরিবর্তনের কাজ অব্যাহত থাকে [যেহেতু তারা ভাল ও মন্দ শক্তির মধ্যে একটি কঠোর সংগ্রাম ও যুদ্ধের ক্ষেত্র]।

[ঐশ্বরিক আদেশগুলিকে] আনুগত্য এবং লঙ্ঘনের কাজগুলি সমস্ত অদৃশ্যের কোষাগার থেকে শারীরিক অস্তিত্বের রাজ্যে উপস্থিত হয় এবং হৃদয় তাদের আনার একটি মাধ্যম হয়ে ওঠে কারণ হৃদয় অদৃশ্য এবং অতীন্দ্রিয় ফেরেশতার রাজ্যের কোষাগার থেকে একটি সম্পদ। হৃদয়ের লোকেরা [ঐশ্বরিক নির্ধারিত] ভাগ্য সম্পর্কে গভীর ধারণা পেতে এই চেহারাটি ব্যবহার করে। যাদেরকে স্বর্গের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তাদের আনুগত্যের উপায় প্রদান করা হয়েছে এবং যাদেরকে জাহান্নামে পরিণত করা হয়েছে তাদের অবাধ্যতার উপায় সরবরাহ করা হয়েছে এবং মন্দ বন্ধুদের সঙ্গ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অন্তরে শয়তানের আক্রমণ তৈরি করা হয়েছে।

শয়তান ঐশ্বরিক করুণা এবং উদারতার উল্লেখ করে লোকদের বেশ অত্যধিক বোকা বানায়। তিনি তাদের আরও বলেন যে প্রচুর জীবন বাকি আছে, তাই পাপ চালিয়ে যান এবং অনুতপ্ত হন [পরে দীর্ঘ জীবনের শেষের দিকে]। তিনি তাদের আরও বলেন যে ঈশ্বর-ভয়শীল লোকদের অভাব নেই এবং আপনি যদি তাদের পথের বিরোধিতা করেন তবে খারাপ কিছু ঘটবে না। কুরআন তাঁর [মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর] প্রতিশ্রুতির সঠিক চিত্র এঁকেছেন:

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ إِلَّا غُرُورًا

"শয়তান তাদের কাছে ওয়াদা দেয় এবং তাদেরকে লোভী করে তোলে এবং শয়তান কেবল তাদের কাছে মিথ্যা প্রতিশ্রুতিই দেয়। (কুরআন, অধ্যায় 4, আয়াত 120)

এর অর্থ হল যে তিনি অনুতপ্তির প্রতিশ্রুতি দেন এবং ক্ষমার আশা জাগিয়ে তোলেন এবং এই ধরনের অজুহাত এবং ষড়যন্ত্র দ্বারা লোকদের ধ্বংস করেন। লোকেরা শয়তানের প্রতারণা দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং তার যুক্তিগুলি গ্রহণ করে এবং [ফলস্বরূপ] তাদের হৃদয় অনন্ত নিয়তির নির্দেশনায় সংকুচিত হয়ে যায় যেমনটি ঈশ্বর বলেছেন:

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَـٰمِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُۥ

يَجْعَلْ صَدْرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى ٱلسَّمَآءِ

"সুতরাং আল্লাহ যাকে হেদায়েত দিতে চান, তিনি তার হৃদয়কে ঐশ্বরিক ইচ্ছার (ইসলাম) আত্মসমর্পণের জন্য প্রসারিত করেন এবং যাকে আল্লাহ বিপথগামী করতে চান, তিনি তার হৃদয়কে প্রচণ্ডভাবে সংকুচিত করে দেন যেন সে আকাশে আরোহণ করছে। (কুরআন, 6 অধ্যায়, 125 আয়াত)

إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنۢ بَعْدِهِۦ ۗ

যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন, তবে কেউ তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না, আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এরপর কে আছে যে তোমাদের সাহায্য

করবে? আর একমাত্র আল্লাহর উপরই ঈমানদারদের ভরসা করা উচিত। (কুরআন, অধ্যায় 3, আয়াত 160)

এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, একমাত্র আল্লাহই পথভ্রষ্ট করেন এবং তিনিই পথভ্রষ্ট করেন (সুতরাং এমন সব কিছু এড়িয়ে চলার প্রয়োজন যা একজনের প্রতি এবং তার কর্মের প্রতি ঐশ্বরিক অসন্তুষ্টির দিকে পরিচালিত করে)।

يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ وَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

"আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন এবং যা ইচ্ছা তা করেন।

কেউ তাঁর আদেশ অমান্য করতে পারে না এবং তাঁর আদেশ অস্বীকার করতেও পারে না। তিনি আকাশমণ্ডল ও তার প্রাপ্য লোকদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে আনুগত্যের পথে পরিচালিত করেছেন। তিনি জাহান্নাম ও জাহান্নামের প্রাপ্য লোকদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে অবাধ্যতার পথে হাঁটতে বাধ্য করেছেন এবং তাঁর বান্দাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের প্রাপ্যদের নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেছেন এবং এই ঘোষণা দিয়েছেন:

إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍ ﴿١٤﴾

"ধর্মপরায়ণ ও সৎকর্মশীলরা থাকবে বরকত ও শান্তিতে এবং নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা জাহান্নামে থাকবে। (কুরআন, অধ্যায় 82, আয়াত 13-14)

আল্লাহ মহিমান্বিত ও মহান।

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ

"তিনি যা করেছেন তার জন্য তাকে জিজ্ঞাসিত করা হবে না এবং অন্যদের তারা যা করে তার জন্য জিজ্ঞাসিত করা হবে। (কুরআন, অধ্যায় 21, আয়াত 23)

হৃদয়ের আশ্চর্যের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথেষ্ট হবে এবং এর চেয়ে বেশি কিছু বলা বহিরাগত জ্ঞানের (বাহ্যিক বিষয়ের জ্ঞান বা *ইলম আল-মুয়ামলা)* এর সাথে সম্পর্কিত নয়। এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হ'ল বহিরাগত জ্ঞানের রহস্য এবং জটিলতার সাথে পরিচিত করা (*উলুম আল-মু'আমলা)* যারা বাহ্যিকতার (এই জ্ঞানের বাহ্যিক আমদানি) সাথে লড়াই করতে চায় না এবং বাইরের খোলসের চেয়ে পিথ (অভ্যন্তরীণ সারাংশ) পছন্দ করে এবং বাস্তবতার [অন্তর্নিহিত] জটিলতার জন্য আগ্রহ রাখে। আশা করা যায় যে, এই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করবে [অনন্ত সত্যের জন্য] এবং তাদের উপকারে আসবে।

অধ্যায় 2- আত্মার শুদ্ধিকরণের জন্য আধ্যাত্মিক সংগ্রাম, আলোকিত অভ্যন্তরীণ গুণাবলী অর্জন এবং আত্মার অভ্যন্তরীণ অন্ধকার এবং রোগ নিরাময়

গাজ্জালীর দ্বিতীয় গ্রন্থ "*ইহ্যা আল-উলুম আদ-দীন*" *বা* "*ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ*" *এর তৃতীয় খণ্ড বা চতুর্থাংশে আত্মার* রোগ নিরাময় এবং সেই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আধ্যাত্মিক কঠোরতার মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালানোর বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এর ফলস্বরূপ আত্মাকে পরিমার্জন, সচেতনতা, আধ্যাত্মিক উত্থান এবং জ্ঞান (মা'রিফা) এর উচ্চতর স্তরে চালিত করে প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত স্তরে দুর্যোগ এড়াতে এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয় স্তরে মানবতার উত্থানের জন্য প্রয়োজনীয় রূপান্তর আনার জন্য প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতা হিসাবে। এই বইটি এখানে নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হচ্ছে [8]:

জেনে রাখা হোক যে, চরিত্রের সৌন্দর্য হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (অন্তর্নিহিত ও সহজাত) গুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং এটি আধ্যাত্মিকভাবে পরিপূর্ণ, সাধু, জ্ঞানবাদী এবং রহস্যবাদীদের (সিদ্দিকিন) মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতর কর্ম। প্রকৃতপক্ষে এটি ধর্মের অর্ধেক। এটা হল ঈশ্বরভীরু ও ধর্মপ্রাণ উপাসকদের আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার ফল। খারাপ নৈতিকতা, আচরণ এবং চরিত্র মারাত্মক বিষ এবং তাদের ভাগ্যে অপমান, হতাশা এবং অসম্মান রয়েছে। তারা একজনকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং একজনকে শয়তানের নিকটবর্তী করে। এগুলো জাহান্নামের প্রবেশদ্বার।

সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যন্তরীণ স্বভাব, মেজাজ, অবস্থা এবং চরিত্র (*ইখলাক আল-হাসানা)* জান্নাতের প্রশস্ত খোলা দরজা এবং ঐশ্বরিক ঘনিষ্ঠতা ও ঘনিষ্ঠতার মাধ্যম। খারাপ নৈতিকতা, আচার-আচরণ ও চরিত্র (*ইখলাক আল-কবিথা)* হৃৎপিণ্ডের রোগ ও অসুস্থতা। শারীরিক রোগ একজনকে পার্থিব জীবন থেকে বঞ্চিত করে এবং হৃদয় ও আত্মার রোগ আখেরাতের (অনন্ত জীবন) সমাপ্ত করে। শরীরের রোগ এবং হৃৎপিণ্ড ও আত্মার রোগের মধ্যে কোন আপাত সম্পর্ক নেই, তবে আমরা দেখতে পাই যে চিকিৎসকরা শারীরিক রোগ নিরাময় করেন এবং তারা অসংখ্য নিয়ম ও বিধি প্রণয়ন করেছেন এবং তাদের আলোকে রোগ নির্ণয় করা হয় এবং ওষুধ নির্ধারণ করা হয়। মানুষ যখন এই মরণশীল দেহের রোগ নিরাময়ের জন্য প্রচেষ্টা

চালায়, তখন হৃৎপিণ্ড ও আত্মার রোগ নিরাময়ের জন্যও চেষ্টা করা উচিত। এই ধরনের রোগের একটি পদ্ধতিও রয়েছে [রোগ নির্ণয় এবং নিরাময়ের এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান] যা প্রতিটি মানুষের শেখার জন্য প্রয়োজনীয় কারণ প্রতিটি হৃদয়ের কিছু না কিছু রোগ রয়েছে, যদি সেগুলি নিরাময় না করা হয় তবে তারা ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে এবং এর ফলে তাদের থেকে আরও অনেক রোগের জন্ম হয়। সুতরাং এই রোগগুলি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন, তাদের কারণগুলি আবিষ্কার করা এবং তাদের নিরাময়ের পদ্ধতিগুলির সাথে পরিচিত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে:

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا

"নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি সুখ ও প্রকৃত সাফল্যে পৌঁছেছে যে তাকে শুদ্ধ করেছে (অর্থাৎ এর সমস্ত রোগের আত্মা)। (কুরআন, অধ্যায় 91, আয়াত 9)

এর অর্থ হ'ল হৃৎপিণ্ডের নিরাময়:

وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا

"আর বঞ্চিত ও ব্যর্থ, যে আত্মাকে ধ্বংস করেছে (আল্লাহর নির্দেশনা, নৈতিক অবক্ষয়, অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি, নেতিবাচকতা ও নিকৃষ্টতার সাথে)। (কুরআন, অধ্যায় 91, আয়াত 10)

এই আয়াতটি [হৃৎপিণ্ডের রোগ ও রোগ] নিরাময়ে অবহেলার কথা উল্লেখ করেছে। এই বইয়ে, হৃৎপিণ্ডের কিছু রোগ এবং তাদের নিরাময়ের অবস্থা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হবে। প্রতিটি রোগ আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করা হবে এই [তৃতীয়] খণ্ডের (গাজ্জালীর "*ইহ্যা আল-উলুম আদ-দ্বীন*" বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" যা আত্মার ধ্বংসাত্মক গুণাবলী নিয়ে একচেটিয়াভাবে আলোচনা করে]। এখানে উদ্দেশ্য হ'ল নৈতিকতা, আচরণ এবং অভ্যন্তরীণ চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা এবং এটি অর্জনের উপায়গুলির উপর আলোকপাত করা। কিন্তু প্রথমত, শারীরিক রোগের নিরাময়ের উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হবে [বা আধ্যাত্মিক রোগ নিরাময়ের জন্য একটি উপমা]। এই আলোচনার মাধ্যমে সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ ও চরিত্রের উৎকর্ষ তার বাস্তবতার পাশাপাশি ব্যাখ্যা করা হবে। উপরন্তু, এটি ব্যাখ্যা করা হবে যে একটি দৃঢ় [আধ্যাত্মিক] প্রচেষ্টার মাধ্যমে, ভাল নৈতিকতা, আচরণ এবং চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুপ্রাণিত এবং অর্জিত করা যায়)। ভাল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অর্জনের পদ্ধতি এবং উপায়গুলি ব্যাখ্যা করা হবে। সভ্যতা ও চরিত্রের পরিমার্জন এবং আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার পদ্ধতির পাশাপাশি সেই লক্ষণ ও ইঙ্গিতগুলি উল্লেখ করা হবে যার মাধ্যমে হৃদয়ের রোগগুলি সনাক্ত করা যায়।

ভাল মহৎ চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব এবং খারাপ ঘৃণ্য চরিত্রের ক্ষতি

আয়াত ও নবুয়ী বর্ণনা: আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করে তাঁর প্রতি তাঁর অনুগ্রহ প্রকাশ করে বলেন:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

"সত্যিই, আপনি মহৎ এবং মহৎ চরিত্রের একটি উঁচু স্তরে রয়েছেন। (কুরআন, অধ্যায় 68, আয়াত 4)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

هو ان تصل من قطعك و تعطي من حرمك و تعفو عمن ظلمك

"চরিত্রের সৌন্দর্য হ'ল আপনি তাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করেন যারা আপনার সাথে [আপনার আত্মীয়দের কাছ থেকে] সম্পর্ক ছিন্ন করে, আপনি দয়ালু, সহানুভূতিশীল এবং এমন ব্যক্তিকে দানশীল হন যিনি আপনাকে বঞ্চিত করেন এবং যে আপনাকে অত্যাচার করে তাকে আপনি ক্ষমা করেন। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *ইবনে মারদাওয়াইয়া* (রাঃ) জাবির, আনাস ও কায়েস ইবনে সা'দ ইবনে উবাদা (রহঃ)

তিনি আরও বলেছিলেন:

انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق

"আমি [ঐশ্বরিকভাবে] ভাল চরিত্র, নৈতিকতা এবং আচরণের পরিপূর্ণতা এবং পরিপূর্ণতার জন্য নিযুক্ত হয়েছি। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *মুসনাদ আহমদ, হাকিম* এবং *বায়হাকি* হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

اثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله و حسن الخلق

"কিয়ামতের দিন আমলের তলায় সবচেয়ে ভারী যে জিনিসটি অর্পণ করা হবে তা হবে আল্লাহর প্রতি ভয় এবং ভাল চরিত্র, নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যন্তরীণ স্বভাব এবং মেজাজ। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আবু দাউদ* ও *তিরমিযী (রাঃ)* আবু আল-দারদা (রাঃ) এর বিধানে

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! অশুভ লক্ষণ কি? জবাবে তিনি বলেন, 'খারাপ চরিত্র, নৈতিকতা ও আচার-আচরণ। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের *স্ত্রী আয়েশা (রহঃ) এর কর্তৃত্বে* মোসনাদ আহমাদ (রাঃ)

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে উপদেশ চাইল। তিনি উত্তর দিলেন:

اتق اللہ حیث کنت' قال: زدنی' قال اتبع السئة الحسنة تمحها' قال: زدنی قال: خالق الناس بخلق حسن

"তোমরা যেখানেই থাকুক না কেন, পরহেযগার ভয়, ভয় ও ভয় কর। তিনি আরও পরামর্শ চেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যদি তোমরা কোনো অন্যায় কর বা পাপ কর, তাহলে ভালো কাজ করে তার অনুসরণ করো যেমন ভালো কাজ গুনাহ মুছে দেয়। তিনি আরও পরামর্শ চেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'মানুষকে ভালো নৈতিকতা, আচার-আচরণ ও চরিত্রের সাথে আচরণ কর।

তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সব কাজের মধ্যে কোনটি সর্বোত্তম?" তিনি বলেন, 'সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ ও চরিত্র।

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন:

اول مایوضع فی المیزان حسن الخلق والسخاء' ولما خلق اللہ الایمان قال: اللھم قونی' فقواء بحسن الخلق والسخاء ولما خلق اللہ الکفر قال اللھم قونی' فقواہ بالبخل وسوء الخلق

আমলের মাপকাঠিতে (*মিজান)* সুন্দর *নৈতিকতা, আচার-আচরণ ও চরিত্র (*হুসনুল খুলক) *ও উদারতাকে* সবার আগে স্থান দেওয়া হবে। আল্লাহ যখন ঈমান আনলেন, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমতায়ন করুন এবং শক্তিশালী করুন!' আল্লাহ তাআলা এটিকে সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ ও চরিত্র *(হুসনুল খুলক)* ও উদারতা (*সাখা)* দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। যখন তিনি কুফর ও *কুফর সৃষ্টি* করলেন তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমতায়ন করুন এবং শক্তিশালী করুন!' আল্লাহ তাআলা তাকে কৃপণতা (*বুকুল)* এবং ঘৃণ্য নৈতিকতা, আচার-আচরণ ও চরিত্রের ক্ষমতা দিয়েছেন (*সুউল-খুলক) /* (হাফিজ ইরাকি, একজন মহান পণ্ডিত) *হাদীস* বা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনা, যারা ইমাম গাজ্জালীর "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" গ্রন্থে *হাদীসের* উত্স রেফারেন্স নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং উত্স রেফারেন্স সরবরাহ করেছেন, তিনি বলেছেন যে তিনি এই *হাদীসের* কোনও উত্স রেফারেন্স খুঁজে পাননি, তবে *হাদীস* সংকলন আবু *দাউদ এবং* তিরমিযী একই বর্ণনাকারী (আবু আল-দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছ থেকে একটি নবী হাদীপ বর্ণনা করেছেন: "আমলের মাপকাঠিতে সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ ও চরিত্রের চেয়ে ভারী আর কিছুই হবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ان اللہ استخلص ھذا الدین لنفسہ و لا یصلح لدینکم الا السخاء و حسن الخلق الا فزینوا دینکم بھما

আল্লাহ তাআলা এই দ্বীনকে নিজের জন্য পবিত্র করেছেন এবং তোমাদের দ্বীনের জন্য উদারতা ও সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ ও চরিত্র ছাড়া আর কিছুই নেই। সাবধান! এই দুটি গুণ দিয়ে আপনার দ্বীনকে সুন্দর করুন। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে হযরত *আবু সাঈদ খুদরী (রহঃ) এর বিধানে দার* কাতনী *ও* খারাঈতি

একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনায় বলা হয়েছে:

حسن الخلق خلق الله الاعظم

"সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ ও চরিত্র হচ্ছে পরম আল্লাহর [ঐশ্বরিক] গুণ"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *তাবারানী আওসাত* হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) এর বিধানক্রমে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق

"আপনি যদি আপনার সম্পদ ও সম্পদের মাধ্যমে মানুষের সাথে বিস্তার করতে না পারেন (অর্থাত্, যদি আপনার উদারতা দিয়ে লোকদের তাদের চাহিদা পূরণের জন্য সহায়তা করার জন্য আর্থিক উপায় না থাকে) তবে তাদের সাথে বিস্তৃত আচরণ করুন (মানুষের প্রতি উদার হোন) হাসিখুশি মুখ এবং সুন্দর নৈতিকতা, আচরণ এবং চরিত্র [তাদের প্রতি]। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাদিয়াল্লাহু আনহু রাদিয়াল্লাহু *আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস* সংকলন

বারা ইবনে আযীব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে সুদর্শন ও সুন্দর এবং মানুষের প্রতি সর্বোত্তম নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র ও আচরণের অধিকারী। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *খারা-ইতি)*

হজরত আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত দোয়া করতেন:

اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي

"হে আল্লাহ! আপনি আমার বাইরের চেহারাকে সুন্দর করে তুলেছেন, দয়া করে আমার অভ্যন্তরীণ চরিত্রটিকেও ভাল করে তুলুন (অন্য কথায়, কেবল ভাল চেহারা যথেষ্ট নয় কারণ ভাল চেহারা মন্দ এবং জঘন্য অভ্যন্তরীণ সত্তার সাথে মিলিত হয় কোনও কাজে আসে না; যা একজনকে সত্যিকারের সুন্দর করে তোলে তা হল সুন্দর নৈতিকতা, আচরণ, চরিত্র এবং অভ্যন্তরীণ স্বভাবের সাথে সুন্দর চেহারা, অর্থাৎ, একটি সুন্দর হৃদয় এবং আত্মা)। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংগ্রহ *খারা-ইতি)*

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নলিখিত দোয়াগুলো প্রচুর ও প্রচুর দোয়া করতেন:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُکَ الصِّحَّةَ وَالْعَافِيَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যেন তিনি আমাকে সুস্বাস্থ্য, শান্তি ও নিরাপত্তা দান করুন [দুনিয়া ও পরকালের সকল ক্ষতি থেকে], এবং সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ ও চরিত্র (যেহেতু এই নেয়ামতগুলির সংমিশ্রণ *ঐশ্বরিক* প্রদত্ত নেয়ামতের পরিপূর্ণতা)। (এই *ঐতিহ্য* বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *খারা-ইতি)*

হযরত উসামা ইবনে শারীক (রাঃ) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করেছিলাম, তখন কিছু মরুভূমির আরব তাঁকে জিজ্ঞাসা করছিল যে কোন বান্দাকে সর্বোত্তম জিনিস প্রদান করা হয়েছে। তিনি উত্তর দিলেন, 'সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র ও অভ্যন্তরীণ স্বভাব (*হুসনুল খুলক)*'। (এই *ঐতিহ্য* বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *ইবনে মাজাহ)*

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ان احبكم الى واقربكم منى مجلسا يوم القيامة احسنكم اخلاقا

"কিয়ামতের দিনে, সেই লোকেরা আমার সবচেয়ে প্রিয় এবং সবচেয়ে কাছের হবে যাদের নৈতিকতা, আচরণ, চরিত্র এবং অভ্যন্তরীণ স্বভাব রয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত:

ثلاث من لم تكن فيه او واحدة منهن فلا تعتدوا بشى من عمله تقوى
تحجزه عن معاصى الله او حلم يكف به السفيه او خلق يعيش به بين الناس

"যে ব্যক্তির কাছে এই তিনটি জিনিস বা এর কোনটিই নেই, সে তার আমলের কোন কিছুর উপর ভরসা করে না: ধর্মভীরতা, ভয়, ভয় এবং আল্লাহর প্রতি ভয় (*তাকওয়া)* যা আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখে। ধৈর্য্য, ধৈর্যশীল স্বভাব, করুণা এবং সংযম (*হিলম)* যা একজনকে মূর্খ ব্যক্তির সাথে [যুদ্ধ] করতে বাধা দেয়; এবং ভাল নৈতিকতা, আচরণ, চরিত্র এবং অভ্যন্তরীণ স্বভাব (খুলক*)* যার সাথে একজন মানুষের মধ্যে জীবন যাপন করে। (এই *ঐতিহ্য* বর্ণিত হয়েছে *হযরত উম্মে সালামা (রহঃ) এর বিধান থেকে* হাদীস *সংকলন* খারা-ইতি *ও* তাবারানী কবীর।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র ও অভ্যন্তরীণ স্বভাবের গুণাবলী এভাবে বর্ণনা করেছেন:

من سعادة المرء حسن الخلق

"সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র এবং অভ্যন্তরীণ স্বভাব (*হুসন উল খুলক*) চিরন্তন সুখ এবং অবিরাম সাফল্যের জন্য [পরিবর্তনের] রূপান্তরকারী এজেন্টগুলির মধ্যে একটি (*সা'দাহ*) একজন ব্যক্তির জন্য"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংগ্রহ *খারা-ইতি*)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ان المسلم المسدد ليدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه وكرم مزيته

"একজন মুসলিম যাকে আল্লাহ সৎকর্ম করার ক্ষমতা দিয়েছেন, সে এমন একজন মুসল্লির মর্যাদা অর্জন করে যে তার সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ ও চরিত্র এবং নিজের দয়ালু স্বভাবের মাধ্যমে সারা রাত রোজা রাখে এবং আল্লাহর ইবাদত করে। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রহঃ) এর বিধানে* হাদীস *সংকলন* মোসনাদ আহমদ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ان العبد ليبلغ خلقه عظيم درجات الاخرة وشرف المنازل وانه لضعيف
فى العبادة

"একজন বান্দা (আল্লাহর, অর্থাৎ একজন মানুষ) ভাল নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র ও অভ্যন্তরীণ স্বভাবের মাধ্যমে [আল্লাহর সামনে মহান [আধ্যাত্মিক] মর্যাদা ও মর্যাদা অর্জন করবে, যদিও কেউ [ঐশ্বরিক] ইবাদতেই দুর্বল হতে পারে। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আনাস ইবনু মালিক (রহঃ) এর কথিত* খারা-ইতি ও তাবারানী *হাদীস* সংকলন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

سوء الخلق ذنب لا يغفر وسوء الظن خطيئة تضوح

"খারাপ নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র এবং অভ্যন্তরীণ নিকৃষ্ট স্বভাব একটি ক্ষমার অযোগ্য পাপ এবং অন্যের সম্পর্কে খারাপ মতামত রাখা এমন একটি পাপ যা অন্যান্য পাপের জন্ম দেয়"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু* আলাইহি ওয়া সাল্লাম (রহঃ) এর হাদীস *সংকলন* তাবরানী সাগীর।

জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন, 'জ্ঞানের অভাব ও ধার্মিক কর্ম সত্ত্বেও চারটি গুণ রয়েছে যা একজন মানুষকে মহান আধ্যাত্মিক পর্যায়ে নিয়ে যায়: প্রথমটি ধৈর্যশীলতা, দ্বিতীয়টি নম্রতা, তৃতীয়টি উদারতা এবং চতুর্থ হচ্ছে সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র ও অভ্যন্তরীণ স্বভাব। এই চারটি গুণ হল বিশ্বাসের পরিপূর্ণতা"। কাত্তানী (রহঃ) বলেন, '*তাসাউফ* (জ্ঞান, ব্যবহারিক পদ্ধতি ও আধ্যাত্মিকতার অবস্থা) *আখলাকের* (সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র ও অভ্যন্তরীণ স্বভাব) এর নাম। *আখলাকে যে বড়, সে* তাসাউফের *মধ্যেও বড়।* হযরত উমর

(রাঃ) বলেন, 'সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র ও অভ্যন্তরীণ স্বভাবের লোকদের সাথে সাক্ষাত করো এবং তাদের থেকে দূরে থাকুন যাতে তাদের কোন ক্ষতি না হয়। ইয়াহইয়া ইবনে মু'আয (রহঃ) বলেন, 'মন্দ নৈতিকতা, আচার-আচরণ ও চরিত্র এমন একটি মন্দ যার উপস্থিতিতে সৎকর্মের প্রাচুর্য লাভজনক নয়। ভাল নৈতিকতা, আচরণ এবং চরিত্র এমন একটি গুণ যার উপস্থিতিতে ত্রুটির প্রাচুর্য ক্ষতিকারক নয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলো, আমাত্ম্য (করম) কি? তিনি বলেন, 'কুরআনে মহিমাতের কথা উল্লেখ আছে:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

"নিশ্চয় আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে ভয় ও ভয় করে। *তাকওয়া)*'". (কুরআন, অধ্যায় 49, আয়াত 13)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রহ.) বলেন, 'প্রত্যেক ভবনের একটি ভিত্তি রয়েছে এবং ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে সুন্দর নৈতিকতা, আদব-কায়দা, চরিত্র ও অভ্যন্তরীণ স্বভাব। আন্তা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি (আধ্যাত্মিক) উচ্চতা অর্জন করে, সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র ও অন্তরের স্বভাবের মাধ্যমে অর্জন করে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর কেউই সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র ও অভ্যন্তরীণ স্বভাবে পরিপূর্ণতা অর্জন করেননি। যারা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র ও অভ্যন্তরীণ স্বভাব (*হুসনুল খুলক)* এর নিকটবর্তী।

ভাল মহৎ চরিত্র এবং খারাপ ঘৃণ্য চরিত্রের বাস্তবতা

সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র এবং অভ্যন্তরীণ স্বভাবের বাস্তবতা: দুটি [প্রাসঙ্গিক] শব্দ রয়েছে - *খালক* (ভাল বাহ্যিক চেহারা) এবং *খুলক* (ভাল অভ্যন্তরীণ চরিত্র এবং স্বভাব)। এই দুটি শব্দই একসাথে ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, এটি বলা হয় যে অমুক ব্যক্তি উভয়ই সুদর্শন এবং ভাল চরিত্রযুক্ত। ক্রমানুসারে কথায়, একজনের চেহারা ভাল এবং একজনের নৈতিকতা, আচরণ, আচরণ, চরিত্র এবং অভ্যন্তরীণ স্বভাবও ভাল। এই ব্যক্তিটি বাইরের সৌন্দর্যের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের অধিকারী। এই ধরনের একটি বক্তব্যে, *খালক* মানে বাহ্যিক চেহারা এবং খুলক অর্থ অভ্যন্তরীণ চেহারা এবং এটি কারণ মানুষ দেহ এবং আত্মার সংমিশ্রণ। শরীরকে চোখ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং আত্মাকে অন্তর্দৃষ্টি (*বসিরাহ)* বা অভ্যন্তরীণ চোখ দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। শরীর এবং আত্মা উভয়েরই একটি অবস্থা এবং চেহারা রয়েছে। এই চেহারা আনন্দদায়ক এবং কুৎসিত উভয়ই হতে পারে। আত্মা, যা অন্তর্দৃষ্টি (*বসিরাহ) বা* অভ্যন্তরীণ চক্ষুর মাধ্যমে অনুভূত হয়, তা চোখের দ্বারা অনুভূত দেহের

চেয়ে উচ্চতর এবং উচ্চতর। অতএব, ঈশ্বর আত্মাকে নিজের কাছে দায়ী করে এর মহত্ত্ব নিম্নরূপ প্রকাশ করেছেন:

إِنِّي خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن صَلْصَٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٨﴾

فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ﴿٢٩﴾

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করতে চলেছি মাটি থেকে। অতএব, যখন আমি এটি সৃষ্টি করা শেষ করলাম এবং এতে (অর্থাৎ মানুষের দেহের বাহ্যিক রূপ) আমার কাছ থেকে একটি আত্মা স্থাপন করলাম, তখন তোমরা [আমার আদেশ অনুসারে] তার সামনে (আমার ইচ্ছা এবং মানুষ সৃষ্টির ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যের প্রতি আত্মসমর্পণ করার জন্য) এবং নিজের আত্মার উচ্চতার কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য। ঐশ্বরিক রহস্য এবং আধ্যাত্মিক কৃতিত্বের শীর্ষে পৌঁছানোর সম্ভাবনার কারণে, এর মধ্যে অন্তর্নিহিতভাবে অন্তর্নিহিত ঐশ্বরিক জ্ঞানের আকারে)"। (কুরআন, অধ্যায় 15, আয়াত 28-29)

এই আয়াতে দেহকে কাদামাটি এবং আত্মাকে ঈশ্বরের কাছে দায়ী করা হয়েছে। এখানে আত্মা (*রুহ)* এবং আত্মা (*নফস)* একই জিনিসকে বোঝায় এবং যদি আত্মার পরিবর্তে আত্মা শব্দটি ব্যবহার করা হয় তবে কোনও বিভ্রান্তি থাকা উচিত নয়। এবার শুনে নেওয়া যাক খুলকের ব্যাখ্যা (অভ্যন্তরীণ চরিত্র ও স্বভাব)। *খুলক* হল আত্মার এমন একটি অন্তর্নিহিত অবস্থার নাম যার মাধ্যমে সহজেই আমল সম্পাদন করা যায়। এই অবস্থা থেকে জন্ম নেওয়া আমল যদি ঐশ্বরিক বিধান (*শরীয়াহ)* এবং বুদ্ধি অনুসারে ভাল হয় তবে তাকে সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র এবং অভ্যন্তরীণ স্বভাব বলা হবে এবং যদি আমল খারাপ হয় তবে তাকে খারাপ নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র এবং অভ্যন্তরীণ স্বভাব বলা হবে।

এই সংজ্ঞায়, আত্মার অন্তর্নিহিত অবস্থার শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছিল যাতে আমল সহজেই এবং অনায়াসে সম্পাদন করা যায়, কারণ [দাতব্য কাজে এবং অভাবী লোকদের সাহায্য করার] চেষ্টা করা, শক্তি এবং সংগ্রামের মাধ্যমে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি সহনশীলতা নয় কারণ *খুলক* (অভ্যন্তরীণ চরিত্র এবং স্বভাব) এমন একটি জিনিস যা কোনও প্রচেষ্টা ছাড়াই কর্মের মাধ্যমে (ভাল বা মন্দ) নিজেকে প্রকাশ করে।

এখানে চারটি বিষয় রয়েছে: প্রথমত, একটি কাজ ভাল বা মন্দ কিনা; দ্বিতীয়ত, কেউ ভাল বা মন্দ কাজ করতে সক্ষম কিনা; তৃতীয়ত, তাদের বাস্তবতা জানা (অর্থাত্, কর্ম ভাল বা মন্দ কিনা); চতুর্থত, নিজের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত অন্তর্নিহিত অবস্থার উপস্থিতি যা সৌন্দর্য বা কুৎসিততার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাদের মধ্যে যে কোনও একটি তার জন্য সহজ হয়ে যায়। *খুলক* (অভ্যন্তরীণ চরিত্র এবং স্বভাব) চতুর্থ অর্থের সাথে সম্পর্কিত - অন্য কথায়, এটি অন্তর্নিহিত অন্তর্নিহিত অবস্থা [নিজের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত] যার মাধ্যমে মানুষ কৃপণতা বা উদারতার মতো নেতিবাচক বা ইতিবাচক কার্যকলাপে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকে।

অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের চারটি উপাদান: বাইরের সৌন্দর্য যেমন কেবল সুন্দর চোখের নাম নয়, বরং পরিবর্তে, সমস্ত অঙ্গের ভারসাম্য এবং অনুপাত - চোখ, নাক, কান, ঠোঁট, গাল ইত্যাদি - সৌন্দর্য বলা হয় এবং এই সবকিছুর সৌন্দর্যের মাধ্যমে, সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা [এবং পরিপূর্ণতা] আসে। অনুরূপভাবে, অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যেরও চারটি উপাদান রয়েছে এবং [অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের অধিকারী হওয়ার জন্য] চারটি উপাদানেই সৌন্দর্য থাকা প্রয়োজন। এই সমস্ত [চারটি] উপাদান যদি ভারসাম্যপূর্ণ এবং সমানুপাতিক থাকে, তবে অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের দিক থেকে মানুষকে পরিপূর্ণ বলা হবে। এই চারটি উপাদান হ'ল জ্ঞানের শক্তি, ক্রোধের শক্তি, আকাঙ্ক্ষার শক্তি এবং ন্যায়বিচারের শক্তি, অর্থাত্, প্রথম তিনটি শক্তিকে ভারসাম্য এবং সংযমের অবস্থায় রাখার ক্ষমতা।

জ্ঞানের শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য এই যে, এর মাধ্যমে একজন মানুষ বক্তব্যে মিথ্যা ও সত্য, বিশ্বাসে সত্য ও মিথ্যা এবং কর্মে সৌন্দর্য ও কুৎসিততার মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হয়। যখন এই ক্ষমতা এমন পর্যায়ে পৌঁছায়, তখন তার ফল প্রজ্ঞার আকারে (*হিকমাহ)* প্রদান করা হবে। সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র ও আভ্যন্তরীণ স্বভাবের বাস্তবতা (*ইখলাক) হচ্ছে* প্রজ্ঞা যা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ

"আর যাকে প্রজ্ঞা দেয়া হয়েছে, সে অপরিসীম কল্যাণ লাভ করেছে। (কুরআন, অধ্যায় 2, আয়াত 269)

ক্রোধ ও আকাঙ্ক্ষার শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব হ'ল এই দুটি জ্ঞানের দিকনির্দেশনায় কাজ করে, অর্থাৎ বুদ্ধি এবং ঐশ্বরিক আইন। ভারসাম্য ও ন্যায়বিচারের শক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্রোধ ও আকাঙ্ক্ষার শক্তিকে বশীভূত ও জ্ঞানের অধীন করা। বুদ্ধি একজন পরামর্শদাতা এবং দয়ালু সহায়কের মতো এবং ভারসাম্য এবং ন্যায়বিচারের শক্তি বুদ্ধির উপদেশের বাস্তবায়নকারী। ক্রোধ এমন একটি শক্তি যা বুদ্ধির দিকনির্দেশনা গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে। এর উপমা একটি শিকারী কুকুরের মতো, যার প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় এবং তার পরে এটি এমন হয়ে যায় যে শিকারীর কোনও ইঙ্গিত ছাড়াই এটি এগিয়ে যায় না বা পিছনে পিছিয়ে যায় না। আকাঙ্ক্ষা একটি ঘোড়ার মতো যা শিকারে যাত্রা করার জন্য আরোহণ করা হয়। ঘোড়া কখনও প্রশিক্ষিত এবং সভ্য এবং কখনও কখনও বন্য এবং বিদ্রোহী। ভারসাম্য ও ন্যায়বিচারের শক্তির মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়, অন্যথায় [চিরন্তন সুখ ও চিরন্তন সাফল্য] শিকার করার পরিবর্তে মানুষ নিজেই শিকার হয়।

যিনি [ভারসাম্যপূর্ণ] সংযমের স্তরে [অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের] এই চারটি উপাদানের অধিকারী হবেন তিনি সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র এবং অভ্যন্তরীণ স্বভাবের অধিকারী হবেন। যে ব্যক্তির [অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের] কিছু উপাদান সংযমে এবং কিছু ভারসাম্যহীন এবং অনিয়ন্ত্রিত (অর্থাত্‍, চরম পর্যায়ে যেমন কারও এই উপাদানগুলির খুব কম বা খুব বেশি থাকতে পারে) তবে তাকে মধ্যপন্থীদের ক্ষেত্রে ভাল চরিত্র বলা হবে। এর উদাহরণ এমন একজন ব্যক্তির মতো, যার মুখের উপর সুন্দর চোখ রয়েছে, কিন্তু অন্যান্য জিনিস ভাল নয়। এ ক্ষেত্রে চোখের ক্ষেত্রে একজনকে সুন্দর এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে কুৎসিত বলা হয়। ক্রোধের শক্তির সৌন্দর্য ও ভারসাম্যপূর্ণ সংযমকে সাহসিকতা বলা হয়; আকাঙ্ক্ষার শক্তির ভারসাম্যপূর্ণ সংযম ও সৌন্দর্যকে বলা হয় নিষ্পাপতা (*'ইফা')* / যদি ক্রোধের শক্তি ভারসাম্যপূর্ণ সংযমের মাত্রার চেয়ে বেশি হয়, তবে তাকে অতিরিক্ত ক্রোধ (*তাহুর)* বলা হবে; যদি এটি ভারসাম্যপূর্ণ সংযমের স্তরের নীচে থাকে তবে এটি কাপুরুষতা হিসাবে অভিহিত করা হবে। অনুরূপভাবে, ভারসাম্যপূর্ণ সংযমের স্তরের উপরে আকাঙ্ক্ষার শক্তিকে "অশুভের উস্কানিদাতা" (*শর)* বলা হয় এবং ভারসাম্যপূর্ণ সংযমের স্তরের নীচে স্থবিরতা (*জামুদ)* বলা হয়। দুটি [চরম] মধ্যে সুষম সংযমের স্তর হ'ল সাহসিকতা এবং নির্দোষতা। বর্ণালী বা চরমের দুই প্রান্তে যা রয়েছে, অন্য কথায়, অভাব বা আধিক্য উদ্দেশ্য নয়, বরং তাদের (চরম) নিন্দা করা হয়েছে এবং শ্রেষ্ঠত্ব (*ফাদা-ইল)* হিসাবে অভিহিত হওয়ার পরিবর্তে তাদের বিকৃতি (*রাধা-ইল)* বলা হয়েছে। ন্যায়বিচারের ক্ষমতার কোন অভাব বা বাড়াবাড়ি নেই (যেমন এটি ভারসাম্যপূর্ণ সংযমের পর্যায়ে] এবং এর বিপরীত হচ্ছে নিপীড়ন। ন্যায়বিচার না থাকলে নিপীড়ন চলে যায়। জ্ঞানের ভারসাম্যপূর্ণ সংযমের স্তরকে প্রজ্ঞা (*হিকমাহ)* বলা হয় এবং ভুল উদ্দেশ্যে এটি ব্যবহার করা মানে এটিকে ভারসাম্যপূর্ণ সংযমের স্তর থেকে বের করে আনা। যদি এর ব্যবহার অতিরিক্ত [ভুল উপায়ে] হয়, তবে তাকে মন্দ এবং প্রতারণা বলা হয় এবং যদি এর ব্যবহার অভাবের দিকে হয় তবে তাকে বোকামি বলা হয়। জ্ঞানের মধ্যম স্তর [যা সমস্ত চরম পরিমাণ এড়িয়ে যায়] তাকে প্রজ্ঞা বলা হয়। এই বিবরণগুলি প্রকাশ করে যে ভাল চরিত্রের (*ইখলাক) মৌলিক নীতি এবং উপাদানগুলি* চারটি হল: প্রজ্ঞা, সাহসিকতা, নির্দোষতা এবং ন্যায়বিচার।

প্রজ্ঞা বলতে আত্মার অবস্থা (*নাফস)* বোঝায় যেখানে একজন ব্যক্তি সঠিক ও ভুলের পার্থক্য করতে পারে এমন সমস্ত বিষয় যা তার সামর্থ্যের মধ্যে রয়েছে। ন্যায়বিচার বলতে আত্মার অবস্থা (*নাফস)* বোঝায় যার মাধ্যমে একজন ক্রোধ ও আকাঙ্ক্ষাকে শাসন করে এবং তাদের প্রজ্ঞার অধীন করে। সাহসিকতা সেই অবস্থাকে বোঝায় যেখানে ক্রোধের শক্তি বুদ্ধির শক্তির অধীন এবং বাধ্য হয় এবং তাদের অনুমতি ছাড়া কাজ করে না বা কাজ করা থেকে বিরত থাকে না। নির্দোষতা বলতে সেই শক্তিকে বোঝায় যার মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষা ও কামনাকে সুশৃঙ্খল ও বুদ্ধি ও ঐশ্বরিক আইনের অধীন করা যায়। সমস্ত ভাল গুণাবলী এবং চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির উত্‍স এবং ফোয়ারা এই চারটি নীতি। উদাহরণস্বরূপ, নিম্নলিখিত প্রশংসনীয় অভ্যন্তরীণ গুণাবলী বুদ্ধির শক্তির ভারসাম্যপূর্ণ সংযম থেকে জন্ম নেয়: বিষয়গুলির মাধ্যমে চিন্তাভাবনা করে বিজ্ঞ

সিদ্ধান্ত গ্রহণ, মনের তীক্ষ্ণতা, বিষয়গুলিতে বিজ্ঞ দৃষ্টিভঙ্গি, নিম্ন আত্মার গোপন ক্ষতি এবং বিষয় ও কর্মের সূক্ষ্মতা সম্পর্কে সচেতনতা। [বুদ্ধির] এই শক্তির আধিক্য অন্যায়ের প্রতি অভ্যন্তরীণ নেতিবাচক মনোভাব তৈরি করে, [অন্যের ক্ষতি করা], প্রতারণা এবং ধূর্ততার প্রতি আভ্যন্তরীণ নেতিবাচক মনোভাব তৈরি করে। [বুদ্ধির শক্তির] অভাব অভিজ্ঞতার অভাব (দক্ষতা এবং জ্ঞান), মূর্খতা, বোকামি, সচেতনতার অভাব [বিষয়গুলির বাস্তবতা সম্পর্কে] এবং আবেশ (অবসেশনাল আচরণ) এর মতো রোগ সৃষ্টি করে। অভিজ্ঞতার অভাব কল্পনার চিন্তাভাবনা প্রক্রিয়ার সঠিকতা সত্ত্বেও অভিজ্ঞতা না থাকাকে বোঝায় কারণ কিছু ব্যক্তি এক বিষয়ে অভিজ্ঞ কিন্তু অন্যটিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। বোকামি এবং আবেশের মধ্যে পার্থক্য হ'ল মূর্খ ব্যক্তির উদ্দেশ্য সঠিক কিন্তু উদ্দেশ্য অর্জনের উপায় জানে না। আবেশ হ'ল এমন একটি জিনিস গ্রহণ করা যা গ্রহণ করার যোগ্য নয় কারণ এটি এক এবং অন্যের জন্য সম্পূর্ণ ক্ষতিকারক। সাহসিকতার ভারসাম্যপূর্ণ সংযম এই সুন্দর অভ্যন্তরীণ গুণাবলীকে উত্সাহিত করে: আভিজাত্য, ধৃষ্টতা, নিজের উপর কঠোর নজর রাখা, ধৈর্য, অধ্যবসায়, ক্রোধ সংযত করা, মর্যাদা, সংযম ইত্যাদি। সাহসিকতার অভাব অপমান, অপমান, ভয়, সস্তা, হীনমন্যতা, সাহসের অভাব এবং নিম্ন মনোবল সৃষ্টি করে। নির্দোষতার ভারসাম্যপূর্ণ সংযম উদারতা, বিনয়ী এবং লজ্জা, ধৈর্য, অন্যের দোষ উপেক্ষা করা, সন্তুষ্টি, ঈশ্বর-ভয়, সূক্ষ্মতা, উচ্চ সাহস এবং মনোবল, প্রশস্ত হৃদয় এবং উদারতা এবং লোভের অভাবের [সুন্দর আভ্যন্তরীণ গুণাবলী এবং শ্রেষ্ঠত্ব] উত্সাহিত করে। নিষ্পাপতার ভারসাম্যপূর্ণ সংযমের সীমা অতিক্রম করা অভ্যন্তরীণ রোগ এবং নেতিবাচক ধ্বংসাত্মক গুণাবলী যেমন লোভ, লোভ, নির্লজ্জতা, অশুভের প্রতি অভ্যন্তরীণ স্বভাব, অপচয় এবং ব্যয়বহুলতা, আড়ম্বরপূর্ণ, অন্যকে অপমান করা, বকবক, চাটুকারিতা, ঈর্ষা, দরিদ্র ও নম্রকে অপমান করা এবং অবমাননা করা।

এর পরিণতি হ'ল সুন্দর চরিত্র, গুণাবলী এবং অভ্যন্তরীণ স্বভাবের চারটি নীতি রয়েছে: জ্ঞান, সাহসিকতা, নির্দোষতা এবং ন্যায়বিচার। অন্য সকল নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী এই চারটি প্রধান গুণের শাখা। এই চারটি নীতিতে (নৈতিকতা, আচার-আচরণ, আভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর) ভারসাম্যপূর্ণ সংযমের পরিপূর্ণতা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কাউকে দেয়নি। তাঁর পরে যারা এসেছিলেন তারা এই শ্রেষ্ঠত্ব এবং পরিপূর্ণতায় তাঁর কাছাকাছি ছিলেন না। এই গুণাবলীতে একজন ব্যক্তি যতটুকু নবীর অনুকরণ ও অনুকরণ করবে, সে আল্লাহর নিকটবর্তী হবে এবং যে ব্যক্তি এসব গুণাবলীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে দূরে থাকবে, সে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে দূরে থাকবে। একজন ব্যক্তি যিনি এই সমস্ত সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলীর মূর্ত প্রতীক, তার সমস্ত কর্মে অন্যের দ্বারা আনুগত্য করা, উল্লেখ করা এবং অনুসরণ করা উচিত। যে ব্যক্তি তাদের থেকে বঞ্চিত এবং পরিবর্তে তাদের বিপরীতের মূর্ত প্রতীক, সে শহর থেকে নির্বাসিত হওয়া এবং লোকদের দ্বারা বয়কট করা প্রাপ্য কারণ এই জাতীয় ব্যক্তির মধ্যে মানবিকতা অবশিষ্ট নেই বরং তার পরিবর্তে

শয়তানের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। শয়তানের কাছ থেকে যেমন দূরত্ব বজায় রাখা হয় (মন্দ ও অন্যায় থেকে বিরত থাকা) তেমনি এ ধরনের ব্যক্তিকেও দূরে রাখা উচিত। একজন ব্যক্তি যেমন নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলীর শ্রেষ্ঠত্বের মূর্ত প্রতীক এবং ফেরেশতার গুণাবলীর সান্নিধ্যের অধিকারী নেতৃত্ব এবং অনুকরণের যোগ্য, তেমনি শয়তানের গুণাবলীর সাথে সম্পর্কের কারণে একজন ব্যক্তি ঐশ্বরিক করুণা থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং এড়ানো প্রাপ্য। রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইখলাকের পূর্ণতা ও পরিপূর্ণতার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে (সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, স্বভাব ও গুণাবলী)। এই গুণাবলী কুরআন মুমিনদের গুণাবলীর অংশ হিসাবে উল্লেখ করেছে:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟

بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ

"পরিপূর্ণ মুমিনরাই তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে তাদের ধন-সম্পদ ও নিজেদের প্রাণ দিয়ে জেহাদ করেছে। এরাই সত্যবাদী (*সাদিককুন,* অর্থাৎ যারা আল্লাহর জ্ঞান, বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতার যোগ্য)। (কুরআন, অধ্যায় 49, আয়াত 15)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কোন সন্দেহ ও দ্বিধা ছাড়াই ঈমান আনা হচ্ছে প্রত্যয়ের শক্তির কাজ এবং প্রত্যয়ের শক্তির ফল বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা। বস্তুগত সম্পদের সাথে সংগ্রাম করা উদারতা এবং এই প্রচেষ্টা ঘটতে পারে যখন আকাঙ্ক্ষা এবং কামনা নিয়ন্ত্রিত হয়। নিজের সাথে সংগ্রাম করা সাহসিকতা এবং এই প্রচেষ্টা বুদ্ধির শর্তগুলির সাথে করা হয় এবং ভারসাম্যপূর্ণ সংযমের সীমার মধ্যে ক্রোধের শক্তি ব্যবহার করে।

আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের মাধ্যমে চরিত্র ও অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর পরিবর্তন

যাদের [ভুল] বিশ্বাসের বিভ্রান্তি রয়েছে, তারা প্রচেষ্টা (সমস্ত নেতিবাচক এবং ক্ষতিকারক প্রবণতা এবং গুণাবলী থেকে হৃদয় এবং আত্মাকে মুক্ত করে আরও ভাল ব্যক্তি হওয়ার জন্য অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক রূপান্তর অর্জনের আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা) ভারী এবং কঠিন [বা এমনকি অসম্ভব] বলে মনে করে। তারা তাদের অভ্যন্তরীণ সত্তার শুদ্ধিকরণ এবং রূপান্তর এবং তাদের চরিত্র গঠন

এবং এটিকে সভ্য করার জন্য নিজেকে ব্যস্ত করতে রাজি নয়। তারা তাদের চরিত্রের ত্রুটি এবং ক্ষতিকারক প্রবণতাগুলি তাদের নিজস্ব ব্যর্থতা, ঘাটতি এবং নেতিবাচক প্রবণতার কারণে বলে মনে করে না। পরিবর্তে, তারা বজায় রাখে যে চরিত্র, নৈতিকতা এবং আচরণ যেমন আছে তেমন থাকে এবং তাদের মধ্যে কোনও রূপান্তর সম্ভব নয় কারণ কারও অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি পরিবর্তন করা যায় না। তারা তাদের দাবির পক্ষে দুটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। প্রথমত, *খুলক* হলো কারও অভ্যন্তরীণ রূপ ও চেহারার নাম এবং *খালক* হচ্ছে তার বাহ্যিক রূপ ও চেহারার নাম। কারও বাইরের চেহারা এবং রূপের কোনও পরিবর্তন সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন খাটো ব্যক্তি লম্বা হওয়ার জন্য উচ্চতা বাড়াতে পারে না বা লম্বা ব্যক্তি খাটো হতে পারে না। কুৎসিত মানুষ সুন্দর হতে পারে না এবং সুন্দর কুৎসিত হতে পারে না। অভ্যন্তরীণ রূপ এবং চেহারা বাইরের হিসাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। তাদের দ্বিতীয় যুক্তি হ'ল সুন্দর চরিত্র কামনা এবং ক্রোধ দূর করতে চায় তবে আমরা অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষার মাধ্যমে দেখেছি যে কামনা এবং ক্রোধ সহজাত মানব প্রকৃতির অংশ, এবং তারা কখনও শেষ হয় না এবং তাদের পিছনে যাওয়া বৃথা প্রচেষ্টা এবং নিরর্থক প্রচেষ্টায় নিজের জীবন নষ্ট করা, কারণ আত্মার শুদ্ধির উদ্দেশ্য হ'ল হৃদয় ক্ষণস্থায়ী সুখের দিকে ঝুঁকে না থাকে এবং তা হল অসম্ভব। নিম্নলিখিত বিষয়ে, এই উভয় যুক্তির জন্য একটি উত্তর সরবরাহ করা হবে।

প্রথম যুক্তির উত্তর: এটা হলো, যদি চরিত্রের পরিবর্তন ও রূপান্তর সম্ভব না হতো তাহলে কোন উপদেশ, উপদেশ, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার প্রয়োজন হতো না এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন না:

"তোমাদের নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র ও গুণাবলী সুন্দর করে দাও"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *আবু বকর ইবনে লাল ফি মাকারিম আল-ইখলাক* মু'আয (রহঃ)

নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র, অভ্যন্তরীণ স্বভাব এবং গুণাবলীর পরিবর্তন এবং রূপান্তর একচেটিয়াভাবে মানুষের জন্য সংরক্ষিত নয়, বরং প্রাণীদের গুণাবলীও পরিবর্তিত হয়। বাজপাখির দিকে তাকান যদিও এটি বন্য হলেও এটি মানুষের কাছে অভ্যস্ত হয়ে যায়। প্রশিক্ষণের পরে একটি শিকারী কুকুর তার প্রভুর আদেশে শিকারের পিছনে দৌড়াতে সক্ষম হয় এবং তাকে ধরে ফেলতে পারে এবং এটি না খেয়ে তার মনিবের কাছে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়। একইভাবে, একটি বুনো ঘোড়া প্রশিক্ষণের পরে বাধ্য হয়ে ওঠে। এগুলো কি চরিত্র পরিবর্তনের উদাহরণ নয়? এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়টির বাস্তবতা হ'ল দুটি ধরণের অস্তিত্ব রয়েছে: নিখুঁত এবং ঘাটতিযুক্ত। নিখুঁত অস্তিত্ব হ'ল সেগুলি যা তাদের অস্তিত্বের দিক থেকে সম্পূর্ণ হয় - তাদের কোনও হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না কারণ মানুষের তাদের হ্রাস বা বৃদ্ধি করার ক্ষমতা

নেই। যেমন, আকাশ, নক্ষত্র, শরীরের বাইরের ও অভ্যন্তরীণ অংশ, প্রাণী এবং তাদের [অভ্যন্তরীণ ও বাইরের] অংশ ইত্যাদি। অভাবপূর্ণ অস্তিত্ব হ'ল সেগুলি, যার অস্তিত্ব এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। তারা পরিপূর্ণতায় পৌঁছাতে পারে যদি তাদের পরিপূর্ণতায় পৌঁছানোর শর্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, খেজুরের বীজ একটি ফল বা গাছ নয় তবে এর গঠন এমন যে যদি এটি রোপণ করা হয় এবং এতে জল দিয়ে পরিবেশন করা হয় তবে এই বীজ একটি গাছে পরিণত হতে পারে কারণ এটি একটি গাছে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। কিন্তু কেউ যদি এই বীজকে সরাসরি ফলে রূপান্তর করতে চায় তবে তা সম্ভব নয় কারণ এটি ফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যখন বীজের অবস্থা এমন হয় যে তা মানুষের বিশেষাধিকারের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং এক অবস্থা থেকে অন্য রাজ্যে রূপান্তরিত হয়, তখন ক্রোধ এবং কামনার শক্তি কীভাবে রূপান্তরিত হতে পারে না? তবে এসব ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। আধ্যাত্মিক কঠোরতা এবং অনুশীলন এবং আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা এই শক্তিগুলিকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারি তবে আমরা তাদের শেষ করতে পারি না। আমাদেরকে (আল্লাহগতভাবে) ঠিক সেটাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এটাই পরকালের জীবনে এবং আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর পথে আমাদের পরিত্রাণের মাধ্যম (*উসুল ইল-আল্লাহ,* অর্থাৎ জ্ঞান ও *ঐশ্বরিক* ঘনিষ্ঠতা)। যাইহোক, [মানব] মেজাজ বৈচিত্র্যময় বা ভিন্ন - কিছু মেজাজ পরিবর্তন গ্রহণ করে এবং দ্রুত রূপান্তরিত হয় এবং কেউ কেউ এটি দেরিতে গ্রহণ করে। মেজাজের পার্থক্যের দুটি কারণ রয়েছে: প্রথমটি হ'ল যে বৈশিষ্ট্যটির রূপান্তর কাম্য, যতদিন বেঁচে আছে ততদিন বিদ্যমান থাকার কারণে মেজাজে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত। কামনা, ক্রোধ এবং অহংকারের বৈশিষ্ট্যগুলির রূপান্তর সমস্ত সম্ভব তবে রূপান্তর করা সবচেয়ে কঠিন হ'ল কামনা এবং আকাঙ্ক্ষার বৈশিষ্ট্য যা জন্মের পর থেকে একজনের সাথে রয়েছে। এ কারণেই ছোট বাচ্চারাও এর থেকে বঞ্চিত হয় না। ক্রোধ সাধারণত সাত বছর বয়সের পরে জন্ম নেয় এবং তার পরেই বিচক্ষণতার শক্তি জন্ম নেয়। দ্বিতীয়ত, একটি বিশেষ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তার উপর প্রচুর পরিমাণে কাজ করার কারণে এবং তার প্রভাবের উপর ক্রমাগত ভাল বলে মনে করার কারণে দ্বিতীয় প্রকৃতিতে পরিণত হয়েছে।

মানুষের চার ডিগ্রি: এর সাথে সম্পর্কিত মানুষের চারটি ডিগ্রী রয়েছে। প্রথম ডিগ্রী হ'ল যে ব্যক্তি একই অবস্থায় বাস করে যেখানে সে জন্মগ্রহণ করে এবং সত্য এবং মিথ্যা, ভাল এবং মন্দের মধ্যে পার্থক্য করে না এবং তার প্রকৃত প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত ধরণের বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত। এই ধরনের ব্যক্তির নিরাময় সহজ, এবং একজন অল্প সময়ের মধ্যে [আধ্যাত্মিক অর্থে] সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। এই ধরনের রোগীর আধ্যাত্মিক গাইড (*মুর্শিদ)* এবং একটি অভ্যন্তরীণ অনুঘটক এবং ড্রাইভের প্রয়োজন যাতে এই জাতীয় অনুঘটক একজনকে আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার দিকে চালিত করে। এই ধরনের ব্যক্তির নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যন্তরীণ স্বভাব এবং চরিত্র দ্রুত ভাল হয়ে উঠতে পারে। দ্বিতীয় ডিগ্রী হলো, যে ব্যক্তি মন্দকে মন্দ মনে করে, কিন্তু সৎকর্ম করার অভ্যাস থাকে না। পরিবর্তে, শয়তান একজনকে মন্দ কাজে জড়িয়ে রেখেছে এবং এই ধরনের ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা ও কামনার অধীন হয় কিন্তু সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া

সত্ত্বেও তার ত্রুটিগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকে। এই জাতীয় ব্যক্তির রূপান্তর [যে ব্যক্তি] প্রথম ডিগ্রিতে থাকা ব্যক্তির চেয়ে কঠিন কারণ সংস্কারের দুটি পর্যায় থাকবে: প্রথমত, একজনের খারাপ অভ্যাসগুলি ত্যাগ করা দরকার; দ্বিতীয়ত, সৎকর্মে অভ্যস্ত হতে হবে। একজনের সংস্কার সম্ভব এই শর্তে যে এই ধরনের ব্যক্তি আধ্যাত্মিক কঠোরতা এবং প্রচেষ্টার জন্য সক্রিয়ভাবে প্রস্তুত থাকে। তৃতীয় ডিগ্রী হলো, একজন ব্যক্তি খারাপ নৈতিকতা ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভালো চিন্তা করে, এবং মন্দ ও মন্দ কর্ম একজনের জন্য [জীবনের অংশ] অপরিহার্য এবং এই ধরনের নৈতিকতা ও কর্ম দিয়ে বেড়ে ওঠা হয়। এই জাতীয় ব্যক্তিকে নিরাময় করা অসম্ভব এবং এই জাতীয় ব্যক্তির [অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক] রূপান্তর আশা করা যায় না কারণ যদি বিভ্রান্তির একটি কারণ থাকে তবে এটি অপসারণ করা যেতে পারে, পরিবর্তে, এখানে [বিভ্রান্তির] কারণগুলির আধিক্য রয়েছে এবং কোন কারণগুলি অপসারণ করা যেতে পারে তা দেখতে বিস্ময়কর। চতুর্থ ডিগ্রী হ'ল একজন ব্যক্তি নিজে একটি মন্দ ব্যক্তির সাথে জড়িত এবং [তার উপরে] অন্যকে নিজের মতো করে দেখতে চায় এবং অন্যকে ধ্বংস করার জন্য গর্বিত বোধ করে [নৈতিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে যা শেষ পর্যন্ত প্রতিটি অর্থে সম্পূর্ণ ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে]। এই ধরনের ব্যক্তি খুব কঠিন স্তরে থাকেন এবং একজনের বিভ্রান্তি স্তরের উপর স্তর হয়। এমন একজন ব্যক্তির সংস্কার অসম্ভব এবং অকল্পনীয়।

এই চারটি ডিগ্রী বা বিভাগে, প্রথম ব্যক্তি কেবল অজ্ঞ, দ্বিতীয়টি অজ্ঞ এবং বিপথগামী, তৃতীয় ব্যক্তি অজ্ঞ, বিপথগামী এবং মন্দ প্রবণ (ফসিক*)*, চতুর্থজন অজ্ঞ, বিপথগামী, মন্দ প্রবণ এবং ক্ষতি ও ক্লেশের দিকে আমন্ত্রণ জানায়।

দ্বিতীয় যুক্তির উত্তর: বিরোধীরা মনে করেন যে আধ্যাত্মিক অনুশীলনের উদ্দেশ্য হ'ল আকাঙ্ক্ষা এবং ক্রোধের শক্তিকে নির্মূল করা, যদিও এটি অসম্ভব। আমরা মনে করি যে এই শক্তিগুলির নির্মূল উদ্দেশ্য নয়, বরং আকাঙ্ক্ষার শক্তি তৈরি করা [কিছু] সুবিধাজনক এবং মানুষের মধ্যে এর উপস্থিতি প্রয়োজনীয়। তাই কারো খাওয়ার ইচ্ছা না থাকলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি সহবাসের ইচ্ছা না থাকে তবে মানব জাতির অবসান ঘটবে। যদি ক্রোধ বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে কেউ ক্ষতিকর জিনিস থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না এবং ধ্বংস হয়ে যাবে। উদ্দেশ্য এই ক্ষমতাগুলি নির্মূল করা নয়, বরং কেবল তাদের অতিরিক্ত এবং অভাব থেকে রক্ষা করা এবং তাদের ভারসাম্যপূর্ণ সংযমের স্তরে নিয়ে আসা। উদাহরণস্বরূপ, ক্রোধের উদ্দেশ্য হ'ল অত্যধিক পরিমাণে ক্রোধ না থাকে যা বেপরোয়াতার দিকে পরিচালিত করে বা কোনও কাপুরুষতা না থাকে বরং ক্রোধের শক্তি বুদ্ধি এবং ঐশ্বরিক আইনের অধীন হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَٱلْكَـٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ

আর তারাই তাদের ক্রোধ সংযত করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেয়। (কুরআন, অধ্যায় 3, আয়াত 134)

এই আয়াতে সেই লোকদের প্রশংসা করা হয়েছে যারা তাদের ক্রোধ সংযত করে। এটি এমন লোকদের বোঝায় না যারা শুরুতে রাগ করেন না। এটা দেখায় যে, ক্রোধ ও আকাঙ্ক্ষা দূর করা একটি অস্বাভাবিক বিষয় এবং এটাই ঐশ্বরিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য নয়। ঐশ্বরিক আইনের উদ্দেশ্য হ'ল দুটি শক্তিকে [ক্রোধ এবং আকাঙ্ক্ষার] ভারসাম্যপূর্ণ সংযমের এমন স্তরে নিয়ে আসা যাতে বুদ্ধি তাদের পরাধীন এবং আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে এবং এমন স্তরে নয় যেখানে তারা বুদ্ধির উপর আধিপত্য বিস্তার করে। এটি অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং স্বভাবের রূপান্তরের উদ্দেশ্য। কখনও কখনও কামনা [বা কামনা] একজন মানুষকে এতটাই তীব্রভাবে আক্রমণ করে যে বুদ্ধি তাকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয় না। কিন্তু, আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এটাকে ভারসাম্যপূর্ণ সংযমে আনা সম্ভব। পরীক্ষা এবং অভিজ্ঞতা তা প্রমাণ করে এবং এতে কোনও সন্দেহ নেই। নৈতিকতা, আচার-আচরণ ও অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ সংযম প্রয়োজন, বাড়াবাড়ি বা অভাবের চরম সীমা নয়, কুরআনের প্রমাণ নিম্নোক্ত আয়াতটি হলো:

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

"আর যখন তারা ব্যয় করে, তখন তারা ব্যয়বহুল বা কৃপণতা করে না, বরং তাদের ব্যয় দুটি চরম সীমার মধ্যে (অর্থাৎ মধ্যপন্থী) হয়। (কুরআন, অধ্যায় 25, আয়াত 67)

এই আয়াতটি উদারতাকে বোঝায় যা বেপরোয়া ব্যয় এবং কৃপণতার [চরম] স্তরের মধ্যে একটি স্তর [যা বর্ণালীর বিপরীত প্রান্তে রয়েছে]। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ

"তোমার হাত তোমার ঘাড়ের সাথে বেঁধে রাখো না এবং তা সম্পূর্ণরূপে খোলা রাখো না (অর্থাৎ কৃপণ বা ব্যয়বহুল হয়ো না, বরং দু'টি চরম সীমার মাঝখানে অবস্থান করো)। (কুরআন, 17 অধ্যায়, আয়াত 29)

খাওয়ার আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রেও সংযমের ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ

"আহার ও পান কর এবং সীমা ও সীমা বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (কুরআন, সপ্তম অধ্যায়, আয়াত 31)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"সর্বোত্তম বিষয়গুলি মাঝখানে রয়েছে [সমস্ত ধরণের চরম এবং চরমপন্থা এড়িয়ে ভারসাম্যপূর্ণ সংযমের আকারে]"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *মুত্রাফ ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) এর উপর* হাদীস *সংকলন* বাইহাকী।

ভারসাম্যপূর্ণ সংযমের স্তরে প্রশংসাযোগ্যতা, পছন্দ এবং বিষয়গুলির সন্ধানের পিছনে একটি [ঐশ্বরিক] রহস্য রয়েছে। এই রহস্যের অনুসন্ধান হচ্ছে, আখেরাতের চিরন্তন সুখ ও অফুরন্ত সফলতা *(সা'দাহ)* নির্ভর করে হৃদয়কে জাগতিকের সকল আসক্তি ও অপবিত্রতা থেকে বিশুদ্ধ করার উপর যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

"[পরিত্রাণ, অনন্ত সুখ ও সাফল্য] তার জন্য যে ঈশ্বরের কাছে একটি সুস্থ হৃদয় নিয়ে আসে (অর্থাত্, জাগতিকের আসক্তি এবং অশুচিতা সহ সমস্ত নোংরা থেকে বিশুদ্ধ হৃদয়)। (কুরআন, অধ্যায় 26, আয়াত 89)

কৃপণতা এবং বেপরোয়া ব্যয় উভয়ই অশুচি এবং জাগতিকতার প্রতি আসক্তির অন্তর্গত। হৃৎপিণ্ড এই উভয় প্রান্ত থেকে মুক্ত হওয়া উচিত। অন্য কথায়, হৃদয় বস্তুগত সম্পদ সঞ্চয়ের দিকে ঝুঁকতে হবে না [বস্তুবাদী মানসিকতার সাথে] বা এটি সমস্ত ব্যয় করার দিকে ঝুঁকতে হবে না, কারণ ব্যয় করার লোভ রয়েছে তার হৃদয়ের মনোযোগ এবং আসক্তি থাকবে তার প্রতি থাকবে, যেমন এটি (বস্তুগত পণ্য, সম্পত্তি এবং অর্থ) কোথা থেকে আসবে এবং কোথায় ব্যয় করবে। অন্যদিকে, একজন কৃপণের হৃদয় একচেটিয়াভাবে মজুদ করার দিকে মনোনিবেশ করবে। হৃদয়ের নিরাপত্তা হ'ল উভয় [চরম] থেকে বঞ্চিত হওয়া কারণ তাদের নির্মূল করা সম্ভব নয়, তাই এমন একটি অবস্থা নির্ধারণ করা হয়েছিল যেখানে এই উভয় [চরম] ছিল না এবং এটি ভারসাম্য এবং সংযমের অবস্থা। সেই অবস্থায়, এই দুটি [নেতিবাচক] গুণাবলী নেই। এ কারণেই, যখন তাপ গরম জল ছেড়ে দেয় এবং এটি ঠান্ডা হয় না, তখন এটিকে "হালকা গরম"

বলা হয়। এই উদারতা হ'ল অতিরিক্ত ব্যয় এবং কৃপণতার সংযম। সাহসিকতা হ'ল অতিরিক্ত আগ্রাসন (সহিংসতা) এবং অপুরুষত্ব (কাপুরুষতা) এর মধ্যে সংযমের গুণ। নিষ্পাপতা লোভ (কামনা) এবং স্থবিরতার মধ্যে সংযমের বিন্দু। অন্যান্য সমস্ত অভ্যন্তরীণ গুণাবলী এবং চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি এই [ব্যাখ্যা] থেকে অনুমান করা উচিত।

প্রতিটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং [মানব] গুণ, অতিরিক্ত এবং অভাব উভয়ই নিন্দা করা হয় এবং উদ্দেশ্য হল ভারসাম্যপূর্ণ সংযম। শিক্ষক এবং আধ্যাত্মিক গাইডের উচিত তাদের শিক্ষার্থীদের সামনে ক্রোধ এবং কৃপণতার ক্ষতিগুলি প্রকাশ করা এবং কোনও ব্যতিক্রমের অনুমতি দেওয়া উচিত নয় কারণ যদি তারা এই [ধ্বংসাত্মক] গুণাবলীর সামান্য পরিমাণও অনুমতি দেয় তবে তারা আরও বেশি অজুহাত খুঁজে পাবে। যাইহোক, যদি তারা সামান্য পরিমাণও অনুমতি না দেয় তবে এটি সম্ভব যে তারা কম স্থির হতে পারে এবং আরও বেশি আগ্রহী হবে না এবং এভাবেই তারা ভারসাম্যপূর্ণ সংযমের স্তর অর্জন করবে। কম জন্য অনুমতি আরও বেশি অজুহাত হয়ে উঠবে। সেজন্য ছাত্র ও আধ্যাত্মিক পথের অন্বেষকদের বলা হয়েছে, এই দুই শক্তিকে থাকতে দেবেন না, বরং তাদের নির্মূল করতে হবে। এই গোপন কথা এখানে লেখা উচিত হয়নি কারণ কম বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতাসম্পন্ন লোকেরা এতে প্রতারিত হয় এবং তারা মনে করে যে ক্রোধ তাদের অধিকার এবং কৃপণতাও তাদের অধিকার। [একইভাবে, অন্যান্য মানবিক গুণাবলী এবং অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলিতে ভারসাম্য এবং সংযমের প্রয়োজনীয়তা এই আলোচনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে কারণ এটি সমস্ত মানব অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি বিস্তৃত আলোচনা]

সুন্দর আভ্যন্তরীণ চরিত্র, স্বভাব ও গুণাবলীর মাধ্যম ও উৎস (*হুসনুল খুলক*) হচ্ছে সংযম থেকে বিরত থাকা

আপনি এতক্ষণে এটি খুব ভালভাবে বুঝতে পেরেছেন যে সুন্দর অন্তরের চরিত্র বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলীর মূল বিষয় হ'ল বুদ্ধির শক্তি মধ্যপন্থী হতে হবে, প্রজ্ঞা (বুদ্ধির মধ্যম স্তর) নিখুঁত হতে হবে, কামনা ও ক্রোধের শক্তিগুলি সংযমের স্তরে থাকা ছাড়াও ঐশ্বরিক আইন ও বুদ্ধির অধীন এবং বাধ্য হতে হবে। এই [স্তর] সংযম দুটি কারণে অর্জিত হয়। প্রথম কারণ [বা উপায়] হ'ল ব্যক্তির উপর ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং রহমত এবং [উপলব্ধি করা যে] কেউ তার জন্মের দিন থেকে, ভাল চরিত্রের এবং বুদ্ধিকে পরিপূর্ণ করে। কামনা এবং ক্রোধ একজনের উপর প্রাধান্য পায় না, বরং তারা উভয়ই বুদ্ধি এবং ঐশ্বরিক আইনের অধীন। এই ধরনের ব্যক্তির পণ্ডিত হওয়ার জন্য বাহ্যিক শিক্ষা এবং সভ্য এবং সুসজ্জিত ব্যক্তি হওয়ার জন্য বাহ্যিক আচরণের শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। বরং তিনি হলেন একজন স্বাভাবিক আলেম এবং ঈসা (আঃ), হযূহ (রাঃ) এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো একজন সৎ

ব্যক্তি। এটি কোনও দূরের বিষয় নয় যে একজনের প্রকৃতি এবং মেজাজে [মহৎ অন্তর] গুণাবলী রয়েছে যা শিক্ষা এবং প্রচেষ্টা থেকে অর্জিত হয়। কিছু শিশু প্রথম থেকেই সত্যবাদী, সাহসী এবং দানশীল। কিছু শিশু শুরু থেকেই মিথ্যাবাদী, কাপুরুষ, প্রতারক এবং কৃপণ। যাইহোক, এই বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের মধ্যে জন্ম নেয় কখনও কখনও তাদের মধ্যে তাদের সান্নিধ্য রাখার মাধ্যমে এবং কখনও কখনও শেখার মাধ্যমে [তাদের চারপাশের অন্যদের মধ্যে তারা যা দেখেন তা অনুকরণ সহ বিভিন্ন শেখার উপায় ব্যবহার করে]। দ্বিতীয় কারণ [বা উপায়] হ'ল আধ্যাত্মিক কঠোরতা, প্রচেষ্টা এবং অনুশীলনের মাধ্যমে একজন সুন্দর অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, স্বভাব এবং গুণাবলী অর্জন করে। অন্য কথায়, নিম্ন স্ব থেকে কাজটি নির্ধারণ করে যাতে কাঙ্ক্ষিত অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বা গুণ অর্জন করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি উদার হতে চায় তার উচিত উদারতার লোকদের অনুসরণ করা এবং তাদের মতো সম্পদ ব্যয় করা, যদিও একজনকে নিম্ন সত্তার (নাফস) সাথে ধৈর্য ধারণ করতে হবে [কারণ এটি ভালর জন্য পরিবর্তনের জন্য উন্মুক্ত নয়]। এই [প্রচেষ্টা] অব্যাহত থাকা উচিত যতক্ষণ না নিম্ন স্ব এটিকে অভ্যাস হিসাবে অর্জন করে এবং উদারতা কারও মেজাজ এবং অভ্যন্তরীণ স্বভাবের অংশ হয়ে ওঠে ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি অহংকারের গুণে আধিপত্য বিস্তার করে এবং নম্র হতে চায়, তার উচিত নম্রতার লোকদের কর্ম অনুসরণ করা এবং সংগ্রাম ও আধ্যাত্মিক সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া এবং নিম্ন আত্মাকে নম্রতার দিকে ঝুঁকানোর চেষ্টা করা যতক্ষণ না এই অন্তরের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যটি একটি অভ্যাসে পরিণত হয় এবং যতক্ষণ না নিম্ন আত্মার জন্য নম্রতা সহজ হয়ে যায়। সমস্ত ভাল এবং প্রশংসনীয় অভ্যন্তরীণ চরিত্রের গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্য এটি একই পদ্ধতি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

جعلت قرة عيني في الصلاة

"আমার চোখের শীতলতা প্রার্থনার মধ্যে রয়েছে"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংগ্রহ *নাসাঈ* আনাস (রাঃ) এর বিধানের উপর)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজে তাঁর চোখের শীতলতা অনুভব করলেন, কারণ এই সৎকর্ম তাঁর অভ্যাস ও দ্বিতীয় স্বভাব হয়ে ওঠে। যতক্ষণ না নিম্ন আত্মা উপাসনায় কষ্ট এবং নিষেধাজ্ঞা পরিত্যাগ করতে অসুবিধা বোধ না করে, ক্ষতি থেকে যাবে এবং অনন্ত সুখের পরিপূর্ণতা অর্জন করা যাবে না। যাইহোক, কষ্ট এবং বেদনার অনুভূতি সহ ভাল সৎকর্মে অধ্যবসায় করা তাদের মধ্যে অধ্যবসায়ের অভাবের চেয়ে উত্তম, তবে আকাঙ্ক্ষা এবং অন্তরের প্রবৃত্তির সাথে সেগুলি করার চেয়ে এটি উত্তম নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَـٰشِعِينَ

"নিশ্চয় নামায কঠিন তাদের ব্যতীত যাদের অন্তরে নম্রতা রয়েছে। (কুরআন, দ্বিতীয় অধ্যায়, আয়াত 45)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اعبداللّٰہ فی الرضاءفان لم تستطع ففی الصبر علی ماتکرہ خیرا کثیرا

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর রিদা অবস্থায় (আল্লাহর ইচ্ছায় আনন্দিত হও যাতে তিনি তোমাদের জন্য যা ইচ্ছা করেন তাতে তোমরা সন্তুষ্ট হও, তা ভালো মনে হোক বা মন্দ মনে হোক)। যদি এটি সম্ভব না হয় [এই আধ্যাত্মিক অবস্থার উচ্চতার কারণে] তবে আপনি যা অপছন্দ করেন তার সাথে ধৈর্য ধারণ করা, এতে প্রচুর কল্যাণ রয়েছে [কারণ এটি আধ্যাত্মিক কোষাগারের একটি ভাণ্ডার]। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *তাবারনী কবীর)*

এটি সা'দাহ (*কারও সৌভাগ্য যা অনন্ত সুখ এবং অন্তহীন বিজয়ের পূর্বাভাস দেয়) এর পরিপূর্ণতা নয় যে কখনও কখনও একটি [ধার্মিক] কাজ* রিদা (ঐশ্বরিক হুকুমের সম্পূর্ণ গ্রহণ এবং তার উপর আনন্দ করা) এবং অভ্যন্তরীণ প্রবণতার সাথে করা হয় এবং কেউ এটি করতে আনন্দ খুঁজে পায় এবং কখনও কখনও এটি বিপরীত হয়। পরিবর্তে, প্রতিটি মুহূর্তে এবং প্রতিটি মোড়ে একজনকে একই অবস্থায় থাকতে হবে। বরং বয়স বাড়ার সাথে সাথে আকাঙ্ক্ষা ও অনুরাগ, অন্তরের প্রবণতা, ঐশ্বরিক প্রেম এবং ঐশ্বরিক আদেশের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সা'*আদা (*চিরন্তন সুখ ও অনন্ত বিজয়ের পূর্বাভাস দেয়) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন:

طول العمر فی طاعۃ اللّٰہ

"ঈশ্বরের আনুগত্য ও উপাসনায় দীর্ঘায়ু করা। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রহঃ) এর তত্ত্বাবধানে* হাদীস *সংকলন* আবু মনসুর আদ-দায়ালামী।

এ কারণেই নবী ও সাধুগণ মৃত্যুকে অপছন্দ করতেন, কারণ এক নবীর বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'পৃথিবী আখেরাতের চাষাবাদের জমি'। যতটুকু মানুষের জীবন আছে, ততটুকু হবে ঐশ্বরিক ইবাদতের পরিমাণ এবং ততটুকু আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান ও পুরস্কার হবে। স্ব পরিচ্ছন্ন থেকে বিশুদ্ধ হয়ে উঠবে, অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী শক্তিশালী থেকে শক্তিশালী এবং ভাল থেকে চমৎকারে অগ্রসর হবে। তা ছাড়া, ইবাদতের উদ্দেশ্য হ'ল হৃদয়ের উপর প্রভাব ফেলা [যেহেতু ঐশ্বরিক উপাসনা কেবল উপাসনার জন্য নয় বরং হৃদয় ও আত্মাকে লালন করার জন্য তাদের ঐশ্বরিক সত্যের দ্বারে পৌঁছানোর জন্য সক্ষম ও ক্ষমতায়ন করার জন্য] এবং এটি ঘটে যখন উপাসনায় অবিরাম অধ্যবসায় এবং অধ্যবসায় থাকে।

এই সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং স্বভাবের উদ্দেশ্য এই যে জাগতিকতার প্রতি ভালবাসা হৃদয়ে থাকে না, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায়, [স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাত] ছাড়া কারও কাছে আর কিছুই প্রিয় থাকে না, একজন বস্তুগত সম্পদ এমনভাবে ব্যয় করে যার মাধ্যমে কেউ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারে। ক্রোধ এবং আকাঙ্ক্ষা উভয়ই ঐশ্বরিক আইন দ্বারা বর্ণিত উপায়গুলি অনুসারে ব্যবহার করার জন্য [আজ্ঞাবহতার অবস্থায়] মানুষের হাতে রাখা হয়েছে এবং তাদের জ্ঞান এবং ঐশ্বরিক ঘনিষ্ঠতার অবস্থায় ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর উপায় তৈরি করা হয়েছে। এর পরে, এই জাতীয় কাজগুলিতে খুশি হওয়া উচিত এবং সেগুলি আনন্দদায়ক খুঁজে পাওয়া উচিত। যদি কেউ প্রার্থনায় সান্ত্বনা পায় বা তাতে চোখের শীতলতা খুঁজে পায় বা ঐশ্বরিক উপাসনা ভাল মনে হয়, তবে এটি আশ্চর্যজনক কিছু নয় কারণ নিজের মধ্যে [ভাল] অভ্যাসগুলি আরও আশ্চর্যজনক এবং অদ্ভুত জিনিসের আবির্ভাবের কারণ হতে পারে। আমরা রাজা এবং সমৃদ্ধ লোকদের সর্বদা দুঃখ এবং বেদনায় আচ্ছন্ন দেখতে পাই। অন্যদিকে, দরিদ্র জুয়াড়ির দিকে তাকান যে হেরে যাওয়ার পরেও খুশি এবং এতে আনন্দ খুঁজে পায় এবং এটি ছাড়া জীবন খুব কঠিন হয়ে উঠবে। জুয়া খেলে সম্পদের ক্ষতি হয়, বাড়িঘর এবং পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়, জীবনের আরাম-সুবিধা কেড়ে নেওয়া হয় এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে জবাবদিহিতার ভয় তাদের উপরে তলোয়ারের মতো ঝুলছে। তারপরও তারা এই আসক্তি থেকে মুক্তি পেতে পারে না কারণ কিছু সময়ের জন্য (জুয়া) খেলার পরে, একজন এতে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং চেষ্টা করার পরেও এটি ছাড়তে অক্ষম হয়। যে কবুতর উড়ে যায় সে এই খেলায় এতটাই মুগ্ধ হয় যে একজন সারাদিন রোদে দাঁড়িয়ে থাকে এবং সূর্যের রশ্মির কঠোরতা অনুভব করে না কারণ কবুতরের প্রতি তার ভালবাসা এবং খোলা জায়গায় তাদের উড়তে দেখার আগ্রহ এবং তাদের উপর বাজি ধরা একজনের প্রিয় বিনোদন। একই অবস্থা খারাপ স্বভাবের লোকদের যারা দিনরাত ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করে এবং কারাগারের কষ্টের মুখোমুখি হয় কিন্তু তবুও তাদের ভুল কাজ থেকে বিরত থাকে না এবং তাদের বিনোদনকে (যা অপরাধমূলক প্রকৃতির] গর্বের যোগ্য বলে মনে করে এবং আনন্দের সাথে সমস্ত শাস্তির মুখোমুখি হয়। তাদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতি আবেগ ও উন্মাদনার ব্যাপকতা এতটাই যে চোরদের হত্যা করা হলেও তারা চুরি করা জিনিসপত্র কোথায়

লুকিয়ে রেখেছে তা প্রকাশ করবে না এবং তাদের শরিককে সনাক্ত করবে না। এর কারণ হলো, তারা তাদের কাজকে (মানব প্রচেষ্টার) শ্রেষ্ঠত্ব ও পরিপূর্ণতা এবং অত্যধিক সহিংসতাকে সাহসিকতা বলে মনে করে এবং এসব কার্যকলাপে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, তারা [গ্রেপ্তার, বিচার এবং] শাস্তির মুখোমুখি হওয়া থেকে বিরত থাকে না। এই শাস্তি তাদের জন্য স্বস্তির উৎস। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ রাষ্ট্র নিয়ে ব্যস্ত ও ব্যস্ত থাকে এবং নিজের প্রচেষ্টা ও পেশা নিয়ে গর্বিত হয়, সে শাসক ও নেতা হোক বা দারোয়ান ও নাপিত হোক না কেন। এই সমস্ত বিষয় একই কাজের অধ্যবসায় এবং অধ্যবসায়ের ফলে সামনে আসে এবং যখন একই বিষয়টি একই স্বভাব এবং প্ররোচনার লোকদের মধ্যে দেখা যায়, তখন এই বিষয়গুলি আরও দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে ওঠে।

যাই হোক না কেন, যখন মানুষ মিথ্যা [এবং অন্যায়] দ্বারা আনন্দ পেতে পারে এবং মন্দের দিকে ঝুঁকতে পারে, তখন কেন সে সত্যের প্রতি আনন্দ খুঁজে পাবে না এবং কেন এটি ভাল ও ন্যায়ের দিকে ঝুঁকতে পারে না? বাস্তবতা হ'ল সহজাত [মানব] প্রকৃতি খারাপ জিনিস এবং অভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক গুণাবলীর দিকে ঝুঁকে পড়ে না। এটি এমন একজন ব্যক্তির মতো যার মাটি খাওয়ার ইচ্ছা এবং প্রবণতা রয়েছে। এই প্রবণতাকে কি প্রাকৃতিক প্রবণতা বলা যেতে পারে? প্রজ্ঞা, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা, ঐশ্বরিক জ্ঞান এবং উপাসনার প্রতি কারও ঝোঁক খাওয়া-দাওয়ার প্রতি প্রবণতার মতো [যা একটি বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক ঘটনা]। যেমন খাবার খাওয়ার প্রতি ঝোঁক সহজাত [মানব] প্রকৃতির অংশ, তেমনি ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা, জ্ঞান এবং উপাসনার প্রতি ঝোঁক হৃদয়ের সহজাত প্রকৃতির একটি প্রয়োজনীয় ফলাফল। কারণ হৃদয় [বা আত্মা] একটি ঐশ্বরিক আদেশ, আকাঙ্ক্ষা এবং কামনার প্রভাবের প্রতি তার ঝোঁক অস্থায়ী হতে পারে তবে চিরস্থায়ী এবং সহজাতভাবে প্রাকৃতিক হতে পারে না। হৃদয়ের [বা আত্মার] প্রকৃত পুষ্টি হল প্রজ্ঞা, ঐশ্বরিক জ্ঞান এবং ঐশ্বরিক প্রেম। যদি প্রতিবন্ধকতার কারণে এটি তার প্রকৃত সহজাত প্রকৃতির প্রভাব থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় তবে এটি তার মতো যার পেটে সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং খাবারের জন্য তার আকাঙ্ক্ষা অবশিষ্ট নেই, যদিও পাকস্থলীর পুষ্টি খাদ্যের মাধ্যমে এবং মানব জীবন তার উপর নির্ভর করে। এ দৃষ্টান্ত থেকে এটা স্পষ্ট যে, কোন হৃদয় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর প্রতি ঝুঁকবে, ততটুকু সে (হৃদয় বা আত্মা) রোগগ্রস্ত হবে। তবে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের প্রতি ভালোবাসা যদি আল্লাহর জন্য হয়, তাহলে তাতে কোন দোষ নেই, বরং এ ধরনের ভালোবাসা প্রকৃত সহজাত [মানব] প্রকৃতিরও অংশ হবে।

এই ব্যাখ্যাটি কোনও সন্দেহের ছায়া ছাড়াই প্রমাণ করে যে আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা এবং সংগ্রামের মাধ্যমে, সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং স্বভাবগুলি [স্পষ্টভাবে] অর্জন করা যেতে পারে। অন্য কথায়, যদি কেউ সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেগুলি অর্জন করে এবং সেগুলি মেনে চলতে থাকে তবে শেষ পর্যন্ত এই অভ্যন্তরীণ গুণাবলী এবং

চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি সহজাত এবং দ্বিতীয় প্রকৃতিতে পরিণত হয়। এটি হৃৎপিণ্ড এবং শারীরিক অঙ্গগুলির মধ্যে একটি অদ্ভুত সংযোগ কারণ হৃৎপিণ্ডে যে গুণাবলীই জন্ম নেয় না কেন, তারা অগত্যা অঙ্গগুলিকে প্রভাবিত করে এবং হৃদয় থেকে সংকেত পাওয়ার পরে তারা চলাচল শুরু করে। একইভাবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত ক্রিয়াগুলি হৃদয়কে প্রভাবিত করে। হৃদয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এই [পারস্পারিক] প্রভাবের শৃঙ্খল অব্যাহত রয়েছে। এটি একটি উদাহরণের মাধ্যমে এই বাস্তবতা বুঝতে সহায়তা করবে। ধরুন কেউ ক্যালিগ্রাফি শিল্পে দক্ষতা অর্জন করতে চান। এটি অর্জনের উপায় হ'ল বিশেষজ্ঞ ক্যালিগ্রাফারদের উদাহরণ অনুকরণ করা এবং তাদের মতো অক্ষর এবং শব্দগুলি লিখতে হবে। ক্যালিগ্রাফি একটি অভ্যাসে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের জন্য এই অনুশীলনটি চালিয়ে যাওয়া উচিত এবং যেমন সুন্দর অক্ষরগুলি পূর্বে দুর্দান্ত প্রচেষ্টার সাথে গঠিত হয়েছিল, এখন সেগুলি স্বাচ্ছন্দ্যে গঠিত হতে শুরু করে। অনুরূপভাবে, যদি কেউ পাণ্ডিত্যবাদী ধর্মতত্ত্ববিদ (*ফকিহ) হতে চায়*, তবে তাকে পাণ্ডিত্যবাদী ধর্মতত্ত্ববিদদের অনুসরণ করা উচিত। অন্য কথায়, একজনকে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্মতত্ত্ব (ফিকহ) সম্পর্কিত বিষয়গুলি (বিষয় বা জ্ঞানের বিষয়) ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি এবং অনুশীলন করা উচিত যাতে কেউ সেগুলি মুখস্থ করে যাতে তাদের প্রভাব হৃদয়ে পৌঁছায় এবং একজন সত্যিকারের একজন পাণ্ডিত্যবাদী ধর্মতত্ত্ববিদ হয়ে ওঠেন যিনি যা শিখেছেন তা অনুসরণ করেন। অনুরূপভাবে, উদার, ঈশ্বরভীরু, সহনশীল, ধৈর্যশীল এবং নম্র হতে ইচ্ছুক ব্যক্তির উচিত সেই লোকেদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা যারা সত্যিকার অর্থে উদারতা, ঈশ্বর-ভয়, সহনশীলতা, ধৈর্যশীলতা এবং নম্রতার অলঙ্কারে সমৃদ্ধ। এই অনুসরণটি প্রাথমিকভাবে প্রচুর প্রচেষ্টার সাথে করা হয়, তবে পরে এই ক্রিয়াগুলি অনুসরণ করা হয়, অভ্যাসে পরিণত হয় এবং একজনের মেজাজ এবং অভ্যন্তরীণ স্বভাবের মধ্যে [দৃঢ়ভাবে] শিকড় গেড়ে যায়। সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্রের গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য এবং স্বভাব অর্জনের জন্য এটিই মূল কৌশল।

এখানে এটা মনে রাখা উচিত যে, পাণ্ডিত্যবাদী ধর্মতত্ত্বের একজন ছাত্র যেমন একদিন ছুটি নেওয়ার কারণে কারও উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হয় না, তেমনি একদিনের জন্য অধ্যয়ন করে এবং পুনরাবৃত্তি করে [পাণ্ডিত্যবাদী ধর্মতত্ত্বের জ্ঞানের বিষয়গুলি মুখস্থ করার জন্য] একজন পাণ্ডিত্যবাদী ধর্মতত্ত্ববিদ হয়ে ওঠে না। অনুরূপভাবে সৎকর্মের মাধ্যমে হৃদয়ের শুদ্ধি, পরিপূর্ণতা ও সৌন্দর্যের সন্ধানকারী একদিনের জন্য চেষ্টা করে নিজের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে না এবং পাপের একটি দিনও এই উদ্দেশ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। পণ্ডিতদের বক্তব্য যে একটি বড় পাপ অনন্ত ক্ষতির কারণ নয় তার অর্থ একই জিনিস [যেমন একজনের অনুশোচনা, অনুতাপ এবং সংশোধনের মাধ্যমে ঐশ্বরিক ক্ষমার দরজা সর্বদা খোলা থাকে]। যাইহোক, একটি দিনের বিরতি অন্য দিনের বিরতির কারণ হতে পারে এবং যদি এটি অব্যাহত থাকে তবে এটি কারও মেজাজে অলসতা সৃষ্টি করতে পারে এবং নিম্ন স্ব নিষ্ক্রিয়তায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। ঈশ্বর যেন আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেন [যেহেতু আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতির ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়তার দিকে পরিচালিত করে অলসতার পরিণতি চিরন্তন ক্ষতি, বঞ্চনা এবং দুঃখের

দিকে পরিচালিত করে]। এমন লোকদের অবস্থা যারা ছোটখাটো গুনাহকে তেমন গুরুত্ব দেয় না এবং সেগুলোকে ছোট মনে করে এবং [ভবিষ্যতে] অনুশোচনা দিয়ে তাদের নিম্ন আত্মাকে প্রতারিত করে এবং এটি এমন পরিমাণে চলে যায় যে তারা অনুতপ্ত হওয়ার সুযোগ পায় না এবং মৃত্যুর লৌহ খপ্পরে তাদের গ্রাস করে। তাদের পাপের প্রতি জোর করার কারণে তাদের অন্তর অন্ধকার হয়ে গেছে এবং তারা আর তওবা করতে পারছে না। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, 'হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত আলী (রাঃ) বলেন, 'হৃদয়ে ঈমানের শুরু একটি সাদা বিন্দু দিয়ে শুরু হয়। ঈমান বাড়ার সাথে সাথে, এই বিন্দুর আলোকসজ্জা এবং আকারও বৃদ্ধি পায় যতক্ষণ না সমস্ত হৃদয় আলোকিত হয় [ঐশ্বরিক আলোর আভায়]। ভণ্ডামি শুরু হয় একটি কালো বিন্দু [হৃদয়ে কালো দাগ] দিয়ে। ভণ্ডামি বাড়ার সাথে সাথে এই কণার অন্ধকার এবং একজনের অনুভূত অস্তিত্বে এর উপস্থিতিও বৃদ্ধি পায় যতক্ষণ না পুরো হৃদয় [এবং আত্মা] অন্ধকার হয়ে যায়"।

এই বিস্তারিত ব্যাখ্যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সুন্দর আচরণ, নৈতিকতা, অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব (*ইখলাক*) কখনও কখনও সহজাত হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই মানব স্বায়ত্ত পাওয়া যায় [ঐশ্বরিক দান এবং সেই ব্যক্তির উপর উদারতা হিসাবে] এবং কখনও কখনও সেগুলি প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করা প্রয়োজন। এই অধিগ্রহণ প্রাথমিকভাবে প্রচেষ্টা এবং কষ্ট দিয়ে করা হয় কিন্তু পরে একই সুন্দর আচরণ, নৈতিকতা, অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং স্বভাব অভ্যাস এবং একজনের মেজাজের অংশ হয়ে ওঠে। এগুলি ভাল লোকদের পর্যবেক্ষণ করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেও অর্জন করা হয় কারণ মেজাজ অনুলিপি করতে ভাল এবং ভাল বা খারাপ সমস্ত বিষয় (মেজাজ) তাদের দ্বারা শোষিত হয়। একজন ব্যক্তি যার মেজাজ, অভ্যাস এবং শিক্ষার একটি অংশ [ভাল চরিত্র] রয়েছে, এই তিনটিই শ্রেষ্ঠত্বের খুব উচ্চ স্তরে রয়েছে। আর একজন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে অপমান ও দূরত্বের চরম পর্যায়ে থাকে, যার স্বভাব ত্রুটিপূর্ণ, তার অভ্যন্তরীণ স্বভাব ও প্রবণতার কারণে মন্দকে পছন্দ করে এবং তার বন্ধু ও সঙ্গীও থাকে। অন্য সমস্ত মানুষ এই দুটি ডিগ্রির মধ্যে [বর্ণালীর বিপরীত প্রান্তে] [আধ্যাত্মিক] ডিগ্রিতে থাকে। কুরআন বলে,

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿٧﴾

وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ﴿٨﴾

"যে ব্যক্তি পরমাণুর সমান সৎকর্ম করে, সে তা দেখতে পাবে এবং যে ব্যক্তি পরমাণুর সমান মন্দ কাজ করে, সে তা দেখতে পাবে। (কুরআন, অধ্যায় 99, আয়াত 7-8)

وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

"আর আল্লাহ তাদের উপর সামান্যতম অত্যাচার করেননি, বরং তারা নিজেদেরকেই অত্যাচার করত। (কুরআন, 16 অধ্যায়, 33 আয়াত)

নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্র এবং স্বভাবের সভ্যতা অর্জনের উপায়ের বিশদ ব্যাখ্যা

শরীর এবং স্ব: আপনি এটি আগে শিখেছেন যে অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলিতে সংযম স্বাস্থ্যের একটি ইঙ্গিত এবং সংযম থেকে বিচ্যুতি রোগের লক্ষণ। এটি শরীরের মেজাজের সংযম এবং ভারসাম্যের অনুরূপ স্বাস্থ্যের লক্ষণ এবং এটি থেকে বিচ্যুত হওয়া অসুস্থতার লক্ষণ। আলোচিত বিষয় সম্পর্কে, আমরা দেহের উদাহরণ ব্যবহার করতে পারি। স্বাস্থ্য ও শারীরিক সুস্থতার অবস্থা আনার জন্য যেমন শারীরিক রোগ দূর করার প্রচেষ্টা করা হয়, তেমনি অভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক বৈশিষ্ট্যগুলি (চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, অভ্যন্তরীণ গুণাবলী এবং স্বভাব যা কারও আধ্যাত্মিক, মনস্তাত্ত্বিক, মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সুস্থতার জন্য ক্ষতিকারক স্বভাব) থেকে দূর করা হয় এবং এটি সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং স্বভাব দ্বারা সজ্জিত হয়। শারীরিক মানব শারীরিক সিস্টেমে, আসল উদ্দেশ্য ভারসাম্য এবং সংযম। এর সাথে সম্পর্কিত খাবারের ত্রুটি এবং আকাঙ্ক্ষাগুলি পেটে ত্রুটির কারণ হতে পারে। একইভাবে, মানুষের অভ্যন্তরের আসল উদ্দেশ্যও ভারসাম্য এবং সংযম। অভ্যন্তরীণতার এই ভারসাম্য ও সংযম নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বিখ্যাত *হাদীসে (হাদীস)* উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতিটি শিশু মধ্যপন্থী মেজাজ এবং সত্যিকারের সহজাত প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে [যা সমস্ত ভাল জিনিসের প্রতি ঝুঁকছে] কিন্তু পরে পিতা-মাতা তাকে তাদের নিজস্ব ছাঁচে গড়ে তোলে। হাদীসের বাণীসমূহ নিম্নরূপ:

كل مولود يولد على الفطرة وانما ابواه يهوّدانه او ينصّرانه او يمجّسانه

"প্রতিটি শিশু সত্যিকারের সহজাত প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে [যার উপর ঈশ্বর সমগ্র মানবজাতিকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে একজন ইতিমধ্যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সত্য এবং ধার্মিকতার প্রতি উত্সর্গ, ভাল এবং ইতিবাচক সমস্ত কিছু, শান্তি এবং সবার সাথে সম্প্রীতি, এবং জ্ঞানের অবস্থার মাধ্যমে নিজের স্বর্গীয় উত্সে পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষা যা অভ্যন্তরীণ আলোকসজ্জা এবং চিরন্তন সত্যের ভোরের দিকে পরিচালিত করে] কিন্তু একজনের পিতামাতা একজনকে ইহুদীতে রূপান্তরিত করে, খ্রিস্টান এবং ম্যাজিয়ান (পৃথিবীতে বিদ্যমান বৈচিত্র্যময়

ধর্মীয় এবং মতাদর্শগত ঐতিহ্যের দিকে ইঙ্গিত করে এবং এভাবে একজনকে তাদের নিজস্ব ধর্মীয়, মতাদর্শগত, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেক্ষাপটের ছাঁচে ছাঁচে ছাঁচে ফেলে)"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে হযরত *সহীহ বুখারী* ও *সহীহ মুসলিম নবী* হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু *থেকে বর্ণিত হাদীস* সংগ্রহ।

যদি শরীর সুস্থ থাকে তবে চিকিত্সক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের উপায়গুলি বিবেচনা করেন এবং যদি এটি অসুস্থ হয় তবে চিকিত্সক এটিকে স্বাস্থ্যের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে লড়াই করেন। অনুরূপভাবে, একজনের উচিত একটি শুদ্ধ, ভদ্র এবং সভ্য আত্মাকে রক্ষা করার চেষ্টা করা এবং নিজের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব এবং পবিত্রতার বৈশিষ্ট্যগুলি জাগ্রত করার চেষ্টা করা উচিত যা এটি থেকে বঞ্চিত। শরীরের শারীরিক ব্যবস্থায় ভারসাম্যপূর্ণ সংযমকে দুর্বল ও ধ্বংস করার কারণগুলির নিরাময় যেমন তাদের বিপরীত উপায়গুলির মাধ্যমে করা হয়, তেমনি নিজের রোগের নিরাময়ও তাদের বিপরীত উপায়ে করা হয়। যেমন, শিক্ষার মাধ্যমে অজ্ঞতা নিরাময় করা যায়, কৃপণতার রোগ নিরাময় হয় উদারতার মাধ্যমে, অহংকার নম্রতার মাধ্যমে, কামনার বন্যার সামনে বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে, যদিও এটি বেদনা ও অস্বস্তির কারণ হতে পারে। যেমন শরীরের অসুস্থতার নিরাময় ঔষধের তিক্ততা সহ্য করা এবং আত্মার আকাঙ্ক্ষা দমন করা [যা নিরাময়ের জন্য অনুকূল নয়], তেমনি আধ্যাত্মিক সংগ্রামের (মুজাহাদা) তিক্ততা ও কঠোরতা সহ্য না করে আত্মার (বা আত্মার) রোগগুলি দূর করা যায় না। পরিবর্তে, হৃৎপিণ্ডের রোগগুলির জন্য এই সংগ্রামটি আরও বেশি প্রয়োজন কারণ দেহের রোগগুলির সমাপ্তি মৃত্যুর সময় ঘটে যখন একজন মানুষের আত্মা শরীর ছেড়ে চলে যায়, তবে আত্মার রোগগুলি মৃত্যুর পরেও চিরকাল থাকে [যেহেতু আত্মা কখনও মারা যায় না]। তাপ থেকে জন্ম নেওয়া রোগগুলি এমন ওষুধ দিয়ে নিরাময় করা যায় না যা ঠান্ডা প্রকৃতির এবং উপযুক্ত পরিমাণে রোগের তীব্রতা এবং দুর্বলতা সাবধানতার সাথে বিবেচনা করে নির্ধারিত হয়। চিকিত্সকরা বিভিন্ন ওষুধের পরিমাণের উপর মান নির্ধারণ করেছেন এবং তারা এই মানগুলির আলোকে রোগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপযুক্ত এবং উপকারী পরিমাণে সেগুলি লিখে দেন। এসব মানদণ্ড মেনে না চললে অসুস্থতা কমে যাওয়ার পরিবর্তে বাড়বে।

আত্মার (বা আত্মা) রোগের অবস্থাও একই অবস্থা। আধ্যাত্মিক গাইডদেরও একই মানগুলি মেনে চলা উচিত যখন তাদের বিপরীত মাধ্যমে আত্মার রোগগুলির নিরাময় করা হয়। ঔষধের মান অসুস্থতার [স্তর এবং প্রকৃতি] অনুসারে সেট করা হয়। আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকদের তাদের আধ্যাত্মিক রোগীদের উপর আধ্যাত্মিক অনুশীলন এবং কঠোরতার এত বোঝা চাপানো উচিত নয় যে তারা সহ্য করতে পারে না। উপরন্তু, একজন আধ্যাত্মিক গাইডের রোগের প্রকৃতি সঠিকভাবে নির্ধারণ না করা পর্যন্ত কোনও নিরাময়ের পরামর্শ দেওয়া উচিত নয়। নিরাময় পরিচালনার ক্ষেত্রে, রোগের মূল্যায়ন অনুসারে নিরাময় এবং ওষুধ লিখে দেওয়া একজন

চিকিত্সকের উপর বাধ্যতামূলক। যদি কেউ একই ওষুধ দিয়ে সব রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করে, তাহলে রোগীর মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই হবে না। অনুরূপভাবে, আধ্যাত্মিক পথের [সকল] ছাত্রদের সংস্কারের জন্য একজন আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের একই পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত নয়। যদি কেউ তা করে, তবে সে তার আধ্যাত্মিক রোগীদের হৃদয় ধ্বংস করে দেবে। একজন আধ্যাত্মিক গাইডের উপর প্রথমে নিজের ছাত্রের রোগ নির্ণয় করা, শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা, নিজের বয়স এবং বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করা এবং আধ্যাত্মিক সংগ্রামের কঠোরতা এবং তীব্রতা সহ্য করতে কতটা সক্ষম তা দেখা বাধ্যতামূলক। এই সমস্ত বিষয় মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করার পর, একজন আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের উচিত এক আধ্যাত্মিক অনুশীলনের পরামর্শ দেওয়া।

যদি ছাত্র (আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার পথে অন্বেষণকারী) একজন শিক্ষানবিশ হয় এবং ঐশ্বরিক বিধান থেকে [গ্রহণযোগ্য মানব আচরণ ও কর্মের] সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অজ্ঞ হয়, তবে প্রথমত, বাইরের [শারীরিক] পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি এবং শুদ্ধিকরণ), প্রার্থনা এবং বাহ্যিক উপাসনা করার সঠিক উপায়গুলি শেখানো উচিত। যদি ছাত্র অবৈধ (হারাম) বস্তুগত সম্পদ অর্জন ও ধারণের সাথে জড়িত থাকে এবং পাপ করে তবে তাকে [শিক্ষক বা আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের দ্বারা] বিরত রাখতে হবে এবং পাপের জীবন যাপন থেকে নিষেধ করা এবং বাধা দেওয়া দরকার [নেতিবাচক ও ক্ষতিকারক চিন্তা, অনুভূতি এবং প্রবণতার অভ্যন্তরীণ পাপ সহ]। যখন কারও বাহ্যিক অস্তিত্ব বাহ্যিক পাপের অপবিত্রতা ও অপবিত্রতা থেকে শুদ্ধ হয় এবং [ঐশ্বরিক] উপাসনার আলোতে আলোকিত হয়, তখন আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের উচিত বাইরের অবস্থার ইঙ্গিতের মাধ্যমে ছাত্রের অন্তর্নিহিত সত্তা পরীক্ষা করা এবং একজনের নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র, প্রবণতা, অভ্যাস এবং হৃদয়ের রোগ বিশ্লেষণ করা। যদি ছাত্রের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বস্তুগত সম্পদ থাকে, তবে আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের উচিত এটি গ্রহণ করা এবং এটি দান করার জন্য যাতে কারও হৃদয়ে বস্তুগত সম্পদের প্রতি কোনও ঝোঁক না থাকে এবং একচেটিয়াভাবে ঈশ্বরের দিকে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হয়। অনুরূপভাবে যদি ছাত্রের (আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার পথে অন্বেষণকারী) অহংকার, অহংকার এবং শ্রেষ্ঠত্বের জটিলতার একটি প্রাধান্য অনুভূতি থাকে, তবে তাকে ভিক্ষার জন্য হাত প্রসারিত করার জন্য একটি বাজারে প্রেরণ করা উচিত কারণ এই [অভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক বৈশিষ্ট্যগুলি] অপমান ছাড়া চলে যায় না, এবং ভিক্ষার চেয়ে অপমানজনক আর কিছুই নেই এবং এই রোগটি সম্পূর্ণরূপে নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত [নিজের অভ্যন্তরীণ সত্তা থেকে] এটি চালিয়ে যেতে বাধ্য হওয়া উচিত। অহংকার এবং অহংকার হৃদয়ের সবচেয়ে খারাপ রোগগুলির মধ্যে একটি। যদি কোন শিক্ষার্থীর শরীর ও পোশাকের চরম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (*নাজাফা)* এর প্রতি বেশি ঝোঁক থাকে, তবে তাকে ঘর পরিষ্কার করতে বাধ্য করা উচিত এবং ঝাড়ু নোংরা জায়গা পরিষ্কার করতে হবে অথবা তাকে রান্নাঘরের কিছু কাজ দেওয়া উচিত যেখানে [চুলা থেকে] ধোঁয়া মোকাবেলা করতে হয় এবং [ফলস্বরূপ] চরম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অহংকার এবং এটি সম্পর্কে চমৎকার হওয়ার অহংকার

থাকবে না। যারা পোশাকে সুস্পষ্ট ব্যবহার গ্রহণ করে এবং ক্রমাগত সুন্দর পোশাকের সন্ধান করে, তাদের এবং [শীঘ্রই] কনের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই কারণ তারা সারাদিন নিজেকে সুন্দর করে তুলতে ব্যস্ত থাকে। উপরন্তু, একজন নিজের উপাসনা করা এবং পাথর বা মূর্তির পূজা করার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

যখনই কোন বান্দা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করে, তখন তার অন্তর আল্লাহর নিকট আবৃত হয়ে যায় (আল্লাহ ও এক ব্যক্তির মধ্যে পর্দা বা বাধা টানা হয়)। যে ব্যক্তি পোশাকের পরিচ্ছন্নতা ও হালালতার চেয়ে বেশি কিছু নিয়ে চিন্তিত হয়, সে নিজের ইবাদত (*নাফস)* হয়। আধ্যাত্মিক সংগ্রামের সূক্ষ্মতাগুলির মধ্যে একটি হ'ল যদি একজন ছাত্র বা সাধক [আধ্যাত্মিক পথের] একটি অভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক মন্দ থেকে বিরত না থাকে, তবে তার মনোযোগ এবং দিকনির্দেশনা সেই নেতিবাচক গুণ থেকে নিম্ন মাত্রার একটি ভিন্ন নেতিবাচক গুণের দিকে ঘুরে যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি শিশু প্রথমে একটি স্কুলে ব্যাট-বলের খেলায় লিপ্ত হয়, তারপরে খেলাধুলা থেকে ভাল পোশাকের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তারপরে ভাল পোশাক এবং আত্মসাজরণে অহংকার থেকে রাজনৈতিক অফিস এবং খ্যাতি অর্জন এবং শেষ পর্যন্ত আখেরাতের জীবনের দিকে ঝুঁকছে। যদি কারও হৃদয় হঠাৎ করে খ্যাতি ও ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করার দিকে ঝুঁকে না থাকে, তবে একজনকে নিম্ন স্তরের খ্যাতি এবং ক্ষমতার জন্য প্ররোচিত করা উচিত এবং ধীরে ধীরে এই [অভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক] গুণ থেকে বিরত থাকতে হবে। অনুরূপভাবে, যদি কোন আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক কোন ছাত্রের মধ্যে খাবারের লোভ খুঁজে পায়, তবে তাকে রোজা রাখা এবং কম খাওয়ার জন্য বাধ্য করা উচিত, তবে তাকে সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত করা এবং অন্যকে খাওয়ানোর দায়িত্ব দেওয়া উচিত নয়, তবে নিজেকে এমন পরিমাণে খাওয়া উচিত নয় যে আত্মা (*নফস*) এতে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং ধৈর্যের শক্তির জন্ম হয় এবং লোভের অবসান ঘটে। অনুরূপভাবে, যদি একজন ছাত্র তরুণ হয় এবং বিয়ে করতে চায় কিন্তু সে [বিবাহকে আর্থিকভাবে সমর্থন করতে না পারে যেমন একজন স্বামী তার স্ত্রীকে সমর্থন করতে বাধ্য হয়], তবে তাকে রোজা রাখতে বাধ্য করা উচিত। অনেক সময় রোজা রাখলে তীব্র আকাঙ্ক্ষা কমে না। সেক্ষেত্রে সাধককে (আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী) বলা উচিত যে, শুধু পানি দিয়ে [তার নির্ধারিত সময়ে] রোজা ভঙ্গ করতে এবং রুটি না খেতে। দ্বিতীয় দিনে রুটি দিয়ে রোজা ভঙ্গ করতে হবে, কিন্তু কোনো মাংস বা অন্য কোনো তরকারি বা খাবার এমনভাবে ব্যবহার করবেন না যাতে কামনার তীব্রতা শেষ হয়ে যায়। শুরুতে ক্ষুধার চেয়ে ভালো কোনো চিকিৎসা নেই।

আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক যদি সাধকের মধ্যে ক্রোধের আধিপত্য দেখেন, তবে তাকে ধৈর্য, ধৈর্য এবং নীরবতা বজায় রাখার আদেশ দেওয়া উচিত এবং অসভ্যতার লোকদের সাথে কাজ করতে বলা উচিত এবং তাদের সেবা করতে বলা উচিত যাতে তারা তাদের দ্বারা সৃষ্ট যন্ত্রণার উপর ধৈর্য ধারণ করে ধৈর্যের অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এটি একজন সাধু (আধ্যাত্মিক গুরু) সম্পর্কে বর্ণিত

হয়েছে, যিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এমন লোকদের জন্য কায়িক শ্রমিক হিসাবে কাজ করতেন যারা খারাপ আচরণ এবং কঠোর ছিল এবং অভদ্র ভাষা ব্যবহার করা তাদের অভ্যাস ছিল। তিনি ধৈর্য সহকারে তাদের দ্বারা প্রদত্ত সমস্ত কষ্ট সহ্য করতেন এবং [তাদের কু-আচরণের জন্য] তাঁর ক্রোধ সংযত করতেন। শুরুতে তাঁর পক্ষে এটি করা কঠিন ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে ধৈর্য তাঁর মধ্যে দ্বিতীয় প্রকৃতি হিসাবে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে ওঠে এবং সাধারণ মানুষের দ্বারা ধৈর্যের মডেল হিসাবে তাঁর নাম গ্রহণ করা শুরু হয়। কিছু সাধু নিজেদের মধ্যে দুর্বলতা এবং কাপুরুষতা খুঁজে পেয়েছিলেন। যখন আবহাওয়া ঠান্ডা ছিল, এবং ঢেউ বিরক্ত ও অশান্ত ছিল, তখন তারা সমুদ্রের পৃষ্ঠে ভ্রমণ করে নিজেদের মধ্যে [এই অবাঞ্ছিত গুণাবলী] নিরাময় করেছিল। কিছু সাধু শুরুতে ধীর ছিলেন এবং তারা সারা রাত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে নিজেকে সুস্থ করেছিলেন যতক্ষণ না আত্মা এর তীব্রতায় বিচলিত হয়ে পড়ে এবং [উপাসনায়] পায়ে দাঁড়াতে রাজি হয়। কিছু লোক নদীতে টাকা জমা দিয়ে তাদের হৃদয় থেকে ধন-সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের প্রতি ভালবাসা দূর করে। তারা দাতব্য কাজে তাদের দেওয়ার চেয়ে নদীতে অর্থ রাখতে পছন্দ করেছিল কারণ দাতব্য কাজে আড়ম্বরপূর্ণ হওয়ার ঝুঁকি ছিল।

এই উদাহরণগুলি আমাদের হার্টের রোগ নিরাময়ের পদ্ধতিগুলি দেখায়। এখানে উদ্দেশ্য প্রতিটি রোগের ওষুধ ব্যাখ্যা করা নয়। ওষুধ এবং নিরাময়ের পদ্ধতিগুলি পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে ব্যাখ্যা করা হবে। এই সময়ে, উদ্দেশ্য কেবল ব্যাখ্যা করা যে প্রতিটি [আধ্যাত্মিক] রোগের নিরাময় তার বিপরীত কাজ করে সম্ভব। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে নিরাময়ের পদ্ধতি মাত্র একটি বাক্যে ব্যাখ্যা করেছেন:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ

فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ

"যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দাঁড়ানোর ভয় করে এবং নিম্ন স্ব থেকে সকল কামনা থেকে নিজেকে সংযত রাখত। *হাওয়া* অথবা একগুঁয়েমি ভুল মূর্খতা) [যা কারও বস্তুগত এবং অবস্তুগত (আধ্যাত্মিক) জীবনে একজনের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য ক্ষতিকারক], স্বর্গ এমন একজনের [চূড়ান্ত] গন্তব্য হবে। (কুরআন, অধ্যায় 79, আয়াত 40-41)

আধ্যাত্মিক সংগ্রামের আসল এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে কেউ যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা সম্পন্ন করা উচিত। অতএব, যদি কেউ সমস্ত কামনা প্রত্যাখ্যান করার সংকল্প গ্রহণ করে এবং পথে কিছু অসুবিধার মুখোমুখি হয়, তবে সে এই অসুবিধা এবং বাধাগুলি অতিক্রম করার সাহস ধরে রাখে এবং নিজের সংকল্প পূরণের জন্য এই অসুবিধাগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করাই প্রকৃত আধ্যাত্মিক সংগ্রাম। যদি কেউ তার সংকল্প পূরণ না করে [সমস্ত প্রতিকূলতার

বিরুদ্ধে আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যাওয়ার] তবে আত্মা এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে (অর্থাত্‌, নিজের সংকল্প ত্যাগ করে) এবং একজন ধ্বংস হয়ে যাবে [নিজের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন এবং অনন্ত সুখ অর্জন এবং ঊর্ধ্বমুখী আধ্যাত্মিক উত্থানের মাধ্যমে অবিরাম বিজয় অর্জন এবং পরিবর্তে, এর কারণে চিরন্তন ক্ষতি এবং শোকের দিকে নিয়ে যায়। যদি ঈশ্বর না করেন, তবে কেউ তার সংকল্প প্রত্যাখ্যান করে, তবে "আত্ম-পরীক্ষা এবং নিজের সমস্ত ত্রুটি এবং অনৈতিকতার জন্য নিজেকে দায়ী করা" (অধ্যায় 18) এর অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা উচিত একজনের নিজেকে শাস্তি দেওয়া উচিত। যদি কেউ নিজের নিজকে শাস্তি দিতে ব্যর্থ হয় [তার শিথিলতা এবং আধ্যাত্মিকভাবে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করার জন্য], নিম্ন আত্মা [এই ধরনের ব্যক্তিকে] আধিপত্য বিস্তার করবে এবং এতদিন করা সমস্ত আধ্যাত্মিক সংগ্রাম বৃথা যাবে।

আত্মার রোগ এবং স্বাস্থ্যের লক্ষণ

উল্লেখ্য, প্রতিটি দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। যে কর্মের জন্য এটি তৈরি করা হয়েছে তা যদি তার দ্বারা সম্পাদিত না হয় বা ব্যথা এবং কষ্টের সাথে সম্পাদন করা হয় না, তবে বলা হবে যে অঙ্গটি তার স্বাস্থ্য হারিয়েছে। হাতের অসুস্থতা (বা বিকৃতি) হ'ল এটি উপলব্ধি করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। চোখের অসুখ হলো তা দেখার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে, হৃদয়ের (বা আত্মার) অসুস্থতা হ'ল এটি যে নির্দিষ্ট কাজের জন্য এটি সৃষ্টি করা হয়েছে তা সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং [হৃদয়ের নির্দিষ্ট কাজ] হল ঐশ্বরিক জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ঐশ্বরিক জ্ঞান, ঐশ্বরিক প্রেম, ঐশ্বরিক উপাসনা, ঐশ্বরিক স্মরণে আনন্দ পাওয়া, একজনের প্রতিটি ইচ্ছার উপর তাঁকে প্রাধান্য দেওয়া এবং এই [উদ্দেশ্য] অর্জনের জন্য নিজের সমস্ত ইচ্ছা ও অঙ্গ থেকে সহায়তা নেওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি সৃষ্টি করিনি *জ্বিন* আর আমার ইবাদত ব্যতীত মানুষ। (কুরআন, অধ্যায় 51, আয়াত 56)

যাই হোক না কেন, প্রতিটি অঙ্গের কিছু বিশেষ উপকার রয়েছে। হৃদয়ের অদ্‌ভুত ক্রিয়া হল ঈশ্বরের প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান। মানুষের বিশেষ গুণ হ'ল যার মাধ্যমে একজনকে প্রাণী থেকে আলাদা করা হয় কারণ খাওয়া, পান করা, দেখা এবং সহবাস করার ক্ষমতাও প্রাণীদের মধ্যে বিদ্যমান। মানুষের স্বতন্ত্র গুণ হল যে কেউ বস্তুর বাস্তবতা উপলব্ধি করে এবং এটি একটি সত্য যে সমস্ত কিছুর উৎপত্তি, তাদের উদ্ভাবক এবং স্রষ্টা হলেন ঈশ্বর। কারো যদি কোন বস্তুর জ্ঞান থাকে কিন্তু তার উদ্ভাবককে না জানে এবং চিনতে পারে না, তাহলে বলা হবে যে সে বস্তুর বাস্তবতা সম্পর্কেও সচেতন নয়। জানার লক্ষণ হলো ভালোবাসা। যে ঈশ্বরকে জানে সে তাঁকে

ভালবাসবে এবং ভালবাসার লক্ষণ হ'ল পৃথিবীতে কোনও কিছুকে তাঁর চেয়ে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। যার হৃদয়ে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি ভালবাসা থাকে, তার হৃদয় অসুস্থ এবং এটি এমন পেটের মতো যা রুটি খাওয়ার পরিবর্তে ময়লা খেতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এই ধরনের পেটকে অসুস্থ বলা হয়। এগুলো হৃৎপিণ্ডের রোগের লক্ষণ এবং এই ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে রক্ষা করেছেন তা ব্যতীত সকল হৃদয় অসুস্থ।

কিছু রোগ এতটাই বিচক্ষণ হয় যে রোগী সেগুলো সম্পর্কে সচেতনও হয় না। হার্টের রোগের অবস্থা এমনই, রোগী এসব রোগ সম্পর্কে সচেতনও হয় না। এ কারণেই তাদের প্রতি অবহেলা করা হয়। যদি কেউ অসুস্থতার অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে, তবে সে তার ওষুধের তিক্ততা নিয়ে ধৈর্য অনুশীলন করার সাহস হারিয়ে ফেলবে। কারণ হৃৎপিণ্ডের রোগের ঔষধ কামনা ও আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করছে এবং মৃত্যুর যন্ত্রণার চেয়ে এটি করার বেদনা বেশি বেদনাদায়ক। ধৈর্য ধরার ক্ষমতা থাকলেও এমন একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পাওয়া যায় না যিনি [আত্মার রোগের জন্য] সঠিকভাবে নিরাময় করতে পারেন। হৃৎপিণ্ডের রোগের ডাক্তার বা নিরাময়কারীরা [ধর্মীয়] পণ্ডিত হতে পারে কিন্তু তাদের নিজস্ব হৃদয় [এইরকম] রোগের সাথে জড়িত। যখন তারা নিজেরাই নিরাময় করতে অক্ষম, তখন তারা কীভাবে অন্যকে নিরাময় করতে পারে? সেই দিক থেকে হৃদরোগ আরও বেড়ে গেছে এবং দুরারোগ্য হয়ে উঠেছে। হৃদরোগ নিরাময়ের জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে গেছে কারণ এই রোগগুলি বোঝেন এমন লোকেরা বা তাদের নিরাময় করার লোকেরা রয়ে যায়নি। মানুষ সম্পূর্ণরূপে জাগতিক প্রেমে নিমজ্জিত এবং এমন কর্মে লিপ্ত থাকে যার বাহ্যিক [চেহারা] ইবাদত এবং অভ্যন্তরীণ [বাস্তবতা] হল আড়ম্বর ও প্রদর্শন। এতদিন পর্যন্ত বাস্তব রোগের লক্ষণ উল্লেখ করা হতো। এখন নিরাময়ের ফলে অর্জিত স্বাস্থ্যের লক্ষণগুলি শুনুন।

এ প্রসঙ্গে যে রোগ নিরাময় করা দরকার সেদিকে নজর রাখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি সেই রোগটি ধ্বংসাত্মক হয় [কারও আধ্যাত্মিকতা, আধ্যাত্মিক পথ এবং আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা মুছে ফেলার অন্তর্নিহিত ক্ষমতার কারণে] এবং ঈশ্বর থেকে দূরত্ব তৈরি করে, তবে এর নিরাময় ধন এবং বস্তুগত সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে হতে পারে। কিন্তু কখনও কখনও, ব্যয়ের সীমা অতিক্রম করা হয় এবং এটি অপচয় ব্যয়ে প্রবেশ করে যা একটি রোগও বটে। কাঙ্ক্ষিত স্তরটি [সমস্ত চরমের মধ্যে] সংযম। ব্যয়ের ক্ষেত্রে, মধ্যম স্তরটি হ'ল উদ্দেশ্য যা অপচয় ব্যয় এবং কৃপণতার [দুটি চরম] মাঝখানে থাকে। আপনি যদি সংযমের বিন্দু এবং দুটি জিনিসের মাঝখানটি সন্ধান করতে চান, তবে এর পদ্ধতি হ'ল কোনও অভ্যন্তরীণ গুণের মাধ্যমে অস্তিত্বে আসা ক্রিয়াগুলির দিকে এক নজর রাখা। যদি সেই কাজটি সহজ এবং আনন্দদায়ক বলে মনে হয়, তবে তার জানা উচিত যে [সেই কর্মের সাথে আবদ্ধ] অভ্যন্তরীণ গুণটি নিজের (নাফস) উপর প্রাধান্য পায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি ধন সঞ্চয় এবং মজুদ করার চেয়ে অভাবী এবং যোগ্য

ব্যক্তিদের জন্য সম্পদ ব্যয় করা বেশি ঘৃণ্য হয় তবে একজনের জানা উচিত যে কৃপণতার অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য নিজের উপর প্রাধান্য পায়। সেক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তিদের অধিকার ফেরত দেওয়ার জন্য ব্যয় ও ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যদি [নিম্ন] স্ব অযোগ্য ব্যক্তিদের জন্য ব্যয় করতে আনন্দ খুঁজে পায় এবং এই ব্যয় সঞ্চয়ের চেয়ে সহজ বলে মনে হয়, তবে এটি থেকে বোঝা যায় যে অপচয় ব্যয় নিজের উপর প্রাধান্য পায়। সেক্ষেত্রে, একজনের উচিত সঞ্চয় করা এবং অপচয় ব্যয় থেকে সম্পদ বন্ধ করা। আত্মাকে (*নাফস*) এভাবে নজর ও রক্ষা করতে হবে এবং কোন কাজগুলো নিজের জন্য কঠিন এবং কোনটি সহজ, তা দেখতে ও লক্ষ্য করতে হবে। ধন-সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও ঝোঁক শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই সতর্কতা ও রক্ষাকতা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে আত্মা ব্যয় করতে আগ্রহী না হয় এবং মজুতের দিকে ঝুঁকে না থাকে। পরিবর্তে, এটি জলের মতো হয়ে যায় যা প্রয়োজনের সময় বন্ধ করা হয় এবং প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। উপরন্তু, সঞ্চয়ের চেয়ে ব্যয়ের কোনও অগ্রাধিকার থাকা উচিত নয় [বা তদ্বিপরীত]। যে হৃদয় এই ডিগ্রিতে পৌঁছায় [সমস্ত চরম পরিহার করে সমস্ত বিষয়ে ভারসাম্যপূর্ণ সংযম] সমস্ত ধ্বংসাত্মক মন্দ এবং নেতিবাচক অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য থেকে শুদ্ধ এবং শুদ্ধ থাকবে।

ঈশ্বরের কাছে [ঐশ্বরিক জ্ঞানের অবস্থায়] পৌঁছানোর জন্য, হৃদয়কে জগতের সমস্ত ফাঁদ এবং জট থেকে বিচ্ছিন্ন করা জরুরি যাতে যখন [ঐশ্বরিক] আদেশ এই পৃথিবী থেকে (অর্থাৎ মৃত্যু) যাত্রায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য আসে তখন হৃদয় কোনও [বস্তুগত] দিকে ঝুঁকে না এবং এটি কোনও উপায়ে [বস্তুবাদের দিকে মনোনিবেশ করে না কারণ এই পৃথিবী থেকে বেরিয়ে যাওয়া অপ্রাসঙ্গিক]। এই অবস্থায় (ঐশ্বরিক উপস্থিতির) আত্মার প্রত্যাবর্তন হবে সূক্ষ্ম আত্মার (নাফস) প্রত্যাবর্তন, যে তার প্রতিপালকের উপর সন্তুষ্ট হয় এবং প্রভুও এতে সন্তুষ্ট হন। এই ব্যক্তিরা নবী (*আনবিয়া*), সাধু ও জ্ঞানবাদী (*সিদ্দিকিন*), শহীদ (*শুহাদা*) এবং ধার্মিক (*সুলাহ*) শ্রেণীর মধ্যে গণনা করা হয় [যারা অজড় ও অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জগতে তাদের কৃতিত্বের দিক থেকে এই ক্রমের মানুষের চারটি শীর্ষ শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে এবং অনন্ত সুখ ও অফুরন্ত বিজয়ের সর্বোচ্চ মাত্রা অর্জনকারী]। ঈশ্বর এই কথাগুলি দ্বারা এমন একজন ব্যক্তিকে সম্বোধন করেছেন:

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾

"হে শান্তিতে থাকা আত্মা! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাও এমন অবস্থায় যেন তোমরা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হবে এবং তিনি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। (কুরআন, অধ্যায় 89, আয়াত 27-28)

দুটি চরম স্তরের মধ্যে মধ্যম স্তরটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। পরিবর্তে, এটি বলা ভাল হবে যে এটি চুলের চেয়ে পাতলা এবং তলোয়ারের চেয়ে তীক্ষ্ণ। যারা পার্থিব জীবনে এই কঠিন পথে অটল থাকবে,

তারা *সীরাতের* সেতু (জাহান্নামের উপর একটি সরু সেতু, যার অপর প্রান্তে জান্নাত, যা চুলের চেয়ে পাতলা এবং তলোয়ারের চেয়েও তীক্ষ্ণ এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন সেই সেতুর উপর দিয়ে নিরাপদে অতিক্রম করতে হবে। এর কারণ হলো মানুষ ভারসাম্যপূর্ণ সংযমের এই মধ্যপন্থী পথের (*সিরাতুল মুস্তাকিম*) একদিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাই হৃদয় যে দিকে ঝুঁকে তার সাথে সম্পর্কিত। যারা পরহেযগার ভয়, শ্রদ্ধা ও আল্লাহকে ভয় করে (*মুত্তাকীন*) তারাই যারা ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যপন্থা (সীরাতুল মুস্তাকিম*) থেকে দূরে থাকার চেয়ে মধ্যপন্থী পথের নিকটবর্তী অবস্থান করেছে*। সুষম সংযমের মধ্যপথে (সিরাতুল মুস্তাকিম) অধ্যবসায় ধরে রাখার অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে (কুরআনের প্রথম অধ্যায়) যা প্রতিদিন সতেরো ওয়াক্ত নামাজে পাঠ করা হয়, এই নামাযটি ফরজ করা হয়েছে:

اَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

"[হে আল্লাহ!] আমাদের সরল পথে (ভারসাম্যপূর্ণ সংযমের মধ্যম পথ) পরিচালিত করুন (*সিরাত আল-মুস্তাকিম*)." (কুরআন, অধ্যায় 1, আয়াত 6)

যদিও ভারসাম্যপূর্ণ সংযমের সরল পথে পা রাখা খুব কঠিন, তবুও এর যতটা সম্ভব কাছাকাছি থাকার ক্ষেত্রে কোনও অবহেলা করা উচিত নয়। যদি কেউ সঠিক ভারসাম্যপূর্ণ সংযম অর্জন করতে অক্ষম হয়, তবে এটি খুব স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে অনন্ত পরিত্রাণ কেবল সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল এবং সৎকর্ম সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যন্তরীণ গুণাবলী, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং স্বভাব থেকে জন্ম নেয়। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক বান্দাকে [প্রতিনিয়ত] নিজের গুণাবলী, নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব পরীক্ষা করে দেখা উচিত, যাতে কোন ত্রুটি থাকলে তা দূর করা যায়।

নিজের দোষ খুঁজে বের করার পদ্ধতি

আল্লাহ যাকে ভালো করতে চান, তার নিজের দোষ জানিয়ে দেন। গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির নিজের থেকে দোষ গোপন থাকে না এবং যখন কেউ দোষ সম্পর্কে সচেতন হয় তখন সেগুলি নিরাময় করা সহজ হয়ে যায়, তবে বেশিরভাগ লোক তার নিজের দোষ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। পরিস্থিতি এমন যে কেউ অন্যের মধ্যে ক্ষুদ্র ত্রুটি দেখতে পায় কিন্তু নিজের মধ্যে বড় ত্রুটি দেখতে পায় না। নিজের দোষ সনাক্ত করার চারটি উপায় রয়েছে:

প্রথম পদ্ধতি: এমন একজন আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের সমাবেশে উপস্থিত হওয়া উচিত যিনি আত্মার দোষ এবং এর লুকানো ধ্বংসাত্মক সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন। এই জাতীয় আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের কথা শোনা উচিত এবং আধ্যাত্মিক সংগ্রাম সম্পর্কিত নির্দেশাবলী অনুসারে কাজ করা উচিত। আধ্যাত্মিক *পথপ্রদর্শকের (*মুর্শিদ) সাথে সাধক (*মুরিদ) এবং* শিক্ষকের সাথে একজন ছাত্রের অবস্থা এমন। একজন আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক সাধককে অবহিত করেন এবং একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীকে তার অভ্যন্তরীণ ত্রুটি এবং ত্রুটিগুলি সম্পর্কে অবহিত করেন এবং সেগুলি থেকে মুক্তি পাওয়ার পদ্ধতির পরামর্শ দেন। এই দিন এবং যুগে, যারা এই পদ্ধতিতে কাজ করে তাদের খুঁজে পাওয়া বিরল।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: একজন আন্তরিক, অনুগত, বুদ্ধিমান ও ঈশ্বর সচেতন বন্ধুর সন্ধান করা উচিত এবং নিজের উপর তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিয়োগ করা উচিত যাতে এমন বন্ধু তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং কর্মের উপর নজর রাখতে পারে এবং কারও বাহ্যিক বা অন্তরের সত্তার মধ্যে যে কোনও দোষ দেখা যায় তা সে সম্পর্কে সতর্ক করা উচিত। ঈশ্বরের পথের মহান পূর্বসূরী পণ্ডিতরা এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন।

হযরত উমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্যকারী ও সাহাবী ও দ্বিতীয় খলিফা (রাঃ) বলতেন, 'আল্লাহ তার উপর রহমত করুন, যে আমাকে আমার দোষ সম্পর্কে অবহিত করবে। একবার সালমান আল-ফারসী (রাঃ) তাঁর কাছে এলেন এবং তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি যদি আমার সম্পর্কে কোন খারাপ জিনিস শুনে থাকেন তবে দয়া করে আমাকে জানান যাতে আমি নিজেকে সংশোধন করতে পারি। সালমান রাদিয়াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাড়া দেওয়া থেকে নিজেকে অজুহাত দেওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু যখন হযরত উমর (রাঃ) জোর করলে তিনি বললেন, 'আমি শুনেছি যে, তোমার খাবারের মাদুরে দু'জোড়া খাবার (খাবার) আছে এবং তোমার দু'জোড়া কাপড় আছে, একটি রাতের জন্য এবং অন্যটি দিনের জন্য। হযরত উমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এ ছাড়া আর কিছু জানতে পেরেছেন? সালমান (রাঃ) বললেন, না। হযরত উমর (রাঃ) বললেন, 'তোমরা এই দুটো বিষয়ে সন্তুষ্ট হও (কেননা এগুলোর কোনটিই সত্য নয়, কারণ আমি খাবারের জন্য কেবল একটি খাবার খাই এবং কেবল এক জোড়া কাপড় খাই)। হযরত উমর (রাঃ) হুযাইফা (রাঃ) কে তার দোষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করতেন, 'আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুনাফিক কারা সে সম্পর্কে গোপন বিষয়ের অংশীদার। আপনিও কি আমার মধ্যে ভণ্ডামির কোন চিহ্ন দেখতে পাবেন? একটু ভেবে দেখুন, কিভাবে উমর (রাঃ) তাঁর মহিমা (পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল শাসন করা একজন নির্ভীক নেতা হিসাবে) এবং উচ্চ মর্যাদা সত্ত্বেও (একজন মহান আধ্যাত্মিক অর্জনকারী) নিজেকে দোষারোপ করতেন এবং লোকেদের উপর চাপ দিতেন যেন তাকে তার দোষের কথা বলতে।

যার বুদ্ধি উচ্চতর এবং [আধ্যাত্মিক] মর্যাদা উচ্চতর, সে আত্ম-ধার্মিকতা বা আত্ম-অহংকারের রোগে আক্রান্ত হবে না (*'উজুব* বা আত্ম-অহংকার এবং নিজেকে সবকিছুর বিষয়ে সঠিক বলে উচ্চ মনে করা) সামান্য মাত্রা ব্যতীত [যা আধ্যাত্মিক সংগ্রামের মাধ্যমেও দূর করা যায়]। এ ধরনের ব্যক্তি নিজেকে সৎ ও পবিত্র হওয়ার পরিবর্তে অন্যায় এবং তার অন্যায়ের জন্য নজরদারির যোগ্য বলে মনে করবে (উমর রাদিয়াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টান্ত একটি দৃষ্টান্ত)। এই দিন এবং যুগে, এমন বন্ধু খুঁজে পাওয়া কঠিন যারা কোনও ছাড় ছাড়াই নিজের দোষ সম্পর্কে কাউকে অবহিত করবে। বেশিরভাগ বন্ধুরা চাটুকারিতা করতে পছন্দ করেন এবং কোনও দোষকে একটি দক্ষতা (বা গর্ব করার মতো ভাল কিছু) বলতে কোনও সমস্যা খুঁজে পান না এবং এটি [ভাল বন্ধু হওয়ার মাধ্যমে] বন্ধুত্বের অধিকার পূরণ হিসাবে মনে করেন। কিছু বন্ধুর ঈর্ষান্বিত মেজাজ রয়েছে এবং তাদের বলার ত্রুটিগুলি অতিরঞ্জিত করে। আন্তরিক, নিঃস্বার্থ ও সত্যিকারের বন্ধুর অস্তিত্ব বিরল। এ কারণেই জ্ঞানবাদী দাউদ তা-ই (রহঃ) এ ধরনের লোকদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কেন লোকদের সাথে দেখা কর না? তিনি উত্তর দিলেন: "আমি এমন বন্ধুদের সাথে দেখা করে কী করব যারা আমাকে আমার দোষের কথা জানাবে না?

যারা দ্বীনকে *ভালোবাসেন* , তাদের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা থাকে যে, অন্যরা তাদের দোষ তুলে ধরবে। আখেরাতের অপমানের তুলনায় দুনিয়াতে (নিজের দোষ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ফলস্বরূপ) অপমান খুবই সামান্য। কিন্তু এখন জনগণের অবস্থা উল্টো। এই ধরনের বন্ধুরা শত্রুদের তালিকায় শীর্ষে থাকে যারা আমাদের ত্রুটিগুলি সম্পর্কে আমাদের অবহিত করবে এবং তাদের সম্পর্কে আমাদের পরামর্শ দেবে। এটা আমাদের বিশ্বাসের দুর্বলতার লক্ষণ যে, যখন আমাদের দোষগুলো আমাদের দিকে নির্দেশ করা হয়, তখন আমরা ক্ষুব্ধ ও ক্ষুব্ধ হই। খারাপ নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী ও স্বভাবের উপমা সাপ ও বিচ্ছুর মতো। যদি এই প্রাণঘাতী প্রাণীগুলি আপনার পোশাকে প্রবেশ করে এবং কেউ আপনাকে তাদের ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত করে এবং আপনাকে তাদের থেকে নিজেকে রক্ষা করার পরামর্শ দেয় বা সেই পরিস্থিতিতে তাদের থেকে নিজেকে রক্ষা করার কোনও উপায় বলে দেয় তবে সেই ব্যক্তিটি কি আপনার শত্রু হয়ে উঠবে? একেবারেই নয়! আমাদের উচিত এমন ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এবং বিচ্ছু ইত্যাদি থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা উচিত, যদিও বিচ্ছুর বিষের প্রভাব এক বা দুই দিন থাকবে, তবে খারাপ নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী এবং স্বভাবের প্রভাব মৃত্যুর পরেও থাকবে। তাহলে কী ব্যাপার যে আমরা আমাদের উপদেষ্টা ও শুভাকাঙ্ক্ষীকে আমাদের শত্রু মনে করি এবং এমন ব্যক্তির নির্দেশিত দোষ দূর করি না? পরিবর্তে, আমরা সেই ব্যক্তির মধ্যে দোষ খুঁজে বের করতে শুরু করি যাতে এই জাতীয় ব্যক্তি ভবিষ্যতে আমাদের পরামর্শ দেওয়ার সাহস না পায়। আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীকে (যিনি আমাদের দোষ সম্পর্কে অবহিত করেন) শত্রু বলে মনে করা তাদের দ্বারা

করা হয় যাদের হৃদয় অত্যধিক পাপ [এবং অন্যায়] দ্বারা অন্ধকার ও শক্ত হয়ে গেছে। এটা ঈমানের দুর্বলতার কাজ। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ন্যায় ও হেদায়েতের পথ দেখান এবং আমাদের দোষ সম্পর্কে অবহিত করুন এবং সেগুলো দূর করার ক্ষমতা দান করুন এবং যারা আমাদের ত্রুটি সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেন তাদের ধন্যবাদ জানাতে সক্ষম করুন। *আমিন!* (আমেন!)

তৃতীয় পদ্ধতি: শত্রুদের মাধ্যমে নিজের দোষ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা উচিত, কারণ শত্রুদের চোখ দোষ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না, এবং তাদের জিহ্বা [তাদের অনুভূত শত্রুদের] দোষ ছাড়া আর কিছুই বলে না। এই সম্পর্কে আমার চিন্তাভাবনা হ'ল চাটুকারিতা করতে পছন্দ করে এমন বন্ধুদের তুলনায়, দোষ বাছাই করা, দোষ দেখার এবং দোষ বলা শত্রুদের কাছ থেকে বেশি উপকৃত হতে পারে। কারণ বন্ধুরা সাধারণত প্রশংসা করে এবং তাদের চোখ কেবল ভাল জিনিস দেখে এবং তাদের জিহ্বা কেবল ভাল কথা বলে। এটি সত্য যে মানুষ, তাদের সহজাত প্রকৃতিতে, তাদের শত্রুদের প্রত্যাখ্যান করে এবং তাদের কাছ থেকে আসা সমস্ত কিছুকে [তাদের] ঈর্ষার কারণে আসে বলে মনে করে। যাইহোক, অন্তর্দৃষ্টির লোকেরা তাদের শত্রুদেরও সুবিধা নেয়।

চতুর্থ পদ্ধতি: মানুষের সাথে মিশে যাওয়া উচিত এবং তাদের মধ্যে যে দোষ দেখা যায় তা তাদের সামনে রাখা উচিত এবং যদি সেগুলি নিজের মধ্যে পাওয়া যায় তবে নিজেকে (*নফস)* শাস্তি দিতে হবে। একজন মুমিন হচ্ছে একজন মুমিনের আয়না (যা নবীর বর্ণনায় বর্ণিত ও নিশ্চিত করা হয়েছে)। প্রত্যেকের উচিত নিজের মুসলিম ভাইয়ের আয়নায় নিজের প্রতিমূর্তি দেখতে এবং তার দোষের মাধ্যমে নিজের দোষ খুঁজে বের করা এবং বিবেচনা করা উচিত যে ইচ্ছা অনুসরণ করার ক্ষেত্রে, মেজাজ সাধারণত একে অপরের কাছাকাছি থাকে। যা কিছু একটিতে উপস্থিত আছে, তার অংশ বা পুরো অন্যটিতেও থাকবে। এই নীতিগুলির আলোকে, একজনের নিজের দোষগুলি খুঁজে বের করা উচিত এবং সেগুলি থেকে হৃদয় পরিষ্কার করা উচিত। যদি এই পদ্ধতিটি ভাল শিষ্টাচার এবং অভ্যন্তরীণ শুদ্ধি অর্জনের জন্য অবলম্বন করা হয়, তবে প্রতিটি ব্যক্তির সংস্কার নিজে থেকেই ঘটবে কারণ শিষ্টাচারের গাইড এবং শিক্ষকের প্রয়োজন হবে না। একজন ঈসা (আঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, কে তোমাকে *আদাব শিক্ষা* দিয়েছে ? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: "কেউ আমাকে *আদাব* (নৈতিকতা, শিষ্টাচার এবং শিষ্টাচার) শেখায়নি, অজ্ঞদের অজ্ঞতা আমার কাছে খারাপ বলে মনে হয়েছিল, তাই আমি নিজেকে এটি থেকে আলাদা করে রেখেছিলাম। এটি এমন লোকদের পদ্ধতি যারা এমন শিক্ষক (আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক) খুঁজে পায় না যার উৎকর্ষতা, অন্তর্দৃষ্টি, ঐশ্বরিক জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তার মতো গুণাবলী রয়েছে, যিনি নিজের সভ্যতা এবং নিজের সত্তার শুদ্ধি সম্পন্ন করার পরে, এখন ঈশ্বরের বান্দাদের (অর্থাৎ সহকর্মী) শিক্ষা ও সভ্যতায় ব্যস্ত এবং তাদের সহানুভূতির সাথে

উপদেশ দেন এবং তাদের ভাল পথে পরিচালিত করেন। যার এইরূপ [আধ্যাত্মিক] শিক্ষকের সঙ্গ আছে, সে যেন একটি হাঁটা হাসপাতালের দখলে আছে যেখানে [আত্মার] প্রতিটি [অভ্যন্তরীণ] রোগের নিরাময় পাওয়া যায়। এমন একজন শিক্ষকের সাথে যুক্ত থাকা উচিত, যিনি একজনের [অন্তর] রোগ নিরাময় করবেন এবং একজনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবেন।

আকাঙ্ক্ষা ও কামনা এবং এর প্রেরিত প্রমাণ ও ঐশ্বরিক বিধান থেকে প্রমাণ প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে হৃদরোগের নিরাময়

আপনি যদি উপরের বিবরণগুলি নিয়ে চিন্তা করেন, তবে অন্তর্দৃষ্টির দরজা [আপনার জন্য] খুলে যাবে এবং জ্ঞান এবং প্রত্যয়ের আলোয় আত্মার রোগ এবং নিরাময়ের পদ্ধতি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যাইহোক, যদি আপনি চিন্তার মাধ্যমে রোগ এবং তার নিরাময়ের বিষয়ে জানতে অক্ষম হন, তবে এখনও এই পথের অনুসরণ করা উচিত এবং অদৃশ্য (*ঈমান বি আল-গাইব)* এর উপর ঈমান আনার মাধ্যমে তাদের সন্ধান করা উচিত, কারণ ঈমানের ডিগ্রী আলাদা এবং জ্ঞানের মাত্রা এর থেকে আলাদা। ঈমানের পরেই জ্ঞান অর্জন করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ

"আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং জ্ঞান অধিকারী, তাদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। (কুরআন, অধ্যায় 58, আয়াত 11)

অতএব, যে ব্যক্তি যুক্তি না চাই (ঐশ্বরিক উপস্থিতিতে) আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর একমাত্র পথ আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করা [এবং নিম্ন নীচ আত্মার কামনার] বিরোধিতা করে, সে ঈমানে বিশ্বাসীদের মর্যাদা অর্জন করেছে এবং যে এই রহস্যের বাস্তবতা অর্জন করেছে সে ঈমানের সাথে জ্ঞান প্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ মুমিন ও জ্ঞানী উভয়ের জন্যে কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ

"আর আল্লাহ উভয়ের জন্যই কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। (কুরআন, 4 অধ্যায়, 95 আয়াত)

ঐশ্বরিক বিধান থেকে প্রমাণ: আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করাই আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর একমাত্র উপায় (ঐশ্বরিক উপস্থিতি অর্জন) এর প্রমাণ এবং প্রমাণিত হয়েছে [ঐশ্বরিক কিতাব কুরআনের আয়াত, নবুয়ীর রীতিনীতি (*হাদিস*) এবং বিদ্বান আলেমদের বাণী। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾

فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾

"যে ব্যক্তি নিজের পালনকর্তার সামনে দাঁড়ানোর ভয় করে এবং নিকৃষ্ট আকাঙ্ক্ষা ও একগুঁয়েমি মূর্খতা থেকে নিজেকে সংযত রাখবে। *হাওয়া*), এমন একজনের শেষ আবাস হবে স্বর্গ। (কুরআন, অধ্যায় 79, আয়াত 40-41)

أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ

"এরা সেই লোক, যাদের অন্তরকে আল্লাহ তাআলা পবিত্র করেছেন, ভীতি, ভয় ও ভয়ের জন্য। *তাকওয়া*)." (কুরআন, অধ্যায় 49, আয়াত 3)

এর ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তর থেকে নিম্ন আত্মা থেকে কামনার প্রতি ভালবাসা দূর করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

المؤمن بين خمس شدائد، مؤمن يحسده، ومنافق يبغضه، وكافر يقاتله، وشيطان يضله، ونفس تنازعه

"একজন মুমিন পাঁচটি কষ্টের মাঝখানে থাকে: আরেকজন মুমিন একজনের প্রতি ঈর্ষান্বিত, মুনাফিক একজনের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, কাফের একজনের সাথে যুদ্ধ করে, শয়তান একজনকে বিপথগামী করে এবং আত্মা (*নাফস*) একজনের সাথে বিরোধ করে। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আনাস (রাঃ) এর উপর* হাদীস *সংকলন* মাকরিম আল-ইখলাক।

এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ঐতিহ্য জানায় যে স্ব একটি বিতর্কিত শত্রু এবং এর বিরুদ্ধে [আধ্যাত্মিক] সংগ্রাম আবশ্যক। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ (আঃ) এর প্রতি ওহী দিলেন, 'হে দায়ূদ! তোমার সঙ্গীদেরকে নিম্ন সত্তার আকাঙ্ক্ষাকে সহজ করে তুলতে ভয় কর, কারণ এই ধরনের হৃদয়ের বুদ্ধি কামনার সাথে জড়িত এবং তারা (হৃদয়) আমার সাথে যুক্ত বলে মনে করা হয়। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ভবিষ্যতের জন্য প্রতিজ্ঞাকৃত বস্তুর জন্য বর্তমানের আকাঙ্ক্ষা ও কামনা পরিত্যাগ করে (অন্য কথায়, জান্নাত) তার জন্য সুসংবাদ বর্ষিত হোক। তিনি আরও বলেন:

المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل

"[ঈশ্বরের পথে] সেই ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরের আনুগত্য করে, নিম্ন আত্মার [এবং তার আকাঙ্ক্ষার] বিরুদ্ধে [আধ্যাত্মিক] সংগ্রাম সম্পাদন করেন"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীসে* ফাদালা ইবনে সাঈদ (রহঃ) এর তত্ত্বাবধানে *তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ* সংকলন করা হয়েছে।

সাধু ও জ্ঞানবাদীদের বাণী: সুফিয়ান আল-থাউরি (রহঃ) বলেন, 'আমি আত্মাকে নিরাময় করার চেয়ে কঠিন কোন প্রতিষেধক খুঁজে পাইনি। স্ব কখনও উপকারী এবং কখনও কখনও ক্ষতিকারক"। আবু আল আব্বাস মুসালী (রহঃ) মনে বলতেন, 'তোমরা রাজকুমারের মতো দুনিয়া উপভোগ কর না এবং উপাসকের মতো আধ্যাত্মিক সংগ্রাম করো না। তুমি কি আমাকে স্বর্গ আর জাহান্নামের মাঝখানে বন্দী করবে? তোমার কি লজ্জা নেই? হাসান আল-বসরী (রহঃ) বলেন, 'বন্য ঘোড়ার তুলনায় আত্মার একটি ঘোড়ার বেশি প্রয়োজন হয় (কারণ এটি একটি বন্য অনিয়ন্ত্রিত ঘোড়ার চেয়েও বেশি প্রচণ্ড দৌড়ায়)। ইয়াহইয়া ইবনে মু'আয (রহঃ) বলেন, 'আধ্যাত্মিক সংগ্রামের তলোয়ার দিয়ে আত্মার বিরুদ্ধে লড়াই করো এবং সেই তরবারি হচ্ছে যে ব্যক্তি কম খায়, কম ঘুমায়, প্রয়োজনে কেবল কথা বলে এবং মানুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত কষ্টের সাথে ধৈর্য ধারণ করে। কম খাওয়ার মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষা ও কামনার অবসান ঘটে, কম ঘুমানো ব্যক্তির ইচ্ছায় পবিত্রতা নিয়ে আসে, কম কথা বললে পরীক্ষা ও ক্লেশ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, এবং মানুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত ব্যথা ও কষ্টের প্রতি ধৈর্য ধারণ করলে নিজের লক্ষ্য ও গন্তব্যে পৌঁছানো যায়। একজনের জন্য সবচেয়ে কঠিন বিষয় হলো কষ্ট ও কষ্টের সময় সহনশীলতা এবং প্রতিকূলতার সময় ধৈর্য্য। অতএব, যখন আকাঙ্ক্ষা ও কামনা আত্মায় জন্ম নেয় বা অকেজো কথাবার্তার আনন্দ ও মাধুর্য তীব্র হয়, তখন কম ঘুমের খাপ থেকে কম খাওয়ার তলোয়ার এবং নীরবতার হাত দিয়ে মারাত্মক আঘাত করা উচিত, যাতে আত্মা তার অত্যাচার থেকে বিরত থাকে। আর তাহা হইতে আসা ক্লেশগুলি শীতল হইয়া যায় এবং হৃদয় আকাঙ্ক্ষা ও কামনার নোংরা হইতে শুদ্ধ ও শুদ্ধ হইয়া যায়। যদি আত্মার প্রতি এইরূপ আচরণ করা হয়, তবে তা শুদ্ধ, শুদ্ধ, আলোকিত এবং হালকা ওজনের হয়ে উঠবে, ধার্মিকতার ক্ষেত্র হবে তার পথ, [ঐশ্বরিক] আনুগত্যের উপত্যকা হবে তার পথ এবং এটি এই মাঠ এবং উপত্যকাগুলিতে সমভূমিতে নির্বিঘ্নে দৌড়ে চলা ঘোড়ার মতো ছুটে যাবে বা বাগানে রাজার মতো হাঁটবে।

ইয়াহইয়া ইবনে মু'আয (রহঃ) বলতেন, 'মানুষের তিনটি শত্রু রয়েছে: দুনিয়া, শয়তান ও আত্মা। সংযমের মাধ্যমে জগৎ (বা জাগতিকতা) থেকে নিজেকে রক্ষা করো, শয়তানের বিরোধিতা করে (এবং তার প্রচার ও প্ররোচনা) এর বিরুদ্ধে আধিপত্য অর্জন করো এবং আকাঙ্ক্ষা ও কামনা পরিত্যাগ করে আত্মাকে বশীভূত করো। একজন জ্ঞানী আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক বলেছিলেন: "যে ব্যক্তি নিজের দ্বারা আধিপত্য বিস্তার করেছে, সে কামনার বন্দী, তার পা কামনার দ্বারা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়, সে আর বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয় না, তারা (আকাঙ্ক্ষা এবং কামনা) একজনকে ধরে নেয় এবং যেখানে তারা চায় সেখানে গ্রহণ করে এবং হৃদয়ের কোনও উপকার দেওয়া যায়

না। সকল জ্ঞানী ও প্রজ্ঞার অধিবাসী একমত যে, পরকালের (অর্থাৎ স্বর্গ) নেয়ামতগুলি এই জগতের [বস্তুগত] বরকতকে বিদায় না করে অর্জন করা যায় না [যদিও এই জগতের অবাস্তব (আধ্যাত্মিক) নেয়ামতগুলি এই জগত থেকে আসে না]। আবু ইয়াহইয়া ওয়ারাক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 'যে ব্যক্তি কামনা ও কামনায় লিপ্ত হয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সন্তুষ্ট করে, সে হৃদয়ের ভূমিতে লজ্জার বীজ বপন করে। হযরত ওয়ায়েব ইবনুল ওয়ার্দ (রহঃ) বলেন, 'রুটি ব্যতীত অন্য কিছুই নিম্ন আত্মার আকাঙ্ক্ষা থেকে আসে। তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা ও কামনাকে ভালবাসবে, সে যেন পরকালের লাঞ্ছনার জন্য প্রস্তুত হওয়া। যখন হযরত ইউসুফ (আঃ) কে মিশরের ধনসম্পদের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তিনি মিশরের বারো হাজার অভিজাতদের একটি চমৎকার মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং সেই পথে জুলাইখা (মিশরের মন্ত্রীর স্ত্রী যিনি যুবক ছিলেন যখন নবী ইউসুফ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেমে পড়েছিলেন) যিনি পরে তার কয়েক দশক কারাগারের পরে তাকে বিয়ে করেছিলেন। মুক্তি ও মিশরের ধনসম্পদের দায়িত্বে নিযুক্ত হওয়া) তাকে বললেন, হে ইউসুফ! লোভ ও আকাঙ্ক্ষা রাজাদের দাস বানিয়েছে এবং ধৈর্য্য, ধার্মিক ভয়, শ্রদ্ধা ও আল্লাহর প্রতি ভয় (*তাকওয়া)* রাজাদের দাস বানিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী অনুসারে এটি সত্য:

إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصۡبِرۡ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ

"নিশ্চয় যে ব্যক্তি গুনাহ থেকে বিরত থাকে এবং ভয়ভীতির সাথে আল্লাহকে ভয় করে এবং ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাদের সৎকর্মশীলদের জন্য এ ধরনের সৎকর্ম (ও আন্তরিক) বিনষ্ট হতে দেন না। (কুরআন, অধ্যায় 12, আয়াত 90)

জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন, এক রাতে আমি জেগে ছিলাম এবং নামাজে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমি অভ্যস্ত (অন্তর) আনন্দ অর্জন করতে পারিনি। ঘুমানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু ঘুমাতে পারলাম না, উঠে বসার চেষ্টা করলাম কিন্তু পারিনি। এতে বাধ্য হয়ে আমি বাইরে এসে দেখলাম রাস্তার পাশে কম্বল মোড়ানো এক ব্যক্তি শুয়ে আছেন। আমার পদধ্বনি শুনে তিনি আমাকে তার কাছে আসতে বললেন। আমি তাকে বললাম, 'আপনি আমাকে আপনার আগমনের কথা জানাননি। তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছি যেন তিনি যেন আপনার হৃদয় আমার দিকে ঝুঁকিয়ে রাখেন। আমি বললাম, আল্লাহ আপনার প্রার্থনা শুনেছেন, এখন আমাকে বলুন আপনার (এখানে আসার উদ্দেশ্য) তিনি বললেন, হে আবু আল কাসেম! আমাকে বলুন, [নিম্ন] আত্মার প্রতিকার কী? আমি বললাম, 'যখন কেউ তার আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে, তখন সে তার দ্বারা ব্যথা ও যন্ত্রণা অনুভব করে, কিন্তু এটাই এর প্রতিকার ও ওষুধ। তিনি বললেন, হে আত্মা! শুনুন! আমি আপনাকে সাতবার একই উত্তর দিয়েছি, কিন্তু আপনি আমার কথা শোনেননি। এখন একই বিষয়টি নিশ্চিত করছেন জুনায়েদ। তোমরা কি তার কথা শুনবে না? কেউ একজন হযরত উমর ইবনু আবদুল আযীয (রাঃ) কে জিজ্ঞেস

করলেন, আমি কখন কথা বলব? তিনি বললেন, যখন তোমার চুপ করে থাকার ইচ্ছা থাকে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কখন চুপ করে থাকব? তিনি বললেন, যখন তুমি কথা বলতে চাও। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জান্নাতে যেতে চায়, সে যেন দুনিয়ার কামনা থেকে দূরে থাকে। মালিক ইবনে দিনার (রাঃ) হাটে যেতেন এবং যখন তিনি ভাল কিছু দেখতেন এবং তার হৃদয় তা কেনার দিকে ঝুঁকছিল, তখন তিনি নিজেকে সান্ত্বনা দিতেন এবং ধৈর্য ধরার উপদেশ দিতেন এবং বলতেন, "আমি আল্লাহর কসম! আপনার মহিমা ও মহত্ত্বের কারণে আমি আপনাকে এটি থেকে নিষেধ করছি [সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক উচ্চতায় আরোহণের জন্য আপনার যে সম্ভাবনা রয়েছে]।

আলেমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত: সকল বিদ্বান আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, পরকালে চিরন্তন সুখ ও অন্তহীন বিজয় *(সা'দাহ)* অর্জনের একটাই উপায় রয়েছে এবং তা হলো আত্মাকে একগুঁয়েমি ভুল মূর্খতা থেকে দূরে রাখা (*হাওয়া* - সবকিছুর ব্যাপারে সঠিক হওয়ার বিষয়ে অহংকার এবং আত্ম-বিভ্রান্তিকর প্রত্যয় থেকে উদ্ভূত) এবং লোভ থেকে বিরত রাখা এবং আকাঙ্ক্ষা ও কামনা অনুসরণ করা থেকে বিরত রাখা নিম্ন স্ব। এ ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করা এবং তার উপর কাজ করা বাধ্যতামূলক। আধ্যাত্মিক সংগ্রামের পরিণতি এবং সারসংক্ষেপ হ'ল আত্মা কেবল সেই জিনিসগুলির প্রয়োজন অনুসারে সুবিধা গ্রহণ করে যা কবরে কারও সাথে যাবে না যেমন পোশাক, বিবাহ, খাওয়া, পানীয়, বাসস্থান ইত্যাদি, যা জীবনের জন্য অপরিহার্য। এসব বস্তুর প্রয়োজনীয় পরিমাণের সীমা অতিক্রম করার অর্থ হলো, যে ব্যক্তি এসব বস্তুকে ভালোবাসে এবং মৃত্যুর পর দুনিয়ায় ফিরে আসতে চায় এবং কেবল সেই ব্যক্তিই পৃথিবীতে ফিরে আসার ইচ্ছা করতে পারে যার আখেরাতের প্রতিদান ও সওয়াবের কোন অংশ নেই। এই জগতের সাহচর্য একটি রোগ এবং এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় রয়েছে এবং তা হ'ল ব্যক্তির হৃদয় ঈশ্বরের প্রেম, জ্ঞান, স্মরণ এবং ধ্যানে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন থাকে এবং ব্যক্তি জাগতিক জিনিসগুলিতে (উপায়) কেবল ততটাই সন্তুষ্ট থাকে যে তারা এই ভোগে বাধা হয়ে না পড়ে। এ অবস্থা কেবল আল্লাহর অনুগ্রহ ও বরকত এবং তাঁর প্রদত্ত শক্তি ও শক্তির মাধ্যমেই আসে।

চার ধরণের মানুষ: যারা এই সত্যিকারের আধ্যাত্মিক অনুশীলনে পৌঁছাতে সক্ষম নয় তাদের অবশ্যই এর কাছাকাছি পৌঁছানোর চেষ্টা করা উচিত। এ ক্ষেত্রে চার ধরনের মানুষ রয়েছে। কিছু মানুষ এমন হয় যে, তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়। অর্থনৈতিক প্রয়োজনের ব্যতিক্রম বাদে তাদের মনোযোগ বিশ্বের দিকে নেই। এই লোকেরা *সিদ্দিকীন* (নবীদের পরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শ্রেণীর মানুষ যারা জ্ঞানবাদী বা সত্যের প্রতি নিবেদিত, এবং আধ্যাত্মিক সংগ্রামের ফলস্বরূপ ঈশ্বরের ঐশ্বরিক জ্ঞান, বন্ধুত্ব এবং ঘনিষ্ঠতা অর্জন করেছে)। এই [উচ্চ আধ্যাত্মিক] পদমর্যাদা কেবল একটি উচ্চতর দীর্ঘ আধ্যাত্মিক সংগ্রাম এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য আকাঙ্ক্ষা এবং কামনা পরিত্যাগ করার পরেই অর্জন করা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে রয়েছে সেই মানুষ যাদের হৃদয় পৃথিবীর প্রতি মুহূর্তে নিমজ্জিত থাকে (জাগতিক বা বস্তুগত অস্তিত্ব)। এমনকি যদি তারা আল্লাহকে স্মরণ করে, তবে তা কেবল জিহ্বায় এবং এর সাথে হৃদয়ের কোন সম্পর্ক নেই। তারা ধ্বংসের দিকে যাওয়া ব্যক্তিদের শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে [পরের জীবনে কারণ তারা অনন্ত জীবনের জন্য কাজ করেনি এবং তাদের ফোকাস

সম্পূর্ণরূপে এই জগতের বস্তুগত জীবনের উপর ছিল]। তৃতীয় ধরনের মানুষ তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা *দ্বীন* (ঈশ্বরের পথ বা ঐশ্বরিক নির্দেশনা) এবং বিশ্ব উভয় ক্ষেত্রেই নিয়োজিত কিন্তু *দ্বীন* হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করে। তারা ঐশ্বরিক প্রতিশোধ পাবে তবে হৃদয়ের উপর ঐশ্বরিক চিন্তার আধিপত্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শীঘ্রই এটি থেকে মুক্তি পাবে। চতুর্থ প্রকারের লোকদের মধ্যে রয়েছে যারা *দ্বীন* (ঈশ্বরের পথ) এবং বিশ্ব উভয় ক্ষেত্রেই নিয়োজিত তবে তাদের হৃদয়ে জাগতিক উদ্বেগগুলি ঐশ্বরিক উদ্বেগের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। এই লোকদের তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য ঐশ্বরিক শাস্তি ভোগ করা হবে তবে শেষ পর্যন্ত এর মুখোমুখি হওয়ার পরে এটি থেকে বেরিয়ে আসবে কারণ যদিও বিশ্ব তাদের হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তবুও তারা *দ্বীন* (ঈশ্বরের পথ বা ঐশ্বরিক হেদায়েত) থেকেও বঞ্চিত ছিল না। ঐশ্বরিক স্মরণের শক্তি হবে তাদের পরিত্রাণের উৎস।

হালাল জিনিস থেকে আনন্দ: কিছু লোক মনে করে যে, হালাল জিনিস থেকে আনন্দ গ্রহণ করা গ্রহণযোগ্য এবং এটি আল্লাহ থেকে দূরত্বের কারণ হবে না। তাদের এই চিন্তাভাবনা ভুল। যারা পার্থিব প্রেমকে সকল পাপের মূল বলে অভিহিত করেছেন এবং যাদের মতে এই প্রেমে সমস্ত সৎকর্ম বৃথা যায়। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হালাল জিনিস থাকা, যদিও তা জায়েয হয়, জাগতিকতার অন্তর্ভুক্ত এবং সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে একজনকে দূরে রাখা। হযরত ইবরাহীম খাওয়াস (রহঃ) বলেন, একবার আমি লিকাম পর্বতে অবস্থান করছিলাম এবং একটি গাছে ডালিম দেখতে পেলাম। আমি এটি খেতে চেয়েছিলাম, তাই আমি গাছ থেকে একটি ছিঁড়ে নিয়েছিলাম এবং যখন আমি এটি খেয়েছিলাম তখন এটি টক ছিল। আমি এটি ফেলে দিয়ে আমার পথে চলে গেলাম। আমি পথে এক ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখেছি যাকে বারবার মৌমাছি দ্বারা দংশন করা হচ্ছে। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, হে ইব্রাহীম! আমি অবাক হয়ে উত্তর দিলাম: 'আপনি কে এবং আপনি আমাকে কীভাবে চেনেন? তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে জানে (ঐশ্বরিক জ্ঞান আছে), তার কাছ থেকে কিছুই গোপন নয়। আমি বললাম, 'আপনি একজন ঈশ্বরীয় সাধু। কেন তুমি নিজের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো না যেন তিনি তোমার জন্য মৌমাছি এবং তাদের দ্বারা সৃষ্ট যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পান। তিনি বললেন, 'আপনিও একজন ধার্মিক সাধু। কেন আপনি আপনার হৃদয় থেকে ডালিমের লালসা দূর করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেননি? মৌমাছির দংশনের যন্ত্রণা কেবল এই পৃথিবীতেই। কামনা ও কামনার কারণে সৃষ্ট দুঃখ-কষ্ট মৃত্যুর পরেও আপনাকে ছাড়বে না। আমি এর কোনও প্রতিক্রিয়া জানাতে পারিনি এবং এগিয়ে চলেছি। সারী আল-সাকাতি (রহঃ) বলেন, চল্লিশ বছর ধরে আমার হৃদয় কামনা করে যে, আমি খেজুরের অমৃতে রুটি ডুবিয়ে খাই, কিন্তু আমি আমার হৃদয় থেকে এই পরামর্শ গ্রহণ করিনি।

জায়েজ বিষয় থেকে বিরত থাকা: আত্মার সংস্কার সম্ভব নয় যতক্ষণ না তাকে জায়েয বিষয়ের ভোগান্তি থেকে বিরত রাখা হয়। কারণ একজন ব্যক্তি অনুমোদিত বিষয়ের আনন্দ অতিক্রম করতে এবং অবৈধ বিষয়গুলিতে লিপ্ত হতে দায়ী। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ চায় যে কারও জিহ্বা পিঠা এবং অকেজো কথাবার্তায় লিপ্ত না হোক, তবে কেবল ঐশ্বরিক স্মরণ এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি উচ্চারণ করা উচিত। অবশিষ্ট বিষয়ে নীরবতা পালন করা উচিত, যদিও তা জায়েয (মুবাহ*)* হতে পারে, যতক্ষণ না কথা বলার লোভের অবসান ঘটে এবং জিহ্বা সত্যের সাথে অভ্যস্ত হয়ে যায় (নৈতিকতা, নৈতিকতা ও সততা পালন

করে শব্দের উচ্চারণে সংবেদনশীলতা)। এ ক্ষেত্রে কথাবার্তাও [ঐশ্বরিক] উপাসনায় পরিণত হবে এবং নীরবতাও উপাসনায় পরিণত হবে। চোখের অবস্থাও এমনই। যদি সব ভালো জিনিস দেখতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাহলে একদিন সেটাও খারাপ কিছু দেখবে। কারণ যে জিনিসটি বৈধ এবং জায়েজ জিনিসের জন্য লালসা সৃষ্টি করে, তা নিষিদ্ধ এবং অন্যায়ের আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয়। এ দিক থেকে কামনা একটাই এবং হারাম (হারাম) থেকে বিরত রাখা ফরজ। যদি কেউ কেবল প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে তৃপ্তিতে অভ্যস্ত না হয়, তবে কামনা তাকে অভিভূত করবে এবং এই কামনা যা প্রাথমিকভাবে হালালের সাথে সম্পর্কিত ছিল, তার সীমা অতিক্রম করে হারাম (হারাম) পৌঁছে যাবে। এটি হালাল (মুবাহ) এর সবচেয়ে কম ক্ষতি এবং এর পাশাপাশি আরও অনেক ক্ষতি রয়েছে। এসব ক্ষতির মধ্যে একটু হলো আত্মা (*নাফ*) পার্থিব সুখ নিয়ে সুখী হয়ে ওঠে এবং নিজের জন্য শান্তি ও প্রশান্তি অন্বেষণ করে এবং তাদের (অর্থাৎ পার্থিব সুখবোধ) নেশায় এতটাই নেশাগ্রস্ত হয়ে যায় যে ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে বিস্মৃত হয়ে যায় এবং নিজেকে ভুলে যায়। এই সুখ এবং ফলস্বরূপ নেশা একটি মারাত্মক বিষ যা তার সমস্ত শিরায় এবং সত্তায় ছড়িয়ে পড়ে এবং একজনের হৃদয় থেকে ঈশ্বরের স্মরণ, পরবর্তী জীবনের জবাবদিহিতার ভয় এবং কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাগুলি দূর করে। এই অবস্থাকে "হৃদয়ের মৃত্যু" হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

আত্মাকে শাসন করা: হৃদয়ের কিছু লোক তাদের হৃদয়কে পরীক্ষা করে দেখেছে যে পার্থিব সুখের আনন্দে, হৃদয় বিদ্রোহী, অবাধ্য এবং ঐশ্বরিক স্মরণ থেকে বিচ্যুত, যখন দুঃখের অবস্থায় তারা আজ্ঞাবহ, দুর্বল এবং ঐশ্বরিক স্মরণে চালিত হয়। এই থেকে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে [পার্থিব বাহ্যিক] সুখের উপায় [যেমন খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, সম্পদ, খ্যাতি, সামাজিক জীবন, বস্তুবাদ, সুস্পষ্ট ভোগ ইত্যাদি] থেকে চিরস্থায়ী দুঃখ এবং দূরত্বের অবস্থা পরিত্রাণের কারণ। অতএব, তারা তাদের (*নুফুস*) সকল প্রকার কামনা এবং আকাঙ্ক্ষার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে অভ্যস্ত করেছিল (*হালাল*) বা হারাম (হারাম*)* হোক। তারা জানতেন যে [জায়েজ] আকাঙ্ক্ষার জন্য [ঐশ্বরিক] জবাবদিহিতা থাকবে এবং [ঐশ্বরিক] অনুমোদিত আকাঙ্ক্ষার জন্য [ঐশ্বরিক] প্রতিশোধ থাকবে এবং সন্দেহজনক আকাঙ্ক্ষা [যা জায়েজ এবং অযৌক্তিকতার মাঝখানে একটি ধূসর অঞ্চলে রয়েছে] নিন্দার কারণ হবে। প্রতিশোধ একটি সুস্পষ্ট প্রতিশোধ এবং জবাবদিহিতা এবং তিরস্কারও প্রতিশোধের রূপ [যা গোপন]। এই পবিত্র আত্মারা এমনকি অনুমোদিত (হালাল) থেকেও দূরে থেকে নিজেদের [ঐশ্বরিক] জবাবদিহিতার প্রতিশোধ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল এবং তাদের কারাগার এবং আকাঙ্ক্ষার আঁকড়ে থাকা থেকে মুক্তি দিয়েছিল এবং এইভাবে নিজেদেরকে উভয় জগতের (এই এবং এর পরে আসছে) চিরন্তন মুক্তি এবং আধিপত্য প্রদান করেছিল। তারা ঐশ্বরিক স্মরণের সাথে অভ্যন্তরীণ শান্তি, তৃপ্তি এবং অভিযোজন খুঁজে পেয়েছিল এবং তাদের নিজেকে [ঐশ্বরিক] আনুগত্যের সাথে অভ্যস্ত করার জন্য, তারা বাজপাখির সাথে করা অনুরূপ আচরণ করেছিল। অর্থাৎ একটি বাজপাখিকে প্রাথমিকভাবে অন্ধকার ঘরে রাখা হয় এবং তার চোখ সেলাই করা হয় যাতে সে বাতাসে উড়তে অভ্যস্ত না থাকে। তারপরে এটি মাংস খাওয়ানোর মাধ্যমে তার প্রভুর সাথে পরিচিত হয় যাতে এটি তার প্রভুকে চিনতে শুরু করে এবং যখন তাকে ডাকা হয় তখন একজনের দিকে ছুটে আসে। একই অবস্থা আত্মার (*নাফস*) / আত্মা তার প্রভুর (আল্লাহর) সাথে অভ্যস্ত হয়ে যায় না, যতক্ষণ না তাকে সেই [অন্যায়] অভ্যাসগুলি থেকে বিস্মৃত করা হয়, নির্জনতা এবং বিরতির

মাধ্যমে, যেমন কান অপ্রয়োজনীয় কথা শোনা, চোখ অপ্রয়োজনীয় জিনিস দেখে এবং জিহ্বা অপ্রয়োজনীয় কথা উচ্চারণ করে এবং তাদের থেকে [অঙ্গগুলি] রক্ষা করে। এই পর্যায় অতিক্রম করার পরে, আত্মা ঐশ্বরিক স্মরণ এবং মহিমান্বনের পুষ্টিতে পুষ্ট হয় যাতে এটি তার প্রভু এবং মালিকের সাথে মুগ্ধ এবং অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং সমস্ত জাগতিক জট এবং আসক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এটি আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর (মুরিদ) আত্মার জন্য কঠিন, কিন্তু যখন এটি অবিরাম আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের সাথে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন একই নির্জনতা আত্মাকে তার আনন্দ প্রদান করে এবং একই নির্লিপ্ততা তার প্রলোভন [এবং সমৃদ্ধির] উত্স সরবরাহ করে। এই ক্ষেত্রে, আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী এমন একটি শিশুর মতো যাকে দুধ ছাড়ানো হয়েছে। প্রথমে দুধের অভাবের কারণে শিশুটি খুব কাঁদে কারণ দুই বছর ধরে দুধই একমাত্র খাদ্য ছিল এবং এখন হঠাৎ করেই শিশুটি তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এ কারণেই, শিশু কাঁদতে থাকে, ফিট ছুঁড়ে দেয়, কিছু খায় না, পান করে না তবে ধীরে ধীরে অন্যান্য পুষ্টি গ্রহণ করতে শুরু করে যতক্ষণ না দুধের চিন্তাভাবনাও বন্ধ হয়ে যায়। শিশুর ঘৃণা করা খাবারটি গ্রহণযোগ্য হতে শুরু করে।

একই অবস্থা একটি অশ্বারোহী প্রাণীরও। প্রাথমিকভাবে, স্যাডলটি বেঁধে রানা, লাগাম শক্ত করা এবং এটি মাউন্ট করা খুব কঠিন। আরোহী প্রাণীটি তার আরোহীকে বিরক্ত করে তবে যদি আরোহী বুদ্ধিমত্তার সাথে এটি করে এবং তাকে রাইডিং গিয়ারে অভ্যস্ত করে তোলে, তবে তার বিদ্রোহ আনুগত্যে রূপান্তরিত হয়। প্রাথমিকভাবে এটি ধরা পড়ে এবং শিকল এবং দড়িতে বেঁধে রাখা হয় তবে ধীরে ধীরে এটি এতটাই শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে ওঠে যে আরোহী যেখানেই এটি ছেড়ে যায়, এটি বেঁধে থাকুক বা না থাকুক সেখান থেকে সরে যায় না। পাখি এবং গৃহপালিত প্রাণীদের যেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং লাগাম দেওয়া হয়, তেমনি স্বও শৃঙ্খলাবদ্ধ। আত্মার শৃঙ্খলা হলো, তাকে পার্থিব নেয়ামত ও সুখ থেকে বিরত রাখা হয়, সেগুলো দেখা ও ব্যবহার করা থেকে নিষেধ করা হয় এবং মৃত্যুর পর তার কোন উপকার করবে না এমন সব কিছু থেকে বিরত রাখা হয় এবং বলা হয় যে, এমন বিষয়কে ভালোবাসার কোন লাভ নেই যা পরকালে কারও উপকার করতে পারে না এবং পথে (জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের চূড়ান্ত গন্তব্যের দিকে) আটকে পড়ে যায়। যখন আত্মা এই বাস্তবতার নিশ্চয়তা বিকাশ করে যে এই পৃথিবী থেকে কোনও জিনিস যতই প্রিয় হোক না কেন, অবশ্যই তার থেকে বিচ্ছেদ হবে, তখন এটি এই ক্ষণস্থায়ী এবং সাময়িক জিনিসগুলির সাথে আসক্ত হওয়ার পরিবর্তে, ঐশ্বরিক স্মরণের মতো চিরন্তন এবং স্থায়ী বস্তুর সাথে সংযুক্ত হয়ে যায় যা কবরেও একজনের সাথে থাকবে এবং তার ভয়াবহতা দূর করবে। যাইহোক, কয়েক দিন ধৈর্য অনুশীলন করার পরে স্ব এই প্রত্যয়টি বিকাশ করে (অর্থাত্, স্বল্প জাগতিক অস্তিত্ব)। অনন্ত জীবনের তুলনায় পার্থিব জীবন মাত্র কয়েক দিন। আমরা এমন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে খুঁজে পাই না যিনি চিরন্তন স্বস্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য (নিজের চূড়ান্ত গন্তব্যে) থাকার জন্য কয়েক দিনের জন্য ভ্রমণের কষ্ট সহ্য করতে রাজি হন না বা বছরের পর বছর শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য কয়েক মাস বা বছরের জন্য একটি নতুন দক্ষতা শিখতে ইচ্ছুক হন না। দেখা যায়, অনন্তকালের তুলনায় পার্থিব জীবন একদিনের সমান নয়। যখন কষ্ট, কষ্ট ও কষ্ট এই জীবনের জন্য বহন করা হয় যা কয়েক দিনের সমতুল্য (অনন্ত জীবনের তুলনায়) যার কোন অন্ত নেই, তখন কেন তা অনন্ত জীবনের জন্য সহ্য করা যায় না?

আধ্যাত্মিক সংগ্রাম এবং অনুশীলনের পদ্ধতি: এই পদ্ধতিটি প্রতিটি ব্যক্তির জন্য আলাদা, বরং এটি বলা আরও সঠিক যে প্রতিটি ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক সংগ্রামের পদ্ধতি এবং অনুশীলনের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা হয় তার মেজাজ (একজনের অভ্যন্তরীণ সত্তার অবস্থা)। যাইহোক, প্রত্যেক মানুষের জন্য এই যে, পার্থিব উপায় থেকে যা-কিছু সুখ সৃষ্টি করে, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত (অর্থাৎ হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে)। যেমন, যারা বস্তুগত সম্পদ, ধন-খ্যাতি থেকে সুখ পায়, তাদের হৃদয় থেকে ভালোবাসা দূর করা উচিত, যারা তাদের আনন্দদায়ক কথাবার্তা এবং তাদের বক্তব্যের প্রভাবশালীতা থেকে আনন্দ পায় তাদের উচিত এই ধরনের চিন্তাভাবনা পরিত্যাগ করা, যারা রাজনৈতিক ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ, শাসন, খ্যাতি এবং ছাত্রের প্রাচুর্য থেকে সুখ পায় তাদের এই চিন্তাভাবনা থেকে তাদের হৃদয় বিচ্ছিন্ন করা উচিত। যদি তারা এসব বিষয় থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে অসন্তুষ্ট, দুঃখিত এবং উদ্বিগ্ন হয়, তবে বুঝতে হবে যে, কুরআন এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত ঘোষণা করেছে:

وَرَضُوا۟ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّوا۟ بِهَا

"আর তারা পার্থিব জীবনের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে এবং তাতে লিপ্ত হয়েছে [এতটুকু যে এটি তাদের সন্তুষ্টির উৎস হয়ে উঠেছে, যদিও সামগ্রিক পরিকল্পনায় এটি তাদের জন্য ক্ষতিকারক]। (কুরআন, 10 অধ্যায়, আয়াত 7)

জাগতিকের এই উপায়গুলি আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর (মুরিদ) জন্য মারাত্মক বিষ হিসাবে কাজ করে। তাদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং মানুষ থেকে নিজেকে আলাদা করে একাকীত্ব গ্রহণ করতে হবে, নিজের হৃদয়কে রক্ষা করতে হবে যাতে প্রতিটি মুহূর্তে এটি ঈশ্বরের স্মরণ ও ধ্যানে ব্যস্ত থাকে এবং এই [ঐশ্বরিক] স্মৃতি ও ধ্যানে অনুপ্রবেশকারী সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, কামনা এবং ইঙ্গিতের দিকে নজর রাখতে হবে। এই ধরনের আকাঙ্ক্ষা, কামনা এবং ইঙ্গিতগুলি তাদের শিকড় থেকে মুক্তি দিয়ে দূর করা উচিত বা এই ইঙ্গিতগুলি এবং কামনার আবির্ভাবের ফলে যে উপায়গুলি দেখা দেয় তা নির্মূল করা উচিত। সারা জীবন ধরে একজনের এই আত্ম-জবাবদিহিতা এবং চিন্তাভাবনা চালিয়ে যাওয়া উচিত এবং তাদের অপসারণ ও নির্মূলের এই প্রক্রিয়াটি চালিয়ে যাওয়া উচিত। আত্মের [আধ্যাত্মিক] সংগ্রাম এবং [শুদ্ধিকরণ] কেবল মৃত্যুতে শেষ হয় [একজন সত্যিকারের এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর জন্য যিনি এই আধ্যাত্মিক সংগ্রামের বিষয়ে সত্যই যত্নশীল যা সমস্ত নেতিবাচকতা থেকে মুক্ত এবং সমস্ত ইতিবাচকতার সাথে উদ্‌বুদ্ধ একজন ভাল ব্যক্তি হওয়ার জন্য যা চিরন্তন সুখ এবং অবিরাম সাফল্যের ফলস্বরূপ]।

ভাল নৈতিকতা, আচরণ, চরিত্র, অভ্যন্তরীণ স্বভাব এবং গুণাবলীর লক্ষণ

কিছু লোক এমন যে তারা তাদের [অভ্যন্তরীণ] দোষ সম্পর্কে অজ্ঞ এবং তাদের সামান্য আধ্যাত্মিক সংগ্রামকে তাদের [আধ্যাত্মিক] যাত্রার শেষ গন্তব্য হিসাবে বিবেচনা করে এবং অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকাকে আধ্যাত্মিক সংগ্রামের চূড়া হিসাবে বিবেচনা করে। তারা এই বিভ্রান্তিকর ধারণায় পড়ে যে তারা তাদের নিজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছে এবং তাদের নৈতিকতা,

আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্র এবং স্বভাবকে ভাল করে তুলেছে এবং তাদের কোনও [আরও] আধ্যাত্মিক সংগ্রামের প্রয়োজন নেই এবং আধ্যাত্মিক পথে তাদের কোনও প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। এই ধরনের লোকদের আত্মতুষ্টি দূর করার জন্য, ভাল নৈতিকতা, আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্র এবং স্বভাবের লক্ষণগুলি তালিকাভুক্ত করা অপরিহার্য। সংক্ষেপে, তাদের বুঝতে হবে যে ভাল নৈতিকতা, আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্র এবং স্বভাব হচ্ছে ঈমান, এবং খারাপ নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্র এবং স্বভাব হল ভণ্ডামি। কুরআনে মুমিন ও মুনাফিকদের গুণাবলী তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এগুলি সমস্ত ভাল বা খারাপ নৈতিকতা, আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্র এবং স্বভাবের ফলাফল এবং ফলাফল। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَٰمًا ﴿٦٣﴾

وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَٰمًا ﴿٦٤﴾

"পরম করুণাময়ের বিশেষ বান্দা হচ্ছে তারা, যারা পৃথিবীতে নম্রতার সাথে চলাফেরা করে এবং যখন অজ্ঞরা তাদের সাথে অজ্ঞতার কারণে কথা বলে, তারা বলে, 'সালাম'। [অজ্ঞতা ও মন্দতা দূর করার জন্য, যা তারা প্ররোচিত হওয়া থেকে বিরত থাকে এবং এ ধরনের সমস্ত প্ররোচনা ও প্রলোভনকে পিছনে ঠেলে দেয়] এবং তারাই তাদের প্রতিপালকের সামনে সিজদা ও দাঁড়িয়ে রাত্রি কাটায়। (কুরআন, অধ্যায় 25, আয়াত 63-64)

এই আয়াতগুলো হচ্ছে মাপকাঠি: যার উপর নিজের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সন্দেহজনক হয়ে পড়ে, সে যেন এই আয়াতগুলোর (কুরআন থেকে) আলোকে নিজেকে মূল্যায়ন করে। এই গুণাবলীর উপস্থিতি ভাল নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্র এবং স্বভাবের লক্ষণ এবং তাদের অনুপস্থিতি খারাপ নৈতিকতা, আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্র এবং স্বভাবের লক্ষণ। যদি কারও মধ্যে এই গুণাবলীর কিছু থাকে এবং কিছু অনুপস্থিত থাকে, তবে তার উচিত উপস্থিত ব্যক্তিদের রক্ষা করা এবং অনুপস্থিত বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জন এবং তৈরি করার চেষ্টা করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমিন বান্দাদের অসংখ্য গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাদের মাধ্যমে ভাল নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অন্তরের চরিত্র ও স্বভাবের উৎকর্ষতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি একবার বলেছিলেন:

لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه

"কেউ মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ না সে নিজের ভাইয়ের জন্য যা পছন্দ করে তা পছন্দ করে। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংগ্রহ *সহীহ বুখারী* এবং *সহীহ মুসলিম* [এখানে "ভাই" শব্দটি প্রতিটি মানুষকে বোঝায় এবং এভাবে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাকে তার যত্ন ও সহানুভূতির যোগ্য করে তোলে।

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। (এই

ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংগ্রহ *সহীহ বুখারী* এবং *সহীহ মুসলিম* আবু শরীহ আল-খাজাঈ (রহঃ) এর বিধানের উপর।

অন্য একটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, "[যে আল্লাহ ও কিয়ামতের দিন বিশ্বাস করে] তার প্রতিবেশীকে সম্মান করা উচিত"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত* সহীহ বুখারী *ও* সহীহ মুসলিম *হাদীস* সংকলন।

অন্য একটি ঐতিহ্যে বলা হয়েছে:

فليقل خيرا اوليصمت

"যে ব্যক্তি ভাল কথা বলবে অথবা নীরব থাকে। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংগ্রহ *সহীহ বুখারী* এবং *সহীহ মুসলিম* হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)

এক স্থানে তিনি ভালো নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অন্তরের চরিত্র ও স্বভাবের (*ইখলাক) অধিকারী ব্যক্তিকে* মুমিন ঘোষণা করেন। তিনি বলেন:

أكمل المؤمنين ايمانا احسنهم اخلاقا

"মুমিনদের মধ্যে একজনই ঈমানের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি সিদ্ধ, যে সৎ নৈতিকতা, আচার-আচরণ, আভ্যন্তরীণ চরিত্র ও স্বভাবের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ। *ইখলাক*)."

তিনি একবার বলেছিলেন:

اذا رأيتم المئومن صموتا وقورا فادنوا منه فانه يلقى الحكمة

"আপনি যদি কোন মুমিনকে শান্ত ও মর্যাদাপূর্ণ মনে করেন, তবে এমন ব্যক্তির নিকটবর্তী হন কারণ তাকে [ঈশ্বরগতভাবে] প্রজ্ঞার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আবু খালাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে রচিত* হাদীস *সংকলন* ইবনে মাজাহ

তিনি বলেন:

من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مئومن "যে ব্যক্তি তার সৎকর্মকে ভালো ও মন্দকে মন্দ বলে মনে করে, সে মুমিন। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংগ্রহ *মুসনাদ আহমেদ, আত-তাবারানী* এবং *হাকিম* হযরত আবু মূসা আল-আশ'আরী (রহঃ)

لا يحل لمئومن ان ينظر الى اخيه بنظرة تؤذيه

"একজন মুমিনের জন্য জায়েয নয় যে সে তার ভাইয়ের দিকে ক্ষতিকর দৃষ্টিতে তাকাবে। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *ইবনুল মুবারক ফি আয-জুহদ)*

তিনি আরও বলেন:

لا يحل لمسلم ان يردع مسلما

"একজন মুসলমানের জন্য একজন মুসলমানকে তিরস্কার করা জায়েয নয়।

انما يتجالس المتجالسان بامانة الله عزوجل فلا يحل لاحدهما ان يغشى على

তিনি বলেন, 'দু'জন মানুষ আল্লাহর আস্থা নিয়ে একসঙ্গে বসতে পারে। এজন্য কারও পক্ষে নিজের ভাই সম্পর্কে অন্যের কাছে এমন কিছু প্রকাশ করা জায়েয নয়, যা প্রকাশ করা অপছন্দ করতে পারে।

কেউ কেউ (জ্ঞানী ও পণ্ডিত) ভালো নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অন্তরের চরিত্র ও স্বভাবের নিদর্শন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছেন যে, লজ্জা ও বিনয়ের অধিকারী, কারো ক্ষতি করে না (অর্থাৎ কোন মানুষের ক্ষতি করে), ধার্মিক ও পবিত্র (অন্তর ও আত্মার পবিত্রতা) সহ, সত্যবাদী, প্রচুর সৎকর্ম করা, কম ভুল করে। অকেজো কথা থেকে দূরে থাকে, মর্যাদাপূর্ণ, ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ, সহনশীল, দয়ালু, সহানুভূতিশীল এবং সৌহার্দ্যশীল; খারাপ মুখ নয়, মন্দ কথা বলে, পিঠে কামড় দেয় না, মানুষের পিছনে অভিযোগ করে না, অদ্ভুত হয়, শত্রুতা পোষণ করে, কৃপণতা ও ঈর্ষা অনুশীলন করে; অস্বীকার করে এবং কেবল আল্লাহর জন্য ভালবাসে। একবার রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একজন মুমিন ও মুনাফিকের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যার উত্তরে তিনি বলেছিলেন:

ان المؤمن همته فى الصلاة والصيام والعبادة والمنافق همته فى الطعام والشراب كالبهيمة

"একজন মুমিনের আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রাম নামায, রোজা ও ইবাদতের মধ্যে এবং একজন কাফেরের আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রাম গবাদি পশুর মতো খাওয়া-দাওয়া করা।

হাতিম আল-আসম (রহঃ) বলেন, 'একজন মুমিন (নিজের চারপাশের ঘটনা এবং অতীতের ঘটনাবলী থেকে নিজের বা অন্যের কাছে) গভীরভাবে চিন্তা-চর্চা ও শিক্ষায় নিয়োজিত থাকে এবং মুনাফিক লোভ ও দীর্ঘায়ুর আশায় নিয়োজিত থাকে। একজন বিশ্বাসী ঈশ্বর ব্যতীত অন্য সবার থেকে হতাশ হন (কারণ একমাত্র ঈশ্বর যিনি উপকার এবং ক্ষতি করতে পারেন, এবং প্রত্যেকে এবং সবকিছু ঐশ্বরিক ইচ্ছার অধীন, এবং আমাদের জীবনে এবং আমাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা কঠোরভাবে ঐশ্বরিক ইচ্ছা অনুসারে একটি ঐশ্বরিক নির্ধারিত উদ্দেশ্যের

জন্য যার জ্ঞান বেশিরভাগ বা সমস্ত লোকের দ্বারা দেখা যেতে পারে বা নাও হতে পারে] যখন একজন অবিশ্বাসী ঈশ্বর ব্যতীত অন্য সবাইকে ভয় পায়। একজন মুমিন কারো ঈমানকে [সামান্য বস্তুগত ও পার্থিব লাভের জন্য] বিক্রি করে না এবং [পরিবর্তে] তার বস্তুগত সম্পদ ও জীবন ব্যয় করে [অনন্ত সুখ লাভের জন্য] এবং একজন মুনাফিক ধন-সম্পদের সামনে নিজের বিশ্বাসকে গুরুত্ব দেয় না। একজন মুমিন সৎকর্ম করার পরও কাঁদে (আল্লাহকে ভয় করে এবং কারও ভালো কাজের ত্রুটিগুলির কারণে, কারণ তারা সমান নাও হতে পারে) এবং একজন মুনাফিক পাপ করার পরেও হাসে (কারণ এই ব্যক্তি ভুল ধারণার অধীনে থাকে যে তার মন্দ কাজের কোন নেতিবাচক পরিণতি নেই যা নিজের জন্য এবং ঈশ্বরের সামনে তার অবস্থানের জন্য ক্ষতিকারক)। একজন মুমিন [মঙ্গলের বীজ বপন করে] কিন্তু তবুও পরিণতি সম্পর্কে ভয় পায় [কারও কর্মের ত্রুটিগুলির কারণে যা ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্যতার দিকে পরিচালিত করতে পারে না] যখন একজন অবিশ্বাসী [মঙ্গলের বীজ] বপন করে না তবে সেগুলি নষ্ট করে এবং তবুও ভাল প্রত্যাশা করে। একজন মুমিন ন্যায়ের উপদেশ দেয় এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে উপদেশ দেয় এবং আল্লাহর সৃষ্টির উন্নতি ও সংস্কারের জন্য কাজ করে, যখন একজন মুনাফিক মন্দ প্রচার করে।

ভাল নৈতিকতা, আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্র এবং স্বভাব থাকার প্রথম পরীক্ষা হ'ল একজন অন্যের খারাপ আচরণ, মনোভাব এবং আচরণের প্রতি ধৈর্য ধারণ করে। যদি কেউ অন্যের কাছ থেকে খারাপ নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্র এবং স্বভাব সম্পর্কে সন্দেহ করে তবে বুঝতে পারে যে তিনি নিজেই এই বৈশিষ্ট্যগুলির অধিকারী। ভাল নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্র এবং স্বভাব অন্যের দ্বারা সৃষ্ট কষ্টের মুখে ধৈর্য ধারণ করা এবং যখন তারা একটি কঠিন সময় দেয় তখন ধৈর্য ধারণ করা। একবার রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরান থেকে মোটা শাল দিয়ে নিজেকে ঢেকে আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তারা একজন বেদুইনের (একটি মরুভূমির আরব যাকে সাধারণত অভদ্র, রুক্ষ এবং অসভ্য হিসাবে বিবেচনা করা হত) দেখা হয়েছিল, যিনি শালের একটি প্রান্ত ধরে এতটাই জোরে টেনে নিয়েছিলেন যে নবীর গলায় শালটি শক্ত হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত তাকে শ্বাসরোধ করে দেয়। বেদুইন বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা থেকে আমাকে কিছু দাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে হেসে বেদুইনদের কিছু দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে আনাস ইবনু মালিক (রহঃ) এর রহতানুযায়ী *সহীহ বুখারী* ও *সহীহ মুসলিম* হাদীস *সংকলন।* কুরাইশ গোত্র (রাঃ) যখন তাকে বিরক্ত ও মারধর করল, তখন তিনি অভিযোগ না করে এই দোয়া করলেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ "হে আল্লাহ! আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দাও কারণ তারা জানে না। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংগ্রহ *ইবনে হিব্বান* এবং *বাইহাকি* সাহল ইবনে সা'দ (রহঃ) এর বিধানের উপর আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন।

এমন চমৎকার নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্র ও স্বভাবের কারণেই কুরআন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করে এভাবে:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

"কোন সন্দেহ নেই, আপনি চমৎকার নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্র এবং স্বভাবের মহত্ত্বে রয়েছেন"।

ইউসুফ ইবনে আসবাত (রহঃ) (মহান সাধু ও জ্ঞানবাদী) বলেন, 'ভালো নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অন্তরের চরিত্র ও স্বভাবের দশটি নিদর্শন রয়েছে: [অন্যদের] কদাচিৎ বিরোধিতা করা, ন্যায়বিচারের সৌন্দর্য ব্যবহার করা, প্রতিশোধ না নেওয়া, মন্দ বিষয়কে ঘৃণা করা, ক্ষমা ও অজুহাত গ্রহণ করা, নিজের নিন্দা করা, অন্যের বিপরীতে নিজের দোষের দিকে নজর রাখা। তরুণ বা বৃদ্ধ প্রত্যেকের সাথে উষ্ণতা এবং স্নেহের সাথে আচরণ করা এবং নিম্ন বা উচ্চতর সবার সাথে নরম এবং মৃদু কথোপকথন করা [সামাজিক বর্ণালীতে]। কেউ একজন সাহল আল-তুস্তারী (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন (একজন মহান সাধু ও জ্ঞানবাদী) "সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, আভ্যন্তরীণ চরিত্র ও স্বভাব কোনটি? তিনি বললেন, 'এর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে প্রতিশোধ নেওয়া এবং অন্যের দ্বারা সৃষ্ট কষ্ট সহ্য করা ধৈর্য সহ্য করা, অত্যাচারীর প্রতি রহমত করা এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। এইরূপ ঘটনা [এবং উক্তি] হইতে জানা যায় যে, এই সাধু লোকেরা অবিরাম আধ্যাত্মিক কঠোরতার মধ্য দিয়ে সংযমের স্তরে পৌঁছেছিল, এবং প্রতারণা, অসততা, শত্রুতা ও ঈর্ষার মতো বৈশিষ্ট্য থেকে শুদ্ধ হয়েছিল এবং তারা সমস্ত পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের [নির্ধারিত] ভাগ্যের জন্য সন্তুষ্ট এবং কৃতজ্ঞ ছিল। এই মাত্রায় নিজের আগমন সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্র এবং স্বভাবের সর্বোচ্চ মানদণ্ড। খারাপ নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্র ও স্বভাবের উচ্চতা হলো, একজন ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম ও সিদ্ধান্তের উপর ক্ষুব্ধ হয় এবং ঐশ্বরিক নির্ধারিত নিয়তির বিরুদ্ধে লড়াই করে (অর্থাত্ ঐশ্বরিক হুকুমের বিরুদ্ধে কোন অধৈর্য ও অভিযোগ না করে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞ থাকার সাথে ধৈর্য ও অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যে খারাপ অবস্থার মধ্যে রয়েছে তা পরিবর্তন করার চেষ্টা করা উচিত)। তবুও, এগুলি সুন্দর নৈতিকতা, আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্র এবং স্বভাবের কিছু লক্ষণ। যে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ সত্তা এই লক্ষণগুলি থেকে বঞ্চিত, তাকে বিশ্বাস করতে বিভ্রান্ত করা উচিত নয় যে একজন ভাল নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্র এবং স্বভাবের অধিকারী। নিজের স্ব (*নাফস*) অসুস্থ এবং আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা এবং কঠোরতার মাধ্যমে এটি নিরাময় করা উচিত যাতে একজন সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্র এবং স্বভাবের উচ্চ মাত্রায় পৌঁছায় যা ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ (*মুকাররাবিন*) এবং সত্যের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিবেদিতদের দ্বারা ধারণ করা হয় যার ফলে ঐশ্বরিক জ্ঞান (*সিদ্দিকিন*) হয়।

শিশুদের শিক্ষা ও লালন-পালন এবং তাদের নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র, অভ্যন্তরীণ স্বভাব ও গুণাবলীকে সভ্য ও সুন্দর করে তোলা

শিশুদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি কার্যকর পদ্ধতি গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়। কারণ একটি শিশু পিতা-মাতার হাতের উপর ঈশ্বরের আস্থা এবং সন্তানের হৃদয় একটি সুন্দর, পরিষ্কার এবং সরল আয়নার মতো যা যদিও কোনও ধরণের ছাপ বা আকৃতি থেকে মুক্ত, তবে সমস্ত ধরণের ছাপ এবং প্রভাবের প্রভাব গ্রহণ করতে সক্ষম এবং এটি যে কোনও কিছুর দিকে ঝুঁকতে পারে। অতএব, যদি শিশুর মধ্যে ভাল অভ্যাস জাগ্রত করা হয় এবং যদি কাউকে জ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে শিশুটি এমন উত্তম পুষ্টি (লালনপালন) অর্জন করে, যা এই জীবন এবং আখেরাতের প্রকৃত সাফল্য অর্জন করে। এই [সাফল্যে] সন্তানের পিতা-মাতা ও শিক্ষকরা [সন্তানের কল্যাণের জন্য] সওয়াবের অংশ পাওয়ার অধিকারী হবেন। আর যদি কোন শিশুর মধ্যে খারাপ অভ্যাস (লালন-পালন) করা হয় এবং [শিশুটিকে] পশুর মতো বাধাহীন (অযত্নের/মুক্ত) রেখে দেওয়া হয়, তবে শিশুটি খারাপ আচরণের পরে ধ্বংস হয়ে যায়। পাপের বোঝা তার (সন্তানের) অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়কের উপর বর্তায়। মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। (কুরআন, অধ্যায় 66, আয়াত 6)

আর পিতা যখন তার সন্তানকে দুনিয়ার আগুন থেকে রক্ষা করেন, তখন প্রথম অগ্রাধিকার হিসেবে তার সন্তানকে আখেরাতের আগুন থেকে রক্ষা করা তার উপর ফরয (ফরয) এবং এটি করার একমাত্র উপায় হচ্ছে সে শিশুকে শিষ্টাচার ও সভ্যতার শিক্ষা দেয় এবং তাকে সর্বোত্তম নৈতিকতার শিক্ষা দেয় এবং তাকে মন্দ সঙ্গী ও বন্ধুদের হাত থেকে রক্ষা করে এবং কামনা করতে দেবে না শারীরিক সৌন্দর্য, সুন্দর পোশাক, অলঙ্করণ, শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরাম-সন্ধানের জন্য তার হৃদয়ে স্থির হয়, অন্যথায়, শিশুটি বড় হওয়ার পরে, এই নিকৃষ্ট জিনিসগুলির আকাঙ্ক্ষা এবং সন্ধানে তার মূল্যবান জীবন নষ্ট করবে এবং তাদের দ্বারা চিরকালের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে। পরিবর্তে, খুব অল্প বয়স থেকেই [তার সন্তানের] কঠোর নজর এবং যত্ন নেওয়া বাবার দায়িত্ব।

হালাল খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব : সন্তানের লালন-পালনের জন্য এবং স্তন্যদানের জন্য, [মায়ের অনুপস্থিতিতে বা সংস্কৃতিতে যেখানে এ উদ্দেশ্যে আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে] একজন ভাল চরিত্র ও ধার্মিক নারী নিয়োগ করতে হবে, যিনি হালাল (হালাল) খাবার খাবেন, কারণ হালাল খাবার থেকে যে দুধ আসে, এর মধ্যে কোন উন্নতি বা আশীর্বাদ নেই, বরং যদি শিশুকে হারাম উৎস থেকে আসা দুধ দিয়ে লালন-পালন করা হয়, তবে অশুভ শক্তি শিশুর তন্তুতে (চেতনা/মনোবিজ্ঞান/অন্তঃসত্ত্বা) প্রবেশ করে এবং এর কারণে, শিশুর মেজাজ শয়তানের (মন্দ) কাজের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর যখন [পিতামাতার মনে হয় যে] সন্তান ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হয়, তখন সন্তানের পূর্ণাঙ্গ লালনপালন শুরু করা উচিত। শিশুর জীবনের এই পর্যায়টি লজ্জার প্রাথমিক লক্ষণগুলির আবির্ভাব (হায়া/বিনয়) দ্বারা নির্দেশিত হয়, কারণ যখন শিশু নিজের সম্মান ও সম্মান উপলব্ধি করে, লজ্জা বোধ করতে শুরু করে এবং লজ্জার কারণে কিছু কাজ করা ছেড়ে দিতে শুরু করে, তখন এটি কেবল একজনের মধ্যে

বুদ্ধিমত্তার আলোর উত্থানের ফলাফল। এ (বুদ্ধির আলোর আবির্ভাব) এতটাই ঘটে যে, কেউ কিছু বিষয়কে ভালো এবং কিছু বিষয়কে মন্দ মনে করতে শুরু করে এবং কিছু আমলের জন্য লজ্জা বোধ করতে শুরু করে এবং এই লজ্জার উপলব্ধি (*হায়া*) আল্লাহ তায়ালার সন্তানের উপর একটি বিশাল অনুগ্রহ। এবং এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যা তার নৈতিক মূল্যবোধের সংযম এবং হৃদয়ের বিশুদ্ধতার পক্ষে যুক্তি দেয় (স্পষ্টভাবে দেখায়)। বরং আমাদের এভাবে চিন্তা করা উচিত যে, [সন্তানের মধ্যে] ভালো-মন্দ উপলব্ধির এই চেতনা প্রকৃতির (অর্থাৎ ঈশ্বর) কাছ থেকে একটি সুসংবাদ যে এই শিশুটি বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছানোর পরে, নিখুঁত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হবে। এজন্য লজ্জা (*হায়া*/বিনয়) আক্রান্ত শিশুকে কখনোই মুক্ত (মুক্ত) রাখা উচিত নয়, বরং নিজের লজ্জা (হায়া) এবং [ভাল ও মন্দের মধ্যে] বিচক্ষণতা কাজে লাগিয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

খাওয়ার শিষ্টাচারের একটি ব্যাখ্যা: প্রথম খারাপ আকাঙ্ক্ষা যা একটি শিশুকে প্রাধান্য দেয়, তা হল আরও বেশি খাওয়ার লোভ; অতএব, খাওয়ার শিষ্টাচার শেখানো অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। উদাহরণস্বরূপ, [শিষ্টাচার] হ'ল শুরুতে কেবল ডান হাত দিয়ে খাবার খাওয়া, শুরুতে "*বিসমিল্লাহ*" ("আমি ঈশ্বরের নামে শুরু করি") আবৃত্তি করা, [প্লেটের] সামনে থেকে খাওয়া, অন্যের শুরু হওয়ার আগে অপেক্ষা করা, খাবারের দিকে তাকানো শুরু না করা [যখন অন্যরা প্রথমে শুরু করে], এমনকি যারা খাচ্ছে তাদের দিকে তাকিয়ে না থাকা, অপ্রয়োজনীয় তাড়াহুড়ো করে না খাওয়া, খাবার সঠিকভাবে চিবিয়ে খাওয়া, ক্রমাগত [বা তাড়াহুড়ো] খাবারের টুকরো মুখে না রাখা [তবে ধীরে ধীরে তা করা উচিত], খাবারের সাথে কারও হাত এবং কাপড় ময়লা না করা। মাঝে মাঝে শিশুকে শুধু রুটি খাওয়ানো উচিত যাতে কেউ তরকারিকে [রুটির সাথে যাওয়া] একটি প্রয়োজনীয়তা হিসাবে বিবেচনা না করে যাতে এটি ছাড়াও থাকতে না পারে। তেমনি একজন (পিতা-মাতা বা অভিভাবক) সন্তানের সামনে অত্যধিক খাওয়ার অবাঞ্ছিত কথা বর্ণনা করতে হবে। শিশুকে বলতে হবে যে বাচ্চারা বেশি খায় তাদের অনুসরণ না করতে, এবং যে বাচ্চারা কম খায় এবং ভাল প্রশিক্ষিত তাদের সন্তানের সামনে প্রশংসা করা উচিত। বন্ধুদের (যাদের জীবনের মৌলিক প্রয়োজনীয়তার বেশি প্রয়োজন হতে পারে) যত্ন নিয়ে অন্যের জন্য [যারা কম ভাগ্যবান] খাবার উৎসর্গ করার দিকে সন্তানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। শিশুর মধ্যে এই অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে যেন [সূক্ষ্ম] খাবারের প্রতি খুব বেশি যত্ন না নেওয়া এবং সাধারণ খাবারে সন্তুষ্ট থাকা।

পোশাকের শিষ্টাচারের ব্যাখ্যা: তেমনি রঙিন ও রেশমী পোশাকের পরিবর্তে শিশুর হৃদয়ে সাদামাটা ও সাদা পোশাকের প্রতি ভালোবাসা ও আকাঙ্ক্ষা গড়ে তুলতে হবে। একজনের মনে দৃঢ়ভাবে ছাপ ফেলতে হবে যে, এই ধরনের পোশাক পরা উপযুক্ত নয় এবং ধার্মিক লোকেরা এই ধরনের পোশাক পরার পদ্ধতিকে ঘৃণা করে। এ ধরনের কথা (উপদেশ) সময়ে সময়ে শিশুকে সাধারণীকরণে বলা উচিত। আর পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো, যখন কোনো শিশুকে তাদের সামনে রেশমী বা উজ্জ্বল রঙের পোশাক পরতে দেখেন, তখন তারা যেন সন্তানের সামনে তাদের অসম্মতি প্রকাশ করেন এবং সন্তানের হৃদয়ে তাদের অবাঞ্ছিততা জাগিয়ে তোলেন। পিতামাতার উচিত তাদের সন্তানকে সেই সমস্ত শিশুদের সাথে দেখা করা থেকে রক্ষা করা যারা সমৃদ্ধিতে অভ্যস্ত, আরামদায়ক জীবনযাত্রা (আরামদায়ক জীবনধারা) সন্ধান করে এবং গর্বের সাথে পোশাক পরিধান করে। তাদের (পিতামাতাদের) উচিত শিশুকে সেই সমস্ত লোকদের সান্নিধ্য থেকে রক্ষা করা যারা শিশুকে এই ধরনের ভোগের উপায়গুলি সম্পর্কে গল্প বলে [যেমন

আরামের সন্ধান, গর্বের সাথে পোশাক পরা ইত্যাদি]। যে কোন শিশু, যে ব্যক্তির প্রাথমিক বেড়ে ওঠার (লালন-পালন) সময় [এইসব বিষয়ে] অবহেলা করা হয়, বড় হওয়ার পরে সাধারণত অসভ্য, মিথ্যাবাদী, চোর, গল্পবাহক, অনড় (একগুঁয়েমি), দুষ্টভাষী, ব্যঙ্গাত্মক, ধূর্ত, প্রতারক এবং মূর্খ হয়ে ওঠে। এই সকল মন্দ অবস্থা থেকে শিশুকে রক্ষা করার একমাত্র উৎস হচ্ছে সুশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, এর পর শিশুকে এমন একটি স্কুলে ভর্তি করা উচিত যাতে কেউ কুরআন ও *হাদীস* (নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐতিহ্য) অধ্যয়ন করে, আল্লাহর ধার্মিক দাসদের অবস্থা, জীবনী ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে যাতে শৈশব থেকেই সাধুদের প্রেম (আল্লাহ তাদের সকলের উপর দয়া করুন) একজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। উপরন্তু, শিশুকে রোমান্টিক কবিতা এবং রোমান্টিক কবিদের থেকে রক্ষা করুন এবং সেই লেখকদের থেকে দূরে রাখুন যারা মনে করেন যে এই ধরনের কবিতা হৃদয়ের জীবন এবং উপলব্ধির সূক্ষ্মতা [বা প্রকাশ] এর লক্ষণ, কারণ এই জাতীয় জিনিসগুলি শিশুদের মনে দুর্নীতি (*ফাসাদ*) এবং মন্দতার বীজ বপন করে।

ভালোকে প্ররোচিত করা এবং মন্দের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়ার পদ্ধতি: যখনই শিশু ভালো গুণ প্রদর্শন করে বা প্রশংসনীয় কাজ প্রদর্শন করে, তখন পিতার উচিত সন্তানের প্রশংসা করা এবং এমন একটি উপহার যা শিশুকে খুশি করবে এবং অন্যের সামনে সন্তানের প্রশংসা করবে। যদি শিশুটি [কারও প্রশংসনীয় গুণ বা কর্মের বিপরীত কিছু করে] তবে এটি সম্পর্কে অসচেতনতা প্রদর্শন করা সমীচীন এবং [পিতা] শিশুকে অপমান বা অপমান করা উচিত নয় এবং তার দোষটি তুলে ধরা উচিত নয়। পরিবর্তে, বাবা [বা পিতামাতা] শিশুকে এমনকি জানতে দেওয়া উচিত নয় যে তিনি এমনকি মনে করেন যে সন্তানের তার সামনে এমন কিছু করার সাহস রয়েছে, বিশেষত ক্ষেত্রে, যখন শিশু নিজেই দোষটি ঢাকতে এবং গোপন করার চেষ্টা করে। কারণ মাঝে মাঝে [সন্তানের] ভুলগুলো প্রকাশ করাই শিশুকে এতটাই সাহসী করে তোলে যে, ধীরে ধীরে শিশুটি তার দোষ প্রকাশের পরোয়া করে না। এ ধরনের বুদ্ধিমানের সাবধানতা অবলম্বন করার পরও যদি শিশুটি আবার একই [খারাপ] কাজ করে, তবে একান্তে কাউকে তিরস্কার করা উপযুক্ত এবং তার কাছে খারাপ কাজের দোষ প্রকাশ করা উচিত এবং তাকে বলা উচিত, "সাবধান! এই খারাপ কাজ আর কখনো করবেন না। আল্লাহ না করুন, যদি কেউ এটি খুঁজে পায় তবে আপনি জনগণের সামনে অপমানিত হবেন", [ইত্যাদি ইত্যাদি এবং এর থেকে অন্যান্য বক্তব্য অনুমান করা যেতে পারে]।

অতিরিক্ত তিরস্কার করলে ক্ষতি: তবে খেয়াল রাখতে হবে শিশুকে যেন অতিরিক্ত তিরস্কার না করা হয়, কারণ তা শিশুর মধ্যে নিন্দা ও তিরস্কার শোনার অভ্যাস তৈরি করে এবং অন্যায় করার সাহস বাড়ায়। আর ধীরে ধীরে সন্তানের হৃদয় থেকে উপদেশ দেওয়ার মূল্য কমে যায়। অনুরূপভাবে, পিতার জন্য এটি প্রয়োজনীয় যে তিনি যখন সন্তানের সাথে কথা বলেন, তখন তিনি তার বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা বজায় রাখেন [সন্তানের হৃদয়ে] এবং খুব কমই কাউকে তিরস্কার করা উচিত এবং সন্তান যখন একগুঁয়েমি হয় তখন মা তাকে পিতাকে ভয় দেখাতে বাধ্য করবে এবং শিশুকে খারাপ কাজ করা থেকে কঠোরভাবে বিরত রাখতে হবে।

ঘুমের শিষ্টাচার: শিশুকে দিনের বেলা ঘুমাতে না বলা উচিত কারণ এটি অলসতা তৈরি করে, তবে রাতে ঘুমানো থেকে বিরত রাখা উচিত নয়। তবে শিশুকে নরম বিছানায় ঘুমানো থেকে বিরত রাখতে হবে, যাতে শিশুর শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শক্তিশালী হয় এবং শরীর বিকৃত না হয়, যার কারণে শিশু আরাম ছাড়া বাঁচতে পারবে না। বরং শক্ত বিছানায় ঘুমানো, সাদামাটা পোশাক পরা, সাধারণ খাবার খাওয়ার অভ্যাস শিশুকে জাগ্রত করতে হবে। শিশুকে গোপনে কাজ করা থেকে বিরত রাখা উচিত কারণ কেউ জানে যে এটি খারাপ, তাই শিশুটি এটি গোপন করে। যদি এটি উপেক্ষা করা হয়, তবে শিশুটি খারাপ কাজ করার অভ্যাস গড়ে তুলবে।

তেমনি দিনের বেলা হাঁটা এবং ব্যায়াম করার অভ্যাস শিশুর মধ্যে গড়ে তুলতে হবে যাতে কেউ অলস ও অলস না হয়। তবে শিশুটি যাতে কারও মাথা, হাঁটু, উরু ইত্যাদি প্রকাশ না করে তা নিশ্চিত করতে হবে। উপরন্তু, শিশুকে খুব দ্রুত হাঁটতে হবে না বা কারও হাত আলগা রাখা উচিত নয় [যা অলসতার লক্ষণ] বরং পরিবর্তে, শিশুকে নিজের হাত শরীরের কাছাকাছি রাখতে হবে এবং সক্রিয় থাকতে হবে।

অহংকার ও অহংকার নিষিদ্ধ করা: শিশুকে তার পিতামাতার সম্পত্তি, খাদ্যদ্রব্য, জামাকাপড়, এমনকি কারও লেখার ট্যাবলেট এবং কালির মতো কিছু থেকে কোনও কিছুর উপর গর্ব করা নিষিদ্ধ করা উচিত। পরিবর্তে, নিজের সমস্ত সহকর্মী বাচ্চাদের সাথে নম্রতা, শ্রদ্ধা, সম্মান এবং বিশুদ্ধ (পরিষ্কার/সভ্য) কথোপকথনের অভ্যাস একজনের মধ্যে জাগ্রত করা উচিত এবং অন্য শিশুদের কাছ থেকে কিছু নেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। যদি এটি ধনী পিতা-মাতার সন্তান হয় তবে একজনকে ব্যাখ্যা করা উচিত যে সম্মান এবং পদমর্যাদা দেওয়ার মধ্যে এবং গ্রহণের মধ্যে নয়, বরং [অন্যের কাছ থেকে] নেওয়ার মধ্যে [নম্রতা, অপমান এবং অবমাননার বৈশিষ্ট্য] রয়েছে। যদি এটি দরিদ্র পিতামাতার সন্তান হয় তবে একজনকে শেখানো উচিত যে লোভ থাকা এবং অন্যের কাছ থেকে কিছু নেওয়া নিজের অপমান এবং অপমানের কারণ এবং এটি একটি কুকুরের বৈশিষ্ট্য যে সে তার লেজ নাড়াতে থাকে এবং এক টুকরো [খাবার] এর জন্য লোভী হয়। একইভাবে শিশুকে সোনা ও রূপা অপছন্দ করতে হবে এবং সাপ ও বিচ্ছুর ভালোবাসার চেয়েও ভয় পেতে হবে। কারণ স্বর্ণ ও রূপার প্রতি ভালোবাসা ও লোভ বিষের (সাপ ও বিচ্ছু থেকে) ক্ষতির চেয়ে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের অনেক বেশি ক্ষতি করে।

মানুষের সাথে মিলিত হওয়া এবং কথোপকথনের শিষ্টাচার: শিশুকে শেখাতে হবে প্রকাশ্যে থুতু না ফেলতে, নাক না তুলতে, কারও সামনে হাই তুলতে না শেখানো, কারও দিকে পিঠ না ঘুরিয়ে বসা, পা দুটো করে বসে না থাকা, চিবুকের নীচে হাতের তালু রাখার সময় বা হাত দিয়ে মাথা ধরে বসে না থাকা, কারণ এগুলো সবই অলসতা ও অলসতার লক্ষণ। অন্য কথায়, শিশুকে বসার সঠিক আচরণও শেখানো উচিত। শিশুকে বেশি কথা বলা থেকে বিরত রাখতে হবে এবং নিজের মনে স্পষ্টভাবে ছাপ ফেলতে হবে যে এগুলো সবই লজ্জাজনক জিনিস এবং ভালো আচরণের শিশুদের কাজ নয়। উপরন্তু, শিশুকে সত্য বা মিথ্যা শপথ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা উচিত যাতে কেউ শৈশব থেকে শপথ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে না পারে। অনুরূপভাবে, শিশুকে প্রথমে কথোপকথন শুরু করা থেকে বিরত রাখতে হবে এবং একজনের মধ্যে এই অভ্যাস জাগ্রত করতে হবে যে কেবল [প্রশ্নগুলির] উত্তর দেওয়ার জন্য কথা বলা উচিত এবং

তাও [জিজ্ঞাসিত] প্রশ্নের সমানুপাতিক হওয়া উচিত। যখন কেউ বাচ্চার সাথে কথা বলছে তখন তার উচিত খুব মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং যারা বয়স্ক তাদের জন্য আরও জায়গা তৈরি করার জন্য উঠে দাঁড়াতে হবে এবং তারপরে তাদের সামনে সঠিক আচরণের সাথে বসতে হবে। শিশুকে অকেজো কথাবার্তা, নোংরা কথাবার্তা, অভিশাপ, অভিযোগ, মৌখিক গালিগালাজ থেকে বিরত রাখতে হবে এবং যারা এই কাজগুলি করে তাদের সাথে দেখা করা থেকে বিরত রাখা উচিত কারণ সহকর্মীদের মন্দ গুণাবলী অগত্যা শিশুকে প্রভাবিত করে [খারাপ উপায়ে]। আর শিশুদের [যথাযথ] প্রশিক্ষণের আসল রহস্য হল শিশুদের খারাপ সঙ্গীদের সান্নিধ্য থেকে রক্ষা করা।

ধৈর্য ও ধৈর্য: এটাও আবশ্যক যে শিক্ষক শিশুকে শাসন করেন, তখন শিশু যেন চিৎকার না করে বা চিৎকার না করে বা কারো সাহায্য চাইবে না, বরং [শিশুকে] ধৈর্য ও ধৈর্য্য প্রদর্শন করতে হবে। শিশুকে এটি বোঝানোর জন্য, একজনকে বলা উচিত যে ধৈর্য অনুশীলন করা সাহসীদের উপায় (বৈশিষ্ট্য) এবং চিৎকার, চিৎকার করা এবং কান্নাকাটি তাদের কাজ, যাদের মর্যাদার অভাব রয়েছে।

শারীরিক ব্যায়ামের গুরুত্ব ও উপকারিতা: পড়াশোনা শেষ করার পর শিশুকে কিছু ভালো খেলাধুলা করার অনুমতি দিতে হবে, যার সাহায্যে স্কুল থেকে ক্লান্তি দূর হতে পারে এবং আরাম পেতে পারে। কিন্তু শিশুকে এতটা খেলতে দেওয়া উচিত নয় যাতে খেলার কারণে কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কারণ, শিশুকে খেলাধুলা থেকে সম্পূর্ণরূপে বাধা দেওয়া এবং কেবল পড়াশোনার চাপে রাখা, নিজের হৃদয়কে মৃত করে দেয়, নিজের বুদ্ধিমত্তাকে নিষ্ক্রিয় এবং অকেজো করে দেয় এবং নিজের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে, যার কারণে, শিশুটি পড়াশোনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অজুহাত খুঁজতে শুরু করে।

বড়দের সম্মান করার শিষ্টাচার: শিশুকে পিতামাতা, শিক্ষক এবং নিজের চেয়ে বয়সে বড় প্রত্যেকের প্রতি আনুগত্য শেখানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এই ব্যক্তি আত্মীয় হোক বা না হোক। এবং একজনকে বলতে হবে যে তাদের প্রতি শ্রদ্ধার চোখে তাকাতে হবে এবং তাদের সামনে খেলা পরিত্যাগ করতে হবে। শিশু যখন বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছায়, তখন তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি) ও পবিত্রতায় অলসতা থাকতে দেওয়া উচিত নয় এবং নামায অনুপস্থিত থাকার জন্য তাকে অবহেলা করা উচিত নয়। *রমজানের* নির্দিষ্ট কিছু দিনে (রোজার মাস) শিশুকে (বয়ঃসন্ধি অর্জনের আগে) কিছু দিন রোজা রাখতে হবে এবং রেশম থেকে দূরে রাখা উচিত এবং সোনা ও রূপা পরিধান করা উচিত। প্রয়োজন অনুযায়ী শিশুকে ঐশ্বরিক সীমাবদ্ধতা (সীমানা) ও ঐশ্বরিক বিধান ব্যাখ্যা করতে হবে এবং চুরি, বেআইনি উপার্জন ও খাদ্য, বিশ্বাস ভঙ্গ, অসততা, নির্লজ্জতা এবং কৈশোরে শিশুর মেজাজে জন্ম নেওয়া সকল মন্দ বিষয়কে ভয় করতে হবে। শৈশব থেকে যখন একটি শিশুর বেড়ে ওঠা হবে তখন শিশু বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছানোর সময় সে এসব বিষয়ের পেছনের রহস্য ও প্রজ্ঞা স্পষ্টভাবে বুঝতে সক্ষম হবে। এই পর্যায়ে (শৈশব বা কৈশোরের) ব্যাখ্যা করা উচিত যে, যে কোন হালাল খাবার আছে তা ঔষধের মতোই এবং এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ সেগুলো খাওয়ার পর আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করতে পারে।

জগতের অস্থায়ীতা: এটিও স্পষ্টভাবে বোঝাতে হবে যে জগৎ নিজেই [আমাদের জীবনের] উদ্দেশ্য নয়, এবং [বিশ্ব] অবাস্তব, স্থায়ীত্বহীন, এবং এর একটি শেষ রয়েছে। মৃত্যু এই [বস্তুগত] আশীর্বাদগুলির অবসান ঘটায় এবং পৃথিবী কেবল এমন একটি জায়গা যার মধ্য দিয়ে আমরা [অনন্ত জীবনের দিকে] যাচ্ছি। এটি কোনও সন্তুষ্টির জায়গা নয় এবং বসতি স্থাপনের জায়গাও নয়। কিন্তু পরকাল শান্তি ও প্রশান্তির প্রকৃত স্থান এবং নিস্তব্ধতা ও তৃপ্তির স্থান এবং পার্থিব জীবনের অবসান ঘটাতে মৃত্যু সর্বদাই অতর্কিত অবস্থায় পড়ে আছে।

বুদ্ধিমান কে? প্রকৃতপক্ষে, বুদ্ধিমান তিনিই যিনি আখেরাতের অনন্ত জীবনের জন্য এই নশ্বর দুনিয়া থেকে সৎকর্মের পুঁজি প্রদান করেন, যাতে আল্লাহ তায়ালার নিকট গ্রহণযোগ্যতার উচ্চতর মর্যাদা অর্জন করেন এবং জান্নাতের সীমাহীন নেয়ামত অর্জন করেন। যদি শিশুর প্রাথমিক লালন-পালন ভালো হতো, তাহলে বয়ঃসন্ধিকালে এই আলোচনা আত্মার (নফস) কাছে আনন্দদায়ক ও কার্যকরী প্রমাণিত হতো এবং পাথরের উপর একটি [অমোচন] শিলালিপির মতো হৃদয়ে খোদাই করা হত এবং এভাবে শিশুটির জন্য শুভ লক্ষণ হবে।

এর বিপরীতে শিশুর মানসিক (বুদ্ধিবৃত্তিক) বিকাশ যদি ভুল পথে থাকত, তাহলে অশুভ, নির্লজ্জতা, অতিরিক্ত খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, সুন্দর পোশাকের লোভ, জাঁকজমক, অলঙ্কার, গৌরব, অহংকার ও অহংকার ইত্যাদি গুণাবলী একজনের মধ্যে জন্ম নিত এবং তার হৃদয় এই সত্যকে (অর্থাৎ পার্থিব জীবনের অস্থায়ীতা এবং আখেরাত জীবনের জন্য কাজ করার প্রয়োজনীয়তা) শুকনো প্রাচীরের মতো মেনে নিতে অস্বীকার করবে শুকনো মাটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে (অর্থাত্, এই জাতীয় শিক্ষাগুলি শিশুর হৃদয়ে লেগে থাকবে না)। সংক্ষেপে, এগুলি হ'ল প্রাথমিক বিষয়গুলি যা সর্বাধিক যত্ন নেওয়া দরকার।

সন্তানের স্বভাব ও পিতা-মাতার বাধ্যবাধকতা: যেহেতু সন্তানের হৃদয়ের গঠন এমন যে সে ভালো-মন্দ, ধার্মিক ও মন্দ উভয়ের প্রভাবকে গ্রহণ করতে পারে, তাই সন্তানের হৃদয়কে ভালো বা মন্দের দিকে ঝুঁকানো পিতা ও মায়ের দায়িত্ব (গাজ্জালী এ ব্যাপারে কোনো পছন্দ দিচ্ছেন না। কিন্তু বরং বাবা-মাকে সন্তানকে ভালোর দিকে ঝুঁকানোর জন্য অনুরোধ করা, অন্যথায় পিতা-মাতার অবহেলার কারণে সন্তান স্বয়ংক্রিয়ভাবে মন্দের দিকে ঝুঁকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه

"প্রতিটি শিশু সত্যিকারের সহজাত প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে [যার উপর ঈশ্বর সমগ্র মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন, যেমন একজন ইতিমধ্যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সত্য এবং ধার্মিকতার প্রতি উত্সর্গ, ভাল এবং ইতিবাচক, শান্তি এবং সম্প্রীতি, এবং জ্ঞানের অবস্থার মাধ্যমে নিজের স্বর্গীয় উত্সে পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষা এবং অভ্যন্তরীণ আলোকসজ্জা এবং অনন্ত সত্যের ভোরের দিকে পরিচালিত করে] কিন্তু একজনের পিতামাতা একটিকে রূপান্তরিত

করে ইহুদি, খ্রিস্টান বা ম্যাজিয়ান (পৃথিবীতে বিদ্যমান বৈচিত্র্যময় ধর্মীয় এবং মতাদর্শগত ঐতিহ্যের দিকে ইঙ্গিত করে, এইভাবে একজনকে তাদের নিজস্ব ধর্মীয়, মতাদর্শগত, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক এবং বৌদ্ধিক প্রেক্ষাপটের ছাঁচে ছাঁচে ছাঁচে ফেলে)"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে হযরত *সহীহ বুখারী* ও *সহীহ মুসলিম নবী* হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু *থেকে বর্ণিত হাদীস* সংগ্রহ।

ভালো লালন-পালনের কারণে সর্বোত্তম ফলাফল অর্জনের ঐতিহাসিক প্রমাণ: শায়খ সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুস্তারা (রহমত) বলেন, 'আমার বয়স যখন তিন বছর, তখন আমি রাতে উঠে আমার মামা মুহাম্মাদ বিন সাওয়ার (রাতের শেষ ভাগে করা *তাহাজ্জুদ)* নামাযের আধ্যাত্মিকতা দেখতে যেতাম (যা আল্লাহর পথে আধ্যাত্মিক অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত বাকি করা হয়) তার উপর)। একবার তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি কি মহান আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত হও না, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি কিভাবে আল্লাহকে স্মরণ করব? তিনি বললেন, 'রাতে যখন তোমরা (ঘুমানোর আগে) পাশ পরিবর্তন কর, তখন জিহ্বা না নড়াইয়া কেবল তিনবার অন্তরে নিম্নলিখিতটি পাঠ কর।

আল্লাহু মাইয়া, আল্লাহু নাজিরুন ইলাইয়া, আল্লাহু শহীদী

আল্লাহ আমার সঙ্গে আছেন, আল্লাহ আমাকে দেখছেন, আল্লাহ আমার সামনে আছেন।

আমি কয়েক রাতের জন্য এটি করেছি এবং তারপরে আমি তাকে এটি সম্পর্কে জানিয়েছিলাম এবং তিনি বলেছিলেন, 'এখন প্রতি রাতে, একই কাজ সাতবার করুন। আমি তা করেছিলাম এবং তাকে সেই সম্পর্কে জানিয়েছিলাম যার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'এখন এটি এগারো বার করুন'। আমিও একই কাজ করেছি এবং এর ফলস্বরূপ, আমি আমার হৃদয়ে এর স্বাদ এবং মিষ্টি অনুভব করতে শুরু করি। যখন এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেল তখন তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে যে স্মরণ শিখিয়েছি, তা তোমরা ভালোভাবে স্মরণ কর এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তা পালন কর। এটি আপনার জন্য দুনিয়া ও পরকালে উপকারের উৎস হবে। আমি কয়েক বছর ধরে এটি করতে থাকি, যতক্ষণ না আমি আমার অন্তরের গভীরতম অবকাশের মধ্যে এর স্বাদ (গভীর প্রভাব) অনুভব করতে শুরু করি। অতঃপর একদিন তিনি বললেন, হে সাহল! আল্লাহ, যখন তিনি এমন কারো সাথে থাকেন, যাকে তিনি [প্রতিটি মুহূর্ত] দেখেন, যার সামনে থাকেন, তখন সে কি কখনও মহান আল্লাহর অবাধ্যতা করতে পারে? সাবধান! তোমরা কখনো আল্লাহর বিরুদ্ধে লঙ্ঘন করো না এবং তাঁর অবাধ্যতা করো না। তাই আমি নির্জনে থাকতে শুরু করি। তারপর তিনি আমাকে একটি স্কুলে পাঠানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু আমি বললাম, 'আমি বিপদ অনুভব করছি যে আমার মনোযোগ (ঈশ্বরের দিকে) বিভক্ত হয়ে যাবে। তবে ভালো হবে, যদি তুমি শিক্ষকের কাছ থেকে এই অঙ্গীকার পেতে পারো যে আমি তার সাথে কিছুদিন পড়াশোনা করব, তাহলে আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত হব।

এরপর আমি শিক্ষকের কাছে গেলাম এবং ছয় বা সাত বছর বয়সে পুরো কুরআন মুখস্থ করে নিলাম। আমি সর্বদা উপবাস করতাম এবং বারো বছর বয়স পর্যন্ত, বার্লি রুটি ছিল আমার প্রাথমিক খাদ্য (ডায়েট)। এই সময়ে, যখন আমার তেরো বছর বয়স, তখন আমার একটি বিশেষ

ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে জানার (সন্ধান করার) প্রয়োজন ছিল, এবং তারপরে আমি আমার পরিবারকে অনুরোধ করেছিলাম যে আমাকে বুসরা [ইরাকে] যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, যাতে আমি সেখানকার আলেমদের এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারি। অতএব আমি বুসরায় এসে সেখানকার আলেমদের এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু তাদের কেউই আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। অতঃপর আমি শায়খ হাবীব হামজা ইবনে আবদুল্লাহ আবাদনী (রহঃ) এর সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্য আবাদানে যাই এবং তাকে একই ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যার উত্তরে তিনি আমাকে সন্তোষজনক সাড়া দিয়েছিলেন। অতঃপর আমি তাঁর *(কিতাব)* 'মুলফুজাত আল-কুদসিয়া' থেকে আধ্যাত্মিক উপকার (*ফায়েদ) অর্জনের জন্য দীর্ঘদিন তাঁর উপস্থিতিতে অবস্থান করলাম* এবং তাঁর কাছ থেকে [আধ্যাত্মিক] শিষ্টাচার শিখতে থাকি। অতঃপর আমি আমার নিজের শহর তুস্তারে ফিরে এসে আমার খাদ্য বরাদ্দ করলাম যাতে আমার জন্য একটি *দিরহাম* (পুরোনো মুদ্রা) মূল্যের বার্লি গ্রাউন্ড করা হত এবং তা থেকে আমার জন্য রুটি প্রস্তুত করা হত। প্রতি রাতে, *সুহুরের* সময় (রোজা শুরু করার পূর্বে) আমি রুটি থেকে একটি *আওকিয়া* (আজ এক আউন্সের সমান পরিমাপের একটি পুরানো একক) এর সাথে কোনও তরকারি ব্যবহার না করে খেতাম। অতএব, একটি *দিরহাম* [যা খুব সামান্য পরিমাণ] সারা বছরের [খাবার] জন্য আমার জন্য যথেষ্ট ছিল।

আমি (এ ব্যাপারে) এতটাই উন্নতি করেছি যে, আমি তিন রাতের পর রোজা ভঙ্গ করতাম (অন্য কথায়, তিনি একটানা তিন দিন ও রাত রোজা রাখতেন), তারপর পাঁচ রাত পরে, তারপর সাত রাতের পর ধীরে ধীরে পঁচিশ রাত পর্যন্ত পৌঁছেছি। আমি একটানা বিশ বছর ধরে এভাবেই চলেছি। তারপরে আমি বহু বছর ধরে বিশ্ব ভ্রমণ করেছি এবং তুস্তারে ফিরে এসেছি। আমি প্রায় সারারাত ইবাদত ও নামাজ পড়তাম।

হযরত ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, 'আমি কখনো এমন কোনো প্রমাণ পাইনি যে, তিনি (শাইখ সাহল তুস্তারী) কখনো (খাওয়ার সময় রুটির সাথে) তরকারি ব্যবহার করেছেন। [গাজ্জালী (রহঃ) এই ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করেননি যাতে শাইখ সাহল (রহঃ) তার শৈশব থেকেই যে তীব্র আধ্যাত্মিক অনুশীলন এবং শারীরিক ধৈর্যের অসাধারণ কীর্তি সম্পাদন করেছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরাও আমাদের সন্তানদের এভাবে বড় করি। গাজালির এই কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল এই বিষয়টি বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যে যদি পিতামাতার দ্বারা সন্তানের সঠিক লালন-পালনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়, তবে শিশুটি মানব সম্ভাবনার শীর্ষে পৌঁছাতে পারে, অন্যথায়, এই জাতীয় তীব্র আধ্যাত্মিক ও শারীরিক অনুশীলন এবং কঠোরতা সবার জন্য প্রয়োজনীয় নয়।

আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু করার শর্ত, আধ্যাত্মিক সংগ্রামের সূচনা এবং আধ্যাত্মিক পথে আধ্যাত্মিক সন্ধানকারীর ধীরে ধীরে বিবর্তন সম্পর্কে বিশদ

এটা জেনে রাখা উচিত যে, যে ব্যক্তি হৃদয় দিয়ে আখেরাতকে প্রত্যয়ের সাথে দেখে, আখেরাতের অধিকারী হয়, এর জন্য সংগ্রাম করে, তার প্রতি আস্থা সঞ্চয় করে, তার দিকে পরিচালিত পথে

চলে, পার্থিব সুখ ও বরকতের জন্য তার হৃদয়ে কোন গুরুত্ব থাকে না। যদি কারো কাছে মুক্তো থাকে এবং কারও দৃষ্টি কোনও মূল্যবান রত্নের উপর পড়ে, তবে মুক্তোটি হৃদয় ত্যাগ করে এবং মুক্তোর জায়গায় রত্নটি পেতে চায়। যে ব্যক্তি আখেরাত বা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের কামনা করে না, সে তার মতো, যে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাসের অভাবের কারণে একটি ক্ষুদ্র মুক্তোকে মূল্যবান রত্নের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর বলে অভিহিত করে। এই মূর্খতা কেবল তিনিই করতে পারেন যার দৃষ্টি কেবল রত্নের উপর থাকে, রত্নের বাস্তবতার উপর নয়। এই ধরনের ব্যক্তি স্পষ্টতই একটি ছোট মুক্তোকে অমূল্য বলে মনে করবে এবং রত্নটির কোনও গুরুত্ব দেখতে পাবে না। তবুও, আধ্যাত্মিক সংগ্রাম এবং আধ্যাত্মিক পথ (সুলুক) অতিক্রম না করে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো সম্ভব নয়, যা উদ্দেশ্য ছাড়া সম্ভব নয়। উদ্দেশ্যের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হ'ল বিশ্বাসহীন হওয়া। যাকে স্মরণ করা হয় (ঈশ্বর) তার প্রতি ঈমান অনুপস্থিত। আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক এবং (সঠিক পথপ্রদর্শক) পণ্ডিতদের উচিত সত্যের পথ দেখান এবং সহকর্মী মানুষকে বলুন যে, এই দুনিয়ার মূল্য খুবই সামান্য, এর কোন স্থায়ীত্ব নেই এবং পরকালের জীবন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কেবল এটি স্থায়ীত্ব, চিরন্তন এবং অনন্তকালের অধিকারী এবং মানুষ (তাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও অর্থ এবং এটি অর্জনের পথে) অসাবধানতায় লিপ্ত রয়েছে। কামনা ও আকাঙ্ক্ষায় নিমজ্জিত, তাদের প্রকৃত উপকার ও ক্ষতি সম্পর্কে অজ্ঞ এবং স্বপ্নের অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে নেশাগ্রস্ত। এমন বিদ্বান পণ্ডিত পাওয়া যায় না যারা তাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতে পারে, তাদের কামনা এবং আকাঙ্ক্ষা থেকে দূরে রাখতে পারে এবং তাদের অবহেলা এবং অবহেলা সম্পর্কে তাদের পূর্বাভাস দিতে পারে [প্রকৃত উদ্দেশ্যে, জীবনের অর্থ এবং অনন্ত আনন্দ এবং অবিরাম সাফল্যের পথ] সম্পর্কে।

যদি কেউ তার অসাবধানতার নিদ্রা থেকে জেগে ওঠে তবে সে কুফরী ও ভণ্ডামির অন্ধকার থেকে মুক্তির কোন উপায় খুঁজে পায় না এবং নিজের অজ্ঞতার কারণে [নিজের কল্যাণ ও প্রকৃত সাফল্যের জ্ঞান] কারণে [নিজের জীবনে] প্রতিটি সন্ধিক্ষণ ও স্থানে হোঁচট খায় এবং পড়ে যায়। এ ধরনের ব্যক্তি যদি আলেমদের কাছে পথ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে (চারপাশের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে সত্যিকারের আন্তরীণ আলো ও শান্তির জীবনে) তাহলে তারা একজনের উত্তর দিতে পারবে না, কারণ তারা নিজেরাই নিকৃষ্ট কামনা ও কামনার দাস এবং নিম্ন আত্মা (নাফস) থেকে আকাঙ্ক্ষার বন্দী। উদ্দেশ্যের দুর্বলতা, পথের সাথে অপরিচিত হওয়া এবং [তথাকথিত] আলেমদের বিভ্রান্তি সেই কারণগুলির কারণে ঈশ্বরের দিকে যাওয়ার পথ পথচারী, আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী এবং প্রচণ্ড ব্যক্তি থেকে মুক্ত। যখন উদ্দেশ্য [এবং তার জীবনের অর্থ এবং তা অর্জনের পথ] দৃষ্টি থেকে গোপন থাকে, কারও [সত্য] উদ্দেশ্য [এবং জীবনের উদ্দেশ্য] এর দিকে পরিচালিত করার পথপ্রদর্শক বিলুপ্ত হয়, [অন্তর] আত্মা একগুঁয়েমি ভুল-মাথার মূর্খতা (হাওয়া) এবং কামনায় আধিপত্য বিস্তার করে এবং [সত্য, হেদায়েত এবং আন্তরিক আলোর সন্ধানকারী] অসাধুতায় লিপ্ত হয়, তখন কীভাবে কেউ পথ খুঁজে পেতে পারে? যদি এটি [কোনও উপায়ে] পাওয়া যায় এবং কেউ তার দিকে [এক] পা এগিয়ে যায়, তবে কীভাবে সে গন্তব্যে পৌঁছাবে যখন সে পথে হাঁটতে জানে না?

আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু করার শর্তাবলী: যদি কেউ বুদ্ধিমান হয় এবং নিজের বা কারো প্ররোচনায় আখেরাতের জন্য একটি অভিপ্রায় তৈরি করে, তবে [তার দিকে] পদক্ষেপ নেওয়ার আগেই, তাকে আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু করার শর্তগুলি খুঁজে বের করতে হবে। আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু করার আগে, নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ করা প্রয়োজন:

প্রথম এবং সর্বাগ্রে, আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু করার শর্ত হ'ল একজন নিজের এবং সত্যের মধ্যে যা কিছু পর্দা (যা লুকিয়ে রাখে এবং অস্পষ্ট করে) তা সরিয়ে ফেলবে। [নিজের এবং সত্যের] মাঝখানে অনেক পর্দার কারণে মানুষ সত্যের অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَجَعَلْنَا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

"আর আমি তাদের সামনে একটি বেড়া স্থাপন করেছি, তাদের পেছনে একটি বেড়া এবং এর দ্বারা আমরা তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছি, ফলে তারা দেখতে পায় না। (কুরআন, অধ্যায় 36, 9 আয়াত)

পর্দার প্রকার: আধ্যাত্মিক অন্বেষক এবং সত্যের মধ্যে চারটি পর্দা রয়েছে (বাধা যা সত্যকে বাধাগ্রস্ত করে এবং জীবনের সঠিক পথকে অস্পষ্ট করে দেয় যা জীবনের সত্য উদ্দেশ্য অর্জন, অভ্যন্তরীণ আলোকসজ্জা, চিরন্তন সুখ এবং অবিরাম সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে): সম্পদ, খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা, [বিভিন্ন মতাদর্শের] অন্ধ অনুসরণ, এবং পাপ। ধন-সম্পদের পর্দা যখন সাধকের (আধ্যাত্মিক পথের) দখল থেকে বেরিয়ে যায় এবং কেবল তার প্রয়োজনের পরিমাণে থাকে। এমনকি যদি একটি *দিরহাম* (একটি পুরাতন মুদ্রা) তার প্রয়োজনের বাইরে সাধকের কাছে থেকে যায়, তবে তার হৃদয় তার প্রতি মনোযোগী থাকবে, দিরহাম হৃদয় শাসন করবে এবং এটি আল্লাহর দিকে ঝুঁকতে সক্ষম হবে না। খ্যাতির পর্দা সরে যায় যখন সাধক খ্যাতি ও কর্তৃত্বের স্থান থেকে দূরে থাকে, নম্রতা ও নম্রতাকে নিজের অভ্যাস হিসাবে গ্রহণ করে, বেনামী জীবনকে পছন্দ করে, খ্যাতির কারণগুলির সাথে অসংলগ্ন থাকে এবং এমন ধরণের কাজ করে যা [ঐশ্বরিক আইন ও শালীনতার সীমার মধ্যে] মানুষের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করে। ঐশ্বরিক আইনের বিভিন্ন চিন্তাধারা এবং যুক্তি [একইভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে] কুসংস্কারপূর্ণ মানসিকতাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে অন্ধ অনুসরণের পর্দা সরিয়ে দেওয়া হয় এবং কেবল নিশ্চিত করা হয় যে আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। এসব কথার সত্যতা ও সত্যতা বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইবাদতের যোগ্য বলে বিবেচিত সকল সত্তা থেকে সকল সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করা আবশ্যক, বিশেষ করে [নিজের ঈশ্বরের (*নফস* বা অহংকার) সাথে [সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা]], কারণ এই "ঈশ্বর" কে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এর প্রতিটি আদেশ পালন করা হয় এবং এর প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি তার কাছে মাথা নত করে আত্মসমর্পণ করা হয়। আল্লাহর ঐক্য ও একত্বের এই বক্তব্য যদি সত্য হয়, তাহলে [বিভিন্ন মতাদর্শের] অন্ধ অনুসারী থেকে উদ্ভূত সকল বিশ্বাস বাতিল হয়ে যাবে। এটি আধ্যাত্মিক সংগ্রাম এবং সংগ্রামের (*মুজাহাদা)* মাধ্যমে অর্জন করা হয়, [মানুষের সাথে] তর্ক বা বিতর্কের মাধ্যমে নয়। যদি কুসংস্কার এবং অসহিষ্ণুতা

একজনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং [ফলস্বরূপ] কারও [দীর্ঘকাল ধরে ধরে রাখা এবং লালিত] বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কিছু শুনতে রাজি না হয় তবে এটি অন্ধ অনুসরণকারীর গলা টিপে ধরেছে এবং এই শ্বাসরোধ থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন। এটি একজন সন্ধানক হওয়ার শর্ত নয় যে কেউ একটি নির্দিষ্ট চিন্তাধারার [ঐশ্বরিক আইনের] কঠোর অনুসারী হয়, বরং পরিবর্তে, যে কোনও চিন্তাধারার একজন প্রশংসক এবং অনুসারী আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু করার পথ অতিক্রম করতে পারেন। পাপের পর্দা ততক্ষণ পর্যন্ত সরানো হয় না যতক্ষণ না কেউ (নিজের সমস্ত অন্যায় থেকে আল্লাহর কাছে) তওবা করে, অতীতের সকল পাপের জন্য অনুশোচনা ও অনুশোচনা প্রকাশ করে এবং [তাদের অধিকার হরণ করে] প্রত্যেকের অধিকার ফিরিয়ে দেয়। যে ব্যক্তি নিজের গুনাহ থেকে তওবা না করে আধ্যাত্মিক *আলোকসজ্জা ও* মোকাশফার মাধ্যমে আল্লাহর (*দ্বীন)* পথের রহস্য ও অভ্যন্তরীণ প্রজ্ঞা সম্পর্কে অবহিত হতে চায়, সে তার মতো, যে আরবি না শিখে কুরআনের অর্থ ও অভিপ্রায় বুঝতে চায় এবং কুরআন আরবি ভাষায়। আরবি না শিখে কুরআনের একটি আয়াতেরও অর্থ বোঝা যায় না, এবং এর রহস্য, সূক্ষ্মতা ও প্রজ্ঞা বোঝা আরও কঠিন। অনুরূপভাবে, আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার উপত্যকায় পা রাখার আগে, ঐশ্বরিক আইনের শিক্ষাগুলি মেনে চলা অপরিহার্য [ঐশ্বরিক উপাসনা এবং সমস্ত সহকর্মীদের সাথে সামাজিক আচরণের মাধ্যমে নিজের বাহ্যিক জীবন পরিচালনা করা]। বাহ্যিক জীবন পরিচালনার জন্য ঐশ্বরিক আইনের সম্পূর্ণ আনুগত্য, ঐশ্বরিক রহস্যের দরজা খুলে দেয় এবং অনন্ত সত্যের ঝর্ণা প্রবাহিত হয়।

একজন সিদ্ধ আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন: এই চারটি শর্তের অনুসারী এবং ধন-সম্পদ ও খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা পরিহার করা ব্যক্তি সেই ব্যক্তির মতো, যিনি নোংরা হয়ে ওজু করার পরে পরিষ্কার হয়ে যায় (*ওজু*- শারীরিক শুদ্ধির একটি কাজ যা নামায আদায়ের জন্য একটি প্রয়োজনীয় শর্ত) নামায আদায়ের যোগ্য হয়ে ওঠে। তবে নামাজ আদায়ের জন্য এই যোগ্যতা যথেষ্ট নয়। পরিবর্তে, মাঝে মাঝে একজন জামাতের (*ইমাম*) নেতার প্রয়োজন হয় যার নেতৃত্বে নামাজ আদায় করা যায়। অনুরূপভাবে, এই চারটি শর্ত পূরণ করা এবং কাজ করাই যথেষ্ট নয়, তবে একজন শিক্ষক বা আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের (*শায়খ)* প্রয়োজন যিনি একজনকে হেদায়েতের সরল পথে পরিচালিত করতে পারেন [যার কোন কুটিলতা, বিচ্যুতি এবং বিপদ নেই]। ঈশ্বরের (দ্বীন) যাওয়ার পথ অত্যন্ত জটিল এবং কঠিন এবং চারদিকে শয়তানের (মন্দ) পথের আধিক্য দ্বারা বেষ্টিত [একজনকে আত্ম-ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়]। যদি কাউকে (আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক) না পাওয়া যায়, তাহলে শয়তান নেতৃত্ব ও হেদায়েতের জন্য এগিয়ে আসতে পারে, যে ব্যক্তিকে হেদায়েতের সরল পথ থেকে বিচ্যুত করে তার নিজের পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করে। [আধ্যাত্মিক] গাইড ছাড়া বিপজ্জনক পথে হাঁটা [আধ্যাত্মিক] মৃত্যুর যাত্রা করার সমতুল্য। যাঁদের নিজেদের ওপর এতটাই ভরসা থাকে এবং নিজেরাই সেই পথে হাঁটতে শুরু করেন, তাঁরা একটি পথে বেড়ে ওঠা গাছের মতো। তাদের জীবন সংক্ষিপ্ত হতে পারে, এবং তাদের জীবন যে কোনও সময় শেষ হতে পারে [জীবনে ভুল পথ বেছে নেওয়ার কারণে যা সম্ভাব্য ক্ষতিকারক]। যদি তারা বেঁচে থাকে তবে তারা ফল দিতে সক্ষম হবে না [আধ্যাত্মিক পথে যা ফলস্বরূপ, কারও বাহ্যিক জীবনে ইতিবাচক এবং উপকারী ক্রিয়াগুলির জন্য প্রভাব ফেলে]।

এই চারটি শর্ত পূরণের পরে, যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হ'ল একজন নিখুঁত আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের (*শাইখ আল-কামিল)* অস্তিত্ব, যার অস্তিত্ব একজন অন্ধ ব্যক্তির মতো আত্মবিশ্বাস অর্জন করে, যিনি নিজের সঙ্গীর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখেন এবং যাকে পথের বিপদগুলির পরোয়া না করে অনুসরণ করেন। এটি আধ্যাত্মিক সন্ধানকারীর (*মুরিদ)* অবস্থা হওয়া উচিত যিনি নিজেকে আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের কাছে সমর্পণ করেন এবং গাইড একজনকে যা করতে বলেন তা করেন [ঐশ্বরিক আইনের সীমার মধ্যে - একজন সত্যিকারের আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক কখনও ভীতসন্ত্রস্ত আইনের *ঐশ্বরিক* আদেশের বিরুদ্ধে যাবেন না এবং এটিকে সর্বোচ্চ সম্মানের সাথে রাখবেন] এবং এই নিশ্চয়তা রয়েছে যে আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক ভুল করলেও এটি কারও ক্ষতি করবে না এবং এটি একজনের পক্ষে উপকারী হয়ে উঠবে। আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের ভুল একা আধ্যাত্মিক পথে চলার চেয়ে ভাল [নিজের অনুমান এবং চিন্তাভাবনাকে গাইড হিসাবে ব্যবহার করে আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক ছাড়া] এবং সঠিক [আধ্যাত্মিক] পথ বেছে নেওয়ার সুযোগ নেওয়ার চেয়ে [কারণ একজন নিখুঁত আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক থাকা আধ্যাত্মিক পথে একাধিক ধাপ পিছনে পিছনে এক ধাপ এগিয়ে যেতে বাধা দেয়]।

আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের কর্তব্য: যখন একজন আধ্যাত্মিক সাধক কাউকে [আধ্যাত্মিক পথে] পথপ্রদর্শক এবং নেতা করে তোলে, তখন গাইডের জন্য [আধ্যাত্মিক সন্ধানকারীকে] একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল সরবরাহ করা [কার্যকর আধ্যাত্মিক শিক্ষা, নির্দেশনা এবং সাহায্যের পরিপ্রেক্ষিতে] এবং এমন একটি শক্তিশালী দুর্গে আধ্যাত্মিক সন্ধানকারীর সুরক্ষার ব্যবস্থা করা বাধ্যতামূলক যেখানে মহাসড়ক ডাকাত এবং ডাকাতদের সিঁড়ি পৌঁছায় না। এই জাতীয় নিরাপদ অভয়ারণ্য এবং দুর্গের চারপাশে চারটি প্রাচীর রয়েছে: নির্জনতা, স্থিরতা, ক্ষুধা এবং জাগ্রত [মানুষের সান্নিধ্যে থাকার বিপরীতে, অবিরাম তাড়াহুড়ো এবং গতির অবস্থায়, তৃপ্ত এবং ভরা এবং দীর্ঘ সময় ধরে ঘুমিয়ে থাকা, কারণ এগুলি আধ্যাত্মিক পথের প্রধান বাধা]। আধ্যাত্মিক সন্ধানকারীর উদ্দেশ্য হ'ল হৃদয়ের সংস্কার [আত্মার পরিমার্জন এবং শুদ্ধিকরণ নামেও পরিচিত, তাই এটি যে শৃঙ্খলগুলি ধরে রেখেছে এবং এটিকে অস্তিত্বের উচ্চতর রাজ্যে উন্নীত করতে সক্ষম হয়ে ওঠে এবং অস্তিত্বের উচ্চতর রাজ্যে, অশান্ততা থেকে দুর্বলতায়, অনন্ত সুখ এবং পার্থিব জগতের অনুভূত ব্যর্থতার চাপ থেকে অবিরাম বিজয়] যাতে *ঐশ্বরিক* দর্শন [চোখে আত্মা সম্ভব হয় এবং একজন *ঐশ্বরিক* নৈকট্য লাভ করে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য উপরে উল্লিখিত চারটি বিষয় প্রয়োজন। ক্ষুধা হৃৎপিণ্ডে রক্তের প্রবাহ হ্রাস করে যা ফলস্বরূপ এতে স্পষ্টতা যোগ করে এবং এই স্বচ্ছতা হৃৎপিণ্ডের আলো। ক্ষুধা হৃদয়ের কঠোরতা হ্রাস করে এবং এতে নম্রতা, সহানুভূতি এবং কোমলতা জন্মগ্রহণ করে যা আধ্যাত্মিক উন্মোচনের মূল চাবিকাঠি (*মুকাশফা)* এবং কঠোরতা তার প্রতি একটি পর্দা। রক্তের প্রবাহ হ্রাস [মানব জাতির, অর্থাৎ শয়তানের] [প্রকৃত] শত্রুর পথকে সংকীর্ণ করে দেয় কারণ কামনা এবং আকাঙ্ক্ষায় ভরা শিরাগুলি তার পথ এবং এই শিরাগুলিতে রক্তের মাধ্যমে এটি পুরো শরীরে সঞ্চালিত হয়। ঈসা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, তোমাদের অন্তরকে ক্ষুধার্ত রাখ, যাতে তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে দর্শন করতে পার। সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুস্তারা (রহঃ) বলেন, '*আবদাল* (সাধু ও জ্ঞানবাদীদের মধ্যে একজন) চারটি জিনিস দ্বারা তৈরি: ক্ষুধা, জাগ্রত, নীরবতা এবং একাকীত্ব। হৃদয়ের আলোকিত এবং আলোকসজ্জার উপর ক্ষুধার প্রভাব একটি অনস্বীকার্য সত্য। অভিজ্ঞতা সেটাই প্রমাণ করে। "দুটি আকাঙ্ক্ষা ভাঙা" (অধ্যায় 3) অধ্যায়ে বিশদ সরবরাহ করা হবে।

জাগ্রততার ফলে হৃদয়ে অস্পষ্টতা, উজ্জ্বলতা এবং আলোকসজ্জা দেখা দেয়। যখন এই আলো ক্ষুধা দ্বারা সৃষ্ট আলোর সাথে যুক্ত হয় [আলোর উপর আলো করার জন্য], তখন হৃদয় একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র বা পালিশ করা আয়নার মতো হয়ে যায় যা ঐশ্বরিক সৌন্দর্যকে প্রতিফলিত করে এবং এতে আখেরাতের উচ্চতর মাত্রার সাক্ষী এবং পার্থিব অস্তিত্বের তুচ্ছ, অপমান এবং বিপদ ঘটে। এই সাক্ষ্যের পরে, আধ্যাত্মিক সাধকের চোখে জাগতিকের কোনও গুরুত্ব অবশিষ্ট থাকে না এবং একজন সম্পূর্ণরূপে পরকালের দিকে মনোনিবেশ করে (যা মানব আত্মার যাত্রায় স্থায়ীত্ব এবং অনন্তকালের চূড়ান্ত গন্তব্য কারণ এটি অস্তিত্বের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে এগিয়ে যায়)। ঘুম (অতিমাত্রায়) হৃদয়কে শক্ত ও মৃত করে তোলে কিন্তু যদি প্রয়োজন অনুযায়ী হয় তাহলে তার মধ্যে গোপন জগতের রহস্য উন্মোচিত হয়। *আবদালের* (অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক ক্ষমতার সাধু এবং জ্ঞানবাদীদের) গুণাবলীতে লেখা আছে যে তাদের পুষ্টি ক্ষুধা, তারা কেবল তখনই ঘুমায় যখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়, এবং কেবল সেই প্রয়োজন অনুসারে কথা বলে যা ঐশ্বরিক স্মরণ এবং ধ্যান থেকে প্রাপ্ত ক্লান্তি দূর করতে সহায়তা করে। নিস্তব্ধতা ও নীরবতা হৃদয়কে শক্তিশালী করে এবং সাবধানতা (ওয়ারা') এবং ঈশ্বর-ভয়ের (*তাকওয়া*) দিকে পরিচালিত করে।

একাকীত্বের পূর্ণ উপকার তখনই অর্জিত হয় যখন চোখ ও কান, যা হৃদয়ের দরজা, বন্ধ হয়ে যায় এবং হৃদয়ের ব্যস্ততায় কিছুই হস্তক্ষেপ করে না [ঐশ্বরিক স্মরণ ও ধ্যানে]। শরীরে হৃৎপিণ্ডের উপমা এমন একটি জলাধারের মতো, যেখানে চারদিক থেকে নোংরা পানি পড়ে যায়। আধ্যাত্মিক সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হচ্ছে নোংরা পানি [জলের জলাধারে, অর্থাৎ হৃদয়ে] পরিবহনকারী সমস্ত চ্যানেল বন্ধ করা এবং জলের জলাধারকে গভীরভাবে খনন করা যাতে এর [জলের জন্য] কোনও বাহ্যিক উৎসের প্রয়োজন না হয়, পরিবর্তে, জল নিজেই জলাধারের তলদেশ থেকে বেরিয়ে আসে। জলাধারটিকে পানিতে স্বাবলম্বী করার জন্য, নোংরা জলের জলাধারটি সম্পূর্ণরূপে খালি করা দরকার এবং এটি কেবল তখনই ঘটতে পারে যখন জলাধারের দিকে যাওয়ার সমস্ত চ্যানেল বন্ধ হয়ে যায়। যদি কেউ (জলাধারে নোংরা পানি প্রবাহের জন্য) চ্যানেলগুলি খোলা রাখতে চায় এবং জলাধারে বিশুদ্ধ এবং মিষ্টি জল সংরক্ষণ করতে চায় তবে এটি সম্পূর্ণ অসম্ভব। হৃদয়ের চ্যানেলগুলি [যা এতে অমেধ্য এবং নোংরা নিয়ে যায়] ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় থামানোর উপায় হল অন্ধকার বাড়িতে নির্জনতা গ্রহণ করা এবং যদি কোনও অন্ধকার ঘর না পাওয়া যায় তবে একজনের মাথায় কাপড় নিয়ে সেখানে বসতে হবে। একজন নির্জনতায় সত্যের কণ্ঠস্বর শোনে এবং ঐশ্বরিক প্রভিডেন্সের মহিমা প্রত্যক্ষ করে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অবস্থায় (তাঁর নবুয়তের শুরুর পূর্বে নির্জনতা ও আধ্যাত্মিক ধ্যান) এই অবস্থায় সত্যের কণ্ঠস্বর দ্বারা পৌঁছেছিলেন এবং সম্বোধন করেছিলেন। এই ব্যাখ্যার পরিণতি হ'ল ক্ষুধা, জাগ্রততা, স্থিরতা এবং একাকীত্বের এই চারটি গুণ একজন আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর আশ্রয়স্থল। এই [চারটি] উপায়ের মাধ্যমে [আধ্যাত্মিক] পথের ডাকাতদের এবং ডাকাতদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা যেতে পারে।

আধ্যাত্মিক পথে সংগ্রামের শুরু: এই সমস্ত শর্ত পূরণ করার পরে, আধ্যাত্মিক পথে (সুলুক) সংগ্রামের পথে পা রাখা উচিত এবং সচেতন হওয়া উচিত যে পথে অনেক কঠিন গিরিখাত (বা

গিরিখাত) রয়েছে যা এগিয়ে যাওয়ার জন্য অতিক্রম করতে হবে। ঈশ্বরের পথের গিরিখাতগুলি হৃদয়ের [নেতিবাচক এবং মন্দ অন্তর] গুণাবলী ছাড়া আর কিছুই নয় যা জাগতিক আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। এই গিরিখাতগুলির মধ্যে কয়েকটি বিশাল যা অতিক্রম করা কঠিন এবং কিছু ছোট যা অতিক্রম করা সহজ। এই গিরিখাতগুলি অতিক্রম করার জন্য [সঠিক] ক্রমটি হ'ল একটি সহজ গিরিখাত অতিক্রম করা, তারপরে প্রথমটির চেয়ে কিছুটা কঠিন, তারপরে আরও কঠিন [ইত্যাদি]। এই গুণাবলী আধ্যাত্মিক সংগ্রামের শুরুতে অতিক্রম করা একই বাধাগুলির রহস্য এবং ইঙ্গিত যেমন ধন, খ্যাতি, সৃষ্টির প্রতি ঝোঁক [সৃষ্টিকর্তার বিপরীতে ঈশ্বরের] এবং পাপ। এই বাধাগুলির ইঙ্গিতগুলি যেমন বাইরের সত্তা থেকে [নিজের থেকে] বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল, তেমনি তাদের অন্তরের সত্তা থেকে [নিজের মধ্যে] নির্মূল করা উচিত। কিন্তু এর জন্য দরকার দীর্ঘ আধ্যাত্মিক সংগ্রাম। আমি ইতিপূর্বে লিখেছি যে, প্রকৃত আধ্যাত্মিক সংগ্রাম হচ্ছে [নিম্ন আত্মার] আকাঙ্ক্ষা ও কামনার বিরোধিতা।

যখন *আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর হৃদয় আকাঙ্ক্ষা ও কামনা থেকে শূন্য হয়ে যায় এবং হৃদয়ে এমন কিছু অবশিষ্ট থাকে না যা আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে, তখন আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক* (মুর্শিদ *বা* শাইখ) উচিত *আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর হৃদয়ের উপর অবিরাম নজর রাখা* এবং অতিরিক্ত বাহ্যিক ভক্তি বা লিটানি থেকে বিরত রাখা (আওরাদ))। পরিবর্তে, একজনকে [ধর্মীয়] বাধ্যবাধকতা (*ফারাঈদ*) এবং নবুর আমল (*সুনান*) [যা ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার স্তরের নীচে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আমল ও ভক্তির অনুকরণ হিসাবে বিবেচিত হয় যা ইবাদতের ফরজ আমলের ঊর্ধ্বে এবং বাইরের] দ্বারা সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য উপদেশ দেওয়া উচিত। সর্বোচ্চ, আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের উচিত এমন স্মরণ যা সমস্ত স্মৃতি এবং লিটানিগুলির সংক্ষিপ্তসার, অর্থাত্, যখন হৃদয় ঈশ্বর ব্যতীত অন্য সবকিছু থেকে শূন্য হয়ে যায়, তখন আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীকে পরম নাম "আল্লাহ" (অর্থাত্ ঈশ্বরের একমাত্র ব্যক্তিগত নাম) স্মরণ করতে বলা উচিত, অন্যদিকে, "ঈশ্বর" হ'ল পরম সত্তার উল্লেখ করার একটি সাধারণ ভাষা নির্দিষ্ট উপায়, যিনি প্রভু, তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং দাতা)। তবে যতক্ষণ না হৃদয় আধ্যাত্মিক পথের অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার দিকে ঝুঁকে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত এই স্মরণ করা উচিত নয়। এ কারণেই শিবলী (রহঃ) তাঁর একজন ছাত্রকে বলতেন, 'যদি তোমার অন্তরে এমন কিছু ঘটে যা এই জুমার থেকে পরের দিনের মাঝখানে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু ঘটে, তবে পরের শুক্রবারে আমার সাথে দেখা করো না। আধ্যাত্মিক পথ অতিক্রম করার এবং ঐশ্বরিক প্রেম অর্জনের সত্যিকারের অভিপ্রায়ের আধিপত্য ছাড়া এই ধরণের সততা অর্জন করা যায় না। হৃদয় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা থেকে মুক্ত, যখন হৃদয়ে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন চিন্তাও আসে না, এবং একজন এমন প্রকৃত প্রেমিক হয়ে ওঠে যে, একটি চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা অবশিষ্ট থাকে না। যদি কোন আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী এমন অভ্যন্তরীণ অবস্থায় পৌঁছায়, তবে আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের উচিত এমন ব্যক্তিকে নির্জনে এক কোণে বসার অনুমতি দেওয়া এবং জায়েজ (হালাল) খাবার আনার জন্য কাউকে নিয়োগ করা। খাদ্য হালাল করা জরুরি কারণ আল্লাহর (দ্বীন) পথের ভিত্তি হচ্ছে হালাল খাদ্য খাওয়া [ঘুষ, চাঁদাবাজি, চুরি, প্রতারণা ইত্যাদির মতো অবৈধ ও অনৈতিক উপায়ে অর্জিত অবৈধ খাদ্যের বিপরীতে, বা অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ বা পবিত্র বিধানে নিষিদ্ধ ধরণের খাবারের বিপরীতে)।

একাকীত্বের অনুমতি দেওয়ার পরে, একজন আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক একজনকে একটি ঐশ্বরিক স্মরণ (*ধিকির) করতে বলবেন* যাতে তার হৃদয় এবং জিহ্বা উভয়ই সম্পূর্ণরূপে প্রশ্রয় দেয়, যেমন, "আল্লাহ*, আল্লাহ*" ("আল্লাহ*"* ঈশ্বরের একমাত্র ব্যক্তিগত নাম), "*সুবহানাল্লাহ*" (আল্লাহর মহিমা যিনি সমস্ত অসম্পূর্ণতা, ত্রুটি, ভ্রান্তি এবং সমস্ত অসম্পূর্ণতা, অসৎ এবং নেতিবাচক সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে)। ইত্যাদি। এই স্মৃতিতে এতটাই অধ্যবসায় করা উচিত যে জিহ্বার নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায় এবং মনে হবে যে এটি কোনও ইচ্ছাকৃত নড়াচড়া ছাড়াই জিহ্বায় অব্যাহত রয়েছে। এই লিটানি এতটাই অব্যাহত থাকা উচিত যে [এই ঐশ্বরিক স্মরণে] জিহ্বার কোনও অবশিষ্ট প্রভাব বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং কেবল [পরম নামের] শব্দের রূপটি হৃদয়ে থেকে যায়। তখন এমন একটি পর্যায় আসবে [এই আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টায় নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে] যেখানে শব্দের রূপও হৃদয় থেকে মুছে যাবে এবং কেবল তার অর্থের বাস্তবতা অবশিষ্ট থাকবে। এমনভাবে এমনভাবে ঘটে যে, অর্থ সব সময় হৃদয়ের সঙ্গে থাকে এবং কখনো হারিয়ে যায় না, এবং এর উপস্থিতিতে অন্য কোনো অর্থের চিন্তাও হৃদয়ে ঘটে না।

হৃদয় যখন কোনও কিছুতে লিপ্ত থাকে, তা যাই হোক না কেন, তা ছাড়া অন্য কোনও কিছুর জন্য তার মধ্যে কোনও জায়গা থাকে না। অতএব, যদি হৃদয় ঈশ্বরের স্মরণে ব্যস্ত থাকে এবং তিনিই এমন একজন হন যাকে তার উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সন্ধান করা হয়, তবে হৃদয় ঈশ্বর ব্যতীত অন্য সবকিছু থেকে শূন্য হয়ে যাবে। এই পর্যায়ে পৌঁছানোর পরে, একজন আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীকে *(সালিক* বা *মুরিদ)* নিজের হৃদয়ের উপর কঠোর নজর রাখা উচিত এবং হৃদয়ের অন্য কোনও কিছুর কল্পনাকেও অনুমতি না দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত - যা নিজের সত্তার সাথে সম্পর্কিত নয় বা অন্য কারও সাথে সম্পর্কিত নয়। কারণ অন্তর যদি কোন দিকে ঝুঁকে থাকে, তবে তা ঐশ্বরিক স্মরণ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে, যদিও এটি এক মুহূর্তের জন্য ঘটে, তবে এটি একটি বড় ক্ষতি। এ ধরনের ক্ষতি এড়ানো উচিত। ইঙ্গিতের বিষয়ে হৃদয়ের অবস্থা এই যে, যদি কেউ বাহ্যিক ইঙ্গিতমুক্ত হয়ে হৃদয়কে একটি উচ্চারণে কেন্দ্রীভূত করে (ঐশ্বরিক স্মরণের) একটি উচ্চারণে কেন্দ্রীভূত করে, তবে সেটিও ইঙ্গিতের উৎস হয়ে উঠবে, "এই উচ্চারণ কী?", "এর অর্থ কী?", "কেন এটি [ঈশ্বরের] উপাসনা? এই ইঙ্গিতটি দরজা বা উদ্বেগের দরজা খুলে দেবে এবং শয়তান নতুন পরিকল্পিত ইঙ্গিতের সাথে [হৃদয়ে] প্রবেশ করবে। এর মধ্যে এমন ইঙ্গিতগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা একজনকে ঈমানের নিরাপত্তা থেকে কাফের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে, নবুর পথের (সুন্নাহ) আলো থেকে নতুন পরিকল্পিত বিষয় এবং বিশ্বাসের উদ্ভাবনের অন্ধকারে (বিদা, অর্থাত্, এমন বিষয় যা কারও বিশ্বাসের জন্য ক্ষতিকর কারণ তারা বিশ্বাসের বিশুদ্ধ, মৌলিক এবং সত্যবাদী শিক্ষা থেকে বিচ্যুত)। আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী যদি [কারও বিশ্বাসে এই ধরনের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে রক্ষা করার জন্য] সক্রিয় থাকেন এবং এই ধরনের ইঙ্গিতগুলি নিয়ে আসা পথগুলির উপর কঠোর নজর রাখেন, তবে কোনও ক্ষতির আশঙ্কা নেই।

দুই ধরনের ইঙ্গিত: একজন আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী যে ইঙ্গিতগুলি দেখতে পান, তা দুই প্রকারের হয়। কিছু ইঙ্গিতগুলি হ'ল যার জন্য এটি নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে ঈশ্বর তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত [কারণ তারা ঐশ্বরিক মহিমা এবং সৌন্দর্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়] কিন্তু শয়তান এখনও তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করে। শয়তানের এই ধরনের

ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায় হল ঐশ্বরিক স্মরণে লিপ্ত হওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"যদি তোমরা শয়তানের কাছ থেকে কোন মন্দ ধারণা গ্রহণ কর, তবে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। (কুরআন, সপ্তম অধ্যায়, আয়াত 200)

তিনি আরও বলেন:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ إِذَا مَسَّهُمْ طَٰٓئِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُوا۟ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

"নিশ্চয়ই যারা ধার্মিক ভয়, শ্রদ্ধা এবং ঈশ্বরকে ভয় করে, যখন শয়তানের (একটি মন্দ, ক্ষতিকারক এবং নেতিবাচক চিন্তা) বিপদের মুখোমুখি হয়, তখন তারা তৎক্ষণাৎ ঐশ্বরিক স্মরণে লিপ্ত হয় এবং তাদের চোখ হঠাৎ করে খুলে যায় (অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অবস্থায় যা একজনের জন্য ক্ষতিকারক সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে বাধা এবং সুরক্ষা হিসাবে কাজ করে)। (কুরআন, সপ্তম অধ্যায়, আয়াত 201)

দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে এমন ইঙ্গিতগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা তাদের মধ্যে দ্বিধা এবং সন্দেহ রয়েছে। তাদের সম্পর্কে পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলা যায় না যে ঈশ্বর তাদের থেকে মুক্ত। যখন এই ধরনের ইঙ্গিতের মুখোমুখি হন, তখন নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিবর্তে, আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের মতামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা উচিত। শুধু তাই নয়, নিজের হৃদয়ের অবস্থা আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের সাথে ভাগ করে নেওয়া উচিত, তা অলসতা হোক বা উদ্দীপনা, কোনও কিছুর প্রতি ঝোঁক বা উদ্দেশ্যের সত্যতা [আধ্যাত্মিক পথে অতিক্রম করা], সংক্ষেপে, [হৃদয়ের] প্রতিটি [অভ্যন্তরীণ] অবস্থা আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের সাথে ভাগ করে নেওয়া উচিত যাতে কেউ [হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ অবস্থার জন্য যা নিরাময়ের প্রয়োজন] একটি নিরাময়ের পরামর্শ দিতে পারে। আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক ব্যতীত অন্য কারও সাথে এগুলি ভাগ না করা প্রয়োজন, যাকে আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর (মুরিদ বা আধ্যাত্মিক পথে কারও ছাত্র) [অভ্যন্তরীণ] অবস্থার উপর গভীর নজর রাখতে হবে এবং [আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর] বুদ্ধি এবং দূরদর্শিতা অনুসারে [নেতিবাচক এবং ক্ষতিকারক অভ্যন্তরীণ অবস্থার নিরাময়ের পরিপ্রেক্ষিতে] সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক দেখেন যে ধ্যান এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন করার অনুমতি আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সত্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে, তবে একজনকে সেই পথে রাখা উচিত এবং এই [আধ্যাত্মিক] ধ্যানের চিরস্থায়ী অবস্থা বজায় রাখতে বলা উচিত যাতে ঈশ্বরের কাছ থেকে ঐশ্বরিক আলোকসজ্জা উপস্থিত হয় যা বাস্তবতা প্রকাশ করে। যাইহোক, যদি এটি অনুভূত হয় যে আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী নিজের এবং সত্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে একজনের কাছে প্রকাশিত হবে না এমন পথ খুঁজে পেতে সক্ষম হবে না, তবে আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের উচিত একজনের সন্দেহ দূর করা এবং এমন বাস্তবতা সম্পর্কে একটিকে অবহিত করা যা তিনি সহ্য করতে সক্ষম, একজনকে উপদেশ দেন এবং নিজের মান (মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা) বিবেচনা করতে পারেন। কিছু যুক্তি উপস্থাপন করুন।

আধ্যাত্মিক গাইডের [আধ্যাত্মিক] বিষয়গুলি বোঝার জন্য অতিরিক্ত জোর দেওয়া উচিত নয়, পরিবর্তে, যা বলা বা পরামর্শ দেওয়া দরকার তা দয়া এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে করা উচিত কারণ এই পথটি [ঐশ্বরিক উপস্থিতিতে আধ্যাত্মিক আরোহণের] খুব কঠিন এবং মারাত্মক বিপদে ভরা। কিছু আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী ঐশ্বরিক স্মরণ এবং ধ্যানের আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপের সময় ক্ষতিকারক চিন্তাভাবনা দ্বারা বেষ্টিত থাকে এবং ফলস্বরূপ বাস্তবতার আধ্যাত্মিক উন্মোচনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এর ফলস্বরূপ, তারা একটি অকেজো পথ অতিক্রম করতে শুরু করে [যেখানে তাদের সময় এবং প্রচেষ্টা নষ্ট হয়] এবং ধ্বংসের কাছাকাছি চলে আসে। এটি একটি বড় ক্ষতি। যার হৃদয় ঐশ্বরিক স্মরণে নিয়োজিত হওয়ার জন্য স্বাধীন এবং এর প্রতিবন্ধকতাও উপস্থিত নেই, তবুও মাঝে মাঝে অনুরূপ ক্ষতিকারক চিন্তায় জড়িয়ে পড়ে। একজন আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী হলেন বিপদে জর্জরিত জাহাজের যাত্রীর মতো। যদি কেউ পালিয়ে যায়, তবে সে [আধ্যাত্মিক] পথের রাজা হয়ে যায়। যদি কেউ পালাতে না পারে, তবে সে ধ্বংস হয়ে যায় [নিজের জীবনের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আধ্যাত্মিক আরোহণের সংগ্রাম হারানোর পরিপ্রেক্ষিতে, এবং ফলস্বরূপ চিরন্তন সুখ এবং অবিরাম বিজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে]।

বাহ্যিক ইবাদতের সাথে সম্পর্কিত মৌলিক বিশ্বাস এবং বিশ্বাসগুলি অনুসরণ করার মাধ্যমে অর্জিত হওয়ার পরে (*তকলিদ* বা জ্ঞানের সাথে অন্যের অনুসরণ) একজনকে সৎকর্মে লিপ্ত হওয়া উচিত [ঐশ্বরিক উপাসনা এবং অন্যের সেবা সম্পর্কিত]। অন্য যে কোনও উপায়ে কাজ করার অনেক বিপদ রয়েছে। এই কারণেই, কিছু লোক আধ্যাত্মিক গাইডের পক্ষে একজনের অন্তর্দৃষ্টি [এবং অন্তর্দৃষ্টি] ব্যবহার করে তার ছাত্রদের (আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীদের) [অভ্যন্তরীণ] অবস্থা খুঁজে বের করা অপরিহার্য বলে মনে করেছেন। যদি কেউ বুদ্ধিমান না হয় এবং বাহ্যিক বিষয় সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে (অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক বিষয়ের বিপরীতে বাহ্যিক ইবাদতের সাথে সম্পর্কিত], তবে কাউকে ঐশ্বরিক স্মরণে জড়িত করার পরিবর্তে, বাইরের ইবাদত এবং অবিরাম *আওরাদ* (লিটানি) এর সাথে জড়িত হওয়া উচিত বা যারা ঐশ্বরিক স্মরণ ও ধ্যানে নিজেকে নিয়োজিত করেছে তাদের সেবায় জড়িত হওয়া উচিত যাতে তাদের আশীর্বাদও একজন পেতে পারে। ঐশ্বরিক স্মরণে ক্রমাগত নিয়োজিত থাকাকালীন, আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী [যিনি নিছক বাহ্যিক উপাসনার স্তর থেকে উপরে উঠে এসেছেন এবং বাইরের কাজে অন্যদের অনুসরণ করেছেন] ভাল অভ্যন্তরীণ অবস্থা অনুভব করেন এবং [এমনকি অলৌকিক ঘটনার মতো] একটির মাধ্যমে অসাধারণ কীর্তিগুলি ঘটতে শুরু করে। এই অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং অসাধারণ কীর্তিগুলি অযোগ্য আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীকে [একজনের নিম্ন আধ্যাত্মিক ক্ষমতা এবং আধ্যাত্মিক পথে একজন শিক্ষানবিশ হওয়ার কারণে] আত্ম-ধার্মিকতা, আত্ম-অহংকার, প্রদর্শন এবং সুখের সাথে জড়িত থাকে [নিজের ভুল মূল্যায়ন এবং মতামতে একজন অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হওয়ার বিষয়ে]। এটা মনে রাখা উচিত যে এই অবস্থা এবং অবস্থাগুলি আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার বাধা। যদি আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী তাদের প্রতি মনোযোগী হয়ে ওঠে এবং নিজের আত্মা এই অবস্থাগুলিতে নিমজ্জিত হয়, তবে এটি আধ্যাত্মিক পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, বরং আশঙ্কা করা হয় যে আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যাওয়া বন্ধ করে দেবে। একজন ব্যক্তি তার সমস্ত জীবনে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির মতো থাকা ভাল, যিনি সমগ্র সমুদ্রের জল দ্বারা তৃপ্ত হতে পারেন না [কারণ আত্মতৃপ্তি আধ্যাত্মিক অগ্রগতি এবং পরিপূর্ণতাকে বাধাগ্রস্ত করে এবং বিপরীত করে]।

আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর মূলধন হচ্ছে সৃষ্টির সাথে একজনের সম্পর্ক (অর্থাত্, হৃদয়ের সংযুক্তি) শেষ করে দেয় [অর্থাত্, ঈশ্বরের সাথে অন্য সবকিছুর সাথে, কারণ তাদের প্রতি আসক্তি তাদের অস্থায়ীত্ব এবং প্রকৃত শক্তির অভাবের কারণে শেষ পর্যন্ত হতাশা এবং মোহভঙ্গের দিকে পরিচালিত করে], ঈশ্বরের (সৃষ্টিকর্তা) সাথে আসক্তি এবং একাকীত্ব [এটি সম্ভব করে তোলে হৃদয়ের আড়ম্বরপূর্ণ প্রবৃত্তি হিসাবে, জগতের উজ্জ্বলতা এবং গৌরব সমস্ত আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে হত্যা করে]। একজন [আধ্যাত্মিক] ভ্রমণকারী বলেছিলেন: "আমি একজন *আবদালকে* (অত্যন্ত উচ্চতর আধ্যাত্মিক কৃতিত্বের জ্ঞানবাদী) জিজ্ঞাসা করেছিলাম তদন্তের পথ সম্বন্ধে। তিনি বললেন, 'আপনি পৃথিবীতে বাস করেন যেমন একজন ভ্রমণকারী কোথাও বাস করে'। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমাকে সেই কাজ বলুন যার জন্য আমার হৃদয় সর্বদা ঈশ্বরের সাথে থাকে'। তিনি বললেন, সৃষ্টির দিকে এমনভাবে তাকাও না, যেভাবে তাদের দিকে তাকানোই (আত্মার) অন্ধকার। আমি উত্তর দিলাম, 'এটা প্রয়োজনীয়'। তিনি উত্তর দিলেন: 'তাদের কথায় কান দিও না, কারণ এতে হৃদয় শক্ত হয়ে যায়। আমি বললাম, 'এটাও প্রয়োজনীয়'। তিনি বললেন, তাদের সাথে কোন সম্পর্ক করো না, কারণ এতে ভয় হয়। আমি বললাম, 'এটিও প্রয়োজনীয়, কারণ আমি তাদের মধ্যে আমার জীবন কাটিয়ে দিই। ওদের সঙ্গে কোনাে লেনদেন না করা কি করে সম্ভব? জবাবে তিনি বলেন, 'ওদের সঙ্গে থাকবেন না। তাদের সঙ্গে বসবাস মানেই ধ্বংস'। আমি বললাম, 'এই রোগটিও ছাড়বে না'। তিনি বলেছিলেন: 'আপনি অজ্ঞ এবং অজ্ঞ লোকদের দিকে তাকান, অজ্ঞদের কথা শুনছেন, অকেজো লোকদের সাথে আচরণ করছেন (যারা নিম্ন বা আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার লোকেরা যাদের সঙ্গ কারও পক্ষে দরকারী নয়) এবং তবুও আপনার হৃদয় ঈশ্বরের সাথে থাকতে চান? এটা কখনোই সম্ভব হবে না'।

আধ্যাত্মিক সংগ্রামের সর্বোচ্চ স্তর: আধ্যাত্মিক সংগ্রামের সর্বোচ্চ স্তরটি হ'ল একজন আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী (*মুরিদ)* প্রতিটি মুহূর্তে এবং সেকেন্ডে ঈশ্বরের সাথে নিজের হৃদয়কে উপস্থিত থাকতে দেখেন এবং এই স্তরটি অর্জন করা যায় না যতক্ষণ না কারও হৃদয় ঈশ্বর ব্যতীত অন্য সবকিছু থেকে খালি হয়ে যায় এবং এটি দীর্ঘ [এবং নির্ধারিত] আধ্যাত্মিক সংগ্রাম ছাড়া সম্ভব নয়। যখন মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বরের স্মরণ ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তখন তার কাছে ঐশ্বরিক প্রভিডেন্সের মহিমা অবতীর্ণ হয়, তার উপর সত্যের আলো উদয় হয় এবং উচ্চতর [আধ্যাত্মিক] জগতের সমস্ত সূক্ষ্মতা উন্মোচিত হয় যার গুণাবলী ব্যাখ্যা করা যায় না। তবুও, যদি কোনও আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর (মুরিদ) উপর বিশেষ ঐশ্বরিক অনুগ্রহ থাকে এবং উপরোক্ত বিষয় থেকে কোনও বিষয় প্রকাশিত হয়, তবে এমন আধ্যাত্মিক অবস্থা রক্ষা করা উচিত [কারণ এটি অমূল্য]। আধ্যাত্মিক অবস্থার এই [উচ্চ] স্তরে পৌঁছানোর পরে, অনেক হাইওয়ে ডাকাতরা একজনের পথে বাধা দেয় (আধ্যাত্মিক পথে অগ্রগতি এবং আরোহণ)। সবচেয়ে বড় হাইওয়ে ডাকাতটি [কারও আধ্যাত্মিক যাত্রায় বাধা দেয়] হ'ল একজন এই জাতীয় [অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক] অবস্থাগুলি [সাধারণ জনগণের কাছে] উপদেশ এবং উপদেশ হিসাবে বর্ণনা করতে শুরু করে এবং উপদেশ এবং প্রকাশ্য বক্তৃতা প্রচারের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা করে [যখন কেউ এই ভুল ধারণা এবং বিভ্রান্তিকর অবস্থা বিকাশ করে যে আধ্যাত্মিক পথের চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছেছে এবং নিজের অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক অর্জনগুলি সাধারণ লোকের সাথে উচ্চ অভ্যন্তরীণ অবস্থার আকারে ভাগ করে নেওয়ার সময় এসেছে সর্বজনীন। এটি প্রায়শই

তাদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে করা হয় তবে বাস্তবে, নিম্ন স্ব (*নাফস)* স্বাচ্ছন্দ্য, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, সম্মান এবং ফলস্বরূপ উল্লাস এবং বস্তুগত সুবিধা [কারও আধ্যাত্মিকতার প্রতিকূল] সন্ধান করে।

এই শখ নিম্ন আত্মাকে (নাফস) অবর্ণনীয় আনন্দ প্রদান করে। এটা (বাস্তবে) আনন্দ নয়, নেশা। মানুষ এই বিনোদনে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়ে নিজের উপকার ও ক্ষতির প্রতি সম্পূর্ণ অজ্ঞ অবস্থায়। শুধু তাই নয়, খুতবাকে আরও কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য, একজন [চমৎকার এবং চিত্তাকর্ষক] শব্দ বাছাই, বর্ণময় বক্তৃতার [শিল্প] এবং জ্ঞান প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য, একজন কুরআন এবং *হাদিস* (নবুয়ী বর্ণনা) থেকে গল্প, উদাহরণ এবং প্রমাণ অনুসন্ধান করে শ্রোতাদের কাছে উপস্থাপন করে। কখনও কখনও শয়তান একজনের মাথায় এটি রাখে: "আপনার এই কাজটি মহান এবং অসাধারণ, আপনার বক্তৃতাগুলি মৃত হৃদয়কে জীবিত করছে, অযত্নের পর্দা [একজনের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং এটি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা] দূরে সরে যাচ্ছে। তোমরা আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী, তোমরা আল্লাহর সৃষ্টিকে কোন লাভের জন্য বা গোপন উদ্দেশ্যের জন্য কল্যাণের দিকে আহ্বান করছ না, বরং কেবল সত্যবাদ ও আন্তরিকতার চেতনা নিয়ে এটি করছ। শয়তানের এই প্রতারণা প্রকাশিত হয় যখন আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর সমসাময়িকদের মধ্যে অন্য কেউ [ঈশ্বরের প্রতি] আমন্ত্রণ এবং শিক্ষার একই বাধ্যবাধকতা পালন করছে, যিনি বাগ্মিতার ক্ষমতার কারণে মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়। যদি এমন ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষার অনুভূতি আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর হৃদয়ে জন্ম নেয়, তবে এটি বোঝা উচিত যে কারও উপদেশ বিশুদ্ধ আনন্দের জন্য এবং মানুষের কল্যাণ এবং ঐশ্বরিক প্রতিদান এবং পুরষ্কারের জন্য নয়। যদি কারও উদ্দেশ্য ধার্মিক হত, তবে সে তার সমসাময়িক প্রচারকের প্রতি ঈর্ষান্বিত হত না। পরিবর্তে, কেউ খুশি হত যে একজন অতিরিক্ত ব্যক্তির সমর্থন পেয়েছে [লোকেদের সত্য, ধার্মিকতা এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকে আমন্ত্রণ জানানোর মহৎ উদ্যোগের জন্য]। এ যেন অজ্ঞাত মৃত ব্যক্তির মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া এবং দাফনের দায়িত্ব তার কাঁধে আসে। যদি কেউ এমন একজন ব্যক্তিকে খুঁজে পায় যিনি এই ধার্মিক বিষয়ে সহযোগিতা করেন, তা হলে তা কি সুখের জায়গা বা ঈর্ষার জায়গা হবে? অনুরূপভাবে, অমনোযোগী এবং অজ্ঞ লোকেরা [প্রকৃতপক্ষে] মৃত, যদিও তাদের দেহগুলি হাঁটছে এবং চলাফেরা করছে বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে তারা [জীবিত] আত্মা থেকে বঞ্চিত। বিজ্ঞ আলেম এবং [অনন্ত] সত্যের আমন্ত্রণকারীরা মৃত আত্মাদের জীবন প্রদান করে। যদি একজন সত্যের আহ্বানকারী অন্য আমন্ত্রণকারীর সাহায্য ও সাহচর্য পায়, তবে তা একজনের জন্য সান্ত্বনার কারণ এবং দুঃখের কারণ নয়, তবে পার্থিব পণ্ডিত ও প্রচারকরা এটিকে সান্ত্বনা বলে মনে করেন না বরং একে অপরের ভূখণ্ড ও আধিপত্যের সীমানায় হস্তক্ষেপ হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। একজন আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীকে অবশ্যই এটি এড়াতে হবে কারণ এটি শয়তানের একটি ফাঁদ যার মাধ্যমে এটি ঐশ্বরিক জ্ঞানের উপত্যকায় পা রাখা লোকদের আক্রমণ করে। মানুষ এই ফাঁদে আটকা পড়ে কারণ জাগতিকতার প্রতি ভালবাসা মানুষের মেজাজে প্রাধান্য পায়। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا

"… পরিবর্তে, আপনি বিশ্বের জীবনকে পছন্দ করেন (অর্থাত্, অনন্ত জীবনের বিপরীতে ক্ষণস্থায়ী পার্থিব অস্তিত্ব)। (কুরআন, অধ্যায় 87, আয়াত 16)

ঈশ্বর এও বলেছিলেন যে, মন্দ [এবং নেতিবাচক প্রবণতা এবং প্রবণতা] পূর্ব থেকেই [মানব] মেজাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল কারণ এর উল্লেখ পূর্ববর্তী জাতিগুলির ঐশ্বরিক প্রকাশিত বই এবং স্ক্রোলগুলিতেও পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ هَٰذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿١٨﴾ صُحُفِ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿١٩﴾

"ইব্রাহীম ও মূসার পূর্ববর্তী কিতাবগুলিতেও এটি রয়েছে। (কুরআন, অধ্যায় 87, আয়াত 18-19)

এটি আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর আধ্যাত্মিক সংগ্রাম, প্রচেষ্টা এবং প্রশিক্ষণের একটি সংক্ষিপ্ত স্কেচ। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে কোন কোন [নেতিবাচক ও ক্ষতিকর] অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য দূর করা উচিত এবং কীভাবে তা অর্জন করা যায় এবং কোন [মহৎ] অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যগুলি হৃদয়ে শোভিত করা উচিত সে সম্পর্কে বিস্তারিত ধাপ দেওয়া হবে।

সমস্ত মানব [অভ্যন্তরীণ চরিত্র] বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং অপ্রতিরোধ্য হল পেট, গোপনাঙ্গ এবং জিহ্বার কামনা। তাদের পরে, এটি ক্রোধের বৈশিষ্ট্য যা তাদের সমর্থন করে। এসব কামনায় অভ্যস্ত ও অভ্যস্ত হওয়ার পর মানুষের হৃদয়ে জাগতিকের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় এবং ধন-সম্পদ ও খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয়। এই কামনার গর্ভে অহংকার, ধার্মিকতা এবং আত্ম-বিলাসের জীবাণু জন্ম নেয় এবং মানুষ সেগুলির মধ্যে এমনভাবে আবদ্ধ হয় যে তাদের থেকে মুক্তির কল্পনাও করা যায় না। কেউ কেবল ধর্মের সেই দিকগুলিকেই পছন্দ করে যার মধ্যে আধিপত্য, প্রতিপত্তি এবং ক্ষমতার কিছু উপায় রয়েছে। বিষয়টির তীব্রতা ও সংবেদনশীলতা বিবেচনা করে আমরা এই দুটি অধ্যায়ের শেষে ধ্বংসাত্মক নেতিবাচক আভ্যন্তরীণ গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করব যা একজনের হৃদয় ও আত্মার ধ্বংস ডেকে আনে (*মুহলিকাত*)। এই আলোচনাটি এই গ্রন্থের পরবর্তী আটটি অধ্যায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বইয়ের চারটি খণ্ডের তৃতীয় খণ্ড থেকে "*ইহ্যা আল-উলুম আদ-দীন*" বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" এর পরবর্তী আটটি বইয়ে থাকবে। প্রথমত, পেট এবং গোপনাঙ্গের কামনা; দ্বিতীয়ত, জিহ্বার বিপদ; তৃতীয়ত, ক্রোধ, বিদ্বেষ এবং ঈর্ষা; চতুর্থত, জাগতিকতার নিন্দা এবং এর প্রতারণা সম্পর্কে বিশদ; পঞ্চমত, ধন-সম্পদ, বস্তুগত সম্পদ এবং কৃপণতার প্রতি ভালবাসা; ষষ্ঠত, আড়ম্বরপূর্ণ [স্ব-কেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের সাথে সম্পর্কিত] এবং খ্যাতির প্রতি ভালবাসা; সপ্তমত, অহংকার এবং আত্ম-অহংকার; এবং অষ্টম: আত্ম-বিভ্রান্তিকর অবস্থা। এই আটটি বইয়ের মাধ্যমে আমাদের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে যা আমাদের সামনে রয়েছে "*ইহ্যা আল-উলুম আদ-দীন*" বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" (যা ধ্বংসাত্মক নেতিবাচক অভ্যন্তরীণ গুণাবলী যা একজনের হৃদয় ও আত্মার ধ্বংস ডেকে আনে যাতে কেউ তাদের বিরুদ্ধে সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে)। পূর্ববর্তী দুটি অধ্যায়ের প্রথমটিতে (গাজ্জালী তাদের বই হিসাবে

উল্লেখ করে), আমরা হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী বা ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা করেছি, কারণ হৃদয় সমস্ত ধ্বংসাত্মক আভ্যন্তরীণ গুণাবলীর উৎস এবং বাসস্থান এবং উদ্ধারকারী, শুভ, জীবন এবং সাফল্যের অভ্যন্তরীণ গুণাবলী প্রদান করে (*মুঞ্জিয়াত*)) [যা একজনকে চিরন্তন সুখ এবং অবিরাম বিজয়ের দিকে নিয়ে যায়]। দ্বিতীয় বই (বা অধ্যায় যা এই বর্তমান) একজনের অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং স্বভাব (*ইখলাক)* এবং সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধারের জন্য নিরাময়ের পদ্ধতি সরবরাহ করেছিল [বা আত্মা] এর অসুস্থতা এবং রোগের জন্য নির্ধারিত ছিল। এই আলোচনাটি সংক্ষিপ্ত হয়েছে, তবে সামনের অধ্যায়গুলিতে বিশদ থাকবে।

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

"আল্লাহ ব্যতীত কোন সৎকর্ম করতে পারে না, আমি তাঁরই উপর আমার পূর্ণ ভরসা করি এবং তাঁরই দিকে আমি অবিরাম সাহায্য ও প্রয়োজনের জন্য প্রত্যাবর্তন করি।

অধ্যায় 3- নিম্ন আত্মা থেকে দুটি অপ্রতিরোধ্য বেস আকাঙ্ক্ষার দখল ভাঙা

গাজ্জালীর তৃতীয় গ্রন্থ "*ইহ্যা আল-উলুম আদ-দীন*" *বা* "*ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ*" *এর তৃতীয় খণ্ড বা চতুর্থাংশে* খাবারে ভোগ এবং শারীরিক সুখভোগের দুটি অপ্রতিরোধ্য আকাঙ্ক্ষা ভঙ্গ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই দুটি আকাঙ্ক্ষা তাদের অবসেসিভ প্রকৃতির কারণে অত্যধিক শক্তিশালী, স্বাস্থ্যকে বিপন্ন করে এবং একজনের জীবনের আসল উদ্দেশ্যের প্রতি অবহেলা এবং অবহেলা করে, আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা এবং প্রচেষ্টার জন্য খুব কম বা কোনও জায়গা রাখে না। শারীরিক আনন্দ এবং শারীরিক সাধনায় লিপ্ত হওয়ার কারণে আধ্যাত্মিক যাত্রা সম্পূর্ণরূপে বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং অ-আত্মকেন্দ্রিক ইতিবাচক প্রচেষ্টার জন্য খুব কম জায়গা রেখে যায়। দৈহিক আনন্দের জন্য অনিয়ন্ত্রিত তাগিদ, অন্যদের প্রতি সহানুভূতির উপর ভিত্তি করে ইতিবাচক পরার্থপরতার প্রচেষ্টার জন্য খুব কম জায়গা ছেড়ে দেয়। পরিবর্তে, স্ব-কেন্দ্রিক আবেশ একজনকে স্বার্থপরতা এবং এর সমস্ত দুর্বল প্রভাবের দিকে নিয়ে যায় যা দেখতে স্পষ্ট। বিশ্বের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে, ক্ষুধাকে আধ্যাত্মিক উদ্যোগের জন্য একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, যা এর ভ্রমণকারীদের জন্য পথকে সহজ করে তুলেছে। গাজালি আমাদের নিজস্ব আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টাকে সহজতর করার সরঞ্জাম হিসাবে খাদ্যে আংশিক ক্ষুধা এবং সংযমের প্রাধান্যের উপর পুনরায় জোর দিয়েছেন যা ফলস্বরূপ দুর্ভাগ্যজনক, বঞ্চিত এবং দুর্ভোগে জর্জরিতদের জন্য ইতিবাচক পরার্থপরতার প্রচেষ্টা এবং সহানুভূতি প্রচার করে। একবার নিকৃষ্ট আকাঙ্ক্ষা দমনের মাধ্যমে আত্মার স্বচ্ছতা এবং হৃদয়ের সংবেদনশীলতা বিকাশ লাভ করে, তখন একজন ব্যক্তি তার প্রতিটি স্নায়ু, তন্তু এবং পরমাণুতে অন্যের ব্যথা এবং কষ্ট অনুভব করে। অন্যের অসুস্থতা নিজের অসুস্থতায় পরিণত হয়, অন্যের দুঃখ নিজের দুঃখে পরিণত হয়, অন্যের সমস্যা নিজের সমস্যায় পরিণত হয়, অন্যের দুঃখ ও কষ্ট হয়ে ওঠে নিজের যন্ত্রণা ও কষ্ট। কেউ আর স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক এবং কঠোর হৃদয়ের থাকে না, কারণ ভিতর থেকে নির্গত একটি অবাধ শক্তির মাধ্যমে একজন মহৎ প্রচেষ্টায় চালিত হয়। এর ফলে আধ্যাত্মিক পথে একজনের আরোহণ ঘটে। গাজ্জালীর এই বইটি "ব্রেকিং দ্য

হোল্ড অব টু [পরাক্রমশালী ভিত্তি] আকাঙ্ক্ষা [নিম্ন আত্মা থেকে]" এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হচ্ছে [9]:

জেনে রাখুন যে, আদম সন্তানদের (অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতির) জন্য সবচেয়ে মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক কামনা হচ্ছে পেটের কামনা। এ কারণেই আদম ও হাওয়া (সমগ্র মানবজাতির যথাক্রমে পিতা ও মাতা) (সাল্লাল্লাহু আলাইহি করা হযরত) আকাশ থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয় [সংগ্রাম, সংগ্রাম, কঠোর পরিশ্রম, চ্যালেঞ্জ, অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এবং বেদনার মতো অবাঞ্ছিত জিনিসে ভরা একটি নতুন জীবন শুরু করার জন্য। কষ্ট, দুঃখ, ক্ষুধা, অসুস্থতা এবং ট্র্যাজেডি যা আমাদের ঐশ্বরিক উপস্থিতির ছায়ায় আমাদের আসল স্বর্গীয় উত্সে ফিরে যাওয়ার পথ খুঁজে পেতে সহায়তা করে]। তাদের একটি নির্দিষ্ট গাছের ফল খাওয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছিল, কিন্তু কামনা তাদের উপর পরাজিত হয়েছিল এবং তারা [নিষিদ্ধ] গাছের ফল খেতে শুরু করেছিল। এই অবাধ্যতার ফলে (আল্লাহর আদেশের) অবাধ্যতার ফলে ততদিন পর্যন্ত যে সমস্ত দোষ (লজ্জার বিষয়) গোপন ছিল, তা প্রকাশিত হয়েছিল।

পাকস্থলী - সমস্ত কামনা, আকাঙ্ক্ষা এবং অত্যধিক আকাঙ্ক্ষার উৎস: বাস্তবতা হ'ল পেট সমস্ত কামনা এবং সমস্ত ক্ষতির উত্স এবং উত্স। পেটের লালসা দৈহিক সুখের জন্য কামনাকে প্ররোচিত করে। যখন কারও পেট পূর্ণ হয়, তখন একজন অতিরিক্ত শারীরিক সুখে লিপ্ত হওয়ার কথা ভাবেন। খাদ্য এবং সহবাসের অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা, খ্যাতি এবং বস্তুগত সম্পদের (সম্পদ) জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। খ্যাতি এবং সম্পদ দুটি জিনিস যা বিবাহ এবং সূক্ষ্ম খাওয়ার সংখ্যা বৃদ্ধির উত্স। ধন-সম্পদের প্রাচুর্য এবং খ্যাতিতে অত্যধিকতা, অহংকার সৃষ্টি করে, [বিভিন্ন বস্তুগত বস্তুর জন্য] প্রতিযোগিতায় অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে, এবং যারা একজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তাদের প্রতি ঈর্ষার অনুভূতি তৈরি করে এবং তাদের গর্ভ থেকে আড়ম্বর, অহংকার, অহংকার এবং তাদের পছন্দের মন্দ জন্ম নেয়। এর ফলে বিদ্বেষ, শত্রুতা এবং বিদ্বেষের অনুভূতি উড়ে যায়। একজন তখন বিদ্রোহ, অবাধ্যতা এবং বিদ্রোহের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং মন্দ ও ব্যভিচারে নিমজ্জিত হয়। পেট খালি না রাখার এই সমস্ত পরিণতি এবং ফল কারণ এটি একজনের পেট ভরে খাওয়ার সমস্ত অহংকার এবং নেশা। যদি কেউ ক্ষুধার কারণে নিজের (*নাফস*) অপমানিত রাখত এবং শয়তানের (সারা শরীর জুড়ে রক্ত সঞ্চালনের শিরা) কঠোর পাহারা ও পাহারা দিত, তবে সে কখনো বিদ্রোহের আশ্রয় নিত না (শালীনতা, ভদ্রতা, সাধারণ কল্যাণ ও ঐশ্বরিক আদেশের বিরুদ্ধে)। পরিবর্তে, কেউ ঈশ্বরের আনুগত্য করত এবং অহংকার, আড়ম্বরপূর্ণ (আত্মকেন্দ্রিক, অহংকারী প্রদর্শন), অবাধ্যতা [ঐশ্বরিক আদেশের প্রতি] এবং বিদ্রোহের পথে হাঁটতে পারত না। কেউ পার্থিব সুখভোগে ডুবে যেত না এবং অনন্ত (আখেরাত) এর চেয়ে পার্থিব (দুনিয়াকে) প্রাধান্য দেওয়ার ভুল করত না এবং পার্থিব সম্পদ ও সম্পদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত যেমন শিকারী তাদের শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবুও, পেটের লালসার ক্ষতি এতটাই বিপজ্জনক এবং মারাত্মক, এর বিপদ এবং এর থেকে রক্ষা করার উপায় সম্পর্কে আল্লাহর বান্দাদের (সকল মানুষকে) অবহিত করা জরুরি। যৌন কামনার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা কারণ এটি পেটের কামনার অধীন। আমরা এই

আলোচনাটি [এই অধ্যায়ের কয়েকটি অংশে] ঈশ্বরের প্রদত্ত সাহায্য এবং সামর্থ্য দিয়ে সম্পূর্ণ করব। প্রথম অংশে ক্ষুধার শ্রেষ্ঠত্ব ও পেটুকের নিন্দা ব্যাখ্যা করা হবে, তারপর [ক্ষুধার] উপকারিতা উল্লেখ করা হবে। এরপর, কম খাওয়া এবং দেরি করে খাওয়ার মাধ্যমে পেটের লোভ দূর করার জন্য আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করা হবে। ক্ষুধার [উপকার] সম্পর্কে, মানুষের রাষ্ট্রের পার্থক্য উল্লেখ করা হবে। এর পরে, গোপনাঙ্গের কামনা নিয়ে আলোচনা করা হবে। পরবর্তীতে, একজন আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর বিয়ে করা প্রয়োজন কিনা তা ব্যাখ্যা করা হবে। এরপর পেট, গোপনাঙ্গ ও চোখের কামনার বিরোধী, যারা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করা হবে।

ক্ষুধার শ্রেষ্ঠত্ব এবং পেটুকের নিন্দা

ক্ষুধার উৎকর্ষতা সম্পর্কে [রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রীতিনীতি নিম্নরূপ:

جاهدوا انفسكم بالجوع والعطش فان الاجر فى ذالك كاجر للمجاهد فى
سبيل الله فانه ليس من عمل احب الى الله من جوع وعطش

"**ক্ষুধা** ও তৃষ্ণা নিয়ে আত্ম (নাফস) নিয়ে *আধ্যাত্মিক সংগ্রাম ও সংগ্রাম করো,* কারণ আল্লাহর পথে [জীবন, স্বাধীনতা, সম্পদ ও শান্তি রক্ষার জন্য বাহ্যিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে] [বৈধ] আত্মরক্ষায় লিপ্ত হওয়ার জন্য এর (নাফস) সমান প্রতিদান রয়েছে। কারণ ক্ষুধা ও তৃষ্ণার চেয়ে আল্লাহর কাছে প্রিয় আর কোন কাজ নেই।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইরশাদ করেন:

لا يدخل ملكوت السموات من ملا بطنه

"স্বর্গের ফেরেশতারা এমন ব্যক্তির নিকটবর্তী হন না যে পেট ভরে [নিজের জীবনের উদ্দেশ্য এবং তা অর্জনের জন্য যে প্রচেষ্টা করতে হবে তা সম্পর্কে বিস্মৃত অবস্থায় ভোগ করার ইঙ্গিত দেয়]।

البسوا وكلوا واشربوا فى انصاف البطون فانه جزء من النبوة

"পোশাক পরিধান কর [যা ঢেকে রাখা দরকার তা ঢেকে রাখুন], অর্ধেক পেট খালি রেখে খাও এবং পান করুন কারণ এটি নবুতের একটি অংশ।

الفكر نصف العبادة وقلة الطعام هي العبادة

"ধ্যান অর্ধেক ইবাদত, এবং অল্প পরিমাণে খাবার খাওয়া পূর্ণ ইবাদত।

افضلكم عند الله منزلة يوم القيامة اطولكم جوعا وتفكرا في الله سبحانه
وابغضكم عند الله عزوجل يوم القيامة كل نوم اكول شروب

"কিয়ামতের দিন সর্বোচ্চ পদমর্যাদার ব্যক্তি হবে সেই ব্যক্তি, যে প্রচুর ক্ষুধার্ত থাকত এবং আল্লাহর প্রতি প্রচুর চিন্তনায় নিয়োজিত থাকত। কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি আল্লাহর চোখে নিচু হয়ে যাবে, যে প্রচুর ঘুমাত, খাওয়া-দাওয়া করত।

لا تميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب فان القلب كالزرع يموت اذا اكثر
عليه الماء

"তোমরা তোমাদের অন্তরকে মৃত করো না। এটি হৃদয় একটি কৃষিজমির মতো হওয়ার কারণে- যখন এটি অতিরিক্ত জল দিয়ে সেচ দেওয়া হয়, তখন এটি ধ্বংস হয়ে যায়।

ماملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه' حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه' وان
كان لابد فاعلا فثلث لطعامه' وثلث لشرابه وثلث لنفسه

"আদম সন্তান (অর্থাৎ মানুষ) পেটের চেয়ে নিকৃষ্ট কোন বাসন পূরণ করেনি। আদম সন্তানের জন্য কয়েকটি টুকরো যথেষ্ট যা পিঠ সোজা রাখতে পারে। যদি এটি ভরাট করার প্রয়োজন হয় তবে পেটকে তিন ভাগে ভাগ করা উচিত - এক অংশ (পেটের এক-তৃতীয়াংশ) খাবারের জন্য, এক অংশ পানির জন্য এবং এক অংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য (অর্থাত্, পেটের এক তৃতীয়াংশ খালি রেখে দেওয়া উচিত যাতে সহজে শ্বাস নিতে পারে এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য ইতিবাচক চিকিত্সা প্রভাব রয়েছে তবে অতিরিক্ত খাওয়া-দাওয়া এড়ানো উচিত)। (এ হাদীস সংকলন *তিরমিযীতে* নবুয়ী সাহাবী মিকদাম (রহঃ) এর বিধানে বর্ণিত হয়েছে)

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ রেওয়াইতে তিনি বলেন:

ان اقرب الناس من الله عزوجل يوم القيامة من طال جوعه وعطشه وحزنه فى الدنيا الاحفياء الاتقياء الذين ان شهدوا لم يعرفوا وان غابوا لم يفتقدوا تعرفهم بقاع الارض وتحف بهم ملائكة السماء نعم الناس بالدنيا ونعموا بطاعة الله عزوجل افترش الناس الفرش الوثيرة، وافترشوا الجباه والركب، ضيع الناس فعل النبيين واخلاقهم وحفظوها؟ هم تبكى الارض اذا فقدتهم ويسخط الجبار على كل بلدة ليس فيها منهم احد لم يتكالبوا على الدنيا تكالب الكلاب على الجيف، أكلوا العلق ولبسوا الخرق شعثا غبرا يراهم الناس فيظنون ان بهم داء وما بهم داء، ويقال قد خولطوا فذهبت عقولهم وما ذهبت عقولهم، ولكن نظر القوم بقلوبهم الى امر الله الذى اذهب عنهم الدنيا فهم عند اهل الدنيا يمشون بلا عقول عقلوا حين ذهبت عقول الناس، لهم الشرف فى الاخرة يا اسامة اذا رايتهم فى بلدة فاعلم انهم امان لاهل تلك البلدة،

ولا يعذب الله قوما هم فيهم الارض بهم فرحة، والجبار عنهم راض اتخذهم لنفسك اخوانا عسى ان تنجوا بهم، وان استطعت ان ياتيك الموت وبطنك جائع وكبدك ظمآن فافعل، فانك تدرى بذلك شرف المنازل وتحل مع النبيين وتفرح بقدوم روحك الملائكة ويصلى عليك الجبار

"কেয়ামতের দিনে, সেই লোকেরা আল্লাহর নিকটবর্তী হবে, যারা [আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক ও অবস্থানের বিষয়ে] আরও ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত এবং অনুতপ্ত থাকত। এরা এতটাই গোপন *মুত্তাকুন* (যারা তাদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে নিহিত রয়েছে) যে যদি তারা উপস্থিত থাকে তবে কেউ তাদের লক্ষ্য করবে না এবং যদি তারা দূরে থাকে তবে কেউ তাদের সন্ধান করবে না, যদিও পৃথিবীর প্রতিটি কণা তাদের সাথে ভালভাবে পরিচিত এবং ফেরেশতাগণ তাদের ঘিরে রেখেছেন। এরা দুনিয়ার সর্বোত্তম। [অন্যান্য] লোকেরা নরম ও আরামদায়ক বিছানায় শুয়ে পড়ে এবং কপাল উঁচু করে হাঁটু গেড়ে বসে (আল্লাহর প্রতি ইবাদতের উদ্দেশ্যে)। [অন্যান্য] মানুষ নবীদের মহৎ পথ ও চরিত্র নষ্ট করেছে এবং তারা তাদের রক্ষা করেছে [তাদের আত্মার গভীরে] রক্ষা করে। তারা যখন তাদের পার্থিব অস্তিত্ব থেকে চলে যায় তখন পৃথিবী তাদের জন্য কাঁদে এবং ঐশ্বরিক ক্রোধ (অসন্তুষ্টি) সেই শহরের উপর নেমে আসে যেখানে তাদের মধ্যে কেউ নেই [কারণ তারা যেখানে বাস করত সেখানে তারা ঐশ্বরিক অনুগ্রহের মাধ্যম ছিল)। কুকুর যেমন মৃতদেহের জন্য পড়ে যায় তেমনি তারা জাগতিকতায় পড়ে না। তারা ন্যূনতম প্রয়োজন খায়, পুরানো এবং ছেঁড়া কাপড় পরে এবং বিশৃঙ্খল জীবনযাপন করে। লোকেরা তাদের দিকে তাকিয়ে মতামত তৈরি করে যে সম্ভবত তারা কোনও অসুস্থতায় আক্রান্ত, যদিও বাস্তবে, তাদের কোনও অসুস্থতা নেই।

কিছু লোক তাদের (তীক্ষ্ণ এবং তীক্ষ্ণ) বুদ্ধির অধিকারী সত্ত্বেও তাদের মূর্খ (বোকা) বলে থাকে। কিন্তু তাদের এমন বুদ্ধি নেই যার দিকে দুনিয়ার মানুষ দৃষ্টি রাখে এবং যা আল্লাহ তাদের থেকে দূরে রেখেছেন। জাগতিক লোকেরা মনে করে যে সম্ভবত তারা বুদ্ধি ছাড়াই ঘুরে বেড়াচ্ছে [এবং জগতে আরামে বসবাস করার জন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধিমত্তা], যদিও তারা তাদের বুদ্ধি যখন অন্য সবার কাছ থেকে দূরে সরে যায় তখন তারা তাদের বুদ্ধি ধরে রাখে [অত্যধিক কামনা বা আবেগগত, মনস্তাত্ত্বিক এবং অন্যান্য দুর্দশার কারণে]। হে উসামা! আখেরাতে এদের জন্য সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আপনি যখন কোন শহরে তাদের দেখেন, তখন এটাকে সেই শহরের জন্য শান্তির আদেশ হিসেবে বিবেচনা করুন। ঈশ্বর এমন কোন জাতিকে ক্লেশের মধ্যে ফেলেন না, যেখানে এইধরনের লোকেরা উপস্থিত থাকে। পৃথিবী তাদের প্রতি খুশি এবং আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। তাদেরকে তোমাদের ভাই বানাও, হয়তো তাদের মাধ্যমেই তুমিও পরিত্রাণ লাভ করতে পার। আপনি যদি এটি করতে পারেন যে যখন আপনার মৃত্যুর সময় আসবে, আপনার পেট ক্ষুধার্ত এবং আপনার কিডনি তৃষ্ণার্ত হবে, তবে তা করুন। তোমরা পরকালের বিভিন্ন পর্যায়ে পার্থক্য অর্জন করবে, তুমি নবীদের সাথে বসবাস করবে, ফেরেশতাগণ তোমার আত্মার আগমনে সন্তুষ্ট হবে এবং আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন। (এই হাদীসটি *কিতাব উস-জুহদে* খাতিব এবং *আল-মওদু আতে* ইবনে আল-জাওযী রচিত নবী সাহাবী উসামা ইবনে যায়েদ ও আবু হুরায়রা (আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর *হাদীস সত্যতা* অনুসারে হাফেজ ইরাকির হাদীস সত্যতা অনুসারে *বর্ণিত হয়েছে [একজন মহান হাদীস* (নবী মুহাম্মদের নবী ঐতিহ্য) পণ্ডিত যিনি সকল *হাদীসকে সত্যতা* দিয়েছেন গাজালির "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঈসা মসীহ (আঃ) তাঁর শিষ্য ও সহায়কদের (*হাওয়ারিয়ুন) বললেন*, "তোমরা তোমাদের পেটকে ক্ষুধার্ত রাখো এবং দেহকে নগ্ন রাখো [শালীনতা ও শরীয়তের বিধান অনুসারে যে অংশগুলো আচ্ছাদিত করা উচিত তা বাধ্যতামূলকভাবে ঢেকে রাখা ব্যতীত) যাতে তোমাদের হৃদয় আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাউস থেকে বর্ণিত হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ একটি রেওয়ায় এসেছে। তাওরাত (আরেকটি ঐশ্বরিক গ্রন্থ যা নবী মূসা (আঃ) এর একটি ঐতিহ্য রয়েছে যে ঈশ্বর একজন স্থূলকায় পণ্ডিতকে পছন্দ করেন না কারণ স্থূলতা [ঈশ্বরের কাছ থেকে] অসাবধানতা এবং খাবারে অত্যধিক ভোগের ইঙ্গিত। বিশেষ করে [ধর্মীয়] আলেমদের জন্য এটি একটি খারাপ অভ্যাস। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি রীতিতে বলা হয়েছে:

ان الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش

"শয়তান আদম সন্তানদের (মানুষের) শিরায় প্রবাহিত হয় [রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে]। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কারণে তার পথগুলি সংকীর্ণ করুন। (হাদীস *সংকলন* ইবনে আবি আদ-দুনিয়ায় *এ রেওয়ায়টি বর্ণিত হয়েছে*)

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো পেট ভরে খাবার খেতেন না। মাঝে মাঝে আমি তার উপর ক্ষুধার চিহ্ন দেখে

কাঁদতাম এবং তার পেটে হাত রেখে বলতাম, 'আমার জীবন তোমার কেটে যাক! আপনার অন্তত সেই পরিমাণ খাওয়া উচিত যা আপনাকে শক্তি দেয় এবং আপনার ক্ষুধা দূর করে। তিনি বলতেন, হে আয়েশা! আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাই নবীগণ (আদম, নূহ, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, দায়ূদ, সলোমন, মূসা, যোহন ও ঈসা (রহঃ) এর চেয়েও অনেক বড় পরীক্ষা, ক্লেশ ও কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। যখন তারা ত্যাগ করল এবং তাদের পালনকর্তার সান্নিধ্যে আগমন করল, তখন তাদেরকে ছিল বিরাট প্রতিদান, সম্মান ও মর্যাদা প্রাপ্ত করা। আমি লজ্জিত বোধ করি যে আগামীকাল আমার সাথে ঘটতে পারে যে আমি তাদের চেয়ে কম ডিগ্রি অর্জন করতে পারি [ঈশ্বরের সামনে] একটি জীবনের আরাম [যা কয়েক দিনের মতো] [সংক্ষিপ্ত] উপভোগ করার কারণে। আগামীকালের আখেরাতে কম অংশ পাওয়ার চেয়ে কয়েকদিন ধৈর্য ধরে কষ্ট সহ্য করা আমার জন্য শ্রেয় এবং আমি আমার বন্ধু ও ভাইদের সান্নিধ্যে থাকা ছাড়া অন্য কিছুই পছন্দ করি না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'এই কথোপকথনের এক সপ্তাহ পরও তিনি তাঁর পালনকর্তার সাথে সাক্ষাত করেনি (যখন তিনি এই পার্থিব অস্তিত্ব থেকে প্রয়াত হয়ে ঐশ্বরিক উপস্থিতিতে তাঁর অনন্ত বসমে চলে গেলেন)।

ক্ষুধার উপকারিতা এবং পেটুকের ক্ষতি

ক্ষুধার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তা হল: "কেন একটি কাজের এত উৎকৃষ্টতা রয়েছে যা পেটকে ব্যথা করে? যদি নিজেকে ব্যথা এবং কষ্টের শিকার করা [ক্ষুধার মতো] একটি ভাল জিনিস হত তবে এটি করার অন্যান্য উপায় থাকতে পারে যেমন লাঠি দিয়ে নিজেকে আঘাত করা, অপছন্দনীয় জিনিস খাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু আমরা দেখছি সেসব জিনিস অনুমোদিত নয়, তাহলে কেন পেট বঞ্চনা করাকে ভালো কাজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সকল ভালো কাজের ভিত্তি করা হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর হলো, ক্ষুধা ওষুধের মতো। যদি কেউ ঔষধের মাধ্যমে সুস্থ হয়ে ওঠে এবং অনুমান করে যে তিনি ঔষধের তিক্ততা এবং অপ্রীতিকরতার কারণে স্বাস্থ্য অর্জন করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে প্রতিটি তিক্ত এবং অপ্রীতিকর জিনিস উপকারী এবং তাই প্রতিটি তিক্ত এবং অপ্রীতিকর জিনিস খেতে শুরু করে, তবে একজনকে বলা হবে যে ঔষধের তিক্ততা স্বাস্থ্য অর্জনে কার্যকর নয় বরং এর একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা কেবল চিকিত্সকরাই জানেন। ক্ষুধার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। [ধর্মীয়] পণ্ডিতরা এর উপকারিতা সম্পর্কে অবগত। যে ব্যক্তি ঐশ্বরিক বিধানে ক্ষুধার শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করে ক্ষুধার্ত থাকে, সে ক্ষুধার উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞানী হোক বা না হোক তা নির্বিশেষে সুবিধা অর্জন করবে। যাইহোক, এমন ব্যক্তিদের জন্য যারা বিশ্বাসের স্তর থেকে জ্ঞানের স্তরে অগ্রসর হতে চান [এবং এর সাথে আসা প্রত্যয়িত], ক্ষুধার উপকারিতা ব্যাখ্যা করা হবে। ক্ষুধার দশটি উপকারিতা রয়েছে যা এখানে আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

প্রথম উপকারিতা হলো- হৃদয়ের পবিত্রতা, স্পষ্টতা ও ক্ষীণতা (*সাফা আল-কলব*):
হৃদয়ের পবিত্রতা, স্পষ্টতা ও ক্ষীণতার মধ্যে অন্তর্নিহিত দূরদর্শিতা এবং বিষয়ের বাস্তবতা

(বাসিরাহ) দেখার ক্ষমতার পরিপূর্ণতা অন্তর্ভুক্ত। পেটুক মনের নিস্তেজতা সৃষ্টি করে, হৃদয়ের আলোকসজ্জা হ্রাস পায়, মন অন্ধকার হয়ে যায়, নেশাগ্রস্ত পদার্থের মতো বাষ্প ছড়িয়ে পড়ে, মস্তিষ্কের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং এটিকে এমনভাবে ঘিরে রাখে যে চিন্তার কোনও জায়গা রাখে না, হৃদয় কোনও কিছুই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না এবং চিন্তাভাবনা এবং বোঝার সমস্ত শক্তি হ্রাস পায়। যে শিশু বেশি খায়, স্মৃতিশক্তি কমে যায়, মন মেঘলা হয়ে যায় এবং বুদ্ধিমত্তা নিস্তেজতার সাথে প্রতিস্থাপিত হয়। আবু সুলাইমান আল-দারানী (রহঃ) (একজন বিখ্যাত জ্ঞানবাদী ও সাধু) বলেছেন: "ক্ষুধা গ্রহণ করো যেমন এটি নিম্ন আত্মাকে (নাফস) অপমান করে [যা প্রতিটি নীচু, নেতিবাচক, ক্ষতিকারক এবং জঘন্য প্রবণতা, বৈশিষ্ট্য এবং অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের প্রতি ঝুঁকছে], হৃদয়ে কোমলতা সৃষ্টি করে [কঠোরতা, নির্মমতা, ঔদ্ধত্য এবং স্বার্থপরতার বিপরীতে] এবং স্বর্গীয় জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হতে সক্ষম হয় (জ্ঞান যা *ঐশ্বরিক* জ্ঞানের অবস্থার সাথে আসে বা *মা'রিফা*"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

احيوا قلوبكم بقلة الضحك وقلة الشبع وطهروها بالجوع تصفو وترق

"কম হাসি ও কম খাওয়া দিয়ে তোমাদের হৃদয়কে জীবিত রাখো এবং ক্ষুধা দ্বারা তাদের শুদ্ধ কর। তারা পরিষ্কার এবং নরম থাকবে [যা পরিবর্তে আধ্যাত্মিক পথে উত্থানে সহায়তা করবে]।

শিবলী (রহঃ) (একজন বিখ্যাত সাধু ও জ্ঞানবাদী) বলেন, 'যখনই আমি আল্লাহর জন্য একটি নির্দিষ্ট দিনে ক্ষুধার্ত থাকতাম, তখন আমার হৃদয়ে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচিত হয়, যা পূর্বে আমার কাছে অজানা ছিল। এটা পরিষ্কার করা হোক যে, ইবাদতের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ধ্যান অর্জন যা *ঐশ্বরিক জ্ঞান ও জ্ঞান (মা*রিফা) এবং *আধ্যাত্মিক বাস্তবতার* আধ্যাত্মিক উন্মোচন (*কাশফ*) এবং পেটুক এই পথে সবচেয়ে বড় বাধা। ক্ষুধা *ঐশ্বরিক* জ্ঞান এবং জ্ঞানের (মারিফা) দরজা খুলে দেয় এবং এটি স্বর্গীয় জান্নাতের দরজা [ঈশ্বরের উপস্থিতিতে] হয়। এক্ষেত্রে ক্ষুধা জান্নাতের দরজায় কড়া নাড়ার ভূমিকা পালন করে। লুকমান (ইসরাঈলের বংশধর এক বিখ্যাত সাধক) তাঁর পুত্রকে বললেন, হে পুত্র! যখন পেট ভরে যায়, তখন ধ্যানের শক্তি ঘুমে যায়, প্রজ্ঞা বোবা হয়ে যায় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের [ঐশ্বরিক] উপাসনার জন্য কোনও ক্ষমতা এবং শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। বায়েজিদ আল-বোস্তামী (রহমত) বলেছেন: "যখন [আল্লাহর] বান্দা ক্ষুধার্ত হয়, তখন প্রজ্ঞা হৃদয় থেকে বৃষ্টির মতো নির্গত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

نور الحكمة الجوع والتباعد من الله عز وجل الشبع والقربة الى الله عز وجل
حب المساكين والدنو منهم لا تشبعوا فتطفوا نور الحكمة من قلوبكم ومن
بات في خفة من الطعام بات الحور حوله حتى يصبح

"প্রজ্ঞার দীপ্তি হল ক্ষুধা এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরত্বের কারণ হল লোভ। আল্লাহর সান্নিধ্য ও নৈকট্য (*কুরব্*) হচ্ছে গরীবদের ভালবাসা ও তাদের নিকটবর্তী হওয়া। পেট ভরে খাবেন না, আপনার হৃদয়ে জ্ঞানের মোমবাতি নিভিয়ে দেবেন। যে ব্যক্তির হালকা পেট রয়েছে, সকাল

পর্যন্ত স্বর্গীয় সঙ্গী [শারীরিক চোখের দ্বারা অদৃশ্য] দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। (এ হাদীস সংকলন *আবু মনসুর আদ-দায়ালামী গ্রন্থে* রাদিয়াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু হুরায়রা (রাঃ)

দ্বিতীয় উপকারিতা – হৃদয়ের কোমলতা ও নম্রতা: ক্ষুধার দ্বারা হৃদয় নরম হয় এবং এর মধ্যে ঐশ্বরিক স্মরণে আনন্দ পাওয়ার ক্ষমতা জন্মগ্রহণ করে। অনেক সময়, হৃদয়ের উপস্থিতির সাথে ঐশ্বরিক স্মরণ থাকে তবে এতে কোনও আনন্দ থাকে না এবং হৃদয় এতে নড়ে যায় না, যেন হৃদয় এবং ঐশ্বরিক স্মরণের মধ্যে একটি পর্দা রয়েছে যাকে "*কাসাওয়া*" বা "হৃদয়ের কঠোরতা এবং সংবেদনশীলতা" বলা যেতে পারে। কখনও কখনও হৃদয়ে এত কোমলতা এবং নম্রতা থাকে যে ঈশ্বরের স্মরণ করলে প্রচণ্ড আনন্দ পাওয়া যায়। এই আনন্দ প্রাপ্তির সবচেয়ে আপাত কারণ হ'ল পেটের শূন্যতা [ক্ষুধার্ত অবস্থায়]। জুনাইদ (রহঃ) বলেন, "কিছু লোক খাবারে ভোগ করতে চায় এবং একই সাথে ঐশ্বরিক ঈশ্বরের সাথে অন্তরঙ্গ কথোপকথনের মিষ্টি চায়"। আবু সুলাইমান আল-দারানী (রহঃ) বলতেন, 'যখন কেউ ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়, তখন হৃদয় অস্থিরতা ও কোমলতা থাকে। পেট ভরে গেলে হৃদয় অন্ধত্ব ও অসঙ্গতির সৃষ্টি করে। এই বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে ধ্যানের স্বাচ্ছন্দ্য এবং ঐশ্বরিক বা জ্ঞানের (মা'*রিফা)* সাথে জ্ঞান এবং ঘনিষ্ঠতা থাকা এক জিনিস এবং এতে আনন্দ পাওয়া একটি পৃথক বিষয়।

তৃতীয় উপকার – নম্রতা ও হৃদয়ের কোমলতা: ক্ষুধার তৃতীয় উপকারিতা হলো, এটি নম্রতা ও কোমলতা সৃষ্টি করে, এবং অহংকার ও উচ্ছ্বাসের অবসান ঘটে (পার্থিব সুখ সম্পর্কে) - উভয়ই আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহ ও অবহেলার উৎস। ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুতে নিম্ন আত্মা (*নাফস)* নরম বা অপমানিত হয় না। যখন কেউ ক্ষুধার্ত হয়, তখন সে তার পালনকর্তার নাম গ্রহণ করে [ঐশ্বরিক স্মরণের অবস্থায়, পরম অপ্রয়োজনে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে], তাঁর আনুগত্য করে এবং নম্র ও নম্র থাকে [আল্লাহর সামনে যা তাকে চারপাশের সবার সাথে সঠিক কাজ করতে বাধ্য করে]। ক্ষুধার সময় একজনের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এক টুকরো রুটি এবং এক চুমুক জল না থাকার কারণে জীবন সংকুচিত হয়ে যায়। যতক্ষণ না কোন মানুষ তার অপমান ও দুর্বলতা প্রত্যক্ষ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ তার পালনকর্তার মহত্ত্ব, মহিমা এবং পরাক্রমের কথা স্বীকার করে না [তার অন্যায় কাজের জন্য একজনকে জবাবদিহি করার জন্য]। মানুষের চিরন্তন সুখ ও অফুরন্ত সফলতা (সা'*দাহ) হচ্ছে লাঞ্ছনা ও অক্ষমতার চোখে নিজের* নিম্ন সত্তাকে (নাফস) প্রত্যক্ষ করা। এবং ঈশ্বরকে ঐশ্বরিক মহিমা এবং সর্বশক্তিমান শক্তির দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করা, সর্বদা ক্ষুধার্ত এবং ঈশ্বরের অভাবী থাকা, এই অভাব এবং অস্থিরতায় আনন্দ খুঁজে পাওয়া। এ কারণে, যখন দুনিয়ার সম্পদসমূহ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রাখা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন:

لابل اجوع يوما واشبع يوما فاذا جعت صبرت و تضرعت واذا شبعت شكرت

"না (আমি তাদের চাই না)! বরবর্তীতে, আমি একদিন ক্ষুধার্ত থাকব [উপবাসের অবস্থায়] এবং অন্য দিন খাব। যখন আমি ক্ষুধার্ত থাকব, তখন আমি ধৈর্য ধরব এবং তোমার সামনে কাঁদব (হে আল্লাহ!) [তোমার অভাবের অবস্থায়, তোমার মহিমা ও শক্তির কাছে মাথা নত করে] এবং

[যেদিন] আমি যখন খাব, তখন আমি তোমার প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *তিরমিযী*)

পেট এবং গোপনাঙ্গ উভয়ই নরকের দরজা এবং এর দিকে যাওয়ার পথটি পেটুকের মধ্য দিয়ে যায়। নম্রতা এবং নম্রতা [ঈশ্বরের সামনে] জান্নাতের দরজা এবং এর দিকে যাওয়ার পথ ক্ষুধার মধ্য দিয়ে যায়। যে জাহান্নামের একটি দরজা বন্ধ করে দেয়, সে অবশ্যই জান্নাতের একটি দরজা খুলে দেয় কারণ জান্নাত এবং জাহান্নাম একে অপরের সরাসরি বিপরীতে যেমন পূর্ব এবং পশ্চিম [দিক] [দিক] রয়েছে। নিজেকে একজনের থেকে দূরে সরিয়ে রেখে একে অপরের কাছাকাছি নিয়ে আসে।

চতুর্থ উপকারিতা হলো- ঐশ্বরিক প্রতিশোধের স্মরণ এবং কষ্ট ও দুর্ভোগের শিকার মানুষের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা: চতুর্থ উপকার হলো, কেউ [নিজের অন্যায়ের জন্য] ঐশ্বরিক শাস্তি ভুলে যায় না এবং কিছু কষ্ট ভোগ করা লোকদের স্মরণ করে। এমনটা ঘটে যে একজন তৃপ্ত ব্যক্তি ক্ষুধার কথা ভুলে যান। বুদ্ধিমান ব্যক্তি তিনিই যে কাউকে দুর্দশায় দেখে আখেরাতের দুঃখ-কষ্টের কথা স্মরণ করে। তৃষ্ণার্ত হওয়ায় ধারণা করা উচিত যে, কিয়ামতের দিন বিচারের ময়দানে মানুষ তৃষ্ণায় ভুগবে। ক্ষুধার্ত হওয়ায়, জাহান্নামের অধিবাসীদের ক্ষুধা কল্পনা করা উচিত; যখন তারা ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হবে, তখন তারা কাঁটাযুক্ত গাছ খেবে এবং পুঁজ ও রক্ত পান করবে। পরকালের শাস্তি এবং এর যন্ত্রণা ও যন্ত্রণা কোন বান্দার (অর্থাৎ মানুষের) দৃষ্টি থেকে কখনো অদৃশ্য হওয়া উচিত নয়, কারণ এটি আল্লাহকে ভয় প্ররোচিত করে (যা সকল প্রকার মন্দ ও অন্যায় থেকে প্রতিরোধক) এবং একজন সাবধানে পা দিয়ে নিজেকে গুনাহ থেকে রক্ষা করে। যে ব্যক্তি লাঞ্ছনা বা আর্থিক কষ্ট বা কোন প্রকার দুর্ভোগে জড়িয়ে পড়ে না বা কোন রোগে আক্রান্ত হয় না, সে আখেরাতের শাস্তি সম্পর্কে উদাসীন ও অবহেলা হয়ে পড়ে। আগামীকাল কেয়ামতের দিন [নিজের সমস্ত কর্মের জন্য] জবাবদিহি থাকবে এবং আল্লাহর ভয় কারও হৃদয়ে প্রাধান্য পাবে না। অতএব, একজন বান্দার জন্য কোন দুশ্চিন্তা বা পরীক্ষায় জর্জরিত হওয়াই উত্তম। যদি তা না হয়, তবে কমপক্ষে কিছুটা উদ্বেগ এবং পরীক্ষা একজনের পর্যবেক্ষণে থাকা উচিত। সমস্ত পরীক্ষা এবং উদ্বেগের মধ্যে সবচেয়ে বড় যা বেদনার কারণ হয় তা হ'ল ক্ষুধার উদ্বেগ। কেউ সবকিছু সহ্য করতে পারে কিন্তু ক্ষুধা নয়। আখেরাতের শাস্তির স্মরণ ছাড়াও ক্ষুধার অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে। নবী ও সাধুগণ (ঈশ্বরের জ্ঞানবাদী ও অন্তরঙ্গ) দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষা ও ক্লেশের রহস্য হ'ল এই ক্লেশের মাধ্যমে পরকাল সর্বদা তাদের সামনে থাকে এবং অবিরাম অবাধ স্মরণ এবং আখেরাতের কল্পনা তাদের আধ্যাত্মিক পদমর্যাদার অগ্রগতি ঘটায় [ঈশ্বরের কাছে আধ্যাত্মিক আরোহণ ঘটায়]। একজন নবী ইউসুফ (সা.) কে জিজ্ঞেস করল, মিশরের কোষাগারের চাবি আপনার হাতে থাকা সত্ত্বেও আপনি ক্ষুধার্ত কেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: "আমি ভয় পাই যে, আমার পেট ভরে খাওয়ার ফলে আমি ক্ষুধার্তদের [দরিদ্র ও দুঃস্থদের] অবহেলা করতে পারি". ক্ষুধার্ত এবং দরিদ্রদের স্মরণ করা [এবং এর ফলস্বরূপ তাদের সাহায্য করতে বাধ্য হওয়া] ক্ষুধার অগণিত সুবিধাগুলির মধ্যে একটি কারণ এটি মানুষের প্রতি দয়া এবং করুণার অনুভূতি এবং তাদের খাওয়ানোর আকাঙ্ক্ষাকে উত্সাহিত করে। একজন তৃপ্ত ব্যক্তি ক্ষুধার্তের কষ্ট বুঝতে পারবে কীভাবে?

পঞ্চম উপকার- কামনা দূর করা এবং অশুভের দিকে প্ররোচিত করে নিম্ন আত্মাকে পরাধীন করা (*নাফস আল-আম্মারা*): এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকার। সমস্ত পাপের [এবং অন্যায়গুলির] ভিত্তি হল কামনা এবং মানুষের ক্ষমতা (শারীরিক অঙ্গ এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা উভয়ই) যা খাদ্য দ্বারা সাহায্য করা হয়। যদি খাদ্য গ্রহণ হ্রাস পায়, কামনা এবং লোভ দুর্বল হয়, তবে শারীরিক শক্তিও দুর্বল হয়ে পড়ে [ফলস্বরূপ]। সৌভাগ্যের পরিপূর্ণতা (সা*'দাহ* বা অনন্ত সুখ ও অন্তহীন সাফল্য) হলো, যে ব্যক্তি নিম্ন আত্মার (নাফস) উপর প্রাধান্য পায় এবং দুর্ভাগ্যের পরিপূর্ণতা (উচ্চতা) (*শাকাওয়া* বা অনন্ত দুঃখ, অভিশাপ ও অন্তহীন ব্যর্থতা) হলো নিম্ন আত্মা একজনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। যেমন একটি বন্য বিদ্রোহী ঘোড়াকে জল ও খাদ্য থেকে বঞ্চিত করে বশ করা হয়, তেমনি বিদ্রোহী ও অনমনীয় নিম্ন আত্মাকে ক্ষুধার্ত করে বশীভূত করা হয়। ঘোড়া যদি বিদ্রোহী হয় এবং প্রচুর খাওয়া-দাওয়া করে, তবে তার বিদ্রোহ হ্রাস পায় না বরং এটি বৃদ্ধি পায়। নিম্ন আত্মার (নাফস) অবস্থাও একই রকম, কারণ আরও বেশি [এবং বিলাসবহুল] খাবার, বিশেষ করে যেগুলি এটি পছন্দ করে এবং আকাঙ্ক্ষা করে, তাকে আরও বিদ্রোহী এবং অবাধ্য করে তোলে। কেউ একজন ঋষিকে (ঈশ্বরের জ্ঞানবাদী এবং অন্তরঙ্গ) জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "আপনি খুব দুর্বল এবং আপনার জীবনের একটি সূক্ষ্ম পর্যায়ে প্রবেশ করেছেন। কেন আপনি আপনার শরীরকে [খাবার দিয়ে] লালন পালন করছেন না?" তিনি বললেন, ভাই! এই শরীর খুব তাড়াতাড়ি গর্বিত হয়ে ওঠে এবং তার লাগাম সামান্যতম শিথিল হয়ে গেলে নতুন নতুন দুষ্টুমি কাজ করতে শুরু করে। আমি তাহাকে (খাদ্য সহ) লালন করি না, যেন তা বিদ্রোহী না হয় এবং আমাকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলে না দেয়। এর কারণে পাপের সাথে জড়িয়ে পড়ার চেয়ে এর প্রতি কোনও নমনীয়তা না দেখিয়ে কঠোরভাবে মোকাবেলা করা উত্তম"। দুন নূন আল-মিসরি (রহঃ) বলেন, 'যখনই আমি পেট ভরে খেতাম, তখন আমি কোনো পাপে জড়িয়ে পড়তাম বা এর চিন্তা হৃদয়ে আসে। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর প্রথম উদ্ভাবন (বিদ*'আ বা* নতুন বিষয় যা ঈমানের প্রতিষ্ঠিত নীতিমালার পরিপন্থী এবং এভাবে এর দ্বারা অনুমোদিত নয়) পরিতৃপ্তির আকারে আবির্ভূত হয়। যখন মানুষের পেট পূর্ণ হয়, তখন তাদের নিম্ন সত্তা (*নুফুস*) বিদ্রোহ গ্রহণ করে এবং তাদের লাগাম আখেরাত থেকে জাগতিকের দিকে টেনে নেওয়া হয়। এটি [ক্ষুধার] একমাত্র উপকার নয়, বরং এই একটি সুবিধার মধ্যে অগণিত সুপ্ত সুবিধা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, বরং এটিকে "সুবিধার কোষাগার" বলা ভাল হবে। কারণ ক্ষুধাকে ঈশ্বরের কোষাগার থেকে সম্পদ হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। ক্ষুধার সর্বনিম্ন উপকার এই যে, গোপনাঙ্গের লালসা বা কথা বলার লালসা থাকে না; ক্ষুধার্ত মানুষের হৃদয় খুব বেশি কথা বলতে চায় না। এইভাবে, একজন বক্তৃতার ক্ষতি [বাড়াবাড়ি এবং অশ্লীলতা] যেমন মিথ্যা বলা, পিঠ দেওয়া, অশ্লীলতা এবং মানুষের পিছনে অভিযোগ করা থেকে রক্ষা পায়। যার পেট ভরে গেছে সে হাস্যরসের কথা ভাবে। এটি স্পষ্ট যে কেউ মানুষকে অপমান করে (অর্থাত্ তাদের মর্যাদা নষ্ট করে) কারও রসবোধকে সন্তুষ্ট করবে। মানুষ তাদের জিহ্বার ফসল কাটা জাহান্নামে যাবে। ব্যভিচারের কুফল স্পষ্ট। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি তার মন্দ থেকেও রক্ষা পায়। পেট ভরা হলে কামনা তাদের মাথায় আসে এবং কেউ গোপনাঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয় না। আল্লাহকে ভয় (*তাকওয়া*) যদি তাদের কামনা পূরণে বাধা হিসেবে কাজ করে, তাহলে চোখের ব্যভিচার এড়ানো কঠিন হয়ে পড়ে। চোখ বন্ধ করলে হার্টের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। বিভিন্ন ধরনের [কামনাপূর্ণ]

ইঙ্গিতগুলি এটিকে বিচলিত রাখবে এবং অশ্লীল এবং অশ্লীল চিন্তাভাবনা থেকে মুক্তি পাওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়বে। কখনও কখনও, এই চিন্তাগুলি [ঈশ্বরের কাছে] প্রার্থনা এবং প্রার্থনার [মাধ্যমে] অর্জিত শান্তি ও প্রশান্তিকে ধ্বংস করে দেবে। জিহ্বা ও গোপনাঙ্গের [পেটুকের কারণে] ক্ষতির কথা এখানে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায়, সাতটি অঙ্গের পাপের কারণ হল সেই একই শক্তি যা পেটুকের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

ষষ্ঠ উপকারিতা - শক্তি এবং জেগে থাকার ক্ষমতা: কম খাওয়া জেগে থাকার শক্তি তৈরি করে। যে বেশি খায় সে বেশি পানি পান করবে এবং এর ফলে ঘুম আসবে। এ কারণেই, কিছু আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক তাদের শিষ্যদের বলতেন: "হে সত্যের অন্বেষণকারীদের দল! বেশি খাবেন না! আপনি যদি বেশি খান তবে আপনি আরও বেশি পান করবেন এবং যখন আপনি বেশি পান করবেন তখন আপনি আরও বেশি ঘুমাবেন এবং যখন আপনি বেশি ঘুমাবেন তখন আপনি আরও ক্ষতির সম্মুখীন হবেন [আধ্যাত্মিক উপকারগুলি থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে, যা আপনি ভোরের উপাসনার দ্বারা অর্জন করতে পারতেন]। সত্তর জন জ্ঞানবাদী [এই দাবির সাথে] একমত যে যখন কেউ বেশি জল পান করে তখন একজন বেশি ঘুমায় এবং যখন কেউ বেশি ঘুমায় তখন তার জীবন বেশি নষ্ট হয়, ভোরের নামাজ (*তাহাজ্জুদ* নামাজ যা আধ্যাত্মিক অগ্রগতির জন্য পুণ্য) সম্পন্ন হয় না [অতিরিক্ত ঘুমের ফলস্বরূপ], যার ফলে একজনের মেজাজে অলসতা এবং হৃদয়ে কঠোরতা সৃষ্টি হয়। জীবন (বা জীবনকাল) একটি অত্যন্ত অমূল্য রত্ন, মানুষের আসল সম্পদ (পুঁজি) হচ্ছে এই জীবন এবং এর মাধ্যমে ব্যক্তি আখেরাতের জন্য ব্যবসা ও ব্যবসা করে। ঘুম মৃত্যুর মতো; এর আধিক্য জীবনের মূলধন কমিয়ে দেয়। ঘুমের আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ ভোরের নামাজ আদায় করতে সক্ষম হয়, তবে সে এর মাধুর্যের স্বাদ পাবে না। সংক্ষেপে, [অত্যধিক] ঘুম অনেক ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে এবং পেটুক ঘুম সৃষ্টি করে এবং ক্ষুধা এটি শেষ করে।

সপ্তম উপকার - উপাসনায় অধ্যবসায়ের স্বাচ্ছন্দ্য: অতিরিক্ত উপাসনার পথে পেটুক একটি বাধা কারণ এটি খাওয়ার জন্য সময় নেয়। কখনও কখনও, খাদ্য সামগ্রী কিনতে বাইরে যেতে হয় এবং প্রয়োজন অনুসারে সেগুলি রান্না করতে হয়। খাওয়ার পর হাত ধোয়া, খাওয়ার সময় ও পরে পানি পান করতে সময় লাগে। যদি এই সমস্ত [মূল্যবান] সময়টি ঐশ্বরিক স্মরণ, দোয়া এবং অন্যান্য ইবাদতের জন্য ব্যবহার করা যায়, তবে এটি অসাধারণ উপকারের উৎস হবে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এমন এক চমৎকার রত্ন যে সময়ের বাজারে তার দাম নির্ধারণ করা যায় না। তা অপচয় না করে তা দিয়ে এমন একটি ধন ক্রয় করাই উত্তম, যা আখেরাতে (চিরস্থায়ী ও অনন্তকালের অবস্থায়) থাকবে। আল্লাহর স্মরণে ও আনুগত্যের জন্য নিজের সময় ব্যবহার করে এই ব্যবসায়িক লেনদেন চূড়ান্ত করা হয়। পেটুকতায় অভ্যস্ত ব্যক্তি পবিত্রতার অবস্থায় না থাকার উদ্বেগে জর্জরিত থাকে [প্রার্থনার মতো কিছু উপাসনার জন্য প্রয়োজনীয় স্নান], বা কেউ তার সমস্ত সময় উপাসনায় ব্যয় করতে পারে না কারণ ঘন ঘন জল পান করতে এবং নিজেকে স্বস্তি দেওয়ার জন্য এটি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। পেটুকতায় অভ্যস্ত ব্যক্তি সহজেই রোজা রাখতে পারে না কারণ ক্ষুধার সাথে অভ্যস্ত কেউ সহজেই রোজা অনুশীলন করতে পারে। রোজা, ঐশ্বরিক উপাসনার জন্য স্থায়ী নির্জনতা, চিরস্থায়ী পবিত্রতা (বা স্নানের অবস্থা যা অনেক উপাসনার পূর্বশর্ত), উপাসনার জন্য খাদ্য অর্জনে ব্যয় করা সময়কে ব্যবহার করা সেই মহান

সুবিধাগুলি যা কেবল অমনোযোগীরা উপেক্ষা করতে পারে। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে কুরআন নিম্নোক্ত কথা বলে:

وَرَضُوا۟ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّوا۟ بِهَا

"তারা এই দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হয়েছে এবং এতে সন্তুষ্ট হয়েছে [যেন বস্তুবাদী, হেডোনিস্টিক জীবন যা কিছু আছে এবং এর উপরে এবং এর বাইরে কিছুই নেই, বিশেষ করে অবস্তুগত, উচ্চতর, আধ্যাত্মিক জগতে]। (কুরআন, 10 অধ্যায়, আয়াত 7)

يَعْلَمُونَ ظَـٰهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ غَـٰفِلُونَ

"তারা কেবল পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক সম্পর্কে জানে এবং তারা পরকাল সম্পর্কে অজ্ঞ। (কুরআন, অধ্যায় 30, আয়াত 7)

আবু সুলাইমান আল-দারানী (রহঃ) তাঁর প্রতি রহমত করুন - একজন বিখ্যাত জ্ঞানবাদী এবং সাধু) পেটুকের ছয়টি ক্ষতির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছিলেন: "যে ব্যক্তি পেট ভরে খায়, সে ছয়টি পরীক্ষা ও ক্লেশের সাথে জড়িয়ে পড়ে: যে ব্যক্তি অন্তরঙ্গ ঐশ্বরিক কথোপকথনের মাধুর্য হারিয়ে ফেলে, জ্ঞানের দিকগুলি মনে রাখে না, নিজের হৃদয়ে অন্যের প্রতি কোনও দয়া বজায় রাখে না, কারণ যখন নিজের পেট পূর্ণ হয়, তখন সে অন্যের সম্পর্কে একই অনুমান করে যে তাদের পেটও পূর্ণ, [ঐশ্বরিক] উপাসনা এমন ব্যক্তির জন্য কঠিন হয়ে পড়ে, কামনা বৃদ্ধি পায় এবং সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো সকল মুমিন ঐশ্বরিক উপাসনার আবাসস্থলের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এমন একজন রেস্টুরেন্টের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

অষ্টম উপকারিতা- স্বাস্থ্য: কম খাওয়া ব্যক্তি সুস্থ থাকে। বেশিরভাগ রোগ পেটুকের ফলস্বরূপ দেখা দেয় কারণ বেশি খাওয়ার ফলে পেট এবং শিরায় খারাপ [খাবার] উপাদান জমা হয় এবং বিভিন্ন ধরণের রোগ হয়। যদি কেউ অসুস্থ হয়, তবে সে উপাসনা করতে পারে না বা শান্তিপূর্ণভাবে ঐশ্বরিক স্মরণ করতে পারে না কারণ সে সর্বদা অস্থির এবং অস্থির থাকে, যার ফলে জীবনের আনন্দ (শান্তি, প্রশান্তি এবং উদ্দেশ্যমূলক জীবনযাপন) ধ্বংস হয়। একজন অসুস্থ ব্যক্তির অস্ত্রোপচার পদ্ধতি, ওষুধ এবং ডাক্তারের প্রয়োজন হয় এবং অর্থ ছাড়া এই চাহিদা পূরণ হয় না। পেটুকের কারণে শরীর এবং মন উভয়ই চিন্তিত, দুর্বল এবং অলস থাকে। আরেকটি উদ্বেগ হল যে চিকিত্সা নিরাময়ের জন্য কোথা থেকে অর্থ পাওয়া যায় [অতিরিক্ত খাদ্য খাওয়ার ফলে স্ব-ক্ষতি এবং রোগের জন্য] যা অর্থ ছাড়া সম্ভব নয়। যদি কেউ ধৈর্য ধারণ করত [নিজের পছন্দসই সমস্ত ধরণের খাবার অত্যধিক খাওয়ার তাগিদে] এবং অল্প পরিমাণে খাবারে সন্তুষ্ট থাকত, তবে সে এত উদ্বেগের সাথে মোকাবিলা করতে পারত না [যা এই ধরনের অসাবধানতার পরিণতি]। [অতীতের] একজন [জ্ঞানী] চিকিৎসক বলেছিলেন: "যে ঔষধের সান্নিধ্যে অসুস্থতার কোন সম্ভাবনা অবশিষ্ট নেই, তা হল, যতক্ষণ না তোমার [সত্য] আকাঙ্ক্ষা না হওয়া পর্যন্ত খাওয়া না এবং যখন কেউ [খাওয়ার] ইচ্ছা থেকে থাকে তখন [খাবার থেকে] তোমার হাত তুলে নাও". যখন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশ কিতাবদের মধ্য থেকে একজন দার্শনিককে (অর্থাৎ ইহুদী বা খ্রিস্টান ঐতিহ্য থেকে) উল্লেখ করা হয়েছে:

ثلث طعامٌ وثلث شراب وثلث النفس

"[আপনি যখন খান, তখন আপনার খাবার খাওয়ার পরিমাণ এমন হওয়া উচিত যাতে পেটের খাবারের জন্য এক তৃতীয়াংশ, জলের জন্য এক-তৃতীয়াংশ এবং সহজে শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য এক-তৃতীয়াংশ খালি থাকে।

দার্শনিক এতে সম্পূর্ণরূপে বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন: "খাদ্য সম্পর্কে এই উক্তির চেয়ে নির্ভুল এবং উপকারী আর কিছু হতে পারে না। নিঃসন্দেহে এ তো জ্ঞানী ব্যক্তির কথা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواء ' وعودوا كل جسم ما اعتاد

"রোগের আসল [উত্স] হল পেটুক এবং আসল ওষুধ প্রতিরোধ। শরীরের সাথে আচরণ করুন যে এটি তার জন্য উপযুক্ত (অর্থাত্, শরীরকে তার জন্য ক্ষতিকারক জিনিসগুলির অধীন হওয়া উচিত নয় যেমন অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ, অস্বাস্থ্যকর খাবার এবং পানীয়, মাদকদ্রব্য, নেশাজাতীয় দ্রব্য ইত্যাদি)।

আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে দার্শনিক উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনাটি দেখে আরও বিস্মিত হতেন। ইবনে সালিম (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি যথাযথ শিষ্টাচারের সাথে গমের রুটি খায়, তবে সে কখনো অসুস্থ হবে না। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: "শিষ্টাচারের সাথে খাওয়ার অর্থ কী? উত্তরে তিনি বলেন, 'ক্ষুধার্ত হওয়ার পর খাওয়া এবং পেট ভরে যাওয়ার আগে খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া। কিছু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পেটুকের নিন্দা করতে গিয়ে বলেছেন: "পেটে প্রবেশ করা সবচেয়ে উপকারী জিনিস হল ডালিম এবং পাকস্থলীতে প্রবেশ করা সবচেয়ে ক্ষতিকর জিনিস হল লবণ, তবে অতিরিক্ত পরিমাণে ডালিম খাওয়ার তুলনায় অল্প পরিমাণে লবণ খাওয়া উপকারী"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক রীতিতে বলা হয়েছে:

تصوموا تصحوا

"রোজা রাখ, তাহলে তোমরা সুস্থ থাকবে। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংগ্রহ *তাবারানী আওসাত* রাসূলুল্লাহ সাহাবী আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে রক্ষা পেয়েছেন। ইসলামে রোজা হচ্ছে ভোর [সূর্যোদয়ের অনেক আগে যখন এখনও অন্ধকার] এবং সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সমস্ত খাবার, পানীয় এবং বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলা এবং উচ্চতর স্তরে এটি সমস্ত নৈতিক অনৈতিক অনৈতিকতা (যেমন মিথ্যা, প্রতারণা, ঝগড়া, অশ্লীলতা, অসততা এবং চিন্তার মধ্যে সমস্ত ধরণের ক্ষতিকারক এবং ক্ষতিকারক আচরণ) এড়িয়ে চলা। অনুভূতি, কথা এবং কাজ]।

এ থেকে জানা যায় যে, রোজা, ক্ষুধার্ত থাকা এবং কম খাওয়ার মাধ্যমে দেহের নিরাময়ের পাশাপাশি হৃদয়ের জন্য ঔষধ রয়েছে [পুনরুজ্জীবন, পুনরুজ্জীবন, শুদ্ধি এবং শক্তির জন্য]। যদি দেহগুলি সংযত থাকে [রোজা রাখা এবং কম খাওয়ার মাধ্যমে], তবে হৃদয়ও বিদ্রোহের দিকে

ঝুঁকে না (সমস্ত ধরণের নেতিবাচক, ক্ষতিকারক এবং ক্ষতিকারক আচরণ) এবং অবাধ্যতার দিকে ঝুঁকে না [ঐশ্বরিক আদেশের প্রতি যা প্রথমে মানবতার কল্যাণ এবং উপকারের জন্য রয়েছে]।

নবম উপকারিতা- ব্যয় হ্রাস: যে কম খায়, সে অল্প পরিমাণে সম্পদ ও সম্পত্তি খুঁজে পাবে। পেট পেটের জন্য সকল সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু ও কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে পেট এবং পেট ভরার জন্য একজন ব্যক্তি সব ধরনের কৌশল ও পরিকল্পনা করে, সকল প্রকার অপমান সঞ্চয় করে, অবৈধ ও হারাম (*হারাম)* উপায় গ্রহণ করে যখন বৈধ (হালাল*)* অর্থ [অর্থ ও জীবিকা] যথেষ্ট নয়। অবৈধ উপায়ে উপার্জন করার মধ্যে পাপ রয়েছে এবং জায়েজ উপায়ে উপার্জনের ক্ষেত্রে অপমান, উদ্বেগ এবং কষ্ট থাকতে পারে। কারণ লোভ ছাড়া উপার্জন হয় না, যেখানেই কেউ [আয়ের উৎসের জন্য] তাকায়, তার মধ্যে লোভ নিহিত রয়েছে। লোভ মানেই চরম অপমান। মুমিন তিনিই যার খরচ কমে যায়। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছিলেন: "আমি প্রায়ই সেগুলো ত্যাগ করে আমার চাহিদাগুলো পূরণ করি। এটা হৃদয়কে অনেক তৃপ্তি দেয়"। একজন জ্ঞানী বলেছেন: "যখন আমি আমার প্রয়োজন পূরণের জন্য ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করি, তখন আমি আমার নিজের (নাফস) কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করি এবং সেই আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করতে রাজি হয়ে যাই এবং আমার স্ব আমাকে একটি বড় ঋণ দেয়"। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) সাহাবীদের কাছে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের দাম জিজ্ঞাসা করতেন এবং যদি তারা কোন জিনিসকে ব্যয়বহুল বলে উল্লেখ করতেন, তবে তিনি তাদের বলতেন যে এটি পরিত্যাগ করে সস্তা করুন। সাহল ইবনু আবদুল্লাহ তুস্তারী (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি বেশি খায় সে তিনটি ক্ষেত্রে খারাপ: যে ব্যক্তি ইবাদীদের মধ্যে থাকে, তবে সে বেশি খাওয়ার পরে অলস হয়ে যাবে। কোন বিশেষ পেশায় দক্ষ ব্যক্তিদের মধ্যে যদি কেউ হয়, তবে সে কষ্ট থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না; যদি কেউ কিছু আয় পায়, তবে সে নিজের হৃদয় দিয়ে ন্যায়বিচার করতে সক্ষম হবে না [তার আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা এবং রাষ্ট্রগুলি রক্ষা করে]। তবুও জগতের লোভ (ধন-সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদ) এর ধ্বংসের আসল কারণ এবং এই লোভ পেট ও গোপনাঙ্গের কারণে জন্ম নেয় এবং গোপনাঙ্গের লালসার আসল কারণ হল পেট। কম খালে গোপনাঙ্গের কামনা থাকবে না, জগতের লোভ থাকবে না। জগতের লোভ (ধন-সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদ) জাহান্নামের দরজা। এই দরজা বন্ধ হয়ে গেলে জান্নাতের দরজা খুলে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اديموا قرع باب الجنة بالجوع

"ক্ষুধার দ্বারা স্বর্গের দরজায় কড়া নাড়।

যার একটি রুটি (আরও একটি পাতলা পিতা রুটির মতো) সন্তুষ্ট হওয়ার সাহস থাকে সে সমস্ত কামনা থেকে বিরত থাকতে পারে। এই সন্তুষ্টির মধ্যে রয়েছে আত্ম ও সচেতনতার মুক্তি ও মুক্তি, মানুষের যা কিছু আছে তা থেকে বিস্মৃত হওয়া (এবং ক্ষতি করার ক্ষেত্রে এবং একজনকে উপকার করার ক্ষেত্রে সক্ষম), অভ্যন্তরীণ আরাম (হৃদয়ের শান্তি ও প্রশান্তি), আল্লাহর উপাসনা

করার ক্ষমতা এবং আখেরাতের জন্য ব্যবসায় নিয়োজিত হওয়া। এই ধরনের লোকদের প্রতি নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

لَّا تُلۡهِيهِمۡ تِجَٰرَةٞ وَلَا بَيۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ

"পার্থিব ব্যবসার (ক্রয়-বিক্রয় এবং অন্যান্য পার্থিব ব্যস্ততা যা একজনের পার্থিব ভ্রমণ ও ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য জাগতিক ব্যস্ততা) কারণে তারা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিচ্যুত হয় না। (কুরআন, অধ্যায় 24, আয়াত 37)

এই লোকেরা আল্লাহর স্মরণ সম্পর্কে উদাসীন ও অবহেলা করে না কারণ তারা পার্থিব বিষয়ের প্রতি আসক্ত নয় (অর্থাত্ পার্থিব জন্তু ও বিশ্রামের প্রতি হৃদয়ের আসক্তি নেই, যদিও তারা পার্থিব জীবনে যা কিছু প্রয়োজন তার জন্য তাদের পাওনা পরিশোধ করে)। যারা জগতের অভাবী (অর্থাত্, যাদের হৃদয়ের প্রতি পার্থিব বিষয়ের প্রতি আসক্তি রয়েছে এবং তাদের আত্মার বিনিময়ে এতে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন রয়েছে) তারা প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞ এবং অজ্ঞ (তাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যা ফলস্বরূপ অনন্ত সুখ এবং অন্তহীন বিজয়ের দিকে পরিচালিত করে)।

দশম উপকারিতা- দাতব্য এবং অভাবী মানুষের জন্য ব্যয়: কম খাওয়ার একটি সুবিধা হলো, যে কোন খাবার ব্যবহার করা হয় না তা এতিম ও দরিদ্রদের দান করা যেতে পারে। যে ব্যক্তি দান-খয়রাত ও অভাবী মানুষের জন্য ব্যয় করতে অভ্যস্ত সে তার দান-খয়রাতের ছায়ায় থাকবে যা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন মহৎ রীতিতে বর্ণিত হয়েছে। বেশি খেয়ে কী অর্জন করা যায়? [অত্যধিক] খাওয়ার পর খাদ্য মানুষের বর্জ্যে পরিণত হয় এবং বর্জ্যের কোষাগারে জমা হয় এবং দাতব্য সংস্থায় প্রদত্ত খাদ্য আল্লাহর কোষাগারে জমা করা হবে। মানুষের ধন-সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদ যা অবশিষ্ট থাকে তা কেবল সেগুলোই যা আল্লাহর পথে ব্যয় করা হয়েছে। তা ছাড়া, যা কিছু ব্যয় করা হবে তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে (শেষ হয়ে যাবে), তা [খাদ্য আকারে] খাওয়া হয়েছে বা [পোশাকের আকারে] পরিধান করা হয়েছে। হাসান আল-বসরি (রহঃ) কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেছেন:

إِنَّا عَرَضۡنَا ٱلۡأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱلۡجِبَالِ فَأَبَيۡنَ أَن يَحۡمِلۡنَهَا

وَأَشۡفَقۡنَ مِنۡهَا وَحَمَلَهَا ٱلۡإِنسَٰنُۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومٗا جَهُولٗا

"আমরা এই আস্থা স্বর্গ ও পৃথিবীর কাছে উপস্থাপন করেছি, কিন্তু তারা এর দায় স্বীকার করতে অস্বীকার করেছিল এবং ভয় পেয়েছিল, কিন্তু মানুষ নিজের উপর এই দায়িত্ব নিয়েছিল। একজন (অর্থাৎ মানুষ) অত্যাচারী ও অজ্ঞ। (কুরআন, 33 অধ্যায়, আয়াত 72)

অতঃপর তিনি বললেন: "ঈশ্বর নক্ষত্রে সজ্জিত সাত আসমানকে এই [ঐশ্বরিক] আস্থার ভার বহন করতে বলেছিলেন এবং বলেছিলেন: 'আপনি কি এই আস্থা এবং এর মধ্যে যা আছে তা বহন করতে ইচ্ছুক? তারা জিজ্ঞেস করলো, এই ট্রাস্টে কি আছে? তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করে, সে শাস্তি পাবে এবং যে সৎকর্ম করে, সে পাবে (চমৎকার) প্রতিদান। স্বর্গ উত্তর

দিলেন, 'আমরা এই আস্থা বহন করতে পারছি না'। তারপরে এই ট্রাস্টটি পৃথিবীকে দেওয়া হয়েছিল তবে এটিও প্রত্যাখ্যান করেছিল। উঁচু পর্বতমালাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এবং তারা এই আস্থা বহন করার ক্ষেত্রে তাদের অক্ষমতা এবং ত্রুটিগুলি প্রকাশ করার ক্ষেত্রেও তাদের শান্তি বলে মনে করেছিল। যখন মানুষকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হতো (পৃথিবীতে আসার পূর্বে) আত্মার জগতে, তখন সে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল কারণ সে নিজের (নাফস) উপর অত্যাচারী ছিল এবং এই ঐশী আদেশের পিছনে প্রজ্ঞা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। আল্লাহর কসম! আমরা এখন মানুষের অত্যাচার ও অজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করছি। লোকেরা ধন-সম্পদের পরিবর্তে তাদের ঈমান বিক্রি করে, তাদের কবরগুলি সংকীর্ণ ও সংকীর্ণ করার পরিবর্তে (অর্থাত্ পরকালে তাদের জীবন ধ্বংস করার পরিবর্তে তাদের বাড়ির বিস্তৃতি [এবং জাঁকজমক] বাড়ানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে উপার্জন করে, তাদের পশুপালনকে (ঐতিহ্যগতভাবে গর্ব, মর্যাদা এবং সামাজিক মর্যাদার উৎস হয়ে উঠেছে) মোটা করে তোলে (আল্লাহর পথ ও তাঁর সাথে সম্পর্ক) পাতলা। এ ধরনের লোকেরা সকাল-সন্ধ্যায় রাজাদের (খ্যাতি ও ক্ষমতাশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের) কাছে যায় এবং [এর ফলস্বরূপ] নিজেদের প্রতি অত্যাচারী হয়। একজনের হৃদয়ে, বস্তুগত সম্পদ এবং ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা লাথি মারছে, অন্যের হৃদয়ে খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। [ঐশ্বরিক বিধানে] জায়েজের কোনও পার্থক্য বা [ঐশ্বরিক আইনে] নিষিদ্ধ উপলব্ধি বিবেচনা না করে [বিলাসবহুল এবং বৈচিত্র্যময়] খাবারের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। যখন এটি বদহজম এবং টাইফয়েড সৃষ্টি করে, তখন চাকরদের এই জাতীয় অবস্থার প্রশমন করে এমন ওষুধ আনতে দাবি করা হয়। কারও উচিত এই মূর্খকে জিজ্ঞেস করা যে, 'সেই এতিম শিশু, বিধবা ও দরিদ্রদের কী হয়েছে, যাদের যত্ন নেওয়া তোমার [নৈতিক] দায়িত্ব, যাদেরকে তুমি খাদ্য ও স্বাদের আকাঙ্ক্ষার কারণে ভুলে গিয়েছ?

এই বিবরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বিষয়টি ঘরে ফিরিয়ে আনা যে, কেবল প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করা উচিত এবং বাকিগুলি দান করা উচিত যাতে তা আখেরাতের ভান্ডারে জমা হয়। একবার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক স্থূলকায় ব্যক্তিকে দেখে তার পেটে আঙুল রাখলেন (স্থূলতার অবাঞ্ছিততার দিকে ইঙ্গিত করে - এর কারণ পেটুক, আকারহীন হওয়া, কারও স্বাস্থ্য ও আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিকতার জন্য এর ক্ষতিকর প্রভাব) এবং বললেন: "যদি এই খাবারটি আপনার পেটের পরিবর্তে অন্য কারো পেটে থাকত [যার দারিদ্র্যের কারণে এর প্রয়োজন] থাকত, তবে এটি আরও ভাল হত তোমাদের জন্য (শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে)। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *মোসনাদ আহমদ, হাকিম ও বায়হাকী,* পয়গীর সাহাবী জা'দা আল-হাথমী (রহঃ) এর কবল অনুসারী।

হাসান বসরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা এমন মানুষ দেখেছি যাঁদের খাওয়ার মতো খুব কম ছিল এবং যদি তারা তা খেতেন তবে এটি তাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তবুও তারা বলেছিল যে, তারা নিজেরাই এই সামান্য পরিমাণেও খাবেন না বরং ঈশ্বরের জন্য [এই সামান্য পরিমাণ খাবারে অংশ নিতে] অন্যদেরও এতে অন্তর্ভুক্ত করবেন"।

এগুলো হল ক্ষুধার দশটি উপকারিতা, যেখানে প্রতিটি উপকার অগণিত [অন্যান্য] উপকার গঠন করে। এই সমস্ত সুবিধার পরিণতি হ'ল ক্ষুধা হ'ল আখেরাতের সম্পদ। এ কারণেই, অনেক জ্ঞানী আলেম বলেছেন যে ক্ষুধা হ'ল আখেরাতের চাবিকাঠি এবং জাগতিকতা থেকে বিরত

থাকার দরজা, এবং পেটুক হচ্ছে জাগতিকতার চাবিকাঠি এবং লোভের দরজা। ক্ষুধার শ্রেষ্ঠত্ব এবং তৃপ্তির নিন্দা [এবং পেটুকতা] এর নিন্দার জন্য উল্লিখিত বর্ণনা এবং ঐতিহ্যের মাধ্যমেও এই বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। এসব উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা অর্জনের পর এই বিষয়ের বিবরণ ও এর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে জ্ঞান প্রত্যয়ন (*ইয়াকিন)* এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির (*বাসিরাহ)* উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে। যদি কেউ এসব উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞান না রাখে কিন্তু তবুও ক্ষুধাকে শ্রেষ্ঠতর বলে মনে করে, তবে সে (পদার্থের বাস্তবতা অনুধাবন না করে) অনুসরণ করে ঈমানের স্তরে থাকবে (*তাকলিদ) ।*

ক্ষুধা সম্পর্কিত রায়, শ্রেষ্ঠত্ব এবং মানবিক রাষ্ট্রের পার্থক্য

এটা জেনে রাখা উচিত যে, মধ্যপন্থী বা মধ্যপন্থী পর্যায়ে পৌঁছনোই সকল বিষয়ে উদ্দেশ্য এবং *ইখলাকে (*সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, আভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, স্বভাব ও গুণাবলী) যা নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

خيرالاموراوساطها

"সবচেয়ে ভাল বিষয় হল সংযম অনুশীলন করা হয় বা মধ্যম পথ অবলম্বন করা হয়"।

উভয় পক্ষ [বা বর্ণালীর দুটি প্রান্ত] বা চরম, অন্য কথায়, [সমস্ত বিষয়ে কোনও কিছুর] অতিরিক্ত বা অভাব উভয়ই নিন্দা করা হয়। ক্ষুধার শ্রেষ্ঠত্বে [এখানে] যা লেখা হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে ক্ষুধার আধিক্যই উদ্দেশ্য, যদিও এটি আসলে তা নয়। বরং, ঐশ্বরিক বিধানের রহস্যগুলি, যা প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ, এমন প্রকৃতির যে যে বিষয়গুলিতে মানুষের মেজাজ চরম দিকে ঝুঁকছে এবং সেগুলিতে [অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক] অশান্তির বীজ রয়েছে, সেখানে সেই বিষয়গুলি এমনভাবে অতিরঞ্জিত (জোর দেওয়া হয়েছে) নিষিদ্ধ করা হয়েছে যে এমনকি একজন অজ্ঞও বুঝতে পারে যে ঐশ্বরিক আইনের উদ্দেশ্য হ'ল মেজাজের বিরুদ্ধে কাজ করা [একজনকে আরও ভাল ব্যক্তি করে তোলা]। একমাত্র একজন আলেম (যিনি ধর্মীয় জ্ঞান ও বোধগম্যতায় পারদর্শী) বোঝেন যে, [ক্ষতিকর বিষয় থেকে] নিষেধ করার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছে একজনকে সংযমের স্তরে বা মধ্যপন্থা [সমস্ত চরম অবস্থায়] আনা। কারণ [কেবলমাত্র একজন পণ্ডিত জানেন যে, পেটুক মানুষের মেজাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং মানুষ চরম (খাদ্য গ্রহণের মাত্রায়) পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং ক্ষুধার আরও বেশি শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করা আরও উপযুক্ত এবং মানুষকে অতিরঞ্জিত করে পেটুক থেকে বিরত রাখা উচিত যাতে [মানব] মেজাজ [খাদ্য গ্রহণের সাথে সম্পর্কিত এই বিষয়ে] সংযমের স্তরে পৌঁছায়। [মানব] মেজাজের অবসান করা সম্ভব নয়, তবে এটিকে সংযমের স্তরে বা মধ্যপন্থী পর্যায়ে আনা সম্ভব। অতএব, যদি কেউ মেজাজের বিরুদ্ধে যায় এবং অতিরিক্ত ব্যয় করে, তবে ঈশ্বরের আইন এই কর্মের নিন্দা করে। উদাহরণস্বরূপ, রাতে জেগে আল্লাহর ইবাদত করা এবং রোজা রাখার অসংখ্য গুণাবলী হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে , কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন যে,

কিছু লোক চিরকাল রোজা রাখে এবং সারা রাত জেগে থাকে, তখন তিনি তাদের তা করতে নিষেধ করেন। নীতিমালা নিয়ে এই আলোচনার পর জেনে রাখা দরকার যে, খাওয়ার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতর ও পরিমিত পদ্ধতি হচ্ছে শুধু ততটুকু খাওয়া যা পেটে ভারী হয় না বা ক্ষুধার যন্ত্রণা সৃষ্টি করে না। খাওয়ার উদ্দেশ্য হল জীবন বজায় রাখা এবং উপাসনার জন্য শারীরিক শক্তি অর্জন করা। পেটের ভারও পূজা করার ক্ষেত্রে বাধা এবং পেটের শূন্যতাও হার্টকে ব্যস্ত রাখে। একজনের খাওয়া উচিত এমন পরিমাণে যে এটি ক্ষুধার যন্ত্রণা মুছে দেয় এবং খাবারের প্রভাবও জানা যায় না। এভাবে খাওয়ার ফলে মানুষ ফেরেশতাদের মতো হয়ে ওঠে কারণ তারা ক্ষুধা এবং [পেটে] খাবারের ভারী যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে। তাদের অনুসরণ করা কেবল মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব এবং পরিপূর্ণতার স্তরে নিয়ে যেতে পারে যা একজনের সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এই মাত্রার সংযমের একদিকে পেটুক, অন্যদিকে ক্ষুধা। দুটোই মারাত্মক। সংযমের পথ অবলম্বন করার জন্য তাদের উভয়ের কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা করার মধ্যে, জীবনের জীবিকা নিহিত রয়েছে। এর উপমা আগুনের বৃত্তের মাঝখানে রেখে যাওয়া পিঁপড়ার মতো। এটি যে দিকে ঘুরুক না কেন, সেখানে মৃত্যু রয়েছে কারণ বৃত্তটি চারদিক থেকে উত্তপ্ত এবং এর ছোট শিখা তার ক্ষুদ্র জীবনকে শেষ করতে পারে। তবে পিঁপড়া যদি মাঝখানে থাকে এবং কোন দিকে না যায় তবে এটি আগুন থেকে দূরে থাকবে এবং তার জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হবে। মানুষের অবস্থা এমনই, যেমন কামনা চারিদিক থেকে একজনকে ঘিরে রেখেছে। ফেরেশতারা কামনা থেকে অনেক দূরে। তাদের সাদৃশ্য অর্জনের একমাত্র উপায় হ'ল কামনা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা, কারণ সংযমের স্তরটি সমস্ত দিক থেকে সমান দূরত্বে থাকে [বৃত্তের প্রকৃত কেন্দ্রে থাকা]। অতএব, এটি (সংযম) চাওয়া হচ্ছে এবং যেহেতু সংযমের স্তর সমস্ত দিক থেকে সমান দূরত্বে রয়েছে এবং এর প্রমাণ *হাদীসে* পাওয়া যায় (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐতিহ্য), "সর্বোত্তম বিষয় হচ্ছে সেই বিষয় যেখানে সংযম অনুশীলন করা হয় বা মধ্যম পথ গ্রহণ করা হয়" এবং কুরআনের এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়:

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ

"তোমরা খাও ও পান কর এবং বাড়াবাড়ি করার জন্য সংযমের সীমা অতিক্রম করো না। (কুরআন, সপ্তম অধ্যায়, আয়াত 31)

ক্ষুধা ও তৃপ্তিতে সংযম: যতক্ষণ না মানুষ ক্ষুধা ও পেটুকের ভারী যন্ত্রণা অনুভব না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত [ঐশ্বরিক] উপাসনার দিকে মনোনিবেশ করা সম্ভব নয়। পূজা এবং ধ্যানকে সহজ করে তুলতে প্রয়োজন যে কেউ ক্ষুধার্ত বা তৃপ্ত না থাকেন। যেহেতু মানব সত্তা (*নাফস)* প্রাথমিকভাবে বিদ্রোহী, কামনা পছন্দ করে এবং সংযমের সীমা থেকে দূরে থাকে, তাই তাকে অতিরিক্ত ও অভাবের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসতে অসুবিধা হয়। শুরুতে জিনিস থেকে নিষেধ করার মধ্যে অতিরঞ্জন রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ক্ষুধা এবং পেটুকের [চরম] মধ্যে এটিকে মধ্যম স্তরে নিয়ে আসা, প্রথম কাজটি হ'ল নিজেকে ক্ষুধার্ত রেখে নিজেকে অসুবিধা দেওয়া, ঠিক যেমন একটি বন্য বিদ্রোহী ঘোড়াকে প্রাথমিকভাবে ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত রাখা হয় এবং এমনকি এটি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য মারধর করা হয়। এই পর্যায় অতিক্রম করার পরে, ঘোড়াটি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তার প্রভুর ইচ্ছার অধীন হয়ে যায়। একবার ঘোড়া তার বিদ্রোহ ত্যাগ করে বাধ্য হয়ে গেলে,

তাকে ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত এবং শারীরিক কষ্টের শিকার করার দরকার নেই। একজন আধ্যাত্মিক গাইড শিষ্যদের (আধ্যাত্মিক পথে সাধক এবং ভ্রমণকারী) একই আচরণ করেন এবং তাদের এমন কিছু করতে বলেন যা গাইড নিজে করেন না। উদাহরণস্বরূপ, একজন তাদের ক্ষুধার্ত থাকতে এবং সমস্ত কামনা ত্যাগ করতে বলে, যদিও গাইড নিজে ক্ষুধার্ত থাকে না বা সমস্ত আকাঙ্ক্ষা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয় না (অনেক আকাঙ্ক্ষা ঐশ্বরিক আইনের সীমার মধ্যে বৈধ)। কখনও কখনও, গাইড খাওয়ার পরে ফলের সাথে জড়িত হন এবং অন্যান্য স্বাদ এবং আকাঙ্ক্ষা উপভোগ করেন কারণ একজনের স্ব বাধ্য [এবং ঐশ্বরিক আদেশের অধীন] এবং এটিকে আরও আধ্যাত্মিক অনুশীলন এবং প্রশিক্ষণের অধীন করার দরকার নেই। যাইহোক, যেহেতু স্ব (*নাফস*) ঐশ্বরিক ইবাদতে লোভ, কামনা, বিদ্রোহ এবং অলসতার দ্বারা আধিপত্য বিস্তার করে, তাই ক্ষুধা তার জন্য উত্তম, যাতে সে তার ব্যথা অনুভব করতে থাকে এবং নম্র হয়ে ওঠে এবং এর মাধ্যমে সংযমের স্তরে পৌঁছায়, অর্থাৎ খাদ্য গ্রহণের পরিমিততা। আধ্যাত্মিক পথের ভ্রমণকারীদের মধ্যে, কেবল দুটি [প্রকার] লোক ক্ষুধার্ত থাকা থেকে বিরত থাকে - একজন জ্ঞানবাদী এবং একজন আত্ম-বিভ্রান্তিকর বোকা। একজন জ্ঞানবাদীকে ক্ষুধার্ত থাকার দরকার নেই কারণ স্ব পথপ্রদর্শকের সরল পথে রয়েছে এবং সত্যের পথে চলার জন্য, ক্ষুধার্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। একজন মূর্খ ক্ষুধার্ত থাকে না কারণ নিজের সম্পর্কে এই অনুমান থাকে যে তিনি একজন জ্ঞানবাদী এবং আত্মার আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা এবং শৃঙ্খলার প্রয়োজন নেই। এটি একটি বড় প্রতারণা এবং বেশিরভাগ মানুষ চোখের এই প্রতারণার সাথে জড়িত। নিজেকে সম্পূর্ণ শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে অনেক অসুবিধা হয়। সাধারণত, লোকেরা জ্ঞানবাদীদের আধ্যাত্মিক অবস্থা গ্রহণ করে এবং মনে করে যে তাদের নিজস্ব অবস্থা এরকম, এটি সঠিক হোক বা না হোক, এবং [শুধু] জ্ঞানবাদীদের মতো, [এই জাতীয় মহৎ আধ্যাত্মিক অবস্থা অর্জনের উপায়গুলি সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে পড়ে এবং সেই উপায়গুলি গ্রহণ করে না]।

একজন আধ্যাত্মিক গাইডের শিষ্যদের (আধ্যাত্মিক পথের শুরুতে থাকা আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী) সামনে রহস্য [আধ্যাত্মিক বিষয় এবং বিভিন্ন আধ্যাত্মিক শিক্ষার পিছনে অভ্যন্তরীণ প্রজ্ঞা সম্পর্কিত] উল্লেখ করা উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের যতটা সম্ভব ক্ষুধার্ত থাকার নির্দেশনা দেওয়া উচিত। [খাবার গ্রহণের মধ্যপন্থার] স্তর সম্পর্কে তাদের শিক্ষিত করা উপযুক্ত নয় কারণ তারা পরিমিততা থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে বিচ্যুত হবে [যেহেতু তারা শিক্ষানবিশ শিক্ষার্থী]। তাদের প্রচুর ক্ষুধা অনুশীলন করার নির্দেশ দেওয়া উচিত যাতে তাদের পক্ষে সংযমের স্তর অর্জন করা সহজ হয় [কারণ শিষ্যরা তাদের যা করতে বলা হয় তার চেয়ে কম করে]। শিষ্যদের (আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীদের) বলা উচিত নয় যে একজন আধ্যাত্মিকভাবে নিখুঁত ব্যক্তির (জ্ঞানবাদী) আধ্যাত্মিক কঠোরতা এবং আত্মের শৃঙ্খলার প্রয়োজন নেই [যেহেতু এই ব্যক্তি ইতিমধ্যে এটি ভোগ করেছেন এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক ডিগ্রি অর্জন করেছেন]। যদি তাদের এটি বলা হয়, শয়তান তাদের হৃদয়ে ইঙ্গিত দেবে যে তারা জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার একটি খুব উচ্চ স্তরে পৌঁছেছে এবং আধ্যাত্মিক গাইড (শাইখ) দ্বারা অবহিত করা হিসাবে তাদের আর কোনও আধ্যাত্মিক কঠোরতার প্রয়োজন নেই। ইব্রাহিম আল-খাওয়াস (ইব্রাহিম আল-খাওয়াস (রহঃ) তাঁর প্রতি রহমত করুন - একজন জ্ঞানবাদী, সাধু এবং আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক) এর এই রুটিন ছিল যে তিনি তাঁর শিষ্যদের যে কোনও আধ্যাত্মিক কঠোরতা নির্দেশ করেছিলেন, তিনি নিজেই সেগুলি পালন করেছিলেন [যদিও তিনি নিজে তাদের প্রয়োজন ছিল না তবে তিনি

শিষ্যদের কাছে বিভ্রান্তিকর ধারণা না দিয়েছিলেন যে তাদের প্রয়োজন নেই কারণ তাদের তাদের প্রয়োজন নেই] যাতে তারা মনে না করে যে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যা আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক নিজে করেন না তা করা। এই চিন্তাভাবনা শিষ্যদের (আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীদের) আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার প্রতি বিরক্ত হতে পারে [আধ্যাত্মিক গাইডের মধ্যে ভণ্ডামিকে বিভ্রান্তিকরভাবে উপলব্ধি করে, কারণ শয়তান সেখানে সক্রিয়ভাবে পথের প্রতিটি পদক্ষেপে এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে মানুষকে সঠিক পথ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করছে]। আধ্যাত্মিক গাইড (*শায়খ* বা *মুর্শিদ)* কখনও কখনও একজনের [আধ্যাত্মিক] পদ থেকে নেমে আসতে হয় ঠিক যেমন কুস্তিগীররা দুর্বল আচরণ করে এবং এমনকি তাদের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কুস্তির চাল শেখানোর জন্য অনুশীলন এবং প্রশিক্ষণের জন্য নক আউট হয়। নিজেকে প্রশিক্ষিত করার জন্য, শারীরিক অনুশীলনের তুলনায়, কোমলতা এবং সূক্ষ্মতা বেশি প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা এবং কঠোরতা [আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীদের জন্য] মহান পরীক্ষার ভিত্তি। নবী ও সাধুগণ এ ধরনের পরীক্ষা ও ক্লেশের মধ্য দিয়ে গেছেন। তাই এ ক্ষেত্রে সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। হযরত উমর (রাঃ) যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ প্রতিদিন রুটির সাথে মাংস খায়, তখন তিনি রেগে গেলেন এবং তাকে বললেন, "হে অযোগ্য ব্যক্তি! একদিন মাংসের সঙ্গে রুটি খাও, একদিন দুধের সঙ্গে রুটি খাও, একদিন ঘি দিয়ে রুটি খান, একদিন তেল দিয়ে রুটি খান, একদিন লবণ দিয়ে রুটি খান এবং কোনো দিন অন্য কিছু না করে রুটি খান। এ থেকে জানা যায় যে, সংযম বলতে এটাই বোঝায়। মাংস খাওয়া এবং কামনায় লিপ্ত হওয়ায় স্থায়ীত্ব ও নিয়মিততা অনুশীলন করা [যেমন প্রতিদিন] অতিরিক্ত [এবং এইভাবে খাওয়ার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে চরমপন্থা]। এগুলো সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা অভাব এবং কখনও কখনও খাওয়া এবং কখনও না খাওয়া পরিমিত।

কম খাওয়া এবং কামনা ত্যাগ করার ক্ষতি

এটা জানা উচিত যে যে কামনা ত্যাগ করতে শুরু করে, সে দুটি ক্ষতির লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে। এই ক্ষতিগুলি কারও প্রিয় খাবার খাওয়ার চেয়ে বেশি বিপজ্জনক। একটি ক্ষতি হ'ল আত্মা কিছু কামনা ছেড়ে যেতে পারে না। আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী তাদের ছেড়ে চলে যেতে চায় কিন্তু নিজের (*নাফস*) তা হতে দেয় না। নিম্ন আত্মার ইচ্ছা পূরণের জন্য আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে গোপনে নিজের প্রিয় জিনিস খেয়ে ফেলেন। এটা গোপন বহুঈশ্বরবাদ (*শ্কার্ক আল-খাফি) /* যদি এই পরিস্থিতি দেখা দেয় তবে নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করা উচিত। এই প্রকাশটি হ'ল একজনের [অভ্যন্তরীণ] অবস্থার সত্যতা কী। নিজের দোষ গোপন রাখা এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব [অন্যকে] প্রদর্শন করার মধ্যে দুটি ক্ষতি রয়েছে। যতক্ষণ না কেউ আন্তরিকভাবে তওবা না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐশ্বরিক অসন্তুষ্টি দূর হয় না। আল্লাহর সন্তুষ্টিতে কামনা পরিত্যাগ করা এবং তার সাথে জড়িত তা দেখানোটাই গণসিসের (মারিফা) পরিপূর্ণতা। এটি করা হয় যাতে একজন মানুষের চোখে নীচু হয়ে যায়। একজন সন্ন্যাসী ভালো খাবার কিনে নিজের বাড়িতে বড় জায়গায় রাখতেন, যাতে মানুষ ভাবতেন যে আমি খুব সাধারণ খাবার খাই। প্রদর্শনটি ছিল

লোকেরা তাকে সাধু হিসাবে না ভাবতে দেয়, তাই তারা তাকে সাধু হিসাবে ভেবে তার কাছে যাবে না। *জুহদ* (জাগতিকতা থেকে বিরত থাকা) এর পরিপূর্ণতা হলো, একজন ব্যক্তি এর বিরুদ্ধে কাজ করে দেখায় যে সে সংযত নয় বরং কামনায় জড়িত। এটি জ্ঞানবাদী বা আধ্যাত্মিকভাবে নিখুঁত ব্যক্তিদের (*সিদ্দিকীন*) কর্মকাণ্ড কারণ তারা তাদের নিজের উপর দুটি বোঝা চাপিয়ে দুটি সত্যকে একত্রিত করেছে *(নাফস)* এবং দু'বার ধৈর্য ধারণ করেছে - একবার যখন তারা তাদের প্রিয় জিনিসকে বিদায় জানায় এবং দ্বিতীয়বার যখন লোকেরা তাদের বাহ্যিক অবস্থার দিকে তাকিয়ে তাদের নিন্দা ও সমালোচনা করেছিল [যা কামনার সাথে জড়িত বলে মনে হয়েছিল, জাগতিকতা এবং অ-সংযম কাজ কারণ তারা ইচ্ছাকৃতভাবে সাধু বা জ্ঞানবাদী হওয়ার সাথে আসা খ্যাতি এবং শ্রদ্ধা এড়াতে সেই ছাপ তৈরি করেছিল]। এমনই মানুষদের সম্পর্কে বলা হয়েছে –

أُوْلَٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ

"এইরূপ লোকেরা দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে। (কুরআন, অধ্যায় 28, আয়াত 54)

তাদের অবস্থা তার মতো যে সবার সামনে উপহার দেওয়ার সময় গ্রহণ করে কিন্তু পরে গোপনে তা ফেরত দেয়। এমন ব্যক্তি দু'টি বিষয়ের কারণে ব্যথিত হবে: প্রথমত, সবার সামনে একজনকে কিছু দিয়ে অপমানিত হওয়ার কারণে (যেমন অন্যের কাছ থেকে জিনিস কেড়ে নেওয়ার মধ্যে নম্রতা রয়েছে); দ্বিতীয়ত, একই জিনিসটি গোপনে ফেরত দেওয়ার কারণে, যদিও কারও প্রয়োজন ছিল। যদি কোন আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী (*সালিক)* এই পদে পৌঁছাতে না পারে, তবে তার দোষ ঘোষণা করা এবং কামনা থেকে দূরে থাকতে অক্ষমতা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা উচিত নয় এবং শয়তানের এই প্রতারণায় বোকা হওয়া উচিত নয় যে যদি কেউ তার দোষ প্রকাশ করে তবে লোকেরা সেই দোষগুলির মধ্যে এমন দোষের অনুসরণ করবে এবং মানুষের সংস্কারের জন্য নিজের দোষগুলি গোপন রাখা উত্তম। আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী বা সাধককে বুঝতে হবে যে মানুষের সংস্কারের চেয়ে নিজের [অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক] সংস্কার বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মানুষকে সংস্কারের দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের দোষ গোপন রাখার উদ্দেশ্য হল আড়ম্বরপূর্ণ বা প্রদর্শন (রিয়া*)* / এই ধরনের ব্যক্তি অন্যদের সংস্কারের অজুহাতে শয়তানকে অনুসরণ করতে ব্যস্ত। বাস্তবতা হলো, মানুষ এড়িয়ে চলার ভয়ে এমন ব্যক্তি নিজের দোষ প্রকাশ করতে চায় না। এই ধরনের ব্যক্তি নিজের সংস্কার বা অন্যের সংস্কার চায় না।

দ্বিতীয় ক্ষতি হলো, আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী বা সাধক কার্যত কামনা পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়, কিন্তু একজন ব্যক্তি (জাগতিকতা থেকে) বিরত (জাহিদ) হিসাবে খ্যাতি অর্জন করতে পছন্দ করে এবং যখন লোকেরা কাউকে "পাপহীন" বলে অভিহিত করে তখন সে খুশি হয়। এই সাধক একটি দুর্বল কামনা পরিত্যাগ করেছেন [খাদ্য সম্পর্কিত] কিন্তু তার চেয়েও বড় কামনায় জড়িয়ে পড়েছেন এবং তা হল খ্যাতি এবং সম্মান ও প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা। এটি একটি গোপন কামনা এবং যিনি এর সাথে জড়িত, তিনি এতে জড়িত থাকার কথা বেশ দেরিতে জানতে পারেন। খাদ্যের লালসা দূর করার তুলনায় এই কামনা দূর করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়। যে ব্যক্তি প্রদর্শন থেকে দূরে থাকে কিন্তু খাদ্যের লোভে জড়িয়ে পড়ে সে তার চেয়ে উত্তম, যে

খাবারের লালসা ত্যাগ করে কিন্তু খ্যাতির প্রতি ভালবাসায় লিপ্ত হয়। আবু সুলাইমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'যখন তোমাদের সামনে এমন কোন খাদ্য আসে যা তোমরা পরিত্যক্ত করেছ, তখন তা থেকে অল্প পরিমাণে খাও এবং (বেশি খাওয়ার মাধ্যমে) আত্মার কামনা পূরণ করো না। এইভাবে, আত্মার কামনা উভয়ই শেষ হয়ে যাবে - খাদ্যের লালসা এবং খ্যাতি এবং প্রতিপত্তির লালসা [জাগতিকতা থেকে বিরত থাকার জন্য]। খাদ্যের লালসা পরিত্যাগ করে এবং প্রদর্শনের কামনায় প্রশ্রয় দেয় সে তার মতো, যে সাপের পাশে আশ্রয় পেতে বিচ্ছু থেকে পালিয়ে যায়, যদিও সাপ একজনের জন্য [বিচ্ছুর চেয়ে] বেশি মারাত্মক। তেমনি খাবারের আকাঙ্ক্ষার চেয়েও বেশি ক্ষতিকর।

গোপনাঙ্গের লালসা

এটা জানা উচিত যে সহবাসের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে [ঐশ্বরিকভাবে] দুটি উপকারের জন্য তৈরি করা হয়েছে। একটি সুবিধা হলো, মানুষ সহবাসের আনন্দ থেকে আখেরাতের আনন্দ অনুমান করতে পারে। এই আনন্দ যদি দীর্ঘস্থায়ী হত, তবে এটি সমস্ত শারীরিক সুখের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হত। অনন্ত সুখ অর্জনের জন্য মানুষের উত্সাহ এবং প্ররোচনা প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণরূপে পূরণ হয় যখন কিছু বেদনা যা অনুভব করা যায় বা কিছু আনন্দ যা অনুভব করা যায় এবং অনুভূত করা যায়, অনন্ত সুখের উপায় হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।

সহবাসের দ্বিতীয় সুবিধা হ'ল মানব জাতির ধারাবাহিকতা। এগুলো দু'টি উপকারিতা, কিন্তু এর মধ্যে অনেক ক্ষতিও নিহিত রয়েছে, যদি কেউ নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ না রাখে এবং এই কামনাকে সংযমের স্তরে না নিয়ে আসে, কারণ সে পার্থিব সাফল্য এবং ঈমান উভয়ই হারাতে পারে। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) একটি সমাবেশে বসে ছিলেন, যখন শয়তান (মানবরূপে) এসেছিল। তার মাথায় একটি টুপি ছিল যাতে প্রচুর রঙ ঝলমল করছিল। এই সমাবেশে পৌঁছানোর পরে, তিনি তার টুপি খুলে তাকে অভিবাদন জানান। হযরত মূসা (আঃ) তাকে বললেন, তুমি কে? সে বলল, আমি হলেন *ইবলিস*। হযরত মূসা (আঃ) বললেন, আল্লাহ আপনাকে মৃত্যু দান করুন। তুমি এখানে কেন এসেছ? তিনি বললেন, 'তোমরা আল্লাহর নিকট মহৎ মর্যাদায় আছো, তাই আমি তোমাদের প্রতি সালাম জানাতে এসেছি। রাসূল মূসা (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কেন বিভিন্ন রঙের টুপি পরেছিলে? তিনি বললেন, 'আমি এই টুপি দিয়ে মানুষের হৃদয় ছিনিয়ে নিই এবং তাদের ধোঁকা দিই। হযরত মূসা (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'মানুষের কোন কর্মের মাধ্যমে তুমি তাদের বশীভূত করতে পারছ? তিনি বলেন, 'যখন

মানুষের অন্তরে অহংকার জন্মায় এবং সে যখন তার ক্ষুদ্র আমলকে বড় মনে করে এবং নিজের গুনাহ ভুলে যায়। আমি আপনাকে তিনটি বিষয়ে সতর্ক করে দিচ্ছি: একটি হ'ল কোনও অপরিচিত (সম্ভাব্য বিবাহযোগ্য) মহিলার সাথে একা না থাকা, যখন এটি ঘটে, তখন আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনও শিষ্যকে না পাঠিয়ে তাদের মধ্যে আসি যাতে তারা একটি *ফিতনা* (অনুপযুক্ত কর্মের কারণে বিচার এবং ক্লেশ) জড়িত হয়। দ্বিতীয়ত, আপনারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা পূরণ করা। তৃতীয়ত, আপনি যে অর্থ বাধ্যতামূলক এবং স্বেচ্ছাসেবী দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা করে রেখেছেন, তা অবিলম্বে বিতরণ করুন। আমিও তাড়াহুড়ো করে এই ধরনের অনুষ্ঠানে পৌঁছাতে পারি এবং এমন অজুহাত অবলম্বন করি যে একজন ব্যক্তি সেই অভিপ্রায় পরিবর্তন করে যা একজনকে দান করতে বাধা দেয়। এর পরে শয়তান চলে গেল এই বলে যে: "হায়! মূসা এখন জানেন যে লোকেরা তাদের ক্ষতির জন্য কষ্ট পায়। শয়তানের সেনাবাহিনীর অর্ধেক কামনা এবং অর্ধেক ক্রোধ। এই সেনাবাহিনীর মাধ্যমেই [কামনা ও ক্রোধ উভয়ের সমন্বয়ে] শয়তান হৃদয় জয় করে। বিপরীত লিঙ্গের কামনার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কামনা।

গোপনাঙ্গের কামনার তিনটি স্তর: খাদ্যের লোভের মতো, এই কামনারও তিনটি স্তর রয়েছে: আধিক্য, অভাব এবং সংযম। অতিরিক্ত এই যে কামনা বুদ্ধিকে ছাপিয়ে যায় এবং যৌন তৃপ্তি ছাড়া কারও আর কোনও উদ্দেশ্য অবশিষ্ট থাকে না। একজন ব্যক্তি এতে নিমজ্জিত হয়ে যায় এবং আখেরাতের পথ ভুলে যায় এবং এটি তার ঈমানের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং একজনকে মন্দতায় জড়িয়ে দেয়। এই কামনার আধিক্য অনেক অশুভ শক্তির জন্ম দেয়। উদাহরণস্বরূপ, এমন ওষুধ নিয়ে চিন্তা করা হয় যা এই ক্ষমতা বাড়ায়। এটি এমন যে একজন বন্য পশু এবং সাপ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় এবং যখন তারা অবহেলা করে যে কেউ পালাতে দেয়, তখন তারা তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে নিজেকে আক্রমণ করার জন্য জাগিয়ে তোলে। এই কামনার আধিক্য পূরণের জন্য একজনকে সমস্ত ধরণের অপমান সহ্য করতে হয়, এমনকি এর দাসত্ব গ্রহণ করার পরিমাণেও। একজন ব্যক্তি নিজের বুদ্ধি ও জ্ঞানের মৃতদেহ এই কামনার পায়ে ফেলে দেয় যদিও মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে অন্য সকল সৃষ্টি তাদের আনুগত্য করে। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়নি যাতে কেউ নিজের আবেগ ও কামনার দাস হয়ে যায় এবং তাদের সেবায় কোনও ত্রুটি রাখে না। এটি এমন একটি হার্টের রোগ যার অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই। প্রাথমিক পর্যায়ে কামনা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। একবার এটি শক্তিশালী হয়ে যায় এবং সম্পূর্ণরূপে [কারও মন, হৃদয় এবং আত্মায়] গেঁথে যায়, তখন এটি নির্মূল করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। ধন-সম্পদ, খ্যাতি, সম্পত্তি এবং বংশধরদের প্রতি ভালবাসার অবস্থা একই, কারণ তাদের ভালবাসা পুরোপুরি প্রোথিত হওয়ার পরে বিলীন হয় না। এটি এমন পরিমাণে ঘটে যে বিভিন্ন খেলাধুলা, অবসর সাধনা [এবং অন্যান্য সাধনা, আবেশ এবং আসক্তি] প্রতি কারও আগ্রহ যে কেউ বিশ্বের কোনও কিছুকে গুরুত্ব দেয় না এবং তাদের সামনে বিশ্বাস। এই জিনিসগুলি একজনকে সর্বদা বিচলিত এবং অস্থির রাখে। যে ব্যক্তি প্রাথমিক পর্যায়ে কামনার আগুন (আবেশ এবং আসক্তি যা একজনকে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করে এবং কোনও আধ্যাত্মিক

আকাঙ্ক্ষাকে বিলুপ্ত করে) নিভিয়ে দেয়, সে তার মতো যে চায় ঘোড়াটি দরজা দিয়ে প্রবেশ না করুক। অতএব, যখনই এটি দরজার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেয়, তখন কেউ তার লাগাম ধরে রাখে এবং এটি টেনে নেয়। যে আগুন জ্বলতে শুরু করার পরে তা নেভানোর চেষ্টা করে, সে তার মতো, যে প্রথমে ঘোড়াটিকে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে দেয় এবং যখন এটি প্রবেশ করে, তখন একজন তার লেজ ধরে টেনে বের করার চেষ্টা করে। তখন কি ঘোড়াটি প্রতিরোধ করবে না এবং বিদ্রোহী হবে না? দুটি পরিস্থিতির মধ্যে কতটা পার্থক্য রয়েছে? তাই প্রাথমিক পর্যায়ে যত্ন ও সাবধানতা অবলম্বন করা ভালো। যখন কোনও অসুস্থতা গুরুতর হয়ে ওঠে, তখন এটি নিরাময়ের জন্য প্রচুর পরিমাণে প্রচেষ্টা এবং সংগ্রাম প্রয়োজন। এটিও নিন্দনীয় যে কেউ অমানবিক হওয়ার এই ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সংযমের স্তর হ'ল যে কেউ কামনার অধীন হয় না বরং পরিবর্তে, কামনা বুদ্ধি এবং ঐশ্বরিক আইনের অধীন এবং তাদের নির্দেশাবলী মেনে চলে। ক্ষুধা ও বিবাহের মাধ্যমে এই কামনা (গোপনাঙ্গের) আধিক্য নিরাময় করা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يامعشر الشباب من استطاع منكم النكاح فليتزوج فمن لم يستطع فعليه الصيام فانه له وجاء

"হে তরুণরা! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ে করতে সক্ষম হয় তার উচিত তা করা এবং যে বিয়ে করতে সক্ষম নয় (জীবনের পরিস্থিতির কারণে বৈবাহিক দায়িত্ব পালন করতে না পারার কারণে) তার রোজা রাখা উচিত কারণ রোজা এমন ব্যক্তির জন্য একজনকে সুপ্ত করার একটি উপায় (শারীরিক ঘনিষ্ঠতার আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে, কারণ রোজা তার আবেগ ও কামনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য একটি অভ্যন্তরীণ আত্মনিয়ন্ত্রণ বিকাশে সহায়তা করে)।

চোখের ব্যভিচার থেকে রক্ষা করার উৎকর্ষতা: যে ব্যক্তি সুযোগ পেয়ে ব্যভিচার থেকে নিজেকে রক্ষা করে, তার নিকটবর্তী তিনিই হলেন যিনি চোখের ব্যভিচার থেকে নিজেকে রক্ষা করেন। এটা জেনে রাখা উচিত যে ব্যভিচারের শুরুবিন্দু হল চোখ। এর সুরক্ষাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু চোখকে [যা তাদের দেখা উচিত নয়] থেকে বিরত রাখা আরও কঠিন, তাই লোকেরা এই সম্পর্কে অবহেলা করতে শুরু করেছে (যা অনৈতিক এবং অনুপযুক্ত হিসাবে বিবেচিত হয় তা দেখা থেকে তাদের চোখকে রক্ষা করে), এবং ভাবতে শুরু করেছে যে এটি কোনও বড় বিষয় নয়, এবং এর পাপকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে না [প্রতিরোধ করার জন্য যথেষ্ট] যদিও সমস্ত ক্ষতির প্রারম্ভিক বিন্দু চোখ। প্রথম দর্শন, যদি কোনও উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যের সাথে জড়িত না থাকে, তবে [ঐশ্বরিকভাবে] ক্ষমা করা হয়, তবে দ্বিতীয় নজরের জন্য হিসাব এবং জবাবদিহিতা রয়েছে [যা সাধারণত একটি উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়]। কারণ এই দৃষ্টি হৃদয়ে কামনার বীজ বপন করে। তবে চোখ যদি রক্ষা করা হয় এবং [সব ধরনের অনুপযুক্ত জিনিস] দেখা থেকে বিরত থাকে তবে হৃদয় অনেক ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়।

অধ্যায় 4- অনিয়ন্ত্রিত বক্তৃতার অপূরণীয় ক্ষতি

গাজ্জালীর চতুর্থ গ্রন্থ "*ইহিয়া আল- উলুম আদ- দীন*" *বা* "*ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ*" *এর তৃতীয় খণ্ড বা চতুর্থাংশে এই* অনুষদের অনিয়ন্ত্রিত বক্তব্য এবং অসাধু ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যক্তি, সমাজ এবং সমগ্র জাতিগুলোর মধ্যে ক্ষতি হয় এবং দ্বন্দ্বের বীজ বপন করা হয়, যা শত্রুতা এবং এমনকি যুদ্ধের দিকে পরিচালিত করে, যখন কর্তৃত্বের লোকেরা কথিত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাদের জিহ্বা প্রকাশ করে। এর ফলে সমগ্র জাতি অন্তহীন সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে, অনিয়ন্ত্রিত এবং অবিবেচক কথাবার্তা মানুষের মধ্যে তিক্ত এবং বিচ্ছিন্ন সম্পর্কের দিকে পরিচালিত করতে পারে এবং বন্ধুত্ব শত্রুতায় রূপান্তরিত হতে পারে যা পারস্পরিক ঘৃণার দিকে পরিচালিত করে যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। অনিয়ন্ত্রিত কথাবার্তা শুধু কথ্য শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রকাশিত উপাদানের আকারে লিখিত শব্দগুলি ক্ষতি করতে এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শান্তিকে ধ্বংস করে এমন দ্বন্দ্বের বীজ বপন করতে আরও শক্তিশালী। অতএব, জিহ্বার ফসল প্রতিটি স্তরে মারাত্মক এবং ধ্বংসাত্মক হতে পারে। গাজালি অনিয়ন্ত্রিত বক্তব্যের ক্ষতি, অনিয়ন্ত্রিত বক্তব্য রাখতে বাধ্য হওয়ার কারণগুলি এবং মানুষ ও জাতির মধ্যে শান্তি, শ্রদ্ধা এবং সম্প্রীতি প্রচারের জন্য এই রোগ নিরাময়ের জন্য যান। একজনের আত্মার মধ্যে ইতিবাচকতা, সম্প্রীতি এবং শান্তি জাগ্রত করার এবং আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা অর্জনের যে কোনও উদ্যোগ, এই মানবিক অনুষদকে সংযত করার উপর প্রচণ্ডভাবে নির্ভর করে যা একটি সম্ভাব্য লুণ্ঠনকারী। "জিহ্বার [অপব্যবহার] শিরোনামের বইটিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টির গাজালির দক্ষ আচরণ এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে [10]:

জিহ্বা - একটি মহান নেয়ামত: জিহ্বা আল্লাহর নেয়ামত থেকে একটি মহান নেয়ামত এবং [ঐশ্বরিক] সৃষ্টির সূক্ষ্মতা থেকে একটি সূক্ষ্মতা। এর আকার ছোট হতে পারে, কিন্তু এর আনুগত্য [ঐশ্বরিক আদেশের প্রতি] প্রচণ্ড এবং পাপও প্রচণ্ড। ঈমান (ঈমান) ও কুফর উভয়ের বাস্তবতা জিহ্বার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। প্রথম উল্লিখিত বিষয় (ঈমান) হলো আনুগত্যের চূড়া এবং দ্বিতীয় উল্লিখিত বিষয় (কাফ) হলো অবাধ্যতার চরম প্রান্ত। বিদ্যমান হোক বা না হোক, স্রষ্টা বা

সৃষ্টি, কাল্পনিক বা বাস্তব, অনুমানিক বা কুসংস্কার, সবকিছুই জিহ্বায় আসে [এবং এর দ্বারা প্রকাশ করা হয়] এবং এটি হয় তার অস্বীকার বা অস্বীকার করে। সত্য বা মিথ্যা যাই হোক না কেন, জ্ঞানের পরিধির মধ্যে যা কিছু আছে তা জিহ্বার মাধ্যমে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটি এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা জিহ্বাকে অন্যান্য সমস্ত [শারীরিক] অঙ্গগুলির চেয়ে আলাদা করে। চোখের নাগাল রঙ এবং রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কানের এখতিয়ারের বৃত্ত কেবল শব্দ, হাত কেবল এমন জিনিসগুলির দিকে প্রসারিত করা যেতে পারে যা শারীরিক অস্তিত্বের অধিকারী, এবং সমস্ত [শারীরিক] অঙ্গগুলির অবস্থা একই। জিহ্বা তাদের মধ্যে একমাত্র যার এখতিয়ারের একটি বিস্তৃত এবং বিস্তৃত অঞ্চল রয়েছে। জিহ্বা যেমন ভালোর ময়দানে দৌড়াতে সক্ষম, তেমনি অশুভের ময়দানে জিহ্বা তাকে পরাজিত করার কেউ নেই। এজন্য এটি নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখে না, শয়তান তাকে যা খুশি তাই বলতে বাধ্য করে এবং একজনকে খারাপ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ولا يكب الناس في النار على مناخرهم الا حصائد السنتهم

"লোকেরা তাদের জিহ্বা থেকে যে ফসল বপন করেছিল তা কাটার জন্য, তাদের নাক দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

যে ব্যক্তি জিহ্বাকে *শরীয়তের* লাগাম দেয় এবং পয়গীর পথের শৃঙ্খল (*সুন্নাত*) বেঁধে দেয় এবং কেবল তখনই তাকে মুক্ত করতে পারে যখন তাকে এমন কিছু সম্পর্কে কথা বলার প্রয়োজন হয় যা পার্থিব বিষয় এবং আখেরাতের জন্য উপকারী। উপরন্তু, একজন এটিকে এমন সমস্ত কিছুর সাথে সংযত করে যার শুরু এবং শেষের ফলে খারাপ পরিণতি হতে পারে।

তবে কোনটি নিয়ে কথা বলা ভালো, কোনটা মন্দ বা মন্দ, কোথায় জিহ্বাকে কথা বলার জন্য মুক্ত করা ভালো এবং কোথায় মন্দ তা খুঁজে বের করা অত্যন্ত কঠিন। জানা থাকলেও তা কার্যকর করা আরও কঠিন। সমস্ত মানব অঙ্গগুলির মধ্যে, সর্বাধিক সংখ্যক অবাধ্যতা [সাধারণ সার্বজনীন মানব শালীনতার সাথে সম্পর্কিত ঐশ্বরিক আদেশগুলি] জিহ্বা দিয়ে ঘটে। কারণ এটি সরাতে কোনও অসুবিধা নেই, বা এটি করতে কোনও ক্লান্তি এবং অলসতা নেই। লোকেরা জিহ্বার ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য অলসতা অনুশীলন করে এবং এর মন্দতাকে তুচ্ছ মনে করে উপেক্ষা করে, যদিও এটি শয়তানের অস্ত্রাগারে সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র [ব্যক্তি, সম্প্রদায় এবং জাতির মধ্যে বিভেদ, নৈরাজ্য, অশান্তি এবং প্রকাশ্য যুদ্ধের বীজ বপন করার জন্য]। জিহ্বার মাধ্যমেই শয়তান আল্লাহর বান্দাদের পরাজিত করতে সক্ষম হয় এবং তাদেরকে পথভ্রষ্টতার পথে হাঁটতে বাধ্য করে। আগামী পৃষ্ঠাগুলিতে, ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা দ্বারা, আমরা

জিহ্বার ক্ষতিগুলি আলাদাভাবে এবং বিশদভাবে তালিকাভুক্ত করব, সমস্ত ক্ষতির সীমাবদ্ধতা এবং পরিণতি এবং তাদের থেকে নিজেকে রক্ষা করার কৌশলগুলি উল্লেখ করব। জিহ্বার মোট বিশটি ক্ষতি রয়েছে। এগুলো ব্যাখ্যা করার আগে প্রথমে জিহ্বার অপব্যবহার ও নীরবতার উৎকর্ষতার বিপদ উল্লেখ করা হবে।

জিহ্বার মহান বিপদ এবং নীরবতার শ্রেষ্ঠত্ব

এটা জেনে রাখা উচিত যে জিহ্বার বিপদ অনেক বড় এবং এটি থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় নীরবতা। অতএব, ঐশ্বরিক আইন নীরবতার প্রশংসা করেছে এবং এর অনুসারীদের নীরব থাকতে প্ররোচিত করেছে [অযথা কথা না বলে]। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من صمت نجا

"যে নীরব ছিল, সে পরিত্রাণ লাভ করেছিল (আল্লাহর সামনে নিজের অবস্থান সহ অনেক ক্ষতি ও বিপদ থেকে মুক্তি ও সুরক্ষা যা ঐশ্বরিক ক্ষমা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের জন্য অপরিহার্য)। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংগ্রহ *তিরমিধি* হযরত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এর বিধানের ভিত্তিতে।

الصمت حكم وفاعله قليل

"নীরবতা প্রজ্ঞা কিন্তু খুব কম লোকই এর উপর কাজ করে। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংগ্রহ *আবু মনসুর আদ-দায়ালামী* হযরত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এর বিধানের ভিত্তিতে।

হযরত উকবা ইবনে আমির (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মুক্তির পথ কী? তিনি বলেন:

امسك عليك لسانك ويسعك بيتك وابك على خطيئتك

"তোমার জিহ্বাকে রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ কর, তোমার ঘর তোমার জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার ভুল ও অন্যায়ের জন্য অশ্রু ঝরিয়েছে". (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *তিরমিযী)*

সাহল ইবনে সা'দ আল-সা'দী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত:

من يتكفل لى بما بين لحييه ورجليه اتكفل له الجنة

"যে ব্যক্তি আমাকে দু'টি কান (অর্থাৎ জিহ্বা) এবং দুই পায়ের মাঝখানে (অর্থাৎ গোপনাঙ্গ) যা আছে তার সতীত্বের নিশ্চয়তা দেয়, আমি এমন একজনকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দেব। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *সহীহ বুখারী)*

من وقى شر قبقبه وذبذبه ولقلقه فقد وقى الشر كله

"যিনি নিজের পেট, গোপনাঙ্গ ও জিহ্বার কুফল থেকে নিজেকে রক্ষা করেন, তিনি সকল প্রকার অশুভ শক্তি থেকে নিরাপদ থাকেন। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) এর রহতানুযায়ী* হাদীস *সংকলন* আবু মনসুর আদ-দায়ালামী (রহঃ)

এই তিনটি অঙ্গ হল; এর কামনা মানুষের ধ্বংস নিয়ে আসে। অতএব, পাকস্থলী এবং গোপনাঙ্গের কামনা সম্পর্কে বিশদভাবে বর্ণনা করার পরে, আমি জিহ্বার [অপব্যবহার] এর ক্ষতিগুলি সম্পর্কে বিশদভাবে বিশদ করা প্রয়োজন বলে মনে করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে কারণে মানুষ জান্নাতে যাবে। তিনি উত্তর দিলেন:

تقوى الله وحسن الخلق

"আল্লাহর প্রতি ভয়, শ্রদ্ধা ও ভয় (*তাকওয়া)* এবং সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র ও অভ্যন্তরীণ স্বভাব (ইখলাক)"।

তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "দয়া করে আমাদেরও বলুন কী মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে? তিনি উত্তর দিলেন:

الاجوفان الفم والفرج

"দুটি ফাঁপা জিনিসের কারণে: মুখ এবং গোপনাঙ্গ। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীসে তিরমিযী* ও *ইবনে মাজাহ* নবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে।

এই *হাদীসে* (ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ঐতিহ্য) "মুখ" জিহ্বার ক্ষতি হিসাবেও উল্লেখ করা যেতে পারে কারণ মুখ জিহ্বার আবাসস্থল এবং এটি পেটকে মুখ হিসাবে উল্লেখ করতে পারে, পেট ভরাটের পথ। মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! আমরা যা বলি তার জন্য কি জবাবদিহিতা থাকবে [কেবল কিছু বলা, এটি যাই হোক না কেন, এমনকি একটি বড় বিষয়ও হওয়া উচিত নয়]?" এর উত্তরে তিনি বললেন:

تکلتک امک یا ابن جبل' وهل یکب الناس فی النار علی مناخرهم الاحصائدالسنتهم

"হে ইবনে জাবাল! তোমার মা তোমার জন্য কাঁদক! লোকেরা তাদের জিহ্বার ফসল কাটার জন্য উল্টে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস থেকে* তিরমিযী, *হাকিম* ও *ইবনে মাজাহ (রহঃ)* থেকে নবী সাহাবী মু'আয ইবনে জাবাল (রহঃ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

من کف لسانه ستر الله عورته ومن ملک غضبه وقاه الله عذابه ومن اعتذر الی الله قبل الله عذره

"যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বা (অপ্রয়োজনীয় ও অসৎ কথা) বন্ধ করে রাখে, আল্লাহ তার দোষ গোপন করেন এবং যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে (এমনকি যখন সে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করে এবং তা করার অধিকারী মনে করে], আল্লাহ তাকে তার প্রতিশোধ থেকে রক্ষা করেন এবং যে আল্লাহর কাছে অজুহাত দেখায়। তিনি অজুহাত মেনে নেন'। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে হযরত *ইবনে আবি দুনিয়া* রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত *হাদীস* সংকলন।

যীশু খ্রীষ্ট (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে এমন একটি কর্ম সম্পর্কে অবহিত করতে বলা হয়েছিল যা একজনকে স্বর্গে নিয়ে যাবে। তিনি বললেন, 'কখনো কথা বলবেন না'। প্রশ্নকর্তা বললেন, এটা সম্ভব নয়। অতঃপর তিনি বললেন, 'যদি কথা বলার প্রয়োজন হয়, তাহলে ভালো কথা বলা ছাড়া আর কিছু বলবেন না। একজন বেদুইন (যাযাবর মরুভূমি আরবীয় মানুষ) নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এমন একটি কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যা জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন:

اطعم الجائع واسق الظمان وامر بالمعروف وانه عن المنكر فان لم تطق فكف لسانک الا من خير

"ক্ষুধার্তকে খাওয়াও, তৃষ্ণার্তকে পানি দাও, সৎ আদেশ দাও, মন্দ শক্তির বিরুদ্ধে উপদেশ দাও, যদি তা করতে না পারো তবে জিহ্বাকে ভাল জিনিস ব্যতীত অন্য কিছু বলতে বাধা দাও। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *ইবনে আবি আদ-দুনিয়া)*

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اذا رأيتم المؤمن صموتا وقورا فادنوا منه فانه يلقن الحكمة

"যখন তুমি কোন মুমিনকে শান্ত ও মর্যাদাপূর্ণ দেখতে পাও, তখন নিকটবর্তী হও, কারণ এমন ব্যক্তিকে [ঈশ্বরগতভাবে] প্রজ্ঞার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে". (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হযরত আবু খালাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত* হাদীস *সংকলন* ইবনে মাজাহ

ঈসা মসীহ (রহঃ) বলেছেন, 'ইবাদতের দশটি অংশ রয়েছে। নয়টি নীরবতার সাথে সম্পর্কিত এবং একটি অংশ মানুষের কাছ থেকে পালানোর সাথে সম্পর্কিত।

নীরবতার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ: কথা বলার মধ্যে অনেক ক্ষতি আছে। ভুল, মিথ্যাচার, উদাসীনতা, গল্প বহন, আড়ম্বর, অশ্লীলতা, প্রদর্শন, আত্ম-প্রশংসা, ঝগড়া, অকেজো কথাবার্তা, আত্ম-প্রশংসা, অতিরঞ্জন, ক্ষতি করা, মানুষের দোষ প্রকাশ করা এবং এই জাতীয় অন্যান্য ক্ষতি জিহ্বা ছাড়া অন্য কারও সাথে সম্পর্কিত নয়। জিহ্বা নাড়াতে কোনো ব্যথা, প্রচেষ্টা ও ক্লান্তি নেই। বরং কথা বলার মধ্যে আনন্দ আছে। নিজের মেজাজ একজনকে কথা বলতে প্ররোচিত করে এবং শয়তানও একজনকে [হৃদয়ে তার ইঙ্গিতের মাধ্যমে] এর জন্য চাপ দেয়। যারা [অযথা এবং অত্যধিকভাবে] কথা বলতে অভ্যস্ত, তারা সুযোগ থাকুক বা না থাকুক তাদের জিহ্বা কথা বলা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হন। পরিবর্তে, তারা পরিণতি নির্বিশেষে কথা বলতে থাকে। তবুও কথা বলার মধ্যে অনেক বিপদ রয়েছে এবং নীরবে সব বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সুতরাং, এর শ্রেষ্ঠত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব অনেক বেশি। নীরবতার অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে। একজনের সাহস সঞ্চয় থাকে এবং চিন্তাভাবনা ছড়িয়ে পড়ে না, একজন মর্যাদাপূর্ণ থাকে [নীরবতার ফলস্বরূপ]। ধ্যান, ঐশ্বরিক স্মরণ ও উপাসনার সময় থাকে। দুনিয়ায় কথা বলার ভুল পরিণতি এবং পরকালের জীবনে এর জবাবদিহিতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

"কেউ এমন একটি শব্দও উচ্চারণ করে না যে নিকটবর্তী একজন প্রহরী একজনের উপর নজর রাখছে, [এটি লিপিবদ্ধ করার জন্য] প্রস্তুত (এটি প্রতিটি মানুষের নিকটবর্তী দুজন ফেরেশতার কথা উল্লেখ করে, একজন সমস্ত ভাল কাজ লিখে রাখে এবং একজন ব্যক্তির জন্য তার সমস্ত মন্দ কাজগুলি তাদের নিজ নিজ রেজিস্টারে লিখে রাখে। এসব রেজিস্টার কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে এবং সে ব্যক্তির চূড়ান্ত বিচারের জন্য। (কুরআন, অধ্যায় 50, আয়াত 18)

এখানে নীরব থাকার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একটি চমৎকার যুক্তি রয়েছে। বক্তৃতা চার প্রকার। প্রথম প্রকারের মধ্যে কেবল ক্ষতি রয়েছে। দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে কেবল উপকারিতা রয়েছে। তৃতীয় প্রকারের উপকারিতা এবং ক্ষতি উভয়ই রয়েছে। চতুর্থ প্রকারের কোনো উপকার বা ক্ষতি নেই। যতদূর পর্যন্ত যে ধরনের বক্তব্যের মধ্যে কেবল ক্ষতি রয়েছে, তা থেকে দূরে থাকা এবং নীরব থাকা অপরিহার্য। একই নির্দেশনা বক্তৃতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যার মধ্যে উপকার এবং ক্ষতি উভয়ই রয়েছে যদি ক্ষতিটি সুবিধার চেয়ে বেশি হয়। যে প্রকারের উপকার বা ক্ষতি নেই তা অর্থহীন এবং এটি থেকে চুপ থাকা ভাল, কারণ এতে ভোগ করা একজনের সময় নষ্ট করছে এবং এটি একটি চরম ক্ষতি। এখন কেবল চতুর্থ প্রকার অবশিষ্ট রয়েছে [যা কেবল এতে উপকারিতা

রয়েছে]। এইভাবে, বক্তৃতার চারটি অংশের মধ্যে তিনটি চলে গেছে এবং কেবল একটি অংশ অবশিষ্ট রয়েছে এবং এতে বিপদ এবং ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। কখনও কখনও, আড়ম্বরপূর্ণতা, কৃত্রিমতা, অলঙ্করণ, প্রত্যাশা, আত্ম-প্রশংসা, এবং অন্যান্য মন্দ বিষয়গুলি বক্তৃতায় এমনভাবে প্রবেশ করে যে বক্তা তা বুঝতে পারে না। এই কারণেই, উপকারী কথাবার্তা এবং কথোপকথনকারীও বিপদের সাথে খেলার মতো। যে ব্যক্তি জিহ্বা সম্পর্কিত ক্ষতির সূক্ষ্মতা বোঝেন, তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, এ প্রসঙ্গে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণীটি এই বিষয়ে চূড়ান্ত বাক্যের মর্যাদা ধরে রেখেছে:

من صمت نجا

"যে নীরব ছিল, সে পরিত্রাণ লাভ করেছিল (আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো সহ অনেক ক্ষতি ও বিপদ থেকে মুক্তি এবং সুরক্ষা যা ঐশ্বরিক ক্ষমা, গ্রহণযোগ্যতা এবং ঘনিষ্ঠতা অর্জনের জন্য অপরিহার্য)। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংগ্রহ *তিরমিধি* হযরত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এর বিধানের ভিত্তিতে।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অল্প কথায় অত্যন্ত অর্থবহ কথা বলার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল এবং তাকে প্রজ্ঞার অমূল্য রত্ন প্রদান করা হয়েছিল। তাঁর আশীর্বাদপুষ্ট জিহ্বা থেকে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দের মধ্যে অর্থ এবং জ্ঞানের একটি অগভীর সমুদ্র রয়েছে। এই অগভীর সমুদ্রের তলদেশ থেকে ডুব দেওয়া এবং মুক্তো তোলা কেবল নির্বাচিত পণ্ডিতদের কাজ (যারা তাদের ঈশ্বর-ভয়, সত্যের প্রতি পরম উত্সর্গ এবং তাদের আত্মার সর্বোচ্চ পবিত্রতার সাথে এটি অনুসরণ করার আন্তরিকতার কারণে জ্ঞানে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত)। ভবিষ্যদ্বাণীর গভীর অভ্যন্তরীণ জ্ঞান বোঝা সবার (পণ্ডিত হোক বা না হোক) আওতার মধ্যে নেই।

জিহ্বা বা বক্তৃতার অপব্যবহারের ক্ষতি

জিহ্বার প্রথম ক্ষতি – অকেজো কথাবার্তা: নিজের কথাকে এই মুহূর্তে উল্লিখিত সকল ক্ষতি থেকে রক্ষা করা উত্তম, যেমন উদাসীনতা, গল্প করা, মিথ্যা বলা এবং তর্ক করা ইত্যাদি এবং কেবল এমন কিছু কথা বলা যা জায়েয এবং সেগুলি বলা বক্তা বা শ্রোতার ক্ষতি করে না। জিহ্বা দ্বারা উচ্চারিত কিছু জায়েয ও নিরীহ কথা এমনই যে সেগুলো উচ্চারণ করার দরকার নেই। এগুলো অকেজো ও অলাভজনক জিনিস। এগুলোর মধ্যে সময়ের অপচয় যেমন আছে, তেমনি আখেরাতের জবাবদিহিতা এবং শ্রেষ্ঠতর কিছুকে পেছনে ফেলে নিকৃষ্ট কিছুর বিনিময়ে তা বিনিময় করা হয়েছে। কারণ, বক্তা যদি কথা বলার পরিবর্তে নিজের হৃদয় ও মনকে আল্লাহর সত্তা ও ঐশ্বরিক গুণাবলীর (*সিফাত*) প্রতি ধ্যান করার দিকে ঝুঁকিয়ে রাখতেন, তাহলে একজনের পক্ষে ভালো হতো। এটি খুব সম্ভব ছিল যে এই চিন্তার ফলস্বরূপ, একজনের জন্য ঐশ্বরিক আশীর্বাদের দরজা খুলে যেত এবং হৃদয় একটি প্রসারিত (স্পষ্টতা, আলোকসজ্জা, অস্পষ্টতা)

পেয়েছিল। কথা বলার বদলে যদি কেউ ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত করত এবং ঈশ্বরের স্মরণে তাঁর পবিত্রতা ও একত্ব প্রকাশ করত, তবে একজনের পক্ষে ভাল হত। এমন কত শব্দ আছে যে, এই ধরনের একটি শব্দ উচ্চারিত হলেও স্বর্গে একটি প্রাসাদ নির্মিত হয় [যিনি সেগুলো উচ্চারণ করেন]। যে গুপ্তধন অর্জন করতে সক্ষম কিন্তু তার পরিবর্তে পাথর সংগ্রহ করতে শুরু করে, তাকে দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী বলা হবে? এটি এমন একজন ব্যক্তির উদাহরণ যিনি ঐশ্বরিক স্মরণ পরিত্যাগ করেন এবং পরিবর্তে একটি অকেজো এবং অলাভজনক কাজে ব্যস্ত হন। যদিও কেউ পাপ না করে, তবুও সে মোটা মুনাফা অর্জন না করে যে সে যে কাজে নিয়োজিত আছে, তা কি কম ক্ষতি করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

فان المؤمن لا يكون صمته الا فكرا ونظره الا عبرة ونطقه الا ذكر

"একজন মুমিনের নীরবতা হচ্ছে ধ্যান, দৃষ্টি হচ্ছে পাঠ এবং বক্তৃতা হচ্ছে ঐশ্বরিক স্মরণ।

একজন ব্যক্তির আসল সম্পদ হচ্ছে সময়। কেউ যদি সেই সময়কে নিরর্থক প্রচেষ্টায় ব্যবহার করে এবং এই সম্পদকে আখেরাতের জলাধার হিসেবে সংরক্ষণ না করে, তাহলে ক্ষতি ছাড়া আর কী পাবে? তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من حُسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه

যা অকেজো তা পরিত্যাগ করা ইসলামের সৌন্দর্যের ইঙ্গিত। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীসে তিরমিযী* ও *ইবনে মাজাহ* নবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে।

যে ব্যক্তি অকেজো কাজ করে সে কেয়ামতের দিন জবাবদিহিতা এড়াতে পারবে না, যা শাস্তির একটি রূপ। হজরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি আমলের কথা বলব না, যা দেহের উপর হালকা এবং কিয়ামতের দাঁড়িতে ভারী? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! হ্যাঁ, দয়া করে আমাদের বলুন"। তিনি উত্তর দিলেন:

هو الصمت وحسن الخلق وترك ما لا يعنيك

"এটি [কাজ] হল নীরবতা, ভাল নৈতিকতা, আচরণ এবং অভ্যন্তরীণ স্বভাব এবং অকেজো [কাজ বা বক্তৃতা] পরিত্যাগ করা। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *ইবনে আবি আদ-দুনিয়া*)

ইবনে আব্বাস (রহঃ) বলেন, 'পাঁচটি জিনিস আছে যা আমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি: একটি হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা না করা, কারণ এটি অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত এবং এতে সর্বদা গুনাহের বিপদ রয়েছে। দ্বিতীয়ত, কেউ যদি উপকারী কথা বলেন, তবুও প্রথমে দেখা উচিত যে উপকারী কথাবার্তার উপলক্ষ আছে কি না, কারণ কখনও কখনও

সুযোগ ও সুযোগ ছাড়া করা উপকারী কথাবার্তাও যন্ত্রণার কারণ হতে পারে। তৃতীয়ত, সহনশীল বা মূর্খ ব্যক্তির সাথে তর্ক করা উচিত নয়, কারণ সহনশীল ব্যক্তির সাথে তর্ক করা মানে একজনকে রাগান্বিত করা এবং মূর্খ ব্যক্তির সাথে তর্ক করা নিজেকে কষ্টের অধীন করা। চতুর্থত, নিজের ভাইয়ের নাম এমনভাবে উল্লেখ করা উচিত যে, সে নিজেকে উল্লেখ করতে চায়। পঞ্চমত, কেউ যাই করুক না কেন, এটা নিশ্চিত করে করতে হবে যে, এ আমল ভালো হলে তার প্রতিদান দেওয়া হবে, কিন্তু যদি তা খারাপ ও মন্দ হয়, তাহলে আখেরাতের শাস্তি হবে। অকেজো কথা বলা হয় নানা কারণে। কখনও কথা বক্তার অহেতুক কথা জিজ্ঞাসা করার লোভ থাকে, কখনও কথা ছড়িয়ে দেওয়ার অভ্যাস থাকে বা কখনও শ্রোতাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চান। কখনও কখনও কেউ শ্রোতার প্রেমে পড়ে এবং শ্রোতাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য নিজের দিকে ঝুঁকানোর জন্য কথোপকথনটি দীর্ঘায়িত করা হয়। কখনও কখনও, [বিভিন্ন লোকের সম্পর্কে] গল্পগুলি বিনোদন হিসাবে বলা হয়। এই সমস্ত কিছুর প্রতিকার হ'ল একজনের সামনে মৃত্যুর কথা বিবেচনা করা এবং মনে করা যে প্রতিটি কথ্য শব্দের জন্য আমাকে জবাবদিহি করা হবে। আমার শ্বাস আমার সম্পদ এবং জিহ্বা আমার জাল [অন্যান্য জাগতিক উপকারের দিক থেকে মূল্যবান কিছু ধরার জন্য]। নিজের সম্পদ নষ্ট করা এবং নেট অব্যবহৃত [বা ভুল জিনিসে ব্যবহৃত] রেখে যাওয়া বুদ্ধিমান নয়। এটি অকেজো কথাবার্তার জ্ঞানভিত্তিক প্রতিকার। এর ব্যবহারিক প্রতিকার হল একাকীত্ব গ্রহণ করা বা কখনও কখনও উপকারী বিষয় থেকেও নিজের জিহ্বা বন্ধ করা যাতে এটি অকেজো কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ক্ষতি - অতিরিক্ত কথাবার্তা: অতিরিক্ত কথাবার্তা বলাও একটি অনাকাঙ্ক্ষিত কাজ। এর মধ্যে অকেজো কথাবার্তা এবং সেইসঙ্গে দরকারের সীমা অতিক্রম করে এমন উপকারী কথাবার্তাও রয়েছে। উপকারী বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত হতে পারে। একজন ব্যক্তি যার সংক্ষিপ্ত হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে কিন্তু তবুও একটির বিপরীতে দুটি শব্দ ব্যবহার করে, তাকে অতিরিক্ত বক্তা হিসাবে বিবেচনা করা হবে, যদিও এটি একটি [প্রকাশ্য] বক্তৃতা বা জোর হিসাবে বোঝানো হয়, যদিও এতে কোনও পাপ নেই। আতা-ইবনে আবি-রাবাহ (রহঃ) বলেন, 'তোমার পূর্বে অনেক লোক ছিল যারা অযথা কথাকে ঘৃণা করত। তাদের কাছে আল্লাহর কিতাব, রাসূলের পথ, সৎকর্মের উপদেশ ও মন্দ থেকে নিষেধ করা এবং পার্থিব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের জন্য একটি বক্তৃতা ব্যতীত তারা অন্য সব কথাকে বাড়াবাড়ি বলে মনে করত। কোন কথাবার্তা বা কথোপকথন অত্যধিক এবং কোনটি অপ্রয়োজনীয়, কারণ এর কোনও সীমা নেই তা বলা মুশকিল। তবে কুরআন উপকারী ও প্রয়োজনীয় কথাবার্তার জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করেছে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَٰحٍۭ بَيْنَ ٱلنَّاسِ

তিনি বলেন, 'সাধারণ মানুষের বেশির ভাগ আলোচনায় কোনো ভালো থাকে না। কিন্তু কিছু লোক আছে যারা অন্যকে দান করতে প্ররোচিত করে, অথবা কিছু সৎকর্ম করতে প্ররোচিত করে অথবা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও সংস্কার আনে। (কুরআন, চতুর্থ অধ্যায়, আয়াত 114)

এমনকি হাজার সাবধানতা অবলম্বন করে কারও প্রশংসা করার সময়ও মুখ থেকে এমন কিছু শব্দ বেরিয়ে আসে যা সত্যের বিরুদ্ধে এবং অতিরঞ্জিত। এমনকি প্রশংসাটা যদি বাস্তব হয়, তবুও শয়তান একজনকে অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে বাধ্য করতে পারে, এমন বিপদ রয়েছে। মুজাহিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "একজন মানুষের উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ লিখে রাখা হয় এবং লিপিবদ্ধ করা হয় যখন একজন পিতা তার পুত্রকে বলেন যে সে তার জন্য একটি জিনিস কিনে দেবে এবং এটি করা তার উদ্দেশ্য ছিল না, এটি তার জন্য মিথ্যা হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হবে। হাসান বসরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে মানুষ! তোমাদের আমল প্রকাশিত হয়েছে এবং দু'জন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়েছে যাতে তোমরা তোমাদের আমল লিখে রাখবে। এখন এটা নির্ভর করে আপনি কী করতে চান, আপনি কম বা বেশি করুন না কেন, আপনার প্রতিটি আমল লিপিবদ্ধ করা হবে এবং কিয়ামতের দিন এই আমলের নথি আপনার পক্ষে বা বিপক্ষে একটি মহান প্রমাণ হবে। একটি রেয়তা অনুসারে, রাসূল সুলায়মান (আঃ) তাঁর এক *জিনকে* কোথাও প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর পিছনে আরও কয়েকজন *জ্বিনকে* প্রেরণ করেছিলেন যাতে তারা তাকে জানাতে পারে যে তিনি কোথায় গেছেন এবং তিনি কী করেছেন। তারা ফিরে এসে তাকে বলেছিল যে সে একটি বাজারে গিয়েছিল এবং সেখানে পৌঁছানোর পরে, সে আকাশের দিকে তাকালো এবং নীচের মানুষের দিকে তাকায়। তারপর মাথা নেড়ে এগিয়ে গেলেন। হযরত সুলায়মান (রাঃ) এ বিষয়ে বিস্মিত হলেন এবং তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বলেন, 'ফেরেশতাগণ দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি যে তারা কত তাড়াতাড়ি মাথার উপর বসে মানুষের আমল লিখে রাখছে এবং তখন আমি বিস্মিত হয়েছি যে মানুষ কত দ্রুত বিপথগামী হয়ে পড়ে। হযরত ইব্রাহিম তাইয়মী (রহঃ) বলেন, 'একজন মুমিন কথা বলার আগে দেখে নেয় যে তা কারো জন্য উপকারী নাকি ক্ষতিকর। কেউ কেবল তখনই কথা বলে যদি এটি উপকারী হয়, অন্যথায় চুপ করে থাকে এবং মন্দ ও পাপের দিকে ঝুঁকে পড়া ব্যক্তি চিন্তা না করে কথা বলে। একজন জ্ঞানী বলেছিলেন, "যদি কেউ সমাবেশে কথা বলতে পছন্দ করে তবে তার নীরবতা অবলম্বন করা উচিত এবং যদি কেউ চুপ থাকতে পছন্দ করে তবে তার কথা বলা উচিত"। যায়েদ ইবনে আবি হাবীব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একজন আলেমের জন্য পরীক্ষা হচ্ছে কথা শোনার তুলনায়, কারণ একজন ব্যক্তি (সত্য) ভুল করা, প্ররোচনা করা এবং নিজের বক্তব্যের সজ্জা (অলঙ্করণ) এর বিপদের জন্য দায়ী। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বলেন, 'ধন-সম্পদ ও কথার আধিক্যের কারণে মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়।

তৃতীয় ক্ষতি - ভুলের উল্লেখ করা: অন্যায়কে পাপের সাথে সম্পর্কিত একটি বক্তৃতা হিসাবে উল্লেখ করা হয়। যেমন, বিপরীত লিঙ্গের সৌন্দর্য ও শারীরিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে [আলাপ-আলোচনা] করা, রোমান্টিক গল্প বলা, গুনাহের সমাবেশ, ধনীদের বাড়াবাড়ি, শাসকদের কুকর্ম বর্ণনা করা, এই সমস্ত বিষয় ভুল এবং এতে ভোগ করা নিষিদ্ধ (*হারাম)* / অপ্রয়োজনীয় কথা বলা নিষিদ্ধ নয় [ঐশ্বরিক আইনে], এটি কেবল অপছন্দনীয় এবং সুপারিশ করা হয় না, তেমনি অতিরিক্ত কথাবার্তাও নিষিদ্ধ নয়, এটি অপছন্দনীয়, তবে খারাপ কথা নিষেধের আওতাধীন হয়। তবে বলা যেতে পারে যে যিনি অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে অনেক কথা বলেন তিনি ভুল কথায় লিপ্ত হওয়ার কাছাকাছি থাকেন [তাই এটি এড়িয়ে চলাই ভাল]। আজকাল বিনোদন আলোচনা

একটি বিশেষ শখ এবং লোকেরা তার জন্য বিশেষ সমাবেশের ব্যবস্থা করে। এই সমাবেশের বিষয়গুলি কিছু ভুল, কারও উপহাস করা হয়, কারও দোষ উন্মোচিত হয়, কারও দোষ খোঁজা হয়, কারও বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয় ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে, এ ধরনের কোনো সমাবেশ পাপমুক্ত নয়। এগুলো এতটাই বিভিন্ন ধরনের পাপ যে, এগুলো গণনা করা সহজ নয়। এগুলো থেকে পরিত্রাণের উপায় হচ্ছে নিজের আলাপ-আলোচনায় ধর্মীয় [ও আধ্যাত্মিক সংগ্রাম সম্পর্কিত] বিষয় এবং প্রয়োজনীয় জাগতিক চাহিদার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা। মন্দ বিষয়ের উল্লেখ করা একটি বিপজ্জনক প্রস্তাব এবং যে ব্যক্তি এতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, ধ্বংস হয়ে যায় [আধ্যাত্মিকভাবে কারও বস্তুগত এবং বাহ্যিক জীবনের উপরও প্রভাব ফেলে], যদিও কেউ এটিকে তুচ্ছ বলে মনে করতে পারে এবং এর বিপদগুলি উপলব্ধি করতে পারে না এবং বুঝতে পারে না। যাইহোক, কিয়ামতের দিন প্রকাশিত হবে যে, যে পাপকে তুচ্ছ বলে মনে করা হয়, তা একজনের জন্য এত ধ্বংস ডেকে এনেছে। বিলাল ইবনুল হরত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত:

ان الرّجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن ان تبلغ به ما بلغت فيكتب
الله بها رضوانه الى يوم القيامة وان الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن
ان تبلغ بما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه الى يوم القيامة

"একজন ব্যক্তি এমন একটি কথা বলেন যা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে এবং মনে করে যে সেখানে সে তার কাছ থেকে কোনও উল্লেখযোগ্য ঐশ্বরিক অনুমোদন পায়নি; যাইহোক, ঈশ্বর সেই বাক্যের জন্য তাঁর ঐশ্বরিক অনুমোদন বিচারের দিন পর্যন্ত লিখে রেখেছেন। কখনও কখনও, একজন মানুষ এমন একটি কথা বলে যা ঈশ্বরের কাছে অসন্তুষ্ট হয় এবং মনে করে যে তিনি এতে অসন্তুষ্ট হবেন না তবে সেই একটি শব্দের কারণে, ঈশ্বর কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর ঐশ্বরিক অসন্তুষ্টি লিখে রাখেন। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে হাদীস *সংকলন* ইবনে মাজাহ *ও* তিরমিযী)

মন্দ ও ভুল কথা বলা হচ্ছে উদাসীনতা, গল্প বহন ও দোষ খোঁজার থেকে আলাদা প্রকার এবং এটি নিষিদ্ধ বিষয় উল্লেখ করে এবং এটি করার কোনও ধর্মীয় প্রয়োজন নেই। এর মধ্যে রয়েছে [ধর্মীয় বিষয়ে] উদ্ভাবনের উল্লেখ করা, বিচ্যুত মতাদর্শের উল্লেখ এবং এমনকি নবী সাহাবীদের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্যের উল্লেখ [যা অনৈক্য বপন এবং সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের জন্য করা হয়]।

চতুর্থ ক্ষতি - মানুষের কথোপকথন এবং বিতর্ক কাটা: কথা বলার সময় লোকেদের কেটে ফেলা নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا تمار اخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه

"তোমার ভাইকে কড়া পরিয়ে দিও না, তার সাথে অশালীন ঠাট্টা করো না এবং এমন ওয়াদা করো না, যা তুমি রক্ষা করতে পারবে না। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *রাসূলুল্লাহ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রহঃ) এর আশীর্বাদে* হাদীস *সংকলন* তিরমিযী।

ذروا المراء فانه لا تفهم حكمته ولا تؤمن فتنته

"কথোপকথন কাটা বন্ধ করুন কারণ এতে এমন কোনও জ্ঞান নেই যা বোঝা যায় এবং এর ক্ষতি থেকে কেউ দূরে থাকতে পারে না। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হযরত হজরত আবু দারদার (রহঃ) এর হাদীস সংকলন* তাবারানী।

من ترك المراء وهو بنى له بيت فى اعلى الجنة ومن ترك المراء وهو مبطل بنى له بيت فى ربض الجنة

"যে ব্যক্তি সঠিক (বা সত্যের পক্ষে) থাকার সময় মানুষের কথোপকথন বন্ধ করে দেয়, তার জন্য স্বর্গের সর্বোচ্চ স্তরে একটি বাড়ি তৈরি করা হবে; এবং যে ব্যক্তি ভুল (বা মিথ্যার পক্ষে) লোকদের কথোপকথন বন্ধ করে দেয়, তার জন্য স্বর্গের মাঝখানে একটি ঘর তৈরি করা হবে।

বলা হয়েছে যে, বিতর্ক ও তর্কের কারণে [ঐশ্বরিক] হেদায়েতের আলো পাওয়ার পর জাতি বিপথগামী হয়েছে। আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষের সাথে আলাপ-আলোচনা ও তর্ক বন্ধ করে দিলে অন্তরে শত্রুতার বীজ সৃষ্টি হয়। বিলাল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যখন তুমি কাউকে আত্মমত, ঝগড়া ও নিজের মতামতের উপর জেদ করতে দেখো, তখন জেনে রাখ যে, এ ধরনের ব্যক্তি পরকালের ক্ষতির জন্য নির্ধারিত। আবু আল-দারদা (রাঃ) বলেন, 'এমন ব্যক্তির জন্য সর্বদা মানুষের সাথে ঝগড়া বা তর্ক করাই যথেষ্ট। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, 'তিনটি বিষয়ের জন্য জ্ঞান অর্জন করো না এবং তিনটি বিষয়ের কারণে জ্ঞান অর্জন থেকে নিজেকে বাধা দিও না। যে তিনটি জিনিসের জন্য একজনের জ্ঞান অর্জন করা উচিত নয় তা হ'ল বিতর্ক (এবং মানুষের সাথে তর্ক), অহংকার এবং প্রদর্শন। তিনটি বিষয় যার জন্য জ্ঞান অর্জন থেকে বিরত থাকা উচিত নয়, তা হলো জ্ঞান অর্জনে লজ্জা, জ্ঞান অর্জন থেকে বিরত থাকা এবং অজ্ঞতার সাথে সন্তুষ্টি। যিশু খ্রিস্ট (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অনেক মিথ্যা বলে, তার সৌন্দর্য শেষ হয়ে যায়, যে মানুষের সাথে অনেক তর্ক করে, সে তার মর্যাদায় আঘাত পায়, যে অনেক চিন্তা করে, সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, যার নৈতিকতা ও আচরণ খারাপ, সে ঐশ্বরিক শাস্তিতে জড়িয়ে পড়ে।

মানুষকে কেটে ফেলার সংজ্ঞা: এর সংজ্ঞা হচ্ছে কারো কথোপকথনে দোষ খুঁজে বের করা এবং সেই ভিত্তিতে আপত্তি করা, এই দোষটি শব্দে, অর্থে বা উদ্দেশ্যের মধ্যে হোক না কেন। এ ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, আপনি যে কথোপকথন শুনছেন না কেন, তা যদি সত্য হয়, তাহলে তার সত্যতা প্রমাণ করুন এবং ভুল হলে চুপ করে থাকুন, যদি তা ধর্মীয় বিষয় নিয়ে না হয়। শব্দগুলি ব্যাকরণগত নিয়মের বিরুদ্ধে এবং শব্দের সরবরাহে শব্দের সঠিক ক্রম অনুসরণ করা হয় না বলে বক্তাকে বলে শব্দে ত্রুটি পাওয়া যায়। কথায় এমন ভুল বিভিন্ন কারণে ঘটে। কখনও

কখনও মানুষ ভাষার সাথে ভালভাবে পরিচিত হয় না, কখনও লোকেরা একটি কথা বলতে চায় কিন্তু মুখ থেকে অন্য কিছু বেরিয়ে আসে; কথায় ভুলের কারণ যাই হোক না কেন, সমালোচনার কোনো যৌক্তিকতা নেই। শব্দের অর্থ এই বলে আপত্তির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়: "আপনি অমুক ভুল কথা বলেছেন, আপনি অমুক মতামতে ভুল করেছেন, আপনার চিন্তাভাবনা বা মতামত সঠিক নয়" ইত্যাদি। অভিপ্রায়ের সমালোচনা করে বলা হয়: "আপনি যে জিনিসটি বলছেন, যদিও এটি তথ্যের উপর ভিত্তি করে, তবে আপনার উদ্দেশ্য সত্যের প্রকাশ নয়, বরং এটি অন্য কিছু"। এ ধরনের সব উপলক্ষে, নীরব থাকা বাধ্যতামূলক। যাইহোক, যদি জিজ্ঞাসাবাদের উদ্দেশ্য জ্ঞান এবং উপকার অর্জন হয়, শত্রুতা নয় এবং সমালোচনা করার সুযোগ খুঁজে পাওয়া হয়, তবে এতে কোনও দোষ নেই। তর্কের উদ্দেশ্য হ'ল প্রতিপক্ষকে চুপ করা, তার অজ্ঞতা, ত্রুটি এবং ত্রুটিগুলি ঘোষণা করা যাতে কেউ অপমানিত হয় এবং লোকেরা এমন একজনকে উপহাস করে। [এই ধরনের অশুভ উদ্দেশ্যের] ইঙ্গিত এই যে, যদি আপত্তি সত্যের জন্য হয়, তবে অন্য কোনও উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করার পরিবর্তে, একজন এমন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করে যা প্রতিপক্ষকে অপমানজনক করে এবং একজনের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে।

বিরোধ থেকে দূরে থাকা এবং কথোপকথন বন্ধ করার পদ্ধতি: উভয় থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায় হলো জায়েত বিষয়েও নীরব থাকা। প্রতিপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে এই দুটি অশুভ শক্তির জন্ম হয়। এই দুটি নিম্ন আত্মার কামনা যা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। কারও শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ আত্ম-ধার্মিকতার শ্রেণীর অন্তর্গত, যার ফলস্বরূপ নিজেকে উচ্চ এবং মহান বিবেচনা করার প্রতিক্রিয়া। যাইহোক, পরাক্রম এবং মহত্ত্ব কেবল ঈশ্বরের গুণাবলী এবং একমাত্র তাঁর জন্য উপযুক্ত। একইভাবে, কাউকে দোষী ও নীচু বলে মনে করা [একজনর] পশুসুলভ মেজাজের ইঙ্গিত দেয় কারণ একটা হিংস্র পশু আরেকজনকে ছিঁড়ে ফেলতে এবং আহত করতে পছন্দ করে। এই দুটি অশুভ গুণ অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং ক্ষতিকারক। বিতর্ক করা এবং কথোপকথন বন্ধ করা এই [জঘন্য ও নেতিবাচক] গুণগুলোকে [অন্যকে দোষী ও নীচু মনে করার] ইন্ধন জোগায়। যে বিতর্কিত তর্ক ও সমালোচনায় লিপ্ত থাকবে সে এই দুটি ধ্বংসাত্মক অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর বিকাশের জন্য পুষ্টি সরবরাহ করতে থাকবে। বিবাদ এবং মানুষের কথোপকথন কাটা উভয়ই ঘৃণ্যতার সীমা অতিক্রম করে, বরং যদি অন্যরা এর কারণে আঘাত পায় তবে তারা উভয়ই পাপ। যতদূর বিতর্কিত যুক্তি এবং সমালোচনা সম্পর্কিত, কেউ বলতে পারে না যে তারা ব্যথা সৃষ্টি করে না। যার সাথে তর্ক করা হয়, রেগে যায় এবং সদয় প্রতিক্রিয়া জানানোর চেষ্টা করে এবং তারা উভয়ই কুকুরের মতো লড়াই শুরু করে। এরা প্রত্যেকে একে অপরের ক্ষতি ও অপমান করতে চায় এতটাই যে কেউ মাথা তুলতেও পারবে না বা এমন জবাব দিতে পারবে না যে, প্রতিপক্ষের বুদ্ধির অভাব সম্পর্কে মানুষ নিশ্চিত হয়ে ওঠে। এটি একটি রোগ এবং এর নিরাময় হ'ল অহংকার দূর করা যা একজনকে শ্রেষ্ঠত্বের কমপ্লেক্সের দিকে পরিচালিত করে এবং এটি প্রকাশ করার সাহসও এবং একইভাবে, এই পশু অনুভূতিকে চূর্ণ করা যেতে পারে যা অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে উত্তেজিত করে।

এর নিরাময়ের বিবরণ অহংকার এবং আত্ম-অহংকারের নিন্দার অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হবে (অধ্যায় 10)। এখানে শুধু এতটুকুই বলা যাবে যে যে কোনও রোগ নিরাময় সেই রোগের কারণগুলি দূর করেই হবে। লোকেদের কথাবার্তা ও বিতর্ক বন্ধ করার কারণগুলো হল অহংকার, অহংকার এবং পশুত্বের গুণ। এসব কারণগুলো দূর না হলে রোগ দূর হবে না। যখন কোনও কাজ ক্রমাগত করা হয়, তখন তা একটি অভ্যাস হয়ে ওঠে এবং দ্বিতীয় স্বভাব হয়ে যায় এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) দাউদ আল-তাই (রহঃ) এর কাছে নির্জনতা ও নির্জনতার কারণ জানতে চান। উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি একাকীত্বে রয়েছি যাতে আমি অন্যের সঙ্গে লড়াই না করার সংগ্রাম করতে পারি। ইমাম আবু হানিফা বলেন, 'এটা কোনো আধ্যাত্মিক সংগ্রাম নয়, বরং মানুষের সমাবেশে যাওয়া, তাদের কথা শোনা এবং নীরব থাকা। দাউদ আল-তাই বলেন যে তিনি এর উপর কাজ করেছিলেন এবং অনুভব করেছিলেন যে এর চেয়ে কঠোর আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা আর কোন হতে পারে না। এটিও বাস্তবতা কারণ কারও ভুল কথা শোনা এবং চুপ করে থাকা খুব কঠিন, বিশেষত যখন কেউ নিজের ভুল সংশোধন করতে সক্ষম হয়। এ কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তিকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, যে ব্যক্তি সঠিক ও সত্যের পক্ষে থাকার কারণে মানুষের কথাবার্তা বিঘ্নিত হয় না, কারণ সত্য ও সঠিক জানা, ভুল বিষয়ে নীরব থাকা নিজের জন্য খুবই কঠিন। বিশেষত, ধর্ম এবং বিশ্বাস সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে সঠিক জিনিস প্রকাশ করার আকাঙ্ক্ষা প্রাধান্য পায়। তর্ক করা ইতিমধ্যে একজনের মেজাজের একটি অংশ এবং যখন কেউ মনে করে যে সঠিক বিশ্বাস প্রদর্শনের জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে পুরষ্কার রয়েছে, তখন হৃদয় সেই ঐশ্বরিক পুরষ্কার এবং প্রতিদানের জন্য লোভী হয়ে ওঠে। এইভাবে, ঐশ্বরিক আইন এবং একজনের মেজাজ উভয়ই এই বিতর্কিত যুক্তিগুলিকে সহায়তা করে। যাইহোক, এই বিতর্ক এবং যুক্তিগুলি ঐশ্বরিক পুরষ্কারের উৎস বলে মনে করা নিজেই একটি ভুল।

একজন মানুষের পক্ষে সহধর্মীদের কাছে কিছু বলা থেকে বিরত থাকাই উত্তম; যদি কেউ এমন কাউকে উদ্ভাবনের সাথে জড়িত থাকতে দেখে (যা বিদ*'আ নামেও* পরিচিত) তবে তার উচিত ব্যক্তিকে গোপনে উপদেশ দেওয়া [প্রকাশ্যে এটি করার পরিবর্তে যা ক্রোধ ও একগুঁয়েমির দিকে পরিচালিত করে]। একজন জনসাধারণের বিতর্ককে একটি আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করবে এই ভেবে যে সমস্ত ধর্ম এবং বিশ্বাসের লোকেরা তাদের নিজ নিজ বিশ্বাসের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য এবং তাদের বিরোধীদের চুপ করিয়ে দেওয়ার সাফল্য বিবেচনা করার জন্য এগুলি করে। এটি [ধর্মীয় বিষয়গুলিতে] নতুনত্বকে দৃঢ়ভাবে একজনের হৃদয়ে গেঁথে রাখবে [এটি ছেড়ে দেওয়ার বিপরীতে]। যদি কেউ দেখেন যে, উদ্ভাবনের সাথে জড়িত ব্যক্তির হৃদয়ে উপদেশ কাঙ্ক্ষিত প্রভাব ফেলছে না এবং এমন ব্যক্তির মধ্যে সত্য গ্রহণ করার ক্ষমতা অবশিষ্ট নেই, তবে তার উচিত নিজের [সংস্কারে] ব্যস্ত হওয়া এবং অন্য ব্যক্তিকে একা ছেড়ে দেওয়া। যে বিতর্কে অভ্যস্ত, এবং লোকেরা এমন একজনকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে প্রশংসা করে এবং দেখে, তখন এই ধ্বংসাত্মক অভ্যন্তরীণ গুণাবলী একজনের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায় এবং শক্তিশালী হয়ে যায় এবং সেগুলি থেকে মুক্তি পাওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়ে। অতএব, যদি কারও হৃদয়ে ক্রোধ, অহংকার, প্রদর্শন, আত্ম-ধার্মিকতা এবং আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষার মতো অভ্যন্তরীণ অনৈতিকতা জমা হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে [তাদের

শিকড় উপড়ে ফেলার জন্য]। এমনই একটি গুণের বিরুদ্ধে লড়াই করা কঠিন, কল্পনা করা যায়, তাদের সবার বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াই করা কত বেশি কঠিন হবে।

পঞ্চম ক্ষতি - শত্রুতা এবং শত্রুতা: এটিও একটি নিন্দনীয় [অভ্যন্তরীণ] বৈশিষ্ট্য। শত্রুতা এবং শত্রুতার মধ্যেও বিরোধ রয়েছে, তবে এর উদ্দেশ্য কারও সম্পত্তি বা অধিকার হরণ করা। ঐতিহ্য এই নিকৃষ্ট অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য বা গুণের নিন্দা প্রকাশ করেছে। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত:

ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصام

"আল্লাহর চোখে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে ঝগড়া-বিবাদী এবং শত্রুতা ও শত্রুতার প্রবণতা রাখে। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *সহীহ বুখারী*)

একজন ঋষি বলেছিলেন: "শত্রুতা এবং শত্রুতা এড়িয়ে চলুন, কারণ তারা একজনের (দ্বীন) পথকে ধ্বংস করে দেয়"। কথিত আছে, ঈশ্বরভীরু ও ধার্মিক ব্যক্তিরা অন্যের সাথে ঝগড়া করেন না। বাশার ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'শত্রুতা ও শত্রুতার চেয়ে খারাপ আর কিছু নেই। এটি একজনের বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের পথকে ধ্বংস করে, কারও শালীনতা এবং মর্যাদাকে কলঙ্কিত করে, জীবনের আনন্দের অবসান ঘটায় এবং হৃদয় ঐশ্বরিক স্মরণ এবং ধ্যানে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে শত্রুতা এবং শত্রুতার উদ্বেগে আটকা পড়ে। এখানে বলা যেতে পারে যে, কারও যদি অন্য কারও অধিকার থাকে যিনি তা দিতে রাজি নন, তবে তাকে তা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা উচিত। নিন্দনীয় বিরোধ বা শত্রুতা হ'ল যা মিথ্যার উপর ভিত্তি করে বা জ্ঞান ছাড়াই করা হয়, উদাহরণস্বরূপ, একজন আইনজীবী সত্য কোথায় তা না জেনে একটি পক্ষকে সমর্থন করতে শুরু করে। অনুরূপভাবে, সেই বিরোধ বা শত্রুতাও নিন্দনীয়, যার মধ্যে কারও বৈধ অধিকার দাবি করা হয় কিন্তু কেউ তা নিষ্পত্তি করে না, বরং সর্বোচ্চ শত্রুতা এবং শত্রুতা প্রদর্শন করে কারণ উদ্দেশ্য কারও অধিকার অর্জন করা নয়, বরং প্রতিপক্ষের ক্ষতি করা। এ ছাড়া, এই বিরোধ বা শত্রুতা নিন্দনীয়, যার মধ্যে ক্ষতিকর শব্দ ব্যবহার করা জড়িত, যদিও একজনের অধিকার প্রকাশ করার জন্য এবং নিজের যুক্তিকে শক্তিশালী করার জন্য সেগুলোর প্রয়োজন নেই। এই বিরোধ বা শত্রুতাও নিন্দনীয় যা আপাতদৃষ্টিতে কারও অধিকার অর্জনের জন্য কিন্তু বাস্তবে, এর উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষের অপমান এবং অপমান, এবং এর চালিকা শক্তি হ'ল বিদ্বেষ এবং শত্রুতা। এ ধরনের সব বিরোধ বা শত্রুতা নিন্দনীয়। নিপীড়িত ব্যক্তি যদি কোন শত্রুতা, অতিরঞ্জন, বিদ্বেষ এবং ক্ষতি করার ইচ্ছা ছাড়াই ঐশ্বরিক বিধান অনুসারে নিজের দাবি প্রকাশ করে, তবে এটি নিষিদ্ধ নয় যদি কারও অধিকার অর্জনের অন্য কোন উপায় না থাকে। কেউ যদি বিতর্ক না করে নিজের অধিকার অর্জন করতে সক্ষম হয়, তাহলে সেই পথে না যাওয়াই ভালো। কারণ বিতর্কের ক্ষেত্রে জিহ্বাকে সংযমের সীমানায় রাখা কঠিন। উপরন্তু, তর্ক করা হৃদয়ে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং ক্রোধের আগুন তীব্রতর হয় এবং যখন কেউ রাগ করে, তখন কেউ ঐশ্বরিক আইন মেনে চলার আশা করা যায় না। বিতর্কের সময় একটি পর্যায় আসে,

যখন তার যুক্তি হৃদয় থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং দাবিদারের হৃদয়ে একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা এবং তা অর্জনের জন্য সমস্ত সম্ভাব্য উপায় এবং কৌশল প্রয়োগ করা। তারা একে অপরকে কষ্ট দিতে এবং একে অপরের মর্যাদা নষ্ট করতে পেরে খুশি। যে বিতর্ক শুরু করে তিনিই এই সমস্ত অপরাধ করেন। যদি কেউ অনেক সাবধানতা অবলম্বন করে, তবে এই অপরাধগুলি থেকে দূরে থাকা সম্ভব, তবে হৃদয়কে শান্ত রাখা খুব কঠিন হবে। যতদিন এই ঝগড়া থাকবে, ততদিন হৃদয় এতটাই চিন্তিত থাকবে যে, প্রার্থনার সময়ও প্রতিপক্ষকে কোনওভাবে বশীভূত করার কথা ভাববে। বিরোধ অশান্তি ও অশুভ প্রশ্রয় দেয়। বিতর্ক এবং তর্কের অবস্থা একই কারণ উভয়ই মন্দ সৃষ্টি করে। অশুভের দরজা বন্ধ করে দেওয়া ভাল, যাতে জিহ্বা এবং হৃদয় উভয়ই বিরোধের প্রতিক্রিয়া এবং প্রভাব থেকে সুরক্ষিত থাকে এবং এটি একটি কঠিন বিষয়।

বিতর্ক, বিতর্ক এবং তর্কের সর্বনিম্ন মন্দতা হ'ল একে অপরের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলার ঐতিহ্যের অবসান ঘটে, যদিও একে অপরের সাথে কথোপকথনের সৌন্দর্য সুন্দর সহাবস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং ঐশ্বরিক প্রতিদানের যোগ্য। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًا

"এবং [সকল] লোকের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলুন। (কুরআন, অধ্যায় 2, আয়াত 83)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর সৃষ্টিদের মধ্য থেকে কেউ যদি আপনাকে সালাম ও সালাম *দেয় (সালাম)* তবে সে যেন মাজিয়ান হলেও তাকে সালাম ও সালাম পাঠ কর। কারণ আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا۟ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ

"যখন কেউ তোমাকে শুভেচ্ছা ও সালাম দিয়ে শুভেচ্ছা জানাবে, তখন তোমরা যেন আরও উত্তম ভাষায় শুভেচ্ছা ও সালাম জানিয়েছিল। (কুরআন, অধ্যায় 4, আয়াত 86)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'ফেরাউন যদি আমাকে ভালো কিছু বলে, আমিও তাকে ভালো কিছু বলব।

হযরত আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ان فی الجنّة لغُرفًا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها اعدها الله
تعالٰی لمن اطعم الطعام والان الكلام

"স্বর্গে এমন বাসস্থান রয়েছে যেখানে বাইরে থেকে ভিতরের দৃশ্য এবং ভিতর থেকে বাইরের দৃশ্য খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য এ ধরনের ঘর প্রস্তুত করে রেখেছেন, যারা খাদ্য পরিবেশন করে এবং তাদের কথাবার্তায় কোমলতা অবলম্বন করে। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *তিরমিযী)*

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الكلمة الطيبة صدقة

"সৎকর্ম হচ্ছে দান-খয়রাত। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংগ্রহ *সহীহ মুসলিম* রাসূলুল্লাহ সাহাবী আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

[অন্যের সাথে] ভাল কথোপকথন করার ক্ষেত্রে একজনের কৃপণতা অনুশীলন করা উচিত নয়। হয়তো আল্লাহ তা করার জন্য ঈশ্বরকে প্রতিদান দান করবেন। এই সমস্ত আলোচনা একটি সুন্দর বক্তৃতা এবং কথোপকথন [সমস্ত লোকের সাথে] যা মারামারি, বিতর্ক এবং তর্কের বিপরীত এবং এই তিনটির বিভাগের সমস্ত আলোচনা অপছন্দজনক, বেদনাদায়ক এবং উস্কানিমূলক। ঈশ্বর আমাদের ভাল কথোপকথনের সাথে লোকদের সাথে আচরণ করতে এবং খারাপ কথোপকথন থেকে দূরে থাকতে সক্ষম করুন।

ষষ্ঠ ক্ষতি – বক্তব্যে অলঙ্করণ ও কৃত্রিমতা: প্রকাশ্যে কথা বলার অনেক আকাঙ্ক্ষারই তাদের বক্তব্যকে অলঙ্কৃত করার অভ্যাস রয়েছে। তারা দীর্ঘ পরিচয় এবং শুরুগুলি ইঞ্জিনিয়ার করে এবং ছড়া এবং বড় শব্দ দিয়ে তাদের সজ্জিত করে। এই কৃত্রিমতা ও অলঙ্করণ নিন্দনীয়। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক নবী বর্ণনায় বলা হয়েছে:

انا واتقياء امتي براء من التكلّف

"আমি এবং আমার জাতির ঈশ্বরভীরুরা কৃত্রিমতা ও অলঙ্করণ থেকে দূরে।

অন্য একটি ঐতিহ্যে তিনি বলেছিলেন:

ان ابغضكم الي و ابعدكم مني مجلسا الثرثارون المتفيهقون المتشدقون في الكلام

"তোমাদের মধ্যে আমার মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও দূরবর্তী তারা হচ্ছে তারা যারা অযৌক্তিক কথাবার্তা বলায়, বাড়াবাড়ি করে এবং কথায় অলঙ্করণ [ও কৃত্রিমতা] গ্রহণ করে। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংগ্রহ *মোসনাদ আহমেদ* এবং *তিরমিধি* হযরত আবু সা'লাবা (রাঃ) এর বিধানের উপর।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

شرار امتي الذين غذو بالنعيم ياكلون الوان الطعام ويلبسون الوان الثياب و يتشدقون فى الكلام

"আমার জাতির [বা অনুসারীদের] মধ্যে (*উম্মাহ)* সবচেয়ে খারাপ মানুষ তারা যারা আরাম ও ঐশ্বর্যের মধ্যে বেড়ে উঠেছে, সব ধরনের খাবার খায়, সব ধরনের পোশাক পরিধান করে (সুস্পষ্ট ভোগে তাদের প্রশ্রয়ের ইঙ্গিত হিসাবে), এবং কথোপকথনে অলঙ্করণ ও কৃত্রিমতা অবলম্বন

করে"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে হাদীস *সংকলন* ইবনে আবি আদ-দুনিয়া *এবং* বায়হাকি ফি আল-শু'আব)

একবার তিনি তিনবার বললেন এবং পুনরাবৃত্তি করলেন:

واهلك المتنطعون

"সাবধান! অতিরঞ্জিতকারীরা ধ্বংস হয়ে যায়। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংগ্রহ *সহীহ মুসলিম* হযরত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রহঃ) এর বিধানক্রমে।

একটি কথোপকথন এমন হওয়া উচিত যাতে শ্রোতা তা বুঝতে পারে। কথোপকথন এবং বক্তৃতার উদ্দেশ্য অন্যকে বোঝানো, অন্য কিছু অকেজো এবং কৃত্রিমতা এবং অপ্রাকৃতিকতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যা ঐশ্বরিক আইন এবং এর মতো নিন্দা করেছে। তবে ধর্মীয় খুতবায় যে ছড়া প্রচলিত তা এই শর্তে অব্যাহতি দেওয়া হয় যে, এতে কোনো বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জিত না থাকে। উপদেশ এবং উপদেশ থেকে প্রচারকের উদ্দেশ্য হ'ল শ্রোতারা তাদের হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হবে, সৎকর্ম করার জন্য উত্সাহ এবং আকাঙ্ক্ষা করবে। এ প্রসঙ্গে কথার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। যাইহোক, সাধারণ কথোপকথনে, ওজন, ছড়া, ইঙ্গিত, বা অর্থের প্রয়োজন হয় না। তাই প্রতিদিনের কথাবার্তায় খুতবার ধরন গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অজ্ঞতা। এই কৃত্রিমতা এবং অপ্রাকৃতিকতার অনুঘটক প্রদর্শন করা হয় (রিয়া), এবং এই দুর্যোগের সাথে জড়িত ব্যক্তি চায় যে লোকেরা কারও বাগ্মিতা এবং বাগ্মিতায় মুগ্ধ হোক এবং এমন একজনের জন্য তাদের প্রশংসা প্রকাশ করুক।

সপ্তম ক্ষতি - অশ্লীলতা, অশ্লীলতা এবং অশ্লীল অভিশাপ: এটি [ঐশ্বরিক আইনে] নিন্দিত এবং নিষিদ্ধ। অশ্লীলতা ও অশ্লীলতার উৎপত্তি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ মন্দতা ও নম্রতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اياكم والفحش فان الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش

"অশ্লীলতা ও অশ্লীলতা থেকে নিজেদের রক্ষা কর। কোন সন্দেহ নেই যে, ঈশ্বর অশ্লীলতা, অশ্লীলতা এবং অশ্লীলতা পছন্দ করেন না। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *নাসাঈ* ও *হাকিম* রাদিয়াল্লাহু আনহু আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এর নির্দেশে *হাদীস* সংকলন

অন্য একটি ঐতিহ্যে তিনি বলেছিলেন:

ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذى

"দোষ সন্ধানকারী, অভিশাপকারী, অশ্লীল ও অশ্লীল কথা বলা এবং বাড়াবাড়ি কথা বলা ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রহঃ) এর বর্ণনায়* হাদীস *সংকলন* তিরমিযী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الجنة حرام على كل فاحش يدخلها

"প্রত্যেক অশ্লীল কথা বলার লোককে জান্নাতে প্রবেশ নিষেধ করা হয়েছে। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংগ্রহ *ইবনে আবি আদ-দুনিয়া* হযরত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এর বিধানের ভিত্তিতে।

আহনাফ ইবনে কায়েস (রহঃ) বললেন, আমি কি আপনাকে একটি মারাত্মক রোগের কথা জানাব না? এটি অশ্লীলতা এবং খারাপ আচরণ, নৈতিকতা এবং অভ্যন্তরীণ স্বভাব।

লজ্জাজনক বিষয়গুলি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা অশ্লীলতা এবং অশ্লীলতা। উদাহরণস্বরূপ, গোপনাঙ্গের নাম নেওয়া এবং সহবাসের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি বর্ণনা করা। যারা খারাপ চরিত্রের অধিকারী এবং অশান্তির বীজ বপন করতে আগ্রহী (এমনকি যদি এটি নৈতিকতা, সভ্যতা এবং সাধারণ মানবিক শালীনতা সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে], তারা এর সাথে সম্পর্কিত স্পষ্ট এবং অশ্লীল অভিব্যক্তি তৈরি করেছে এবং কোনও দ্বিধা এবং লজ্জা ছাড়াই সেগুলি ব্যবহার করে, যেখানে ধার্মিক এবং ভাল স্বভাবের লোকেরা এই জাতীয় অভিব্যক্তি ব্যবহার থেকে নিজেকে রক্ষা করে। পরিবর্তে, এই জাতীয় বিষয়গুলিতে [যেগুলি বৈধ প্রয়োজনের কারণে উল্লেখ করা দরকার], তারা অশ্লীল এবং অস্পষ্ট ভাষায় কথা বলে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ লজ্জার অধিকারী। তিনি দয়ালু, তিনি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং অশ্লীলতায় [প্রকৃতির স্পষ্ট জিনিসগুলি] উল্লেখ করেন। সুতরাং কুরআন বলতে সহবাসের সাথে স্পর্শ বোঝায়। "আসা", "স্পর্শ" এবং "সাহচর্য" এর মতো শব্দগুলি সহবাসের জন্য অশ্লীলতা [যা কুরআনে বৈবাহিক সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত নিয়মগুলি বর্ণনা করে ব্যবহৃত হয়েছে]। এদের মধ্যে কোনো অশ্লীলতা ও অশ্লীলতা নেই।

লোকেরা "সহবাস" করার জন্য নিজেকে সংযত করেনি, পরিবর্তে, এটি ব্যাখ্যা এবং বোঝানোর জন্য, তারা এমন অভিব্যক্তি এবং শব্দ আবিষ্কার করেছে যা কেবল তাদের কথা শুনতে লজ্জা পায় এবং ঘৃণা এবং ঘৃণার অনুভূতি সৃষ্টি করে। এর মধ্যে কিছু শব্দ অন্যদের তুলনায় কম অশ্লীল। এই প্রসঙ্গে, প্রতিটি দেশ এবং অঞ্চলের জন্য অভ্যাস আলাদা। যাই হোক না কেন, কম মাত্রায় অশ্লীল ও অশ্লীল শব্দ অপছন্দ করা হয় (*মকরুহ)* এবং চরম মাত্রায় হারাম (*হারাম)* / দুটি ডিগ্রির মধ্যবর্তী শব্দগুলি সন্দেহহীন নয় [পবিত্র আইনে তাদের অপছন্দ বা নিষিদ্ধ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে]। এই শব্দগুলি একচেটিয়াভাবে সহবাসের সাথে সম্পর্কিত নয়, তবে খারাপ প্রকৃতির লোকেরা এর সাথে সম্পর্কিত নয় এমন শব্দগুলিতেও অশ্লীলতা প্রকাশ করে। মানব বর্জ্য সম্পর্কিত শব্দগুলি এই প্রকৃতির এবং স্পষ্টভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। একইভাবে, যদি কারও কোনও ত্রুটি থাকে, উদাহরণস্বরূপ, কুষ্ঠরোগ, ত্বকের ব্যাধি ইত্যাদি, বা কোনও রোগ থাকে তবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা উচিত নয়, বরং অশ্লীলতার মাধ্যমে উল্লেখ করা উচিত, উদাহরণস্বরূপ, অমুক ব্যক্তির গুরুতর অবস্থা বা অসুস্থতা রয়েছে। এই রোগের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা অশ্লীল [বিশেষ করে যখন এতে আক্রান্ত ব্যক্তি এটি প্রকাশ করতে বা উল্লেখ করতে পছন্দ করেন না] এবং জিহ্বার ক্ষতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অশ্লীল ও অশ্লীল কথাবার্তার

অনুঘটক হ'ল অভ্যাস [দীর্ঘকাল ধরে তা অনুশীলন করার পরে একজনের হৃদয়ে গেঁথে গেছে] এবং পাপ ও অনৈতিকতার লোকেদের সঙ্গ যারা অশ্লীলতা ও অশ্লীলতায় অভ্যস্ত। একবার একজন বেদুইন নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে কিছু পরামর্শ চাইলেন, তিনি উত্তর দিলেন:

عليك بتقوى الله وان امرو عيرك بشي تعلمه فيه ويكن وباله عليه واجره لك ولا تسبن شيئا

"ঈশ্বরের প্রতি ধার্মিক ভয়, শ্রদ্ধা ও ভয় থাকতে থাকুন। যদি কেউ আপনার মধ্যে [খারাপ] কিছু লক্ষ্য করে এবং আপনাকে উত্তেজিত করে, তবে আপনার উচিত এমন একটি [খারাপ] কিছু দেখে প্রতিশোধে একটিকে অশ্লীল করা উচিত নয়। [আপনি যদি এভাবে কাজ করেন] এ ধরনের একজনের উপর দায় থাকবে এবং আপনি (আপনার ধৈর্য, সংযম এবং প্রতিশোধ না নেওয়ার জন্য) ঐশ্বরিক পুরষ্কার পাবেন, এবং আপনি কোনও কিছুকে [বা কাউকে] অভিশাপ দেবেন না। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে হযরত ইবনে আহমাদ *ও* তাবারানীর *গ্রন্থ সংকলন নবী* সাহাবী আবু জারী আন-নাজিমী (রহঃ)

ওই বেদুইন বলল, 'এই উপদেশের পর আমি কখনো খারাপ কিছু বলিনি। আয়ায ইবনে হামর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর নবী! যে ব্যক্তি আমার চেয়ে নিচু মর্যাদায় (সামাজিক স্তরবিন্যাস) আমাকে অভিশাপ দেয়, আমি যদি এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিই তবে কি কোন ক্ষতি আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

المتسابان شيطانان يتكاذبان ويتهاتران

"উভয় নির্যাতনকারী [একজন নির্যাতনের সূচনা করে এবং দ্বিতীয়জন যে প্রতিশোধ নেয়] দুটি শয়তান যারা একে অপরকে মিথ্যা এবং খণ্ডন করে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে অপবাদ সৃষ্টি করে"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন: *আবু দাউদ তায়ালিসী* ও *মুসনাদ আহমাদ)*

অষ্টম ক্ষতি – ঐশ্বরিক রহমতের বিচ্ছিন্নতা কামনা করা (লা'*না*)*:* ঐশ্বরিক রহমত (লা'না) থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া কামনা করা (যার ফলস্বরূপ চারদিক থেকে দুর্যোগ বৃষ্টিপাত হয়) তা কোনও মানুষ, পশু বা পাথরের জন্য হোক না কেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا يكون المؤمن لعانا

"একজন মুমিন এমন ব্যক্তি নয় যে *লানা (*ঐশ্বরিক রহমত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়)" অনুশীলন করে। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হযরত হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এর বিধানে* হাদীস *সংকলন* তিরমিযী।

হুজাইফা (রহঃ) বলেন, 'যে জাতি পরস্পরের মধ্যে ঐশী রহমত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়, তারা আল্লাহর প্রতিশোধের যোগ্য হয়ে উঠল। এক হাদীসতে নবী মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন,

ان اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة

"যারা আল্লাহর রহমত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়, তারা কেয়ামতের দিন সুপারিশ ও সাক্ষী হবে না। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হযরত সাহাবী আবু দারদা (রহঃ) এর নির্দেশে* সহীহ মুসলিম *হাদীস* সংকলন।

লা'না *শব্দের অর্থ* হলো, আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে একজনকে দূরে সরিয়ে রাখা। এই শব্দটি ব্যবহার করা এমন কারও সাথে সঠিক হবে যার এমন গুণাবলী রয়েছে যা অবিশ্বাস এবং অত্যাচারের মতো ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে রাখে। সেক্ষেত্রে এ কথা বলা জায়েয হবে, 'অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক', 'আল্লাহর অভিশাপ হোক তাদের উপর যারা কাফের (ও মিথ্যার পক্ষ নেয়) ইত্যাদি। কাউকে ঐশ্বরিক করুণা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া বা দূরে সরিয়ে দেওয়া কামনা করার মধ্যে একটি বিপদ রয়েছে। এটি একটি সংবেদনশীল অবস্থা এবং আল্লাহ কাউকে তাঁর নৈকট্য থেকে বঞ্চিত করেছেন বলে দাবি করা, এটি এমন একটি গোপন বিষয় যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না, বা যদি আল্লাহ তাঁর রাসূল (সাঃ) কে অবহিত করেন, তবে তিনিও সচেতন হতে পারেন। যে গুণাবলী ঐশ্বরিক রহমত থেকে দূরত্ব ও বঞ্চনা সৃষ্টি করে সেগুলো হলো তিনটি: কুফর *(কুফর),* প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় নীতিমালা ও শিক্ষায় উদ্ভাবন (বিচ্যুতি) এবং নির্লজ্জ পাপ (*ফিস্ক*) / কোনো নির্দিষ্ট পাপীকে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করা জায়েয নয়, কারণ এতে প্রচণ্ড অশান্তি ও বিপদ রয়েছে। কাউকে পাপে লিপ্ত হতে দেখে শয়তানকে ঐশ্বরিক করুণা থেকে বঞ্চিত করা ভাল, কারণ শয়তানই সেই ব্যক্তি যে মানুষকে মন্দতার দিকে প্ররোচিত করে এবং তাকে অভিশাপ দেওয়ায় কোনও ক্ষতি নেই। *যথাযথ তদন্ত ছাড়া একজন মুসলমানের উপর কুফর* (কুফর) এবং *নির্লজ্জ গুনাহ (ফিস্ক)* আরোপ করা ভুল, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لا يرمي رجل رجلا بالكفر ولا يرميه بالفسق الا ارتدت عليه ان لم يكن
صاحبه كذلك

"যদি কেউ কাউকে অবিশ্বাসের জন্য দোষারোপ করে এবং সে ব্যক্তি সেরকম না হয়, তবে এই কুফরী ও পাপের অভিযোগ অভিযুক্তের কাছে ফিরে আসবে। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হযরত সাহাবী আবু যর (রহঃ) এর তত্ত্বাবধানে* সহীহ বুখারী *ও* সহীহ মুসলিম *হাদীস* সংকলন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে ঘোরভাবে অপছন্দ করেন, যে ব্যক্তি অভ্যাসগতভাবে মানুষকে প্রচুর অভিশাপ দেয়। ক্ষতি করার জন্য ঈশ্বরকে আহ্বান করা এবং প্রার্থনা করা, ঐশ্বরিক করুণা (লা'না) এর বিচ্ছিন্নতা কামনা করার কাছাকাছি। একজন অত্যাচারী সম্পর্কে এটাও বলা ঠিক নয় যে, ঈশ্বর এই ধরনের ব্যক্তিকে অসুস্থ করে দেন না বা

অসুস্থতা থেকে সুস্থ করেন না বা এমন ব্যক্তিকে মৃত্যু দেন না ইত্যাদি। *রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি* ওয়াসাল্লামের একটি হাদীসে বলা হয়েছে:

ان المظلوم ليدعو على الظالم حتى يكافئه ثم يبقى للظالم عنده فضلة يوم القيامة

"একজন নিপীড়িত ব্যক্তি অত্যাচারীর ক্ষতি করার জন্য দোয়া করে প্রতিশোধ নেয়। তখনই যা বেশি (নিপীড়িতদের এ ধরনের দোয়ার ফলে অত্যাচারীর ক্ষতি হয়েছে) কেয়ামতের দিন অত্যাচারীর জন্য অবশিষ্ট থাকে।

নবম ক্ষতি – সঙ্গীত ও কবিতা: এই বিষয়টি ভক্তিমূলক আবৃত্তি ও আধ্যাত্মিক পরমানন্দের গ্রন্থে (*কিতাব আদাব উস-সামা' ওয়া আল-ওয়াজদ* - গাজ্জালীর অষ্টম গ্রন্থ "*ইহইয়া আল-উলুম আদ-দীন*" বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" এর দ্বিতীয় খণ্ড বা চতুর্থাংশে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা হয়েছে; গাজ্জালীর মহান রচনার প্রথম খণ্ড [ঐশ্বরিক উপাসনা এবং তাদের পিছনে অভ্যন্তরীণ জ্ঞানের কাজ সম্পর্কে] এবং দ্বিতীয় খণ্ড [সহকর্মীদের সাথে সামাজিক লেনদেন সম্পর্কে] এই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি) কোনটি সঙ্গীত অনুমোদিত এবং কোনটি নয়। এই আলোচনার পুনরাবৃত্তি এখানে দরকার নেই। কবিতার ক্ষেত্রে ভালো (উদ্দেশ্যমূলক ও শিক্ষামূলক) কবিতা ভালো এবং মন্দ কবিতা (মানুষকে অন্যায় ও অশ্লীলতায় প্ররোচিত করা) খারাপ। তবে কবিতার প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করা এবং এটিকে শখ বানানোটা ভালো নয়। একজন জ্ঞানবাদীকে কবিতার একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যার উত্তরে তিনি বলেছিলেন: "কবিতা ত্যাগ করুন এবং ঐশ্বরিক স্মরণ (*ধিকর)*"। তবুও *হারামকে* কবিতার আয়াত বলা বা বলা নিষিদ্ধ নয়। যাইহোক, শর্তটি হ'ল এটি এমন কিছু থাকা উচিত নয় যা ঐশ্বরিক আইনের সীমা অতিক্রম করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ان من الشعر لحكمة

"কোন সন্দেহ নেই, কবিতার কিছু শ্লোক প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ"।

কবিতার শ্লোকগুলি সাধারণত প্রশংসা এবং নিন্দার বিষয় নিয়ে গঠিত। এগুলোর মধ্যে মিথ্যার জন্য অনেক বড় জায়গা আছে। যাইহোক, সরাসরি নিন্দা বা সরাসরি প্রশংসা করা হয় না। প্রশংসায় কিছু অতিরঞ্জিত করা যেতে পারে কারণ এতে কিছুটা শিথিলতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কবিতার এই ধরণের আয়াতকে হারাম (হারাম) বলা যেতে পারে *কারণ তাদের* মধ্যে মিথ্যার কিছু মিশ্রণ রয়েছে:

ولو لم يكن في كفه غير روحه   لجاد بها فليتق الله سائله

তিনি বলেন, 'যদি তার আত্মা ছাড়া আর কিছু না থাকত, তাহলে সেটাও খরচ করে দিত। যে ব্যক্তি প্রার্থনা করে, তাকেও আল্লাহকে ভয় করা উচিত।

কবিতার এই আয়াতে প্রশংসিত ব্যক্তি যদি উদার না হন তবে এই আয়াতটি কেবল একটি সম্পূর্ণ মিথ্যা [যা ঐশ্বরিক আইন দ্বারা নিষিদ্ধ]। যাইহোক, প্রশংসিত যদি প্রকৃতপক্ষে উদার হয়, তবে এই অতিরঞ্জনকে জায়েজ করা হবে এবং কাব্যিক আয়াতের সৌন্দর্য হিসাবে অভিহিত করা হবে কারণ [এই অতিরঞ্জনের উদ্দেশ্য] বাস্তবতা নয় বরং প্রশংসিতদের চরম উদারতা প্রকাশ করা। এই ধরনের কবিতার আয়াত যেগুলো এই মাত্রার অতিরঞ্জিত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে অসংখ্যবার আবৃত্তি করা হয়েছে কিন্তু তিনি সেগুলো নিষিদ্ধ করেননি। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার তিনি চাকা ঘুরছিলেন (একটি ছোট, বহনযোগ্য, হাতের চাকা যা তুলা ও অন্যান্য তন্তু কাটার জন্য ব্যবহৃত হয়) এবং রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর জুতা সেলাই করছিলেন (যেহেতু তিনি চরম দারিদ্র্যের মূর্ত রূপ ছিলেন)। আমি চোখ তুলে তার দিকে তাকালাম এবং দেখলাম তার কপালে ঘামের ফোঁটা সূর্যের আলোয় তারার মতো জ্বলজ্বল করছে এবং জ্বলজ্বল করছে। এমন একটি সুন্দর দৃশ্য দেখে আমি বিস্মিত এবং বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আয়েশা! তুমিকে এত অবাক দেখাচ্ছে কেন?' আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আপনার কপালে ঘামের ফোঁটা তারার মতো ঝলমল করছে। বু কবীর হুদলি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ববর্তী যুগের বিখ্যাত আরব কবি) যদি আপনাকে দেখতেন, তাহলে তিনি আপনাকে তাঁর কবিতার প্রকাশক বলে অভিহিত করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, বু কবীর হুযলি কি বলেন? আমি তাকে (বু কবীর হুদলির কবিতার) নিচের দুটি আয়াত বলেছিলাম:

ومبرأ من كل غبر حيضة   وفساد مرضع وداء مغيل
واذا نظرت الى اسرة وجهه   برقت كبرق العارض المتهلل

প্রশংসিত ব্যক্তি ঋতুস্রাবের অশুচিতা, নার্সিংয়ের দুর্বলতা এবং সমস্ত রোগের অবক্ষয় থেকে মুক্ত।

আমি যখন এমন একজনের মুখের সূক্ষ্ম বিবরণ দেখি, তখন তারা মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মতো ঝলমল করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব কাব্যিক আয়াত শুনে আমার কাজ ছেড়ে আমার কপালে চুমু খেয়ে বললেন,

جزاك الله خيرا يا عائشة ما سررت مني كسروري منك

আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, হে আয়েশা! আপনি হয়তো কখনও আমার উপর এতটা সন্তুষ্ট হননি যতটা আমি এই মুহুর্তে আপনার উপর সন্তুষ্ট। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *বায়হাকী দালাইল নবুওয়া)*

দশম ক্ষতি - হাস্যরস: এটিও নিষিদ্ধ এবং অপছন্দনীয় তবে এটি অল্প পরিমাণে হলে কোনও ক্ষতি নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لاتمار اخاك ولا تمازحه

"তোমার ভাইয়ের কথাবার্তা বিচ্ছিন্ন করো না এবং তার সাথে ঠাট্টা করো না। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *তিরমিযী)*

এই ক্ষেত্রে, এটি আপত্তি করা যেতে পারে যে কথোপকথন বন্ধ করা এবং হস্তক্ষেপ করা নিষিদ্ধ করার কারণটি অর্থবহ কারণ প্রকৃতপক্ষে, কথোপকথনের অপমান এবং একজনকে অস্বস্তি দেওয়া অন্তর্ভুক্ত, তবে হাস্যরসে কারও জন্য কোনও অপমান এবং অস্বস্তি নেই এবং এটি ভাল হৃদয় এবং ভাল বিনোদনের ইঙ্গিত। তাহলে কেন নিষিদ্ধ করা হচ্ছে? উত্তরটি হ'ল বিনোদনের অতিরিক্ত এবং তাদের মধ্যে অধ্যবসায় করাও নিষিদ্ধ [কারণ এটি জীবনের উদ্দেশ্যের প্রতি অমনোভাব এবং তা থেকে বিরত থাকে]। অধ্যবসায়ের অর্থ হ'ল হৃদয় চিরকালের জন্য খেলাধুলা এবং হাস্যরসে নিমগ্ন থাকে। খেলাধুলা জায়েজ, তবে এতে অধ্যবসায় করা নিষিদ্ধ। এতে অতিরিক্ত ও অতিরঞ্জিত হওয়ায় হাসি বৃদ্ধি পায় এবং অতিরিক্ত হাসি হৃদয়ের মৃত্যু ঘটায় এবং কারও মর্যাদাপূর্ণ বিস্ময়ের অবসান ঘটে [এর ফলস্বরূপ]। কখনও কখনও এর কারণে হৃদয়ে শত্রুতা জন্ম নেয়। হাসিতে যদি এসব দাগ নেই, তাহলে সেটা খারাপ কিছু নয়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

انى لا مازح ولا اقول الا حقا

"আমার হাস্যরস আছে, তবে এর মধ্যে সত্য ছাড়া আর কিছুই নেই।

এটি তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল যে ভাল রসবোধ এবং বিনোদনের সময়েও তিনি কেবল তার জিহ্বা থেকে সত্য উচ্চারণ করতেন। অন্যান্য লোকেরা, জাগতিকতা (*জুহদ)* এবং তাদের ঈশ্বর-ভয় (*তাকওয়া)* থেকে বিরত থাকুক না কেন, তারা হাস্যরসে পা রাখলে মিথ্যা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম। তাদের লক্ষ্য মানুষকে হাসানো, তা যেভাবেই করা হোক না কেন। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি বেশি হাসে, সে তার মর্যাদাপূর্ণ ভয় হারিয়ে ফেলে। যে হাস্যরসে লিপ্ত হয়, সে মানুষের হৃদয়ে তার সম্মান হারায়; যে অনেক কিছু করে, সে দিয়ে স্বীকৃতি পায়; যে অনেক কথা বলে, সে প্রায়ই ভুল করে; যে বেশি ভুল করে, লজ্জা ও বিনয় হারায় (হায়া*)*; যে লজ্জা ও বিনয় হারায়, সে নিজের হৃদয়ের মৃত্যু ঘটায়; উপরন্তু, অতিরিক্ত হাসি আখেরাত থেকে উদাসীনতার ইঙ্গিত দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا

"আমি যা জানি তা যদি তুমি জান তবে তুমি বেশি কাঁদবে এবং কম হাসবে। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম* রাদিয়াল্লাহু আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর কবলিত) [তিনি এ কথা বলেছেন কারণ আল্লাহর পরম অন্তরঙ্গ হিসেবে ঐশ্বরিক জ্ঞান, ঐশ্বরিক উপনিবেশ এবং সংশ্লিষ্ট ঐশ্বরিক উপনীত বিষয়গুলো তাঁর আত্মার উপর ভারী ছিল, হাস্যরসের কোন স্থান রাখে না। তবে এটি তার পার্থক্য ছিল যে তার অভ্যন্তরীণ সত্তার উপর ভারী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি থাকা সত্ত্বেও, তিনি মাঝে মাঝে হাসতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং বাহ্যিকভাবে মানবিক স্বাভাবিকতার বোধ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন যাতে সহকর্মীরা তাদের জন্য ঐশ্বরিক পথ আলোকিত করতে পারেন।

আত্তা সুলামী (রহঃ) তাঁর জীবনের চল্লিশ বছর হাসি ছাড়াই কাটিয়েছেন। উহাইব ইবনুল ওয়ার্দ রাদিয়াল্লাহু আনহু ঈদে কয়েকজন লোককে হাসতে দেখে বললেন , যদি আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তবে আল্লাহ তাদেরকে শুকরিয়া আনার পথ নয় এবং যদি তাদের ক্ষমা না করা হয় তবে এটি পরহেযীদের পথ নয়। আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি পাপ করার পর হাসবে, সে কাঁদতে কাঁদতে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে অবাঞ্ছিত হাসির কণ্ঠস্বর রয়েছে। হাসি [যা কণ্ঠস্বরের সাথে নেই] অবাঞ্ছিত বা নিষিদ্ধ নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই হাসতেন। কাসিম মাওলা মুয়াবিয়া (রহঃ) থেকে বর্ণিত, এক বেদুইন (মরুভূমির আরব) লাল উটে চড়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসেছিলেন এবং তাঁকে সালাম দিলেন। যখনই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করতেন, তখনই উটটি উত্তেজিত হয়ে উঠত এবং তাকে (কিছুদূরে) নিয়ে যেত। এ কথা দেখে সাহাবীগণ হাসতে হাসতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত বেদুইনরা উটটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে তার কাছ থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায়। সাহাবীরা বলল, 'উটটি তার আরোহীকে পড়ে গিয়ে হত্যা করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সে মারা গেছে, কিন্তু তোমাদের মুখ তার রক্তে পরিপূর্ণ। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *ইবনুল মুবারক ফি আয-জুহদ)*

কারও মর্যাদাপূর্ণ আভা এবং বিস্ময়ের ক্ষতি করে এমন হাসি নিষিদ্ধ। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি বেশি হাসে, সে হালকা হয়ে যায়। সা'দ ইবনুল আস (রাঃ) তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বললেন, হে পুত্র! মর্যাদাপূর্ণ লোকের সাথে মজা করো না, সে তোমার প্রতি বিরক্ত হবে; অথবা আপনি নিম্ন [চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে] এবং নিকৃষ্ট লোকের সাথে রসিকতা করবেন না কারণ সে আপনার উপর সাহসী এবং সাহসী হয়ে উঠবে"। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) বলেন, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং হাস্যরস থেকে বিরত থাক, কারণ হাস্যরস অন্তরে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং মন্দ পথে নিয়ে যায়। কুরআনকে আপনার আলোচনার বিষয় করুন এবং তার জন্য সমাবেশ স্থাপন করুন। যদি এটি আপনার উপর ভারী চাপ দেয় তবে ভাল কথোপকথন করুন এবং ভাল লোকদের উল্লেখ করুন। হযরত উমর (রাঃ) লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান কেন হাস্যরসকে (*মিজাহ*) বলা হয়? তারা নেতিবাচক উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'এটি 'আজা' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ 'বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া' কারণ যে

ব্যক্তি সত্যের কারণে সত্য থেকে দূরে সরে যায়, তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে 'হাস্যরস' (*মিজাহ*)। কিছু জ্ঞানবাদী বলেছেন যে সবকিছুরই কিছু ফল থাকে এবং হাস্যরসের ফল শত্রুতা। কিছু জ্ঞানবাদী বলেছেন: "হাস্যরসের কারণে বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং একজন তার বন্ধুদের থেকে আলাদা হয়ে যায়"।

একাদশ ক্ষতি - উপহাস: কাউকে উপহাস করাও পছন্দসই কাজ নয় কারণ এটি অন্যের জন্য কষ্ট দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ

وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ

"হে ঈমানদারগণ! একটি জাতি (বা সম্প্রদায় বা একটি গোষ্ঠী) অন্য জাতিকে নিয়ে হাসাহাসি করা উচিত নয়। এটি ভাল হতে পারে যে যারা হাসছেন তাদের চেয়ে যারা হাসছেন তাদের চেয়ে ভাল হতে পারে। নারীদেরও অন্য নারীদের নিয়ে হাসাহাসি করা উচিত নয়। এটা হতে পারে যে তারা (যাদের নিয়ে হাসতে হচ্ছে) তাদের চেয়ে ভাল হতে পারে (যারা হাসছে)। (কুরআন, অধ্যায় 49, আয়াত 11)

উপহাসের অর্থ হচ্ছে কারও দোষ উল্লেখ করা, কাউকে অপমান ও হেয় করার উদ্দেশ্যে, এমনভাবে যে শ্রোতারা যাকে উপহাস করা হচ্ছে তা দেখে হাসাহাসি করবে। শব্দ, অঙ্গভঙ্গি, অশ্লীলতা এবং কারও কর্ম অনুলিপি করে উপহাস করা যেতে পারে। যদি এটি পিছনে করা হয়, তবে এটি পিঠ এবং যদি কারও সামনে করা হয় তবে এটি উপহাস এবং বিদ্রূপ যা পিঠ দেয় না তবে এটি [অপরাধের মাধ্যাকর্ষণের দিক থেকে] এর চেয়ে কম নয়। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার তিনি একজনকে ঠাট্টা করেছিলেন, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

والله ما احب اني حاكيت انسانا ولي كذا وكذا

"আল্লাহর কসম! আমি অন্য মানুষকে উপহাস করতে পছন্দ করি না। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে হাদীস *সংকলন আবু* দাউদ *ও* তিরমিযী)

একজন মুমিনকে উপহাস করা এবং নিজের দোষ বা বিকৃতি নিয়ে হাসাহাসি করা পাপের মধ্যে একটি। রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক রেওয়ায়েতে যারা অন্যকে উপহাস করে তাদের পরকালের শেষ পরিণতি সম্পর্কে আমাদেরকে জানানো হয়েছে:

ان المستهزئين بالناس يفتح لا حدهم باب من الجنة فيقال لهم هلم
فيجيئ بكربه وغمه فاذا جاء اغلق دونه ثم ليفتح له باب آخر فيقال له هلم
هلم فيجيئ بكربه وغمه فاذا اتاه اغلق دونه فما يزال كذلك حتى ان الرجل
ليفتح له الباب فيقال له هلم هلم فلا ياتيه

"যারা উপহাস করে, তাদের জন্য জান্নাতের একটি দরজা খুলে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে ভেতরে প্রবেশ কর। যখন তারা তাদের দুর্দশা ও যন্ত্রণার অবস্থা নিয়ে দরজায় পৌঁছাবে, তখন তাদের জন্য দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর দ্বিতীয় দরজা খুলে দেওয়া হবে এবং তাদের ভিতরে আসতে বলা হবে। তারা তাদের দুঃখ এবং বেদনা নিয়ে সেই দরজায় পৌঁছাবে, তবে এটি তাদের জন্য বন্ধ থাকবে। এটি ততক্ষণ পর্যন্ত ঘটতে থাকবে যতক্ষণ না তাদের ভিতরে আসতে বলা হবে যখন তাদের ভিতরে আসতে বলা হবে কিন্তু তারা আসবে না [বারবার তাদের মুখের উপর দরজা বন্ধ করার পরে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হতাশার কারণে]। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *ইবনে আবি আদ-দুনিয়া)*

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইরশাদ করেন:

من عير اخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله

"যে ব্যক্তি তার ভাইকে তার অনুতপ্ত পাপের জন্য বিদ্রূপ করে, সে একই পাপ করার আগে মরবে না"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *তিরমিযী)*

এই সমস্ত [পবিত্র] ঐতিহ্যের পরিণতি হ'ল অন্যকে অপমান করা, অবমাননা করা এবং উপহাস করা [ঐশ্বরিক ব্যবস্থায়] অনুমোদিত নয়। কুরআনের আয়াতটি এমন একটি কারণ দিয়েছে যে, তোমরা যাদেরকে খারাপ মনে কর, তারা সম্ভবত তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে কারও উপর হাসা নিষিদ্ধ যখন এটি একটি ব্যথার কারণ হতে পারে, তবে যদি কেউ হাসাহাসিতে খুশি হয় তবে এটি হাস্যরসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। হাস্যরস সম্পর্কে বিস্তারিত পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে যা উল্লেখ করা দরকার তা হল যে হারাম নিষিদ্ধ উপহাস (*হারাম)* যা কাউকে কষ্ট দেয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও কথোপকথনের সময়, কেউ একটি ভুল বাক্য বা শব্দ উচ্চারণ করে এবং সে তা দেখে হাসে, বা কারও উচ্চারণ বা কথোপকথনের শৈলীকে উপহাস করার জন্য, বা খারাপ হাতের লেখার ব্যক্তিকে বলা হয় যে এই ব্যক্তি খুব ভাল লেখেন [ব্যঙ্গাত্মক উপায়ে], বা কোনও লম্বা ব্যক্তি একটি সংক্ষিপ্ত লেখায় হাসেন, অথবা একজন বড় ব্যক্তি একটি চর্মসার উপর হাসাহাসি, বা কারও ক্ষতিতে হাসাহাসি, এই সমস্ত উপহাস এবং বিদ্রূপ [পবিত্র (ঐশ্বরিক) আইনে] নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

দ্বাদশ ক্ষতি - গোপন এবং গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করা: কারও গোপন এবং গোপনীয় বিষয়গুলি প্রকাশ করাও নিষিদ্ধ [ঐশ্বরিক আইনে] কারণ এটি বন্ধু এবং পরিচিতদের বেদনা এবং অধিকার লঙ্ঘন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي امانة

"যদি কোন ব্যক্তি কিছু বলে এবং চলে যায়, তবে এটি একটি ট্রাস্ট [যদি না সে তা ভাগ করে নিতে রাজি না হয়]। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে হযরত *আবু দাউদ ও তিরমিযী নবী* সাহাবী জাবির রাদিয়াল্লাহু আনের আশীর্বাদে *হাদীস* সংকলন

আরেকটা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রীতিতে বলা হয়েছে:

الحديث بينكم امانة

"আপনার পারস্পরিক কথোপকথন এবং বিষয়গুলি [যা আত্মবিশ্বাসে সঞ্চারিত হয়] একটি ট্রাস্ট [গোপন রাখা উচিত]"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *ইবনে আবি আদ-দুনিয়া)*

হাছান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'কোনো ভাই (বা বোন) যে বিষয় গোপন রাখতে চায় তা প্রকাশ করা অসততা ও আত্মসাৎ। কারো গোপন তথ্য প্রকাশ করা অসততা (বিশ্বাসভঙ্গ) এবং যদি এটি কারও ক্ষতি করে তবে নিষিদ্ধ, এমনকি যদি কারও ক্ষতি না হয়, তবে এটি অগভীরতার ইঙ্গিত।

ত্রয়োদশ ক্ষতি – মিথ্যা ওয়াদা: এটা জেনে রাখা উচিত যে, প্রতিজ্ঞা করার ক্ষেত্রে জিহ্বা সর্বাগ্রে, কিন্তু নিম্ন আত্মা (*নাফস)* তা মেনে চলে না এবং সেগুলো পূরণ করতে আগ্রহী হয় না, যার ফলে ওয়াদা ভঙ্গ হয়। এটা ভণ্ডামির ইঙ্গিত। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ

"হে ঈমানদারগণ! তোমার ওয়াদা পূরণ কর'। (কুরআন, অধ্যায় 5, আয়াত 1)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াদাকে উপহার বলে অভিহিত করেছেন। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *তাবারানী আওসাত,* নবী সাহাবী কাবাত ইবনে আতীম (রহঃ) এর কর্তৃত্বে এবং অন্যান্য কয়েকটি সংকলনে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন উপহার ফেরত নেওয়া হয় না, তেমনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাও ঠিক নয়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে নবী ইসমাইল (আঃ) এর গুণাবলী বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যা তিনি তাঁর ওয়াদা ও ওয়াদা দৃঢ়ভাবে পালন করেছিলেন। হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ثلاث من كن فيه فهو منافق وان صام وصلى وزعم انه مسلم اذا حدث كذب و
اذا وعد اخلف و اذا ائتمن خان

"যদি তিনটি জিনিস থাকে, তবে একজন মুনাফিক হয়ে যায়, যদিও কেউ রোজা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে। [প্রথমত] কেউ কথা বলার সময় মিথ্যা কথা বলে, প্রতিশ্রুতি পূরণ না করে প্রতিশ্রুতি দেয়, যখন কোনও ট্রাস্ট কারও উপর অর্পণ করা হয় তখন বিশ্বাসঘাতক এবং অসৎ হয়। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে হাদীস *সংকলন* সহীহ বুহকারি *ও* সহীহ মুসলিম)

এই চরিত্রায়নটি সেই ব্যক্তির জন্য যিনি প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরে তা পূরণ করতে চান না। যে ব্যক্তি নিজের ওয়াদা পূরণ করতে চায় কিন্তু পরে কিছু বাধা আসে এবং ফলস্বরূপ তা পূরণ করতে সক্ষম হয় না, সে এই চরিত্রায়নে প্রবেশ করবে না এবং ভণ্ডামির রূপ থাকা সত্ত্বেও তাকে মুনাফিক বলা হবে না। এই কারণেই, যেমন নিজেকে প্রকৃত ভণ্ডামি থেকে রক্ষা করা অপরিহার্য, তেমনি ভণ্ডামির আভাস এবং চিহ্নও এড়ানো প্রয়োজন। কোন [বৈধ] প্রয়োজন ছাড়া, কারও প্রতিশ্রুতি পূরণ থেকে নিজেকে ক্ষমা করা উচিত নয়।

চতুর্দশ ক্ষতি - মিথ্যা বলা এবং শপথ করা: এটিও সবচেয়ে খারাপ দোষ এবং একটি বড় পাপ। হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اياكم والكذب فانه مع الفجور وهما في النار وعليكم بالصدق فانه مع البر
وهما في الجنة

"মিথ্যা বলা থেকে নিজেকে রক্ষা কর, যেমন মন্দ কাজ এবং মিথ্যা বলা এবং দুষ্কৃতিকারী ব্যক্তিরা জাহান্নামে রয়েছে। [পরিবর্তে] সত্যকে গ্রহণ করুন যেমন এটি সৎকর্মের সাথে রয়েছে এবং তারা উভয়ই স্বর্গে রয়েছে। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে হাদীস *সংকলন* ইবনে মাজাহ *ও* নাসাঈ)

হাছান সাল্লাল্লাহু আনহু আনহু থেকে বর্ণিত, "বাহ্যিক ও অন্তর, কথা ও আমলের মধ্যে পার্থক্য এবং যা (হৃদয়ের) প্রবেশ করে এবং প্রস্থান করে তাকে ভণ্ডতা বলা হয় এবং এই পার্থক্য ও ভণ্ডামির ভিত্তি মিথ্যাচারের ওপর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

كبرت خيانة ان تحدث اخاك حديثا هو لك به مصدق وانت له به كاذب

"বিশ্বাসের একটি বড় লঙ্ঘন এবং অসততার কাজ (*খিয়ানা)* হল যে আপনি আপনার ভাইকে এমন কিছু বলেন যা সে সত্য বলে মনে করে, কিন্তু [বাস্তবে] আপনি তার কাছে মিথ্যা বলছেন।

(এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে হযরত *বুখারী ফি আল-আদাব আল-মুফরাদ* ও আবু *দাউদ (রহঃ)* থেকে নবী সাহাবী সুফিয়ান ইবনে ওসাইদ (রহঃ)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত:

لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا

"একজন বান্দা সর্বদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যা প্রচারের চেষ্টা করে যতক্ষণ না ঈশ্বরের দ্বারা মিথ্যাবাদী হিসাবে লেখা হয়"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে হাদীস *সংকলন* সহীহ বুহকারি *ও* সহীহ মুসলিম)

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ

"যারা মিথ্যা আরোপ করে, তারাই আল্লাহর আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে না। (কুরআন, অধ্যায় 16, আয়াত 105)

হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার কাছ থেকে ছয়টি জিনিস গ্রহণ কর, আমি তোমাকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেব। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, এই ছয়টি জিনিস কী? তিনি বললেন, 'যখন তুমি কথা বলবে, তখন মিথ্যা বলো না; যখন আপনি প্রতিশ্রুতি দেন, তখন তা অস্বীকার করবেন না; বিশ্বাস ভঙ্গ করবেন না; আপনার দৃষ্টি নিচু করুন [অনুপযুক্ত জিনিসগুলির দিকে তাকানো থেকো]; আপনার গোপনীয়তা রক্ষা করুন; আর তোমাদের হাত (অন্যের ক্ষতি করা) থেকে বিরত রাখুন। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *মোস্তাদ্রাক হাকিম* ও *খারা-ইতি আলা মাকারিম আল-ইখলাক)*

একটি রেওয়ায় আছে যে, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন যিনি একবারও মিথ্যা কথা বলেছিলেন (এই প্রথাটি *হাদীস* সংকলন *ইবনে আবি দুনিয়ায়* নবী সাহাবী মুসা ইবনে শাবীহ (রহঃ) এর সহানুভূতিতে বর্ণিত হয়েছে)। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যা ও মিথ্যা ছাড়া অন্য কোন বৈশিষ্ট্যকে অপছন্দ করতেন না। অতএব, যখন তিনি একজন সঙ্গীর সম্বন্ধে জানতেন যাকে তিনি অতিরঞ্জিত করেন, তখন তাঁর হৃদয়ে [তাঁর সম্পর্কে] একটি মেঘলা ডুবে যেত, যা যতক্ষণ না সে জানতে পারে যে তিনি তার পাপের জন্য নতুন করে ঈশ্বরের কাছে অনুতপ্ত হয়েছেন। হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন, হে আমাদের পালনকর্তা! তোমাদের বান্দাদের মধ্যে কে সৎকর্মের ক্ষেত্রে উত্তম হবে? উত্তর এসেছিল: "সেই দাস, যার জিহ্বা মিথ্যা বলে না, যার হৃদয় মন্দ কাজের চিন্তা করে না এবং যার গোপনাঙ্গ ব্যভিচার বা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না". হযরত লুকমান (রহঃ) তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বললেন, 'মিথ্যা পাখির মাংসের মতো সুস্বাদু হলেও মিথ্যা কথা বলবে না, কিন্তু সামান্য মিথ্যা তার

বক্তাকে ধ্বংস করে দেয়। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সত্যের প্রশংসা করে নিম্নোক্ত বাণী বর্ণিত হয়েছে:

اربع اذا كن فيك فلا يضرك مافاتك من الدنيا صدق الحديث، وحفظ الامانة، وحسن خلق وعفة طعمة

"যদি আপনার চারটি বৈশিষ্ট্য থাকে তবে পার্থিব সম্পদ থেকে যা আপনার নেই, তা আপনার ক্ষতি করবে না [অর্থাৎ, এই বৈশিষ্ট্যগুলি আপনাকে এই দুনিয়া ও পরকালে মহা উচ্চতায় আরোহণ করার জন্য যথেষ্ট হবে]: কথায় সত্যবাদীতা, [বস্তুগত বা অবস্তুগত হোক না কেন অন্যের দ্বারা অর্পিত আস্থা রক্ষা করা], ভাল চরিত্র এবং স্বভাব। আর শুধু হালাল খাওয়া"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে হযরত *আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এর বিধানে* হাদীস *সংকলন*

মিথ্যা বলার মধ্যে একজন পণ্ডিত ধর্মতত্ত্ববিদের ধর্মীয় আদেশ (*ফতোয়া* বা অ-বাধ্যতামূলক ধর্মীয় মতামত বা ডিক্রি) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যিনি বিষয়গুলির সম্পূর্ণ তদন্ত করেননি। এর মধ্যে একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ঐতিহ্যও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা সত্যতার জন্য প্রত্যয়িত হয়নি কারণ [উদ্‌ধৃতির] উদ্দেশ্য হ'ল একজনের জ্ঞান, শ্রেষ্ঠত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা। এ কারণেই, "লা *আদ্রি"* বা "আমি জানি না" বলাকে ব্যক্তিগত অপমান বলে মনে করা হয়। যথাযথ তদন্ত ব্যতীত আদেশ জারি করা এবং ভবিষ্যদ্বাণী উদ্‌ধৃত করা হারাম *(হারাম)* [পবিত্র বিধানে]।

পঞ্চদশ ক্ষতি – পিঠ দেওয়া: আল্লাহ তাআলা কুরআনে পিঠকামড়ের নিন্দা করেছেন এবং এটিকে তার মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সমতুল্য বলে ঘোষণা করেছেন [যেহেতু নরখাদক ইতোমধ্যে ঘৃণ্য ও নিষিদ্ধ এবং যখন এটি তার নিজের মৃত ভাইকে জড়িত করে, তখন ঘৃণা এবং ঘৃণা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায়। এইভাবে পিঠ দেওয়ার চিত্রায়ন এই কাজের ঘৃণা, ঘৃণা এবং নিষেধকে বাড়িতে চালিত করার একটি ঐশ্বরিক উপায় যা মানুষের মিথস্ক্রিয়ায় স্থানীয় বলে মনে হয়]। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ

أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ

"আর কারও অন্যকে পিঠ দেওয়া উচিত নয়। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তোমাদের মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করে? [না] আপনি এটি ঘৃণা করেন!" (কুরআন, অধ্যায় 49, আয়াত 12)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

"একজন মুসলমানের রক্ত, সম্পদ এবং সম্মান - সমস্ত কিছু অন্য মুসলমানের জন্য নিষিদ্ধ (কারণ এগুলি পবিত্র বিধানে পবিত্র এবং অলঙঘনীয়)"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত* হাদীস *সংকলন* সহীহ মুসলিম

উদাসীন করা অন্য মুসলমান বা অন্য মানুষের সম্মান লঙঘন করে। আরেকটা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রীতিতে বলা হয়েছে:

لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله اخوانا

"তোমরা পরস্পর হিংসা ও শত্রুতা পোষণ করো না এবং তোমাদের কেউ কেউ একে পরস্পরকে পিঠ দেবে না। [পরিবর্তে] ঈশ্বরের প্রকৃত দাস এবং একে অপরের ভাই হয়ে উঠুন [যেহেতু ঈশ্বরের প্রকৃত বান্দাদের উচিত নয় যে তাদের মনোযোগ ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিম্ন স্বতার নীচ ও জঘন্য বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে মনোনিবেশ করা যা পারস্পরিক ঈর্ষা, শত্রুতা, পিঠ এবং অনুরূপ অন্যান্য নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা প্রকাশিত হয়]"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আবু হুরায়রা ও আনাস (রহঃ) এর তত্ত্বাবধানে* সহীহ বুখারী ও *সহীহ মুসলিম* হাদীস *সংকলন।*

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تصب من دلوك فى اناء المستقى وان
تلقى اخاك ببشر حسن وان ادبر فلا تغتابنه

"তোমরা তোমাদের বালতি থেকে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির পাত্রে পানি ঢেলে দেয়া এবং তোমার ভাইয়ের (অথবা অন্য কোন মানুষের) সাথে হাসিখুশি মুখে সাক্ষাত করা এবং অনুপস্থিত থাকাকালীন কাউকে পিঠ দিও না [অথবা তোমাদের কাছ থেকে দূরে থাকে, যেমন এই ক্ষেত্রে তোমরা ভাল জিনিস আপনার নিজের নিজেকে অন্য মানুষের জন্য অন্যায় বা ক্ষতিকারক কিছু করা থেকে বিরত রাখা"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *ইবনে আব-আদ-দুনিয়া)*

একটি রেয়তা অনুসারে, আল্লাহ নবী মূসা (আঃ) এর কাছে অবতীর্ণ করেছেন: "যে ব্যক্তি অনুতপ্ত হওয়ার পরে মারা যায়, সে অন্য সবার পরে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যে ব্যক্তি অনুতপ্ত না হয়ে মৃত্যুবরণ করবে সে সর্বপ্রথম জাহান্নামে প্রবেশ করবে। ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সাহাবীগণ একে অপরের সাথে সদয় হয়ে দেখা করতেন, বিপরীতে, মুনাফিকরা আপাতদৃষ্টিতে একে অপরের সাথে সুন্দরভাবে মিলিত হতেন কিন্তু তাদের পিছনে তারা পিঠ কামড় দিতেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

"দুর্ভোগ তার জন্য, যে [লোকদের] দোষ পিঠের পিছনে বেছে নেয়। (কুরআন, অধ্যায় 104, আয়াত 1)

একজন সাধু বলেছিলেন: "ধার্মিক পূর্বসূরিদের মধ্যে আমরা মহাপুরুষদের দেখেছি, যারা প্রার্থনা ও উপবাসকে [ঐশ্বরিক] উপাসনা বলে মনে করত না বরং লোকেদের অসম্মান করা থেকে বিরত থাকাকে উপাসনার কাজ বলে মনে করত". হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যখন তুমি কোনো বন্ধুর দোষ তালিকাভুক্ত করতে চাও, তখন প্রথমে নিজের দোষ স্মরণ করো (কারণ এটি তোমাদের বন্ধুকে আঘাত করা থেকে বিরত রাখবে)। হাসান বসরী (রহঃ) মানবজাতিকে সম্বোধন করে বলতেন, 'হে আদম সন্তান! আপনি [ঈশ্বরে] বিশ্বাসের বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারবেন না এবং উপলব্ধি করতে পারবেন না যতক্ষণ না আপনি নিজের মধ্যে যে দোষের জন্য মানুষকে খারাপ বলা বন্ধ করেন এবং প্রথমে নিজের মধ্যে এটি সংশোধন করেন। যখন আপনি আপনার [নিম্ন] আত্মার সংস্কারে ব্যস্ত থাকবেন তখন এটিই আপনার জন্য যথেষ্ট ব্যস্ততা হবে এবং অন্যের দোষের দিকে নজর দেওয়ার জন্য আপনি কোনও অবসর সময় পাবেন না। আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা হচ্ছে এ ধরনের মানুষ। মালিক ইবনে দিনার (রহঃ) বলেন, 'ঈসা মসীহ (আঃ) তাঁর শিষ্য ও সঙ্গীদের সান্নিধ্যে একটি মৃত কুকুরের পাশ দিয়ে চলে গেলেন। কেউ বলল, 'এই [মৃত] কুকুরের মধ্যে অনেক দুর্গন্ধ আছে'। তিনি বললেন, 'এর দাঁত কত সাদা! অতএব, তিনি তাদের [মৃত] কুকুরকে পিঠ দেওয়া থেকে নিষেধ করেছিলেন এবং ঈশ্বরের সৃষ্টির উত্তম গুণাবলী উল্লেখ করার জন্য তাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন". হযরত উমর (রাঃ) বলেন, তোমরা আল্লাহর স্মরণে (*যিকর)* লিপ্ত হও, এতে (আন্তরিক আধ্যাত্মিক) আরোগ্য রয়েছে। মানুষের কথা উল্লেখ করো না (বা স্মরণ করো না), এর মধ্যে [অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক] রোগ রয়েছে [কারণ লোকেরা তাদের বিদ্রূপ, অপবাদ, উপহাস এবং ঘৃণা এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য অনুরূপ অভ্যন্তরীণ রোগের প্রবণতা তৈরি করে]।

ব্যাকবিটিংয়ের অর্থ এবং এর সীমাবদ্ধতা: ব্যাকবিটিংয়ের সংজ্ঞা হ'ল একজনকে এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে যদি কেউ এটি শুনে তবে এটি খারাপ বলে মনে করবে [এবং এভাবে কথা বলতে চায় না]। এই উল্লেখ শারীরিক বিকৃতি বা নৈতিক অনৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত কিনা, কারও কথাগুলি লক্ষ্যবস্তু বা কারও কর্ম, দোষ কারও নামে বা তার বংশের [বা জাতিতে] বাছাই করা হয়েছে কিনা, কারও ঈমান সম্পর্কিত বিষয় বা কারও জাগতিক বিষয়ে। শরীরের বিকৃতি হ'ল একজনকে অন্ধ, আঁকাবাঁকা চোখ, টাক, খাটো, লম্বা, কালো বা হলুদ বলা বা এমন কোনও অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের সাথে যুক্ত করা, যার উপস্থিতি খারাপ বলে মনে করা হয়। পিতাকে দাস, পাপী, নীচু, জুতা মেরামতকারী বা অপছন্দনীয় (মকরুহ) পেশার অন্তর্ভুক্ত বলে অভিহিত করে তার বংশের দোষ খুঁজে বের করা হয়। অসৎ মেজাজ, কৃপণ, অহংকারী, আড়ম্বরপূর্ণ, স্বল্প মেজাজের মানুষ, কাপুরুষ, দুর্বল, নম্র, প্রত্যাখ্যাত বা এইরূপ কোন নৈতিক অসৎ কাজে লিপ্ত বলে নৈতিক ত্রুটি। নিজের ঈমান ও দ্বীনে দোষ খুঁজে বের করার জন্য একজনকে চোর, মিথ্যাবাদী, মদ্যপ, অসৎ, অত্যাচারী, নামাজ ও রোজার মতো *ঐশ্বরিক* উপাসনায় অলস বললে, যিনি যথেষ্ট পরিমাণে নমত ও সিজদা করেন না, বা যে ব্যক্তি পিছু ও মন্দ কথা বলা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে রোজা রক্ষা করে না [যেহেতু এই পাপগুলো কারও রোজাকে বিকৃত করে দেয় যা প্রাপ্তির কাজ বলে মনে করা হয় আধ্যাত্মিক শুদ্ধি]। কারও পার্থিব বিষয়ে দোষ খুঁজে বের করা হয় [যেমন] একজনকে অসভ্য, অভদ্র, মানুষের অধিকার প্রত্যাখ্যানকারী, অধিকারী, বাকপটু, উচ্ছৃঙ্খল, ঘুমন্ত, অদ্ভুত সময়ে ঘুমিয়ে পড়া, যেখানে বসার উচিত নয় সেখানে বসে থাকা।

হাতা খুব চওড়া, শার্ট খুব চওড়া, জামাকাপড় নোংরা এবং নোংরা বলে জামাকাপড়ের দোষ খুঁজে বের করা হয়।

কিছু লোক বলে যে, ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে মানুষকে কিছু বলা [তিরস্কার এবং নিন্দার মতো] পিঠ দেওয়া নয় কারণ এটি এমন কিছুর নিন্দা যা ঈশ্বর অপছন্দ করেছেন। যদি কেউ পাপী হয় এবং তার পাপের কারণে তাকে এমন বলা হয়, তবে [তাদের মতে] তাতে কোন দোষ নেই। এই যুক্তি ভুল, কারণ সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দোষ খুঁজে বের করা বা অপমান করার উদ্দেশ্যে এ ধরনের মন্দ বিষয়ের কথা উল্লেখ করেননি, বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় বিষয় ও আদেশসমূহের সাথে পরিচিত হওয়া এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমাবেশ ব্যতীত অন্য কোন সমাবেশে সেগুলো উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল না। একটি পণ্ডিতদের *ঐকমত্য (ইজমা')* রয়েছে যে প্রত্যাশার পরিণতি হ'ল এমন একটি সম্পর্কে কিছু বলা যা শুনলে তা সম্পর্কে খারাপ লাগে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাল্টা কার্যকলাপকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন এবং যদি কেউ এভাবে অন্যের নাম উল্লেখ করে, তবে সে তার পালনকর্তার অবাধ্যতা বলে অভিহিত হবে এবং তার [মৃত] ভাইয়ের মাংসভোজী হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান কাকে 'পশ্চাদ' বলা হয়? তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর নবী সবচেয়ে ভালো জানেন। তিনি বললেন, 'তোমার ভাইয়ের কথা উল্লেখ করা সে অপছন্দ করে, তা উল্লেখ করা হচ্ছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, যদি উল্লিখিত বস্তুটি (যা প্রকৃতিতে খারাপ এবং সে উল্লেখ করতে অপছন্দ করে) তার মধ্যে উপস্থিত থাকে কি? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: "যদি এটি [প্রকৃতপক্ষে] তার মধ্যে উপস্থিত থাকে তবে এটি [ঠিক তাই] [সব] অন্যথায় [যদি এটি তার মধ্যে উপস্থিত না থাকে], এটি [ভিত্তিহীন] অভিযোগ [যা আরও খারাপ]"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত* হাদীস *সংকলন* সহীহ মুসলিম

ব্যাকবিটিং কেবল মৌখিকভাবে করা হয় না, পরিবর্তে প্রতিটি কাজ ব্যাকবিটিং গঠন করে যা অন্য ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করবে, অঙ্গভঙ্গি দ্বারা, অশ্লীল বা কোনও স্পষ্ট বা অস্পষ্ট [শারীরিক] আন্দোলনের মাধ্যমে। প্রত্যাশার ক্ষেত্রে, হারাম এবং অবৈধ সবকিছু যা স্পষ্টভাবে উচ্চারিত, অস্পষ্টভাবে প্রকাশিত, শব্দ, কর্ম, অশ্লীলতা এবং অঙ্গভঙ্গি। একই [ঐশ্বরিক] আদেশ [পিঠ দেওয়া নিষিদ্ধ করার বিষয়ে] কাউকে অনুকরণ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, উদাহরণস্বরূপ, [কারও পায়ে প্রতিবন্ধকতার কারণে] খোঁড়া কাউকে অনুকরণ করা পিঠ কামড়ানোর চেয়ে খারাপ। লেখালেখিতেও ব্যাকবিটিং করা যেতে পারে কারণ লেখালেখিও বক্তৃতার মতো প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। যদি কোন লেখক [বা লেখক কোন আকার বা আকারে লেখার মাধ্যমে] কারও লেখায় কারও নাম উল্লেখ করেন এবং তার দোষ গণনা করেন [এটি এখনও পিছিয়ে আছে] ব্যতীত যখন এটি কোনও বৈধ কারণে করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অন্যের কোনো কাজকে অপছন্দ করতেন, তখন তিনি বলতেন না যে, অমুক ব্যক্তি অমুক কাজ করে, বরং তিনি বলতেন, 'মানুষের কি হয়েছে যে তারা এ ধরনের কাজ করছে? (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে আবু *দাউদ রহলাই* আয়েশা (রহঃ) *এর হাদীস* সংকলন।

পণ্ডিত এবং পণ্ডিত ধর্মতত্ত্ববিদদের দ্বারা প্রত্যাশা: সবচেয়ে খারাপ পশ্চাদমুখি হ'ল পণ্ডিত এবং পণ্ডিত ধর্মতত্ত্ববিদদের (যাজক বা '*উলেমা)* দ্বারা পিঠ দেওয়া যারা প্রদর্শন করতে আগ্রহী, কারণ তারা ভাল আচরণ করে তাদের উদ্দেশ্য প্রকাশ করে [পবিত্র লোক কিন্তু তবুও, ঈশ্বর এবং ধর্মের নামে অন্য লোকদের উপর স্ব-ধার্মিক উপায়ে সোয়াইপ করে] এবং লোকেরা (সাধারণ মানুষ এবং সাধারণ মানুষ) মনে করে যে তারা (অর্থাত্, আলেমগণ তাদের অজ্ঞতার কারণে পিঠ দেন না, কারণ তারা জানেন না যে, এই ধরনের আলেমগণ একই সাথে দুটি পাপ করছেন - একটি পিঠ দেওয়া এবং অন্যটি তাদের পাপ এবং ভুলের জন্য অন্যকে নিন্দা করে তাদের ধর্মীয় ও ধর্মপরায়ণতা প্রদর্শন করা। অতএব, যখন কোন ব্যক্তির সামনে [কারও ভুল, পাপ বা নৈতিক শুদ্ধতা ও সরলতার অভাবের জন্য] উল্লেখ করা হয়, তখন তারা বলে: "আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের জন্য সমস্ত ধন্যবাদ যে তিনি আমাদেরকে রাজাদের [বা শক্তিশালী রাজনৈতিক অভিজাতদের] সাথে দেখা করার পরীক্ষায় ফেলেন নি এবং জগতের সন্ধানের অপমান থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করেননি"। অথবা তারা প্রার্থনার আকারে বলত: "ঈশ্বর যেন আমাদেরকে এই ধরনের নির্লজ্জতা ও অপমান থেকে রক্ষা করেন"। তাদের উদ্দেশ্য অন্যের দোষ প্রকাশ করা, কিন্তু এর জন্য মাঝে মাঝে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শব্দ ব্যবহার করে এবং কখনও কখনও [ঈশ্বরের কাছে] প্রার্থনা ও প্রার্থনার রূপ ব্যবহার করে তবে তাদের উদ্দেশ্য প্রার্থনা বা ঐশ্বরিক কৃতজ্ঞতা নয়। কখনও কখনও তারা পিঠ দেওয়ার আগে কারও প্রশংসা করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তারা বলত: "অমুক ব্যক্তি এত ভাল যে, এই ধরনের ব্যক্তি যতই [ঐশ্বরিক] উপাসনা করে তবে তার একটি খারাপ বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং কেবল সেই ব্যক্তি নয়, আমরা সকলেই সেই খারাপ বৈশিষ্ট্যের সাথে জড়িত যা ধৈর্য এবং সন্তুষ্টির অভাব"। আপাতদৃষ্টিতে, এর মধ্যে তাদের নিজস্ব নিন্দা রয়েছে, তবে এখানে উদ্দেশ্য তাদের নিজের নিম্ন সত্তার নিন্দা করা নয়, বরং অন্য কারও দোষ প্রকাশ করা। যাইহোক, এর জন্য এখানে যে স্টাইলটি গ্রহণ করা হয়েছে তা হল শ্রোতাদের তাদের নম্রতা এবং আন্তরিকতা সম্পর্কে বোঝানো, যাতে তারা ধার্মিকদের মধ্যে গণনা করা যায়। এই ধরনের 'পণ্ডিত' [এটি করার মাধ্যমে] তিনটি পাপকে একত্রিত করেছেন - পিঠ দেওয়া, প্রদর্শন করা এবং [দাবি] আত্মের শুদ্ধি - অন্য কথায়, নিজেকে ধার্মিকদের মধ্যে গণনা করা [আত্ম-ধার্মিক অহংকারের আত্ম-বিভ্রান্তিকর অবস্থায় নিজের প্রতি ধার্মিকতা আরোপ করে যা ফলস্বরূপ অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক সংগ্রাম এবং রূপান্তরকে বাধাগ্রস্ত করে] এবং মূর্খতার কারণে, নিজেকে পিঠ থেকে শুদ্ধ বলে মনে করে।

শয়তান খুব সহজেই এই ধরনের লোকদের শিকার করে। এরা সঠিক জ্ঞানহীন এবং তাদের নিম্ন সত্তা (*নাফস)* প্রতিনিয়ত তাদের প্রতারণা করে। কখনও কখনও তারা এই বলে একজন সহ সঙ্গীর প্রতি আপত্তি শোনার দিকে মনোযোগ দেয়: "ঈশ্বরের সমস্ত সিদ্ধতা (কারণ তিনি কোন ত্রুটি ও ত্রুটি থেকে মুক্ত)! এটা খুবই অদ্ভুত!" এখানে ঈশ্বরের নাম ঐশ্বরিক মহিমা ও মহিমান্বের অভিব্যক্তি ও স্বীকারোক্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয় না, বরং তাদের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ মন্দতার প্রকাশ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কখনও কখনও প্রত্যাখ্যান করার জন্য, এই অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করা হয়েছিল: "আমাদের বন্ধুর অমুক [খারাপ] অবস্থার জন্য আমরা গভীরভাবে দুঃখিত ও শোকাহত। আল্লাহ তাকে শান্তি দান করুন। [ঈশ্বরের কাছে] দুঃখ এবং প্রার্থনার এই ভাগ করে নেওয়া সহানুভূতির [সত্য] অনুভূতি দিয়ে করা হয় না, বরং নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশের উদ্দেশ্য। যদি প্রার্থনা সত্যিই উদ্দেশ্য করা হত, তবে তারা জনসমাবেশে না করে তাদের

নামাজের পরে নির্জনতায় এটি করত। একইভাবে, যদি তারা সত্যিই দুঃখিত হত তবে তারা এমন লোকদের সামনে এটি প্রকাশ করত না যারা এর সাথে পরিচিত ছিলেন না। মাঝেমধ্যে তারা বলে: "কী দুঃখজনক! অমুক মানুষ প্রচণ্ড যন্ত্রণায় জর্জরিত! আল্লাহ আমাদের এবং তাকে অনুতপ্ত করার ক্ষমতা দিন। আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি প্রার্থনা, কিন্তু আল্লাহ তাদের ভেতরের মন্দ সম্পর্কে ভাল জানেন এবং তাদের অন্তর কী দ্বারা পরিপূর্ণ তা জানেন (কারণ আল্লাহ অন্তরে লুকিয়ে থাকা গোপন এবং সূক্ষ্ম মন্দতা জানেন), কিন্তু তারা তাদের অজ্ঞতার কারণে জানে না যে এই প্রার্থনার মাধ্যমে, তারা *পুরস্কারের (তাওয়াব) পরিবর্তে [ঐ*শ্বরিক] শাস্তি ('*আদব)* পাওয়ার অধিকারী হয়ে উঠেছে। ব্যাকবিটিং শোনা এবং এতে বিস্ময় প্রকাশ করাও ব্যাকবিটিং কারণ এটি ব্যাকবিটারকে ব্যাকবিটিংয়ের জন্য উত্সাহিত করে। পিঠ কামড়ের শ্রোতা জিহ্বা দিয়ে তা বন্ধ না করা পর্যন্ত পিঠকামড়ের পাপের অংশীদার। যদি কারও সাহস ও শক্তি না থাকে [মানুষকে] তা করা থেকে বিরত রাখার ক্ষমতা না থাকে, তবে তার উচিত মনে এটিকে খারাপ মনে করা বা উঠে দাঁড়ানো, সেই সমাবেশ ত্যাগ করা বা বিষয় পরিবর্তন করার চেষ্টা করা। এই পরিস্থিতিতে, শ্রোতার কাছ থেকে কোনও হিসাব থাকবে না। কেউ যদি জিহ্বা শোনার ইচ্ছা রেখে জিহ্বা থেকে নিষেধ করে, তবে তা ভণ্ডামি। বিচারের মাপকাঠি হলো হৃদয়। যখন কেউ পাপকে হৃদয়ে খারাপ বলে মনে করে তখন সে পাপ থেকে রক্ষা পাবে। হৃদয়ে এটি নিষিদ্ধ করার বিষয়ে, এটি স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা এবং উল্লিখিতকে রক্ষা করা প্রয়োজন।

পিঠ দেওয়ার কারণ: উদাসীনতার অসংখ্য কারণ রয়েছে, তবে এগুলি সবই এগারোটি কারণের আওতাধীন। এদের মধ্যে [প্রথম] আটজন সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্কিত এবং [শেষে] তিনজন বিশিষ্ট (অসাধারণ) লোকদের সাথে সম্পর্কিত।

প্রথম কারণ - শত্রুতা এবং বিদ্বেষ: এমন একটি ঘটনা ঘটে যা হৃদয়ে ক্রোধের আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং যখন তা ঘটে, তখন এটি কেবল ক্রোধের কারণ ব্যক্তির দোষের কথা উল্লেখ করেই নিভে যায়, [এই উল্লেখ] রাগ করা ব্যক্তি বা অন্য কারও দ্বারা করা হয়েছে। কখনও কখনও কেউ আপাতদৃষ্টিতে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়, তবে হৃদয়ে বিদ্বেষ রয়ে যায় যা ক্রোধের চেয়েও খারাপ, কারণ হৃদয়ে বিদ্বেষ এবং শত্রুতা রয়ে যায়, পিছিয়ে পড়ার স্থায়ী ভিত্তি স্থাপন করে। এ থেকে জানা যায় যে, শত্রুতা ও বিদ্বেষ উভয়ই উভয় কারণ।

দ্বিতীয় কারণ - অন্যদের সাথে একমত হওয়া: অন্য কথায়, বন্ধু এবং সঙ্গীদের [দাবিগুলি] সাথে একমত হওয়া এবং যাচাই করা এবং তাদের এটি করতে দেখে এবং তাদের সহায়তা এবং একমত হওয়ার [প্রয়োজনীয়তা বোধ করা] নিজে এতে লিপ্ত হওয়া। অতএব, যখন কোনও সমাবেশে লোকেরা কারও সম্মান নিয়ে খেলা করে এবং উপহাস করে, তখন কেউ মনে করে যে কেউ যদি এতে অংশ নিতে অস্বীকার করে, তাদের সাথে একমত হয়নি, বিষয় পরিবর্তন করে বা চলে যায়, তবে তারা বিরক্ত হবে এবং এমন একজনকে ঘৃণা করতে শুরু করবে। এই চিন্তাভাবনা সহ, কেউ তাদের সাথে একমত হন এবং এটি সামাজিক লেনদেন এবং সমজাতীয়তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করেন। মাঝে মাঝে রাগে কাউকে কামড় দেয় সঙ্গীরা। একজন নির্লজ্জভাবে তাদের মতো রাগান্বিত হওয়ার ভান করে এবং নিজেকে পিঠে জড়িয়ে

পড়ে এবং এই কর্মের মাধ্যমে দেখায় যে একজন প্রতিটি পরিস্থিতিতে তার বন্ধুদের সাথে রয়েছে, তা আনন্দ, দুঃখ, উদ্বেগ বা স্বাচ্ছন্দ্য যাই হোক না কেন।

তৃতীয় কারণ - সতর্কতা এবং পূর্বাভাস: কখনও কখনও কেউ অনুমান করে যে কেউ তার উপর নজর রাখছে এবং এমন ব্যক্তি কোনও গুরুত্বপূর্ণ [বা ক্ষমতাশালী] ব্যক্তির সামনে একজনের বিরুদ্ধে পিঠ দেবে বা নির্দিষ্ট বিষয়ে একজনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। এই সন্দেহ এবং আশঙ্কার কারণে, একজন সক্রিয়ভাবে এমন ব্যক্তিকে পিঠ দিতে শুরু করে এবং লক্ষ্যবস্তু করতে শুরু করে যাতে এই ধরনের ব্যক্তি যা বলবেন বলে আশা করা হয় তা হ্রাস করতে এবং [সক্রিয়ভাবে] [এই ধরনের ব্যক্তিকে] অসম্মান করার জন্য। কেউ প্রথমে অন্য ব্যক্তির সম্পর্কে সঠিক কথাও বলতে পারে, যাতে কেউ এমন ব্যক্তি সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদানের খ্যাতি অর্জন করতে পারে, যাতে পরে কেউ সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা ও গুজব ছড়াতে পারে [মিথ্যা ছড়ানোর সন্দেহ না করেই] এবং দাবি করতে পারে যে "আমার স্বভাবের মধ্যে নেই এবং এই ব্যক্তি সম্পর্কে আমি পূর্বে যা বলেছি, সত্য প্রমাণিত হয়েছে এবং আমি এখন যা বলছি তাও সত্য। কেউ মনে করে যে এই আগাম পরিকল্পনা এবং সতর্কতার কারণে, তিনি নিরাপদ হয়ে উঠবেন কারণ যে ব্যক্তিকে ভয় পাচ্ছে সে তার বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পাবে না এবং যদি কেউ তা করে তবে তাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে না এবং বিশ্বাস করা হবে না।

চতুর্থ কারণ - অন্যায় কাজ থেকে অব্যাহতি: কখনও কখনও, পিঠ দেওয়ার উদ্দেশ্যে একজনের পাপ থেকে অব্যাহতি দেখানোর উদ্দেশ্যে করা হয়। এই ক্ষেত্রে, একজন জোর দিয়ে বলেন যে ভুল কাজ করার ক্ষেত্রে একজন একা নন। যদি কারও অব্যাহতি উদ্দেশ্য হয়, তবে অন্য কারও উল্লেখ না করে নিজের [ভুল কাজ করার জন্য] নিজের কারণগুলি উল্লেখ করা উচিত। যেহেতু একজনের যুক্তি অন্য ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে আরও শক্তিশালী হয়, তাই একজন অন্য ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে [পিঠের মাধ্যমে]।

পঞ্চম কারণ - অহংকার এবং অহংকারের প্রকাশ: অন্যের দোষ খুঁজে বের করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করে এটি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, এমন বিবৃতি দেওয়া যে অমুক ব্যক্তি অজ্ঞ, ভুল বোধগম্যতা রয়েছে এবং দুর্বল এবং অকেজো বাকশক্তি রয়েছে। এ ধরনের সমালোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করা এবং প্রমাণ করা যে একজনের অন্যের চেয়ে বেশি জ্ঞান রয়েছে, একজনের বোধগম্যতার শক্তি রয়েছে এবং একজনের বক্তব্য ভাল। এই সমালোচনা মানুষকে নিজের মতো অন্য কাউকে সম্মান করা থেকে বিরত রাখার জন্য এবং অন্যকে সমাজে একটি বিশিষ্ট অবস্থান অর্জন থেকে বিরত রাখতে।

ষষ্ঠ কারণ - ঈর্ষা: কখনও কখনও ঈর্ষা একজনকে পিঠ দেওয়ার জন্য উত্তেজিত করে দেখে যে লোকেরা ঈর্ষান্বিতদের প্রশংসা করছে, ভালবাসছে এবং সম্মান করছে। কেউ এটি সহ্য করতে পারে না এবং চায় যে এই আশীর্বাদগুলি ঈর্ষান্বিতদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হোক এবং লোকেরা ঈর্ষান্বিতদের ঘৃণা এবং অসম্মান করা শুরু করুক। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য, একজন ঈর্ষান্বিতদের দোষগুলি নির্দেশ করতে শুরু করে। ঈর্ষা হ'ল শত্রুতা এবং বিদ্বেষ ব্যতীত অন্য একটি রাষ্ট্র, যা যখন অন্য ব্যক্তি একজনের বিরুদ্ধে কিছু অতিরিক্ত কাজ করে এবং তারা

প্রতিশোধের প্রতীক হিসাবে বেরিয়ে আসে। ঈর্ষার সেই উপাদান [প্রতিশোধের] নেই। কখনও কখনও একজন নিজের দয়ালু বন্ধু এবং ঘনিষ্ঠ সঙ্গীকেও ঈর্ষা করতে শুরু করে।

সপ্তম কারণ - ব্যান্টার: অন্য কথায়, কারও দোষগুলি একটি [সামাজিক] সমাবেশে আগ্রহ তৈরি করতে এবং একটি ভাল সময় কাটানোর জন্য অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে হাসি পেতে আনা হয়।

অষ্টম কারণ - অবমাননা: কখনও কখনও অন্য ব্যক্তির অবমাননা এবং অপমানের কাজ হিসাবে পিঠ দেওয়া হয়। এটাই অহংকারী মানুষের পরিচয়। এতে অন্য ব্যক্তির উপস্থিত থাকা বা না থাকার কোনও বাধা নেই। কিছু মানুষ তাদের সামনে বসে থাকা ব্যক্তিকে সমালোচনা করে এবং উপহাস করে যে তারা কতটা অপমান করছে এবং যদি তারা অন্যের জায়গায় থাকত তবে তাদের কী হত।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত ব্যাকবিটিংয়ের কারণ: এই তিনটি খুব সূক্ষ্ম এবং জটিল। এগুলো বিশুদ্ধ মন্দ, কিন্তু শয়তান তাদের মধ্যে লোভ জাগিয়ে তোলে যে, এই কারণগুলো সবই ভাল বা এগুলোর মধ্যে কিছু ভাল আছে, কিন্তু শয়তান তাদের মধ্যে মন্দ মিশ্রিত করে।

প্রথম কারণ - বিস্ময়: কখনও কখনও একজন ধার্মিক ব্যক্তি একটি ভুল করে দেয় যাতে একজন বিস্ময়ের অভিব্যক্তি হিসাবে বলে: "আমরা সেই ব্যক্তির এমন কর্মকাণ্ডে বিস্মিত হই। তার এটা করা উচিত হয়নি। এটা সত্য যে একজন ধার্মিক ব্যক্তির ভুল বিস্ময়ের কারণ, তবে সেই বিবৃতি দেওয়া ব্যক্তির বিস্ময় প্রকাশের সময় কারও নাম উল্লেখ করা উচিত নয়। শয়তান একজনকে নাম উল্লেখ করার জন্য উত্তেজিত করে এবং একজনকে পাপের সাথে জড়িয়ে দিয়ে এই ধর্মীয় অনুভূতিকে পিঠে রূপান্তরিত করেছিল। একইভাবে এটি বলা উদাসীনতার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: "অমুক এবং অমুক ব্যক্তির পক্ষে এটি আশ্চর্যজনক যে কেউ এমন কুৎসিত ব্যক্তিকে [বিপরীত লিঙ্গের] ভালবাসে বা একজন শিক্ষিত ব্যক্তি হওয়া অমুক অজ্ঞ ব্যক্তির কাছে যায়"।

দ্বিতীয় কারণ- সহানুভূতি ও সহানুভূতির অনুভূতি: অন্য কথায়, কেউ কারও অবস্থা দেখে দুঃখিত হয় এবং সেই ব্যক্তিকে খারাপ কিছুতে জড়িত দেখে বলে: "এমন ব্যক্তির বর্তমান অবস্থা আমাকে বিচলিত করেছে। ওই ব্যক্তির অবস্থার জন্য আমি দুঃখিত। অনুশোচনার দাবিটি সঠিক এবং প্রশংসনীয়, তবে নাম উল্লেখ করা এটিকে খারাপ করে তুলেছিল এবং একটি ভাল অনুভূতি পিছনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একজন মুসলমানের ভুলের জন্য অনুশোচনা করা এবং একজনের প্রতি সহানুভূতি ও সহানুভূতি বোধ করা, একটি ভাল জিনিস, তবে শয়তান একজনকে নাম উল্লেখ করতে উত্তেজিত করে এবং তাই মন্দকে ভাল কিছুর সাথে মিশ্রিত করে।

তৃতীয় কারণ- আল্লাহর জন্য ক্রোধ: কাউকে অশালীন কাজে জড়িত থাকতে দেখে বা কারও সম্পর্কে খারাপ কিছু শুনতে পেলে ঈমানের প্রেরণার কারণে ক্রোধ সৃষ্টি হতে পারে। যদি ক্ষোভ আসে এবং নাম উল্লেখ করে প্রকাশ করা হয়, তবে এই কাজটি কেবল ঐশ্বরিক প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হবে না, বিপরীতভাবেও বিপরীতের কারণ হয়ে উঠবে। ভালোকে বোঝানোর জন্য ক্রোধ করা এবং মন্দের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়াই ভালো, কিন্তু এটা বিবেচনা করা উচিত যে, যদি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি তা প্রকাশ করার প্রয়োজন হয়, তবে তা এমনভাবে করা উচিত যাতে

অন্য কেউ সচেতন না হয় [এটি কার জন্য]। নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন হলে ক্ষোভ প্রকাশ করা উচিত নয়। এই সূক্ষ্মতাগুলি কেবল সাধারণ মানুষই নয়, আলেমরাও জানেন না এবং মনে করেন যে, যদি বিস্ময়, উদারতা এবং ক্রোধ আল্লাহর জন্য হয়, তবে নাম উল্লেখ করা কোন ক্ষতি নেই, যা একটি ভুল অনুমান।

পিঠ নিরাময়ের নিরাময়: জ্ঞান ও কর্মের সংমিশ্রণে [অর্জিত জ্ঞান অনুসারে] সকল ক্ষতিকারক আভ্যন্তরীণ প্রবণতা, গুণাবলী এবং নিকৃষ্ট অভ্যাস নিরাময় করা যায়। এই রোগগুলি নিরাময়ের জন্য কেবল জ্ঞানই যথেষ্ট নয় বা কেবল ক্রিয়াগুলিও যথেষ্ট নয়। প্রতিটি রোগের ওষুধ সেই রোগের কারণের বিপরীত। প্রথমত, আমাদের প্রত্যাহারের কারণগুলি খুঁজে বের করা উচিত এবং পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে এটি সম্পর্কে অনেক লেখা হয়েছে। জিহ্বাকে ব্যাকবিটিং থেকে বিরত রাখার দুটি পদ্ধতি রয়েছে: একটি সংক্ষিপ্ত এবং অন্যটি একটি বিশদ পদ্ধতি।

নিন্দা নিরাময়ের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি: এই যে , যে ব্যক্তির দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, যে ব্যক্তি প্রত্যাশা করার মাধ্যমে আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জন করে এবং এর ফলে কেয়ামতের দিন সৎকর্ম বৃথা যাবে, কারণ নিন্দা করা সৎকর্ম তার কাছে হস্তান্তর করে যাকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে। যদি কারও যথেষ্ট সৎকর্ম না থাকে, তবে ভুক্তভোগীর গুনাহ পিটিকাদের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়। উপরন্তু, একজন নরখাদকের মতো হয়ে ওঠে, নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে (সম্পর্কে, বিশ্বাসে বা মানবতায়, অর্থাৎ যে কোনও ব্যক্তিতে) পিঠ দিয়ে নিজের মৃত ভাইয়ের মাংস খেয়ে ফেলে। এই অপমান কতটুকু বড়? কারো আমলের হিসাবে যদি ভালো ও মন্দ উভয় আমল থাকে, কিন্তু মন্দ আমলের মাপকাঠি ভারী হয়, তাহলে সে জাহান্নামে যাবে। ধরুন, একজন ব্যক্তির দুটি স্কেল সমান [ওজনে]। ঘটনার এক দুঃখজনক মোড়ে, এই ব্যক্তির একটি পাপ পিঠের কারণে মন্দ কাজের দাঁড়িপাল্লা কাত করে এবং একজনকে জাহান্নামের যোগ্য করে তুলেছিল।

যখন কেউ [নবুয়ী] রীতিনীতি এবং পিঠ দেওয়ার বিষয়ে যে সতর্কবাণী দেওয়া হয়েছে তার দিকে তাকান, তখন জিহ্বা এমনকি পিঠ দিতে রাজি হয় না। এই কৌশলটি কার্যকর হতে পারে যে কেউ ব্যাকবিটিং করার আগে নিজের দিকে নজর রাখে। সম্ভবত কেউ নিজের মধ্যে একটি দোষ খুঁজে পেতে পারে এবং তারপরে অন্য কারও দোষ তুলে নেওয়ার পরিবর্তে এবং তার ফলস্বরূপ পাপ অর্জনের পরিবর্তে তা প্রশমিত করার বিষয়ে চিন্তা করতে পারে। যদি কেউ নিজের মধ্যে কোন দোষ খুঁজে পায়, তবে তার উচিত নিজের নিম্ন সত্তার (*নাফস)* নিন্দা করা এবং তাকে নিন্দা করা। কেন অন্যকে দোষারোপ করার প্রয়োজন আছে [যদি কারও নিজের মধ্যে দোষ থাকে এবং খুব কমই কেউ তা থেকে বঞ্চিত হয়]? একজনের মনে করা উচিত যে কেউ যেমন নিজের মধ্যে ত্রুটি দূর করতে পারে না, অন্যরা তা করতে পারে না। এটি যদি দোষটি নিজের পছন্দের দ্বারা হয় [এটিকে টিকে থাকতে দেওয়ার ক্ষেত্রে] এবং যদি এটি জন্মগতভাবে থাকে [এবং তাই নিজের কোনও পছন্দ নেই] তবে এর নিন্দা করা স্রষ্টাকে নিন্দা করা। ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি একজন ঋষিকে ডেকে বললেন: "হে কুৎসিত মানুষ!" তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: "হে ভাই! যদি সৌন্দর্য বা কুৎসিততা আমার ক্ষমতার মধ্যে থাকত, তবে আমি আমার চেহারা সুন্দর করে তুলতাম। যদি কেউ নিজের আত্মায় কোন দোষ খুঁজে না পায়, তবে

তার উচিত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তিনি একজনকে পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং কাউকে পিঠে জড়িয়ে না পড়েন, যা দোষের মধ্যে একটি বড় দোষ, তবে মৃতদেহের মাংস খাওয়ার চেয়ে খারাপ কাজ আর কী হতে পারে? এ বিষয়ে গভীরভাবে তাকালে, দোষহীন কেউ নেই। একমাত্র আল্লাহর সত্তা কোন দোষহীন। নিজেকে সমস্ত দোষহীন বলে ভাবা বিশুদ্ধ অজ্ঞতা এবং একটি মূর্খ ধারণা এবং এটি নিজেই একটি বড় দোষ। নিজেদেরকে পাল্টা থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে একটি বিষয় কাজে লাগতে পারে যে, একজন নিজেকে অন্যের মতো অনুমান করে (ব্যাখ্যা করে), অন্য কথায়, একজনের চিন্তা করা উচিত: "আমার বিরুদ্ধে পিঠ দিয়ে যেমন আমি দুঃখিত হই, অন্যরাও তাদের বিরুদ্ধে আমার পিঠ দিয়ে দুঃখিত হবে। আমি যেমন আমার বিরুদ্ধে পিঠ দিতে সন্তুষ্ট নই, অন্যরা কি তাদের বিরুদ্ধে পিঠ দিয়ে সন্তুষ্ট হবে?

নিরাময়ের বিস্তারিত পদ্ধতি: নিরাময়ের বিস্তারিত পদ্ধতি হ'ল কারণগুলি দেখার জন্য যা ব্যাকবিটিংকে প্ররোচিত করে। প্রতিটি রোগের নিরাময় সম্ভব তার [মূল] কারণটি নির্মূল করে। ব্যাকবিটিংয়ের কারণ এবং প্ররোচনামূলক কারণগুলি এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ [কারো প্রতি] ক্রোধ হয়, তবে [নিজেকে বোঝানো] দ্বারা এটি নিরাময় করা উচিত যে: "যদি আমি ক্রোধ করি এবং তা নিয়ন্ত্রণ না করি, তবে ঈশ্বর আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন, কারণ তিনি পিঠ দেওয়া নিষেধ করেছেন এবং আমি তাঁর অবাধ্য হয়েছি এবং তাঁর আদেশকে গুরুত্বহীন বলে মনে করেছি"। প্রত্যাখ্যানের দ্বিতীয় কারণ হ'ল সামঞ্জস্য (বা নিজের সঙ্গীদের সাথে সামঞ্জস্য রাখা), অর্থাৎ, কারও বন্ধুদের সাথে একটি ভাল খেলা হওয়ার জন্য ব্যাকবিটিং করা [যখন তারা পিঠ দেয়]। একজনের চিন্তা করা উচিত যে কেউ যদি সৃষ্টির অনুমোদন লাভ করে, যখন এর ফলে মহান [সকলের স্রষ্টা ও মালিক] এর অসন্তুষ্টি হয়, তবে তার কী উপকার হয়? ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের সন্তুষ্টি অন্বেষণ করার সময় প্রভুকে অসন্তুষ্ট করার মতো বোকা কে আছে?

বিশ্রামের তৃতীয় কারণ হ'ল নিজের নিজের উপর পবিত্রতা আরোপ করা, অন্য কথায়, অন্যের উপর পাপ এবং অন্যায়ের জন্য দায়ী করা, তাদের কাছ থেকে নিজের মুক্তির প্রকাশ করা এবং নিজের নিজের পবিত্রতা গণনা করা। একজনের মনে করা উচিত যে ঈশ্বরের অসন্তুষ্টির সামনে মানুষের অসন্তুষ্টির কোনও অর্থ নেই। তখন আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিশ্চিত হয়, কিন্তু এমন লোকদের অনুমোদন, যাদের সামনে নিজের সাশ্রয় কামনা করা হয়, তার মাধ্যমে নিশ্চিত করা যায় না। এই দুনিয়ার মর্যাদা কেবল ততটাই অনুমান করা যেতে পারে (আকাঙ্ক্ষা) যে কেউ পেতে পারে বা নাও পেতে পারে, তবে পরকালের অপমান ও ক্ষতি নিশ্চিত যে একজন ব্যক্তি পিছিয়ে পড়ার ফলে পেতে বাধ্য। পদাঙ্ক অনুসরণ করা কেবল সেই লোকদের জন্য জায়েয যারা ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন এবং তাঁর আদেশ অনুসরণ করে। যারা পার্থিব জীবনে যতই উঁচু পদে থাকুক না কেন, আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করে তাদের জন্য এটি জায়েয নয়। যদি প্রত্যাশার কারণ হয় অন্যের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা, তবে একজনের উচিত এই চিন্তাভাবনা করে এটি নিরাময় করা উচিত যে ঈশ্বরের আগে আমার যা মর্যাদা ছিল তা এই প্রত্যাশার কারণে চলে গেছে। তবুও যদি কেউ পার্থিব পুরস্কার ও সম্মান পায়, তাহলে তার মূল্য কী? এছাড়াও, এটি নিশ্চিত নয় যে কেউ এটি পাবে কারণ লোকেরা যা বলতে চায় তা বিশ্বাস করতে পারে বা নাও

করতে পারে [অন্যকে পিঠ দেওয়ার ক্ষেত্রে]। যদি তারা বিশ্বাস না করে, তবে তার অবশিষ্ট মর্যাদা নর্দমায় নেমে যাবে এবং তারা একজনকে মিথ্যাবাদী ভাবতে শুরু করবে।

ঈর্ষার কারণে পিঠ দেওয়া ঐশ্বরিক শাস্তি দ্বিগুণ করে দিয়েছে - প্রথমটি পার্থিব নেয়ামতের প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়ার কারণে যা হ্রাস পেতে বাধ্য, এবং দ্বিতীয়টি হ'ল যে ব্যক্তি ঈর্ষান্বিত হয়েছিল তার প্রতি প্রত্যাশা করার কারণে এর সাথে আখেরাতের প্রতিশোধ যুক্ত হয়েছিল। এটি এই পৃথিবী এবং বিশ্বাস উভয়ের ক্ষতির সাথে সম্পর্কিত। পিঠ দেওয়ার আরেকটি ক্ষতি হ'ল কারও ভাল কাজগুলি সেই ব্যক্তির কাছে স্থানান্তরিত হয় যাকে পিঠ দেওয়া হয়েছে এবং একজনের খারাপ কাজগুলি ব্যাকবিটারের কাছে স্থানান্তরিত হয়। যদি প্রত্যাহার করার প্ররোচনা উপহাস করা হয়, তবে একজনের বোঝা উচিত যে একজন অন্যকে অপমান করে ঈশ্বরের সামনে অপমান সঞ্চয় করছে। যদি কেউ তার শেষ পরিণতির দিকে তাকায় এবং দেখেন যে কেয়ামতের দিন জাহান্নামের দিকে পা বাড়ানোর সময় তাকে কত লজ্জা ও অপমান ভোগ করতে হবে, যাদের পাপের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিতে হবে। এভাবে চিন্তা করলে হৃদয়ে ঈশ্বরের ভয় জন্ম নেবে এবং কেউ অন্যকে উপহাস করার সাহসও পাবে না। একজন অন্যের চেয়ে উপহাসের অধিকতর প্রাপ্য, কারণ অন্যকে উপহাস করার মধ্যে নিজের মূর্খতা, ফলস্বরূপ, নিজেকে কিয়ামতের অপমানের কাছে সমর্পণ করে।

পাপের কারণে কারও প্রতি দয়া করা একটি প্রশংসনীয় অনুভূতি, তবে, শয়তান এই ধার্মিক কাজের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় এবং একজনকে এমন একটি শব্দ উচ্চারণ করে বিভ্রান্ত করতে চায় যা একজনের ধার্মিক কাজগুলি সেই ব্যক্তির কাছে স্থানান্তরিত করতে পারে যার উপর দয়া করা হয়েছিল। এইভাবে, অন্যের [পাপ ও অন্যায়ের সাথে জড়িত] ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং একজন নিজে এমন একটি ক্ষতিতে জড়িয়ে পড়বে যা ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায় না এবং এইভাবে তিনি নিজে করুণার যোগ্য হয়ে উঠবেন। ঈশ্বরের জন্য অসন্তুষ্টি করার জন্য পিছু মারার সাথে জড়িত হওয়া উচিত নয়। যখন ঈশ্বরের জন্য একজনের সাথে অন্যের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, তখন শয়তান চায় যে কেউ ঐশ্বরিক প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হোক, যা প্রত্যাশা করে তাকে প্রত্যাশা করা হয়। একই অবস্থা বিস্ময়ের অবস্থা। যদি কেউ অন্যের অবস্থা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে, তবে সে পিঠে জড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, কেউ বিস্ময়ের যোগ্য নয়, বরং অন্যের ঈমান বা পার্থিব বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে নিজের ধর্ম হারানোর জন্য নিজের (নাফস) বিস্মিত হওয়া উচিত। এর কারণ হ'ল বিস্ময়ের অজুহাত ব্যবহার করে অন্য ব্যক্তির গোপন দোষ থেকে পর্দা তুলে নেওয়া এবং সেগুলি প্রকাশ্যে প্রকাশ করা। তেমনি নিজের দোষ উন্মোচিত হবে যার ফলে অপমানিত হবে। এই সমস্ত রোগের নিরাময় হ'ল জ্ঞান এবং জ্ঞান [ঈশ্বরের]। যার বিশ্বাস দৃঢ় এবং ঐশ্বরিক [জ্ঞান] সম্পর্কে প্রকৃত ধারণার অধিকারী তার জন্য জিহ্বা পিছু খাওয়া থেকে সুরক্ষিত।

হৃদয় থেকে নিষেধ করা: অন্যের প্রতি হতাশা বা নিম্ন মতামত পোষণ করা *(সু আল-জুন)* [ঐশ্বরিক বিধানে] মন্দ, মন্দ এবং অভদ্র কথার মতো নিষিদ্ধ। অন্য কথায়, যেমন আপনাকে অন্যের দোষ বর্ণনা করার অনুমতি দেওয়া হয় না, তেমনি আপনার হৃদয়ে অন্যের সম্পর্কে কোনও ভুল চিন্তা করা, অন্যের প্রতি হতাশ হওয়া জায়েয নয়। হতাশা মানে ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য

ব্যক্তিকে খারাপ মনে করা। তবে যদি তা অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটে থাকে, তবে তা ক্ষমা করা হয়, বরং সন্দেহও ক্ষমা করা হয়। যা নিষিদ্ধ তা হ'ল অন্যের সম্পর্কে খারাপ এবং নীচু মতামত পোষণ করা এবং এটি হৃদয়ের প্রবণতা এবং অভিপ্রায়ের সাথে সম্পর্কিত[অন্যের সম্পর্কে খারাপ চিন্তাভাবনা পোষণ করা]। কুরআনে এ মোহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ

"হে ঈমানদারগণ! বেশিরভাগ অনুমানগুলি এড়িয়ে চলুন কারণ কিছু অনুমানগুলি পাপ [কারণ তারা আপনাকে হতাশা, নেতিবাচকতা, ঘৃণা এবং তাদের পছন্দের দিকে নিয়ে যায়, যা ফলস্বরূপ আপনাকে বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিকভাবে ধ্বংসাত্মক পথে নিয়ে যায়]। (কুরআন, অধ্যায় 49, আয়াত 12)

অন্যের প্রতি মোহভঙ্গ করা বা নিম্ন মতামত পোষণ করা নিষিদ্ধ, কারণ কেবল অদৃশ্য থেকে রহস্য জানক (অর্থাৎ আল্লাহ) অন্তরের রহস্য সম্পর্কে অবগত। এজন্য কোন বান্দার জন্য অন্যের ব্যাপারে অন্যজনের অন্তরে অন্যের ব্যাপারে মন্দ (নেতিবাচক) ধারণা পোষণ করা জায়েয নয়। কিন্তু ভুল জিনিস যদি এমনভাবে প্রকট হয়ে যায় যে, খণ্ডন বা অর্থের কোনো অবকাশ না থাকে (যেমনটা মনে হয় তা নাও হতে পারে) তাহলে নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণের কারণে একটি ভুল চিন্তা হৃদয়ে এসে বসতি স্থাপন করতে পারে। কিন্তু, হৃদয়ে আসা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে কেউ দেখেনি বা শুনেনি এমন এক মন্দ বিষয়ের চিন্তা শয়তানের কাছ থেকে এসেছে। শয়তান সেই ব্যক্তি যে এই ধরনের ইঙ্গিতগুলি হৃদয়ে রাখে, এবং এটি জোরালোভাবে খণ্ডন করা দরকার, কারণ একজন পাপী (বা মন্দ প্রবণতার দিকে ঝুঁকছে) দ্বারা প্রচারিত সংবাদ নির্ভরযোগ্য নয় এবং শয়তান পাপীদের [এবং অন্যায়কারীদের] প্রধান। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَـٰلَةٍ

"হে ঈমানদারগণ! যদি কোন পাপী (বা অভ্যাসগত অন্যায়কারী বা মন্দ ব্যক্তি) আপনার কাছে সংবাদ নিয়ে আসে, তবে ভুলবশতঃ কোন জাতির (বা গোষ্ঠীর) ক্ষতি এড়াতে [বিশ্বাস করার আগে] তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে তদন্ত করুন। (কুরআন, অধ্যায় 49, আয়াত 6)

এ থেকে বোঝা যায় যে, শয়তানের দ্বারা আনা সংবাদ (অন্যের সম্পর্কে ভুল চিন্তার বিষয়ে হৃদয়ে ইঙ্গিত) নির্ণয় করা জায়েয নয়। যদি অন্যের প্রতি মোহভঙ্গ বা খারাপ মতামত পোষণ করে, হৃদয়ে প্রবেশ করে, তবে তাকে অবশ্যই এর অবসান করার উপায় চিন্তা করতে হবে এবং আত্মাকে (*নাফস*) বোঝাতে হবে যে, অন্য ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ অবস্থা তার থেকে গোপন রয়েছে এবং যে ঘটনা হতাশার কারণ হচ্ছে, তাতে ভাল ও মন্দ উভয়ের সম্ভাবনা থাকতে পারে এবং ভালোর সম্ভাবনা ত্যাগ করে মন্দকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রয়োজন নেই। মোহভঙ্গ তার লক্ষণ থেকে স্বীকৃত হয় এবং লক্ষণ হ'ল যে কেউ কাউকে ভালবাসত কিন্তু এখন ঘৃণা করতে শুরু করে, আগে একজন সেই ব্যক্তির প্রতি অতিথিপরায়ণ এবং শ্রদ্ধাশীল আচরণ করত কিন্তু এখন [সেই ব্যক্তির সাথে আচরণে] সুখ থাকে না। এই হৃদয়ের পরিবর্তন থেকে বোঝা উচিত যে একজন অন্যের

কাছ থেকে মোহভঙ্গ হয়ে পড়ছে। প্রতিকার হলো, যদি কখনও হৃদয়ে খারাপ অনুমান আসে, তবে তাকে [হৃদয়ে] স্থির হতে দেওয়া উচিত নয় এবং এটি দেহের অঙ্গগুলির মাধ্যমে প্রকাশ করা উচিত নয়। হৃদয়ে স্থির হওয়া হতাশার বহিঃপ্রকাশ হ'ল একজন ঘৃণা এবং ঘৃণা প্রকাশ করতে শুরু করে এবং অঙ্গগুলির মাধ্যমে প্রকাশটি হৃদয়ের মোহভঙ্গ অনুসারে কাজ শুরু করে। যাই হোক না কেন, শয়তান অন্য লোকদের প্রতি হৃদয়ে মোহভঙ্গ করার জন্য সামান্যতম অজুহাত ব্যবহার করে এবং তার সাথে একজনকে বোঝায় যে একজন মন্দ উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে কতটা বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী, এবং একজন বিশ্বাসী ঈশ্বরের আলো দিয়ে দেখে, যদিও বাস্তবে, কেউ ঐশ্বরিক আলো দিয়ে উপলব্ধি করে না, বরং শয়তানের প্রতারণার অন্ধকার দিয়ে একজন উপলব্ধি করে। যাইহোক, যদি কোন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আপনাকে কোন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করে এবং আপনার অনুমানটি সেই ব্যক্তিকে নির্ণয় করার দিকে ঝুঁকে থাকে, তবে তাকে [হতাশার নৈতিক দায়িত্ব থেকে] অব্যাহতি দেওয়া হয়, কারণ যদি কেউ এমন ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে এটি একজন সত্যবাদী ব্যক্তির প্রতি হতাশার বহিঃপ্রকাশ হবে যিনি অবহিত এবং নির্ণয়ের যোগ্য, সত্যবাদের কারণে প্রত্যাখ্যান নয়। কারো সম্পর্কে ভালো মতামত রাখলে একজন অন্যের প্রতি মোহভঙ্গ হয়ে যায়, এটা কোনোভাবেই উপযুক্ত নয়। যাইহোক, একজনের লক্ষ্য রাখা উচিত যে তথ্যদাতার কোনও শত্রুতা নেই এবং যার সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে তার প্রতি ঈর্ষান্বিত নয়, অন্যথায়, প্রেরিত সংবাদটি একটি মিথ্যা হিসাবে সন্দেহ করা যেতে পারে যা সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করার একটি [বৈধ] কারণ। যদি কেউ এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, তবে তার বিরতি দেওয়া উচিত এবং অভিযুক্তকে মিথ্যাবাদী বা সত্যবাদী বলে মনে করা উচিত নয়, বরং তার মনে করা উচিত যে ব্যক্তির [অভ্যন্তরীণ] অবস্থা, যার খবর তথ্যদাতা দ্বারা প্রেরণ করা হয়েছে, তার [অভ্যন্তরীণ] অবস্থা পূর্বে গোপন ছিল এবং এখনও গোপন রয়েছে।

যদি তোমরা কোন মুসলমানের প্রতি বিভ্রান্ত হও, তবে তোমাদের উচিত একজন মুসলমানের প্রতি আপনার আতিথেয়তা ও সম্মান বৃদ্ধি করা এবং [সেই ব্যক্তির জন্য] কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। এইভাবে, আপনার হৃদয় পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং শয়তান আপনার উপর হতাশ হবে এবং আপনার কাছ থেকে তার হাত সরিয়ে নেবে এবং আপনার হৃদয়ে অন্যদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা রাখার চেষ্টা করবে না এই ভয়ে যে আপনি ভালর জন্য প্রার্থনা করতে শুরু করবেন এবং সেই ব্যক্তির প্রতি আরও সম্মান দেখাবেন। যদি কোনো নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য বা ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আপনি একজন মুসলমানের মধ্যে কোন অমঙ্গল সম্পর্কে জানতে পারেন, তাহলে শয়তানের প্রভাবশালী হয়ে কারও বিরুদ্ধে পিঠ দেওয়ার পরিবর্তে আপনি যেন একজনকে এমনভাবে উপদেশ দেন যাতে অন্যরা তা সম্পর্কে সচেতন না হয়। যদি আপনি উপদেশ দেন, তবে আনন্দ করার দরকার নেই যে আপনি অন্যের দোষ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন এবং ঈশ্বর আপনাকে উপদেশদাতা এবং উপদেশদাতা হিসাবে প্রেরণ করেছেন এবং অন্যকে [সঠিক] পথ দেখানোর ক্ষমতা দিয়েছেন, এবং আপনার হৃদয়ে আপনার নিজের মহত্ত্ব বা অন্যের নম্রতার কথা চিন্তা করা উচিত নয়। পরিবর্তে, আপনার ক্ষতির কথা জানার পরে আপনি যেমন বিরক্ত হন, অন্যের অবস্থা সম্পর্কে আপনার অনুশোচনা করা উচিত। উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যে দোষটি অন্য ব্যক্তির মধ্যে থাকবে না। একজনের চেষ্টা করা উচিত যে অন্য ব্যক্তি আপনার পরামর্শের প্রয়োজন ছাড়াই নিজেরাই সঠিক পথে চলে যায় বা অন্য কেউ এমন পরামর্শ দেবে যা অন্যের উপকার করবে। আপনি যদি এই পদ্ধতি অনুসরণ করেন তবে একটির

পরিবর্তে আপনি তিনটি সওয়াব পাবেন [আল্লাহর পক্ষ থেকে]: প্রথমটি উপদেশ দেওয়ার জন্য, দ্বিতীয়টি অন্যের অবস্থার জন্য অনুতপ্ত হওয়ার জন্য, এবং তৃতীয়ত অন্যের দ্বীনের জন্য আপনি যে সাহায্য করেছেন তার জন্য।

ব্যাকবিটিংয়ের ব্যতিক্রম: [পবিত্র বিধানে] পিঠা নিষিদ্ধ করার ছয়টি ব্যতিক্রম রয়েছে, অর্থাৎ এই ছয়টি পরিস্থিতিতে এটি করা জায়েয:

1. প্রথমত, নিপীড়নের প্রতিকারের জন্য [নিপীড়িতদের নিপীড়নের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করার আকারে],
2. দ্বিতীয়ত, মন্দ দূর করা এবং পাপ দূর করার জন্য [সাহায্য করার ক্ষমতা রয়েছে এমন কারও কাছ থেকে] সাহায্য পাওয়া, [এবং এটি নিজের গুনাহ হতে পারে],
3. তৃতীয়ত, [ধর্মতত্ত্ববিদ ও আইনবিদদের কাছ থেকে অন্যদের সম্পর্কে প্রকৃত ঘটনা ও অভিযোগ বর্ণনা করে],
4. চতুর্থত, মুসলমানদের অন্যের অশুভ শক্তি থেকে বিরত রাখা (যদি কেউ দেখে যে তারা ধর্মের ছদ্মবেশে ভুল মতাদর্শের দিকে ঝুঁকছে],
5. পঞ্চমত, যে নামটি মানুষের মধ্যে প্রচলিত হয়ে উঠেছে (যা আপত্তিকর বলে মনে হতে পারে কিন্তু যার নাম পরিচিত হয়েছে, সে তাতে কিছু মনে করে না],
6. ষষ্ঠ অন্যের প্রকাশ্য পাপের জন্য (যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে কাজ করে এবং তার জন্য অহংকার করে)।

ষোড়শ ক্ষতি – কথক : অন্যের কথা বলা বা গসিপ প্রচার করা এবং অন্যের গোপন বিষয় যা ক্ষতি বা ঝামেলা সৃষ্টি করতে পারে, তা জিহ্বার অন্যতম ক্ষতি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾

"আর যে ব্যক্তি মিথ্যা গালিগালামে অভ্যস্ত, সে সস্তা (অসম্মানিত) ব্যক্তি, তার কোন মূল্য নেই [যেমন সে তুচ্ছ কাজে নিবেদিত], যে প্রচুর বিদ্রূপ করে এবং গল্পবাহক। (কুরআন, অধ্যায় 68, আয়াত 10-11)

এর পর আল্লাহ তাআলা বলেন:

عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ

"যে একজন কঠোর, মেজাজের এবং অশুভ ব্যক্তি। (কুরআন, 68 অধ্যায়, 13 আয়াত)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لايدخل الجنة نمام

"একজন গল্পবাহক স্বর্গে যাবে না"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আবু হুযাইফা (রহঃ) এর বিধানে* সহীহ বুখারী *ও* সহীহ মুসলিম *হাদীস* সংকলন।

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

احبكم الى الله احاسنكم اخلاقا الموطئون اكنافا يالفون ويؤلفون وان
ابغضكم الى الله المشاؤن بالنميمة المفرقون بين الاخوان الملتمسون
للبراء العثرات

"তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় তারা হল যারা তোমরা তাদের আচরণে (নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক স্বভাব) শ্রেষ্ঠ, যারা কোমল হৃদয়, যারা ভালবাসে এবং [অন্যদের] ভালবাসে। তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অপছন্দনীয় ব্যক্তি হচ্ছে তারা, যারা গল্পবাহক, যারা ভাইদের মধ্যে অনৈক্য বপন করে এবং নিরীহ লোকদের দোষ অন্বেষণ করে। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আবু হুরায়রা (রহঃ) থেকে বর্ণিত* হাদীস *সংকলন* তাবারানী আওসাত।

গল্পের সংজ্ঞা হ'ল এমন কিছু প্রকাশ করা যার প্রকাশটি খারাপ, বিশেষত যদি সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে কিছু প্রকাশিত হয়েছে সে মনে রাখে, বা যে শুনেছে সে তা অপছন্দ করে। এটি প্রয়োজনীয় নয় যে প্রকাশটি জিহ্বার দ্বারা করা হয়েছে কারণ লেখা এবং ইঙ্গিত জিহ্বার বিকল্প। উপরন্তু, এটি প্রয়োজনীয় নয় যে [কারও খারাপ] কথা বা কাজ বা দোষের সাথে সম্পর্কিত। টেলবিয়ারিং হ'ল অপছন্দনীয় কোনও কিছুর অভিব্যক্তি (বা প্রকাশ)। যখন কেউ অন্যের অবাঞ্ছিত বিষয় বা অবস্থার মুখোমুখি হয় [কারও প্রকাশের ফলস্বরূপ], তখন তার নীরবতা অবলম্বন করা উচিত। তবে কোনো মুসলমানের উপকার বা গুনাহ দূর করার উদ্দেশ্য হলে কথা বলা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ অন্যায়ভাবে কারও সম্পত্তি বা সম্পত্তি কেড়ে নিতে দেখেন, তবে তাকে ভুক্তভোগীর অধিকার রক্ষার জন্য সাক্ষ্য দেওয়া উচিত এবং জানানো উচিত যে অমুক ব্যক্তি কারও সম্পত্তি দখল করেছে।

গল্পের পিছনে চালিকা শক্তি হ'ল সেই ব্যক্তির ক্ষতি করা যার কথা বা সম্পর্কিত বিষয় প্রকাশিত হয় বা যে ব্যক্তি সংবাদ নিয়ে আসে তার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করা বা কেবল ভাল সময় কাটাতে কারণ অকেজো বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়া একজনকে গল্প করতে উত্তেজিত করে। যদি কেউ কারো সামনে বলে, "অমুক ব্যক্তি তোমার সম্পর্কে এরূপ কথা বলে, তোমার বিরুদ্ধে অমুক কাজ করছে, তোমার ক্ষতি করার জন্য তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, তোমার শত্রুর বন্ধু বা তোমাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে" ইত্যাদি অন্যান্য বিষয়, তবে ছয়টি বিষয়ের উপর কাজ করা উচিত। প্রথমত, এ ধরনের ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা উচিত নয়, কারণ তাহাবী একজন পাপী (ফাসিক) এবং এ ধরনের ব্যক্তির সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًۢا بِجَهَـٰلَةٍ

"হে ঈমানদারগণ! যদি কোন ব্যক্তি মন্দ প্রবণতা নিয়ে আসে, তবে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করে দেখ। সম্ভবত, আপনি অজ্ঞতার কারণে একটি জাতি [বা গোষ্ঠীর] ক্ষতি করতে পারেন [প্রকৃত বিষয় না জানার এবং গোপন উদ্দেশ্যের লোকদের মিথ্যাচারে প্রতারিত হওয়ায়]। (কুরআন, অধ্যায় 49, আয়াত 6)

দ্বিতীয়ত, একজনের উচিত [কাহিনীকারীকে] কথা বলা থেকে নিষেধ করা, [এর বিরুদ্ধে] উপদেশ দেওয়া এবং এ ধরনের কাজের মন্দতা পরিষ্কার করা, কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَأْمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ

"আর তোমরা সৎকর্মের উপদেশ দাও এবং মন্দ কাজের বিরুদ্ধে উপদেশ দাও। (কুরআন, অধ্যায় 31, আয়াত 17)

তৃতীয়ত, ঈশ্বরের জন্য একজন কাহিনীবাহীকে অপছন্দ করা উচিত কারণ এমন ব্যক্তি ঈশ্বরের কাছে অপছন্দ করে এবং এমন ব্যক্তিকে অপছন্দ করা বাধ্যতামূলক যে ঈশ্বর [এই অনৈতিক কর্মের কারণে] অপছন্দ করেন। চতুর্থত, অনুপস্থিত নিজের ভাই (বা বোন) সম্পর্কে মোহভঙ্গ হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ

"হে ঈমানদারগণ! বেশিরভাগ অনুমানগুলি এড়িয়ে চলুন কারণ কিছু অনুমানগুলি পাপ [কারণ তারা আপনাকে হতাশা, নেতিবাচকতা, ঘৃণা এবং তাদের অনুরূপগুলির দিকে নিয়ে যায়, যা ফলস্বরূপ আপনাকে ধ্বংসাত্মক পথে নিয়ে যায়]। (কুরআন, অধ্যায় 49, আয়াত 12)

পঞ্চমত, একজনের আগে যা রিহার্সেল করা হয়েছিল তা শোনার সময় আরও তথ্য সন্ধানের বিষয়ে কৌতূহলী হওয়া উচিত নয় কারণ ঈশ্বর এটি নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন:

وَلَا تَجَسَّسُواْ

"আর একে অপরের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করো না [অথবা অন্যের ব্যক্তিগত বা অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় নিয়ে তদন্ত করার জন্য নিষ্ক্রিয় কৌতূহল রাখো না, যা লোকেরা প্রকাশ করতে পছন্দ করে না]। (কুরআন, অধ্যায় 49, আয়াত 12)

ষষ্ঠত, যে বিষয়ে কেউ কাহিনীকারীকে নিষেধ করে সেই একই বিষয়ে জড়িয়ে পড়া উচিত নয়, উদাহরণস্বরূপ, "অমুক ব্যক্তি (অমুক ব্যক্তি) আমাকে অমুক ব্যক্তি (যার অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়টি প্রকাশ করা হচ্ছে) সম্পর্কে এটি বলেছে"।

হযরত উমর ইবনু আবদুল আযীয (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলতে শুরু করল, কিন্তু তিনি তাকে বললেন, 'আপনি চাইলে আমরা আপনার কথার তদন্ত

করতে পারি। যদি তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তবে এই আয়াতটি (কুরআনের) যা বলা হয়েছে, 'যদি কোন পাপী তোমার কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত কর', এবং যদি তা সত্য হয়, তবে আপনি কুরআনের সেই আয়াতের মতো হবেন যেখানে বলা হয়েছে, 'এ ব্যক্তি একজন তুচ্ছ ব্যক্তি যে বিদ্রূপ করে এবং গল্প করে'। তৃতীয় অবস্থা হলো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। ওই ব্যক্তি বলল, হে মুমিনদের নেতা! দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন, আমি ভুল করেছি এবং এই ভুলটি আর করব না। একটি রেওয়াজ অনুসারে, একজন জ্ঞানী ব্যক্তির এক বন্ধু তার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন এবং [তাঁর] অন্য বন্ধুর সম্পর্কে কিছু বলতে শুরু করেছিলেন। জ্ঞানী ব্যক্তি বললেন: "আপনি এত দিন পরে এসেছিলেন এবং আপনি আসার সাথে সাথেই তিনটি অপরাধ করেছিলেন: প্রথমত, আপনি আমার এবং আমার বন্ধুর মধ্যে শত্রুতার বীজ বপন করেছিলেন; দ্বিতীয়ত, তুমি আমার শান্ত এবং শূন্য [কোনও বিদ্বেষ এবং মন্দ চিন্তার] হৃদয় এবং মনকে দুঃখ এবং অস্থিরতায় পূর্ণ করেছ; তৃতীয়ত, আপনি নিজের সততা [এবং বিশ্বাসযোগ্যতার] ক্ষতি করেছেন। হাছান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, 'যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সম্পর্কে কথা বলে, সে অবশ্যই অন্য কারো সাথে আপনার বিরুদ্ধে গল্প করবে। এটি এই সত্যের ইঙ্গিত দেয় যে একজন গল্পকারক বিশ্বাস করা এবং সত্য বিবেচনা করার যোগ্য নয়, কারণ এই ব্যক্তি মিথ্যা বলা, পিঠ দেওয়া, দুষ্টুমির বীজ বপন, অসততা, প্রতারণা, ভণ্ডামি, ঈর্ষা এবং মুসলমানদের মধ্যে [বা অন্য কারও] মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার মতো গুরুতর পাপ করেছে। এ ধরনের ব্যক্তি ঐশ্বরিক আদেশ দেওয়া বন্ধনের (ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের) অবসান ঘটাতে বদ্ধপরিকর এবং পরিবর্তে পৃথিবীতে (বিশ্ব) অরাজকতা ও অশান্তি (*ফাসাদ)* ছড়ায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ

"তারা [পারস্পরিক প্রেম, বন্ধুত্ব, সম্প্রীতি এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের] বন্ধন ছিন্ন করে দেয় যা ঈশ্বর অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ দিয়েছেন এবং [পরিবর্তে] পৃথিবীতে অশান্তি ছড়িয়ে দেয়। (কুরআন, 13 অধ্যায়, আয়াত 25)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ

দোষ কেবল তাদের উপরই যারা মানুষের উপর নিষ্ঠুরতা ও নিপীড়ন চালাচ্ছে এবং তাদের কোন অধিকার বা যৌক্তিকতা ছাড়াই দুনিয়ায় বিদ্রোহী। (কুরআন, অধ্যায় 42, আয়াত 42)

এমনকি যদি কোন কাহিনীবাহক সত্যবাদী হয়, তবুও সে নম্রতা থেকে মুক্ত নয়, কারণ এ ধরনের ব্যক্তি অন্যের মর্যাদার প্রতি সচেতন হননি এবং [তাদের ব্যক্তিগত বিষয়] গোপন করার জন্য

কাজ করেননি। কিছু লোক বলেছেন যে গল্প বহন করা মিথ্যা, ঈর্ষা এবং ভণ্ডামির দ্বারা গঠিত এবং এই তিনটি বৈশিষ্ট্য অপমানের উপাদান [এবং গল্পকারীর জন্য নম্রতা]। সংক্ষেপে, গল্পকারকের মন্দতা বিশাল, এবং এর বিরুদ্ধে রক্ষা করা উচিত।

সপ্তদশ ক্ষতি - দ্বিমুখী মনোভাব বা ভণ্ডামি: জিহ্বার ভণ্ডামিও [একটি] বিশাল [পাপ]। একজন ডাবল-স্পিক টকার দুই শত্রুর মধ্যে শত্রুতার অনেক সুবিধা নেয়। এই ধরনের ব্যক্তি যাকে দেখা করে, তাকে একজনের আন্তরিকতা এবং সমর্থন নিশ্চিত করে এবং অন্য পক্ষকে বদনাম করে। এটি খুব কমই ঘটে যে একজন দুজন প্রতিপক্ষের সাথে দেখা করে এবং তাদের উভয়ের পক্ষে কথা বলা থেকে দূরে থাকে। এটাই আসল ভণ্ডামি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

تجلون من شر عباد الله يوم القيامة ذالوجهين الذى يأتى هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث

"কিয়ামতের দিন একজন দ্বিমুখী ব্যক্তিকে অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় পাওয়া যাবে, যে একজনকে কিছু বলত এবং অন্যজনকে অন্য কিছু বলত। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত* হাদীস *সংকলন* ইবনে আবি আব-দুনিয়া

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বলতেন, 'দ্বিমুখ ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ভরসাযোগ্য নয়। সবাই একমত যে দু'জন ভিন্ন ব্যক্তির সাথে দ্বিমুখী বৈঠক করা ভণ্ডামি। যদি কেউ বিরোধী দলের প্রশংসা করে যা দুই প্রতিপক্ষের একে অপরের প্রতি রয়েছে এবং তাদের উভয়কে (তাদের সাথে পৃথক বৈঠকে) একজনের সমর্থনের আশ্বাস দেয়, তবে এটি দ্বিমুখী মনোভাব। একইভাবে, যদি কেউ কারও মুখের প্রশংসা করে কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে তার দোষগুলি তালিকাভুক্ত করতে শুরু করে, তবে এটিও দ্বিমুখী মনোভাব। নীরবতা অবলম্বন করা বা কেবল সঠিক ব্যক্তির প্রশংসা করা ভাল এবং এই প্রশংসা মুখে বা পিছনে একই হওয়া দরকার, এমনকি যদি এটি প্রতিপক্ষের সামনে করা হয়। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) কে লোকেরা জানিয়ে দিয়েছিল যে, তারা অভিজাত ও কর্তৃপক্ষের সামনে এমন কিছু বলে যা তারা তাদের সাথে না থাকলে বলে না। তিনি বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে এটাকে ভণ্ডতা বলে মনে করতাম। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *তাবরানী) /* সাহস থাকলে অবৈধ কাজ বা কু-কথা বলা বন্ধ করতে হবে। ক্ষমতা না থাকলে চুপ করে থাকলেও হৃদয়ে খারাপ মনে করতে হবে।

অষ্টাদশ ক্ষতি – প্রশংসা: কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশংসাও জায়েয নয়। যতদূর কারো দোষ বর্ণনা করা যায়, এটি [নিষেধ সম্পর্কে] আজ্ঞার অধীনে আসে। প্রশংসার ছয়টি ক্ষতি রয়েছে। এর মধ্যে চারটি প্রশংসাকারীর সাথে সম্পর্কিত এবং দুটি প্রশংসিত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত।

প্রশংসাকারীর সাথে সম্পর্কিত চারটি ক্ষতি: প্রথম ক্ষতি হ'ল যে ব্যক্তি প্রশংসা করে সে এতটাই অতিরঞ্জিত করে যে এটি মিথ্যা হয়ে যায়। দ্বিতীয় ক্ষতি হ'ল কখনও কখনও প্রশংসায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, অন্য কথায়, যদিও প্রশংসা সত্য হতে পারে, প্রশংসা করা ব্যক্তি প্রশংসিত ব্যক্তির প্রতি নিজের ভালবাসা প্রদর্শন করতে চায় যদিও হৃদয়ে কোনও ভালবাসা নেই, বা প্রশংসিত ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কেউ হৃদয়ে নিশ্চিত নয় যার জন্য একজন কেবল প্রদর্শন হিসাবে প্রেম প্রকাশ করছে। এভাবে একজন ভণ্ড হয়ে যায়। তৃতীয় ক্ষতি হ'ল কখনও কখনও কেউ এমন কিছু বলে যা তদন্ত করে নি বা তার নির্দিষ্ট জ্ঞান এবং তথ্য রয়েছে। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে একজনের প্রশংসা করল, যিনি তাকে বললেন:

ويحك قطعت عنق صاحبك لو سمعها ما افلح ثم قال ان كان احدكم لا بد مادحا اخاه فليقل احسب فلانا ولا ازكى على الله احدا حسيبه الله ان كان يرى انه كذلك

"আপনি আপনার সঙ্গীর ঘাড় ভেঙে দিয়েছেন (প্রবাদপ্রবাদে বলতে গেলে এটি বোঝায় যে মুখের প্রশংসা করা খুব ধ্বংসাত্মক হতে পারে কারণ এটি একজনকে উচ্ছ্বসিত, গর্বিত এবং অহংকারী এবং আত্ম-প্রশংসাকারী এবং অন্যান্য অনুরূপ অভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক গুণাবলীতে জড়িত করে যা আত্মার রোগ হিসাবে একজনের আধ্যাত্মিকতার ক্ষতি করে)! যদি কেউ তা শোনে, তবে সে মোক্ষ পাবে না [যেমন তোমার প্রশংসার ফলে সে আত্মার রোগে আক্রান্ত হবে]। যদি তোমার ভাইয়ের প্রশংসা করার প্রয়োজন হয়, তবে বলুন, 'আমি অমুক (নিশ্চিততার বিপরীতে অনুমানের ইঙ্গিত) এবং আল্লাহর সামনে তার পবিত্রতার প্রমাণ দিও না, কারণ আল্লাহ তার সম্পর্কে জানেন [এবং তার অন্তরের বাস্তবতা যেমন আল্লাহ একজন ব্যক্তির অন্তরের অন্তরের প্রতিটি তন্তু সম্পর্কে জানেন]। এই [প্রকার] প্রশংসা [যেখানে ঈশ্বরের উপর আরোপিত হয়েছে] করা উচিত যখন আপনি জানেন যে তিনি এরকমই আছেন". (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আবু বকরা (রহঃ) এর বর্ণনায়* সহীহ বুখারী *ও* সহীহ মুসলিম *হাদীস* সংকলন।

এই ক্ষতি সেই সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে সম্পর্কিত যা প্রমাণ (প্রমাণ) দ্বারা জানা যায় [অতএব, তাদের সম্পর্কে প্রত্যয়ের একটি উপাদান রয়েছে], উদাহরণস্বরূপ, বলা যে অমুক ব্যক্তি ঈশ্বর-ভয়শীল, ধার্মিক, [জাগতিকতা থেকে] বিরত এবং দানশীল। এটি স্পষ্ট যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি লুকানো এবং এগুলি কোনও ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ সত্তার সাথে সম্পর্কিত এবং আমাদের কাছে [নিশ্চিতভাবে] তাদের জানার কোনও উপায় নেই। তবে এটা বলা ঠিক যে, 'আমি একজনকে ভোরের পূর্বে (*তাহাজ্জুদ)* নামায পড়তে দেখেছি অথবা কাউকে হজ্জ ও দান করতে দেখেছি', কারণ এসব বিষয় নিশ্চিত এবং সরাসরি পালন করা হয়। কাউকে ন্যায়পরায়ণ বলা বা ঐশ্বরিক নিয়তির সাথে একমত হওয়াও ঠিক নয়, কারণ ন্যায়বিচার এবং ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত নিয়তিকে গ্রহণ করা একজনের অন্তরের সত্তার সাথে সম্পর্কিত বিষয় এবং কারও অভ্যন্তরীণ সত্তার সাথে

সম্পর্কিত কোনও পরীক্ষা (পরীক্ষা এবং ক্লেশ) ছাড়াই তাদের জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। হযরত উমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে আরেকজনের প্রশংসা করতে শুনে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তার সাথে ভ্রমণ করেছ? তিনি বললেন, 'না! তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সকালে ও সন্ধ্যায় তার প্রতিবেশী? তিনি আবার উত্তর দিলেন, 'না! হযরত উমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! আমার মতে আপনি তাকে চেনেন না। আপনি জ্ঞান ও তদন্ত ছাড়াই তাঁর প্রশংসা করছেন। ভ্রমণ, লেনদেন এবং ঘনিষ্ঠতার মধ্যে একজনের [অন্তর] বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বদা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন আপনি ভ্রমণের সময় তার সঙ্গী নন বা প্রতিবেশী নন বা তার সাথে ক্রয় ও বিক্রয়ের সাথে লেনদেন করেননি। কিসের ভিত্তিতে আপনি তার প্রশংসা করছেন? চতুর্থ ক্ষতি হলো, যে ব্যক্তি প্রশংসার সহিত প্রশংসা করে, সে অত্যাচারী বা মন্দ ব্যক্তির জন্য সুখের সুযোগ করে দেয়, যদিও তা অবৈধ [পবিত্র ঐশ্বরিক বিধানে]। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ان اللّٰہ تعالٰی یغضب اذا مدح الفاسق

"নিশ্চয়ই আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, যখন কোন অন্যায়কারীর প্রশংসা করা হয়। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আনাস ইবনু মালিক (রহঃ) এর কথিত* ইবনে আবি দুনিয়া *ও* বায়হাকীর *হাদীস* সংকলন।

হাছান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 'যে ব্যক্তি অত্যাচারীর দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া করেছে, সে কামনা করেছে যে, দুনিয়ায় আল্লাহর অবাধ্যতার ক্রমাগত কাজ দীর্ঘকাল অব্যাহত থাকে। অত্যাচারী ও অত্যাচারী নিন্দা ও অস্বীকারের যোগ্য, যাতে সে দুঃখিত হয় এবং নিজের অত্যাচার ও মন্দতা থেকে বিরত থাকে। এমন একজন প্রশংসার যোগ্য নয়।

প্রশংসিত একটির সাথে সম্পর্কিত দুটি ক্ষতি: প্রথম ক্ষতি হ'ল প্রশংসা এবং প্রশংসা হৃদয়ে অহংকার (কিবর*)* এবং আত্ম-অহংকার ('*উজুব* বা নিজের সম্পর্কে উচ্চ মতামত রাখা) জন্ম দেয় এবং এটি নম্রতার সরাসরি বিপরীত। এই উভয় অভ্যন্তরীণ গুণাবলী প্রাণঘাতী এবং ধ্বংসাত্মক [কারও অভ্যন্তরীণ সত্তা এবং আধ্যাত্মিকতার জন্য যা ফলস্বরূপ বাইরের শারীরিক ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে]। দ্বিতীয় ক্ষতি হ'ল যে কেউ প্রশংসায় সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং এই ভুল বোঝাবুঝি হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায় যে, "আমি ভাল, তাই লোকেরা আমার প্রশংসা করে"। নিজের প্রতি এই বিশ্বাসযোগ্যতা বা উচ্চ শ্রদ্ধা একজনকে [সৎকর্ম ও সৎকর্ম] সম্পাদনে অলস করে তুলবে এবং একজনকে আত্ম-ধার্মিকতা [বা আত্ম-অহংকার] ('*উজুব)* এর রোগে আক্রান্ত করবে এবং হৃদয়ে এই উপলব্ধি জাগিয়ে তুলবে যে এখন কোন [সৎ ও সৎকর্ম] করার প্রয়োজন নেই। এই কারণেই, উপরোক্ত রেহারায় প্রশংসাকারী ব্যক্তির সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "তুমি তোমার বন্ধুর সাথে তোমার প্রশংসায় ভাল আচরণ করো নি এবং ঘাড় ভেঙে দিয়েছ; যদি কেউ তা শোনে, তবে সে পরিত্রাণ পাবে না।

মুত্রাফ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 'যখনই আমি অন্যের জিহ্বা থেকে আমার প্রশংসা শুনেছি, তখনই আমি আমার চোখে নিকৃষ্ট হয়ে গেলাম এবং আমার আত্মা (*নাফস)* আমার

কাছে অপমানিত হয়ে উঠল। যীয়াদাহ ইবনে আবি মুসলিম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি নিজের প্রশংসা বা প্রশংসা শোনে, শয়তান তাকে অহংকার ও অহংকারে প্ররোচিত করে, কিন্তু মুমিন তা থেকে রক্ষা পায়। ইবনে আল-মুবারক (রহঃ) বলেন, 'মুত্রাফ ও জিয়াদাহ উভয়ের বাণী সঠিক, তবে জিয়াদাহ যা বলেছেন তা সাধারণ মানুষের হৃদয়ের চিত্র এবং মুত্রাফের বক্তব্য [আধ্যাত্মিক] অভিজাতদের (*আওলিয়া* বা সাধু ও জ্ঞানবাদী) বাস্তবতা, অন্য কথায়, সাধারণ মানুষ তাদের প্রশংসার ফলে গর্বিত হয় এবং অভিজাতরা বিনীত হয়। প্রশংসিত ব্যক্তি সৎকর্ম করতে অলস হয়ে যায় বা প্রশংসার ফলে আত্ম-ধার্মিকতা এবং অহংকারের জন্ম হয় এবং এই উভয়ই মারাত্মক রোগ যা আত্মার মৃত্যুর কারণ হয়, ঠিক যেমন হত্যা দেহের মৃত্যুর কারণ হয়। প্রশংসিত ব্যক্তি যদি উপরোক্ত ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়, তাহলে এতে দোষের কিছু নেই, বরং এ ধরনের প্রশংসা ভালো। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিভিন্ন সাহাবীর প্রশংসা করেছেন। ভবিষ্যদ্বাণী সাহাবীগণের চরিত্র এতটাই উঁচু ছিল যে, এইরূপ প্রশংসা তাহাদের হৃদয়ে অহংকার, অহংকার, আত্ম-ধার্মিকতা ও অহংকারের অনুভূতি জন্মায়নি। এর পরিবর্তে, তারা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকত এবং আরও বেশি নম্রতা ও অবমাননা গ্রহণ করত। তাই নিজের জিহ্বা দিয়ে নিজের প্রশংসা করা ভালো কাজ নয়, কারণ এতে গর্ব আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

انا سيد ولد آدم ولا فخر

"আমি আদম সন্তানের (অর্থাৎ আদি থেকে শেষ পর্যন্ত, পৃথিবীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত) সমগ্র মানবজাতির নেতা এবং এতে কোন অহংকার নেই। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আবু সাঈদুল খুদরী রহল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত* তিরমিযী ও *ইবনে মাজাহ হাদীসে* সংকলিত হয়েছে।

অন্য কথায়, তিনি অন্য লোকদের মতো গর্ব বা গর্বের জন্য এটি বলছিলেন না, যারা তাদের গুণাবলী গণনা করতেন এবং তাদের জন্য গর্ব প্রকাশ করতেন। মহানবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর অহংকার (এই বাক্যে "সুখ" শব্দে ব্যবহৃত হয়েছে) [অহংকার ও অহংকারের উপাদান ছাড়াই] আল্লাহর সাথে সান্নিধ্য ও ঘনিষ্ঠতার কারণে হয়েছিল, এটি মানবতার নেতা হওয়ার কারণে বা [ঈশ্বরগতভাবে] সর্বপ্রথম এবং সর্বাগ্রে [ঈশ্বর কাউকে বা কিছু সৃষ্টি করার আগে] সৃষ্টি করার কারণে ছিল না (এটি রহস্যময় শিক্ষাগুলির মধ্যে একটি যা সৃষ্টির রহস্য উন্মোচন করে যখন আত্মার চোখে বোঝা যায় যখন এটি ঐশ্বরিক আলোকসজ্জায় আলোকিত হয়, যেমনটি প্রতিটি যুগের জ্ঞানবাদীরা বুঝতে পেরেছেন)। মুজাহিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'ফেরেশতাগণ আদম সন্তানদের সাথে যায়। যখন কোন মুসলমান তার ভাইয়ের কথা সৎভাবে উল্লেখ করে, তখন ফেরেশতাগণ বলে, আল্লাহ তোমাদেরও এমনই দান করুন, কিন্তু যখন কোন খারাপ কথার কথা বলা হয়, তখন ফেরেশতাগণ বলে, হে মানুষ! আপনার দোষ গোপন, শুধু এখানেই থামুন

এবং আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন যে তিনি আপনার দোষ প্রকাশ করে আপনাকে অপমান করেননি।

প্রশংসিত ব্যক্তির দায়িত্ব: যে ব্যক্তি প্রশংসিত হয়, সে যেন নিজের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত না হয় এবং অহংকার (*কিবর)* ও আত্ম-অহংকার (*উজুব)* থেকে সামান্য পরিমাণ ধুলোবালিও নিজের হৃদয়ের পৃষ্ঠে পড়তে দেবে না। এটি কেবল তখনই ঘটতে পারে যখন কেউ তার প্রশংসার সময় মনে করে যে এই পৃথিবী থেকে বিদায়ের মুহূর্তটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং বিপজ্জনক, আড়ম্বরপূর্ণ এবং সৎকর্মের অন্যান্য ধ্বংসাত্মক গুণাবলী আক্রমণে পড়ে আছে; এক মুহুর্তের মধ্যে, সমস্ত সৎকর্ম সম্পূর্ণ বৃথা যেতে পারে। প্রশংসিত ব্যক্তির নিজের দোষগুলি পরীক্ষা করা উচিত যা প্রশংসা করা ব্যক্তি এমনকি জানে না, অন্যথায় সে কখনই প্রশংসা করত না।

ঊনবিংশ ক্ষতি – কথার ভুলের সাথে অবহেলা: কথা ও কথাবার্তার সূক্ষ্ম ভুলের সাথে অবহেলাও [জিহ্বার] একটি বড় ক্ষতি, বিশেষ করে যেগুলি ঈশ্বরের সত্তা ও গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত এবং ধর্মের সাথে সম্পর্কিত, এবং এই জাতীয় শব্দগুলি পণ্ডিত এবং বাগ্মীরা সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারেন। যাদের জ্ঞান ও বাগ্মিতা নেই, তাদের বক্তব্য ভুলমুক্ত নয়। তবে বক্তার অজ্ঞতার কারণে আল্লাহ এ ধরনের ভুল ক্ষমা করে দেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলতে শুরু করল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা চান, তাই হোক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

اجعلتنى للّه عديلا بل ماشاء اللّه وحده

"আপনি কি আমাকে ঈশ্বরের অংশীদার করছেন [আপনার বাক্য দ্বারা বোঝানো হয়েছে]? (আমি শুধু আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, তাঁর শরীক নই। বরং বলা উচিত, আল্লাহ যা-ই চান, যার কোন শরীক নেই। *(এই ঐতিহ্য* বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *নাসাঈ* ও *ইবনে মাজাহ)*

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "তোমাদের কেউ কেউ আল্লাহর সাথে এমনভাবে শরীক কর যে, তোমরা কুকুরকে এই বলে শরীক কর যে, কুকুরটি না থাকলে রাতে আমাদের বাড়িতে চুরি হতো।

হযরত উমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, যিনি বলেছেন:

ان الله تعالى ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم من كان حالفا
فليحلف بالله وليصمت

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পূর্বপুরুষদের নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। যাকে শপথ করতে হবে সে যেন আল্লাহর নামে কসম খেতে পারে, অথবা চুপ করে থাকে। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে হাদীস *সংকলন* সহীহ বুখারী *ও* সহীহ মুসলিম)

এই কয়েকটি উদাহরণ রয়েছে। তাদের কাছ থেকে অনুমান করা যায় যে ভুলগুলি সাধারণ মানুষ দেখে না, যদিও তাদের জন্য জবাবদিহিতা রয়েছে। এসব ভুল অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এতদিন উল্লিখিত জিহ্বার ক্ষতির কথা চিন্তা করলে জানা যায় যে, জিহ্বাকে মুক্ত করে রাখা (বকবক বা যা ইচ্ছা তা বলার জন্য) কোন নিরাপত্তা নেই এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ:

من صمت نجا

"যে চুপ করে রইল সে পরিত্রাণ লাভ করে"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *তিরমিযী*)

কারণ জিহ্বার অপব্যবহারের এই সমস্ত ক্ষতি প্রাণঘাতী এবং আত্মাকে (নাফস) বিপন্ন করতে সক্ষম। একজন ব্যক্তি নীরব থাকার মাধ্যমে এই ধ্বংস এবং বিপদ থেকে রক্ষা করা যেতে পারে কারণ কথা বলার মধ্যে কেবল বিপদ রয়েছে, ব্যতীত [পরিস্থিতিতে] যখন কারও বাগ্মিতা, জ্ঞান, ঈশ্বর-ভয় এবং অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক চিন্তার (*মুরাকাবা)* ক্ষমতা থাকে।

বিশতম ক্ষতি – সাধারণ মানুষের প্রশ্ন: এটিও একটি বড় ক্ষতি কারণ সাধারণ মানুষ ঐশ্বরিক গুণাবলী (ঈশ্বরের গুণাবলী) সম্পর্কে সমস্ত ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং ঐশ্বরিক বক্তৃতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, এবং চিঠি এবং শব্দগুলি [প্রশ্ন সহ] যেমন, "এগুলি কি সাময়িক (যা কোনও সময়ে অস্তিত্বে এসেছিল) নাকি প্রাচীন (চিরন্তন বিদ্যমান)?", যদিও, সাধারণ মানুষের একমাত্র অধিকার হ'ল কুরআনের ঐশ্বরিক আদেশগুলি অনুসরণ করা। কারণ আমল ও আমল আত্মার (নফ) উপর কঠিন এবং জিহ্বা ও মন অকেজো তর্কের স্বাদ অনুভব করে। এ কারণেই এমন লোকদের জ্ঞানের দরজায় কড়া নাড়তে দেখা গেছে যাদের জ্ঞানের সাথে বিন্দুমাত্র উপযুক্ততা নেই (অর্থাৎ, এমন লোকেরা জ্ঞানী হওয়ার ভান করে যারা সামান্যতম জ্ঞানী নয়)। শয়তান তাদের উত্তেজিত করে এবং তাদের বোঝায় যে, "তোমরা পণ্ডিত, বরকত ও শ্রেষ্ঠত্বের

অধিকারী, তোমাদের একটি উপযুক্ত মতামত রয়েছে এবং তোমাদের তা প্রকাশ করা উচিত [জনসাধারণের উপকারে]"। কখনও কখনও, শয়তান এই স্ব-ঘোষিত "পণ্ডিতদের" কাছ থেকে এমন শব্দ পায় যা বিশুদ্ধ অবিশ্বাস এবং কেউ এমনকি তাদের উচ্চারিত বাজে কথাও বুঝতে পারে না। একজন সাধারণ মানুষের জন্য, এই বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিগুলি বড় পাপের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক, বিশেষত ঈশ্বরের সত্তা (ধাত) এবং গুণাবলী (*সিফাত)* এর সাথে সম্পর্কিত। তাদের কাজ হচ্ছে কোন বিতর্ক, তর্ক ও দ্বিধা ছাড়াই কুরআনে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর ঈমান আনা এবং ঐশ্বরিক ইবাদতে নিয়োজিত থাকা। জ্ঞানের সূক্ষ্ম বিষয়গুলি সম্পর্কে কথা বলা যা একজনের মন বুঝতে পারে না, তাও একজন সাধারণ মানুষের মতো, যদিও একজনের অন্যান্য বিষয়ে ভাল কথা বলার দক্ষতা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ذروني ماتركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سئوالهم
واختلافهم على انبياءهم مانهيتكم عنه فاجتنبوه وماامرتكم
به فاتوا به ما استطعتم

"আমি তোমাদেরকে যা কিছু জানাইনি, তা আমার উপর ছেড়ে দাও, কারণ তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়ে গেছে কারণ তারা তাদের নবীদের সাথে প্রচুর প্রশ্ন করত এবং মতবিরোধ করত। আমি তোমাদেরকে যা থেকে বিরত থাকতে বলেছি, তা থেকে দূরে থাক এবং আমি তোমাদেরকে যা করার আদেশ দিয়েছি, তুমি যতটুকু করতে পার তা কর। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত* সহীহ বুখারী *ও* সহীহ মুসলিম *হাদীস* সংকলন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يوشك الناس يتساءلون حتّى يقولوا قد خلق الله الخلق
فمن خلق الله؟ فاذا قالوا ذلك فقولوا قل هو الله احد الله الصمد
حتّى تختموا السورة ثم ليتفل احدكم عن يساره ثلاثا و
يستعذ بالله من الشيطان الرجيم

"আমার মনে হয় (বাড়াবাড়ি) জিজ্ঞাসাবাদের সময় মানুষ বলতে শুরু করবে, 'আল্লাহ যদি সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন? যদি লোকেরা তা জিজ্ঞাসা করে তবে তাদের বলুন, 'আল্লাহ একজন, ঈশ্বর কোনও কিছুরই বা কারও প্রয়োজন নেই', তাদের কাছে আন্তরিকতার পুরো অধ্যায়টি পাঠ করুন [কুরআন থেকে, অর্থাৎ 110 অধ্যায়, যা ঐশ্বরিক একত্বের ব্যাখ্যা দেয়] তখন তোমাদের মধ্যে একজন বাম দিকে তিনবার থুতু ফেলবে এবং অভিশপ্ত শয়তানের হাত থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত* সহীহ বুখারী *ও* সহীহ মুসলিম *হাদীস* সংকলন।

[অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন না করার গুরুত্বের বিষয়টিও খিযর ও নবী মূসা (আঃ) এর কাহিনী দ্বারা বোঝা যায় (কুরআন, অধ্যায় 18, আয়াত 60-82)] খিযর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে, তিনি নিজে উল্লেখ না করা পর্যন্ত তাঁকে কোন প্রশ্ন করবেন না। হযরত মূসা (আ.) যখন বিস্মিত হয়ে নৌকায় গর্ত করার কারণ জানতে চাইলেন, তখন তিনি তাকে তার ওয়াদা স্মরণ করিয়ে দিলেন। হযরত মূসা (আঃ) এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও তা তিনবার হয়েছে। শেষ পর্যন্ত খিযর (রাঃ) হযরত মূসা (আ.) এর সাথে বিদায়ের ঘোষণা দেন।

সাধারণ মানুষ ধর্মের সাথে সম্পর্কিত রহস্য (অভ্যন্তরীণ জ্ঞান) এবং সূক্ষ্ম বিষয়গুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে এতে বড় ক্ষতি রয়েছে কারণ এটি কঠিন পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। অতএব, সাধারণ মানুষকে এই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা থেকে বিরত রাখা এবং নিষিদ্ধ করা বাধ্যতামূলক [কারণ এটি তাদের যে কাজ করা উচিত তা করতে বাধা দেয়]। তাদের কাজ হল ঐশ্বরিক আদেশগুলি অনুসরণ করা, কিন্তু তারা তা করেনি এবং পরিবর্তে এমন জিনিসগুলিতে জড়িত হয়েছিল (অকেজো জিজ্ঞাসাবাদ এবং যুক্তি যা বিভ্রান্তি এবং রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করেছিল) যা তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ছিল না। এমন ব্যক্তি ঐশ্বরিক হিসাব পাওয়ার যোগ্য।

অধ্যায় 5- ক্রোধ, ক্রোধ, ক্রোধ এবং ঈর্ষার কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ

গাজালির পঞ্চম বই *"ইহ্যা আল-উলুম আদ-দীন"* *বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" এর তৃতীয় খণ্ড বা চতুর্থাংশে নিম্ন* স্বত্বের সমস্ত পরিচিত অসুখ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা মানব প্রকৃতির গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে - ক্রোধ, ক্রোধ, শত্রুতা এবং ঈর্ষার অসুখ। আত্মার এই অভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক গুণাবলী দ্বারা সহকর্মী মানুষের সাথে এবং জাতি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্কের মধ্যে যে সর্বনাশ ঘটে তা সবই স্বতঃস্ফূর্ত। গাজালি নিজের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত এই নেতিবাচক শক্তিগুলির উত্থানের পিছনে কারণগুলির গভীরে যান এবং তাদের ধ্বংসাত্মক প্রকৃতির শেষ পর্যন্ত নির্মূলের জন্য নিরাময়ের পরামর্শ দেন। গাজালির এই বইয়ের বিষয়বস্তু এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে [11]:

ক্রোধ আগুনের জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ। এটি এমন এক আগুন যার বিষয়ে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে:

نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ۝٦ ٱلَّتِى تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْـِٔدَةِ ۝٧

"এটি আল্লাহর দ্বারা প্রজ্জ্বলিত আগুন [মানুষের জন্য পরীক্ষা, যাতে তারা তার ক্ষতি অনুধাবন করতে পারে এবং অতঃপর তাদের নিজের উপকারের জন্য এটি জয় করার চেষ্টা করে) যা হৃদয়ে পৌঁছে যাবে। (কুরআন, অধ্যায় 104, আয়াত 6-7)

এই আগুন ছাইয়ের স্ফুলিঙ্গের মতো হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে থাকে। আগুনের পাথর পরস্পরের সঙ্গে ঘষলে যেমন আগুন দেখা যায়, তেমনি অহংকারের অগ্নি সামান্যতম ঘষে গেলে ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠে। জ্ঞানী (*বসিরাহ)* এবং আধ্যাত্মিক উন্মোচন (*মুকাশাফা)* এই বাস্তবতাকে এই সত্যকে এই প্রত্যয়ের আলোর সাথে উপলব্ধি করেছেন যে মানুষের একটি শিরা শয়তানের কাছে প্রসারিত হয়। যে প্রচণ্ড ক্রোধের শিকার হয়, সে শয়তানের সাথে তার সান্নিধ্যের দাবিদার হয়। ধূলিকণার মহিমা [যা নম্রতার প্রতীক] শান্ত, সংযত এবং মর্যাদাপূর্ণ থাকার মধ্যে রয়েছে এবং আগুনের মহিমা প্রজ্জ্বলিত এবং সক্রিয় থাকায় [তার পথে যা কিছু

আসে তা ছড়িয়ে দেওয়া এবং পুড়িয়ে ফেলার মধ্যে]। অতএব, যদি কোনও মানুষ ক্রোধের দ্বারা বশীভূত হয়, তবে বুঝতে হবে যে এমন ব্যক্তির গঠনে কম ধুলো এবং আগুন বেশি থাকে। শত্রুতা এবং ঈর্ষা উভয়ই ক্রোধের ফলাফল এবং উভয়ই অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক। তারা ধ্বংস ছড়ানোর কারণ, তারা অশান্তি এবং অশান্তির কারণ, এবং হৃদয় তাদের কেন্দ্রবিন্দু এবং কেন্দ্র। হৃৎপিণ্ড [তার শারীরিক আকারে] মাংসের একটি টুকরো যা যখন এটি শব্দযুক্ত হয়, তখন [মানব] দেহের পুরো প্রশাসন সঠিকভাবে কাজ করে এবং যখন এটি ত্রুটিযুক্ত হয়, তখন দেহের পুরো সিস্টেম ব্যর্থ হয়। এ থেকে জানা যায় যে তিনটি জিনিসই ধ্বংসাত্মক। এই কারণেই, আমি ভ্রমণকারী এবং প্রচেষ্টাকারীদের তাদের অন্তর্নিহিত ধ্বংসাত্মকতার আধ্যাত্মিক পথে অবহিত করা প্রাসঙ্গিক এবং উপযুক্ত বলে মনে করেছি যাতে তারা তাদের বিরুদ্ধে রক্ষা করে এগিয়ে যেতে পারে, যদি এই খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের হৃদয়ে শিকড় গেঁথে থাকে, তবে তারা তাদের নির্মূল করতে পারে এবং [একটি দীর্ঘস্থায়ী] নিরাময়ের জন্য তাদের চিকিত্সা করতে পারে। কুফল সম্পর্কে অবহিত করাও জরুরি কারণ যিনি সেগুলি সম্পর্কে সচেতন নন, তিনি সেগুলির সাথে জড়িয়ে পড়েন। কেবল মন্দ সম্পর্কে সচেতন হওয়াও যথেষ্ট নয় যতক্ষণ না এবং যতক্ষণ না কেউ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কৌশলগুলি সম্পর্কে সচেতন হয়। এই বইয়ের আসন্ন অধ্যায়গুলোতে ["ক্রোধ, ক্রোধ, ক্ষোভ ও ঈর্ষার ক্ষতি" নামে পরিচিত], ক্রোধ, ক্রোধ, ক্ষোভ ও ঈর্ষার ক্ষতি ব্যাখ্যা করা হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে রক্ষা করার কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ক্রোধ ও ক্রোধের নিন্দা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ

ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ

"যখন কাফেররা তাদের অন্তরে শত্রুতা ও ক্রোধকে স্থান দিয়েছিল এবং শত্রুতা ও ক্রোধও অজ্ঞতার কারণে জন্ম নিয়েছিল, তখন আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি ও সহনশীলতা অবতীর্ণ করেছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয়ে এবং মুমিনদের উপর [প্রতিকূল পরিস্থিতি প্রশমিত করার জন্য এবং অজ্ঞতা ও শত্রুতার সাথে অজ্ঞতা ও শত্রুতার বিরুদ্ধে লড়াই করা থেকে বিরত রাখার জন্য। এটি কেবল সংঘাতকে আরও বাড়িয়ে তোলে এবং জড়িত মানুষ এবং জাতির ক্ষতির জন্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, কারণ শীতল মাথা এবং হৃদয় মানুষ এবং জাতির মধ্যে শত্রুতা প্রশমিত করতে আরও সক্ষম]। (কুরআন, অধ্যায় 48, আয়াত 26)

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কাকে শক্তিশালী ও শক্তিশালী মনে কর। আমরা উত্তর

দিলাম, 'কুস্তিতে যাকে পরাজিত করা যায় না। তিনি বলেন, 'এটা এমন নয়। শক্তিশালী ও শক্তিধর তিনি, যে ক্রোধের সময় নিজের (নিম্ন) আত্মাকে (*নাফস)* নিয়ন্ত্রণে রাখে (অর্থাৎ নিজের ক্রোধ সংযত করে এবং ধৈর্য সহ্য করে)। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *সহীহ মুসলিম)*

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من كف غضبه ستر الله عورته

"যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধকে সংযত করে, আল্লাহ তাআলা তার দোষ গোপন করেন [অপমান ও অপমান সৃষ্টিকারী জনসাধারণের জ্ঞান হওয়া থেকে]। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *ইবনে আবি আদ-দুনিয়া)*

একজন জ্ঞানবাদী তার পুত্রকে বললেন, "হে পুত্র! ক্রোধের সময় বুদ্ধি (পরিষ্কার যুক্তিসঙ্গত চিন্তাভাবনা এবং সুস্থ মনের অবস্থা) [জায়গায়] থাকে না। যারা সবচেয়ে বুদ্ধিমান তাদের কাছে সবচেয়ে কম রাগ আসে। ক্রোধ যদি দুনিয়ার জন্য হয়, তবে তা প্রতারণা ও প্রতারণা এবং যদি এটি আখেরাতের জন্য হয় তবে এটি ধৈর্য এবং প্রজ্ঞা। এটাও বলা হয়েছে যে ক্রোধ বুদ্ধির শত্রু। হযরত উমর (রাঃ) তাঁর খুতবায় বলতেন, 'তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি লোভ, নিম্ন আত্মা ও ক্রোধ থেকে বিরত থাকবে, সে মুক্তি লাভ করবে। একজন জ্ঞানবাদী বলেছিলেন: "যে ব্যক্তি [তার নিজর] কামনা ও ক্রোধের অধীন হয়, এই দুটো খারাপ অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য এইরকম ব্যক্তিকে নরকের দিকে ঠেলে দেয়".

ক্রোধের বাস্তবতা: ঈশ্বর প্রাণীকে (এবং মানুষের মতো সমস্ত জীবকে) এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে তার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণের কারণে এটি শেষ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা পশুর শারীরিক গঠন অনুযায়ী পুষ্টি সৃষ্টি করেছেন এবং এর মধ্যে তার প্রতি আকাঙ্ক্ষাও সৃষ্টি করেছেন যাতে সে তার প্রয়োজন অনুযায়ী খায় এবং এইভাবে নিজেকে বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করে। তরোয়াল এবং অন্যান্য অস্ত্রের মতো বিপদের ক্ষেত্রে বাহ্যিক কারণ এবং কারণগুলি উপস্থিত রয়েছে। ঈশ্বর মানুষের মধ্যে এমন একটি শক্তি সৃষ্টি করেছেন যা একজনের প্রতিরক্ষা এবং এই ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। আল্লাহ আগুন থেকে ক্রোধের শক্তি সৃষ্টি করেছেন। যখনই এমন কিছু দেখা যায় যা কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা কাউকে তার উদ্দেশ্য থেকে বাধা দেওয়া হয়, তখন আগুন জ্বলে ওঠে এবং শিখা এতটাই তীব্র হয় যে হৃদয়ের রক্ত শক্তি পায় এবং [হৃৎপিণ্ডের] উপরের সমস্ত শিরায় ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের শিখা যেমন উপরের দিকে উঠে যায় বা পাত্রের ফোঁড়া উপরের দিকে উঠে যায়, তেমনি ত্বকের কোমলতা এবং স্পষ্টতার কারণে একজন ব্যক্তির মুখ এবং চোখ লাল হয়ে যায় যা রক্তের লালভাব প্রকাশ করে যেমন একটি কাঁচের ভিতরের কোনও বস্তু প্রদর্শিত হয়। এটি সেই অবস্থা যখন কেউ নিম্ন পদমর্যাদার কারও উপর ক্ষুব্ধ হয় [শারীরিক, রাজনৈতিক, বস্তুগত বা আর্থ-সামাজিক শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে] এবং জানে যে তিনি প্রতিশোধ নিতে সক্ষম। যদি কেউ উচ্চতর পদমর্যাদার কারও উপর রাগ করে এবং প্রতিশোধ নিতে সক্ষম না হয়, তবে রক্ত ছড়িয়ে পড়ার পরিবর্তে বাইরের

ত্বক থেকে হৃদয়ে জড়ো হয় এবং বিষণ্নতা ও দুঃখের কারণ হয়ে ওঠে। এই কারণেই এই অবস্থায় মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। যদি কেউ সমান পদমর্যাদার ব্যক্তির উপর রাগ করে, তবে এই দুটি অবস্থা বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায় - মুখ কখনও লাল এবং কখনও ফ্যাকাশে হয়ে যায়। এই হচ্ছে অশান্ত অবস্থা।

ক্রোধের দৃশ্যমান লক্ষণ: বাইরের শরীরে যে ক্রোধের লক্ষণগুলি দেখা দেয় তা হ'ল [মুখের] রঙ পরিবর্তন হয়, শরীর কাঁপতে শুরু করে এবং অঙ্গগুলির ক্রিয়াকলাপে কোনও শৃঙ্খলা এবং ভারসাম্য থাকে না যে মুখ থেকে ফেনা প্রবাহিত হতে শুরু করে, চোখ লাল হয়ে যায়, নাক ফুলে যেতে শুরু করে এবং সঙ্কুচিত হতে শুরু করে এবং মুখ বিকৃত হয়ে যায়। রাগের সময় রাগী ব্যক্তি যদি নিজের মুখের দিকে তাকায়, তাহলে সে নিজের চোখে নিচু হয়ে যাবে (অপমানিত) হয়ে যাবে এবং নিজের কুৎসিততার জন্য এতটাই লজ্জিত হবে যে পুরো ক্রোধ দূর হয়ে যাবে। একজনের ভাবতে হবে যে যখন রাগ শরীরের উপর এতটাই বিরূপ প্রভাব ফেলে যে মুখটি বিকৃত হয়ে যায়, তখন এটি অন্তরের সত্তার উপর কতটা খারাপ প্রভাব ফেলবে এবং এটি তার কতটা বিকৃতি ঘটবে। বাইরের সত্তা হ'ল অভ্যন্তরীণ সত্তার শিরোনাম এবং প্রতিফলন। প্রথমত, অভ্যন্তরীণ সত্তার অবনতি ঘটে, তারপরে এই অবনতি বাইরের চেহারার দিকে অগ্রসর হয়। বহিরাগত পরিবর্তন অভ্যন্তরের পরিবর্তনের ফল এবং ফলাফল। জিহ্বার উপর ক্রোধের প্রভাব হ'ল একজন ব্যক্তি এমন গালিগালাজ এবং নোংরা শব্দ ব্যবহার করতে শুরু করে যে সংবেদনশীল এবং ভদ্র লোকেরা যখন তাদের কথা শুনবে, তখন তারা লজ্জায় প্লাবিত হবে। সেগুলো উচ্চারণ করতে লজ্জা পাবে, যদি কেউ রাগের অবস্থায় না থাকে বা ক্রোধ দূর হয়ে যায় এবং নিজের ক্রোধের অবস্থা এবং অশ্লীল কথা মনে থাকে, অশ্লীলতার সাথে শব্দগুলি সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে না পারে, বা বাক্যগুলিতে একটি যৌক্তিক ক্রম রাখতে সক্ষম হয় না, পরিবর্তে একজন বেশিরভাগ শব্দ উচ্চারণ করে যার কোনও অর্থ নেই।

রাগে সংযমের মাত্রা: মোটেও রাগ না করাও কাম্য নয়। সেই ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা করা হয় যা বুদ্ধি এবং ঐশ্বরিক পথের অধীন (*দ্বীন)* যাতে এটি তখনই আসে যখন দৃঢ়তার প্রয়োজন হয় [উদাহরণস্বরূপ, এমন পরিস্থিতিতে যেখানে সরাসরি গালিগালাজ, নিষ্ঠুরতা এবং অত্যাচার দেখা যায়] এবং যখন ধৈর্যের প্রয়োজন হয় তখন আসে না। এটিকে সংযমের সীমার মধ্যে রাখা হ'ল অধ্যবসায় (*ইস্তিকামা)* যার জন্য আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জবাবদিহি করেছেন এবং যার প্রশংসা করেছেন রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম:

خیر الامور اوساطها

"সর্বোত্তম বিষয় হল সেগুলি যা সংযমের সীমার মধ্যে রয়েছে [জীবনের সমস্ত বিষয়ে চরম এবং চরমপন্থা এড়িয়ে চলা]"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *বায়হাকী)*

কাপুরুষরা সাহসী হয়ে উঠলেও (তাদের চারপাশের অন্যায়ের প্রতি বিবেকবান হওয়ার কারণে) যে কখনও রাগ করে না, তার উচিত নিজেকে সুস্থ করা। অনুরূপভাবে, যার ক্রোধ সীমা ছাড়িয়ে গেছে [সংযম, নৈতিকতা, নৈতিকতা এবং ভাল আচরণের] তাদেরও নিরাময়ের প্রয়োজন যতক্ষণ না কেউ অতিরিক্ত এবং মধ্যপন্থী ক্রোধের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হয়। অন্য কথায়,

অনুপস্থিতি (বা অভাব) এবং অত্যধিকতা উভয় ক্ষেত্রেই ক্রোধ নিরাময় করা দরকার। ভাল অবস্থা হল সংযমের অবস্থা যাকে কুরআন "অধ্যবসায়ের সরল পথ" (*সিরাতুল-মুস্তাকিম)* হিসাবে বর্ণনা করেছে (কুরআন, অধ্যায় 1, আয়াত 6) যদিও এই "অধ্যবসায়ের সরল পথ" চুলের চেয়ে পাতলা এবং তলোয়ারের চেয়েও তীক্ষ্ণ [দেখায় যে সমস্ত চরমের মধ্যে ভারসাম্য এবং সংযমের পথটি সূক্ষ্ম এবং মেনে চলা কঠিন, যেমন মানুষের মেজাজ মধ্যপন্থার মধ্যবর্তী পথ থেকে মানব অস্তিত্বের সমস্ত বিষয়ে চরম প্রবণতা এবং অবস্থানের দিকে সরে যায়]। যিনি সংযমের অবস্থায় পৌঁছাতে পারেন না, তিনি হতাশার কাছে আত্মসমর্পণ না করে যতটা সম্ভব এর কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করুন। যিনি সবকিছু ভালোভাবে করতে পারেন না, তিনি সবকিছু খারাপভাবে করেন এমন জরুরি নয়। কিছু মন্দ অন্যান্য মন্দের তুলনায় হালকা এবং কিছু ভাল জিনিস অন্যান্য ভাল জিনিসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এজন্য যতটা সম্ভব ভালো কাজ এবং মন্দ কাজ প্রতিরোধের কাছাকাছি থাকা উচিত। সফলতা ও সৎকর্মের সক্ষমতা (*তৌফিক)* একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে।

আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ক্রোধ কি দূর করা যায় বা প্রশমিত করা যায়?

নিজের প্রিয় জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে গেলে, চুরি হয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে রাগ হয়। তিন ধরনের জিনিস ভালোবাসেন। প্রথম ধরণের এমন জিনিসগুলি অন্তর্ভুক্ত করে যা সমস্ত কিছুর জন্য প্রয়োজনীয় যেমন খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক এবং স্বাস্থ্য ইত্যাদি। যদি কেউ শরীরের ক্ষতি বা আঘাত করার জন্য কাউকে মারধর করে, তবে এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাগ করা উচিত কারণ দেহ (বা বাইরের অস্তিত্ব) রক্ষা করা অপরিহার্য। কারও বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি ধ্বংস করা কেউই পছন্দ করে না এবং এই জাতীয় ক্ষতির বিরুদ্ধে রাগ থাকা উচিত। দ্বিতীয় ধরণের জিনিস যা কেউ পছন্দ করে তার মধ্যে এমন জিনিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা কোনও মানুষের জন্য অপরিহার্য নয় যেমন খ্যাতি, ক্ষমতা, সম্পদের প্রাচুর্য, চাকর, রাইডস ইত্যাদি। যাইহোক, লোকেরা [ঐতিহ্যগতভাবে] তাদের অভ্যাস এবং অজ্ঞতার কারণে তাদের অপরিহার্য বলে মনে করেছে এবং তাদের এতটাই ভালবাসে যে যদি তারা তাদের মধ্যে কাউকে হারিয়ে ফেলে তবে তাদের শোক এবং দুঃখের তীব্রতা প্রবল হয় এবং ফলস্বরূপ তাদের ক্ষতির জন্য এবং সেই লোকদের উপর ক্ষুব্ধ হয় যাদের তারা সেই ক্ষতির কারণ বলে মনে করে। তৃতীয় ধরণের জিনিস যা কেউ পছন্দ করে তার মধ্যে এমন বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা কারও জন্য প্রয়োজনীয় কিন্তু অন্যদের জন্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, বইগুলি একজন পণ্ডিতের জন্য অপরিহার্য, তাই একজন পণ্ডিত বইগুলি পছন্দ করেন [তাদের দক্ষতার ক্ষেত্রগুলির জন্য] তাই যদি কেউ তাদের ছিঁড়ে ফেলে, পুড়িয়ে দেয় বা ডুবিয়ে দেয় তবে সে রেগে যায়।

এই তিন ধরনের জিনিসের ওপর [ক্রোধ সংযম করার জন্য] আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার প্রভাব কী? প্রথম প্রকারের জন্য, আধ্যাত্মিক সংগ্রাম ক্রোধ নির্মূল করার জন্য পরিচালিত হয় না, বরং এটি

করা হয় যাতে হৃদয় আর এর অধীনস্থ না থাকে এবং আপাতদৃষ্টিতে এটি কেবল সেই পরিমাণেই ব্যবহার করা উচিত যা ঐশ্বরিক আইন এবং বুদ্ধি পছন্দ করে। এটি আধ্যাত্মিক সংগ্রামের মাধ্যমে (*মুজাহাদা*) সম্ভব এবং সহনশীলতা ও সহনশীলতা কারও দ্বিতীয় স্বভাব না হওয়া পর্যন্ত কিছু সময়ের জন্য সহনশীলতা ও ধৈর্য প্রয়োগের মাধ্যমে সম্ভব। হৃদয় থেকে ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে দূর করা মানুষের মেজাজের দাবি নয় এবং এটি সম্ভবও নয়, তবে এর তীব্রতা শেষ করা এবং তার শক্তি হ্রাস করা সম্ভব যাতে অন্তরের সত্তায় কোনও অশান্তি না থাকে এবং এটি বাইরের দিকে এমন প্রভাব ফেলে যে কেউ একজনের দিকে তাকিয়ে ক্রোধের বর্তমান অবস্থা বলতে পারে না [ক্রোধের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ সংযমের কারণে]। যদিও এটি একটি কঠিন আধ্যাত্মিক সংগ্রাম তবে এটি অসম্ভব নয়। কেউ যদি ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়, তাহলে ব্যর্থতার কোন কারণ থাকবে না (ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের অবস্থায় অর্জিত হতে)। তৃতীয় ধরণের জিনিসের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য কারণ কিছু জিনিস কিছু জিনিসের জন্য অপরিহার্য, যেমন প্রথম ধরণের জিনিস [যা সমস্ত মানুষের জন্য সর্বজনীনভাবে প্রয়োজনীয়]। আধ্যাত্মিক সংগ্রামের ফলে উভয় ধরণের জিনিসের উপর একই প্রভাব দেখা যাবে।

দ্বিতীয় ধরনের জিনিসের প্রতি যে ক্রোধ পাওয়া যায়, তা আধ্যাত্মিক সংগ্রামের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব হয় এই বিষয়গুলির প্রতি ভালবাসা হৃদয় থেকে বের করে এবং নিজেকে বোঝাতে পারে যে নিজের মাতৃভূমি কবর এবং পরকাল হচ্ছে পরকাল এবং এই পৃথিবী কেবল একটি সেতু যা দিয়ে একজন আখেরাতের আবাসে পৌঁছানোর জন্য অতিক্রম করে। অথবা পৃথিবী কেবল একটি [স্টপওভার] স্টেশন যেখানে কেউ আসন্ন যাত্রায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নির্ভরতা (বিধান) সংগ্রহ করার জন্য কয়েক মুহুর্তের জন্য অবস্থান করে এবং পরবর্তী স্টেশনে যা একজনের স্থায়ী গন্তব্য। এ ছাড়া (অর্থাৎ যাত্রার জন্য সংগ্রহিত রিযিক) এমন বোঝা রয়েছে যার উপর কবর ও আখেরাতে কোন উপকারে আসবে না। একজনের উচিত পার্থিব সম্পদ থেকে উদাসীনতা এবং বিচ্ছিন্নতা গ্রহণ করা এবং নিজের হৃদয় থেকে তাদের ভালবাসা দূর করা। যদি কারও কুকুরের প্রতি ভালবাসা না থাকে, তবে কেউ তাকে আঘাত করলে রাগ করবে না। এটি দেখায় যে ক্রোধ প্রেমের অধীন [এবং কোনও কিছুর প্রতি আসক্তি]। এই ধরনের বিষয়ের জন্য আধ্যাত্মিক সংগ্রামের উদ্দেশ্য হল ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা। যাইহোক, এটি ঘটানো খুব কঠিন, পরিবর্তে, রাগকে দুর্বল করা বা এর প্রভাবগুলির উপর কাজ না করা সহজ। তা অর্জন করলেও একজন সন্তুষ্ট হতে পারে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সর্বশক্তিমান ও একত্বের (তাওহীদ) দ্বারা আধিপত্য বিস্তার করে এবং সবকিছুকে আল্লাহর দান বলে মনে করে যা ঐশ্বরিক ক্ষমতার মধ্যে এবং অধিকারের মধ্যে রয়েছে, সে [আল্লাহর] সৃষ্টির উপর রাগ করে না [কারণ সে জানে যে আল্লাহ সকল বিষয়ের চূড়ান্ত রক্ষক এবং কোন কিছুই কারও কাছে পৌঁছায় না, তা ভাল হোক বা মন্দ হোক। ঈশ্বরের অনুমতি ব্যতীত], কারণ একজনের এই বিশ্বাস রয়েছে যে সৃষ্টির নিজস্ব কোনও বিশেষাধিকার নেই এবং তারা সকলেই ঐশ্বরিক শক্তি এবং সর্বশক্তিমান দ্বারা পরাধীন এবং পরাজিত হয় ঠিক যেমন একজন লেখকের হাতে কলম পরাধীন হয় [যাতে এটি কলম নয় বরং লেখক যা লিখছেন এবং কলম কেবল লেখক যা চান তাই করছেন]। এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর একত্ব ও সর্বশক্তিমান (তাওহীদ) এর আধিপত্যের ফলে ক্রোধ দূর হয়ে যায় এবং আল্লাহ সম্পর্কে একটি ভাল মতামত (*হুসন আল-দুন*) (বিশ্বাস যে ঈশ্বর কেবল তার জন্য ভাল কাজ করবেন, যদিও এটি সেভাবে মনে না হতে পারে) এ ক্ষেত্রে কার্যকর, কারণ

একজন বুঝতে পারে যে যাই ঘটুক না কেন, ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে এবং ঈশ্বর একজনের সাথে যা কিছু করেন তা একটি ভাল জিনিস হোক না কেন এটি একজনকে ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত রাখা, একজনকে আহত করা, বা এমনকি কারও [বা কিছুর] মাধ্যমে নিজের জীবন হারানো। এই বিশ্বাসের পরে, রাগের কোনও কারণ অবশিষ্ট থাকে না, ঠিক যেমন রক্ত বের করে এমন ব্যক্তির উপর কেউ রাগ করে না [চিকিত্সার কারণে যেমন এটি স্বাস্থ্য রক্ষা এবং প্রদানের উদ্দেশ্যে করা হয় বলে বিশ্বাস করা হয়]।

এই আলোচনার পরিণতি হল যে ক্রোধের আগুন থেকে সুরক্ষার একমাত্র উপায় রয়েছে যা বিশ্বকে হৃদয় থেকে সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে দিচ্ছে (যেখানেই গাজ্জালী "বিশ্ব" শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তিনি হৃদয়ের জাগতিক আসক্তি এবং জটগুলির কথা উল্লেখ করছেন যা হৃদয়কে ধ্বংস করে দেয় যা মানব অস্তিত্বের সারমর্ম, এবং তিনি বিশ্বকে উল্লেখ করছেন না যেমন গাজ্জালী বারবার উল্লেখ করেছেন যে পৃথিবী চিরন্তন সুখ এবং অফুরন্ত বিজয় অর্জনের একটি মাধ্যম)। এটা তখনই সম্ভব যখন সাধক (সত্যের পথে) (আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী) জগতের ক্ষতি (অর্থাৎ হৃদয়ের পার্থিব আসক্তি ও জটিল) সম্পর্কে সচেতন হয়। জাগতিকতার নিন্দার ব্যাখ্যা আসছে যেখানে এই ক্ষতিগুলি ব্যাখ্যা করা হবে। এখানে বলা যথেষ্ট, যার হৃদয় জগতের প্রেম থেকে মুক্ত হয়ে যায়, সে ক্রোধের অধিকাংশ কারণ থেকে রক্ষা পায়। যে-কারণগুলো সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা যায় না, সেগুলো দুর্বল হতে পারে এবং সেগুলোকে দুর্বল করাও ক্রোধকে দুর্বল করে দিতে পারে। আমরা আল্লাহর কাছে এই প্রচেষ্টায় সঠিক ও ফলপ্রসূ সাফল্য (তৌফিক) করার সৌন্দর্য কামনা করি।

রাগের কারণ

এটি এখন খুব ভালভাবে জানা গেছে যে কোনও রোগ নিরাময়ের উপায় হ'ল তার উপাদান এবং কারণগুলি নির্মূল করা। ইয়াহইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন, কোনটি সবচেয়ে কঠিন? তিনি উত্তর দিলেন, 'আপনার রাগ'। যোহন জিজ্ঞেস করেছিলেন: "ক্রোধ কেন ঘটে এবং এর পুষ্টির কারণগুলি কী?" যিশু উত্তর দিয়েছিলেন: "অহংকার, অহংকার, সম্মান ও খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা। যেগুলো ক্রোধের তীব্রতা বাড়ায় সেগুলো হলো: অহংকার, উপহাস, অতিরঞ্জন, উস্কানি, কারও কথাবার্তায় বাধা দেওয়া, অনমনীয় জেদ, বস্তুগত সম্পদ ও খ্যাতির লোভ ইত্যাদি। এই সমস্ত খারাপ এবং ধ্বংসাত্মক নৈতিকতা, আচরণ, মেজাজ এবং অভ্যন্তরীণ স্বভাবের আওতাধীন এবং ঐশ্বরিক আইনে নিন্দা করা হয়। এসব কারণে রাগ থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। এজন্য, এটি প্রয়োজনীয় যে যদি কারও রাগের কারণগুলির মধ্যে একটি বা একাধিক থাকে তবে তাদের বিপরীতগুলির মাধ্যমে তাদের মোকাবেলা করা হয় এবং প্রশমিত করা হয়। সুতরাং অহংকার দূর করতে হবে (প্রকৃত অন্তরের ভিতরের) নম্রতা, আত্ম-ধার্মিকতা এবং আত্ম-আধিপত্য (*উজুব*) দ্বারা নিজের নিম্ন নিকৃষ্ট আত্মার নিন্দার মাধ্যমে এবং এই বিশ্বাসের মাধ্যমে অহংকার দূর করা উচিত যে অন্য ব্যক্তি [যে ক্রোধের বিষয়] একজন মানুষ এবং অন্যান্য বান্দাদের মতো তিনিও আল্লাহর বান্দা - [জগতের সকল] মানুষ প্রকৃতপক্ষে একই

পিতার পুত্র ও কন্যা [এবং মাতা, অর্থাৎ আদম ও হাওয়া] যারা পরবর্তীকালে [ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত, জাতিগত, উপজাতি, ধর্মীয় ও জাতিগত লাইনে একে অপরের কাছ থেকে] বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং তাদের মধ্যে পার্থক্যের প্রাচীর আবির্ভূত হয়েছিল [যা একতা এবং সম্প্রীতিকে বাধাগ্রস্ত করেছিল], তবে তারা সবাই তাদের মানবতায় সমান। অহংকার (এই প্রসঙ্গে ব্যবহৃত শব্দটি কারও অভ্যন্তরীণ সুখ এবং আনন্দের অর্থে, এবং "গর্ব" নয়) অভ্যন্তরীণ শ্রেষ্ঠত্বের উপর হওয়া উচিত [যা ভাল, স্বাস্থ্যকর, গঠনমূলক এবং ইতিবাচক নৈতিকতা, আচরণ, মেজাজ এবং অভ্যন্তরীণ স্বভাব যা একজনের অভ্যন্তরীণ সত্তা এবং একজনের সত্য বাস্তবতা - হৃদয় এবং আত্মার বৈশিষ্ট্য]। আত্ম-অহংকার, অহংকার এবং অহংকার ধ্বংসাত্মক মন্দ যা খারাপ অভ্যন্তরীণ মন্দতার মূল এবং ভিত্তি এবং যদি আপনি তাদের থেকে বঞ্চিত না হন তবে আপনি অন্যদের চেয়ে একেবারেই ভাল নন। অহংকার আপনার জন্য উপযুক্ত নয়। আপনি যাদের তুলনায় অন্য লোকেরা গর্বিত বোধ করেন, তারা কীভাবে আপনার চেয়ে নিকৃষ্ট এবং কোন্ উপায়ে? তোমাদের যেমন নাক, কান ও চোখ আছে, তেমনি তারা একই অঙ্গের অধিকারী, তারা সেই একই পিতার সন্তান, যার সন্তান আপনিও তোমাদের ভাই-বোন। হাস্যরসকে নির্মূল করা যেতে পারে বিশ্বাসের অনুশীলনের সাথে সম্পর্কিত গুরুতর বিষয়গুলিতে জড়িয়ে পড়ে [যা নৈতিক সততা এবং আধ্যাত্মিক সংগ্রামের দাবি করে নিম্ন, জঘন্য, অভ্যন্তরীণ গুণাবলী, স্বভাব এবং প্রবণতা নির্মূল করার জন্য এবং তাদের প্রতিস্থাপন করে উচ্চ নৈতিকতা, আচরণ, গুণাবলী, স্বভাব এবং মেজাজ যা আজীবন সাহসী এবং অবিরাম সংগ্রামের প্রয়োজন] যাতে কেউ নিরর্থক প্রচেষ্টায় লিপ্ত হওয়ার সময়ও না পায় [যেমন অন্যকে উপহাস করা এবং নীচু করে দেখা]। আভ্যন্তরীণ উৎকর্ষতা (*ফাদা-ইল),* ভাল নৈতিকতা, আচার-আচরণ ও আভ্যন্তরীণ স্বভাব (*ইখলাক আল-হাসানা)* এবং ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের সাথে নিজেকে ব্যস্ত করে বৃথা প্রচেষ্টা এড়িয়ে চলা উচিত [যা একজনকে এই মহৎ লক্ষ্যগুলির দিকে নিয়ে যায় এবং আত্মার পরিমার্জন ও শুদ্ধি নিয়ে আসে, প্রথমে একজন মানুষকে সামঞ্জস্য ও মানবিক করে তোলে এবং তারপরে একজনকে মানবিক অর্জনের শীর্ষে নিয়ে যায় যা সান্নিধ্য এবং জ্ঞান (মা'*রিফা)*এই বিশ্বাসে যে এই জিনিসগুলি একজনকে পরকালের চিরন্তন সুখ এবং অন্তহীন সাফল্যের (সা'*দা)* দিকে নিয়ে যায়। উপহাসের প্রসঙ্গে, মনে রাখা উচিত যে আমি যেমন অন্য লোকের দ্বারা উপহাসের শিকার হয়ে ব্যথিত হই, তেমনি অন্যদেরও আমার দ্বারা উপহাসের শিকার হয়ে বিরক্ত হতে হবে, তাই কাউকে উপহাস করা উচিত নয়। কারও জিহ্বা থেকে খারাপ শব্দ উচ্চারণ না করে দোষ সন্ধানের অভ্যাস পরিত্যাগ করা যেতে পারে, অন্যথায় সম্বোধন করা ব্যক্তি [খারাপ দোষ সন্ধানের উপায়ে] একটি জিহ্বাও ধরে রাখে; এটি সম্ভব যে সম্বোধন করা ব্যক্তিটি আরও কঠোর কিছু বলে। লোভের তীব্রতা নির্মূল করা সম্ভব কেবল আমাদের যা প্রয়োজন তা নিয়ে সন্তুষ্টির মাধ্যমে [অনুভূত প্রয়োজনের বিপরীতে যা বাস্তবসম্মত নাও হতে পারে]। সন্তুষ্টি এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিস থেকে বিস্মৃত হওয়ার মধ্যে মর্যাদা রয়েছে, যখন [কারও বা কিছুর] প্রয়োজন হওয়ায় এর মধ্যে অপমান রয়েছে।

এই [নেতিবাচক এবং] নিন্দনীয় অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য, স্বভাব, প্রবণতা, আচরণ এবং মেজাজের মধ্যে থেকে কোনও বৈশিষ্ট্যের জন্য নিরাময় সহজ নয়। এর পরিবর্তে, কষ্ট এবং তীব্র আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক সংগ্রাম সহ্য করার দরকার রয়েছে। এই অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক সংগ্রামের উদ্দেশ্য প্রথমে এই সমস্ত অশুভ অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য, স্বভাব, প্রবণতা, আচার-আচরণ,

মেজাজ এবং জঘন্য অভ্যাসগুলির ক্ষতির সাথে পরিচিত হওয়া যাতে হৃদয় তাদের প্রতি ঘৃণা করে এবং তাদের মন্দগুলি স্ফটিকের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। এর পরে, একজনকে এই নিম্ন এবং মন্দ অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যগুলি, স্বভাব, প্রবৃত্তি, আচার-আচরণ এবং মেজাজের বিপরীতগুলির উপর কাজ করতে হবে এবং যতক্ষণ না তাদের দ্বিতীয় প্রকৃতিতে পরিণত হতে সময় লাগে এবং যতক্ষণ না তারা অভ্যাসে পরিণত হয় এবং কাজ করা কঠিন না হয় ততক্ষণ তাদের উপর অবিরামভাবে কাজ করতে হবে। ক্রোধ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য, এই *অভ্যন্তরীণ মন্দ থেকে নিজেকে (নাফস) শুদ্ধ করা অপরিহার্য, কারণ এগুলি ক্রোধের উৎপত্তি এবং লালনপালনের [খারাপ] অভ্যাসের উৎস এবং উত্স।*

অজ্ঞরা অন্য কারণে রাগ পান। এই করুণ লোকেরা তাদের অজ্ঞতা এবং বোধগম্যতার অভাবের কারণে, মনে করে যে ক্রোধ প্রদর্শনের মধ্যে পুরুষত্ব (দুঃসাহস এবং সাহসিকতা) এবং সাহসিকতা রয়েছে এবং যারা রাগ করে না তারা "পুরুষ" বলার যোগ্য নয়। এই ধরনের লোকেরা ক্রোধকে আত্মসম্মান, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা এবং মর্যাদা হিসাবে বিবেচনা করে এবং [অযোগ্যভাবে] এটিকে ভাল নাম দেয় যতক্ষণ না স্ব এর দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং এটিকে ভাল বলে মনে করতে শুরু করে। ক্রোধকে আত্মসম্মান ও সাহসিকতা বলা অজ্ঞতা, বরং এটি হৃদয়ের রোগ এবং বুদ্ধির দোষের ইঙ্গিত। এর পক্ষে যুক্তি হ'ল একজন সুস্থ ব্যক্তি একজন সুস্থ ব্যক্তির চেয়ে বেশি রেগে যায় কারণ এমন একজন দুর্বল হৃদয়ের হয়। একজন অসভ্য ও অসৎ ব্যক্তি একজন সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তির চেয়ে ক্রোধের শিকার হয়। অতএব, এক টুকরো [খাদ্যের] জন্য একজন নীচ ব্যক্তি এবং এক শস্যের জন্য কৃপণ ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়। এই অজ্ঞদের চিকিত্সা করার উপায় হ'ল তাদের সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, ক্ষমা এবং ধার্মিকদের উদারতার ঐতিহ্য বলা উচিত এবং বলা উচিত যে তারা তাদের ক্রোধ সংযত করত। এই ধরনের ঐতিহ্য নবী, সাধু, জ্ঞানী, পণ্ডিত এবং ভাল নেতাদের কাছ থেকেও এসেছে এবং বিপরীত ঐতিহ্য অজ্ঞ এবং মূর্খদের কাছ থেকেও এসেছে।

উস্কানির পরে রাগের নিরাময়

এখন পর্যন্ত আলোচনার পরিণতি হ'ল রাগের কারণগুলি দূরে সরিয়ে দেওয়া উচিত এবং এর অন্তর্নিহিত কারণগুলি নির্মূল করা উচিত যাতে ভুল উপায়ে ক্রোধ কখনও না ঘটে। এখানে উদ্দেশ্যটি ব্যাখ্যা করা যে যদি কারও উপর রাগ দেখা দেয় তবে কী করা উচিত। একজনের কি এর প্রভাবের উপর কাজ করা উচিত বা অধ্যবসায় করা উচিত এবং ক্রোধের প্রভাবের উপর কাজ করা থেকে নিজেকে (*নাফস)* প্রতিরোধ করা উচিত? এটি স্পষ্ট যে পরেরটি বুদ্ধিমত্তার অভিব্যক্তি এবং এটি একটি মহান আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা এবং এর পরিণতি জ্ঞান এবং কর্মের মাধ্যমে।

জ্ঞানের মাধ্যমে ক্রোধ নির্মূল : নিম্নলিখিত ছয়টি বিষয় জ্ঞানের মূল বিষয় [ক্রোধ নির্মূলের সাথে সম্পর্কিত]: প্রথমত**,** ক্রোধ সংযম, ক্ষমা, সহনশীলতা এবং সহনশীলতা সংযমের শ্রেষ্ঠত্ব ও

শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অতীতের ঘটনা এবং ঐতিহ্যগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা এবং এর পরিণতি হবে এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা। এই আকাঙ্ক্ষা প্রতিশোধ নেওয়া থেকে বিরত রাখবে এবং ক্রোধের আগুন নিভিয়ে দেবে। মালিক ইবনে আউস ইবনুল হাদান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার (খলিফা) উমর (রাঃ) কারো উপর ক্রুদ্ধ হয়ে (তার অপরাধের কারণে) তাকে সাজা দেওয়ার আদেশ দেন। লোকটি বলল, হে মুমিনদের নেতা! দয়া করে এই আয়াতটি (কুরআন থেকে) বিবেচনা করুন:

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ

"তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সৎকর্ম করার উপদেশ দাও এবং অজ্ঞতা থেকে বিরত থাক। (কুরআন, সপ্তম অধ্যায়, আয়াত 199)

এ রীতির বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উমর (রাঃ) এ আয়াতটি বারবার পড়তেন এবং এর অর্থ নিয়ে চিন্তা করতেন। এটাই ছিল তার রুটিন। কুরআনের অর্থ ও বোধগম্যতার উপর প্রচণ্ড দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও তিনি কুরআনের উপর চিন্তাভাবনা চালিয়ে যান। তাই এই আয়াতটি তাকে বিবেচনার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ফলাফলটি ছিল যে লোকটি একটি স্বস্তি পেয়েছিল এবং এটি থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

দ্বিতীয়ত, একজনের নিম্ন সত্তাকে (*নাফস*) আল্লাহর প্রতিশোধকে ভয় করাতে হবে [ঐশ্বরিক ন্যায়বিচারের কারণে নিজের অন্যায়ের জন্য] এবং তাকে বলা উচিত যে, একজনের উপর অন্যের উপর যা আছে তার তুলনায় আল্লাহ একজনের উপর অনেক বেশি ক্ষমতা রাখেন। যদি আমি অন্যের উপর আমার ক্রোধ প্রকাশ করার চেষ্টা করি, তবে এটি সম্ভব যে আমি কিয়ামতের দিন [আমার নিজের অন্যায় এবং অন্যের প্রতি বাড়াবাড়ির কারণে] ঈশ্বরের ক্রোধ এড়াতে সক্ষম হব না যখন আমার [ঐশ্বরিক] ক্ষমা এবং করুণার আরও বেশি প্রয়োজন হবে। কোন কোন কিতাবে লেখা আছে যে, আল্লাহ তাআলা এই অবতীর্ণ করেছেন, 'হে মানুষ! যখন তোমরা ক্রুদ্ধ হও, তখন আমাকে স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতি আমার অসন্তুষ্টির সময় আমি তোমাদের স্মরণ করব এবং তোমাদের সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত করব না, যাদের (শালীনতা ও ন্যায়বিচারের সীমারে) সীমালঙ্ঘনের কারণে। বর্ণিত আছে যে, জ্ঞানী (ঋষিরা) ইসরাঈলের রাজাদের সাথে অপরিহার্যভাবে থাকতেন। যখনই কোন বাদশাহ ক্রুদ্ধ হতেন, তখন তাঁর জ্ঞানী সাথী তাঁর সামনে একটি কাগজ তুলে দিতেন যাতে লেখা ছিল, 'গরীবদের প্রতি রহম কর, মৃত্যুকে ভয় কর এবং আখেরাতকে স্মরণ কর। কিং এই লেখাটি পড়ে শান্ত হতেন।

তৃতীয়ত, শত্রুতা ও প্রতিশোধের পরিণতি এবং শত্রুতার ফলে কষ্ট ও অসুবিধা সম্পর্কে নিজেকে শঙ্কিত করা উচিত, যার উপর আমি রাগ করব, সে আমার প্রতিপক্ষ হবে এবং আমার জন্য ঝামেলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে। তবে পার্থিব চিন্তা, দুঃখ-কষ্ট ও কষ্টের জন্য রাগ না করাও বিপদমুক্ত নয়, কারণ এর মধ্যে পার্থিব জীবনকে সৌহার্দ্যপূর্ণ রাখার লালসা ও আকাঙ্ক্ষা নিহিত রয়েছে। এটি অবশ্যই আখেরাতের কাজ নয়, বরং এটি ক্রোধের উপর কামনা চাপিয়ে দেয়। রাগের মতোই কামনাও একটি মন্দ। তাই জগতের (মনোরম পার্থিব জীবন) জন্য ক্রোধ দমন করলে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) একটি পারিশ্রমিকও পাওয়া যাবে না। যদি কোন জাগতিক উদ্বেগ

হৃদয় ও দেহের শান্তিতে বাধা সৃষ্টি করে [আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য একজনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া], তবে তা দূর করার ফলে অবশ্যই ঐশ্বরিক পারিশ্রমিক পাওয়া যাবে।

চতুর্থত, যখন কেউ রাগ করে, তখন তার বাইরের চেহারার কুৎসিততা কল্পনা করা উচিত [ক্রোধের কারণে, কারণ এটি একজনকে কুৎসিত দেখাতে একটি প্রধান কারণ]। রাগের সময় মানুষের চেহারা যেমন বিকৃত হয়ে যেত, তেমনি আমার নিজের চেহারা বিকৃত হয়ে যেত। এভাবে হৃদয়ে ক্রোধের ঘৃণা জন্ম নেবে। এও ভাবতে হবে যে, একজন ব্যক্তি রাগান্বিত হয়, পাগল কুকুর এবং হিংস্র হিংস্র পশুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, অন্যদিকে যে ব্যক্তি সহনশীল, সহনশীল এবং ক্রোধের প্রবণ নয়, সে নিজের বৈশিষ্ট্যে নবী, সাধু এবং জ্ঞানীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সেই উপলক্ষে, কুকুর, পশু এবং অশুভ ব্যক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হতে চায় বা নবী ও আলেমদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হতে চায় কিনা তা তার নিম্ন সত্তার (নাফস) কাছে এই পছন্দটি প্রদান করা উচিত। যদি আত্মা (*নাফস*) এর মধ্যে এক কণার সমান শালীনতা ও ঈমান উপস্থিত থাকে, তবে এটি অবশ্যই আলেম ও নবীদের অনুসারীর দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং [ক্রোধের উন্মাদনায়] কুকুরের অনুরূপ হতে চাইবে না।

পঞ্চমত, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একজনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এবং ক্রোধ সংযত করা কঠিন বলে মনে হচ্ছে তা নিয়ে একজনের চিন্তাভাবনা করা উচিত। স্পষ্টতই, অবশ্যই একটি কারণ থাকবে কারণ রাগ বিনা কারণে আসে না। উদাহরণস্বরূপ, এর কারণ হতে পারে যে শয়তান একজনকে প্রতিশোধ নিতে প্ররোচিত করে এবং হৃদয়ে এমন চিন্তাভাবনা জাগিয়ে তোলে যে, "যদি তুমি তোমার ক্রোধকে সংযত করো এবং প্রতিশোধ না নেও, তবে লোকেরা তোমাকে অযোগ্য ও পরাজিত ঘোষণা করবে, তারা তোমাকে অপমানিত করবে এবং অপমান করবে এবং তোমাকে নীচু মনে করবে"। যদি তাই হয় তবে নিজের নিম্ন আত্মাকে (নফস) এই বলে বলা উচিত যে, "তুমি পার্থিব জীবনের লাঞ্ছনা ও অপমান পছন্দ কর না এবং এটি এড়াতে প্রতিশোধ নেওয়ার দিকে ঝুঁকছে, কিন্তু তুমি কিয়ামতের দিন মহা অপমানের মুখোমুখি হওয়ার কথা ভাবো না যখন কেউ তোমাকে তোমার হাত ধরে নেবে এবং তোমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবে এবং তুমি তা করতে পারবে না যে কোনও কিছু। আপনি জনগণের চোখে হ্রাস পাওয়ার ভয় পান তবে ভাববাদী, সাধু এবং ফেরেশতাদের চোখে হ্রাস পাওয়ার ভয় নেই। আল্লাহর জন্য ক্রোধ দূর করা উচিত, মানুষের কাছ থেকে আপনার কী দরকার [কারণ এটি তাদের জন্য করা হয় না]? অপমান ও সম্মান কি তাদের হাতে? এমনকি যদি কেউ আপনার উপর অত্যাচার করে, তবে আপনার প্রতিশোধ নেওয়া উচিত নয়, কারণ এই নিপীড়ন কিয়ামতের দিন অত্যাচারীর জন্য চরম অপমানের উৎস হবে। তোমরা কি কিয়ামতের দিন দাঁড়াতে পছন্দ কর না, যখন ঘোষণা করা হবে যে, যার প্রতিদান আল্লাহর কাছে প্রাপ্য হবে, সে উঠে দাঁড়াবে, তখন তারা উঠে দাঁড়াবে, যারা অত্যাচারীদের ক্ষমা করে দিত এবং তাদের মহানুভবতার কারণে তারা মহান প্রতিদানের যোগ্য হয়ে উঠবে?

ষষ্ঠত, একজনকে ভাবতে হবে, "আমার ক্রোধ প্রকৃতপক্ষে একটি ইঙ্গিত যে [আমার আসল বিশ্বাস হ'ল] কেন আমার ইচ্ছা এবং ইচ্ছা অনুসারে কিছু ঘটনা ঘটেনি এবং কেন এটি ঈশ্বরের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় অনুসারে ঘটেছিল? এটা কীভাবে হতে পারে যে, আমার উদ্দেশ্য ঈশ্বরের

উদ্দেশ্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ? আল্লাহ যা চান তাই হবে। আমার ক্রোধ ও স্বল্প স্বভাবের আর কোন পরিণতি হতে পারে না যে আমি এর জন্য শাস্তি ভোগ করব এবং *ঐশ্বরিক* শাস্তি ভোগ করব।

কর্মের মাধ্যমে ক্রোধের প্ররোচনা দূর করা: যদি কেউ রাগ করে, তবে তাকে জিহ্বা দিয়ে বলা উচিত:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

"আমি অভিশপ্ত শয়তানের হাত থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

রাগের সময় রাগ করার সময় এভাবে বলার পরামর্শ দিয়েছেন রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *সুলাইমান ইবনে সারদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত* সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম *হাদীস* সংকলন।

হযরত আয়েশা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রেগে যেতেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাক চেপে ধরতেন এবং বলতেন, হে আওয়ায়েশ! এভাবে বলুন (আল্লাহর কাছে দোয়া করার মাধ্যমে):

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي وَأَجِرْنِي مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ

হে আল্লাহ! মুহাম্মদের প্রতিপালক! আমার পাপ ক্ষমা কর, আমার হৃদয়ের ক্রোধ দূর কর এবং পরীক্ষা ও ক্লেশ থেকে আমাকে রক্ষা কর, যা একজনকে বিপথগামী করে তোলে". (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *ইবনে আস-সানী ফি আল-ইয়ুম ওয়া আল-লায়লা)*

ক্রোধের সময় এই দোয়া (নামায) করা বাঞ্ছনীয়। এর পরেও যদি ক্রোধ রয়ে থাকে, তবে সমাবেশটি পরিবর্তন করা উচিত, দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে বসতে হবে, বসার ক্ষেত্রে শুয়ে পড়তে হবে এবং যেখান থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার কাছাকাছি যেতে হবে, এটি আত্মার মধ্যে নম্রতা সঞ্চারিত করবে (*নাফস*). বসে ও শুয়ে থাকার মধ্যে এই সুবিধা (প্রজ্ঞা) রয়েছে যে হৃদয় শান্ত হয়ে যায় কারণ ক্রোধের কারণ তাপ এবং তাপ গতির দ্বারা সৃষ্ট হয়। গতি থেমে গেলে তাপ কমে যাবে এবং রাগও শেষ হয়ে যাবে। যদি ক্রোধ এই কৌশল দিয়ে শেষ না হয়, তবে ওজু করা উচিত বা ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করা উচিত, কারণ আগুন পানি দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া হয়, যেমনটি একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রীতিতে বর্ণিত হয়েছে:

ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار وانما تطفا النار بالماء
فاذا غضب احدكم فليتوضا

"ক্রোধ শয়তানের কাছ থেকে আসে এবং শয়তান আগুন থেকে এবং আগুন পানির মাধ্যমে নির্বাপিত হয়। তোমাদের কেউ যদি রেগে যায়, তবে তাকে ওজু করা উচিত। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আতিয়াহ সা'দী (রহঃ)* এর উপর *হাদীস* সংকলন আবু দাউদ।

আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনায় ক্রোধের সময় [আল্লাহকে] সিজদা করার কথা বলা হয়েছে, কারণ সেই অবস্থায়, একজন মানুষ সর্বোত্তম [শারীরিক] অঙ্গগুলি (কপাল এবং গাল) সমস্ত স্থানের (অর্থাৎ মাটি) মধ্যে সবচেয়ে নম্রতম (অর্থাৎ মাটি) উপর রাখে। এই উপলক্ষে সিজদা করার প্রজ্ঞা হ'ল নম্রতা এবং নম্রতা হৃদয়ে জন্ম নেয় এবং ক্রোধকে উস্কে দেয় হৃদয় থেকে অহংকার, অহংকার এবং শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি দূর হয়।

সহনশীলতার উৎকর্ষতা

সহনশীলতা, নম্রতা এবং মৃদুতা (*হিলম)* ক্রোধ সংযত করার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর কারণ ক্রোধ সংযত করার অর্থ জোর করে ধৈর্য্য অনুশীলন করা। অন্য কথায়, যে নিজের ক্রোধ সংযত করবে সে প্রথম স্থানে রেগে যায়। এটি একটি কঠিন পর্যায় এবং একটি কঠোর আধ্যাত্মিক অনুশীলন, তবে [ক্রোধ সংযমনে] অবিরাম প্রচেষ্টা জোর করে সহনশীলতা অনুশীলন করার প্রয়োজনীয়তা দূর করবে, পরিবর্তে ধীরে ধীরে রাগ না করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। রাগ এলেও তা ফেলে দিতে অসুবিধা হবে না। এটি অন্তর্নিহিত [প্রাকৃতিক] সহনশীলতা এবং এই সহনশীলতার অর্থ হ'ল যে ব্যক্তির নিখুঁত বুদ্ধি রয়েছে, বুদ্ধি তার উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং ক্রোধের শক্তিও বুদ্ধির অধীন। এ থেকে জানা গেছে যে ক্রোধ সংযত করা সহনশীলতার প্রাথমিক পর্যায় এবং স্বাভাবিক সহনশীলতা এর চূড়ান্ত পর্যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتخير الخير يعطه ومن يتوق الشر يلقه

"বিদ্যার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা যায় এবং [অপ্রীতিকর বিষয়গুলি সহ্য করে] ইচ্ছাকৃত বিবেকবান প্রচেষ্টার মাধ্যমে ধৈর্যশীল হওয়ার মাধ্যমে ধৈর্য অর্জন করা যায়। যে ব্যক্তি সৎকর্মের ইচ্ছা পোষণ করে তাকে কল্যাণ (ঐশ্বরিক উদারতা ও উদারতার দ্বারা) দেওয়া হবে এবং যে মন্দ থেকে রক্ষা করবে সে তার বিরুদ্ধে রক্ষা পাবে। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আবু আল-দারদা (রহঃ) এর কথিত* তাবারানী *ও* দারাকতানী *সংকলন* হাদীস।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم' لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه' ولا تكونوا من جبابرة العلماء' فيغلب جهلكم علمكم

"জ্ঞান অর্জন করুন এবং জ্ঞানের পাশাপাশি মর্যাদাপূর্ণ প্রশান্তি ও সহনশীলতার সন্ধান করুন। আপনার ছাত্র এবং শিক্ষকের সাথে মৃদু এবং মৃদু আচরণ করুন। তোমরা কঠোর ও উত্তপ্ত আলেমদের মধ্যে হয়ো না, যাতে তোমাদের জ্ঞানের উপর তোমাদের অজ্ঞতা প্রাধান্য পায়। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *ইবনে আস-সুনী ফি আল-রিয়াদাতুল মুতা'আলীমীন*)

এতে বলা হয়েছে যে অহংকার এবং শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি ক্রোধের জন্ম দেয় এবং এই অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যগুলি একজনকে সহনশীলতা এবং নম্রতা থেকে বিরত রাখে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথায় নামায পড়তেন:

اَللّٰهُمَّ اَغْنِنِیْ بِالْعِلْمِ وَزَيِّنِّیْ بِالْحِلْمِ وَاَكْرِمْنِیْ بِالتَّقْوٰی وَجَمِّلْنِیْ بِالْعَافِيَةِ

"হে আল্লাহ! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ কর, ধৈর্য ও নম্রতায় আমাকে শোভিত কর, আমাকে ধার্মিক ভয়, শ্রদ্ধা ও ভয় দিয়ে সম্মানিত কর এবং আমাকে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিয়ে সুন্দর কর।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ابتغوا الرفعة عند الله، قالوا وماهي يا رسول الله! قال تصل من قطعك،
وتعطي من حرمك، وتحلم عمن جهل عليك

"ঈশ্বরের কাছে মহত্ত্বের সন্ধান করুন". লোকেরা জিজ্ঞেস করেছিল, "কোন বিষয় যা আল্লাহর কাছে উচ্চতর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়? তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি তাদের ছিন্নভিন্ন করে দেয় তার সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখ, যে তোমাকে বঞ্চিত করে তাকে দান কর এবং তার সাথে সহনশীলতা ও নম্রতার সাথে আচরণ কর যে তোমাদের সাথে অজ্ঞতার সাথে আচরণ করে। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *হাকিম* ও *বায়হাকী*)

এক ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমার কাছে এমন কিছুই নেই যা আমি দান করতে পারি [আমার বৈষয়িক দারিদ্র্যের কারণে], তবে আমি এতটুকু করতে পারি যে যে কেউ আমাকে কোন কষ্ট দিয়েছে তাকে ক্ষমা করে দিই এবং এটি আমার পক্ষে একটি দান হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছেন যে, এই দোয়ার কারণে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে হাদীস *সংকলন আবু* নাঈম ফি আস-সাহাবা *এবং* বায়হাকী ফি আল-শু'আব)

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি আবু দদমের মতো হতে পারে না? সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, আবু দদম কে এবং তার কী বৈশিষ্ট্য আছে যে আমরা তার মতো নই? তিনি বলেন, 'তিনি পূর্ববর্তী উম্মতদের একজন মানুষ ছিলেন, যে সকালে উঠে প্রার্থনা করত, হে আল্লাহ! যারা আমাকে অত্যাচার করে তাদের জন্য আজ আমি আমার মর্যাদা ও সম্মান দান করছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ثلاث من لم تكن فيه واحدة منهن فلا تعتدوا بشئ من عمله‘ تقوىٰ تحجزه
عن معاصي الله عزوجل وحلم يكف به السفيه‘ وخلق يعيش به في الناس

"তিনটি জিনিস এমন যে যদি একটিতে না থাকে তবে কারও কর্মকে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করবেন না: ধার্মিক ভয়, শ্রদ্ধা এবং আল্লাহর প্রতি ভয় (*তাকওয়া*) যা একজনকে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখে, সহনশীলতা (হিলম) যা একজনকে মূর্খতা থেকে বিরত রাখে এবং ভাল অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য (*ইখলাক*) যার সাথে একজন মানুষের মধ্যে নিজের জীবন ব্যয় করে। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *উম্মে সালমা (রহঃ) এর বিধানে* হাদীস *সংকলন* তাবারানী (রহঃ)

রাগের ক্ষেত্রে মানুষের বিভিন্ন অবস্থা: রাগের ক্ষেত্রে মানুষের বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে। কিছু লোক আছে যারা তাদের ক্রোধ দমন করতে সক্ষম নয় কিন্তু শীঘ্রই তাদের মূল অবস্থায় ফিরে আসে, কেউ কেউ ক্রোধ প্রকাশ করে না বরং তাদের হৃদয়ে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকাল ধরে রাখে। যদি আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে চিন্তা করি, ক্রোধের দিক থেকে চার ধরণের মানুষ রয়েছে: প্রথমত, ঘাসের মতো যা শীঘ্রই আগুন ধরে যায় তবে শীঘ্রই নিভে যায়; দ্বিতীয়ত, কয়লার মতো যা দেরিতে আগুন ধরে এবং দেরিতে নিভে যায়; তৃতীয়ত, ভেজা কাঠের মতো যা দেরিতে আগুন ধরে এবং শীঘ্রই নিভে যায় - এই অবস্থা খুব ভাল যদি এটি উদাসীনতার কারণে না হয়; চতুর্থত, এমন কিছু যা শীঘ্রই আগুন ধরে যায় এবং দেরিতে নিভে যায় - এই ধরনের লোকেরা বেশ খারাপ। একেবারেই রাগ না করাও ভালো কিছু নয়। ইমাম শাফায়ী (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি রাগ করার চেষ্টার পরও রাগ না করে, সে গাধা এবং যে তোষণের পরেও সন্তুষ্ট হয় না, সে শয়তান। হজরত আবু সাঈদুল খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

الا ان بني آدم خلقوا على طبقات شتى فمنهم بطي الغضب‘ سريع الفي و
منهم سريع اغضب سريع الفي‘ فتلك بتلك‘ ومنهم سريع الغضب بطي
الفئ الا وان خيرهم البطي الغضب السريع الفي وشرهم السريع الغضب
البطي الفي

"মনে রেখো, আদম (আঃ) এর বংশধররা (অর্থাৎ সকল মানুষ) বিভিন্ন গোষ্ঠীতে (তাদের অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, মেজাজ, স্বভাব ও প্রবৃত্তির দিক থেকে) সৃষ্টি করা হয়েছে। কিছু লোক আছে যারা দেরিতে রেগে যায় এবং শীঘ্রই স্বস্তি পায়, কিছু লোক আছে যারা শীঘ্রই রেগে যায় এবং শীঘ্রই শান্ত হয়, এইভাবে একজনকে [দ্রুত রাগ করার মতো খারাপ গুণ] অন্যটির সাথে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় [গুণ যা ভাল, যেমন দ্রুত সান্ত্বনা পাওয়া]; কিছু লোক আছে যারা শীঘ্রই রেগে যায় এবং দেরিতে প্রশমিত হয়। মনে রাখবেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ব্যক্তি হলেন

তিনি, যিনি দেরিতে রেগে যান কিন্তু শীঘ্রই শান্ত হন এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ব্যক্তি যিনি দেরি করে রেগে যান এবং দেরিতে শান্ত হন।

যেহেতু এটি প্রমাণিত হয়েছে যে ক্রোধ মানুষের হৃদয় এবং মনকে প্রভাবিত করে, তাই শাসক কর্তৃপক্ষের জন্য ক্রোধের অবস্থায় কাউকে শাস্তি না দেওয়া অপরিহার্য হয়ে ওঠে কারণ কেউ [রাগ করে] প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করে। উপরন্তু, নিজের ক্রোধকে প্রশ্রয় দেওয়াও নিম্ন আত্মার সন্তুষ্টি এবং আনন্দের একটি উপায় কারণ ক্রোধের অবস্থায় থাকা ব্যক্তি রাগের জন্য কাউকে টার্গেট না করা পর্যন্ত শান্ত এবং শান্তিপূর্ণ হয় না, যদিও, যা হওয়া উচিত ছিল তা হ'ল একজনের ক্রোধ এবং প্রতিশোধ উভয়ই কেবল ঈশ্বরের জন্য হওয়া উচিত ছিল [এবং নিজের ব্যক্তিগত অহংকারের জন্য নয়]।

ক্ষমা ও নম্রতার বিদ্বেষ এবং শ্রেষ্ঠত্বের বাস্তবতা এবং পরিণতি

যখন কেউ রেগে যায় এবং নিজের দুর্বলতার কারণে প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হয় না, তখন সে তা সংযত করতে বাধ্য হয়। একই ক্রোধ একজনের হৃদয়ে বিদ্বেষ এবং বিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়। বিদ্বেষের অর্থ হ'ল কারও প্রতি ঘৃণা এবং শত্রুতা চিরকালের জন্য নিজের হৃদয়ে জন্ম নেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

المؤمن ليس بحقود

"একজন মুমিন বিদ্বেষ ও বিদ্বেষহীন [অন্তরে এবং তাই একজন নির্মল হৃদয়ের মানুষ যে কারো প্রতি কোন বিদ্বেষ ও বিদ্বেষ বহন করে না]।

ক্রোধের ফলে বিদ্বেষ এবং বিদ্বেষ দেখা দেয় যার ফলস্বরূপ নিম্নলিখিত ফলাফল এবং পরিণতি রয়েছে:

প্রথম পরিণতি হ'ল ঈর্ষা এবং এর অর্থ হ'ল বিদ্বেষ আপনার হৃদয়ে এই আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে যে অন্য ব্যক্তির যা কিছু সম্পদ এবং আশীর্বাদ রয়েছে তা কেড়ে নেওয়া হবে; যদি অন্য ব্যক্তির কিছু আশীর্বাদ থাকে, তবে আপনি তার দ্বারা ব্যথিত এবং দুঃখিত হন এবং যদি সেই ব্যক্তি কষ্টে পড়েন তবে আপনি সন্তুষ্ট হন। এটি একজন মুনাফিকের কাজ (বৈশিষ্ট্য) এবং এর নিন্দা শীঘ্রই ব্যাখ্যা করা হবে। **দ্বিতীয় ফলাফলটি** হ'ল ঈর্ষার আধিক্য রয়েছে, যার অর্থ আপনি অন্য ব্যক্তির কষ্ট দেখে হাসছেন এবং তাদের নিয়ে মজা করছেন। **তৃতীয় ফলাফলটি** হ'ল আপনি অন্য ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করেন এবং সমস্ত সম্পর্ক ভেঙে দেন, যদিও কেউ আপনার সাথে দেখা করতে চায় এবং এমনকি সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার কাছে আসে। **চতুর্থ** পরিণতি হলো, আপনি একজনকে অপমান ও অপমান করেন। **পঞ্চম ফলাফল** হল যে আপনি এমন একটি বিষয় সম্পর্কে বলেন যা [ঐশ্বরিক আইনে] বলা জায়েজ নয়, উদাহরণস্বরূপ, আপনি মিথ্যা বলেন, পিঠে কামড় দেন, কারও গোপন বিষয় প্রকাশ করেন [বা ব্যক্তিগত বিষয় যা তিনি

জনসাধারণের দৃষ্টি থেকে গোপন করতে চান], এবং দোষ খুঁজে বের করেন। **ষষ্ঠ** ফলাফলটি হ'ল আপনি একজনকে অপমান এবং উপহাস করার ধারণা দিয়ে অনুকরণ করেন। **সপ্তম ফলাফলটি** হ'ল আপনি একটি শারীরিক ক্ষতি করেন, অন্য কথায় মারধর (সহিংসতা) এবং শারীরিক নির্যাতন। **অষ্টম** পরিণতি হল, আপনি কারও অধিকার ফেরত দেন না এবং যদি আপনার কাছে ঋণ থাকে তবে আপনি তা কারও কাছে ফেরত দেন না, আত্মীয়তার অধিকার পূরণ করেন না এবং কারও বাজেয়াপ্ত জিনিস ফেরত দেন না। এই সমস্ত পরিণতি এবং পরিণতি নিষিদ্ধ (হারাম*) [*ঐশ্বরিক আইনে]। বিদ্বেষ ও বিদ্বেষের ব্যাপারে আপনি অন্তত যা করতে পারেন তা হলো উপরোক্ত আটটি ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং আল্লাহর অবাধ্যতার জন্য দায়ী না হওয়া [এই আটটি পরিণতির যে কোনও একটি বা সবকটিতে] লিপ্ত হয়ে, পরিবর্তে এটিকে ভুল বলে মনে করুন এবং এটিকে [হৃদয় থেকে] খারাপ বলে মনে করুন। [আপনি যদি আপনার হৃদয়ে বিদ্বেষকে খারাপ বলে মনে করেন তবে তবুও] তোমরা কারো সাথে আগের মতো আনন্দের সাথে কথা বলো না, কারও প্রয়োজনের যত্ন নেবে না, সমাবেশে কারও সাথে বসবেন না, কারও সাথে ঐশ্বরিক স্মরণ করবেন না, কারও উপকারের জন্য সাহায্য করবেন না, কারও জন্য প্রার্থনা করবেন না বা কারও প্রশংসা করবেন না, সৎকর্মের জন্য কাউকে উৎসাহিত করবেন না, কারও সাথে সহানুভূতি প্রকাশ করবেন না বা দুঃখ ভাগ করে নেবেন না। অতঃপর এই ক্ষুদ্র বিদ্বেষ আপনার দ্বীনে (আল্লাহর পথে) আপনার ডিগ্রি হ্রাস পাবে এবং একটি মহান বরকত এবং ঐশ্বরিক প্রতিদান অর্জনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, যদিও আপনি এই [স্তরের] বিদ্বেষের জন্য ঐশ্বরিক প্রতিশোধের যোগ্য হবেন না [যেখানে আপনি এর আটটি ফলাফলের উপর কাজ করবেন না]। অতএব, যখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু শপথ করেছিলেন যে তিনি তার আত্মীয় মিস্তাহকে কিছুই দেবেন না [যাকে তিনি আগে আর্থিক সহায়তা করতেন] কারণ তিনি তার কন্যা (যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় স্ত্রী ছিলেন) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে অপবাদে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু যখন [কুরআনের নিচের আয়াত] অবতীর্ণ হল [রাসূলের কাছে ওহীর মাধ্যমে]:

وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ

وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓاْ أُوْلِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ فِي

سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ

"আর তোমাদের মধ্যে যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী এবং ধন-সম্পদের অধিকারী, তারা যেন শপথ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে দান করবে না, অভাবগ্রস্ত, অভাবগ্রস্ত এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের। তাদের উচিত তাদের [ভুল ও অন্যায়] ক্ষমা করে দেয় এবং [তাদের দ্বারা সৃষ্ট কোন আঘাত] উপেক্ষা করা। তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদের পাপ ও ত্রুটি ক্ষমা করে দেন? নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (কুরআন, অধ্যায় 24, আয়াত 22)

এ আয়াত শুনে আবু বকর (রাঃ) বললেন, 'নিঃসন্দেহে আমরা আল্লাহর ক্ষমা চাই। এর পরে তিনি মিস্তাহ এর সাথে একই আচরণ করতে শুরু করেছিলেন যা তিনি আগে [তাকে আর্থিকভাবে সহায়তা করে] ব্যবহার করতেন। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে সহীহ বুখারী *ও* সহীহ মুসলিম *আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে* সংগ্রহ করা হাদীস।

বিদ্বেষ ও বিদ্বেষের কারণে কারো [কারো প্রতি] মনোভাব পরিবর্তন না করাই শ্রেয়, বরং সম্ভব হলে নিজের নিম্ন আত্মার (নাফস) বিরুদ্ধে আধ্যাত্মিক সংগ্রামের জন্য এবং শয়তানকে পরাজিত করার জন্য নিজের সুন্দর আচরণ ও আচরণ বৃদ্ধি করা উচিত। এই ধরনের কাজ সাধু ও জ্ঞানবাদীদের (*সিদ্দিকিন*) পদমর্যাদা [যা মানবতার দ্বারা অর্জিত সর্বোচ্চ পদমর্যাদা] এবং মুমিনদের (মুমিনীন) উচ্চতর কর্মের মধ্যে রয়েছে। কারণ বিদ্বেষ পোষণ করা ব্যক্তির তিনটি অবস্থার মধ্যে একটি থাকতে পারে: প্রথমত, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেউ কোনও অভাব বা অতিরিক্ত ছাড়াই বিদ্বেষ পোষণ করে তার অধিকার পূরণ করে - এটি ন্যায়বিচার। দ্বিতীয়ত, ক্ষমাশীলতা, শ্রেষ্ঠত্ব, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে এমন ব্যক্তির সাথে আচরণ করা - এটি উচ্চতর। তৃতীয়ত, নিষ্ঠুরতার কারণে ব্যক্তির কাছ থেকে কোনও জিনিস ছিনিয়ে নেওয়া - এটি নিপীড়ন। এই শেষ অবস্থা এবং পদমর্যাদা ঘৃণ্য এবং মন্দদের, দ্বিতীয়টি সাধু এবং জ্ঞানবাদীদের এবং প্রথমটি ধার্মিকদের অন্তর্গত।

ক্ষমার শ্রেষ্ঠত্ব এবং মঙ্গলের ঊর্ধ্বে এবং এর বাইরে যাওয়া

ক্ষমার অর্থ হল যে কেউ তার নিজের [বৈধ] অধিকার ত্যাগ করে, অন্য কথায়, কেউ প্রতিশোধ বা জরিমানা গ্রহণ করে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ

"আর তোমাদের ক্ষমা (এবং যা তোমার বৈধভাবে প্রাপ্য তা পরিত্যাগ করা) পরায়ণ ভয়, শ্রদ্ধা ও আল্লাহর প্রতি ভয়ের নিকটবর্তী। *তাকওয়া*)." (কুরআন, অধ্যায় 2, আয়াত 237)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ثلاث والذى نفسى بيده لو كنت حلافا لحلفت عليهن: ما نقص مال من
صدقة فتصدقوا ولا عفا رجل عن مظلمة يبتغى بها وجه الله الا زاده الله بها عزا
يوم القيامة ولا فتح رجل على نفسه باب مسالة الا فتح الله عليه باب
فقر

"তিনটি জিনিস এমন যে আমি যদি কোনও জিনিসের জন্য শপথ করতাম, তবে আমি তাদের সম্পর্কে শপথ করতাম: একটি হ'ল দান দ্বারা সম্পত্তি হ্রাস পায় না, তাই দান করুন; দ্বিতীয়ত,

কেউ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের অধিকার ত্যাগ করে, তবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন এ ধরনের একটি সম্মান দান করবেন; তৃতীয়ত, যদি কেউ নিজের জন্য চাওয়ার দরজা খুলে দেয় [অন্যের চাহিদা পূরণের জন্য], আল্লাহ তার জন্য দারিদ্র্যের দরজা খুলে দেন। (আবু কাবশা আনসারী রহল্লাহু আনসারী রহল্লাহু *আনহু রহল্লাহু আনহু থেকে রচিত তিরমিযী, আবু দাউদ ও* সহীহ মুসলিম *হাদীস* সংকলনে *এ প্রথা বর্ণিত* হয়েছে)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেক রীতিতে বর্ণিত হয়েছে:

التواضع لا يزيد العبد الا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله' والعفو لا يزيد العبد الا
عزا فاعفوا يعزكم الله' والصدق لا تزيد المال الا كثرة فتصدقوا يرحمكم الله

"নম্রতা একজন বান্দাকে (পার্থিব ও অন্যান্য পার্থিব) উচ্চতা (উচ্চতর মর্যাদা) প্রদান করে, তাই নম্রতা অবলম্বন করুন, আল্লাহ আপনাকে উচ্চতা দান করবেন। ক্ষমা একজন বান্দাকে সম্মান দান করে, তাই ক্ষমা করুন, আল্লাহ আপনাকে সম্মান দান করবেন। দান-খয়রাত সম্পত্তি বৃদ্ধি করে, তাই দান করুন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহমত করবেন। (এই *ঐতিহ্য* বর্ণিত হয়েছে হযরত *আনাস (রহঃ) এর বিধান অনুসারে* ইসফাহানী আল-তারগীব ওয়া আল-তারহীব *ও আবু* মনসুর দয়ালমী *গ্রন্থ থেকে বর্ণিত হাদীস* সংকলন।

হজরত উকবা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। আমি মনে করতে পারছি না আমি প্রথম তার হাত ধরেছি নাকি সে আমার হাত ধরে রেখেছিল। তিনি আমাকে বললেন:

يا عقبة! الا اخبرك بافضل اخلاق اهل الدنيا والآخرة صل من قطعك
وتعطى من حرمك' وتعفو عمن ظلمك

'হে উকবা! আমি কি আপনাকে এই দুনিয়ার এবং পরকালের মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত করব না? যে আপনার সাথে দেখা করে না, আপনি এমন একজনের সাথে দেখা করেন; যে আপনাকে বঞ্চিত করে, আপনি এমন একজনকে দান করেন; যে তোমার প্রতি অত্যাচার ও অত্যাচার করে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। (হাদীস *সংকলন* তাবারানী, বায়হাকি *ও* ইবনে আবি আল-দুনিয়ায় *এ প্রথা বর্ণিত হয়েছে)*

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হযরত ঈসা (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন:

يارب اى عبادك اعز عليك' قال الذى اذا قدر عفا
الاخلاق

"হে আমার পালনকর্তা! তোমার বান্দাদের মধ্যে তোমার কাছে কে বেশি প্রিয়? আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে ব্যক্তি ক্ষমা করে, যদিও তার প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকে'। (আবু হুরায়রা

রাদিয়াল্লাহু আনহুর *কবল থেকে বর্ণিত* হাদীস *সংকলন* খারা-ইতি মারাকিম আল-ইখলাকে এ বিবরণ বর্ণনা করা হয়েছে)

নম্রতা এবং ক্ষমার শ্রেষ্ঠত্ব

নম্রতা বা ক্ষমাশীলতা একটি ভাল বৈশিষ্ট্য এবং এর বিপরীতে আগ্রাসন এবং কঠোরতা। [পরবর্তী] উভয় বৈশিষ্ট্যই ক্রোধ এবং অসৎ মেজাজ থেকে জন্ম নেয়, যেখানে ভদ্রতা সুন্দর নৈতিকতা, আচরণ, মেজাজ, অভ্যন্তরীণ স্বভাব এবং শান্তিপূর্ণ প্রকৃতি থেকে জন্ম নেয়। কখনও কখনও ক্রোধ থেকে এবং কখনও কখনও লোভের তীব্রতা এবং আধিপত্য থেকে আগ্রাসনের জন্ম হয়। লোভের তীব্রতা এবং মেজাজের ভারসাম্য হারিয়ে গেলে মানুষ তাদের চিন্তা ও বোঝার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়। যাইহোক, নম্রতা সুন্দর নৈতিকতা, আচরণ, মেজাজ এবং অভ্যন্তরীণ স্বভাবের (*হুসনুল খুলক)* ফল এবং এটি [মহৎ অভ্যন্তরীণ অবস্থা] অর্জন করা হয় যখন ক্রোধ এবং কামনার শক্তিকে সংযমের সীমার মধ্যে রাখা হয়। এ কারণেই, ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনায় ভদ্রতার অত্যধিক প্রশংসা করা হয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يا عائشة انه من اعطى حظه من الرفق فقد اعطى حظه من خير الدنيا والآخرة
ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من خير الدنيا والآخرة

"হে আয়েশা! যাকে কোমলতা দান করা হয়েছে, তাকে পার্থিব জীবন ও পরকালের কল্যাণ দান করা হয়েছে এবং যাকে কোমলতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে সে পার্থিব জীবন ও আখেরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে।   (আবদুর রহমান ইবনে আবি বকর আল-মালিকী (রহঃ) এর কথিত *হাদীস* সংকলন *আহমদ* ও *আল-আকিলি কিতাব আল-দু'আফায়* এ প্রথা বর্ণিত হয়েছে)

ان الله ليعطي على الرفق مالا يعطي على الخرق واذا احب الله عبدا اعطاه
الرفق مامن اهل بيت يحرمون الرفق الا حرموا محب الله تعالى

"আল্লাহ তাআলা নম্রতা ও দয়া (*রিফক)* দিয়ে এমন অনেক কিছু দেন যা তিনি অজ্ঞতা ও কঠোরতার [মানবিক প্রদর্শন] দিয়ে দেন না। আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে (মানুষকে) ভালবাসেন, তখন তিনি এমন একটি কোমলতা দান করেন; আর এমন এক পরিবারের লোকেরা যারা নম্রতাহীন, তারাও ঈশ্বরের প্রেম থেকে বঞ্চিত হয়".   (এই হাদীস সংকলন *তাবারানী কবীরে* জারীর (রাঃ) এর কবল থেকে বর্ণিত হয়েছে)

ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه مالا يعطي على العنف

"ঈশ্বর নম্র ও দয়ালু, তিনি নম্রতা পছন্দ করেন এবং নম্রতাকে এত কিছু দেন যা তিনি কঠোরতার সাথে দেন না". (এ হাদীস সংকলন *সহীহ মুসলিম* গ্রন্থে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে)

يا عائشة ارفقي فان الله اذا اراد باهل بيت كرامة دلهم على باب الرفق

"হে আয়েশা! নম্রতা অবলম্বন করুন কারণ যখন ঈশ্বর কোনও বাড়িকে (একজন ব্যক্তি বা একটি পরিবারকে) সম্মান করতে চান, তখন তিনি তাদের নম্রতার পথ দেখান। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংগ্রহ *আহমেদ* আয়েশা (রাঃ) এর কর্তৃত্বের উপর, আল্লাহ তাআলা তার উপর সন্তুষ্ট হন)

من يحرم الرفق يحرم الخير كله

"যে নম্রতা থেকে বঞ্চিত হয়, সে সৎকর্ম থেকে বঞ্চিত হয়। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংগ্রহ মুসলিম জারীর (রহঃ)

ايما والي ولي فرفق ولا رفق الله تعالى به يوم القيمة

"যে ব্যক্তি রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ হয়ে সাধারণ মানুষের প্রতি সদয় আচরণ করে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার সাথে সদয় আচরণ করবেন". (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আয়েশা (রাঃ) এর কবল থেকে সহীহ মুসলিম* হাদীস সংগ্রহ

الرفق يمن والخرق شؤ

"নম্রতা একটি অসাধারণ আশীর্বাদ এবং কঠোরতা একটি অশুভ লক্ষণ [যা কেবল মন্দ পরিণতি নিয়ে আসে]". (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রহঃ) এর তত্ত্বাবধানে* হাদীস *সংকলন* তাবারানী আওসাত।

ঈর্ষা, তার বাস্তবতা এবং তার নিরাময়ের উপায়গুলির নিন্দা

ঈর্ষা হ'ল বিদ্বেষ এবং শত্রুতার ফলাফল এবং অভ্যন্তরীণ মন্দতার (নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য, প্রবণতা এবং স্বভাব) একই পরিবারের অন্তর্গত। পরিবর্তে, এটি বলা যেতে পারে যে ঈর্ষা হ'ল বিদ্বেষের একটি শাখা যা নিজেই ক্রোধের একটি উপাদান (ফলাফল)। ঈর্ষা থেকে উদ্ভূত এমন অনেক শাখা রয়েছে যা গণনা করা যায় না। ঈর্ষার নিন্দার মধ্যে অনেক [ভবিষ্যদ্বাণীমূলক] ঐতিহ্য রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب

"ঈর্ষা সৎকর্মকে এমনভাবে গ্রাস করে যেমন আগুন কাঠ গ্রাস করে (অর্থাৎ কারও প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে ঐশ্বরিক উপাসনা, দান-খয়রাত, মানুষের সেবা ইত্যাদির মতো সৎকর্ম থেকে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না)। (এ হাদীস সংকলনে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ইবনে *মাজাহ* (রহঃ) আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে।

একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনায়, ঈর্ষা এবং এর পরিণতি এবং কারণগুলি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে:

لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا

"তোমরা পরস্পর ঈর্ষান্বিত হয়ো না, তোমরা একে অপরের সাথে সাক্ষাত বন্ধ করো না, পরস্পর শত্রুতা করো না, একে অপরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে নিও না, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা একে অপরের ভাই ও বোন হয়ে দাও। (হাদীস *সংকলন* সহীহ বুখারী *ও* সহীহ মুসলিমে *এ প্রথা বর্ণিত হয়েছে)*

ثلاث لا ينجو منهن احد الظن والطيرة والحسد وساحدثكم بالمخرج من ذلك اذا ظننت فلا تحقق واذا تطيرت فامض واذا حسدت فلا تبغ

"তিনটি জিনিস রয়েছে যা কেউই মুক্ত নয়: অনুমান, অন্যের সম্পর্কে খারাপ চিন্তাভাবনা এবং ঈর্ষা। এগুলো থেকে মুক্তি পাওয়ার পদ্ধতি আমি আপনাদের বলব। যখন আপনার হৃদয়ে একটি অনুমান আসে তখন তা সঠিক মনে করো না, যখন আপনার হৃদয়ে খারাপ চিন্তা আসে তখন নিজেকে আপনার কাজে ব্যস্ত রাখুন [তার দিকে মনোযোগ না দিয়ে], যখন ঈর্ষার জন্ম নেয় তখন তার কামনা করবেন না (অর্থাৎ ঈর্ষান্বিত চিন্তার ফল)। (এ হাদীস সংকলন *ইবনে আবি দুনিয়ায়* আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

انه سيصيب امتي داء الامم قالوا وما داء الامم قال الاشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج

তিনি বলেন, 'আমার জাতি (*উম্মাহ)* শিগগিরই অন্য জাতির রোগে আক্রান্ত হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, জাতিসমূহের ব্যাধি কি? তিনি বললেন, 'অহংকার, *ঐশ্বর্যের* প্রকাশ, পার্থিব উপায়ে (সম্পদ) অর্জনে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা, পারস্পরিক শত্রুতা, পারস্পরিক ঈর্ষা, [এই সবকিছু] এতটুকু পর্যন্ত যে বিদ্রোহ হবে [প্রথমে] তারপর অশান্তি ছড়িয়ে পড়বে। (আবু হুরায়রা

রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিধানে *হাদীস* সংকলন *ইবনে আবি দুনিয়া* ও *তাবারানীতে* এ প্রবাদ বর্ণিত হয়েছে)

ستة يدخلون النار قبل الحساب بسنة قيل يا رسول الله! من هم؟ قال: الامراء بالجور، والعرب بالعصبية والدهاقين بالتكبر والتجار بالخيانة واهل الرستاق بالجهالة والعلماء بالحسد

"হিসাব নির্ধারণের এক বছর পূর্বে ছয় প্রকারের মানুষ জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, হে আল্লাহর রাসূল! কারা এই মানুষ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নিপীড়নের কারণে রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী, জাতীয়তাবাদী কুসংস্কারপূর্ণ বর্ণবাদের কারণে আরবরা (*আসবিয়াহ)* (যদিও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতির প্রতি প্রচারিত এই *ঐশ্বরিক* আদেশে আরবদের একটি উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।), *এই ঐতিহ্যের* উদ্দেশ্য সবার জন্য প্রযোজ্য, অর্থাত্ যে কোনও জাতিগত, জাতিগত এবং জাতীয় গোষ্ঠী দ্বারা অনুশীলন করা যে কোনও ধরণের বর্ণবাদ, তাদের নরকের মূর্ত *ঐশ্বরিক* অপছন্দের দিকে পরিচালিত করে), অহংকারের কারণে কৃষক, অসততার কারণে ব্যবসায়ী, অজ্ঞতার কারণে গ্রামবাসী এবং ঈর্ষার কারণে ধর্মীয় পণ্ডিতদের। (*এই ঐতিহ্য* বর্ণিত হয়েছে *আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রহঃ) এর তত্ত্বাবধানে* হাদীস *সংকলন* আবু মনসুর দয়ালামী

বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) যখন সিনাই পর্বতে আল্লাহর সাথে কথা বলতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি *ঐশ্বরিক* সিংহাসনের ছায়ায় এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। তিনি সেই ব্যক্তির [ঈশ্বরের সামনে উচ্চপদ ও মর্যাদা] দেখে ঈর্ষা করেছিলেন এবং ঈশ্বরের কাছে তার নাম বলার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আল্লাহ বললেনঃ তোমরা তার নাম নিয়ে কি করতে চাও, বরং আমরা তোমাকে তার কৃতকর্মের কথা জানিয়ে দেব। তিনি কারও প্রতি ঈর্ষান্বিত হননি, তার পিতামাতার অবাধ্য হননি এবং কোনও গল্প বহনকারী কাজ করেননি (মানুষের বিষয়গুলি যা তারা কথা বলতে চায় না বা জানাতে চায় না, ভাল বা খারাপ, অন্যের কাছে প্রেরণ করে, অনিচ্ছাকৃতভাবে বা ইচ্ছাকৃতভাবে বিদ্বেষপূর্ণ উদ্দেশ্যে পৌঁছে দেয়)। হযরত যাকারিয়া (রা.) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'একজন ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি আমার নেয়ামতের শত্রু, সে আমার সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয় এবং সমস্ত সৃষ্টির প্রভু, প্রতিপালক ও প্রতিপালক হিসেবে সমগ্র মানবজাতির কাছে *ঐশ্বরিক* প্রজ্ঞা দ্বারা *ঐশ্বরিক* অনুগ্রহ বিতরণে অসন্তুষ্ট। ঈশ্বরের বিতরণের প্রতি অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ হল সহ মানুষের প্রতি ঈর্ষা প্রকৃতপক্ষে জড়িত]".

এটা জানা উচিত যে ঈর্ষা [*ঐশ্বরিক*] আশীর্বাদ এবং *ঐশ্বরিক* দানের জন্য অনুশীলন করা হয়। আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে প্রতিদান দেন, তখন অন্য ব্যক্তির এ ব্যাপারে দুটি অবস্থা রয়েছে। প্রথমত, কেউ সেই আশীর্বাদকে অপছন্দ করে এবং এর পতন কামনা করে। এটাই ঈর্ষার অবস্থা। এ থেকে, ঈর্ষার সংজ্ঞা হ'ল একটি আশীর্বাদকে অপছন্দ করা এবং তার পতন কামনা করা। দ্বিতীয়ত, কেউ এর পতন কামনা করে না বা এর ধারাকাবাহিকতায় আপত্তি করে না [অন্য ব্যক্তির মধ্যে] তবে নিজের জন্যও তা অর্জন করতে চায়। একে বলা হয় "*গিবতা*" বা নিজের

জন্য একটি আশীর্বাদ কামনা করা যা অন্য ব্যক্তির কাছে রয়েছে [অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে এর অবনতি বা অপসারণ কামনা না করে। এটি আসলে ঐশ্বরিক আইনে জায়েত]। ঈর্ষা সমস্ত পরিস্থিতিতে নিষিদ্ধ, ব্যতীত যখন এটি কোনও মন্দ ব্যক্তিকে দেওয়া হয় যে এটি অরাজকতা এবং অশান্তির বীজ বপন করে, মানুষের মধ্যে অনৈক্য প্রচার করে এবং তাদের ক্ষতি করে। এই ধরনের [বরকতের অপব্যবহার] প্রতি অপছন্দ প্রকাশ করা এবং তার পতন কামনা করা সঠিক কারণ এই ক্ষেত্রে, এর পতনের জন্য আপনার অপছন্দ এবং আকাঙ্ক্ষা এই কারণে নয় যে এই জাতীয় জিনিস একটি আশীর্বাদ, বরং এটি অরাজকতা এবং অশান্তির [বীজ] উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যদি অরাজকতা ও অশান্তির ভয় না থাকে, তাহলে কেউ তাদের দ্বারা দুঃখিত হবে না এবং তাদের নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাও করবে না। [অন্য ব্যক্তির উপর] নেয়ামতকে খারাপ বলে বিবেচনা করার অর্থ এই যে, কেউ ঈশ্বরের সিদ্ধান্তকে খারাপ বলে মনে করে যে তিনি কিছু বিষয়ে তাঁর বান্দাদের মধ্যে কয়েকজনকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। এটি এমন একটি বাস্তবতা যে এটি ঘৃণা এবং অপছন্দের অজুহাতের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা যায় না এবং ঐশ্বরিক আইন অনুমতি দেয় না যে কেউ ঐশ্বরিক আদেশগুলিতে হস্তক্ষেপ করে এবং নিজের ইচ্ছার মানদণ্ডে তাদের বিচার করে। আর কোন মুমিনের ধন-সম্পদ আপনার চোখে কাঁটার সমান, যদিও তা আপনার ক্ষতি না করে, তাকে দেখতে না পাওয়ার চেয়ে বড় পাপ আর কী হতে পারে। কুরআনে ঈর্ষার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে:

إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا

"আপনি যদি ভাল অবস্থায় থাকেন তবে এটি তাদের জন্য দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং যদি আপনি কষ্টের অবস্থায় থাকেন তবে এটি তাদের কাছে আনন্দদায়ক। (কুরআন, 3 অধ্যায়, 120 আয়াত)

যদি কোন মুসলমানের কাছে এমন কোন নেয়ামত থাকে যা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, নামায (নামায*)*, যাকাত ইত্যাদি ফরজ হয়, তবে এসব নেয়ামত অর্জনের কামনা করা ফরজ। তাদের আকাঙ্ক্ষা না করার অর্থ হল যে কেউ পাপে সম্মত হচ্ছে [ঐশ্বরিক উপাসনার এই ফরজ আমল না করার] যা নিষিদ্ধ (*হারাম) /* এসব নেয়ামত যদি উৎকর্ষ (*ফাদা-ইল)* যেমন সৎকর্ম, অতিরঞ্জিত দান-খয়রাত ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত হয়, তবে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। যদি এমন কোন নেয়ামত থাকে যা থেকে উপকৃত হওয়া [নিছক] জায়েয হয়, তবে তার মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং তার আকাঙ্ক্ষাও জায়েয। অনুমোদিততার ন্যায্যতা হলো, একজন ব্যক্তি সমতা কামনা করে এবং বরকতকে মন্দ বলে বিবেচনা না করে সেই আশীর্বাদে অংশ নেয়। সুতরাং, এখানে দুটি জিনিস রয়েছে: প্রথমত, যে ব্যক্তির সেই আশীর্বাদ রয়েছে তাকে সম্মান করা [এবং এর পতন কামনা না করা]; দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি তা কামনা করেন, তাঁরা এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছেন। যাইহোক, [নিছক] অনুমোদিত জিনিসগুলিতে অন্যের সাথে সমতা এবং প্রতিযোগিতা কামনা করা, কারও শ্রেষ্ঠত্বের হ্রাস ঘটায় কারণ [যদিও এটি জায়েযযোগ্য] এই ধরণের জিনিসগুলি ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস (*তাওয়াক্কুল)* এবং ঐশ্বরিক হুকুম (*রাদা)* [যা উচ্চতর আধ্যাত্মিক অবস্থা] গ্রহণ করার বিরুদ্ধে এবং উচ্চতর আধ্যাত্মিক ডিগ্রির পথে বাধা, যদিও এগুলি ঈশ্বরের অবাধ্যতার পরিমাণ নয়।

ঈর্ষার মাত্রা: ঈর্ষার মাত্রা রয়েছে [তাদের তীব্রতা এবং অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে]। প্রথম ডিগ্রী হলো, একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে আশীর্বাদের পতন কামনা করে, যদিও সে সেই আশীর্বাদ [নিজের জন্য] অর্জন করতে পারে না। এই স্তরের ঈর্ষার সাথে কেবল দুষ্টতম লোকেরা জড়িত। ঈর্ষার দ্বিতীয় মাত্রা হ'ল একজন অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে আশীর্বাদের পতন কামনা করে যাতে একজন নিজের জন্য সেই আশীর্বাদ অর্জন করে, উদাহরণস্বরূপ, একটি সুন্দর স্ত্রী, একটি চমৎকার বাড়ি, দুর্দান্ত খ্যাতি এবং সামাজিক অবস্থান। তৃতীয় ডিগ্রী হল যে কেউ কোনও নির্দিষ্ট আশীর্বাদ কামনা করে না তবে অন্য ব্যক্তির মতো অনুরূপ আশীর্বাদ চায়। অতএব, যখন কেউ তা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়, তখন একজন অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে তার পতন কামনা করতে শুরু করে যাতে উভয়ই সমান হয়ে যায়। চতুর্থ ডিগ্রী হ'ল একজন অন্য ব্যক্তির যে আশীর্বাদ রয়েছে তা কামনা করে তবে এটি অর্জন করতে ব্যর্থ হলে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে তার পতন কামনা করে না। এই শেষ ডিগ্রিটি ক্ষমাযোগ্য যদি আশীর্বাদ জাগতিক বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত হয় এবং যদি এটি আধ্যাত্মিক বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত হয় তবে প্রশংসনীয়। তৃতীয় ডিগ্রিতে ভাল এবং মন্দ উভয় দিকই রয়েছে। দ্বিতীয় ডিগ্রি তৃতীয় ডিগ্রির চেয়ে হালকা। প্রথম ডিগ্রি সব পরিস্থিতিতেই নিন্দনীয়। অন্যের কাছ থেকে আশীর্বাদের পতন কামনা না করা ভাল, তবে এটি ভাল নয় যে একজন অন্যের যে আশীর্বাদের মালিক হতে চায়।

ঈর্ষার কারণ

যদিও ঈর্ষার অনেকগুলি কারণ রয়েছে তবে সামগ্রিকভাবে, এগুলি সাতটি কারণের উপর নির্ভর করে বিবেচনা করা যেতে পারে: প্রথমত, শত্রুতা; দ্বিতীয়ত, সম্মানের আকাঙ্ক্ষা; তৃতীয়ত, অহংকার; চতুর্থত, বিস্ময়; পঞ্চমত, নিজের লক্ষ্য হারানোর ভয়; ষষ্ঠত, ক্ষমতা (নিয়ন্ত্রণ) এবং খ্যাতির প্রতি ভালবাসা; সপ্তমত, আত্মার অভ্যন্তরীণ মন্দতা এবং কৃপণতা। কখনও কখনও, একজন অন্যের উপর আশীর্বাদ দেখতে চায় না কারণ অন্য ব্যক্তি একজনের শত্রু এবং কেউ শত্রুকে স্বাচ্ছন্দ্যে দেখতে পছন্দ করে না। কখনও কখনও, তাদের অহংকার এবং অহংকারের কারণে আশীর্বাদে সমৃদ্ধ লোকদের আত্ম-প্রশংসা এবং আত্ম-প্রশংসা, তার পক্ষে অসহনীয় হয়ে ওঠে যারা চায় না যে অন্য ব্যক্তির উপর কোনও পার্থক্য থাকুক, অতএব, একজন ঈর্ষা শুরু করে যাতে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে আশীর্বাদ দূর হয় যাতে তারা উভয়ই সমান হয়ে যায়। কখনও কখনও, ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির হৃদয়ে অন্যের প্রতি অহংকার থাকে, তবে অন্য ব্যক্তির কিছু পার্থক্য (আশীর্বাদ) এর কারণে কেউ তা প্রকাশ করতে পারে না। কখনও কখনও, আশীর্বাদ এত বড় হয়, এবং পদমর্যাদা [অন্য ব্যক্তির জন্য] এতটাই উঁচু হয় যে সেই আশীর্বাদ এবং পদমর্যাদার অধিকারী হওয়া বিস্মিত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কখনও কখনও, ভয় থাকে যে অন্য ব্যক্তির আশীর্বাদের কারণে অন্য ব্যক্তি একজনের উদ্দেশ্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। কখনও কখনও, নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতা অর্জনে ব্যর্থতার কারণে কেউ অন্যের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়। কখনও কখনও, এই কারণগুলির কোনওটিই নেই, তবে নিজের অভ্যন্তরীণ মন্দতা এবং আত্মার কৃপণতার

কারণে একজন অন্যের সাথে ঈর্ষান্বিত হয়। এখন [ঈর্ষার] এই কারণগুলির প্রত্যেকটির জন্য বিশদ শুনুন:

প্রথম কারণ - শত্রুতা এবং বিদ্বেষ: ঈর্ষার এই কারণটি অন্যান্য কারণগুলির চেয়ে কঠোর। যে ব্যক্তি তার উদ্দেশ্যে কষ্ট বা বাধা সৃষ্টি করেছে, সেই ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে বা বাধা সৃষ্টি করে, এমন ব্যক্তিকে খারাপ বলে মনে করে, এবং বিদ্বেষ এবং ক্রোধ প্রতিশোধের জন্য প্ররোচিত করে। যদি কেউ প্রতিশোধ নিতে সক্ষম না হয়, তবে সে চায় অন্যরা প্রতিশোধ নিক [যে ব্যক্তি কাউকে কষ্ট দেয় বা তার পথে বাধা সৃষ্টি করে]। এটি এতটাই যে শত্রু যদি উদ্বেগ এবং সমস্যায় জর্জরিত হয়, তবে কেউ এটিকে তার উচ্চ পদমর্যাদা এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্যের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করে এবং যদি শত্রু কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও আশীর্বাদ বা কিছু [উচ্চ সামাজিক] মর্যাদা অর্জন করে, তবে কেউ এটিকে ঐশ্বরিক দরবারে অগ্রহণযোগ্য বলে ব্যাখ্যা করে যা কারও ব্যর্থতা এবং শত্রুর বিজয়ের কারণ হয়েছিল। এর পরিণতি হ'ল ঈর্ষা এবং শত্রুতা একে অপরের জন্য অপরিহার্য এবং একসাথে চলে। ঈশ্বর-ভয় এবং সতর্কতা দাবি করে যে কেউ এই জাতীয় ঈর্ষাকে হৃদয়ে স্থান করতে দেবে না এবং [সর্বদা] এটিকে খারাপ হিসাবে বিবেচনা করবে। ঈর্ষা (আত্মার) একটি মারাত্মক [অভ্যন্তরীণ] রোগ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا۟ بِهَا ۖ

"যদি আপনি ভাল অবস্থায় থাকেন তবে এটি তাদের জন্য দুঃখের কারণ; আর যদি তোমার উপর কোন বিপদ আসে, তবে তারা তাতে সন্তুষ্ট হয়। (কুরআন, 3 অধ্যায়, 120 আয়াত)

وَدُّوا۟ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

"তারা তোমার জন্য ক্ষতি চায়; তাদের মুখ থেকে শত্রুতা প্রকাশিত হয় এবং তাদের অন্তরে যা গোপন রয়েছে তা তার চেয়েও অধিক। (কুরআন, অধ্যায় 3, আয়াত 118)

ঈর্ষা থেকে [স্বতন্ত্রতা ও ক্ষমতার অধিকারী জাতি বা গোষ্ঠীর স্তরে] থেকে জন্ম নেওয়া শত্রুতা সাধারণত রক্তপাত, যুদ্ধ এবং হত্যার মাধ্যমে শেষ হয়। একজন ব্যক্তির কাছ থেকে আশীর্বাদের পতনের ষড়যন্ত্রে ব্যয় করা হয় যিনি ঈর্ষার লক্ষ্যবস্তু হিসাবে গল্প বহন, অপমান, প্রত্যাখ্যান ইত্যাদির মতো মন্দতায় লিপ্ত হন।

দ্বিতীয় কারণ - সম্মান বা প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা: কখনও কখনও, ঈর্ষা এমন কারও সম্মান বা পার্থক্য গ্রহণ না করার কারণে ঘটে [কিছু স্বতন্ত্র গুণ, যোগ্যতা বা দক্ষতার কারণে] যাকে নিজের সমকক্ষ হিসাবে [অনুভূত করা হয়]। অন্য কথায়, একজন ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি চান না যে

কোনও আশীর্বাদ পাওয়ার পরে অন্য ব্যক্তি একজনের উপর পার্থক্য প্রকাশ করুক। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ [সামাজিক অবস্থানে] তার সমতুল্য উচ্চ পদমর্যাদা বা সম্পদ বা জ্ঞান পায়, তবে ঈর্ষান্বিত ভয় থাকে যে এই ব্যক্তি একজনের উপর অহংকার এবং অহংকার প্রকাশ করতে শুরু করতে পারে, যদিও কেউ অহংকারী হতে চায় না, তবে সে চায় না যে অন্য ব্যক্তি তার প্রতি অহংকারী হোক। একজন অন্যের সমতার সাথে একমত হন কিন্তু নিজের শ্রেষ্ঠত্বের সাথে একমত হন না।

তৃতীয় কারণ - অহংকার: কখনও কখনও, ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি অন্যকে অপমানিত, নীচু এবং নিকৃষ্ট বলে মনে করে এবং কামনা করে যে এমন ব্যক্তি একজনের সেবা করার সময় তার নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং নিজের আদেশ পালনের জন্য সক্রিয়ভাবে প্রস্তুত থাকে। যদি কোনও কাকতালীয়ভাবে, অন্য ব্যক্তি আশীর্বাদ খুঁজে পায়, তবে ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি এই ভয়ে বিরক্ত হয়ে পড়ে যে অন্য ব্যক্তি বরকতের কারণে পরিবর্তিত হতে পারে, একজনকে নিন্দা করতে শুরু করে, কারও আদেশ পালন করতে অস্বীকার করে, একজনের সাথে সমতা দাবি করে, বা একটি চিন্তার উপর তাদের নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে, "এই মুহূর্তে আমি অন্যের প্রতি অহংকারী কিন্তু অন্যজন এখন আমার প্রতি অহংকারী হতে পারে"। এই ভয় ঈর্ষান্বিত হতে বাধ্য করে। এগুলোই ছিল মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কাফেরদের ঈর্ষার কারণ, অর্থাৎ সম্মান ও অহংকার। তাদের কথা ছিল যে, এই এতিম ছেলেটি কীভাবে আমাদের নেতা হতে পারে এবং কীভাবে তারা তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে [ঈশ্বরের রাসূল হিসাবে তার আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বে, যা এতিমত্ব এবং দারিদ্র্যের মধ্যে খুব নম্র উত্স ছিল]। কুরআন তাদের চিন্তাভাবনা এই কথায় প্রতিফলিত করেছে:

وَقَالُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

"কেন এই কুরআন এই দুই জনপদের কোন মহাপুরুষের উপর অবতীর্ণ হল না? (কুরআন, অধ্যায় 43, আয়াত 31)

অন্য কথায়, "আপনি যদি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হতেন তবে আপনাকে অনুসরণ করতে আমাদের কোনও আপত্তি ছিল না"। অনুরূপভাবে, কুরাইশ গোত্র [যারা কার্যত আরব শাসন করেছিল] অত্যন্ত অবজ্ঞার সাথে এটি বলত:

أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّٰكِرِينَ

"এরা কি সেই [নম্র, নীচ, গরীব] লোক (অর্থাৎ মুসলমানরা যারা মুশলিক মক্কায় তাদের বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করছে) যাদেরকে আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ দান করেছেন এবং অন্যদের উপর

শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন? আল্লাহ কি জানেন না যে, তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দারা কারা? (অর্থাৎ, এটি ঈশ্বরের সিদ্ধান্ত, যাকে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য বেছে নেন, এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদগুলি সম্পদ এবং শক্তির আধিক্য দ্বারা বস্তুগত অর্থে বিচার করা যায় না। পরিবর্তে, ঈশ্বর জানেন যে তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দারা কারা এবং ঈশ্বর তাদের আধ্যাত্মিক আশীর্বাদের জন্য ঐশ্বরিক ঘনিষ্ঠতা, নৈকট্য, উপাসনা, সত্যের দিকনির্দেশনা এবং আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক আলোকসজ্জার জন্য তাদের আপাতদৃষ্টিতে নিম্ন সামাজিক অবস্থান, কোনও রাজনৈতিক ক্ষমতার অভাব এবং বস্তুগত দারিদ্র্য নির্বিশেষে বেছে নিয়েছেন। (কুরআন, 6 অধ্যায়, 53 আয়াত)

চতুর্থ কারণ - বিস্ময়: কাউকে উচ্চ [সামাজিক এবং / অথবা আধ্যাত্মিক] পদমর্যাদা এবং মর্যাদায় বা ভাল অবস্থায় দেখে অবাক হওয়াও ঈর্ষার কারণ হতে পারে। কুরআন বলে,

وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَـٰسِرُونَ

"যদি তোমরা তোমাদের মতো একজন মানুষের শিক্ষা অনুসরণ কর, তবে তোমাদের নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (কুরআন, অধ্যায় 23, আয়াত 34)

পঞ্চম কারণ - নিজের লক্ষ্য হারানোর ভয়: এটি কেবল তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট, যারা একক উদ্দেশ্যের জন্য সংগ্রাম করছে। অতএব, এই ধরনের প্রতিটি আশীর্বাদে একজন অন্যের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় যা একজনের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হতে পারে। [উদাহরণ] এই ধরণের ঈর্ষার মধ্যে রয়েছে দুই ভাই (বা ভাইবোন) তাদের পিতামাতার হৃদয় জয় করার জন্য একে অপরের প্রতি ঈর্ষা করা, কারণ সম্পত্তি এবং সম্মান অর্জন পিতামাতার অনুমোদনের উপর নির্ভর করে এবং প্রত্যেকে সেই সম্পত্তির একমাত্র মালিক হওয়ার জন্য তাদের অনুমোদনকে জয় করতে চায়। একই অবস্থা একই যে, একই শিক্ষকের দুজন ছাত্রের প্রচেষ্টা শিক্ষকের সর্বোচ্চ সেবার মাধ্যমে সর্বাধিক উপকার [জ্ঞান ও শিক্ষার আকারে] অর্জন করা। রাজার (বা রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ) সহযোগী ও সঙ্গীদের পারস্পরিক ঘৃণা ও শত্রুতা এজন্য যে, প্রত্যেকেই রাজার সাথে ঘনিষ্ঠতা অর্জন করতে চায়, খ্যাতি ও সম্পদ অর্জনের একটি মাধ্যম। একই শহরের প্রচারকরা একে অপরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় কারণ তাদের প্রত্যেকে একা জনপ্রিয় হতে চায় যাতে একজন সর্বাধিক পরিমাণ সম্পদ সংগ্রহ করতে পারে।

ষষ্ঠ কারণ - খ্যাতি এবং ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা: কখনও কখনও, খ্যাতি এবং ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষার কারণে ঈর্ষা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ কোনও শিল্প বা দক্ষতায় অতুলনীয় হয় এবং চায় যে অন্য কেউ একই দক্ষতা অর্জন না করে যাতে সে জনপ্রিয় থাকে, তবে লোকেরা

একজনের প্রশংসা করে এবং একজনকে চাটুকারিতা করতে বাধ্য হয়, তাকে বিশ্বের এক ধরণের হিসাবে বিবেচনা করে এবং একটি বড় উপাধি প্রদান করে। মানুষের মধ্যে প্রশংসা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করা ছাড়া এ ধরনের ব্যক্তির আর কোনো বস্তুগত উদ্দেশ্য নেই। অন্য কথায়, কেউ তার শিল্প, দক্ষতা বা দক্ষতার মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহ করতে বা অন্য কোনও উদ্দেশ্য অর্জন করতে চায় না। সুতরাং, এই জাতীয় ব্যক্তি স্বভাবতই তোষামোদকে পছন্দ করে এবং চায় যে লোকেরা সেই দক্ষতার উপর নির্ভরশীল থাকুক। যদি অন্য ব্যক্তি একই দক্ষতায় কিছু দক্ষতা অর্জন করে, তবে একজন ঈর্ষান্বিত হয় এবং অন্য ব্যক্তির খ্যাতি এবং সমতা [একই দক্ষতায়] বেদনাদায়ক বলে মনে করে এবং অন্য ব্যক্তিকে মরতে চায় এবং অন্য কেউ যে আশীর্বাদে অংশ নিয়েছিল তার পতন কামনা করে এবং তার মধ্যে একজনের স্বতন্ত্রতার অবসান ঘটায়। উদাহরণস্বরূপ, সাহসিকতা, জ্ঞান, উপাসনা, দক্ষতা, সৌন্দর্য, সম্পদ ইত্যাদি, যদি কারও কাছে থাকে তবে এটি গর্বের কারণ এবং যদি কেউ তাদের একমাত্র মালিক হয় তবে তার অহংকারের কোনও সীমা নেই। [এই ক্ষেত্রে] ঈর্ষার কারণের মধ্যে সম্মানের আকাঙ্ক্ষা, অহংকার বা কারও উদ্দেশ্য হারানোর ভয় অন্তর্ভুক্ত নয়, পরিবর্তে, এটি কেবল আকাঙ্ক্ষা যে কোনও শিল্প বা দক্ষতায় একজনের স্বতন্ত্রতা একজনের সাথে থাকে [অন্য কেউ এর অংশ না পেয়ে]।

সপ্তম কারণ – অভ্যন্তরীণ মন্দ বা আত্মার অধঃপতন: নিম্ন আত্মার অধঃপতন এবং ধার্মিক কর্মের বিষয়ে হৃদয়ের কৃপণতা ঈর্ষার বড় কারণ। আপনি সহজেই এমন লোকদের খুঁজে পাবেন যারা ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা করেন না, অহংকার করেন না, ধন-সম্পদের আলোচনা করেন না, তাদের লক্ষ্য হারানোর ভয় নেই। তা সত্ত্বেও, যদি অন্য ব্যক্তির অবস্থা তাদের কাছে উল্লেখ করা হয় বা তারা জানতে পারে যে অন্য ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট ঈশ্বর প্রদত্ত অনুগ্রহ উপভোগ করছে, তবে তাদের হৃদয়ে সাপ গড়িয়ে পড়বে (অর্থাত্, তারা একেবারে ঘৃণা করবে)। যখন তাদের বলা হবে যে একজন ব্যক্তি আজকাল দুশ্চিন্তায় জর্জরিত, নিজের উদ্দেশ্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছেন বা আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন, তখন এটি শুনলেই এমন অন্তরের অধঃপতিত লোকেরা তাদের হৃদয়ের অন্তরে খুশি হবেন। এ ধরনের লোকেরা চায় যেন কেউ সফল না হয়, এবং তারা অন্যের উপর আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান বর্ষণ দেখে এতটাই বিরক্ত ও বিরক্ত হয় যেন অন্যরা তাদের কোষাগার থেকে কেড়ে নেওয়ার পরে এই পুরষ্কারগুলি প্রদান করেছে। বলা হয়ে আছে যে, '*বাখিল*' (কৃপণ) এমন একজন ব্যক্তি যিনি নিজের সম্পত্তিতে কৃপণতা করেন এবং '*শহীহ*' (সংকীর্ণ হৃদয়ের অধিকারী) এমন একজন ব্যক্তি যিনি অন্যের সম্পত্তিতে কৃপণভাবে থাকেন (অর্থাত্ এই ধরনের ব্যক্তি অন্যের জন্য মঙ্গল কামনা করে না, যদিও এতে নিজের পকেট থেকে কিছু খরচ হয় না)। এরা যেন আল্লাহর অনুগ্রহে কৃপণতা পোষণ করে এবং এমন লোকদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় যাদের প্রতি কোন শত্রুতা বা যোগাযোগ নেই। এর আপাত কারণ [নিম্ন] আত্মার (নাফস) অধঃপতন ছাড়া আর কিছুই নয়। এটি অভ্যন্তরীণ অধঃপতনের প্রতিক্রিয়া যা একজনের দ্বিতীয় স্বভাব হয়ে উঠেছে। এর নিরাময় খুব কঠিন, কারণ এই কারণ

ব্যতীত ঈর্ষার অন্যান্য সমস্ত কারণ অস্থায়ী, যা নির্মূল করা যায় না কারণ এটি একটি অন্তর্নিহিত অধঃপতন। কোনও অস্থায়ী কারণে এটি নেই, তাই এর নির্মূল করা কঠিন।

এগুলি হিংসা জাগানোর কিছু কারণ। কখনও কখনও, এই সমস্ত কারণগুলি একযোগে একজন ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে ঈর্ষা বড় এবং এত শক্তি দিয়ে চালিত হয় যে প্রচেষ্টা এবং আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও হৃদয়ে লুকানো যায় না, পরিবর্তে একজন প্রকাশ্য শত্রুতার আশ্রয় নেয়। প্রায়শই, যারা সহজাতভাবে ঈর্ষান্বিত তাদের অবস্থা হয়।

বিবেচনা করার পরে, এটি স্পষ্ট যে ঈর্ষার এই সমস্ত কারণগুলি বিশ্বের প্রতি ভালবাসার কারণে (জাগতিকতা বা জীবনের প্রতি বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গি) কারণ বিশ্বই একমাত্র জিনিস যা এর প্রেমে পড়া লোকদের জন্য যথেষ্ট নয় [এটি থেকে যতই থাকুক না কেন] - এটি যতই প্রচুর হোক না কেন, তারা এর ঘাটতি সম্পর্কে অভিযোগ করে। তার বিপরীতে আখেরাতে কোন অভাব নেই, আখেরাত সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে প্রচুর সামর্থ্য ও ব্যাপকতা রয়েছে। আখেরাতের সাদৃশ্য জ্ঞানের মতো, কারণ এর বৃত্ত সীমাহীন। যদি লক্ষ লক্ষ মানুষ একটি নির্দিষ্ট জিনিস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে, তবে এটি সামান্যতম হ্রাস পায় না কারণ প্রতিটি ব্যক্তি এটির সম্পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করে এবং এটি পুরোপুরি উপভোগ করে। অতএব, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের জ্ঞান (মা'*রিফা বা ঐশ্বরিক জ্ঞান ও অন্তরঙ্গতা*) এবং *ঐশ্বরিক* গুণাবলী, ফেরেশতাগণ, নবী, স্বর্গ ও পৃথিবীর আধিপত্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে, সে এই জ্ঞান এবং জ্ঞানে অন্য কারও প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় না – যদি অন্যজন একই অর্জন করে, তবে [নিজের জ্ঞান এবং জ্ঞানে] কোন হ্রাস হয় না - যতই লোক জ্ঞানবাদী হোক না কেন। পরিবর্তে, সত্যিকারের জ্ঞানবাদীদের অবস্থা এমন যে তারা সেখানে জ্ঞানবাদীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার সাথে ক্রমবর্ধমান আধ্যাত্মিক সুখ অনুভব করে। অতএব, ঐশ্বরিক পথের (দ্বীন) প্রকৃত পণ্ডিতদের মধ্যে কখনও ঈর্ষা হয় না কারণ তাদের উদ্দেশ্য ঈশ্বরের জ্ঞান [এবং এর সাথে আসা ঐশ্বরিক জ্ঞান, ঘনিষ্ঠতা এবং ঘনিষ্ঠতা যা তাদের আধ্যাত্মিক ডিগ্রি বৃদ্ধি করে], যা তীরবিহীন একটি অগভীর সমুদ্র এবং এতে কোনও অভাব নেই - প্রতিটি ডুবুরি তার নিজের প্রচেষ্টা অনুসারে তার নীচ থেকে মুক্তো বের করতে পারে। তারা তাদের জ্ঞানের সাথে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠতা অর্জন করতে চায় এবং এতেও কোনও অভাব নেই, কারণ এটি এমন নয়, যে কিছু লোক এটি পায় এবং বাকিরা এটি থেকে বঞ্চিত থাকে। ঈশ্বরের নিকটবর্তী সবচেয়ে উপভোগ্য আশীর্বাদ হল ঐশ্বরিক দর্শনের আশীর্বাদ [যেমনটি এই জগতের বা পরকালের অন্য কোন উপভোগের সাথে তুলনা করা যায় না] - এর প্রতি কোনও বাধা বা প্রতিরোধ থাকবে না - পরিবর্তে, সমস্ত মানুষ [যারা এটি অর্জন করে] সমানভাবে ঐশ্বরিক দর্শন উপভোগ করবে, বরং [ঐশ্বরিক দৃষ্টির] প্রাচুর্যের কারণে ঐশ্বরিক দৃষ্টির উপভোগ বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

যাইহোক, যদি [ধর্মীয়] আলেমদের লক্ষ্য জ্ঞানের মাধ্যমে সম্পদ ও খ্যাতি অর্জন করা হয় তবে তারা অবশ্যই একে অপরের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করবে। কারণ, সম্পদ একটি বস্তুগত ও ভৌতিক জিনিস- যদি এটি এক হাতে আসে তবে অন্য কারও হাত তা থেকে বঞ্চিত হবে। খ্যাতি মানে হৃদয়ের মালিক হওয়া - যখন একজন ব্যক্তির হৃদয় একজন পণ্ডিতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়, তখন এটি অগত্যা অন্য পণ্ডিতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভক্তি থেকে দূরে সরে যাবে - এমনকি যদি কারও [অন্য পণ্ডিতের প্রতি] ভক্তি থাকে, তবে এটি খুব বেশি হবে না। এটা অবশ্যই ঈর্ষার কারণ হবে। জ্ঞান এবং সম্পদের মধ্যে পার্থক্য হ'ল যতক্ষণ না সম্পদ এক হাত ছেড়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তা অন্য হাতে পৌঁছায় না, অন্যদিকে, জ্ঞান একজন পণ্ডিতের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে গেঁথে থাকে এবং শিক্ষা এবং শিক্ষার মাধ্যমে তা হ্রাস পায় না। পরিবর্তে, এটি হ্রাস না করে শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে স্থানান্তরিত হয়। যেহেতু, সম্পদ এবং সম্পত্তি শারীরিক জিনিস, তাই তারা একটি নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হয়। যদি একজন মানুষ সমগ্র পৃথিবীর মালিক হয়ে যায়, তাহলে তার পরে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, যার মালিক হতে পারে। এর বিপরীতে, জ্ঞানের কোন সীমা এবং শেষ বিন্দু নেই, বা এটি বেঁধে রাখা এবং সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়।

এই আলোচনার পরিণতি এই যে, যে ব্যক্তি স্বর্গীয় মহিমা, মহিমা, মহিমা ও প্রভুত্ব এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর আধিপত্যের বিষয়ে চিন্তাভাবনা ও চিন্তায় অভ্যস্ত হয়, এই ধ্যান এতটাই আনন্দদায়ক ও মনোরম হয়ে ওঠে যে [এই পার্থিব জীবনের] অন্য কোনও আনন্দের সাথে তুলনা করা যায় না। এই কারণে, কারও প্রতি কারও প্রতি ঈর্ষা থাকে না, যদিও অন্য ব্যক্তি একজনের মতো ঐশ্বরিক জ্ঞানের সমান মাত্রায় থাকে। এমন কী আছে যা এতে নিজের আনন্দ থেকে হ্রাস পাবে? একেবারে কিছুই না! এর প্রতি একজনের আরও বেশি আসক্তি থাকবে [বিবেচনা এবং চিন্তাভাবনা যা ফলস্বরূপ ঈশ্বরের জ্ঞান, ঘনিষ্ঠতা এবং ঘনিষ্ঠতার দিকে পরিচালিত করে]। যারা ঈশ্বরের রাজত্বের আশ্চর্য ও জাঁকজমক নিয়ে চিন্তা করে, তারা যে আনন্দ ভোগ করে, তা তাদের আনন্দের চেয়ে বেশি, যারা বাইরের চোখে জান্নাতের বাগান, তার ফল এবং ফুল প্রত্যক্ষ করে। জ্ঞানবাদীদের স্বর্গ হল ঈশ্বরের জ্ঞান। এই জান্নাত কখনো বিলুপ্ত হয় না। একজন জ্ঞানবাদী চিরকালের জন্য তার সবুজ গাছ থেকে সুস্বাদু ফল ছিঁড়ে নেয় এবং এই মহৎ সুস্বাদু পুষ্টি দিয়ে একজনের আত্মাকে পুষ্ট করে। এই ফলগুলি ঐশ্বরিক বাণীতে বর্ণনা করা হয়েছে:

لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ

"[এই ধরনের ফল যা ঐশ্বরিক করুণা ও উদারতা দ্বারা প্রাপ্ত হয়] কখনও শেষ হবে না এবং কেউ কোনোভাবেই তাদের থেকে বিরত থাকবে না। (কুরআন, অধ্যায় 56, আয়াত 33)

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ

"এর ফলগুলি কম ঝুলন্ত থাকবে [নিজের সর্বোচ্চ তৃপ্তির জন্য সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যে ছিঁড়ে ফেলার জন্য প্রস্তুত]। (কুরআন, 69 অধ্যায়, আয়াত 23)

যদি কোনও জ্ঞানবাদী কারও বাহ্যিক চোখ বন্ধ করে, তবুও আত্মার সাথে স্বর্গের সাক্ষী হতে সক্ষম হয় এবং এর বাগানগুলি ঘুরে বেড়ায়। যদি আমরা বিপুল সংখ্যক জ্ঞানবাদী বলে ধরে নিই, তবে তাদের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষার প্রশ্নই ওঠে না। দুনিয়ার জীবনে এটাই তাদের অবস্থা। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, পরকালে পর্দা সরিয়ে নেওয়া হলে কী হবে এবং প্রিয়তমাকে সাক্ষী করার গৌরব অর্জন করা হবে। এ থেকে জানা যায়, জান্নাতে 'ঈর্ষা' নামক কোন অশুভ শক্তি থাকবে না। এ থেকে আরও জানা যায় যে, যারা জান্নাতের অধিবাসী হতে চলেছেন, তারা এখানেও (তাদের পার্থিব অস্তিত্বে) ঈর্ষা পোষণ করেন না কারণ জান্নাতে কোন প্রকারের অভাব বা সংকোচন নেই এবং কোনও বাধাও নেই। জান্নাত ঈশ্বরের জ্ঞান অর্জনের একটি মাধ্যম হবে এবং কেউ ঐশ্বরিক জ্ঞানের পথে অন্যের জন্য বাধা হয়ে উঠতে পারে না। অতএব, জান্নাতের লোকদের ঈর্ষা করার দরকার নেই - তাদের এই দুনিয়ায় বা পরকালে তা করার দরকার নেই - কারণ এটি এমন একটি নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্য যা একজন মানুষকে উচ্চতার সর্বোচ্চ (*'আলা ইলিয়েন)* থেকে নিম্ন পর্যায়ে নেমে যায় (আসফল *উস-সাফিলিন*) [আধ্যাত্মিক মাত্রায় যার পার্থিব জীবনে প্রভাব এবং প্রতিধ্বনি রয়েছে]।

এই বিবরণ থেকে এটিও প্রমাণিত হয় যে ঈর্ষা সেই লক্ষ্যগুলির সাথে সম্পর্কিত যা সীমিত - যদি কেউ সেগুলি অর্জন করে, তবে অন্যজন তাদের থেকে বঞ্চিত হয়। এই কারণেই, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে মানুষ [বিস্তৃত আকাশের শোভা] উপভোগ করতে একে অপরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় না, বরং তারা বাগানে হাঁটতে একে অপরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়, যদিও বাগানগুলি এই বিস্তৃত পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র অংশ, এবং পৃথিবী তার সমস্ত প্রশস্ততা সহ আকাশের তুলনায় খুব তুচ্ছ এবং নীচু। যেহেতু আকাশ এতটাই প্রশস্ত যে, পৃথিবীর সব মানুষ যদি একযোগে এর দিকে তাকাতে শুরু করে, তাহলে তা সবার জন্য যথেষ্ট, এবং প্রতিটি মানুষ তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অনুযায়ী এটি উপভোগ করতে পারে।

যদি আপনার সত্যিকারের অন্তর্দৃষ্টি (*বাসিরাহ)* থাকে এবং আপনার (নাফস) প্রতি দয়ালু ও দয়ালু হন, তবে আপনার উচিত এমন আশীর্বাদ সন্ধান করা যার কোন প্রচেষ্টা এবং আনন্দ নেই যার কোন বিলুপ্তি নেই এবং এই জাতীয় আনন্দ ঈশ্বরের সত্তা বা সত্তা (*ধাত),* [ঐশ্বরিক] গুণাবলী (*সিফাত*) এবং [ঐশ্বরিক] আমল (*আ'লাল)* এর আশীর্বাদ (জ্ঞান) এর উপর রয়েছে). আপনি যদি ঈশ্বরের জ্ঞান কামনা না করেন বা এর স্বাদ পেতে চান না বা আপনার আকাঙ্ক্ষা দুর্বল হয়, তবে আপনাকে এটি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় কারণ একটি অবিবেচক শিশুর আধিপত্য এবং

[রাজনৈতিক] কর্তৃত্বের আকাঙ্ক্ষা নেই - তারা কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা বোঝা যায় এবং প্রশংসা করা হয়। অনুরূপভাবে, ঈশ্বরের জ্ঞানের [অপরিসীম আধ্যাত্মিক] সন্তুষ্টি কেবল তারাই বোধগম করতে পারে যাদের জন্য [কুরআনের নীচের আয়াত] অবতীর্ণ হয়েছিল:

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ

"এরাই (দৃঢ় সংকল্প ও দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী) যারা ক্রয়-বিক্রয় (অর্থাত্ পার্থিব জীবনে জীবিকা নির্বাহ বা জীবিকা অর্জনের সকল প্রকার উপায়) ঐশ্বরিক স্মরণ থেকে বিরত থাকে না। (কুরআন, অধ্যায় 24, আয়াত 37)

তীব্র আকাঙ্ক্ষার পর্যায় (*শবক)* এর স্বাদ পাওয়ার পরেই আসে। যে ব্যক্তি [ঈশ্বরের জ্ঞানের] স্বাদও গ্রহণ করেনি, সে এমনকি এর অন্বেষণকারীও হবে না এবং এমনকি এটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে না। এই ধরনের ব্যক্তি অবশেষে অন্যান্য বঞ্চিত আত্মার সাথে [পার্থিব জীবনের মূল্যবান সুযোগটি তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এবং ফলস্বরূপ চিরন্তন সুখ এবং অনন্ত সাফল্য অর্জনের জন্য খালি হাতে ফিরে না গিয়ে নিজের প্রকৃত উত্স এবং স্বদেশে ফিরে যাওয়ার কারণে অপরিসীম বঞ্চনা এবং ক্ষতির] অতল গহ্বরে পড়ে যাবে।

ঈর্ষা নিরাময়ের ঔষধ

ঈর্ষা হৃৎপিণ্ডের সবচেয়ে বড় রোগগুলির মধ্যে একটি এবং হৃৎপিণ্ডের রোগ নিরাময় কেবল জ্ঞান ও কর্মের মাধ্যমেই সম্ভব। ঈর্ষার এই রোগ সম্পর্কে আপনার জন্য লাভজনক জ্ঞান হ'ল জেনে রাখা যে ঈর্ষা এই পৃথিবী এবং পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিকারক, তবে এই ক্ষতি কেবল ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির উপর করা হবে এবং আপনি যে ব্যক্তিকে ঈর্ষান্বিত করছেন তার [বা একটি সমষ্টিগত গোষ্ঠী] এর কোনও অন্যায় হবে না। তার পৃথিবী বা ধর্ম ধ্বংস হবে না, বরং এমন একজন আপনার ঈর্ষা থেকে উপকৃত হবে। আপনি যদি অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এটি জানেন তবে আপনি নিজের (*নাফস)* শত্রু বা এর প্রকৃত শত্রুর বন্ধু হতে পারবেন না এবং আপনি অবশ্যই ঈর্ষার ফাঁদে পড়া এড়িয়ে যাবেন।

ঈর্ষার আল্লাহর পথে ক্ষতি: ঈর্ষার দ্বারা আল্লাহর (*দ্বীন)* পথে ক্ষতি হচ্ছে যে আপনি ঈশ্বরের বান্দাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বিতরণের প্রতি অনীহা প্রকাশ করার সাথে সাথে ঈশ্বরের অসন্তুষ্টি অর্জন করেন এবং আপনি আল্লাহর ন্যায়বিচারের প্রতি আপনার আঙুল (বস্তু) তুলে দেন যা তিনি

তাঁর গোপন (গোপন) প্রজ্ঞার মাধ্যমে তাঁর রাজত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন [যা সাধারণ মানুষ গোপন করে না]। এটি একটি গুরুতর অপরাধ [ঐশ্বরিক বিতরণের বিরোধিতা করা এবং তাদের যা আছে তার জন্য মানুষের প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া]; আল্লাহর একত্ব (*তাওহীদ*) এবং ঈমানের (*ঈমান*) সীমার মধ্যে এর চেয়ে বড় অপরাধ আর কিছু হতে পারে না। তা ছাড়া, আপনি একজন মুমিনের জন্য মন্দ কামনা করেছিলেন এবং আপনার মঙ্গল কামনা করা উচিত ছিল। আপনি নবী ও বন্ধু ও আল্লাহর ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ (আওলিয়া) থেকে দূরবর্তী হয়ে গেছেন - এরা আল্লাহর বান্দাদের বন্ধু ও আন্তরিক। ঈর্ষা হৃদয়ের একটি মন্দ কারণ এটি ধার্মিকতাকে গ্রাস করে এবং ধার্মিক কাজগুলি আগুনের মতো কাঠ গ্রাস করে এবং রাত দিনকে গ্রাস করার মতো বিলুপ্ত করে দেয়।

একজনের পার্থিব জীবনে ঈর্ষার ক্ষতি: এই পৃথিবীতে ঈর্ষার ক্ষতি হ'ল যখনই আপনি ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির উপর কোনও আশীর্বাদ নেমে আসে তখনই আপনি ক্রমাগত ব্যথায় ভুগছেন। সাপ আপনার হৃদয়ের উপর গড়িয়ে যায় (ঘৃণার জন্য একটি রূপক) যখন কারও ঈর্ষার লক্ষ্যবস্তু ব্যক্তিকে আরামে দেখা যায়, আপনার রক্ত ফুটে ওঠে এবং আপনি এই আশীর্বাদগুলির পতনের কৌশল তৈরি করতে শুরু করেন। যখন আপনি এটি সম্পর্কে কিছু করতে অসহায় বোধ করেন, তখন আপনি দুঃখ, অনুশোচনা, অনুশোচনা এবং লজ্জার মূর্ত রূপে পরিণত হন - এইভাবে আপনি নিজের জন্য উদ্বেগ এবং কষ্ট জমা করা ছাড়া আর কিছুই করেন না যখন আপনার ঈর্ষার লক্ষ্যবস্তু ব্যক্তির সাথে খারাপ কিছু ঘটে না। ধরুন মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, কিয়ামতের দিন জবাবদিহিতা, পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে আপনার নিশ্চয়তা নেই, তবুও [আপনার নিজের ব্যক্তিগত সাধারণ জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তা দাবি করে যে আপনি ঈর্ষা থেকে বিরত থাকবেন কারণ এর মাধ্যমে আপনি হৃদয়ের দুঃখ ও বেদনা ছাড়া আর কিছুই অর্জন করেন না। যদি তোমরা পরকালের কঠোর শাস্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হও, তবে তা থেকে বিরত থাকার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির সম্পর্কে এটি কিছুটা অদ্ভুত বলে মনে হয়, যে কেউ কোনও বস্তুগত সুবিধা ছাড়াই ঈশ্বরের অসন্তুষ্টি কিনে নেয়। ঈর্ষা থেকে কী লাভ হতে পারে? ক্ষতি, ক্ষতি এবং হৃদয়ের জন্য ক্রমাগত শাস্তি এবং বেদনার আকারে কেবল বিপরীতটি ঘটে - আল্লাহ (*দ্বীন*) এবং পার্থিব জীবন (*দুনিয়া*) উভয়ই ধ্বংস হয়ে যায় এবং একজন খালি হাতে থাকে। আপনি যাকে ঈর্ষান্বিত তার দিকে এক নজর দিন এবং তার অবস্থা দেখুন! আপনার ঈর্ষা কি এমন একজনের কোনও ক্ষতি করছে? আপনি যদি চিন্তা করেন তবে আপনি নেতিবাচক উত্তর পাবেন। কারো পার্থিব জীবন (*দুনিয়া*) ক্ষতিগ্রস্থ হবে না এবং আল্লাহর (দ্বীন) পথও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, কারণ যে নেয়ামত রয়েছে তা আপনার ঈর্ষার কারণে হ্রাস পাবে না, বরং তারা ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহ তাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُۥ بِمِقْدَارٍ

"আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জিনিস একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ভাগ করে নিয়েছেন। (কুরআন, অধ্যায় 13, আয়াত ৪)

একজন ভাববাদী ঈশ্বরের কাছে একজন সম্রাজ্ঞীর জন্য অনুরোধ করেছিলেন, যিনি অত্যাচারের শিকার একটি জাতির উপর শাসন করতেন। তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছিল, "অনন্তকাল থেকে ঐশ্বরিক যা নির্ধারিত হয়েছে তার কোনও পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই এবং তার জন্য নির্ধারিত যে উচ্চতা এবং আশীর্বাদ রয়েছে তা সে অবশ্যই পাবে। ধৈর্য ধরুন যাতে এই যুগটি তার জন্য নির্ধারিত যুগটি কেটে যায় [যাতে এই যুগের পরে একটি নতুন যুগের সূচনা হবে যা আপনার ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের পুরষ্কার হিসাবে আপনার জন্য আরও ভাল সময়ের অগ্রদূত হিসাবে হবে]। এই (দৃষ্টান্ত) থেকে জানা যায় যে, ঈর্ষার সাথে বরকত বিলীন হয় না এবং যে ব্যক্তি আপনার ঈর্ষার লক্ষ্যবস্তু তার কোন ক্ষতির মুখোমুখি হয় না এবং যদি আপনি মনে করেন যে আপনার ঈর্ষার কারণে বরকত বিলীন হয়ে যেতে পারে তবে এটি অজ্ঞতার চরম এবং আপনার নিজের (নাফস) সাথে শত্রুতার সমতুল্য। যদি আপনার ইচ্ছা হয় যে, আপনার ঈর্ষার কারণে [আল্লাহর] সমস্ত সৃষ্টির আশীর্বাদ দূর হয়ে যায় এবং আপনার প্রতি অন্যের ঈর্ষার কারণে আপনার নিজের আশীর্বাদ দূর না হয়, তবে এই আকাঙ্ক্ষাও বিশুদ্ধ অজ্ঞতা। কারণ আপনার এমন কোনও বিশেষত্ব নেই যার কারণে আপনি অন্যের চেয়ে বেশি পছন্দ পান। এটি এত বড় ঐশ্বরিক আশীর্বাদ যে ঈর্ষা কারও আশীর্বাদকে বিলুপ্ত করে না। এই মহান আশীর্বাদের জন্য আপনার ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত কিন্তু হায়, আপনি আপনার নিজের কর্মের মাধ্যমে এটির প্রশংসা করেন না।

যতদূর পর্যন্ত আপনার ঈর্ষার লক্ষ্যবস্তু তার মুনাফা সম্পর্কিত, এটি খুব পরিষ্কার যে সে এই পৃথিবীতে এবং পরকালে মুনাফা অর্জন করে। আল্লাহ বা *দ্বীনের* পথে যাওয়ার উপকার হলো, যে ঈর্ষার শিকার হয় সে তোমার কারণে নিপীড়িত হয়, বিশেষ করে এমন এক সময়ে যখন তোমার ঈর্ষা তোমার হৃদয় থেকে তোমার জিহ্বায় বেরিয়ে আসে অথবা তোমার কোন কর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, উদাহরণস্বরূপ, যখন তুমি পিঠ কামড়াও, তখন কারো মর্যাদার উপর তোমার আঙুল তুলবে। একজনকে অভিশাপ দেওয়া বা মারধর (ক্ষতি) করা। এগুলো হচ্ছে সেই সমস্ত উপহার যা আপনি সেই ব্যক্তিকে উপহার দেন যিনি আপনার ঈর্ষার শিকার হন, অন্য কথায়, আপনি আপনার নেক আমল সেই ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করেন [আপনার ঈর্ষা] অতঃপর যখন আপনি কিয়ামতের দিন তার সাথে দেখা করবেন, তখন আপনার অ্যাকাউন্টে অনুশোচনা এবং বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না - আপনি আপনার পার্থিব জীবনে যেমন ছিলেন তেমনি সেখানেও বরকত থেকে বঞ্চিত হবেন। আপনি তার আশীর্বাদের পতন চেয়েছিলেন, কিন্তু তারা অক্ষত ছিল। উপরন্তু, একজন আপনার ভাল কাজের আশীর্বাদ তার ভাল কাজের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছে - এই ব্যক্তি আশীর্বাদ পেয়েছেন এবং আপনি দুর্ভাগ্য পাবেন।

সেই সঙ্গে আপনি মানবতার শত্রু শয়তানকে সুখী হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। কারণ শয়তান ভয় পায় যে, আপনি সেই লোকদের ভালবাসতে শুরু করবেন যাদেরকে আপনি আপনার শত্রু হিসাবে মনে করেন - যাদের জ্ঞান, ধার্মিক ভয়, শ্রদ্ধা এবং ঈশ্বরের প্রতি ভয়ের গুণাবলী রয়েছে - যাতে আপনি তাদের ঐশ্বরিক প্রতিদানের অংশ পান [এই মহৎ গুণাবলীর জন্য]। শয়তান চায় যে, তুমি যেমন ভালো থেকে বঞ্চিত হও, তেমনি তুমি মঙ্গলের প্রতি ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হও। মরুভূমির এক আরব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! একজন ব্যক্তি ধার্মিক লোকদের দলকে ভালবাসেন, যদিও সে তাদের মধ্যের নয়". তিনি উত্তর দিলেন:

المرء مع من احب

"একজন ব্যক্তি [বা লোকদের দল] যাকে ভালবাসে তার সাথে থাকবে"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রহঃ) এর তত্ত্বাবধানে* সহীহ বুখারী *ও* সহীহ মুসলিম *হাদীস* সংকলন।

ঈর্ষা তার নিজের অধিকারে একটি পাপ। মতবিরোধ, সত্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করা এবং শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জিহ্বা ও হাতের অশ্লীলতা ব্যবহার করার স্বাধীনতা যেমন এর দ্বারা উদ্ভূত জিনিসগুলির দিকে নজর দেওয়া উচিত। এটি এমন একটি রোগ যা পূর্ববর্তী জাতিগুলির ধ্বংসের কারণ হয়েছিল।

ঈর্ষার জ্ঞান-ভিত্তিক প্রতিকার হ'ল কেউ ঈর্ষার উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে কাজ করে, তা কথিত কিছু হোক বা একটি কাজ। অতএব, যদি ঈর্ষা কারও ঈর্ষার শিকারকে নিন্দা করতে প্ররোচিত করে, তবে তার প্রশংসা করার চেষ্টা করা উচিত [পরিবর্তে]। যদি ঈর্ষা কাউকে তার শত্রুর প্রতি অহংকার করতে প্ররোচিত করে, তবে তার শত্রুর সামনে নিজেকে নম্র রাখা উচিত এবং প্রয়োজনে ক্ষমা চাইতে প্রস্তুত থাকা উচিত; যদি এটি কাউকে [শত্রু হিসাবে বিবেচিত ব্যক্তিকে] দিতে বা পুরস্কৃত করতে প্ররোচিত করে, তবে তার উচিত আরও বেশি দেওয়া, এমনকি যদি নিজেকে জোর করতে হয় এবং নিজের হৃদয়কে বাধ্য করতে হয়, কারণ এতে কোনও ভুল নেই। যে ব্যক্তি ঈর্ষার শিকার হয় সে যখন এই জিনিসগুলি দেখবে, তখন এটি সুখ বয়ে আনবে এবং একজনকে ভালবাসতে শুরু করবে এবং যখন এমন ব্যক্তির কাছ থেকে ভালবাসা থাকবে, তখন ঈর্ষান্বিতও বিনিময়ে প্রেম করতে বাধ্য হবে। পারস্পরিক প্রেম সম্প্রীতি তৈরি করবে যা ফলস্বরূপ ঈর্ষা দূর করবে। নম্রতা, প্রশংসা, [অন্য কার] আশীর্বাদে আনন্দ প্রকাশ করা, ধন্যের হৃদয়কে সেই প্রচেষ্টা করা ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট এবং ঝুঁকে দেয় [যদিও ঈর্ষা, নিজের আত্মার মধ্যে এটি প্রতিহত করার জন্য] এবং একজন দাসের মতো হয়ে ওঠে এবং একজনের সাথে সদয় আচরণ করতে শুরু করে এবং একজনের সাথে ভাল আচরণ করতে শুরু করে। আচরণের এই

শ্রেষ্ঠত্ব [যে ব্যক্তি একজনের ঈর্ষার লক্ষ্যবস্তু ছিল] ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির কাছে ফিরে আসে, যার ফলে একজনের হৃদয় সন্তুষ্ট হয় যিনি প্রথমে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পরে এটি একজনের অভ্যাস এবং মেজাজে পরিণত হয়েছিল (দ্বিতীয় প্রকৃতি যা স্বাভাবিকভাবে এবং অনায়াসে কাজ করে)। শয়তানের প্রতারণা আপনাকে এই পথ থেকে বিরত রাখা উচিত নয় যে আপনি যদি আপনার ঈর্ষার শিকার ব্যক্তির সাথে নম্রতা এবং প্রশংসার সাথে আচরণ করেন তবে কেউ আপনাকে দুর্বল, নীচু, ভণ্ড এবং ভীত বলে মনে করবে। শয়তান মানুষকে ধ্বংস করার জন্য এভাবে প্রতারণা করে। শত্রুর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা, তা স্বাভাবিকভাবে হোক বা বাধ্যবাধকতা, শত্রুতার ভিত্তি দূর করে উভয় পক্ষের ভালোবাসা দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয় এবং ঈর্ষার যন্ত্রণা ও শাস্তি থেকে মুক্তি পায়।

এগুলি ঈর্ষার ওষুধ এবং এর উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। যাইহোক, হৃদয় তাদের স্বাদ তিক্ত বলে মনে করে, তবে তিক্ত ওষুধটি আরও উপকারী। যে ঔষধের তিক্ততায় ধৈর্য ধারণ করে না, সে নিরাময়ের মাধুর্য খুঁজে পায় না। এই তিক্ত ঔষধ সহ্য করা সহজ হয়ে উঠবে যখন কেউ নিরাময়ের জ্ঞান-ভিত্তিক এবং ব্যবহারিক পদ্ধতিগুলি নিয়ে চিন্তা করবে এবং বুঝতে পারে যে ঐশ্বরিক হুকুম গ্রহণ করা এবং ঐশ্বরিক প্রতিদানের সন্ধানকারী হওয়া একজনের চিরন্তন সুখ এবং অফুরন্ত সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে (*সা'দা*) / দুনিয়ায় আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু না ঘটে এবং আমার আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে কিছু হওয়া আমার নিজের (নাফস) আত্মসম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থী বলে মনে করা নিছক অজ্ঞতা। যদি এই [ভুল] চিন্তাভাবনা হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায়, তবে এর পরিণতি হবে যে এটি তার সমস্ত [অনুভূত] শত্রুদের মৃত্যু কামনা করবে যাতে [নিজের প্রতি] সামান্যতম বিরোধিতা অবশিষ্ট না থাকে। উপরন্তু, এটি চাইবে যে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই ঘটে না এবং সবকিছু আমার ইচ্ছা অনুসারে ঘটে, যদিও এটি অসম্ভব এবং কেউ শত্রুদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হবে [নিজের ইচ্ছা অনুসারে সবকিছু ঘটতে] এবং এর চূড়ান্ত উপসংহারটি হবে তার চরম অপমান এবং অপমান। এই অপমান এড়ানোর দুটি উপায় রয়েছে: প্রথমত, আপনি যা চান তা ঘটে এবং দ্বিতীয়ত, যা ঘটে তা আপনার ইচ্ছায় পরিণত হয়। প্রথম পদ্ধতিটি কারও নিয়ন্ত্রণে নেই এবং এতে প্রচেষ্টার কোনও জায়গা নেই, তবে আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা দ্বিতীয় পদ্ধতির জন্য কাজ করবে। তীব্র আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে, এটি সম্ভব যে কারও হৃদয় উদ্দেশ্য এবং আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হয়ে যায় [নিজের ইচ্ছা অনুসারে জিনিসগুলি ঘটতে চায়] এবং নিজেকে ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন করে তোলে। এই [দ্বিতীয়] পদ্ধতিটি অর্জন করা একজন বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য [অভ্যন্তরীণ শান্তি, প্রশান্তি, সুখ, চিরন্তন সুখ এবং অন্তহীন বিজয় অর্জনের জন্য]।

অধ্যায় 6- পার্থিব জীবন, সম্পত্তি এবং ক্ষমতার প্রতি আসক্তি এবং এটি একজনের জীবনের উদ্দেশ্য তৈরি করা

পার্থিব জীবনের প্রতি হৃদয়ের আসক্তি এবং এটিকে আসল জিনিস বা সবচেয়ে বড় জিনিস বা একমাত্র জিনিস হিসাবে বিবেচনা করা, সমস্ত নৈতিক ও নৈতিক বিধিনিষেধ এবং বিবেচনাকে দূরে সরিয়ে রেখে এর জন্য লড়াই করার পথ প্রশস্ত করে, যা সামগ্রিক পরিকল্পনায় তুচ্ছ এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির জন্য। এই চিন্তাভাবনা ব্যক্তিগত স্তরে এবং সমগ্র জাতির সমষ্টিগত স্তরে রয়েছে। ব্যক্তিগত স্তরে, এটি একজনের জীবনে বাস্তব এবং গুরুত্বপূর্ণ কী সে সম্পর্কে একজনের দৃষ্টিভঙ্গিকে মেঘলা করে দেয়, যার ফলে একজনের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সত্তার উপর তীব্র চাপ সৃষ্টি হয়। এটি একটি ইঁদুরের দৌড়, সীমিত সম্পদের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা এবং একটি অপ্রয়োজনীয় সংগ্রাম নিশ্চিত করে যা নিরর্থক প্রচেষ্টায় ব্যক্তিদের পুরো জীবনকে গ্রাস করে যা একজনের সর্বোত্তম মূলধন গ্রাস করে। অন্যদিকে, জাগতিক জীবনের প্রতি বিচ্ছিন্নতা, সবকিছুকে সঠিক দৃষ্টিকোণে রাখার দিকে পরিচালিত করে, যার ফলে একজনের মন, দেহ, বুদ্ধি এবং আত্মাকে বৃথা অপরিণামগত প্রচেষ্টায় গ্রাস করা থেকে মুক্তি দেয় যা একজনের সবচেয়ে বড় পুঁজি গ্রাস করে, যা একজনের জীবনের সীমিত সময়। পার্থিব জীবনের প্রতি আসক্তি থেকে বিচ্ছিন্নতা অভ্যন্তরীণ শান্তি, প্রশান্তি, নিজের সাথে শান্তি এবং সমস্ত সহকর্মীদের সাথে শান্তি গড়ে তোলে। একজন সুফি ঋষি বলেছেন, "যখন আমি পৃথিবী ও পার্থিব জীবনকে মহান মনে করি, তখন আমার মনে হয় আমি মহাবিশ্বের একটি পরমাণু মাত্র। কিন্তু যখন আমি পার্থিব জীবনকে ক্ষুদ্র মনে করি, তখন আমি দেখতে পাই যে পৃথিবী মহাবিশ্বের একটি পরমাণু, এবং আমিই এই মহাবিশ্বের মালিক! এই বিচ্ছিন্নতা একটি মুক্তিদায়ক শক্তি যা একজনকে চেতনার উচ্চতর স্তরে নিয়ে যায় যা ভিতরে এবং বাইরে শান্তি সঞ্চার করে। একজন কৃপণতার পরিবর্তে ভাগ করে নিতে শেখে, বিস্মৃতির বিপরীতে যত্ন এবং স্বার্থপরতার বিপরীতে নিঃস্বার্থতা। গাজ্জালী পার্থিব জীবনের প্রতি আসক্তি, এর দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতি এবং এই রোগের নিরাময়ের পিছনে কারণগুলি ব্যাখ্যা করেছেন যা একজনের মন, দেহ, বুদ্ধি

এবং আত্মাকে উচ্চতর স্তরের চেতনা অনুসরণ করার জন্য মুক্ত করে। গাজ্জালীর ষষ্ঠ গ্রন্থ " *ইহইয়া আল-উলুম আদ-দীন*" বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" এর তৃতীয় খণ্ড বা চতুর্থাংশে এটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এর প্রতিকার নির্ধারণ করেছে। গাজ্জালীর এই বইয়ের বিষয়বস্তু এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে [12]:

জাগতিকতা হল ঈশ্বরের প্রতিপক্ষ, ঈশ্বরের বন্ধুদের প্রতিপক্ষ এবং ঈশ্বরের অস্বীকারকারী ও বিরোধীদের প্রতিপক্ষও। এটি আল্লাহর প্রতিপক্ষ কারণ এটি আল্লাহর বান্দাদেরকে (অর্থাৎ সকল মানুষকে) সৎ ও সঠিক পথে চলার অনুমতি দেয় না। এটি ঈশ্বরের বন্ধু এবং অন্তরঙ্গদের (জ্ঞানবাদী এবং সাধু) একটি প্রতিপক্ষ কারণ এটি তাদের সামনে উপস্থিত হয় এবং তাদের জীবন এবং সৌন্দর্যে পূর্ণ হওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে, তাই তারা এর প্রতারণার জালে আটকা পড়ে। এর ফাঁদ থেকে মুক্তি পেতে হলে তাদের ধৈর্যের তিক্ত খসড়া গিলে ফেলতে হয়। আল্লাহর অস্বীকারকারী ও বিরোধীদের সাথে এর শত্রুতা এই যে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তাদের সবুজ চারণভূমি দেখিয়ে তাদের প্রতারণার জালে আটকে রেখেছে যতক্ষণ না তারা এর মুঠোয় দৃঢ়ভাবে চলে আসে এবং যখন তারা এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়, তখন এটি তাদের অপমানে আচ্ছন্ন করে দেয় - যদি তারা এই দুনিয়ার অপমান থেকে রক্ষা পেতে সক্ষম হয়। তারা আখেরাতের লাঞ্ছনা ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পাবে না। তারা অনন্তকালের অনন্ত আনন্দ এবং অনন্তকালের অফুরন্ত বিজয় থেকে বঞ্চিত হবে যখন তারা পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে, তারা এর বিচ্ছেদের বেদনায় ব্যথিত হবে; যখন তারা আখেরাতের শাস্তি ভোগ করবে, তখন তারা সাহায্যের জন্য অনুশোচনাপূর্ণ আর্তনাদ করবে কিন্তু পৃথিবী (এই বইয়ে "বিশ্ব" বলতে "বিশ্ব" বোঝায় না, বরং এটি জাগতিকতা বা জাগতিক আসক্তিকে বোঝায়; পরবর্তী আলোচনার জন্য এটি সর্বদা মনে রাখা দরকার) তাদের উদ্ধারে আসবে না।

যখন জগতের (পার্থিব আসক্তির) মন্দ ও দুর্দশার অবস্থা এমন হয় যে, এটি ঈশ্বরের বন্ধু নয়, বা ঈশ্বরের বন্ধুদের বন্ধু নয় (জ্ঞানবাদী, সাধু এবং ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ), তখন আরও বিভ্রান্তিকর বিষয় হ'ল এটি এমনকি ঈশ্বরের প্রতিপক্ষের বন্ধুও নয়, তখন আমাদের পক্ষে এর বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং এর সৃষ্টির জন্য [ঐশ্বরিক] প্রজ্ঞা সন্ধান করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। যদিও এটি সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টিকর্তার প্রতিপক্ষ। তারপরে আমাদের দেখতে হবে যে এটি কীভাবে প্রতারণা করে এবং মন্দ (উদ্বেগ, অশান্তি এবং অশান্তি) ছড়ানোর জন্য এটি কী পদ্ধতি ব্যবহার করে কারণ যদি আমরা মন্দের প্রবেশদ্বার সম্পর্কে সচেতন না হই, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এটি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হব না, পরিবর্তে, আমরা যদি এর মধ্যে আকৃষ্ট হই তবে এটি আশ্চর্যজনক হবে না। পরের অধ্যায়গুলোতে, প্রথমে ঐশ্বরিক আয়াত, ভবিষ্যদ্বাণী ও ঐতিহ্য থেকে জাগতিকের ক্ষতিগুলি ব্যাখ্যা করা হবে এবং উদাহরণের মাধ্যমে তাদের বাস্তবতা পরিষ্কার করা হবে, তারপরে জাগতিক কর্ম সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেওয়া হবে যে লোকেরা যখন তাদের সাথে জড়িত হয়, তখন কেন তারা ঐশ্বরিক স্মরণ সম্পর্কে অবহেলা এবং অবহেলা করে, তারপরে জাগতিক আসক্তি নিরাময়ের জন্য ব্যাখ্যা করা হবে।

কুরআন অসংখ্য স্থানে জাগতিকতার নিন্দা করেছে এবং শ্রোতাদের এটি এড়িয়ে চলার এবং [পরিবর্তে] তাদের পালনকর্তা পরম করুণাময়ের দিকে পরিচালিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর বান্দাদেরকে পার্থিব আসক্তি থেকে বিরত রাখার জন্য তাদেরকে পরকালের পথে পরিচালিত করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

حب الدنيا راس كل خطيئة

"জগতের প্রতি ভালবাসা (জাগতিক আসক্তি এবং জটলা) সমস্ত পাপের মূল"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংগ্রহ *ইবনে আবি আল-দুনিয়া* এবং *বায়হাকি*)

ان الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ان
بنى اسرائيل لما بسطت لهم الدنيا ومهدت تاهوا فى الحلية والنساء والطيب والثياب

"পৃথিবী মিষ্টি ও সবুজ, আর আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এতে তাঁর উপাধিকারী বানিয়েছেন যাতে দেখ তোমরা কি ধরনের কাজ ও কর্ম করছ। যখন ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য পৃথিবী প্রসারিত হয়েছিল, তখন তারা গহনা, মহিলা, সুগন্ধি এবং পোশাক দেখে বিস্মিত হয়েছিল। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীসে* আবু সাঈদুল খুদরী রহল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত *তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ* সংগ্রহ করা হয়েছে। *ইবনে আবি আল-দুনিয়া* হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত ইসরাঈলের সন্তানদের সম্পর্কে সেই অংশটি ছিল না।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন, 'পৃথিবীকে তোমার মালিক বানাও না, এটি তোমাকে এর দাস বানিয়ে দেবে। আপনার ধনকে এমন কারও কাছে ট্রাস্ট হিসাবে রাখুন যিনি এটি অপচয় করবেন না এবং এটি রক্ষা করবেন। পার্থিব কোষাগারের মালিক সব সময় চুরির ভয় পায়। যার কাছে আল্লাহর কাছে ধনসম্পদ আছে, সে কোন প্রকারকে ভয় করে না। একবার তিনি বললেন, 'হে শিষ্যগণ! আমি তোমার জন্য় পৃথিবীটাকে উল্টে দিয়েছি। আমার পরে এটি তুলে নেবেন না। দুনিয়ার অশুভ শক্তিগুলোর মধ্য থেকে মানুষ দুনিয়ার স্বার্থে আল্লাহর অবাধ্যতা করে, যদিও যতক্ষণ না কেউ দুনিয়া ত্যাগ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আখেরাত পায় না। আপনি যদি পরকাল চান, তবে এমন ভাবে জীবনযাপন করুন যেন পৃথিবী কেবল একটি পথ এবং সেখানে বাস করবেন না এবং জেনে রাখুন যে প্রতিটি পাপের মূল হচ্ছে জগতের ভালবাসা। কখনও কখনও কামনার একটি মুহূর্ত দীর্ঘ সময়ের জন্য দুঃখের কারণ হয়ে ওঠে। হযরত ঈসা আলাইহিস (আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'দুনিয়া অন্বেষণকারী এবং চাওয়া উভয়ই। পরকালের অন্বেষণকারীকে দুনিয়া অন্বেষণ করে যাতে তারা তাদের রিযিক অর্জন করতে পারে (যা আল্লাহ তাআলা তাঁর ঐশ্বরিক হুকুম দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বণ্টন করে দিয়েছেন)। দুনিয়ার সাধককে আখেরাত অন্বেষণ করে যতক্ষণ না কেউ মারা যায় এবং সে তার ঘাড়ে চড়তে শুরু করে। এটি একটি ঐতিহ্য অনুসারে এসেছে যে নবী দায়ূদ (আঃ) এর পুত্র হযরত সুলায়মান তার

সেনাবাহিনী নিয়ে একজন ইবাদতকারীর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তার ডান ও বাম দিকে *জ্বিন* ও মানুষ সারি সারি হয়ে তার উপর থেকে পাখি ছায়া দিচ্ছিল। উপাসক বলল, হে দায়ূদ সন্তান! আল্লাহ তোমাদেরকে এক মহান রাজত্ব দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ সুলায়মান (সা.) বলেছেন, 'একজন মুমিনের কর্ম থেকে একটি জপমালার মূল্যবান ঐশ্বরিক স্মরণ দায়ূদ পুত্রকে যে সমস্ত জগৎ প্রদান করা হয়েছে তার চেয়ে উত্তম। কারণ দায়ূদের পুত্রের যা আছে তা শেষ হবে এবং ঐশ্বরিক স্মরণ চিরকাল থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الهاكم التكاثر يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت اولبست فابليت او تصدقت فابقيت

"বাড়াবাড়ির লোভ তোমাকে [ঈশ্বরে] অবহেলা ও অবহেলার মধ্যে রেখেছিল। আদম সন্তান বলল, হে আমার ধন-সম্পদ! "যদিও আমার ধন-সম্পদ তোমাদের জন্য, যদিও তোমরা যা খেয়েছ অথবা তা পরিধান করে তা বৃদ্ধ করেছ অথবা দান করেছ। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আবদুল্লাহ ইবনুল শাখীর (রহঃ) এর বিধানে* সহীহ মুসলিম *হাদীস* সংকলন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له وعليها يعادى من لا علم له وعليها يحسد من لا فقه له ولها يسعى من لا يقين له

"পৃথিবী তার আবাসস্থল যার কোনও বাড়ি নেই; যার কোন সম্পত্তি নেই [আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব থেকে] তার বস্তুগত অধিকার। যে জগৎ সঞ্চয় করে, সে হলো সেই ব্যক্তি, যার বুদ্ধি নেই এবং যার কোন জ্ঞান নেই তা নিয়ে ঝগড়া করে (তর্ক করে) এবং যার বুদ্ধি নেই তার সাথে ঈর্ষা অনুশীলন করে এবং তার নিশ্চিত না থাকায় তার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যায়। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আয়েশা (রহঃ) এর উপর* হাদীস *সংকলন* মোসনাদ আহমাদ (রহঃ)

একটি ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত হয়েছে:

من اصبح والدنيا اكبر همه فليس من الله فى شئ والزم الله قلبه اربع خصال هما لا ينقطع عنه ابدا وشغلا لا يتفرغ منه ابدا وفقرا لا يبلغ غناه ابدا واملا لا يبلغ منتهاه ابدا

"যার [অভ্যন্তরীণ] অবস্থা এমন যে জগৎ (পার্থিব বস্তুবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং লক্ষ্য) একজনের [জীবনে] সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হয়ে ওঠে, এমন ব্যক্তি ঈশ্বরভক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় এবং ঈশ্বর এমন একজনের হৃদয়ের জন্য প্রয়োজনীয় চারটি বৈশিষ্ট্য তৈরি করেন: দুঃখ যা কখনও আলাদা হয় না, [পার্থিব ক্রিয়াকলাপে] অবিরাম ব্যস্ততা যা কোনও অবকাশ দেয় না, দারিদ্র্য (যথেষ্ট না থাকার অনুভূতি) যা কখনও সমৃদ্ধিতে পৌঁছায় না [যথেষ্ট পেয়ে সন্তুষ্ট হয়], এবং দীর্ঘ আশা যা কখনই পূরণ হয় না"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে রচিত* আবু যের (রাঃ) ও *ইবনে আবি দুনিয়া (* রহঃ) এর বিধানে হাদীস *সংকলন* তাবারানী আওসাত।

মরিয়ম রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র ঈসা (রহঃ) বলেন, 'দুনিয়ার যে ব্যক্তি মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত থাকা সত্ত্বেও সে এর দ্বারা প্রতারিত হয় এবং সবকিছু ফেলে মারা যায়, দুনিয়া একজনকে অপমান করে, কিন্তু সে এ সম্পর্কে নির্ভীক হয় এবং তার উপর নির্ভর করে। বড় দুর্ভাগ্য তাদের জন্য যারা প্রতারিত হয়, যাদের পৃথিবী তাদের দেখায় যা তারা দেখতে অপছন্দ করে এবং তাদের প্রিয় জিনিস থেকে আলাদা করে। আফসোস সেই লোকদের জন্য যাদের উদ্দেশ্য দুনিয়া, যাদের কর্ম পাপ, তারা তাদের পাপের কারণে কতটা অপমানিত হবে। হযরত মূসা (আঃ) এর প্রতি ওহী এসেছে, 'হে মূসা! অত্যাচারীদের এই আবাসের (দুনিয়া) সাথে আপনার কি সম্পর্ক? এ আবাস অবশ্যই আপনার নয়। এটিকে আপনার চিন্তাভাবনা এবং কল্পনার কেন্দ্রবিন্দু (কেন্দ্রবিন্দু) বানাবেন না। এটি থেকে আপনার হৃদয় সরিয়ে নিন এবং এটি থেকে আপনার বুদ্ধিকে দূরে রাখুন যে এটি আপনার বাড়ি। কিন্তু, কেউ যদি এই বাসস্থানে সৎকর্ম করে, তবে তা এমন ব্যক্তির জন্য একটি উত্তম গৃহ হবে। আমি অত্যাচারীদের প্রতি সতর্ক থাকব, যতক্ষণ না আমি নিপীড়িতদের প্রতিশোধ নিই। একটি নবী রীতিতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ) কে বাহরাইনে (কর আদায়ের জন্য) পাঠালেন। তিনি যখন ফিরে আসেন, তখন তিনি তার সাথে কিছু অর্থ (স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার আকারে যা সেই সময়ে প্রচলিত ছিল) নিয়ে এসেছিলেন। আনসারী সাহাবীগণ (মদিনা ও এর আশেপাশের আদি অধিবাসী) আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রহঃ) এর প্রত্যাবর্তনের কথা শুনে তিনি কিছু অর্থ ফিরিয়ে এনেছেন। তারা সবাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ভোরের নামাজে অংশ নিতেন [যেমনটি তারা প্রতিদিন করত]। নামাজ শেষে যখন তিনি (বাড়ি) ফিরছিলেন, তখন তারা তাঁর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দেখে হাসলেন, তারপর বললেন,

انا اظنكم سمعتم ان ابا عبيدة قدم بشئ' قالوا اجل يا رسول الله! قال: فابشروا
واملوا ما يسركم فوالله ما الفقر اخشى عليكم ولكني اخشى عليكم ان
تنبسط عليكم الدنيا كما بسطت على ماكان قبلكم فتنا فسوها كما
تنا فسوها فتهلككم كما اهلكتهم

"আমার মনে হয় আপনি শুনেছেন যে আবু উবাইদাহ কিছু নিয়ে এসেছেন। সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেনঃ তোমাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে যে, আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দূর করে দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! আমি ভয় পাই না যে, তোমরা নিঃস্ব হয়ে পড়বে, কিন্তু আমি আশঙ্কা করি যে, তোমাদের জন্য পৃথিবী প্রসারিত হবে (তোমরা ধনী ও ধনী হওয়ার ক্ষেত্রে) যেমন তোমার পূর্ববর্তী লোকদের জন্য ছিল এবং তোমরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতে শুরু করবে এবং দুনিয়া (জাগতিকতা) তোমাদেরকে ধ্বংস করবে যেমন তাদের ধ্বংস করেছে। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আমর বদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত* সহীহ বুখারী *ও* সহীহ মুসলিম *হাদীস* সংকলন।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন, 'সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর কেউ ইমারত নির্মাণ করতে পারে না। পৃথিবীও সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো, একে নিজেদের আবাসস্থল বলে ভাববেন না। ঈসা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকজন সাহাবী তাঁকে এমন একটি উপদেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন যা পালন করার পর তাদেরকে আল্লাহর ভালোবাসার যোগ্য করে তুলবে। তিনি বলেন, 'পৃথিবীকে ভালোবাসা বন্ধ করো, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসতে শুরু করবেন। হজরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولهانت عليكم الدنيا
ولاثرتم الاخرة

"আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা কম হাসতে পারবে এবং বেশি কাঁদবে, দুনিয়া তোমাদের কাছে ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়বে এবং তোমরা পরকালকে প্রাধান্য দিত। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *তিরমিযী* ও *ইবনে মাজাহ)*

এর পর আবু যর (রহঃ) বলেন, 'আমি যা জানি তা যদি তুমি জানতে কাঁদতে ও কাঁদতে কাঁদতে পাহাড়ে চলে যেত, তোমার সমস্ত ধন-সম্পদ ও ধন-সম্পদ ত্যাগ করে পালিয়ে যেবে এবং অত্যধিক প্রয়োজন ছাড়া তা ব্যবহার করবে না। কিন্তু পরকাল তোমাদের অন্তর থেকে দূর হয়ে গেছে এবং পার্থিব ধন-সম্পদের লোভ সর্বদাই বিরাজ করছে। তোমরা যা-কিছু কর না কেন, তা

দুনিয়ার জন্য, আর তোমরা হইয়া গেছ সেইসব লোকের ন্যায় যারা কিছুই জান না। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ গবাদি পশুর চেয়েও খারাপ, যারা মন্দ কাজ করার আগে পরিণতি সম্পর্কে প্রথমে চিন্তা করে না। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা সবাই আল্লাহর পথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের সাথে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও একে অপরের প্রতি ভালোবাসা বা আন্তরিকতা অনুশীলন করো না? আপনার অভ্যন্তরীণ মন্দতা আপনার উদ্দেশ্যগুলিতে পার্থক্য তৈরি করেছে এবং আপনার পথগুলিকে আলাদা করে দিয়েছে। তোমরা যদি ধার্মিকতার ব্যাপারে একমত হও, তাহলে তোমরা সবাই একে অপরকে ভালবাসতো। তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা পার্থিব বিষয়ে একে অপরের প্রতি সৎ অবলম্বন করছ এবং পরকালের ব্যাপারে একে অপরের প্রতি আন্তরিক নও? তুমি যাদেরকে ভালোবাস, তারা পরকালের ব্যাপারে সাহায্য করো না। এগুলো সবই ঈমানের দুর্বলতার ইঙ্গিত। আর যদি তোমরা পরকালের কল্যাণ ও মন্দ সম্পর্কে নিশ্চিত থাক, যেমন তোমার পার্থিব সম্পর্ক আছে, তবে তোমরা আখেরাতের জন্য সংগ্রাম করতে পারত, যা তোমাকে সকল বিষয়ে কল্যাণে সাহায্য করে।

যদি আপনি বলেন যে, তোমরা যা আছে তা (পার্থিব জীবনকে) দূরবর্তী (আখেরাতের জীবন) চেয়ে বেশী ভালবাসো, কারণ দুনিয়া তোমাদের চোখের সামনে এবং পরকাল তোমাদের চোখ থেকে গোপন থাকে, যা আছে তা ভালবাসে এবং যা নেই তা ভালবাসে না; এর প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এই যে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তোমরা পার্থিব বস্তুকে ত্যাগ করো যা এখনও আসবে (প্রত্যাশিত) তার জন্য। আপনি কঠোর পরিশ্রম করেন এবং যে জিনিসগুলি আপনার সামনে নেই তবে আপনি সেগুলি পাবেন এমন আশার ঝলক রয়েছে, তাদের জন্য আপনি বিভিন্ন ধরণের কষ্ট এবং উদ্বেগ সহ্য করেন। আপনি ভাল মানুষ নন কারণ বিশ্বাসের পরিপূর্ণতা হিসাবে কী গঠন করে সে সম্পর্কে আপনার নিশ্চয়তা নেই। যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলো আদায় করা ঐশ্বরিক বিধান সম্পর্কে যদি সন্দেহ থাকে, তাহলে আমাদের কাছে আসুন, আমরা তোমাদেরকে বলব এবং ঈমানের আলো দিয়ে আমরা তোমাদের (আধ্যাত্মিক) বাস্তবতা দেখাবো যা তোমাদের অন্তরকে তৃপ্ত করবে। আল্লাহর কসম, তোমরা ত্রুটিপূর্ণ বুদ্ধির লোক নও, যাতে আমরা তোমাদেরকে (ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করার নৈতিক দায়িত্ব থেকে) মুক্ত মনে করি। জাগতিক বিষয়গুলিতে, আপনার মতামত দৃঢ় এবং যদি আপনি বিশ্বের একটি ক্ষুদ্র অংশ পান তবে আপনার সুখের কোনও সীমা নেই। যখন পৃথিবী থেকে সামান্যতম জিনিস হারিয়ে যায়, তখন আপনার দুঃখের অবস্থা দেখার মতো হয় - আপনার মুখগুলি আপনার হৃদয়ের প্রতিফলন হয়ে ওঠে এবং আপনার জিহ্বা আপনার হৃদয়ে যা আছে তা প্রকাশ করে। আপনি এটাকে কষ্ট বলেন। তোমাদের মধ্যে অনেকে এমন আছে যারা তোমাদের দ্বীন থেকে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু তোমাদের অন্তর অনুতাপ করে না এবং তোমাদের মুখ থেকেও তা স্পষ্ট নয়। [আপনার হৃদয়ে] একটি অদ্ভুত ডিসেনসিটাইজেশন রয়েছে। আমার কাছে মনে হয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। আপনি যখন একে অপরের সাথে দেখা করেন, তখন আপনি নিজেকে সুখ প্রকাশ করতে বাধ্য করেন কারণ আপনি যদি অভদ্র হন

তবে অন্য ব্যক্তি আপনার সাথে একই আচরণ করবে। আপনি নিজের মৃত্যুর (জীবনের সমাপ্তি) ভুলে যাচ্ছেন। আমি কামনা করি যে, আল্লাহ আমাকে তোমাদের কাছ থেকে সহজ করে দেন (আমাকে তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিন) এবং পরিবর্তে যাদের সাক্ষাত আমি অধীর আগ্রহে কামনা করি তাদের সাথে আমার সাথে যোগ দিন (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর মহৎ সাহাবী এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা আন্তরিক সাধক)। যদি তারা আজ জীবিত থাকত, তবে তারা তোমাদের কাছ থেকে এই বিষয়গুলো গ্রহণ করত না। যদি আপনাদের মধ্যে ভালোর কোনও উপাদান থাকে, তবে আমি স্পষ্টভাবে প্রতিটি বিষয় ব্যাখ্যা করেছি। আপনি যদি ঈশ্বরের কাছে তা অর্জন করতে চান তবে এর পদ্ধতি কঠিন নয়। আমি নিজের ও নিজের জন্য আল্লাহর সাহায্য চাই।

ঈসা (আঃ) তাঁর শিষ্যদের বললেন: "তোমাদের ধর্মের নিরাপত্তা নিয়ে ক্ষুদ্র জগতে সন্তুষ্ট হও, ঠিক যেমন জগতের মানুষ জগতের নিরাপত্তার সাথে ক্ষুদ্র ধর্মের সাথে লড়াই করে"। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি নিজের অন্তরে ছয়টি গুণাবলী সঞ্চার করেছে, সে জান্নাত প্রাপ্তির মাধ্যমে প্রকাশিত (আল্লাহর গ্রহণযোগ্যতা) অর্জন করতে এবং জাহান্নাম থেকে নিজেকে রক্ষা করতে কোন ত্রুটি রাখবে না: প্রথম গুণ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহকে চিনতে পেরে আল্লাহর আনুগত্য করে। দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি শয়তানকে চিনতে পেরে তার অবাধ্য হয়, তৃতীয়ত, যে ব্যক্তি সত্যকে চিনতে পেরে তার অনুসরণ করে, চতুর্থত, যে ব্যক্তি মিথ্যাকে চিনতে পেরে তা এড়িয়ে যায়, পঞ্চমত, যে ব্যক্তি জাগতিক স্বীকৃতি পেয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং ষষ্ঠত, যে ব্যক্তি তাকে স্বীকৃতি দিয়ে আখেরাতের সন্ধান করে। লুকমান রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বললেন, হে পুত্র! পৃথিবী একটি গভীর সমুদ্রের মতো, যেখানে অনেক মানুষ ডুবে গেছে; ঈশ্বর-ভয়ের জাহাজে এটি দিয়ে ভ্রমণ করুন, বিশ্বাসকে আপনার ভ্রমণ সঙ্গী করুন, ঈশ্বরকে আপনার পাল হিসাবে বিশ্বাস করুন, সম্ভবত আপনি এই পথে ডুবে যাওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন, অন্যথায় আমি আপনার বেঁচে থাকার অন্য কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছি না। আবু সুলাইমান দারানী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালোবাসার সাথে অন্বেষণ করে, সে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী পায় না এবং যে ব্যক্তি ভালোবাসা নিয়ে আখেরাতের সন্ধান করে, সে তার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার চেয়ে বেশি পায়, এর কোন শেষ নেই এবং এর কোন সীমা নেই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'প্রত্যেক মানুষ একজন মেহমান, আর তার যা কিছু বস্তুগত সম্পদ ও সম্পদ আছে তা একটি আমানত। অতিথি চলে যাবে এবং ট্রাস্টটি তার [সত্য] মালিকের কাছে ফিরে আসবে [ঈশ্বর, যিনি এই পৃথিবী এবং এর বাইরে যা কিছু আছে তার উত্তরাধিকারী)। ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রাঃ) কে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যার জবাবে তিনি এই দুটি কবিতার মাধ্যমে উত্তর দিয়েছিলেন:

نرقع دنيانا بتمزيق ديننا   فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع
فطوبى لعبد آثر الله ربه   وجاد بدنياه لما يتوقع

"আমরা আমাদের পৃথিবী গড়ার জন্য ঈশ্বরের (*দ্বীন বা* বিশ্বাস) পথ ধ্বংস করি কিন্তু পথ (বিশ্বাস) বা বিশ্ব রয়ে যায় না। সুসংবাদ তাদের জন্য যারা পালনকর্তার পথ অবলম্বন করেছে এবং প্রত্যাশিত বস্তুর জন্য তাদের পার্থিব জীবন কোরবানি করেছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ দুনিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন- একটি অংশ মুমিনের জন্য, এক অংশ মুনাফিকদের জন্য, এবং এক অংশ কাফেরদের জন্য। মুমিন দুনিয়া থেকে আখেরাতের পথের জন্য নির্ভরতা (বিধান) গ্রহণ করে, মুনাফিক বাইরের অলঙ্করণের দিকে মনোযোগ দেয় এবং কাফের পার্থিব সাফল্য অর্জন করে [বস্তুগত অর্জন, ক্ষমতা, মর্যাদা ও ঐশ্বর্যের দিক থেকে]।

হাসান আল-বসরী (রহঃ) খলিফা উমর ইবনে আবদুল আযীজ (রহঃ) কে একটি চিঠি লিখে বলেন, 'পৃথিবী (অনন্তকালের পথে) একটি গন্তব্য এবং এটি (চিরকাল) থাকার জায়গা নয়। হযরত আদম (আঃ) দুনিয়ার প্রতি শাস্তি রূপে প্রেরণ করা হয়েছে, তাই এর থেকে নিজেকে রক্ষা করুন (এর প্রতারণা ও ফাঁস)। হে মুমিনদের সেনাপতি! একে পরিত্যাগ করা (অর্থাৎ জাগতিকতাকে তার সমস্ত ফাঁদে সাশ্রয় দিয়ে) আখেরাতের বিধান এবং এতে কম এবং অপ্রয়োজনীয় চাহিদা পরিত্যাগ করে জীবন ব্যয় করাই [একজন ব্যক্তির জন্য] সবচেয়ে ঐশ্বর্য। এটি প্রতিটি মুহূর্তকে হত্যা করে। যে এটাকে সম্মান করে, সে তার দ্বারা অপমানিত হয়। যে তা সঞ্চয় করে, সে তার দ্বারা অভাবী হয়ে ওঠে। এটি এমন একটি বিষের মতো যা অজান্তেই খেয়ে মৃত্যুর আলিঙ্গনে পৌঁছে যায়। নিজের ক্ষতের চিকিৎসা করার মতো এই পৃথিবীতে আপনার জীবন যাপন করুন। অন্য কথায়, অসাবধানতা অসুস্থতার তীব্রতার দিকে নিয়ে যেতে পারে এমন ভয়ে চিকিত্সার সময় রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সতর্কতা এবং প্রতিরোধগুলি দৃঢ়ভাবে ধরে রাখুন। একজন রোগীর অসুস্থতার দীর্ঘায়িত হওয়া এড়ানোর জন্য ওষুধের তিক্ততা এবং তীব্রতা সহ্য করার চেষ্টা করা উচিত। এই অস্থায়ী, অবিশ্বস্ত, ধূর্ত এবং প্রতারণামূলক জগৎ থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। এটি তার শোভায় প্রতারণাকে লুকিয়ে রেখেছে। এটি মানুষকে তার সৌন্দর্যের জালে আটকে রাখে এবং তাদের মধ্যে এটি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে, তারপরে এর প্রেমিকদের তার অস্থিরতা এবং কষ্টের মধ্যে শিকার করা হয় যে তারা চেতনা হারিয়ে ফেলে এবং তাদের নিজের চূড়ান্ত পরিণতির পরোয়া না করেই সম্পূর্ণরূপে এর সাথে যুক্ত (সংযুক্ত) হয়ে যায়। এটি এমন একটি কনের মতো যার সৌন্দর্য দর্শনীয় স্থানগুলিকে চমকে দেয়, হৃদয় এটি দেখতে আগ্রহী এবং এটি দেখার জন্য বিরক্ত হয়, তবে এটি তার প্রেমিকদের জন্য চূড়ান্ত সমাপ্তির বার্তাবাহক। যে তার ঘনিষ্ঠতা খুঁজে পায়, ধ্বংসই তার নিয়তি হয়ে ওঠে। হায়!

এখন মানুষ অতীত বা বর্তমান থেকে শিক্ষা নেয় না। যারা ঈশ্বরকে চিনতে পারে তারাও জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো উপদেশ পালন করে না। আল্লাহর অনেক প্রেমিক আছেন যারা এর কিছু অংশ পেলে অহংকার করে এবং আখেরাতকে ভুলে যায় এবং এতে এতটাই মগ্ন হয়ে যায় যে তারা ভুল এড়াতে পারে না। যখন তারা চেতনায় ফিরে আসে, তখন তারা লজ্জা বোধ করে এবং অনুশোচনা হৃদয়কে টেনে নেয় কিন্তু এটি আসন্ন মৃত্যুর সময়- একদিকে, একজন মৃত্যুর তীব্রতার মুখোমুখি হয় এবং অন্যদিকে, লজ্জা এবং অনুশোচনার বেদনা সহ্য করে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে সে নিজের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে না বা কোন কষ্ট থেকে নিজেকে (নাফস) সান্ত্বনা দিতে পারে না এবং কোন বিধান ও প্রস্তুতি ছাড়াই [নিজের শেষ মাতৃভূমিতে] পৌঁছে যায়। হে মুমিনদের সেনাপতি! এ থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। আপনি যখন এতে বেশি খুশি হন, তখন অতিরিক্ত সতর্ক থাকুন কারণ যখন জাগতিক লোকেরা কিছু সুখে সন্তুষ্ট হয়, তখন এটি তাদের কষ্টে আচ্ছন্ন করে। যে এতে সুখী থাকে, সে প্রতারিত হয়। আজ যে লাভবান হচ্ছে, সে আগামীকাল ক্ষতির সম্মুখীন হবে। পার্থিব জীবনের বিস্তার দুঃখকষ্টের অগ্রদূত এবং এতে জীবিকা নির্বাহ বিলুপ্তির সাথে শেষ হয়। তার প্রতিটি সুখ দুঃখে পরিপূর্ণ। যে ব্যক্তি তা থেকে দূরে চলে যায়, সে ফিরে আসে না। যারা এতে বাস করে, সে জানে না এর পরে কী ঘটবে তাই কেউ এর জন্য অপেক্ষা করতে পারত। এখানে বসবাস করতে গিয়ে মানুষ দু'টি বিপদে ঘিরে থাকে- একটি বিপদ হলো আশীর্বাদ চলে যাবে এবং দ্বিতীয় বিপদ হচ্ছে কষ্ট। ধরুন, যদি ঈশ্বর আমাদের জগতের [ক্ষতি] সম্পর্কে অবহিত না করতেন এবং যদি ঈশ্বর উদাহরণের মাধ্যমে বাস্তবতা প্রকাশ না করতেন, তবে [একজনের মুখোমুখি হওয়া পরিস্থিতি] একজন অবহেলা ব্যক্তিকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আল্লাহ আমাদের সাহায্য ছাড়া ছেড়ে যাননি, বরং তাদের প্রতি সতর্ককারী প্রেরণ করেছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়ার কোষাগারের চাবি তুলে দেওয়া হয়। যদি তিনি সেগুলো গ্রহণ করতেন, তবে তার পদমর্যাদা হ্রাস পেত না, কিন্তু তিনি [তবুও] সেগুলো গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। (এই পত্র ও এর উত্তরে হাসান আল-বসরী (রহঃ) এর বর্ণনা করেছেন। *ইবনে আবি আল-দুনিয়া)*

এতে লিপ্ত হওয়ার পরে বিশ্বের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা

এর মধ্যে নিমজ্জিত হওয়ার পরে জাগতিকের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা কেবল কঠিনই নয়, বরং এটি অসম্ভব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

انما مثل صاحب الدنیا کالماشی فی الماء هل یستطیع الذی یمشی فی
الماء ان لا تبتل قدماه

"এই দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টান্ত পানিতে হাঁটতে চলা মানুষের মতো। পানিতে হেঁটে যাওয়া ব্যক্তির পক্ষে কি পা ভিজে না যাওয়া সম্ভব? (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীসে* ইবনে আবি দুনিয়া *ও* বায়হাকীর *সংকলন* আনাস (রাঃ)

এই ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে, তাদের অজ্ঞতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যারা বলে: "আমাদের দেহ [শুধু] পার্থিব সুখ-বিলাসে লিপ্ত হয়, কিন্তু আমাদের হৃদয় তা করে না, কারণ আমাদের হৃদয়ের সাথে দেহের কোন সম্পর্ক নেই"। এটি একটি শয়তানের প্রতারণা কারণ যদি তারা এই সুখ থেকে দূরে থাকে তবে তারা তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুঃখিত হয়। এই সুখের সঙ্গে যদি তাদের হৃদয়ের কোনো সম্পর্ক না থাকে, তাহলে এই দুঃখের অর্থ কী? পানিতে হাঁটার অর্থ যেমন পা ভিজে যাবে, তেমনি পার্থিব সুখ ভোগ করার অর্থ হ'ল হৃদয় অপরিহার্যভাবে [এর দ্বারা] প্রভাবিত হবে এবং এই [শারীরিক] সুখ থেকে দূষণকারীদের প্রভাব অবশ্যই হৃদয়ে পৌঁছাবে। বরং হৃদয়ে যদি এই দুনিয়া সম্পর্কে সামান্যতম চিন্তা থাকে, তবুও ঐশ্বরিক উপাসনার মাধুর্য থেকে বঞ্চিত হবে। হযরত ঈসা (আলাইহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'আমি তোমাদের সত্য বলছি যে, একজন অসুস্থ যেমন খাবার ভোগ করে না, তেমনি পার্থিব মানুষও ইবাদতের মিষ্টির স্বাদ গ্রহণ করে না। আমি আপনাদেরও সত্যি কথা বলছি যে, যেমন ঘোড়ায় চড়ে না চড়ে বিদ্রোহী হয়ে যায় এবং তার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, তেমনি মানুষের হৃদয়ও এমনই- মৃত্যুর স্মরণ ও ইবাদতের কষ্টে নরম না হলে তার মধ্যে কঠোরতা ও কঠোরতা জন্ম নেয়। এটিও সত্য যে যতক্ষণ না একটি পাত্র আর্দ্রতা থেকে পৃথক হয়ে শুকিয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত এটি মধু সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয় না, একইভাবে হৃদয় প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকে যতক্ষণ না তারা কামনা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে এবং লোভে দূষিত না হয় এবং সুখে কঠিন না হয়।

দুনিয়ার ভোগ ও আখেরাতের অবহেলার একটি দৃষ্টান্ত: আখেরাতের প্রতি দুনিয়ার অধিবাসীদের অবহেলার দৃষ্টান্তটি হ'ল একটি প্রত্যন্ত দ্বীপে পৌঁছানো একটি জাহাজে ভ্রমণকারী একদল লোক এবং জাহাজের ক্যাপ্টেন তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য তাদের অবতরণ করতে বলে। সেই সাথে তাদের জানানো হয় যে এটি একটি বিপজ্জনক জায়গা হওয়ায় বেশিক্ষণ ওই জায়গায় থাকা উপযুক্ত নয় এবং যদি তারা তাড়াহুড়ো না করে তবে জাহাজটি তার গন্তব্যের দিকে যাত্রা করবে। এখন মানুষ দ্বীপে নেমে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের চাহিদা পূরণের পরপরই জাহাজে ফিরে আসে এবং জাহাজে প্রশস্ত, উপযুক্ত এবং আকাঙ্ক্ষিত জায়গা খুঁজে পায়। কিছু লোক দ্বীপে থাকে। চমৎকার দৃশ্য, আকর্ষণীয় ফুল, চমৎকার বাগান, পাখির সুন্দর গান, মূল্যবান পাথর ও দ্বীপের খনিজ পদার্থ দেখে মুগ্ধ হয় তারা। তবে জাহাজ চলে যাওয়ার ভয়ে তারা সেখানে বেশিদিন থাকতে দেয় না। অসন্তুষ্টির সাথে, তারা জাহাজে ফিরে আসে, তবে জাহাজের ভাল জায়গাগুলি ইতিমধ্যে নেওয়া হয়েছে এবং তারা সংকীর্ণ জায়গাগুলি খুঁজে পায় যা তাদের নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। কিছু লোক ফিরে

এসেছিল; যাইহোক, তারা দ্বীপের মূল্যবান পাথর, সুন্দর ফুল এবং সুস্বাদু ফলগুলি এতটাই পছন্দ করেছিল যে তারা তাদের ছাড়া ফিরে আসতে পারে না। তারা এর মধ্যে কিছু জিনিস সংগ্রহ করে তাদের সাথে ফিরিয়ে এনেছিল। জাহাজের জায়গাটি ইতিমধ্যে শক্ত ছিল এবং তারা তাদের সাথে নিয়ে আসা জিনিসগুলি জায়গা করা যায়নি। তাদের সংগৃহীত জিনিসপত্র মাথার উপর রেখে জাহাজের অবশিষ্ট শক্ত জায়গাগুলিতে বসতে বাধ্য করা হয়েছিল। তারা মনে মনে লজ্জা অনুভব করতে থাকে যে তারা অযথা এই জিনিসগুলি তাদের সাথে নিয়ে এসেছিল। [যাত্রীদের মধ্য থেকে] কিছু লোক তাদের চোখ চমকে দিয়েছিল এবং হৃদয় দ্বীপের চমৎকার রঙিন দৃশ্য এবং পূর্ববর্তী রত্নগুলির দ্বারা মুগ্ধ এবং মুগ্ধ হয়েছিল, তারা জাহাজের কথা পুরোপুরি ভুলে গিয়েছিল এবং দ্বীপের এত গভীরে চলে গিয়েছিল যে তারা ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বরও শুনতে পেল না [আসন্ন যাত্রার আগে তাদের জাহাজে ফিরিয়ে ডেকে আনা]। তারা ফল খাওয়া, ফুলের গন্ধ এবং সুস্বাদু বাগানগুলি ঘুরে বেড়াতে এতটাই মগ্ন ছিল যে ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর তাদের কাছে পৌঁছলেও তারা এখনও এটি শুনতে পেত না, বা যদি তারা এটি শুনতে পেত তবে তারা এটির দিকে মনোযোগ দিতে পারত না। যদিও তাদের হৃদয়ে হিংস্র পশুদের জন্য ভয় ছিল এবং তারা বুঝতে পেরেছিল যে দ্বীপে দুর্দশা, উদ্বেগ এবং কষ্ট থাকতে পারে, কাপড় ছিঁড়ে ফেলা কাঁটা, দেহকে আঘাত করে এমন গাছ, ভয়াবহতা এবং ভয়ঙ্কর শব্দ যা হৃদয়কে কাঁপিয়ে দেবে এবং যদি তারা ফিরে যেতে চায় তবে তারা পারবে না। এই চিন্তায় তারা যখন বিভ্রান্ত ছিল, তখন তারা জাহাজের লোকদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। তারা তাড়াহুড়ো করে খাবার এবং গহনা বোঝাই করে জাহাজের দিকে এগিয়ে গেল কিন্তু ততক্ষণে জাহাজটি তার নোঙ্গর তুলে নেমে যাত্রা শুরু করেছিল। এই লোকেরা হতাশ এবং হতাশ হয়ে উপকূলে দাঁড়িয়ে ছিল এবং ভয় এবং আতঙ্কে মারা গিয়েছিল। কিছু লোক [যারা পিছনে ছিল] ক্যাপ্টেনের ডাকও শুনতে পেল না - তাদের মধ্যে কেউ পশুদের জন্য খাদ্য হয়ে উঠল এবং কেউ কেউ উদ্বিগ্ন এবং বিস্মিত হয়ে চারপাশে ঘুরে বেড়াতে মারা গিয়েছিল। কেউ জলাভূমিতে ডুবে প্রাণ হারিয়েছেন এবং কেউ সাপের কামড় দিয়েছেন।

এবার জাহাজের যাত্রীদের অবস্থা শুনুন। যারা দ্বীপে সংগৃহীত জিনিসপত্র নিয়ে জাহাজে উঠেছিল, তারা তাদের মাথায় জিনিসপত্র নিয়ে বসে ছিল। জাহাজে বসার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা ছিল না, তার উপরে, অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলির জন্য আরও জায়গার অভাব ছিল। যাত্রা ছিল দীর্ঘ সময়। তারা যে জিনিসগুলি সংগ্রহ করেছিল তার শেষ পরিণতি ছিল ফুলগুলি শুকিয়ে গেছে, ফলগুলি পচে গেছে, রত্নগুলি তাদের রঙ পরিবর্তন করেছে, মস্তিষ্ক তাদের দুর্গন্ধে বিস্ফোরিত হতে শুরু করেছে এবং এটি সম্পর্কে কী করা উচিত এবং কীভাবে এই জিনিসগুলি তাদের সাথে নিরাপদে নিয়ে যাওয়া যায় তা কল্পনা করা যায়নি। যখন কিছুই ভাবা যায়নি, তখন তারা সবকিছু সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল, কিন্তু দুর্গন্ধটি এতটাই প্রভাব ফেলেছিল যে বাড়িতে ফিরে আসা কঠিন হয়ে পড়েছিল। অবশেষে যখন তারা বাড়িতে পৌঁছেছিলেন, তখন অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। যারা দেরিতে জাহাজে উঠেছিলেন, জায়গার অভাবে কিছুটা চিন্তিত থাকলেও

নিরাপদে বাড়ি পৌঁছেছেন। যারা জাহাজে সময়মতো পৌঁছেছিলেন এবং আরামদায়ক জায়গা পেয়েছিলেন, তারা যাত্রার সময় শান্তিপূর্ণ ছিলেন এবং নিরাপদে বাড়িতে পৌঁছেছিলেন। এটি জাগতিক লোকদের উদাহরণ যারা ক্ষণস্থায়ী সুখভোগে লিপ্ত এবং তারা তাদের মনোযোগ [এবং জীবনের উদ্দেশ্য] এবং [স্বর্গীয়] উত্স [যা তাদের আসল এবং চূড়ান্ত গন্তব্য] সম্পর্কে কতটা ভুলে গেছে। তারা তাদের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে সচেতন নয় বা তারা কী ঘটতে চলেছে সে সম্পর্কে সচেতন নয় [তাদের নিজস্ব কর্মের ফলস্বরূপ]। যারা ধন-সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদ সংগ্রহ করে নিজেকে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী মনে করে, যদিও তারা বুঝতে পারে না যে এগুলো পার্থিব অলঙ্করণের জিনিস এবং মৃত্যুর সময় এগুলোর কোনটাই তাদের সাথে থাকবে না, বরং তারা বেদনা ও কষ্টের উৎস হয়ে উঠবে। মৃত্যুর পূর্বে, তাদের দ্বারা সৃষ্ট কষ্টগুলি কম নয়, কারণ একজন প্রতিনিয়ত তাদের হারানোর ভয়ে বিচলিত থাকে এবং তাদের মধ্যে কোনও অভাবের বেদনা হৃদয়কে কাঁদতে বাধ্য করে, কেবল সেই লোকদের ব্যতীত যারা আল্লাহর আশ্রয় ও সুরক্ষায় রয়েছে। বেশির ভাগ মানুষই এমনই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের বললেন, 'আমার, তোমার ও দুনিয়ার দৃষ্টান্ত মরুভূমির মধ্য দিয়ে ভ্রমণকারী লোকদের মতো। তারা এতটাই হেঁটেছিল যে তারা মনে করতে পারল না যে তারা অতিক্রম করা দূরত্ব [বাকি দূরত্বের চেয়ে] বেশি বা যে দূরত্ব অতিক্রম করতে বাকি আছে তা বেশি কিনা। তাদের [যাত্রার জন্য] সমস্ত রসদ শেষ হয়ে গেছে এবং তাদের সাহস হ্রাস পেয়েছে। তাদের রসদ এবং আরোহণের বাইরে তারা অনুর্বর মরুভূমিতে রয়ে গিয়েছিল এবং তাদের এই নিশ্চিত ছিল যে তারা মৃত্যুর কাছাকাছি রয়েছে। হঠাৎ তারা দেখল ভাল পোশাক পরা এক ব্যক্তি তাদের কাছে আসছে এবং তার চুল থেকে জলের ফোঁটা ঝরছে। তারা ভেবেছিল যে এই লোকটি একটি উর্বর অঞ্চল থেকে এসেছে এবং সেই জায়গাটি অবশ্যই তাদের কাছাকাছি। তিনি যখন তাদের কাছে আসেন, তখন তিনি তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তারা বলল, 'আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা যে কষ্ট সহ্য করছি। সদ্য আসা লোকটি বলল, 'আমি যদি তোমাকে মিষ্টি পানি ও সবুজ বাগানে নিয়ে যাই, তাহলে তুমি কী করবে? তারা বলল, আমরা আপনার আনুগত্য করব। তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর নামে কসম করে তোমাদের ওয়াদা পূর্ণ কর যে, তোমরা যা বলবে তা করবে। তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলল যে, তারা তাঁর অবাধ্য হবে না। প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী তিনি তাদের মিষ্টি জল ও সবুজ বাগানের ঝর্ণায় নিয়ে যান এবং তাদের সাথে কয়েকদিন থাকলেন। পরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'যাত্রা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আপনি কী বলেন? তারা জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি? তিনি বললেন, 'এই পানির চেয়েও মিষ্টি পানির দিকে এবং এই বাগানের চেয়েও সবুজের বাগানের প্রতি। বেশিরভাগ লোক উত্তর দিয়েছিল: 'আমরা এখানে যা পেয়েছি, সম্ভবত, আমরা এর চেয়ে বেশি আর কোথাও খুঁজে পাই না এবং এখানে আমাদের যে আরামদায়ক জীবন রয়েছে, সম্ভবত, আমরা এর চেয়ে বেশি কিছু খুঁজে পাই না। এ কারণেই আমরা আপনার সাথে যাব না। লোকদের কেউ বলল, তোমরা কি আল্লাহর নামে কসম খেয়েছ

এবং আল্লাহর অবাধ্যতা করবে না বলে ওয়াদা করেছ? এখন আপনার প্রতিশ্রুতি পূরণ করুন যেমন তিনি তার প্রথম প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন, তিনি তার অন্য প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন। কিছু লোক তার সাথে চলে যায় এবং বাকিরা পিছিয়ে পড়েছিল। সকালে শত্রু বাহিনী আক্রমণ চালায়- তারা কয়েকজনকে হত্যা করে এবং কেউ বন্দী হয়ে যায়। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত* হাদীস *সংকলন* ইবনে আবি দুনিয়া, আহমদ, বাজাজ *ও* তাবারানী।

انما مثلى و مثلكم و مثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مغازة غبراء حتّٰى اذا لم
يدروا ما سلكوا منها اكثر او ما بقى انفدوا الزاد و خسروا الظهر و بقوا بين ظهرا
فى المفازة ولا زاد ولا حولة فايقنوا بالهلكة فبينما هم كذلك اذ خرج عليهم
رجل فى حل تقطر راسه فقالوا هذا قريب عهد بريف فلما انتهى اليهم قال: يا
هؤلاء فقالوا: يا هذا فقال: علام انتم فقالوا على ماترى فقال! ادائيتم ان
هديتكم الى ماء رواء و رياض خضر ما تعملون' قالوا لا نعصيك شيئا؟ قال:
عهودكم و مواثيقكم بالله فاعطوه عهودهم و مواثيقهم بالله لا يعصونه شيئا؟
قال: فاوردهم ماء رواء و رياضا خضرا فمكث فيهم ماشاء الله' ثم قال: يا هولاء
قالوا! يا هذا قال الرحيل' قالوا! والى اين؟ قال الى ماء ليس كمائكم والى
رياض ليست كرياضكم فقال اكثرهم والله ما وجدنا هذا حتّٰى ظننا ان لن
نجده وما نضع بعيش خير من هذا وقالت طائف وهم اقلهم الم تعطوا هذا
الرجل عهودكم و مواثيقكم بالله ان لا تعصوه شيئا وقد صدقكم فى اول
حديثه فو الله ليصدقنكم فى آخره فراح فيمن اتبعه و تخلف بقيتهم
فبدرهم عدو فاصبحوا بين اسير و قتيل

এই ভবিষ্যদ্বাণীর রীতিতে দুটি গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হল ঐশ্বরিক আদেশের অনুসারী এবং দ্বিতীয়টি এর বিরুদ্ধে। তাদের কাছে যে ব্যক্তি আসছেন তিনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই, পৃথিবী হচ্ছে সেই অনুর্বর মরুভূমি যেখানে কাফেলার লোকেরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে (দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য যাত্রা থেকে) শুয়ে পড়ে এবং সেই মিষ্টি পানির ঝর্ণা ও সবুজ বাগান হচ্ছে পরকালের ঝর্ণা ও বাগান।

পার্থিব সুখভোগ ও সাধনায় ভোগ করা এবং তাদের কাছ থেকে বিচ্ছেদের বেদনার একটি দৃষ্টান্ত: যাদের পার্থিব সম্পদ ও সম্পদের অধিকারী লোকদের দৃষ্টান্ত হ'ল এমন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে একটি ঘর তৈরি করে এবং তা প্রচুর পরিমাণে সাজিয়ে তোলে এবং লোকদের বাড়িতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। মানুষ একে একে আসছে। যখন কেউ বাড়িতে পা রাখত, তখন হোস্ট অতিথিকে ফুল এবং সুগন্ধি বোঝাই একটি সোনার থালা উপহার দিতেন যাতে অতিথি সেগুলির গন্ধ পেতে পারে এবং এগিয়ে যায়, পরবর্তী ব্যক্তির জন্য থালাটি রেখে যায়। যাইহোক,

যদি অতিথি ভুল করে মনে করেন যে হোস্ট অতিথিকে থালাটি উপহার দিয়েছেন এবং অতিথি এখন সেই থালির মালিক এবং থালা এবং তার সুগন্ধির সাথে হৃদয়ের একটি সংযুক্তি বিকাশ করে। যখন অতিথির কাছ থেকে থালিটি কেড়ে নেওয়া হয়, অতিথি বুঝতে পারে যে ফুল এবং সুগন্ধি কেবল উপভোগ করার জন্য একজনকে উপহার দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের মালিক হওয়ার জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। এ সময় অতিথির ব্যথা, দুঃখ ও হতাশা দেখার মতো। অতিথি হোস্টের এসব শিষ্টাচার ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অবগত না থাকায় এই ভুলটি ঘটেছে। এর বিপরীতে, অন্য একজন অতিথি এসেছিলেন, যিনি হোস্টিং ঐতিহ্য এবং শিষ্টাচারের সাথে পরিচিত ছিলেন এবং থালাটি নিয়েছিলেন, কিছুক্ষণের জন্য এটি উপভোগ করেছিলেন, হোস্টকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন এবং প্রফুল্লতা এবং খোলা হৃদয়ের সাথে এটি হোস্টের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। যারা পৃথিবী সম্পর্কে ঈশ্বরের এই প্রাচীন পথ সম্পর্কে অবগত তাদের অবস্থা এই যে এই পৃথিবী এমন একটি অতিথিশালা যা ভ্রমণকারীদের জন্য [অনন্ত জীবনে] উত্সর্গীকৃত যাতে তারা এখানে [সংক্ষিপ্ত] থামতে পারে এবং তাদের পরবর্তী গন্তব্যের জন্য এখান থেকে রসদ সংগ্রহ করতে পারে। অন্য কথায়, একজন ভ্রমণকারী যেমন একটি গেস্ট হাউস (বা মোটেল) এর সুবিধা গ্রহণ করে, তেমনি তারাও পৃথিবী থেকে সুবিধা পায় [তাদের প্রকৃত এবং চূড়ান্ত গন্তব্যে যাত্রার জন্য] এবং এটিকে (অর্থাত্, এই গেস্ট হাউস বলা হয়) তাদের স্থায়ী আবাসস্থল হিসাবে বিবেচনা করে না এবং তাদের হৃদয়কে এর সাথে এতটাই সংযুক্ত করে যে যখন বিচ্ছেদের সময় আসে, [এটি থেকে আলাদা হওয়া, বিদায় জানানো এবং চলে যাওয়া] কঠিন হয়ে পড়ে। এটি বিশ্ব, তার দুর্ভোগ এবং তার ক্ষতির উদাহরণ। এ ব্যাপারে আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইছি।

একজন মানুষের জন্য বিশ্বের বাস্তবতা এবং প্রকৃতি

মনে রাখতে হবে যে, জগতের কোন কোন দিকগুলো ক্ষতিকর, কোন কোন দিকগুলো এড়িয়ে চলা উচিত এবং কোনটি এড়ানো উচিত নয়, ততক্ষণ পর্যন্ত জাগতিকতার ক্ষতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করাই যথেষ্ট নয়। এই সম্মানের সাথে এটা নির্ধারণ করা জরুরি যেহেতু এটি (জগতের ক্ষতিকর দিকগুলি) সত্যের সন্ধানকারীদের শত্রু এবং সত্যের পথ থেকে রাজপথ ডাকাত। জেনে রাখা উচিত যে, দুনিয়া ও পরকাল আপনার হৃদয়ের দুটি অবস্থা - নিকটবর্তী অবস্থা এবং দূরবর্তী অবস্থা। প্রথম অবস্থা, অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ববর্তী অবস্থাকে বলা হয় বিশ্ব এবং দ্বিতীয় অবস্থা, অর্থাৎ মৃত্যুর পরে রাষ্ট্রকে পরকাল বলা হয়। এ থেকে জানা যায় যে, মৃত্যুর পূর্বে, মানুষের প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষা এবং আনন্দের সাথে সম্পর্কিত জিনিসগুলি একজনের জগৎ এবং তারা তিন প্রকার:

প্রথম প্রকার: এর মধ্যে রয়েছে এমন সব বিষয় যা পরকালে আপনার সাথে থাকবে এবং তার ফল মৃত্যুর পরে আপনার কাছে অবতীর্ণ হবে এবং এগুলি কেবল দুটি জিনিস - জ্ঞান এবং (সৎ, সৎকর্ম) কাজ। এখানে জ্ঞান বলতে বোঝায় ঈশ্বরের সত্তা, গুণাবলী (গুণাবলী) এবং কর্ম, এবং ফেরেশতাগণ, ঐশ্বরিক প্রকাশিত কিতাব, [ঐশ্বরিক নির্ধারিত] নবী এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর আধিপত্য। কর্ম বলতে ইবাদতকে বোঝায় যা কেবল ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। কখনও

কখনও, কোনও পণ্ডিত কোনও জ্ঞানের সাথে এতটাই আসক্ত হয়ে পড়েন যে এটি সবচেয়ে প্রিয় এবং আনন্দদায়ক জিনিস হয়ে ওঠে। কেউ এর চেয়ে অন্য আনন্দকে প্রাধান্য দেয় না। খাওয়া-দাওয়া, ঘুমানো, সবই ভুলে যান জ্ঞানের খাতিরে। কেউ বিয়ে করে না কারণ জ্ঞানে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা সেসব (অন্য বিষয়ে) পাওয়া যায় না, কিন্তু যখন আমরা নিন্দনীয় পার্থিব বিষয়ের কথা উল্লেখ করি, তখন আমরা একে (পার্থিব বিষয়) হিসেবে গণ্য করি না, বরং একে পরকালের বিষয়গুলোর মধ্যে গণনা করি। অনুরূপভাবে, একজন উপাসক ইবাদতের প্রতি এতটাই আসক্ত হয়ে পড়ে এবং এতে এত আনন্দ খুঁজে পায় যে যদি কাউকে উপাসনা থেকে বিরত রাখা হয়, তবে এটি সম্ভবত কারও জন্য সবচেয়ে খারাপ শাস্তি হবে। এক ঋষি প্রার্থনা করতেন, "হে আল্লাহ! আমাকে আমার কবরে প্রার্থনা করার, প্রণাম ও সিজদা করার ক্ষমতা দান করুন। তিনি এই প্রার্থনা করতেন কারণ প্রার্থনা তার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত [আধ্যাত্মিক] আনন্দের উৎস হয়ে ওঠে। এ ধরনের সুখকে পার্থিব জীবনে যেমন অর্জিত হয় তেমনি পার্থিব (পরদুনিয়ার সাথে) বিবেচনা করা যেতে পারে, কিন্তু একে নিন্দনীয় জাগতিক হিসেবে গণ্য করা যায় না। একটি বিখ্যাত নবী বর্ণনায় (*হাদীস* সংকলন *নাসাঈ ও হাকিম*) রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুনিয়া থেকে যে তিনটি জিনিস পছন্দ করতেন তার মধ্যে নামাযকে গণনা করেছেন। এটি কারণ আনন্দগুলি অনুভব করা যায় এবং পর্যবেক্ষণ করা যায়, এবং প্রার্থনাগুলিও সংবেদনশীল এবং পর্যবেক্ষণযোগ্য। প্রণাম ও সিজদা করার গতিবিধির মাধ্যমে প্রাপ্ত আনন্দও পার্থিব আনন্দ, কিন্তু তা নিন্দনীয় জাগতিক নয়, তাই আমরা এতে আপত্তি করি না।

দ্বিতীয় ধরন: সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের রুচি ও সুখভোগ অন্তর্ভুক্ত করা যার আখেরাতে কোন উপকার ও পরিণতি নেই, যেমন, গুনাহ থেকে আনন্দ অর্জন করা, অপচয় ও অহংকারের শ্রেণীতে থাকা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হালাল জিনিস ভোগ করা। উদাহরণস্বরূপ, স্বর্ণ এবং রূপার স্তূপ, ঘোড়া (যাতায়াতের মাধ্যম যা গর্বের উত্সও বটে), গবাদি পশু, চাকর, প্রাসাদ, দামি জামাকাপড়, সুস্বাদু খাবার ইত্যাদি। [ঈশ্বরের] একজন বান্দা সেগুলো ভোগ করে, সে নিন্দনীয় জাগতিকতা থেকে আসে।

তৃতীয় প্রকার: যা বিশুদ্ধ জাগতিক নয় এবং আখেরাতের অন্তর্গত নয়। পরিবর্তে, তারা পরকালের সাথে সম্পর্কিত আমলগুলিতে সহায়তা করে যেমন কারও প্রয়োজন অনুসারে খাদ্য, নিজের প্রয়োজন অনুসারে পোশাক, এবং এর মধ্যে রয়েছে একজন মানুষ তার বেঁচে থাকার জন্য বা জ্ঞান ও কর্মে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য অর্জনের জন্য যে সমস্ত আনন্দ অর্জন করে (জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং ফলস্বরূপ অনন্ত সুখ এবং অন্তহীন বিজয়ের জন্য প্রয়োজনীয়)। এই আনন্দগুলি প্রথম প্রকারের মতো নয়, তবে তারা প্রথম প্রকারের সাথে সহায়তা করে এবং তাদের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম হয়ে ওঠে। সুতরাং কেউ যদি জ্ঞান ও সৎকর্ম চালিয়ে যাওয়ার জন্য খায়, তবে এ (খাওয়ার) কাজ দুনিয়ার নয় এবং সে পার্থিব বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য নয়। যাইহোক, যদি খাওয়ার চালক ক্ষণস্থায়ী আনন্দ হয় [রন্ধনসম্পর্কীয় আনন্দে] তবে এই আনন্দ একটি জাগতিক আনন্দ হবে এবং দ্বিতীয় প্রকারে গণনা করা হবে।

মৃত্যুর পরে মানুষের সাথে যে জিনিসগুলি অবশিষ্ট থাকে: মৃত্যুর পরে, [ঈশ্বরের] দাসের কাছে কেবল তিনটি জিনিস অবশিষ্ট থাকে - একটি হৃদয় যা জাগতিকতা থেকে দূষণ থেকে পরিষ্কার করে [এবং জাগতিক জট এবং আসক্তি যা এটিকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে উড়তে বাধা দেয়],

ঐশ্বরিক স্মরণের সাথে আসক্তি এবং ভালবাসা, এবং হৃদয়ের শুদ্ধি এবং দুর্বলতা। [সমস্ত] এগুলি ঐশ্বরিক স্মরণ এবং অধ্যবসায়ের প্রাচুর্যের মাধ্যমে অর্জন করা হয়, এবং ঈশ্বরের প্রেম গ্নোসিসের মাধ্যমে অর্জিত হয়, এবং চিরস্থায়ী চিন্তার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা হয়। এই তিনটি গুণই মৃত্যুর পর মানুষের পরিত্রাণ ও চিরসুখের মাধ্যম।

জাগতিক কামনা থেকে হৃদয়ের শুদ্ধি উদ্ধার করা কারণ এটি ঐশ্বরিক প্রতিশোধ এবং মানুষের মধ্যে একটি বাধা। ঈশ্বরের সাথে আসক্তি এবং ঐশ্বরিক প্রেম চিরন্তন সুখের চাবিকাঠি। এই দুটি গুণ একজনকে ঐশ্বরিক দর্শন এবং [প্রিয়তমার সাথে] সাক্ষাতের আনন্দ দেয় এবং এই মহান ভাগ্য মৃত্যুর ঠিক পরেই অর্জন করা হয় এবং এই অবস্থা জান্নাতে ঈশ্বরের দর্শন না পাওয়া পর্যন্ত থাকে। কবর জান্নাতের একটি সুন্দর উদ্যানে পরিণত হয় এবং কেন এটি হবে না যখন কবরের অধিবাসীর কেবল একজন প্রিয় (অর্থাৎ ঈশ্বর) ছিল? এমন ব্যক্তি যখন সংসারে ছিলেন, তখন কিছু বাধা থাকায় প্রিয়তমার সাথে দেখা হতে পারত না। মৃত্যু সেই বাধাগুলি দূর করে এই জগতের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছিল - একজন এবং প্রিয়তমার মধ্যে বাধা হিসাবে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীর সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। এখন সকল ক্ষতি ও বিপদ থেকে নিরাপদ ও নিরাপদ থেকে আখেরাতে আনন্দের সাথে পা রাখবে। জগতের সাধক কবরে শাস্তির মুখোমুখি হন এবং কেন তা হওয়া উচিত নয়? একজনের প্রিয়তমা ছিল কেবল একটি [বস্তু] এবং তা ছিল পৃথিবী। সেই প্রিয়তমাকে একজনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং কবরের প্রাচীর একজন এবং তার প্রিয়জনের (অর্থাৎ বিশ্ব) মধ্যে একটি বাধা হয়ে ওঠে। মৃত্যু বিলুপ্তির [বা মানব অস্তিত্বের শেষ] নাম নয়, বরং মৃত্যু একজনের এবং তার প্রিয় জিনিসের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এবং একজনকে ঐশ্বরিক দরবারে উপস্থাপন করা হয়। এ থেকে জানা যায় যে, পরকালের পথে যাতায়াতকারী তিনিই যিনি ঐশ্বরিক স্মরণ ও ধ্যানে চিরকাল নিমগ্ন থাকেন এবং পার্থিব কামনা ও আকাঙ্ক্ষা দূর করে এমন আমলের প্রতি অবিচলভাবে আনুগত্য করেন, সেগুলো ত্যাগ করেন এবং এই সমস্ত বিষয় স্বাস্থ্য ছাড়া সম্ভব নয়, যা খাদ্যের মাধ্যমে অর্জিত হয়। বস্ত্র ও বাসস্থান। এর প্রত্যেকটি অর্জন [জাগতিক] উপায়ের উপর [যেমন বাণিজ্য বা কর্মসংস্থান] নির্ভর করে। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী বস্ত্র, খাদ্য ও বাসস্থান অর্জন করে সে পার্থিব বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য নয়, বরং এমন একজনের জন্য পৃথিবী হবে আখেরাতের কৃষিজমি। কিন্তু যদি কেউ আত্মার (নফস) ভোগের জন্য বা ব্যভিচারের জন্য এসব কাজ অর্জন করে, তবে সে পার্থিব সুখবিলাসে আগ্রহী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

জাগতিক সুখভোগের প্রকারভেদ : দুপ্রকার পার্থিব সুখভোগ রয়েছে। যার ক্ষমা ঐশ্বরিক শাস্তির আওতায় আসে এবং তাকে বলা হয় এমন কিছুতে ভোগ করা যা ঐশ্বরিক হারাম (*হারাম) /* দ্বিতীয় ধরণের ভোগ ভোগকারীকে উচ্চ স্তরের কৃতিত্বে পৌঁছাতে বাধা দেয় [এবং ঐশ্বরিক গ্রহণযোগ্যতা], পরিবর্তে, তারা একজনকে দীর্ঘ জবাবদিহিতার মধ্যে জড়িত করে [কিয়ামতের দিনে]। এই অনুমোগের নাম "হালাল বিষয়" (হালাল*) /* জ্ঞানী এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা জানেন যে দীর্ঘ জবাবদিহিতার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে থাকাও ঐশ্বরিক প্রতিশোধের একটি রূপ [পার্থিব জীবনে আনন্দে লিপ্ত হওয়ার জন্য যা চাহিদা পূরণের জায়গা এবং আকাঙ্ক্ষার নয়; আকাঙ্ক্ষা পূরণের স্থান অনন্ত জীবন]। এমনকি যদি কোনও জবাবদিহিতা না থাকে তবে কেবল জান্নাতে উচ্চ পদমর্যাদা হ্রাস এবং নিম্ন আত্মার ক্ষণস্থায়ী, বিলুপ্ত এবং নীচ আকাঙ্ক্ষার কারণে

উচ্চ [আধ্যাত্মিক] পদমর্যাদা থেকে বঞ্চিত হওয়ার হৃদয়ের দুঃখ, তবে এটি নিজেই শাস্তির চেয়ে কম নয়।

আপনি আপনার এই অবস্থা থেকে (আখেরাতে) আপনার এই অবস্থা অনুমান করতে পারেন। যখন আপনি দেখবেন যে আপনার সমসাময়িক এবং সমমর্যাদার লোকেরা (মানব কৃতিত্ব ও প্রচেষ্টায়) কোন ক্ষেত্রে সফল এবং [আপনার এবং অন্যদের] চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন আপনি কতটা বঞ্চিত বোধ করছেন এবং হৃদয় কতটা চিন্তিত হয়ে ওঠে যে আপনি পিছিয়ে পড়েছেন [অন্যদের তুলনায় যারা আপনার চেয়ে ভাল করছে], যদিও আপনি জানেন যে এই পার্থিব পদমর্যাদা এবং বরকতগুলি অস্থায়ী। তারা তাদের সাথে উদ্বেগ এবং কষ্ট মিশ্রিত করে আসে। তাদের স্থায়ী ও জীবিকা নেই। এ বিষয়ে চিন্তা করুন, যখন আপনি পার্থিব আশীর্বাদ না পাওয়ার জন্য এতটাই দুঃখিত ও দুঃখিত হবেন, তখন আপনার অবস্থা কেমন হবে যখন আপনার সমসাময়িকরা আখেরাতের ক্ষেত্রে আপনাকে ছাড়িয়ে যাবে এবং আপনি একটি মহান চিরন্তন সুখ ও অনন্ত সাফল্য থেকে বঞ্চিত থাকবেন, যার মহিমা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়? আখেরাতে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের জবাব দেওয়ার মধ্যে রয়েছে অপমান, ভয়, বিপদ, কষ্ট এবং অপেক্ষা, এবং এই সমস্ত বিষয় আখেরাতের পরিপূর্ণতাকে হ্রাস করে। অতএব, যখন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তৃষ্ণার্ত বোধ করলেন [এবং পানি চেয়েছিলেন], তখন মধুর সাথে মিশ্রিত একটি ঠান্ডা ও মিষ্টি পানির কাপ তাঁর কাছে উপহার দেওয়া হয়েছিল। তিনি বেশ কিছুক্ষণ তার হাতে কাপটি ঘুরিয়ে রেখেছিলেন [এমনকি এটি থেকে এক চুমুকও না নিয়ে], তারপরে এটি উপস্থাপকের কাছে ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন:

اعزلوا عنى حسابها

"আমাকে তার হিসাব থেকে দূরে রাখ [কিয়ামতের দিনে]।

এর পরিণতি হলো, অভাব, প্রাচুর্য, জায়েজ ও নিষিদ্ধ সবই অপ্রয়োজনীয়। এর মধ্যে কেবল সেই পরিমাণকেই বাদ দেওয়া হয়েছে যা একজনকে ধার্মিক ভয়, শ্রদ্ধা এবং ঈশ্বরের প্রতি ভয় করতে সহায়তা করে। পার্থিব নেয়ামত থেকে দূরে থাকা তার জ্ঞানের (মারিফা) শক্তির সমানুপাতিক। একবার ঈসা (আঃ) ঘুমানোর উদ্দেশ্যে [মাটিতে] শুয়ে পড়েন এবং একটি পাথরের উপর মাথা রাখলেন। শয়তান মানব রূপে আবির্ভূত হয়ে বলেছিল: "তুমি জগতের প্রতি ঝুঁকে পড়েছ". এই কথা শুনে তিনি সেই পাথরটি [যেটা তিনি মাটিতে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য মাথা রাখার জন্য ব্যবহার করছিলেন] নিয়ে ফেলে দিলেন [শয়তানকে তার কর্মের মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন যে জগতের কাছ থেকে তার তেমন কিছু দরকার নেই]। অনুরূপভাবে হযরত সুলায়মান (আঃ) পৃথিবীর ভান্ডার ও পার্থিব আধিপত্যের চাবি থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজে যবের রুটি খেতেন এবং অন্যকে চমৎকার সুস্বাদু খাবার খাওয়াতেন। তিনি এভাবে তার নিম্ন সত্তাকে (নাফস) বশীভূত ও নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন, যদিও এটি একটি কঠিন কাজ ছিল, কারণ [বৈচিত্র্যময়] বিলাসবহুল খাবার পাওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ধৈর্য অনুশীলন করা তীব্র কষ্ট এবং আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা, একজন সাধারণ মানুষের সামর্থ্য নয়। এ কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে পার্থিব নেয়ামত দূরে রাখা হয়েছিল, তাই তিনি পরপর অনেক দিন ক্ষুধার্ত থাকতেন। (এই ঐতিহ্য বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত *তিরমিযী*

ও ইবনে মাজাহ হাদীস *সংকলন হয়েছে* । মাঝে মাঝে ক্ষুধার তীব্রতার কারণে তিনি নিজের পেটে পাথর বেঁধে দিতেন।

নবী, বন্ধু ও আল্লাহর ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ (সাধু-সন্ন্যাসী) অবিরাম কষ্ট ও দুর্দশার কারণ হলো, আখেরাতে তাদের সর্বাধিক অংশ থাকবে এবং পার্থিব সুখের কারণে আখেরাতে তাদের অংশ হ্রাস পাবে না। এটি ঠিক যেমন একজন স্নেহময় বাবা তার ছেলেকে সুস্বাদু খাবার খাওয়া থেকে বিরত রাখেন এবং তাকে তার অসুস্থতার জন্য চিকিত্সা করাতে বাধ্য করেন। তিনি কৃপণতা বা কঠোর হৃদয়ের কারণে এটি করেন না তবে নিজের মঙ্গলের জন্য তার পুত্রের প্রতি ভালবাসা এবং স্নেহের দ্বারা বাধ্য হয়ে এটি করেন। এ থেকে এখন এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ঈশ্বরের জন্য যা কিছু আছে তা জগৎ নয় এবং যা কিছু ঈশ্বরের জন্য নয় তা জগৎ (বা জাগতিকতা)।

বিশ্বের বাস্তবতা এবং ভোগ যা মানুষকে তাদের নিজের সত্ত্বা, মহাবিশ্বের স্রষ্টা এবং তাদের নিজের পরিণতি ভুলে যাওয়ার কারণ করে যখন তারা তাদের মধ্যে নিমজ্জিত হয়

এটা জানা উচিত যে পৃথিবী সেই সমস্ত জিনিসের নাম যা বিদ্যমান এবং মানুষ উপভোগ করে এবং যার উন্নতিতে নিয়োজিত। এই তিনটি বিষয়। কখনও কখনও মনে হয় যে এই তিনটি জিনিসের মধ্যে একটিকে জগৎ (জাগতিকতা) বলা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

"আমি পৃথিবীতে অনেক বস্তু সৃষ্টি করেছি, যা তার শোভার্জনের জন্য, যাতে মানুষকে পরীক্ষা করা যায় যে, কে সৎকর্ম করে। (কুরআন, অধ্যায় 18, আয়াত 7)

পৃথিবী একটি বিছানা, একটি বাসস্থান এবং একটি স্টেশন (একটি অস্থায়ী বিশ্রামের স্থান) মতো এবং এর উপর যা কিছু রয়েছে তার মধ্যে একজনের পোশাক, খাদ্য এবং সহবাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পৃথিবীতে যে সমস্ত জিনিস রয়েছে তার মধ্যে, তারা সকলকে এই তিন প্রকারে বিভক্ত করা যেতে পারে: খনিজ, উদ্ভিদ এবং জীবন্ত। মানুষ উদ্ভিদ থেকে খাদ্য এবং ওষুধ গ্রহণ করে, তামা এবং ইস্পাতের মতো খনিজ পদার্থ থেকে সরঞ্জাম এবং বাসন তৈরি করে বা তাদের থেকে স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রা বা তাদের থেকে তৈরি অলঙ্কারের মতো নগদ হিসাবে রাখে। জীবিত প্রাণী দুই প্রকার- মানুষ এবং প্রাণী। মাংস, অশ্বারোহণ এবং অলঙ্করণের জন্য প্রাণী প্রয়োজন। মানুষের সেবার জন্য প্রয়োজন [অগণিত বিষয়ে একজনের প্রয়োজনের জন্য, যেমন মানুষ সবকিছুর জন্য একে অপরের উপর নির্ভরশীল], সঙ্গীর মতো সাহচর্য, বা উদ্দেশ্য হ'ল কেবল নিজের দিকে তার হৃদয়কে ঝুঁকানো - অন্য কথায়, খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা। এই জিনিসগুলিকে "বিশ্ব" (দুনিয়া*) বলা হয়।* আল্লাহ তাআলা এই সবকিছুকে একটি আয়াতে একত্রিত করেছেন:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ

ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ

"নারী, পুত্র, স্বর্ণ ও রূপার ভাণ্ডার, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু এবং চাষ [কৃষিজমি এবং অন্যান্য বিভিন্ন পেশা যা মানুষ জড়িত] মধ্যে থেকে প্রিয় জিনিসপত্রের ভালবাসা লোকেরা আনন্দদায়ক বলে মনে করে। (কুরআন, অধ্যায় 3, আয়াত 14)

এই আয়াতে নারী ও পুত্র মানুষকে বোঝায়, সোনা ও রৌপ্য বলতে খনিজ ও রত্ন, ঘোড়া ও গবাদি পশু বলতে প্রাণী এবং চাষ বলতে উদ্ভিদকে বোঝায়।

পার্থিব বস্তুর সাথে একজন বান্দার সম্পর্ক: একজন বান্দার [ঈশ্বরের, অর্থাৎ মানুষের] দুনিয়া জিনিসের সাথে [সম্পর্ক] দুটি ক্ষেত্র রয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রটি হৃদয়ের সাথে এবং এটি হ'ল যে কেউ তাদের ভালবাসে, তাদের সুবিধা গ্রহণ করে এবং তার চিন্তাভাবনাকে তাদের অর্জনে পূর্ব-দখল করে রাখে যে হৃদয় তার বন্দী হয়ে যায়, এবং তারপরে এই ক্ষেত্রে, হৃদয়ের সেই সমস্ত [অবাঞ্ছিত এবং নেতিবাচক] গুণাবলী প্রবেশ করে, যা বিশ্বের সাথে সম্পর্কিত, যেমন অহংকার, কৃপণতা, ঈর্ষা, প্রদর্শন, খ্যাতির প্রতি ভালবাসা, অন্যের প্রতি খারাপ মতামত, তিক্ততা, প্রশংসার প্রতি ভালবাসা, অহংকার এবং শ্রেষ্ঠত্বের জটিলতা। এই অঞ্চলকে বলা হয় অভ্যন্তরীণ জগৎ। দ্বিতীয় অঞ্চলটিকে বহির্জগত বলা হয় যা প্রকৃতির শারীরিক। অন্য কথায়, এমন জিনিসগুলোর উন্নতির সঙ্গে শরীরকে ব্যস্ত রাখা, যা একজনকে উপভোগ করতে সক্ষম করে। এর মধ্যে সেই সমস্ত শিল্প এবং পেশা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেখানে লোকেরা জড়িত এবং ব্যস্ত থাকে।

এই দু'টি ক্ষেত্রের কারণে- হৃদয়ের ভালোবাসার ক্ষেত্র (পূর্বে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ের) এবং দেহের ভোগের ক্ষেত্র (বিভিন্ন পেশা ও শিল্পে) - মানুষ নিজের (*নাফস*) এবং তাদের জীবনের উদ্দেশ্যকে অবহেলা ও ভুলে গেছে। যদি তারা নিজেদের, তাদের প্রতিপালককে চিনতে পারে এবং জানতে পারে এবং জগতের সৃষ্টির পিছনে রহস্য ও প্রজ্ঞা জানতে পারে, তবে তারা বুঝতে শুরু করবে যে, আমরা যেসব দুনিয়াকে (মানুষ, খনিজ, প্রাণী ও উদ্ভিদ) বলেছি তা তোমরা যে পর্বতে চড়ছ, তার জন্য খাদ্য হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পরকালের পথে যাত্রা করছে। এই রাইডিং মাউন্ট আপনার শরীর এবং শরীর খাদ্য, জল, বস্ত্র এবং বাসস্থান ছাড়া বাঁচতে পারে না। ঠিক যেমন একটি উট ঘাস, শস্য এবং জল ছাড়া হজের (মানবজাতির উপকারের জন্য পৃথিবীতে স্থাপিত পবিত্র ঈশ্বরের প্রতীকী ঘরে তীর্থযাত্রা) বেঁচে থাকতে পারে না। দুনিয়ায় আসার পর মানুষ নিজের (*নাফস*) এবং জীবনের উদ্দেশ্যকে অবহেলা করেছে। এটি এমন যেন একজন তীর্থযাত্রী (শেষ গন্তব্যে) যাওয়ার পথে একটি স্টেশনে থামে, উটকে প্রচুর পরিমাণে খাওয়ায়, তার ভাল যত্ন নেয়, স্নান করে, সাজায়, তার জন্য বিভিন্ন ধরণের ঘাস সংগ্রহ করে, তার জন্য ঠান্ডা পানির ব্যবস্থা করে এবং এইভাবে কাফেলা এগিয়ে যায় এবং এই উটের বন্দী পিছনে থাকে। এই তীর্থযাত্রী উটের সেবায় এতটাই ব্যস্ত থাকেন যে এই যাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা রয়ে যায়নি এবং এই ধারণাও রয়ে যায়নি যে কাফেলা একজনকে ফেলে এগিয়ে গেলে কীভাবে যাত্রা চালিয়ে যাবে এবং এই ভয়াবহ জঙ্গল কারও কবর হয়ে যাবে। হিংস্র পশু একজনকেও ছাড়বে না, কারও

উটকেও ছাড়বে না। একজন বুদ্ধিমান তীর্থযাত্রী কেবল নিজের উদ্দেশ্যকে নজরে রাখেন এবং উটকে যে পরিমাণ সেবা প্রদান করেন তা কেবল উটকে চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণের মধ্যে হবে এবং একই উদ্দেশ্যের অংশ এবং সেই উদ্দেশ্য অর্জনের একটি উপায় হবে। কেউ রাইডিং মাউন্ট পরিবেশন করতে ব্যস্ত থাকবে ততটুকু যতক্ষণ এর শক্তি থাকবে এবং রাইডারকে চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। একই অবস্থা আখেরাতের পথে ভ্রমণকারী বুদ্ধিমান মুসাফিদেরও। একজন কেবল ততটুকুই শরীরের সেবা করবে যতটুকু প্রয়োজন। যেমন কেউ অযথা বিশ্রামাগারে যান না, তেমনি অযথা শরীরকে পরিবেশন করেন না। আমার মতে, পেটে খাবার রাখা এবং সেখান থেকে বের করার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। দুটোই শরীরের প্রয়োজন। যেমন অযথা শরীর থেকে খাবার বের করে না নেয়া হয়, তেমনি অযথা খাবার ভিতরে রাখা উচিত নয়। যে জিনিস মানুষকে আল্লাহ ও কিয়ামতের দিন থেকে দূরে রাখে তা হলো পেট। কারণ খাদ্যই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পোশাক ও বাসস্থান সংক্রান্ত বিষয়টি পেটের তুলনায় তেমন কঠিন নয়। খোলা আকাশের নিচে কাপড় ছাড়া বাঁচতে পারে কিন্তু ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকতে পারে না।

লোকেরা যদি এই জিনিসগুলির প্রয়োজনের কারণ জানতে পারে, তবে তারা কেবল প্রয়োজনীয় (প্রয়োজনীয়) পরিমাণ দিয়েই সন্তুষ্ট হবে। যারা জাগতিক ব্যস্ততায় মগ্ন তারা জগতের বাস্তবতা ও প্রজ্ঞার সাথে পরিচিত না হওয়ার কারণে এটি করছেন। তারা পার্থিব ব্যস্ততায় এতটাই আটকা পড়েছে যে তারা তাদের নিজস্ব [সত্য] উদ্দেশ্যগুলি ভুলে গেছে এবং কেবল তারা যে কাজগুলিতে নিয়োজিত রয়েছে তা মনে রেখেছে। এখন জাগতিক ব্যস্ততা সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হবে এবং কেন লোকেরা তাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং কীভাবে তারা তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ভুলে যায় তাদের সাথে জড়িত হয়।

তিনটি মানুষের প্রয়োজন: পার্থিব ব্যস্ততার মধ্যে সেই সমস্ত শিল্প এবং পেশা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেখানে লোকেরা ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার প্রাচুর্যের কারণ হ'ল মানুষের তিনটি জিনিসের প্রয়োজন: খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থান। খাদ্য বেঁচে থাকার জন্য, কাপড় তাপ ও ঠান্ডা দূর করার জন্য, এবং আবাস গরম, ঠান্ডা, বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য এবং স্ত্রী, সন্তান ও সম্পত্তি নিরাপদ রাখার জন্য। মহান আল্লাহ এই তিনটি জিনিসের মধ্যে এমন কিছু সৃষ্টি করেননি যার সাথে কোন শিল্প বা পেশার কোন সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে, এটি প্রাণীদের জন্য একই নয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা ঘাস খায় এবং তাদের রান্না করতে হয় না, গরম এবং ঠান্ডা তাদের শরীরে প্রভাব ফেলে না, তাই তাদের পোশাক এবং বাসস্থানের প্রয়োজন হয় না। তাদের পোশাক তাদের চামড়া এবং চুল, এবং তাদের আবাসস্থল জঙ্গল এবং মরুভূমি। তারা খোলা আকাশের নিচে তাদের জীবন যাপন করতে পারে। মানুষ এমন নয় কারণ জীবনের প্রয়োজনীয়তার জন্য পাঁচটি মৌলিক শিল্প ও পেশার প্রয়োজন: কৃষিকাজ, চারণভূমি [গবাদি পশুর জন্য], শিকার, বুনন এবং নির্মাণ। গৃহ নির্মাণ, বয়ন ও এর আনুষঙ্গিক কাজ, আরোহণের জন্য চারণভূমি এবং [গবাদি পশু থেকে] মাংস সংগ্রহ, খাদ্যের জন্য চাষাবাদ ও চাষাবাদ এবং শিকার মানে শিকার, খনিজ, ঘাস, কাঠ, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছেন তা অর্জন করা।

পেশার বিভাজন: কৃষক ফসল উত্পাদন করে, রাখাল প্রাণীদের রক্ষা করে এবং প্রজনন করে, একজন শিকারী (বা প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধানকারী এবং সংগ্রাহক) প্রাকৃতিকভাবে

বিদ্যমান জিনিসগুলি তৈরি করার জন্য কিছু করার প্রয়োজন ছাড়াই অর্জন করে। অনেকগুলি শিল্প এবং দক্ষতা রয়েছে যা এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব সরঞ্জাম প্রয়োজন। এই সরঞ্জামগুলি হয় উদ্ভিদ (কাঠ) বা খনিজ (যেমন লোহা এবং তামা) বা প্রাণীর পশম থেকে তৈরি করা হয়। এর জন্য তিনটি শিল্পের প্রয়োজন: কারুশিল্প, লোহার কাজ এবং চামড়ার কাজ। এই সমস্ত পেশা সরঞ্জাম তৈরির সাথে সম্পর্কিত। এগুলি হল মৌলিক দক্ষতা এবং পেশা [এবং বাকি সবগুলিই এই মৌলিক পেশা থেকে উদ্‌ভূত হয়েছে]।

মানুষের সৃষ্টি ও সমষ্টিগত অস্তিত্ব: মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, কেউ একা জীবন যাপন করতে পারে না এবং নিজের প্রজাতির অন্য ব্যক্তির সাথে সম্মিলিত অস্তিত্ব রাখতে বাধ্য হয়। এর দুটি কারণ রয়েছে। একটি কারণ হলো, মানব জাতির অস্তিত্বের স্বার্থে মানব জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার যা দাম্পত্য জীবনে একজন পুরুষ ও একজন নারীর মিলন ছাড়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয় কারণ হলো, একজন ব্যক্তি নিজে সব কাজ করতে সক্ষম নয়। খাওয়া-দাওয়া, পোশাক পরিধান করা, ছেলেমেয়েদের বেড়ে ওঠা এবং এইরকম অন্যান্য বিষয়গুলো একজনকে অন্যদের সঙ্গে সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করায়। একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যকার সম্পর্ক থেকে সন্তানের জন্ম হয় এবং একজন অবিবাহিত ব্যক্তি তাদের লালন-পালন থেকে শুরু করে তাদের খাদ্য ও বস্ত্রের সরবরাহ পর্যন্ত সমস্ত দায়িত্ব একা পালন করতে পারে না। উপরন্তু, [শুধু] স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে একটি সমষ্টিগত অস্তিত্ব যথেষ্ট নয়, বরং একজনের জীবনযাপন করার জন্য, প্রচুর লোক থাকা গুরুত্বপূর্ণ যাতে প্রতিটি ব্যক্তি আলাদা আলাদা পেশা গ্রহণ করে। একজন ব্যক্তি কৃষিকাজ সম্পর্কিত সমস্ত কাজ করতে পারে না কারণ কৃষিকাজের জন্য এমন সরঞ্জাম প্রয়োজন যা লোহার শ্রমিক এবং কারিগর ছাড়া তৈরি করা যায় না। ফসল থেকে খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য, শস্য পিষে ফেলার জন্য কারও এবং রুটি বেক করার জন্য একটি বেকারের প্রয়োজন হয়। একইভাবে, কেউ একা পোশাক তৈরি করতে পারে না, কারণ প্রথমত, একজনকে তুলা চাষ করতে হবে তারপরে বুনন এবং সেলাইয়ের জন্য সরঞ্জাম তৈরি করতে হবে। সরঞ্জামগুলি খুব অসংখ্য, এবং একজন ব্যক্তি একা এই সমস্ত সরঞ্জামগুলি নিজে প্রস্তুত করতে পারে না। তেমনি একজন মানুষের পক্ষে একা থাকা সম্ভব নয়, বরং সমষ্টিগত অস্তিত্ব অপরিহার্য। এই সমষ্টি যদি মরুভূমিতে বা খোলা আকাশের নীচে খালি মাটিতে হয় তবে তারা গরম, ঠান্ডা এবং বৃষ্টিতে ভুগবে। চোর ও ডাকাতদের হাতে তারা বিরক্ত হবে। আর তাই বাড়ি তৈরি করা জরুরি হয়ে পড়েছে এবং প্রতিটি পরিবারের নিজস্ব বাড়ি রয়েছে যেখানে তারা তাদের সম্পত্তি নিয়ে নিরাপদে জীবন কাটাবে, গরম, ঠান্ডা এবং বৃষ্টি থেকে নিজেদের রক্ষা করবে এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় রক্ষা করবে। যেহেতু চোর ও ডাকাতরা শক্ত নির্মিত বাড়িতে প্রবেশ করে এবং তাদের বাসিন্দাদের বিরক্ত করতে পারে, তাদের সম্পত্তি ও [জীবিকা] লুণ্ঠন করতে পারে, তাই বাড়ির চারপাশে উঁচু সীমানা প্রাচীর নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজনীয়তা শহর এবং বসতির ভিত্তি তৈরি করেছিল। অতঃপর যখন লোকেরা ঘরে ও শহরে একত্রিত হয়েছিল এবং পারস্পরিক লেনদেন করেছিল, তখন এটি তাদের পারস্পরিক বিরোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একইভাবে, পারস্পরিক পার্থক্যও জন্ম নিয়েছিল [এই সমষ্টিগত জীবন থেকে]। স্বামীর স্ত্রীর দায়িত্ব রয়েছে এবং তার সন্তানদের প্রতি বাবার দায়িত্ব রয়েছে, কারণ সন্তানরা দুর্বল এবং তাদের জীবনযাপন করার জন্য তাদের পিতামাতার সাহায্যের প্রয়োজন। দায়িত্ব এবং অভিভাবকত্বের ফলে দ্বন্দ্ব এবং বিরোধ দেখা

দেয়, তার বিপরীতে, প্রাণীদের উপর অভিভাবকত্বের ফলে বিরোধ হয় না কারণ তাদের বিরুদ্ধে অত্যাচার করা সত্ত্বেও তাদের বিরোধ এবং প্রতিরোধ করার শক্তিও নেই। অন্যদিকে, একজন মহিলা তার স্বামীর সাথে তর্ক করবে এবং যদি তার প্রতি অন্যায় করা হয় তবে তার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবে। শিশুরা তাদের বাবা-মায়ের সাথে ঝগড়া করে। এটি বাড়ির (বা একটি পরিবারের মধ্যে) অবস্থা। একটি শহরের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেন রয়েছে এবং এর ফলস্বরূপ, পার্থক্য এবং দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয়। যদি তাদের একা ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে তারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে একে অপরকে হত্যা করবে। একই অবস্থা রাখাল ও কৃষকদেরও। যদি তারা চারণভূমি, কৃষিজমি, ঝর্ণা এবং কূপের মতো ভাগ করা [প্রাকৃতিক] সম্পদ থেকে উপকৃত হয় এবং তাদের উদ্দেশ্যগুলি থেকে পূরণ না হয়, তবে তাদের মধ্যে পারস্পরিক মতপার্থক্য অবশ্যই উত্থাপিত হবে। কিছু লোক আছেন যারা দুর্বলতা, অসুস্থতা, বার্ধক্য বা অন্যান্য কারণে চাষাবাদ করতে বা কোনও শিল্পে কাজ করতে অক্ষম। এই মানুষগুলোকে যদি অসহায় করে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে তারা নষ্ট হয়ে যাবে (বা ধ্বংস হয়ে যাবে)। যদি তাদের দেখাশোনার দায়িত্ব অন্য সবার উপর অর্পণ করা হয়, তবে এটি বিষয়টির সমাধান করবে না বা যদি একচেটিয়াভাবে কোনও একক ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে কেন একজন [একা] সেই দায়িত্ব বহন করবে? এই [বাধ্যবাধক] কারণ এবং প্রতিবন্ধকতার কারণে, আরও অনেক শিল্পের জন্ম হয়েছিল। এর মধ্যে একটি হল পরিমাপের দক্ষতা এবং এর মাধ্যমে জমির পরিমাণ পরিমাপ করা যায়। আইন প্রয়োগের পেশার জন্ম হয়েছিল কারণ বিরোধের সময়, জিনিসগুলি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা যায় যাতে প্রতিটি প্রকৃত মালিক তার অধিকার পেতে পারে। যারা এই পেশায় পারদর্শী, তারা তাদের অস্ত্র দিয়ে শহরগুলি পাহারা দেয় এবং চোর এবং তাদের শত্রুদের হাত থেকে নগরবাসীকে রক্ষা করে। একটি দক্ষতা হল প্রশাসন এবং শাসন এবং এর সহায়তায় নগরবাসীর পারস্পরিক বিরোধের সমাধান করা হয়। এ ধরনের একটি দক্ষতা হলো ঐশ্বরিক বিধান (*ফিকহ),* অন্য কথায়, সেই ঐশ্বরিক আদেশ ও বিধানের সাথে পরিচিত হওয়া যা সৃষ্টির জীবনে শৃঙ্খলা জাগিয়ে তুলতে এবং মানুষকে আল্লাহর সীমাবদ্ধতার সাথে পরিচিত করার জন্য ব্যবহৃত হয় যাতে তারা সমস্ত বিষয়ে ঐশ্বরিক আইনের সীমার মধ্যে থাকে এবং বিবাদে লিপ্ত না হয়। এই দক্ষতাগুলি নগর প্রশাসনের সাথে সম্পর্কিত এবং তাদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। কেবল সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তিরাই এই দক্ষতায় ব্যস্ত থাকতে পারেন যারা জ্ঞান, বিচক্ষণতা, নির্দেশনা এবং এই জাতীয় অন্যান্য গুণাবলীর অধিকারী হন।

এটা স্পষ্ট যে এই লোকেরা যদি এই দক্ষতা এবং পেশার সাথে জড়িত থাকে তবে তারা অন্য কিছু করতে সক্ষম হবে না। তাদের জীবিকা নির্বাহ করা দরকার এবং শহরবাসীদের তাদের প্রয়োজন [প্রশাসনের জন্য]। যদি ধরা যাক, শহরের সব মানুষ যুদ্ধে লিপ্ত হবে, সব শিল্প বন্ধ হয়ে যাবে। একইভাবে, যদি সমস্ত সৈন্য জীবিকা নির্বাহের জন্য শিল্প এবং পেশায় নিযুক্ত হয়, তবে শহরগুলি (এবং দেশগুলি) অনিরাপদ হয়ে পড়বে [আক্রমণকারী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কোনও প্রতিরক্ষা না থাকার কারণে] এবং অধিবাসীদের জীবন সর্বদা বিপন্ন হবে। এ কারণেই, এই ধরনের লোকদের আয় এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন দেখা দেয়, এমন উত্স থেকে যা কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির মালিকানাধীন নয় (পাবলিক ফান্ড যা জনকল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হয়)। একটি শহরের বাসিন্দাদের তাদের সম্পদ দিয়ে তাদের সহায়তা করতে হবে যাতে তারা শহরটিকে রক্ষা করতে সহায়তা করতে পারে। এটি করের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আসে। কর

সংক্রান্ত বিষয়গুলি থেকে আরও অনেক প্রয়োজন উদ্ভূত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, এমন একজনের প্রয়োজন ছিল যিনি কৃষক এবং ধনী ব্যক্তিদের উপর ন্যায্যতার সাথে কর নিয়োগ করবেন। সেই সঙ্গে সংগৃহীত কর সুরক্ষিত রাখার জন্য একজন কর আদায়কারী ও কোষাধ্যক্ষের প্রয়োজন ছিল। একটি কর বিতরণকারীও অনিবার্য ছিল। এই সমস্ত প্রয়োজনের ফলে যোগ্য ব্যক্তিদের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। এমন একজন নেতার প্রয়োজন ছিল যিনি কর আদায়, বিতরণ [জনকল্যাণের জন্য] ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করেন, যুদ্ধের ক্ষেত্রে সৈন্যদের ব্যবহার করেন, তাদের রক্ষার জন্য অস্ত্র দেন, সেনাবাহিনীর নেতা নিয়োগ করেন, রাষ্ট্রের বিষয়গুলি পরিচালনার জন্য অগণিত লোককে নিয়োগ করেন। সরকারি দায়িত্ব পালনের সময় অন্য পেশা গ্রহণ করতে না পারায় এই সকল লোকের (সরকারি অফিসে নিয়োগপ্রাপ্ত) বেতনের প্রয়োজন। এই সমস্ত প্রচেষ্টার জন্য [প্রশাসন সম্পর্কিত] সম্পদের প্রয়োজন যা করের মতো উপায়ে অর্জন করা যেতে পারে।

এ নিয়ে চিন্তা করুন! খাদ্য, বস্ত্র এবং বসবাসের জন্য জায়গার প্রয়োজনীয়তা আরও অনেক চাহিদার জন্ম দিয়েছিল। অন্য সব পার্থিব বিষয়ের অবস্থা এমনই। যদি একটি দরজা [মানুষের প্রয়োজন এবং প্রচেষ্টার জন্য] খোলা হয়, তবে এটি আরও অনেক দরজা স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে দেয় এবং ঘটনাগুলির এই শৃঙ্খল এমনভাবে শেষ হয় না যেন পৃথিবী একটি গর্তের মতো যার গভীরতার কোনও সীমা নেই। যখন কোন মানুষ দুনিয়ার একটি খাদে পড়ে যায় এবং তা থেকে বের হতে না পারে, তখন দ্বিতীয় খাদে পড়ে যায় এবং সেখান থেকে তৃতীয়টিতে পড়ে যায়। এগুলো সৃষ্টির ব্যস্ততা, [বৈচিত্র্যময়] প্রচেষ্টা এবং অর্থনৈতিক সংগ্রামের কয়েকটি উদাহরণ। মানুষ দিনরাত এসব কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত। প্রতিটি মানুষ অর্থ উপার্জনের জন্য আচ্ছন্ন এবং এটি নিজের জীবনের উদ্দেশ্য করে তুলেছে। একজন ব্যক্তি তার ক্রিয়াকলাপে [এবং বিভিন্ন জাগতিক ব্যস্ততায়] এতটাই মগ্ন থাকে যে তার অস্তিত্ব বা নিজের [প্রকৃত] জীবনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি বা মৃত্যুর পরের জীবনের বিবেচনার কোনও অনুভূতি অবশিষ্ট থাকে না। সমস্ত মানুষ জগতের জন্য অবিরাম সংগ্রাম করছে এবং বিস্মিত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে [সেই সংগ্রামে যাতে তারা নিজেদের আত্মাকে ভুলে যায়]। জাগতিক ব্যস্ততার কাদা তাদের দুর্বল বুদ্ধি এবং অসিদ্ধ মনের উপর এতটাই প্রবল হয়ে উঠেছে যে এমনকি তাদের চিন্তাভাবনাও অশান্তি এবং দুর্নীতি থেকে রেহাই পায়নি!

জাগতিকতায় নিমগ্ন মানুষের ধরন: জগতে নিমগ্ন মানুষের চিন্তাভাবনা একই রকম থাকে না এবং তাদের কোন অভিন্ন উদ্দেশ্যও থাকে না। কারো দৃষ্টিভঙ্গি একটাই, কারো অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। এমনই এক গোষ্ঠীর মানুষের চোখ অসাবধানতা ও অজ্ঞতার ঘন পর্দায় এতটাই ঢেকে থাকে যে, তাদের চোখে (অন্তর্দৃষ্টি) তাদের শেষ প্রান্তের দিকে নজর দেওয়ার কোনো ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকে না। তারা বলে যে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের জীবনের মাত্র কয়েক দিন (স্বল্প সময়ের ব্যবধান) আছে, তাই আমাদের কঠোর পরিশ্রম করা দরকার যাতে আমরা আমাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারি, খেতে পারি এবং খাওয়া থেকে শক্তি অর্জন করতে পারি যাতে আমরা আবার জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হই। অন্য কথায়, তারা রোজগারের জন্য খায়। এটি কৃষক, পেশাজীবী এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি যাদের [প্রচুর] পার্থিব আরাম পাওয়া যায় না এবং ধর্মে তাদের মর্যাদা (প্রচুর অনুশীলন) নেই। তারা দিনের বেলা খুব কঠোর পরিশ্রম করে

যাতে তারা রাতে তাদের পেট ভরে খেতে পারে এবং তারা রাতে খায় যাতে তারা দিনের বেলা কঠোর পরিশ্রম করতে পারে। এটি এমন একটি যাত্রা এবং একটি বৃত্ত যা কেবল মৃত্যুতে শেষ হবে।

কেউ কেউ দাবি করে যে তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানেন। তারা বলেন, ঐশ্বরিক বিধানের উদ্দেশ্য মানুষকে (সৎকর্ম) সম্পাদন করাই নয় এবং তারা পার্থিব সুখ থেকে কোন সুখ ভোগ করে না, বরং মানুষের কৃতিত্বের পরিণতি *(সা'দ)* মানুষের জন্য পেট ও গোপনাঙ্গের কামনা পূরণ করা। এরা নিজেদের (নাফস) অবহেলা করেছে এবং দৈহিক সুখ ও সুস্বাদু খাবারে এতটাই মগ্ন যে অন্য কিছুই স্মরণ করা হয়নি। তারা তাদের জীবনকে পশুর মতো জীবনযাপন করতে শুরু করেছিল এবং তার উপরে তারা দাবি করেছিল যে কামনা (ভোগ এবং শারীরিক আনন্দ) [জীবনের] আসল উদ্দেশ্য। এরাই এমন মানুষ যারা ঐশ্বরিক স্মরণ ও আখেরাতের চিন্তা থেকে উদাসীন।

কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে, মানুষের অর্জনের প্রকৃত পরিণতি হচ্ছে সম্পদ ও সম্পদের প্রাচুর্য। অতএব, তারা দীর্ঘ ভ্রমণ করে বস্তুগত সম্পদ [ও সম্পদ] সংগ্রহ করে দিনের বেলায় তাদের রাতের ঘুম ও শান্তি নষ্ট করেছে এবং পথের প্রতিটি কষ্ট সহ্য করেছে, ধন-সম্পদের জন্য সব ধরনের কাজ করেছে, যত কষ্ট ও অপমান হোক না কেন। তারা কেবল উপার্জন এবং সঞ্চয়ে নিয়োজিত থাকে যে তারা [ন্যূনতম পরিমাণে] বেশি খেতে পছন্দ করে না, কারণ তাদের কৃপণতা তাদের কিছু ব্যয় করতে দেয় না এবং তাদের মূলধন হ্রাস করে। এটি যেন ধনসম্পদ সঞ্চয় তাদের জন্য আনন্দের উৎস হয়ে ওঠে এবং তাদের জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তারা সেই আনন্দে নিমগ্ন ছিল যতক্ষণ না মৃত্যু আসে এবং সেই সমস্ত ধন পৃথিবীতে সমাধিস্থ হয়ে থাকে [বা যেখানে তারা গোপনে এটি সংরক্ষণ করেছিল] বা অন্য লোকদের হাতে চলে যায় যারা তাদের সমস্ত কামনা এবং আনন্দের পথে ব্যয় করেছিল। তারা নিজেরাই কষ্ট ছাড়া আর কিছুই অর্জন করতে পারেনি, পরকালের পরিণতি তার উপরে ছিল, আনন্দ কেবল অন্যান্য লোকেরাই অর্জন করেছিল যারা তাদের প্রচেষ্টা থেকে উপকৃত হয়েছিল। এটা আশ্চর্যজনক যে লোকেরা দেখে যে কৃপণরা [এবং মজুদকারীরা] কীভাবে শেষ হয় কিন্তু [তবুও] যত্ন করে না।

কিছু লোক মনে করেছিল যে মানব কৃতিত্বের *(সা'দ)* আসল পরিণতি হ'ল তাদের প্রশংসা করা উচিত [এবং প্রচুর খ্যাতি অর্জন করা] এবং প্রতিটি ব্যক্তির উচিত তাদের সুন্দর পোশাক, তাদের নিষ্কলুষ, মার্জিত এবং অলঙ্কৃত বাইরের চেহারা। এই ধরনের লোকেরা অর্থ উপার্জনের কাজে দিনরাত ব্যস্ত থাকে, তবে তারা খাওয়া-দাওয়া (খাবার) নিয়ে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে এবং তাদের সমস্ত অর্থ ভাল পোশাক এবং ভাল যানবাহন সংগ্রহে ব্যয় করে। তারা ঘরের দরজা এবং বাইরের দেয়ালগুলি [সুন্দর] রঙ দিয়ে চকচকে করে যাতে তাদের দিকে তাকিয়ে লোকেরা ভাবতে শুরু করে যে বাড়ির মালিক এত ধনী। এই প্রশংসা তাদের অত্যন্ত আনন্দ এবং নেশা, এবং এই আনন্দের জন্য তারা দিনরাত তাদের কষ্টার্জিত অর্থ কোথায় ব্যয় করা হচ্ছে তা বিবেচনা না করেই উপার্জন করে।

কেউ কেউ মনে করেন যে, মানুষের অর্জনের প্রকৃত পরিণতি হচ্ছে এমন খ্যাতি ও মর্যাদা অর্জনের মধ্যে, যাকে সবাই সম্মান করে এবং বিনয় ও শ্রদ্ধার সাথে সেজদা করে এবং আনুগত্য

করে। মানুষের অনুসারী অর্জনের জন্য, পদমর্যাদা (উচ্চ সামাজিক মর্যাদা এবং ক্ষমতা) এবং প্রতিপত্তি (খ্যাতি) প্রয়োজন ছিল। এ কারণেই, তারা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অবস্থানে থাকার জন্য সরকারে একটি ভূমিকা অর্জনের চেষ্টা শুরু করে। অল্প কিছু লোকের উপর শাসন করা এবং তাদের আনুগত্য অর্জন করা তাদের উদ্দেশ্য। এই বিষয়টি বেশিরভাগ অজ্ঞতার মধ্যে উপস্থিত রয়েছে যে তারা মানুষের অনুসরণকে সবকিছু হিসাবে বিবেচনা করে এবং তাদের আনুগত্য (বা যে কোনও বিষয়ে অনুসরণ) তাদের আল্লাহর আনুগত্য, ইবাদত এবং আখেরাতের কল্পনা থেকে অজ্ঞ করে তুলেছে।

এরা কিছু ধরনের মানুষ [যারা জাগতিতে মগ্ন]। তারা ছাড়াও আরো কিছু সম্প্রদায় আছে যাদের সংখ্যা সত্তরটিরও বেশি। এই সকল দল সহজাতভাবে বিপথগামী এবং তারা অন্যকে সত্যের পথ থেকে বিভ্রান্ত করে। এই বিভ্রান্তির প্রতি তাদের ঝোঁকের আসল কারণ হলো, পার্থিব জীবনে তারা ভালো খাবার, ভালো বস্ত্র ও সুন্দর ঘর চায়। খাদ্য, বস্ত্র ও ঘরের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই, বরং এটাও দেখতে হবে যে, এই তিনটি [জিনিস] থেকে কতটুকু পরিমাণ [কারও প্রকৃত প্রয়োজনের জন্য] যথেষ্ট। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি প্রয়োজন এবং আকাঙ্ক্ষা তাদের এতটাই ধাক্কা দিয়েছে এবং চালিত করেছে যে পৃথিবী তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে এবং তারা এই উদ্দেশ্যের দিকে এমনভাবে ছুটে গেছে যে তারা তাদের নিজের চূড়ান্ত লক্ষ্য ভুলে গেছে। যারা জীবনের উপায় - খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা বোঝে এবং তাদের আসল উদ্দেশ্যের সাথে পরিচিত, তারা এমন কোনও কাজে [এমনভাবে] নিমগ্ন হয় না যে তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে অবহেলা করে। তারা যে কাজই করুক না কেন, তারা তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং এতে তাদের অংশ রাখে। এটা স্পষ্ট যে, অর্থনৈতিক সংগ্রামের উদ্দেশ্য হচ্ছে খাদ্য ও বস্ত্রের মাধ্যমে শরীরকে রক্ষা করা যাতে দেহ মারা না যায় এবং "উপাসনা" এর উদ্দেশ্যে যে উদ্দেশ্যে এটি সৃষ্টি করা হয়েছে তা অর্জন করা হয়। যারা দুনিয়ায় তাদের অংশের স্বল্প পরিমাণ পায়, তারা তাদের মনোযোগ আখেরাতের দিকে নিক্ষেপ করার জন্য পার্থিব ব্যস্ততা থেকে বিস্মৃত হয়ে পড়ে। তাদের হৃদয়ে ঐশ্বরিক স্মরণের চিন্তাভাবনা এবং তাদের নিজের মৃত্যু [তাদের অনিবার্য মৃত্যুর আকারে] প্রাধান্য পায় এবং প্রতিটি মুহূর্তে তারা আসন্ন জীবনের জন্য প্রস্তুত। যারা প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করে, তাদের পার্থিব কর্ম ও প্রচেষ্টা তাদের শান্তিতে বসবাস করতে দেয় না। একটি [জাগতিক] ব্যস্ততা দ্বিতীয়টিকে জন্ম দেয় এবং এই [ব্যস্ততার] শৃঙ্খল কখনও শেষ হয় না। [জাগতিক] ব্যস্ততার অত্যধিকতা উদ্বেগ বাড়ায় এবং হৃদয় ও মনকে দুশ্চিন্তায় বন্দী করে রাখে। এমন ব্যক্তি যার হৃদয় সর্বদা জগতে মগ্ন থাকে এবং যার মন এতে ছায়া পড়ে, এমন ব্যক্তি কীভাবে ঈশ্বরকে স্মরণ করতে পারে? যাঁরা দুনিয়ায় মগ্ন থাকেন, তাঁদের অবস্থা এমনই।

যারা এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে, তারা জাগতিকতা থেকে দূরে সরে যায়, কিন্তু শয়তান তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় এবং তাদের এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও তাদের বিপথগামী করে। তাই, জাগতিকতা এড়িয়ে চলা লোকদের নিয়ে অনেক দল গঠিত হয়েছে। একটি গোষ্ঠী মনে করত যে, দুনিয়া হচ্ছে কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করার স্থান এবং পরকাল হচ্ছে অনন্ত সুখ ও অফুরন্ত সাফল্যের আবাসস্থল (সা'*দা) /* সুতরাং যে ব্যক্তি আখেরাতে (সফলভাবে) পৌঁছেছে, সে দুনিয়ায় ঐশ্বরিক ইবাদত (ইবাদত) পালন করুক বা না করুক অনন্ত সুখ ও অফুরন্ত সফলতা

গ্রহণ করেছে। এ কারণে তারা বুঝতে পেরেছিল যে, সঠিক পথ হচ্ছে পার্থিব দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে হলে মানুষকে নিজেদের ধ্বংস করতে হবে। অতএব, একদল লোক মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য আগুনে পতিত হয় এবং মনে করে যে এটি করার মাধ্যমে তারা জাগতিক দুঃখ এবং দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়েছে। একদল মানুষ মনে করে, নিজের জীবন নিয়ে কোনো লাভ নেই, বরং মানুষের গুণাবলী (প্রকৃতি) নির্মূল করা প্রয়োজন। আখেরাতের মানব অর্জনের *(সা'দ)* পরাকাশ হচ্ছে ক্রোধ ও কামনাকে স্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করা। এই দলটি তাদের মানব প্রকৃতি নির্মূল করার জন্য তীব্র আধ্যাত্মিক সংগ্রাম চালিয়েছিল। কিছু লোক নিজেদের উপর এতটাই কঠোর ছিল যে তারা তাদের আধ্যাত্মিক সংগ্রামের সময় মারা গিয়েছিল এবং কেউ কেউ তাদের মন এবং ইন্দ্রিয় হারিয়ে ফেলে এবং অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এবং তাদের আধ্যাত্মিক সংগ্রাম চালিয়ে যেতে সক্ষম ছিল না। কিছু লোক, যখন তারা দেখল যে তারা আধ্যাত্মিক সংগ্রাম সত্ত্বেও তাদের মানব প্রকৃতি নির্মূল করতে অক্ষম, তখন তারা ভাবতে শুরু করে যে ঐশ্বরিক আইন (নৈতিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা সম্পর্কিত আদেশ) অনুসারে কাজ করা অসম্ভব এবং ঐশ্বরিক আইন নিছক প্রতারণা এবং এর কোনও ভিত্তি নেই। ফলস্বরূপ, তারা অধার্মিকতা এবং ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যানের পথে যাত্রা শুরু করে। একটি গোষ্ঠী মনে করেছিল যে সমস্ত উপাসনা ঈশ্বরের জন্য করা হয় যার তাদের কোনও প্রয়োজন নেই, কারণ কোনও পাপীর অবাধ্যতা তাঁর ঐশ্বরিক মহিমা হ্রাস করে না বা ধার্মিকের উপাসনা তাঁর মহত্ত্ব এবং পবিত্রতা বৃদ্ধি করে না। [এই ভুল বিশ্বাসকে পোষণ করার ফলস্বরূপ] তারা তাদের কামনায় ফিরে আসে এবং সবকিছুকে বৈধ ঘোষণা করার পথে হাঁটতে শুরু করে [ভাল বা মন্দ, নৈতিক বা অনৈতিক, নৈতিক বা অনৈতিক, ন্যায়সঙ্গত বা মন্দ নির্বিশেষে]। তারা ঐশী বিধান ও এর আদেশসমূহকে উল্টে দেয় এবং এই কলুষিত অনুমানে জড়িয়ে পড়ে যে, সবকিছুকে বৈধ [এবং ন্যায্য খেলা] হিসাবে বিবেচনা করা ঐশ্বরিক একত্বের (তাওহীদ) প্রতি তাদের বিশ্বাসের স্পষ্টতা এবং দুর্বলতার প্রমাণ কারণ এটি তাদের বিশ্বাস যে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের (মানুষ) ইবাদতের প্রয়োজন নেই। একটি গোষ্ঠী বিশ্বাস করেছিল যে ঐশ্বরিক উপাসনার উদ্দেশ্য হল আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা যাতে [ঈশ্বরের] দাস উপাসনায় প্রচেষ্টার মাধ্যমে ঐশ্বরিক জ্ঞানের কাছে পৌঁছাতে পারে। জ্ঞান অর্জন করা বোঝায় যে উদ্দেশ্যটি অর্জন করা হয়েছে এবং আর কোনও আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। এইভাবে, এই লোকেরা আধ্যাত্মিক সংগ্রাম এবং উপাসনা ত্যাগ করে দাবি করতে শুরু করে যে ঈশ্বরের জ্ঞান তাদের সংগ্রামের সীমানা থেকে মুক্ত করেছে - কেবল সাধারণ মানুষরাই ঐশ্বরিক আইনের আদেশ মেনে চলতে বাধ্য। এরকম অসংখ্য বিপথগামী গোষ্ঠী রয়েছে এবং তাদের ভুল বিশ্বাস এতটাই বেশি যে তাদের লিখিতভাবে পাওয়া কঠিন। এই দলগুলোর মধ্যে একমাত্র দল যারা মোক্ষ লাভ করবে তারা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ অনুসরণ করবে এবং তাঁর সাহাবীগণ (আল্লাহ তাআলা তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন), অন্য কথায়, তারা পৃথিবী ত্যাগ করবে না এবং কামনাকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করবে না (এখানে ব্যবহৃত শব্দটি "মানব প্রকৃতি" অর্থে) - তারা পৃথিবী থেকে একটি প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করবে [কেবল] যা আখেরাতের পথে একটি নির্ভরতা বা বিধান (যাত্রায় যে সমস্ত প্রয়োজনীয়তা গ্রহণ করে) হয়ে উঠবে এবং ঐশ্বরিক বিধানের আনুগত্যের সীমানা থেকে বহির্ভূত সেই কামনাগুলি ছেড়ে দেবে।

সঠিক বিশ্বাসের সাথে একজন বিশ্বাসীর প্রতিটি কামনা অনুসরণ করা উচিত নয় বা সমস্ত কামনা ত্যাগ করা উচিত নয়, পরিবর্তে, সংযমের পথ গ্রহণ করা উচিত। অন্য কথায়, পৃথিবীর

সবকিছু ত্যাগ করা উচিত নয় বা বিশ্বের সমস্ত কিছু অর্জন করা উচিত নয়, বরং ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত কিছুর উদ্দেশ্য বুঝতে হবে এবং সেই উদ্দেশ্যকে রক্ষা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ঐশ্বরিক উপাসনার জন্য শক্তি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করা উচিত (ইবাদতের পরিধি প্রার্থনা এবং ঐশ্বরিক স্মরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রতিটি কাজ যতই জাগতিক হোক না কেন, জীবিকা নির্বাহ এবং বিনোদন সহ, ঈশ্বরের জন্য এবং তাঁর দিকে পরিচালিত পথের অগ্রগতির জন্য, ঐশ্বরিক উপাসনার একটি কাজ), এমন একটি ঘর অর্জন করুন যা চোর এবং গরম এবং শীতল আবহাওয়ার কঠোরতা থেকে রক্ষা করতে পারে, এমন পরিমাণ পোশাক যা শরীরকে ঢেকে রাখতে পারে এবং পরিবর্তিত আবহাওয়ায় একজনকে রক্ষা করতে পারে যাতে হৃদয় যখন শারীরিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়, তখন ঈশ্বরের দিকে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হয় এবং ঐশ্বরিক স্মরণ ও ধ্যানে লিপ্ত হতে পারে। যখন কারও কামনার (আবেগ এবং বস্তুবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা) কঠোরভাবে নজর রাখেন যাতে তারা ধার্মিকতা এবং ঈশ্বর-ভয়ের সীমা অতিক্রম না করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পথে এবং যারা তাঁর সাহাবীদের পথে রয়েছেন তাদের পথে চলার মাধ্যমে এই সমস্ত বিষয় তার জ্ঞানে আসে। এই মানুষেরা সংযমের পথে হাঁটছিলেন এবং সেই স্পষ্ট এবং আলোকিত পথের অনুসারী ছিলেন যা উপরোক্ত অংশে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তারা দুনিয়ার স্বার্থে নয়, আল্লাহর (দ্বীন) পথের জন্য দুনিয়া অর্জন করত, তারা সন্ন্যাসী জীবনধারা গ্রহণ করত না এবং দুনিয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্মৃত হত না। তাদের বিষয়ে, কোনও বাড়াবাড়ি বা অভাব ছিল না, বরং এটি ছিল [সমস্ত চরম পরিমাণ এড়িয়ে চলার] একটি পথ যা অভাব এবং আধিক্যের মধ্যে ছিল কারণ সংযম ঈশ্বরের কাছে প্রিয়।

অধ্যায় 7- কৃপণতা এবং বস্তুগত সম্পত্তির প্রতি ভালবাসার ক্ষতি

গাজালির সপ্তম গ্রন্থ "*ইহ্যা আল-উলুম আদ-দীন*" বা "*ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন*" *এর তৃতীয় খণ্ড বা চতুর্থাংশে আধ্যাত্মিক* পথের আরও দুটি প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে - উভয়ই লোভ, কৃপণতা এবং বস্তুগত সম্পদের প্রতি ভালবাসা এবং আসক্তি দ্বারা চালিত। জীবনের উপর একটি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বৃহত্তর সম্প্রদায়ের সাধারণ কল্যাণের জন্য উদারতাকে বাধাগ্রস্ত করে যার একজন অংশ এবং লোভকে উত্সাহিত করে যা অন্যের বৈধ অধিকার দখলের দিকে পরিচালিত করে। লোভ ও বস্তুবাদ দ্বারা চালিত স্বার্থপরতার প্রচার ব্যক্তি, সমাজ ও সম্প্রদায়কে সামাজিক ব্যবস্থার নিম্ন প্রান্তে থাকা ব্যক্তিদের দুর্দশা থেকে মুক্ত করে তোলে এবং ফলস্বরূপ ধনী ও অভাবীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, অনৈক্য ও বিভেদ

সৃষ্টি করে। গাজ্জালী এই দুটি রোগ নির্ণয় করেন, আধ্যাত্মিক পথের জন্য তাদের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াগুলি বিশ্লেষণ করেন এবং তাদের নিরাময়ের পরামর্শ দেন যা একজনকে অবাধে অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব অনুসরণ করতে মুক্তি দেয়। গাজালির এই বইয়ের বিষয়বস্তু এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে [13]:

পার্থিব জীবনের পরীক্ষা ও ক্লেশ: জেনে রাখা উচিত যে, জগতের পরীক্ষা ও ক্লেশ শাখার পর শাখা নিয়ে বেশ বিস্তৃত এবং অগণিত। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় হল বস্তুগত সম্পদ এবং কোন ব্যক্তি এটি সম্পর্কে অজ্ঞ হতে পারে না এবং যদি এটি অর্জন করা হয় তবে এর ক্ষতি থেকে রক্ষা করা খুব কঠিন। এর থেকে বঞ্চিত হওয়া দারিদ্র্য যা কখনও কখনও কাফের (কুফর) দিকে পরিচালিত করতে পারে এবং ধনী হওয়া বিদ্রোহের কারণ [আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে] যার ফলে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই হয় না। পরিণতি হ'ল সম্পদের উপকার এবং ক্ষতি উভয়ই রয়েছে। এর উপকারিতা উদ্ধারকারী গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে এবং এর ক্ষতিগুলি ধ্বংসাত্মক অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে। সম্পদের দুটি দিক আছে- ভালো ও মন্দ। এই দুটির মধ্যে পার্থক্য করা এতটাই কঠিন যে, কেবল সেই আলেমরাই তা করতে পারেন যারা জ্ঞানে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত এবং ঈশ্বরের (দ্বীন) পথ সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি রাখে, যারা প্রথাগত পণ্ডিত এবং প্রতারণাগ্রস্ত ধর্মীয় অভিজাতদের বিপরীতে। এজন্য সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের ক্ষতির কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করা জরুরি কারণ গত অধ্যায়ে যা ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা জাগতিকতার সাথে সম্পর্কিত, বিশেষত সম্পদের সাথে নয়। প্রতিটি ক্ষণস্থায়ী এবং ক্ষণস্থায়ী আনন্দকে "বিশ্ব" বলা হয়। এই ক্ষেত্রে, সম্পদও বিশ্বের একটি উপাদান, শুধুমাত্র সম্পদকে "বিশ্ব" হিসাবে অভিহিত করা হয় না। পৃথিবীর একটি উপাদান হচ্ছে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি, একটি উপাদান হচ্ছে পেট ও গোপনাঙ্গের কামনা, একটি উপাদান হচ্ছে ক্রোধের দ্বারা দমন করা, একটি উপাদান হলো ঈর্ষা, অন্যটি হচ্ছে অহংকার ও জাঁকজমকপূর্ণতা। এমন অনেক উপাদান এবং অংশ রয়েছে যা থেকে মানুষ আনন্দ অর্জন করে।

সম্পদের পরীক্ষা: এই বইয়ে কেবল বস্তুগত সম্পদ [এবং সম্পদ] আলোচনার বিষয় করা হবে কারণ এটি মানুষের জন্য আরও পরীক্ষা এবং ক্ষতি করে। যদি কারও বস্তুগত সম্পদের অভাব থাকে, তবে এটি একজন ব্যক্তির মধ্যে দারিদ্র্যের গুণ তৈরি করে (আধ্যাত্মিক অর্থে ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তাকেও বোঝায়) এবং যদি এটি বিদ্যমান থাকে তবে এটি একজনের মধ্যে সম্পদের গুণ তৈরি করে। এই দুটি রাজ্যই পরীক্ষা এবং পরীক্ষার রাজ্য। তখন বস্তুগত সম্পদহীন ব্যক্তির

মধ্যে দুটি গুণ জন্মায় - সন্তুষ্টি এবং লোভ। তাদের মধ্যে একটি (লোভ) নিন্দনীয় এবং অন্যটি (সন্তুষ্টি) কাম্য। লোভী ব্যক্তির আরও দুটি গুণ রয়েছে - একটি হ'ল অন্যের সম্পত্তি দখল করতে ইচ্ছুক তার উপর নজর রাখা; দ্বিতীয়ত, বস্তুগত সম্পদ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, যা একজনকে ব্যবসা, কর্মসংস্থান বা শিল্পে ব্যস্ত থাকতে প্ররোচিত করে। লোভ সবচেয়ে খারাপ গুণগুলির মধ্যে একটি। ধনী ব্যক্তিরও দুটি গুণ রয়েছে - কৃপণতা এবং অন্যের কাছ থেকে আটকে রাখা [এমনকি যদি এটি বৈধ কিছু হয় যা অন্যকে দিতে হবে, কারও কৃপণতার কারণে], এবং ব্যয়। এর মধ্যে একটি গুণ কাম্য এবং অন্যটি নিন্দনীয়। ব্যয়কারীরও দুটি গুণ রয়েছে - অপচয় ব্যয় এবং সংযম। এদের মধ্যে সংযম প্রশংসনীয়। এই সমস্ত জিনিস অস্পষ্ট এবং সূক্ষ্ম, তাই তাদের ব্যাখ্যা করা গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়গুলি নিম্নলিখিতগুলিতে ব্যাখ্যা করা হবে। প্রথমত, সম্পদের ক্ষতিগুলি ব্যাখ্যা করা হবে এবং তারপরে এর সুবিধাগুলি ব্যাখ্যা করা হবে। তারপরে এর উপকারিতা এবং ক্ষতি সম্পর্কে বিশদ উপস্থাপন করা হবে। এর পরে লোভের নিন্দা করা হবে এবং তারপরে এর প্রতিকার ব্যাখ্যা করা হবে। উদারতা উদার মানুষের ঐতিহ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা হবে, তার পরে কৃপণতার নিন্দা করা হবে এবং কৃপণদের সম্পর্কে ঐতিহ্য উপস্থাপন করা হবে। এর পরে, নিজের চেয়ে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার শ্রেষ্ঠত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করা হবে। কৃপণতা ও উদারতা সম্পর্কে ঐশ্বরিক বিধানের সীমাবদ্ধতা মোকাবেলা করা হবে। কৃপণতার নিরাময়ের রূপরেখা দেওয়া হবে তারপরে সম্পদ সম্পর্কে সম্মিলিত দায়িত্বের ব্যাখ্যা থাকবে।

ধন-সম্পদের ক্ষতি এবং এর প্রতি ভালবাসা থাকার অস্বীকৃতি

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিভ্রান্ত না করে। যে তা করবে, সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (কুরআন, 63 অধ্যায়, 9 আয়াত)

إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা ও পরীক্ষার কারণ এবং আল্লাহর কাছে রয়েছে এক মহান প্রতিদান [তোমাদের অগ্রাধিকার সঠিক রাখার জন্য এবং

তোমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি মনোযোগ ও সংগ্রাম করার জন্য এবং যথাসাধ্য পার্থিব দায়িত্ব সর্বোত্তম উপায়ে পালন করার জন্য]। (কুরআন, 64 অধ্যায়, 15 আয়াত)

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ

"যে ব্যক্তি কেবল পার্থিব জীবন ও তার শোভা ও শোভা কামনা করে, আমি তাদেরকে দুনিয়াতে তাদের কর্মের প্রতিদান দিয়ে থাকি এবং তাদের জন্য দুনিয়াতে কোন অভাব নেই। (কুরআন, অধ্যায় 11, আয়াত 15)

كَلَّآ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَيَطْغَىٰٓ ﴿٦﴾ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ ﴿٧﴾

"মানুষ নিজেকে স্বাবলম্বী ও ধনী হিসেবে দেখে (শালীনতা, নৈতিকতা ও ভালো আচরণের) সব সীমা অতিক্রম করে। (কুরআন, অধ্যায় 96, আয়াত 6-7)

أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ

"ধন-সম্পদের প্রাচুর্য আপনাকে অজ্ঞ করে তুলেছে [আপনার জীবনের আসল উদ্দেশ্য এবং এর জন্য কাজ করার জন্য আপনার প্রয়োজনীয় সঠিক কর্ম সম্পর্কে]। (কুরআন, অধ্যায় 102, আয়াত 1)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ماذئبان ضاريان ارسلا في زريبة غنم باكثرا فسادا فيها من حب الشرف
والمال والجاه في دين الرجل المسلم

"যদি দুটি হিংস্র [এবং ক্ষুধার্ত] নেকড়ে ছাগলের পালের মধ্যে প্রবেশ করে, তবে তারা সম্পদ এবং মর্যাদার (খ্যাতি এবং ক্ষমতা) প্রতি ভালবাসার কারণে একজন মুসলমানের বিশ্বাসে যে অশান্তি (ক্ষতি) ঘটায় তা হ্রাস করে না"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীসে* কা'ব *ইবনে মালিক (রাঃ) এর তত্ত্বাবধানে* তিরমিযী ও নাসাঈ সংগ্রহ করা হয়েছে।

يقول ابن ادم مالي مالي وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت اولبست
فابليت او تصدقت فامضيت

"আদম সন্তান বলেছেন, আমার ধন-সম্পদ, আমার ধন-সম্পদ। তোমাদের ধন-সম্পদের মধ্যে কি এমন কিছু আছে যা তোমরা তা থেকে যা খেয়েছ এবং তা থেকে যা পরিধান করেছ বা তা থেকে পরিধান করেছ, এবং তা পুরানো করেছে? (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আবু হুরায়রা ও আবদুল্লাহ ইবনুল শাখাইর (রহঃ) এর রহতানুযায়ী* হাদীস *সংকলন* সহীহ মুসলিম

اخلاء بني آدم ثلاثة واحد يتبعه الى قبض روحه والثاني الى قبره والثالث الى
محشره فالذي يتبعه الى قبض روحه فهو ماله فالذي يتبعه الى قبره فهو اهله
والذي يتبعه الى محشره فهو عمله

"আদম সন্তানদের (মানুষের) তিনজন বন্ধু রয়েছে। আত্মা (মৃত্যু) দখল না হওয়া পর্যন্ত প্রথমে তাদের সাথে অবস্থান করবে। দ্বিতীয়টি কবর (দাফন) পর্যন্ত একজনের সাথে থাকে। তৃতীয়টি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত একজনের সাথে থাকবে। আত্মা দখল না হওয়া পর্যন্ত যা সাহায্য করে তা হল সম্পদ। যা কবর অবধি সহায়তা করে বন্ধু, পরিবার এবং আত্মীয়স্বজন। যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন পর্যন্ত সাহায্য করে তা হচ্ছে তার (সৎকর্ম, সৎকর্ম, পরহেযগার ও মহৎ) কাজ। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *নাওমান ইবনে বশীর (রহঃ) এর রহতানুসারে* তাবারানী আওসাত, তাবারানী কাবেইর ও আহমদ গ্রন্থ *হাদীস* সংকলন।

ঈসা (আঃ) এর শিষ্যগণ তাঁকে বললেন, তুমি পানির উপর দিয়ে হাঁটছ, কিন্তু আমরা পারব না। এর কারণ কী?" তিনি উত্তর দিলেন, '*দিরহাম* ও *দিনারের (*প্রাচীনকালে মুদ্রার জন্য ব্যবহৃত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা) এর গুরুত্ব কী? তারা বলল, আমরা এগুলোকে ভালো মনে করি না। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: "এই দুটোই আমার কাছে ছোট নুড়ির সমতুল্য (এবং এ কারণেই, বস্তুবাদ থেকে বিচ্ছিন্নতার কারণে আমি পানির উপর দিয়ে হাঁটতে সক্ষম হয়েছি)।

একজন [আরব] কবি (কবিতায়) বলেছেন:

لا يغرنك من المرء قميص رقعه   او ازار فوق عظيم الساق منه رفعه
او جبين لاح فيه اثر قد خلعه   اره الدرهم تعرف حبه او ورعه

"কারও পোশাক [যা দারিদ্র্যের লক্ষণ], গোড়ালির উপরে তোলা প্যান্ট (ঐশ্বরিক আদেশ মেনে চলার চিহ্ন) এবং কারও কপালে [ঈশ্বরের সামনে সিজদা করার চিহ্ন) (ঈশ্বরের প্রতি ভক্ত উপাসনার চিহ্ন) দ্বারা প্রতারিত হওয়া উচিত নয়। একজনকে *দিরহাম* (স্বর্ণমুদ্রা বা টাকা) দেখান, তাহলে আপনি হয় ধন-সম্পদের প্রতি কারও ভালবাসা বা তা থেকে বিরত থাকা জানতে পারবেন [কারণ বস্তুবাদ থেকে বিরত থাকা ব্যক্তির ধর্মীয়তা ও আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত ইঙ্গিত, ধর্ম ও ধার্মিকতার বাহ্যিক রূপ নয়]।

সম্পদের প্রশংসা ও সমালোচনার মধ্যে দ্বন্দ্বের সমাধান

ঐশ্বরিক আইন কখনও কখনও এর নিন্দা করে এবং এটিকে শয়তানের কৌশল এবং সমস্ত পাপ ও মন্দতার উৎস বলে অভিহিত করে এবং কখনও কখনও এর প্রশংসা করে এবং এটিকে বিভিন্ন [ঐশ্বরিক কাজ] উপাসনা অর্জনের মাধ্যম বলে অভিহিত করে। কীভাবে এই [আপাতদৃষ্টিতে] পরস্পরবিরোধী আয়াত এবং ঐতিহ্যের মধ্যে দ্বন্দ্বের সমাধান হতে পারে? এটি করার পদ্ধতিটি

(আপাত দ্বন্দ্বের সমাধান) বোঝা কঠিন যতক্ষণ না সম্পদের জ্ঞান, উদ্দেশ্য এবং ক্ষতিগুলি বোঝা যায়। এর পরেই এই বাস্তবতা প্রকাশিত হয় যে, সম্পদ একটি কারণে ভালো আর মন্দ অন্য কারণে। ভাল হওয়ার জন্য এটি প্রশংসনীয় এবং খারাপ হওয়ার জন্য নিন্দনীয়। কারণ সম্পদ বিশুদ্ধ মন্দ বা বিশুদ্ধ ভাল নয়, বরং এটি ভাল এবং মন্দ উভয়ের মাধ্যম এবং উভয় অর্জনের উপায়। ঐশ্বরিক কৃতজ্ঞতা অধ্যায়ে (গাজালির "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" এর চতুর্থ খণ্ড এবং এই রচনার 12 অধ্যায়ে) আমরা ভাল এবং আশীর্বাদের মাত্রা ব্যাখ্যা করেছি। এখানে এটি উল্লেখ করার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, জ্ঞানী ও রহস্যময় অন্তর্দৃষ্টির অধিকারীদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আখেরাতের চিরন্তন সুখ ও অফুরন্ত সাফল্য *(সা'দা)* যা একটি স্থায়ী ও স্থায়ী [ঐশ্বরিক] বরকত। আধ্যাত্মিক এবং বুদ্ধিমান লোকেরা একমাত্র যারা এই আশীর্বাদ অর্জন করতে চায়।

অনন্ত সুখ ও অফুরন্ত বিজয় অর্জনের উপায়:

এই দুনিয়ায় আখেরাতের চিরন্তন সুখ ও অফুরন্ত সফলতা তিনটি উৎস ছাড়া পাওয়া যায় না: প্রথমত, আত্মার (নফস) উৎকর্ষ যেমন জ্ঞান ও ভাল আচরণ, স্বভাব, মেজাজ এবং চরিত্র *(ইখলাক) ।* দ্বিতীয়ত, স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত সুস্থতার মতো শারীরিক শ্রেষ্ঠত্ব। তৃতীয়ত, শ্রেষ্ঠত্ব যা [নিজের এবং দেহের জন্য] বহিরাগত যেমন সম্পদ এবং জাগতিক সম্পদ। এর মধ্যে সর্বোত্তম উপায় (অনন্ত সুখ ও অনন্ত সাফল্য অর্জনের জন্য) হলো আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব, তারপর শারীরিক উৎকর্ষতা এবং শেষ পর্যন্ত সেই উৎকর্ষতা যা দেহ ও আত্মা উভয়ের জন্যই বহির্ভূত এবং এর মধ্যে সম্পদ ও অর্থ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা সর্বনিম্ন মর্যাদা অর্জন করে, কারণ তারা মানুষের দাস এবং কোন কিছুই তাদের কাজে আসে না। তারা [তাদের মাধ্যমে] অন্যান্য জিনিস পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করা হয় এবং তারা নিজের জন্য আকাঙ্ক্ষিত নয়। কারণ স্ব (*নাফস)* এমন একটি সূক্ষ্ম অস্তিত্ব যার চিরন্তন সুখ ও অফুরন্ত বিজয় কামনা করা হয় এবং এটি জ্ঞান, ঐশ্বরিক জ্ঞান এবং উচ্চ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য পরিবেশন করে যাতে এই গুণাবলী আত্মার অন্তর্নিহিত অভ্যন্তরীণ গুণাবলীতে পরিণত হয়। এর পরে, নিজেকে শরীর, ইন্দ্রিয় এবং অঙ্গ দ্বারা পরিবেশন করা হয়। খাবার ও পোশাক শরীরকে সেবা দেয়। এর আগেও বলা হয়েছে, খাওয়া শরীর সংরক্ষণের জন্য এবং বিয়ে মানব জাতিকে রক্ষা করার জন্য। দেহের উদ্দেশ্য হ'ল আত্মার পরিপূর্ণতা এবং পরিপূর্ণতা সৃষ্টি করা; আত্মার শুদ্ধি, জ্ঞান ও সৎ চরিত্র আত্মার বাগানকে সুগন্ধি দেওয়ার উদ্দেশ্যে। যে ব্যক্তি এই ক্রম বা ক্রম সম্পর্কে সচেতন সে সম্পদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ভালভাবে অবগত থাকবে [যে এটি সমস্ত শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে সর্বনিম্ন এবং মানব অস্তিত্বের উচ্চতর উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যগুলি পরিবেশন করার জন্য রয়েছে] এবং এটি কী ভাল করে তোলে সে সম্পর্কে সচেতন হবে। বস্তুগত সম্পত্তি নিজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু স্ব অস্তিত্বের আসল কার্নেল। যে ব্যক্তি কোন বস্তুর উপকার বুঝতে পারে এবং তার প্রকৃত উদ্দেশ্য জানার পর এবং তার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে তা ব্যবহার করে, তাহলে সেই ব্যবহার একজনের জন্য উত্তমও উপকারী হবে। ধন-সম্পদ যেমন সঠিক উদ্দেশ্যে একটি মাধ্যম হতে পারে, তেমনি এটি ভুল উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যের একটি মাধ্যমও হতে পারে যা আখেরাতের চিরন্তন সুখ ও অফুরন্ত সাফল্যের সাথে সংঘর্ষ করে এবং জ্ঞান ও [সৎকর্ম] কর্মের পথকে অবরুদ্ধ করে। অনুরূপভাবে,

সম্পদ (বস্তুগত সম্পদ) প্রশংসনীয় এবং নিন্দনীয় উভয়ই হতে পারে - প্রশংসনীয় যখন এটি প্রশংসনীয় উদ্দেশ্যগুলির জন্য দায়ী করা হয় এবং নিন্দনীয় উদ্দেশ্যের জন্য নিন্দনীয়। একটি নবী বর্ণনায় (*হাদীস*) বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তার প্রকৃত প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বস্তুগত সম্পদ গ্রহণ করে, প্রকৃতপক্ষে সে অদৃশ্যভাবে নিজের [নিজের] ধ্বংস প্রার্থনা করে। এর কারণ হ'ল মানুষের মেজাজ কামনার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং সেগুলি অনুসরণ করে আনন্দ পায় এবং এই কামনা একজনকে সত্যের পথে [চলা] থেকে বিরত রাখে এবং ধন এই কামনা অর্জনের একটি বড় মাধ্যম। এ কারণে, [সত্যিকারে] প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সম্পদ গ্রহণ করা বিপদমুক্ত নয়। অতএব, ভাববাদীগণ ধন-সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের কুফল থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন [যেমন তারা অন্যায় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলে অন্যায় ও মন্দ পথে প্রলুব্ধ করে)। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দোয়া করা হয়েছে:

اللّٰهم احينى مسكينا وامتنى مسكينا واحشرنى فى زمرة المساكين

"হে আল্লাহ! আমাকে গরীব হিসেবে জীবিত রাখ, দারিদ্র্যের মধ্যে মৃত্যু দান কর এবং আমাকে গরীবদের মধ্যে তুলে দাও। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু আনহু* থেকে বর্ণিত হাদীস *সংকলন* তিরমিযী।

সম্পদের ক্ষতি ও উপকারিতা

সাপের মতো সম্পদের বিষ এবং প্রতিষেধক উভয়ই রয়েছে। প্রতিষেধক তার উপকারিতা থেকে এবং বিষ এর ক্ষতি থেকে। কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি যিনি এর ক্ষতি এবং উপকারিতা উভয়ের সাথে পরিচিত তিনিই তার বিষ থেকে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হবেন এবং এর প্রতিষেধক থেকে উপকার পেতে সক্ষম হবেন। সম্পদের উপকারিতা ধার্মিক এবং পার্থিব উভয়ই। জাগতিক উপকারিতা উল্লেখ করার দরকার নেই কারণ তারা সুপরিচিত এবং বিখ্যাত। যদি তা না হতো, তাহলে সম্পদের স্বার্থে মানুষ কেন নিজেদের ক্ষতি ও ধ্বংসের মধ্যে ফেলবে? যাইহোক, ধর্মীয় (আধ্যাত্মিক) সুবিধাগুলি উল্লেখ করার মতো।

সম্পদের ধর্মীয় উপকারিতা: এগুলো তিন প্রকার। প্রথমত, নিজের জন্য অর্থ ব্যয় করা, তা সে [ঐশ্বরিক] ইবাদতের জন্য হোক বা হজ্জের মতো ইবাদতের জন্য সহায়তা পাওয়ার জন্য, কারণ এটি ধন-সম্পদ (আর্থিক উপায়) ছাড়া সম্পন্ন করা যায় না। এটি ইবাদতের নীতিগুলির মধ্যে রয়েছে এবং একজন দরিদ্র ব্যক্তি এই উৎকর্ষ অর্জন করতে সক্ষম হয় না। ইবাদতের সাথে সাহায্য প্রাপ্তি করা হয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং বিবাহের জন্য ব্যয় করে কারণ এগুলি [জীবনের] মৌলিক প্রয়োজনীয়তা এবং যতক্ষণ না এগুলি পূরণ হয়, হৃদয় তাদের মধ্যে নিমগ্ন থাকে এবং ঈশ্বরের (দ্বীন) পথ সম্পর্কিত বিষয়গুলির জন্য মুক্ত হয় না, এবং এটি একটি নীতি যে ইবাদতের শক্তি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ কারণেই, নিজের [প্রকৃত] অনুসারে জাগতিক সম্পদ অর্জন করার জন্য তার ধর্মের জন্য সাহায্য

অর্জন করা দরকার [যাতে কারও পার্থিব চাহিদা ও দায়িত্ব পূরণ হয়, এবং আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার জন্য হৃদয় মুক্ত হয়], এটিও বিশ্বের ধর্মীয় সুবিধার মধ্যে একটি। কিন্তু, এর মধ্যে সুস্পষ্ট ভোগ, ঐশ্বর্য, বৈষয়িক উপভোগ এবং এমন পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত নয় যা একজনের প্রকৃত প্রয়োজনের বাইরে, কারণ এগুলি জাগতিক (দৈহিক) আনন্দের মধ্যে গণনা করা হয়। দ্বিতীয়ত, যে সম্পদ অন্যের জন্য ব্যয় করা হয় তা চার প্রকার: দানশীলতা, আতিথেয়তা, নিজের সম্মান রক্ষা এবং অর্জিত সেবার জন্য অর্থ প্রদান। যতদূর দান প্রসঙ্গে তার ঐশ্বরিক প্রতিদান কারো কাছে গোপন নয়। এটি এমন একটি সৎকর্ম যা আল্লাহর অসন্তুষ্টি দূর করে দেয় [নিজের অপকর্ম এবং ঐশ্বরিক আদেশ লঙ্ঘনের জন্য একজন বান্দার সাথে]। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। আতিথেয়তা বলতে আমরা ধনী এবং ধার্মিকদের ভোজের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে এবং তাদের উপহার দেওয়ার জন্য অর্থ ব্যয় করার কথা বলছি এবং এটিকে দাতব্য বলা হয় না কারণ দাতব্য অভাবীদের দেওয়া হয়। আতিথেয়তার মাধ্যমে ব্যয় করাও ধর্মীয় সুবিধা থেকে বঞ্চিত নয় কারণ এটি বন্ধু এবং ভাই তৈরি করার এক মাধ্যম। উদারতার গুণে নিজেকে শোভিত করার মাধ্যমে, একজন উদারতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় [যেহেতু উদারতা এবং পরার্থপরতা প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক গুণ]। যতক্ষণ না কেউ মানুষের সাথে শ্রেষ্ঠত্ব এবং আতিথেয়তার সাথে আচরণ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ উদার বলার যোগ্য নয়। এই কাজও মহান ঐশ্বরিক প্রতিদানের একটি মাধ্যম।

নিজের সম্মান রক্ষার জন্য ব্যয় করাও ধর্মীয় সুবিধা থেকে বঞ্চিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন কবিকে কিছু দেওয়া যিনি কবিতায় একজনকে সম্পর্কে খারাপ কথা বলেন বা সমাবেশে একজনকে নিয়ে মজা করেন। একইভাবে আত্মসম্মান ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত মানুষের মুখ বন্ধ করতে এবং তাদের অশুভ শক্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ব্যয় করা হচ্ছে। নিজের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য ব্যয় করাও ঐশ্বরিক প্রতিদানের যোগ্য, এই অর্থে যে, উদাসীন ব্যক্তি পিছু দাঁড়ানোর পাপ থেকে রক্ষা পায় এবং নিজের বক্তব্যের মাধ্যমে কোন অশান্তি (*ফিতনা)* ছড়ায় না, মুসলমানরা শত্রুতা পোষণের ফাঁদে আটকা পড়ে না, এবং যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে পিঠ কামড়ানো হয়, প্রতিশোধের অনুভূতি দ্বারা বাধ্য হয়ে এমন ভাবে প্রতিক্রিয়া জানায় না যা ঐশ্বরিক আইনের সীমার পরিপন্থী। অন্যের কাছ থেকে সেবা পাওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করাও ঐশ্বরিক প্রতিদান থেকে বঞ্চিত নয় কারণ মানুষ তাদের প্রয়োজনের জন্য অগণিত জিনিসের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল। যদি কেউ নিজে এগুলো করতে শুরু করে, তাহলে অনেক সময় নষ্ট হবে এবং আখেরাতের পথে চলা কঠিন হয়ে পড়বে এবং ঐশ্বরিক স্মরণের জন্য আর সময় অবশিষ্ট থাকবে না, যদিও আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীদের জন্য উচ্চ স্থান হচ্ছে এই ঐশ্বরিক স্মরণ ও ধ্যান। এটা স্পষ্ট যে যার সম্পদ (আর্থিক উপায়) নেই সে তার সমস্ত কাজ নিজেই করবে। উদাহরণস্বরূপ, ফসল (শস্য) কেনা, সেগুলি পিষে ফেলা, রান্না করা, ঘর পরিষ্কার করা, এমনকি নিজের প্রয়োজনীয় বইয়ের অনুলিপি প্রস্তুত করার পরিধি পর্যন্ত যাওয়া। অন্যের মাধ্যমে যে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা যায়, সেগুলো নিজে করতে হবে। এটি একটি বিশাল অসুবিধা। একজন ধনী ব্যক্তি এ থেকে সুরক্ষিত। এমনকি যদি একজন ধনী ব্যক্তি নিজে সবকিছু করতে শুরু করে, তবে সে (সৎকর্ম) আমল, জ্ঞান, ঐশী স্মরণ ও ধ্যান থেকে বঞ্চিত থাকবে।

তৃতীয়ত, [সম্পদ ব্যয়ের ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে] নির্দিষ্ট ব্যক্তির (গুলি) জন্য নয় বরং সাধারণ জনসাধারণের সুবিধা বা সেবার জন্য সম্পদ ব্যয় করা। উদাহরণস্বরূপ, মসজিদ (ঈশ্বরের উপাসনার স্থান), সেতু, ভ্রমণকারীদের জন্য লজ, মেডিকেল ক্লিনিক, স্কুল এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষার স্থান (*মাদারি) নির্মাণ,* পাবলিক ট্রাস্ট (ওয়াকফ) প্রতিষ্ঠার জন্য জমি এবং সম্পত্তি উত্সর্গ করা। এই ব্যয়গুলি মৃত্যুর পরেও একজনের উপকার করে। আল্লাহর ধার্মিক ও সৎকর্মশীল বান্দারা এদের জন্য দীর্ঘকাল দোয়া করে থাকেন এবং এর চেয়ে উত্তম সৎকর্ম আর কী হতে পারে। ধন-সম্পদের ধর্মীয় উপকার ছাড়াও তাদের অনেক পার্থিব উপকারিতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যার এটি রয়েছে, সে দারিদ্র্যের অপমান এবং অভাবের কলঙ্ক থেকে রক্ষা পায়। মানুষ একজনকে সম্মান করে, একটাকে গুরুত্ব দেয়। যদি একজন ধনী ব্যক্তি [আতিথেয়তার জন্য] ব্যয় করে, তবে এটি কারও বন্ধুদের বৃত্তকে বাড়িয়ে তোলে, লোকেরা একজনের সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে গর্ব বোধ করে এবং প্রয়োজনের সময় একজনকে সাহায্য করে। ধনী যারা ধার্মিক ও ধার্মিক, তারা হৃদয়ের গভীর থেকে লোকেরা সম্মান করে।

সম্পদের ক্ষতি: সম্পদের ক্ষতি দুই প্রকার- ধর্মীয় ও জাগতিক। ধর্মীয় ক্ষতি তিন ধরনের। একটি হ'ল ধন-সম্পদ এবং বস্তুগত সম্পদ মানুষকে পাপের পথে ঠেলে দেয় কারণ কামনা হৃদয়কে অবিরাম আক্রমণ করে। [ধন-সম্পদ] এবং নম্রতার মাধ্যমে [দারিদ্র্য ও অভাবের কারণে] কামনা থেকে রক্ষা করা যেতে পারে, কারণ যখন কেউ পাপ করার (অক্ষম) হতাশ হয়, তখন তার (পাপ বা অন্যের জন্য মন্দ বা ক্ষতিকারক কিছু) এর জন্য প্ররোচনা (উস্কানি) হৃদয়ে জন্মগ্রহণ করে না। যখন উপলব্ধি হয় যে কেউ এখন পাপ করতে পারে, তখন হৃদয়ে তা করার জন্য উত্তেজনা জাগে। সম্পদের উপস্থিতি এমন একটি সক্ষম যা একজনের মধ্যে ক্ষমতা তৈরি করে [পাপ করার, মানবিক রীতিনীতির লঙ্ঘন, নিপীড়ন ইত্যাদি]। এই আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কাজ করলে একজন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ধৈর্য ও সংযম অনুশীলন করলে সে কষ্ট সহ্য করবে, কারণ [মন্দ কাজ করার] সামর্থ্যের উপস্থিতিতে ধৈর্য নেওয়া খুবই কঠিন। ধন-সম্পদের ক্ষতি (*ফিতনা)* দারিদ্র্যের *ক্ষতির চেয়েও বেশি।* দ্বিতীয় ক্ষতি [সম্পদের দ্বারা সৃষ্ট ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার জন্য] হ'ল সম্পদের উপস্থিতি জায়েজ বিষয়গুলিতে *ঐশ্বর্য*, অপব্যয় এবং অপচয় হতে পারে এবং এটি সম্পদের অপব্যবহারের প্রথম স্তর। কারণ একজন ধনী ব্যক্তি তার রাজ্য, আধিপত্য এবং পৃথিবীর কোষাগারের উপর নিয়ন্ত্রণের বিশালতা থাকা সত্ত্বেও রাসূল সুলায়মান (আঃ) এর মতো যবের রুটি খেতে পারে না, মোটা কাপড় পরতে পারে না এবং সমস্ত সুস্বাদু খাবার পরিত্যাগ করতে পারে না। কিন্তু সবাই তা করতে পারে না এবং যার ধন-সম্পদের কারণে বিশালতা [এবং জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য] রয়েছে, সে অবশ্যই *ঐশ্বর্য*, অপব্যয় এবং অপচয় গ্রহণ করবে, অর্থাৎ সে ভাল খাবার খাবে, ভাল পোশাক পরিধান করবে এবং নিজেকে (*নাফস*) অভ্যস্ত করে তুলবে। যখন কেউ *ঐশ্বর্য*, অপব্যয় এবং অপচয় থেকে আনন্দ খুঁজে পায়, তখন তা থেকে বিরত থাকা অসম্ভব হবে। বরং এই অভ্যাস এতটাই বৃদ্ধি পাবে যে, যদি কারো *ঐশ্বর্য*, অপব্যয় ও অপচয় বৈধ (হালাল) উপায়ে পূরণ না করা হয়, তাহলে সে নিষিদ্ধ (অবৈধ বা হারাম) উপায় ব্যবহার করতে বাধ্য হবে [কারও *ঐশ্বর্য* ও ব্যয়বহুল জীবনযাপনের জন্য সম্পদ অর্জনের জন্য]। একগুঁয়েমি, মিথ্যাচার, ভণ্ডামি এবং অন্যান্য খারাপ নৈতিকতা ও অভ্যাসকে হৃদয়ে জায়গা করে দিতে হবে, যাতে নিজের জগতের সংগঠন (সেটআপ এবং চালিত) তার ইচ্ছানুযায়ী থাকবে এবং কারও *ঐশ্বর্য*, অহংকার এবং অপচয় হ্রাস পাবে না। যার ধন-সম্পদ বেশি, সে

লোকেদের বেশি প্রয়োজন এবং কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য ভণ্ডামিপূর্ণ উপায় অবলম্বন করে এবং এমনকি তাদের অনুমোদন পাওয়ার জন্য ঈশ্বরের অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকে না। সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা এবং তার উপর নির্ভরতা বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা উভয়ই জন্মায় যা ফলস্বরূপ ঈর্ষা, বিদ্বেষ, আড়ম্বর, অহংকার, মিথ্যা বলা, কথাবার্তা বহন করা, প্রত্যাখ্যান করা এবং এই জাতীয় সমস্ত পাপকে বিকশিত হতে দেয় যা হৃদয় এবং জিহ্বার জন্য নির্দিষ্ট। এই পাপগুলো হৃদয় ও জিহ্বা অতিক্রম করে অন্যান্য [শারীরিক] অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়ে গেছে। এগুলো সবই সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের অশুভ পূর্বাভাস।

তৃতীয় ক্ষতি এবং কোন ধনী ব্যক্তি এর থেকে বঞ্চিত হয় না, এই যে, সম্পদ অর্জন ও রক্ষায় লিপ্ত হওয়ার পরে, একজন ঐশ্বরিক স্মরণ এবং এমন কোনও ক্ষতির প্রতি অবহেলা হয়ে যায় যা ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায় না। ঐশ্বরিক স্মরণ সম্পর্কে অবহেলা একটি দুরারোগ্য এবং মারাত্মক রোগ কারণ সমস্ত উপাসনার মূল এবং উদ্দেশ্য হল তাঁর সত্তা এবং গুণাবলীতে ঐশ্বরিক স্মরণ এবং ধ্যান, যার ফলস্বরূপ একটি মুক্ত হৃদয় প্রয়োজন। যদি কারও [কৃষি] জমি থাকে, তবে তিনি কৃষিকাজ সম্পর্কিত বিষয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকেন - কখনও হিসাব-নিকাশ করেন, কখনও সহ-অংশীদারদের সাথে তর্ক করেন, কখনও জল [কৃষিজমির জন্য সরবরাহ] এবং সীমানা নিয়ে মতবিরোধ হয়, কখনও কর আদায়ের জন্য নিযুক্ত কর্মকর্তাদের সাথে ঝগড়া হয়।

কখনও কখনও কেউ নির্মাতা এবং শ্রমিকদের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি মোকাবেলা করে। একজন ব্যবসায়ী এই দুঃখে বিরক্ত হন যে কারও ব্যবসায়িক অংশীদার লাভের অর্ধেক পাওয়ার অধিকারী কিন্তু কাজটি করার ক্ষেত্রে সমানভাবে অংশ নেয় না। কখনও কখনও কাউকে তার সঙ্গী চুরি এবং অসততার সাথে জড়িত বলে অভিযোগ করতে দেখা যায়। একই অবস্থা গবাদি পশুর মালিকদেরও। বরং, সমস্ত ধরণের সম্পদ এবং সম্পদের জন্য, মালিকরা প্রায় একই অবস্থায় রয়েছে যে তারা ঈশ্বরের স্মরণ করার পরিবর্তে তাদের সম্পত্তির সাথে জড়িত এবং তাদের বৃদ্ধি এবং সুরক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন এবং বিচলিত হয়। অতএব, ঐশ্বরিক স্মরণ এবং ধ্যানে ফোকাস নেই, পরিবর্তে, প্রতি মুহুর্তে, একজন তাদের (সম্পদ) রক্ষা করার বিষয়ে উদ্বেগে আচ্ছন্ন হয়। জাগতিক উদ্বেগ এবং ব্যস্ততা অসংখ্য এবং তাদের কোনও সীমা নেই। যার একদিনের মূল্যবান খাবার রয়েছে, সে এই সমস্ত যত্ন থেকে সুরক্ষিত এবং এই সমস্ত ব্যস্ততা থেকে নিরাপদ। এগুলো সম্পদের ধর্মীয় ক্ষতি। এর সাথে যোগ করা যেতে পারে যে ধনী ব্যক্তিরা সম্পদ অর্জনের জন্য সবকিছু করে। একবার সম্পদ অর্জন করা হলে, তারা তাদের রক্ষা করার জন্য তাদের সত্তার অন্তর পর্যন্ত বিচলিত হয়। ঈর্ষান্বিতদের ঈর্ষা থেকে নিজেকে রক্ষা করাই তার উপরে। সব সময় আশঙ্কা থাকে যে, এত পরিশ্রম ও কষ্ট করে অর্জিত সম্পদ নষ্ট হয়ে যাবে। এ থেকে এটা স্পষ্ট যে সম্পদ একটি বিষ। এটি কেবল তখনই প্রতিষেধক হয় যখন এটি জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হয় এবং যে কোনও অতিরিক্ত ধন আল্লাহর পথে (ঐশ্বরিক সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের জন্য) দান (নিঃস্বার্থ দান) হিসাবে ব্যয় করা হয়।

লোভের নিরাময় এবং তৃপ্তি বাড়ানোর জন্য ওষুধ

এই ঔষধটি তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত: ধৈর্য, জ্ঞান এবং ক্রিয়া [সঠিক জ্ঞান অনুযায়ী]। তারা একসাথে পাঁচটি বিষয়ের জন্ম দেয়: প্রথমত, ক্রিয়া; সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, [কর্মগুলি] অর্থনৈতিক বিষয়ে সংযম এবং [অপ্রয়োজনীয়] ব্যয় হ্রাস করে। যে ব্যক্তি সন্তুষ্টির সম্মান কামনা করে, তার উচিত ব্যয়ের জন্য নিজের (নাফস) দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করা এবং কেবল নিজের [প্রকৃত] প্রয়োজনে ব্যয় করা। কারণ, যার ব্যয়ের বৃত্ত বাড়তে থাকে, সে সন্তুষ্ট হতে পারে না। যদি একজন ব্যক্তি একা থাকে (নিজের জীবনযাপন), তবে তাকে মোটা কাপড় এবং অল্প খাবার দিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। যদি সম্ভব হয়, তবে কারও ডায়েট থেকে তরকারি বাদ দেওয়া উচিত এবং এটি ছাড়া [কেবল রুটি দিয়ে] খাবার খেতে অভ্যস্ত হওয়া উচিত। যদি কারও পরিবার থাকে, তবে তার উচিত পরিবারের সকল সদস্যকে সাধারণ পোশাক এবং খাবার খাওয়ার জন্য প্ররোচিত করা এবং তাদের নিজস্ব রঙে রঙ করার চেষ্টা করা উচিত কারণ অল্প পরিশ্রমের মাধ্যমে সবকিছুর একটি ছোট পরিমাণ পাওয়া যায়, কারণ এভাবে তার চাহিদা হ্রাস পেয়েছে এবং [ফলস্বরূপ] জীবন সংযমের সাথে কাটবে। এটাই তৃপ্তির বাস্তবতা। খরচের ক্ষেত্রে মৃদুতা থাকা একই বিষয়কে বোঝায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ان الله يحب الرفق فى الامر كلة

"নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে নম্রতা ও দয়া পছন্দ করেন। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে সহীহ বুখারী *ও* সহীহ মুসলিম *আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে* সংগ্রহ করা হাদীস।

ما عال من اقتصد

"একজন মধ্যপন্থী ব্যক্তি (যিনি জীবনের প্রতিটি বিষয়ে সংযম অনুশীলন করেন এবং সকল প্রকার চরম ও চরমপন্থা এড়িয়ে চলেন) কখনই দরিদ্র হন না (অর্থাত্, এই ধরনের ব্যক্তি সমৃদ্ধ হন এবং কখনও হতাশ হন না)। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রহঃ) এর নির্দেশে *আহমদ* ও *তাবারানী গ্রন্থ* সংকলন করা হয়েছে।

ثلاث منجيات خشى الله فى السر والعلانية والقصد فى الغنى والفقر
والعدل فى الرضا والغضب

"প্রকৃতিতে তিনটি জিনিস উদ্ধারযোগ্য হয়: ব্যক্তিগত ও প্রকাশ্য উভয় জীবনেই ধার্মিক ভয়, শ্রদ্ধা ও আল্লাহর প্রতি ভয় *(তাকওয়া),* ধনী বা দারিদ্র্যের মধ্যে সংযম এবং সুখ বা ক্রোধে ন্যায়বিচার ও ন্যায়বিচার। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত* বাজাজ, তাবারানী *ও আবু* নাঈম (রহঃ)

الاقتصاد وحسن السمت والهدى الصالح جزء من بضع وعشرين جزءا من
النبوة

"সংযম, শারীরিক গঠনের সৌন্দর্য এবং ধার্মিকতা [সম্মিলিতভাবে] নবুতের বিশটিরও বেশি উপাদানের (অংশ) মধ্যে একটি উপাদান"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু *আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস* সংকলন।

দ্বিতীয়ত, আপাতত যদি কেউ ন্যূনতম প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পান তবে ভবিষ্যতের জন্য খুব বেশি উদ্বিগ্ন এবং চিন্তিত হওয়া উচিত নয়। যদি কেউ তার আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে সংক্ষিপ্ত করে দেয় এবং এই বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে [হৃদয়ে] গেঁথে রাখে যে কারও লোভ থাকুক বা না থাকুক [ঐশ্বরিক আদেশের মাধ্যমে] সে অপরিহার্যভাবে তার জন্য যা কিছু রিযিক দেয় তা অপরিহার্যভাবে পাবে, তবে সে ভবিষ্যত সম্পর্কে [উদ্বেগ এবং উদ্বেগের সাথে] চিন্তিত হবে না। লোভ বা আশার মাধ্যমে কেউ জীবিকা খুঁজে পায় না। একজন মুমিনের (*মুমিন*) উচিত সৃষ্টিকর্তা মহানের ওয়াদাতে ঈমান আনা। ঐশ্বরিক আদেশ হল:

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا

"পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই, যার জীবিকা নির্বাহ আল্লাহর দায়িত্ব নয়। (কুরআন, 11 অধ্যায়, 6 আয়াত)

লোভ শয়তানের মন্দ কাজের ফল। তিনি মানুষকে দারিদ্র্য ও অনাহারকে ভয় দেখান এবং তাদের অন্যায় ও মন্দ কাজ করতে (*মুনকিরাত*) উত্সাহিত করেন [বা ঐশ্বরিক আদেশের বিরুদ্ধে লঙ্ঘন, যা মানুষের শালীনতা, ভদ্রতা, ন্যায্যতা এবং ন্যায়বিচারের নিয়মের বিরুদ্ধে যায় এমন ভুল ও মন্দ জিনিসের আকারে প্রকাশিত হয়]। শয়তান একজনকে বলে: "তুমি যদি ধন-সম্পদ সঞ্চয় না কর এবং জিনিসপত্র সঞ্চয় না কর, তা হলে ভবিষ্যতে তোমার চিন্তা হবে, তুমি অসুস্থ হতে পারবে এবং অভাবী (অভাবী) হতে পারবে। সেক্ষেত্রে মানুষকে ভিক্ষা করার অপমানের মুখোমুখি হতে হবে এবং এক দরজা থেকে অন্য দরজায় ভিক্ষার পাত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। এইভাবে, ভবিষ্যতে [বিশেষত বার্ধক্যে এবং প্রয়োজনের সময়] [প্রত্যাশিত] কষ্টের ভয় একজনকে সারা জীবন ধন-সম্পদের সন্ধানের কষ্ট সহ্য করতে বাধ্য করে। শয়তান এমন একজনকে এই লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখে এবং হাসতে হাসতে বলে: "এই মূর্খ ভবিষ্যতের ভয়ের কারণে নিজেকে এত কষ্টের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে এবং [ফলস্বরূপ] ঈশ্বরের স্মরণ থেকে অজ্ঞ হচ্ছে। কেউ [নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে] যে আশঙ্কা পোষণ করছেন তা ঘটবে কিনা তাও কেউ জানে কিনা?"

মানব হৃদয়ের লোভ আল্লাহর পরিকল্পনায় [সবার জন্য] সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে দূর করা যেতে পারে। যদি কোন বান্দার এই নিশ্চয়তা থাকে যে, রিযিক বিতরণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা যে পরিকল্পনা করেছেন তা সত্য এবং যে ব্যক্তি তার রিযিক অর্জনের জন্য সংগ্রাম করে, তবে আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা সে অবশ্যই পাবে। এই বোঝাপড়ার সাথে, লোভের মন্দতা হৃদয় ছেড়ে না যাওয়ার কোনও কারণ নেই। বরং, একজন বান্দার সর্বদা মনে রাখা উচিত যে প্রায়শই এটি ঘটে থাকে, ঈশ্বর এমন একটি জায়গা থেকে রিযিক সরবরাহ করেন যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না যেটি কুরআন বলে:

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝٢ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"যে ব্যক্তির ঈশ্বরের প্রতি ধার্মিক ভয়, শ্রদ্ধা এবং ভয় রয়েছে, ঈশ্বর এমন ব্যক্তির জন্য [সমস্ত অসুবিধা, পরীক্ষা এবং ক্লেশ থেকে] একটি উপায় এবং জীবিকা সরবরাহ করেন যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না (অর্থাত্ খুব অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে) ঐশ্বরিক সাহায্য হিসাবে। (কুরআন, অধ্যায় 65, আয়াত 2-3)

আবু হাযীম (রহঃ) বলেন, আমি দুনিয়াকে দুটি জিনিসের সমন্বয়ে গঠিত মনে করি: একটি যা আমার জন্য এবং এটি এমন কিছু যা আমি তার নির্ধারিত সময়ের আগে পেতে পারি না, যদিও আমি এটি অর্জনের জন্য আসমান ও পৃথিবীর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছি। দ্বিতীয়টি অন্য কারও জন্য এবং এটি এমন কিছু যা আমি অতীতে পাইনি এবং ভবিষ্যতেও এটি পাওয়ার আশা করি না। কারণ যে সত্তা (অর্থাৎ ঈশ্বর) আমার জিনিসকে অন্যের কাছে পৌঁছানো থেকে রক্ষা করে, সেই একই সত্তা যিনি অন্যের জিনিসকে আমার কাছে পৌঁছাতে বাধা দেন। তাহলে এই দুই ধরনের জিনিসের জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করে লাভ কী? এটি শয়তানের সেই ইঙ্গিতগুলির প্রতিকার যা সে মানুষের হৃদয়ে দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্য সম্পর্কে প্ররোচিত করে এবং তাদের অসুস্থতা এবং অভাব সম্পর্কে ভয় দেখায়। এটি [রোগ এবং তার নিরাময়] জানার ঔষধ।

তৃতীয়ত, একজনের জানা উচিত যে সন্তুষ্টির মর্যাদা রয়েছে কারও কাছ থেকে কিছু প্রয়োজন না এবং লোভের মধ্যে রয়েছে চাওয়া [বা ভিক্ষা করা বা অন্যের উপর নির্ভর করার] অপমান। যদি কেউ এই মর্যাদা ও অপমান সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা অর্জন করে, তাহলে নিজের (*নফস)* তৃপ্তির দিকে ঝুঁকতে না যাওয়ার কোনো কারণ থাকবে না। এতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই [বাম] যে আরও বেশি করার জন্য ভোরে কষ্ট এবং অপমান ছাড়া আর কিছুই নেই [এর মধ্যে লুকিয়ে আছে]। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এই কষ্টের সাথে পরিচিত নয়। অন্যদিকে, লোভ মানুষের চোখ থেকে লুকিয়ে থাকে না কারণ সবাই বুঝতে পারে যে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি লোভী। এই অপমানকে আরও বাড়িয়ে তোলে আখেরাতের শাস্তি যা সহ্য করতে হবে, আত্মসম্মান আলাদাভাবে হারিয়ে যাবে এবং সত্য অনুসরণ করার ক্ষমতা আর নেই। যার লোভ বেশী তার মানুষের বেশি প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজনের কারণে সে তাদের সত্যের দিকে আমন্ত্রণ জানাতে পারে না বা ভুল করার জন্য তাদের তিরস্কার করতে পারে না, দাসত্ব তার মেজাজে পরিণত হয়, দোষ আর দোষ নয়, এমনকি যদি কেউ দোষকে দোষ মনে করে, তবে সে তা বলার সাহস পায় না। কারও ঈমান বিনা কারণে ধ্বংস হয়ে যায় এবং আখেরাতও ধ্বংস হয়ে যায়। যে ব্যক্তি পেটের কামনার চেয়ে আত্মসম্মানকে প্রাধান্য দেয় না, সে অত্যন্ত বোকা এবং বিশ্বাসে দুর্বল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عز المؤمن استغناءه عن الناس

"একজন মুমিনের মর্যাদা মানুষের কাছ থেকে *ইস্তিগনাতে* রয়েছে (অর্থাত্, কারও কাছ থেকে চোখ বা কিছু না চাওয়া, মানুষের কাছে যা আছে তা সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়া এবং নিজের সমস্ত আশা এবং আকাঙ্ক্ষা একমাত্র আল্লাহর উপর রাখার সাথে সাথে মর্যাদাপূর্ণ এবং আত্মমর্যাদাপূর্ণ

উপায়ে সেগুলি পূরণের জন্য মানবিকভাবে সম্ভাব্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা)। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে রহঃ *তাবরানী* ও *হাকিম* সংকলন করা হয়েছে।

সন্তুষ্টির মধ্যে স্বাধীনতা এবং মর্যাদাপূর্ণ আত্মসম্মান রয়েছে। এ কারণেই বলা হয় যে, আপনি যদি কারো কাছে কিছু না চান তা হলে আপনি কারও সমকক্ষ হয়ে যাবেন; এবং যদি আপনার একজনের প্রয়োজন হয়, তবে আপনি কারও বন্দী হবেন; আর যদি আপনি কারও উপকার করেন, তবে আপনি কারও নেতা এবং পথপ্রদর্শক হবেন।

চতুর্থত, এই বাস্তবতা নিয়ে ভাবতে হবে যে, কতজন মূর্খ, অজ্ঞ ও অধার্মিক মানুষ ধনী। অন্যদিকে [আল্লাহর] নবীগণ, ধার্মিক ও সঠিক পথপ্রদর্শিত খলিফাগণ, ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সাহাবীগণ, তাদের নিকটতম অনুসারীদের জীবনযাপন ছিল সরল জীবন। এই দুটি গোষ্ঠীর তুলনা করা উচিত, তাদের বিবরণ শুনুন, তাদের জীবন অধ্যয়ন করা উচিত, তারপর বুদ্ধিকে এই পছন্দটি দেওয়া উচিত যে তারা কোন গোষ্ঠীকে অনুকরণ করতে চায় এবং সাদৃশ্যপূর্ণ হতে চায় - [জগতের] নোংরা বা নবী এবং ধার্মিক। আশা করা যায়, অভাবের ওপর ধৈর্য ধারণ করলে সন্তুষ্টি সহজ হবে। একজন মুমিনের (ঈশ্বরে এবং ধার্মিকতা, নৈতিক সততা এবং ধার্মিকতার জীবনে) মনে করা উচিত যে খাবারে বিলাসবহুলতা গ্রহণ করা প্রশংসনীয় কিছু নয় যেমন গাধা মানুষের চেয়ে বেশি খায়। সহবাসে প্রাচুর্যও প্রশংসনীয় নয় কারণ একটি শূকর মানুষের চেয়ে অনেক বেশি করে। পোশাক এবং রাইডে সাজসজ্জা গ্রহণ করাও প্রশংসনীয় নয় কারণ অ-ধার্মিক লোকদের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছেন যারা ভাল পোশাক এবং চালনা করেন। যদি কেউ সন্তুষ্ট হয় এবং কম নিয়ে শান্তিতে থাকে, তবে এটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় কারণ কম নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া এবং কম সাথে শান্তিতে থাকা, নবী এবং সাধুদের বৈশিষ্ট্য (সহজাত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য)।

পঞ্চমত, সম্পদ এবং বস্তুগত সম্পদের ক্ষতির বিষয়ে বিভাগে ব্যাখ্যা করা সম্পদ এবং সম্পত্তি সঞ্চয়ের বিপদগুলি সম্পর্কে একজনকে চিন্তা করা উচিত। তার ওপর চুরি ও ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। যখন কারো ধন-সম্পদ থাকে, তখন তার মনে আশঙ্কা থাকে যে, তা নষ্ট হয়ে যাবে এবং যখন কেউ খালি হাতে থাকে, তখন হৃদয়ের কোন প্রকার দুঃখ থাকে না [ধন-সম্পদ সংরক্ষণের সাথে আবদ্ধ]। আরো ভাবতে হবে, "আমাকে পাঁচশো বছরের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হবে [ধন-সম্পদের অধিকারীর কারণে, কিয়ামতের শুরুর পরে, এটি কীভাবে অর্জন করা হয়েছে এবং ব্যয় করা হয়েছে সে সম্পর্কে দীর্ঘ জবাবদিহিতার কারণে] এবং যদি আমি [সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে] প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করি, তবে আমি ধনীদের দলের মধ্যে গণনা করা হবে এবং দরিদ্রদের তালিকা থেকে বাদ পড়ব (*ফুকারা*)) এবং দরিদ্ররা ধনীদের পাঁচশো বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে (কারণ তারা তাদের দারিদ্র্য, অভাব এবং প্রতিকূলতায় বিশ্বাস ও ধার্মিকতার সাথে ধৈর্য ধারণ করেছিল)। একজনের সর্বদা নিজের নিকৃষ্টতার দিকে তাকাতে হবে [বস্তুগত সম্পদ, সম্পদ, সামাজিক অবস্থান এবং ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে, এবং ফলস্বরূপ ঈশ্বরের আশীর্বাদের প্রশংসা করা এবং পর্যাপ্ত না থাকার অভিযোগ করার পরিবর্তে নৈতিক সততার সাথে তাদের বিজ্ঞতার সাথে ব্যবহার করা উচিত] এবং নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কারও দিকে তাকাতে হবে না [এইমাত্র উল্লিখিত একই মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে]। শয়তান নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে (জাগতিক জাঁকজমক, জাকজমক্য, ধন-সম্পদ, ক্ষমতা, খ্যাতি এবং প্রতিপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে]

একটি উচ্চতর মডেল হিসাবে উপস্থাপন করে [অনুসরণ করা এবং অনুকরণ করা, এবং তাই, তাদের ঈর্ষা, ঘৃণা, শত্রুতা এবং বস্তুগত ইঁদুরের একটি দুষ্টচক্রে ফাঁদে ফেলে নিজের ক্ষতির জন্য] এবং বলে: "কেন আপনি এত অলস? ধনীদের দিকে তাকান তারা কীভাবে জীবনকে উপভোগ করে! তারা সুস্বাদু এবং সুস্বাদু খাবার খায় এবং সুন্দর পোশাক পরে। ধর্মের ক্ষেত্রে শয়তান তুচ্ছকে একটি মডেল হিসেবে উপস্থাপন করে এবং বলে: "কেন তুমি নিজেকে সীমাবদ্ধতার (সীমাবদ্ধতা ও কষ্ট) মধ্যে ফেলে দাও? অমুককে দেখুন যেন তোমাদের চেয়ে বেশি জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহকে ভয় করে না এবং তোমরা সর্বদা ঈশ্বরের ভয়ে কাঁপতে থাকে। সব মানুষই বিলাসিতায় (ভাল জীবন উপভোগ করছে), আপনি কেন তাদের থেকে আলাদা?

এই পাঁচটি বিষয় যা তৃপ্তির গুণ (হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য এবং অভ্যন্তরীণ স্বভাব) জাগ্রত করতে সহায়তা করতে পারে। এগুলোর মধ্যে মৌলিক গুরুত্ব হচ্ছে ধৈর্য এবং আশা হ্রাসকারী [জাগতিক বিষয় সম্পর্কে]। ধৈর্য ধারণ করার সময় এই নিশ্চয়তা থাকা উচিত যে, এই পার্থিব জীবনে যা কয়েক দিনের মূল্যবান, অনন্ত জীবনের অনন্ত সুখ ও অফুরন্ত বিজয় অর্জনের জন্য ধৈর্যের অনুশীলনই লক্ষ্য। এটি ঠিক স্বাস্থ্য এবং শারীরিক সুস্থতা অর্জনের জন্য ওষুধের তিক্ততার উপর ধৈর্য অনুশীলন করা অসুস্থ ব্যক্তির মতো।

উদারতার শ্রেষ্ঠত্ব: যদি কারও সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদ না থাকে, তবে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং লোভ থেকে বিরত থাকতে হবে। যদি কারও সম্পদ থাকে তবে তার উচিত পরার্থপরতা (নিজের চেয়ে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া) এবং উদার হওয়া, অন্যের সাথে ভাল আচরণ করা এবং কৃপণতা থেকে দূরে থাকা। উদারতা হ'ল [ঈশ্বরের] ভাববাদীদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি [মহৎ] চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং এটি পরিত্রাণের ভিত্তিগুলির মধ্যে একটি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাখ্যা এই কথায় বলেছেন:

السخاء شجرة من شجر الجنة اغصانها متدليته الى الارض فمن اخذ
بغصن منها قاده ذلك الغصن الى الجنة

"উদারতা জান্নাতের বৃক্ষের অন্যতম গাছ। এর শাখাগুলি পৃথিবী পর্যন্ত ঝুলছে। যে ব্যক্তি এই শাখাগুলোর মধ্যে একটাকে ধরে নেয়, সেই শাখা একজনকে পরমদেশে টেনে নিয়ে যায়". (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীসে ইবনে হিব্বান (রহঃ)* আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এবং *ইবনে আদী ও* দারকতানী *(রাঃ) থেকে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু* থেকে বর্ণিত।

قال جبرئيل عليه السلام قال الله تعالى: ان هذا دين ارتضيته لنفسي ولن
يصلحه الا السخاء وحسن الخلق فاكرموه بهما ما استطعتم

জিবরাঈল (আঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'এই পথ (*দ্বীন*) যা আমি নিজের জন্য বেছে নিয়েছি। এটি কেবল উদারতা এবং সুন্দর নৈতিকতা, আচরণ, চরিত্র এবং অভ্যন্তরীণ স্বভাবের মাধ্যমেই সুশৃঙ্খল থাকতে পারে (*হুসনুল খুলক) /* যতদূর সম্ভব, এই উভয়ের [মহৎ আভ্যন্তরীণ

গুণাবলীর] মাধ্যমে [আল্লাহ বা দ্বীনের দিকে] পথকে সম্মান করুন। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *দারকতানী ফিল মুস্তাজাদ* জাবির (রহঃ)

ماجبل الله تعالى وليا له الا على حسن الخلق والسخاء

"মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর বন্ধু ও অন্তরঙ্গ (*আওলিয়া)* সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র ও অভ্যন্তরীণ স্বভাবের (*হুসনুল খুলক)* এবং উদারতার উপর সৃষ্টি করেছেন। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আয়েশা (রাঃ) এর উপর* হাদীস *সংকলন* দারকতানী ফিল মুস্তাজাদ)

خلقان يحبهما الله عزوجل وخلقان يبغضهما الله عزوجل، فاما اللذان
يحبهما الله تعالى فحسن الخلق والسخاء واما اللذان يبغضهما الله فسوء
الخلق والبخل واذا اراد الله بعبد خيرا استعمله فى قضاء حوائج الناس

"দুটি অভ্যাস এমন যে ঈশ্বর তাদের পছন্দ করেন এবং দুটি অভ্যাস এমন যে ঈশ্বর তাদের অপছন্দ করেন। এগুলো হলো সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র ও অভ্যন্তরীণ স্বভাব (*হুসনুল খুলক)* ও উদারতা, এবং যেগুলো তিনি অপছন্দ করেন সেগুলো হলো খারাপ নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র ও অভ্যন্তরীণ স্বভাব (*সু-উল-খুলক)* ও কৃপণতা। আল্লাহ যখন কোন বান্দার কল্যাণ কামনা করেন, তখন তিনি তাঁর বান্দার মাধ্যমে মানুষের চাহিদা পূরণ করেন। (বর্ণনা করেছেন *আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রহঃ) এর তত্ত্বাবধানে* হাদীস *সংকলন* আবু মনসুর আদ-দায়ালামী।

এক নবী বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার *উম্মাহর* আবদাল (*উম্মাহ)* তাদের নামায ও রোজার কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে না, বরং তারা তাদের অন্তরের পবিত্রতার কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে (কোন নেতিবাচক চিন্তা নেই। মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা, ক্রোধ, ঈর্ষা, শত্রুতা ইত্যাদির মতো হৃদয়ে অনুভূতি, মেজাজ ও প্রবণতা রয়েছে। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *দারকতানী ফিল মুস্তাজাদ* আনাস (রাঃ)

হজরত আবু সাঈদুল খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা তাঁর *বান্দাদের (সকল মানুষ) জন্য ইহসানের* অনেক রূপ তৈরি করেছেন । প্রথমত, তারা *ইহসানকে* ভালোবাসেন। দ্বিতীয়ত, ইহসানের আমলদের ভালোবাসা তাঁর সৃষ্টির হৃদয়ে স্থাপন করা হয়েছে। তৃতীয়ত, আল্লাহ তাআলা *ইহসান সাধকদের* ইহসানের *মালিকদের দিকে পরিচালিত* করেছেন। চতুর্থত, তিনি *ইহসান (*অর্থাৎ *মুহসিনীন* বা যাদের চিন্তা, অনুভূতি, কথা ও আমলে শ্রেষ্ঠত্ব আছে) তাদের জন্য দুনিয়াকে এতটাই সহজ করে দিয়েছেন যে, বিনিময়ে কিছু না চাইলে, বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা না করে পরম আন্তরিকতার সাথে অন্যের কল্যাণ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন, যেন এটি শুষ্ক ও অনুর্বর ভূমির উপর মেঘের পানি বর্ষণ করে। পৃথিবী এবং এর

অধিবাসীদের জীবন প্রদান করে"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *দারকতানী ফিল মুস্তাজাদ)*

কৃপণতার নিন্দা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

"যে আত্মার কৃপণতা থেকে উদ্ধার পেয়েছে, তারাই পরিত্রাণ লাভ করবে। (কুরআন, অধ্যায় 59, 9 আয়াত)

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُمۖ

بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِۗ

"আর যারা আল্লাহ তাদেরকে যা দিয়েছেন তা তাঁর অনুগ্রহ ও উদারতায় কৃপণতা করে, তারা যেন মনে না করে যে, তা তাদের জন্য কোন কল্যাণকর হবে, বরং এটি তাদের জন্য অত্যন্ত মন্দ হবে। কেয়ামতের দিন তাদেরকে এমন জিনিস দিয়ে তৈরি শিকল পরিধান করা হবে যা দিয়ে তারা কৃপণ ছিল। (কুরআন, 3 অধ্যায়, 180 আয়াত)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اياكم والشح فانه اهلك من كان قبلكم حملهم على ان يسفكوا دماء هم
ويستحلوا محارمهم

"কৃপণতা থেকে নিজেকে রক্ষা কর, কারণ এটি তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ধ্বংস করে দিয়েছে কারণ এটি তাদের রক্তপাত করতে বাধ্য করেছিল এবং আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছিলেন তা জায়েয ঘোষণা করেছিল [যেমন চুরি, ডাকাতি, লুটপাট, প্রতারণা, প্রতারণা, দখল, অন্যায়, বৈষম্য ও নিপীড়নের মাধ্যমে মানুষের সম্পত্তি ও তাদের বৈধ অধিকার কেড়ে নেওয়া)। (বর্ণনা করেছেন *আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে রচিত আবু দাউদ ও* নাসাঈ (রহঃ) *থেকে* সহীহ মুসলিম *হাদীস* সংকলন করা হয়েছে।

لا يدخل الجنة بخيل ولا خب ولا خائن ولا سيئ الملكة

"কোন কৃপণ, কোন ধূর্ত, কোন অসৎ ও অসৎ (অসভ্য) জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বর্ণনা করেছেন *আবু বকর (রহঃ) এর বিধান থেকে বর্ণিত* হাদীস *সংকলন* মোসনাদ আহমদ।

ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه

"তিনটি জিনিস মারাত্মক এবং ধ্বংসাত্মক: কৃপণতা যা অনুসরণ করা হয়, নিম্ন ভিত্তির স্ব (নাফস) থেকে আকাঙ্ক্ষা যা আনুগত্য করা হয়, এবং আত্ম-অহংকার (আত্ম-প্রশংসা এবং সর্বদা সঠিক হওয়ার ধারণার সাথে নিজেকে উচ্চতর চিন্তা করা)"।

اياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة واياكم والفحش فان الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش واياكم والشح فانما اهلك من كان قبلكم الشح امرهم بالكذب فكذبوا وامرهم بالظلم فظلموا وامرهم بالقطيعة فقطعوا

"নিপীড়ন থেকে নিজেকে রক্ষা কর, কারণ নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার কেয়ামতের দিন নিজেকে অন্ধকারে রূপান্তরিত করবে এবং অশ্লীলতা ও ব্যভিচার পরিহার কর, কারণ আল্লাহ অশ্লীল ব্যক্তি বা অশ্লীলতাকে পছন্দ করেন না, এবং কৃপণতা থেকে দূরে থাকুন, কারণ এটিই সেই জিনিস যা আপনার পূর্ববর্তী লোকদের ধ্বংস করেছিল। এটি মানুষকে মিথ্যা বলতে আদেশ দেয় এবং তারা মিথ্যা বলত, এটি তাদের উপর অত্যাচার করার আদেশ দেয় এবং তারা অত্যাচার করত, এটি তাদের [পারিবারিক সম্পর্ক ও আত্মীয়তা] ছিন্ন করার আদেশ দেয় এবং তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে। (বর্ণনা করেছেন *আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রহঃ) এর বিধানে* হাদীস *সংকলন*

একটি ঐতিহ্য অনুসারে, একটি প্রতিনিধি দলের সদস্যরা [যারা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা করতে এসেছিল] একটি প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন যে তাদের [উপজাতি] নেতা হলেন জাদ ইবনে কায়েস। রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, কিসের ভিত্তিতে আপনি তাকে আপনার নেতৃত্বের জন্য উপযুক্ত মনে করেন? উত্তর দিলেন, "সে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী কিন্তু কৃপণতার দোষ থেকে সে দূরে নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এটা এক মহা ব্যাধি, এর চেয়ে বড় রোগ আর কী হতে পারে? তিনি আপনাদের নেতা হওয়ার যোগ্য নন। তারা জিজ্ঞেস করলো, তাহলে আমরা কাকে নেতা হিসেবে নির্বাচিত করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের নেতা বশর ইবনুল বারা। [এই ঐতিহ্য থেকে দেখা যায় যে, নবী মুহাম্মাদ (সা.) একটি গোত্রের উপজাতি নেতাকে তার কৃপণতার গুণের কারণে পরিবর্তন করেছিলেন এবং তার জায়গায় এমন একজনকে নিয়োগ করেছিলেন যিনি উদার ছিলেন, কারণ একজন কৃপণতা কোন নেতৃত্বের ভূমিকার জন্য যোগ্য নয়। (বর্ণনা করেছেন *আবু হুরায়রা (রহঃ) এর বিধানে* হাদীস *সংকলন* হাকিম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

خصلتان لا يجتمعان فى مؤمن البخل وسوء الخلق

"একজন [সত্য] মুমিনের মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য জমা হয় না- কৃপণতা এবং খারাপ নৈতিকতা, আচরণ, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং অভ্যন্তরীণ স্বভাব"। (বর্ণনা করেছেন *আবু সাঈদ (রহঃ) এর বিধান থেকে বর্ণিত* হাদীস *সংকলন* তিরমিযী।

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেন, 'কৃপণ ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ ও ন্যায়পরায়ণ হতে পারে না, কারণ সে তার ন্যায্য অংশ ও অধিকার অধিকতর বেশি গ্রহণ করবে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয়ে তার প্রাপ্য অংশ নেওয়ার চেষ্টা করবে। যিনি এই অবস্থায় আছেন তাকে সৎ হওয়ার জন্য বিশ্বাস করা যায় না। হযরত যাকারিয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পুত্র হযরত ইয়াহইয়া শয়তানকে তার আদি রূপে দেখেছিলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন এবং কাকে আপনি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেন? তিনি উত্তর দিলেন: "আমি একজন কৃপণ মুমিনকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি এবং একজন পাপী কিন্তু উদার ব্যক্তিকে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করি"। তিনি তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: "একজন কৃপণ আমাকে তার কৃপণতার কারণে বিভ্রান্ত করার কষ্ট থেকে রক্ষা করে [কারণ এটি একজনকে অবাধ্যতা এবং অবিশ্বাসের পথে পরিচালিত করে বিপথগামী করার দিকে পরিচালিত করে] এবং আমি একজন পাপী কিন্তু উদার ব্যক্তিকে ভয় পাই যাতে ঈশ্বর কারও উদারতা গ্রহণ করতে পারেন [এবং এমন ব্যক্তিকে হেদায়েতের পথে পরিচালিত করেন। ঐশ্বরিক উদারতা এবং অনুগ্রহের বাইরে সততা এবং সংস্কার]"। এরপর শয়তান এই বলে চলে গেল: "যোহন ব্যতীত অন্য কেউ যদি আমাকে এই প্রশ্ন করত, তাহলে আমি এর উত্তর দিতাম না".

পরার্থপরতার বাস্তবতা এবং এর শ্রেষ্ঠত্ব

উদারতা এবং কৃপণতার অনেক স্তর রয়েছে। এর মধ্যে, পরার্থপরতার একটি খুব উচ্চ মাত্রা রয়েছে। পরার্থপরতার অর্থ হল নিজের প্রয়োজন সত্ত্বেও নিজের সম্পত্তি এবং অর্থ অন্য কাউকে দেওয়া এবং উদারতা হ'ল নিজের সম্পত্তি এবং অর্থ থেকে অভাবী বা না থাকা কাউকে উপহার দেওয়া যা কারও প্রয়োজন হয় না। নিজের প্রয়োজন সত্ত্বেও [দাতব্য বা অন্যকে সাহায্য করা] ব্যয় করা একটি কঠিন পর্যায় এবং খুব কম লোকই এই পর্যায়টি সফলভাবে অতিক্রম করে। নিজের প্রয়োজন সত্ত্বেও অন্যকে যেমন সর্বোচ্চ মাত্রার উদারতা দেওয়া হয়, তেমনি কৃপণতার চরম মাত্রা হ'ল নিজের প্রয়োজন পূরণের উপায় এবং উপায় থাকা সত্ত্বেও নিজের জন্য [নিজের বৈধ প্রয়োজনের জন্য] ব্যয় না করা। সেখানে কতজন কৃপণ আছে যাদের কোষাগার ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ, কিন্তু তারা তাদের নিজেরাই নিরাময়ের জন্য ব্যয় করার সাহস জোগাড় করতে না পেরে যন্ত্রণায় মারা গেছে। হৃদয় খেতে আগ্রহী হলেও খরচ করার সাহস তাদের নেই, যদিও বিনামূল্যে পেলে খেতে আপত্তি করে না। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য কতটুকু? সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, আভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, স্বভাব ও গুণাবলী

(*হুসনুল খুলক*) আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা তা থেকে বঞ্চিত করেন। পরার্থপরতার চেয়ে বড় উদারতা আর কিছু নেই। আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের প্রশংসা করেছেন এই কথায়:

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

"তারা অনাহারে ভুগলেও [এবং নিজেরাও অভাবী] হলেও তারা নিজেদের চেয়ে অন্যকে প্রাধান্য দেয়। (কুরআন, অধ্যায় 59, 9 আয়াত)

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পরপর তিন দিন পরিপূর্ণ পরিমাণে খেতেন না। আমরা যদি চাইতাম, তাহলে আমরা পেট ভরে খেতে পারতাম, কিন্তু আমরা নিজেদের চাইতে অন্যকে প্রাধান্য দিতাম"। (বর্ণনা করেছেন *হাদীস* সংকলন *বায়হাকী*)

একজন ব্যক্তি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহমানত হলেন। সেই সময়ে, তার বাড়িতে এমন কিছুই ছিল না যা সেই অতিথিকে পরিবেশন করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। একজন *আনসারী* (মদিনা শহরের অধিবাসী যিনি অন্যান্য অনেক বাসিন্দার সাথে মক্কা থেকে পালিয়ে আসা অভিবাসীদের অভ্যর্থনা দিয়েছিলেন) সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন যিনি সেই অতিথিকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেই সময় তার বাড়িতে যা কিছু খাবার ছিল তা নিয়ে এসেছিলেন এবং পরিবেশন করেছিলেন এবং তার স্ত্রীকে প্রদীপ নিভিয়ে দিতে বলেছিলেন যাতে অতিথি কিছুই দেখতে না পায় এবং মনে করে যে আয়োজক [এবং] তাঁর পরিবারও খাবার খাচ্ছে, কারণ তিনি [খালি] প্লেটের দিকে হাত বাড়িয়ে খাওয়ার ভান করতেন। হোস্ট সঙ্গী তাই করলেন এবং অতিথি তার পেট ভরে খেয়েছিলেন। সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন যে, আল্লাহ তাআলা তার মেহমানদের সাথে যা করেন তা পছন্দ করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কুরআনের এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেছেন:

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

"তারা অনাহারে ভুগলেও তারা নিজেদের চেয়ে অন্যকে পছন্দ করে। (কুরআন, অধ্যায় 59, 9 আয়াত) (বর্ণনা করেছেন *হাদীস* সংগ্রহ *সহীহ বুখারী* এবং *সহীহ মুসলিম*)

তবুও, উদারতা হচ্ছে আল্লাহর গুণাবলী (ঐশ্বরিক গুণাবলী) থেকে প্রাপ্ত একটি গুণ এবং পরপরার্থপরতা হচ্ছে উদারতার সর্বোচ্চ মাত্রা যার উপর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সারা জীবন এতটাই ছিলেন যে আল্লাহ তাআলা তাঁর এবং তাঁর অন্যান্য সকল মহৎ ও মহৎ গুণাবলীর প্রশংসা করেছেন:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

"আর কোন সন্দেহ নেই, তুমি (হে মুহাম্মাদ!) তারা একটি উঁচু এবং মহৎ চরিত্রের পাদদেশে

রয়েছে [যা সমস্ত মানবজাতিকে তাদের নিজের মঙ্গল এবং মঙ্গলের জন্য সময়ের শেষ অবধি অনুকরণ করতে হবে]। (কুরআন, অধ্যায় 68, আয়াত 4)

সাহল ইবনে আবদুল্লাহ আল-তুস্তারা (রহঃ) বলেন, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ! আমাকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং তাঁর সম্প্রদায়ের কিছু মর্যাদা দেখাও। [মূসা, ঈসা এবং নবী মুহাম্মদের পূর্ববর্তী অনেক মহানবীকে মহানবী মুহাম্মদের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, যা সময়ে সময়ে বিভিন্ন ঐশ্বরিক নিযুক্ত নবীর কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল যাতে তারা তাদের জাতিসমূহকে ঐশ্বরিক হেদায়েত এবং নৈতিক শুদ্ধতার পথে থাকতে সহায়তা করে; এই ঐশ্বরিক নির্দেশনা শেষ হয়েছিল নবী মুহাম্মদ, আল্লাহ তাআলা সমগ্র মানবজাতিকে শেষ কাল পর্যন্ত বললেন, 'হে মূসা! আপনি সেই দর্শন সহ্য করতে পারবেন না। তবে আমি তোমাদেরকে তার মহান ডিগ্রী (আমার সান্নিধ্যের) একটি মহান ডিগ্রি দেখাব, যার কারণে আমি তাকে আমার সমস্ত সৃষ্টির উপর সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছি। অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) এর চোখ থেকে পর্দা সরিয়ে নেওয়া হয় যাতে তিনি আকাশের বিস্ময় দর্শন দেখতে পান এবং তিনি নবী মুহাম্মদের উচ্চতর ডিগ্রি এবং তাঁর ঐশ্বরিক নৈকট্য ও নৈকট্যের ডিগ্রির উজ্জ্বলতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন যা তাঁর চোখকে চমকে দিয়েছিল। হযরত মূসা (আঃ) বললেন, হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ (সাঃ) কিভাবে এই পর্যায়ে পৌঁছলেন? ঈশ্বর উত্তর দিলেন: "এমন এক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও গুণের দ্বারা যা আমি তাঁকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছি এবং সেই গুণ হল পরার্থপরতা [তাঁর সারা জীবন যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন]। হে মূসা! একজন ব্যক্তি যদি জীবনে একবারও পরার্থপরতার পরিচয় দেয়, তবে আমি কারও জবাবদিহিতা করতে লজ্জিত হব এবং আমি এমন ব্যক্তিকে কোনও হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করতে দেব, যার হৃদয় যেখানে ইচ্ছা সেখানে বসবাস করতে দেব। একটি রেওয়ায়ত অনুসারে, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রহঃ) তাঁর সুদূর ভূমি পরিদর্শন করতে ভ্রমণ করেছিলেন। যাত্রার সময়, তিনি থামলেন এবং একদল লোকের (উপজাতি) মালিকানাধীন একটি অর্কিডে বসবাস করেন। সেই অর্কিডে একজন ইথিওপিয়ান [মুসলিম] ক্রীতদাস কাজ করছিলেন। তা করতে করতে গিয়ে ক্রীতদাসের খাবার এসে পৌঁছে যায়। এমন সময় অর্কিডের ভেতরে একটি কুকুর এসে তার কাছে বসল। দাস [তার নিজের থালা থেকে] একটি রুটি কুকুরের সামনে রেখেছিল, যে কুকুর তা খেয়েছিল। সে তার দ্বিতীয় রুটিটি কুকুরের সামনে রাখল যে এটি খেয়েছিল। তারপরে তিনি তার তৃতীয় রুটি কুকুরটিকে খাওয়ালেন যে তার নিজের খাবার শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেটিও খেয়েছিল। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর যিনি পুরো ঘটনাটি দেখছিলেন, তিনি বান্দাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার প্রতিদিনের খাদ্য কী? তিনি বললেন, 'তুমি যা দেখেছ'। আবদুল্লাহ বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে আপনি কেন কুকুরটিকে আপনার [পুরো] খাবার খাওয়ালেন? ক্রীতদাস উত্তর দিল: "বিষয়টি হ'ল আমাদের এই অর্কিড কুকুরের থাকার জায়গা নয়। এই কুকুরটি খাওয়ার জন্য খাবার পাওয়ার আশায় দূরবর্তী কোনও জায়গা থেকে আসে। আমি পছন্দ করি না যে এই কুকুরটি ক্ষুধার্ত থাকা অবস্থায় আমি খাই"। আবদুল্লাহ

বললেন, তাহলে তোমরা সারাদিন কি করবে? তিনি বললেন, 'আমি ক্ষুধার্ত থাকব। আবদুল্লাহ মনে মনে মনে ভেবেছিলেন যে, তিনি তার উদারতার (পরার্থপরতা) জন্য তার হৃদয়ে দাসের সমালোচনা করছেন, যদিও তিনি তার চেয়ে বেশি উদার ছিলেন। আবদুল্লাহ তৎক্ষণাৎ সেই অর্কিডের মালিককে ডেকে দাস এবং অর্কিডের যত্নের জন্য ব্যবহৃত সমস্ত সরঞ্জাম সহ তার কাছ থেকে সেই অর্কিড কিনে নেন এবং সেই দাসকে মুক্ত ও মুক্ত করেন। শুধু তাই নয়, তিনি সেই অর্কিডটি সেই প্রাক্তন দাসকে উপহার দিয়েছিলেন [তার আত্মত্যাগ এবং পরার্থপরতার জন্য প্রশংসা হিসাবে কারণ তিনি দাসত্বের মধ্যে তার নিরলস সেবার জন্য ঈশ্বরের সামনে তার উচ্চ ডিগ্রিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, ধৈর্যশীল অধ্যবসায় এবং তার উপরে পরার্থপরতার কাজের সাথে]।

হযরত উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক নবী সাহাবী কাউকে উপহার হিসেবে একটি ছাগলের মাথা পাঠিয়েছেন (মাথা হচ্ছে মাংস খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত গবাদি পশুর সবচেয়ে তুচ্ছ ও সস্তা অংশ- যে ব্যক্তি এটি উপহার হিসেবে প্রেরণ করে সে প্রাথমিকভাবে নিজের জন্য তা পেতে পারত, কিন্তু সে অন্য কাউকে উপহার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাকে সে মনে করল ব্যাপক দারিদ্র্যের কারণে তার বেশি প্রয়োজন)। গ্রহণকারী সঙ্গী ভেবেছিল যে তার নির্দিষ্ট ভাই (একজন নবী সাহাবী) এর বেশি প্রয়োজন, তাই তিনি তাকে এটি উপহার দিয়েছিলেন। তৃতীয়টি চতুর্থকে উপহার দিয়েছিল এবং এইভাবে এটি সাতজনের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং প্রথমটির কাছে ফিরে এসেছিল [যিনি মূলত এটি উপহার দিয়েছিলেন, এইভাবে প্রতিটি গ্রহণকারী সঙ্গী অন্যকে পরম পরার্থপরতার কাজে আরও অভাবী প্রাপক হিসাবে মনে করেছিলেন]।

কৃপণতার নিরাময়

ধন-সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের প্রতি ভালোবাসা থেকে কৃপণতার জন্ম হয় এবং এই প্রেমের দুটি কারণ রয়েছে।

ধন-সম্পদের প্রতি ভালোবাসা কৃপণতার দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রথম কারণ: কামনা এবং [বস্তুবাদী] আকাঙ্ক্ষার প্রতি ভালবাসা, যা সম্পদ অর্জন ছাড়া সম্ভব নয়। এর মধ্যে দীর্ঘ আশাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে [দীর্ঘ জীবনের জন্য] কারণ মানুষ যদি জানে যে সে একদিন এই অস্থায়ী বাসস্থান (দুনিয়া) ছেড়ে চলে যাবে, তবে সে কৃপণ হবে না। কারণ এক দিন, এক মাস বা এক বছরের জন্য যে পরিমাণ অর্থ যথেষ্ট তা কম এবং একজন ব্যক্তি তার অতিরিক্ত পুঁজি ব্যয় করতে পারে [সমস্ত যোগ্য সৎকর্মের জন্য, বিশেষ করে যা একজনকে ঈশ্বরের পথে চালিত করে]।

কখনও কখনও কেউ দীর্ঘ আশার আকাঙ্ক্ষা করে না তবে তার সন্তানরা দীর্ঘ আশার বিকল্প হয়ে ওঠে এবং একজন তার জীবিকা নির্বাহের জন্য সংগ্রাম করে, ঠিক যেমন একজন নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য করে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الولدمبخلةمجبنةمجهلة

"[ভয়, আশঙ্কা, উদ্বেগ এবং কারও ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা] শিশুরা কৃপণতা, কাপুরুষতা এবং অজ্ঞতা সৃষ্টি করে"। (বর্ণনা করেছেন *হাদীস* সংগ্রহ *ইবনে মাজাহ* ইয়ালী ইবনে মাররা রাদিয়াল্লাহু আনহু (রহঃ)

যদি তার উপরে, দারিদ্র্যের ভয় এবং জীবিকা নির্বাহের আগমনের উপর বিশ্বাসের অভাব থাকে [যা ঐশ্বরিক প্রভিডেন্স এবং উদারতা থেকে আসে], কৃপণতা তীব্রতর হয় [অন্যের ন্যায্য এবং বৈধ অধিকারের উপর প্রভাব ফেললেও সমস্ত আইনি, অবৈধ, নৈতিক এবং অনৈতিক উপায়ে মজুত, সঞ্চয় এবং দখলের দিকে পরিচালিত করে]।

ধন-সম্পদের প্রতি ভালবাসার দ্বিতীয় কারণ, যা দুর্দশার দিকে পরিচালিত করে: এই যে, কেউ ধন-সম্পদকে তার নিজের অধিকারে ভালবাসতে পারে [এবং নিজের বংশধরদের সংরক্ষণ বা বার্ধক্যজনিত আর্থিক সংকট এড়ানোর মতো অন্য কোনও উদ্দেশ্যের উপায় হিসাবে নয়]। অনেকে এমন হন যে তাদের বাকি জীবনের জন্য যথেষ্ট মূলধন থাকে যদি তারা নিয়মিত ব্যয় করে, বরং তাদের কাছে এত বেশি মূলধন থাকে যে ব্যয় করার পরেও প্রচুর অবশিষ্ট থাকবে। তারা সন্তান থেকে বঞ্চিত, প্রচুর সম্পদ রয়েছে তবে তারা *জাকাত (*বাধ্যতামূলক দাতব্য যা একজনের নগদ এবং সোনার সঞ্চয় থেকে দরিদ্রদের দিতে হবে যা মূল্যের 2.5% পরিমাণে এক বছর ধরে স্থায়ী হয়; গবাদি পশু, কৃষিজাত পণ্য এবং অন্যান্য সম্পদও ঐশ্বরিক আইন অনুসারে বাধ্যতামূলক দান করা হয়) এতটুকু যে তারা অর্থ ব্যয় করতেও আগ্রহী নয় নিজের অসুস্থতার চিকিৎসা। পরিবর্তে, তারা *দিরহাম* এবং *দিনারের* (প্রাচীনকালে ব্যবহৃত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মুদ্রা) প্রেমী যারা তাদের সাথে তাদের উপস্থিতি এবং তাদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ উপভোগ করে। তারা [গোপনে] তাদের মাটির নিচে কবর দেয় যদিও তারা ভাল করেই জানে যে তারা মারা যাবে [তাড়াতাড়ি বা একদিন] এবং মৃত্যুর পরে, এই সমস্ত ধন হারিয়ে যাবে বা শত্রুদের হাতে চলে যাবে [বা অপরিচিত যারা তাদের সাথে যুক্ত নয়]। তা সত্ত্বেও, তাঁরা নিজেদেরও তা থেকে খেতে দেন না বা এর থেকে সামান্য অর্থ ব্যয় করেন না [নিজেদের বৈধ প্রয়োজনে]। এটি হৃৎপিণ্ডের একটি বিশাল ও মারাত্মক রোগ এবং এর নিরাময় খুবই কঠিন, বিশেষ করে বৃদ্ধ বয়সে এটি দুরারোগ্য হয়ে পড়ে। এ ধরনের ব্যক্তির উপমা হল এমন একজন প্রেমিকের দৃষ্টান্ত যে কাউকে প্রেমিকের কাছে প্রেরণ করে, তারপর প্রেতাতকের পরিবর্তে দূতকে ভালবাসতে শুরু করে এবং প্রিয়তমাকে ভুলে যায়। সম্পদ হচ্ছে দূতের মতো, যার মাধ্যমে একজন নিজের চাহিদা পূরণ করে। এ কারণে, মানুষ সম্পদকে ভালবাসে এবং তা থেকে আনন্দ অর্জন করে এবং আনন্দের উপায়গুলিও প্রিয়। তখন কখনও কখনও প্রয়োজনগুলি ভুলে যায় এবং সম্পদ প্রকৃত প্রিয় হয়ে ওঠে। এটা চরম বিভ্রান্তি। যে কেউ স্বর্ণ ও পাথরের মধ্যে পার্থক্য বোঝে সে অজ্ঞ, যদি না সে জানে যে প্রয়োজন স্বর্ণের (সম্পদ) মাধ্যমে পূরণ হয় এবং চাহিদা পূরণের পরে যা অবশিষ্ট থাকে তা পাথরের সমান।

নিরাময়ের বিভিন্ন পদ্ধতি: নিরাময়ের বিভিন্ন পদ্ধতি নিম্নরূপ। এটি জানা যায় যে প্রতিটি অবস্থার বিপরীত দ্বারা চিকিত্সা করা হয়। অতএব, কামনার প্রেমের প্রতিকার হল কম এবং ধৈর্যের সাথে তৃপ্তির মাধ্যমে। দীর্ঘায়ুর আশার নিরাময় হচ্ছে মৃত্যুর প্রাচুর্য (নিজের মৃত্যু এবং এই জগতের মধ্য দিয়ে নিজের যাত্রার সমাপ্তি) এবং নিজের সমসাময়িকদের মৃত্যুর প্রাচুর্যের মাধ্যমে। সম্পদ সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা হ্রাস করা হচ্ছে সঞ্চিত সম্পদের অপচয় পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে [যা লোকেরা মারা গেলে রেখে যায় যা অন্যরা তাত্ক্ষণিকভাবে দখল করে নেয়]। নিজের বংশধরদের প্রতি হৃদয়ের ঝোঁক নিরাময় এই বিশ্বাসের মাধ্যমেই হয় যে, যেমন সৃষ্টিকর্তা একজনকে রিযিক দিয়েছেন, তেমনি সন্তান জন্মের সময়ও জীবিকা সৃষ্টি করা হয়েছে (যেমন প্রতিটি শিশু তার সাথে সেই রিযিক নিয়ে আসে যা আল্লাহ তার জন্য নির্ধারিত করেছেন)। এমন কত সন্তান আছে যারা তাদের বাবার উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু পায় না কিন্তু তবুও আরও সমৃদ্ধ জীবনযাপন করে? এ ধরনের ব্যক্তির এটাও মনে রাখা উচিত যে, একজন ব্যক্তি তার সন্তানদের জন্য সম্পদ রেখে যায় যাতে তারা ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারে, কিন্তু ধন-সম্পদ পাওয়ার পর (বিশেষ করে উত্তরাধিকার সূত্রে) সে মন্দের পথে হাঁটতে শুরু করে। কারো বংশধর যদি পরহেযগার, ধার্মিক ও পরহেযগার হয়, তবে আল্লাহই তাদের জন্য যথেষ্ট এবং তাদের পিতার উত্তরাধিকারের প্রয়োজন হবে না। যদি তারা অন্যায়কারী ও অন্যায়কারী হয়, তবে তাদের মন্দ কাজে সাহায্য করার জন্য তাদের জন্য উত্তরাধিকার রেখে যাওয়া ঠিক নয়। মন্দ কাউকে সাহায্য করা নিজে পাপ করার মতো। কৃপণতার নিন্দা করে, এবং উদারতার প্রশংসা করে এবং কৃপণকে দেওয়া যাতনা সম্পর্কে যে ঐতিহ্যগুলি প্রেরণ করা হয়েছে তার উপর নজর রাখার মাধ্যমে এবং তাদের একজনের চিন্তার বিষয় করে তোলার মাধ্যমে হৃদয় নিরাময় করা যেতে পারে। এ ছাড়া, ধনসম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের উদ্দেশ্যগুলোর প্রতি একজনের চিন্তাভাবনা প্রসারিত করে এবং সেগুলো কেন সৃষ্টি করা হয়েছে তা চিন্তা করেও হৃদয় নিরাময় করা যায়? এই প্রশ্নের একটাই উত্তর যে, জীবনের চাহিদা পূরণের জন্য সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব, একজনের প্রয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ কেবল ততটুকুই ব্যয় করা উচিত। বাকি সমস্ত কিছু আল্লাহর পথে ব্যয় করা উচিত এবং এইভাবে আখেরাতের ভাণ্ডার হিসাবে সংরক্ষণ করা উচিত [যেমন মানবিক, দানশীল, মহৎ কাজে ব্যয় করা ধন অন্যকে সাহায্য করার জন্য, আল্লাহর পথে ব্যয় করা হিসাবে অমর হয়ে যায় এবং তার অনন্ত জীবনের সম্পদে পরিণত হয় যেমন আল্লাহ তার জন্য অপরিমেয় প্রতিদান দেন। অকল্পনীয়, চিরন্তন, বিস্ময়কর এবং চিরন্তন প্রতিদান]। এই ঔষধগুলি জ্ঞান এবং ঐশ্বরিক জ্ঞানের অন্তর্গত।

[মহৎ, মানবিক ও দাতব্য কাজে] ব্যয় করতে বাধ্য করার মাধ্যমে কৃপণতা প্রশমিত করা: কৃপণতার বৈশিষ্ট্য খরচ না করে দূর হয় না। ভ্রমণের মাধ্যমে দূরত্ব তৈরি না করে প্রেমের যেমন অবসান ঘটে না, তবুও প্রিয়জনকে ত্যাগ করা এবং বিচ্ছেদ নিজের (নাফস) জন্য খুব কঠিন। তবে এই কষ্ট একবার সহ্য করলে দূরত্বে থেকে হৃদয়কে সান্ত্বনা দেওয়ার কোনো না কোনো উপায় জন্ম নেয়। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি কৃপণতা প্রশমিত করতে চায় তার উচিত [অভাবী অন্যদের সাহায্য করার জন্য দাতব্য উদ্দেশ্যে] ব্যয় করার মাধ্যমে নিজের সম্পদ ও সম্পদ থেকে নিজেকে আলাদা করতে বাধ্য করা। কৃপণতা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য একটি ভাল কৌশল হ'ল নিজেকে প্রতারিত করা এবং খ্যাতি এবং [সামাজিক] সম্মান অর্জনের জন্য উদারভাবে ব্যয় করতে রাজি করা, যেমনটি লোকেরা উদার বলে অভিহিত করে।

প্রাথমিকভাবে, এই কাজটি প্রদর্শিত হবে তবে পরে এটি কারও মেজাজের অংশ হয়ে উঠবে এবং হৃদয় খ্যাতি এবং খ্যাতি আকাঙ্ক্ষা না করে ব্যয় করতে চাইবে। এটা সত্য যে, এই কৌশল দ্বারা হৃদয় আড়ম্বরের অশুভ শক্তিতে দূষিত হয়ে যায়, কিন্তু আড়ম্বরপূর্ণতা নির্মূল করা কৃপণতা নির্মূল করার মতো কঠিন নয়। খ্যাতি এবং খ্যাতি সম্পদের মৃত্যুর পরে হৃদয়কে সান্ত্বনা দেওয়ার উপায়। ঠিক যেমন শিশুদের পাখির সাথে বিভ্রান্ত করে দুধ খাওয়ানো হয় তাই তারা খেলায় ব্যস্ত থাকে এবং দুধের কথা ভুলে যায়। একবার তারা দুধের সাথে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লে, তাদের খেলা থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয়। অন্যান্য মন্দ অভ্যাসগুলিও একই অবস্থায় রয়েছে যে একটি অন্যটির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, উদাহরণস্বরূপ, ক্রোধের তীব্রতা হ্রাস করার জন্য কামনা চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং ক্রোধ তার তীব্রতা হ্রাস করার জন্য কামনার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে এই কৌশলটি এমন ব্যক্তির জন্য কার্যকর যার মেজাজে খ্যাতি এবং আড়ম্বরের প্রতি ভালবাসা এবং আড়ম্বরের চেয়ে কৃপণতার গুণ প্রাধান্য পায়। এইভাবে শক্তিশালীকে দুর্বল [অভ্যাস বা গুণ] দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়। যাইহোক, যদি কেউ কৃপণতার মতো সমান খ্যাতি-প্রেমী হয়, তবে আড়ম্বর দিয়ে কৃপণতার অবসান ঘটিয়ে কোনও লাভ নেই, কারণ এইভাবে, একটি মন্দ শেষ হবে এবং একই মাত্রার [তীব্রতার] আরেকটি মন্দ শুরু হবে। কারও কৃপণতা বা আড়ম্বরপূর্ণতার প্রভাবশালী গুণ রয়েছে কিনা তার ইঙ্গিত হ'ল এই ব্যক্তির আড়ম্বরের জন্য ব্যয় করা কঠিন নয়। যদি তাই হয়, তবে বলা হবে যে আড়ম্বরপূর্ণতা প্রাধান্য পায় কারণ কেউ আড়ম্বরপূর্ণ (খ্যাতি এবং খ্যাতি) জন্য সম্পদের মতো একটি প্রিয় জিনিস ব্যয় করতে ইচ্ছুক। যদি কেউ আড়ম্বরের জন্য ব্যয় করতে অসুবিধা বোধ করে, তবে বলা হবে যে কৃপণতা একজনের উপর প্রাধান্য পায় কারণ সে আড়ম্বরের জন্য ব্যয় করতে রাজি নয়।

অন্যদের মাধ্যমে এই নেতিবাচক গুণাবলী নির্মূল করার উদাহরণ হল যে একটি মৃতদেহের উপাদানগুলি [কবরে সমাধিস্থ] পোকামাকড় হয়ে যায়। যখন এই পোকামাকড়গুলি খাওয়ার জন্য কবরে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তখন এই পোকামাকড়গুলি একে অপরকে খায় যতক্ষণ না তাদের সংখ্যা [ক্রমাগতভাবে] হ্রাস পায় যতক্ষণ না শেষ পর্যন্ত কেবল দুটি বড় পোকামাকড় অবশিষ্ট থাকে। যখন তারা খাওয়ার জন্য কিছু পায় না, তখন তারা একে অপরকে আক্রমণ করে এবং প্রভাবশালী একটি অন্যটিকে গ্রাস করে। পরবর্তীতে, প্রভাবশালী পোকামাকড়টি খাওয়ার জন্য কিছু না পেয়ে ক্ষুধায় মারা যায়। একইভাবে, এটি সম্ভব যে মন্দ গুণগুলিতে, দুর্বল গুণটি শক্তিশালী গুণের জন্য খাদ্য হওয়া বন্ধ করে। এই গুণাবলীর জন্য খাবার বন্ধ করার অর্থ হ'ল তাদের দাবির উপর কাজ না করা। এইভাবে, সেই গুণটি নিজেই দুর্বল হয়ে পড়বে এবং শেষ পর্যন্ত শেষ হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন কৃপণের উদ্দেশ্য হ'ল সম্পদকে [ব্যয়ে চলে যাওয়া থেকে] বিরত রাখা। যদি কেউ তার দাবির বিরুদ্ধে সম্পদ ব্যয় করে কাজ করে, যদিও এটি করা খুব কঠিন হতে পারে, তবে কৃপণতার গুণ শেষ হয়ে যাবে, এবং হৃদয় ব্যয় করার আকাঙ্ক্ষা শুরু করবে এবং কারও মেজাজের উপর কোনও বোঝা থাকবে না।

কৃপণতার জন্য জ্ঞান-ভিত্তিক এবং কর্ম-ভিত্তিক নিরাময়: কৃপণতার জ্ঞান-ভিত্তিক নিরাময় হ'ল এর ক্ষতি এবং উদারতার উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা, এবং কর্ম-ভিত্তিক নিরাময় হ'ল নিজের মেজাজকে (নিজেকে) দাতব্য কারণগুলিতে ব্যয় করতে বাধ্য করা। কখনও কখনও কৃপণতার গুণ এতটাই প্রবল এবং প্রবল হয় যে এটি একজনকে বধির এবং অন্ধ করে তোলে

এবং কেউ কৃপণতার মধ্যে কোনও মন্দ এবং উদারতার মধ্যে কোনও মঙ্গল দেখা বন্ধ করে দেয়। অন্য কথায়, কেউ সেই বোধগম্যতা এবং বোধগম্যতা অর্জন করে না যা ছাড়া উদারতার আত্মা সক্রিয় হয় না, যার ফলে এই গুণটি [কৃপণতা] মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চিরকাল থেকে যায়। যে কোনও ওষুধ চিনতে পারে না, সে এমন কেউ নয় যে সুস্থ হয়ে উঠবে।

জগতের সকল সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের অবস্থা এমনই [যা একজনের প্রকৃত প্রয়োজনের বাইরে]। পৃথিবী (এর প্রধান প্রতীক হচ্ছে বিশ্বের সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদ) আল্লাহর শত্রুদের শত্রু কারণ তারা জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয় এবং আল্লাহর বন্ধু ও ঘনিষ্ঠদের শত্রু কারণ তাদের ধৈর্য ধারণ করতে গিয়ে কষ্ট সহ্য করতে হয়। এটি আল্লাহর শত্রু, কারণ এটি তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর পথে চলা থেকে বিরত রাখে। এটি তার নিজের শত্রু কারণ এটি নিজেকে গ্রাস করে কারণ সম্পদের রক্ষার জন্য রক্ষকদের [এবং এটি রক্ষার অন্যান্য বিভিন্ন উপায়] দ্বারা ঘটে যার জন্য [পরিবর্তে] সম্পদ ব্যয় করা প্রয়োজন। বাস্তবতা হলো, পৃথিবী (বস্তুগত সম্পদ) পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য ব্যয় করা হয় যতক্ষণ না এটি শেষ হয়ে যায় এবং কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। একজন ব্যক্তি যে বস্তুগত সম্পদের ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন, সে তাদের সাথে অভ্যস্ত হয় না বা কেউ তার অর্জনকে উদযাপন করে না বা নিজের প্রকৃত চাহিদার চেয়ে বেশি গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি ন্যূনতম প্রয়োজনে সন্তুষ্ট হয়, সে কৃপণতা অনুশীলন করে না, কারণ কারও প্রয়োজনের পরিমাণে সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদ সঞ্চয় করা কৃপণতা নয়; এবং যার প্রয়োজন নেই, তার জন্য কেউ নিজেকে রক্ষা করে কষ্টের মধ্যে ফেলে না, বরং এটি ব্যয় করে [সহকর্মীদের উপকারের জন্য দানশীল, উপকারী প্রচেষ্টায়, এবং এইভাবে এটি অনন্ত সুখ এবং অন্তহীন বিজয় অর্জনের জন্য ব্যবহার করে]।

সম্পদ এবং বস্তুগত সম্পত্তি সম্পর্কে মানুষের বাধ্যবাধকতা: যেমন এটি নীচে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এক অর্থে সম্পদ ভাল এবং এক অর্থে মন্দ। এর সাদৃশ্য এমন একটি সাপের মতো যার বিষ এবং প্রতিষেধক উভয়ই রয়েছে এবং এর বিষ মারাত্মক [যদিও এর প্রতিষেধক জীবন রক্ষাকারী]। তেমনি সম্পদের বিষ ও প্রতিষেধক দুটোই রয়েছে। যে ব্যক্তি এর বিষ থেকে রক্ষা পেতে পারে, সে হলেন তিনি, যিনি (সম্পদ ও সম্পদ অর্জনের বিষয়ে) নিজের বাধ্যবাধকতার উপর নজর রাখেন।

প্রথম কর্তব্য: এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা উচিত এবং আল্লাহ কেন সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদ সৃষ্টি করেছেন এবং কেন মানুষের এর প্রয়োজন তা জানার চেষ্টা করা উচিত। এটি জানার পরে, একজন ব্যক্তি তার প্রয়োজনের জন্য যা যথেষ্ট তা উপার্জন করবে, যা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি রক্ষা করবে না, এবং নিজের সম্পদ এমন কাউকে দেবে না যে এর যোগ্য নয় (কেউ এটি অপচয় প্রচেষ্টার পরিবর্তে মহৎ যোগ্য প্রচেষ্টায় ব্যয় করবে যা কেবল জাগতিক জীবনের জাঁকজমক এবং জাকজমককে বাড়িয়ে তোলে)।

দ্বিতীয় বাধ্যবাধকতা: আয়ের উৎসের উপর নজর রাখা যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ (ঐশ্বরিক আইনে যেমন চাঁদাবাজি, ঘুষ, সুদ, চুরি ইত্যাদি) বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ যেমন শাসকদের কাছ থেকে অর্জিত সম্পদ। একইভাবে, একজনের চরিত্রের বিশুদ্ধতা নষ্ট করে এমন অবাঞ্ছিত

জিনিসগুলি এড়িয়ে চলা উচিত যেমন উপহার যার মধ্যে ঘুষের চিহ্ন রয়েছে বা অন্যকে জিজ্ঞাসা করা (বা ভিক্ষা করা) যার মধ্যে অপমান রয়েছে।

তৃতীয় বাধ্যবাধকতা: কারও ব্যক্তিগত অর্থনীতির জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ (আর্থিক প্রয়োজন) বিবেচনা করা। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি অর্জন করা উচিত নয় [অন্ধভাবে বস্তুবাদী এবং লোভী হওয়া এড়াতে যা তাত্ক্ষণিকভাবে কারও আধ্যাত্মিকতা এবং আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টাকে হত্যা করে] বা এমন পরিমাণ যা একজনের প্রয়োজনের চেয়ে কম হয়। [মানব] চাহিদা তিনটি জিনিসের সাথে সম্পর্কিত: খাদ্য, পোশাক এবং বাসস্থান। তাদের প্রত্যেকের তিনটি ডিগ্রী রয়েছে: সাধারণ, চমৎকার এবং মাঝারি (যা সাধারণ এবং চমৎকারের মাঝখানে রয়েছে)। যতক্ষণ না মানুষ কম দিকে ঝুঁকে না পড়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার প্রকৃত চাহিদার সীমার কাছাকাছি থাকবে এবং যখন তা অতিক্রম করবে, তখন সে একটি গভীর গর্তে পড়ে যাবে যার কোন শেষ নেই। আমরা এই ডিগ্রিগুলির বিবরণ জাগতিক থেকে বিরত থাকার বইয়ে (অধ্যায় 14) সরবরাহ করেছি।

চতুর্থ বাধ্যবাধকতা: ব্যয় করার সুযোগের দিকে নজর রাখা [মহৎ ও দাতব্য কাজের পাশাপাশি কারও প্রয়োজনে]। ব্যয়ের ক্ষেত্রে সংযম থাকা উচিত - সীমার বাইরে বাড়াবাড়ি বা সংকোচন থাকা উচিত নয়। বৈধ উপায়ে উপার্জন করার মতো বৈধ উদ্দেশ্যে ব্যয় করা উচিত। অন্যায়ভাবে অন্যের কাছ থেকে তাদের ধন-সম্পদ কেড়ে নেওয়া যেমন পাপ, তেমনি অন্যায়ভাবে ব্যয় করাও পাপ।

পঞ্চম বাধ্যবাধকতা: সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদ গ্রহণ, দেওয়া, থামানো এবং ব্যয় করার ক্ষেত্রে সঠিক অভিপ্রায় বজায় রাখা। যখন কেউ বস্তুগত সম্পদ [আইনি ও নৈতিক উপায়ে] গ্রহণ করে, তখন উদ্দেশ্য হওয়া উচিত *ঐশ্বরিক* উপাসনায় তার কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া। যখন কেউ বস্তুগত সম্পদ রেখে যায়, তখন তার জাগতিকতা থেকে বিরত থাকার অভিপ্রায় থাকা উচিত। যখন কেউ তা করে, তখন সম্পদের উপস্থিতি ক্ষতিকারক হবে না। এ কারণেই হযরত আলী (রাঃ) বলেন, 'যদি কোনো ব্যক্তি দুনিয়ার সকল সম্পদের মালিক হয়, কিন্তু তার উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি (রিদা) অর্জন করা ছাড়া আর কিছুই নয়, তবে তাকে সংযত বলা হবে (*জাহিদ)* এবং যে ব্যক্তি যদি সমস্ত ধন-সম্পদ ব্যয় করে কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লক্ষ্য নয়। তাহলে কাউকে বিরত বলা হবে না। তোমাদের সকল চলাফেরা ও বিশ্রাম একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া উচিত- হয় তারা (ঈশ্বরের) ইবাদত বা ইবাদতের জন্য সহায়ক হওয়া উচিত।

এমন কোন কিছুই নেই যা আল্লাহর (দ্বীন) পথে সহায়ক হতে পারে না যেমন শার্ট, পায়জামা, বিছানা, পাত্র ইত্যাদি। এই সব জিনিসই জীবনের জন্য অপরিহার্য। যে-বিষয়গুলো তার প্রয়োজনের বাইরে থাকে, সেগুলো রাখার পরিবর্তে, একজনের মনে করা উচিত যে, ঈশ্বরের অন্যান্য দাসরা সেগুলো থেকে উপকার পেতে পারে। এজন্য, যদি কেউ আপনার কাছে কারও প্রয়োজন নিয়ে আসে এবং আপনার কাছে এটি অতিরিক্ত এবং আপনার প্রয়োজনের বাইরে থাকে, তবে আপনার [সাহায্য করতে] অস্বীকার করা উচিত নয়।

যে এই নীতিগুলি অনুসরণ করে সে তার মতো যে সাপ থেকে প্রতিষেধক বের করে যা তার আসল মূল্য এবং এর বিষ থেকে রক্ষা করে। ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে এ ধরনের ব্যক্তির

কোনো ক্ষতি হয় না। এই পার্থক্যটি এমন কেউ অর্জন করে যার ধর্ম সম্পর্কে নিখুঁত ধারণা রয়েছে এবং উচ্চতর জ্ঞান রয়েছে। যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে এবং মনে করে যে এই ব্যক্তি ধন-সম্পদের অধিকারী [কোন] নবী সাহাবীর (*সাহাবা)* মতো, সে এমন একটি শিশুর মতো, যার জ্ঞানহীন এবং একজন সাপ-মাস্টারকে সাপকে নিয়ন্ত্রণ করতে দেখে সাপকে ধরতে শুরু করে, এই ভেবে যে সাপ-যাদুকর যেমন সাপকে ধরতে সক্ষম হয়েছে, তেমনি সে সাপকে ধরতে সক্ষম হবে। এমন একটি শিশু অবশ্যই মারা যাবে। এই দু'জনের মধ্যে পার্থক্য এটিই (ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সাহাবীগণ যাদের কিছু ধন-সম্পদ ছিল এবং সাধারণ মানুষ যারা নিজেকে তাদের মতো মনে করে), তবে সাপ কামড়ানো ব্যক্তি স্পষ্ট তবে ধন-সম্পদ দ্বারা কামড়ানো স্পষ্ট নয়।

আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব যে, পুণ্যবান পূর্বসূরীরা (*সালাফ সালীহীন)* কি ছিল এবং তোমরা কি? নবী সাহাবী (যাদের সংখ্যা ছিল অল্প) ধন-সম্পদের অধিকারী ছিল, যাতে তাদের ভিক্ষা বা চাওয়ার প্রয়োজন না হয় এবং তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করতে পারে। তারা বৈধ উপায়ে তাদের সম্পদ অর্জন করেছে। তারা হালাল (হালাল) খাবার খেয়েছিল, পরিমিত ব্যয় করেছিল এবং একে আখেরাতের সাফল্যের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিল। তারা কারো অধিকার হরণ করেনি, তারা কৃপণতা অনুশীলন করেনি, তারা তাদের ধন-সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের বেশিরভাগই আল্লাহর পথে ব্যয় করেছিল এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের চেয়ে অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের সমস্ত সম্পদ দানে ব্যয় করেছিল [সত্যিকারের পরার্থপরতার উপায়ে]। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনিও কি এমন? এটা স্পষ্ট যে এটি এমন নয়। ধার্মিক পূর্বসূরিদের সাথে আপনার সামান্যতম সাদৃশ্যও নেই।

রাসূলুল্লাহ সাহাবীগণ কেমন ছিলেন? ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সাহাবীরা এমন ছিলেন যে, তারা [বস্তুগত] দারিদ্র্যকে [আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের সাথে এসেছিল] পছন্দ করতেন। তারা দারিদ্র্য ও অনাহারের ভয় থেকে মুক্ত ছিল এবং তাদের রিযিকের ব্যাপারে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করত। তারা তাদের ভাগ্য নিয়ে খুশি ছিল, কষ্ট মেনে নিয়েছিল [যা তারা সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিল]। তারা দারিদ্র্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন এবং কষ্টে ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। তারা স্বাচ্ছন্দ্য ও সান্ত্বনায় ঈশ্বরের মহিমা করত, ঈশ্বরের জন্য নিজেদের নম্র করেছিল এবং তারা অহংকার, শ্রেষ্ঠত্ব এবং বস্তুগত সম্পদের প্রাচুর্য নিয়ে অহংকার করতে ভয় পেয়েছিল। তারা দুনিয়া থেকে কেবল সেই অংশই গ্রহণ করেছিল যা তাদের জন্য জায়েয ছিল, তারা তাদের প্রকৃত প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিমাণ গ্রহণ করেছিল, তারা দুনিয়াকে (জাগতিকতা) প্রত্যাখ্যান করেছিল, ধৈর্যের সাথে এর কষ্ট সহ্য করেছিল, এর তিক্ততার স্বাদ নিয়েছিল, এর আরাম ও আশীর্বাদকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আপনি কি শপথ করতে পারেন যে আপনি এরকম? আমরা জানতে পেরেছি যে, পৃথিবী যখন তাদের দরজায় কড়া নাড়ত, তখন তারা ভয়ে কেঁপে উঠত (আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার) এবং মনে করত যে তারা এমন কিছু পাপ করেছে যার তাৎক্ষণিক শাস্তি পৃথিবীর আকারে (বস্তুবাদী অর্জন) দেওয়া হচ্ছে। যখন দারিদ্র্য আসে, তখন তারা একে স্বাগত জানাতেন এবং ধার্মিকদের পথ হিসাবে গ্রহণ করতেন। আমরা কিছু নবী সাহাবীর সম্পর্কে এই রেওয়াজ পেয়েছি যে, সকালে তাদের বাড়িতে কিছু দেখলে তারা অতিরিক্ত দুঃখিত হত এবং যদি তারা কিছু না পেতেন তবে তারা হাসিমুখে তাদের দিন শুরু করত। এ

বিষয়ে যদি কেউ বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, 'মানুষ তাদের ঘরে সম্পদ দেখে খুশি হয়, কিন্তু আপনি দুঃখ পান', তাহলে তারা উত্তর দিত, "পরিবারের সাথে কিছু দেখে আমি দুঃখিত হওয়ার কারণ হ'ল আমার পরিবার রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের পথ অনুসরণ করছে না। কিছু নবী সাহাবীর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের দুঃখের অবস্থা দেখার মতো ছিল যখন তারা সমৃদ্ধি অনুভব করেছিল এবং তাদের বলতে দেখা গেছে, "দুনিয়ার (জাগতিকতা) সাথে আমাদের কী সম্পর্ক? যদি তাদের উপর কষ্ট আসত এবং তাদের গৃহে সংকোচন পা রাখত, তবে তারা আনন্দিত হত এবং এটি তাদের জন্য শুভ লক্ষণ বলে মনে করত এবং বলত, এখন আমাদের পালনকর্তা আমাদের উপর করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। এগুলো ধার্মিক পূর্বসূরীদের (*সালাফ সালিহীন) অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য।* তাদের আলোকে, এটি ভালভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যে সম্পদ ভাল বা দারিদ্র্য। এখন আপনি কি [ঈশ্বরের কসম] শপথ করতে পারেন এবং নিশ্চিত করতে পারেন যে আপনি একই [অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক] অবস্থার অধিকারী? এই পবিত্র ও পবিত্র লোকদের সাথে আপনার সামান্যতম মিল নেই।

তুমি কেমন আছো? এখন আমি আপনার অবস্থা বর্ণনা করব এবং আপনার বৈশিষ্ট্যগুলির উপর আলোকপাত করব যা ধার্মিক পূর্বসূরিদের অবস্থা এবং গুণাবলীর সাথে মোটেও মেলে না। আপনি ধন-সম্পদে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন, সমৃদ্ধিতে গর্বিত হন এবং স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যে আনন্দে নাচবেন। তোমরা দারিদ্র্যের প্রতি ঘৃণা কর, যদিও তা নবীদের জন্য গর্বের রাজধানী ছিল। আপনি তাদের অহংকারের পুঁজিকে ঘৃণা করেন। আপনি দারিদ্র্যের ভয়ে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করেন, যদিও এটি ঈশ্বর সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে এবং তাঁর ওয়াদার প্রতি আস্থার অভাবের প্রমাণ। এই একটি বিষয় আপনার (পার্থিব যাত্রার) অশুভ পরিণতির ন্যায়সঙ্গত সাক্ষী যে, তোমরা কেবল পার্থিব নেয়ামত, আকাঙ্ক্ষা, আরাম-আদা ও কামনা পূরণের জন্য ধন-সম্পদ সঞ্চয় করছ, যদিও আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

شرار امتی الذین غذوا بالنعیم فربت علیه اجسامهم

"আমার জাতির সবচেয়ে নিকৃষ্টতম (মন্দ প্রবণ) লোকেরা যারা সুস্বাদু খাবার খায় এবং তাদের দেহ তা দ্বারা পুষ্টি পায় (অর্থাত্, তারা দুনিয়ার আরাম-বিলাস, বিলাসিতা এবং সুন্দর জীবনে অভ্যস্ত, এবং ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্যতা ও অনুমোদনের দিকে পরিচালিত আধ্যাত্মিক পথে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য একজনকে যে প্রচেষ্টা এবং প্রচেষ্টা করা দরকার তার প্রতি তাদের কোনও শ্রদ্ধা নেই)।

একজন আলেম বলেছেন, কেয়ামতের দিন যখন মানুষ তাদের সৎকর্মের সন্ধানে আসবে, তখন তাদের বলা হবে:

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَٰتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا

"তোমরা ইতোমধ্যে দুনিয়ায় জীবনের কল্যাণ অর্জন করেছ, কারণ তোমরা বিলাসবহুল জীবনযাপন করেছ এবং পরকালে তোমার জন্য কিছুই অবশিষ্ট নেই। (কুরআন, অধ্যায় 46, আয়াত 20)

আপনার অসাবধানতার ঘুম থেকে উঠে দাঁড়াও! দুনিয়ার নেয়ামতের কারণে আখেরাতের বরকত থেকে বঞ্চিত হলে তা হবে চরম বঞ্চনা, দুঃখ ও কষ্টের স্থান। তোমরা সম্পদও সঞ্চয় করো যাতে তোমরা একে অপরের প্রাচুর্যের কারণে অহংকার প্রকাশ করতে পারো এবং [সেই ভিত্তিতে] নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতে পারো। তবে আমরা এই ঐতিহ্য পেয়েছি যে, যে ব্যক্তি অত্যধিক ও অহংকারের জন্য জগৎ সঞ্চয় করবে, সে এমন অবস্থায় ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাত করবে যে ঈশ্বর একজনের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু হায়, ঈশ্বরের অসন্তুষ্টির প্রতি আপনার সামান্যতম যত্ন নেই। আপনি আপনার নিজের অবস্থায় নিমজ্জিত এবং আপনার চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞ। আপনি আপনার প্রভুর সান্নিধ্যের দিকে যাওয়ার চেয়ে দুনিয়ায় বসবাস করা বেশি প্রিয় বলে মনে করেন। আপনি ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাত পছন্দ করেন না এবং ঈশ্বর আপনার সাথে সাক্ষাত করতে প্রচণ্ড অপছন্দ করেন। বিশ্বের কিছু যদি আপনার কাছে না পাওয়া যায় তবে আপনার বঞ্চনার অনুভূতি দেখার মতো। আপনার অবস্থা এমন যে আপনি পৃথিবী (পার্থিব সম্পদ) সঞ্চয় করার জন্য দ্বীনের সীমাবদ্ধতা থেকে নিজেকে মুক্ত করেন এবং যখন আপনি তা অর্জন করেন, তখন আপনি আনন্দে দুলতে থাকেন, যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

من احب الدنيا وسر بها ذهب خوف الآخرة من قلبه

"যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসে এবং যখন সে তা অর্জন করে তখন সুখী হয়, তার হৃদয় থেকে আখেরাতের ভয় ত্যাগ করে"।

পার্থিব বিষয়ে আপনার যত পরিমাণ আগ্রহ আছে, আখেরাত সম্পর্কিত বিষয়ে আপনি ততটা আগ্রহ নেন না। পাপের কষ্ট আপনার কাছে ততটা বড় নয় যতটা পৃথিবী (জাঁকজমক, চকচক্য, গৌরব, সম্পদ এবং বস্তুগত সম্পদ) না পাওয়ার কষ্ট। তোমরা পাপকে ভয় করো না, যেমন তোমরা ধন-সম্পদের ক্ষতির ভয় কর। আপনি খ্যাতি এবং ক্ষমতা অর্জনের জন্য আপনার পুরো পুঁজি ব্যয় করতে পারেন, তবে আপনি এমন কাউকে সাহায্য করতে অক্ষম যিনি কষ্ট পাচ্ছেন। মর্যাদা ও সম্মান অর্জনের জন্য আপনি সৃষ্টিকে খুশি করতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বরের অনুমোদন পাওয়ার সময় আপনার নেই। এটা সত্য যে, ধন-সম্পদ তোমাদের দোষ আড়াল করে এবং মানুষ তোমাদের সমালোচনা করে না, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত। কিন্তু কখন আপনি ঈশ্বরের জ্ঞান এবং সচেতনতা সম্পর্কে চিন্তা করেন [আপনি আসলে কেমন]? দুনিয়ার লাঞ্ছনা তুমি সহ্য করো না, বরং পরকালে যে অপমানের মুখোমুখি হতে যাচ্ছ তার জন্য তুমি প্রস্তুত। এই বান্দারা তোমাদের কাছে আল্লাহর চেয়েও বেশী প্রিয়। এটা যদি অজ্ঞতা না হয়, তাহলে সেটা কী? আপনার অন্তর অসংখ্য নোংরা দ্বারা ময়লা এবং অগণিত দোষের উৎস, কিন্তু আপনি আপনার ধনসম্পদকে ঈশ্বরের ধার্মিক বান্দাদের সম্পদের মতো মনে করেন। হায়! তোমরা পূজনশীল পূর্বসূরীদের (আচার-আচরণ ও চরিত্র) থেকে কতটুকু দূরে! আল্লাহর কসম, তারা জায়েয বিষয় থেকে এতটুকু বিরত ছিল যে, তোমরা অবৈধ জিনিসে আছো না। তারা আপনার বড় পাপের চেয়ে ছোটখাটো ভুলের জন্য [ঈশ্বরের সাথে তাদের অবস্থানের উপর এর প্রভাবের কারণে] বেশি ভয় পেয়েছিল। আমাদের, যাদের চরিত্র তাদের (পরহেযগার পূর্বসূরীদের) সাথে মিল নেই, তারা দুনিয়াতে তাদের মতো নয় এবং পরকালেও তাদের সাথী হবে না। দুই গ্রুপের মানুষের মধ্যে পার্থক্য বেশ স্পষ্ট।

আপনি যদি নিজেকে ধার্মিক পূর্বসূরীদের উদাহরণ বলে মনে করেন, তবে আপনার উচিত কম (স্বল্প) সাথে সন্তুষ্ট হওয়া, [এমনকি জায়েজ] এবং বৈধ বস্তুগত সম্পদ নিয়ে সংযত থাকা, যতটা সম্ভব আল্লাহর পথে ব্যয় করা, পরার্থপরতা করা, দারিদ্র্যের ভয় নেই, ধন-সম্পদের লোভের প্রতি ঘৃণা করবে, কম [বস্তুবাদ] এবং [পরবর্তী কষ্ট] থেকে সম্মত হতে হবে। অভাবের সাথে সন্তুষ্ট, নম্রতাকে ভাল হিসাবে বিবেচনা করুন, অহংকার এবং উচ্চ মর্যাদার সন্ধানকে অবজ্ঞার সাথে দেখুন, আপনার বিষয়ে দৃঢ়। হৃদয় নির্দেশনাকে অপছন্দ করে না, আপনি ঈশ্বরের বাধ্যবাধকতা এবং অধিকারগুলি সম্পর্কে নিজের সাথে জবাবদিহিতা করতেন [এইভাবে], এবং [যে] আপনার সমস্ত রাজ্যকে ঈশ্বরের অনুমোদন এবং গ্রহণযোগ্যতার ছাঁচে গড়ে তুলতেন। এই অবস্থায়, আপনাকে [কিয়ামতের দিনে] জবাবদিহিতার জন্য দাঁড়াতে হবে না এবং আপনাকে আল্লাহ ভীরুদের শ্রেণীতে গণ্য করা হবে।

ঈসা (আঃ) এর রীতিনীতি থেকে ধন-সম্পদের লোভের একটি উদাহরণ: যারীর লাইস (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে একজন ব্যক্তি ঈসা (আঃ) এর সান্নিধ্য গ্রহণ করেছিলেন। তারা দুজনেই কোথাও চলে গেল যতক্ষণ না তারা একটি স্রোতের কাছে পৌঁছেছিল। তারা দুজনেই খাওয়ার জন্য তার পাশে বসেছিলেন। তাদের কাছে তিনটি রুটি ছিল তাই তারা দুজনেই একটি করে খেয়েছিল এবং তৃতীয়টি রয়ে গেল। যীশু জল পান করার জন্য নদীর কাছে গিয়েছিলেন এবং যখন তিনি ফিরে এলেন, তখন তৃতীয় রুটি শেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি তার ভ্রমণসঙ্গীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যিনি এই বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। যীশু চুপ করে রইলেন এবং আবার তাঁর যাত্রা শুরু করলেন। তারা তার দুটি বাচ্চা-হরিণের সাথে একটি মহিলা হরিণ পেয়েছিল। যীশু হরিণের বাচ্চাদের মধ্যে একটিকে আসতে বললেন, সে এসেছিল, সে তাকে জবাই করেছিল, মাংস রান্না করেছিল এবং তা থেকে খেয়েছিল এবং তার ভ্রমণসঙ্গীকেও পরিবেশন করেছিল। তখন যীশু হরিণের বাচ্চাটিকে বললেন, "ঈশ্বরের আদেশে, জীবিত হও!" এবং সে আবার জীবিত হল। তিনি তার সফরসঙ্গীকে সম্বোধন করে বললেন, "আমি আপনাকে সেই সত্তার (ঈশ্বর) শপথ করে জিজ্ঞাসা করছি যে আপনাকে এই অলৌকিক ঘটনা দেখিয়েছেন, তৃতীয় রুটি কোথায় গেল? তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি জানি না'। এর পরে তারা দুজনেই এমন একটি উপত্যকায় পৌঁছেছিলেন যা চোখ যেখানেই দেখা যায় সেখানে জল ভরা ছিল। তিনি তার হাত ধরে পানির উপর দিয়ে হেঁটে সেই উপত্যকা পার হন। যখন তারা শুষ্ক ভূমিতে পৌঁছেছিল, তখন তিনি আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি আপনাকে সেই সত্তার (ঈশ্বর) শপথ করে জিজ্ঞাসা করছি যিনি আপনাকে এই অলৌকিক ঘটনা দেখিয়েছিলেন, কে সেই রুটি নিয়েছিল? তিনি আবার উত্তর দিলেন, 'আমি জানি না'। যাত্রা আবার শুরু হয়েছিল এবং এবার তারা যখন একটি জঙ্গলে পৌঁছেছিল তখন তিনি থামলেন। যীশু কিছু মাটি, ইট এবং পাথর সংগ্রহ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "ঈশ্বরের আদেশে, সোনা হয়ে যাও। যখন মাটি, পাথর এবং ইটের স্তূপ সোনায় রূপান্তরিত হয়েছিল, তখন যীশু এটিকে তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "এক অংশ আমার, একটি তোমার এবং একটি তৃতীয় রুটি নেওয়া ব্যক্তির জন্য। তার সঙ্গী তৎক্ষণাৎ বলল, "আমিই তৃতীয় রুটি নিয়েছিলাম"। যীশু তাকে সমস্ত সোনা দিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে আলাদা হয়ে বেরিয়ে গেলেন। দু'জন লোক না আসা পর্যন্ত সেই লোকটি সোনার স্তূপ নিয়ে জঙ্গলে বসে ছিল। এই সম্পদ দেখে তারা লোভী হয়ে ওঠে এবং সেই লোকটিকে হত্যা করার এবং সমস্ত সম্পদ কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করে। তিনি অনুরোধ

করলেন, আমাকে হত্যা করো না, আমরা সবাই এই সম্পদের অংশীদার হতে পারি। প্রথমত, আমাদের মধ্যে একজনকে কিছু খাবার আনতে নিকটবর্তী গ্রামে যাওয়া উচিত। একবার খেয়ে নিলে আমরা নিজেদের মধ্যে সব বণ্টন করে দেব। দু'জন লোক এসেছিল, কিছু খাবার আনতে গিয়েছিল এবং তার মনে মনে ভাবতে শুরু করেছিল, "আমি যদি খাবারে বিষ মিশিয়ে দিই, তবে এই দুজন মারা যাব এবং আমি এই সম্পদের একমাত্র মালিক হব। অন্যদিকে, দু'জন লোক [জঙ্গলে অপেক্ষারত] খাবার নিয়ে আসার পরে তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল যাতে তারা সমানভাবে স্বর্ণটি নিজেদের মধ্যে দুটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারে। তৃতীয় ব্যক্তি যখন গ্রাম থেকে খাবার নিয়ে আসে, তখন তারা তাকে হত্যা করে, তারপর তারা নিজেরাই বিষাক্ত খাবার খেয়ে হত্যা করে। সোনার স্তূপটি সেখানে রয়ে গেছে যখন তাদের তিনটি মৃতদেহ শকুন এবং কুকুরের খাওয়া সোনার চারপাশে পড়ে ছিল। কিছুদিন পর ঈসা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই স্থান দিয়ে চলে গেলেন। যখন তিনি তা দেখলেন, তখন তিনি তাঁর ভ্রমণকারী সঙ্গীদের বললেন, "দেখুন, এই পৃথিবীর অবস্থা, সুতরাং তোমরা এ সম্পর্কে সাবধান হও।

অধ্যায় ৪- খ্যাতি এবং প্রশংসা খোঁজার ক্ষতি

গাজ্জালীর অষ্টম গ্রন্থ "*ইহ্যা আল-উলুম আদ-দীন*" *বা* "*ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ*" *এর তৃতীয় খণ্ড বা চতুর্থাংশে* খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা অর্জনের ক্ষতির সাথে আলোচনা করা হয়েছে। এই অসুখগুলি এতটাই স্ব-গ্রাসী যে তারা একজনের জীবনকে দখল করে নেয় এবং আধ্যাত্মিক পথ থেকে একজনকে বিচ্যুত করে - ইতিমধ্যে এই গ্রন্থের প্রথম অংশে বর্ণিত হয়েছে - এবং একজনকে অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং প্রশান্তি কেড়ে নেয়। গাজালি এই অসুখগুলি, তাদের উৎপত্তি সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করে এবং একজনের হৃদয় থেকে সেগুলি নির্মূল করার উপায়গুলি নির্ধারণ করে, ফলস্বরূপ এটি অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং প্রশান্তিতে পূর্ণ করে। খ্যাতি-সন্ধান অহংকার এবং এর ফলস্বরূপ অহংকারকে উত্সাহ দেয়, পাশাপাশি নিজের (*নাফস*) প্রতি আবেশ এবং তার ত্রুটিগুলির প্রতি অন্ধত্ব, এইভাবে আত্ম-সংস্কারের সমস্ত সম্ভাবনা মুছে ফেলে এবং জিনিসগুলিকে আরও ভালভাবে ঘুরিয়ে দেয়। প্রশংসা চাওয়া হল আরেকটা ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্য, যা মানুষের ভাল কাজগুলো থেকে আন্তরিকতা দূর করে এবং স্বার্থপর, স্বার্থপর, আত্ম-প্রচণ্ড এবং গোপন উদ্দেশ্য দিয়ে তাদের কলঙ্কিত করে। এটি সত্যিকারের পদার্থ এবং অর্থহীন ভান করার জন্য মানুষের প্রচেষ্টার মূল্য হ্রাস করে। গাজালি এই অভ্যন্তরীণ অসুস্থতার নিরাময় সরবরাহ করে যা অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং প্রশান্তিকে বাধাগ্রস্ত করে। গাজালির এই বইয়ের বিষয়বস্তু এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে[14]:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إني أخوف ما أخاف على امتي الرياء والشهوة الخفية التي هي اخفى من
دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء

"আমি আমার দেশে [খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং জনপ্রিয়তা অর্জনের দুটি ক্ষতিকারক অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য] এবং বিচক্ষণ লালসাকে সবচেয়ে বেশি ভয় পাই। তারা অন্ধকার রাতে একটি অন্ধকার কালো পাথরের উপর একটি কালো কালো পিঁপড়ার হামাগুড়ি দেওয়ার চেয়ে বেশি বিচক্ষণ [কারণ এটি সনাক্ত করা অত্যন্ত কঠিন, তাই আত্মার এই দুটি ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সর্বাধিক যত্ন নেওয়া উচিত যা আত্মার অন্তর্নিহিত অংশে সমাধিস্থ হতে পারে যা একজনকে আধ্যাত্মিক পথ থেকে বিরত রাখতে পারে]। (বর্ণনা করেছেন *শাদ্দাদ ইবনে আউস (রহঃ) এর তত্ত্বাবধানে* হাদীস *সংকলন* ইবনে মাজাহ *ও* হাকিম।

এই কারণেই মহান পণ্ডিতরাও (পণ্ডিত ধর্মতত্ত্ববিদরা) আড়ম্বরপূর্ণ এবং বিচক্ষণ কামনার ক্ষতিকারক জ্ঞান সম্পর্কে জানতে পারেন না, সুতরাং আমরা কীভাবে আশা করতে পারি যে অ-পণ্ডিত উপাসক (সাধারণ মানুষ) এবং ঈশ্বর-ভয়ের লোকদের কাছে এর জ্ঞান থাকবে। আড়ম্বরপূর্ণ আত্মার (নাফস) অভ্যন্তরীণ ক্ষতির মধ্যে সর্বশেষ এবং এর বিচক্ষণ প্রতারণা এবং যারা এর সাথে বিশেষভাবে জড়িত, তারা হলেন পাণ্ডিত্যবাদী ধর্মতত্ত্ববিদ, উপাসক এবং যারা আখেরাতের পথে চলার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এর কারণ এই লোকেরা কঠিন আধ্যাত্মিক সংগ্রামের পরে তাদের নিম্ন সত্তাকে (*নুফুস,* অর্থাত্ নাফসের বহুবচন) বশীভূত করে, সন্দেহজনক বিষয় থেকে তাদের রক্ষা করে [যা দেখতে কঠিন এবং কেবল নিষিদ্ধ জিনিস এবং সুস্পষ্ট বিষয় থেকে নয়] এবং তাদের ঐশ্বরিক উপাসনার দিকে ঝুঁকিয়ে [আত্মার বিভ্রান্তি এবং অস্থিরতা ছাড়াই যা অস্পষ্টতা এবং স্পষ্টতায় রূপান্তরিত হয়েছে]। এই অবস্থায়, তারা শারীরিক অঙ্গ থেকে নির্লজ্জ পাপ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে [এতদিন যে আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার কারণে]।

এই কষ্ট থেকে কিছুটা স্বস্তি পেতে তারা তাদের ভাল সৎকর্ম প্রদর্শন করা এবং [ফলস্বরূপ] মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা ও সম্মান অর্জন করা ছাড়া আর কোন উপায় খুঁজে পায় না। এই জনপ্রিয়তা তাদের আনন্দ দেয় এবং কষ্টের তীব্রতা হ্রাস করে, যা থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন [তাদের আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার কারণে যা প্রকৃতিতে কঠিন]। এরা এমন লোক যারা তাদের সৎকর্ম প্রকাশ করে এবং চায় যেন সৃষ্টিকে তাদের ইবাদত ও প্রচেষ্টা সম্পর্কে সচেতন হয়। সৃষ্টিকর্তার জ্ঞান [তাদের উপাসনা এবং আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা সম্পর্কে যথেষ্ট হওয়া উচিত ছিল] যথেষ্ট নয় এবং তারা লোকেদের প্রশংসা করার মধ্যে সুখ খুঁজে পায়। তারা জানে যে, আমরা যদি কামনা ও আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করি, সন্দেহজনক বিষয় থেকে বিরত থাকি এবং ঐশ্বরিক উপাসনার কঠোরতা থেকে বিরত না থাকি, তাহলে মানুষের জিহ্বা আমাদের প্রশংসা করতে ব্যস্ত থাকবে, আমাদের প্রশংসায় অতিরঞ্জিত হবে, তাদের চোখে আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদা থাকবে, তারা আমাদের সাথে দেখা করা এবং আমাদের দিকে তাকানোকে মহান সম্মান ও গর্বের উৎস হিসাবে বিবেচনা করবে। তারা আমাদের নামাযের সুযোগ নেবে, আমাদের মতামত অনুসরণ করবে, আমাদের সেবা করবে, আমাদের শুভেচ্ছা ও সালাম করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবে, [সামাজিক]

সমাবেশে আমাদের সম্মান ও সম্মান করবে, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ছাড় দেবে, সমাবেশে আমাদের সবার চেয়ে এগিয়ে রাখবে, খাদ্য, পানীয় ও পোশাকে আমাদের নিজেদের উপর প্রাধান্য দেবে, তারা বিনয়ী থাকবে এবং আমাদের দিকে মাথা নত করবে। এবং আমাদের [গোপন উদ্দেশ্য এবং] উদ্দেশ্যগুলির অধীন হবে। নিম্ন আত্মা (*নফস)* এর দ্বারা এতটাই আনন্দ পায় যে গুনাহ ত্যাগ করা কঠিন থাকে না এবং ইবাদতের নিয়মিত হওয়া সহজ হয়ে যায়, কারণ নিম্ন আত্মা (পূর্বোক্ত সকল উপকারের মধ্য দিয়ে) যে আনন্দ উপলব্ধি করেছে, তা সকল সুখের মূল বিষয়। এই ব্যক্তি মনে করে যে আমার জীবন ঈশ্বরের জন্য এবং আমি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে উপাসনায় ব্যস্ত, যদিও এমন ব্যক্তি গোপন কামনায় লিপ্ত হয় যা শক্তিশালী এবং সুদৃঢ় বুদ্ধি ব্যতীত অন্য কোনও বুদ্ধির উপলব্ধির বাইরে [যা সত্য এবং সঠিক বোধগম্যতার উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়]। এমন একজন ব্যক্তি মনে করে যে, আমি আমার হৃদয়ের আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর আনুগত্য করি এবং আল্লাহ (হারাম) কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকি, তবে নিম্ন আত্মা নিজের মধ্যে কামনা ও আকাঙ্ক্ষাকে একটি স্থান দিয়েছে যাতে আল্লাহর বান্দাদের সামনে ইবাদতকে সজ্জিত করা হয় এবং তারা মানুষের মিথ্যা প্রশংসায় আনন্দ পায়। এটি তাদের *ঐশ্বরিক* আনুগত্য [এবং উপাসনা] কর্মের *ঐশ্বরিক* প্রতিদানকে বাতিল করে দেয় এবং তারা তাদের সৎকর্মের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয় এবং তাদের নাম মুনাফিকদের তালিকায় লেখা হয়, যদিও তারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ বলে মনে করে।

খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা আদায়ের নিন্দা

জনপ্রিয়তা [খ্যাতি অর্জন এবং অনুসরণ করার আকাঙ্ক্ষা বা আকাঙ্ক্ষা] নিন্দা করা হয় এবং বেনামী পছন্দ করা হয় এবং পছন্দনীয়। হযরত আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

حب المرء من الشر الا من عصمه الله يشير الناس اليه بالا صابع فى دينه و دنياه

"আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন, তার ব্যতীত কারও মধ্যে এটি যথেষ্ট মন্দ যে লোকেরা তার ধর্ম বা জগতের (কিছু যোগ্যতা, প্রতিভা, ক্ষমতা বা সম্পদের কারণে পার্থিব মর্যাদা, খ্যাতি, জনপ্রিয়তা) সম্পর্কে আঙ্গুল দিয়ে একজনের দিকে তাক করে। (বর্ণনা করেছেন *হাদীস* সংকলন *বায়হাকী ফি আল-শু'আব)*

বাশার (রহঃ) বলেন, 'আমি এমন কাউকে চিনি না যে জনপ্রিয়তা পছন্দ করে এবং কারো ঈমান (ধর্ম) এ কারণে ধ্বংস ও অপমানিত হয়নি। যে ব্যক্তি সুনাম কামনা করে, সে আখেরাতের সুখভোগের অংশীদার হয় না।

নামহীনতার উৎকর্ষতা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

رب اشعث اغبر ذی طمرین لا یئوبه له لو اقسم علی الله لأبره منهم البراء بن مالک

"এমন অনেক লোক আছে যাদের বিশৃঙ্খল চুল এবং ধুলোমাখা শাল রয়েছে যাদেরকে কেউ গুরুত্ব দেয় না [কারণ তারা দরিদ্র, তুচ্ছ, নম্র এবং নিম্ন সামাজিক অবস্থানের কারণে, তাদের কোনও পার্থিব মর্যাদা এবং মর্যাদার অভাবের কারণে লোকেরা তাদের সম্পর্কে খুব বেশি চিন্তা করে না] কিন্তু যদি তারা [কোন কিছুর] উপর কসম করে, তবে আল্লাহ অবশ্যই তাদের শপথ [অস্তিত্বে] আনবেন [যেহেতু তাদের জ্ঞানের কারণে ঈশ্বরের কাছে তাদের উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠতা ও ঘনিষ্ঠতা] এবং বারা ইবনে মালিক (একজন নবী সাহাবী) তাদের মধ্যে একজন। (বর্ণনা করেছেন *আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত* হাদীস *সংকলন* সহীহ মুসলিম

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

رب ذی طمرین لا یئوبه له لو اقسم علی الله لابره لو قال اللهم انی اسالک الجنۃ لاعطاه الجنۃ ولم یعطه من الدنیا شیئا

"অনেকে দু'টি শাল ধারণ করে (এবং তাদের দারিদ্র্যের জন্য এটুকুই আছে) এমন যে কেউ তাদের কোন মূল্য দেয় না, কিন্তু যদি তারা কোন বিষয়ে আল্লাহর নামে কসম করে, তবে আল্লাহ অবশ্যই তাদের শপথ পূর্ণ করেন। যদি তারা এই প্রার্থনা করে, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করছি, আল্লাহ অবশ্যই তাদের জান্নাত দান করবেন, যদিও তিনি তাদের দুনিয়ায় কিছুই দেবেন না। (বর্ণনা করেছেন *হাদীস* সংকলন *ইবনে আবি আদ-দুনিয়া* এবং আবু *মনসুর আদ-দায়ালামী*)

الا ادلکم علی اهل الجنة کل ضعیف مستضعف لو اقسم علی الله لأبره واهل النار کل مستکبر جوّاظ

"আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতবাসী সম্পর্কে অবহিত করব না? প্রত্যেক দুর্বল ও নম্র, যারা আল্লাহর নামে কসম করে, তবে আল্লাহ অবশ্যই তাদের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবেন এবং জাহান্নামের অধিবাসীরা প্রত্যেক অহংকারী, অসভ্য, অভদ্র ও জঘন্য ব্যক্তি। (বর্ণনা করেছেন হাদীস *সংকলন* সহীহ বুখারী *ও* সহীহ মুসলিম)

ফুযাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তুমি যদি অজানা থাকতে পার, তবে অবশ্যই তা কর। খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করা এবং [সর্বত্র মানুষের কাছ থেকে] প্রশংসা সংগ্রহ করা কি প্রয়োজন? আপনি যদি ঈশ্বরের কাছে প্রিয় এবং প্রিয় হন তবে মানুষের চোখে অপছন্দ করা আপনার ক্ষতি করবে না। এই ঐতিহ্যগুলি খ্যাতির নিন্দা (অবাঞ্ছিততা এবং নিরুৎসাহ) এবং বেনামীর শ্রেষ্ঠত্বের (অজানা হওয়া) উপর আলোকপাত করে। খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা তাদের নিজস্ব অধিকারে চাওয়া হয় না, পরিবর্তে, ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি অর্জন (সামাজিক অবস্থান) লক্ষ্য এবং ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি পছন্দ করা সমস্ত অশান্তির মূল। খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার আকাঙ্ক্ষা, অন্বেষণ ও সংগ্রাম না করে যদি কেউ কেবল ঐশ্বরিক অনুগ্রহের দ্বারা তা পায় তবে তা নিন্দনীয় নয়। তবে এটি [মানসিক, মানসিক, মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিকভাবে] দুর্বলদের জন্য ঝামেলার (ফিতনা) কারণ হতে পারে। তবুও, দৃঢ় চরিত্রের মালিকরা এর সমস্যা থেকে রক্ষা পাবে। দুর্বলের দৃষ্টান্ত এমন একজনের মতো, যে হাত-পা নাড়াতে জানে (পানিতে, কিন্তু তবুও সাঁতার জানে না) এবং যারা ডুবে যেতে চলেছে তাদের মধ্যে রয়েছে। যারা ডুবে যেতে চলেছে তারা তাকে না জানলে ভাল যে হাত-পা নাড়াতে জানে কারণ যখন তারা কাউকে হাত-পা নড়াচড়া করতে দেখবে [নিজেকে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টায়], তখন তারা এমন একজনকে ধরে ফেলবে। [ফলস্বরূপ,] তারা নিজেরাই ডুবে যাবে এবং যে চেষ্টা করছে তাকেও ডুবে মরতে বাধ্য করবে। যাইহোক, ক্ষমতাশালীদের জন্য খ্যাতির কোনও ক্ষতি নেই, পরিবর্তে, যারা ডুবে যেতে চলেছেন তাদের বিশেষজ্ঞ সাঁতারুর সাথে ভালভাবে পরিচিত হওয়া উচিত যাতে তারা এমন একজনকে ধরতে পারে এবং তীরে পৌঁছাতে পারে এবং পরিত্রাণ অর্জন করতে পারে।

ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির প্রতি ভালোবাসার নিন্দা: ঈশ্বর বলেন:

تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْـَٔاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا

"আমরা পরকালের আবাস বিশেষ করে তাদের দেব, যারা পৃথিবীতে অশান্তি ও অশান্তি কামনা করে না। (কুরআন, অধ্যায় 28, আয়াত 83)

এই আয়াতে অশান্তি এবং মহত্ত্ব ও গৌরব কামনা উভয়ের অভিপ্রায় ও আকাঙ্ক্ষা একত্রে এক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, পরকাল কেবল সেইসব লোকের জন্য, যারা

উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা উভয়ই বঞ্চিত (অশান্তি ছড়ানো এবং মহত্ত্ব অন্বেষণের জন্য, কারণ এই উভয়ই যে কোনও আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার জন্য মারাত্মক)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

حب المال والجاه ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل

"ধন-সম্পদ ও খ্যাতির প্রতি ভালবাসা হৃদয়ে যেমন কপটতা বৃদ্ধি পায়, তেমনি পানি গাছপালা জন্মায়".

খ্যাতির অর্থ এবং এর বাস্তবতা: খ্যাতি এবং সম্পদ বিশ্বের দুটি উপাদান। জগতের অর্থ হচ্ছে এমন জিনিসের মালিক হওয়া যা থেকে [বস্তুগতভাবে] উপকৃত হতে পারে এবং খ্যাতির অর্থ হ'ল হৃদয়ের মালিক (বন্দী এবং পরাধীন) হওয়া যার শ্রদ্ধা, আনুগত্য এবং অনুসরণকারী কাম্য। একজন ধনী ব্যক্তি যেমন অর্থের মালিক হয়ে ওঠে এবং এভাবে নিজের লক্ষ্য অর্জন করে এবং নিম্ন আত্মার (নাফস) আকাঙ্ক্ষা ও সুখভোগ পূরণে সক্ষম হয়, তেমনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হৃদয়ের মালিক (বন্দী ও পরাধীন) হওয়ার পরে, নিজের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সেগুলি ব্যবহার করে। যেমন বিভিন্ন শিল্প ও পেশার মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করা হয়, তেমনি বিষয়গুলিতে সুন্দর আচরণ ও পরোপকারের মাধ্যমে হৃদয় জয় করা হয়। জ্ঞান ও বিশ্বাসের মাধ্যমে হৃদয় জয় করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও হৃদয়ে এটি ঘটে যে কারও একটি নির্দিষ্ট গুণ বা ক্ষমতা রয়েছে তবে সেই হৃদয় তার দ্বারা পরাজিত হবে এবং তার বিশ্বাসের শক্তি এবং তীব্রতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে [অন্য ব্যক্তির গুণ এবং ক্ষমতার উপর], হৃদয় সেই ব্যক্তির অধীন হয়ে উঠবে। [চাওয়া বা প্রশংসিত] গুণ বা ক্ষমতা তার নিজের অধিকারে নিখুঁত হওয়ার দরকার নেই, বরং এটি প্রশংসকের হৃদয়ে একটি পরিপূর্ণতা হিসাবে উপলব্ধি করা যথেষ্ট। এই কারণেই, এটি (প্রশংসকের হৃদয়) কখনও কখনও এমন কিছুকে একটি পরিপূর্ণতা হিসাবে উপলব্ধি করে যা বাস্তবে পরিপূর্ণতা নয় এবং হৃদয় প্রশংসিত ব্যক্তির অধীন হয়ে যায়। কারণ হৃদয়ের অধীনতা একটি অবস্থা (অবস্থা) এবং হৃদয়ের অবস্থাগুলি তার বিশ্বাস, জ্ঞান এবং কল্পনার অধীন। ধন-সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের প্রতি মুগ্ধ মেজাজগুলো যেমন মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তেমনি যারা খ্যাতি পছন্দ করে তারা স্বাধীন মানুষের ঘাড়ে দাসত্বের শৃঙ্খল রাখতে চায় যাতে তারা তাদের হৃদয়ের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে পারে যাতে তারা তাদের নিজেদের স্বার্থপরতার জন্য তাদের ব্যবহার করতে পারে। খ্যাতি অন্বেষণকারীর চাওয়া দাসত্ব (নিয়ন্ত্রণ) সম্পদ সন্ধানকারীর দাসত্বের চেয়ে অনেক বেশি। কারণ একজন ধনী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি জোর করে এমন লোকদের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠেন যাদেরকে পছন্দ করা হলে এক মুহূর্তের জন্যও তার আনুগত্য থাকবে না। খ্যাতির সন্ধানকারী তাদের নিজস্ব ইচ্ছা এবং পছন্দের দ্বারা [স্বাধীন] লোকদের কাছ থেকে দাস তৈরি করে এবং চায় যে লোকেরা [স্বেচ্ছায় এবং] আনন্দের সাথে এমন একজনকে আনুগত্য করে এবং এই আনুগত্য এবং আজ্ঞাবহতা

তাদের দ্বিতীয় স্বভাব হয়ে উঠবে। এ থেকে এটা খুব ভালোভাবেই বোঝা যায় যে, খ্যাতি অন্বেষণকারীর উদ্দেশ্য সম্পদ সন্ধানকারীর লক্ষ্যের চেয়ে অনেক বেশি।

তবুও খ্যাতির অর্থ মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেওয়া। অন্য কথায়, শ্রেষ্ঠত্ব, পার্থক্য এবং পরিপূর্ণতার বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে থেকে একটি বৈশিষ্ট্য (গুণ যা একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য হতে পারে) এর উপস্থিতি সম্পর্কে হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। পরিপূর্ণতা সম্পর্কে এই বিশ্বাসের শক্তির সমানুপাতিকভাবে, নিম্নলিখিতগুলির অতিরিক্ত হবে [লোকদের দ্বারা], এবং তার আনুপাতিক অনুপাতে খ্যাতির নিয়ন্ত্রণ এবং হৃদয়ের অধীনতার সন্ধানকারী হবে, এবং হৃদয়ের এই নিয়ন্ত্রণ এবং পরাধীনতার আনুপাতিক অনুপাতে খ্যাতি এবং ফলস্বরূপ সুখের প্রতি কারও ভালবাসা হবে। খ্যাতির ফল এবং পরিণতি রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, মানুষের প্রশংসা এবং এর মধ্যে সীমা অতিক্রম করা। যে ব্যক্তি কারো পরিপূর্ণতা সম্পর্কে প্রত্যয়ী হয়, সে এই বিশ্বাস প্রকাশ করতে নীরব থাকে না এবং [অনুভূত] পরিপূর্ণতার প্রশংসা করে। খ্যাতি ও প্রতিপত্তির ফলের মধ্যে থেকে খ্যাতির অধিকারীর সেবা, এই বিশ্বাসের অধিকারী হিসাবে নিজেকে সেবায় নিয়োজিত করে এবং খ্যাতির অধিকারীর কাছে বশীভূত থাকে যিনি নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করেন। অনুরূপভাবে খ্যাতির অধিকারীর প্রতি পররোপকারী হওয়া, মতভেদ না দেখানো, প্রথমে শ্রদ্ধা করা, অভিবাদন ও অভিবাদন করা, সমাবেশে প্রধান অতিথি করা, সকল বিষয়ে একজনকে সর্বাগ্রে রাখা, খ্যাতির ফলের মধ্যে একজনকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া হয় এবং তার পরিপূর্ণতা বিশ্বাস করা হয় - তা তার জ্ঞানের কারণে কিনা, উপাসনা, সুন্দর অভ্যাস, বাইরের সৌন্দর্য, বংশ, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, ক্ষমতা বা অন্য কোন দিক যাকে লোকেরা পরিপূর্ণতা বলে মনে করে। এই সমস্ত [ব্যক্তিগত] গুণাবলী হৃদয়ে জায়গা করে দেয় এবং তাদের অধিকারীরা [মানুষের মধ্যে] সম্মান খুঁজে পায়।

খ্যাতি কেন এত পছন্দ হয়? যতদূর প্রশ্ন করা যায় যে কেন কিছু লোক খ্যাতিকে এত পছন্দ করে, এমন কোনও হৃদয় নেই যা এর থেকে বঞ্চিত এবং তীব্র আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা ব্যতীত এটি পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। খ্যাতি মানে মানুষের হৃদয়ের মালিক হওয়া। যেমন একজন ব্যক্তি স্বর্ণ ও রূপার মালিক হয়ে নিজের সমস্ত উদ্দেশ্য পূরণ করতে সক্ষম হয়, তেমনি মানুষের হৃদয়ের মালিক এবং জয় করে নিজের সমস্ত উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষমতা অর্জন করে, কারণ উভয় জিনিসের (সম্পদ এবং খ্যাতি) ভালবাসার কারণ একই। এই কারণেই, হৃদয়ের ধন-সম্পদ এবং খ্যাতি উভয়ই ভালবাসা রয়েছে, তবে সম্পদের চেয়ে খ্যাতি শ্রেষ্ঠ, তাই খ্যাতির প্রতি ভালবাসা সম্পদের চেয়ে বেশি।

কেন সম্পদের চেয়ে খ্যাতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়?তিনটি কারণে সম্পদের চেয়ে খ্যাতি পছন্দ করা হয়:

প্রথম কারণ: সম্পদের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জনের চেয়ে খ্যাতির মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করা সহজ। সুতরাং যদি এমন কোন পার্থিব ধর্মতত্ত্ব থেকে বিরত থাকে (*জাহিদ*) বা পণ্ডিত ধর্মতত্ত্ববিদ (আলীম) যার সম্মান হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে গেঁথে গেছে, ধন-সম্পদ অর্জন করতে চায়, তবে সে সহজেই তা করতে পারে, কারণ সম্মানিত হৃদয় তাদের সম্পদ এমন লোকদের জন্য ব্যয় করতে পারে যাকে তারা শ্রদ্ধা করে এবং ভালবাসে। তবে যে ব্যক্তি পরিপূর্ণতার কোন বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত হয়, কোন সম্পদ খুঁজে পায় এবং এমন ব্যক্তি খ্যাতি থেকে বঞ্চিত হয় এবং ধন-সম্পদের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করতে চায় তবে তা কঠিন। এ থেকে জানা যায় যে কেউ খ্যাতির মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করতে পারে কিন্তু সম্পদের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করতে পারে না। এক্ষেত্রে খ্যাতি বেশি প্রিয়।

দ্বিতীয় কারণ: সম্পদ নষ্ট হতে পারে কারণ এটি চুরি করা যেতে পারে, ছিনিয়ে নেওয়া যেতে পারে, [সরকারী] কর্মকর্তা এবং অত্যাচারীরা এটি লোভ করে। এগুলি সংরক্ষণ করার জন্য সুরক্ষা, প্রহরী এবং নিরাপদ স্টোরেজ প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, সম্পদের অনেক ক্ষতি রয়েছে [এর সাথে সম্পর্কিত]। অন্যদিকে, যদি আপনি হৃদয়ের মালিক হয়ে ওঠেন, তবে আপনাকে কোনও ক্ষতির মুখোমুখি হতে হবে না কারণ হৃদয়ে এত গভীরভাবে সমাহিত লুকানো ধন রয়েছে যে সেগুলি চুরি করা যাবে না এবং ডাকাত-লুটেরাদের তাদের কোনও অ্যাক্সেস নেই। হৃদয়ের ধনগুলি নিজেরাই সুরক্ষিত থাকে এবং সেই ক্ষেত্রে, খ্যাতি বাজেয়াপ্ত এবং চুরি থেকে স্ব-সুরক্ষিত। যাইহোক, হৃদয়ের ভান্ডারের সাথে অবশ্যই একটি বিপদ উপস্থিত রয়েছে যে কেউ তাদের বিভ্রান্ত করতে (মোহভঙ্গ) করতে সক্ষম হতে পারে বা খ্যাতির অধিকারীকে কলঙ্কিত করতে সক্ষম হতে পারে এবং [প্রশংসকদের হৃদয় থেকে খ্যাতির ব্যক্তিত্বের পূর্ণতার বিশ্বাস] মুছে ফেলতে সক্ষম হতে পারে। যাইহোক, এই বিপদটি খুব কমই মুখোমুখি হয়, দ্বিতীয়ত, এটি (প্রশংসিত ব্যক্তির মধ্যে পরিপূর্ণতার বিশ্বাস) খুব বেশি অসুবিধা ছাড়াই রক্ষা করা যেতে পারে, তারপরে [তৃতীয়ত] এই বিশ্বাসটি সাধারণত [হৃদয়ে] এতটাই দৃঢ়ভাবে প্রোথিত থাকে যে ক্ষতিকারকের প্রচেষ্টা [সাধারণত] সফল হয় না [কারণ বিশ্বাসগুলি ভুল বা ভিত্তিহীন হওয়া সত্ত্বেও লোকেরা তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করে না]।

তৃতীয় কারণ: হৃদয়ের মালিকানা সীমাহীন এবং কোন ঝামেলা ছাড়াই বৃদ্ধি পায়। কারণ যখন অন্তর তার সম্মানে পরিপূর্ণ হয় এবং নিজের জ্ঞান ও [সৎকর্মে] বিশ্বাস করে, তখন জিহ্বা একজনের প্রশংসা ও মহিমান্বিত করতে বাধ্য হয়। লোকেরা নিজেরাই এই বিশ্বাস রাখে এবং

অন্যদের কাছে এটি প্রকাশ করে যারা একই সম্মানের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এ কারণেই, [মানব] মেজাজ জনপ্রিয়তা এবং খ্যাতির মতো কারণ যখন কারও উল্লেখ সাধারণ হয়ে ওঠে, খ্যাতি শহর থেকে শহরে এবং দেশ থেকে দেশে ভ্রমণ করে যা হৃদয়কে সম্মান এবং সম্মানের জন্য স্ব-বাধ্য করে। [কারও খ্যাতির] এই সংক্রমণের শৃঙ্খল প্রসারিত হতে থাকে এবং এর কোনও শেষ বা সীমা নেই। সম্পদের ক্ষেত্রে এমনটা হয় না। বিত্তবানরা কষ্ট ও ভালোবাসা ছাড়া কারো সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে না। খ্যাতি ক্রমাগত চলছে এবং কোথাও থেমে থাকে না। সম্পদ এক জায়গায় থাকে এবং [বৃদ্ধির] প্রচেষ্টার সাথে বৃদ্ধি পায়। এ কারণেই খ্যাতির চেয়ে সম্পদ নিকৃষ্ট। সম্পদের চেয়ে খ্যাতিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য এগুলি কয়েকটি উচ্চ-স্তরের কারণ এবং যদি সেগুলি আরও বিস্তৃত করা হয় তবে অসংখ্য কারণ থাকতে পারে।

ধন-সম্পদ ও খ্যাতির প্রতি ভালোবাসা প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে থাকে। এর দুটি কারণ রয়েছে। একটি কারণ সুস্পষ্ট, এবং সবাই জানে, এবং দ্বিতীয় কারণটি লুকানো এবং এটি বড় কারণ তবে এটি খুব সূক্ষ্ম। নিস্তেজ মনের এবং বুদ্ধিহীনদের জানার আশা করা হয় না তবে বোধগম্যতাবাদী ব্যক্তিরাও কারণটির সাথে পরিচিত নন। কারণ এই [সূক্ষ্ম ও বৃহত্তর] কারণ নিম্ন আত্মার (নাফস) অভ্যন্তরীণ শিরা এবং মানুষের মেজাজের গোপন দাবি থেকে সাহায্য নেয় এবং কেবল তারাই এর সাথে পরিচিত যারা এই সমুদ্রে গভীরভাবে ডুব দেয়।

প্রথম কারণ - ভয় দূর করা: এই কারণের পরিণতি হ'ল ভবিষ্যতের ভয়ের কারণে মানুষ সম্পদের জন্য লোভী। খারাপ মতামত (আশঙ্কা) [কারও ভবিষ্যত সম্পর্কে] মানুষকে লোভী করে তোলে, যদিও তার প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট সম্পদ থাকতে পারে। কিন্তু যেহেতু মানুষ দীর্ঘায়ু কামনা করে এবং প্রত্যাশা করে, তাই কারও আকাঙ্ক্ষার কোন সীমা নেই। একজনের অন্তরে এই ভয় রয়ে গেছে যে, কারও স্বভাবের যে সম্পদ রয়েছে তা শেষ হয়ে যেতে পারে এবং অন্যের সামনে সে অভাবী হয়ে উঠতে পারে। যখন এই [চিন্তা] হৃদয়ে ঘটে, তখন ভয় তার হৃদয়কে ঘিরে ফেলে এবং এই ভয় দূর হয় না যতক্ষণ না অন্য সম্পদ কারও কাছে না পাওয়া যায় যাতে এটি কোনও দুর্ঘটনার কারণে হারিয়ে গেলে প্রথম সম্পদের প্রতিস্থাপন হয়ে যায়। প্রতি মুহূর্তে এই ভয়ে জর্জরিত। জীবনের প্রতি তীব্র ভালবাসা একজনকে অনুমান করতে বাধ্য করে যে একজন দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে। এর পাশাপাশি মনে করা যায় যে যত আয়ু বাড়বে, ততই প্রয়োজনও বাড়বে। কেউ এটাও ধরে নেয় যে, "আমার সম্পদ ক্ষতি ও কষ্টে পরিবেষ্টিত এবং যেকোনো মুহূর্তে নষ্ট হয়ে যেতে পারে"। এই চিন্তা একজনকে ভীত করে তোলে যে ব্যক্তি এই ভয় থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে এবং আরও বেশি সম্পদ অর্জন করে যাতে যদি কিছু সম্পদ অপচয় হয়, তবে দ্বিতীয় সম্পদ অন্যের সামনে ভিক্ষাকারীর হাত প্রসারিত করার প্রয়োজনীয়তা দূর করে। এই ভয় কাকে কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের উপর স্থির হতে দেয় না, পরিবর্তে, একজন পুরো বিশ্বের মালিক হতে চায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

منهومان لا يشبعان منهوم العلم ومنهوم المال

"দু'জন লোভী মানুষ কখনো তৃপ্ত হয় না- একজন জ্ঞানের লোভী এবং দ্বিতীয়জন ধন-সম্পদের লোভী। (বর্ণনা করেছেন *আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত* হাদীস *সংকলন* তাবরানী)

খ্যাতির প্রতি ভালোবাসার প্রায় একই কারণ। যে ব্যক্তি দূরবর্তী দেশে বসবাসকারী মানুষের হৃদয়ে নিজের উচ্চ মাত্রার সম্মান ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সে প্রকৃতপক্ষে এই আশঙ্কায় জড়িয়ে পড়ে যে, কখনও কখনও নিজের মাতৃভূমি থেকে আলাদা হয়ে অন্য জায়গায় বসবাস করতে হবে, অথবা সেই লোকেরা কোনো কারণে এসে নিজের মাতৃভূমিতে বসবাস শুরু করতে পারে। এ অবস্থায় অবশ্যই তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হবে। তবুও, এই সম্ভাবনা বিদ্যমান, এবং দূরবর্তী বাসিন্দাদের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া অসম্ভব নয়। এ কারণেই, যদি কারও হৃদয়ে উচ্চ মাত্রার সম্মান এবং মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয় তবে এই বিষয়টি অত্যন্ত আনন্দদায়ক এবং আনন্দদায়ক।

দ্বিতীয় কারণ: এটি একটি শক্তিশালী কারণ এবং এর পরিণতি হ'ল আত্মা একটি ঐশ্বরিক আদেশ। কুরআনে আত্মার কথা বলা হয়েছে এই কথায়:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى

"তারা তোমাকে আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তাদেরকে বলে দাও যে, আত্মা আমার পালনকর্তার আদেশের। (কুরআন, অধ্যায় 17, আয়াত 85)

আত্মার অর্থ "প্রভুত্ব" (ঐশ্বরিক আদেশের অন্তর্গত) অর্থ হ'ল আত্মা আধ্যাত্মিকভাবে উন্মোচিত জ্ঞানের রহস্যের সাথে সম্পর্কিত (*উলুম আল-মুকাশাফা*) যার প্রকাশের অনুমতি নেই [জ্ঞানবাদীরা ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার কারণে জনগণের কাছ থেকে তার পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য যারা এর প্রতি তাদের বোধগম্যতা এবং উপলব্ধির অভাবের কারণে এর যোগ্য নয়, এবং এটি মানবজাতির সর্বোত্তমের জন্য সংরক্ষণ করা - আধ্যাত্মিকভাবে আলোকিত আত্মারা যারা এই অসাধারণ জ্ঞানের জন্য সংগ্রাম করে যা সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে সর্বোচ্চ]। কারণ যদি এর প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হতো, তবে রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) অবশ্যই আত্মার বাস্তবতা প্রকাশ করতেন। এ বিষয়ে আরও আলোচনার পূর্বে জেনে রাখা উচিত যে, আত্মা চার ধরনের গুণাবলীর (মেজাজের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব) দিকে ঝুঁকছে। [প্রথমত,] খাওয়া এবং সহবাসের মতো পশুত্ববাদী গুণাবলী। [দ্বিতীয়ত,] হত্যা, মারধর, ব্যথা [এবং কষ্ট] এর মতো পশু গুণাবলী। [তৃতীয়ত,] শয়তানের গুণাবলী যেমন প্রতারণা, ধূর্ততা এবং [মানুষকে হেদায়েত ও সৎপথের সঠিক পথ

থেকে] নিরুৎসাহিত করা। [চতুর্থত,] ঐশ্বরিক গুণাবলী যেমন অহংকার, সম্মান এবং শ্রেষ্ঠত্ব। এই বৈচিত্র্যময় গুণাবলীর প্রতি হৃদয়ের ঝোঁকের কারণ হ'ল মানুষ এমন কিছু নীতি দ্বারা গঠিত যা ব্যাখ্যা করা দীর্ঘ। এখানে এটি বলা যথেষ্ট যে মানুষের "প্রভুর আদেশ" রয়েছে, তাই একজন স্বভাবগতভাবে প্রভুত্বকে পছন্দ করে। প্রভুত্বের অর্থ হল পরিপূর্ণতার অনন্য এবং অস্তিত্বে অধ্যবসায়। কারণ অস্তিত্বে ভাগ করে নেওয়া হল অসিদ্ধতার ইঙ্গিত। এই কারণেই, সূর্যের পরিপূর্ণতা তার অস্তিত্বের অধ্যবসায়ের মধ্যে রয়েছে। যদি অন্য কোনও সূর্য থাকত তবে এটি তার জন্য একটি অসম্পূর্ণতা হত কারণ সেই সময়ে, এটি বলা যায় না যে সূর্য তার পরিপূর্ণতায় অনন্য এবং একাকী। অস্তিত্বের দিক থেকে একমাত্র আল্লাহ তাআলা অনন্য, কারণ তিনি ব্যতীত আর কেউ নেই। আল্লাহ ব্যতীত যা কিছু আছে, তা তাঁর সর্বশক্তিমানের ইঙ্গিত যা নিজেরাই বিদ্যমান নয়, বরং তাদের অস্তিত্ব ঈশ্বরের অস্তিত্বের মাধ্যমে। অস্তিত্বে সহাবস্থান পদমর্যাদায় সমতা দাবি করে এবং পদমর্যাদায় সমতা শ্রেষ্ঠত্ব ও পরিপূর্ণতার অসম্পূর্ণতা। পরিপূর্ণ ব্যক্তি কেবল তারাই যার পদমর্যাদায় কোনও দৃষ্টান্ত (সহ-অংশীদার) নেই। সূর্যের আলো সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করে তখন এটি তার অসম্পূর্ণতা নয়, বরং এটি তার পরিপূর্ণতার ইঙ্গিত। অসম্পূর্ণতা তখনই হবে যখন একই মর্যাদা এবং পদমর্যাদার সাথে অন্য একটি সূর্য সেখানে থাকত এবং এটি দ্বিতীয় সূর্যের প্রতি অজ্ঞ ছিল। আল্লাহ ব্যতীত সকল অস্তিত্বের অবস্থা একই রকম। এরা প্রকৃত সূর্য (ঈশ্বর) থেকে জীবনের আলো খুঁজে পাওয়ার পরেও তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখছে। এই সমস্ত অস্তিত্ব প্রকৃত অস্তিত্বের (ঈশ্বর) অধীন এবং তাদের অধীন হওয়ার মতো নয়। যাইহোক, প্রভুত্ব (*রুবুবিয়াহ)* মানে অস্তিত্বে অনন্য হওয়া। প্রতিটি মানুষ মেজাজগতভাবে নিখুঁততায় অনন্য হতে চায়। এ কারণেই, কিছু আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক (সাধু এবং জ্ঞানবাদী) বলেছেন যে এমন কোন মানুষ নেই যার অন্তরের সত্তা নেই যা ফেরাউন বলেছিলেন:

أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ

"আমিই তোমার পালনকর্তা, মহান। (কুরআন, অধ্যায় 79, আয়াত 24)

তবে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের কোনো উপায় নেই। একজন পরিপূর্ণতা চায় কিন্তু নিখুঁত হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ক্ষমতা নেই। ঈশ্বরের দাসত্ব (*উবুদিয়া) নিম্ন* আত্মার (নাফস) উপর একটি শক্তিশালী ক্ষমতা রয়েছে এবং প্রভুত্ব (*রুবুবিয়া)* স্বভাবগতভাবে প্রিয় এবং প্রিয়। ঈশ্বরের এই বাণীতে যে (আত্মার) প্রভুত্বের সাথে ইঙ্গিত করা হয়েছে তার কারণে, "তাদের বলো যে আত্মা আমার প্রভুর আদেশ থেকে এসেছে", পরিপূর্ণতার জন্য ভালবাসা এবং আকাঙ্ক্ষা শেষ হয় না এবং ব্যক্তি তার [নিছক] কল্পনা থেকে আনন্দ অর্জন করে, যদিও মানুষ পরিপূর্ণতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় না। প্রতিটি জীব নিজের সত্তা এবং সত্তার পরিপূর্ণতাকে ভালবাসে এবং মৃত্যুকে ঘৃণা করে যা একজনের সত্তার সমাপ্তি এবং [অনুভূত এবং অনুমিত] পরিপূর্ণতার গুণকে ঘৃণা করে। যদি অস্তিত্বের অবসান না ঘটে, তবে এটি পরিপূর্ণতা হিসাবে বিবেচিত হবে, কারণ

[ফলস্বরূপ] অন্য বেশিরভাগ প্রাণীর উপর একজনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আধিপত্য থাকবে। এ কারণেই, মানুষ নিজের মেজাজে কর্তৃত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং আধিপত্য পছন্দ করে। যাইহোক, এটি জিনিসগুলির উপর আধিপত্য হিসাবে বিবেচিত হবে যখন কোনও ব্যক্তির নিজের উদ্দেশ্য এবং আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তন এবং প্রভাব ফেলার ক্ষমতা থাকে এবং সেই জিনিসগুলি একজনের অধীন হয়, যিনি তাদের সাথে যা চান তা করতে সক্ষম হন। এইভাবে, একজনের সাথে থাকা জিনিসগুলির উপর কর্তৃত্ব করা একজন মানুষের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে।

প্রাণীর প্রকারভেদ: উপস্থিত প্রাণীগুলি বিভিন্ন ধরণের হয়। কিছু প্রাণী ঈশ্বরের সত্তা এবং গুণাবলীর মতো কোনও পরিবর্তন বা প্রভাব গ্রহণ করে না। কিছু প্রাণী পরিবর্তন গ্রহণ করে কিন্তু সৃষ্টির (মানুষের মতো) তাদের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকতে পারে না যেমন স্বর্গ, নক্ষত্র, স্বর্গীয় আধিপত্য, ফেরেশতা প্রাণী, *জ্বিন* (পৃথিবীতে উপস্থিত অতিপ্রাকৃত অদৃশ্য প্রাণী), শয়তান ইত্যাদি। তৃতীয় প্রকারের মধ্যে রয়েছে সেই প্রাণী যাদের মধ্যে মানুষ পৃথিবী, খনিজ, উদ্ভিদ, প্রাণীর মতো পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এই প্রাণীদের মধ্যে, মানুষের হৃদয় রয়েছে যা দেহের মতো পরিবর্তন এবং প্রভাবকে গ্রহণ করে এবং প্রাণীদের দেহে বিদ্যমান পরিবর্তন এবং প্রভাবের ক্ষমতার মতো।

জ্ঞানের ভিত্তিতে আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা: [যাদের অস্তিত্ব আছে] প্রাণীর বিভাজন হ'ল কিছু পৃথিবীর জিনিসগুলির মতো মানবিক প্রভাব ফেলার ক্ষমতা রাখে এবং কারও কারও ঈশ্বর, ফেরেশতা এবং স্বর্গের মতো কোনও মানবিক প্রভাব নেই (আকাশ এবং মহাবিশ্বের বাইরে এবং এর বাইরেও)। এ কারণেই, মানুষ চেয়েছিল যে, যেহেতু তারা আকাশের (মহাবিশ্ব এবং তার বাইরের) উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না, তাই সে জ্ঞানের মাধ্যমে আধিপত্য অর্জন করবে এবং এর রহস্য ও সূক্ষ্মতা উপলব্ধি অর্জন করবে এবং এটিও আধিপত্যের একটি রূপ। কারণ জ্ঞানের দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি জিনিস জ্ঞানের মধ্যে প্রবেশ করে এবং একজন পণ্ডিতকে তার উপর প্রভাবশালী বলা হয় [জ্ঞানের কারণে, যদিও কোনও শারীরিক আধিপত্য নেই]। আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে ঈশ্বর, ফেরেশতা, মহাবিশ্ব, নক্ষত্র, পর্বত এবং মহাসাগরের বিস্ময় এবং রহস্যের সাথে পরিচিত হতে বাধ্য করেছিল কারণ জ্ঞানও আধিপত্যের একটি উপায় এবং আধিপত্যও এক ধরণের পরিপূর্ণতা। জ্ঞানের পরিপূর্ণতা মানুষকে সুখে উদ্‌বুদ্ধ করে।

প্রথম প্রকার [জ্ঞানের ভিত্তিতে আধিপত্য] পৃথিবীতে উপস্থিত জিনিসগুলির সাথে সম্পর্কিত। কেউ [পার্থিব জিনিস সম্পর্কে] যথেষ্ট জ্ঞান খুঁজে পায় না, তবে নিয়ন্ত্রণ এবং প্রভাবের আধিপত্য চায় যাতে কেউ নিজের ইচ্ছামতো প্রভাব এবং পরিবর্তনের কাজটি সম্পাদন করতে পারে। পৃথিবীতে উপস্থিত জিনিসগুলি দুই ধরণের - দেহ এবং আত্মা। দেহের মধ্যে সোনা, রৌপ্য,

বস্তুগত সম্পত্তি ইত্যাদির মতো জিনিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই বিষয়গুলিতে, মানুষ ব্যবহারিক উপায়ে পরিবর্তন এবং প্রভাব ফেলতে সক্ষম হতে চায়, যেখানে চায় সেখানে তাদের রাখতে, যাকে ইচ্ছা তাকে তা দেয় এবং যাকে চায় না তাকে না দিতে চায়। কোনও জিনিসের উপর আধিপত্য এবং ক্ষমতা থাকাকে "ক্ষমতা" বলা হয় এবং ক্ষমতা হল পরিপূর্ণতা। পরিপূর্ণতা প্রভুত্বের একটি বৈশিষ্ট্য এবং প্রভুত্ব মানুষের মেজাজের কাছে প্রিয়। এই কারণেই, একজন ব্যক্তি সম্পদকে ভালবাসেন, প্রয়োজন হোক বা না হোক, যেমন পোশাক, খাওয়া, পান করা এবং কামনা পূরণের মতো আকাঙ্ক্ষা পূরণে। একটি দেহ এবং আত্মাকে প্রভাবিত করে তবে হৃদয়কে জয় করতে অক্ষম কারণ পরিপূর্ণতার বিশ্বাস ছাড়া হৃদয় জয় করা হয় না (বা পরাধীন হয় না)। যাইহোক, ক্রোধ পরিপূর্ণতার প্রতিস্থাপন হয়ে ওঠে। এমনকি ক্রোধ এবং ক্ষমতার মধ্যেও একজন আনন্দ খুঁজে পায়, কারণ এগুলির মধ্যেও নিয়ন্ত্রণ এবং বিশেষাধিকারের একটি জড়িত রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার (জ্ঞানের ভিত্তিতে আধিপত্য বিস্তার) মানুষের সত্তা (*নুফুস)* এবং হৃদয় (*কুলুব)* অন্তর্ভুক্ত করে। পৃথিবীতে তাদের চেয়ে সূক্ষ্ম এবং মূল্যবান আর কিছুই নেই। এটি মানুষের ইচ্ছা যে তারা নিজের এবং হৃদয়ের উপর আধিপত্য অর্জন করে, তাদের জয় করে এবং যে কোনও পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়। এই আকাঙ্ক্ষার কারণ হলো, হৃদয় জয় করা এবং তাদের পরিবর্তন করা আধিপত্যের পরিপূর্ণতা এবং এটি ঐশ্বরিক প্রভুত্বের গুণাবলীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ (*রুবুবিয়া)* রয়েছে। এর কারণ হ'ল প্রেম ব্যতীত হৃদয় জয় হয় না, এবং কারও পরিপূর্ণতা সম্পর্কে বিশ্বাস ছাড়া প্রেম ঘটে না, এবং প্রতিটি পরিপূর্ণতা প্রিয় এবং প্রিয় কারণ এটি ঐশ্বরিক গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত, এবং ঐশ্বরিক গুণাবলী একজনের মেজাজের সাথে প্রিয় কারণ তারা ঐশ্বরিক আদেশ (আত্মা) [যা প্রভুত্বের দিকে ঝুঁকছে], আর মানুষের এই ঐশ্বরিক আদেশ (আত্মা) আছে যা মৃত্যুর দ্বারা ধ্বংস করা যায় না এবং মাটি তাকে গ্রাস করে না [যখন মৃতদেহ মৃত্যুর পরে মাটিতে সমাধিস্থ করা হয়]। এটি [ঐশ্বরিক আদেশ যা প্রতিটি মানুষের মধ্যে আত্মা] [ঐশ্বরিক অস্তিত্ব, বাস্তবতা, আলো, নির্দেশনা এবং আদেশ] এবং জ্ঞান, ঐশ্বরিক ঘনিষ্ঠতা এবং সান্নিধ্যের আবাস। এই জিনিসটি (আত্মা) একজনকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাওয়ার বাহন এবং ঐশ্বরিক দর্শনের কারণ।

এতদিন যা লেখা হয়েছে তার পরিণতি হলো, খ্যাতির অর্থ হলো হৃদয়ের পরাধীনতা। যার জন্য হৃদয় জয় করা হয়, সে তাদের উপর আধিপত্য এবং নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং আধিপত্য হল পরিপূর্ণতা যা ফলস্বরূপ ঐশ্বরিক প্রভুত্বের একটি বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই, [মানব] মেজাজ জ্ঞান এবং শক্তির প্রেমে পড়ে। সম্পদ ও খ্যাতি ক্ষমতার কারণ। যেহেতু জ্ঞানের কোন সীমা নেই, তাই যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বস্তু তার উপর জ্ঞান ও ক্ষমতার সীমার বাইরে না থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ তৃপ্ত হবে না এবং [মানব পরিপূর্ণতায়] ঘাটতি দূর

করা যাবে না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্ঞানের লোভী এবং ধন-সম্পদের লোভী ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন যে, সে কখনো তৃপ্ত হয় না। সুতরাং, এখানে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে যা চাওয়া হয় তা হল পরিপূর্ণতা এবং পরিপূর্ণতা জ্ঞান এবং শক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়। এর অসংখ্য মাত্রা রয়েছে। প্রতিটি মানুষ তার পরিপূর্ণতার পরিমাণে আনন্দ এবং সুখ পায়। এই কারণেই খ্যাতি ও ধন-সম্পদের প্রতি ভালবাসা যা কামনা পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও থেকে যায়। অর্থাৎ চাহিদা পূরণ হলেও খ্যাতি ও সম্পদের প্রতি ভালোবাসা কমে না। জ্ঞানের ক্ষেত্রে, মানুষ এটিকে ভালবাসে যদিও এটি কোনও উদ্দেশ্য অর্জনে উপকারী নাও হতে পারে এবং কখনও কখনও নিজের লক্ষ্য অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যাইহোক, মানুষের মেজাজ পথের কষ্ট সহ্য করে, তার অসুবিধাগুলি কাটিয়ে ওঠে এবং হৃদয়কে [বৈচিত্র্যময়] জ্ঞানের বিস্ময় দিয়ে সজ্জিত করে কারণ জ্ঞান জ্ঞানের বিষয়ের উপর আধিপত্যের একটি রূপ, এবং এই আধিপত্য পরিপূর্ণতা, এবং পরিপূর্ণতা একটি ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্য (গুণ) যার কারণে এটি অন্তর্নিহিতভাবে ভালবাসা এবং লোভনীয়।

বাস্তব পরিপূর্ণতা

আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী, তাঁর কর্ম, নভোমন্ডল ও পৃথিবী, দুনিয়া ও পরকালে তাঁর প্রজ্ঞা এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো সঠিক মাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ, এটাই হচ্ছে প্রকৃত পরিপূর্ণতা (যা মানুষের দ্বারা অর্জিত হয়)। যে ব্যক্তি এই পরিপূর্ণতা অর্জন করবে সে আল্লাহর নিকটবর্তী হবে (আল্লাহর জ্ঞানের অবস্থায়) এবং আত্মার এই পরিপূর্ণতা (*নাফস)* মৃত্যুর পরেও থাকবে এবং একটি উজ্জ্বল আলো হয়ে উঠবে [ঐশ্বরিক জ্ঞানের যা একজনকে অনন্ত সুখ ও অফুরন্ত সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়] যা সম্পর্কে কুরআন বলেছে:

يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَٰنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا

"তাদের নূর তাদের সামনে এবং ডানদিকে প্রবাহিত হবে এবং তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! এই আলো (আলোকসজ্জা) আমাদের জন্য অনন্ত অবস্থায় পূর্ণ কর। (কুরআন, অধ্যায় 66, আয়াত 8)

অর্থাৎ এই জ্ঞান এমন একটি পুঁজি (সম্পদ) হয়ে উঠবে যে পৃথিবীতে যে জ্ঞান ছিল না, তাও জানা যাবে। এর উপমা এমন একজন ব্যক্তির মতো, যার কাছে একটি ক্ষুদ্র বাতি [বাতি এবং

তেল দিয়ে] একটি দুর্বল আলো রয়েছে, যিনি এটি ব্যবহার করে অন্য একটি প্রদীপ জ্বালানোর জন্য ব্যবহার করেন যার একটি শক্তিশালী আলো (আলোকসজ্জা) রয়েছে। যার কাছে প্রদীপও নেই, সে অন্য প্রদীপ জ্বালাতে পারে না বা মূল আলোকে নিখুঁত করতে পারে না। জ্ঞান (ঐশ্বরিক জ্ঞান, ঘনিষ্ঠতা এবং ঐশ্বরিক সাথে ঘনিষ্ঠতা) থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি সেই ব্যক্তির মতো, যিনি একটি আলোকিত প্রদীপ থেকে বঞ্চিত। এর উদাহরণ এই রকম:

كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا

"[যে ব্যক্তি জ্ঞানের অবস্থায় ঐশ্বরিক আলোকে আলোকিত হয়] সে কি তার মতো হতে পারে যে অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং তা থেকে বের হতে পারে না? (কুরআন, 6 অধ্যায়, 122 আয়াত)

পরিবর্তে, যে অন্ধকারে কেউ রয়েছে তার উপমাটি এরকম:

أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَغْشَىٰهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ

"অথবা তারা যেন গভীর সমুদ্রের অন্ধকারে একটি বড় ঢেউ দ্বারা আচ্ছাদিত, তারপরে তার উপরে আরেকটি ঢেউ, তারপরে [সমুদ্রের] উপর কালো মেঘ এবং তার উপরে আরও অন্ধকার [অন্ধকার রাতের] [অতএব, এমন একজন ব্যক্তি অন্ধকারের উপর অন্ধকারের স্তরে আচ্ছাদিত, কোন আলো দেখতে বা এই পরম অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে অক্ষম)। (কুরআন, অধ্যায় 24, আয়াত 40)

এ থেকে জানা যায় যে, জ্ঞান (মা'*রিফা বা ঐ*শ্বরিক জ্ঞান ও অন্তরঙ্গতা) সকল কল্যাণ ও অনন্ত সুখ ও অফুরন্ত বিজয়ের উৎস। অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানের সাথে পরিস্থিতি হ'ল তাদের মধ্যে কিছু কবিতা এবং বংশানুক্রমিক জ্ঞানের মতো সম্পূর্ণ অকেজো। কিছু এমন যে তারা ঐশ্বরিক জ্ঞানে সহায়তা করে। আত্মার শুদ্ধির জ্ঞান ঈশ্বরের জ্ঞানের দিকে পরিচালিত করে এবং ক্ষমতার দিকে পরিচালিত করে। এই সমস্ত জ্ঞান ঐশ্বরিক জ্ঞান অর্জনের জন্য সম্পদের মতো। পরিপূর্ণতা ঐশ্বরিক জ্ঞান এবং ঐশ্বরিক গুণাবলী এবং কর্মকে স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্যে রয়েছে এবং এর মধ্যে সমস্ত অস্তিত্বের জ্ঞান নিহিত রয়েছে কারণ সমস্ত অস্তিত্বই প্রকৃতপক্ষে ঐশ্বরিক ক্রিয়া। অতএব, যে কেউ এই পৃথিবীতে যে কোনও কিছুকে ঈশ্বরের একটি কাজ হিসাবে দেখেন যা তাঁর অভিপ্রায়, শক্তি এবং প্রজ্ঞার সাথে সংহত হয়, যা বাস্তবে [চেহারা এবং বোঝা] ঐশ্বরিক জ্ঞানের একটি উপাদান।

এই ব্যাখ্যাটি [এতপর] জ্ঞান সম্পর্কে। এখন ক্ষমতার কথা শুনুন। [কোন কিছুর উপর] ক্ষমতার দিক থেকে, ঈশ্বরের (মানুষ) একজন বান্দা প্রকৃত পরিপূর্ণতার অধিকারী নয়। আসল ক্ষমতা

একমাত্র আল্লাহর। ঈশ্বরের অভিপ্রায়, শক্তি এবং আন্দোলনের বান্দা থেকে যে কাজগুলি অস্তিত্বে আসে, বাস্তবে, ঈশ্বর তাদের অস্তিত্বে আনার কারণে। এই ব্যাখ্যার সারসংক্ষেপ এই যে, জ্ঞানের পরিপূর্ণতা মৃত্যুর পরেও একজন বান্দার কাছে থাকে এবং একজনকে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছায়, কিন্তু ক্ষমতার পরিপূর্ণতায়, আমরা [ঈশ্বরের] বান্দার মধ্যে ক্ষমতার ক্ষেত্রে কোনও পরিপূর্ণতা দেখতে পাই না। যাইহোক, শক্তি (শারীরিক ক্ষমতা) জ্ঞানের পরিপূর্ণতা অর্জনের একটি উপায়। সমস্ত শারীরিক অঙ্গ, ক্ষমতা এবং ইন্দ্রিয়গুলি তাদের শক্তির দ্বারা একজনকে জ্ঞানের পরিপূর্ণতার বাস্তবতায় পৌঁছাতে সাহায্য করে। এই অঙ্গ ও অনুষঙ্গগুলিকে ক্ষমতা প্রদান করার জন্য, সম্পদ এবং খ্যাতির প্রয়োজন হয় যাতে তাদের দ্বারা কেউ খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থান অর্জন করতে পারে। যদি কেউ ঐশ্বরিক জ্ঞান অর্জনের জন্য তাদের ব্যবহার না করে, তবে এটি স্পষ্ট যে এই জাতীয় ব্যক্তির কোনও ভাল অন্তর্দৃষ্টি নেই। তাদের একমাত্র সুবিধা হ'ল তাদের কেবল কিছু আনন্দ পাওয়ার জন্য ব্যবহার করা যা [একদিন] শেষ হয়ে যাবে। যারা এই ক্ষণস্থায়ী আনন্দকে পরিপূর্ণতা বলে মনে করে, তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অজ্ঞতার এই গভীর গর্তে পড়ে বেশিরভাগ মানুষই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা মনে করে যে, জোর করে দেহের উপর কর্তৃত্ব অর্জন করা, সম্পদের ব্যাপকতা এবং মানুষের হৃদয়ে খ্যাতির মাধ্যমে অর্জিত মহত্ত্ব অর্জন করাই হল পরিপূর্ণতা। যখন এই অজ্ঞতা ঈমানে পরিণত হয় তখন তারা এটিকে প্রিয় বলে মনে করে এবং এর প্রাপ্তিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এটি অনুসরণ করতে গিয়ে মারা যায় এবং প্রকৃত পরিপূর্ণতাকে উপেক্ষা করে যা একজনকে ঈশ্বর এবং ফেরেশতাদের নিকটবর্তী করে দেয় [ফেরেশতার গুণাবলী যা কোনও পাপ বা কলঙ্কহীন]। এই পরিপূর্ণতা হল জ্ঞান এবং স্বাধীনতার পরিপূর্ণতা। জ্ঞানের আলোচনা আগেও উপস্থাপন করা হয়েছে। স্বাধীনতা ও মুক্তির অর্থ হ'ল কামনা এবং জগতের দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া এবং ফেরেশতাদের দ্বারা পরাজিত হওয়া এবং তাদের পরাজিত করা এবং নিয়ন্ত্রণ করা, যারা ক্রোধের দ্বারা উত্তেজিত নয় এমন কামনা দ্বারা বিপথগামী নয়। আত্মা (নফস) থেকে কামনা ও ক্রোধের প্রভাব দূর করাই পরিপূর্ণতা এবং প্রকৃতপক্ষে এটাই ফেরেশতাদের গুণ। আল্লাহর পূর্ণতার গুণাবলীর বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলোর কোন পতন বা পরিবর্তন হয় না এবং তাদের উপর কোনো কিছুর প্রভাব পড়ে না। এই ক্ষেত্রে, একজন ব্যক্তি [জাগতিক] প্রতিবন্ধকতা [বিভ্রান্তি, জটলা, প্রতারণা ইত্যাদি] দ্বারা প্রভাবিত প্রভাব এবং পরিবর্তন থেকে যতদূর দূরে থাকবে, সে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হবে এবং সেই পরিমাণে ফেরেশতাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে এবং সেই পরিমাণে ঈশ্বরের সামনে তার একটি পদমর্যাদা থাকবে। এটি জ্ঞান এবং শক্তির পরিপূর্ণতা থেকে পৃথক তৃতীয় পরিপূর্ণতা।

নিম্ন আত্মার প্রশংসার জন্য ভালবাসা এবং সমালোচনার জন্য ঘৃণা

নিম্ন আত্মায় প্রশংসার প্রেমের কারণ: নিম্ন আত্মা (নাফস) দ্বারা অনুভূত এই আনন্দের চারটি কারণ রয়েছে:

প্রথম কারণ: সবচেয়ে শক্তিশালী কারণটি হ'ল প্রশংসা একজনকে উপলব্ধি করে যে একজন পরিপূর্ণতায় সমৃদ্ধ, এবং এটি পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যে পরিপূর্ণতা ভালবাসা হয় এবং যা ভালবাসে তার সবকিছু পেয়ে একজন আনন্দ পায়। অতএব, যখনই আত্ম তার পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করে, তখনই এটি সম্পর্কে অত্যন্ত আনন্দিত হয় এবং অবর্ণনীয় আনন্দ অর্জন করে। একজনের পরিপূর্ণতার উপলব্ধি ঘটে যখন অন্য ব্যক্তি একজনের প্রশংসা করে। যে গুণ বা বৈশিষ্ট্য প্রশংসিত হয়, কখনও সুস্পষ্ট এবং কখনও এটি সন্দেহজনক। যদি সেই বৈশিষ্ট্যটি সুস্পষ্ট হয় এবং উপলব্ধি করা হয়, তবে এর প্রশংসা থেকে প্রাপ্ত আনন্দ তুলনামূলকভাবে কম তবে এটি নিশ্চিতভাবে সেখানে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কাউকে প্রশংসা করা যে "আপনি লম্বা এবং একটি সুন্দর রঙের আছে", যদিও এটি স্পষ্ট এবং অনুভূত হয় এবং প্রশংসিত তাদের সম্পর্কে সচেতন, তবে কেউ সর্বদা এই বৈশিষ্ট্যগুলি উপলব্ধি করে না, পরিবর্তে, একজন তাদের সম্পর্কে কিছুটা অবহেলা করে। যখন কেউ বুঝতে পারে যে [কারও প্রশংসার কারণে তার সেই বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে], তখন সে তা থেকে [অন্তর] আনন্দ পায়। যদি কারও [প্রশংসনীয়] বৈশিষ্ট্য বা গুণ থাকে যা সন্দেহজনক হয়, তবে সেই গুণের জন্য প্রাপ্ত প্রশংসা তার ভাঁজে এমন একটি আনন্দ নিয়ে আসে যা অন্য কোনও আনন্দের সাথে তুলনা করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, "আপনি একজন মহান পণ্ডিত" বা "আপনি অত্যন্ত ঈশ্বর-ভয়শীল এবং ধার্মিক" বা "আপনি খুব সুন্দর" বলে [কারও প্রশংসা করা]। মানুষের জ্ঞান, ধার্মিকতা ও সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে এবং কোনওভাবে সেই সন্দেহ দূর করতে চায়, যাতে এই বৈশিষ্ট্যগুলি নিশ্চিত হয়ে যায় (এই গুণাবলীতে পরিপূর্ণতা অর্জন করার জন্য একজন নিশ্চিত হয়) এবং অন্য কোনও ব্যক্তি এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একজনের সাথে তুলনা করা যায় না। যখন অন্য কেউ এই বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করে (প্রশংসা করে), তখন সে (নিজের মধ্যে তাদের অস্তিত্বে) সন্তুষ্টি এবং প্রত্যয়তা পায় এবং এইভাবে এই আনন্দ তীব্রতর হয়। এই আনন্দ আরও বেড়ে যায় যখন একজন বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী দ্বারা প্রশংসা করা হয়, যিনি জ্ঞানের সৌন্দর্য, ধার্মিকতা ও সততার রহস্য সম্পর্কে সচেতন এবং গবেষণা না করে কিছু উচ্চারণ করতে পছন্দ করেন না। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষক তার শিক্ষার্থীর বুদ্ধিমত্তা এবং বোধগম্যতার প্রশংসা করেন তবে শিক্ষার্থী এতে খুব সন্তুষ্ট হয়। যার চিন্তা-বুঝে না কিছু কথা বলার অভ্যাস আছে এবং যিনি বুদ্ধিমান ও সচেতন নন, তার যদি প্রশংসা করেন, তাহলে এই আনন্দ কমে যায়। কারো নিন্দা [বা সমালোচনা] ঘৃণা করার কারণ হলো, কেউ সেগুলো নির্দেশ করার কারণে সে নিজের (*নাফস)* দোষগুলো জানতে পারে। নিজের দোষ উপলব্ধি করার বেদনা অনুভব করা হয় এবং এই বেদনা আরও তীব্র হয় যখন কোনও বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের দোষগুলি নির্দেশ করে।

দ্বিতীয় কারণ: প্রশংসাটি এই সত্যের পক্ষে যুক্তি দেয় যে প্রশংসাকারী ব্যক্তির হৃদয় প্রশংসিত ব্যক্তির দ্বারা বশীভূত হয় এবং এমন ব্যক্তি প্রশংসিতদের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার অনুসারী, প্রশংসক এবং অধীন। মুগ্ধকর ও বশীভূত হৃদয় মানুষের কাছে প্রিয়। যখন কেউ বুঝতে পারে যে এখন সে হৃদয়ের মালিক, তখন সে আনন্দ অনুভব করে এবং এই আনন্দ বৃদ্ধি পায় যখন সেই ব্যক্তির জিহ্বা থেকে প্রশংসা আসে যার শক্তি এবং নিয়ন্ত্রণের বিস্তৃত জাল রয়েছে। কারণ এই ধরনের ব্যক্তির হৃদয়কে ফাঁদে ফেলার মাধ্যমে, রাজা, কর্তৃপক্ষ বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতো সর্বাধিক সুবিধা পাওয়ার প্রত্যাশা করা হয়। এই আনন্দ খুব নিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে যখন প্রশংসাকারী ব্যক্তির সমাজে কোন গুরুত্ব থাকে না (সামাজিক গুরুত্ব নেই) বা কারও প্রভাবের ক্ষেত্রে কিছু থাকে না বা ব্যক্তিগতভাবে কারও উপকার করতে সক্ষম হয় না। এইরূপ ব্যক্তির হৃদয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করা একটি তুচ্ছ ও নিচু বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করার সমতুল্য। নিন্দা করা বা সমালোচনা করা ব্যক্তির হৃদয় কারও মালিকানাধীন নয়। এর থেকে উদ্‌ভূত ব্যথা কম বেশি নির্ভর করবে নিন্দাকারীর সামাজিক গুরুত্বের উপর নির্ভর করে।

তৃতীয় কারণ: একজনের প্রশংসা কেবল তার হৃদয়কে প্রশংসিত ব্যক্তির কাছে বশীভূত করে তোলে না, বরং এটি সম্ভব যে প্রশংসা অন্য কিছু লোককে প্রভাবিত করে যাদের হৃদয় প্রশংসিতদের কাছে বশীভূত হয়। এ ক্ষেত্রে সেসব মানুষের প্রশংসা (প্রশংসাসূচক মন্তব্য) অত্যন্ত কার্যকর, যাদের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনা হয় এবং যাদের প্রশংসা ও নিন্দা বিশ্বাস করা হয়। তারপর এই প্রশংসাটি অবশ্যই একটি বড় উন্মুক্ত সমাবেশে করা উচিত যাতে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ এটি শুনতে পায়। শ্রোতার সংখ্যা যত বেশি হবে এবং প্রশংসাকারী ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে, সেই প্রশংসা থেকে আনন্দ তত বেশি হবে এবং সেই পরিমাণে নিন্দার যন্ত্রণা নিম্ন আত্মার (নাফস) কাছে অসহনীয় হওয়ার বেদনাও *হবে।*

চতুর্থ কারণ: প্রশংসা থেকে এটা জানা যায় যে প্রশংসিত ব্যক্তির একটি চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব রয়েছে, তাই মানুষ এমন ব্যক্তির প্রচণ্ড প্রশংসা করতে অস্থির হয়, তা স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা হোক বা [বাধ্য অভ্যন্তরীণ বাধ্যবাধকতা বা] জোরপূর্বক হোক। একটি চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব থাকাও একজনের জন্য একটি অলঙ্কার কারণ এতে এক ধরণের আধিপত্য এবং শক্তি রয়েছে। এই প্রশংসা আনন্দ থেকে মুক্ত নয়, এমনকি যখন প্রশংসিত ব্যক্তির সম্পর্কে ভাল চিন্তাভাবনা থাকে না, যিনি ভয়ে প্রশংসা করতে বাধ্য হন। এ ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি অন্যের বিরক্তি ও ভয়ের কারণে এবং অন্যের উপর নিজের আধিপত্য ও ক্ষমতার কারণে আনন্দ পায়। অন্যটি কতটা দুর্বল এবং বিরক্ত তার উপর নির্ভর করে, একজন তার সমানুপাতিক আনন্দ পাবে।

কখনও কখনও এই চারটি কারণ একই ব্যক্তির প্রশংসা করার মধ্যে জমা হয়। সেক্ষেত্রে [অন্যের প্রশংসা থেকে পাওয়া আনন্দ] বহুগুণ বেড়ে যায়। যদি এই সমস্ত কারণগুলি [একযোগে] এক ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত না হয়, তবে প্রশংসা থেকে আনন্দ আনুপাতিকভাবে হ্রাস পাবে।

প্রেমময় প্রশংসার উপরোক্ত কারণগুলির নিরাময়: প্রশংসিত ব্যক্তির দ্বারা প্রথম কারণ নিরাময় করা যেতে পারে যে প্রশংসা করা ব্যক্তি কারও কথায় সত্যবাদী নয়। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি এই বলে প্রশংসা করে বলেন যে, "আপনি একটি মহৎ বংশের মানুষ, আপনি উদার, আপনি একজন পণ্ডিত, এবং আপনি মন্দ থেকে বিরত থাকেন", এবং যাকে সম্বোধন করা হচ্ছে বা প্রশংসা করা হচ্ছে তিনি জানেন যে তিনি এমন নন এবং পরিবর্তে, তার সম্পূর্ণ বিপরীত, তবে সেই প্রশংসার সাথে হৃদয়ে যে আনন্দ জন্মগ্রহণ করে তা শেষ হয়ে যাবে। কেবল সেই আনন্দই থাকবে যা অর্জন করা হয় যখন কেউ কারও হৃদয় বা জিহ্বার উপর আধিপত্য এবং নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে। যদি কেউ [আরও] বুঝতে পারে যে, যে ব্যক্তি প্রশংসা করছে তা বলছে, তার হৃদয় (প্রকৃতপক্ষে) সেই ঈমান থেকে মুক্ত এবং [তার উপরে] আমিও সেই গুণাবলী থেকে বঞ্চিত [যে ব্যক্তি প্রশংসাকারী ব্যক্তি উল্লেখ করেছেন] তাহলে দ্বিতীয় আনন্দের অবসান ঘটবে [হৃদয়ের উপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ করার] অবসান ঘটবে। এর পরে কেবল একটি আনন্দ অবশিষ্ট থাকবে [যা মানুষের জিহ্বার উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তা উপলব্ধি করে একজন যে আনন্দ পায়]। অন্য কথায়, একমাত্র আনন্দ যা অবশিষ্ট থাকবে তা হ'ল এই উপলব্ধি যে প্রশংসা করা ব্যক্তি আমার ভয় এবং বিস্ময়ের কারণে আমার প্রশংসায় নিজের জিহ্বা খুলতে বাধ্য হয়। যে ব্যক্তি প্রশংসায় সিরিয়াস নয়, বরং তার পরিবর্তে কেবল কৌতুক হিসাবে একজনকে প্রশংসা করছে, তখন সমস্ত আনন্দ [কারও জিহ্বার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার শেষ অবশিষ্ট আনন্দ সহ] শেষ হয়ে যাবে কারণ তিনটি কারণের মধ্যে কোনওটিই অবশিষ্ট নেই। এই ব্যাখ্যা থেকে আপনি এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন যে, কেন নিম্ন আত্মা (*নাফস)* প্রশংসা থেকে আনন্দ লাভ করে এবং নিন্দায় কষ্ট পায়। এই কারণগুলি [প্রশংসার জন্য] উল্লেখ করা হয়েছে যাতে খ্যাতির প্রতি ভালবাসা এবং প্রশংসা এবং নিন্দার ভয়ের জন্য নিরাময়ের পদ্ধতি বোঝা যায়। কারণ যতক্ষণ না কোনো রোগ বা অসুস্থতার কারণ বোঝা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এর নিরাময় সম্ভব হবে না, কারণ নিরাময় হচ্ছে অসুস্থতার কারণগুলো শেষ করার আরেক নাম।

খ্যাতির প্রেমের নিরাময়

যার হৃদয়ে খ্যাতির প্রেম আধিপত্য বিস্তার করে, সৃষ্টিকে খুশি করার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে ব্যস্ত থাকে এবং নিজের কথা ও কাজে খুব সচেতন

থাকে, একজনের কথা শোনার পরে এবং নিজের কর্ম দেখার পরে আরও বেশি করে একজনকে সম্মান করে। এই বিষয়টি ভণ্ডামির সমুদ্র এবং অশান্তির ঝর্ণা। এটা উপাসনায় অলসতা সৃষ্টি করে এবং মাঝে মাঝে হৃদয়কে ফাঁদে ফেলার জন্য নিষিদ্ধ ও অনৈতিক কাজ করতে বাধ্য হয়। সুতরাং, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধন-সম্পদ ও খ্যাতির প্রতি ভালবাসা এবং দু'টি [ক্ষুধার্ত এবং হিংস্র নেকড়ে] [যাদের ছেড়ে দেওয়া হয় ভেড়ার পাল] প্রতি তাদের বিশ্বাসের ধ্বংসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনি আরও বলেছেন যে, ধন-সম্পদ ও খ্যাতির প্রতি ভালোবাসা যেমন বাড়ে, তেমনি পানি গাছপালা জন্মায়। ভণ্ডামি মানে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সত্তার মধ্যে পার্থক্য এবং কথা ও কাজের মধ্যে পার্থক্য। একজন ব্যক্তি যিনি প্রশংসা এবং শ্রদ্ধার ডিগ্রির সন্ধান করছেন, তিনি এমন চমৎকার অভ্যাস এবং বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদর্শন করেন যা প্রকৃতপক্ষে কেউ বঞ্চিত। এটা বিশুদ্ধ ভণ্ডামি। খ্যাতির প্রতি ভালোবাসা একটি প্রাণঘাতী রোগ। মুমিনদের হৃদয় থেকে এর নিরাময় ও নির্মূল করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই রোগ, সম্পদকে ভালবাসার রোগের মতো হৃদয়ের অন্তরে প্রবেশ করে [এবং একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়]। এর নিরাময়ও জ্ঞান এবং কর্মের সংমিশ্রণ দ্বারা গঠিত।

খ্যাতির ভালোবাসার জ্ঞানভিত্তিক নিরাময়: খ্যাতিকে ভালোবাসার রোগে জড়িয়ে পড়ার কারণ খুঁজে বের করা। এই কারণটি মানুষের আত্মা এবং দেহের উপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করা। এমনকি যদি কেউ তা অর্জন করে, তবে তার চূড়ান্ত পরিণতি [অবশেষে আসবে সেই ব্যক্তির] মৃত্যুতে। এটি চিরস্থায়ী সৎকর্মের মধ্যে গণ্য হয় না (*আল-বাকিয়াত উস-সালিহাত*)। বরং পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি তোমার সামনে সিজদা করা শুরু করে এবং পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তোমার পায়ে তাদের কপাল রাখে তবে সিজদা করা থাকবে না এবং তুমি জীবিত থাকবে না এবং তোমার শেষ পরিণতি হবে তোমার পূর্বে অগণিত গৌরব, জাঁকজমক ও মর্যাদার অগণিত লোককে দেওয়া হয়েছে। ঈমানের আশীর্বাদ (আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর দিকে পরিচালিত মহান আধ্যাত্মিক পথ) ত্যাগ করা অনন্ত জীবন যা কখনও শেষ হয় না, কারণ এই জাতীয় ক্ষণস্থায়ী এবং ক্ষণস্থায়ী জিনিস [মানুষের হৃদয়ে জনপ্রিয়তা এবং শ্রদ্ধার মতো] কোনওভাবেই উপযুক্ত নয়। যে ব্যক্তি বাস্তব পরিপূর্ণতার বাস্তবতার সাথে পরিচিত এবং সেইসাথে [মিথ্যা] কাল্পনিক পরিপূর্ণতার সাথে পরিচিত, তিনি খ্যাতি [এবং জনপ্রিয়তা] [অর্জনকে] কোনও গুরুত্ব দেন না। বরং যে ব্যক্তি আখেরাতের দিকে নজর রাখে, সে ধূলিকণাকে যে পরিমাণ গুরুত্ব দেয় তাও দেয় না। এ ধরনের ব্যক্তি নিজের সামনে মৃত্যু কল্পনা করে এবং দুনিয়াকে (জাগতিকতা) নিচু মনে করে। সৎকর্মশীলদের সমস্ত মনোযোগ ছিল আখেরাতের দিকে এবং এর জন্য তারা যে কাজ করেছিল তা ছিল পবিত্র, ভয়, শ্রদ্ধা এবং আল্লাহর প্রতি ভয় (*তাকওয়া*) / তারা জানত যে, পরকাল তাদের জন্য রয়েছে ভয়, ভয় ও ভয় (*তাকওয়া*) এবং তাদের জন্য খ্যাতি ও ধন-সম্পদ ছাড়া আর কিছুই নেই। বেশিরভাগ মানুষের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল এবং কেবল বিশ্বের দিকে মনোনিবেশ করে। তাদের চোখের আলো সমস্ত বিষয়ের বাস্তবতা এবং চূড়ান্ত পরিণতি দেখার জন্য প্রসারিত হয় না যা এই ঐশ্বরিক বাণী দ্বারা [ব্যাখ্যা করা হয়েছে] :

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ ﴿١٧﴾

বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, যদিও পরকাল পার্থিব জীবনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী। (কুরআন, অধ্যায় 87, আয়াত 16-17)

যে ব্যক্তি খ্যাতির অন্বেষণে এই পরিমাণে জড়িত, তার উচিত পার্থিব ক্ষতি এবং কষ্টগুলি কল্পনা করে নিজের হৃদয় নিরাময় করা, অন্য কথায়, বিশ্বের বিখ্যাত ব্যক্তিদের মুখোমুখি হওয়া বিপদের দিকে নজর রাখা উচিত - খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং উচ্চ মর্যাদার প্রত্যেক ব্যক্তির কিছু বন্ধু থাকা সত্ত্বেও শত্রুর অভাব নেই। এই মানুষেরা সর্বদা ক্ষতি করার জন্য উপযুক্ত সময়কে লক্ষ্য করে থাকেন এবং যখনই সুযোগ পান, তারা তাদের শত্রুতা প্রকাশ করেন। উচ্চ মর্যাদার লোকেরা চিরকাল তাদের মর্যাদা হারানোর বা হৃদয় পরিবর্তন (ঘুরিয়ে দেওয়ার) এই ভয় থাকে যা তাদের প্রতি মর্যাদা এবং শ্রদ্ধা রয়েছে। [যাকে তারা পছন্দ করে এবং প্রশংসা করে] সম্মান করা এবং [যাকে তারা অপছন্দ করে এবং ঘৃণা করে] এড়িয়ে চলার মধ্যে হৃদয় লড়াই করে। হৃদয়ে ভিত্তি দিয়ে নির্মিত একটি ভবন সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর নির্মিত প্রাসাদের চেয়ে টেকসই নয়। হৃদয়ের প্রতি ছাড়, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি রক্ষা, ঈর্ষান্বিতদের ষড়যন্ত্র, শত্রুদের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করা ইত্যাদি সেই জাগতিক ক্ষতি এবং কষ্ট যা খ্যাতির আনন্দকে তিক্ত করে। খ্যাতি লাভের জন্য আখেরাতের শাস্তি এর থেকে আলাদা। [খ্যাতি অন্বেষণ থেকে] যে পরিমাণ জাগতিক উপকার আশা করা হয় তা কেউ পায় না, বরং খ্যাতি অর্জনের সাথে যুক্ত কষ্টের স্তূপ রয়েছে। যারা খ্যাতি পছন্দ করেন, তাদের দূরদর্শিতা নিরাময় করা উচিত (রহস্যময় অন্তর্দৃষ্টি বা *বাসিরাহ)।* যাদের দূরদর্শিতার গভীরতা (রহস্যময় অন্তর্দৃষ্টি) এবং বিশ্বাসের শক্তি রয়েছে, তারা জগতের প্রতি সামান্যতম মনোযোগ দেয় না।

খ্যাতির প্রেমের ব্যবহারিক নিরাময়: এই রোগের ব্যবহারিক নিরাময় হ'ল কারও খ্যাতি দূর করার জন্য কিছু করা [এবং অন্যের হৃদয়ে ধরে রাখা] যাতে মানুষ তাদের চোখে একজনকে অবমাননা না করা পর্যন্ত তিরস্কার করা হয়। ফলস্বরূপ, জনপ্রিয়তার অনুভূতি দূর হয় এবং একজন নির্জন এবং বেনামী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং কেবল ঈশ্বরের কাছে নিজের জনপ্রিয়তার সাথে লড়াই করে। শুধু এটুকুই জায়েয আছে যে, আমলের মধ্য থেকে এমন কাজ করা যায় যা মানুষের মধ্যে কোন মর্যাদা রাখে না। একটি ঐতিহ্য রয়েছে যে একজন রাজা একজন ধার্মিক উপাসকের কাছাকাছি যেতে চেয়েছিলেন। উপাসক যখন জানতে পারলেন যে রাজা তার সমাবেশে এসেছেন, তখন তিনি তার জন্য খাবার আনার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং বড় বড় টুকরো খেতে শুরু করেছিলেন। রাজা যখন তাকে এভাবে খেতে দেখলেন, তখন তিনি তার সম্পর্কে তার ভাল মতামত রাখতে পারলেন না এবং সেই উপাসক তার চোখে অবমানিত হয়ে পড়েন। এরপর তিনি তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার এবং [আধ্যাত্মিক পথে] তাঁর

অনুসারী হওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করেছিলেন। উপাসক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন এবং রাজার হাত থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান। আধ্যাত্মিক অবস্থার লোকেরা কখনও কখনও এই পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে তাদের নিরাময় করে এবং তারা তাদের হৃদয়ের জন্য উপকারী বলে মনে করে [আধ্যাত্মিক অসুস্থতা থেকে তাদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে]। এই পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করে, তারা তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থাগুলি সংশোধন করে এবং যে কোনও বাড়াবাড়ি [বা তাদের অভ্যন্তরীণ সত্তার মধ্যে সংযম, ভারসাম্য এবং সম্প্রীতি থেকে বিচ্যুতি] দূর করে।

খ্যাতির প্রতি ভালবাসা দূর করার সর্বোত্তম পদ্ধতি: এর সর্বোত্তম প্রতিকার হ'ল মানুষের কাছ থেকে [সামাজিক] নির্জনতা গ্রহণ করা [আধুনিক উপায় বা ঐতিহ্যগত, প্রয়োজনীয় এবং জরুরি ব্যতীত সমস্ত আকার এবং রূপে] গ্রহণ করা এবং অজানা হয়ে যাওয়া বা এমন জায়গায় যাওয়া যেখানে কেউ কাউকে চেনে না। গৃহে নির্জনতা গ্রহণ করাও বিপদমুক্ত নয় কারণ একজন পুরো গ্রামে [বা পৌরসভায়] বিখ্যাত হয়ে উঠবে যে অমুক আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য সমস্ত লোকের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতা গ্রহণ করেছেন, যাতে নির্জনতাও মানুষের হৃদয়ে [একজনের ধার্মিকতা, মঙ্গল এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্পর্কে] বিশ্বাসের উৎস হয়ে উঠবে। এটাও হতে পারে যে, নির্জনতা অনুশীলনকারী ব্যক্তি ভাবতে পারেন যে, নিজের হৃদয়ে খ্যাতির ভালোবাসা রয়ে গেছে না, যদিও এই প্রেম হৃদয়ের কোন কোণে লুকিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে নিম্ন আত্মা (*নাফস)* তার লক্ষ্য অর্জনে সন্তুষ্ট হয় [এখনও বিখ্যাত হয়ে একাকীত্ব গ্রহণ করা]। কিন্তু যদি কেউ এই প্রত্যয় অর্জন করে যে, মানুষ আর কারো ভক্ত ও ভক্ত হয়ে নেই অথবা তারা একজনকে পিঠ দেয় বা কারও প্রতি খারাপ জিনিস আরোপ করে, তাহলে তার (অন্তর) নিম্ন আত্মার (*নাফস)* সন্তুষ্টি শেষ হয়ে যাবে এবং মানুষের হৃদয় থেকে নিজের সম্পর্কে ভুল চিন্তাভাবনা দূর করার উপায় খুঁজতে যথেষ্ট বিচলিত হবে। এমনকি যদি কাউকে মিথ্যা বলতে হয় বা প্রতারণার আশ্রয় নিতে হয়। এই ক্ষেত্রে এটি স্পষ্ট হবে যে এই ব্যক্তি নির্জনতাকে শো অফ হিসাবে গ্রহণ করেছেন, বাস্তবে, এখনও হৃদয়ে খ্যাতি এবং প্রতিপত্তির ভালবাসা রয়েছে। এই প্রেম ধন-সম্পদের প্রতি ভালবাসার মতো, কিন্তু তার চেয়েও বেশি মন্দ কারণ খ্যাতির কারণে সৃষ্ট পরীক্ষা আরও বেশি। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের মতো মানুষের কাছ থেকে লোভ [প্রশংসা ও বিস্ময়] থাকে, ততক্ষণ সে নিজের হৃদয়ে নিজের জায়গা তৈরি করতে অস্থির থাকে। কিন্তু কেউ যদি নিজের হাতে উপার্জন করে এবং অন্যের সম্পদের দিকে নজর না রাখে, তাহলে সব মানুষ একজনের কাছে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলবে। পূর্ব বা পশ্চিমের লোকদের থেকে দূরে বসবাসকারী লোকদের [চিন্তাভাবনা] সম্পর্কে কেউ আর চিন্তা করবে না, কারণ কেউ তাদের দেখতে পায় না এবং তাদের কাছ থেকে কোনও লোভ (বা প্রত্যাশা) করতে পারে না।

মানুষের কাছ থেকে লোভ এবং প্রত্যাশা দূর করা যেতে পারে কেবল সন্তুষ্টির মাধ্যমে। যে সন্তুষ্ট, মানুষের প্রতি বিস্মৃত এবং যে বিস্মৃত, মানুষের সাথে নিজের হৃদয়কে ব্যস্ত করে না, এবং অন্য হৃদয়ে নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদা থাকলে সে তাকে খুব বেশি গুরুত্ব দেয় না। সন্তুষ্টি এবং লোভ দূরীকরণ ছাড়া খ্যাতি ত্যাগ করা সম্ভব নয়। উপরন্তু, ধার্মিক পূর্বসূরিদের (*সালাফ সালিহীন*) অবস্থা মনে রাখা উচিত যে তারা মর্যাদার চেয়ে নম্রতাকে প্রাধান্য দিয়েছিল এবং পার্থিব সম্পদের তুলনায় আখেরাতের ঐশী প্রতিদান অর্জন করেছিল।

প্রশংসার ভালোবাসার নিরাময়

অনেকে কষ্ট পেয়েছিল কারণ তারা অন্যের ভয়ে জর্জরিত ছিল এবং তাদের প্রশংসা ও প্রশংসার আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত হয়েছিল। [ফলস্বরূপ,] তাদের সকল আন্দোলন ও কর্মকাণ্ড মানুষের ইচ্ছানুযায়ী ছিল যাতে তারা তাদের প্রশংসা করতে পারে। এই বিষয়টি ধ্বংসাত্মক বৈশিষ্ট্য থেকে এবং সেই ক্ষেত্রে, এর নিরাময় বাধ্যতামূলক। নিরাময়ের পদ্ধতিটি হ'ল প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা এবং নিন্দার ভয়কে জন্ম দেয় এমন কারণগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা।

প্রথম কারণ [প্রশংসার প্রেমের জন্য]: আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রশংসকের [প্রশংসা] প্রশংসিতকে উপলব্ধি করে যে একজনের পরিপূর্ণতা রয়েছে। এই ক্ষেত্রে, প্রশংসকের প্রশংসায় বিশ্বাস না করে নিজের বুদ্ধিমত্তার আশ্রয় নেওয়া উচিত এবং নিজের হৃদয় থেকে প্রশ্ন করা উচিত যে যে গুণটি একজনের উপর আরোপিত করা হচ্ছে, তা কি আসলেই উপস্থিত আছে কিনা? তাহলে যে গুণটি একজনের উপর আরোপিত করা হচ্ছে, তা কি জ্ঞান, ঈশ্বর-ভয়ের মতো প্রশংসার যোগ্য, নাকি এমন কিছু যা ধন, খ্যাতি এবং জাগতিক সম্পদের মতো প্রশংসিত হওয়া উচিত নয়? যদি কোনও গুণ [যার জন্য প্রশংসিত হয়] জাগতিক উপায়ের সাথে সম্পর্কিত, তবে এতে খুশি হওয়া ঘাসের দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার মতো যা শীঘ্রই শুকিয়ে যাবে যা বাতাস চারপাশে বহন করবে। এই ধরনের সুখ বুদ্ধির অভাবের জন্য শোক হবে। পার্থিব ধন-সম্পদ নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া মানুষের পক্ষে উপযুক্ত নয়। যদি কেউ এটি সম্পর্কে খুশি হতে চায়, তবে তার অস্তিত্বের জন্য খুশি হওয়া উচিত, প্রশংসকের দ্বারা তার প্রশংসার জন্য নয়। এর অর্থ হ'ল এটি প্রশংসার পরে অস্তিত্বে এসেছিল, যদিও এটি আগে থেকে ছিল [তবে কেউ এটির প্রশংসা করার পরেই খুশি হয়েছিল]।

উপরন্তু, যদি সেই গুণটি এমন হয় যে জ্ঞান এবং ঈশ্বর-ভয়ের মতো আপনার সুখী হওয়ার অধিকার রয়েছে, তবে সেই ক্ষেত্রেও তা নিয়ে খুশি হওয়া ঠিক নয় কারণ সমস্ত [অনন্ত পরিত্রাণ এবং সুখ বা অনন্ত দুঃখ এবং অভিশাপ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মানুষ] চূড়ান্ত পরিণতি সবার কাছে অজানা। এই (প্রশংসনীয় ও মহৎ) গুণ থাকবে কি থাকবে তা কেউ জানে না। এটা সত্য যে, জ্ঞান ও সংযম একজনকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে তোলে, কিন্তু [পার্থিব অস্তিত্বের] পরিণতির বিপদ সর্বদাই বিদ্যমান। যদি কেউ নিজের জীবনের খারাপ পরিণতির ভয় পায়, তবে সে বিশ্বের কোনও কিছুতে সন্তুষ্ট হবে না। পরিবর্তে, কেউ বুঝতে পারবে যে পৃথিবী দুঃখ এবং দুঃখের জায়গা এবং এটি সুখ এবং সন্তুষ্টির জায়গা নয় [এর অগণিত সমস্যার কারণে]। আপনি যদি আপনার জীবনের একটি ভাল পরিণতির আশাবাদী হন, তবে প্রশংসকের প্রশংসায় খুশি হওয়ার পরিবর্তে, জ্ঞান এবং সংযমের আকারে আপনাকে যে ঐশ্বরিক উদারতা এবং নেয়ামত প্রদান করা হয়েছে তাতে খুশি হওয়া উচিত। কারণ আনন্দ পরিপূর্ণতা এবং পরিপূর্ণতার উপলব্ধির ফলাফল [যদি এটি সত্যিই বিদ্যমান থাকে], তার অস্তিত্ব ঐশ্বরিক অনুগ্রহের জন্য ঋণী, প্রশংসকের প্রশংসার জন্য নয়। প্রশংসা এই ঐশ্বরিক অনুগ্রহের অধীন। তাই প্রশংসায় খুশি হওয়া উচিত নয় কারণ এটি আপনার শ্রেষ্ঠত্ব বাড়াবে না। যদি কেউ আপনার ধার্মিকতা এবং জাগতিকতা থেকে বিরত থাকার প্রশংসা করে এবং আপনি জানেন যে এই প্রশংসার সাথে বাস্তবতার কোন সম্পর্ক নেই এবং আপনি যদি এতে অত্যধিক আনন্দিত হন তবে এটি সম্পূর্ণ বোকামি। আল্লাহ আপনার মেজাজের কুফল এবং আপনার অভ্যন্তরীণ চরিত্রের নোংরা সম্পর্কে খুব ভাল করেই জানেন এবং এটি কেবল একটি মিথ্যা প্রশংসা এবং এতে সন্তুষ্ট হওয়া অজ্ঞতার চরম সীমা। এমনকি প্রশংসা করা ব্যক্তি যদি সত্যবাদী হয়, তবে আপনার প্রশংসায় খুশি হওয়া উচিত নয়, বরং ঈশ্বর আপনাকে যে অনুগ্রহ এবং আশীর্বাদ দিয়েছেন তাতে আপনার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। মিথ্যা প্রশংসা আপনার জন্য দুঃখের উৎস হওয়া উচিত, সুখের কারণ হওয়া উচিত নয়।

দ্বিতীয় কারণ: প্রশংসার মাধ্যমে প্রশংসার মাধ্যমে মানুষের হৃদয় জয় করা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর উদ্দেশ্য খ্যাতির প্রতি ভালবাসার মতোই, এবং খ্যাতির প্রতি ভালবাসার প্রতিকারের মতোই, উপরোক্ত ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, মানুষের কাছ থেকে কোন লোভ থাকা উচিত নয়, এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে পদমর্যাদা ও প্রশংসা কামনা করা উচিত এবং এই বাস্তবতায় নিশ্চিত থাকতে হবে যে সৃষ্টির (সমস্ত মানুষ) কাছ থেকে পদমর্যাদা এবং প্রশংসা চাওয়া একজনকে ঈশ্বর থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। অতএব, তাদের প্রশংসায় সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়।

তৃতীয় কারণ: সুখের তৃতীয় কারণ হলো, প্রশংসার মাধ্যমে প্রশংসিত ব্যক্তির গৌরব ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। [বাস্তবে,] এটিও একটি ক্ষণস্থায়ী বৈশিষ্ট্য যার কোনও স্থায়ীত্ব নেই। এমন ক্ষণস্থায়ী জিনিসে সন্তুষ্ট হওয়ার কোনও মানে হয় না। এইধরনের প্রশংসা দুঃখের

কারণ হওয়া উচিত এবং প্রশংসাকারীকে মন্দ বলে মনে করা উচিত। এই ধরনের প্রশংসায় একজনের অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত কারণ এটি একজনকে কষ্ট এবং বিপর্যয়ের কাছাকাছি নিয়ে আসে। একজন জ্ঞানবাদী বলেছিলেন, "যে ব্যক্তি কারো প্রশংসায় খুশি হয়, সে শয়তানকে তার অন্তরের সত্তার মধ্যে প্রবেশের সুযোগ দেয়"। অন্য একজন জ্ঞানবাদী মতামত দিয়েছিলেন যে, "আপনি যদি কারও জিহ্বা থেকে শুনতে পছন্দ করেন না যে আপনি একজন খারাপ মানুষ, তবে পরিবর্তে আপনি শুনতে পছন্দ করেন যে আপনি একজন ভাল মানুষ, তবে বাস্তবে, আপনি একজন ভাল ব্যক্তি নন"। এক নবী রেওয়ায়েতে মহানবী মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন:

ألا لا تمادحوا وإذا رأيتم المادحين فاحثوا في وجوههم التراب

"সাবধান! একে অপরের প্রশংসা করবেন না এবং যখন আপনি তাদের প্রশংসা করতে দেখেন তখন তাদের মুখে ধুলো ঢেলে দিন (অর্থাত্, প্রবাদপ্রবাদে বলতে গেলে, এর অর্থ এই জাতীয় লোকদের বিশ্বাসযোগ্যতা দেওয়া উচিত নয় এবং তাদের প্রশংসা উপেক্ষা করা উচিত এবং প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করা উচিত কারণ এটি একজনের অহংকার এবং আত্ম-ধার্মিকতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে একজনের আধ্যাত্মিকতার জন্য ক্ষতিকারক)।

এ কারণেই ভবিষ্যৎ সাহাবীগণ প্রশংসাকে ভীত ভয় পেতেন এবং এর অশান্তি (*ফিতনা বা* বিপর্যয়কর প্রভাব) এবং এর ফলে সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ আনন্দ ও তৃপ্তি সম্পর্কে ভীত থাকতেন। তাঁর প্রশংসা শুনে এক নবী সাহাবী বললেন, হে আল্লাহ! আপনার এই দাস এমন কিছু নিয়ে আমার নিকটবর্তী হতে চায় যা আপনাকে অসন্তুষ্ট করে। আমি তোমাকে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট। এই [ধার্মিক ও ধার্মিক] লোকেরা প্রশংসার প্রতি বিদ্বেষী হওয়ার কারণ ছিল আল্লাহ তাতে অসন্তুষ্ট। উপরন্তু, তাদের অন্তরে এই চিরস্থায়ী উপলব্ধি ছিল যে, আল্লাহ তাদের [প্রকৃত অভ্যন্তরীণ] অবস্থা [এবং তাদের সত্য বাস্তবতা] সম্পর্কে অবগত এবং তাদের দোষ সম্পর্কে [সম্পূর্ণভাবে] অবগত। তাই কারো প্রশংসায় নিজের দোষ কমবে না, দোষ বাড়বে না। ভাল ব্যক্তি হ'ল সে যে ঈশ্বরের নিকটবর্তী এবং খারাপ ব্যক্তি সে যে তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকে। যে ব্যক্তির প্রশংসা করা হচ্ছে সে যদি আল্লাহর দৃষ্টিতে খারাপ হয় এবং যার আবাসস্থল জাহান্নাম হয়, তবে কারো প্রশংসায় সন্তুষ্ট হওয়া চরম অজ্ঞতা। যদি সেই ব্যক্তি জান্নাতের যোগ্য হয়, তবে কেবল আল্লাহর আশীর্বাদ এবং উদারতায় খুশি হওয়া উচিত কারণ অন্য বান্দাদের প্রশংসা করে সন্তুষ্ট হয়ে কিছুই অর্জন করা যায় না। কারো ব্যাপার বান্দাদের (অর্থাৎ আল্লাহর) হাতে নয়। রিযিক ও মৃত্যু সবই আল্লাহর ক্ষমতা ও অধিকারের অধিকারী। যদি এই বিষয়টি বোঝা যায়, তবে কেউ কোনও সৃষ্টির প্রশংসা বা নিন্দার যত্ন নেবে না। প্রশংসার ভালবাসা একজনের হৃদয় থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করবে এবং আধ্যাত্মিক পথের কঠোর অভিযানে দেহ এবং আত্মার সাথে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হবে।

সমালোচনা ও নিন্দার ঘৃণার নিরাময়

এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ এমন একটি কারণে নিন্দাকে ঘৃণা করে যার বিপরীত কারণ হল কেন তারা প্রশংসা পছন্দ করে। তাই প্রশংসার প্রতি ভালোবাসার নিরাময় থেকে এর প্রতিষেধক বোঝা যায়। এ ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হলো, যে ব্যক্তি আপনাকে নিন্দা করবে সে তিনটি রাষ্ট্রের একটিও থেকে বঞ্চিত নয়। হয় এই ধরনের ব্যক্তি একজনের বক্তব্য সত্যবাদী বা কারও উদ্দেশ্য আন্তরিকতা এবং ভালবাসা, অথবা কেউ তার নিন্দায় সত্যবাদী হয় তবে তার উদ্দেশ্য আন্তরিকতা নয় এবং পরিবর্তে ক্ষতি করতে চায়। যতদূর পর্যন্ত প্রথম মামলার সাথে সম্পর্কিত, আপনার নিন্দা শুনে আপনার রাগ করা উচিত নয় বা কারও প্রতি শত্রুতা করা উচিত নয় বা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এমন একজনকে নিন্দা করা উচিত নয়। পরিবর্তে, আপনার প্রতি কারও অনুগ্রহ গ্রহণ করা ভাল, কারণ যে ব্যক্তি আপনাকে আপনার দোষ সম্পর্কে অবহিত করে, বাস্তবে, তিনি আপনাকে আপনার নিজের ধ্বংসাত্মক অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর সাক্ষী করে তোলেন এবং সেগুলির বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করার পরামর্শ দেন। আপনার সম্পর্কে কারও সমালোচনা সম্পর্কে আপনার খুশি হওয়া উচিত এবং আপনার নিজের নিন্দনীয় [অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য বা] গুণাবলী দূর করার জন্য লড়াই করা উচিত। নিন্দার জন্য অনুশোচনা করা বা অপছন্দ করা বা দোষী ব্যক্তিকে খারাপ বলা অজ্ঞতা। যদি সমালোচক কেবল শত্রুতার কারণে এবং আপনার ক্ষতি করার জন্য আপনার সমালোচনা করেছেন, তবে আপনি খুশি হওয়া উচিত কারণ আপনি তাদের কারণে আপনার দোষ সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। আপনি আগে তাদের সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না, বা এটি আপনাকে আপনার দোষের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল কারণ আপনি এর আগে অবহেলা করেছিলেন, বা এটি আপনার [খারাপ অভ্যন্তরীণ] গুণাবলীকে আপনার চোখে খারাপ করে তুলেছিল কারণ আপনি তাদের আগে ভাল বলে মনে করেছিলেন। এই সমস্ত বিষয় আপনার চিরন্তন সুখ এবং অনন্ত সাফল্যের কারণ (*সা'দা*) এবং যখন আপনি এর উপায় পাবেন তখন আপনার অনন্ত সুখ এবং চিরস্থায়ী সাফল্য অর্জনে দেরি করবেন না। এর উপমা হ'ল আপনি নোংরা কাপড় পরিধান করেন এবং রাজার দরবারে যাওয়ার ইচ্ছা করেন এবং আপনি জানেন না যে আপনার কাপড়ে নোংরা রয়েছে। উপরন্তু, আপনি এটাও জানেন না যে আপনি যদি এই অবস্থায় প্রবেশ করেন তবে রাজা খুব রেগে যাবেন এবং যদি তিনি আপনাকে এই অপমানের জন্য একটি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন তবে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। যদি কেউ তোমাকে বলে, হে নোংরা! হে নোংরা! আপনার জামাকাপড় পরিষ্কার করুন", আপনার খুশি হওয়া উচিত কারণ এই মৌখিক পূর্বাভাসটি অত্যন্ত মূল্যবান। সকল অশুভ ও ক্ষতিকর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র ও অভ্যন্তরীণ স্বভাব আখেরাতে ধ্বংসের কারণ। মানুষ তাদের ধ্বংসাত্মক নৈতিকতা, আচরণ, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং অভ্যন্তরীণ স্বভাব সম্পর্কে জানতে পারে যখন তারা তাদের নিন্দা করে এবং আপনাকে তাদের নিন্দার লক্ষ্য করে তোলে। যদি আপনার ভাগ্যে, এমন কোনও শত্রু থাকে তবে আপনার উচিত তাকে মূল্য দেওয়া। যদি কোন শত্রু কারো শত্রুতার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তা আল্লাহর কাছে যাওয়ার পথের জন্য বিপজ্জনক (এবং তাঁর

সাথে দাঁড়ানো কারণ কারও শত্রুতা নিজের মধ্যে নেতিবাচকতা জাগিয়ে তুলতে পারে) তবে এটি [তবুও] আপনার জন্য একটি আশীর্বাদ। এই আশীর্বাদের জন্য আপনার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত [যে আপনি আপনার দোষ সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন] এবং এর সুবিধা গ্রহণ করুন। আপনার শত্রু যদি নিজের ইচ্ছায় নিজের শত্রুতার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় (রূপকভাবে বলতে গেলে) তবে আপনার কী চিন্তা হবে?

তৃতীয় ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি একজন মিথ্যাবাদী এবং আপনাকে এমন কিছুর জন্য অভিযুক্ত করছে যা আপনাকে ঈশ্বরের কাছে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আপনার এটি সম্পর্কে সামান্যতম চিন্তা করা উচিত নয় বা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে একজনকে নিন্দা করা উচিত নয়, পরিবর্তে, আপনার তিনটি বিষয়ের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। প্রথমটি হ'ল আপনি এমন একটি দোষ থেকে মুক্ত হয়েছেন যার সাথে আপনাকে জড়িত বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। যাইহোক, এ ধরনের আরও কত দোষ রয়েছে যার সাথে আপনি জড়িত আছেন, কিন্তু আল্লাহ তাদের উপর (বিশুদ্ধ ঐশ্বরিক উদারতা এবং উদারতার কারণে) আড়ালের পর্দা নিক্ষেপ করেছেন। আপনার ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে তাদের সম্পর্কে লোকদের অবহিত করার পরিবর্তে, তাদের কাছে একটি দোষ হস্তান্তর করা হয়েছিল যা থেকে আপনি অব্যাহতি পেয়েছেন। দ্বিতীয় বিষয় হলো, মানুষের দোষ খুঁজে বের করা আপনার নিজের পাপ ও দোষের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে উঠবে। অন্য কথায়, লোকেরা এমন একটি দোষ দায়ী করে যা আপনার মধ্যে বিদ্যমান নয়, আপনি প্রকৃতপক্ষে জড়িত আরও অনেকগুলি থেকে আপনাকে মুক্ত করেছেন। মনে রাখবেন যে, যে ব্যক্তি আপনাকে কামড় দেয়, সে আপনাকে তার নিজের সৎকর্ম এবং সৎকর্মের একটি উপহার উপহার দেয় [যার বিরুদ্ধে পিঠা দেওয়া হয়েছে তার হিসাবে] এবং যে আপনার প্রশংসা করে, সে আপনার পিঠে মারাত্মক আঘাত করে। এই বিষয়টি কতই না আশ্চর্যজনক যে আপনি আপনার পিঠে আঘাত পেয়ে খুশি হন এবং পণ্যদ্রব্যের উপহার পেয়ে দুঃখিত, যদিও এই ভাল কাজগুলি আপনাকে ঈশ্বরের আরও নিকটবর্তী করবে। তৃতীয় বিষয় হল, সেই বেচারা আপনার বিরুদ্ধে দোষ খুঁজে বের করে নিজের ক্ষতি করছে। এইরকম ব্যক্তি একজনের বিশ্বাসকে নষ্ট করে দিয়েছিল, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নিজেকে নিচু করেছিল এবং মিথ্যা অভিযোগের কারণে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির যোগ্য হয়েছিল। এমন একজন নিপীড়িত ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার করা কি আপনার পক্ষে সমীচীন হবে, যার হিসাব ইতিমধ্যেই নির্ধারিত হয়েছে এবং ঈশ্বরের ক্রোধ ইতিমধ্যে এমন ব্যক্তির উপর রয়েছে? কেন আপনি শয়তানকে একজনের ধ্বংস এবং ঐশ্বরিক ক্রোধের জন্য প্রার্থনা করে সুখী হওয়ার সুযোগ দিচ্ছেন? তোমার উচিত এমন একজনের জন্য প্রার্থনা করা: "হে আল্লাহ! এমন একজনকে সংস্কার করুন, কারও অনুতপ্ত গ্রহণ করুন এবং একজনের প্রতি দয়া করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উহাদের যুদ্ধে দাঁত ভেঙেছিল, মুখ আঘাত করেছিল এবং তার চাচা হামজা (রাঃ) কে হত্যা করেছিল (যখন মক্কার বাহিনী মদিনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সমস্ত

অনুসারীদের আক্রমণ ও হত্যা করতে এসেছিল এবং তিনি সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলেন) এর জন্য নিম্নোক্ত দোয়া করেছিলেন:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِيْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

"হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! হেদায়েত দাও আমার সম্প্রদায়কে কারণ তারা জানে না। (বর্ণনা করেছেন *হাদীস* সংকলন *বায়হাকী দালা-ইল নবুওয়া)*

যারা সন্তুষ্টি অনুশীলন করে এবং লোকেদের সম্পদ থেকে সমস্ত লোভ শেষ করে দেয় তাদের কাছে নিন্দা মন্দ বলে মনে হয় না। আপনি যদি মানুষের প্রতি অজ্ঞ হয়ে যান [এবং তাদের প্রশংসা এবং প্রশংসা সহ] তবে তারা আপনার বিরুদ্ধে যতই বদনাম করুক না কেন, এটি আপনার হৃদয়ে খুব বেশি প্রভাব ফেলবে না। ঈমানের বাস্তবতা বা ঈশ্বরের পথ (*দ্বীন)* হচ্ছে সন্তুষ্টি যা ধন-সম্পদ ও খ্যাতির লোভের অবসান ঘটায়। যতক্ষণ লোভ থাকবে, আপনি চাইবেন যে আপনি যার কাছ থেকে লোভ এবং প্রত্যাশা করেছেন, তার হৃদয়ে আপনার ভালবাসা এবং উচ্চ মর্যাদা থাকবে এবং আপনার প্রশংসা করুন। আপনি নিজের জন্য নিজের হৃদয়ে জায়গা তৈরি করতে ব্যস্ত থাকবেন এবং আপনার বিশ্বাস বা ঈশ্বরের (দ্বীন) পথ ধ্বংস না করে এটি ঘটবে না।

কিছু লোক প্রশংসা এবং খ্যাতি কামনা করে এবং সেগুলি অর্জন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, এমনকি উপাসনায় প্রদর্শন করার পরিমাণেও। মানুষের হৃদয়কে নিজের দিকে ঝুঁকানোর জন্য এবং তাদের নিজের প্রশংসা করতে বাধ্য করার জন্য, তারা এমন কাজ থেকেও বিরত থাকে না যা ধর্মীয়ভাবে হারাম (*হারাম) /* এ ধরনের মানুষ ধ্বংসের পথে হাঁটছে। কিছু লোক এমন হয় যে তারা খ্যাতি ও প্রশংসা কামনা করার জন্য [ধর্মীয়ভাবে] হালাল জিনিস ব্যবহার করে কারণ তারা ইবাদতকে এর মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে না এবং তারা নিষিদ্ধ কাজ করে না। এই ধরনের মানুষেরা অতল গহ্বরের প্রান্তে রয়েছেন। কারণ বক্তৃতা বা কর্মের উপর একটি সীমা আরোপ করা যায় না, তাই এটি সম্ভব যে তারা প্রশংসার সন্ধানে অদৃশ্যভাবে সমস্ত সীমা অতিক্রম করতে পারে এবং নিজেকে ধ্বংস করতে পারে। এই ক্ষেত্রে, তারা এমন লোকদের খুব কাছাকাছি যারা নিজেকে ধ্বংস করে। কিছু মানুষ এমন থাকে যারা প্রশংসা কামনা করে না বা তার জন্য চেষ্টা করে না, কিন্তু যখন তাদের প্রশংসা করা হয় তখন তারা তাদের হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করে। এ ধরনের লোকেরা যদি আধ্যাত্মিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে না যায় এবং প্রশংসার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করতে নিজেকে বাধ্য না করে, তবে এটি সম্ভব যে তারা তাদের অভ্যন্তরীণ আনন্দের কারণে [প্রশংসা পাওয়ায়] দ্বিতীয় গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যদি তারা আধ্যাত্মিকভাবে সংগ্রাম করে এবং প্রশংসা এবং এর ধ্বংসাত্মকতার কথা বিবেচনা করে তাদের ঘৃণা প্রকাশ করে, তাদের হৃদয়কে এতে সন্তুষ্ট হওয়ার সুযোগ দেয় না, তবে এই জাতীয়

লোকেরা আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার বিপদে ঘিরে থাকে - কখনও তারা সফল হয় এবং কখনও কখনও তাদের পরাজয়ের ভাগ্যে থাকে।

কিছু লোক প্রশংসা শুনে খুশি হয় না, বা তারা এতে এমনভাবে কষ্ট পায় না যেন প্রশংসা তাদের উপর তার চিহ্ন রেখে যায় না। এই ধরনের লোকেরা পুরোপুরি আন্তরিক না হলেও তাদের মূল্যায়ন করা হয়। কিছু লোক এমন হয় যে তারা প্রশংসা করার প্রতি তাদের ঘৃণা প্রকাশ করে তবে এতটা নয় যে তারা প্রশংসা করা ব্যক্তির উপর বিরক্ত হয় বা কাউকে তা করতে বাধা দেয়। এই [প্রশংসার প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়া এবং মনোভাবের দিক থেকে] সর্বোচ্চ ডিগ্রী হ'ল প্রশংসাকে খারাপ বলে বিবেচনা করা উচিত, সত্যিকারের ঘৃণা প্রদর্শন করা উচিত যা জোর করা উচিত নয় [অন্য কথায়, বাহ্যিক অপছন্দ এবং এতে অভ্যন্তরীণ সন্তুষ্টি রয়েছে]। আন্তরিকভাবে এবং সত্যের সাথে জিহ্বা দিয়ে বিরক্ত হওয়া এবং হৃদয়ে [প্রশংসায়] সন্তুষ্ট হওয়া, বিশুদ্ধ ভণ্ডামি। এই ধরনের ব্যক্তি একজনের আন্তরিকতা এবং সত্যবাদিতা প্রকাশ করে তবে অভ্যন্তরীণ সত্তার মধ্যে আন্তরিকতা বা সত্যবাদ নেই। [প্রশংসাকে অপছন্দ করার] এই বিভিন্ন মাত্রার মাধ্যমে, যারা প্রশংসার নিন্দা করে তাদের অবস্থার মধ্যে পার্থক্যও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর প্রথম ডিগ্রী হ'ল ঘৃণার প্রকাশ হওয়া উচিত এবং শেষ ডিগ্রী হ'ল একজন [নিজের নিন্দা] করার উপর আনন্দ প্রকাশ করে। তবে একমাত্র ব্যক্তি যিনি নিজের সমালোচনা করে খুশি হতে পারেন তিনিই যার নিজের নিম্ন সত্তার (নাফস) সাথে শত্রুতা রয়েছে। এই নিম্ন আত্মা অত্যন্ত বিদ্রোহী, এর অসংখ্য দোষ রয়েছে, তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা বিখ্যাত, তার প্রতারণা স্পষ্ট। এটি এমন একটি আচরণের দাবিদার, যা শত্রুদের সাথে আচরণ করা হয়। শত্রুর দোষ শুনে খুশি হওয়া মানব স্বভাবের দুর্বলতা। যখন কেউ নিজের নিম্ন নিচের (*নাফস)* শত্রু হয়ে যায়, তখন তার দোষ শুনে খুশি হওয়া উচিত এবং যে ব্যক্তি এর নিন্দা করেছে তার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কারণ এমন ব্যক্তি তার সাম্প্রদায়িক বাধ্যবাধকতা (*ফারদ আল-কিফায়া)* পালন করেছে এবং আমার নিজের দোষ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করার জন্য চতুরতা ও বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করেছে। এই নিন্দা মানুষের চোখে হ্রাস পাবে এবং খ্যাতির ক্ষতি থেকে সুরক্ষিত হবে। উপরন্তু, মানুষ অনেক ভাল কাজ করতে সক্ষম হয় না। এতে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না যদি এই নিন্দা [নিজের বিরুদ্ধে] কারও জন্য একটি ভাল কাজ হয়ে যায় এবং নিজের দোষের প্রায়শ্চিত্তে পরিণত হয় যা নির্মূল করতে সক্ষম নয়। যদি একজন আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী (*মুরিদ)* তার পুরো জীবন এই কাজের জন্য উৎসর্গ করেন যে কারও চোখে প্রশংসা ও নিন্দা সমান হয়ে যায়, তবে এই ব্যস্ততা কাউকে [অন্য কিছুর জন্য] কোনও অবকাশ বা বিরতি দেবে না। আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর চিরন্তন সুখ এবং চিরস্থায়ী সাফল্যের *(সা'দা)* পথে, প্রচুর বিশ্বাসঘাতক এবং কষ্টসাধ্য গিরিখাত রয়েছে এবং এটি সেই গিরিখাতগুলির মধ্যে একটি। সবচেয়ে কঠিন আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা (মুজাহাদা) না করে এই গিরিখাতগুলি অতিক্রম করা যায় না।

অধ্যায় 9- আড়ম্বরপূর্ণ এবং প্রদর্শনের ক্ষতি

গাজ্জালীর নবম গ্রন্থ "*ইহ্যা আল-উলুম আদ-দীন*" *বা* "*ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ*" *এর তৃতীয় খণ্ড বা চতুর্থাংশে বস্তুগত* সম্পদ বা অসামান্য গুণাবলী, প্রতিভা এবং দক্ষতার দিক থেকে যে কোনও ভাল প্রদর্শনের ক্ষতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অসুখগুলি এতটাই আত্মগ্রাসী যে তারা একজনের জীবনকে দখল করে নেয় এবং একজনকে আধ্যাত্মিক পথ থেকে বিচ্যুত করে, যা এই গ্রন্থের প্রথম অংশে বর্ণিত হয়েছে, এবং একজনকে অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং প্রশান্তি কেড়ে নেয়। গাজ্জালী এই অসুস্থতা, তাদের উৎপত্তি সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে এবং হৃদয় থেকে তাদের নির্মূল করার উপায়গুলি নির্ধারণ করে, ফলস্বরূপ এটি অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং প্রশান্তিতে পূর্ণ করে। খ্যাতি-সন্ধানের মতো, আড়ম্বরও অহংকার এবং ফলস্বরূপ অহংকারকে উত্সাহ দেয়, পাশাপাশি আত্ম (নাফস) এর প্রতি আবেশ এবং তার ত্রুটিগুলির প্রতি অন্ধত্ব এভাবে আত্ম-সংস্কারের সমস্ত সম্ভাবনাকে হত্যা করে এবং বিষয়টিকে আরও ভালর দিকে ঘুরিয়ে দেয়। আড়ম্বরপূর্ণতা সমস্ত বিষয়ে আন্তরিকতা দূর করে, এমনকি ভাল কাজ সম্পর্কিত বিষয়গুলিতেও, এইভাবে একজনের ভাল কাজ এবং কাজের ফলে এর মধ্যে জন্ম নেওয়া যে কোনও আলো হৃদয়কে খালি করে দেয়। গাজালির এই বইয়ের বিষয়বস্তু এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে [15]:

আড়ম্বরপূর্ণতার নিন্দা

আড়ম্বরপূর্ণ [বা প্রদর্শন বা ভান প্রদর্শন] [ঐশ্বরিক আইনে] নিষিদ্ধ এবং যে ব্যক্তি তা করলে তা ঐশ্বরিক অসন্তুষ্টির যোগ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন [সরল বান্দাদের উদ্ধৃতি দিয়ে যারা ফাঁকা ভান এবং প্রদর্শন থেকে মুক্ত]:

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا

"আমরা তোমাদেরকে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খাদ্য পরিবেশন করি (ঐশ্বরিক গ্রহণযোগ্যতা, ঘনিষ্ঠতা ও ঘনিষ্ঠতার রূপক), এর প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। (কুরআন, অধ্যায় 76, আয়াত 9)

فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا

"যে ব্যক্তি নিজের পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং আল্লাহর ইবাদতের সাথে কাউকে শরীক না করে (সৃষ্টির সন্তুষ্টি, সন্তুষ্টি ও প্রশংসা লাভের জন্য কিছু করা তাদের আল্লাহর ইবাদতেই অন্তর্ভুক্ত করা এবং তাদেরকে আল্লাহর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার সমান)। (কুরআন, অধ্যায় 18, আয়াত 110)

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন পদক্ষেপটি উদ্ধারমূলক?" তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: "[ঈশ্বরের] বান্দার উচিত এমন কোন কাজ করা উচিত নয় যার উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকেরা [বা তাদের কাছ থেকে প্রশংসা, উপলব্ধি, ধন্যবাদ, প্রশংসা, আর্থিক বা বস্তুগত সুবিধা, প্রতিপত্তি, ছাড় ইত্যাদি পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের যা কিছু দিতে হবে]". (বর্ণনা করেছেন *আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রহঃ) এর নির্দেশে* হাদীস *সংকলন* হাকিম।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন, 'যখন তোমরা রোজা রাখ, তখন মাথা ও দাড়িতে তেল লাগিয়ে তোমার চিটচিটে হাতের উপর দিয়ে ঠোঁটের উপর রাখ, যাতে লোকেরা বুঝতে না পারে যে, তোমরা রোজা রাখছ। যখন তুমি তোমার ডান হাত দিয়ে দান কর, তখন এমনভাবে দান করো যাতে তোমার বাম হাত সে সম্পর্কে অবগত না হয়। আপনি যখন প্রার্থনা করবেন, তখন আপনার দরজায় একটি পর্দা রাখুন (যাতে কেউ লক্ষ্য না করে যে আপনি প্রার্থনা করছেন কারণ প্রার্থনার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর উপাসনা করা এবং জনগণের প্রশংসা ও প্রশংসা অর্জনের জন্য এটি প্রকাশ্যে প্রদর্শন করা নয়)। আল্লাহ তাআলা রিযিক বিতরণ করার সাথে সাথে প্রশংসা বিতরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا يقبل الله عزّ وجلّ عملا فيه مثقال ذرّة من رياء

"ঈশ্বর এমন কোনও কাজ গ্রহণ করেন না যার মধ্যে একটি কণার মতো প্রদর্শন রয়েছে".

এক নবী বর্ণনায় বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না, তখন যারা আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাবে তাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি থাকবে যে ডান হাত দিয়ে দান করেছে (এমনভাবে) যাতে বাম হাত এ বিষয়ে অবগত হয়নি। (বর্ণনা করেছেন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত *সহীহ বুখারী* ও *সহীহ মুসলিম* হাদীস *সংকলন* । অন্য *হাদীস* (নবুয়ীমূলক বর্ণনা) অনুসারে, একটি গোপন [সৎ] আমল প্রকাশ্যে করা [সৎকর্ম] আমলের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি উত্তম হয়। (বর্ণনা করেছেন আবু দারদার (রহঃ) এর উপর *হাদীস* সংকলন *বায়হাকী।* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন একজন জাঁকজমক ব্যক্তিকে ডাকা হবে, 'তোমাদের সৎকর্ম বৃথা হয়েছে এবং তোমাদের ঐশ্বরিক প্রতিদান শেষ হয়েছে। যাও, যাও এবং সেই লোকদের কাছ থেকে তোমাদের আমলের প্রতিদান নিয়ে যাও, যাদের জন্য তোমরা তা করেছ। (বর্ণনা করেছেন *হাদীস* সংকলন *ইবনে আবি আদ-দুনিয়া* জাবাল ইয়াহসাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তার যা কিছু আছে তা দিয়ে তা কেঁপে উঠল। অতঃপর আল্লাহ পর্বতমালা সৃষ্টি করলেন এবং সেগুলোকে ভূমিতে খুঁটির মতো বানিয়েছেন। ফেরেশতাগণ একে অপরকে বললেন, আল্লাহ পর্বতের চেয়ে কঠিন কিছু সৃষ্টি করেননি। অতঃপর আল্লাহ লোহা সৃষ্টি করলেন যা পাহাড় কেটে ফেলল। অতঃপর তিনি আগুন সৃষ্টি করলেন যা লোহা গলিয়ে দেয়। এরপর আগুন নেভানোর জন্য পানি পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। তখন বাতাসের আদেশ দেওয়া হয়েছিল, এবং এটি জলকে উল্টে দিয়েছিল। পরে ফেরেশতাদের মতামত পরিবর্তিত হয়েছিল এবং তারা ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করার কথা ভেবেছিল। তারা জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা তোমাদের সৃষ্টিতে সবচেয়ে কঠিন জিনিস কোনটি? তিনি বললেন, আমি আদম সন্তানের (অর্থাৎ মানুষ) হৃদয়ের চেয়ে কঠিন কিছু তৈরি করিনি। যখন কেউ ডান হাত দিয়ে দান করে, তখন সে তার বাম হাত থেকে এটি গোপন করে রাখে (অর্থাত্, এটি সমস্ত স্তরের আড়ম্বরপূর্ণতা এড়ানোর জন্য সম্পূর্ণ গোপনীয়তার সাথে করা হয় এবং এর জন্য ঈশ্বরের প্রতি উচ্চ স্তরের আন্তরিকতা প্রয়োজন যা আধ্যাত্মিক রূপান্তরের জন্য সাহসী প্রচেষ্টার সাথে আসে)"। (বর্ণনা করেছেন *হাদীস* সংকলন *তিরমিযী* আনাস (রহঃ)

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি মহান নবুয়ীর সাহাবী মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) কে অনুরোধ করেছিলেন যে, তিনি তাকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন, যা তিনি প্রতিদিন স্মরণ করতেন এবং এর কষ্ট ও কঠোরতার কারণে আবৃত্তি করতেন। মু'আয রাদিয়াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করতে রাজি হন কিন্তু তিনি দীর্ঘক্ষণ কেঁদে ফেললেন। অতঃপর তিনি বললেন:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের জন্য আমি কতই না আকাঙ্ক্ষা করি! একসময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি একটি

উটে চড়েছিলেন এবং তিনি আমাকে তার পিছনে বসার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা যখন এগিয়ে গেলাম, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর বান্দাদের উপযুক্ত হুকুম করেন। অতঃপর আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে একটি কথা বলছি, যদি তুমি তা স্মরণ কর, তবে তা তোমার উপকারে আসবে, কিন্তু যদি তুমি তা ভুলে যাও, তবে মহান আল্লাহর সামনে তোমার কোন যুক্তি থাকবে না। হে মু'আয! আকাশ সৃষ্টির পূর্বে, মহান ঈশ্বর সাতজন ফেরেশতা সৃষ্টি করেছিলেন, প্রতিটি আকাশের জন্য একজন করে এবং গেটের মাত্রা অনুসারে আকাশের প্রতিটি দরজায় একজন ফেরেশতা পাহারা হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। যখন দু'জন ফেরেশতা *'কিরামন কাতিবিন'* (দু'জন ফেরেশতা প্রত্যেক মানুষের দুই কাঁধে এবং তার সমস্ত কাজের ভাল বা মন্দ লিপিবদ্ধ করে) বান্দাদের কর্মের সাথে উঠে আসে, তখন তাদের মধ্যে সূর্যের আলোর মতো আলো রয়েছে। যখন তারা প্রথম আসমানের দরজায় পৌঁছায়, তখন সেখানে প্রহরী হিসাবে দাঁড়িয়ে থাকা ফেরেশতা *'কিরামন কাতিবিন' (*প্রতিটি মানুষের অভিভাবক ফেরেশতা) কে অনুরোধ করে যে তারা বান্দার মুখের দিকে আমল চাপিয়ে দেয় (অর্থাৎ যে মানুষ যার কর্ম আল্লাহর কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে)। ফেরেশতা বলেন, 'আমি 'বিবাদ'-এর ফেরেশতা। হে আমার পালনকর্তা, আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন কোন বিদ্বেষকারীর কর্মকে ঊর্ধ্বমুখী হতে দিই না।

সূর্যের আলোর মতো জ্বলজ্বল করে এমন দাসের আরও কিছু কর্ম নিয়ে *'কিরামন কাতিবিন'* আবার দ্বিতীয় আকাশে উঠে যায়। ফেরেশতা তাদের সেখানে থামিয়ে দেয় এবং তাদের দাসের মুখের দিকে দলিলটি চাপিয়ে দিতে বলে, কারণ এই কাজের দ্বারা একজনের উদ্দেশ্য ছিল জাগতিক লাভ অর্জন করা। [ফেরেশতা তাদের বলে:] আমার আল্লাহ আমাকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য যে আমল করেছে, তার আমল স্বীকার করি না। অতঃপর ফেরেশতাগণ সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের *'লা'না'* (আরবি শব্দ 'লানা' অর্থ তাঁর বান্দার কাছ থেকে তাঁর রহমত রোধ করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা) প্রেরণ করেন।

অতঃপর ফেরেশতাগণ বান্দার অন্যান্য (সৎ) আমল নিয়ে উঠে আসে যেমন দান-খয়রাত, রোজা এবং অন্যান্য সৎকর্ম যা তারা অত্যন্ত সৎ ও মূল্যবান বলে মনে করে। কিন্তু যখন তারা তৃতীয় আকাশে পৌঁছায়, তখন প্রহরী দূত তাদের থামিয়ে দেন এবং তাদের কাজগুলি কর্মকারীর মুখের দিকে চাপিয়ে দিতে বলেন। [পাহারাদার] ফেরেশতা বলেছেন যে তিনি 'অহংকারের' ফেরেশতা। তাকে তার পালনকর্তা আদেশ দিয়েছেন যে, কর্মকারী যেন আমলের মাধ্যমে অন্য মানুষের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে চেয়েছিল, তেমনি আমলকে ঊর্ধ্বমুখী হতে দেবেন না।

'*কিরামন কাতিবিন* আবার এই [ঈশ্বরের] বান্দার আরও কিছু [সৎকর্ম] নিয়ে উঠে আসে যা নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল হয়। এর মধ্যে রয়েছে নামাজ, *হজ্জ (*বা তীর্থযাত্রা), '*তাসবিহ'* (আল্লাহর স্মরণ ও মহিমা), রোজা ইত্যাদির মতো সুন্দর কাজ। যখন তারা চতুর্থ আকাশে পৌঁছায়, তখন প্রহরী ফেরেশতা তাদের থামিয়ে দেয় এবং তাদের কাজগুলি কর্মকারীর মুখের দিকে ঠেলে দিতে বলে। ফেরেশতা তাদেরকে বলেন, 'আমি 'আত্ম-অহংকারীর' ফেরেশতা এবং আমার পালনকর্তা আমাকে আদেশ দিয়েছেন যে, কর্মকারীরা যেমন অহংকারের সাথে তার কর্মে ভেজাল করেছিল তেমনি কাজগুলি (আল্লাহর কাছে) উঁচুতে উঠতে দেবে না।

অতঃপর ফেরেশতাগণ তার অন্যান্য সৎকর্মকে কনের মতো শোভিত করে যার মধ্যে রয়েছে 'হজ্জ*'* (বা তীর্থযাত্রা), আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা ইত্যাদি, সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করা। তারা তাদের পঞ্চম আসমানে নিয়ে যায়। [পঞ্চম আকাশের দরজায়] পাহারাদার ফেরেশতা তাদের থামিয়ে বলেন: আমি 'ঈর্ষা'র ফেরেশতা। আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে তাঁর রহমতে দান করেছেন, তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হন। এই ব্যক্তি আল্লাহর উদার অনুদানে সন্তুষ্ট নয়। আমার পালনকর্তা আমাকে আদেশ দিয়েছেন যে, কারো কর্মকে ঊর্ধ্বতন করা যেন না।

অতঃপর ফেরেশতাগণ ষষ্ঠ আসমানে আরোহণ করেন, যেমন ওজুনা, পূর্ণ শুচিকরণ, নামায, রোজা, *হজ্জ* (বা তীর্থযাত্রা) ইত্যাদি। সেখানে মোতায়েন প্রহরী ফেরেশতা তাদের থামিয়ে বলেন: আমি 'রহমতের দেবদূত'। কর্মগুলি দাসের মুখের দিকে ঠেলে দিন কারণ এই ব্যক্তি কখনও কারও প্রতি দয়া দেখায়নি। অন্যকে সমস্যায় ও দুর্ভাগ্যে দেখে একজন খুশি হতেন। আমার পালনকর্তা আমাকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন কারো কর্মকে উচ্চতর করতে না দিই।

অতঃপর '*কিরামন কাতিবিন* এই ব্যক্তির আরো কিছু আমল দিয়ে সপ্তম আসমানে উঠে যায়, যার মধ্যে রয়েছে দান-খয়রাত, নামায, রোজা, আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা, *তাকওয়া* (পবিত্র ভয়, শ্রদ্ধা ও আল্লাহর প্রতি ভয়) ইত্যাদি। এই কাজগুলি বজ্রপাত এবং বজ্রপাতের মতো উচ্চস্বরে বেরিয়ে আসে। সপ্তম আকাশের ফেরেশতা বলেছেন: আমি 'খ্যাতি এবং প্রদর্শনের' ফেরেশতা। এই ব্যক্তি *উলামা (*আলেম) এবং পদ ও মর্যাদার লোকদের সঙ্গ ও সমাবেশে চলাফেরা করে সুনাম অর্জন করতে চেয়েছেন। আমার পালনকর্তা আমাকে আদেশ দিয়েছেন যে, এই ব্যক্তির আমলকে আরও উঁচুতে উঠতে দেবে না।

সুতরাং, যে কাজ শুধুমাত্র মহান আল্লাহর জন্য করা হয়নি তা হ'ল 'রিয়া*'* (প্রদর্শন, আড়ম্বর, বা অন্যকে মুগ্ধ করার জন্য করা কাজ) এবং তিনি এই জাতীয় কাজ গ্রহণ করেন না। অতঃপর ফেরেশতাগণ নামাজ, রোজা, *যাকাত*, হজ্জ, *ওমরাহ,* সৌহার্দ্যপূর্ণ চরিত্র, নীরবতা, আল্লাহর

স্মরণ ইত্যাদি সৎকর্ম নিয়ে উঠে দাঁড়ান। সাত আকাশের ফেরেশতারা তাদের সাথে তাদের বিদায় জানাতে যান যতক্ষণ না তারা ঐশ্বরিক প্রাঙ্গণে পৌঁছেছিলেন যেখানে সমস্ত পর্দা সরিয়ে ফেলা হয়েছিল এবং তারা আল্লাহর সামনে সাক্ষ্য দেয় যে এই বান্দার কাজগুলি কেবল আল্লাহর জন্যই করা হয়েছে।

এ মুহূর্তে মহান আল্লাহ বলবেন, হে ফেরেশতাগণ (বাইরের) বান্দাদের কর্ম দেখাশোনা কর, কিন্তু আমি তাদের হৃদয়ের যত্ন নিই। আমি জানি যে, এই কাজগুলির দ্বারা কেউ আমার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করতে চায় না, এবং কেউ কেবল আমার জন্য এগুলি করেনি। আমি জানি যে একজন ব্যক্তি তার কর্ম দ্বারা আসলে কী বোঝাতে চায়। আমার 'লানা' (আমার রহমত থেকে বঞ্চনা) এমন একজনের উপর থাকুক, যেমন একজন আপনাকে এবং জনগণকে প্রতারিত করেছে। তবে কেউ আমাকে প্রতারিত করতে পারে না, কারণ আমি খুব ভাল করেই জানি যে হৃদয়ের অন্তরগুলি যা গোপন করে। কেউ আমার কাছ থেকে গোপন থাকতে পারে না এবং আমার হাত থেকে রেহাই পাবে না, আমার কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য যতই চেষ্টা করুক না কেন। অতীতে কী ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে কী ঘটতে চলেছে সে সম্পর্কে আমি পুরোপুরি জানি। আমার জ্ঞান তাদের সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে যারা মারা গেছে এবং যারা আসবে। আমি তাদের সম্পূর্ণ বিবরণ সহ সমস্ত রহস্য সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত। কেউ নিজের কৃতকর্ম দ্বারা আমাকে ধোঁকা দিতে পারে না। আমার বান্দা হয়তো অজ্ঞকে ধোঁকা দিতে পারে, কিন্তু আমাকে ধোঁকা দিতে পারে না, কেননা আমিই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞাত। তাই আমি আমার 'লানা' (আমার রহমত থেকে বঞ্চনা) প্রেরণ করছি এমন একজনের উপর। সাতজন ফেরেশতা (যারা সাত আসমানের দরজা পাহারাদার) এবং তিন হাজার ফেরেশতা সকলেই তাদের 'লানা' (আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করার জন্য) প্রেরণ করে। অতঃপর আসমানের অধিবাসীগণ বলে, এমন একজনের উপর তাদের 'লা'*না' এবং যারা এই* ধরনের প্রতারকের উপর তাদের '*লানা*' প্রেরণ করে।

এ সব বিবরণ শুনে আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই দুর্যোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে মুয়ায! পূর্ণ ঈমান ও দৃঢ়তার সাথে তোমার নবীর আনুগত্য কর। মু'আয (রাঃ) বললেন, আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি মুয়ায ইবনে জাবাল। আমি কীভাবে পরিত্রাণ পেতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে মুয়াদ! যদি আপনার কর্ম সঠিক না হয়, তবে অন্যের সম্পর্কে খারাপ কথা বলা এবং অন্যদের, বিশেষ করে আপনার ভাইদের এবং তাদের অপমান করা থেকে আপনার জিহ্বাকে রক্ষা করুন। *হুফাজ*যারা পুরো কুরআন মুখস্থ করেছে। তোমরা তোমাদের ভাই-বোন ও অন্য লোকদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করো না। আপনার নিজের মন্দ নিজেকে নিচু করুন (*নাফস*), অন্যকে অসম্মান করা থেকে বিরত থাকুন। তোমরা তোমাদের মুসলিম ভাইদের সম্পর্কে অপমান করে নিজের প্রশংসা করো না। অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব

প্রতিষ্ঠার কথা কখনো ভাববেন না। খ্যাতি অর্জনের জন্য আড়ম্বরের আশ্রয় নেবেন না। দুনিয়ার কাজকর্মে এতটা ব্যস্ত থাকবেন না যে, পরকালের ব্যাপার সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করবেন। যদি কেউ আপনার সাথে বসে থাকে, তবে তৃতীয় ব্যক্তির সাথে গোপনে কথা বলবেন না [বা ফিসফিস করবেন] না। তোমরা অন্যদের কাছে তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করো না, অন্যথায় তোমাদের কর্ম দুনিয়া ও আখেরাতে বিনষ্ট হয়ে যাবে। আপনার সমাবেশে নির্লজ্জতা (অশ্লীলতা) এবং অশ্লীলতার বিষয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাকুন, অন্যথায় আপনার দুর্ব্যবহারের কারণে লোকেরা আপনাকে এড়িয়ে যেত না। তোমার জিহ্বা দিয়ে অন্যের সম্মানে আঘাত করো না, নহেকের কুকুরগুলো তোমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَٱلنَّٰشِطَٰتِ نَشۡطٗا ﴿٢﴾ আর যখন তারা হাড় থেকে মাংস ছিঁড়ে নেয়। (কুরআন, অধ্যায় 79, আয়াত 2)

অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই সমস্ত আদেশ কার্যকর করার ক্ষমতা কার আছে?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ যে বান্দাকে সহজ করে দেন, তার জন্য কাজ সহজ। আপনি নিজের জন্য যা অপছন্দ করেন তা অন্যের জন্য অপছন্দ করেন [এবং অন্যের জন্য যা পছন্দ করেন তা পছন্দ করেন। এইভাবে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে করা আমল আপনাকে পরিত্রাণ এনে দেবে। (হাফিজ ইরাকি, ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনার একজন মহান মাস্টার [*হাদিস]* যিনি লক্ষ লক্ষ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনাকে তাদের সম্পূর্ণরূপে প্রেরণের শৃঙ্খল মুখস্থ করেছেন, তিনি করেছেন *গাজ্জালীর* "ইহ্যা উলুম আদ-দীন*" বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন" গ্রন্থে উপস্থিত সকল হাদীসের প্রমাণীকরণ এবং এই ভবিষ্যদ্বাণীর উত্স রেফারেন্সকে" কিতাব আয-জুহদ লি ইবনে আল-মুবারক"* বা "ইবনে আল-মুবারকের মূল আকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত থাকার বই" এবং "*ইবনে আল-জাওজি ফি আল-মাওদু'আত"* হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত খালিদ ইবনে মা'দান (রহঃ) বলেন, মু'আয (রাঃ) পবিত্র কুরআন ততটুকু তেলাওয়াত করেননি, যতটা তিনি এই *হাদীস* (বা নবুর বর্ণ) তেলাওয়াত করেননি। তিনি প্রায়ই তাঁর *সমাবেশে এই* হাদীস নিয়ে কথা বলতেন।

রীতি-বিধান : হযরত উমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে ঘাড় নিচু করে মাথা নত করতে দেখেছেন। তিনি বললেন, হে হে ঘাড়! আপনার ঘাড় উঁচু করুন। নম্রতা ঘাড়ে নয়, হৃদয়ে থাকে। আবু উমামা আল-বাহিলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে সিজদা অবস্থায় কাউকে দেখে (আল্লাহর

সামনে দাসত্ব, অভাব ও নম্রতার ইশারা) বললেন, "কতই না ভালো হতো যদি তুমি তোমার ঘরে এ কাজ কর [যেখানে তোমাকে এ কাজ করতে দেখবার কেউ ছিল না। ঈশ্বরের সামনে আপনার আন্তরিকতা থাকতে হবে"। হযরত আলী (রহঃ) বলেন, 'ভাতানশীল ব্যক্তির তিনটি নিদর্শন রয়েছে- যখন কেউ একা থাকে, তখন সে অলস হয়ে যায়। মানুষকে দেখে একজন সক্রিয় হয়ে ওঠেন; কেউ যখন কারো প্রশংসা করে, সে বেশি (সৎকর্ম) করে, কেউ যদি তার মুখ খারাপ করে, সে সৎকর্ম হ্রাস করে। এক ব্যক্তি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রাদিয়াল্লাহু আনকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের মধ্যে একজন সৎকর্ম করার পর আল্লাহর প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করে। কারও [যেমন] কাজ কি সঠিক?" তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি নিজের উপর আল্লাহর অসন্তুষ্টি চাও? লোকটি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানায়। তিনি বললেন, যখন তোমরা যে কোন সৎকর্ম কর, তখন তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কর এবং তাতে নিষ্ঠাবান হও। কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "যখন কোন বান্দা দেখায় তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দার দিকে তাকাও! এমন একজন আমার সাথে মজা করছে!' হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বলেন, 'খ্যাতিকামী আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান আনে না।

আড়ম্বরের বাস্তবতা এবং তার ঘটনার বিষয়

আড়ম্বরপূর্ণ অর্থ হল ভাল অভ্যাস ও প্রচেষ্টা দেখানো, উপাসনার মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে প্রশংসা ও প্রতিপত্তি অর্জন করা। এ ক্ষেত্রে চারটি বিষয় রয়েছে। একটি হলেন আড়ম্বরপূর্ণ ব্যক্তি বা উপাসক; দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি মুগ্ধ হচ্ছে, অর্থাৎ যার জন্য আড়ম্বর করা হয়; তৃতীয়টি হল যে বৈশিষ্ট্যগুলিতে আড়ম্বরপূর্ণ করা হয়; চতুর্থটি হ'ল আড়ম্বর।

যে কাজগুলিতে আড়ম্বরপূর্ণ করা হয়: একজন আড়ম্বরপূর্ণ ব্যক্তি পাঁচটি জিনিসে প্রদর্শন করে এবং তাদের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করে: দেহ, চেহারা, কথা, কর্ম এবং অনুসারী এবং বাহ্যিক বস্তু। জাগতিকতায় নিমজ্জিত লোকেরা এই পাঁচটি জিনিসের মাধ্যমে খ্যাতি এবং পদমর্যাদা সন্ধান করে।

নিজের ঈমানের মধ্যে দেহের সাথে আড়ম্বরপূর্ণতা: দেহের সাথে আড়ম্বরপূর্ণ হওয়ার উপায় হ'ল যে ব্যক্তি শরীরে দুর্বলতা এবং ফ্যাকাশে হয়ে যায় যাতে লোকেরা মনে করতে পারে যে এই ব্যক্তি ধর্মীয় বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে এবং একজনের উপর আখেরাতের ভয় প্রাধান্য পায়। দুর্বলতা কম খাওয়ার পক্ষে যুক্তি দেয় এবং ফ্যাকাশে হওয়া ঐশ্বরিক উপাসনার

জন্য রাতে জেগে থাকার পক্ষে যুক্তি দেয়। একইভাবে, বিশৃঙ্খল চুল ধর্মের প্রতি যত্ন এবং উদ্বেগের পক্ষে যুক্তি দেয় এবং যে একজন সর্বদা উপাসনায় ব্যস্ত থাকে এবং তাই চুল আঁচড়ানোরও সময় থাকে না। যখন এই ধরনের ইঙ্গিতগুলি [প্রকাশ্যে] দেখা যায়, তখন লোকেরা কারও পবিত্রতা সম্পর্কে তর্ক করে এবং এটি নিম্ন আত্মাকে (*নাফস)* খুশি করে। এর অনুরূপ কণ্ঠস্বর নিচু রাখা, চোখের নিচে কালো দাগ থাকা, ঠোঁটের শুষ্কতা ইত্যাদি। এগুলো ইঙ্গিত দেয় যে, এই ব্যক্তি সারাক্ষণ রোজা রাখেন, ঈশ্বরের ভয়ের কারণে কণ্ঠস্বর নিচু হয়ে গেছে বা ক্ষুধা সৃষ্টি করছে। এ কারণেই ঈসা (আঃ) বলতেন, 'তোমাদের কেউ যখন রোজা রাখবে, তখন চুলে তেল লাগাবে, আঁচড়ানো উচিত, চোখে অ্যান্টিমনি লাগাবে এবং চিটচিটে হাত দিয়ে ঠোঁট ঘষবে, যাতে লোকেরা তোমাদের রোজা বলে মনে না করে (যেমন শুকনো ঠোঁট রোজা রাখবে)। রাসূলুল্লাহ সাহাবী আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে অনুরূপ উপদেশ বর্ণিত। এই পবিত্র ব্যক্তিরা আড়ম্বরের পাপ এড়াতে মানুষকে এই পদ্ধতিগুলির দিকে পরিচালিত করেছিলেন। শয়তান এই পথের মাধ্যমে [ঈশ্বরের] উপাসনাকারী বান্দাদের লক্ষ্য করে। ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক লোকেরা তাদের দেহের মাধ্যমে এইভাবে আড়ম্বর করে এবং জাগতিক লোকেরা সুস্থ দেহ, বাহ্যিক সৌন্দর্য, লম্বাতা, ভারসাম্যপূর্ণ অঙ্গ এবং সুন্দর ত্বকের মাধ্যমে আড়ম্বর করে।

চেহারা ও পোশাক পরিধান করা: চুল বিশৃঙ্খল রাখা, গোঁফ কাটা [বা ছাঁটাই] [ধর্মীয় আদেশ অনুযায়ী], মাথা নিচু করে হাঁটাচলা করা, ধীরে ধীরে চলাফেরা [ভদ্রতা ও মর্যাদার সাথে], কপালে সিজদা করার চিহ্ন রাখা, রুক্ষ ও মোটা পোশাক পরা, পশমের পোশাক পরা, গোড়ালি পর্যন্ত যায় এমন লম্বা শার্ট পরা, হাতা ছোট রাখা, কাপড় নোংরা ও ছেঁড়া রেখে এসব আমল আড়ম্বরের জন্য করা হয় যাতে মানুষ মনে করে যে, সে নবুয়তের পথ (*সুন্নাহ) এবং* আল্লাহর ধার্মিক বান্দাদের অনুসারী। এর মধ্যে রয়েছে সুফিদের (আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী) অনুরূপ প্যাচড এবং নীল পোশাক পরা, যদিও কেউ ভাল করে জানে যে আধ্যাত্মিক পথের বাস্তবতা থেকে খুব বেশি কিছু জানে না। একটি লম্বা শার্টের চারপাশে একটি শাল জড়িয়ে রাখা এবং এর প্রান্তটি চোখের উপর ঝুলিয়ে রাখাও আড়ম্বরপূর্ণ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত কারণ এই চেহারার সাথে, একজন মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে এবং লোকেরা একজনের যত্নের দিকে প্রশংসার সাথে দেখবে যে কেউ পথের ধুলো থেকে চোখকে রক্ষা করে পথে হাঁটে। এটিও আড়ম্বরপূর্ণ যে একজন অজ্ঞ পণ্ডিত ধর্মতত্ত্ববিদদের (উলেমা) পোশাক পরেন, তাদের চেহারা গ্রহণ করেন যাতে লোকেরা একজনকে পণ্ডিত হিসাবে ভাবতে পারে এবং একজনের সাথে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে আচরণ করে। এর পরিণতি হল, তাদের মধ্যে প্রতিটি গোষ্ঠী [যারা পোশাক পরিধান করে] তার জনপ্রিয়তা এবং খ্যাতি যা বিবেচনা করে তা কম বা বেশি নিয়ে সন্তুষ্ট হয় না, যদিও এটি [ঐশ্বরিক আইনে] অনুমোদিত হতে পারে। এটাই ধার্মিক লোকদের অবস্থা। দামি বস্ত্র, ভাল আরোহণ, সূক্ষ্ম শাল, শার্ট, গাউন এবং দামি জিনিসপত্রের মাধ্যমে জাগতিক মানুষ আড়ম্বরপূর্ণ হয়। অন্য কথায়, তারা বাড়িতে বসে সাধারণ পোশাক পরেন, কিন্তু যখন তারা ঘর থেকে বের

হন, তখন তারা সুন্দর পোশাক পরে এবং জাঁকজমকের সাথে বাইরে যান যাতে লোকেরা তাদের ধনী মনে করে।

কথাবার্তার সাথে আড়ম্বরপূর্ণতা: ধর্ম বা আধ্যাত্মিক পথের লোকেরা উপদেশ এবং উপদেশকে তাদের শখ হিসাবে গ্রহণ করে আড়ম্বরপূর্ণ হয়। তারা প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার জিনিস তৈরি করে, ঐতিহ্য মুখস্থ করে (সাধু ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের) যাতে সেগুলো প্রতিদিনের কথোপকথনে ব্যবহার করা যায় যাতে সম্বোধনকারী তাদের প্রফুল্ল জ্ঞান এবং ধার্মিক পূর্বসূরিদের রাষ্ট্র ও ঐতিহ্যের প্রতি তাদের ব্যাপক অনুরাগের কথা স্বীকার করে। তারা সাধারণ সমাবেশে ঈশ্বরের স্মরণ করে এবং তাদের ঠোঁট নাড়ায় যাতে লোকেরা মনে করতে পারে যে তারা অত্যন্ত ধার্মিক এবং প্রতিটি মুহূর্তে ঐশ্বরিক উপাসনায় ব্যস্ত। তারা ভালো (সৎকর্ম) উপদেশ দেয় এবং মন্দ থেকে নিষেধ করে এবং মন্দের উপর তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে, মানুষকে পাপের সাথে লিপ্ত দেখে তাদের অপরিসীম বেদনা প্রকাশ করে, কথা বলার সময় তাদের কণ্ঠস্বর অনেক নিচু করে, মর্মস্পর্শী ও আলোড়নপূর্ণ উপায়ে কুরআন তিলাওয়াত করে যাতে তাদের ভয় ও দুঃখ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, নবুর আবহাওয়া মুখস্থ করা এবং এর আলেমদের সাথে সাক্ষাত করার দাবি করে। পয়গীর হাদীসের বর্ণনাকারীদের দরজায় কড়া নাড় এবং যদি কেউ সেগুলো বর্ণনা করে, তারা এতে ত্রুটি খুঁজে পায় এবং তৎক্ষণাৎ এর সত্যতা বা অভাব সম্পর্কে একটি মতামত তৈরি করে, যাতে লোকেরা এই ডোমেন সম্পর্কে তাদের জ্ঞানে মুগ্ধ হয়, প্রতিপক্ষকে বশীভূত করার জন্য দীর্ঘ বক্তৃতা দেয় এবং তাদের জ্ঞান প্রকাশের জন্য কুরআন ও পয়গীর রেওয়ায়েতের রেফারেন্স দেয়। ধার্মিকদের জন্য কথাবার্তার মাধ্যমে অগণিত ধরণের আড়ম্বর রয়েছে। জাগতিক মানুষেরা কবিতা ও দৃষ্টান্ত মুখস্থ করে দেখায়, শব্দের সাবলীলতা ও বাগ্মিতার বিশেষ যত্ন নেয়, বিত্তবানদের মুগ্ধ করার জন্য অনন্য বাক্য ও বিস্ময়কর শব্দ মুখস্থ করে এবং মানুষের হৃদয়কে নিজের দিকে ঝুঁকানোর জন্য বন্ধুত্ব প্রকাশ করে।

আমলের সাথে আড়ম্বর: [আমলের আড়ম্বরপূর্ণতা বিভিন্ন উপায়ে ঘটে, যদি ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়, যেমন] নামাযকারীর দ্বারা দীর্ঘক্ষণ নামাজে দাঁড়িয়ে থাকা, প্রণাম ও সিজদা দীর্ঘ করা, ঘাড় নিচু করা, মনোযোগ পরিত্যাগ করা, [ইবাদত ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে] মনোযোগ ত্যাগ করা, প্রশান্তি ও মর্যাদা প্রদর্শন করা, হাত ও পা একত্রে রাখা এবং এমন কাজ যা নম্রতা ও নামাজে প্রস্ফুটিত হয়, ইত্যাদি। এই আড়ম্বরপূর্ণ আমল করা রোজা, তীর্থযাত্রা, ফরজ যাকাত (*যাকাত*) এবং নামাজের পাশাপাশি [অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় ক্ষেত্রে] সংগ্রাম করতে পারে। অনুরূপভাবে, হাঁটাচলা এবং মাথা নিচু করে রাখার ক্ষেত্রে নম্রতার কাজ, কথাবার্তায় প্রশান্তি এবং মর্যাদা এবং তাদের মতো অনুরূপ কাজগুলি তাদের মধ্যে আড়ম্বরপূর্ণ হতে পারে। এটি এমন পরিমাণে যে একজন আড়ম্বরপূর্ণ ব্যক্তি তার প্রয়োজনের জন্য দ্রুত এগিয়ে যায় কিন্তু যখন কোনও ধার্মিক ব্যক্তি আসে, তখন একজন তার গতি পরিবর্তন করে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু

করে, চিবুকটি বুক স্পর্শ না করা পর্যন্ত মাথা নিচু করে, ধীরে ধীরে পদক্ষেপ নেয় যাতে লোকেরা কাউকে তাড়াহুড়ো এবং অসম্মানজনক ব্যক্তি না বলে অভিহিত করে। অতএব, যখন সেই [ধার্মিক] ব্যক্তি দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন সে আবার তাড়াহুড়ো করে হাঁটতে শুরু করে এবং যখন কেউ কাউকে দেখে, তখন সে আবার বিনয়ী হয়ে ওঠে। এইরকম একজন ব্যক্তি ঈশ্বরকে স্মরণ করে নম্রতা অবলম্বন করেন না কিন্তু তা করেন কেবল সহ মানুষদের প্রভাবিত করার জন্য, যাতে তারা ঈশ্বরের ধার্মিক দাসদের মধ্যে একজনকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। কিছু তুলনামূলকভাবে সতর্ক লোক অন্যের সামনে হাঁটার মতো নির্জনতায় হাঁটে। তাঁরা লজ্জিত বোধ করেন যে যখন তাঁরা একা থাকেন তখন জনসমক্ষে তাঁদের গতির বিপরীত হয়, যাতে অন্যের সামনে তাঁদের গতি পরিবর্তন করার প্রয়োজন না হয়। তারা মনে করে যে তারা এটি করার মাধ্যমে আড়ম্বরপূর্ণতা এড়াবে তবে তারা বুঝতে পারে না যে তাদের আড়ম্বরপূর্ণতা এভাবে বৃদ্ধি পাবে। [এর কারণ,] আগে তারা কেবল মানুষের সামনে প্রদর্শন করত, এখন তারা এটি ব্যক্তিগতভাবেও করছে। কর্মের মাধ্যমে জাগতিক মানুষের আড়ম্বর এই যে, তারা অহংকার করে হাঁটে, হাঁটার সময় অবিরাম হাত নাড়ায়, এবং কাঁধ লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। তারা তাদের মর্যাদা এবং মহিমা দেখানোর জন্য এটি করে।

বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতদের সাথে আড়ম্বরপূর্ণতা: একজন আলেমকে কারও সাথে দেখা করতে আসা যাতে লোকেরা বলে যে এই ব্যক্তিটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে অমুক পণ্ডিত বা অমুক উপাসক একজনকে চেনেন এবং দেখা করতে আসেন বা ধর্মে উচ্চ মর্যাদা রাখেন, তাই লোকেরা আসে এবং একজনের সাথে দেখা করার সম্মান পায়। কিছু লোক কোনও রাজা (রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ) বা উচ্চপদস্থ রাজকীয় (সরকারী) কর্মকর্তার সাথে দেখা করতে চায় যাতে সাধারণ জনগণ ধর্মে কারও মহত্ত্ব স্বীকার করে। কিছু লোক আধ্যাত্মিক গাইডদের (*শুয়ুখ*) সম্পর্কে প্রচুর উল্লেখ করে প্রমাণ করে যে তারা তাদের অনেকের সাথে দেখা করেছে এবং তাদের কাছ থেকে আধ্যাত্মিক উপকার পেয়েছে। তারা তাদের সাথে তাদের সাক্ষাতের জন্য গর্ব প্রকাশ করে এবং তাদের কাছ থেকে আধ্যাত্মিক সুবিধা অর্জন করে, বিশেষত যখন কোনও বিতর্ক হয় বা প্রতিপক্ষকে দমন করার প্রয়োজন হয়। সেই সময়ে, লোকেরা দাবি করে থাকেন যে তারা অমুক পণ্ডিতদের দেখেছেন, অমুক পণ্ডিতদের কাছ থেকে শুনেছেন, অমুক দেশে ভ্রমণ করেছেন এবং এত আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক এবং শিক্ষকের সেবা করে উপকৃত হয়েছেন।

এই পাঁচটি জিনিস যার দ্বারা আড়ম্বরপূর্ণ লোকেরা আড়ম্বরপূর্ণ অনুশীলন করে এবং এটি করার উদ্দেশ্য হ'ল [ঈশ্বরের] সৃষ্টির মধ্যে সম্মান এবং মর্যাদা অর্জন করা। কিছু লোক নিজের সম্পর্কে সৃষ্টি সম্পর্কে ভাল মতামত দিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। তাই অনেক সন্ন্যাসী তাদের উপাসনালয়ে যান এবং বছরের পর বছর বাইরে আসেন না। অনেক মুসল্লি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সেখানে দীর্ঘ সময় অবস্থান করে নেমে আসে না। তাদের নিখোঁজ হওয়ার কারণ এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি

করে যে লোকেরা তাদের সম্পর্কে ভাল মতামত রাখে। যদি তারা জানতে পারে যে লোকেরা তাদের সম্পর্কে আর ভাল মতামত রাখে না বা তাদের উপর কোনও অপরাধ দায়ী করা হয়েছে তবে তাদের সমস্ত অভ্যন্তরীণ শান্তি ধ্বংস হয়ে যায় এবং তারা আর নিজের সম্পর্কে ভাল মতামতে সন্তুষ্ট থাকে না যা তারা একাকীত্ব গ্রহণ করার জন্য নির্ভর করেছিল। উপরন্তু, তাদের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা এটা জানার পরেও শেষ হয় না যে তারা ঈশ্বরের সামনে [তাদের উপর মিথ্যাভাবে আরোপ করা হয়েছে] থেকে মুক্তি পেয়েছে, বরং তাদের অভ্যন্তরীণ কোলাহল এবং দুঃখ দেখার মতো। তারা মানুষের হৃদয়ে তাদের মর্যাদা ও মর্যাদা ফিরে পাওয়ার জন্য হাজার হাজার অজুহাত তৈরি করত। যদিও তাদের সম্পদের লোভ নেই, তবে খ্যাতি থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নেই কারণ এটি একটি বৃহত্তর ক্ষতি। খ্যাতি হ'ল এমন এক ধরণের পরিপূর্ণতা যা এখন অর্জন করা হয়, যদিও এটি দীর্ঘস্থায়ী হয় না তবে যেহেতু বেশিরভাগ মানুষ অজ্ঞ, তাই খ্যাতির অসংখ্য সন্ধানকারী দেখা যায়।

অনেকে হৃদয়ে তাদের পদমর্যাদা নিয়ে সন্তুষ্ট হন না, বরং তারা চান হৃদয়ের পাশাপাশি জিহ্বাও তাদের প্রশংসা ও সম্মান করুক। কিছু লোক চায় যে তারা দূরবর্তী জায়গায় খ্যাতি পায় যাতে লোকেরা তাদের সাথে দেখা করার জন্য দীর্ঘ দূরত্ব ভ্রমণ করে। কেউ কেউ রাজাদের কাছে খ্যাতি কামনা করে যাতে তাদের মধ্যস্থতা গৃহীত হয়, তাদের চাহিদা পূরণ হয় এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে তাদের সম্মান ও বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে। কিছু লোক এর দ্বারা সম্পদ অর্জন এবং সঞ্চয় করতে চায়, যদিও এটি এতিম, দরিদ্র, এনডাওমেন্টস (*ওয়াকফ*) বা অন্য কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে। আড়ম্বরপূর্ণ লোকদের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে, এই [পাঁচটি] নিকৃষ্টতম গোষ্ঠী যারা এই পাঁচটি উপায়ে আড়ম্বরপূর্ণ অনুশীলন করে।

এই রোগ দিয়ে হৃৎপিণ্ড নিরাময়ের ওষুধ

এতক্ষণে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আড়ম্বরপূর্ণ আচরণ সৎকর্মকে বাতিল করে দেয় এবং একজন আড়ম্বরপূর্ণ ব্যক্তিকে ঈশ্বরের অসন্তুষ্টির যোগ্য করে তোলে। এটি একটি মারাত্মক রোগ, তাই যদি কেউ এই রোগে আক্রান্ত হন তবে এটি দূর করার জন্য ওষুধ এবং নিরাময়ের প্রয়োজন হয়, এটি অর্জনের জন্য যতই কষ্ট সহ্য করা হোক না কেন এবং এটি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক সংগ্রামের প্রয়োজন হয়। ঔষধের তিক্ততা এবং তীক্ষ্ণতা পুনরুদ্ধারের গ্যারান্টি। এটি একটি আধ্যাত্মিক সংগ্রাম যা প্রতিটি ব্যক্তির প্রয়োজন যদিও এটি একটি শিশু হতে পারে। এর কারণ হল একটি শিশু বুদ্ধি এবং বোঝাপড়া থেকে বঞ্চিত হয় এবং সে যা দেখে তা করে। যখন একটি শিশু মানুষকে একে অপরের সাথে আবেগ, ভান এবং কৃত্রিমতা করতে

দেখে, তখন তার হৃদয়ে প্রভাব, ভান এবং কৃত্রিমতার ভালবাসা জন্ম নেয় [যা সমস্ত আড়ম্বরের অংশ] এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আচ্ছাদিত করে। এই অভ্যাসের ধ্বংসাত্মকতা প্রকাশ পায় যখন কেউ বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা অর্জন করে, কিন্তু ততক্ষণে এই অভ্যাসটি এতটাই দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে যায় যে তীব্র আধ্যাত্মিক সংগ্রাম (*মুজাহাদা*) এবং চরম কষ্ট ছাড়া এটি নির্মূল করা অসম্ভব। এর পরিণতি হ'ল প্রত্যেকেরই এই আধ্যাত্মিক সংগ্রামের প্রয়োজন। শুরুতে কষ্ট থাকলেও ইদানীং স্বাচ্ছন্দ্য আসে। এই রোগ নিরাময়ের দুটি উপায় রয়েছে। প্রথমটি হ'ল এর নীতি এবং কারণগুলি যা আড়ম্বরপূর্ণ বৃক্ষকে লালন করে তা নির্মূল করা হয়। দ্বিতীয়ত, আড়ম্বরের বিপদ (আক্রমণাত্মক চিন্তাভাবনা) দূর করা হয়।

নিরাময়ের প্রথম উপায় - নীতি ও কারণগুলির নির্মূল: এই উপায়টি [আড়ম্বরের আধ্যাত্মিক রোগ নিরাময়ের জন্য] বাস্তবসম্মত হয়ে ওঠে যখন [আড়ম্বরপূর্ণ] নীতি এবং কারণগুলি জানা যায়। এই ক্ষেত্রে, এটি মনে রাখা উচিত যে আড়ম্বরের ভিত্তি [এবং উত্স] হল খ্যাতি এবং প্রতিপত্তির প্রতি ভালবাসা। যদি এটি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, তবে আড়ম্বরের তিনটি ভিত্তি রয়েছে: প্রথমটি প্রশংসার আনন্দ, দ্বিতীয়টি নিন্দা থেকে একজন অনুভব করা দুঃখের ঘৃণা, তৃতীয়টি মানুষের সম্পত্তির প্রতি লোভ। এই জিনিসগুলি আড়ম্বরপূর্ণতার কারণ এবং তারা আড়ম্বরকে পুনরুজ্জীবিত করে। কখনও কখনও, কারও প্রশংসার ইচ্ছা থাকে না তবে নিন্দার দুঃখ এড়াতে চায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন কৃপণ ব্যক্তি কিছু উদার লোকের মধ্যে আটকা পড়ে, যারা ঈশ্বরের পথে [যেমন দাতব্য কাজে ব্যয় করা টাকা] বেশি পরিমাণে অর্থ ব্যয় করছে। এই ধরনের কৃপণতা ব্যক্তি দাতব্য কাজে কিছু অর্থ ব্যয় করবে যাতে কেউ কৃপণ হিসাবে অভিহিত না হয়। এইরূপ ব্যক্তির প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা ছিল না, কিন্তু কেবল কৃপণতার বদনাম এড়াতে ইচ্ছা করত। আরেকটি উদাহরণ হ'ল একজন কাপুরুষ যিনি কিছু সাহসী লোকের মধ্যে আটকা পড়েন এবং সাহসী বলে অভিহিত হওয়ার ইচ্ছা না করে কাপুরুষ ঘোষণার এড়াতে চান। অনুরূপভাবে, এটি এমন ব্যক্তি যিনি কিছু উপাসকদের মধ্যে থাকেন যারা রাতে উপাসনা করার জন্য জেগে থাকেন এবং রাতে কয়েক চক্র প্রার্থনা করেন যাতে লোকেরা কাউকে অলস না বলে। এইরূপ ব্যক্তি নিন্দা হইতে সতর্ক থাকে এবং প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে না। কখনও কখনও, একজন প্রশংসার আনন্দে ধৈর্য ধারণ করতে পারে [নিজেকে সংযত করতে] কিন্তু নিন্দার যন্ত্রণায় ধৈর্য ধারণ করতে পারে না। অতএব, কেউ যদি প্রয়োজনে বা জ্ঞান ছাড়াই কোন ধর্মীয় আদেশ [ফতোয়া] জারি করলেও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না যদিও কেউ কিছুই জানে না, কেবল নিন্দা [বা সমালোচনা] এড়ানোর জন্য। এগুলি এমন বিষয় যা একজন আড়ম্বরপূর্ণ ব্যক্তিকে আড়ম্বরে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করে।

আড়ম্বরের নির্দিষ্ট নিরাময়: এটি একটি অনস্বীকার্য সত্য যে মানুষ কেবল তখনই কিছু কামনা করে যখন সে তাকে লাভজনক এবং আনন্দদায়ক বলে মনে করে, তা তাত্ক্ষণিকভাবে প্রদর্শিত

হয় বা পরে প্রত্যাশিত হয়। তবে যদি কারো জ্ঞানে আসে যে সেই জিনিসের লাভ বা আনন্দ সাময়িক এবং পরে তা ক্ষতিকর হবে, তাহলে সেই জিনিসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা শেষ করা বা তা এড়িয়ে চলা কঠিন থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, কেউ মধুর স্বাদের সাথে পরিচিত কিন্তু যদি এটি কারও কাছে প্রকাশ করা হয় যে এটি বিষের সাথে মিশ্রিত হয়, তবে সে কখনই এটি ব্যবহার করবে না। আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তি দূর করার সহজ উপায় হচ্ছে সাময়িক [ক্ষণস্থায়ী] সুবিধাকে উপেক্ষা করা এবং এর ভবিষ্যতের ক্ষতিগুলি [নিজের চোখের সামনে রাখা] রাখা। যদি কোন বান্দার (আল্লাহর, অর্থাৎ একজন মানুষের) জ্ঞান পাওয়া যায় এবং সে জানতে পারে যে, একজন আড়ম্বরপূর্ণ ব্যক্তি দুনিয়াতে সৎকর্ম করার সামর্থ্য থেকে বঞ্চিত (যা অনন্ত জীবনের রাজধানী) এবং সে পরকালে আল্লাহর নৈকট্য থেকে বঞ্চিত। কিয়ামতের দিন তাকে বেদনাদায়ক শাস্তি দেওয়া হবে, আল্লাহর অসন্তুষ্টির যোগ্য বলে অভিহিত করা হবে, প্রকাশ্যে "পাপী" ও "প্রতারক" উপাধিতে ডাকা হবে এবং এই বলে লজ্জিত হবে যে, "তোমরা কি আল্লাহর আনুগত্যের (উপাসনা) বিনিময়ে পার্থিব সম্পদ ও সম্পদ অর্জন করতে লজ্জা বোধ করনি? তোমরা বান্দাদেরকে বিবেচনা করেছিলে এবং আল্লাহর ইবাদত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছিলে। তোমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে [ঈশ্বরের] বান্দাদের (অর্থাৎ সহ মানুষদের) প্রিয় হয়ে গেছ। আপনি তাদের জন্য নিজেকে সজ্জিত করেছিলেন এবং [ফলস্বরূপ] নিজেকে নোংরা করেছিলেন। আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে তাদের ঘনিষ্ঠতা খুঁজে পেয়েছেন। বান্দাদের প্রশংসা পাওয়ার জন্য তোমরা আল্লাহর দোষারোপকে তুচ্ছ বলে মনে করেছ। যখন কোন বান্দা এই অপমানের কথা চিন্তা করে এবং পার্থিব কল্যাণকে পরকালের ক্ষতির সাথে তুলনা করে, তখন সে সামান্যতম আড়ম্বরের দিকে ঝুঁকবে না। জাঁকজমকের কারণে সৎকর্মের ক্ষতি ছোট ক্ষতি নয়। এটা আশ্চর্যের কিছু নয় যে একটি আন্তরিক কাজ, সৎকর্মের দাঁড়িপাল্লায় ভারী হয়, কিন্তু যখন এটি আড়ম্বরের সাথে মিশ্রিত হয়, তখন এটি পাপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পাপের দাঁড়িপাল্লাকে ভারী করে তোলে। যদি আড়ম্বরপূর্ণ হয়ে কেবল একটি উপাসনার ক্ষতি হয়, তবে এটি কম ক্ষতি নয়। যদি ধরুন ভারসাম্যের দাঁড়িপাল্লা সৎকর্মের সাথে ভারী হয়, তবে তবুও, একটি আড়ম্বরপূর্ণ কাজ অন্য সমস্ত সৎকর্ম নির্বিশেষে নবী, সাধু এবং জ্ঞানবাদীদের শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হতে দেয় না।

এটাই ছিল দ্বীন বা আল্লাহর পথে ক্ষতির ব্যাখ্যা, পার্থিব ক্ষতিও কম নয়। মানুষের হৃদয়ের বিবেচনা [তারা যা মনে করে তার পরিপ্রেক্ষিতে] যে কোনও ক্ষেত্রেই উদ্বেগ এবং উদ্বেগের কারণ। জনগণের অনুমোদন এমন একটি সীমা যা পৌঁছানো সহজ নয়। যদি কেউ আপনার কোনও কাজে সন্তুষ্ট হন তবে অন্য কেউ আছেন যিনি একই কাজের জন্য আপনার উপর বিরক্ত হন। কিছু লোক অন্যকে বিরক্ত করে খুশি হতে পারে। যে ব্যক্তি আল্লাহর (সৃষ্টিকর্তা) অসন্তুষ্টির চেয়ে সৃষ্টির অসন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ একজনের প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং অন্যকে একজনের প্রতি অসন্তুষ্ট করেন। তখন বোঝা যায় না সৃষ্টির প্রশংসা থেকে কী লাভ? কেন মানুষ

বান্দাদের পবিত্রতাকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির চেয়ে প্রাধান্য দেয়, অথচ তাদের প্রশংসা কারো রিযিক বৃদ্ধি করে না এবং তা হ্রাস করে না?

মানুষের ধনসম্পদ ও সম্পদের লোভের ক্ষেত্রে একজনের মনে করা উচিত যে, সকল হৃদয় ঈশ্বর জয় ও বশীভূত করেছেন। যে কোনও হৃদয়কে দেওয়ার জন্য এবং যে কোনও হৃদয়কে দেওয়া থেকে বিরত রাখার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। সকল সৃষ্টি আল্লাহর ক্ষমতার অধীন এবং রিযিক শুধুমাত্র আল্লাহর হাতে। যে সৃষ্টির জীবিকা নির্বাহের লোভ ধারণ করে, সে অপমান থেকে রক্ষা পায় না। এমনকি যদি কেউ লক্ষ্য অর্জন করে, তবুও সে অনুগ্রহের বোঝা থেকে সুরক্ষিত থাকে না। মিথ্যা আশা ও শূন্য চিন্তার জন্য ঈশ্বরের সান্নিধ্য এবং ঐশ্বরিক সম্মানকে প্রত্যাখ্যান করা মূর্খতা। উপরন্তু, এটি প্রয়োজনীয় নয় যে কেউ তার লোভ অনুসারে অর্জন করতে সক্ষম হয়। বেশির ভাগ সময়ই ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়। এমনকি যদি কেউ সফল হয়, তবে সাফল্যের আনন্দ খুব বেশি সুখ বয়ে আনবে না, এই অনুগ্রহের ফলে অপমানের বেদনার তুলনায় যা তার চেয়ে অনেক বেশি হবে।

মানুষের নিন্দার ভয়ও বোকামি। তাদের নিন্দার কারণে কি লোকসান বাড়ছে? নিয়তির স্রষ্টা যা লিখেছেন, সেটাই ঘটতে বাধ্য। নিন্দা মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করবে না বা জীবিকা বিলম্বিত করবে না। যদি তিনি জান্নাতের যোগ্য হন, তবে আল্লাহ তা'আলা (মানুষের নিন্দার কারণে) তাকে অপছন্দ করবেন না। যদি কেউ আল্লাহর প্রিয় হয়, তবে সকল মানুষ তাঁর সামনে অক্ষম, কারণ তারা উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না এবং তাদের জীবন বা মৃত্যুর উপর ক্ষমতা নেই এবং মৃত্যুর পরের জীবনের উপর তাদের ক্ষমতা নেই। যদি কেউ এইভাবে চিন্তা করে এবং হৃদয় ও মন এই চিন্তাভাবনা ও চিন্তার দিকে পরিচালিত হয়, তবে হৃদয়ের আড়ম্বরের প্রতি কোনও ঝোঁক থাকার কোনও কারণ নেই। এ কারণেই, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এমন জিনিসগুলির প্রতি কোনও ঝোঁক বজায় রাখেন না যা উপকারের চেয়ে বেশি ক্ষতিকারক হয়। এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে লোকেরা যদি কোনও আড়ম্বরপূর্ণ ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে যা কেউ হৃদয়ে দেখাতে পছন্দ করে কিন্তু জিহ্বা দিয়ে আন্তরিকতা প্রকাশ করে, তবে তারা এমন ব্যক্তিকে ঘৃণা করতে শুরু করবে। আল্লাহ একদিন এই রহস্য উন্মোচন করবেন যাতে একজন মানুষের দৃষ্টিতে ঘৃণা হয়ে ওঠে এবং আল্লাহর সামনে নিজের আড়ম্বর ও অপমান সম্পর্কে সচেতন হয়। এমন নয় যে কেবল একজনের আড়ম্বরই মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তবে একজনের আন্তরিকতাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং ঈশ্বর একজনের আন্তরিকতার কারণে একজনকে মানুষের মধ্যে প্রিয় করে তোলেন, একজনের জন্য তাদের হৃদয় জয় করেন এবং তাদের জিহ্বাকে নিজের প্রশংসা করার ক্ষমতা দেন, যদিও মানুষের প্রশংসায় পরিপূর্ণতা বা তাদের নিন্দায় কোনও দোষ নেই [কারণ তারা সামগ্রিক পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ নয়]। জনগণের প্রশংসা বা নিন্দার কোনো মূল্য নেই।

যে ব্যক্তি নিজ চেতনায় আখেরাতের জীবন এবং অবিরাম সুখ ও উঁচু মর্যাদা অর্জন করে রাখবে, সে পার্থিব জীবনের নেয়ামতসমূহকে তুচ্ছ মনে করবে যা কষ্ট ও অশান্ততার সাথে মিশ্রিত এবং তার সমস্ত চিন্তা ও কর্মের শক্তিকে আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ করবে। আড়ম্বরের অপমান ও মানুষের হৃদয়ে কষ্ট দেওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করা হবে। একজনের আন্তরিকতার আলোকসজ্জার প্রতিফলন একজনের হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়বে, যা তার বিস্তৃতির কারণ হবে। হৃদয়ের বিস্তৃতি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক উন্মোচনের (*মুকাশাফা)* দ্বার খুলে দেবে যা ঈশ্বরের প্রতি কারও আসক্তি এবং সৃষ্টি থেকে দূরত্ব বৃদ্ধি করবে। পার্থিব ও পরকালের মাহাত্ম্যের প্রতি ঘৃণা বাড়বে কারণ সৃষ্টির জন্য হৃদয়ে কোন স্থান থাকবে না। [ফলস্বরূপ] আড়ম্বরের প্রেরণা হৃদয়ে জন্ম নেবে না এবং আন্তরিকতার পথ ক্রমশ নিজে থেকেই খুলে যাবে।

কর্মের মাধ্যমে আড়ম্বরপূর্ণতার নিরাময়

আড়ম্বরপূর্ণতার ব্যবহারিক প্রতিকার হচ্ছে ইবাদত গোপন রাখার অভ্যাসে পরিণত হওয়া এবং গুনাহ গোপন করার সাথে সাথে সেগুলি গোপন করা, যতক্ষণ না হৃদয় [কেবল] ঈশ্বরের জ্ঞান এবং ইবাদত সম্পর্কে সচেতনতায় সন্তুষ্ট হয় এবং কারও নিম্ন সত্তা (*নাফস)* আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জ্ঞান ও সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। আবু হাফস আল-হাদ্দাদ (রহঃ) এর এক সাহাবী দুনিয়া ও দুনিয়ার মানুষের নিন্দা করে বললেন, 'তুমি এমন কিছু প্রকাশ করেছ, যা তোমার গোপন রাখা উচিত ছিল। আজকের পর আমার সঙ্গে বসবেন না। এ বিষয়ে চিন্তা করুন যেমন আবু হাফস তাকে একটি ছোট বিষয় প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন, কারণ জাগতিকতার নিন্দা দাবি করা জাগতিকতা থেকে নিজের বিরত থাকা (*জুহদ)* এবং আল্লাহর প্রতি ধার্মিক ভয়, শ্রদ্ধা এবং ভয় (তাকওয়া*)* এর ঘোষণা। শো অফ আড়াল করার জন্য এর চেয়ে কার্যকর এবং সফল ওষুধ আর নেই। আধ্যাত্মিক সংগ্রামের (*মুজাহাদা)* প্রাথমিক পর্যায়ে, [ইবাদত] গোপন করা খুব কঠিন। কিন্তু যদি কিছু সময়ের জন্য ধৈর্য ধারণ করা হয় এবং নিজেকে বাধ্য করেও তা [গোপন করার] অভ্যাসে পরিণত করা হয়, তবে এই কর্মের বোঝা শূন্য হয়ে যাবে এবং ঈশ্বরের অবিরাম অনুগ্রহ, আশীর্বাদ, সামর্থ্য এবং সমর্থনের কারণে স্বাচ্ছন্দ্য আসবে। কিন্তু এখানে প্রচেষ্টার ফল পাওয়া যায় [কর্মের ক্ষেত্রে]। চেষ্টার অভাবে কিছুই অর্জন করা যায় না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না মানুষ নিজেরাই নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। (কুরআন, 13 অধ্যায়, আয়াত 11)

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সৎকর্মে সার্থকতা অগ্রসর করার জন্য ঐশ্বরিক প্রতিদান নষ্ট হতে দেন না। (কুরআন, 9 অধ্যায়, 120 আয়াত)

দ্বিতীয় পদ্ধতি - বিপদ ও বাধা দূরীকরণ: অন্য কথায়, ইবাদতের সময় হৃদয়ে যে ইঙ্গিত (ওয়াসওয়াস*) এবং উদ্বিগ্ন চিন্তাভাবনা (*খাওয়াতির) *আসে সেগুলি নির্মূল করা এবং* আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে প্রলিপ্ত করা। এটি নির্মূল করার পদ্ধতিটি শিখতে হবে। যারা নিজেদের নিম্ন সত্তার (নাফ) বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সংগ্রাম করে, তৃপ্তির আমল প্রয়োগ করে, লোভ বিচ্ছিন্ন করে, সৃষ্টির চোখে নিজেকে নিচু করে, তাদের প্রশংসা ও নিন্দা থেকে অজ্ঞ হয়ে যায়, তারা তাদের হৃদয় থেকে আড়ম্বরকে নির্মূল করে। উপাসনার সময় শয়তান তাদের অনুসরণ করা বন্ধ করে না বরং বরং সে তাদের আড়ম্বরের চিন্তায় বিচলিত করে তোলে। নিম্ন আত্মা (নাফস) থেকে তাদের ইঙ্গিতপূর্ণ চিন্তাভাবনা এবং আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে শেষ হয় না, বরং তারা [কেবল] আধ্যাত্মিক সংগ্রামের মাধ্যমে বশীভূত হয়। যখন বাহ্যিক কারণগুলি তাদের পুনরায় উত্সাহিত করে, তখন তারা পুনরুজ্জীবিত হতে শুরু করে। এজন্য আড়ম্বরের বিপদ ও কারণগুলো দূর করা এবং এর পদ্ধতি জানা অপরিহার্য।

আড়ম্বরের বিপদ: আড়ম্বরের তিনটি বিপদ রয়েছে (এখানে "বিপদ" শব্দটি আক্রমণাত্মক উদ্বেগজনক চিন্তাভাবনাকে বোঝায়)। কখনও কখনও তিনটিই একই সময়ে উপস্থিত হয় এবং তারা [সম্মিলিতভাবে] একটি বিপদ বলে মনে হয়, কখনও কখনও তারা ধীরে ধীরে আসে - প্রথমটি তারপরে দ্বিতীয়টি তারপরে তৃতীয়টি। প্রথম বিপদ [আড়ম্বরের চিহ্ন] হ'ল একজন ব্যক্তির ইচ্ছা করা উচিত যে উপাসকরা [কারও উপাসনা সম্পর্কে] অবহিত হন এবং কামনা করা উচিত যে তিনি সচেতন হন যে তারা একটি সম্পর্কে সচেতন। এর পরে, নিম্ন আত্মা [তাদের হৃদয়ে] মানুষের প্রশংসা, প্রশংসা, পদমর্যাদা এবং মর্যাদার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এর পরে, নিম্ন আত্মা এটিকে [মানুষের প্রশংসা এবং প্রশংসার কারণে নিজের মহত্ত্বের প্রমাণ] হিসাবে গ্রহণ করে এবং বিশ্বাস করে। প্রথম বিপদকে "জানা", দ্বিতীয়টিকে "রাষ্ট্র" হিসাবে অভিহিত করা হয় যা "কামনা এবং প্রবৃত্তি" হিসাবেও অভিহিত করা যেতে পারে এবং তৃতীয়টিকে "সংকল্প এবং অভিপ্রায়" বলা যেতে পারে। প্রথম বিপদ (আক্রমণাত্মক উদ্বেগজনক চিন্তা) নির্মূল করার জন্য আরও শক্তি (শক্তি এবং প্রচেষ্টা) প্রয়োজন যাতে দ্বিতীয় বিপদের আবির্ভাবের কোনও সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে না। অতএব, যদি কারও হৃদয় সৃষ্টির জ্ঞানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এই ধারণা পায় এবং তাদের সেই জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করা হয়, তবে নিজেকে জিজ্ঞাসা করে তা দূর করা উচিত, "সৃষ্টির কাছ থেকে তোমার কী প্রয়োজন? তারা আপনার উপাসনা সম্বন্ধে সচেতন থাকুক বা না থাকুক, আপনার ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতা বা অগ্রহণযোগ্যতার উপর এটি

কী প্রভাব ফেলে? আল্লাহ সব বিষয়ে জানেন, তিনিই কবুল ও অস্বীকার করার ক্ষমতা রাখেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের (ইবাদত) জ্ঞান থেকে কি লাভ হয়? যদি হৃদয়ে প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা জন্মায়, তবে আড়ম্বরের অপকার সম্পর্কে চিন্তা করে এই আকাঙ্ক্ষাকে দূর করা উচিত এবং ভাবতে হবে যে, "আমি যদি হৃদয়ের আন্তরিকতার সাথে এই কাজ না করি তবে আমি কিয়ামতের দিন ঐশ্বরিক অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের প্রাপ্য হব এবং [সৎকর্ম] আমল থেকে বঞ্চিত হব যখন তারা ঐশ্বরিক সন্তুষ্টি ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন"। যেমন লোকেরা আমাদের উপাসনা সম্পর্কে সচেতন হয়, তেমনি আড়ম্বরের প্রবণতা এবং লালসা জাগিয়ে তোলে, একইভাবে, আড়ম্বরের ক্ষতির কথা উল্লেখ করা ঘৃণা এবং ঘৃণা সৃষ্টি করে [আড়ম্বরপূর্ণ কাজের প্রতি]। প্রবণতা একজনকে গ্রহণযোগ্যতার দিকে আমন্ত্রণ জানায়, এবং ঘৃণা [আড়ম্বর] প্রত্যাখ্যানের দিকে পরিচালিত করে। নিম্ন আত্মা (*নাফস)* সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে যা শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী।

আড়ম্বরের বিপদ নির্মূল : এ থেকে জানা যায় যে, আড়ম্বরের বিপদ (আক্রমণাত্মক চিন্তা) দূর করার জন্য তিনটি বিষয় প্রয়োজন- জ্ঞান, ঘৃণা এবং প্রত্যাখ্যান। একজন বান্দা (আল্লাহর, অর্থাৎ একজন মানুষ) দৃঢ়তা ও আন্তরিকতার সাথে ইবাদত শুরু করে, অতঃপর আড়ম্বরের বিপদ দেখা দেয় এবং সে তা গ্রহণ করে। সে সময় সেই জ্ঞান ও ঘৃণার কথা মনে পড়ে না যা আগে হৃদয়ে ছিল। আড়ম্বরপূর্ণ আড়ম্বরপূর্ণ এবং আখেরাতের ধ্বংসের অনুভূতি যা পূর্বে উপস্থিত ছিল, তা দমন হয়ে যায়। এর দৃষ্টান্তটি এমন একজন ব্যক্তির উদাহরণ যে নিজের হৃদয়ে সহনশীলতার চিন্তা রাখে, ক্রোধকে খারাপ বলে মনে করে এবং এই দৃঢ় সংকল্প বজায় রাখে যে যদি ক্রোধের কারণ দেখা দেয় তবে সে সহনশীলতা ব্যবহার করবে, কিন্তু তারপরে এমন কিছু কারণ উদ্ভবিত হয় যা ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠে এবং পূর্ববর্তী সংকল্পের চিন্তা হৃদয় ছেড়ে দেয় এবং ক্রোধের ক্ষতিগুলি দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। কামনার মাধুর্যের ক্ষেত্রেও ঠিক একই অবস্থা। হৃদয় যখন তার মাধুর্যে পরিপূর্ণ হয়, তখন গ্নোসিসের আলো লুকিয়ে যায়। এই সমস্ত কামনার অবস্থা হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং এগুলি কারও ঈমান ও আধ্যাত্মিক পথের (ঈমান) যে ক্ষতি করে তা [সেই সময়ে] স্মরণ করা হয় না। এটি থেকে জানা যায় যে যদি গনোসিস না থাকে, তবে [অশুভের প্রতি] ঘৃণা প্রকাশ করা হয় না কারণ ঘৃণার জন্ম হয় গনোসিস এবং গভীর বোঝাপড়া থেকে।

কখনও কখনও, একজন মানুষ মনে রাখে এবং জানে যে কারও হৃদয়ে যে বিপদ (বিপজ্জনক এবং আক্রমণাত্মক উদ্বেগজনক চিন্তা) জন্ম নেয় তা আড়ম্বরের বিপদ যা ঐশ্বরিক অসন্তুষ্টির দিকে পরিচালিত করে। তবে কামনা এতটাই প্রাধান্য পায় যে, গভীর বোঝাপড়া সত্ত্বেও কেউ তার উপর জোর দেয়, নিম্ন আত্মা (নাফস) থেকে আকাঙ্ক্ষা ও একগুঁয়েমি মূর্খতা (হাওয়া*),* নিজের বুদ্ধিকে মেঘলা করে দেয়, যে সুখ পায় তা ত্যাগ করতে পারে না, কেউ হৃদয়কে সান্ত্বনা

দেওয়ার জন্য অনুতপ্ত হওয়ার অজুহাত দেয় [পরে সম্পূর্ণরূপে ভোগান্তিতে লিপ্ত হওয়ার পরে], বা এমন কাজ করে যা সুখের দোষ (ক্ষতিকর পরিণতি) নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ দেয় না। কিছু পণ্ডিত ধর্মতত্ত্ববিদ বা ধর্মীয় পণ্ডিত (*উলামা)* এমন একটি শব্দ উচ্চারণ করেন না যা আড়ম্বরহীন এবং তারাও এটি সম্পর্কে সচেতন, কিন্তু তা সত্ত্বেও, তারা এটি এড়িয়ে যান না, বরং তারা এর উপর জোর দেন। এই জেদ তাদের বিরুদ্ধে [অসদাচরণের] একটি প্রচণ্ড প্রমাণ হবে [কেয়ামতের দিনে] কারণ তারা জাঁকজমকের ধ্বংসাত্মক তা জেনেও আড়ম্বরপূর্ণ আচরণ করে। শুধু জ্ঞান ও বোধগম্যতাই যথেষ্ট নয়, কিন্তু তার সঙ্গে ঘৃণাও প্রয়োজন [আড়ম্বরপূর্ণ]। কখনও কখনও কেউ বোধগম্যতা এবং ঘৃণা উভয়ই ধারণ করে, তা সত্ত্বেও, একজন আড়ম্বরের উদ্দীপকগুলি গ্রহণ করে এবং তাদের অনুসারে কাজ করে কারণ কামনার শক্তির তুলনায় [আড়ম্বরের প্রতি] ঘৃণা দুর্বল। এই ধরনের ঘৃণার কোনও লাভ হয় না কারণ ঘৃণার পুরো বিষয়টি হ'ল এই জাতীয় কাজ থেকে বিরত থাকা। উপকার কেবল তিনটি বিষয়ের সম্মিলিত প্রভাবের মধ্যে রয়েছে: বোঝাপড়া, ঘৃণা এবং প্রত্যাখ্যান। প্রত্যাখ্যান হ'ল ঘৃণার ফল (ফলাফল) এবং ঘৃণা গভীর বোঝাপড়ার প্রতিক্রিয়া। ঈমান ও জ্ঞানের আলোকসজ্জার (অভ্যন্তরীণ আলো) শক্তির পরিমাণে, জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক আলোকসজ্জা (মা'*রিফা)* [ঐশ্বরিক উপস্থিতির দিকে পরিচালিত করে] শক্তিশালী হবে। অন্তরে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা যতটুকু ধারণ করবে, ততটুকু সে আখেরাত সম্পর্কে অমনোযোগী হবে। যতটুকু ব্যক্তি ঐশ্বরিক অনুগ্রহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং পার্থিব জীবনের ক্ষতি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে, সে অনন্ত জীবনের অনন্ত অনুগ্রহ (আখেরাতে) পরিহার করবে এবং সেই পরিমাণে, ব্যক্তির জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক আলোকসজ্জা (মা'*রিফা)* দুর্বল হবে। এটি এমন একটি শৃঙ্খল যার লিঙ্কগুলি একে অপরের সাথে সংযুক্ত। কিছু ফল এবং অন্যের ফলাফল। এই সবকিছুর উৎপত্তি জাগতিকতার প্রতি ভালবাসা এবং কামনার আধিপত্যের মধ্যে। এটাই প্রতিটি পাপ ও ভুলের মূল ভিত্তি। কারণ খ্যাতি এবং পদমর্যাদার আনন্দ এবং জাগতিক অনুগ্রহের ভালবাসা মানুষের হৃদয়কে লুণ্ঠন করে এবং বিশ্বাসের আভ্যন্তরীণ আলোকসজ্জার শক্তিকে ধ্বংস করে। এই আনন্দে ব্যক্তি এতটাই মগ্ন থাকে যে, কেউ আখেরাতকে তার চিন্তার বিষয় করতে পারে না এবং কিতাব (*কুরআন*) এবং নবুয়তের (*সুন্নাহ)* আলোকে অংশ নিতে পারে না।

সত্যতা ও আন্তরিকতার লক্ষণ

[ধর্মীয়] পণ্ডিত ও উপদেশকারীদের মধ্যে আন্তরিকতা, সত্যবাদিতা এবং আড়ম্বরপূর্ণতা থেকে দূরত্বের লক্ষণগুলি কী এবং তারা তাদের জ্ঞান এবং উপদেশ দিয়ে প্রদর্শন করছে না? জেনে রাখা দরকার এর কয়েকটি লক্ষণ রয়েছে। একটি লক্ষণ হ'ল যদি কেউ একজনের চেয়ে ভাল খুতবা দেয়, একজনের চেয়ে ভাল পণ্ডিত হয় এবং একজনের চেয়ে মানুষের মধ্যে বেশি জনপ্রিয়

হয়, তবে তার সুখী হওয়া উচিত এবং ঈর্ষান্বিত নয়, তবে বিস্ময়কর প্রশংসা করার মধ্যে কোনও ভুল নেই। বিস্ময়কর প্রশংসাটি হ'ল একজন ব্যক্তি নিজের জন্য অনুরূপ জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা করে। আরেকটি লক্ষণ হ'ল যদি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কারও সমাবেশে আসেন তবে তার ব্যাখ্যার শৈলী পরিবর্তন হয় না বরং আগের মতোই কথা বলা উচিত। নিজের চোখে সব মানুষই সমান হতে হবে। আরেকটি লক্ষণ হলো, মানুষের কাছ থেকে এই আকাঙ্ক্ষা থাকে না যে, তারা বাজার ও পথে একজনের পিছনে হেঁটে যায় এবং একটিকে অনুসরণ করে। কারও আন্তরিকতা এবং আড়ম্বরপূর্ণতা জানার লক্ষণগুলি অসংখ্য এবং সেগুলি গণনা করা কঠিন। এগুলো এমন কিছু নিদর্শন ও ইঙ্গিত, যার মাধ্যমে [আল্লাহর] বান্দার অন্তরের অবস্থা জানা যায়। যখন তোমরা দেখবে যে আলেমদেরকে একে অপরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হচ্ছে এবং একে অপরের প্রতি শত্রুতা পোষণ করছে, তখন জেনে রেখো যে, তারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে ক্রয় করেছে।

শয়তান ও নিম্ন আত্মার কাছ থেকে ইঙ্গিতের নিরাময়: এগুলো সবই শয়তান ও নিম্ন আত্মার (*নাফস)* ইঙ্গিত। তাদের নিরাময় হ'ল এই পরিস্থিতিতে কারও চিন্তাভাবনা এবং চিন্তাভাবনাকে একটি ভিন্ন দিকনির্দেশনা দেওয়া এবং চিন্তা করা উচিত যে লোকেরা যদি কারও ভণ্ডামি সম্পর্কে সচেতন হয় এবং কারও সচেতনতার অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয় তবে তারা একজনকে কতটা ঘৃণা করবে। যখন [আল্লাহর, অর্থাৎ মানুষের] বান্দাদের অবস্থা এমন হয়, তখন আল্লাহর অবস্থা কেমন হবে, যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞ এবং নিজের অন্তরের প্রতিটি অবস্থা সম্পর্কে সচেতন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنْ خُشُوْعِ النِّفَاقِ

"কপটতা থেকে নম্রতা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর"। (বর্ণনা করেছেন *আবু বকর সিদ্দিক (রহঃ) এর কথিত* হাদীস *সংকলন* বায়হাকী।

ভণ্ডামির কারণে [জন্মিত] নম্রতা হ'ল দেহের অঙ্গগুলি কাঁপছে [একটি ভান প্রদর্শনে] কিন্তু হৃদয়ে সামান্যতম প্রভাব পড়ে না [কারণ এটি কোনও প্রকৃত নম্রতা থেকে মুক্ত]। এই [ভাববাদী উপদেশ] ঈশ্বরের শাস্তি ও ক্রোধ থেকে আশ্রয় চাওয়া এবং অনুতপ্ত হওয়ার বিষয়ে কারণ এই কাজটি কখনও কখনও ঈশ্বর-ভয় এবং কারও পাপের স্মরণ এবং এটি করার জন্য অনুশোচনা এবং কখনও কখনও আড়ম্বরের জন্য ঘটে। এই বিভিন্ন ইঙ্গিতপূর্ণ চিন্তাভাবনা হৃদয়ে নেমে আসে এবং তারা একে অপরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই যখন আপনার হৃদয়ে এমন একটি চিন্তাভাবনা নেমে আসে, তখন দেখুন কেন সেই চিন্তাভাবনা বা ইঙ্গিতের উৎপত্তি হয়েছে এবং কোথা থেকে এসেছে। যদি ঈশ্বরের কাছ থেকে কোনও চিন্তা আসে, তবে এটি ঘটতে দিন তবে ভয় পাবেন কারণ আড়ম্বরগুলি এত নীরবে আক্রমণ করে যে প্রায়শই কেউ বুঝতে পারে না। এটা সম্ভব যে আপনি আন্তরিকতার সাথে যে কাজ বা কাজ বা প্রচেষ্টা শুরু করেছেন তা (কাজ

বা কাজ বা প্রচেষ্টা, বিশেষত ঈশ্বরের সন্তুষ্টি এবং অনুমোদন প্রাধান্য করা একজন ধার্মিক) আড়ম্বরপূর্ণ হয়ে যেতে পারে। অতএব, এই ভেবে ভয় পাবেন যে ঈশ্বর আপনার প্রতিটি অবস্থা এবং প্রতিটি অবস্থা সম্পর্কে সচেতন। যদি আপনার কর্ম সামান্যতম আড়ম্বরপূর্ণতার সাথে মিশে যায় তবে আপনি ঐশ্বরিক ক্রোধ এবং অসন্তুষ্টির বিষয় হয়ে উঠবেন [যেহেতু ঈশ্বর কেবল ঐশ্বরিক করুণা, দয়া, ক্ষমা এবং উদারতার মূর্ত প্রতীক নন, তবে তিনি একজনের ইচ্ছাকৃত সীমালঙ্ঘন, বাড়াবাড়ি, অন্যায়, নিপীড়ন এবং ক্ষতিকারক আচরণের জন্যও দায়ী হন যা ব্যক্তিগত এবং সামগ্রিক কল্যাণের জন্য ক্ষতিকারক, এবং তাও আবার ঐশ্বরিক করুণা ও ন্যায়বিচারের কারণে]। আলী ইবনুল হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এই দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি যে বিষয়টি মানুষের চোখে আমার বাহ্যিকতা ভাল এবং যখন আমি নির্জনে তাদের কাছ থেকে দূরে থাকি, তখন আমার অন্তর আপনার কাছে খারাপ হয়। আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি যে পরিস্থিতিতে আমি আমার আমলগুলি রক্ষা করি যা মানুষকে প্রদর্শন করার জন্য এবং কেবল আপনার জন্য যে কাজগুলি ধ্বংস করার জন্য এবং আমি আমার নিকৃষ্ট কাজ নিয়ে আপনার সামনে এসেছি, সৎকর্মের মাধ্যমে মানুষের নৈকট্য কামনা করি এবং মন্দ কাজ নিয়ে আপনার সামনে এসেছি এবং [ফলস্বরূপ) আপনার ক্রোধ অর্জন করছি। হে আল্লাহ! আমাকে এই আড়ম্বর ও ভণ্ডতা থেকে রক্ষা করুন।

এগুলো আড়ম্বরের ক্ষতি। একজন বান্দার উচিত এসব ক্ষতির দিকে নজর রাখা এবং সেগুলোর সাথে পরিচিত হওয়া। একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনা অনুসারে, আড়ম্বরের সত্তরটি দরজা রয়েছে এবং আপনি পড়েছেন যে তাদের মধ্যে কিছু অন্যদের চেয়ে আরও সূক্ষ্ম এবং বিচক্ষণ যে কিছু ধরণের আড়ম্বরপূর্ণ পিঁপড়ার গতিবিধির মতো [একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনা অনুসারে একটি অন্ধকার কালো রাতে একটি গাঢ় কালো পাথরের উপর] এবং কিছু পিঁপড়ার গতিবিধির চেয়েও বেশি বিচক্ষণ। কেউ কীভাবে এটি উপলব্ধি করতে পারে? এর জন্য নিরন্তর নজরদারি এবং নিবিড় মনোযোগ প্রয়োজন। নিম্ন আত্মার ক্রমাগত যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা ছাড়া আড়ম্বরের ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া খুব কঠিন। আল্লাহ আমাদেরকে এসব ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন।

আড়ম্বরের ক্ষেত্রে শয়তানের কাছ থেকে এত বেশি ইঙ্গিত ও প্রতারণা রয়েছে যে, সেগুলো লিখিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এসব আশঙ্কা থেকে মুক্তি পাওয়ার আর কোন উপায় নেই যদি আপনি আল্লাহ ব্যতীত হৃদয় থেকে সবকিছু সরিয়ে ফেলেন এবং সারা জীবন আপনার আত্মা (*নাফস*) ঐশ্বরিক শাস্তিতে জড়িয়ে পড়তে পছন্দ করেন না। পরিবর্তে, আপনার এমন একজন রাজার মতো জীবনযাপন করা উচিত যার কাছে সমস্ত জাগতিক আশীর্বাদ এবং সুখ রয়েছে কিন্তু কেউ সেগুলি উপভোগ করে না কারণ তার দেহ অসুস্থতায় আচ্ছন্ন, এবং একজন সর্বদা আশঙ্কা করে যে এই [পার্থিব] সুখ-বিলাসে লিপ্ত হওয়া একজনের ধ্বংসের কারণ হবে। অন্যদিকে, যদি কেউ প্রতিরোধ অনুশীলন করে এবং নিম্ন আত্মার বিরুদ্ধে আধ্যাত্মিক সংগ্রাম

করে [তার ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য], তবে সে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে এবং তার রাজ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে। সেই কথা মাথায় রেখে, একজন চিকিত্সক এবং সুগন্ধি বিক্রেতাদের সঙ্গ গ্রহণ করে এবং নিম্ন আত্মাকে তিক্ত ওষুধ খেতে অভ্যস্ত করে তোলেও, যদিও খাদ্যের অভাবে শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে, তবে রোগ প্রতিরোধ এবং ক্রমাগত ওষুধের ব্যবহারের বিষয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকলে একজন আক্রান্ত এই রোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাবে। এমনকি যদি নিম্ন আত্মা কখনও আকাঙ্ক্ষার দাবি করে, তবে সেই সমস্ত রোগ যার চূড়ান্ত পরিণতি মৃত্যু, সেই সমস্ত রোগ মূর্ত রূপে একজনের সামনে আসবে। যখনই তিক্ত ঔষধ ব্যবহার করা নিজের জন্য কঠিন হবে, তখনই সেই ঔষধের ফলে যে স্বাস্থ্য পাওয়া যাবে এবং সেই ঔষধের ফলে যে জীবন পাওয়া যাবে তা আরামদায়ক ও সমৃদ্ধির জীবন হবে যেখানে শরীর রোগ থেকে মুক্ত হবে এবং হৃদয় উদ্বেগ থেকে মুক্ত হবে। এটাই এমন মুমিনের অবস্থা যে আখেরাত কামনা করে এবং পরকালের ধ্বংস ঘটাতে পারে এমন সব কিছুকে এড়িয়ে যায় এবং পার্থিব (পার্থিব বা পার্থিব) সুখভোগ ও কামনার চেয়ে আখেরাতে আরও ধ্বংসাত্মক আর কী হতে পারে। একজন মুমিন পার্থিব সুখ পরিহার করে এবং অল্প পরিমাণে সন্তুষ্ট হয়। একজন দুর্বলতা, বিষণ্ণতা, একাকীত্ব, দুঃখ, ভয় এবং সৃষ্টির প্রতি আসক্তি ত্যাগ করতে পছন্দ করে যাতে একজনের উপর ঐশ্বরিক ক্রোধ নেমে না আসে এবং ধ্বংসাত্মকতা কারও ভাগ্যে পরিণত না হয়। এ ধরনের ব্যক্তি পার্থিব (পার্থিব বা পার্থিব) সুখভোগ থেকে বিস্মৃত হয়ে মোক্ষ পাওয়ার প্রত্যাশা করে। এই ভয় ও প্রত্যাশা একজনকে পার্থিব সুখ পরিহার করার জন্য ধৈর্য ধারণ করার শক্তি দেয় এবং সে জানে যে সম্পদ তার সাথে থাকবে তা আল্লাহর গ্রহণযোগ্যতা এবং অনুমোদন (*রিদা*) / তখন যে ব্যক্তি জানে যে, আল্লাহ দয়ালু ও দয়ালু এবং তিনি সেই বান্দাদেরকে সাহায্য করেন যারা আল্লাহর আদেশ পালন করে এবং তাদের প্রতি দয়া ও ভালবাসা দিয়ে আচরণ করে। তিনি চাইলে তাদেরকে সকল দুঃখ ও কষ্ট থেকে বিস্মৃত করে তুলতে পারেন, কিন্তু তিনি [ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা থেকে এবং অনন্ত সুখ ও অনন্ত সাফল্যের পথে চালিত করার জন্য] পরীক্ষা করেন [পরীক্ষা, ক্লেশ ও কষ্টের সাথে মানুষ] এবং তাঁর ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা ও ন্যায়বিচারের দ্বারা, তাদের উদ্দেশ্য ও সত্যবাদিতা পরীক্ষা করেন।

মানুষ যখন কষ্ট গ্রহণ করে [ঐশ্বরিক উপস্থিতির দিকে পরিচালিত করা আধ্যাত্মিক পথের], তখন সে ঈশ্বরের কাছ থেকে পূর্ণ সাহায্য পায় এবং সেই কষ্ট সহজ হয়ে ওঠে, ধৈর্যের শক্তি পাওয়া যায় এবং [ঐশ্বরিক] আনুগত্য একটি প্রিয় কাজ হয়ে ওঠে যতক্ষণ না সে [ঈশ্বরের] কাছে প্রার্থনা এবং [ঐশ্বরিক] আনুগত্যের কাজে সেই একটি আনন্দ অর্জন করে, যা অন্যান্য সমস্ত [পার্থিব এবং দৈহিক] সুখকে তুচ্ছ বলে মনে করে। এবং দেহ সেই শক্তি অর্জন করে যা সমস্ত পার্থিব সুখকে বিলুপ্ত করে। পরম করুণাময় (আল্লাহ) তাঁর সাধকের কঠোর পরিশ্রমকে বৃথা যেতে দেন না এবং কোনও ভিক্ষাকারীকে তাঁর দরজা থেকে খালি হাতে যেতে দেন না। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত প্রসারিত করে, আমি একজনের দিকে অগ্রসর হই। যে হেঁটে আমার কাছে আসে, আমি দৌড়ে যাই"। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মানুষ আমার সাথে সাক্ষাত করতে চায় এবং আমি তাদের সাথে সাক্ষাত করতে বেশী আগ্রহী। শুরুতে, একজন বান্দা তার [আধ্যাত্মিক]

সংগ্রামে সত্যবাদী এবং আন্তরিকতা প্রদর্শন করবে, তখন সে দেখতে পাবে যে দয়ালু প্রভু তাঁর সান্নিধ্য, ভালবাসা এবং করুণা দিয়ে কতটা একজনকে বর্ষণ করবেন।

অধ্যায় 10- অহংকার এবং আত্ম-অহংকারের ক্ষতি

গাজালির দশম ও শেষ বই "*ইহইয়া আল-উলুম আদ-দীন*" বা "*ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ*" *এর তৃতীয় খণ্ড বা চতুর্থাংশে ব্যক্তি*, সম্প্রদায় এবং সমগ্র জাতিকে জর্জরিত করা সমস্ত আধ্যাত্মিক রোগের মধ্যে দুটি সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে - অহংকার এবং আত্ম-অহংকার (বা আত্ম-ধার্মিকতা)। অহংকার অন্যের উপর নিজের অনুভূত মিথ্যা শ্রেষ্ঠত্বকে নিশ্চিত করে এবং এভাবে তার মালিক এবং তাদের মধ্যে একটি বাধা তৈরি করে যারা তাদের জাতি, জাতি, ধর্ম, জাতীয়তা, মতাদর্শ, বস্তুগত সম্পত্তি, বিকৃতি, দোষ, অসুবিধা এবং সামাজিক মর্যাদার কারণে অবজ্ঞা করা হয়। অহংকার অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর লোকদের অবজ্ঞা করার দৃষ্টিভঙ্গি শেখার যে কোনও প্রচেষ্টার দরজা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয় এবং এটি কঠোর অনুভূতি, শত্রুতা, প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব এবং ফলস্বরূপ নৈরাজ্যের দিকে পরিচালিত করে যা শেষ পর্যন্ত সবকিছু ধ্বংস করে। আত্ম-ধার্মিকতা বা নিজেকে সবকিছুর বিষয়ে সঠিক বলে মনে করা, অহংকারের আরেকটি শাখা যা একবারে এবং চিরকালের জন্য সত্যের সন্ধানের দরজা বন্ধ করে দেয়, ফলস্বরূপ একজনকে মিথ্যার এমন একটি অবস্থায় নিমজ্জিত করে দেয় যা পুরো সত্তাকে ঘিরে ফেলার পরে নির্মূল করা ক্রমশ কঠিন হয়ে ওঠে। অহংকার এবং আত্ম-ধার্মিকতার এই কুফলগুলি নম্রতার মহৎ অভ্যন্তরীণ গুণের প্রতি ঘৃণ্য যা সত্যের সন্ধানের জন্য প্রয়োজন। এই নেতিবাচক প্রবণতাগুলির গাজালির নিপুণ চিকিত্সা এবং তাদের নিরাময় যা নম্রতা, আত্ম-সংস্কার এবং নিজের জীবনকে আরও ভালর জন্য ঘুরিয়ে দেওয়ার স্বাস্থ্যকর অবস্থা নিয়ে আসে তা নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে [16]:

অহংকার (*কিবর)* এবং আত্ম-অহংকার ('*উজুব* বা আত্ম-ধার্মিকতা) দুটি মারাত্মক রোগ [কারণ তারা অন্তরের সত্তা এবং যে কোনও আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার জন্য ধ্বংসাত্মক]। অহংকারী এবং স্ব-ধার্মিক ব্যক্তিরা অসুস্থ রোগী যারা ঈশ্বরের প্রতিপক্ষ এবং তাঁর ক্রোধের অধীন। যেহেতু এই [তৃতীয়] খণ্ডে ["ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" বইয়ে, অভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক চরিত্রের

বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী, স্বভাব এবং মেজাজ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাই অহংকার এবং আত্ম-অহংকারের উপর আলোকপাত করা জরুরি। এই দুটি [মানুষের অভ্যন্তরীণ সত্তা এবং আত্মার] সবচেয়ে খারাপ ধ্বংসাত্মক গুণাবলীর মধ্যে গণনা করা হয়। এই বইটি (গাজ্জালীর চার খণ্ডের মহান *গ্রন্থ* "ঈশ্বরের পথের পুনর্জাগরণ" এর চল্লিশটি বইয়ের একটি) দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হচ্ছে।

অহংকারের ক্ষতি

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَٰتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ

"আমি তাদেরকে আমার আয়াতসমূহ (নিদর্শন ও সত্য) উপলব্ধি থেকে বিরত রাখব যারা অন্যায়ভাবে দুনিয়াতে অহংকার অনুশীলন করে (অর্থাৎ অহংকার অভ্যন্তরীণ অন্ধত্ব এবং প্রচণ্ড মানসিক অবরোধের সৃষ্টি করে যা এর অনুশীলনকারীদের সত্যের আলো দেখতে বাধা দেয় এবং এর ফলে তারা মিথ্যার চরম অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় যা তাদের সমগ্র অস্তিত্বকে আচ্ছাদিত করে)। (কুরআন, সপ্তম অধ্যায়, 146 আয়াত)

كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

"আর এভাবে আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী ও অত্যাচারী ব্যক্তির অন্তরে মোহর মেরে দেন [যাতে তার হৃদয় হেদায়েত ও সত্যের সঠিক পথ অনুধাবন করতে অক্ষম হয়ে যায়)। (কুরআন, অধ্যায় 40, আয়াত 35)

إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ

নিশ্চয় আল্লাহ অহংকারী জাতিকে ভালবাসেন না। (কুরআন, 16 অধ্যায়, আয়াত 23)

لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا

"এই লোকেরা তাদের হৃদয়ে অহংকারী হচ্ছে [মহত্ত্ব ও আত্ম-গৌরবের চিন্তাভাবনা পোষণ করে এবং অন্যকে নিচু করে দেখে] এবং সীমা অতিক্রম করেছে [মানবিক শালীনতা এবং ঈশ্বরের

সীমা যা মানুষকে অহংকার পরিহার করে নম্রতা গ্রহণ করতে উপদেশ দেয়]। (কুরআন, অধ্যায় 25, আয়াত 21)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار
من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان

"যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে সরিষার বীজের সমান অহংকার আছে। যে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যার হৃদয়ে সরিষার বীজের সমান বিশ্বাস রয়েছে। (বর্ণনা করেছেন *আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রহঃ) এর নির্দেশে* সহীহ মুসলিম *হাদীস* সংকলন।

لا يدخل الجنة بخيل ولا جبار ولا سيئ الملكة

"কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না যে কৃপণ, অহংকারী এবং যে নিজের প্রজাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে (যার দায়িত্ব কাউকে অর্পণ করা হয়েছে)।

"সবচেয়ে নিকৃষ্টতম বান্দা সে যে ব্যক্তি নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার প্রকাশ করে এবং সর্বশক্তিমান ও মহান শাসককে ভুলে যায়। নিকৃষ্টতম বান্দা সে যে অত্যাচার করে এবং অহংকার করে এবং মহান তত্ত্বাবধায়ককে ভুলে যায়; সবচেয়ে খারাপ দাস সে যে অবহেলা এবং অকেজো সময় অপচয় কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে এবং কবরের মাটিতে পচে যাওয়ার বাস্তবতা ভুলে যায়; নিকৃষ্টতম বান্দা সে যে বিদ্রোহ, বিদ্বেষ ও শত্রুতায় সীমা অতিক্রম করে এবং পৃথিবীতে মানব অস্তিত্বের আদি ও শেষ ভুলে যায়। (বর্ণনা করেছেন *আসমা বিনতে আমিষ (রহঃ) এর উপর* হাদীস *সংকলন* তিরমিযী।

ঈসা (আঃ) বললেন, 'সুসংবাদ তার জন্য, যাকে আল্লাহ তাঁর কিতাব সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছেন এবং অহংকার থেকে রক্ষা পেয়েছেন। মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী (রহঃ) বলেন, 'অন্তরে যত অহংকার থাকে ততই বুদ্ধি কমে যায়। কেউ একজন সালমান আল-ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এমন একটি মন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যার উপস্থিতিতে কোন সৎকর্ম লাভজনক নয়। তিনি উত্তর দিলেন, 'এটা অহংকার'। একবার চমৎকার পোশাক পরা এক যুবক হাসান (রহঃ) এর পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। তিনি সেই যুবককে তার কাছে আসার জন্য ডেকে বললেন, "একজন ব্যক্তি তার যৌবন ও সুদর্শনতার জন্য গর্ব প্রকাশ করে, যদিও তুমি মনে করো যে, তোমার দেহ যেন কবর আড়াল করে রেখেছে এবং তোমার কর্ম তোমার

সামনে এসে গেছে [যা মৃত্যুর পরের অবস্থা]। যাও এবং তোমার হৃদয় নিরাময় করো। আল্লাহ চান তাঁর বান্দাদের কাছ থেকেই যেন তাদের অন্তর সংশোধন হয়। একটি ঐতিহ্য অনুসারে, মুত্রাফ ইবনে আবদুল্লাহ আল-শাখির (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত করুন) মুলুবকে (একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা) দেখেছিলেন, যিনি রেশমী পোশাক পরিহিত ছিলেন এবং গর্বের সাথে হাঁটছিলেন। তিনি বললেন, হে আবু আবদুল্লাহ! এ পদযাত্রা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অসন্তুষ্ট করে। মুলুব তাকে বললেন, 'হয়তো আপনি জানেন না আমি কে। তিনি বললেন, 'কেন নয়? আমি জানি [আপনি কে]। শুরুতে (তোমার উৎপত্তিতে) তুমি শুক্রাণুর একটি নোংরা ফোঁটা ছিলে এবং শেষ পর্যন্ত তুমি একটি নোংরা [পচে যাওয়া] মৃতদেহে পরিণত হবে। এবং এখন [আপনার শুরু এবং শেষের দুটি অবস্থার মধ্যে], আপনি [আপনার পেটে] নোংরা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সুতরাং, কারও বাস্তবতা জানার পরে, নম্রতা ছাড়া আর কিছুই থাকা মানুষের পক্ষে উচিত নয়। এ কথা শুনে মুলুব চলে গেলেন এবং সেই [অহংকারী ও অহংকারী স্টাইল] পদযাত্রা ছেড়ে চলে গেলেন।

নম্রতার উৎকর্ষতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ

"আল্লাহ ক্ষমাশীল হওয়ার কারণে বান্দার মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তাহাকে উচ্চতর [আধ্যাত্মিক] পদে উন্নীত করেন। (বর্ণনা করেছেন *আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত* হাদীস *সংকলন* সহীহ মুসলিম

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهُ وَمَنِ اقْتَصَدَ أَغْنَاهُ اللّٰهُ وَمَنْ بَذَّرَ
أَفْقَرَهُ اللّٰهُ وَمَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللّٰهِ أَحَبَّهُ اللّٰهُ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে উচ্চ পদে উন্নীত করেন এবং যে অহংকারী হয়, আল্লাহ তাকে (নম্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে) অবনমিত করেন এবং যে ব্যয়বহুল হয়, আল্লাহ তাকে দরিদ্র করে তোলেন এবং যে আল্লাহকে অনেক স্মরণ করে, আল্লাহ তাকে তার প্রিয় করে তোলেন। (বর্ণনা করেছেন *তালহা ইবনে ইয়াহইয়া (রহঃ) থেকে বর্ণিত* হাদীস *সংকলন* বাজ্জর।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমাকে (আল্লাহর) বান্দা, নবী অথবা বাদশাহ ও নবী হিসেবে বেছে নিয়েছেন। আমি জানতাম না কী বেছে নেব। ফেরেশতাদের মধ্য থেকে, [প্রধান ফেরেশতা] জিবরিয়েল আমার বন্ধু (কারণ নবী প্রায়শই জিবরাঈলের সাথে দেখা করতেন যিনি 23 বছর ধরে কুরআনের ঐশ্বরিক ওহীর প্রাথমিক মাধ্যম ছিলেন) এবং আমি তার দিকে তাকালাম। তিনি বললেন, তোমার পালনকর্তার জন্য নম্রতা অবলম্বন কর। তখন আমি বলেছিলাম, 'আমি [আল্লাহর] দাস এবং নবী হতে পছন্দ করি (আল্লাহর দাসত্ব আধ্যাত্মিকতার প্রতীক এবং দাসত্বের মর্যাদা আল্লাহর কাছে সর্বোচ্চ পদমর্যাদা যা দাসত্বের মূর্ত নম্রতার মাধ্যমে অর্জিত হয়)"। (বর্ণনা করেছেন আবু *ইয়া'লা (রাঃ)* আয়েশা (রাঃ) এর বিধান থেকে এবং *তাবারানী* আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু (রহঃ) রাদিয়াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহ তাআলা এক ওহী নাযিল করেছেন, "আমি কেবল সেই ব্যক্তির দোয়া কবুল করি যে আমার মহত্ত্বের সামনে মাথা নত করে। যে আমার বান্দাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব গ্রহণ করে না, অন্তরে আমার ভয় রাখে, আমার স্মরণে নিজের দিন ব্যয় করে এবং আমার জন্য নিম্ন সত্তার আকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اَلْكَرَمُ التَّقْوىٰ وَالشَّرَفُ التَّوَاضُعُ وَالْيَقِيْنُ الْغِنٰى

"মহত্ত্ব (ও মহত্ত্ব) হচ্ছে ধার্মিক ভয়, শ্রদ্ধা ও আল্লাহর প্রতি ভয় (তাকওয়া), *সম্মান হচ্ছে নম্রতার মধ্যে* (তাওয়াদু), *এবং ধন-সম্পদ (আল্লাহ* ও আল্লাহর অনন্ত সত্যে) মধ্যে রয়েছে। (বর্ণনা করেছেন *হাদীসে* ইবনে আবি দুনিয়া *ও* হাকিম *সুমরাহ (রহঃ) এর উপর* সংগৃহীত হয়েছে।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন, 'বিনয়ীদের জন্য সুসংবাদ যেমন তারা কিয়ামতের দিন মিম্বরে বসবে, মানুষের মধ্যে শান্তির দালালদের জন্য সুসংবাদ যেমন তারা কিয়ামতের দিন জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে, সুসংবাদ তাদের জন্য যারা তাদের অন্তরকে সমস্ত পার্থিব নোংরা থেকে পরিশুদ্ধ রাখে এবং তারা আল্লাহর দর্শন অর্জন করবে। বিচারের দিন"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'চারটি জিনিস কেবল তারাই অর্জন করতে পারে, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন: প্রথমটি হচ্ছে নীরবতা, ইবাদতের শুরু, দ্বিতীয়টি হচ্ছে আল্লাহর উপর আস্থা, তৃতীয়টি নম্রতা এবং চতুর্থটি হচ্ছে দুনিয়ার প্রতি অনুরাগহীনতা। আনন্দ এবং জটলা)". (বর্ণনা করেছেন *তাবরানী* ও *হাকিম* আনাস (রহঃ) এর বিধান থেকে *হাদীস* সংগ্রহ করা হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, তোমরা সর্বোত্তম ইবাদত (অর্থাৎ নম্রতা) সম্পর্কে অবহেলা করছ। ইউসুফ ইবনে আসবাত (রহঃ) বলেন, 'অনেক সৎকর্মের তুলনায় একজনের জন্য সামান্য পরিমাণ ঈশ্বর ভীতি যথেষ্ট, এবং অনেক আধ্যাত্মিক সংগ্রামের তুলনায় সামান্য পরিমাণ নম্রতাই একজনের জন্য যথেষ্ট। কেউ একজন ফুযাইল ইবনে আয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু (রহঃ) কে

নম্রতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, তিনি উত্তর দিলেন, "নম্রতা হচ্ছে এই যে তোমরা সত্যের সামনে মাথা নত কর এবং সত্যের প্রতি এতটুকু আনুগত্য ও আনুগত্য কর যে, যদি তুমি কোন শিশুর কাছ থেকে সত্য খুঁজে পাও, তবে তুমি তা গ্রহণ কর এবং যদি তুমি কোন অজ্ঞের কাছ থেকে তা শুনতে পাও। আপনি এটি গ্রহণ করুন"। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আসল নম্রতা হচ্ছে এই যে, তোমরা পার্থিব নেয়ামতে তোমাদের চেয়ে কম ভাগ্যবান ব্যক্তিকে প্রাধান্য দাও, যতক্ষণ না এমন ব্যক্তি এই নিশ্চয়তা না পায় যে, দুনিয়ার (পার্থিব উপায়, মর্যাদা ও ক্ষমতা) কারণে তোমার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। [উপরন্তু,] নম্রতা হলো, তুমি নিজেকে সেই ব্যক্তির চাইতে নিকৃষ্ট মনে করো, যাহার পার্থিব নেয়ামতে তোমার চেয়ে বেশী আছে, যতক্ষণ না সে বুঝতে পারে যে, পার্থিব উপায়ে তার শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

এক রেওয়ায়ত অনুসারে, ঈসা (আঃ) এর প্রতি এক *ঐশী* ওহী এসেছেন, তিনি বলেন, 'আমি যখন আপনার উপর কোন নেয়ামত প্রেরণ করব, তখন তা নম্রতার সাথে গ্রহণ কর, আমি আপনার উপর সেই নেয়ামত পূর্ণ করব। হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 'যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে এবং তার জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং একজন নম্র ব্যক্তি হিসেবে জীবনযাপন করে, আল্লাহ তাআলা সেই নেয়ামতের সুফল দুনিয়াতে দান করবেন এবং পরকালেও মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। আর যদি কোন ব্যক্তি (আল্লাহর) অনুগ্রহ লাভ করে, কিন্তু আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে বরং মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে, তবে সে সেই অনুগ্রহের (সুবিধা) থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং আখেরাতে শাস্তির মুখোমুখি হবে। রাসূলুল্লাহ সুলায়মান (আঃ) এর একটি নিয়ম ছিল যে, তিনি প্রতিদিন সকালে ধনী ও অভিজাতদের সাথে সংক্ষিপ্ত বৈঠক করতেন এবং একবার তাদের সাথে কাজ শেষ হয়ে গেলে তিনি গরীবদের সমাবেশে এসে বসতেন এবং বলতেন, "একজন দরিদ্র মানুষ কেবল দরিদ্রদের সাথে জীবন কাটাতে পারে [আমার পার্থিব বিশালতা সত্ত্বেও আমার দারিদ্র্য এবং আল্লাহর কাছে অভাবের কারণেই যে রাজ্যের সঙ্গে ঈশ্বরের রাজত্বের কোন তুলনা নেই]". জিয়াদ নামেরি বলেন, 'নম্রতা ছাড়া সংযত ব্যক্তি ফলবিহীন গাছের মতো।

অহংকারী লোকদের জান্নাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করার কারণ ভাল নৈতিকতা, আচরণ, চরিত্র, অভ্যন্তরীণ স্বভাব এবং গুণাবলী (*ইখলাক*) জান্নাতে প্রবেশের দরজা যা অহংকার এবং [অযৌক্তিক] আত্মসম্মানের (অহংকার) কারণে বন্ধ হয়ে যায়। একজন বান্দা অহংকারের কারণে আলোকিত নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র, অভ্যন্তরীণ স্বভাব ও গুণাবলী থেকে বঞ্চিত থাকে, বিশেষ করে নম্রতা থেকে বঞ্চিত হয়, যা ঈশ্বরভীরুদের জন্য জীবনের রাজধানী ও উৎস এবং তাদের [মহৎ] চরিত্র বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি। নম্রতা ছাড়াও অন্যান্য ভাল নৈতিকতা, আচরণ, চরিত্র, অভ্যন্তরীণ স্বভাব এবং গুণাবলী থেকে বঞ্চিত থাকে [অহংকারের ফলস্বরূপ]। যেমন, কেউ অহংকারের সাথে শত্রুতা ত্যাগ করতে পারবে না, কারো উপদেশে মনোযোগ দিতে

পারবে না, কারো সাথে আন্তরিকতা রাখতে পারবে না, মানুষকে অপমান ও অপমানিত করা এড়াতে পারবে না, বিবাদ ও দোষ খোঁজার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। বস্তুত, সমস্ত ভাল নৈতিকতা, আচরণ, চরিত্র, অভ্যন্তরীণ স্বভাব এবং গুণাবলীর অবসান ঘটবে এবং খারাপ নৈতিকতা, আচরণ, চরিত্র, অভ্যন্তরীণ স্বভাব এবং গুণাবলী জন্ম নেবে। এমন কোন খারাপ নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র, অভ্যন্তরীণ স্বভাব এবং গুণাবলী নেই যা অহংকারী লোকদের মধ্যে নেই, বরং একজন অহংকারী ব্যক্তি প্রতিটি মন্দ এবং প্রতিটি খারাপ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য থেকে সমর্থন নিতে বাধ্য হয় কারণ এটি না করে, কেউ নিজের মিথ্যা আত্মসম্মান [এবং ভুল অহংকার] বজায় রাখতে অক্ষম। এমন কোন ভাল গুণ নেই যা একজন অহংকারী ব্যক্তি থেকে বঞ্চিত হয় না কারণ এমন একজন মনে করে (বিশ্বাস করে) যে ভাল নৈতিকতা, আচরণ, চরিত্র, অভ্যন্তরীণ স্বভাব এবং গুণাবলী একজনকে সেই [ভুল অনুভূত মর্যাদা এবং সম্মানের বোধ থেকে বঞ্চিত করবে। এই কারণেই একজন অহংকারী ব্যক্তির জান্নাতে প্রবেশ করতে অক্ষম হওয়ার কারণ যে অহংকারের সাথে অনেক খারাপ ও মন্দ নৈতিকতা, আচরণ, চরিত্র, অভ্যন্তরীণ স্বভাব এবং গুণাবলী অপরিহার্য। সেই সঙ্গে একটি মন্দ গুণ আরও অনেক মন্দ গুণ ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের অগ্রদূত।

সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের অহংকার হচ্ছে যা একজনকে জ্ঞান থেকে (বিশেষ করে অনন্ত সত্যের) উপকার পেতে বাধা দেয় এবং সত্যকে গ্রহণ করতে বাধা দেয় এবং একজনকে সত্যের অনুসরণে বঞ্চিত করে। এ ধরনের ঔদ্ধত্য সম্পর্কে (কুরআন) অনেক [পবিত্র] আয়াত রয়েছে:

وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا۟ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا۟ أَنفُسَكُمُ ۖ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَـٰتِهِۦ تَسْتَكْبِرُونَ

"(অহংকারী লোকদের মৃত্যুর সময়ে) ফেরেশতাগণ তাদের হস্ত প্রসারিত করে বলতেন, 'তোমাদের প্রাণ বের করে দাও! আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করত এবং আল্লাহর আয়াতসমূহে অহংকার করত। (কুরআন, 6 অধ্যায়, 93 আয়াত)

سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَـٰتِىَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ

"আমি এমন লোকদেরকে আমার আয়াতসমূহ (কুরআন) সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা থেকে দূরে রাখব, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করে (যেমন অহংকার হৃদয়কে সিলমোহর করে

দেয় যা আল্লাহর হেদায়েত ও সত্য উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়ে পড়ে)। (কুরআন, সপ্তম অধ্যায়, 146 আয়াত)

কুরআনের ব্যাখ্যার পণ্ডিতগণ লিখেছেন, এর অর্থ হলো, হৃদয় থেকে কুরআনের বোধগম্য দূর হয়ে যাবে। কোন ব্যাখ্যায় লেখা আছে যে, এর অর্থ হলো, হৃদয় স্বর্গীয় আধিপত্য প্রত্যক্ষ করা থেকে বিরত থাকবে। ইবনে জারীহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তারা আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা ও চিন্তা-চর্চা করতে পারবে না এবং সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না। এ কারণেই ঈসা (আঃ) বলতেন, 'চাষাবাদ নরম মাটিতে রোপণ করা হয়, পাথরের উপর নয়। একইভাবে, প্রজ্ঞা নম্র হৃদয়কে প্রভাবিত করে। অহংকারী হৃদয় এর থেকে সামান্যতম প্রভাব পায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহংকারকে অপরিহার্যভাবে সত্য প্রত্যাখ্যানের সাথে যুক্ত বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন:

اَلْكِبْرُ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ وَغَمَصَ النَّاسَ

"অহংকারী সে যে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে এবং মানুষের দোষ খুঁজে পায়। (বর্ণনা করেছেন *আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আনহু থেকে বর্ণিত* সহীহ মুসলিম *হাদীস* সংকলন।

যে জিনিসগুলির সাথে অহংকার প্রদর্শিত হয়

কেবল সেই ব্যক্তিই অহংকারী যে নিজের সম্পর্কে উচ্চতর চিন্তা করে এবং যে নিজের সম্পর্কে উচ্চ চিন্তা করে সে পরিপূর্ণতার গুণাবলীর একটি গুণের দাবিদ। তখন এই পরিপূর্ণতা জাগতিক এবং ধর্মীয় উভয়ই। ধর্মের সাথে সম্পর্কিত পরিপূর্ণতার গুণাবলী হ'ল জ্ঞান এবং কর্ম। পরিপূর্ণতার জাগতিক গুণাবলী হল বংশ, সৌন্দর্য, ক্ষমতা, সম্পদ এবং সমর্থকদের প্রাচুর্য। সুতরাং এই সাতটি প্রকার এবং অহংকারের কারণ:

অহংকারের প্রথম কারণ - জ্ঞান: অহংকারের প্রথম কারণ জ্ঞান। পণ্ডিতরা (পণ্ডিত ধর্মতত্ত্ববিদরা) দ্রুত অহংকারে জড়িয়ে পড়েন। প্রথমে একজন পণ্ডিত হৃদয়ে নিজের জ্ঞানের পরিপূর্ণতা ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করেন। তখন একজন নিজেকে শ্রেষ্ঠ এবং অন্যকে নিকৃষ্ট মনে করে। কেউ অন্যকে যোগ্য মনে করে না এবং তাদের গবাদি পশুর মতো দেখে। কেউ তাদের অজ্ঞ হিসাবে বিবেচনা করে এবং আশা করে যে তারা প্রথমে একজনকে অভিবাদন জানাবে। যদি কোন সুযোগে কেউ অন্যকে শুভেচ্ছা জানানোর ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয় বা তাদের শুভেচ্ছা ও

সালামে সুন্দরভাবে সাড়া দেয় বা তাদের অভিবাদন জানাতে বা তাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে উঠে দাঁড়ায়, তবে কেউ এটিকে তাদের প্রতি করা অনুগ্রহ হিসাবে বিবেচনা করে এবং মনে করে যে তিনি এই [সৎ] আচরণের মাধ্যমে অন্যকে সম্মানিত করেছেন, যদিও তারা এর যোগ্য ছিল না। এজন্য তাদের প্রতি কারও অনুগ্রহের কারণে তাদের সেবা করা প্রয়োজন। অহংকারী পণ্ডিতদের এই অভ্যাস রয়েছে যে লোকেরা তাদের সাথে দেখা করতে তাদের কাছে যায়, কিন্তু তারা কারও সাথে দেখা করতে যায় না, তারা অসুস্থ হলে লোকেরা তাদের সাথে দেখা করতে আসে, কিন্তু তারা অসুস্থ কারও সাথে দেখা করতে আসে না। এমনকি তাদের কাছের লোকদের সাথেও তাদের ভাল মনোভাব থাকে না। তারা তাদের সেবা করতে বাধ্য করে এবং তাদের ভুলগুলি ক্ষমা করে না। তারা মানুষকে শিক্ষিত করা তাদের অনুগ্রহ বলে মনে করে এবং মনে করে যে যেহেতু তারা তাদের জ্ঞান দিয়েছে, তাই তাদের সেবা করা তাদের অধিকার। পার্থিব বিষয়ে তাদের প্রথা এমনই, আখেরাত সম্পর্কিত বিষয়ে তাদের মেজাজের দুর্নীতি চরম পর্যায়ে রয়েছে। এই তথাকথিত "পণ্ডিতরা" মনে করেন যে জ্ঞান তাদের ঈশ্বরের সামনে একটি উচ্চ পদে উন্নীত করেছে, তাই এখন তাদের কোনও ঐশ্বরিক প্রতিশোধ এবং জবাবদিহিতা সম্পর্কে নির্ভীক হওয়া উচিত। তারা নিজেদের (আল্লাহর সামনে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে) ভয় পায় না, বরং তারা সাধারণ মানুষের জন্য ভয় পায়। নিজেদের সংস্কার নিয়ে তাদের কোনো দুশ্চিন্তা নেই, কিন্তু সাধারণ মানুষের সংস্কার নিয়ে তারা বিরক্ত। এ ধরনের লোকেরা আলেম নয়, বরং তারা অজ্ঞ। জ্ঞানের সঙ্গে তাদের কী সম্পর্ক? প্রকৃত জ্ঞান হ'ল যার মাধ্যমে কেউ ঈশ্বরকে চিনতে পারে, নিজের নিম্ন সত্তার গভীর আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করে, নিজের [অনিবার্য] পরিণতির বিপদগুলি উপলব্ধি করে এবং এই বিশ্বাস রাখে যে ঈশ্বরের তীব্র জবাবদিহিতা আলেমদের সাথে থাকবে। প্রকৃত জ্ঞান ঈশ্বর-ভয়, নম্রতা এবং ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য আরও বাড়িয়ে তোলে। যে ব্যক্তি এই জ্ঞান অর্জন করে (ঐশ্বরিক অনুগ্রহ ও অনুগ্রহে) সে কখনো নিজের নিম্ন সত্তাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে না, বরং সবাইকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে, কারণ সে অন্যের চেয়ে বেশি প্রশ্নবিদ্ধ হবে। জ্ঞান একটি অসাধারণ নেয়ামত এবং জ্ঞানী লোকেরা এর জন্য [আল্লাহর] প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে সক্ষম হয় না। আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, 'যার জ্ঞান বেশী আছে, সে বেশি কষ্ট পায় (আল্লাহর অগাধ অনুগ্রহ ও অনুগ্রহের জন্য যথেষ্ট ধন্যবাদ দিতে না পারায়)।

জ্ঞান অহংকারের উৎস হয়ে ওঠার একটি কারণ হ'ল [উদ্দেশ্যটি খতিয়ে দেখা] কেন একজন বান্দা [ঈশ্বরের, অর্থাৎ একজন মানুষ] জ্ঞান অর্জন শুরু করে; [এই ক্ষেত্রে,] ব্যক্তির অন্তর সত্তা [অন্তর] অশুভের কেন্দ্র এবং নিম্ন নিকৃষ্ট আত্মা (*নফস)* নোংরার আবাসস্থল এবং তার খারাপ নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র এবং অভ্যন্তরীণ স্বভাব (*ইখলাক) রয়েছে।* জ্ঞানের উপত্যকায় পা রাখার পূর্বে নিম্ন আত্মাকে সভ্য করার জন্য এবং হৃদয় ও আত্মাকে শুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন আধ্যাত্মিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাওয়া জরুরি ছিল এবং নিম্ন আত্মাকে তার প্রতিপালকের ইবাদত করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া অপরিহার্য ছিল। এই জাতীয় পরিস্থিতির জন্য [যেখানে

হৃদয় এবং আত্মাকে প্রয়োজনীয় প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সভ্য করার ভীষণ প্রয়োজন], জ্ঞান সম্ভবত উপকারী হতে পারে না কারণ হৃদয়ে কর্মের মর্যাদাপূর্ণ স্থান নেই। এটি (জ্ঞান) নোংরার মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য হয়, এর ফল উপকারী হতে পারে না, ভাল লক্ষণ থাকতে পারে না, তাদের উপর প্রকট দেখায়। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ (রহঃ) এর সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, "জ্ঞান মেঘের জলের মতো, যা অন্তর্নিহিত ভাবে বিশুদ্ধ, পরিষ্কার এবং মিষ্টি। গাছগুলি এটি তাদের শিরায় শোষণ করে এবং এটিকে তাদের মতো করে রূপান্তর করে। গাছের পাতা ও ফল তিক্ত হলে পানির স্বাদও তিক্ত হয়ে ওঠে এবং মিষ্টি হলে পানির স্বাদও মিষ্টি থাকে, বরং তা মিষ্টি হয়ে যায়। জ্ঞানের একই অবস্থা - লোকেরা এটি শোষণ করে এবং ড্রাফ্ট দ্বারা এটি পান করে এবং এটি তাদের ইচ্ছা এবং সংকল্প অনুসারে তৈরি করে। একজন অহংকারী আরও অহংকারী হয়ে ওঠে, একজন নম্র আরও নম্র হয়ে ওঠে। যার উদ্দেশ্য ছিল অহংকার করা এবং অজ্ঞ ছিল, তারপর জ্ঞান অর্জন করেছিল এবং এখন সে অর্জন করেছে যা অহংকারের উৎস হতে পারে। তাই, এইরকম একজনের জন্য অহংকার আরও বেড়ে যায়। অনুরূপভাবে, যে [ঈশ্বরকে] ভয় করেছিল এবং জ্ঞান অর্জন করেছিল, তখন ঐশ্বরিক আমল সম্পর্কে এই ভয়, তীব্র শঙ্কা, নম্রতা এবং নম্রতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল কারণ জ্ঞান [ঈশ্বরকে] ভয়কে নিশ্চিত করেছিল। এর পরিণতি হ'ল এটি অহংকারের সবচেয়ে বড় কারণগুলির মধ্যে একটি।

অহংকারের দ্বিতীয় কারণ - পুণ্যকর্ম ও ঐশ্বরিক ইবাদত: ইবাদত ও পুণ্যকর্ম অহংকারের দ্বিতীয় কারণ। একজন সংযত ও ইবাদত ব্যক্তি সম্মান, খ্যাতি, অহংকার এবং মানুষের হৃদয়কে নিজের দিকে ঝুঁকানোর মতো মন্দ কাজগুলি থেকে মুক্ত নয়। তারা জাগতিক এবং ধর্মীয় উভয় বিষয়েই এই কুফলগুলি প্রকাশ করে। পার্থিব বিষয়ে, তারা এভাবে প্রকাশ করে যে তারা তাদের সাথে দেখা করতে আসা লোকদের তাদের সাথে দেখা করার চেয়ে ভাল বলে মনে করে। এ ছাড়া, তারা চায় যে, লোকেরা যেন তাদের চাহিদা পূরণ করুক, তাদের সম্মান করুক, সমাবেশে তাদের জন্য জায়গা তৈরি করুক, তাদের সতর্কতা ও ঈশ্বর-ভয়ের গুণাবলী দিয়ে উল্লেখ করুক এবং সমস্ত বিষয়ে তাদের অগ্রাধিকার দেয়। এটি যেন তারা তাদের [ঈশ্বরের প্রতি] এবং আধ্যাত্মিক সংগ্রামকে সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ হিসাবে বিবেচনা করে। ধর্মীয় বিষয়ে, তাদের অবস্থা এমন যে তারা নিজেরাই ব্যতীত সবাইকে দুর্ভাগা মনে করে, যদিও তারা নিজেরাই দুর্দশাগ্রস্ত কারণ তারাই এই ভ্রান্তি রয়েছে। মানুষের দুর্দশা দাবি করা তাদের অবমাননার প্রতিফলন। এই ব্যক্তি কেবল নিজের কথায় লোকদের অবমাননা করেনি, বরং একজন ঈশ্বরের কাছে অহংকারী এবং ঈশ্বরের শাস্তি ও মহিমা সম্পর্কে ভয় পায় না। যে উপাসককে অনুগ্রহ মনে করে এবং সৃষ্টিকে অবমাননা করে এবং সৃষ্টিকে অবমাননা করে এবং যে ব্যক্তি সৃষ্টিকে তাদের উপাসনা ও আনুগত্যের কারণে ভালবাসে এবং তাদের সম্মান করে এবং তাদের কাছ থেকে আল্লাহর কাছে এমন মর্যাদা প্রত্যাশা করে তার মধ্যে পার্থক্য কতই না বেশি।

একটি ঐতিহ্য অনুযায়ী। ইসরাঈলের বংশধরদের মধ্যে দু'জন লোক ছিল। তাদের মধ্যে একজন তার অশান্ত স্বভাব এবং মন্দ কর্মের কারণে বিদ্রোহী হিসাবে বিখ্যাত হয়েছিল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি তার অপরিসীম উপাসনার কারণে উপাসক হিসাবে বিখ্যাত হয়েছিল। তিনি এত উপাসনা করেছিলেন এবং ঈশ্বরের সামনে এত উচ্চ পদমর্যাদা পেয়েছিলেন যে একটি মেঘ সর্বদা তাকে ছায়া দেয়। বিদ্রোহী লোকটি ভাবল, "আমি অত্যন্ত কুখ্যাত, এবং এই উপাসক একজন অত্যন্ত ঈশ্বরভীরু ও উপাসনাশীল মানুষ। আমি যদি তার কাছে বসি, তাহলে আল্লাহ আমার প্রতি রহমত অবতীর্ণ করবেন। মুসল্লি ভেবেছিল, 'আমি একজন উপাসক। এই দুষ্ট লোকটি কীভাবে আমার কাছে বসতে পারে? তাই, বিদ্রোহী ব্যক্তি যখন উপাসকের কাছে বসতে চেয়েছিল, তখন তিনি তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন এবং তাকে তার কাছে বসতে দিতেন না। আল্লাহ তাআলা তৎকালীন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এক ঐশ্বরিক ওহী প্রেরণ করেছেন যে, তিনি উভয়কে আবার পুণ্যকর্ম করতে শুরু করতে বলেন, যেমন তিনি বিদ্রোহী ব্যক্তির সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন এবং ইবাদতকারীর সকল (পবিত্র) আমল বাতিল করে দিয়েছেন। এর পরে, মেঘ [পূর্বে] বিদ্রোহী লোকটিকে ছায়া দিতে শুরু করে।

এ ঘটনা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তর খোঁজছেন। যদি একজন অজ্ঞ পাপী ব্যক্তি ঈশ্বর-ভয়ের কারণে নম্র থাকতে শুরু করে এবং ঈশ্বরের মহিমার কাছে মাথা নত করে, তবে এটি একটি ইঙ্গিত যে কেউ হৃদয় থেকে ঈশ্বরের আনুগত্য করেছে। এর পরিবর্তে, একজন অহংকারী ধর্মীয় পণ্ডিত এবং একজন গর্বিত উপাসকের চেয়ে একজন বড় উপাসক হচ্ছেন। আরেকটি দোষ রয়েছে যা থেকে খুব কম ইবাদত ও সংযত মানুষ নিজেদেরকে রক্ষা করে এবং তা হ'ল কেউ যদি তাদের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে বা তাদের কষ্ট দেয়, তবে তারা এটিকে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বলে মনে করে। তারা মনে করে যে, যে ব্যক্তি তা করে, তাকে ঈশ্বর ক্ষমা করবেন না এবং তিনি ঈশ্বরের ক্রোধের যোগ্য হয়েছেন। যদি অন্য কারও সাথে একই আচরণ করা হয়, তবে তাদের এই অসন্তুষ্ট প্রতিক্রিয়া নেই। কারণ তারা তাদের উচ্চ মর্যাদা এবং পদমর্যাদার দাবিদার, যদিও এই দাবিটি কেবল অজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে। কিছু লোকের বোকামি তাদের "অমুক এবং অমুকের খারাপ পরিণতি হবে" বা "অমুক এবং অমুকের জন্য শাস্তি পাবে" ইত্যাদি দাবি করতে বাধ্য করে। যদি কোন ঘটনাক্রমে, অপরাধী কোনও মারাত্মক রোগে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তবে কেউ এটিকে নিজের অলৌকিক বলে মনে করে এবং বলে যে ঈশ্বর কারও প্রতিশোধ নিয়েছেন। কেউ দেখতে পায় না যে, কাফেররা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে অভিসম্পাত করেছে এবং এমনকি নবীদের প্রতি জুলুম করেছে এবং এমনকি তাদের হত্যাও করেছে। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা এই অপরাধীদের অধিকাংশকে অবকাশ দিয়েছেন এবং দুনিয়াতে তাদের কোন শাস্তি দেননি। বরং তাদের অনেককে সত্যের দিকে পরিচালিত করা হয়েছে এবং তাদের কাছে দুনিয়াতে কোন শাস্তি নেই এবং পরকালেও তাদের কোন শাস্তি নেই। এই অজ্ঞ, অহংকারী, আত্মপ্রতারক কি মনে করেন যে, আল্লাহর নিকট কারও এত উচ্চ মর্যাদা রয়েছে যে, তিনি একজনের প্রতিশোধ নিয়েছেন, অথচ নবীদের জন্যও

তা করা হয়নি? সম্ভবত, কেউ এমনকি জানে না যে এই অহংকার এবং আত্ম-ধার্মিকতার কারণে কেউ ঈশ্বরের দ্বারা অস্বীকৃত এবং নিজের [আধ্যাত্মিক] ধ্বংস সম্পর্কে অজ্ঞ। এই বিশ্বাস সেই অহংকারী মানুষের, যাঁরা বুদ্ধিমত্তা থেকে বঞ্চিত। দু'জন মানুষের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু? একজন ব্যক্তির নিজের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সত্তা উভয় ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের প্রতি পবিত্র ভয়, শ্রদ্ধা ও ভয় থাকে এবং নিজের নিম্ন সত্তা সম্পর্কে শঙ্কিত থাকে [তার নেতিবাচক ও ক্ষতিকারক প্রবণতার কারণে], নিজের [ধার্মিক] কাজকে তুচ্ছ বলে মনে করে এবং এটি সংশোধনের সংগ্রামে ক্রমাগত ব্যস্ত থাকে। দ্বিতীয় ব্যক্তি আড়ম্বর, অহংকার, ঈর্ষা এবং প্রতারণার নোংরা লুকিয়ে রেখেছে এবং এইভাবে শয়তানের জন্য একটি খেলনা হয়ে উঠেছে এবং তার উপরে মনে করে যে একজন [ধার্মিক] কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি অনুগ্রহ করছে। এটা সত্য যে, যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস পোষণ করে যে একজন ঈশ্বরের যে কোন বান্দার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সে এই অজ্ঞতার কারণে তার [ভাল, ধার্মিক ও মহৎ] প্রচেষ্টার পুরো পুঁজি নষ্ট করেছে। অজ্ঞতা সবচেয়ে বড় পাপ এবং এর চেয়ে বড় আর কিছু নেই যা একজনকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দেয়। নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া যে, একজন অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তা নিছক মূর্খতা ও অজ্ঞতা এবং ঈশ্বরের জবাবদিহিতা থেকে নির্ভীকতার ইঙ্গিত দেয়, যদিও ঈশ্বর বলেছেন:

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَٰسِرُونَ

"ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও কৌশল সম্পর্কে কেউই নির্ভীক নয় (*মাকর*) ব্যতীত যারা একটি অত্যাশ্চর্য ক্ষতির দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। (কুরআন, সপ্তম অধ্যায়, আয়াত 99)

সংক্ষেপে, অহংকার এমন একটি দুর্যোগ যে কেবল ঈশ্বরের বান্দারাই নিরাপদ থাকে যাদের কাছে আল্লাহ তাঁর যত্নে রক্ষা করেন, অন্যথায়, মানুষ সাধারণত এই দুর্যোগে জর্জরিত হয়।

অহংকারের তৃতীয় কারণ - বংশ (জাতি, জাতি, গোত্র, সম্প্রদায়): যে ব্যক্তি উচ্চতর বংশের অধিকারী [একটি ভাল, সম্মানিত, বিশিষ্ট এবং সুপরিচিত পরিবার থেকে আসার ক্ষেত্রে], সেই লোকদের অবজ্ঞা করে যারা এই উচ্চতর বংশ থেকে বঞ্চিত [নম্র পারিবারিক উত্স থাকার ক্ষেত্রে] যদিও তারা জ্ঞান এবং সৎকর্মে একজনের চেয়ে ভাল হতে পারে। [এই আলোচনাটি সমস্ত ধরণের জাতিগত, জাতিগত, ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক, উপজাতি, সম্প্রদায়, ভাষাগত, রাজনৈতিক, মতাদর্শগত এবং জাতীয়তাবাদী অহংকার, অহংকার, শ্রেষ্ঠত্ব কমপ্লেক্স এবং ফলস্বরূপ ঘৃণা বা এমন লোকদের অবজ্ঞা করার জন্য প্রযোজ্য যারা এই বৈশিষ্ট্যগুলি ভাগ করে না এবং তাদের নিকৃষ্ট বলে মনে করে। একজন সত্যিকারের বান্দা এবং ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ, যার নিজস্ব কোনও রঙ নেই, পরিবর্তে, একজন ঐশ্বরিক গুণাবলীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঈশ্বরের রঙ গ্রহণ করে, যার প্রতিনিধিত্ব করা হয় ঐশ্বরিক নামগুলির অসংখ্য গুণাবলী, যেমন প্রেম, সহানুভূতি, করুণা, ন্যায়বিচার, সাম্য, আন্তরিকতা, পরার্থপরতা, নিঃস্বার্থ সেবা, অন্যের উপকার করা,

মানুষের দুঃখকষ্টকে নিজের মতো করে বিবেচনা করা, ইত্যাদি। কখনও কখনও এই ব্যক্তির ঔদ্ধত্যের অবস্থা এমন হয় যে কেউ নম্র উত্স এবং পটভূমির লোকদের দাস এবং দাস হিসাবে মনে করে এবং তাদের সাথে মিশ, খাওয়া এবং পান করা ঘৃণ্য বলে মনে করে। কেউ অন্যকে আপত্তিকর নামে ডাকে নিজের বংশ নিয়ে গর্ব প্রকাশ করে বা বলে, "তুমি কে?", "তোমার বাবা কী ছিল?", "আমি অমুক [মহান ব্যক্তির] সন্তান বা নাতি। আপনার মতো তুচ্ছ মানুষ কীভাবে আমার সাথে কথা বলতে পারে বা এমনকি আমার দিকে তাকাতে পারে? বর্ণানুক্রমিক অহংকারের প্রতিটি অধিকারীর নিম্ন ভিত্তিতে এই গোপন স্নায়ু থাকে [যা সূক্ষ্ম বা নির্লজ্জ উপায়ে নিজেকে প্রকাশ করে] কিন্তু যখন ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠে, এই স্নায়ুর হিমশীতল রক্ত গলে যায়, অভ্যন্তরীণ আলোর আলোকসজ্জা নিভে যায়, তখন কেউ তার বংশ এবং বংশানুক্রমিক উল্লেখ করে [অবমাননাকর এবং অবমাননাকরভাবে] কথা বলতে শুরু করে। এই [অবমাননাকর ও অবমাননাকর আচরণ] [ঈশ্বরের] একজন নম্র দাসের কাছ থেকেও কল্পনা করা যায় না। হজরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উপস্থিত ছিলেন, তখন আমার এক পুরুষের সাথে ঝগড়া হয়েছিল এবং রাগের বশে আমি তাকে 'কালো নারীর পুত্র' বলে সম্বোধন করলাম। [আমার কাছ থেকে এটা শুনে] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সম্বোধন করে বললেন:

طَفِ الصَّاعِ طَفِ الصَّاعِ لَيْسَ لِابْنِ الْبَيْضَاءِ عَلَى ابْنِ السَّوْدَاءِ فَضْلٌ

"উভয় দাঁড়িপাল্লাই সমান। একজন শ্বেতাঙ্গের পুত্রের কালো পুত্রের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই [যেহেতু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সমস্ত মানুষ সমান এবং তাই জাতিগত অহংকার এবং অহংকার প্রকাশ করা কারও উচিত নয়]।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এ কথা শুনে আমি মাটিতে শুয়ে পড়লাম এবং সেই লোকটিকে উঠে দাঁড়াতে এবং আমার গালে পা রাখতে বললাম [আমার জাতিগত অহংকার ও ঔদ্ধত্য দূর করার জন্য যা সংঘাতের পরিস্থিতিতে বেরিয়ে এসেছিল এবং আমি অনুতপ্ত হয়ে ঈশ্বরের কাছে ফিরে এসেছি এবং এই পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেছি যার সাথে আমি এইভাবে আঘাত করেছি]। (বর্ণনা করেছেন *হাদীস* সংকলন *সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম* ও *মুসনাদ আহমদ*)

দেখুন কিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু যরকে তার এই অন্যায় সম্পর্কে অবহিত করলেন, কারণ তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হিসাবে বিবেচনা করছিলেন। রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) তাঁকে বলেছেন যে, ইসলামে সাদা ও কালো উভয়ই সমান (কারণ জাতি ও ত্বকের রঙের ভিত্তিতে কারও কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই)। আরো দেখুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সতর্কবাণী আবু যর (রাঃ) এর উপর কতটা প্রভাব ফেলেছিল - একজন নবী

সাহাবী যিনি নবীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবধান ও প্রশিক্ষণের অধীনে ছিলেন এবং সেই প্রশিক্ষণের ফলে নিজেকে শিখছিলেন এবং সংশোধন করছিলেন) ঠিক সেই মুহুর্তে তিনি তার ভুলের জন্য লজ্জিত হয়েছিলেন। [তৎক্ষণাৎ] অনুতপ্ত হইয়া তাহার হৃদয়ের উপরিভাগ হইতে "অহংকার" নামক সেই গাছটিকে সেই বৃক্ষের শিকড় হইতে সরিয়ে দিল, যাহাকে তাহার পায়ের তলায় [সে অন্যায় করিল]। তিনি ঠিক সেই মুহুর্তে শিখেছিলেন যে সম্মান নির্মূল করা (এই ক্ষেত্রে অহংকার এবং অহংকার) কেবল অপমানের মাধ্যমেই [অর্জিত] হয়। অনুরূপ একটি ঐতিহ্য অনুসারে, দু'জন ব্যক্তি রাসূলের সামনে গর্ব প্রকাশ করেছিলেন। তাদের মধ্যে একজন অপরজনকে বলল, "আমি অমুক, অমুকের ছেলে। তোমার মা মারা যাক, তুমি কে?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'হযরত মূসা (আঃ) এর সামনে দু'জন ব্যক্তি অহংকার প্রকাশ করেছে। তাদের মধ্যে একজন বলল, 'আমি অমুক, অমুকের পুত্র' যতক্ষণ না সে তার নয়জন পূর্বপুরুষের নাম গণনা করল। আল্লাহ তাআলা নবী মূসা (আঃ) এর প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছেন যে, তোমাদের এই নয়জন পূর্বপুরুষ জাহান্নামের অধিবাসী এবং তোমরা দশম অধিবাসী। (বর্ণনা করেছেন *হাদীস* সংকলন *মুসনাদ আহমদ)*

অহংকারের চতুর্থ কারণ – সৌন্দর্য ও চেহারা: সৌন্দর্যের মাধ্যমে ঔদ্ধত্য সাধারণত নারীদের দ্বারা করা হয় এবং এটি তাদের অন্যান্য নারীদের দোষ প্রকাশ করতে এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য বাধ্য করে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক নারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দয়া করতে এসেছিলেন। তিনি চলে যাওয়ার পরে, আমি আমার হাত দিয়ে ইশারা করলাম যে সে কতটা খাটো ছিল। রাসূল (সা.) আমাকে বললেন, 'তুমি তার বিরুদ্ধে পিঠ দিয়েছ'। তার সমালোচনার উদ্দেশ্য ছিল গোপন অহংকার [তার হৃদয়ে লুকানো এবং সুপ্ত যা তিনি নিজেও বুঝতে পারেননি] কারণ তিনি যদি নিজে খাটো হত তবে তিনি অন্য মহিলাকে খাটো বলতেন না। এটি যেন তিনি তার উচ্চতা পছন্দ করেছিলেন এবং অন্য মহিলাকে খাটো হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন, তাকে "বামন" বলে অভিহিত করেছিলেন। [রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় স্ত্রীর এই নেতিবাচক চিন্তাকে তাৎক্ষণিকভাবে সংশোধন করা থেকে বিরত রাখেননি, তিনিও তৎক্ষণাৎ এই মূর্খতা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাঁর হৃদয় থেকে এই ভুল ধারণা দূর করেছিলেন এবং এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক শিক্ষাটি সততার সাথে তার নিজের ব্যয়ে আসন্ন সময়ের জন্য মানুষের সংস্কারের জন্য প্রকাশ করেছিলেন। তাদের নিজস্ব আধ্যাত্মিক উত্থান, সংস্কার এবং রূপান্তরের জন্য]।

অহংকারের পঞ্চম কারণ – সম্পদ: এই অহংকার রাজারা তাদের সম্পদের কারণে, ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক পণ্য ও সম্পদের কারণে, কৃষকদের কৃষিজমিতে এবং তাদের পোশাক ও ঘোড়ায় সচ্ছল লোকদের দ্বারা এই অহংকার করা হয়। একজন ধনী ব্যক্তি দরিদ্রদের নীচ মনে

করে এবং তাদের প্রতি অহংকারী হয় এবং তাদের বলে, "তোমরা ভিক্ষুক, দরিদ্র এবং অভাবী। আমি চাইলে তোমার মতো লোকদের কিনে তোমাকে আমার দাস বানাতে পারি। আপনি কে এবং আপনার কী আছে? আমার বাড়িতে আপনার যা ছিল তার চেয়ে বেশি জিনিসপত্র রয়েছে। আমি একদিনে এত বেশি খরচ করি যা আপনি এক বছরে ব্যয় করতে পারবেন না। ধনীরা এই সমস্ত কথা বলে কারণ এই ব্যক্তির চোখে সম্পদের জন্য অপরিসীম গুরুত্ব এবং মহত্ত্ব রয়েছে এবং দারিদ্র্যকে অপছন্দ করে, যদিও এর অর্থ এই যে কেউ দারিদ্র্যের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সম্পদের ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন নয়। যদি কেউ সচেতন হতো, তাহলে সে এভাবে কথা বলত না।

অহংকারের ষষ্ঠ কারণ - ক্ষমতা: এই অহংকার একজন দুর্বলের উপর একজন শক্তিশালী ব্যক্তি দ্বারা করা হয়। [এই শক্তি যা অহংকারের ভিত্তি, শারীরিক, রাজনৈতিক, বস্তুগত, আধ্যাত্মিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি হতে পারে এবং ঐশ্বরিক আইনে সমানভাবে নিন্দনীয়]।

অহংকারের সপ্তম কারণ - সহায়ক, সমর্থক, প্রশংসক এবং আত্মীয়স্বজনের প্রাচুর্য: বিপুল সংখ্যক ছাত্র, সহায়ক, আত্মীয়-স্বজন, অনুসারী, সমর্থক এবং প্রশংসকদের কারণে কিছু লোকের অহংকার থাকে। রাজাদের তাদের সেনাবাহিনী এবং শিক্ষকদের আকারের কারণে তাদের ছাত্রদের প্রাচুর্যের কারণে অহংকার রয়েছে।

এই সমস্ত আলোচনার মূল বিষয় হ'ল অহংকারের কারণ [যেমন সৌন্দর্য, ক্ষমতা, সম্পদ ইত্যাদি] এমন একটি আশীর্বাদ যাকে পরিপূর্ণতা হিসাবে অভিহিত করা সম্ভব, এটি বাস্তবে পরিপূর্ণতা হোক বা না হোক। কেউ কেউ অ্যালকোহল সেবন এবং সহবাসের প্রাচুর্যের জন্য তাদের সমসাময়িকদের নিয়ে গর্ব প্রকাশ করে কারণ তারা মনে করে যে তাদের ক্রিয়াগুলি তাদের [এক প্রকার] পরিপূর্ণতার পরিমাণ, যদিও এই বিশ্বাসটি অজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে। এই ধরনের জিনিস (উপরোক্ত) যা অহংকারের কারণ এবং এটি তাদের বিরুদ্ধে করা হয় যারা এই [বৈশিষ্ট্যগুলি] থেকে বঞ্চিত বা তাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম মাত্রায়।

নৈতিকতা, আচার-আচরণ নম্র মানুষের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও অভ্যন্তরীণ স্বভাব এবং এমন কর্মের ব্যাখ্যা যা অহংকার বা নম্রতার প্রভাব দেখায়: এটা জানা উচিত যে অহংকার একজন ব্যক্তির অভ্যাস এবং আচরণের মধ্যে রয়েছে যেমন ঘৃণ্য বা রাগান্বিত মুখ তৈরি করা, চোখের কোণ দিয়ে দেখা, নিজের বুকে মাথা রাখা, বালিশ নিয়ে বসা, বা এটি কণ্ঠস্বরের সুর, চিঠি এবং শব্দের বিতরণ এবং প্রতিক্রিয়া দেওয়ার শৈলী সহ একজনের উচ্চারণে রয়েছে।

হাঁটাচলা, ওঠা, বসা এবং শারীরিক নড়াচড়া ও অঙ্গভঙ্গির মধ্যেও অহংকার রয়েছে। কারও অবস্থা [সত্তা বা অভিব্যক্তির] পরিবর্তন করাও অহংকারের বহিঃপ্রকাশ হতে পারে। অহংকারীদের মধ্যে কেউ আছেন যারা তাদের সমস্ত কাজ ও কথায় অহংকার প্রকাশ করেন এবং কিছু অহংকারী কিছু বিষয়ে অহংকারী এবং কিছু ক্ষেত্রে নম্র। নিম্নলিখিতগুলিতে, কিছু অভ্যাস [এবং অহংকারের প্রকাশ] ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

উদাহরণস্বরূপ, কিছু লোক চায় যে অন্যরা তাদের সামনে হাত বেঁধে দাঁড়াতে চায় [কোনও কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান বা আজ্ঞাবহতার অঙ্গভঙ্গি হিসাবে] বা অন্যরা যখন আসে তখন দাঁড়াতে পারে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, 'তুমি যদি জাহান্নামের কোন ব্যক্তিকে দেখতে চাও, তাহলে তার দিকে তাকাও, যে ব্যক্তি বসে আছে, কিন্তু অনেকে শ্রদ্ধার সাথে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এতটাই ভালোবাসা রাখতেন যে, অন্য কারো প্রতি তাদের ছিল না। তারা যখন তাঁকে দেখত, তখন তারা [তাঁর প্রতি তাদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধার কারণে] দাঁড়াতেন না, কারণ তারা জানতেন যে তিনি তাদের পক্ষে দাঁড়াতে পছন্দ করেন না।

কিছু অহংকারী লোক তাদের অনুসরণ করার জন্য কেউ না পাওয়া পর্যন্ত হাঁটা শুরু করতে পছন্দ করে না। আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বললেন, 'একজন বান্দা ততক্ষণ আল্লাহর কাছ থেকে দূরে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তার পিছনে হাঁটবে। মাঝে মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবীদের নিয়ে হাঁটতেন, তখন তিনি তাদের সামনে এগিয়ে যেতে বলতেন এবং তিনি নিজে তাদের পেছনে হেঁটে যেতেন। (বর্ণনা করেছেন *হাদীস* সংকলন: আবু *মনসুর আল-দায়ালামী ও* মুসনাদ আল-ফিরদৌস)

এর উদ্দেশ্য ছিল নবী সাহাবীগণকে শিক্ষিত করা অথবা এইভাবে তিনি তার (নাফস) থেকে অহংকার ও আত্ম-আধিপত্যের শয়তানের ইঙ্গিতগুলি দূর করতে চেয়েছিলেন। অহংকারীদের এটাও অভ্যাস যে তারা তাদের তুলনায় সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে নিম্নমানের লোকদের পাশে বসতে চায় না, তবে তারা চায় যে তাদের সামনে সম্মানের সাথে বসানো হোক। এটাও নম্রতার পরিপন্থী। হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদিনার কোনো ছোট্ট মেয়ে যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত ধরে রাস্তায় হাঁটতে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত ছাড়তেন না, যতক্ষণ না তিনি নিজে তা ছেড়ে দিতেন না। নবী ও সন্তানদের প্রতি তাঁর স্নেহ ছিল। এটিও অহংকারের একটি অভ্যাস যে তারা রোগীদের কাছাকাছি বসে থাকা এড়িয়ে যান এবং তাদের থেকে দূরে থাকেন। এটাও অহংকার। একবার এক ব্যক্তি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন, যার

মুখমণ্ডল মুরগির বাক্সের ব্রণ দিয়ে পূর্ণ ছিল, সেখান থেকে পানি বের হচ্ছে। সে সময় কিছু লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসে খাবার খাচ্ছিল। যখন তিনি এলেন, নবী উঠে দাঁড়ালেন এবং তাকে তার পাশে বসিয়ে দিলেন [এবং তার অসুস্থতার জন্য কোনও বিদ্বেষ প্রকাশ করেননি এবং পরিবর্তে, তার আত্মার জন্য নিরাময় এবং তার হৃদয়ের জন্য প্রশান্তি হিসাবে তার স্নেহ এবং সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন]। কেউ কেউ নিজের হাতে নিজের ঘরের কোনো কাজ করতে পছন্দ করেন না। এটাও নম্রতার বিরুদ্ধে। কিছু অহংকারী [মানুষ] তাদের নিজস্ব জিনিসপত্র নিয়ে হাঁটতে পছন্দ করে না। এই পদ্ধতি নম্রদের অভ্যাসের পরিপন্থী। পোশাক পরা এবং পোশাক পরা নম্রতা এবং অহংকার উভয়ই প্রকাশ করতে পারে। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন, 'পোশাকের সৌন্দর্য অন্তরে অহংকার সৃষ্টি করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ تَرَكَ زِينَةً لِلّٰهِ وَوَضَعَ ثِيَابًا حَسَنَةً تَوَاضُعًا لِلّٰهِ وَابْتِغَاءً لِمَرْضَاتِهِ كَانَ حَقًّا
عَلَى اللّٰهِ أَنْ يَدَّخِرَ لَهُ عَبْقَرِيَّ الْجَنَّةِ

"যে ব্যক্তি নম্রতার কারণে আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণে অলঙ্কার, অলঙ্করণ ও জাঁকজমকপূর্ণ প্রদর্শন (জিনাহ) ত্যাগ করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সুন্দর বস্ত্র পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তির জন্য জান্নাত থেকে সর্বোত্তম পোশাক সংরক্ষণ করা আল্লাহর কর্তব্য। (বর্ণনা করেছেন *আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু* থেকে বর্ণিত হাদীস *সংকলন* আবু নাঈম

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَالْبَسُوْا وَتَصَدَّقُوْا فِيْ غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا مَخِيلَةٍ

"তোমরা খাও, পান কর, পোশাক পরিধান কর এবং অত্যধিক অপচয় ও অহংকারে দান করো না। (বর্ণনা করেছেন *আমর ইবনে শুয়েবের দাদার নিকট থেকে* হাদীস *সংকলন* তিরমিযী)

ঈসা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে বললেন, তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা সন্ন্যাসীদের পোশাক পরিধান কর এবং তোমার বুকে পশুর হৃদয় রয়েছে! রাজাদের পোশাক পরিধান কর এবং ঈশ্বর-ভয়ের সাথে তোমার হৃদয়কে (নিম্ন আত্মাকে) হত্যা কর। নম্রতার একটি অভ্যাস হলো, কেউ যখন অভিশাপ দেয় বা কষ্ট দেয় বা অধিকার হরণ করে, তখন সে ধৈর্যশীল ও সহনশীল এবং নম্রতা প্রকাশ করে। এটাই সত্যিকারের নম্রতা। আমরা এটিকে সংক্ষিপ্তসার হিসাবে উল্লেখ করছি যে, সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, বৈশিষ্ট্য, অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব (*ইখলাক)* এবং নম্রতার শীর্ষবিন্দু হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণের সুন্দর আদর্শ। এইভাবে তাঁর সুন্দর উদাহরণ অনুসরণ করা অপরিহার্য এবং তাদের [আধ্যাত্মিক পথে] একজনের শিক্ষক এবং পথপ্রদর্শক হিসাবে তৈরি করা উচিত।

ঔদ্ধত্যের নিরাময় এবং নম্রতা অর্জনের পদ্ধতি

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে আমরা জানি যে অহংকার একটি মারাত্মক রোগ এবং সৃষ্টিতে খুব কমই এমন কেউ রয়েছে যিনি এই রোগ থেকে সুরক্ষিত। তাহলে নিছক ইচ্ছা ও ইচ্ছা নিয়ে এই রোগ নির্মূল হয় না, বরং এর নিরাময় এবং এমন ওষুধের ব্যবহার প্রয়োজন যা তাকে নির্মূল করতে পারে। অহংকার নিরাময় দুটি পদ্ধতি দ্বারা সঞ্চালিত হয়। একটি পদ্ধতি হলো হৃৎপিণ্ড থেকে এই রোগের শিকড় বের করে নেওয়া। দ্বিতীয় পদ্ধতি হ'ল যে কারণগুলি অহংকার করতে বাধ্য করে তা দূর করা।

অহংকার নিরাময়ের প্রথম পদ্ধতি: নিরাময়ের এই পদ্ধতির দুটি রূপ রয়েছে: জ্ঞান-ভিত্তিক এবং ব্যবহারিক। এই নিরাময়ের উভয় ফর্ম ব্যবহার না করে, সম্পূর্ণ নিরাময় (পুনরুদ্ধার এবং পরবর্তী স্বাস্থ্য) অর্জন করা যায় না।

জ্ঞানভিত্তিক নিরাময়: মানুষ নিজের স্ব (নাফস) এবং স্ব-স্রষ্টার (অর্থাৎ ঈশ্বর) *জ্ঞান (পূর্ণ বোধগম্যতা ও স্বীকৃতি) অর্জন করে।* যদি কেউ প্রকৃত জ্ঞান (মা'*রিফা)* অর্জন করে তবে আশা করা যায় যে অহংকারের রোগ দূর হবে। কারণ একজন মানুষ যদি নিজের সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি অর্জন করে, তবে সে অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবে যে আত্মা একটি অত্যন্ত অপমানিত এবং নীচ জিনিস। এর জন্য উপযুক্ত একমাত্র জিনিস হল নম্রতা, অপমান এবং নম্রতা। যদি কেউ নিজের প্রতিপালকের জ্ঞান অর্জন করে, তবে এই নিশ্চয়তা [হৃদয়ে] জন্ম নেবে যে মহত্ত্ব এবং মহিমার মতো বৈশিষ্ট্যগুলি কেবল ঈশ্বরের মহিমার জন্য উপযুক্ত [এবং কোনও মানুষের জন্য নয়, সুতরাং একজন মানুষের জন্য সর্বোত্তম কর্ম এবং অবস্থা হ'ল নম্র এবং ঈশ্বরের মহিমার কাছে বশীভূত থাকা)। প্রভুর জ্ঞান এবং তাঁর মহত্ত্ব এবং উচ্চতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে [গাজ্জালীর জ্ঞানের সংকলন "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন"]। যদিও আত্মাকে জানার বিষয়টি কম বিশদ ভিত্তিক নয়, তবুও, আমরা এখানে কেবল ততটুকুই লিখি যা নম্রতা এবং নম্রতার বৈশিষ্ট্যগুলি [ঈশ্বরের মহিমা, মহিমা এবং মহিমার সামনে] জাগ্রত করার জন্য যথেষ্ট। এজন্য আমরা দীর্ঘ আলোচনার পরিবর্তে কুরআনের একটি আয়াতকে আমাদের আলোচনার বিষয় করব:

قُتِلَ ٱلْإِنسَٰنُ
مَآ أَكْفَرَهُۥ ﴿١٧﴾ مِنْ أَيِّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ ﴿١٨﴾ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ ﴿١٩﴾ ثُمَّ
ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقْبَرَهُۥ ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ ﴿٢٢﴾

"মানুষের জন্য দুর্ভোগ যে সে এতটা অকৃতজ্ঞ হয়েছে। আল্লাহ কি দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন? শুক্রাণুর ফোঁটা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, অতঃপর নিজের আকৃতি সৃষ্টি করেছে, অতঃপর পরিমাপ অনুযায়ী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করেছে, অতঃপর একজনের জন্য পথ সহজ করে দিয়েছে, অতঃপর একজনকে কবরে নিয়ে গেছে, অতঃপর আল্লাহ যখন ইচ্ছা করবেন, তখন তাকে পুনরুত্থিত করবেন। (কুরআন, অধ্যায় 80, আয়াত 17-22)

এই আয়াতে মানুষের শুরু, শেষ ও মধ্যবর্তী অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ যদি নিজের আদি, শেষ এবং মধ্যবর্তী জীবনের অবস্থার দিকে নজর দেয় তাহলে সে এই ঐশ্বরিক আয়াতের অর্থ বুঝতে পারবে। মানুষের শুরু হলো, কেউ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং দীর্ঘকাল [অনন্তকাল থেকে] বিলুপ্তির পর্দার মধ্যে এতটাই অবশ্য ছিল যে, তার বিলুপ্তির শুরুও জানা যায় না। বিলুপ্তির মধ্যে থাকা এবং এমনকি আশেপাশে না থাকার চেয়ে অপমানজনক এবং নীচু আর কী হতে পারে? অতঃপর আল্লাহ তাআলা এমন একজনকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও নোংরা জিনিস দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। অন্য কথায়, ঈশ্বর প্রথমে মাটির মাটি দিয়ে একটি সৃষ্টি করেছেন, তারপরে শুক্রাণু দিয়ে একটি সৃষ্টি করেছেন, তারপরে রক্ত দিয়ে একটি জমাট বাঁধা রূপ তৈরি করেছেন, তারপরে হাড় তৈরি করেছেন, তারপরে হাড়ের উপর মাংস রেখেছেন [মায়ের গর্ভে]। এটাই মানব সৃষ্টির সূচনা। এমনকি [প্রাথমিক] সৃষ্টির পরেও একজন খারাপ রচনায় রয়ে গেছে কারণ শুরুতে একটিকে সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টি করা হয়নি, বরং একজন ছিল একটি প্রাণহীন পাথরের মতো, যার শোনার, দেখার, চলাফেরা, উপলব্ধি করার, জানার এবং বোঝার ক্ষমতা ছিল না। জীবনের আগে মৃত্যু (বিলুপ্তি), সামর্থ্য ও ক্ষমতার সামনে দুর্বলতা, জ্ঞানের সামনে অজ্ঞতা, দেখার আগে অন্ধত্ব, শ্রবণের আগে বধিরতা, কথা বলার আগে বোবা, হেদায়েতের আগে বিপথগামীতা, সম্পদের সামনে দারিদ্র্য, শক্তি ও সামর্থ্যের সামনে অসহায় ও অক্ষমতা।

অতঃপর ঈশ্বর এমন শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করলেন যা আল্লাহর নিদর্শন ও আশ্চর্যের প্রকাশ। যখন কেউ এই অঙ্গগুলি থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, তখন তার ভীষণ প্রয়োজন ছিল, কিন্তু ঈশ্বর একজনকে ধনী করেছিলেন [তাদের চাওয়ার ক্ষমতা পাওয়ার আগেই একটি বিস্ময়কর শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষমতা প্রদান করে], একজন ক্ষুধার্ত ছিল কিন্তু ঈশ্বর পেটের জন্য রিযিক দান করেছিলেন, একজন নগ্ন ছিল কিন্তু ঈশ্বর তার দেহকে ঢেকে রেখেছিলেন, একজন বিপথগামী হয়েছিলেন কিন্তু আল্লাহ এক হেদায়েত দিয়েছেন। দেখ

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং সৎপথে পরিচালিত করেছেন, অতঃপর দেখ মানুষের সীমালংঘন। একজন ব্যক্তি কত অকৃতজ্ঞ এবং কত মহান অজ্ঞ! আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুগ্রহের দিকে এক নজর দিন! কিভাবে তিনি মানুষকে অপমান, নম্রতা ও নোংরা থেকে বের করে আনেন এবং একজনকে উচ্চতা ও মহত্বের দিকে আরোহণ করেছিলেন [আত্মার উচ্চতার মাধ্যমে যা মানব অস্তিত্বের মূল উপাদান এবং জ্ঞান অর্জনের প্রধান ঐশ্বরিক উপকরণ এবং ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর জন্য প্রধান ঐশ্বরিক উপকরণ, যিনি উৎস এবং উৎপত্তি বা সমস্ত অস্তিত্ব], এবং বিলুপ্তির হাত থেকে অস্তিত্ব প্রদান করে। শূন্যতা এবং অস্তিত্বহীনতার চেয়ে তুচ্ছ এবং নীচু আর কিছু কি হতে পারে? পরম বিলুপ্তির (অস্তিত্বহীনতা) চেয়ে কি কোনও ডিগ্রি কম আছে? আল্লাহ তাআলা একজনকে একটি অস্তিত্ব সৃষ্টি করেছেন [জীবনের দান দিয়ে, যা সকল মানুষের উপর আল্লাহর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ] প্রথমে নিম্ন মাটি থেকে যা পায়ের নীচে পদদলিত করা হয় যাতে সে তার সত্তার নম্রতা সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং নিজের জ্ঞান ও বোধগম্যতা বজায় রাখে (*নাফস) /* অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একজনের উপর তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করলেন যাতে কেউ এই ঐশ্বরিক অনুগ্রহের আলোকে নিজের প্রতিপালককে চিনতে পারে এবং জানতে পারে, আল্লাহর মহিমা, সম্মান ও মহিমা অর্জন করতে পারে যাতে সে জানতে পারে যে মহিমা ও মহত্ত্ব কেবল তাঁর জন্য উপযুক্ত।

স্বামী-স্ত্রী সৃষ্টি করা হয়েছিল যাতে মানব প্রজন্ম অবিরাম চলতে পারে। যার আদি অবস্থা (উৎপত্তি) এই এবং যার অবস্থা এরকম, এমন ব্যক্তির অহংকারী, অহংকারী, অহংকারী এবং অহংকারী হওয়ার কী অধিকার রয়েছে? নিঃসন্দেহে একজন নীচু এবং দুর্বলদের মধ্যে অত্যন্ত দুর্বল। যাইহোক, এটি একটি তুচ্ছ এবং নীচ ব্যক্তির অভ্যাস যে যখন কেউ আপাতদৃষ্টিতে একটি উচ্চ মর্যাদা অর্জন করে [খ্যাতি, সম্পদ, ক্ষমতা ইত্যাদির কারণে] তখন সে নিজেকে মহান হিসাবে কল্পনা করতে শুরু করে, যদিও নিজেকে মহান বলে মনে করা নিজেই একটি অপমান। শক্তি, শক্তি, সম্মান এবং মহত্ত্ব সবই একমাত্র আল্লাহর জন্য। যাইহোক, যদি মানুষকে সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টি করা হয় (আল্লাহর কোন সম্পৃক্ততা ছাড়াই) এবং তার সমস্ত কাজ একজনের উপর অর্পণ করা হত এবং তার নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষমতা থাকত, তবে তার নিজের বিদ্রোহী হওয়ার অধিকার থাকবে এবং নিজের শুরু ও পরিণতিকে অবহেলা করার অধিকার থাকবে।

মানুষ নিজের ক্ষতিতে রাজি হোক বা না হোক, একজন ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হতে বাধ্য হয়, অসুস্থ হতে বাধ্য হয় এবং [এই পার্থিব অস্তিত্বে] মরতে বাধ্য হয়। একজন নিজের লাভ-ক্ষতির মালিক হতে অক্ষম। কেউ নিজের ভালোর মালিক নয় বা অন্যের মন্দেরও মালিক নয়। কেউ কোনও কিছুর জ্ঞান অর্জন করতে চায় কিন্তু অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই অর্জন করে না, কেউ কিছু মনে রাখতে চায় কিন্তু তা ভুলে যায়, একজন নিজের হৃদয়কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যস্ত রাখতে

চায়, কিন্তু ইঙ্গিতগুলি একটিকে ধরে নিয়ে উদ্বেগ এবং উদ্বেগের সীমাহীন সমুদ্রে গভীর ডুব দিতে বাধ্য করে। কারও হৃদয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই এবং নিজের উপর ক্ষমতা নেই। এটি হ'ল হৃদয় যা সর্বদা এমন জিনিসগুলির জন্য কামনা করে যা তাদের মধ্যে গোপনে একজনের ধ্বংস নিহিত করে এবং সেই জিনিসগুলিকে ঘৃণা করে যা তাদের সাথে একজনের জীবন যুক্ত রয়েছে। একজন বিভিন্ন ধরণের খাবার উপভোগ করে, যদিও এই খাবারগুলি একজনের জন্য মারাত্মক, তবে কেউ ওষুধকে ঘৃণা করে যদিও তারা শরীরকে রোগ এবং স্বাস্থ্য থেকে মুক্তি দেয়। নিজের দিন-রাতের যে কোনও মুহূর্তে নিজের শ্রবণশক্তি কেড়ে নেওয়া হয়, দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়া হয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায়, বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়, বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়, পৃথিবীতে যাকে পছন্দ লাগে তার কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নেওয়া হয়, এই বিপদ থেকে কি রক্ষা পাওয়া যায়? করুণ মানুষ হলেন চরম অসহায়ত্বের মূর্ত প্রতীক! যদি মহান সৃষ্টিকর্তা (আল্লাহ) একজনকে অবকাশ দিয়ে ছেড়ে যান, তবে সে থেকে যায় এবং যদি [কারও জীবন] কেড়ে নেয় তবে সে বিলুপ্ত হয়ে যায়। একজন হলেন একজন ক্রয় ক্রীতদাসের মতো, যার নিয়ন্ত্রণে কিছুই নেই এবং অন্যের কর্মের উপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এর চেয়ে বিনয়ী আর কী হতে পারে? এমন একজনের জন্য উপযুক্ত অহংকার কোথায়? মানুষের উপসংহার হচ্ছে মৃত্যু। অন্য কথায়, আত্মা মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে। কারও শ্রবণশক্তি, দেখা, জ্ঞান, শক্তি, ইন্দ্রিয়, উপলব্ধি, চলাচল ইত্যাদির সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হবে। একজন পাথরের মতো হয়ে উঠবে এবং আগের মতোই হয়ে উঠবে [অর্থাত্, শূন্যতা ও বিলুপ্তির অবস্থায় একটি প্রাণহীন সত্তা]। অঙ্গগুলির আকৃতি [প্রাথমিকভাবে] থাকবে তবে কোনও নড়াচড়া এবং অনুভূতি থাকবে না। অতঃপর তা কবরের মাটিতে স্থাপন করা হবে। তারপরে এটি নোংরা, দুর্গন্ধযুক্ত মৃতদেহ হয়ে উঠবে যা জন্মের আগে নোংরা জমাট বাঁধা মাংসের আকারে ছিল। অঙ্গগুলি তখন পচে যাবে এবং তাদের উপাদানগুলি আলাদা হয়ে যাবে, হাড়গুলি কণায় বিভক্ত হবে। পোকামাকড় শরীরের সমস্ত মাংস খেয়ে ফেলবে। তারা প্রথমে চোখের সকেটে প্রবেশ করবে এবং তাদের শেষ করবে, তারপরে তারা গালে আক্রমণ করবে এবং তাদের পরিষ্কার করবে। শরীরের এমন কোনো অংশ অবশিষ্ট থাকবে না যা এসব পোকামাকড়ের পেটে ঢুকে গেলে নোংরা হয়ে যাবে না। মানুষের উন্নত অবস্থা হল যে আগের মতো হয়ে যাওয়া, অর্থাৎ, পচে যাওয়ার পর আবার নোংরা হয়ে যাওয়া। অস্তিত্বের পরে, একটি আবার বিলুপ্ত হয়ে যায় যেন তার অস্তিত্ব নেই।

পৃথিবীতে একটি প্যাচ হয়ে যাওয়ার পরে, একজন এই অবস্থায় থাকে কিন্তু কিয়ামতের দিন পুনরুত্থানের আকারে আরেকটি বিপ্লব অপেক্ষা করছে। দেহের সমস্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কণা আবার দেহে একত্রিত হবে এবং কিয়ামতের ভয়াবহতার মুখোমুখি হওয়ার জন্য একজনকে কবর থেকে উঠে দাঁড়ানো হবে। চারপাশের দৃশ্য দেখে কেউ আতঙ্কিত হয়ে যাবে - বিচারের দিন চলছে, মহাবিশ্ব বাতাসে তুলোর বলের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, পৃথিবী সমস্ত রূপান্তরিত হয়েছে, পাহাড় চারপাশে উড়ছে, চাঁদ, সূর্য এবং নক্ষত্র এই আলো হারিয়ে ফেলেছে, চারদিকে অন্ধকার, সর্বত্র কঠোর ফেরেশতাদের ডানা দেখতে পাবেন, জাহান্নাম তার সকল অধিবাসীকে

ডেকে আনবে, অপরাধীরা (যারা অপরাধ, বাড়াবাড়ি ও মন্দ কাজ করেছে) অনুশোচনাপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার সাথে জান্নাতের দিকে তাকিয়ে থাকবে, কাজের রেজিস্টার (প্রতিটি মানুষের জন্য একটি) খোলা থাকবে এবং অপরাধীদের তাদের কর্মপঞ্জি পড়তে বলা হবে [যা ভাল বা মন্দ প্রতিটি কাজ লিপিবদ্ধ করে। পার্থিব অস্তিত্বের সময় মানুষ দ্বারা সম্পাদিত]। তারা জিজ্ঞেস করবেঃ এই নথিতে কি আছে? তাদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের পার্থিব জীবনে যেখানে তোমরা অহংকার ও আনন্দময় ছিলে, সেখানে তোমাদের জন্য দু'জন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়েছে, তারা তোমাদের কথা ও কাজ, তা ছোট হোক বা বড়, তোমরা খাওয়া-দাওয়া, উঠে দাওয়া, উঠে বসনো, সব কিছু লিখে রাখত। তোমরা ভুলে গেছ, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতিটি গতিবিধি দখল করে রেখেছেন। আসুন এবং জবাবদিহিতা করুন এবং [আপনার কর্মের জন্য] জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন, অন্যথায় শাস্তির জন্য প্রস্তুত থাকুন। এ কথা শুনলেই হৃদয় ভয়ে কেঁপে উঠবে, যদিও আমলের রেজিস্টার এখনো খোলা হয়নি। যখন তারা তাদের দিকে তাকাবে, তখন তারা বলবে, হায়! এই কাজের রেজিস্টারে সবকিছু আছে! ছোট-বড়, সব পাপ এখানে গণনা করা হয়েছে।

এটাই মানুষের শেষ পরিণতি! এই রাজ্যে একজন ব্যক্তির পক্ষে অহংকার এবং শ্রেষ্ঠত্ব থাকা কি গ্রহণযোগ্য? অস্তিত্বের আদি ও মধ্যবর্তী যুগে মানুষের অবস্থা জানা যায় [এই পৃথিবীতে জীবন বলা হয়]। যদি শেষের অবস্থাটিও কারো কাছে জানা যায়, তবে সে মানুষের পরিবর্তে শূকর বা কুকুর হতে চায়, যাতে কেউ ঠিকানা শুনতে না পায় বা কোন শাস্তির মুখোমুখি হতে না পারে। বাস্তবতা হলো, আল্লাহর বিচারে যদি কোন মানুষ জাহান্নামের যোগ্য হয়, তাহলে শূকর একজনের চেয়ে অনেক ভালো – এটি আগে ধুলো ছিল এবং আবার ধুলোয় পরিণত হয়, সে জবাবদিহিতার পর্যায়ে যাবে না এবং কোনো শাস্তির মুখোমুখি হবে না। যার পরিণতি এমন হয়, তার অহংকারী হওয়ার অধিকার কী? কিভাবে একজন গর্বিত ও অহংকারী হতে পারে? হ্যাঁ, যদি ঈশ্বর একজনকে ক্ষমা করেন তবে এটি একটি আলাদা বিষয় [কারণ সেই মুহূর্তে কেউ সুখী এবং গর্বিত হতে পারে]। একজন নিজের মধ্যে এমন কী দেখতে পায় যা একজনকে তার শ্রেষ্ঠত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এতটা নিশ্চিত করে তোলে? এমন কোন বান্দা নেই যে পাপ করে নি এবং আল্লাহর প্রতিশোধের যোগ্য হয়ে উঠেছে, যদি না আল্লাহ তাআলা তাঁর উদারতা ও দয়ায় কাউকে ক্ষমা করেন। আশা করা যায় যে, তাঁর রহমত থেকে তিনি ক্ষমা করবেন। কেউ জানে না তার শেষ পরিণতি কী হবে। কেয়ামতের জবাবদিহি সম্পর্কে ভয় ও দুঃখের মধ্যে থাকা এবং সেদিনের লাঞ্ছনা ও অপমানের জন্য অপেক্ষা করাই যথেষ্ট। এটাই ছিল অহংকারের জ্ঞানভিত্তিক প্রতিকারের বিস্তারিত।

অহংকারের ব্যবহারিক নিরাময়: অহংকারের ব্যবহারিক প্রতিকার হ'ল ঈশ্বরের দোহাই নিয়ে, ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রতি নম্র লোকদের কর্ম গ্রহণ করা উচিত এবং তাদের মধ্যে অধ্যবসায় করা

উচিত কারণ নম্রতার এই গুণের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে, যখন ধার্মিকদের অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ একজন সালমানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি নতুন জামাকাপড় পরো না কেন? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর বান্দা। যেদিন আমি [আল্লাহর কাছ থেকে] মুক্তির ঘোষণা পাব, সেদিন আমি নতুন পোশাক পরিধান করব। তিনি আখেরাতের মুক্তির দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন [যে ব্যক্তি জীবনের পরীক্ষা ও পরীক্ষা অতিক্রম করে অর্জন করে এবং কিয়ামতের দিন ঐশ্বরিক জবাবদিহিতার শেষে সফল ঘোষণা করে]। নম্রতা (নম্রতার মধ্যে) কর্মের মাধ্যমে পূর্ণ (পরিপূর্ণ) হয়। এ কারণেই অহংকারী আরবদের (যারা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে অজ্ঞতার যুগ থেকে বেরিয়ে আসছিল) যারা তাদের পূর্ণাঙ্গ আধ্যাত্মিক রূপান্তরের দিকে পরিচালিত করছিলেন) [ঈশ্বরে] বিশ্বাস স্থাপন এবং একই সাথে [আল্লাহর কাছে] প্রার্থনা করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে নামায আল্লাহর পথের ভিত্তি (*দ্বীন*)). নামাজে কিছু রহস্য ও রহস্য রয়েছে এবং সেই ভিত্তিতে নামাজকে ঈমানের ভিত্তি হিসেবে অভিহিত করা সঠিক। এই রহস্যগুলির মধ্যে একটি হ'ল প্রার্থনা নম্রতার সর্বোত্তম প্রকাশ। আল্লাহর সামনে হাত বেঁধে দাঁড়ানো, প্রণাম করা ও সিজদা করা এমন সব আমল যা সম্পূর্ণরূপে নম্রতা প্রকাশ করে (যদি নামাযের সময়ও হৃদয় উপস্থিত থাকে)। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবদের এই স্বভাব ছিল যে, তারা কারো সামনে মাথা নত করতে পছন্দ করত না এবং তাদের কাছে নামাজের সকল আমল ছিল অপমান ও নম্রতার প্রতীক। [পৌত্তলিক] আরবরা সিজদা করাকে (নামাযের অবস্থায়) লাঞ্ছনা (নম্রতা) ও নম্রতার উচ্চতা বলে মনে করত। এ কারণেই তাদেরকে প্রথমে ঈমানের পর নামায আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যাতে এই আমল তাদের অহংকার ও অহংকার ভেঙে দেয় যাতে হৃদয়ে নম্রতা জন্ম নেয়।

এর পরিণতি হলো, যে ব্যক্তি জ্ঞান ও জ্ঞান অর্জন করে, তার উচিত সমস্ত বিষয় এবং কারণের উপর নজর রাখা যা অহংকার বোঝায়, তারপরে তার উচিত তাদের বিপরীত কাজ করা এবং সেই কর্মে অধ্যবসায় করা যাতে একজন নম্রতায় অভ্যস্ত হয়ে যায়।

হৃদয় সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও অভ্যন্তরীণ স্বভাবের (ইখলাক) বাগানে পরিণত হয় না যতক্ষণ না এটি জ্ঞান ও কর্ম উভয়ের ঝর্ণা দ্বারা সেচ পায়। কারণ [শারীরিক] অঙ্গগুলি দৃশ্যের (আলম *আল-জহির* বা দৃশ্যমান জগত) রাজ্যের সাথে সম্পর্কিত এবং হৃদয় [বা আত্মা] ফেরেশতাদের রাজ্যের (*আলম আল-মালাকুট* বা আধ্যাত্মিক রাজ্য) অন্তর্গত। দুটি রাজ্যের মাঝখানে একটি গোপন অঞ্চল রয়েছে। এ কারণেই, অঙ্গগুলির ক্রিয়াকলাপ অবশ্যই হৃদয় দ্বারা প্রভাবিত হয় [কারণ হৃদয় মানব অস্তিত্বের প্রভাবশালী শাসক]।

অহংকার নিরাময়ের দ্বিতীয় পদ্ধতি: এটি পূর্বোক্ত সাতটি কারণের সাথে সম্পর্কিত অহংকারের সাথে সম্পর্কিত। প্রকৃত পরিপূর্ণতা জ্ঞান এবং [ভাল, ধার্মিক এবং ধার্মিক] কর্মের সমন্বয়ে গঠিত এবং তারা ব্যতীত অন্য কিছু ধ্বংস হতে বাধ্য, যদিও এটি আপাতদৃষ্টিতে একটি পরিপূর্ণতা বলে মনে হতে পারে। জ্ঞান এবং কর্ম ব্যতীত, প্রতিটি পরিপূর্ণতা একটি কাল্পনিক পরিপূর্ণতা। অহংকারের সাতটি কারণের জ্ঞান-ভিত্তিক এবং ব্যবহারিক প্রতিকার নীচে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অহংকারের প্রথম কারণ - বংশ: যে ব্যক্তি তার বংশ বা বংশের কারণে অহংকারী হয়ে ওঠে তার উচিত দুটি বিষয়ের গভীর উপলব্ধি অর্জন করে নিজের হৃদয় নিরাময় করা। এই ধরনের অহংকার এবং অহংকারের অর্থ হ'ল একজন অন্য কারও [অনুভূত] পরিপূর্ণতা থেকে সম্মান অর্জন করার চেষ্টা করে। বংশের কারণে অহংকারী ব্যক্তি যদি নিজের ব্যক্তিগত গুণাবলীর অভাব রাখে, তাহলে পূর্বপুরুষদের পরিপূর্ণতা ও মহত্ত্বের কারণে নিজের অভাব পূরণ করা যায় কীভাবে? দ্বিতীয়ত, একজনের আসল বংশ জানা উচিত, অন্য কথায়, একজনের পিতা এবং দাদার প্রকৃত পরিচয় জানা উচিত। একজনের বাবাও শুক্রাণুর নোংরা ফোঁটা থেকে তৈরি এবং একজনের দাদা (বা প্রপিতামহ) এখন ধুলো। মানুষের উৎপত্তি হচ্ছে পায়ের তলায় পদদলিত ময়লা। ময়লা (মাটি) দিয়ে তৈরি একজন মানুষ কি অহংকার অনুশীলন করবে? যদি বলা হয় যে, ময়লার সাথে মানুষের আরোপ করা অত্যন্ত দূরবর্তী, তবে আমরা বলব, "তখন আপনি যে জিনিসটির সাথে আরোপিত হয়েছেন তা শুক্রাণুর দিকে খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করা উচিত"। এ ক্ষেত্রে নিজেকে নিচু মনে করা উচিত। এ নিয়ে চিন্তা করুন! পিতার কোন আভিজাত্যের নেই বা দাদার কোন আভিজাত্য! তাদের বংশধরদের মধ্যে আভিজাত্যের (বর্তমানে যারা আছেন] আভিজাত্যের মানুষ কোথা থেকে এসেছিল? একজনের উৎপত্তি ময়লা এবং অন্যটি শুক্রাণু থেকে এসেছে। যদি এটি কারও আসল বংশ হয়, তবে এটি অত্যন্ত খারাপ- একটি (ময়লা) পায়ের নীচে পদদলিত হয় এবং অন্যটি (শুক্রাণু) শরীরে স্পর্শ করলে ধুয়ে ফেলতে হবে। যে বংশের এই বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন, সে কখনও অহংকারী হবে না। মানুষ যে ময়লা ও রক্তের সমন্বয়ে গঠিত, এর চেয়ে নীচু আর কী হতে পারে?

অহংকারের দ্বিতীয় কারণ - সৌন্দর্য: অহংকারের দ্বিতীয় কারণ হল সৌন্দর্য [বা সুদর্শন]। এর প্রতিকার হ'ল নিজের অভ্যন্তরীণ সত্তার দিকে বুদ্ধিমান দৃষ্টি নিক্ষেপ করা এবং নিজের বাহ্যিক সত্তাকে প্রাণীদের মতো না দেখানো। যে ব্যক্তি অন্তরের সত্তার দিকে তাকায়, সে তার দোষ, নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্য এবং ত্রুটিগুলি সম্পর্কে সচেতন হয় যা একজনের [বাহ্য] সৌন্দর্যকে কলঙ্কিত করে। উপরন্তু, মানুষের অঙ্গগুলি নোংরা দ্বারা পরিপূর্ণ। এটাই হচ্ছে একজনের অস্তিত্বের মধ্যবর্তী অংশের অবস্থা (যা জন্মের পর এই পার্থিব জীবন)। শুক্রাণু এবং মাসিক রক্তের সংমিশ্রণ দিয়ে শুরু হওয়া হিসাবে একজনের শুরুটি ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। [এটি

আরও দেখায় যে মানুষ তার উৎপত্তিতে খুব নম্র]। তবুও, যে ব্যক্তি এই বাস্তবতার দিকে নজর রাখে যে ব্যক্তি নোংরা থেকে জন্মগ্রহণ করেছে, নোংরা নিয়ে জীবনযাপন করছে এবং মৃত্যুর পরে নোংরা হয়ে যাবে, সে তার সৌন্দর্য নিয়ে গর্ব করতে পারে না। মানব সৌন্দর্যের উপমা হল গাছপালা যা আবর্জনার স্তূপে বেড়ে ওঠে যা আপাতদৃষ্টিতে আনন্দদায়ক বলে মনে হয় যদিও এর উত্স নোংরা। অথবা মানুষের সৌন্দর্যের উপমা হচ্ছে প্রান্তরের ফুল ও গাছপালা যা মনোরম বলে মনে হয় কিন্তু কিছুক্ষণ পরে [শুকনো] বাতাস তাদের উপর প্রবাহিত হলে টুকরো টুকরো (শুকনো খড়) ছড়িয়ে পড়বে। এমনকি যদি মানুষের সৌন্দর্য টেকসই এবং চিরস্থায়ী হত (যার পুরো জীবনকাল জুড়ে) এবং সমস্ত দাগহীন হত, তবে যে সুন্দর নয় তার উপর গর্ব ও অহংকারী হওয়ার অধিকার কারও নেই কারণ কারও সৌন্দর্য যেমন ব্যক্তিগত নয় [যেমন কেউ নিজে এটি তৈরি করেনি], অন্যের সৌন্দর্যের অভাবও ব্যক্তিগত নয়। সৌন্দর্য টেকসই বা দীর্ঘস্থায়ী নয়। সব সময়ই এই দুশ্চিন্তা থাকে যে পিম্পলস, আঘাত বা অন্য কোনও রোগের কারণে এটি ম্লান হয়ে যেতে পারে বা চলে যেতে পারে। প্রতিদিন রাত আমরা এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হই যেখানে মানুষ তাদের সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলেছে [সুতরাং সৌন্দর্যের মতো ক্ষণস্থায়ী এবং ক্ষণস্থায়ী কিছুর উপর অহংকার এবং অহংকার করা সম্পূর্ণ বোকামি এবং ঘৃণ্য]।

অহংকারের তৃতীয় কারণ – শক্তি ও শক্তি: শক্তি ও শক্তি অহংকারের আরেকটি কারণ। এর নিরাময় হ'ল মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া রোগ এবং অসুস্থতা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা। যদি কারও মানুষের অসহায়ত্বের নমুনা দেখার প্রয়োজন হয়, তবে এটি সেই সময়ে দেখা যেতে পারে যখন একটি ছোট শারীরিক অঙ্গ ব্যথা দ্বারা প্রভাবিত হয় যা একজনকে সমস্ত অক্ষমদের চেয়ে বেশি অক্ষম করে তোলে এবং সমস্ত মরিয়া মানুষের চেয়ে বেশি মরিয়া করে তোলে। মানুষের অসহায়ত্বের অবস্থা এমন যে মাছি কিছু কেড়ে নিলেও সে তা ফিরে পেতে পারে না। যদি কোনও তুচ্ছ পোকামাকড়, মশা বা পিঁপড়া কারও কানে বা নাকে প্রবেশ করে, তবে তারা মৃত্যু ছাড়াই একজনকে হত্যা করবে। পায়ে বা শরীরের অন্য কোনো অংশে কাঁটা আটকে গেলে তা হাঁটতে অক্ষম হয়ে পড়বে। একদিন ধরে জ্বর এতটাই শক্তি হারাতে পারে যে বছরের পর বছর ধরে পুষ্টি এটি পূরণ করতে পারে না। যে কাঁটাও সহ্য করতে পারে না, মশার সাথে লড়াই করতে পারে না বা মাছির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, তার কি নিজের শক্তি ও শক্তি নিয়ে গর্ব ও গর্ব করা উচিত? মানুষ যতই শক্তিশালী হোক না কেন, গাধা, গরু, হাতি বা উটের চেয়ে শক্তিশালী হতে পারে না। যে বৈশিষ্ট্যে প্রাণীরা শ্রেষ্ঠতর তা নিয়ে কেউ কি গর্ব প্রকাশ করতে পারে?

অহংকারের চতুর্থ ও পঞ্চম কারণ – ধন-সম্পদের প্রাচুর্য এবং বিপুল সংখ্যক সমর্থক, সহায়ক, অনুসারী ও প্রশংসক: অহংকারের একটি কারণ হলো সম্পদের প্রাচুর্য। আরেকটি কারণ হ'ল বন্ধু, সহায়ক, অনুসারী এবং প্রশংসকদের প্রাচুর্য। এর মধ্যে রাজাদের (সরকারী

কর্তৃপক্ষ) দ্বারা প্রদত্ত পদমর্যাদার কারণে অহংকারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই অহংকার সৌন্দর্য এবং শক্তির উপর অহংকারের মতো নয় কারণ সৌন্দর্য এবং শক্তি অন্তর্নিহিত মানব বৈশিষ্ট্যের অংশ যেখানে সম্পদ এবং বিপুল সংখ্যক বন্ধু তাদের থেকে বাদ পড়ে। এই ধরনের ঔদ্ধত্য অত্যন্ত খারাপ, যেন কেউ নিজের ঘোড়া বা বাড়ির উপর অহংকার প্রকাশ করে। এখন যদি ঘোড়া মারা যায় বা বাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে এই অহংকার শেষ হবে, এবং একজন অপমানিত হবে [কারণ একজন অন্তর্নিহিত ব্যক্তিগত গুণাবলী থেকে বঞ্চিত হয়, তাই তারা আরও ক্ষণস্থায়ী]। যে ব্যক্তি রাজাদের কাছ থেকে পদমর্যাদা বা সম্মান পাওয়ার পরে অহংকার প্রকাশ করে সে অন্তর্নিহিত গুণাবলী থেকে বঞ্চিত হয় এবং এমন একটি হৃদয়ের উপর নির্ভর করে যা একটি [ফুটন্ত] পাত্রের চেয়ে বেশি বিরক্ত। রাজাদের হৃদয় খুব তাড়াতাড়ি বদলে যায়। যখন তারা কারও প্রতি মোহভঙ্গ হয়ে পড়ে, তখন তারা একজনকে ভয়াবহ অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও কিছুই থেকে বিরত থাকে না। যে ব্যক্তি এমন কিছুর উপর অহংকারী যা তার অন্তর্নিহিত প্রকৃতির অংশ নয়, সে একজন বিশুদ্ধ অজ্ঞ। উদাহরণস্বরূপ, সম্পদ এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা কারও অন্তর্নিহিত নয় এবং এটি এমন একটি পার্থক্য যা চোর এক মুহূর্তের মধ্যে চুরি করতে পারে এবং একজন ধনী ব্যক্তিকে অপমানিত এবং অভাবী করে তুলতে পারে। যেসব গুণ কারো অন্তর্নিহিত নয়, তা স্থায়ী নয়, বরং সেগুলো আখেরাতে কষ্ট ও শাস্তির উৎস হয়ে ওঠে। এসব গুণাবলী নিয়ে গর্ব করা অজ্ঞতা। এ ছাড়া, এগুলো ঈশ্বরের হাতে যারা এই গুণগুলো দান করেছে, মানুষের হাতে নয়। তিনি ইচ্ছা করলে তা তোমাদের জন্য রেখে দিতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে সেগুলো আটক করে নিতে পারেন। আপনি কেবল একজন কিনা দাস, কারণ আপনার কোনও কিছুর উপর ক্ষমতা নেই। এই তথ্যগুলির সাথে পরিচিত একজন ব্যক্তি অহংকার করতে পারে না। সেই অবস্থার কেউ কি [যার সবকিছু আল্লাহর হাতে] নিজের সামর্থ্য, সম্পদ, ক্ষমতা এবং পরিপূর্ণতা নিয়ে গর্ব প্রকাশ করতে পারে বা নিজের সত্তাকে অপমানিত বলে মনে করতে পারে? প্রতিটি বুদ্ধিমান ব্যক্তির অবস্থা এমন, যার একটি নিবিড় অন্তর্দৃষ্টি (*বসিরাহ)* রয়েছে। এইরূপ একজন বোঝে যে, সে নিজের বা নিজের দেহ, অঙ্গ বা সম্পদের মালিক নয়। তা সত্ত্বেও, একজন ব্যক্তি ক্ষতি, কামনা, কষ্ট এবং রোগে আচ্ছন্ন থাকে যা সর্বদা একজনের ধ্বংসের হুমকি হয়ে থাকে। এটি অহংকারের কারণগুলি নিরাময়ের পদ্ধতি যা মানব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত নয়।

অহংকারের ষষ্ঠ কারণ – জ্ঞান: জ্ঞানের উপর অহংকারী হওয়া একটি মারাত্মক রোগ। কখনও কখনও এর নিরাময় খুব কঠিন হয়ে পড়ে এবং এই রোগ থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য তীব্র কঠোর পরিশ্রম এবং সংগ্রামের প্রয়োজন হয়। এর কারণ এই যে, আল্লাহর কাছে জ্ঞানের সম্মান যেমন মহান, তেমনি আল্লাহর বান্দাদের ক্ষেত্রেও মহান। জ্ঞানের তুলনায় সম্পদ ও সৌন্দর্যের একটি তুচ্ছ মর্যাদা রয়েছে, বরং জ্ঞান ও কর্মের আলো [জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে], তাদের প্রশংসা ও সম্মান প্রদান করে। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, 'একজন আলেমের ভুল জনগণকে বিপথগামী করে। ঐশ্বরিক আইনে জ্ঞানের এত শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে যে এটি কল্পনা করা কঠিন যে

একজন পণ্ডিত নিজের সম্পর্কে উচ্চতর চিন্তা করবেন না এবং নিজের মর্যাদাকে অজ্ঞদের চেয়ে উচ্চতর বলে বিবেচনা করবেন না।

জ্ঞানের উপর অহংকারের প্রতিকার হলো, একজন পণ্ডিতকে দুটি বিষয় বিবেচনা ও চিন্তাভাবনা করতে হবে। একটি হ'ল ঈশ্বরের প্রমাণগুলি একজন পণ্ডিত (বা পণ্ডিত ধর্মতত্ত্ববিদ) এর উপর আরও সম্পূর্ণ এবং দৃঢ়। উপরন্তু, একজন অজ্ঞের কাছ থেকে যা সহ্য করা হয়, এমনকি তার দশমাংশও একজন পণ্ডিতের কাছ থেকে সহ্য করা হয় না কারণ যে ব্যক্তি জ্ঞান এবং জ্ঞানের পরে ঈশ্বরের অবাধ্য হয়, সে ঈশ্বরের জ্ঞানের আশীর্বাদের অধিকার পরিশোধ না করার নিকৃষ্টতম পাপ করে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا

"আর এই লোকদের কাছে এমন একজন ব্যক্তির অবস্থা শোনাও যাকে আমি আমাদের আয়াতসমূহ (আল্লাহর জ্ঞান থেকে উৎপন্ন) দান করেছি, কিন্তু সে সেগুলো থেকে বেরিয়ে এসেছে (নিজের উপর আল্লাহর অনুগ্রহের মূল্য না জানানোর কারণে এবং বরং ক্ষণস্থায়ী ও স্বল্পস্থায়ী পার্থিব লাভের জন্য নিকৃষ্ট আকাঙ্ক্ষার পিছনে ছুটে গেল)। (কুরআন, সপ্তম অধ্যায়, আয়াত 175)

পরের আয়াতে আল্লাহ সেই একই ব্যক্তির সম্বন্ধে এই কথা বলেছেন:

فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ

"সুতরাং, এই ব্যক্তির অবস্থা একটি কুকুরের মতো হয়ে গেল যে আপনি যদি আঘাত করেন তবে বাতাসের জন্য হাঁপাতে থাকে এবং আপনি যদি এটিকে একা ছেড়ে দেন তবে এখনও বাতাসের জন্য হাঁপাতে থাকে। (কুরআন, সপ্তম অধ্যায়, আয়াত 176)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রহঃ) বলেছেন যে, বালাম বাওরা (হযরত মূসা (আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় ইসরাঈলের বংশধর একজন উচ্চ আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন সাধক) কে আল্লাহর জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু [তিনি তা উপলব্ধি করেননি এবং শেষ পর্যন্ত এর চেয়ে পার্থিব কামনাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এবং ঈশ্বর তাকে এমন একটি কুকুরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করেছিলেন যে সমস্ত পরিস্থিতিতে বাতাসের জন্য হাঁপাতে থাকে। বালামও কুকুরের মতো আচরণ করত, কারণ তাকে [ঐশ্বরিক উদারতা ও উদারতার কারণে] জ্ঞানের ভাণ্ডার যতই দেওয়া হোক না কেন বা তাকে না দেওয়া হোক না কেন, তিনি কোনও অবস্থাতেই তার কামনা ত্যাগ করবেন না। এই

বিপদটি আলেমের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ, যে একজন পণ্ডিতকে আরও জবাবদিহিতা এবং হিসাব দেওয়া হবে [কারও আমল এবং অপকর্মের জন্য তারা জনগণের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে, যারা নবীর যুগের সমাপ্তির পরে নবীদের উত্তরাধিকারী, মানুষকে সত্যের দিকে পরিচালিত করার এবং তাদের অনন্ত সুখ ও অফুরন্ত সাফল্যের দিকে পরিচালিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে]। এমন কোন বিদ্বান নন যিনি মানুষকে ধার্মিকতার উপদেশ দিয়েছিলেন এবং নিজে তা থেকে বঞ্চিত ছিলেন? একজন পণ্ডিত যিনি নিজের পদমর্যাদাকে অজ্ঞের চেয়ে উচ্চতর বলে মনে করেন, তার মনে করা উচিত যে যদিও কারও মর্যাদা একজন অজ্ঞের চেয়ে উপরে থাকে, তবুও একজন পণ্ডিত আরও বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রয়েছে [জনগণের চেয়ে উচ্চতর নৈতিক ভিত্তিতে থাকার প্রত্যাশার কারণে এবং জনগণের জন্য অনুসরণ করার জন্য একটি উচ্চতর উদাহরণ স্থাপন করার কারণে]। [উপলব্ধি] এই বিপদ নিজেই অহংকারের (জ্ঞানের উপর) একটি বাধা।

আসন্ন বিপদ নিয়ে চিন্তা করলে একজনের মধ্যে অহংকারের বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না এবং সৃষ্টির মধ্যে থেকে একজন মহান ব্যক্তি হওয়ার কথা ভাববে না। এর দৃষ্টান্তটি এমন একজন দাসের মতো, যাকে তার মালিক কয়েকটি কাজ করার আদেশ দিয়েছেন। [এই দৃষ্টান্তটি খুব উপযুক্ত কারণ সমস্ত মানুষ ঈশ্বরের দাস এবং ঈশ্বর তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু]। তিনি এসব কাজ শুরু করলেও কিছু কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। এর মধ্যে কিছু কাজ করা হয়েছিল তবে ত্রুটিপূর্ণভাবে করা হয়েছিল এবং কিছু সম্পূর্ণ হয়েছিল তবে তিনি সন্দেহ করতে থাকেন যে তিনি তার প্রভুর ইচ্ছা অনুসারে সেগুলি করতে পেরেছেন কিনা। এ সময় একজন তথ্যদাতা তাকে জানায়, "তোমার মালিক তোমাকে ডেকে বলেছে এবং সে তোমাকে তোমার সম্পদ থেকে বঞ্চিত করবে এবং তোমাকে অপমানিত করবে। তিনি আপনাকে তার দরজার বাইরে গরমে প্রচণ্ড সূর্যের আলোতে দাঁড় করিয়ে দেবেন। আপনি যখন অত্যন্ত বিচলিত এবং অসহায় হয়ে পড়বেন, তখন তিনি আপনার জবাবদিহিতা করবেন। যে কাজগুলো আপনি সঠিকভাবে সম্পন্ন করেননি বা একেবারেই সম্পন্ন করেননি, সেগুলো সম্পর্কে তিনি আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং আপনার শাস্তির জন্য তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। তখন তোমাকে একটি অন্ধকার অন্ধকূপে বন্দী করা হবে যেখানে তুমি সর্বদা বাস করবে এবং সামান্যতম বিশ্রাম পাবে না। সেই দাসও জানে যে, তার মালিক অনেক দাসের সঙ্গে একই আচরণ করেছে, যদিও তাদের মধ্যে কয়েকজনকে ক্ষমা করা হয়েছে। কিন্তু সে জানে না যে সে কোন দাসের অন্তর্গত- যারা কঠোর শাস্তির সাথে জড়িত অথবা যাদেরকে ক্ষমার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এই বাস্তবতা নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে নিম্ন আত্মা নম্রতার অবস্থায় থাকবে। অহংকার টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। নিজের চোখে তুচ্ছ হয়ে যাবে। দুঃখ ও ভয় তার হৃদয় ও মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে এবং সৃষ্টির মধ্যে কোন নম্র ও তুচ্ছ ব্যক্তির প্রতি অহংকার করতে পারবে না, বরং একজন ব্যক্তি এই আশায় বিনয়ের সাথে আচরণ করবে যে অন্য ব্যক্তি ঐশ্বরিক প্রতিশোধের সময় [সম্ভাব্য] মধ্যস্থতাকারী হতে পারে। আলেমের জন্য গভীর চিন্তাভাবনার দরজা খোলা, যদি কেউ পাপ

করার মাধ্যমে ঐশ্বরিক আদেশগুলি লঙঘন করেছে তা যদি দেখেন - কেবল একজন পাপ করার মাধ্যম হিসাবে বাহ্যিক অঙ্গকে ব্যবহার করেনি, তার অভ্যন্তরীণ সত্তা আড়ম্বরপূর্ণ (রিয়া*)*, ঈর্ষা (*হাসদ), *আত্ম-অহংকার (*উজুব*) এবং ভণ্ডামি (নিফাক*) এর সাথে পাপ [এবং সীমালঙঘন] কেন্দ্র হয়ে উঠেছে (নিফাক*)). আপাতদৃষ্টিতে, চূড়ান্ত পরিণতি [এই জাতীয় পণ্ডিত বা পণ্ডিত ধর্মতত্ত্ববিদ] ভাল বলে মনে হয় না। একজন পণ্ডিত যদি এই পথে চিন্তা করেন, তাহলে তা একজনকে অহংকারের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি একজন পণ্ডিতকে ভাবতে হবে তা হ'ল অহংকার (মহিমা এবং মহিমা) কেবল ঈশ্বরের জন্য উপযুক্ত। যদি কেউ অহংকারী হয়, তবে সে আল্লাহর অসন্তুষ্টির যোগ্য হবে এবং তাকে ঈশ্বরের নিত্যকৃত বান্দা হিসাবে অভিহিত করা হবে। আল্লাহ একজনের কাছ থেকে নম্রতা চান। এটি ঐশ্বরিক উক্তিগুলির মধ্যে একটি, "যতক্ষণ না আপনার নিজের হৃদয়ে নিজের কোনও মূল্য নেই ততক্ষণ আপনার মূল্য আমার সাথে রয়েছে। আপনি যদি নিজের মূল্য বিবেচনা করেন, তবে আমার কাছে আপনার কোন মূল্য নেই। এ থেকে এটা স্পষ্ট যে, একজন পণ্ডিতের উচিত কেবল সেই কাজগুলো (কর্ম) গ্রহণ করা যা ঈশ্বর পছন্দ করেন (এবং ঈশ্বর যা অপছন্দ করেন তা থেকে বিরত থাকা উচিত), কারণ ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের পথের একজন পণ্ডিত জনগণের চেয়ে উচ্চতর নৈতিক ও নৈতিক মান থাকবেন বলে আশা করা হয়)। এই বাস্তবতা নিয়ে চিন্তা করলে অহংকার দূর হবে বলে আশা করা যায়, যদিও একজন পণ্ডিতের এই নিশ্চয়তা রয়েছে যে কেউ কোন পাপ করেনি বা কল্পনা করেছেন যে কেউ কোন পাপ করবে না, যা তার হৃদয় থেকে অহংকারের অন্ধকারও দূর করবে। এই ধরনের আলোচনা, অন্তর্দৃষ্টি এবং চিন্তাভাবনা ভাববাদীদের অহংকার দূর করতে সহায়তা করেছিল। তাদের এই নিশ্চয়তা ছিল যে, যে ব্যক্তি ঐশ্বরিক মহিমা, মহিমা এবং মহিমার এই গুণে ঈশ্বরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, সে ঈশ্বরের দ্বারা অবনমিত (অবনমিত) হয়। আল্লাহর আদেশ হলো, তোমরা তোমাদের নিম্ন সত্ত্বাকে নিচু ও তুচ্ছ মনে করো, যাতে আল্লাহর নিকটবর্তী মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

অহংকারের সপ্তম কারণ – ঈশ্বর-ভয়: ঐশ্বরিক আনুগত্য ও ইবাদতের উপর অহংকার একটি প্রচণ্ড ক্লেশ (*ফিতনা*) এবং নিরাময়ের পদ্ধতি হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি নম্রতা বজায় রাখা নিজের উপর বাধ্যতামূলক করা এবং জেনে রাখা যে জ্ঞানী ব্যক্তি তার জ্ঞানের উপর যতই কাজ করুক না কেন। কুরআন বলে,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ

"বলুন, (হে মুহাম্মদ)! যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? (কুরআন, অধ্যায় 39, 9 আয়াত)

এই আয়াত ব্যতীত, আরও অনেক আয়াত এবং নবুয়ী ঐতিহ্য রয়েছে যা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেয় [বিশেষত ঐশ্বরিক জ্ঞানের]। যদি কোন ইবাদত ব্যক্তি বলে যে, এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে এমন কোন আলেম সম্পর্কে যিনি নিজের জ্ঞানের উপর কাজ করেন (যিনি সমস্ত কলঙ্ক, ত্রুটি ও মুনাফিকতা থেকে মুক্ত) এবং গুনাহ করা কোন আলেমের সম্পর্কে নয়। এর উত্তর হচ্ছে, আপনি এই আয়াতটি (কুরআন) বিবেচনা করেননি:

إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ

"নিশ্চয়ই সৎকর্ম মন্দ আমলকে মুছে দেয় [যেমন একজনের অন্যায়, মন্দ, অপরাধ ও গুনাহ দূর করার জন্য আল্লাহ তাআলা নির্দেশিত উপায় হচ্ছে নিজের জীবনকে ঘুরিয়ে দিয়ে সেগুলো মুছে ফেলা। এটি ঘটে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা এবং এই বিশ্বাসের প্রভাবগুলি ভাল, ধার্মিক, মহৎ, আন্তরিক, সহায়ক এবং উপকারী প্রচেষ্টা করার মাধ্যমে যা অন্যকে যে কোনও সম্ভাব্য স্তরে সহায়তা করে]। (কুরআন, 11 অধ্যায়, 114 আয়াত)

যেমন একজন আলেমকে তার জ্ঞানের কারণে জবাবদিহি করা সম্ভব, তেমনি এটিও সম্ভব যে জ্ঞান একজন আলেমের জন্য মোক্ষের মাধ্যম এবং নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যম হয়ে উঠবে। যেহেতু একজন উপাসক জানে না যে কোন আলেমের সাথে কী আচরণ করা হবে, তার জন্য জবাবদিহিতা থাকবে বা কাউকে পরিত্রাণ দেওয়া হবে, তাই একজন আলেমের পক্ষে একজন আলেমের অবমাননা করা বৈধ নয়। পরিবর্তে, একজন পণ্ডিতের প্রতি বিনয়ী হওয়া উচিত [একজন পণ্ডিতের জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধার কারণে]। এখানে বলা যেতে পারে যে, এইভাবে, জ্ঞানের অধিকারীদের (একজন [ধর্মীয়] পণ্ডিত বা পণ্ডিত ধর্মতত্ত্ববিদ) উপাসকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর থাকার এবং [সেই ভিত্তিতে] অহংকার করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে কারণ জ্ঞান উপাসনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মুসল্লিদের যেমন আলেমদের প্রতি অহংকার করা উচিত নয়, তেমনি আলেমদেরও উচিত অহংকার থেকে বিরত থাকা এবং উভয়কেই নিজ নিচু সত্তা (নাফস) সম্পর্কে শঙ্কিত হওয়া উচিত। মানুষকে [ঐশ্বরিকভাবে] তার নিম্ন সত্তার উপর রক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং এর সঠিক প্রশিক্ষণের জন্য দায়বদ্ধ করা হয়েছে। এজন্য, প্রতিটি ব্যক্তির পক্ষে তাদের নিম্ন সত্তা সম্পর্কে শঙ্কিত হওয়া উপযুক্ত এবং অন্যের বিষয়ে আশা এবং ইতিবাচক চিন্তাভাবনা প্রাধান্য পেতে হবে। কখনও কখনও এমনও ঘটে যে, কেউ কেবল বাহ্যিক দেহের অঙ্গ দিয়ে উপাসনা করে, কিন্তু হৃদয়ে কিছু গোপন পাপ জন্ম নেয় যার কারণে একজন ঐশ্বরিক শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়ে ওঠে। [মাঝে মাঝে] একজন ব্যক্তি আপাতদৃষ্টিতে মন্দ কাজের সঙ্গে জড়িত কিন্তু একজনের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেম, আন্তরিকতা, ঈশ্বর-ভয় এবং শ্রদ্ধার জ্বলন্ত প্রদীপ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তার অন্তরের অবস্থাকে তার পাপের প্রায়শ্চিত্তে রূপান্তরিত করেন। এর পরিণতি কেয়ামতের দিন প্রকাশিত হবে, যখন অনেক প্রকাশ্য মন্দ লোক অনেক [ধর্মপ্রাণ]

উপাসকদের চেয়ে অনেক ভাল হবে। এটি সম্ভব এবং এই বিষয়গুলিতে, দূরবর্তী সম্ভাবনাগুলিকে নিকটবর্তী সম্ভাবনা হিসাবে ভাবা উচিত এবং সেই অবস্থা বিকাশ লাভ করবে যখন আপনি নিজের [নিজর] নিম্ন আত্মার জন্য ভয় পাবেন।

বুদ্ধিমত্তা দাবি করে যে আপনি অন্যের জন্য কী সম্ভব সেদিকে মনোযোগ দেবেন না, তবে আপনার নিজের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে চিন্তাভাবনা করা উচিত যা উদ্বেগের কারণ। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের পাপের শাস্তির মুখোমুখি হয়, উপরন্তু, অন্যের ঐশ্বরিক শাস্তির কারণে কারও ঐশ্বরিক শাস্তি হ্রাস পায় না। আপনি যদি এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন তবে আপনি কখনই নিজেকে অন্য কারও চেয়ে শ্রেষ্ঠতর বা ভাল মনে করবেন না। দুই ধরনের মানুষ আছে- কেউ কেউ আপনার চেয়ে ভালো এবং কেউ কেউ আপনার চেয়ে খারাপ। এই উভয় গ্রুপের মানুষের প্রতি আপনার নম্রতা থাকা উচিত। যদি কেউ আপনার চেয়ে ভাল হয় [অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিগত গুণাবলী, মঙ্গলভাব, ধার্মিকতা এবং আধ্যাত্মিকতায়] তবে আপনার এমন একজনের সাথে দেখা করতে পেরে খুশি হওয়া উচিত এবং এই ইচ্ছা থাকা উচিত যে ঈশ্বর আপনাকে এভাবে তৈরি করেন। যদি কেউ খারাপ হয়, তবে আপনার মনে করা উচিত যে সম্ভবত এই ব্যক্তি পরিত্রাণ অর্জন করতে পারে যখন আপনি নাও পেতে পারেন - সম্ভবত এমন ব্যক্তি তার অন্তরের সত্তার মধ্যে এমন কিছু ভাল কাজ করে যা কারও জন্য ভাল হতে পারে বা কারও একটি ভাল অভ্যাস থাকতে পারে যার কারণে ঈশ্বর একজনের প্রতি দয়া করতে পারেন এবং একজনের অনুতপ্তি গ্রহণ করতে পারেন এবং সুন্দর কর্মের সাথে একজনকে একটি ভাল সমাপ্তি দান করতে পারেন [তার জীবনের শেষের দিকে]। আমার সৎকর্ম কেবল বাহ্যিক হতে পারে [ঈশ্বরের প্রতি আন্তরিকতার অভাবের কারণে কোনও অভ্যন্তরীণ শ্রেষ্ঠত্ব ছাড়াই] যা আমার পক্ষে ভাল নয়, বরং এই উপাসনার কাজগুলিতে লুকিয়ে থাকা ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে [যেমন আমার বাহ্যিক ধর্মীয়তা এবং ভান দিয়ে জাগতিক উপকার প্রদর্শন করা বা অর্জন করা] যা কোনও পুরষ্কারকে বাতিল করতে পারে (একজনের ঐশ্বরিক ক্ষমার পরিপ্রেক্ষিতে ঐশ্বরিক প্রতিদান, সেই উপাসনার গ্রহণযোগ্যতা ও সান্নিধ্য)। এভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকদের সাথে আচরণ করার পরেই কেবল বুদ্ধি নিখুঁত হবে এবং একজন [মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের মাধ্যমে] [নৈতিক] নেতৃত্বের ভূমিকার যোগ্য হয়ে উঠবে। তবুও, যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে বিবেকবান, যেমন ভাগ্যের লেখক (ঈশ্বর) কারও ভাগ্যে দুঃখ লিখে ফেলেছেন, তার কখনই অহংকার থাকা উচিত নয় - ভয় এমন একজনের উপর আধিপত্য বিস্তার করা এবং ফলস্বরূপ অন্য সবাইকে একজনের চেয়ে ভাল বলে মনে করা ভাল।

আত্ম-অহংকার এবং এর ক্ষতির নিন্দা

আত্ম-অহংকার [বা আত্ম-ধার্মিকতা] এর মন্দতা ঈশ্বরের কিতাব এবং ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনায় প্রমাণিত হয়েছে যেমনটি ঈশ্বর বলেছেন:

وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

"এবং তারা এই চিন্তায় (বিভ্রান্তিতে) রয়ে গেছে যে তারা ভাল কাজ করছে [এবং তাদের দ্বারা কোনও অন্যায় করা সম্ভব নয়]। (কুরআন, 18 অধ্যায়, 104 আয়াত)

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, একজন মানুষ [সর্বদা] তার কর্ম সম্পর্কে ভাল চিন্তাভাবনা এবং আত্ম-ধার্মিকতা রাখে - কখনও যখন সে বিপথগামী হয় এবং কখনও কখনও সে বিপথগামী হয় না। এক নবুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ

"তিনটি জিনিস ধ্বংসাত্মক - কৃপণতা যার একজন অনুসারী, নিম্ন স্ব থেকে নীচ আকাঙ্ক্ষা যার অনুসারী এবং একজন ব্যক্তি নিজের আত্মকে মহান বলে মনে করে [আত্ম-অহংকার অবস্থায়]"।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'ধ্বংস দু'টি বিষয়ের মধ্যে রয়েছে: হতাশা ও আত্মসৎকর্ম। তিনি এই দুটি জিনিসকে একত্রিত করেছেন কারণ সা'*দাহ* (অনন্ত সুখ এবং অফুরন্ত সাফল্য) প্রচেষ্টা, সন্ধান এবং প্রচেষ্টা ছাড়া অর্জন করা যায় না। একজন হতাশ ব্যক্তি কখনও প্রচেষ্টা করেন না বা সংগ্রাম করেন না। একজন স্ব-ধার্মিক ব্যক্তির এই বিশ্বাস থাকে যে তিনি [ইতোমধ্যে] তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করেছেন এবং এই বিশ্বাসের কারণে প্রচেষ্টাও করেন না। ইতিমধ্যে উপস্থিত একটি জিনিস [বা উপস্থিত বলে বিশ্বাস করা হয়] সন্ধান করা হয় না এবং অসম্ভবকেও সন্ধান করা হয় না। একজন আত্মধার্মিক ব্যক্তি মনে করে যে একজন অনন্ত সুখ এবং অফুরন্ত সাফল্য অর্জন করেছে এবং একজন হতাশ ব্যক্তি মনে করে যে এটি সন্ধান করা অসম্ভব। ঐশ্বরিক উক্তি হল:

فَلَا تُزَكُّوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۖ

"তোমরা নিজেদের প্রতি পবিত্রতা, পবিত্রতা ও পরহেযগার আরোপ করো না। (কুরআন, অধ্যায় 53, আয়াত 32)

কেউ আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করল, কখন কেউ খারাপ হয়? উত্তরে তিনি বলেন, 'যখন কেউ মনে করে 'আমি ভালো'। এটা জানা উচিত যে আত্ম-ধার্মিকতার ক্ষতি অসংখ্য। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, এটি অহংকার তৈরি করে এবং অহংকার থেকে অনেক ক্ষতি হয়। এসব ক্ষতি জনগণের উপর। ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে স্ব-ধার্মিকতার তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষতি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ আত্ম-ধার্মিকতায় লিপ্ত হয়, তবে সে পাপের কথা ভুলে যায় এবং সেগুলির প্রতি কোনও মনোযোগ দেয় না। কেউ কিছু গুনাহ সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায় এবং যদি তার কিছু স্মরণে আসে, তবে সে সেগুলি নির্মূল করার জন্য কিছু করে না এই ভেবে যে, "আমি [একমাত্র সৎকর্ম] করি। আমার 'পাপ' পাপ নয়। যদি তাদের অস্তিত্ব থাকে তবে তারা এতটাই তুচ্ছ যে তাদের কোনও সংশোধন বা প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয় না। বরং কেউ মনে করে যে, তার ছোট-বড় পাপ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি নিজের ইবাদত ও সৎকর্মকে উচ্চতর মনে করে, তাদের উপর অহংকার ও অহংকার প্রকাশ করে, বরং সে তাদের ঈশ্বরের প্রতি অনুগ্রহকারী বলে মনে করে এবং ভুলে যায় যে সে আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুগ্রহের কারণে সৎকর্ম করতে সক্ষম হয়েছে। মানুষ যখন তার কর্মের উপর আত্ম-ধার্মিকতা প্রকাশ করে, তখন একজন তার ক্ষতি থেকে চোখ বন্ধ করে দেয় যা তার সমস্ত প্রচেষ্টা অপচয় হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। বাহ্যিক আমল যদি পবিত্র না হয় এবং সমস্ত দূষণ থেকে মুক্ত না হয়, তবে তাদের লাভ খুবই সামান্য। যে ব্যক্তি একজনের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করতে ভয় করে, কেবল তারাই নিজের ধার্মিকতার অপকার সম্পর্কে জানতে পারে। যে ব্যক্তি আত্মসৎকর্মে আক্রান্ত হয় সে তার নিম্ন সত্তার (নাফস) উপর অহংকার করে এবং আল্লাহর প্রতি অহংকার করে এবং মনে করে যে ব্যক্তি আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপদ ও নিরাপদ এবং আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা রয়েছে, তার মহত্ত্ব রয়েছে, বরং আল্লাহর প্রতি তার এই অনুগ্রহ এবং অধিকার রয়েছে যা আল্লাহ তার কর্মের প্রতি সম্মান করেন এবং তাকে তার প্রতিদান দেন। ঈশ্বরের প্রতি তথাকথিত ব্যক্তির অনুগ্রহগুলি প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং একজনের জন্য দান। আত্ম-ধার্মিকতা একজনকে নিজের প্রশংসা করতে এবং নিজের প্রতি আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা আরোপ করতে বাধ্য করে।

যখন কেউ তার মতামত, কর্ম এবং বুদ্ধিমত্তার উপর আত্ম-ধার্মিকতা এবং আত্ম-প্রশংসা করে, তখন কেউ অন্যের কাছ থেকে উপকৃত হয় না বা কারও সাথে পরামর্শ করে না, পরিবর্তে নিজের মতামতের উপর জোর দেয় এবং জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা [নিজের জন্য] অপমান বলে মনে করে। কখনও কখনও, কেউ মনে ভুল ধারণার উপর আত্ম-ধার্মিকতা রেখে খুশি বোধ করে কেবল এই কারণে যে এটি অন্যের হৃদয়ে ঘটেছিল না, অন্যের হৃদয়ে ঘটেছিল, তখন একজন নিজের সঠিক বা ভুল ধারণার উপর জোর দেয় না কোনও উপদেশকারীর উপদেশ শুনে না বা কোনও উপদেশকারীর কোনও উপদেশ গ্রহণ করে না। পরিবর্তে, একজন অন্যকে এমনভাবে দেখে যেন তারা অজ্ঞ এবং নিজের ভুলের উপর জোর দেয়। পার্থিব বিষয়ে ভুল মতামত প্রকাশ করা হলে সে তার উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় এবং বিশ্বাস সম্পর্কিত বিষয়ে যদি তা ঘটে তবে

সে চিরকালের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যদি কেউ নিজের (ভ্রান্ত) মতামতের উপর আস্থা না রাখত এবং কুরআনের আলো থেকে আলোকসজ্জা অর্জন করত, ধর্মীয় পণ্ডিতদের সাহায্য চেয়েছিল, জ্ঞান অধ্যয়ন ও জ্ঞান আহরণে অধ্যবসায় করত, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার লোকদের কাছ থেকে আইনগত বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার কাজ চালিয়ে যেত। তাহলে নিশ্চয়ই সত্যে পৌঁছাতে পারত। আত্ম-ধার্মিকতার সবচেয়ে বড় ক্ষতি হল যে একজন ব্যক্তি সাফল্যের অনুমানে (অনুমান বা বিভ্রম) লিপ্ত হয়, এবং তাই প্রচেষ্টা ও প্রচেষ্টা করতে অলস হয়ে পড়ে এবং মনে করে যে [আধ্যাত্মিক পথে] প্রতিটি [ধার্মিক] কর্মের প্রয়োজন নেই, যদিও কেউ [সৎকর্ম] সম্পর্কে অজ্ঞ নয়, এবং নির্দিষ্ট ধ্বংস তার ভাগ্য। আমরা আল্লাহর *আনুগত্যের জন্য আল্লাহর নিকট থেকে ক্ষমতার* সৌন্দর্য (হুসনুল তৌফিক) কামনা করি।

আত্ম-ধার্মিকতার কারণ এবং তাদের নিরাময়

এটা জানা উচিত যে অহংকারের কারণগুলিও আত্ম-ধার্মিকতার কারণ। অহংকারের কারণ আগেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কখনও কখনও, আত্ম-ধার্মিকতা এমন কারণগুলির দ্বারা উত্পন্ন হয় যা অহংকার সৃষ্টি করে না, যেমন কারও ত্রুটিপূর্ণ মতামতের উপর আত্ম-ধার্মিকতা যা নিজের অজ্ঞতার কারণে কারও কাছে ভাল বলে মনে হয়। আত্ম-ধার্মিকতা এবং আত্ম-প্রশংসার আটটি কারণ রয়েছে:

প্রথম কারণ: নিজের দেহের সৌন্দর্য (শারীরিক গঠন), চেহারা, স্বাস্থ্য, শক্তি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভারসাম্য, মুখের সৌন্দর্য, কণ্ঠস্বরের সৌন্দর্য ইত্যাদির মতো শারীরিক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি আত্ম-ধার্মিকতা এবং আত্ম-প্রশংসা থাকা এবং এর ফলে কেউ ভুলে যায় যে শারীরিক সৌন্দর্য আল্লাহর নেয়ামত যা অবনতি ও ধ্বংস হতে বাধ্য। এর প্রতিকার আমরা ঔদ্ধত্যের অধ্যায়ে লিখেছি যে, যে ব্যক্তি নিজের সৌন্দর্যের উপর অহংকার করে, সে যেন তার শুরু ও শেষের নোংরা কল্পনা করে এবং ভাবতে পারে যে, কতজন সুন্দরী ও সুদর্শন পৃথিবীতে ঘুমিয়েছে (তাদের মৃত্যুর পর তাদের কবরে সমাধিস্থ হয়েছে) এবং তাদের ফুলের মতো মুখ তাদের কবরের ভিতরে নোংরার স্তূপে পরিণত হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ: নিজের শক্তি ও শক্তির উপর আত্ম-ধার্মিকতা এবং আত্ম-প্রশংসা রয়েছে যা যুদ্ধে [প্রথম] আক্রমণ করার, নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলে দিতে, [যুদ্ধে] শত্রুকে হত্যা করার

প্রথম ব্যক্তি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। এর নিরাময়ের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছিল যে একজনের মনে রাখা উচিত যে জ্বরের একটি দিন একজনের মধ্যে মহিমা সম্পর্কে সমস্ত চিন্তাভাবনা বের করে দিতে পারে এবং একজনের সমস্ত শক্তি নষ্ট করে দেয় যা একজনকে গর্বের সাথে ঘুরে বেড়ায়। যদি কারও নিজের শক্তি ও শক্তির উপর আত্ম-ধার্মিকতা এবং আত্ম-প্রশংসা থাকে, তবে এটি সম্ভব যে ঈশ্বর একজন ব্যক্তির [বা একটি সম্পূর্ণ গোষ্ঠী বা জাতির] উপর একটি দুর্যোগ চাপিয়ে দেন এবং এই শক্তি এবং ক্ষমতা কেড়ে নেন [যা তাদের অহংকারকে ইন্ধন জোগাচ্ছে]।

তৃতীয় কারণ: একজন ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা, অন্তর্দৃষ্টি এবং দূরদর্শিতার উপর আত্ম-ধার্মিকতা এবং আত্ম-প্রশংসা রয়েছে এবং মনে করা যে তিনি জাগতিক এবং ধর্মীয় বিষয়গুলির পিছনে সূক্ষ্মতা এবং অভ্যন্তরীণ জ্ঞানের সাথে ভালভাবে পরিচিত। এই ধরনের ব্যক্তি স্ব-মতামত (নিজের মতামতের প্রতি মুগ্ধ) এবং কারও সাথে পরামর্শ করে না, পরিবর্তে, একজন সমস্ত লোককে পরম অজ্ঞ হিসাবে মনে করে যারা একজনের সাথে একমত নন। এ ধরনের ব্যক্তির জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের সাথে খুব একটা সম্পর্ক নেই, বরং এমন ব্যক্তি মনোযোগ সহকারে মানুষের কথা শোনে না যে, "আমি আমার মতামত ও বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ এবং আমার কারো দিকনির্দেশনার প্রয়োজন নেই, বরং সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তি আমার চেয়ে নিকৃষ্ট এবং আমার তুলনায় নীচু ও অধঃপতিত"। এই [অহংকার, আত্ম-ধার্মিকতা এবং আত্ম-প্রশংসা] এর প্রতিকার হল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া যে তিনি একজন বুদ্ধি এবং বোধগম্য দান করেছেন। একজনের এটাও ভাবতে হবে যে যদি কেউ কোনও মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়, তবে সে কি একজন বুদ্ধিমান এবং বোধগম্য ব্যক্তি বলে দাবি করতে সক্ষম হবে? এটি সম্ভব যে কেউ এমন একটি রোগে আক্রান্ত হয় যা একজনকে সমস্ত চেতনা এবং সচেতনতা থেকে অজ্ঞ করে তোলে এবং [ফলস্বরূপ] একজন রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় [শিশুসুলভভাবে], এবং ছোট বাচ্চারা কারও ক্রিয়াকলাপকে দেখবে এবং তাদের বিনোদনমূলক বলে মনে করবে এবং তাদের নিয়ে হাসবে। এটা সম্ভব যে নিজের বুদ্ধির উপর আত্ম-শ্রদ্ধা এবং অহংকার রাখলে এবং বুদ্ধির দাতাকে (ঈশ্বর) ধন্যবাদ না দিলে কারও বুদ্ধি কেড়ে নেওয়া হয়। একজন মুমিনের উচিত তার জ্ঞান ও বুদ্ধিকে সামান্য মনে করা, যদিও সে বোধগম্য, বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত, তথ্যের বিস্তৃত বৃত্ত রয়েছে। এটিও একটি সত্য যে একজন মানুষ জ্ঞানের প্রাচুর্য এবং তথ্যের বিশালতা থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞ থাকে এবং অন্যান্য তথ্য [যা সে জানে] এমন কিছু যা অন্যরা জানে। যখন অন্য মানুষের তুলনায় একজনের জ্ঞানের অবস্থা এমন হয়, তখন ঈশ্বরের তুলনায় কারও জ্ঞানের অবস্থা কী হবে, যার জ্ঞানের বিশালতা অগভীর সমুদ্রের চেয়ে অনেক বেশি। নিজের বুদ্ধিকে অভাব হিসাবে বিবেচনা করা [এবং নিজের জ্ঞানকে খুব সামান্য] হিসাবে বিবেচনা করাই প্রজ্ঞা। দেখো

যারা তাদের চেয়ে অন্য কাউকে বেশি বুদ্ধিমান বলে মনে করে না, যদিও অন্যরা তাদের মূর্খতা নিয়ে হাসাহাসি করে। নিজে আত্মধার্মিকতা ও আত্মপ্রশংসার চর্চা করে মূর্খ মানুষের তালিকা বাড়াবেন না। বুদ্ধিমত্তার অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি নিজের বুদ্ধির ঘাটতি সম্পর্কে সচেতন হয় না এবং

নিজের মূর্খতার কারণে নিজেকে বুদ্ধিমান বলে মনে করে। অন্যের মতামতকে বিশ্বাস না করে নিজের বুদ্ধিকে নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করা ভাল, বিশেষত নিজের বন্ধুদের যারা একটি গোলাপী চিত্র আঁকেন এবং তাদের মিথ্যা প্রশংসা দ্বারা একজনের আত্ম-ধার্মিকতা এবং আত্ম-প্রশংসা বৃদ্ধি করে।

চতুর্থ কারণ: হাশমি বংশের কিছু লোকের মতো ব্যক্তির নিজের বংশের প্রতি আত্ম-ধার্মিকতা এবং আত্মসম্মান রয়েছে (বনু হাশিম হলেন সেই গোত্র যার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তর্ভুক্ত ছিলেন)। তাদের মধ্যে অনেকে এই আত্ম-বিভ্রান্তি পোষণ করে যে তাদের বংশের মহত্ত্ব তাদের পরিত্রাণের গ্যারান্টর, এবং তাদের পূর্বপুরুষদের [যারা ধার্মিকতা এবং নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের মডেল ছিল] কারণে তাদের ক্ষমা করা হবে। সম্ভ্রান্ত বংশের কিছু লোক মনে করে যে সমস্ত মানুষ তাদের দাস এবং দাস। এর প্রতিকার হ'ল এই চিন্তা করা যে, "আমি আমার পূর্বপুরুষদের বিরোধিতা করেছি [তাদের উদাহরণের (আচরণের ধরন)] এবং মূর্খতার কারণে ভাবতে শুরু করেছি যে আমি তাদের সমতুল্য হয়েছি, যদিও এটি আমার ভুল। আমি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাদের মতো হতে পারি, কিন্তু আমি তাদের অনুসরণ করি না। তারা কি আত্ম-ধার্মিকতা অনুশীলন করেছিল? তাদের আত্ম-ধার্মিকতা কোথায় ছিল? পরিবর্তে, তারা সম্পূর্ণ নম্রতার মূর্ত প্রতীক ছিল। ঈশ্বর-ভয় তাদের শিরায় এবং তাদের সত্তার তন্তুতে গেঁথে ছিল। তারা নিকৃষ্টতম জিনিসকে তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করত। তাদের নিজেদের (*নাফস*) তাদের নিজের চোখে নীচু ও অধঃপতিত ছিল, যদিও তারা তাদের বংশের কারণে নয়, বরং তাদের জ্ঞান, ঐশ্বরিক আনুগত্য, নম্রতা এবং তাদের মতো অন্যান্য সুন্দর [অন্তর] গুণাবলীর কারণে। তাদের মতো হতে হলে তাদের অনুসরণ করা এবং তাদের ভাল অভ্যাস গ্রহণ করা অপরিহার্য। মানব বংশ ও বংশানুক্রম সম্পর্কে ঈশ্বর নিম্নোক্ত কথা বলেছেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ

"হে জনগণ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি (অর্থাৎ আদম ও হাওয়া থেকে, সুতরাং মানবজাতির বংশ আদি থেকে শেষ পর্যন্ত একই বংশধর)। (কুরআন, অধ্যায় 49, আয়াত 13)

এর অর্থ এই যে, তোমাদের বংশের (জাতি, জাতি, বর্ণ, বংশ, গোত্র, সম্প্রদায় ও জাতিসমূহ) ক্ষেত্রে তোমাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই [যেহেতু তোমরা সবাই আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান এবং জাতি, বর্ণ, অঞ্চল, সংস্কৃতি, জাতীয়তা এবং অন্যান্য গুণাবলীর ভিত্তিতে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই]। তোমাদের প্রত্যেকেই এক পুরুষ ও এক নারীর মধ্য থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। এর পরে আল্লাহ তাআলা বংশের উপকার (জ্ঞান) ব্যাখ্যা করেছেন:

وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ

"আর তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছেন, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার ও জানতে পার। (কুরআন, অধ্যায় 49, আয়াত 13)

[জাতিগত, জাতিগত, বর্ণ, আঞ্চলিক, উপজাতি এবং জাতীয়তাবাদী পার্থক্যের পিছনে ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা হ'ল একে অপরকে জানা, উপলব্ধি করা, শ্রদ্ধা করা এবং একে অপরকে ভালবাসা এবং ন্যায়বিচার ও সাম্যের উপর ভিত্তি করে একে অপরের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ, সুরেলা সম্পর্ক রাখা]। এর পরে, আল্লাহ বলেন যে পার্থক্য এবং সম্মান পবিত্র ভয়, শ্রদ্ধা এবং আল্লাহর প্রতি ভয়ের (*তাকওয়া)* উপর ভিত্তি করে, বংশের উপর নয়।

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ

"আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি যে সবচেয়ে বেশি সম্মান অর্জন করে, সে আল্লাহকে ভয়, ভয় ও ভয়ের অধিকতর অধিকতর ধারণ করে। (কুরআন, অধ্যায় 49, আয়াত 13)

পঞ্চম কারণ: নিষ্ঠুর শাসকদের (কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার লোকেদের) সাহায্যকারী ও সমর্থকদের কাছে নিজেকে দায়ী করে এবং বিশ্বাসী ও [আধ্যাত্মিক] জ্ঞানের লোকদের সাথে নিজের সম্পর্ককে [রক্তের সম্পর্ক বা আধ্যাত্মিক সংযোগের পরিপ্রেক্ষিতে] কোন গুরুত্ব না দিয়ে আত্ম-ধার্মিকতা এবং আত্ম-প্রশংসা। এর প্রতিকার হচ্ছে নিষ্ঠুর শাসক ও তাদের সহযোগীদের অপমানজনক কর্মকাণ্ডের দিকে এক নজর দেওয়া এবং তারা কীভাবে আল্লাহর বান্দাদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে তা দেখতে এবং তারা কত লজ্জাজনকভাবে আল্লাহর (দ্বীন) পথে অশান্তির বীজ বপন করে। এরা আল্লাহর ক্রোধের শিকার। যদি কেউ জাহান্নামে তাদের মুখগুলি দেখতে পায় যা তাদের থেকে নোংরা এবং দুর্গন্ধের ঢেউ বেরিয়ে আসছে, তবে সে এতটাই ঘৃণা এবং ঘৃণা তৈরি করবে যে তারা তাদের নামও উচ্চারণ করবে না, পরিবর্তে তাদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক থেকে নিজেকে মুক্ত করবে এবং যে তাদের সাথে শরীক করে তাকে নিন্দা করবে। যদি তাদের কাছে এটা প্রকাশিত হয়, এই নিষ্ঠুর লোকেরা কেয়ামতের দিন কতটা অপমান সহ্য করছে, ফেরেশতারা তাদের চুল টেনে নিয়ে জাহান্নামে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন, কেউ নিজেকে কুকুর এবং শূকরের সাথে দোষারোপ করতে পছন্দ করবে তবে কেউ চায় না যে কেউ সেই মানুষদের সাথে দোষারোপ করুক যাদের অশুভ এবং প্রতারক প্রাণী রয়েছে। নিষ্ঠুর লোকদের সন্তানদের যদি অত্যাচার থেকে রক্ষা করেন, তবে তাদের অধিকার হচ্ছে আল্লাহর কাছে তাদের নিরাপদ পথের জন্য আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা এই শর্তে যে তারা ঈমান এনেছে।

ষষ্ঠ কারণ: মক্কার কাফেরদের মতো বংশধর, দাস, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সাহায্যকারী ও অনুসারীদের প্রাচুর্যের প্রতি আত্ম-ধার্মিকতা ও আত্মপ্রশংসা প্রকাশ করা হয়। এর প্রতিকারটি হ'ল অহংকারের ক্ষেত্রে উল্লিখিত একই, যে ব্যক্তি নিজের এবং সেই লোকদের দুর্বলতা বিবেচনা করা উচিত যাদের প্রাচুর্য একজন গর্বিত করে। উপরন্তু, একজনের মনে করা উচিত যে প্রতিটি ব্যক্তি একজন অভাবী এবং তুচ্ছ মানুষ যে কারও মুনাফা বা ক্ষতির মালিক নয়। সর্বোপরি, এই লোকদের কারণে আত্ম-ধার্মিকতা এবং আত্ম-প্রশংসা প্রকাশ করে কী লাভ রয়েছে যারা মৃত্যুর সাথে [একজনের থেকে] আলাদা হয়ে যাবে? একজন ব্যক্তি একা একা নিজের কবরে যাবেন। কোন বন্ধু থাকবে না এবং দুঃখের অংশীদার কেউ থাকবে না। কোন সহানুভূতিশীল পরিচিত ব্যক্তি থাকবে না, কোন পিতা থাকবে না, কোন বংশধর থাকবে না, নিজের লোকেরা তাদের নিজের হাতে একজনকে কবরে শুই দেবে এবং পোকামাকড়, সাপ এবং বিচ্ছুর হাতে সমর্পণ করবে। সেই সময় হবে যখন তাদের সকলের প্রয়োজন হবে, কিন্তু তাদের কোন লাভ হবে না। অনুরূপভাবে কেয়ামতের দিন তারা তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে, বরং তারা পালিয়ে যাবে। কুরআনে সেদিনের দৃশ্যাবলী এনেভাবে আঁকা হয়েছে:

يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾
وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَصَٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾

"সেদিন সে তার ভাই, মাতা, পিতা, স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। (কুরআন, অধ্যায় 80, আয়াত 34-36)

এমন লোকেদের উপস্থিতির জন্য গর্ব প্রকাশ করা বা আনন্দ করার ফলে কী লাভ হয়, যখন তাদের ভীষণ প্রয়োজন হয় এবং যখন তাদের খুব প্রয়োজন হয় তখন তারা একজনকে এড়িয়ে চলবে? কবরে, কিয়ামতের দিন এবং সীরাতের সেতুতে (যার অপর প্রান্তে জাহান্নামের উপর একটি সরু সেতু রয়েছে, যা চুলের চেয়ে পাতলা এবং তলোয়ারের চেয়েও তীক্ষ্ণ এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন সেই সেতুর উপর দিয়ে যেতে হবে, যা নবুর শিক্ষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে)। একজন মানুষ কেবল তার (পবিত্র, সৎ) কর্ম এবং আল্লাহর অনুগ্রহ থেকেই উপকৃত হবে। যাদের নিজেদের লাভ-ক্ষতির উপর ক্ষমতা নেই এবং নিজের জীবন-মৃত্যুর উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, তারা অন্য কারো কী উপকার করতে পারে?

সপ্তম কারণ: একজন ব্যক্তি তার সম্পদ এবং বস্তুগত সম্পদের উপর আত্ম-ধার্মিকতা এবং আত্ম-প্রশংসা প্রকাশ করে। এর প্রতিকার হচ্ছে ধনসম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের ক্ষতি এবং

দরিদ্রদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকারের দিকে নজর দেওয়া। উপরন্তু, একজনকে দেখতে হবে যে সম্পদ এমন একটি জিনিস যা আসে এবং যায়, এর কোনও স্থায়িত্ব নেই। এছাড়াও, ধন-সম্পদ এমন একটি বৈশিষ্ট্য নয় যা মুমিনদের জন্য অদ্‌ভুত কারণ অনেক কাফেরদের কাছে সম্পদ বেশি থাকে। হজরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং তিনি বললেন, হে আবু যর! মাথা তুলুন!" যখন তিনি তা করলেন, তখন তিনি খুব সুন্দর পোশাক পরা একজন লোককে দেখতে পেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার মাথা তুললেন এবং তার চোখ এমন একজন লোকের দিকে পড়ল যার পোশাক খুব পুরানো ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

هٰذَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ قِرَابِ الْأَرْضِ

"ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এই ব্যক্তি সমস্ত পৃথিবীর চেয়ে উত্তম। (বর্ণনা করেছেন হযরত *ইবনে হিব্বান ফি সহীহা* (রহঃ) আবু হার (রহঃ)

এটি এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে (অধ্যায়) জাগতিকতা থেকে বিরত থাকা, জাগতিকতার ক্ষতি এবং সম্পদের ক্ষতি সম্পর্কে উল্লিখিত অন্যান্য অনুরূপ সমস্ত ঐতিহ্য ধনীদের নিম্ন মর্যাদা এবং দরিদ্রদের সম্মানের সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয়। এসব ঐতিহ্যের কথা বিবেচনা করে একজন মুসলমানের (বা অন্য কারও) কাছ থেকে নিজের সম্পদের প্রতি আত্মধার্মিকতা ও আত্মপ্রশংসাও কল্পনাও করা যায় না। বরং যদি কোনো মুমিনের কাছে ধন-সম্পদ থাকে, তবে এমন ব্যক্তির এই ভয় থাকা উচিত যে কেউ ধন-সম্পদের অধিকার ও দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হতে পারে না। যার এই ধরনের আত্ম-ধার্মিকতা এবং আত্ম-প্রশংসা রয়েছে, তার সম্পদ নিজের জন্য অপমান ছাড়া আর কিছুই নয়।

অষ্টম কারণ: একজন ব্যক্তি তার ভুল মতামতের উপর আত্ম-ধার্মিকতা এবং আত্ম-প্রশংসা প্রকাশ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

"এই লোকেরা এই ধারণায় (ভুল অনুমান) যে তারা ভাল কাজ করছে [যদিও তারা করছে না]। (কুরআন, 18 অধ্যায়, 104 আয়াত)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মধার্মিকতা ও নিজের মতামতের প্রতি আত্মসম্মাননা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বলেছেন: 'এই জাতির (কিয়ামতের আগের দুনিয়ার

শেষ পর্ব) মানুষের আত্মধার্মিকতা ও আত্মপ্রশংসা প্রবল হয়ে উঠবে। পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে এই প্রবণতার কারণে তারা (সাম্প্রদায়িক) দলে জড়িয়ে পড়েছিল, প্রতিটি জাতি (*উম্মাহ)* বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, প্রতিটি সম্প্রদায় মনে করত যে তাদের বিশ্বাস সঠিক। (এই ঐতিহ্যটি একটি ঐতিহ্যের দিকে ইঙ্গিত করছে *আবু সা'লাবা (রহঃ) এর বিধান থেকে আবু দাউদ ও* তিরমিযী গ্রন্থ *সংকলন* করা হয়েছে।

ধর্মীয় বিষয়ে উদ্ভাবনী সকল লোক *(বিদ'আ)* এবং বিপথগামী (*দালালা)* এই [দুটি] জিনিসের উপর জোর দেয় কারণ তাদের মতামতের উপর আত্ম-ধার্মিকতা এবং আত্ম-প্রশংসা রয়েছে [এবং এই ঔদ্ধত্য সাম্প্রদায়িক বিভাজনের দিকে পরিচালিত করে]। ধর্মীয় বিষয়ে আত্ম-ধার্মিকতা এবং আত্ম-প্রশংসা ('*উজুব*) এর অর্থ হ'ল যে ব্যক্তি সেই আমলকে উত্তম বলে মনে করে, যা তার ইচ্ছা দ্বারা উদ্‌ভূত হয়েছে [নিম্ন নিকৃষ্ট আত্মা থেকে] এবং নিজের চিন্তায় এটি সঠিক বলে মনে করে। এই ধরণের আত্ম-ধার্মিকতার নিরাময় খুব কঠিন কারণ ভুল মতামতের ব্যক্তি কারও ভুলের সাথে পরিচিত হতে পারে না এবং সেই অসুস্থতা নিরাময় করা যায় না যার সাথে কেউ পরিচিত নয়। অজ্ঞতা এমন একটি রোগ যা বোঝা যায়নি। যাইহোক, একজন জ্ঞানবাদী (ঈশ্বরের জ্ঞানী) একজন অজ্ঞকে তার ভুল সম্পর্কে অবহিত করতে পারে এবং এই রোগ দূর করার উত্স হতে পারে, কিন্তু সেই অজ্ঞ যদি কারও অজ্ঞতা নিয়ে গর্বিত হয়, তবে সেই জ্ঞানবাদী কী করতে পারে? যিনি জ্ঞানবাদীকে মনোযোগ দেন না, যার কথা শুনতে পারেন এবং কারও রোগ নির্মূল করতে পারেন, তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত পথে যান এবং জ্ঞানবাদীকে দোষারোপ করেন। আল্লাহ তাআলা একজনের উপর একটি বিপদ চাপিয়ে দিয়েছেন [যে কেউ তার ভুল ধারণার জন্য গর্ব করে এবং এটি ধ্বংসাত্মক, তবে যে ব্যক্তি এটিকে একটি আশীর্বাদ হিসাবে ভাবতে সন্তুষ্ট হয়। এটা স্পষ্ট যে এই ধরনের রোগের নিরাময়ও সম্ভব নয়। একজন ব্যক্তি কীভাবে এমন কিছুকে ঘৃণা করতে পারে যাকে তিনি নিজের জন্য পার্থক্যের উত্স হিসাবে বিবেচনা করেন? এর উচ্চ-স্তরের নিরাময় হ'ল সর্বদা নিজের মতামতকে সন্দেহজনক হিসাবে বিবেচনা করা, অন্য কথায়, মনে করুন যে কারও মতামত ভুল হতে পারে এবং কারও মতামতের সত্যতার উপর নির্ভর করে না।

যে ব্যক্তি নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত শিক্ষা ও শিক্ষার জন্য উৎসর্গ করতে পারে না, তাকে ধর্মীয় প্রশ্নে জড়িয়ে পড়ার দরকার নেই (বিভিন্ন আইনি বিষয়ে *মাসা-ইল বা* আইনগত অবস্থান)। আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করা উচিত এবং তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর সমতুল্য কেউ নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যই তাঁর নবী এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা সত্য। উপরন্তু, ধার্মিক পূর্বসূরীদের (যারা নবীদের উত্তরাধিকারী) পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, বিতর্ক ও তর্ক ছাড়াই কুরআনের আদেশ ও নবুয়ীর পথ মেনে চলতে হবে এবং প্রশ্ন না করেই পরহেযগার ভয়, শ্রদ্ধা ও আল্লাহকে ভয় করা উচিত (নিজের ও অন্যের জন্য ক্ষতিকর বা ক্ষতিকর কিছু

থেকে বিরত থাকা, গুনাহ থেকে দূরে থাকা। আর তোমরা সৎকর্মে লিপ্ত হও। যদি কেউ [গভীর বোধগম্য] জ্ঞানের অভাব সত্ত্বেও ধর্মীয় বিতর্কে লিপ্ত হয় এবং বিশ্বাসের কুসংস্কার এবং উদ্ভাবনের দূষণ থেকে নিজেকে রক্ষা না করে (বিদ'*আ* বা ধর্মীয় বিষয়ে নতুন জিনিস যা প্রতিষ্ঠিত নীতিগুলি লঙ্ঘন করে) এবং বিভ্রান্তি (*দালালা*) থেকে নিজেকে রক্ষা না করে, তবে সে অদৃশ্যভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে (আধ্যাত্মিকভাবে বলতে গেলে যা কারও বস্তুগত অস্তিত্বের জন্যও গভীর প্রভাব ফেলে)। জ্ঞানের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত মানুষের দায়িত্বও কম নয়। প্রথমত, তাদের যুক্তি এবং শর্তগুলির সাথে পরিচিত হওয়া উচিত। এই পরিচিতি অর্জনের পর্যায়টি এতটাই বিশদ ভিত্তিক যে কখনও কখনও সত্য জানা কঠিন হয়ে পড়ে [কারণ সত্যের পথে সূক্ষ্মতা রয়েছে যা উপলব্ধি করতে আজীবন অবিরাম প্রচেষ্টা লাগে]। এই অগভীর সমুদ্রের তীরে কেবল তারাই পৌঁছায় যারা জ্ঞানে দৃঢ়ভাবে নিহিত এবং যাদের জ্ঞানের ঐশ্বরিক আলোর (যা তাদের অন্তরের আত্মাকে আলোকিত করে এবং ভিতরের সমস্ত অন্ধকারকে দূর করে) ধারণ করে। এরকম মানুষ খুব কমই আছে। বেশিরভাগ লোক পণ্ডিতদের বাহ্যিক চেহারা গ্রহণ করেছে তবে তাদের অভ্যন্তরীণ সত্তার মধ্যে, অজ্ঞতা সর্বোচ্চ রাজত্ব করে।

অহংকার ও অবহেলার নিন্দা

সজাগ এবং সজাগ থাকা [নিজের আত্মার মধ্যে মন্দের সমস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে] একজন মানুষের জন্য চিরন্তন সুখ এবং অফুরন্ত সাফল্যের কারণ, এবং অহংকার এবং অযত্নে নিমজ্জিত হওয়া (জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং অশুভের আক্রমণের প্রতি অবহেলা এবং বিস্মৃতি যা অবশেষে অন্তরের সত্তাকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে নিমজ্জিত করে) চিরন্তন দুঃখ এবং অভিশাপের কারণ। আল্লাহর বান্দার (মানুষের) জন্য ঈমান ও জ্ঞানের চেয়ে বড় কোন বরকত নেই (মা'*রিফা বা* আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠতা ও ঘনিষ্ঠতা), এবং এই বরকত অর্জনের উপায় হ'ল হৃদয়ের সম্প্রসারণ (শরাহ *সদর)* [যা ঘটে অভ্যন্তরীণ আলোর মাধ্যমে যা অভ্যন্তরীণ সত্তাকে শুদ্ধ করার আধ্যাত্মিক সংগ্রামের ফলাফল]। এর বিপরীতে, কুফর ও সীমালঙ্ঘন (পাপ বা আল্লাহর সীমা অতিক্রম) এর চেয়ে খারাপ আর কিছু নেই এবং এই মন্দ কেবল সেই লোকদের ভাগ্য হয়ে ওঠে যারা অজ্ঞতা এবং হৃদয়ের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের হৃদয়ের উদাহরণ (অভ্যন্তরীণ আলোকসজ্জা) এরকম:

۞ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ
ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ ۖ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ
زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِىٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ
عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَٰلَ لِلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ
شَىْءٍ عَلِيمٌ ٣٥

"আল্লাহ আসমান ও ভূমন্ডলের আলো। তাঁর আলোর দৃষ্টান্ত এমন একটি কুলুঙ্গির মতো, যার ভিতরে একটি প্রদীপ রয়েছে, প্রদীপটি কাচের ভিতরে রয়েছে, কাচটি যেন একটি ধন্য জলপাই গাছের তেল থেকে প্রজ্জ্বলিত একটি মুক্তোর [সাদা] তারার মতো, পূর্ব বা পশ্চিমের নয়, যার তেল আগুনে স্পর্শ না হলেও প্রায় জ্বলজ্বল করবে। আলোর উপর আলো। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর নূরের দিকে পরিচালিত করেন। আর আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত। (কুরআন, আলো অধ্যায় 24, আয়াত 35)

এই আয়াতে অসাধু লোকদের অন্তরের অবস্থা পরিষ্কার করা হয়েছে:

أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَغْشَىٰهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ سَحَابٌ ۚ
ظُلُمَٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُۥ لَمْ يَكَدْ يَرَىٰهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ
نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ٤٠

"অথবা তারা সমুদ্রের অন্ধকারের মতো, যা ঢেউ দ্বারা আচ্ছাদিত, যার উপর তরঙ্গ, যার উপর অন্ধকারের মেঘ, তাদের মধ্যে একটি অন্যের উপর। যখন কেউ হাত বের করে দেয়, তখন সে তা দেখতে পায় না। আর যাকে আল্লাহ আলো দান করেননি, তার জন্য কোন আলো নেই। (কুরআন, আলো অধ্যায় 24, আয়াত 40)

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা (এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা যাদের) আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দান করেন এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণের জন্য তাদের অন্তরের দরজা খুলে দেন। অসাবধানতা

(জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও অনন্ত সত্যের প্রতি অবহেলা ও অবহেলা) আল্লাহ তাআলা যাদেরকে বিপথগামী করতে চান (তাদের নিজেদের অন্তরের অন্ধকারের কারণে, যা তারা নিজেরাই ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ক্ষতির জন্য আশ্রয়, লালন ও লালন পালন করতে বেছে নিয়েছিল) এবং সত্য ও পথনির্দেশের জন্য তাদের অন্তরকে সংকুচিত করতে চান। এরা সেই হতভাগ্য মানুষ যাদের জন্য অন্তর্দৃষ্টির দরজা খোলা হয় না, বরং তারা নিম্ন নিচু আত্মা (নাফস) থেকে তাদের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা *এবং* শয়তানের চিন্তাভাবনা ও চিন্তাকে তাদের পথপ্রদর্শক এবং নেতা হিসাবে বিবেচনা করে।

কেন অহংকার ও অবহেলার নিন্দা করা প্রয়োজন? কারণ অহংকার এবং অবহেলা সমস্ত চিরন্তন দুঃখ এবং অভিশাপের উৎস এবং সমস্ত ধ্বংসের উৎস। এজন্য যে পথগুলো অহংকারে প্রবেশের সুযোগ দেয় এবং যেখানে প্রচুর অহংকার রয়েছে সেসব পরিস্থিতির বিশদ বিবরণ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যাতে সাধক [ঐশ্বরিক জ্ঞানের দিকে পরিচালিত সত্যের পথে] সেই পথগুলো খুঁজে পেতে পারে, যাতে নিম্ন আত্মাকে (*নফস*) তাদের উপর হাঁটতে বাধা দেওয়া যায়। আমরা প্রতিটি গ্রুপের মানুষের উদাসীনতার উপর আলোকপাত করব। যদিও এই ধরণের অনেকগুলি রয়েছে, আমরা তাদের উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করব যাতে আমরা তাদের মতো অন্যান্য ধরণের সতর্কতা পেতে পারি। এমন অনেক দল আছে যারা অহংকার ও উদাসীনতায় লিপ্ত হয়। তবে চারটি গ্রুপ সব গ্রুপের প্রতিনিধি। তারা পণ্ডিত, জাগতিকতা থেকে বিরত, আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী এবং অভিজাত (ধনী, শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী)।

ভুল ও বিভ্রান্তি এড়ানো সম্ভব: সাহসী ব্যক্তিরা, [আধ্যাত্মিক] পথের প্রতিটি অসুবিধা অতিক্রম করে এবং যদি কারও সঠিক উদ্দেশ্য থাকে তবে সে পথের গোপন প্রতিবন্ধকতাগুলি খুঁজে পায় এবং সেগুলি কাটিয়ে ওঠার কৌশল খুঁজে পায়। মানুষ চাইলে খোলা আকাশে উড়তে থাকা পাখিকে নামিয়ে আনতে পারে, যদিও তারা মাইলের পর মাইল দূরে থাকে। একইভাবে, যদি কেউ সমুদ্রের গভীর থেকে মাছ বের করতে চায় তবে সে তা করতে পারে, সোনা, রূপা এবং অন্যান্য মূল্যবান ধাতু বের করার জন্য পাহাড় খনন করতে পারে, জঙ্গল থেকে বন্য জন্তুদের খাঁচা দিতে পারে, সিংহ, হাতি এবং অন্যান্য হিংস্র জন্তুকে পরাজিত করতে পারে, সাপ এবং অজগরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং তাদের মুখ থেকে বিষ বের করতে পারে, তুঁত গাছের পাতা থেকে রেশম তৈরি করা যায়, পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে সংখ্যাসূচক জ্ঞানের মাধ্যমে নক্ষত্রের সংখ্যা এবং তাদের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ খুঁজে পাওয়া যায়। মানুষ কৌশলের জলাধার। এমন কোন অসুবিধা নেই যা মানব কৌশল দ্বারা সমাধান করা যায় না এবং পৃথিবীতে এমন কোন সৃষ্টি নেই যা মানুষ কৌশলের অধীন হতে পারে না এবং এটিকে নিজের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে না। মানুষ ঘোড়ায় চড়ার জন্য, কুকুরকে শিকারের জন্য, বাজপাখি শিকারের জন্য, জাল মাছ ধরার জন্য ব্যবহার করে, তেমনি এ ধরনের অগণিত কৌশল পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তে দেখা যায়। এই

সমস্ত কৌশল প্রয়োগ করা হয় যাতে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করা যায়। মানুষ যখন জাগতিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে, তখন হৃদয়ের সংস্কারের জন্য কি একই কাজ করা যায় না [যা মানব অস্তিত্বের অবিসংবাদিত শাসক]? এটা শুধুই মানুষের কুসংস্কার, কোনো কিছুই কঠিন বা অসম্ভব নয়, একমাত্র শর্ত হলো সাহস। এমন অসংখ্য মানুষ মারা গেছেন, যাঁরা আধ্যাত্মিক সংগ্রামের কাঁটাযুক্ত পথে পা রেখেছিলেন, কিন্তু পিছিয়ে যাননি। তাঁরা হৃদয়ের সংস্কারকে অসম্ভব বা অকল্পনীয় মনে করেননি এবং এর দ্বারা পরাজিত হননি। এদেরকেই "ধার্মিক পূর্বসূরী" (*সালাফ আল-সালিহিন*) বলা হয়েছিল। অতঃপর তাদের অনুসারী ও শিষ্যরা আছেন যারা সত্যবাদী হৃদয়ে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন এবং তারাও সফল হয়েছেন। এখনও যারা দৃঢ় সংকল্প, দৃঢ় উদ্দেশ্য এবং পূর্ণ সাহস নিয়ে নিরুৎসাহিত না হয়ে এই কাঁটাযুক্ত উপত্যকা অতিক্রম করে, তারাই সফল হবে। দুঃখের বিষয় হলো, মানুষ তাদের পার্থিব কাজের জন্য যে পরিমাণ কৌশল ও পরিকল্পনা প্রয়োগ করে এবং এর জন্য তারা যে পরিমাণ সাহস ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করে, তারা এর দশমাংশও আখেরাত সম্পর্কিত কাজে ব্যবহার করে না [তাদের পার্থিব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং আসন্ন অনন্ত জীবনের প্রতি তাদের অবহেলা এবং অবহেলা প্রদর্শন করে]।

ভুল এবং বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য তিনটি জিনিস প্রয়োজন: মানুষ যদি ভুল এবং বিভ্রান্তি এড়াতে চায় তবে তার অপরিহার্যভাবে তিনটি জিনিস থাকা উচিত: বুদ্ধি, জ্ঞান এবং জ্ঞান (*মারিফা বা* গভীর অন্তর্দৃষ্টি, দৃষ্টির স্পষ্টতা, ঐশ্বরিক নৈকট্য এবং অন্তরঙ্গতার সাথে আসা সমস্ত সন্দেহ এবং অস্পষ্টতা দূর করা)। বুদ্ধি বলতে মূল আলো এবং সহজাত আদিম মানব প্রকৃতিকে বোঝায় [অগোছালোতা এবং কাদাতে ডুবে যায় না, যা ঐশ্বরিকভাবে তার মূল রূপে সৃষ্টি করা হয়েছিল,] যার মাধ্যমে মানুষ বস্তুর বাস্তবতা উপলব্ধি করে। বুদ্ধিমত্তা এবং তীক্ষ্ণতাও মানব প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত এবং মূর্খতা এবং ঘনত্বও মূল প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত। একজন ঘন ব্যক্তি বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা থাকতে পারে না। অতএব, একজন মানুষের স্বভাবগতভাবে বুদ্ধিমান এবং তীক্ষ্ণ হওয়া প্রয়োজন। যদি কোনও ব্যক্তি বুদ্ধিমত্তার প্রকৃতির উপর না থাকে, তবে মূল বুদ্ধি উপস্থিত থাকা ব্যতীত তার অর্জন অসম্ভব হবে। সেক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুদ্ধি বৃদ্ধি ও তীক্ষ্ণ করা যায়। এ থেকে জানা যায় যে, চিরন্তন সুখ ও অফুরন্ত সাফল্যের সকল অবস্থার ভিত্তি বুদ্ধি ও বুদ্ধিমত্তার উপর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

تَبَارَكَ اللّٰهُ الَّذِيْ قَسَمَ الْعَقْلَ بَيْنَ عِبَادِهِ أَشْتَاتًا إِنَّ الرَّجُلَيْنِ يَسْتَوِيْ
عَمَلُهُمَا وَبِرُّهُمَا وَصَوْمُهُمَا وَصَلَاتُهُمَا وَلٰكِنَّهُمَا يَتَفَاوَتَانِ فِي الْعَقْلِ كَالذَّرَّةِ
فِيْ جَنْبِ أُحُدٍ وَمَا قَسَمَ اللّٰهُ لِخَلْقِهِ حَظًّا هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْعَقْلِ وَالْيَقِيْنِ

"ধন্য ঈশ্বরের সত্তা যিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে বুদ্ধি বিতরণ করেছেন। দু'জন ব্যক্তি তাদের কর্মে সমান- তাদের পবিত্র কাজ, রোজা, নামাজ সবই সমান, কিন্তু তারা বুদ্ধিতে উহুদ পর্বতের পাশে একটি কণার মতো (অর্থাৎ তাদের বুদ্ধিতে একটি পার্থক্যের জগৎ রয়েছে যেমন

একটি বিশাল পর্বতের সাথে একটি কণার তুলনা করা)। আল্লাহ বুদ্ধি ও প্রত্যয়ের চেয়ে বড় কোন নেয়ামত সৃষ্টি করেননি। (এই ঐতিহ্যটি তাউস বর্ণনা করেছেন এবং হাকিম তিরমিধি রিপোর্ট করেছেন *নাওয়াদির আল-উসুল)*

বুদ্ধিমত্তা, বোধশক্তি, অন্তর্নিহিত বুদ্ধি সবই আল্লাহর মহান নেয়ামত। যদি এই (ঐশ্বরিক) বরকত না দেওয়া হয় এবং তার পরিবর্তে যদি মূর্খতা ও মূর্খতা (মানুষের সহজাত প্রকৃতির) মধ্যে স্থাপন করা হয়, তবে তার কোন প্রশমন সম্ভব নয়। ভুল ও বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করার জন্য দ্বিতীয় জিনিসটি হলো গনোসিস (মা*'রিফা)* / জ্ঞানস চারটি বিষয় জানাকে বোঝায়: আত্মা (*নাফস)* জানা, ঈশ্বরকে জানা, বিশ্বের [বাস্তবতা] জানা (*দুনিয়া),* এবং পরকাল (*আখিরাহ)* জানা [এই বইয়ের অংশ 1 এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে]। আত্মাকে জানার অর্থ হল নিজের দাসত্বের স্বীকারোক্তি [ঈশ্বরের কাছে] এবং একজনের অন্তর্নিহিত অক্ষমতা এবং অসহায়ত্ব [ঐশ্বরিক আদেশ দ্বারা পরিচালিত জিনিসগুলির সামগ্রিক পরিকল্পনায়]। উপরন্তু, একজনের জানা উচিত যে, "আমি এই জগতের একজন ভ্রমণকারী [ঐশ্বরিক উপস্থিতিতে অনন্ত জীবনের চূড়ান্ত গন্তব্যের দিকে] এবং এই কামনা [নিম্ন আত্মা থেকে] আমার মেজাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমার মেজাজের জন্য উপযুক্ত কেবল ঈশ্বরের জ্ঞান এবং ঐশ্বরিক দৃষ্টি"। কেউ এই বাস্তবতা জানতে পারে না যতক্ষণ না একজন বান্দা [আল্লাহর, অর্থাৎ একজন মানুষ] নিজের স্ব এবং নিজের পালনকর্তা সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি বিকাশ না করে। কিভাবে এই Gnosis অর্জন করা যায়? এই বিষয়ে, আপনার "আত্মার রহস্য" (অধ্যায় 1) এবং "ঐশ্বরিক কৃতজ্ঞতা" (অধ্যায় 12) অধ্যায়গুলিতে বিস্তারিতভাবে আলোচিত বিষয়গুলি উল্লেখ করা উচিত। এই অধ্যায়গুলিতে, আমরা নিম্ন স্ব এবং তার বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে ইঙ্গিত করেছি যা এই বিষয়ে যথেষ্ট দিকনির্দেশনা সরবরাহ করে। গনোসিসের পরিপূর্ণতার পর্যায় (*কমল)* তার পরে আসে। এটি আধ্যাত্মিক উন্মোচনের জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত (*'ইলম আল-মুকাশাফা)* যা এই বইয়ের বিষয় নয় (আধ্যাত্মিক উন্মোচনের রহস্যময় জ্ঞান রুমি এবং ইবনে আল-আরাবির মতো অন্যান্য মহান আধ্যাত্মিক গুরুদের দ্বারা আচ্ছাদিত। গাজ্জালী মূলত ব্যবহারিক আধ্যাত্মিকতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন যা সাধারণ মানুষ কাজ করতে পারে যা একজনকে অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক শুদ্ধি এবং রূপান্তরের দিকে নিয়ে যায়। এর ফলস্বরূপ আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর অভ্যন্তরীণ অনুসন্ধানের আন্তরিকতা এবং ঐশ্বরিক উদারতার কারণে চিরন্তন সত্যের আধ্যাত্মিক উন্মোচনের দিকে পরিচালিত হতে পারে যা এটি সম্ভব করার জন্য অপরিহার্য)।

দুনিয়া ও আখেরাতের বাস্তবতা জানার জন্য, "জাগতিকতা থেকে বিরত থাকা" (অধ্যায় 14) এবং "নিজের মৃত্যুর চিন্তাভাবনা করা" (অধ্যায় 20) এর অধ্যায়গুলি থেকে সাহায্য নেওয়া উচিত যাতে এটি জানা যায় যে আখেরাতের সাথে জগতের কোনও তুলনা নেই। যখন কেউ চারটি বিষয়ের গভীর উপলব্ধি অর্জন করে, তখন বিভ্রান্তি এবং ভুল থেকে রক্ষা করার সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল

হয়ে উঠবে। *ঐশ্বরিক* জ্ঞান *ঐশ্বরিক* প্রেমকে [হৃদয়ে এবং আত্মার অন্তরতম অংশে] আলোড়িত ও চালিত করবে, আখেরাত তার (পরকাল) দিকে ঝুঁকবে এবং জগতকে (জাগতিকতা) জানা তার প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে। যে ব্যক্তি সেই আমলকে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে বিবেচনা করবে যা একজনকে আল্লাহর দিকে ঠেলে দেয় এবং আখেরাতে লাভজনক হয়। এই উদ্দেশ্য যখন হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করবে, তখন সমস্ত বিষয়ে উদ্দেশ্য সঠিক হবে। মানুষের সকল প্রয়োজনীয়তার যত্ন নেওয়া, খাবার খাওয়া, পোশাক পরিধান করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে আখেরাতের আধ্যাত্মিক পথ অতিক্রম করার জন্য তাদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া হবে। সমস্ত বিভ্রান্তি উদ্দেশ্যের স্বাস্থ্যের মাধ্যমে দূর হবে, কারণ বিভ্রান্তি এবং ভুলগুলি একজনের গোপন উদ্দেশ্যের প্রতি আকর্ষণ খুঁজে পাওয়া এবং সম্পদ, খ্যাতি এবং সম্মানের প্রতি ঝোঁক থেকে জন্ম নেয় যা উদ্দেশ্যকে দুর্বল করে দেয় [এবং সংকল্প]। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ পরকালের চেয়ে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় এবং *ঐশ্বরিক* অনুমোদনের চেয়ে নিজের আকাঙ্ক্ষাকে ছাড়িয়ে না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে এই বিভ্রান্তিতে আটকা পড়ে থাকবে।

কীভাবে আধ্যাত্মিক পথ অতিক্রম করবেন? বুদ্ধির মাধ্যমে নিম্ন আত্মা (নফস) এবং আত্মার স্রষ্টা (*ঈশ্বর*) এর *জ্ঞান ও বোধ অর্জন করা যায়।* এই উপলব্ধি হৃদয়ের উপর *ঐশ্বরিক* প্রেমের আধিপত্য নিয়ে আসে যা তৃতীয় জিনিসের প্রয়োজনের জন্ম দেয় যা আধ্যাত্মিক পথে কীভাবে অতিক্রম করতে হয় তা জানা - সেই ক্রিয়াগুলি কী যা একজনকে ঈশ্বরের নিকটবর্তী বা দূরে নিয়ে যায়? তাছাড়া আখেরাতের পথে কতগুলো বাধা রয়েছে, কতগুলো কঠিন অঙ্গ অতিক্রম করতে হয়, সেসব বাধা দূর করার উপায় কি এবং এসব কঠিন পর্যায় কীভাবে অতিক্রম করা যায়? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর [গাজ্জালীর মাস্টারপিস বই] "*ইহ্যা আল-উলুম আদ-দীন*" বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" এ দেওয়া হয়েছে। *ঐশ্বরিক* উপাসনার শর্তগুলি উপাসনা সম্পর্কিত অধ্যায়গুলিতে পাওয়া যেতে পারে [যা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন" বইয়ের প্রথম খণ্ড বা চতুর্থাংশে রয়েছে যা এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত নয়] এবং একজনকে সেগুলি মেনে চলা উচিত, সেগুলি সঠিকভাবে না করার ক্ষতিগুলি অধ্যয়ন করা উচিত [*ঐশ্বরিক* গ্রহণযোগ্যতা এবং নৈকট্য অর্জনের জন্য হৃদয়ের আন্তরিকতার সাথে] এবং সেগুলি এড়িয়ে চলা। [সামাজিক ও জনসাধারণ] লেনদেনের অধ্যায়গুলিতে [যা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড বা চতুর্থাংশে রয়েছে যা এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত নয়], একজনকে [জীবিকা নির্বাহ এবং অর্থনীতি] সম্পর্কিত আইনি বিষয়গুলি অধ্যয়ন করা উচিত। যেসব জিনিস আবশ্যক, সেগুলো *ঐশ্বরিক* বিধান ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোকে অর্জন করা উচিত, *ঐশ্বরিক* বিধানে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে সেগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে। অভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক গুণাবলীর অধ্যায়গুলিতে [যা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" বইয়ের তৃতীয় খণ্ড বা চতুর্থাংশে রয়েছে যা দ্বিতীয় অংশের এই সংকলনে সংক্ষিপ্ততার সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে], ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হতে একজনকে বাধা দেয় এমন সমস্ত বাধা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা উচিত। *ঐশ্বরিক* উপস্থিতি অর্জনের প্রতিবন্ধকতাগুলি নিন্দনীয়

(নেতিবাচক, মন্দ এবং ধ্বংসাত্মক) অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী, মেজাজ, প্রবণতা এবং স্বভাব। তাই তাদের চিনতে হবে এবং তাদের নিরাময় সম্পর্কে সন্ধান করা উচিত [যা এই সংকলনে সংক্ষিপ্ততার সাথে সংকলিত হয়েছে তবে তাদের সম্পূর্ণরূপে গাজালির মূল গ্রন্থে পাওয়া যাবে]। অভ্যন্তরীণ গঠনমূলক এবং স্থিতিস্থাপক গুণাবলীর অধ্যায়গুলি থেকে [যা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" বইয়ের চতুর্থ খণ্ড বা চতুর্থাংশে রয়েছে যা এই সংকলনে সংক্ষিপ্ততার সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে], একজনের ইতিবাচক অভ্যন্তরীণ প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী, মেজাজ, প্রবণতা এবং স্বভাব সম্পর্কে জ্ঞান শিখতে হবে। কারণ যখন একটি নিন্দনীয় গুণ হৃদয় থেকে মুছে ফেলা হয়, তখন তার পরিবর্তে একটি ভাল প্রশংসনীয় অভ্যন্তরীণ গুণ স্থাপন করা প্রয়োজন। যখন কেউ এই সব কিছু জানতে পারে, তখন আশা করা যায় যে, আমরা যেসব ধরনের ভুল ও বিভ্রান্তি সম্পর্কে উল্লেখ করেছি ("ঈশ্বরের পথের পুনর্জাগরণ" গ্রন্থে] থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবেন। এখানে বিষয়টির সত্যতা হলো, আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর (সালিক) হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেম প্রাধান্য লাভ করবে এবং জগতের প্রতি সামান্যতম ঝোঁক থাকা উচিত নয় (জাগতিকতা), একজনের ইচ্ছা দৃঢ় হওয়া উচিত [ঐশ্বরিক গ্রহণযোগ্যতা, নৈকট্য এবং উপস্থিতি অর্জনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য, ইতিবাচকতা, আশাবাদ, অভ্যন্তরীণ শান্তি, অনন্ত সুখ এবং চিরস্থায়ী সাফল্য], উদ্দেশ্য সুস্থ (দৃঢ়) হওয়া উচিত এবং এটি তখনই ঘটবে যখন কেউ জানতে পারে যে আমরা কী লিখেছি [এখানে]।

পার্ট 3: অভ্যন্তরীণ গঠনমূলক এবং স্থিতিস্থাপক বৈশিষ্ট্য- স্থিতিস্থাপকতা, ইতিবাচকতা, আশাবাদ, অভ্যন্তরীণ শান্তি, সুখ, চিরন্তন আনন্দ এবং অবিরাম সাফল্য যা চিরস্থায়ী ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত মানব সাফল্যের সূচনা করে

অপরিসীম মঙ্গলের একটি উৎস হ'ল ইতিবাচক অভ্যন্তরীণ গুণাবলী, স্বভাব এবং প্রবণতা থাকা যা জীবনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে এবং জীবনে ইতিবাচক, গঠনমূলক এবং উপকারী জিনিসগুলি করার জন্য ইতিবাচক শক্তি প্রকাশ করে। পূর্ববর্তী আটটি অধ্যায়ে নেতিবাচক অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যগুলি গভীরভাবে দেখার পরে, সেগুলি থেকে নিজেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে, এখন সময় এসেছে ইতিবাচক অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর দিকে নজর দেওয়া যা একজন ব্যক্তি এবং সমগ্র জাতিকে রূপান্তরিত করে - যে গুণাবলীকে গাজ্জালী প্রাথমিক ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন "অনন্ত আনন্দের আলকেমি" বা পরিবর্তনের রূপান্তরকারী এজেন্ট হিসাবে কারও জীবনকে আরও ভালভাবে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং এটিকে মঙ্গলের প্রতীকে রূপান্তরিত করার জন্য। গাজ্জালীর "*ইহ্যা আল-উলুম আদ-দীন*" বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" এর চতুর্থ ও শেষ খণ্ডে দশটি অধ্যায় বা বইয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, এই ইতিবাচক আভ্যন্তরীণ গুণাবলী ব্যাখ্যা করে যা ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত পুনর্জাগরণ এবং রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন। এই অত্যন্ত শিক্ষণীয় দশটি অধ্যায় নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায় 11- নিজের দোষ, অন্যায় এবং বাড়াবাড়ি উপলব্ধি করা এবং অনুতাপ, ক্ষমা এবং করা ভুলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত চাওয়া

গাজ্জালীর প্রথম বই "*ইহ্যা আল-উলুম আদ-দীন*" *বা* "*ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ*" *এর চতুর্থ খণ্ড বা চতুর্থাংশে নিজের* দোষ, ত্রুটি, অন্যায় এবং সহকর্মীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত বাড়াবাড়ি উপলব্ধি এবং অনুতপ্ত হওয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অন্যায়ের জন্য প্রায়শ্চিত্ত এবং প্রায়শ্চিত্ত করার সাথে সম্পর্কিত। নিজের নিজের বিরুদ্ধে। অন্যের বিরুদ্ধে করা অন্যায়গুলি নিজের হৃদয় এবং আত্মার জন্য ক্ষতিকারক কারণ তারা কোনও আধ্যাত্মিকতা ছিনিয়ে নেয় এবং নিজের উপর ভারী ভার বহন করে। নিজের এবং অন্যের বিরুদ্ধে অন্যায়ের অধ্যবসায় একজনকে তাদের প্রতি অসংবেদনশীল এবং অভ্যস্ত করে তোলে, নিজের চূড়ান্ত ধ্বংস এবং অভ্যন্তরীণ চেতনার মৃত্যুর পথ প্রশস্ত করে। তারা ভিতরের গভীরে ভারী ভার করে, একজনকে অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত করে। আমরা যে মহাবিশ্বে আছি, তা কারণ এবং প্রভাব দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং প্রতিটি কর্ম আমাদের কর্মের ইতিবাচকতা এবং নেতিবাচকতার বিশালতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, অনুকূল বা প্রতিকূল পরিণতির জন্ম দেয়। সুতরাং, নিজের ভুলগুলি উপলব্ধি করা এবং এটি কীভাবে নিজের এবং অন্যকে প্রভাবিত করে তা অস্তিত্বের প্রতিটি স্তরে নিজের মঙ্গলের জন্য অপরিহার্য - মানসিক, মনস্তাত্ত্বিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক। গাজ্জালী নিজেকে সংস্কার করার এই প্রথম পদক্ষেপটি আরও গভীরভাবে দেখেন যা এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে [17]:

পাপ থেকে তওবা করা এবং অদৃশ্য জ্ঞানী এবং দোষ গোপনকারী (ঈশ্বর) এর দিকে ফিরে যাওয়া আধ্যাত্মিক পথের প্রথম ধাপ এবং [আধ্যাত্মিক পথের] [চূড়ান্ত] গন্তব্যে পৌঁছেদের জন্য একটি মূল্যবান পণ্য। ঐশ্বরিক জ্ঞানের পথে আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীরা প্রথমে অনুশোচনার পথ গ্রহণ

করেন। অনুতাপ হ'ল তাদের জন্য অধ্যবসায়ের মূল চাবিকাঠি যারা তাদের পথ হারিয়ে ফেলেছে [তাদের জীবনের জাগতিক রুটিনে নিমজ্জিত হওয়ার কারণে এবং তাদের অভ্যন্তরীণ সত্তার মধ্যে অন্ধকারের কারণে, নিম্ন ভিত্তির আত্মার অদম্য আধিপত্যের কারণে]। যারা ঐশ্বরিক উপস্থিতির নিকটবর্তী হয়, তারা অনুতাপের মাধ্যমে [ঈশ্বরের সাথে] ঘনিষ্ঠতা এবং ঘনিষ্ঠতা সন্ধান করে। [আল্লাহর] নবীগণ এর মাধ্যমে তাদের চিরস্থায়ী সুখ ও চিরস্থায়ী বিজয় *(সা'দাহ)* অর্জন করেন, বিশেষ করে আমাদের পিতা আদম (আঃ) এর জন্য, এটি পরিত্রাণের মাধ্যম এবং [আধ্যাত্মিক পথে] উচ্চতর মর্যাদা অর্জনের মাধ্যম হয়ে ওঠে। বংশধরদের জন্য তাদের পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত। কেউ যদি কোন পাপ করে তবে আশ্চর্যের কিছু নেই কারণ একজন (সবাই) ভুল করা ব্যক্তি আদম (আঃ) এর বংশধর। কিন্তু যেহেতু পিতা [ঈশ্বরের কাছে] অনুতপ্ত হওয়ার মাধ্যমে তার ভুলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত ও প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন, তাই পুত্র [ও কন্যার] পক্ষে উভয় বিষয়ে পিতার অনুরূপ হওয়া জরুরি। হযরত আদম (আঃ) একটি ভুল করেছিলেন, কিন্তু তিনি দীর্ঘ সময় ধরে অনুশোচনা ও অনুশোচনার অশ্রু ঝরিয়েছিলেন। যদি কেউ তাকে কেবল ভুল করার মাধ্যমেই তার নেতা মনে করে এবং তওবা করে তার অনুসরণ না করে, তবে সে বিপথগামী, অবাধ্য এবং বিদ্রোহী এবং তার পিতার (আদম) সাথে নিজেকে দোষারোপ করার এবং তার অনুসারী বলে দাবি করার কোন অধিকার নেই। বিষয়টির সত্যতা হ'ল ভাল এবং মহৎ [এবং এতে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হওয়া], ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য এবং মন্দতায় সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হওয়া শয়তানের [চিরস্থায়ী] দখল।

মন্দের সাথে জড়িয়ে পড়া বা হোঁচট খাওয়া এবং তারপরে [নিজের মূর্খতা উপলব্ধি করা এবং] ভালর দিকে ফিরে যাওয়া হ'ল মানুষের কাজ (প্রকৃতি বা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য) যার প্রকৃতির মধ্যে উভয় গুণ রয়েছে - [উভয়] ভাল এবং মন্দের গুণাবলী। এখন এটি [সম্পূর্ণরূপে] নিজের উপর নির্ভর করে হয় মানুষ হওয়া বা শয়তানের (শয়তান) প্রতি আরোপিত হওয়া। যদি কোন ব্যক্তি পাপ করার পর অনুতপ্ত হয়, তাহলে বলা হবে যে, সে তার মানবিকতার প্রমাণ দিয়েছে। যে ব্যক্তি বিদ্রোহের উপর জোর দেয় [মানবিক শালীনতার সীমা অতিক্রম করে যা কারও ব্যক্তিগত এবং/অথবা সমষ্টিগত কল্যাণকে বিপন্ন করে], এমন একটি সম্পর্কে বলা হবে যে সে নিজেকে শয়তানের উপর আরোপ করতে চায়। যতদূর নিজেকে ফেরেশতাদের কাছে দায়ী করার প্রশ্নটি সম্পর্কিত, এটি মানব সম্ভাবনার বৃত্ত থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে যে কেউ কেবল ভাল কাজ করে এবং কোনও পাপ করে না। কারণ মানুষের গঠনে [বা সহজাত ও আদিম মানব প্রকৃতিতে] ভাল ও মন্দ উভয়ের এতটাই দৃঢ় সংমিশ্রণ ও সংমিশ্রণ রয়েছে যে, অনুশোচনার উত্তাপের মাধ্যমে অথবা নরকের আগুনের মাধ্যমেই তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হতে পারে। শয়তানের ছলনা ও মন্দ থেকে মানব সত্তাকে (*জওহার)* শুদ্ধ করার জন্য, এটি দুটি উত্তাপের যে কোনও একটিতে নিমজ্জিত করা জরুরি। এখন কোন তাপ বেছে নেয় তা একজনের অধিকার। যে উত্তাপকে কেউ সহনীয় মনে করে, তার দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত, অন্যথায় মৃত্যুর পরে কোনও সুযোগ থাকবে না - সেখানে তার বাসস্থান হবে স্বর্গে বা জাহান্নামে। দ্বীনে (ঈশ্বরের পথ) তওবা একটি

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা অর্জন করে । এই কারণেই, এই বইয়ের অংশে (বর্তমান কাজের তৃতীয় অংশ এবং গাজালির "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" এর খণ্ড 4) উদ্ধারকারী গুণাবলী সম্পর্কে, প্রথমে এটি উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল যাতে এর বাস্তবতা, অবস্থা, লক্ষণ, কারণ, ইঙ্গিত, ফল এবং ফলাফল, ক্ষতি এবং প্রতিবন্ধকতা, আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর নিরাময়ের পদ্ধতির বিশদ বিবরণ, [আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর জন্য] সবই পরিষ্কার হয়ে যায়। এই সমস্ত বিষয় চারটি অধ্যায়ে (বিভাগ) নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করা হবে।

অনুতাপের বাস্তবতা ও সংজ্ঞা

অনুতাপ হল তিনটি জিনিসের নাম যা এই ক্রমে পাওয়া যায়: প্রথমত, জ্ঞান; দ্বিতীয়ত, [অস্তিত্বের] অবস্থা; তৃতীয়ত, [ফলস্বরূপ] কর্ম। এতে প্রথমটি দ্বিতীয়টির জন্য প্রয়োজনীয় এবং দ্বিতীয়টির জন্য দ্বিতীয়টি প্রয়োজনীয়। এই ক্রম এবং ক্রম দৃশ্যমান বা বস্তুগত (*মুলক*) এবং অদৃশ্য বা আধ্যাত্মিক (*মালাকুট*) রাজ্যে *ঐশ্বরিক* পথ অনুসারে। এই তিনটিই নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করা হবে।

জ্ঞান হল জেনে রাখা যে পাপের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষতি রয়েছে [তাদের প্রকৃতি দ্বারা]। তাদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে পাপ বান্দা ও প্রিয়তমার মধ্যে পর্দা হয়ে যায়। যখন এই বাস্তবতা হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করে যে মানুষ প্রিয়জনের সাথে [পৌঁছানো এবং সাক্ষাত] থেকে বঞ্চিত হবে, তখন এই উপলব্ধি বেদনার কারণ কেউ কোনওভাবেই প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারে না। এই কারণেই, একজন (অর্থাৎ প্রেমিক) এবং নিজের প্রিয়জনের মধ্যে পর্দা হয়ে ওঠা [পাপপূর্ণ] কর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। এই অনুশোচনাকে লজ্জা বলা হয় এবং এটি অনুতাপের দ্বিতীয় জিনিস যা [অস্তিত্বের] অবস্থা। যখন এই অনুশোচনা হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করে, তখন এটি অন্য একটি রাষ্ট্রের জন্ম দেয় যাকে একটি নির্দিষ্ট কর্ম করার অভিপ্রায় বলা হয়। এই ক্রিয়া সময়ের তিনটি সময়ের (অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত) সাথে সম্পর্কিত - বর্তমানের সাথে যাতে সে পূর্বে যে পাপ করত তা ছেড়ে দেয়; ভবিষ্যতের সাথে এই অর্থে যে কেউ ভবিষ্যতে সেই পাপ (বা নেতিবাচক, ক্ষতিকারক, ক্ষতিকারক, মন্দ বা নৈতিকভাবে নিন্দনীয় কাজ) ত্যাগ করার [দৃঢ়ভাবে] সংকল্প করে, যা প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে বাধা হবে; অতীতের সাথে যাতে কেউ পাপের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে যদি তার প্রায়শ্চিত্ত করা যায়।

অভিপ্রায় ও কর্মের রাষ্ট্রের উৎস হচ্ছে সেই জ্ঞান যাকে ঈমান (ঈমান) ও প্রত্যয়ন (*ইয়াকিন)* বলা যেতে পারে। বিশ্বাস হল এই বাস্তবতার নিশ্চয়তা যে পাপ একটি মারাত্মক বিষ এবং প্রত্যয় হ'ল হৃদয়ে এই নিশ্চয়তার দৃঢ় অন্তর্নিহিত রয়েছে যাতে কোনও সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে না। যখন ঈমান ও প্রত্যয়ের আলো হৃদয়ের দিগন্তকে আচ্ছাদিত করে, তখন অনুশোচনা, দুঃখ ও লজ্জার আগুন জ্বলে ওঠে কারণ কেউ এই আলোর আলোকে দেখতে পায়, যে ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট [পাপপূর্ণ] কর্মের কারণে প্রিয়জনের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। ঠিক যেমন কেউ অন্ধকারে থাকে যখন হঠাৎ করেই ভোরের আলো দেখা দেয়, বা মেঘ সরে যায় এবং তারপরে সূর্যোদয় এবং হঠাৎ দেখা যায় যে প্রিয়তমা মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে। তা দেখে হৃদয়ে প্রেমের আগুন জ্বলে ওঠে এবং তার উত্তাপ নিশ্চিতভাবে [প্রিয়তমাকে বাঁচানোর জন্য] কোনও কৌশল অবলম্বন করতে রাজি হয়। একইভাবে, পাপ যখন ধ্বংসকে আরও নিকটবর্তী করে তোলে, তখন বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের আলো একজনকে পথ দেখায়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, জ্ঞান, লজ্জা এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে পাপ পরিত্যাগ, অতীতের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত এবং সংশোধন করার অভিপ্রায়ের সংমিশ্রণকে অনুশোচনা বলা হয়।

তওবা করার বাধ্যবাধকতার অর্থ: যে ব্যক্তি প্রথমে শিখে যায় যে, প্রয়োজনীয় ও ফরয হচ্ছে কেবল তা'ই যা অনন্ত সুখ ও অনন্ত সাফল্য অর্জনের মাধ্যম *(সা'দাহ)* এবং অনন্ত ধ্বংস থেকে মুক্তির মাধ্যম। কারণ, কোনো কিছু করা বা না করার সিদ্ধান্ত করা, যদি চিরন্তন সুখ (সা'*আদাহ*) বা অনন্ত অভিশাপ (*শাকাওয়াহ)* এর সাথে সম্পর্কিত না হয়, তবে ফরজ হওয়ার কোনও অর্থ নেই। আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের লক্ষ্যগুলির সাথে সম্পর্কিত নয় এমন জিনিসগুলিতে লিপ্ত হওয়ার কোনও লাভ নেই। এ থেকে জানা যায় যে, বাধ্যবাধকতা হচ্ছে সেই জিনিস যা অনন্ত সুখ ও অনন্ত সাফল্য অর্জনের মাধ্যম। এটি তখনই হয় যখন কেউ ফরজের অর্থ জানে এবং এটাও জানতে পারে যে কিয়ামতের দিন ঐশ্বরিক দর্শনের চেয়ে বড় সুখ এবং সাফল্য আর কিছু নেই। উপরন্তু, যে ব্যক্তি এই সর্বোচ্চ কৃতিত্ব [ঐশ্বরিক দর্শন অর্জন] থেকে বঞ্চিত, সেই ব্যক্তির দুর্ভাগ্য এবং ব্যর্থতা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই। যে ব্যক্তি ঐশ্বরিক দর্শনের সর্বোচ্চ অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়, সে হলো সেই ব্যক্তি, যে নিম্ন নিকৃষ্ট আত্মা (নাফস) থেকে আকাঙ্ক্ষার বন্দী এবং জিম্মি হয়ে থাকবে যা নিজের ও আল্লাহর মধ্যে পর্দা হয়ে যাবে। এমন ব্যক্তি বিচ্ছেদের আগুন থেকে ভোগ করবে [প্রিয়জনের কাছ থেকে যা হৃদয়ের গভীরে জ্বলছে এমন আগুন, অভ্যন্তরীণ যন্ত্রণা এবং দুঃখের কারণে কাউকে কোনও শান্তি পেতে দেয় না] এবং জাহান্নামের আগুন থেকেও। একজন জানতে পারে যে একজন দাস ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাত এবং তাঁর দর্শন থেকে দূরে থাকে, যখন কেউ নিম্ন আত্মা থেকে আকাঙ্ক্ষার সাথে জড়িত থাকে, ক্ষণস্থায়ী রাজ্যের (জগত) সাথে সংযুক্তি রাখে এবং এমন জিনিসগুলিতে পড়ে যা একজনের পরিত্রাণের জন্য এড়ানো অপরিহার্য। একজন ব্যক্তি যিনি ঐশ্বরিক দৃষ্টি অর্জনের নিকটবর্তী হন তিনি হলেন যিনি নিজের হৃদয়ের সম্পর্ক (সংযুক্তি) এই জগতের উজ্জ্বলতা থেকে বিচ্ছিন্ন করেন এবং ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগী হন, ঈশ্বরের স্মরণের প্রতি আসক্তি বিকাশের চেষ্টা করেন,

নিজের সামর্থ্য এবং ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা অনুসারে ঐশ্বরিক মহিমা এবং সৌন্দর্যের জ্ঞান খুঁজে পান।

এমন একজন বুঝতে পারে যে, পাপের কারণে ঈশ্বর থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলে একজনকে যেমন পাপী, অবাধ্য এবং অভিশপ্ত শয়তানের অনুসারী বলা হয়, তেমনি একই কারণে একজন ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাত থেকে পর্দার অধিকারী হবে এবং তাকে এমন ব্যক্তি হিসাবে অভিহিত করা হবে যিনি [সত্যের পথে] পথ হারিয়েছেন। এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে জানার পরে, কেউ এই বাস্তবতায় সন্দেহ করবে না যে ঐশ্বরিক ঘনিষ্ঠতার জন্য, যে পথ থেকে একজনকে দূরে সরিয়ে দেয় তা থেকে বিচ্যুত হওয়া প্রয়োজন। দূরত্বের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া এই তিনটি বিষয় ছাড়া সম্ভব নয়, যাকে বলা হয় জ্ঞান, লজ্জা (অনুশোচনা বা অনুশোচনা) এবং সংকল্প। এ কারণে, যতক্ষণ না এটি জানা যায় যে পাপই প্রিয়জনের কাছ থেকে দূরত্বের কারণ, ততক্ষণ পর্যন্ত অনুশোচনা হবে না এবং দূরত্বের পথে চলার বেদনা অনুভব করা যাবে না, এবং যতক্ষণ না কেউ [প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচ্ছেদের] বেদনা অনুভব করার পথে অগ্রসর হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ [ঐশ্বরিক ঘনিষ্ঠতার পথে] প্রত্যাবর্তনের কথা কল্পনাও করতে পারবে না। [প্রিয়জনের পথে] ফিরে যাওয়া মানে গুনাহ ত্যাগ করার দৃঢ় সংকল্প। এ থেকে জানা যায় যে, প্রিয়জনের কাছে পৌঁছানোর জন্য এই তিনটি উপায় (জ্ঞান, লজ্জা এবং সংকল্প) প্রয়োজন।

বুদ্ধি কখন সিদ্ধ হয়? বুদ্ধির বাস্তবতা ততক্ষণ পর্যন্ত নিখুঁত হয় না যতক্ষণ না কামনা, ক্রোধ এবং সমস্ত নিন্দনীয় অভ্যন্তরীণ গুণাবলী, যা শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করার উপায় হিসাবে ব্যবহার করে, সেগুলি পরিপূর্ণতায় সংকুচিত না হয়। মানুষের বুদ্ধি চল্লিশ বছর বয়সে সম্পন্ন হয়, কিন্তু বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছানোর পরেই বুদ্ধির উৎপত্তি সম্পন্ন হয়। সাত বছর বয়সে এর লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে। কামনা হচ্ছে শয়তানের সেনাবাহিনী এবং বুদ্ধি হচ্ছে ফেরেশতাদের সেনাবাহিনী। যখন এই দুই বাহিনী এক জায়গায় একত্রিত হয়, তখন তারা [একে অপরের সাথে] সংঘর্ষ করে যতক্ষণ না একটি [সেনাবাহিনী] অন্যটির সামনে তার অবস্থান ধরে রাখতে অক্ষম হয়। দুটোই একে অপরের বিপরীত। দিন এবং রাতের মতো, আলো এবং অন্ধকার একত্রিত হয় না - যদি একটি আধিপত্য বিস্তার করে তবে অন্যটির অস্তিত্ব কোনও আকার বা রূপে থাকে না। যেহেতু শৈশব ও যৌবনে মানুষের উপর কামনা আধিপত্য বিস্তার করে, বুদ্ধির পরিপূর্ণতার আগে, তাই শয়তানের পা আগেই [মানব জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে] দৃঢ় হয়ে যায়। এই কারণেই হৃদয় সাধারণত কামনার প্রেম ও আসক্তিতে বশীভূত হয় এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে, যখন বুদ্ধি আবির্ভূত হয়, যা ঈশ্বরের দল এবং সেনাবাহিনী এবং ঈশ্বরের বন্ধুদের (জ্ঞানবাদী) জন্য উদ্ধারকারী, তখন এটি ধীরে ধীরে তাদের ঈশ্বরের শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার করে। এই কারণেই, যদি বুদ্ধির শক্তি এবং পরিপূর্ণতা না থাকে, তবে শয়তান তার কাজ করবে [যা সে করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ] এবং এই যুদ্ধে বিজয়ী হবে:

لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا

"খুব অল্প কিছু ব্যতীত, আমি তার (আদম) বংশধরদের (শয়তান আল্লাহকে বলছে তার বিদ্রোহী উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহকে বলছে, আদম সন্তানদের, অর্থাৎ মানবজাতিকে, যখন আল্লাহ তাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছেন, ঐশ্বরিক জ্ঞানের কারণে, নিছক অহংকারে আদম (আঃ) এর কাছে প্রণাম করতে অস্বীকার করার পরে ঐশ্বরিক উপস্থিতি থেকে দূরে সরে যাওয়ার আগে, ঈর্ষা এবং অহংকার)। (কুরআন, 17 অধ্যায়, 62 আয়াত)

যখন বুদ্ধি দৃঢ় ও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন তার প্রথম কাজ হচ্ছে কামনার আধিপত্য ছিন্ন করা, [পুরাতন দৃঢ় ও মন্দ] অভ্যাসগুলো ত্যাগ করা এবং জোর করে ঐশ্বরিক উপাসনার দিকে ঝুঁকানো এবং শয়তানের সেনাবাহিনীর কাছে শোচনীয় পরাজয় হস্তান্তর করা। এটি অনুতাপের অর্থ যে মানুষ সেই পথ থেকে বিচ্যুত হয় যার নেতা শয়তান, যার পথপ্রদর্শক কামনা, এবং পরিবর্তে, সেই পথে চলে যায় যা একজনকে আল্লাহর কাছে নিয়ে আসে।

কামনা বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে যায়: প্রতিটি মানুষের মধ্যে, বুদ্ধি থাকার আগে কামনা থাকে। বুদ্ধির প্রিয়তা [মানুষের স্বভাবের কাছে] কামনার প্রিয়তাকে ছাড়িয়ে যায়। এজন্য কামনা অনুসরণ করে যে কোন কাজের জন্য প্রত্যেক মানুষের তওবা করা প্রয়োজন- সে নবী হোক বা সাধারণ মানুষ। তওবা করা শুধু আদম (আঃ) এর একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা উচিত নয়, বরং এটি মানবজাতির প্রত্যেকের উপর লেখা একটি চিরন্তন আদেশ। এর বিরুদ্ধে কিছু অনুমান করাও সম্ভব নয় যতক্ষণ না ঐশ্বরিক পথ পরিবর্তন হয়।

যদি কোনো ব্যক্তি যৌবনে কাফের বা অজ্ঞতার উপর পড়ে থাকে, তবে সে থেকে তওবা করা তার উপর ফরজ। যদি কোন ব্যক্তি তার পিতা-মাতার কারণে মুসলমান হয় এবং ইসলামের বাস্তবতা না জানে (নিজের আধ্যাত্মিক পুনর্নবীকরণ ও রূপান্তরের জন্য শান্তির পথ এবং ঐশ্বরিক ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ), তবে তার অজ্ঞতা এবং অবহেলা থেকে তওবা করা একজন ব্যক্তির দায়িত্ব। এই তওবা হবে এইভাবে যে কেউ ইসলামের বাস্তবতা বুঝতে পারে এবং জানতে পারে যে সে নিজে মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত পিতা-মাতার ইসলাম থেকে উপকৃত হবে না। যখন কেউ এটি জানতে পারে, তখন কামনার প্রতি আসক্তি এবং অবহেলার প্রতি ভালবাসা থেকে অনুতপ্ত হওয়া এবং সঠিক পথে (নৈতিক শুদ্ধতা ও ঐশ্বরিক নির্দেশনার) পথে চলার প্রয়োজন হয়ে ওঠে। অন্য কথায়, ঐশ্বরিক বিধান থেকে সঠিক আচরণের সীমাবদ্ধতা মেনে চলা এবং বাধ্যতামূলক বাধ্যবাধকতা (*ফরা-ইদ যেমন* নামায, রোজা, দান ইত্যাদি) পালন করা, তা [অন্যদের] দান করা বা [অন্যের কাছ থেকে] গ্রহণ করা, কিছু করা বা না করা, এবং এই পর্যায়টি অনুতাপের সবচেয়ে কঠিন পর্যায়। অধিকাংশ মানুষই এই পর্যায়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল কারণ

তারা ইচ্ছা সত্ত্বেও অনুতপ্ত হতে পারছিল না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তওবা করা ব্যক্তিগতভাবে ফরজ। [যেহেতু] কোন মানুষ এ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারে না, যেমন আদম (আঃ) এর মতো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নবীগণ (এ ব্যাপারে অজ্ঞ থাকতে পারেননি), অন্যরা (যারা আধ্যাত্মিক প্রাপ্তিতে অনেক নিচু) তা করতে পারে?

কামনা হৃদয়ে মরিচা ফেলে: যে কামনা হোক না কেন, তা হৃদয়ের উপর এক ধরণের অন্ধকার ফেলে, ঠিক যেমন মুখ থেকে বাষ্প থেকে আয়নার উপর অন্ধকার ফেলে। যদি অবিরাম কামনা অনুসরণ করা হয়, তবে অন্ধকারের স্তরের উপর স্তর দ্বারা হৃদয়ের অন্ধকার আরও গভীর হয়ে ওঠে এবং এটি [লোহার উপর] মরিচার মতো কিছু পায়। কামনার কারণে হৃদয়ের উপর মরিচা চাপিয়ে দেওয়ার কথা কুরআনে নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে:

كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"পরিবর্তে, তারা যা করেছে তার কারণে তাদের হৃদয়ে মরিচা স্থির হয়ে গেছে [তাদের নিজস্ব মন্দ কর্মের পরিপ্রেক্ষিতে]। (কুরআন, অধ্যায় 83, আয়াত 14)

যদি মরিচা আরও গভীর হয়ে যায়, তবে এটি হৃদয়ের সিলিং (লক আপ) হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয় [যাতে যুক্তি, অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং আধ্যাত্মিক আলোর কোনও আলো এতে প্রবেশ করে না] একটি আয়নার উপর মরিচা পড়ার মতো, যা দীর্ঘ সময়ের জন্য একা রেখে গেলে এটি পালিশ করার জন্য কোনও ক্ষমতা এতে থাকে না, এবং এই জাতীয় আয়নাকে অকেজো হিসাবে ঘোষণা করা হয় (একটি চলে যাওয়া কেস কারণ এটি পুনরুদ্ধার করা যায় না)। তবুও, আয়নাটি কোনও অতিরিক্ত মরিচা হওয়া থেকে রোধ করার জন্য এটি যেমন পরিষ্কার করার জন্য যথেষ্ট নয়, তেমনি অতীতে ইতিমধ্যে যে মরিচা অর্জন করেছে তা অপসারণ করাও প্রয়োজন। অনুরূপভাবে, ভবিষ্যতে কামনা অনুসরণ করা থেকে হৃদয়ের কেবল অনুতপ্ত হওয়া যথেষ্ট নয়, বরং অতীতে যে পাপ করা হয়েছে সেগুলিও [প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্ত, সংশোধন করা, সংশোধন করা এবং যতটা সম্ভব অন্যায়কে সংশোধন করা] থেকে অনুতপ্ত করা উচিত, যাতে অতীতের পাপের অন্ধকার মুছে যায়। পাপে হৃদয় যেমন অন্ধকার হয়ে যায়, তেমনি হৃদয় সৎকর্মে আলোকিত ও আলোকিত হয়। ঐশিক আনুগত্য পাপের অন্ধকার দূর করে এবং আলো ছড়িয়ে পড়ে। এই বাস্তবতা নিম্নোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে:

أَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا

"পাপের পর সৎকর্ম করা উচিত; সৎকর্ম সেই পাপকে মুছে ফেলবে (এই মহান ছাড় হত্যা, চুরি, অন্যের বৈধ অধিকার দখল করা ইত্যাদির মতো বড় পাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কারণ তাদের

ঐশ্বরিক ক্ষমা পাওয়ার জন্য প্রায়শ্চিত্ত এবং প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন কারণ এটি নিজেই মহান ঐশ্বরিক করুণা যে কোনও পাপকে যথাযথ প্রায়শ্চিত্তের সাথে ঐশ্বরিক ক্ষমার বৃত্ত থেকে বাদ দেওয়া হয়নি)। (হাদীস *সংকলন* তিরমিযী থেকে *বর্ণিত,* আবু যর (রাঃ)

তওবা গ্রহণ তার শর্ত পূরণের উপর নির্ভর করে

যদি আপনি তওবা করার অর্থ বুঝতে পেরে থাকেন, তবে এই বিষয়ে আপনার কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে প্রতিটি সঠিক তওবা [ঐশ্বরিক] গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। যারা গভীর অন্তর্দৃষ্টির (*বাসিরাহ)* আলো দিয়ে দেখেন এবং কুরআনের আলোকসজ্জা থেকে উপকৃত হন, তারা জানেন যে প্রতিটি সুস্থ হৃদয় (যা সমস্ত কলঙ্ক এবং নিকৃষ্ট অভ্যন্তরীণ অবস্থার) ঈশ্বরের কাছে গ্রহণ করা হয়। এটি পরকালে আল্লাহর সান্নিধ্যের আনন্দ ও আনন্দ পাবে এবং তার অনন্ত চোখে আল্লাহর দর্শন পাবে (যা আখেরাতে পার্থিব চক্ষু থেকে প্রতিস্থাপন করার জন্য দেওয়া হবে)। তারা এই বাস্তবতার সাথেও পরিচিত যে, প্রতিটি হৃদয় তার উৎপত্তিতে সুষ্ঠু সৃষ্টি হয়েছে [এবং এটি সমস্ত দোষ এবং জঘন্য অভ্যন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্ত যা পরে অর্জন করে, যখন কেউ পার্থিব জীবনে অগ্রসর হয় এবং সৎ পথ থেকে বিচ্যুত হতে শুরু করে] যেমন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রতিটি শিশু '*ফিতরা*'তে জন্মগ্রহণ করে (মানুষের সত্যিকারের সহজাত অন্তর্নিহিত মৌলিক প্রকৃতি যা ঐশ্বরিক ইচ্ছার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। ঐশ্বরিক বাস্তবতা এবং চিরন্তন সার্বজনীন সত্য এবং ঐশ্বরিক বিশ্বাসের প্রতি প্রবণতা রয়েছে যা মানুষের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে প্রদত্ত, অর্থাৎ একেশ্বরবাদ এবং ঈশ্বরের জ্ঞান)। (এই বর্ণনাটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনার সংকলন দ্বারা বর্ণিত হয়েছে *সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম* রাসূলুল্লাহ সাহাবী আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

পাপের অন্ধকার এবং অন্যায়ের ধুলোর কারণে হৃদয়ের সুস্থতা দূর হয়। তারা এও জানে যে, লজ্জা ও অনুতাপের আগুন এই ধূলিকণাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয় [হৃদয়ের সুস্থতা ফিরিয়ে আনার জন্য]। ধার্মিকতার আলোকসজ্জা হৃদয়ের মুখ থেকে পাপের অন্ধকারকে দূর করে। পাপের অন্ধকার, সৎকর্মের আলোকসজ্জা সহ্য করতে সক্ষম নয়। রাতের অন্ধকার যেমন দিনের আলোর সামনে থাকতে পারে না, তেমনি সাবানের সামনে নোংরা থাকে না, তেমনি একজন সম্রাট যেমন নিজের জন্য নোংরা কাপড় বেছে নিতে পছন্দ করেন না, তেমনি প্রকৃত সম্রাট (ঈশ্বর) নিজের সাথে ঘনিষ্ঠতা ও ঘনিষ্ঠতার জন্য নোংরা নোংরা হৃদয়কে বেছে নেন না। তারপর যেমন নোংরা কাজ করার জন্য কাপড় ব্যবহার করলে তারা ময়লা হয়ে যায় এবং সাবান ও গরম পানি দিয়ে ধুয়ে না পরিষ্কার হয় না, তেমনি কামনায় হৃদয় ব্যবহার করলে তারা এতটাই

নোংরা ও নোংরা হয়ে যায় যে, অশ্রু ও অনুশোচনার পানি ছাড়া তারা পরিষ্কার ও শুদ্ধ হয় না। এভাবে প্রতিটি শুদ্ধ ও পবিত্র হৃদয় [ঐশ্বরিক দরবারে গ্রহণযোগ্য ও পছন্দ করা হয়] ঠিক যেমন পরিষ্কার পোশাক পছন্দ করা হয়। অতএব, [হৃদয় ও আত্মার] শুদ্ধি আপনার উপর বাধ্যবাধক, যাতে এটি ঐশ্বরিক নির্ধারিত নিয়তি অনুসারে ঐশ্বরিক গ্রহণযোগ্যতার সম্মান অর্জন করে। কুরআনে এই গ্রহণযোগ্যতাকে পরিত্রাণ বলা হয়েছে:

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا

"নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি পরিত্রাণ লাভ করেছেন, যিনি তাকে (অর্থাৎ আত্মাকে) শুদ্ধ করেছেন। (কুরআন, অধ্যায় 91, আয়াত 9)

জেনে রাখা উচিত যে, অনুতাপ মানে পাপ ত্যাগ করা। কোনও কিছু ত্যাগ করা সম্ভব নয় যতক্ষণ না কেউ এটি সম্পর্কে একটি উপলব্ধি বিকাশ অর্জন করে। যেহেতু তওবা করা বাধ্যতামূলক, তাই যে উপায়ে তওবা অর্জন করা যায় তাও বাধ্যতামূলক। এ থেকে জানা যায় যে, পাপ বোঝা বাধ্যতামূলক। পাপের অর্থ হল কিছু করা বা না করার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের আদেশের বিরোধিতা করা। আমরা কিছু ধরনের পাপ এবং তাদের পারস্পরিক সংযোগের কথা উল্লেখ করব। একমাত্র আল্লাহই তাঁর রহমত ও উদারতার মাধ্যমে হেদায়েত অর্জনের ক্ষমতা প্রদানকারী।

মানুষের বৈশিষ্ট্য অনুসারে পাপের প্রকার: মানুষের অগণিত বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী রয়েছে যা আত্মার রহস্যের ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে (অধ্যায় 1)। কিন্তু, সেই [মানব] বৈশিষ্ট্য এবং অভ্যন্তরীণ গুণাবলী, যা পাপকে [এবং অন্যায়] প্ররোচিত করে তা চার ভাগে বিভক্ত: ঐশিক গুণাবলী, শয়তানের গুণাবলী, পশু গুণাবলি এবং পশুসুলভ গুণ। এর কারণ হ'ল মানুষের গঠন বিভিন্ন উপাদান দ্বারা গঠিত এবং প্রতিটি উপাদান মানুষের মধ্যে তার নিজস্ব প্রভাব চায়। এই চারটি গুণ মানুষের মধ্যে তাদের নিজস্ব পৃথক প্রভাব দেখায়। উদাহরণস্বরূপ, ঐশ্বরিক গুণাবলীর অর্থ হল যে ব্যক্তির অহংকার, অহংকার, বলপ্রয়োগ, প্রশংসা, সম্পদ, সম্মান, প্রভাব এবং ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এবং সে চায় যে সে সমস্ত সৃষ্টির চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হয়ে উঠুক (এই গুণাবলী কেবল বিদ্যমান সমস্ত কিছুর প্রভু এবং স্রষ্টার জন্য উপযুক্ত) যেমন মানব অস্তিত্ব তার রাষ্ট্রের জিহ্বা থেকে ডাকে:

أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ

"আমিই তোমার পালনকর্তা, মহান। (কুরআন, অধ্যায় 79, আয়াত 24) (কিছু আধ্যাত্মিক

পথপ্রদর্শক বা সাধু এবং জ্ঞানবাদী বলেছেন যে, এমন কোন মানুষ নেই যার অন্তরে এমন কিছু নেই যার মধ্যে ফেরাউন যা ঘোষণা করেছিলেন তা এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে)

এই গুণ থেকে, এমন প্রচণ্ড পাপের জন্ম হয় যে লোকেরা এমনকি তাদের পাপের মধ্যে উপলব্ধি করে না এবং গণনা করে না, যদিও তারা অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক এবং অগণিত অন্যান্য পাপের উৎপত্তি করে। তৃতীয় খণ্ডে (*ইহইয়া আল-উলুম আদ-দ্বীন*" বা "আল্লাহর পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" বা এই বর্তমান গ্রন্থের 1-10 অধ্যায়], এই গুনাহগুলি বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় গুণ হল শয়তান যা ঈর্ষা, বিদ্রোহ, অজুহাত, প্রতারণা, প্রতারণা, বিরোধ এবং অশান্তির জন্ম দেয়। এই গুণের উপর ভিত্তি করে, মানুষ [নিজেকে এবং অন্যদের] ধর্মীয় বিষয়ে মন্দ, ভণ্ডামি, উদ্ভাবন এবং নতুনত্ব (বিদ'*আ)* এর দিকে আদেশ দেয় [যা ঐশ্বরিক দ্বারা নির্ধারিত নয়, প্রাথমিকভাবে নিজের অহংকার এবং নিম্ন নিকৃষ্ট আত্মা থেকে উদ্ভূত হয়], অসততা এবং অন্যান্য অন্তর্নিহিত [নিজের অভ্যন্তরীণ সত্তার মধ্যে]। তৃতীয় গুণটি হ'ল পশুবাদী যা লোভ, লোভ, পেট এবং গোপনাঙ্গের কামনা, চুরি, এতিমদের সম্পত্তিতে আত্মসাৎ এবং ঐশ্বরিক বিধান মেনে চলা প্রচেষ্টায় ব্যবহারের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করার আকাঙ্ক্ষার মতো অসংখ্য অন্যায়ের জন্ম দেয়। চতুর্থ গুণটি হ'ল পশু যা ক্রোধ, বিদ্বেষ, লোকদের মারধর, লোকদের অভিশাপ দেওয়া, তাদের হত্যা করা এবং তাদের সম্পত্তি ধ্বংস করার মতো অগণিত ঘৃণ্য বিষয়গুলিকেও উত্সাহিত করে এবং এই পাপগুলি অন্যান্য অগণিত পাপের দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

চারটি [মানব] গুণাবলীর স্বাভাবিক বিন্যাস: জন্মের ক্ষেত্রে, এই চারটি গুণ [মানুষের মধ্যে] ধীরে ধীরে জন্মগ্রহণ করে। প্রথমত, পশুত্ববাদী গুণাবলী প্রাধান্য পায়, এর পরে, পশু গুণাবলী প্রাধান্য পায়। পরবর্তীতে, উভয় গুণই একত্রিত হয়ে বুদ্ধিকে প্রতারণা, প্রতারণা এবং অজুহাতের পথে নিয়ে যায়। এই মুহূর্তে, শয়তানের গুণাবলী উত্থিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত প্রভুত্বের গুণাবলী (ঐশ্বরিক গুণাবলী) উত্থিত হয় (ঐশ্বরিক গুণাবলী কেবল মহান আল্লাহর, এবং পার্থিব জীবনে নম্র ও নীচু থাকা উচিত এমন দাসের পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত)। অন্য কথায়, মানুষ সমস্ত সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব এবং আধিপত্য অর্জন করতে শুরু করে। অতএব, একজন ব্যক্তি প্রতিটি উপলক্ষে ভুল অহংকার প্রকাশ করে, শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকার প্রকাশ করে, নিজের সম্মান ও মহত্ত্ব প্রকাশের জন্য অন্যকে অপমান করে, সংক্ষেপে, সমস্ত পাপের উৎস এবং উৎপত্তি এই চারটি গুণ। পাপ তাদের থেকে উদ্ভূত হয় এবং [মানব] অঙ্গ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। কিছু পাপ হৃদয়ের সাথে যুক্ত হয় যেমন অবিশ্বাস, উদ্ভাবন [ঐশ্বরিক নির্ধারিত বিষয়গুলিতে] এবং ভণ্ডতা। কিছু [পাপ] চোখ ও কানের সাথে সম্পর্কিত, যেমন বিদ্বেষ ও ঈর্ষা, কিছু পেট ও গোপনাঙ্গের সাথে সম্পর্কিত, এবং কিছু [পাপ] হাত, পা এবং অন্যান্য শারীরিক অঙ্গ দ্বারা করা হয়। যেহেতু এই সমস্ত পাপ সুস্পষ্ট, সেহেতু সেগুলো বিস্তারিত করার দরকার নেই।

বিশাল পাপের বন্টন: আমরা ঐশ্বরিক আইনের প্রমাণ এবং আধ্যাত্মিক আলোকসজ্জার আলো থেকে জানি [যা জ্ঞানবাদী এবং অন্যান্য আধ্যাত্মিকভাবে আলোকিত ব্যক্তিদের দ্বারা অধিকৃত] যে সমস্ত ঐশ্বরিক আইনের উদ্দেশ্য হ'ল সৃষ্টিগুলিকে ঈশ্বরের নিকটবর্তী করা এবং [আত্মার চোখ দিয়ে] ঐশ্বরিক দর্শন [অর্জন] করার সম্মান দ্বারা লালিত হওয়া। যাইহোক, ঈশ্বরের নৈকট্য এবং দর্শনের পার্থক্য অর্জন করার জন্য, একজন মানুষের জন্য ঈশ্বরের শাস্ত্র এবং নবীদের কাছ থেকে ঐশ্বরিক সত্তা এবং গুণাবলী (গুণাবলী) সম্পর্কে একটি ধারণা অর্জন করা অপরিহার্য। কুরআন নিম্নলিখিত আয়াতে এই বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করেছে:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি (অর্থাৎ আল্লাহ) সৃষ্টি করেছি *জ্বিন* আর মানুষ শুধু আমার ইবাদত করার জন্য। (কুরআন, অধ্যায় 51, আয়াত 56)

অন্য কথায়, *জ্বিন* (পৃথিবীতে বিদ্যমান অতিপ্রাকৃত অদৃশ্য প্রাণী) এবং মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো তারা আল্লাহর বান্দা হয়ে ওঠা। একজন বান্দা প্রকৃত বান্দা হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার প্রতিপালকের প্রভুত্ব এবং নিজের (নাফস) এর দাস সম্পর্কে গভীর ধারণা অর্জন না করে এবং যতক্ষণ না সে বুঝতে পারে যে প্রভু কে এবং আত্মা (*নাফস*) কী। নবীগণকে এই অত্যন্ত মহৎ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল (মানুষকে তাদের পালনকর্তার সাথে এবং আল্লাহর প্রতি তার দাসত্ব এবং এর সাথে জড়িত কর্তব্য ও কর্তব্য সম্পর্কে তাদের স্বত্বের বাস্তবতা সম্পর্কে পরিচিত করার জন্য)। কিন্তু এই পার্থিব জীবনের সমাপ্তির পর এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না (কারণ এই পার্থিব জীবনে এই মহৎ উদ্দেশ্য অর্জন করা দরকার কারণ একজনের অনন্ত জীবন এবং অনন্ত সুখ এবং এতে অনন্ত সাফল্য তার উপর নির্ভরশীল)। এ কারণেই, একটি নবী বর্ণনায় (মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস) পৃথিবীকে আখেরাতের জন্য কৃষিজমি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে [যেহেতু এই কৃষিজমির চাষাবাদ, ভাল বা মন্দ হোক না কেন, আখেরাতে চাষকারীর আনন্দ বা বিরক্তির জন্য ফসল কাটা হয়)। এ থেকে জানা যায় যে, ঐশ্বরিক আদেশ পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে একজনের পার্থিব জীবনকে রক্ষা করা [যাতে কেউ অভ্যন্তরীণ শান্তি, সুখ ও পরিপূর্ণতায় চিহ্নিত একটি সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে] কারণ পার্থিব জীবন হচ্ছে আল্লাহর (দ্বীন) পথের একটি মাধ্যম। দুনিয়ায় আখেরাতের সাথে যে দুটি বিষয় সম্পর্কিত, তা হলো ধন-সম্পদ ও আত্মা। এভাবে (এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনে মানুষের অর্জনের তিনটি মাত্রা) রয়েছে: প্রথমত, আল্লাহর জ্ঞান ও অন্তরঙ্গতা অর্জনের মাত্রা (মা'*রিফা বা* জ্ঞান) [যেহেতু এটি মানুষের অর্জনের চূড়া ও পরিপূর্ণতা] যা হৃদয়ে সুরক্ষিত; দ্বিতীয়ত, আত্মার সুরক্ষা, যা দেহের সাথে সম্পর্কিত [মানুষের শারীরিক সত্তা]; তৃতীয়টি হ'ল সম্পদ এবং বস্তুগত সম্পদের সুরক্ষা যা জনগণের সাথে সম্পর্কিত [এবং মানব সভ্যতার বেঁচে থাকা এবং বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বাণিজ্য এবং অর্থনীতির আকারে তাদের সম্মিলিত কল্যাণ]।

পাপের শ্রেণিবিন্যাসও একই লাইনে রয়েছে। অন্য কথায়, সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে সেই গুনাহ যা ঐশ্বরিক জ্ঞানের (মা'*রিফা*) দরজা বন্ধ করে দেয়। এর পরে, সবচেয়ে বড় পাপ হ'ল যা মানুষের জীবনকে তাদের জন্য কঠিন এবং সংকীর্ণ করে তোলে। এর পরে, সবচেয়ে বড় পাপ হ'ল যা জনগণের উপর অর্থনীতির দরজা বন্ধ করে দেয়। তবুও, [ভাল সৎকর্মের] তিনটি স্তর রয়েছে: হৃদয়ে ঈশ্বরের জ্ঞান ও অন্তরঙ্গতার সুরক্ষা, দেহের মধ্যে জীবনের রক্ষা এবং ঈশ্বরের বান্দাদের (অর্থাৎ মানুষ) কাছে উপস্থিত সম্পত্তির সুরক্ষা [তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ ও কল্যাণ রক্ষার জন্য]। এই তিনটি বিষয়ই ঐশী বিধানের (*শরীয়াহ) উদ্দেশ্য।* কোন জাতি [এই পৃথিবীতে যা তার জাতিগত, জাতিগত, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় বৈচিত্র্যের দ্বারা চিহ্নিত হয়] কল্পনা করা যায় না, যে এই [উদ্দেশ্যগুলির] সাথে দ্বিমত পোষণ করবে। কারণ বুদ্ধি এটাও মেনে নিতে পারে না যে, আল্লাহ কোন নবীকে আল্লাহ তায়ালার (দ্বীন) পথ এবং তাদের জগতের (পার্থিব জীবন) সাথে সম্পর্কিত সৃষ্টির বিষয়গুলির সংস্কারের জন্য প্রেরণ করবেন এবং তারপরে তাদের এমন কিছু করার আদেশ দেবেন যা তাঁকে এবং তাঁর নবীদের জানার পথে বাধা সৃষ্টি করবে বা মানুষের জীবন ধ্বংস করবে। অথবা তাদের সম্পত্তি ধ্বংস করে।

ঈশ্বরের জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের রাজ্য থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে: যদি আপনি মনে করেন যে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সত্যের সন্ধান পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তবে আপনার এবং একটি গাধার মধ্যে পার্থক্য কী হবে? এমনকি একটি গাধাও পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জিনিসগুলি উপলব্ধি করে। আপনি (হে মানুষ!) একটি গাধা থেকে আলাদা হয়েছেন কারণ আপনার মধ্যে একটি সূক্ষ্মতা (অর্থাৎ আত্মা) [এর সহজাত আদি রূপে যার উপর ঈশ্বর মূলত 'ফিত্রা' অবস্থায় এটিকে সৃষ্টি করেছিলেন - মানুষের সত্যিকারের সহজাত অন্তর্নিহিত মূল প্রকৃতি যা ঐশ্বরিক ইচ্ছা, ঐশ্বরিক বাস্তবতা, ঐশ্বরিক উপস্থিতি এবং চিরন্তন সার্বজনীন সত্যের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ঐশ্বরিক বিশ্বাসের প্রতি প্রবণ, অর্থাৎ, একেশ্বরবাদ এবং ঈশ্বরের জ্ঞান]। এটি একই সূক্ষ্মতা যা প্রথমে স্বর্গ, ভূমি এবং পর্বতের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছিল এবং তারা এই সূক্ষ্মতার সাথে আসা বোঝার দায়িত্ব নিতে তাদের অক্ষমতা প্রকাশ করেছিল। এই সূক্ষ্মতা তখন মানুষের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছিল [যিনি তার জাগতিক ভ্রমণের আগে আত্মার রাজ্যে এটি গ্রহণ করেছিলেন]। কুরআনে এ বিষয়টি নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

"আমি আরোহ নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও পর্বতমালার প্রতি আস্থা অবলম্বন করেছিলাম, কিন্তু তারা তা বহন করতে অস্বীকার করেছিল এবং ভয় করেছিল। মানুষ তা বহন করেছিল যে নিশ্চয়ই অন্যায়কারী ছিল [তার অধিকার পূরণ না করার জন্য] এবং [এই আস্থা সম্পর্কে কী বোঝায়]। (কুরআন, অধ্যায় 33, আয়াত 72)]

এটি একই সূক্ষ্মতা যা ইন্দ্রিয়ের বৃত্ত (রাজ্য) থেকে বাদ পড়া জিনিসগুলি উপলব্ধি করতে সক্ষম। প্রাণী এবং পশুদের এই সূক্ষ্মতা নেই [অতএব, তারা জ্ঞান বা ঐশ্বরিক জ্ঞান এবং অন্তরঙ্গতা অর্জন করতে অক্ষম]। একজন ব্যক্তি যে এই সূক্ষ্মতা ব্যবহার করে না, তাকে অপচয় করে এবং ঘোষণা করে যে জ্ঞান ও তথ্যের সীমা কেবল ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা উপলব্ধি করা হয় এবং একই [শ্রেণী] প্রাণী এবং পশুদের অন্তর্ভুক্ত [কারণ এই ধরনের ব্যক্তি মানুষ হওয়ার অর্থ কী তা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়, এবং নিজের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যে উঠতে ব্যর্থ হয়। যার প্রাপ্তি অনন্ত সুখ এবং চিরন্তন সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে]।

হে ইসলামের ভাইয়েরা! আপনার [বিশেষত] এমন হওয়া উচিত নয় [বেপরোয়া, অমনোযোগী এবং হেডোনিস্টিক ভঙ্গিতে]! যে ব্যক্তি কেবল ইন্দ্রিয় দিয়ে জিনিসগুলি উপলব্ধি করে, সে ঈশ্বরকে ভুলে যায় কারণ ঈশ্বরের সত্তা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করা হয় না। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভুলে যায়, আল্লাহ তাআলা (পরিবর্তে) নিজেকে ভুলে যান (*নাফস)* [এবং ফলস্বরূপ একজন এই পার্থিব অস্তিত্ব এবং এর বস্তুগত সংগ্রামের প্রান্তরে হারিয়ে যায় এবং নিজের ক্ষতির জন্য, অভ্যন্তরীণ শান্তি ও পরিপূর্ণতার অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে, নিজের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং ফলস্বরূপ চিরন্তন সুখ এবং অবিরাম সাফল্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং অজ্ঞ হয়ে যায়]। তখন কেউ "পরম দিগন্ত" (ঐশ্বরিক উপস্থিতি) এ আরোহণ করতে সক্ষম হয় না এবং পশুদের পদমর্যাদায় নেমে আসে [কারও অবহেলা ও অবহেলার কারণে] এবং এই [নিম্ন] পদমর্যাদায় সন্তুষ্ট হয়। এই ধরনের ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে, এই ঐশ্বরিক বিশ্বাসের একজন আত্মসাৎকারী, যিনি ঈশ্বরের দ্বারা প্রদত্ত একজন, ঐশ্বরিক আশীর্বাদের প্রত্যাখ্যানকারী (বা প্রত্যাখ্যানকারী) এবং যিনি নিজেকে ঐশ্বরিক প্রতিশোধের অধীন করেন। এ ধরনের মানুষের অবস্থা পশুর চেয়েও খারাপ। মৃত্যুর পর পশুদের সবকিছু থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়, কিন্তু মৃত্যুর পরেও একজন মানুষ [দায় থেকে] অব্যাহতি পায় না। পরিবর্তে, মানুষের উপর যে আস্থা অর্পিত হয়েছে তা তার মালিকের (ঈশ্বরের) কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে কারণ এই [ঐশ্বরিক] আস্থা নিজেকে তাঁর দিকে টেনে নিয়ে যাবে এবং কেবল তাঁর কাছে তার বাসস্থান খুঁজে পাবে। [ঐশ্বরিক আস্থা, যা ঈশ্বর প্রতিটি মানুষকে যে সূক্ষ্মতা দিয়েছেন, যা আত্মা, এই পার্থিব ভ্রমণের শেষে তার মালিকের (ঈশ্বর) কাছে ফিরিয়ে দেওয়া দরকার যা তার আদিম রূপে ছিল, তবে অতিরিক্তভাবে এটি পার্থিব জীবনে অর্জনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এটি সেই রূপ যেখানে এটি তার স্রষ্টাকে প্রিয়জনের সাথে সম্পূর্ণ সম্প্রীতি, শান্তি এবং ঘনিষ্ঠতার অবস্থায় জানতে পারে। আত্মাকে এই পৃথিবীতে

প্রেরণ করা হয়েছে তার স্বর্গীয় উত্সের দিকে ফিরে যাওয়ার পথ খুঁজে বের করার জন্য, তার সৃষ্টিকর্তার কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য। এটি ঘটবে যখন আত্মা সমস্ত ধরণের নম্রতা, মন্দতা এবং নেতিবাচকতা থেকে শুদ্ধ হবে, যা পার্থিব জীবনে অর্জিত হবে, তাকে *ঐশ্বরিক* জ্ঞানে সমৃদ্ধ তার আদিম মহৎ অবস্থায় ফিরিয়ে আনার সাহসী আধ্যাত্মিক সংগ্রামের মাধ্যমে।

এই [ঐশ্বরিক] "বিশ্বাস" কেমন? এই আস্থা সেই উজ্জ্বল সূর্যের মতো যা অনন্তকালের দিগন্ত থেকে উঠে এই মরণশীল [মানব] দেহে অস্ত গেছে [সত্যের সন্ধান করে এবং আত্মার শুদ্ধির জন্য একটি অবিরাম সংগ্রাম শুরু করার জন্য]। যখন এই দেহের ব্যবস্থা উল্টে যাবে [মৃত্যুর ঠিক আগে], তখন এই সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে (কিয়ামতের আগমনের সবচেয়ে বড় নিদর্শন হচ্ছে পূর্বের পরিবর্তে পশ্চিম দিক থেকে সূর্যের উদয়) এবং এর স্রষ্টা ও রূপদাতার উপস্থিতিতে ভ্রমণ করবে। হয় অন্ধকারের অবস্থায় অথবা তার উজ্জ্বলতা এবং আলোকসজ্জায় বৃদ্ধি পেয়েছিল। উজ্জ্বল সূর্য কোন পর্দা ছাড়াই তার প্রভুর প্রাঙ্গণে পৌঁছাবে। এমনকি অন্ধকারে আচ্ছাদিত সূর্যও [ঐশ্বরিক উপস্থিতিতে] পৌঁছে যাবে কারণ ঈশ্বরের সত্তা সবকিছুর চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তনের স্থান, তবে এটি নীচের দিকে মুখ করে পৌঁছবে। এর দিকটি "আ'*লা 'ইলিয়েন*" (উচ্চতার সর্বোচ্চ, যা মানব কৃতিত্বের শীর্ষকে বোঝায়) এর শীর্ষের পরিবর্তে "*অ্যাসফালাস সাফিলেন*" (নিম্নের সর্বনিম্ন) এর দিকে নীচের দিকে মুখ করে থাকবে [যেহেতু মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দায়িত্ব রয়েছে নিজেকে নিম্নমানের অবস্থা থেকে সরিয়ে ফেলার এবং পরিবর্তে, [আধ্যাত্মিকভাবে] উচ্চতর উচ্চতার দিকে আরোহণ করুন। কুরআন বলে,

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا۟ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ

"আপনি যখন তাকাবেন, আপনি একটি অদ্ভুত অবস্থা দেখতে পাবেন। এই অপরাধীরা আল্লাহর সামনে মাথা নিচু করবে। (কুরআন, অধ্যায় 32, আয়াত 12)

এই *ঐশ্বরিক* আয়াত প্রমাণ করে যে, কিয়ামতের দিনে, পাপীরাও *ঐশ্বরিক* দরবারে উপস্থিত থাকবে কিন্তু ঈশ্বরের বাধ্য দাসদের মতো নয়, বরং তাদের মুখ পিছনে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে এবং ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার প্রবণতা [আধ্যাত্মিক পদমর্যাদায় এবং ফলস্বরূপ *ঐশ্বরিক* সান্নিধ্যে] আরোহণের প্রবণতা না পেয়ে তারা পৃথিবীর দিকে নীচে নেমে আসার দিকে ঝুঁকবে [তাদের কামনা এবং আকাঙ্ক্ষার পিছনে দৌড়ানোর ক্ষেত্রে পার্থিব জীবনে তাদের নিম্নমুখী গতিপথের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিম্ন বেস সেলফের যা একগুঁয়েমি ভুল মাথার মূর্খতায় নিজেকে প্রকাশ করে]। কোন বান্দার এর উপর কোন ক্ষমতা থাকবে না (কারণ তারা পার্থিব জীবনে যা কিছু করেছিল তার প্রতিদান হবে)। যে ব্যক্তি সৎকর্ম করার জন্য *ঐশী* ক্ষমতা (*তৌফিক*) থেকে বঞ্চিত হবে, তার উপর *ঐশী* হুকুম এমনভাবে প্রয়োগ করা হবে যাতে সে *ঐশী* হেদায়েতের পথে এগিয়ে

যেতে সক্ষম হবে না। বরং সে পথভ্রষ্ট হবে এবং পথভ্রষ্টতার উপত্যকায় ঘুরে বেড়াবে। আমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে।

পরিত্রাণ প্রাপ্ত (প্রকৃত সফলতা): এরাই ঐশ্বরিক জ্ঞান ও অন্তরঙ্গতা (জ্ঞান) অর্জন করেছে। তারা হলেন "সর্বাগ্রে শীর্ষে" (*মুকাররাবিন আল-সাবিকিন* বা আধ্যাত্মিক অভিজাতরা যারা মানব জাতির শীর্ষস্থানীয় অর্জনকারী, যখন তারা মানব কৃতিত্বের শীর্ষে পৌঁছেছেন, চিরন্তন সুখ এবং চিরস্থায়ী বিজয়ের জীবন শুরু করেছেন)। যারা ধার্মিকদের (*মুকাল্লাদীন)* পদাঙ্ক অনুসরণ করে জ্ঞানবাদীদের মতো ধার্মিকতার পথে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে না, তারাও সফল হবে [যদিও তারা সর্বোচ্চ অর্জনকারীদের আধ্যাত্মিক পদে পৌঁছাতে পারেনি] তবে তাদেরকে "ডান হাতের লোক" (*আশাব আল-ইয়ামিন)* বলা হবে। "সর্বাগ্রে" ব্যক্তিকে যে ঐশ্বরিক প্রতিদান দেওয়া হবে, তা কথায় বর্ণনা করা যাবে না। কুরআনে রূপক রেফারেন্স হিসেবে যা উল্লেখ করা হয়েছে সে সম্পর্কে কেবল বলা যেতে পারে:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ

"কোন আত্মা জানে না যে, চোখের শীতলতার জন্য [আল্লাহ তাআলার দ্বারা] যা গোপন করা হয়েছে। (কুরআন, 32 অধ্যায়, 17 আয়াত)

"হাদীস কুদসী" *(নবী মুহাম্মদ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি* ওয়াসাল্লামের ঐতিহ্য) এ বর্ণিত হয়েছে:

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

"আমি আমার ধার্ম্মিক দাসের জন্য যা প্রস্তুত করিয়াছি, যাহা কোন চক্ষু দেখিল নাই, কান শুনেনি, আর তাহাদিগের চিন্তাও কোন মানুষের হৃদয়ে আসেনি".

জ্ঞানবাদীরা সেই একই অবস্থার সন্ধানকারী যা কোনও মানুষের হৃদয়ে ঘটেনি। তারা কোন স্বর্গীয় স্ত্রী, ফলমূল, দুধ, মধু, দ্রাক্ষারস, গহনা, পোশাক এবং এইরকম অন্যান্য স্বর্গীয় জিনিসের জন্য লোভী নয়। এমনকি যদি তাদের এই জিনিসগুলি দেওয়া হয়, তবে তারা তাদের সাথে সন্তুষ্ট হবে না, বরং তারা ঐশ্বরিক দর্শনের সন্তুষ্টির সন্ধান করবে যা চিরন্তন আনন্দ এবং অবিরাম বিজয় *(সা'দা)* এবং আনন্দ ও আনন্দের শীর্ষস্থান। রাবিয়া আল-বসরি (রহঃ) কে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল, "আপনি স্বর্গে কিসের দিকে ঝুঁকবেন বা কামনা করবেন?" তিনি বললেন, প্রথমে আবাসের মালিক এবং তারপর আবাসস্থল। এরা সেই লোক যাদের (স্বর্গীয় আবাসস্থল) মালিকের (অর্থাৎ আল্লাহ) প্রতি ভালবাসা তাদের আবাসের (অর্থাৎ জান্নাত) ভালবাসা সম্পর্কে বিস্মৃত করে

তুলেছিল, বরং এটি তাদের তিনি ব্যতীত অন্য কিছু সম্পর্কে বিস্মৃত করে তুলেছিল যে তারা তাদের নিজের সত্তা সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে পড়েছিল। তাদের দৃষ্টান্তটি এমন একজন প্রেমিকের মতো, যে প্রিয়তমার মুখ দেখতে চেয়েছিল, এবং এতে এতটাই মগ্ন ছিল যে তার হৃদয়ে অন্য কোনও যত্ন, চিন্তা এবং আকাঙ্ক্ষা ছিল না, এমনকি নিজের জন্যও নয়। বরং শরীরের প্রতিটি আঘাতসহ সবকিছু সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে পড়েন, প্রিয়জনের মুখ থেকে পর্দা সরিয়ে নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করেন। এই অবস্থাকে বলা হয় "প্রেমে ধ্বংস" (ফানা *ফি আল-হুব)* / অন্য কথায়, একজন ব্যক্তি তার প্রিয়জনের প্রেমে এতটাই নিমজ্জিত হয়ে গেছে যে সে প্রিয়তমা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। একজনের সমস্ত চিন্তাভাবনা এবং কল্পনার কেন্দ্রবিন্দু কেবল একটি একক ফোকাস। এমনকি নিজের হৃদয়ে এবং মনে অন্য কারও জন্য কোনও জায়গা অবশিষ্ট থাকে না। আল্লাহর স্মরণে যখন কেউ সেই (আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক) অবস্থা লাভ করে, তখন তাকে পরকালে (ঐশ্বরিক অনুগ্রহ ও উদারতা) এমন দান দেওয়া হয় যে, এমনকি কোন মানুষের হৃদয়ে সেগুলোর চিন্তাও আসে না। ঠিক যেমন একজন বধির ও অন্ধ ব্যক্তি শব্দের রঙ ও প্রকৃতি জানে না, কিন্তু যদি চোখ ও কানের পর্দা তুলে ফেলা হয়, তাহলে সে রঙ ও ধ্বনির রূপ ও প্রকৃতি জানতে পারবে এবং তখন জানতে পারবে যে কেউ নিজের হৃদয়ে এমন কিছু কল্পনাও করতে পারত না [যখন পর্দা সরিয়ে ফেলা হয়]। এই দুনিয়াও একটা পর্দা। যখন তা উত্তোলন করা হবে তখন এমন অনেক বিষয় প্রকাশিত হবে, যা পার্থিব জীবনে কল্পনাও করা যায় না। অতঃপর পবিত্র ও সুন্দর জীবনের আনন্দ লাভ করবে এবং অতঃপর এই আয়াতের বিষয়বস্তু পরিষ্কার হয়ে যাবে:

وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ

"আর পরকালের জীবন চিরস্থায়ী ও স্থায়ী হবে, যদি তারা জানত। (কুরআন, অধ্যায় 29, আয়াত 64)

ছোটখাটো পাপ কীভাবে বড় হয়ে ওঠে?

জেনে রাখা উচিত যে, ছোটখাটো পাপ নিম্নলিখিত কারণগুলির কারণে বড় পাপ হয়ে ওঠে:

প্রথম কারণ - জেদ এবং অধ্যবসায়: প্রথম কারণ হ'ল একজন ব্যক্তি একটি ছোটখাটো পাপের উপর জোর দেয় এবং অবিচল থাকে। এই কারণেই, এই বিখ্যাত প্রবাদটি বলে, "জেদ করার সাথে কোনও পাপ ছোট থাকে না এবং অনুতাপের সাথে কোনও পাপ বড় থাকে না [যার

মধ্যে ক্ষমা চাওয়া, প্রায়শ্চিত্ত এবং সংশোধন করা অন্তর্ভুক্ত]"। এই প্রবাদের পরিণতি হলো, কোনো ব্যক্তি যদি বড় পাপ করার পর বিরত থাকে এবং আরেকটি বড় পাপ করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে আশা করা যায় যে, তার পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে। এর বিপরীতে, একটি ছোটখাটো পাপের সাথে সম্পর্কিত বিষয়টি কঠিন, যার উপর অধ্যবসায় [এবং অধ্যবসায়] রয়েছে। এর উপমা একটি পাথরের মতো যার উপর ফোঁটায় ফোঁটা জল পড়ে [দীর্ঘ সময় ধরে এই অবিরাম ফোঁটা ফোঁটার ফলে পাথরের উপর একটি চিহ্ন বা এমনকি একটি ছিদ্র তৈরি করে]। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

خَيْرُ الْأُمُوْرِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

"সর্বোত্তম বিষয়গুলি হ'ল সেগুলি যা অধ্যবসায় এবং অধ্যবসায়ের সাথে পরিচালিত হয় যদিও তারা সংখ্যায় কম হতে পারে". (বর্ণনা করেছেন সহীহ বুখারী *ও* সহীহ মুসলিম *আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে* সংগ্রহ করা হাদীস।

কারণ জিনিসগুলি তাদের বিপরীত দ্বারা স্বীকৃত হয় [এবং তাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করা হয়] [যেমন অন্ধকারের কারণে আলো, মন্দের কারণে ভাল, অজ্ঞতার কারণে জ্ঞান, নিপীড়নের কারণে ন্যায়বিচার, কঠোরতার কারণে দয়া, কুৎসিততার কারণে সৌন্দর্য ইত্যাদি] তাই, এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পরম্পরাগত প্রমাণ করে যে, অবিরাম [ধার্মিক] কাজগুলো অল্প পরিমাণে করা হয়, তা আরও বেশি উপকারী। এটি আরও প্রমাণ করে যে একবারে করা অনেক [সৎকর্ম] কাজ আত্মার সংস্কার এবং হৃদয়ের শুদ্ধির জন্য ততটা উপকারী নয় [এটি দীর্ঘ সময় ধরে অবিরামভাবে করার চেয়ে, যদিও তারা সংখ্যায় কম হতে পারে]। অনুরূপভাবে, যদি কেউ ছোট ছোট পাপ করার জন্য অবিচল থাকে, তবে তারা হৃদয়কে অন্ধকার করার ক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী [এবং মারাত্মক] হয়ে ওঠে। এটা সত্য যে, ইতিপূর্বে ছোটখাটো পাপ না করলে কেউ বড় গুনাহ করে না। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যভিচারী হঠাৎ করে ব্যভিচার করে না তবে প্রথমে তা করার অভিপ্রায় রয়েছে। একইভাবে একজন খুনি হঠাৎ করে খুন করে না, বরং প্রথমে শত্রুতা ও বিদ্বেষ থাকে। সমস্ত বড় পাপের এই অবস্থা রয়েছে যে ছোটখাটো পাপগুলি তাদের পূর্বসূরী হিসাবে পাওয়া যায়। আমরা যদি ধরে নিতে পারি যে একটি বড় পাপ হঠাৎ করে ঘটেছে কোন ছোটখাটো পাপ ছাড়াই, তার পূর্বসূরী হিসাবে, তবে একটি ছোটখাটো পাপের তুলনায় তার ক্ষমার আশা রয়েছে, যার উপর একজন ব্যক্তি তার সারা জীবনে অবিচল রয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ – পাপকে ছোট ও তুচ্ছ বলে বিবেচনা করা: দ্বিতীয় কারণ যা ছোটখাটো গুনাহকে বড় করে তোলে তা হলো, একজন ব্যক্তি তার গুনাহকে তুচ্ছ বলে মনে করে [এবং কোন যত্ন বা চিন্তার যোগ্য নয়]। প্রত্যেক পাপ (আল্লাহর) বান্দা (অর্থাৎ একজন মানুষ) নিজের হৃদয়ে বড় মনে করে, আল্লাহর নিকট ক্ষুদ্র হয়ে যায় এবং যে পাপকে তুচ্ছ বলে মনে করা হয়,

তা আল্লাহর দৃষ্টিতে বড় হয়ে যায়। এ কারণে, পাপকে বড় বলে মনে করার অর্থ এই যে কেউ তার কর্মকে তার হৃদয় থেকে ভুল বলে মনে করে এবং সেগুলিকে ঘৃণার সাথে দেখে। অতএব, এই অসাদৃশ্য এবং ঘৃণার কারণে [যে পাপ এবং অন্যায় করা হয়েছে] কারণে, কেউ সেই পাপের অনেক প্রভাব গ্রহণ করে না। এর বিপরীতে, পাপকে তুচ্ছ হিসাবে বিবেচনা করার অর্থ হল যে একজন পাপের প্রতি ভালবাসা এবং ঝোঁক রয়েছে। ফলে সেই পাপ থেকে অনেক প্রভাব মেনে নেওয়া হয়। [প্রত্যেক বিবেকবান মানুষের] উদ্দেশ্য হল *ঐশ্বরিক* আনুগত্যের মাধ্যমে হৃদয়কে আলোকিত করা। গুনাহ দ্বারা অন্তরকে অন্ধকার ও কলুষিত করা নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اَلْمُؤْمِنُ يَرَىٰ ذَنْبَهُ كَالْجَبَلِ فَوْقَهُ يَخَافُ اَنْ يَّقَعَ عَلَيْهِ وَالْمُنَافِقُ يَرَىٰ ذَنْبَهُ كَذُبَابٍ
مَرَّ عَلَىٰ اَنْفِهِ فَطَارَهُ

"একজন মুমিন তার পাপকে তার মাথার উপর ঝুলন্ত পর্বত হিসাবে বিবেচনা করে যা পড়ে যেতে চলেছে, এবং একজন মুনাফিক তার পাপকে তার নাকের পাশ দিয়ে উড়ে যাওয়া মাছির চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় না। (বর্ণনা করেছেন হযরত *আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রহঃ) এর তত্ত্বাবধানে* হাদীস *সংকলন* সহীহ বুখারী।

একজন মুমিন এমনকি একটি ছোট পাপকেও বড় বলে মনে করে। এর কারণ হল ঈশ্বরের মহিমা, শক্তি এবং ক্ষমতা সম্বন্ধে একজনের জ্ঞান। ঈশ্বর একজন নবীর কাছে প্রকাশ করেছিলেন, "উপহারের অভাবের দিকে তাকাও না, বরং যিনি আপনাকে উপহার পাঠিয়েছেন তার মহত্ত্বের দিকে তাকান; আপনার পাপকে তুচ্ছ বলে মনে করো না, পরিবর্তে তাঁর সত্তার মহত্ত্ব এবং মহিমা বিবেচনা করুন যার সাথে আপনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, আপনার পাপের সাথে"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো কোনো সাহাবী তাদের অনুসারীদের (*তাবাঈন*) বলেছেন, তোমরা এমন কাজ কর যা তোমাদের চোখে চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম (অর্থাৎ তুচ্ছ এবং উদ্বেগের কারণ নয়) যদিও আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে সেগুলোকে মারাত্মক বলে মনে করতাম। এর কারণ হলো, সাহাবীগণ আল্লাহর মহিমা সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। অতএব, *ঐশ্বরিক* মহিমার তুলনায়, এমনকি ছোটখাটো পাপগুলিও তাদের চোখে বড় পাপের চেয়ে কম ছিল না। এই কারণেই একজন অজ্ঞ ব্যক্তি কোনও কিছুকে ছোট (গুরুত্বহীন) হিসাবে উপেক্ষা করে তবে একজন পণ্ডিত (জ্ঞানী ব্যক্তি) একই জিনিসকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। কিছু জিনিস যা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে উপেক্ষা করা হয়, একজন জ্ঞানবাদীর কাছ থেকে ক্ষমা করা হয় না।

তৃতীয় কারণ – পাপ করার সাথে সুখ: তৃতীয় কারণ যা ছোট পাপকে বড় করে তোলে তা হল যে ব্যক্তি পাপ করার পরে সুখী বোধ করে, তা নিয়ে গর্ব বোধ করে এবং মনে করে যে কেউ যা

করেছে তা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ এবং উদারতার কারণে। উপরন্তু, এই কাজটি একটি ত্রুটি এবং ঐশ্বরিক অসন্তুষ্টির কারণ এবং কর্মকারীর জন্য মন্দ লক্ষণ ছিল। তাতে আনন্দ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, একটা ছোটখাটো পাপ বড় হয়ে ওঠে এবং সেই পরিমাণে, এর অন্ধকার হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়ে। কিছু পাপী (অন্যায়কারী) তাদের পাপের (অন্যায়) জন্য প্রশংসা চাইতে, অহংকার প্রকাশ করে এবং এটি সম্পর্কে গর্ব করতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, একজন বলেন, "আপনি কি দেখেননি যে আমি কীভাবে তাকে ধ্বংস করেছি? একজন বিতর্ককারী বা তর্কবিতর্ক বলেন, "আপনি কি দেখেছেন কিভাবে আমি আমার প্রতিপক্ষকে অপমান করেছি? আমি তার দোষ প্রকাশ করে তাকে লজ্জায় ফেলেছি। ভিড় দর্শকদের সামনে তাকে অপমানিত করা হয়েছিল। তারপর আমি তাকে বিতর্কে এমনভাবে প্রতারিত করি যে তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। একজন ব্যবসায়ী বলেন, "আমি তাকে জাল নোট দিয়ে বোকা বানিয়েছি এবং তার বড় ক্ষতি হয়েছে। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক যে তিনি বোকা বানিয়েছেন এবং ক্ষতিও সহ্য করেছেন। এগুলো এবং তাদের মতো কথাবার্তা ছোটখাটো পাপকেও বড় পাপে রূপান্তরিত করে। পাপ ধ্বংসাত্মক। যদি কেউ এতে লিপ্ত হয়, শয়তানের দ্বারা প্রভাবিত হয়, যে শেষ পর্যন্ত কাউকে পাপ ও অন্যায় করতে বাধ্য করে, তবে এটি দুঃখ এবং অনুশোচনার জায়গা, সুখের [এবং অহংকার] নয়। আপনি কি এমন কাউকে দেখেছেন যিনি শত্রুর পরাধীন হওয়াকে নিজের মহত্ত্ব বলে মনে করেন এবং নিজের পরাজয়ের জন্য গর্ব করেন? উপরন্তু, একজন বিবেকবান মানুষ কি এই ধরনের [মন্দ] কাজ করার পরে সুখী হতে পারে যা প্রিয় (ঈশ্বরকে) অসুখী করে? এই ধরনের ব্যক্তির উপমা এমন একজন রোগীর মতো, যিনি ওষুধের বোতল ভেঙে গেলে খুশি হন। এই ধরনের রোগী কি ওষুধ ছাড়াই পুনরুদ্ধারের প্রার্থী?

চতুর্থ কারণ – *ঐশ্বরিক আদেশ থেকে সমর্থন গ্রহণ করা:* আরেকটি কারণ যা একটি ছোটখাটো পাপকে বড় করে তোলে তা হ'ল ঈশ্বরের পর্দা [একজনের পাপ এবং অন্যায়ের একজনকে প্রকাশ্যে অপমানিত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য] সমর্থন [বা সুবিধা] গ্রহণ করা, সহনশীলতা এবং শিথিল লিশ এবং এটি না জানা যে [ঈশ্বরের শিথিল লিশের সুবিধা গ্রহণ করা] [ভুলভাবে এটিকে পাপ করার জন্য উত্সাহ হিসাবে গ্রহণ করে] ঐশ্বরিক অসন্তুষ্টির কারণ। যদি কেউ মনে করে যে কারও পাপ বা অন্যায় ঐশ্বরিক প্রভিডেন্স এবং করুণার প্রতীক, তবে এটি একজনের অজ্ঞতা, অহংকার প্রকাশের জন্য সঠিক স্থান [এবং সময়] সম্পর্কে অসচেতনতা এবং ঈশ্বরের মুঠোয় [এবং পৌঁছনো] সম্পর্কে সাহসের সাথে নির্ভীক হওয়ার সমতুল্য। এই ধরনের লোকদের মেজাজের দৃষ্টান্তটি নিম্নলিখিত আয়াতে প্রকাশ করা হয়েছে:

وَيَقُولُونَ فِىٓ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ

আর তারা অন্তরে বলে, 'কেন তিনি আমাদেরকে এই কথা বলার জন্য শাস্তি দেন না? (কুরআন, অধ্যায় 58, আয়াত ৪) [এই ধরনের লোকেরা মনে করে যে, যেহেতু কারও অন্যায় ও পাপের জন্য

ঈশ্বরের শাস্তি তাৎক্ষণিক এবং তাৎক্ষণিক হয় না, তাই এটি প্রমাণ করে যে তারা যাই করুক না কেন তাদের সাথে খারাপ কিছু ঘটবে না। তারা এটিকে একটি উত্সাহ এবং লাইসেন্স হিসাবে গ্রহণ করে যতক্ষণ না তারা শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে না যায়, এই পৃথিবীতে এবং পরকালে উভয়ই]

পঞ্চম কারণ – পাপের প্রকাশ এবং ঘোষণা: একটি ছোটখাটো পাপ বড় হওয়ার একটি কারণ হল যে একজন পাপ করে এবং লোকদের বলে যে তিনি কী করেছেন বা এমন জায়গায় করছেন যেখানে লোকেরা দেখছে। যে ব্যক্তি তা করে, আল্লাহ তার পাপের উপর যে পর্দা রেখেছেন তা ছিঁড়ে ফেলতে চায় এবং লোকদের [একই বা অনুরূপ] পাপ করার জন্য প্ররোচিত করতে চায়, যাদেরকে এটি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে বা কেউ তাদের উপস্থিতিতে সেই পাপ করেছে। এ ক্ষেত্রে আগে থেকে একটা পাপ ছিল এবং আরও দুটো পাপ হয়ে গেল, তাই এই পাপ বড় পাপে পরিণত হবে। যদি কেউ মানুষকে প্রকাশ ও প্রকাশ করার পাশাপাশি একই গুনাহ (বা মন্দ কাজ) করতে প্ররোচিত করে, তবে তা হবে চতুর্থ গুনাহ এবং এটি অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে উঠবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

كُلُّ النَّاسِ مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ يَبِيتُ أَحَدُهُمْ عَلَى ذَنْبٍ قَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ
فَيُصْبِحُ فَيَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ وَيَتَحَدَّثُ بِذَنْبِهِ

"যারা তাদের গুনাহ প্রকাশ করে ঘুরে বেড়াবে তারা ব্যতীত সকল মানুষকে ক্ষমা করা হবে। একজন ব্যক্তি পাপ করার পর বিছানায় শুয়ে পড়ে এবং আল্লাহ সেই পাপকে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু যখন ভোর হয়, তখন ঈশ্বর যে পাপ গোপন করেছেন তা প্রকাশ করে এবং লোকদের তা সম্পর্কে বলেন। (বর্ণনা করেছেন *আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত* সহীহ বুখারী *ও* সহীহ মুসলিম *হাদীস* সংকলন।

আল্লাহর ঐশ্বরিক গুণাবলী ও অনুগ্রহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণ হলো, তিনি [মানুষের মধ্যে] ভাল গুণাবলী প্রকাশ করেন এবং মন্দ কাজগুলি গোপন করেন এবং কারও গোপন কথা প্রকাশ করেন না। যে ব্যক্তি নিজের দোষ [এবং পাপ] উন্মোচন করে সে এমন ব্যক্তির মতো যে এই ঐশ্বরিক নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয় এবং অনুশীলনে এই ঐশ্বরিক গুণকে প্রত্যাখ্যান করে [নিজের কর্মের মাধ্যমে]। একজন জ্ঞানবাদী বলেছিলেন, "প্রথমত, একজন বান্দার পাপও করা উচিত নয়, কিন্তু যদি কেউ পাপ করে তবে অন্যকে রাজি করানো উচিত নয়, অন্যথায়, সে দুটি পাপ করবে"। এটি মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য যে তারা একে অপরকে মন্দ কাজ করতে প্ররোচিত করে। কুরআন বলে,

ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ

"মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী, কেউ কেউ পরস্পরকে অসৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং একে অপরকে সৎকর্ম থেকে বিরত রাখে। (কুরআন, 9 অধ্যায়, 67 আয়াত)

ষষ্ঠ কারণ – একজন নেতা বা একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি পাপ করছেন: কিছু পাপ বড় হয়ে ওঠে কারণ সেগুলো এমন কারও দ্বারা সংঘটিত হয়েছে যাকে লোকেরা ধর্মীয় আইনি বিষয়ে অনুসরণ করে, কারণ লোকেরা যা করে তা অনুসরণ করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ধার্মিক পণ্ডিত রেশম পরিধান করে, বা সোনার [ধাতুপট্টাবৃত] গাড়িতে চড়ে, রাজাদের [বা সরকারী কর্মকর্তা বা রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী লোকদের] কাছ থেকে সন্দেহজনক সম্পদ গ্রহণ করে বা তাদের অন্যায়গুলি উপলব্ধি না করে তাদের সহায়তা করে এবং কেবল মর্যাদার জন্য জ্ঞানে লিপ্ত হয়। এই ধরনের পাপ যা সরল মনের লোকেরা তাদের অনুসরণ করে। এই ধরনের আলেমরা একদিন মারা যাবেন কিন্তু তাদের মন্দতা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে [এমনকি তারা চলে যাওয়ার পরেও]। যে ব্যক্তির পাপ একজনের সাথে কবর দেওয়া হয় সে কতটা ভাগ্যবান? [ধর্মীয়] পণ্ডিতদের (বা নেতা বা প্রবণতা নির্ধারকদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়টি বিপজ্জনক কারণ তাদের দুর্দান্ত দায়িত্ব রয়েছে। যখন তারা সৎকর্ম করে (বা মানুষের মধ্যে সৎকর্ম স্থাপন করে), তখন যদি কেউ তাদের অনুসরণ করে তবে তাদের ঐশ্বরিক সওয়াব বৃদ্ধি পায়। যদি কোন পণ্ডিত পার্থিব জাকজমক ও জাকজমক্য পরিত্যাগ করে তাতে বিরক্ত থাকেন, কেবল প্রয়োজনীয় জিনিসেই সন্তুষ্ট থাকেন, অসীম ঐশ্বরিক শক্তির উপর নির্ভর করেন, নিজের জন্য পুরাতন পোশাক পছন্দ করেন এবং লোকেরা ভাল অভ্যাসে একজনকে অনুসরণ করেন, তবে সে কেবল নিজের [সৎকর্ম] এর জন্য ঐশ্বরিক পারিশ্রমিক পাবে না, তবে যারা [এইরূপ সৎকর্মে] তার অনুসরণ করে। তাদের প্রতিদানও দেয়া হবে (অনুসারীদের জন্য ঐশ্বরিক প্রতিদান থেকে কিছুই হ্রাস না করে)। যদি কেউ পার্থিব জাকজমক ও জাকজমকের দিকে ঝুঁকে থাকে, তাহলে যারা [পার্থিব ও সামাজিক] পদমর্যাদায় নিকৃষ্ট তারা এতে একজনের অনুরূপ হওয়ার চেষ্টা করবে, কিন্তু তাদের আর্থিক অবস্থার কারণে তারা তাতে সফল হতে পারবে না। তারা রাজার (বা রাজনৈতিকভাবে বা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের) সেবা করতে এবং তাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য অবৈধ উৎস থেকে সম্পদ অর্জন করতে বাধ্য হবে। এইভাবে, একজনকেই তাদের সমস্ত কর্মের জন্য [মন্দ বা ক্ষতিকারক প্রবণতায় অনুসারীদের] মূল কারণ হিসাবে ঘোষণা করা হবে। উভয় রাজ্যেই, যেমন একজন পণ্ডিত [বা নেতা বা প্রবণতা নির্ধারক] হওয়ার সুবিধা রয়েছে, তেমনি ক্ষতিও রয়েছে এবং এই উভয়ের দৃশ্যমান প্রভাব রয়েছে।

কীভাবে হৃদয় থেকে পাপের অন্ধকার দূর হয়? পাপের অন্ধকার (অন্যায় করা) দুটি জিনিস থেকে দূর হয়: প্রথমটি অনুশোচনা ও লজ্জার আগুন; এবং দ্বিতীয়ত আধ্যাত্মিক সংগ্রামের তীব্রতা [ভবিষ্যতে অন্যায় পরিত্যাগ করার]। [এই দুটোই তওবা করতে বাধ্য হয়]। অনুতপ্তির অনেক মাত্রা রয়েছে। তাদের প্রাথমিক ডিগ্রিগুলিও সুবিধায় পরিপূর্ণ। পরবর্তী ডিগ্রিগুলি

শ্রেষ্ঠত্বের একটি উচ্চতর স্তরে রয়েছে। সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুস্তারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'একজন বান্দা (মানুষ) প্রত্যেক অবস্থায় তার পালনকর্তার প্রয়োজন। ভাল বা মন্দ যাই হোক না কেন, প্রতিটি অবস্থায় ঈশ্বরের দিকে ফিরে আসা ভাল। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ পাপ করে থাকে তবে তাকে প্রার্থনা করা উচিত, 'হে আল্লাহ! দয়া করে আমার পাপের উপর একটি পর্দা রাখুন। যখন কোন ব্যক্তি পাপ শেষ করে দেয় তখন তাকে প্রার্থনা করা উচিত, 'হে আল্লাহ! আমার অন্যায় ক্ষমা করে দাও'। তওবা করার পর দোয়া করতে হবে, 'আমাকে আবার পাপ করা থেকে রক্ষা কর'। যদি কেউ ভালো কিছু করে, তবে তার দোয়া করা উচিত, 'হে আল্লাহ! আমার এই কাজটি গ্রহণ করুন'। কেউ একজন তাকে জিজ্ঞেস করল, "কোন অনুতাপ পাপ ক্ষমা করে দেয়? তিনি বললেন, তওবা হলো তওবা (আল্লাহর কাছে) তারপর তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন, তারপর তা হচ্ছে তওবা হলো। তওবা বলতে শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মকে বোঝায়, ঈশ্বরের কাছে প্রত্যাবর্তন হৃদয়ের ক্রিয়াকে বোঝায়, এবং ঈশ্বরের কাছে অনুতপ্ত হওয়া হ'ল সৃষ্টির প্রতি অজ্ঞ হওয়া এবং ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণরূপে মনোযোগী হওয়া এবং যে পাপের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয় তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, উপরন্তু, ঐশ্বরিক আশীর্বাদ প্রত্যাখ্যান এবং ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা ত্যাগ করার মতো দোষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা। আশা করা যায় যে, এরপর যে ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং সে বিশ্বজগতের পালনকর্তার কাছে আশ্রয় পাবে। তওবা করার পরেও পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায় হল একাকীত্ব, তারপর অধ্যবসায়, তারপর জ্ঞানের অন্বেষণ, তারপর ধ্যান, তারপর [ঈশ্বরের কাছে] প্রার্থনা, তারপর আরোহণ [ঐশ্বরিক উপস্থিতিতে], তারপর [ঐশ্বরিকতার সাথে] সম্প্রীতি, তারপর গোপন আলাপ। কিন্তু এই সমস্ত অবস্থা সেই দাসের হৃদয়ে অবতরণ করে যার জীবিকা [ঐশ্বরিক] জ্ঞান, রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে ঐশ্বরিক স্মরণ, নির্ভরতা হচ্ছে ঐশ্বরিক অনুমোদন, সঙ্গী হচ্ছে [ঈশ্বরের উপর] ভরসা- এই ধরনের হৃদয়ের উপর, ঈশ্বর তাঁর বিশেষ মনোযোগ রাখেন এবং তাকে সিংহাসনে তুলে নেন যেখানে এটি ঐশ্বরিক সিংহাসনের বাহকদের মধ্যে স্থান পায়। কেউ একজন তাকে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল:

اَلتَّائِبُ حَبِيْبُ اللهِ

"অনুতপ্ত ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রিয়"।

তিনি উত্তর দিলেন, "একজন অনুতপ্ত ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রিয় হবে যখন একজনের মধ্যে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যাবে:

ٱلتَّٰٓئِبُونَ ٱلۡعَٰبِدُونَ ٱلۡحَٰمِدُونَ ٱلسَّٰٓئِحُونَ
ٱلرَّٰكِعُونَ ٱلسَّٰجِدُونَ ٱلۡأٓمِرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ
وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡحَٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ

তারাই তওবা করে, আল্লাহর ইবাদত করে, আল্লাহর প্রশংসা করে, রোজা করে, আল্লাহর সামনে সেজদা করে, সেজদা করে, মানুষকে সৎকর্ম ও মহৎ কাজের উপদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর সীমা রক্ষা করে। (কুরআন, 9 অধ্যায়, 112 আয়াত)

একজনকে "প্রিয়তম" বলা হয় যখন কেউ প্রিয়জনের প্রতি এতটাই বাধ্য হয় যে যিনি ভালবাসেন তার অপছন্দের কাছাকাছিও আসেন না। এই ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য হলো, অনুতাপের দু'টি উপকারিতা রয়েছে: প্রথম উপকার হলো, পাপ মুছে ফেলা হয় এবং একটি এমন হয়ে যায় যেন সে কখনও পাপ করেনি; দ্বিতীয় সুবিধা হ'ল ব্যক্তি ঐশ্বরিক সান্নিধ্যের ডিগ্রি অর্জন করে যে সে [ঈশ্বরের] প্রিয় হয়ে ওঠে। অতঃপর পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও প্রায়শ্চিত্তের বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে - কিছু পাপ এমনভাবে মুছে ফেলা হয় যেন তাদের কখনও অস্তিত্ব ছিল না, কিছু পাপ অনুতাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে হ্রাস পায়, তবে পাপ নির্মূলের ক্ষেত্রেও এটি একই প্রভাব ফেলে।

জাফর সাদিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ তাআলা আরও চারটি বিষয়ে চারটি বিষয় গোপন করেছেন- আনুগত্যের প্রীতি, এজন্য আনুগত্যের একটি ছোটখাটো কাজকেও তুচ্ছ মনে করবেন না, সম্ভবত এর মধ্যে আল্লাহর অনুমোদন লুকিয়ে আছে। পাপের উপর [ঐশ্বরিক] ক্রোধ, তাই একটি ছোটখাটো পাপকেও তুচ্ছ বলে মনে করবেন না, এটি সম্ভব, খুব পাপই ঐশ্বরিক ক্রোধের কারণ; [ঈশ্বরের] বান্দাদের মধ্যে জ্ঞান, তাই কোনও বান্দাকে (মানুষকে) তুচ্ছ (নীচু বা তুচ্ছ) হিসাবে বিবেচনা করবেন না, এটি সম্ভব যে [যাকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে] ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ হতে পারে; আল্লাহর কাছে দোয়া কবুল করা, তাই তোমরা কোন উপক্রমে আল্লাহর কাছে দোয়া (প্রার্থনা) ছেড়ে দিও না, তাতে (আল্লাহর) গ্রহণযোগ্যতা থাকতে পারে।

অনুতাপের ঔষধ এবং পাপের উপর জেদ নিরাময়ের পদ্ধতি

এটা জানা দরকার যে, মানুষ দুই প্রকার: একটি হলো, যে যুবক, যার অশুভের প্রতি কোন ঝোঁক নেই, যে সৎ ও মহৎ উদ্যোগে বেড়ে উঠেছে এবং মন্দ থেকে দূরে থাকা তার মেজাজের (স্বভাব বা অন্তরের গঠন) মধ্যে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنَ الشَّابِّ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ

"তোমার পালনকর্তা সেই যুবককে দেখে বিস্ময়বোধ করছেন, যে অশুভ শক্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে না। কিন্তু এ ধরনের মানুষ বিরল। (বর্ণনা করেছেন *হাদীস* সংকলন *মুসনাদ আহমদ* ও *তাবারানী* উতবা ইবনে আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে রয়েছে সেই লোকদের যারা পাপ করে। তারা আরও দুই ভাগে বিভক্ত: যারা তওবা করে এবং যারা পাপের উপর জোর দেয়। আমি এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করতে চাই, পাপের উপর জোর দেওয়ার প্রতিকার এবং এই রোগ নির্মূল করতে এবং পুনরুদ্ধারে কোন ঔষধ কার্যকর।

এটি স্পষ্টভাবে জানা উচিত যে অনুতাপ পুনরুদ্ধার এবং এই পুনরুদ্ধার একটি ওষুধের মাধ্যমে অর্জন করা হয়। ঔষধের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য, রোগ সম্পর্কে সচেতন হওয়া জরুরি। ঔষধ মানে রোগের অস্তিত্বের কারণগুলির বিরুদ্ধে যাওয়া। যদি কেউ কোনও নির্দিষ্ট রোগ নিরাময় করতে চায়, তবে সেই রোগটি যে কারণে উত্পন্ন হয়েছিল তা নির্মূল করা উচিত। উপরন্তু, এটিও একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে সবকিছু তার বিপরীত দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। যদি এই নীতির আলোকে দেখা যায়, তবে পাপের উপর জোর দেওয়ার কারণ হল অবহেলা (অবহেলা) এবং কামনা। অবহেলার বিপরীত হল জ্ঞান এবং কামনার বিপরীত হ'ল একজন মানুষ [আবেগ এবং] কামনাকে প্ররোচিত করে এমন কারণগুলির প্রতি ধৈর্য ধারণ করে। অবহেলা (বা অবহেলা) পাপের মূল। অবহেলা নিরাময়ের জন্য যে ঔষধ প্রস্তুত করা হবে তাতে জ্ঞানের মাধুর্যের উপাদান থাকবে এবং ধৈর্যের তিক্ততা মিশ্রিত হবে।

ধর্মীয় পণ্ডিতদের দায়িত্ব: যখন একজন ব্যক্তি পাপ করে [উপলব্ধি করে বা জানেন] যে কেউ পাপ করেছে, তখন একজন আলেমের (একজন আধ্যাত্মিক শিক্ষক যিনি অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক রোগ এবং মানবতাকে পীড়িত করে এমন রোগ সম্পর্কে জ্ঞানী) হাতে নিরাময় করা প্রয়োজন। যদি কেউ নিজের রোগ চিনতে না পারে, তবে একজন পণ্ডিতকে এটি নির্ণয় করা উচিত। এটি ঘটানোর উপায় হ'ল একজন আলেমকে একটি দেশ, শহর, পাড়া, *মসজিদ* (ঈশ্বরের উপাসনা ও মহিমা করার একটি স্থান যেখানে লোকেরা ঈশ্বরের সাথে সংযোগ এবং সম্পর্কের সন্ধানে যায়) বা লোকদের একটি দলের জন্য দায়বদ্ধ করা এবং তাদের ঈশ্বরের পথ

(*দ্বীন)* সম্পর্কে শিক্ষিত করা, তাদের এমন বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করা যা তাদের জন্য ক্ষতিকারক। তাদেরকে এমন বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত করো যা তাদের জন্য উপকারী, সা'*দাত (*অনন্ত সুখ ও অন্তহীন সফলতা) এবং *শাকাওয়াহ* (অনন্ত অভিশাপ ও সম্পূর্ণ ব্যর্থতা) এর দিকে পরিচালিত কারণগুলো সম্পর্কে তাদেরকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা কর। একজন আলেমের উচিত লোকেদের নির্দেশনা দেওয়ার আগে জিজ্ঞাসা করার জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয়, পরিবর্তে, একজন পণ্ডিতের উচিত লোকদের একজনের কাছে আসার আহ্বান জানানো এবং তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করা উচিত কারণ পণ্ডিতরা [এবং আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক] নবীদের উত্তরাধিকারী। হেদায়েত ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বদা [সত্য] নবীগণের পথ ছিল নিজেদের চারপাশে ঘুরে বেড়ানো, মানুষকে আহবান করা, প্রতিটি ঘরে যাওয়া এবং তাদের সত্যের পথের প্রতি আহ্বান জানানো এবং প্রত্যেককে ঈশ্বরের (দ্বীন) পথ সম্পর্কে উপদেশ দেওয়ার জন্য খুঁজে বের করা। সাধারণত, মানুষ তাদের হৃদয়ের রোগগুলির সাথে পরিচিত নয়, তাই আলেমদের উচিত নিজেরাই উদ্যোগ নেওয়া এবং তাদের পথ দেখানো। বাইরের [শারীরিক] রোগ সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে, কেউ নিজেই চিকিত্সকের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, উদাহরণস্বরূপ, যদি কারও ভিটিলিগো (একটি ত্বকের রোগ যা রঙ্গহীন ত্বকের প্যাচ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়) বা কারও মুখে চিহ্ন থাকে তবে আয়নায় তাকিয়ে কেউ নিজের রোগের অবস্থা জানতে পারে। তবে সবার কাছে আয়না থাকে না এবং অন্য কেউ এটি সম্পর্কে না বলা পর্যন্ত কেউ তার অসুস্থতা সম্পর্কে জানতে পারবে না। এটি সকল আলেমদের উপর ব্যক্তিগতভাবে *ফরজ (ফরদ আল-আইন)* [সক্রিয়ভাবে মানুষকে তাদের আধ্যাত্মিক রোগ থেকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা ও পথপ্রদর্শন করা]। মানুষ অজ্ঞ হয়ে জন্মগ্রহণ করে, তাই ঐশ্বরিক পথের (দ্বীন) নীতি ও বিবরণ সম্পর্কিত বিষয়ে মানুষের কাছে পৌঁছানো অপরিহার্য। পৃথিবী অসুস্থদের আবাসস্থলের মতো- যে পৃথিবীর নিচে আছে সে মৃত এবং যে এর পৃষ্ঠে আছে সে অসুস্থ। শরীরের রোগের চেয়ে হৃৎপিণ্ডের রোগ বেশি, তাই এই দুনিয়ার হাসপাতালে আধ্যাত্মিক রোগের রোগীদের শারীরিক রোগের চেয়ে বেশি। পণ্ডিতরা [এবং আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকরা] এই হাসপাতালের ডাক্তার এবং সরকারি কর্মকর্তারা হলেন এর সংগঠক [এবং তত্ত্বাবধায়ক]। যদি কোনো রোগী তার চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ না করে এবং [চিকিৎসকের দ্বারা] নির্ধারিত ওষুধ গ্রহণ না করে, তবে [এই রোগীকে] সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা উচিত যাতে তারা অন্য লোককে তাদের [সংক্রামক] অসুস্থতা থেকে রক্ষা করে। ঠিক যেমন একজন রোগী প্রতিরোধ মেনে চলা না হয় পাগল হয়ে যায় বা কারারক্ষীর হাতে তুলে দেয় যাতে তারা একজনকে কারাগারে বন্দী করতে পারে এবং নিজেকে এবং অন্যকে তাদের [সংক্রামক] অসুস্থতা থেকে রক্ষা করতে পারে।

হার্টের রোগ কেন বেশি? শারীরিক রোগের তুলনায় হার্টের রোগ বেশি বেশি। এর তিনটি কারণ রয়েছে: প্রথম কারণ হ'ল একজন রোগী জানেন না যে তিনি কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। দ্বিতীয় কারণ হলো, এর (হৃৎপিণ্ডের রোগ) এর পরিণতি [সাধারণভাবে] এই পৃথিবীতে দৃশ্যমান হয় না, যখন শারীরিক রোগের পরিণতি এই পৃথিবীতে দৃশ্যমান হয়, [কখনও কখনও] মৃত্যুর

কারণ হয়। অতএব, মানুষ শারীরিক রোগকে ভয় পায় কারণ তারা জানে যে যদি তারা নিজেরাই সুস্থ না হয় তবে মৃত্যু তাদের পৃথিবী থেকে অদৃশ্য করে দেবে। হৃৎপিণ্ডের পাপের (রোগ) পরিণতি হ'ল হৃৎপিণ্ডের মৃত্যু। তবে দুনিয়ায় (পার্থিব জীবনে) এ সম্পর্কে কেউ জানে না, তাই পাপের বিরুদ্ধে ঘৃণা কম। যদিও মানুষ জানে যে কেউ পাপ করেছে, তবুও সে তার পাপকে খুব বেশি গুরুত্ব দেয় না এবং অনুতাপ ও ক্ষমা চাওয়ার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে। যাইহোক, কেউ শারীরিক রোগের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে না, পরিবর্তে, একজন একজন ডাক্তার থেকে অন্য ডাক্তারের কাছে ছুটে বেড়ায়। তৃতীয় কারণটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ভিত্তিমূলক, বরং এটি নিজেই একটি দুরারোগ্য রোগ এবং এটি হ'ল হৃদয়ের চিকিত্সকদের [প্রায়] অস্তিত্বহীন। এই রোগে যাদের সংস্পর্শে আনা যেতে পারে তারা হলেন ধর্মীয় পণ্ডিতরা, তবে তারা নিজেরাই আজকাল সবচেয়ে খারাপ [আধ্যাত্মিক] রোগে আক্রান্ত হন [কারণ তাদের নিজেরাই আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা এবং আধ্যাত্মিক অসুস্থতা নিরাময়ে সহায়তা করার জন্য দক্ষতার অভাব রয়েছে]। যখন তারা নিজেরাই নিরাময় করতে অক্ষম তখন তারা কীভাবে অন্যকে নিরাময় করতে পারে? এই [আধ্যাত্মিক] রোগগুলি [হৃদয়ের] ব্যাপক এবং খুব কমই কেউ তাদের থেকে রক্ষা পায়, তাই আলেমদের এই দোষ স্পষ্ট হয় না এবং তারা (পণ্ডিতগণ) সৃষ্টিকে [আধ্যাত্মিক পথ থেকে] নিরুৎসাহিত করে এবং তাদের এমন ধরণের জিনিস বলে দেয় যা এই রোগকে বাড়িয়ে তোলে। এই রোগগুলির মধ্যে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক হল জগতের প্রতি ভালবাসা (জাগতিকতা) এবং যা ঈশ্বরের (দ্বীন) পথের চিকিত্সকদের প্রাধান্য দেয়। এই কারণেই তারা অন্যদের নিরাময়ের পরামর্শ দেয়, কিন্তু নিজেরাই এই রোগে লিপ্ত হয়ে পড়েছে এবং এটি এত ব্যাপক হয়ে উঠেছে, বরং এটি মহামারির অনুপাত ধরে নিচ্ছে।

ডাক্তারদের অভাব [আধ্যাত্মিক রোগের] কারণে সৃষ্টিগুলো ধ্বংসের অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। যাদের ডাক্তার ও নিরাময়কারী হওয়া উচিত তারা সরল মনের সৃষ্টিকে লুট করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছেন এবং বিভিন্ন উপায়ে তাদের বিভ্রান্ত করছেন। যদি তারা তাদের কল্যাণ করতে না পারে তবে তাদের প্রতি অসৎ হওয়া উচিত নয়, যদি তারা সংস্কার আনতে না পারে তবে অন্তত তাদের খারাপ করা উচিত নয়। বরং তাদের জন্য চুপ করে থাকা উত্তম, কারণ যখনই তারা মুখ খোলে, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আরও বেশি সংখ্যক লোক তাদের কাছে আসা এবং সেই লক্ষ্য কেবল তখনই অর্জন করা যায় যখন তারা মানুষকে ক্ষমার মিথ্যা আশা দেয়, আল্লাহর (রিজা) প্রতি আশার কারণকে প্রাধান্য দেয়, ঐশ্বরিক রহমতের যুক্তি উল্লেখ করে। এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সেই ঐসব ঐতিহ্যের উল্লেখ এড়িয়ে চলুন যেখানে লোকেরা ঈশ্বরের ক্রোধের কথা উল্লেখ করে ঐশ্বরিক শাস্তিকে ভয় পেয়েছে। এই ধরনের উপদেশ থেকে মানুষ অনেক তৃপ্তি পান এবং এই জিনিসগুলি তাদের কানে মিষ্টি ঢেলে দেয় এবং হৃদয়ে সম্পদ প্রদান করে। লোকেরা যখন এই তথাকথিত "পণ্ডিতদের" সমাবেশ থেকে ফিরে আসে, তখন পাপ করার জন্য তাদের ধৃষ্টতা আরও কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং ঈশ্বরের উদারতার উপর তাদের নির্ভরতা আরও কিছুটা বৃদ্ধি পায়। এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে একজন ডাক্তার যদি অজ্ঞ এবং অসৎ হন তবে

তিনি তার রোগীকে এমন একটি মারাত্মক ওষুধ দেন যা রোগীকে স্বাস্থ্য দেওয়ার পরিবর্তে মৃত্যুর চোয়ালের দিকে ঠেলে দেয়। কারণ, একজন রোগীকে প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয় না এবং সেই ওষুধটি যেভাবে দেওয়া উচিত (প্রয়োগ করা উচিত) সেভাবে দেওয়া হয় না।

পাপের কারণগুলির নিরাময়: এখন এখানে পাপের কারণগুলির (মন্দ এবং অন্যায়) প্রতিকার ব্যাখ্যা করা হবে। "পাপের শাস্তি তাৎক্ষণিক নয় এবং কারও কাছে দৃশ্যমান হয় না" এর প্রথম কারণের প্রতিকার হ'ল এটি ভাবা যে ভবিষ্যতে যা ঘটতে চলেছে তা ঘটবে [যদিও এটি বিলম্বিত হয় এবং পার্থিব জীবনে দেখা নাও যেতে পারে] এবং সেই দিনটি খুব বেশি দূরে নয়, বরং এটি এমন একজনের খুব কাছাকাছি যার এটি দেখার চোখ রয়েছে। উপরন্তু, মৃত্যু একজন মানুষের এতটাই কাছাকাছি যে জুতোর ফিতা [কেউ পরা জুতোর] মতো। এটা হতে পারে যে কিয়ামতের দিন নিকটবর্তী (কারণ মৃত্যু পরকালের শুরু) এবং কিয়ামতের দিনের যাত্রার সূচনা এবং কয়েক মুহুর্তের পরে ঘটতে পারে। এও ভাবতে হবে যে, মানুষ স্বভাবগতভাবে নিজের ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, কষ্ট সহ্য করে, উদাহরণস্বরূপ, সমুদ্রপথে ভ্রমণ করে (ব্যবসা, বাণিজ্য, শিক্ষা ইত্যাদির জন্য দীর্ঘ, কষ্টসাধ্য ভ্রমণে), এই আশায় মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ায় যে এই ভ্রমণের মাধ্যমে কেউ যে লাভ অর্জন করবে তা ভবিষ্যত জীবনে একজনকে সাহায্য করবে। শুধু তাই নয়, যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং কোনো চিকিৎসক যিনি বিশ্বাসী নন, তাকে জানান যে ঠান্ডা পানি তার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং এমনকি মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে আসে, যদিও ঠান্ডা জল একজনের জন্য খুব প্রশান্তিদায়ক, তবে সে তা স্পর্শও করে না। এটা বিবেচনা করা উচিত যে একজন অবিশ্বাসীর পরামর্শে একজন পার্থিব আনন্দ (তৃষ্ণা নিবারণ করার জন্য ঠান্ডা জল পান করার) পরিত্যাগ করে। এটি ভাল হতে পারে যে চিকিত্সক ভাল তবে চিকিত্সকের সর্বদা সঠিক হওয়ার জন্য চিকিত্সা দক্ষতার স্তর রয়েছে এমন কোনও প্রতিষ্ঠিত অলৌকিক ঘটনা নেই। অন্যদিকে, [ঈশ্বরের] সত্যবাদীদের সত্যতা সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত অলৌকিক ঘটনা রয়েছে। একজনের মনে করা উচিত যে কেউ একজন কাফেরকে বিশ্বাস করতে পারে কিন্তু কোন [সত্য] নবীকে বিশ্বাস করতে পারে না কারণ তারা [মানবজাতির উন্নতির জন্য ঐশ্বরিক হেদায়েতের পরিপ্রেক্ষিতে] নিয়ে এসেছে।

দ্বিতীয় কারণটিও একইভাবে নিরাময় করা যেতে পারে। পাপের সুখভোগের উপর জোরালোর আধিপত্য থাকলে ইচ্ছাকৃতভাবে তা পরিত্যাগ করা উচিত এবং ভাবতে হবে যে, পার্থিব জীবনের সুখ যদি কয়েক দিনের জন্য পরিত্যাগ করতে না পারে, তাহলে চিরস্থায়ী অনন্ত জীবনের সুখ ত্যাগ করা যায় কীভাবে? যদি কেউ কয়েক দিনের মূল্যবান এই জীবনে [পাপের আনন্দ এড়িয়ে চলার] যন্ত্রণা সহ্য করতে না পারে এবং এই সামান্য কষ্ট নিয়ে ধৈর্য ধারণ করতে না পারে, তাহলে জাহান্নামের যন্ত্রণা সহ্য করা যায় কীভাবে? উপরন্তু, যখন কেউ অপ্রীতিকর পরিণতিতে পরিপূর্ণ

পার্থিব নেয়ামত [এবং সুখ] নিয়ে ধৈর্য ধারণ করতে পারে না, তখন কীভাবে একজন আখেরাতের বিশুদ্ধ ও নির্মল নেয়ামত নিয়ে ধৈর্য ধারণ করতে পারে?

তৃতীয় কারণের নিরাময় সম্পর্কে, অর্থাৎ অনুতাপ গ্রহণের আশায় অনুতপ্ত হওয়ায় (পরে কেউ পুরোপুরি পাপ ভোগ করে এবং জীবনে বৃদ্ধ বা বার্ধক্যে পৌঁছানোর পরে), একজনের মনে করা উচিত যে জাহান্নামের অধিবাসীদের চিৎকারের মূল কারণ হবে [অনুতাপে] এই বিলম্ব। কারণ তারা পাপ থেকে অনুতপ্ত হতে বিলম্ব করবে যা একজনের মৃত্যুর সাথে শেষ হয় [যেহেতু সমস্ত আয়ু প্রত্যাশা সত্ত্বেও মৃত্যুর সময় অজানা, এবং সমস্ত বয়সের লোকেরা বিভিন্ন কারণে মারা যায়], পরবর্তীতে, অনুতাপের কোনও সুযোগ থাকবে না। এটা সম্ভব যে কেউ অনুতপ্ত হওয়ার আগে মারা যেতে পারে এবং এমনকি যদি কেউ বেঁচে থাকে, তবে কীভাবে একজন জানতে পারে যে সে পাপ ত্যাগ করতে সক্ষম হবে যখন সে এখন তা করতে সক্ষম নয় কারণ আজ বিদ্যমান পাপ পরিত্যাগ না করার কারণটি পরেও থাকতে পারে। এমনও সম্ভব যে ক্রমাগত ভুল কাজ করে অভ্যাসগুলি পরে দৃঢ় হয়ে ওঠে। যিনি অভ্যাস গড়ে তোলেন না, তিনি যদি এটি ছেড়ে দিতে চান তবে তা ছেড়ে দেওয়া সহজ বলে মনে করেন, কিন্তু যদি কোনও স্থায়ী [এবং সুপ্রতিষ্ঠিত] অভ্যাস থাকে, তবে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাকে ছেড়ে দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। একটি প্রিভারিকেটরের উদাহরণ হ'ল এমন কেউ যিনি একটি গাছ অপসারণ করতে চান, তবে গাছটি শক্তিশালী এবং সহজেই অপসারণ করা যায় না এবং পরের বছর এটি করার জন্য এটি করা যায়। একজন ভালো করেই জানে যে, একটি গাছ যতক্ষণই থাকুক না কেন, তার শিকড় প্রসারিত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে সে দুর্বল হয়ে যায়। এর চেয়ে বড় বোকামি আর কী হতে পারে যে কেউ যখন নিজের শারীরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও তুলনামূলকভাবে দুর্বল গাছ অপসারণ করতে সক্ষম হন না, তখন কীভাবে একজন দুর্বল অবস্থায় একটি শক্তিশালী গাছ সরিয়ে ফেলা যায়?

চতুর্থ কারণের প্রতিকার, অর্থাৎ আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহের অপেক্ষায়, এর আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত এমন ব্যক্তির মতো, যে ব্যক্তি তার সমস্ত ধন-সম্পদ দান-খয়রাত করে, নিজের পরিবারকে নিঃস্ব করে দেয় এবং আল্লাহ অদৃশ্য থেকে একজনকে রিযিক দেয় অথবা একটি ধনসম্পদ দান করে, তার জন্য অপেক্ষা করে। [অনুতাপ, প্রায়শ্চিত্ত এবং সংশোধন ছাড়াই] পাপ ক্ষমা পাওয়ার সম্ভাবনা একটি গুপ্তধন খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনার মতো; অথবা এমন ব্যক্তির উপমা এমন ব্যক্তির মতো, যে ব্যক্তি এমন একটি শহরে বসবাস করার সময় নিজের জিনিসপত্র সামনের উঠোনে ফেলে দেয় যেখানে প্রকাশ্য দিবালোকে জিনিসপত্র লুট করা হয়, এবং বলে যে, আল্লাহর উপর ভরসা আছে, যিনি তার মাল লুণ্ঠন থেকে রক্ষা করবেন, যদিও সে নিরাপদ স্থানে রাখতে সক্ষম হয়। এই উদাহরণগুলিতে, চোরদের কাছ থেকে গুপ্তধন খুঁজে পাওয়া বা নিজের পণ্য রক্ষা করা অসম্ভব। যে ব্যক্তি এমন আস্থার (বা ভুল প্রত্যাশা) কারণে

জীবিকা নির্বাহ ছেড়ে দেয় বা অসাবধানতাবশত নিজের পণ্য এভাবে [অনিরাপদ স্থানে] রাখে, সে বড় বোকা। অনুরূপভাবে নিজের গুনাহ ক্ষমা করা সম্ভব, কিন্তু ক্ষমার প্রত্যাশায় গুনাহ করা এবং [সেই প্রত্যাশার কারণে] তওবা না করা চরম অজ্ঞতা।

পঞ্চম কারণের প্রতিকার, অর্থাৎ [আল্লাহর] সত্যবাদীদের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ করা, সেই কারণগুলি যা নবীদের সত্যতা ও সত্যতা প্রমাণ করে। যে মানুষ সন্দেহ পোষণ করছে তাকে বলা হবে, "নবীগণ যাদের কাছে অলৌকিক ঘটনা ছিল যা সত্যের উপর প্রমাণ করেছিল, যারা আমাদের জানিয়েছিল যে আখেরাতের একটি রাজ্য রয়েছে যা এই রাজ্য (জগৎ বা জগত) থেকে আলাদা এবং মৃত্যুর পরে সে সেই রাজ্যের সাথে যুক্ত হয়। এই খবরের সত্যতা সম্পর্কে আপনার কি নিশ্চয়তা আছে নাকি এটি অসম্ভব যে একজন ব্যক্তির পক্ষে একই সময়ে দুটি জায়গায় উপস্থিত থাকা অসম্ভব?" যদি কেউ উত্তর দেয় যে, তিনি অসম্ভব বলে মনে করেন [নবীগণ সত্যের উপর ছিলেন] তবে এমন ব্যক্তির সাথে তর্ক করা অর্থহীন। যদি কেউ বলে যে এ বিষয়ে তার সন্দেহ আছে, তবে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, "যদি কোনও অপরিচিত ব্যক্তি আপনাকে জানায় যে আপনি যখন প্রস্তুত খাবার রেখে আপনার বাড়ি থেকে বের হন, তখন একটি সাপ তার মুখ আপনার খাবারে ঢুকিয়ে তার বিষের সাথে মিশিয়ে দেয়। আপনি যদি এই অপরিচিত ব্যক্তির সত্যতায় বিশ্বাস করেন, তবে আপনি কি এখনও সেই খাবারটি খাবেন বা ছেড়ে দেবেন, যদিও এটি সমস্ত খাবারের মধ্যে সবচেয়ে সুস্বাদু হতে পারে? উত্তরে কেউ বলবেন, 'আমি এমন খাবার খাব না, অপরিচিত লোক মিথ্যা বললেও আমি সাবধানতা অবলম্বন করে খাব না। খুব বেশি, সেই খাবারটি নষ্ট হবে [যদি অপরিচিত ব্যক্তি মিথ্যা বলে]। কিন্তু সেই অপরিচিত ব্যক্তি যদি সত্য বলে থাকে, তাহলে এই খাবার খাওয়া আমার জন্য মারাত্মক হবে। এরপর এমন একজনকে বলা হবে, "আপনি একজন অপরিচিত অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করেন এবং এই সংবাদে বিশ্বাস করে আপনার খাবার ফেলে দেন, যদিও অপরিচিত ব্যক্তির কাছে কোনও যুক্তি বা প্রমাণ নেই, তবে এই সম্ভাবনা রয়েছে যে কেউ হিংসায় এটি বলেছিল বা আপনাকে চিন্তিত করার জন্য এটি বলেছিলেন। অন্যদিকে নবীদের বাণী আছে, যা অলৌকিক ঘটনা দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, সাধু, পণ্ডিত, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে, কিন্তু আপনি নবীদের বাণী গ্রহণ করেন না বা তাদের দ্বারা প্রেরিত সংবাদ গ্রহণ করেন না। জনগণের মধ্যে অজ্ঞরা এই আলোচনার বিষয় নয়, বুদ্ধিমত্তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করে না এবং সওয়াব ও শাস্তি সম্পর্কে নিশ্চিত নয়? এর চেহারা নিয়ে পার্থক্য থাকতে পারে তবে সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষের মধ্যে এর অস্তিত্ব সম্পর্কে সর্বসম্মত ঐকমত্য রয়েছে। যদি তাদের খবর সত্য হয়, তাহলে আপনি এমন এক শাস্তির কাছাকাছি পৌঁছে যেতেন যা চিরকাল থাকবে এবং তারা যদি মিথ্যা বলে থাকে, তবে আপনার কোন বড় ক্ষতি হবে না, আপনার একমাত্র ক্ষতি হচ্ছে যে আপনি দুনিয়ার কিছু সুখ অর্জন করতে পারবেন না। সম্বোধনকারীর যদি সামান্যতম বুদ্ধি থাকে, তবে কেউ তওবা করতে সামান্যতম বিলম্ব করবে না, কারণ পার্থিব জীবন যত দীর্ঘ হোক না কেন, এটি অনন্ত জীবনের সমতুল্য হতে পারে না। যদি আমরা ধরে নিই যে পৃথিবী শস্যে

পরিপূর্ণ এবং একটি পাখি এক মিলিয়ন বছর পরে একটি শস্য চুরি করে এবং এক মিলিয়ন বছর পরে অন্য শস্য চুরি করে [এবং এভাবে চলতে থাকে], তবে সেক্ষেত্রেও সমস্ত শস্য শেষ হয়ে যাবে [একদিন] কিন্তু অনন্ত জীবনে কোনও হ্রাস হবে না। সুতরাং বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ব্যক্তি কিভাবে অলসতা দেখাতে পারে অনন্ত জীবনের অনন্ত সুখ ও অনন্ত বিজয় অর্জনে অলসতা দেখাতে পারে, যা কয়েক দিনের মূল্যবান এই (ক্ষণস্থায়ী) জীবনের সুখের সাথে ধৈর্য ধারণ করে? এ কারণেই হযরত আলী (রাঃ) এমন এক ব্যক্তিকে বললেন, যার বুদ্ধি এ ধরনের বিষয়গুলো অনুসন্ধান ও উপলব্ধি করতে অক্ষম ছিল, 'তুমি যদি সত্য বলে থাক (আখেরাত নেই এবং আমাদের সবই আছে) তাহলে তুমি ও আমি উভয়ই উদ্ধার পাব। কিন্তু আমি যদি সত্য কথা বলি (পরকালের অস্তিত্ব এবং অনন্ত সুখ বা অনন্ত অভিশাপের অনন্ত জীবন) তবে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে (আখেরাতে), কিন্তু আমি মুক্তি লাভ করব। তবুও, একজন বুদ্ধিমান মানুষের উচিত যে কোনও পরিস্থিতিতে শান্তি এবং সতর্কতার পথে চলা।

অধ্যায় 12- প্রতিকূলতা, পরীক্ষা এবং ক্লেশের মুখোমুখি ধৈর্যের মাধ্যমে স্থিতিস্থাপকতা, এবং আশীর্বাদ এবং সমস্ত ভাল ব্যক্তির জন্য কৃতজ্ঞতা

উত্থান-পতন একজনের জীবনের অপরিহার্য অংশ। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ট্র্যাজেডি, দুর্ঘটনা, মহামারি, দুর্যোগ, প্রিয়জনদের হারানোর ঘটনা, বৈষয়িক ক্ষতি, জীবনের বিপত্তি ও চ্যালেঞ্জ, অসুস্থতা, দুঃখ, কষ্ট, যুদ্ধ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অশান্তি, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা, হতাশা, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শান্তির অভাব, উদ্বেগ, বিপদ এবং অন্যের দ্বারা সংঘটিত বাড়াবাড়ির উপর ক্ষোভ ইত্যাদি এই পার্থিব অস্তিত্বে মানব অভিজ্ঞতার অনিবার্য অংশ। এই সমস্ত অপ্রীতিকর এবং অস্বস্তিকর পরিস্থিতি প্রতিরোধের জন্য একজনের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দেখা দিতে পারে। যদি কেউ নিজের সর্বোত্তম আচরণে থাকতে সক্ষম হয়, তবে অন্যরা একই কাজ করতে সক্ষম নাও হতে পারে যার ফলে রাগ, দ্বন্দ্ব এবং অন্যান্য বিভিন্ন নেতিবাচক আবেগ এবং অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের মানব অবস্থা দেখা দেয়। এই জাতীয় নেতিবাচকতার কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং তাদের দ্বারা ভাঙা হৃদয়, হতাশ এবং ভেঙে পড়া এবং নেতিবাচক আবেগ, রাগ, দুঃখ, হতাশা এবং হতাশায় জড়িয়ে পড়া সর্বদা সহজ। এই ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির শুরুতে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার একমাত্র হাতিয়ার হ'ল ধৈর্য এবং ধৈর্যশীল অধ্যবসায় অনুশীলন করা। ধৈর্য্যের গুণাবলী অসংখ্য, যার ফলে ব্যক্তিগত এবং সামগ্রিক মানব কল্যাণের জন্য প্রচুর মঙ্গল হয়।

ধৈর্যের আয়না চিত্র হ'ল কৃতজ্ঞতা যা একজনের আশীর্বাদগুলি গণনা করে, এমনকি খাদ্য, বায়ু, শ্বাস-প্রশ্বাস, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি, শান্তি, সুরক্ষা, সুখ, পরার জন্য পোশাক এবং চরম আবহাওয়ার পরিস্থিতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য মাথায় ছাদ থাকা, বন্ধুত্ব, সম্পর্ক, পরিবার এবং নিজের মন, হৃদয় এবং বুদ্ধি অক্ষত থাকা। কৃতজ্ঞতা হ'ল নিজের সমস্ত ভাল জিনিসের জন্য কৃতজ্ঞ এবং কৃতজ্ঞ হওয়া। ধৈর্যের মতো, কৃতজ্ঞতা এবং কৃতজ্ঞতা মানুষের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য প্রচুর

আধ্যাত্মিক সুবিধা প্রদান করে। গাজালির এই অপরিসীম মানবিক গুণাবলী সম্পর্কে তাঁর *মহান রচনা "*ইহ্যা আল-উলুম আদ-দীন*" বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" এর* চতুর্থ খণ্ড বা চতুর্থাংশের দ্বিতীয় বই থেকে এই অপরিসীম মানবিক গুণাবলীর নিপুণ আচরণ এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে [18]:

ঈমানের (ঈমান) দুটি অংশ রয়েছে- অর্ধেক ধৈর্য এবং অর্ধেক কৃতজ্ঞতা (কৃতজ্ঞতা)। এগুলো *ঐশ্বরিক* গুণাবলী থেকে উদ্ভূত দুটি গুণ এবং *ঐশ্বরিক* নাম থেকে দুটি নাম - *সাবুর* (একটি) এবং শাকুর (একজন) ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার বাস্তবতার সাথে অপরিচিত হওয়া মানে বিশ্বাসের উভয় অংশের সাথে অপরিচিত হওয়া এবং ঈশ্বরের দুটি গুণাবলী [বা ঐশ্বরিক গুণাবলী] সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়া। বিশ্বাস ব্যতীত, ঐশ্বরিক নৈকট্য অর্জন করা যায় না, এবং বিশ্বাসের পথ সেই সত্তা না জেনে অতিক্রম করা যায় না যার উপর একজনের বিশ্বাস থাকা দরকার। এটি থেকে জানা যায় যে বিশ্বাসের উভয় অংশের উপর আলোকপাত করা জরুরি - ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা। যেহেতু [ঈমানের এই উভয় অংশ] একত্রে সংহত, তাই উভয়ই একই কিতাবে সাতটি অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হবে।

ধৈর্যের ব্যাখ্যা

ধৈর্যের উৎকর্ষতা: আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের অসংখ্য গুণাবলী ব্যাখ্যা করেছেন। কুরআনে সত্তরটির বেশি জায়গায় ধৈর্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব আয়াতে ধৈর্য্যের জন্য অনেক উচ্চতর [আধ্যাত্মিক] ডিগ্রী ও মঙ্গলভাব আরোপ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ঈশ্বর বলেন:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ

"আর আমি তাদের মধ্য থেকে অনেক নেতা দিয়েছি, যখন তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল এবং আমাদের আদেশে মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছিল। (কুরআন, অধ্যায় 32, আয়াত 24)

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ بِمَا صَبَرُوا۟

"আর তোমার পালনকর্তার উত্তম বাণী (হে মুহাম্মাদ) বনী-ইসরাঈলের অনুগ্রহ তাদের ধৈর্যের কারণে পূর্ণ হয়েছিল। (কুরআন, সপ্তম অধ্যায়, আয়াত 137)

وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا۟ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

"আর যারা ধৈর্য ধারণ করে, আমি অবশ্যই তাদের সৎকর্মের প্রতিদান দেব। (কুরআন, 16 অধ্যায়, 96 আয়াত)

أُو۟لَـٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا۟

"এই লোকেরা তাদের ধৈর্যের কারণে দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে। (কুরআন, অধ্যায় 28, আয়াত 54)

إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّـٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

"ধৈর্যশীলদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত প্রতিদান। (কুরআন, অধ্যায় 39, আয়াত 10)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ধৈর্যের জন্য সীমাহীন ঐশ্বরিক প্রতিদান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সকল সৎকর্মের মধ্যে এটিই (ধৈর্য) যার জন্য আল্লাহর প্রতিদান অসীম। আল্লাহ ধৈর্যশীল লোকদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি তাদের সাথে আছেন [আধ্যাত্মিক সান্নিধ্যের অন্যান্য অর্থের সাথে]:

وَٱصْبِرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ

"এবং ধৈর্য ধরুন। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথেই আছেন যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহ তাদের জন্য পথ খুলে দেন। (কুরআন, অষ্টম অধ্যায়, আয়াত 46)

এক স্থানে ধৈর্যশীলদের জন্য রহমত, বরকত ও হেদায়েতের গুণাবলী একত্রিত হয়েছে। এই তিনটি গুণ একত্রে অন্য কোন উপাসককে আরোপ করা হয়নি:

أُو۟لَـٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ

"তাদের প্রতি রয়েছে তাদের পালনকর্তার সালাম ও রহমত এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত। (কুরআন, দ্বিতীয় অধ্যায়, আয়াত 157)

ধৈর্যের (গুণাবলী ও উৎকৃষ্টতা) সম্পর্কে প্রচুর সংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ঐতিহ্য রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اَلصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيْمَان

"ধৈর্য হচ্ছে ঈমানের অর্ধেক"। (বর্ণনা করেছেন *আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রহঃ) এর তত্ত্বাবধানে* আবু নাঈম *ও* খাতিব *সংকলন করা* হাদীস।

এক হাদীসতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যেসব জিনিস তোমাদের কাছে কম দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে প্রত্যয় (*ইয়াকিন*) ও ধৈর্য। যে ব্যক্তি উভয়ের কাছ থেকে বেশি অংশ পেয়েছে, এমনকি রাতের (*তাহাজ্জুদ*) নামায এবং অতিশয় (ঐচ্ছিক) রোজা রাখার ক্ষেত্রে বড় অংশ পেয়েছে, তবে উদ্বেগের কোন কারণ নেই [যেহেতু প্রত্যয় এবং ধৈর্য কারও পক্ষে ভারী হয়]। আপনি আজ যে অবস্থায় (দারিদ্র্য ও অভাবের অবস্থায়] আছেন, আপনি যদি এতে ধৈর্য ধারণ করেন, তবে তোমরা সবাই একসাথে করে এমন অনেক ভাল কাজ করার চেয়ে আমার কাছে অধিক শ্রেয়। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি যে, আমি চলে যাওয়ার পর পৃথিবী তোমাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে [ক্ষমতা, ধন-সম্পদ ও জাগতিক ঐশ্বর্যের নিরিখে] এবং তোমরা একে অপরকে খারাপ মনে করতে শুরু করবে। সেই সময়ে, স্বর্গের অধিবাসীরা (স্বর্গীয় প্রাণী) আপনাকে খারাপ মনে করবে। যে ব্যক্তি এই অবস্থায় (দারিদ্র্য, অভাব, কষ্ট ও প্রতিকূলতা) ধৈর্য ধারণ করে এবং নিজেকে হিসাব করে [আত্ম-পরীক্ষা ও সকল অন্যায়ের জন্য আত্ম-জবাবদিহিতার অবস্থায়], সে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) পূর্ণ পুরস্কার পাবে। এরপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি আবৃত্তি করলেন:

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا۟ أَجْرَهُم

"তোমাদের যা কিছু আছে তা নষ্ট হয়ে যাবে, আর আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে সবই অনন্ত ও অনন্তকাল। আর যারা ধৈর্যশীল তাদের আমরা তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেব। (কুরআন, 16 অধ্যায়, 96 আয়াত)

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী দাউদ (আঃ) এর প্রতি ওহী দিলেন, 'আমার চরিত্র গ্রহণ কর এবং আমার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমি অত্যন্ত ধৈর্যশীল। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন *আনসার (*মদিনার অধিবাসীরা) নিপীড়ন এড়াতে মক্কা পালিয়ে আসা মুসলমানদের আশ্রয় দিয়েছিলেন, তখন তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি ঈমানদার? সবাই চুপ করে

রইলেন। হযরত উমর (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ, আমরা মুমিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের ঈমানের নিদর্শন কি? আনসার (রাঃ) বললেন, যখন আমরা কল্যাণ পাই তখন আমরা (আল্লাহর) প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, যখন আমরা বিপদ মোকাবেলা করি তখন আমরা ধৈর্য ধারণ করি এবং আমরা আল্লাহর সিদ্ধান্তগুলি মেনে নিই। তিনি বললেন, কাবার পালনকর্তার কসম! তোমরা মুমিন (যেহেতু এগুলো প্রকৃত মুমিনদের বৈশিষ্ট্য)। (বর্ণনা করেছেন *হাদীস* সংকলন *তাবারানী:* হযরত ঈসা (আঃ) বলেন, 'তোমরা যা খুশি তা অর্জন করবে, যখন তুমি অপছন্দনীয় বিষয়ের প্রতি ধৈর্য ধারণ করবে। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রহঃ) আবু মুসা আল-আশআরি (রহঃ) এর কাছে একটি বিস্তারিত চিঠি লিখেছেন এবং তাতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে লিখেছেন, "ধৈর্য ধারণ করুন এবং মনে রাখবেন যে ধৈর্য দুই প্রকার, একটি অন্যটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, দুর্দশার প্রতি ধৈর্য প্রদর্শন করা শ্রেষ্ঠতর এবং তার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর হচ্ছে যে বিষয়গুলির প্রতি ধৈর্য ধারণ করা (আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন) মানবজাতির উন্নতির জন্য ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা, যদিও তারা আকাঙ্ক্ষিত এবং আনন্দদায়ক বলে মনে হতে পারে]। জেনে রাখুন যে, ধৈর্য ঈমানের মূল বিষয় এবং এটি এজন্য যে *তাকওয়া* সকল সৎকর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর এবং এটি ধৈর্য থেকে (*তাকওয়া* ধৈর্য থেকে উদ্ভূত হয়)। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, 'বিশ্বাসের ভিত্তি চারটি স্তম্ভের উপর নিহিত রয়েছে: প্রত্যয়, ধৈর্য, সংগ্রাম (বিশেষ করে আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে) এবং ন্যায়বিচার (সবার সাথে এবং সবকিছুর সাথে ন্যায্যতা)। বুদ্ধিগতভাবে, ধৈর্য এখনও একটি ভাল গুণ, তবে ধৈর্যের বাস্তবতা এবং এর অর্থ ব্যাখ্যা না করা পর্যন্ত এটি পুরোপুরি বোঝা যায় না।

ধৈর্যের বাস্তবতা ও অর্থ

ধৈর্য - ঈশ্বরের পথের একটি স্টেশন (*দ্বীন*), আধ্যাত্মিক সংগ্রামের একটি গন্তব্য (*সুলুক*):
এটি জানা উচিত যে ধৈর্য ঈশ্বরের পথের স্টেশনগুলির মধ্যে থেকে একটি স্টেশন এবং আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীদের গন্তব্যগুলির মধ্যে একটি গন্তব্য। আল্লাহর পথের সকল স্থান তিনটি বিষয়ে পাওয়া যায়: প্রথমত, বোধগম্য বা জ্ঞান (মা'*আরিফ*); দ্বিতীয়ত, [অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক] রাষ্ট্র; তৃতীয়ত, আমল বা [বাহ্যিক শারীরিক] কর্ম। তাদের মধ্যে, বোধগম্যতা হ'ল মৌলিক বিষয় যা [আধ্যাত্মিক] রাষ্ট্রের জন্ম দেয় যা ফলস্বরূপ [মহৎ] ক্রিয়াকলাপের জন্ম দেয়। এই তিনটির মধ্যে, বোধগম্যতা গাছের অনুরূপ, অবস্থাগুলি শাখাগুলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং ক্রিয়াগুলি ফলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীদের সমস্ত গন্তব্য এরকম। ধৈর্য বোধগম্যতা এবং [অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক] অবস্থার সংমিশ্রণের নাম। কর্ম হ'ল সেই ফল যা এই উভয়ের (বোঝাপড়া এবং অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক অবস্থা) অস্তিত্বের ফলে অস্তিত্বে আসে। এখন আমরা তিনটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করব।

জ্ঞান বা বোঝাপড়া: ফেরেশতা, মানুষ এবং প্রাণীদের মধ্যে বিদ্যমান ক্রম (ক্রম) বোঝা ছাড়া, ধৈর্যের বোধগম্য অর্জন করা যায় না। ধৈর্য একটি অদ্ভুত মানবিক বৈশিষ্ট্য [যা সামগ্রিক পরিকল্পনায় অন্য কোনও সৃষ্টির দ্বারা ভাগ করা হয় না]। পশু এবং ফেরেশতাদের মধ্যে ধৈর্য কল্পনাও করা যায় না - তাদের অন্তর্নিহিত দোষের কারণে এবং ফেরেশতাদের মধ্যে তাদের অন্তর্নিহিত পরিপূর্ণতার কারণে। এর বিস্তারিত বিবরণ হ'ল প্রাণীদের উপর কামনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তারা এতটাই বশীভূত হয়েছে যে তাদের চলাফেরা বা স্থিরতার কারণ কেবল কামনা। তাদের এমন কোন অভ্যন্তরীণ শক্তি নেই যা তাদের মধ্যে এই কামনা রোধ করবে এবং তাদের এই উদ্দেশ্য থেকে বিরত রাখবে। কামনার বিরুদ্ধে লড়াই করার সময়, সংযম এবং বিরোধিতার শক্তি ধরে রাখা ধৈর্য। ফেরেশতাগণ কেবল মহান প্রভুর (ঈশ্বর) জন্য আকাঙ্ক্ষা করার জন্য এবং তাঁর নিকটবর্তী ও সান্নিধ্যের মাত্রায় সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কামনা স্থাপন করা হয়নি যা তাদের ঐশ্বরিক সান্নিধ্যের ডিগ্রি এবং মহান প্রভুর সত্তার আকাঙ্ক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। বা তাদের এমন একটি সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই যা তাদের পরাজিত করবে এবং ঐশ্বরিক উপস্থিতি থেকে তাদের বাধা দেয় এমন শক্তিগুলিকে পরাভূত করবে। কারণ যে শক্তিগুলি ঐশ্বরিক উপস্থিতি থেকে একজনকে বিরত রাখে তা হ'ল কামনা এবং কামনা তাদের মধ্যে তৈরি হয়নি। অন্যদিকে, মানুষকে কামনা এবং সেই শক্তি দিয়ে সমৃদ্ধ করা হয়েছে যার মাধ্যমে মানুষ কামনাকে পরাজিত করতে পারে। সৃষ্টির শুরুতে মানুষকে পশুর মতো দোষ (ত্রুটি, অভাব ও দুর্বলতা) নিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, যে, খাদ্যের লোভ ব্যতীত অন্য কোন কামনা ছিল না। কিছুদিন পরে [জীবনে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে, খেলাধুলা, অলঙ্করণ এবং সৌন্দর্যের প্রতি লোভ জন্মগ্রহণ করেছিল একটিতে। এর পরে [যখন কেউ জীবনে আরও অগ্রসর হয়েছিল এবং বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছেছিল], বিবাহের লালসা জন্মগ্রহণ করেছিল। এই কামনাগুলি নির্দিষ্ট ক্রমে উপস্থিত হয়। শুরুতে নিজের ভেতরে ধৈর্যের শক্তি থাকে না। এ কারণেই, ধৈর্য হ'ল একটি সেনাবাহিনী দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা এবং অন্য সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অবিচল থাকার নাম যখন তাদের নিজ নিজ উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে তাদের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। একটি শিশুর মধ্যে বিদ্যমান একমাত্র সেনাবাহিনী হ'ল আকাঙ্ক্ষা যা প্রাণীদের মধ্যেও বিদ্যমান। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ঐশ্বরিক করুণা ও করুণার কারণে মানুষের মর্যাদাকে (অন্য সকল সৃষ্টির চেয়ে) শ্রেষ্ঠতর করেছেন এবং পশুদের চেয়ে মর্যাদাকে উঁচুতে রেখেছেন। এ কারণেই, যখন কারও অস্তিত্ব পূর্ণ হয়ে যায় (মানুষ বয়ঃসন্ধিতে পরিপক্কতা এবং শারীরিক বিকাশের বয়সে পৌঁছায়, যদিও চল্লিশ বছর বয়সের কাছাকাছি মানসিক, মনস্তাত্ত্বিক, মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের পূর্ণ মাত্রা ঘটে), আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য দুজন ফেরেশতা নিয়োগ করেন - তাদের মধ্যে একজন একজনকে সঠিক পথ শেখান এবং দ্বিতীয়টি একজনকে সঠিক পথে চলার জন্য সহায়তা করে। এই দুই ফেরেশতার কারণে [এবং যাকে তাদের অর্পণ করা হয়েছে তার সাথে তারা যে কাজ করে], মানুষের পশুদের উপর পার্থক্য রয়েছে। তা ছাড়াও, মানুষের অন্যান্য অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য রয়েছে - প্রথমটি হ'ল

ঈশ্বরের জ্ঞান এবং তাঁর নবী (সাঃ) কে বোঝার বৈশিষ্ট্য এবং তিনি যে ঐশ্বরিক বার্তা নিয়ে এসেছিলেন যা পৃথিবীর মানব ইতিহাসে অন্যান্য সমস্ত ঐশ্বরিক নির্ধারিত নবীগণ নিয়ে এসেছিলেন)। এবং দ্বিতীয়টি হ'ল সমস্ত বিষয়ের উন্মোচন এবং তাদের চূড়ান্ত পরিণতির সাথে সম্পর্কিত [ঐশ্বরিক] প্রজ্ঞা এবং কারণগুলি বোঝার বৈশিষ্ট্য। এই দুটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয় ফেরেশতার কাছ থেকে, যিনি হেদায়েত এবং সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য দায়ী। পশুদের ঈশ্বর ও তাঁর নবীর জ্ঞান নেই এবং তারা তাদের চূড়ান্ত পরিণতিও জানে না। পরিবর্তে, তারা কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে পথটি চায় তা দেখতে পায় এবং কেবল তারা সুস্বাদু জিনিসগুলির জন্য অপেক্ষা করে। এটি তাদের অবস্থা এতটাই যে তারা অসুস্থ হয়ে পড়লেও এবং তাদের উপকারী ওষুধ দেওয়া হলেও তারা তা গ্রহণ করবে না এবং এর উপকারিতা গ্রহণ করবে না।

মানুষ হেদায়েতের আলো থেকে জানে যে, কামনার অনুসরণকারী ব্যক্তির জন্য তার চূড়ান্ত পরিণতি (শেষ) [যে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে পতিত হয়] তার জন্য ক্ষতিকর। যাইহোক, কেবল এটি জানাই যথেষ্ট নয় যে কামনা অনুসরণ করা মানুষের জন্য ক্ষতিকারক, তবে ক্ষতিকারক সমস্ত কিছু ত্যাগ করার শক্তি থাকা উচিত। মানুষ এমন জিনিসের সাথে পরিচিত যা একজনের ক্ষতি করে তবে সেগুলি পরিত্যাগ বা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে না যেমন অসুস্থতা [এবং আনন্দদায়ক খাদ্য, পানীয় এবং পদার্থ যা কারও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক]। সেক্ষেত্রে একজনের এমন সামর্থ্য ও ক্ষমতার প্রয়োজন হয় যার মাধ্যমে সে কামনা দূর করতে পারে এবং তার সাথে এত আধ্যাত্মিক সংগ্রাম করতে পারে যাতে নিম্ন আত্মার (নাফস) সাথে তার ঘর্ষণ, তর্ক ও শত্রুতার অবসান ঘটে [এবং ফলস্বরূপ, নিম্ন আত্মা সমস্ত ভাল জিনিসের অধীন হয়ে যায়]। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন, যিনি একজনকে হেদায়েতের পথে রাখেন এবং (ঐশ্বরিক শক্তির) বাহিনী দিয়ে সাহায্য ও সাহায্য করেন যা কেউ দেখতে পায় না। কামনার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া এবং তাদের প্রতিহত করা এই সেনাবাহিনীর কর্তব্য। কখনও এই [ফেরেশতা] বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কখনও কখনও তারা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাদের দুর্বলতা বা শক্তি নির্ভর করে ঈশ্বরের কাছ থেকে একজন কতটা সাহায্য পেয়েছে তার উপর। এটা সৃষ্টির জন্য হেদায়েতের আলোর শক্তি বা দুর্বলতার মতো।

ঐশ্বরিক পথের শক্তি এবং কামনার শক্তি: বোঝার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, আমরা কামনাকে বশীভূত করার জন্য পশুদের উপর মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয় এমন গুণকে "ঈশ্বরের পথের শক্তি" এবং কামনা এর প্রভাব সন্ধানকারী কামনাকে "কামনার শক্তি" হিসাবে বলব। এখন আমাদের বুঝতে হবে যে ঐশ্বরিক পথের শক্তি এবং কামনার শক্তির মধ্যে যুদ্ধ চলছে। কখনও প্রথম [শক্তি] দ্বিতীয়টিকে পরাজিত করে এবং কখনও কখনও দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে পরাজিত করে। এই যুদ্ধের ময়দান হচ্ছে মানুষের হৃদয়। আল্লাহর দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ ফেরেশতাগণের সাহায্য পায় যারা আল্লাহর দলের সাহায্যকারী, এবং কামনার শক্তি শয়তানের (এবং তার দল)

থেকে সাহায্য পায় যারা আল্লাহর বিরোধীদের সাহায্যকারী। ধৈর্য হল যে ঈশ্বরের পথের শক্তি কামনার শক্তির বিরুদ্ধে দৃঢ় এবং অবিচল থাকে। যদি বান্দা (আল্লাহর) অর্থাৎ মানুষ প্রতিপক্ষকে (কামনার শক্তি) অধ্যবসায়ী ও পরাজিত করে এবং সর্বদা এর বিরোধিতা করতে বদ্ধপরিকর থাকে, তবে তা আল্লাহর দলকে সাহায্য করার সমতুল্য এবং ধৈর্যশীলদের দলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু যদি কেউ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পরাজিত হয় যতক্ষণ না কামনার শক্তি তাকে এমন পর্যায়ে বশীভূত করে দেয় যখন সে ধৈর্য ধারণ করতে অক্ষম হয় এবং তার কাছে আত্মসমর্পণ করে, তবে সে শয়তানের দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

আধ্যাত্মিক অবস্থা এবং এর ফল: এই ব্যাখ্যার উপসংহার হল যে কামনা ত্যাগ করা এমন একটি কাজ যা ধৈর্যের অবস্থায় অস্তিত্ব লাভ করে। অন্য কথায়, ধৈর্যের অবস্থার ফল হ'ল কামনা ত্যাগ করা। উপরন্তু, ধৈর্য হল কামনার শক্তির বিরুদ্ধে দৃঢ় থাকা ঐশ্বরিক পথের শক্তি। ঈশ্বরের পথের শক্তির ধারাবাহিকতা এবং চিরস্থায়ীতা, এমন একটি অবস্থা যা কামনা এবং তাদের বিরোধিতা করার কারণগুলি বোঝার মাধ্যমে অর্জন করা হয়। যখন কারও এই প্রত্যয় থাকে যে কামনা ঈশ্বরের শত্রু এবং [ঐশ্বরিক] হেদায়েতের পথে ডাকাত, তখন ঐশ্বরিক পথের শক্তি শক্তিশালী হয়। এই প্রত্যয়টি সেই বোঝাপড়া যা "বিশ্বাস" (ঈমান) হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়। যখন ঐশ্বরিক পথের শক্তি শক্তিশালী হয়, তখন কেউ তার অধ্যবসায়ে বিচ্যুত হয় না (দুর্বল) হয় না এবং সেই কাজগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদিত হয় যা কামনার প্রভাবের বিরোধিতা করে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কামনার শক্তির বিপরীত ঐশ্বরিক পথের শক্তি না বুঝে কামনা পরিত্যাগের পর্যায় সম্পূর্ণ করা যায় না।

আমাদের উদ্দেশ্যে ফিরে আসি: [সংক্ষেপে,] ধৈর্য হল নিম্ন আত্মার কামনার শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঐশ্বরিক পথের শক্তির অধ্যবসায়। এই লড়াই [টানাপোড়া এবং অবিরাম সংগ্রাম] মানুষের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। এ কারণে, '*কিরামন কাতিবিন*' (প্রত্যেক মানুষের দুই কাঁধে দুই ফেরেশতা সেই ব্যক্তির সমস্ত আমল লিপিবদ্ধ করে, ভাল বা মন্দ, আজীবন মানব আমলের একটি রেজিস্টারে যা কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে উপস্থাপন করা হয় ঐশ্বরিক বিচারের জন্য সেই ব্যক্তির উপর হয় অনন্ত সুখ প্রাপ্তকারী বা অনন্ত অভিশাপ প্রাপ্তকারী হওয়া) ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তির উপর নিযুক্ত করা হয় (যারা তাদের মানসিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে এবং শব্দের চিকিত্সা অর্থে তাদের মধ্যে কোনও অবশিষ্ট নেই) এবং শিশুরা (যারা বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছায়নি কারণ এটি সেই বিন্দু যখন কেউ বিচক্ষণতা অর্জন করে এবং তার কর্মের জন্য ঐশ্বরিক জবাবদিহি করে) এবং তাদের কর্ম রেকর্ড করে না। আমরা ইতিপূর্বে লিখেছি যে, যদি ফেরেশতাগণ তাদের কাছ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য মনোযোগ দেয় (সকল বিষয়ে সৎকর্ম করার জন্য বিবেকবান সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ঐ সিদ্ধান্তের পরিণতির উপর কাজ করার ক্ষেত্রে) তারা এটিকে একটি সৎকর্ম হিসাবে লিপিবদ্ধ করে এবং যদি তাদের (ফেরেশতাগণ) এড়িয়ে চলা

হয় [কোন বিষয়ে মন্দ কাজ করার জন্য বিবেকের সাথে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং সেই সিদ্ধান্তের পরিণতির উপর কাজ করার ক্ষেত্রে], তারা এটিকে মন্দ হিসাবে লিখে রাখে [তাদের আজীবন কর্মের রেজিস্টারে]। উন্মাদ এবং শিশুরা তাদের থেকে উপকার পাওয়ার ক্ষমতা রাখে না (ফেরেশতা শক্তি বা ঈশ্বরের পথের শক্তি) [যেহেতু তাদের সমস্ত বিষয়ে সঠিক বা ভুল সম্পর্কে বিচক্ষণতা নেই], তাই তাদের কাছ থেকে মনোযোগ দেওয়া বা এড়িয়ে চলা কল্পনা করা যায় না [ফেরেশতা শক্তি বা ঐশ্বরিক পথের শক্তির] উপকার করা। তারা কেবল এমন লোকদের কর্ম রেকর্ড করে যারা তাদের মনোযোগ দিতে বা তাদের এড়াতে সক্ষম।

যাইহোক, কখনও কখনও হেদায়েতের আলোর ভোর অল্প বয়স থেকেই শুরু হয় [যখন শিশু লজ্জার বিষয়গুলি জানতে শুরু করে] এবং এই আলো বিচক্ষণতার (বয়ঃসন্ধি) বয়সের মধ্যে সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, ঠিক যেমন ভোরের আলো ম্লান হয় কিন্তু যখন সূর্য ওঠে, তখন এটি সম্পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু এই হেদায়েত পরিপূর্ণ নয় এবং যদি কেউ এর তাৎপর্য অনুযায়ী কাজ না করে, তাহলে তার পরকালের কোন ক্ষতি হবে না, তবে কেউ পার্থিব ক্ষতি এড়াতে পারবে না। যে ব্যক্তি সন্তানের অভিভাবক বা দায়িত্বশীল (পিতামাতার মতো), এবং [সেই সন্তানের প্রতি] দয়ালু ও স্নেহশীল, এবং 'কিরামন কাতিবিন'-এর মতো [সহজাতভাবে] ভাল স্বভাবের অধিকারী, তার উচিত সন্তানের হৃদয়ের বইয়ে ভাল ও মন্দের সমস্ত কল্পনা (মানদণ্ড বা বিবেচনা) ছাপ ফেলতে হবে। পরে এই বইয়ের বিস্তার ঘটে, শিশুটি ভালো কাজ করলে সন্তানের প্রশংসা করে এবং শিশুটি যদি খারাপ কিছু করে তবে শিশুকে তার বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয় এবং তিরস্কার করা হয়। অভিভাবক বা দায়িত্বশীল ব্যক্তি যার যত্ন ও প্রশিক্ষণের অধীনে শিশুর সাথে এই ধরণের আচরণ রয়েছে, তিনি ফেরেশতাদের অভ্যাসের উত্তরাধিকারী এবং তাদের [মহৎ] চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির একটি বিশ্বস্ত বাহক। ফেরেশতাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী এবং অভ্যাসগুলি শিশুর উপকারের জন্য ব্যবহার করে, এই জাতীয় ব্যক্তি ফেরেশতাদের মতো ঈশ্বরের নৈকট্য অর্জন করবে এবং নবী এবং ঈশ্বরের অন্তরঙ্গদের (*সিদ্দিকীন* বা সাধু এবং জ্ঞানবাদী) দলগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।

ধৈর্যের মানুষের তিনটি মাত্রা: যখন কামনা শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর পথের শক্তি প্রভাবশালী হয়ে ওঠে এবং অবিরাম আধ্যাত্মিক সংগ্রাম ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের পরে [সেই পথে] ধৈর্য সহজতর হয়ে যায়, তখন [আল্লাহর] বান্দা [সেই মুহূর্তে] [আধ্যাত্মিক] অবস্থানে পৌঁছায় যাকে বলা হয় "*রিদা*" বা ঐশ্বরিক ইচ্ছার কবুলকরণ। এটি "ঐশ্বরিক ইচ্ছার গ্রহণযোগ্যতা" (অধ্যায় 16) বইয়ে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। কিছু জ্ঞানবাদী বলেছেন যে ধৈর্যশীলদের তিন ডিগ্রী রয়েছে। একটি ডিগ্রী হল কামনা ত্যাগ করা বা অনুতাপের লোকদের ডিগ্রি। আরেকটি (দ্বিতীয়) ডিগ্রী হচ্ছে ঐশ্বরিক ইচ্ছার মেনে নেওয়া (যেন কোন দুর্যোগের মতো) এবং তা হলো সংযমের (নিম্ন আত্মার আকাঙ্ক্ষা থেকে, যাকে *জাহিদ্দিন* নামেও পরিচিত) সংযত

রাখা। তৃতীয় ডিগ্রী [যা সর্বোচ্চ ডিগ্রিও] হ'ল ঈশ্বর একজনের সাথে যে আচরণ করেন তা ভালবাসে [তা ভাল বা মন্দ, কাম্য, বা অবাঞ্ছিত, স্বাচ্ছন্দ্য বা কষ্ট, সমৃদ্ধি বা প্রতিকূলতা]। এটাই আল্লাহর বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের (*সিদ্দিকিন*) ডিগ্রি। আমরা [ঐশ্বরিক] প্রেমের বইতে (অধ্যায় 16) ব্যাখ্যা করব যে [ঈশ্বরের] প্রেমের [আধ্যাত্মিক] স্টেশনটি ঐশ্বরিক ইচ্ছার গ্রহণযোগ্যতার [আধ্যাত্মিক] স্টেশনের চেয়ে উন্নত, যা পরিবর্তে ধৈর্যের [আধ্যাত্মিক] স্টেশনের চেয়ে উন্নত।

এটা জেনে রাখা উচিত যে, ধৈর্যকে ঐশ্বরিক বিধানের বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রকারে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে যেমন ফরয (*ফারদ),* অতিমাত্রায় (ঐচ্ছিক বা নাফিল/*নাফিলা),* অবাঞ্ছিত (মাকরুহ*)* এবং হারাম (হারাম*)* / অতএব, অবাঞ্ছিত বিষয়ের উপর ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব, যা অবাঞ্ছিত (*মকরুহ* কিন্তু নিষিদ্ধ নয়) এর উপর ঐচ্ছিক বা ঐচ্ছিক ছিল। ঐশ্বরিক আইনে নিষিদ্ধ কষ্ট দেওয়ার মতো [বিষয়গুলিতে] ধৈর্য ধরা নিষিদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ কাউকে হত্যা করতে চায় তবে তার [এটি জেনে রেখা] এর সাথে ধৈর্য ধরা উচিত নয় [এবং এটি ঘটতে বাধা দেওয়ার জন্য যা করা দরকার তা করা উচিত]। এ বিষয়ে ধৈর্য ধরা বেআইনি হবে [কারণ এটি ঐশ্বরিক বিধানের লঙ্ঘন হবে]। অনুরূপভাবে, যদি কেউ তার স্ত্রীকে হয়রানি করে বা শ্লীলতাহানি করে যা তার ক্রোধ এবং সম্মানবোধকে উস্কে দেয় কিন্তু সে ধৈর্যের কারণে তা প্রকাশ করে না এবং তার স্ত্রীর সাথে যা ঘটছে তার নীরব দর্শক হয়ে যায়, তবে এই ধৈর্য নিষিদ্ধ [ঐশ্বরিক আইনে এবং এটি যে কোনও উপায়ে ঘটতে বাধা দেওয়া বাধ্য]।

এই শ্রেণিবিন্যাসের উদ্দেশ্য হলো, ধৈর্যের বিষয়ে ঐশ্বরিক বিধানের মাপকাঠি আমাদের বুঝতে হবে। নবী রীতিতে ধৈর্যকে ঈমানের অর্ধেক বলা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে সমস্ত ধরণের ধৈর্য প্রশংসনীয়, বরং কেবল সেই ধৈর্য ভাল যা ঐশ্বরিক আইনের দৃষ্টিতে ভাল, অন্যথায় বিনা কারণে শরীরে কষ্ট দেওয়ার জন্য কোনও ঐশ্বরিক পুরষ্কার বা প্রতিদান নেই।

একজন চাকরের সব রাজ্যেই ধৈর্যের প্রয়োজন

এটা জানা উচিত যে জীবনে যে পরিস্থিতিগুলির মুখোমুখি হয় তা দুই ধরণের - হয় তারা কারও ইচ্ছা অনুসারে হয় বা তারা অবাঞ্ছিত, এবং একজন তাদের অপছন্দ করে। এই উভয় রাজ্যেই একজন চাকরের ধৈর্যের প্রয়োজন। কাঙ্ক্ষিত অবস্থার মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য, সম্পদ, খ্যাতি, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সাহায্যকারী এবং অনুসারীদের প্রাচুর্য, সম্পদ ও সম্পত্তির অত্যধিকতা, বিশ্বের সমস্ত সুখ এবং আশীর্বাদ। এসব পরিস্থিতিতে একজন বান্দার ধৈর্য্যের ভীষণ প্রয়োজন

হয়, কারণ যদি কেউ নিম্ন আত্মাকে (নফস) সংযত না করে এবং পার্থিব সুখ-সুখের মধ্যে মুক্ত না করে, যদিও এই সুখ জায়েয হয়, তবে এই আশঙ্কা থাকে যে সে (নিম্ন আত্মা) বিদ্রোহী ও অহংকারী হয়ে উঠবে। কুরআনের মতে, মানুষের মেজাজের এটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য যে, যখন কেউ সমৃদ্ধিতে থাকে তখন সে বিদ্রোহের দিকে ঝুঁকে পড়ে:

كَلَّآ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَيَطْغَىٰٓ ﴿٦﴾ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ ﴿٧﴾

"নিশ্চয়ই মানুষ যখন নিজেকে সচ্ছল, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী মনে করে, তখন সে বিদ্রোহের আশ্রয় নেয় (শালীনতা ও নৈতিক সততার সীমা লঙঘন করে)। (কুরআন, অধ্যায় 96, আয়াত 6-7)

এ কারণেই, কিছু জ্ঞানবাদী বলেন যে একজন মুমিন কষ্টে ধৈর্য ধারণ করে কিন্তু আল্লাহর অন্তরঙ্গ (সিদ্দিক) সুস্থতার (শান্তি ও সমৃদ্ধি) অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করে। সাহল ইবনে আবদুল্লাহ আল-তুস্তারা (রহঃ) বলেন, 'কষ্ট নিয়ে ধৈর্য ধারণ করার চেয়ে কল্যাণের (শান্তি ও সমৃদ্ধি) বিষয়ে ধৈর্য ধরা কঠিন। যখন পার্থিব ধন-সম্পদ ও ধন-সম্পদের দরজা (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীগণের জন্য খুলে গেল, তখন তারা বলল, 'যখন আমাদের অভাব ও দারিদ্র্যের পরীক্ষা করা হয়েছিল, তখন আমরা ধৈর্য সহ্য করেছি এবং সেই পরীক্ষা ও ক্লেশের মধ্যে সফল হয়েছি। এখন আমরা ধন-সম্পদ ও সমৃদ্ধির সাথে [ঐশ্বরিকভাবে] পরীক্ষা করা হচ্ছে। আমরা হয়তো এর সঙ্গে ধৈর্য ধরতে পারব না এবং [যদি তা হয়] আমরা [সেই পরীক্ষায়] ব্যর্থ হব। [রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আল্লাহর ভয়ে সমৃদ্ধিতে লিপ্ত হওয়া থেকে নিজেদের বিরত রাখতে ব্যর্থতার এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তারা এক্ষেত্রেও বিজয়ী হয়েছিল, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে নিজেকে ঈশ্বরের পথে রাখার জন্য প্রতিকূলতা এবং সমৃদ্ধি উভয় ক্ষেত্রেই ধৈর্যের প্রয়োজন]।

দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে রয়েছে এমন পরিস্থিতি যা কারও ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এসব অবস্থা তিন ধরনের হতে পারে- যেগুলো কারো নিয়ন্ত্রণে থাকে, যেমন ভালো ও মন্দ কাজ, দ্বিতীয়ত, যেগুলো কারো নিয়ন্ত্রণে নেই, যেমন কষ্ট ও দুর্ঘটনা (দুর্যোগ), এবং তৃতীয়ত, যেগুলো শুরুতে কারো নিয়ন্ত্রণে থাকে না, কিন্তু পরবর্তীকালে সে সেগুলো সম্পর্কে কিছু করতে সক্ষম হয়।

নিজের সংগ্রাম ও কষ্ট গোপন করা ধৈর্যের পরিপূর্ণতা: ধৈর্যের পরিপূর্ণতা হচ্ছে নিজের অসুস্থতা, দারিদ্র্য এবং অন্যান্য সকল প্রতিকূলতা [সকল মানুষের কাছ থেকে] আড়াল করা। ধৈর্যের এই শ্রেণীবিভাগ থেকে কেউ জানতে পারে যে, ধৈর্য সকল অবস্থা ও কর্মে ফরজ। যে

ব্যক্তি কামনা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য একাকীত্ব গ্রহণ করে, সে ধৈর্যের প্রতি অজ্ঞ হতে পারে না, সে যতই একা থাকুক না কেন। কারণ শয়তানের ইঙ্গিতগুলি (*ওয়াসওয়াস*) হৃদয়কে প্রভাবিত করে, এবং এই ইঙ্গিতগুলির দ্বারা সৃষ্ট অস্থিরতা এবং কষ্ট, এমনকি নির্জনতায়ও [অভ্যন্তরীণ] শান্তি [বা মনের শান্তি] পেতে দেয় না। হৃদয়ে দুই ধরনের চিন্তাভাবনা ঘটে - হয় যে জিনিসগুলি হারিয়ে গেছে এবং সেগুলি পুনরুদ্ধার করার বা সংশোধন করার কোনও উপায় নেই, বা ভবিষ্যতে যে জিনিসগুলি পাওয়া সম্ভব তা সম্পর্কে। চিন্তাভাবনা, তা [অতীতে] হারিয়ে যাওয়া জিনিসগুলি সম্পর্কে হোক বা ভবিষ্যতে কেউ পাওয়ার প্রত্যাশা করে, উভয় ক্ষেত্রেই একজন সময় নষ্ট করে। হৃদয় মানুষের একটি যন্ত্র [যা মানব অস্তিত্বের সারমর্ম] এবং একজনের জীবনকাল তার সম্পদ। যদি কারো অন্তর এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর স্মরণ ও ধ্যান *(ফিকার)* সম্পর্কে অবহেলা করে থাকে, তবে তা হবে মহা ক্ষতি। স্মরণ মানে হৃদয়ের সেই কর্মকে বোঝায় যা আল্লাহর প্রতি আকাঙ্ক্ষা এবং তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠতা পোষণ করে। ধ্যান [হৃদয়ের] ক্রিয়া বোঝায় যার মাধ্যমে কেউ ঈশ্বরের জ্ঞান অর্জন করে এবং সেই জ্ঞানকে ঐশ্বরিক প্রেম অর্জনের জন্য একটি উপায় (ওয়াসিলা) করে তোলে। এটা তখনই সম্ভব যখন হৃদয়ের চিন্তাগুলো জায়েয বিষয়ে থাকে [যেগুলো একজনের পার্থিব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয়, যেমন জীবিকার উপায় এবং তা অর্জনে সাহায্য করে এমন সবকিছু]। যাইহোক, বেশিরভাগ সময় এটি হয় না, হৃদয়ের চিন্তাগুলি কামনা এবং সেগুলি অর্জনের কৌশলগুলি অন্তর্ভুক্ত করে [সেই চিন্তাগুলির কেন্দ্রবিন্দু]। যারা একবারের জন্যও নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করেছে তাদের সাথে এই ব্যক্তি সর্বদা বিবাদের অবস্থায় থাকে বা কারও এই কুসংস্কার (সন্দেহ) থাকে যে তারা একজনের বিরুদ্ধে যেতে পারে। বরং যারা একজনের প্রতি অত্যন্ত আন্তরিক, নিবেদিত এবং পরার্থপরতা এবং নিজের সদিচ্ছা অর্জনের জন্য সারা জীবন ব্যস্ত থাকে, এই ব্যক্তি এমনকি তাদের প্রতিপক্ষ হিসাবে বিবেচনা করে এবং তাদের বশীভূত করার কৌশল সম্পর্কে চিন্তা করে এবং তাদের হৃদয় থেকে একজনের বিরোধিতার সমস্ত চিন্তাভাবনা মুছে ফেলার জন্য চিন্তা করে। সংক্ষেপে, এটি তাদের চিরস্থায়ী ভোগ [কারণ তারা ক্রমাগত এই নেতিবাচক চিন্তায় প্লাবিত হয়] এবং তাদের দিন এবং রাত এই [নেতিবাচক এবং প্রতিকূল] চিন্তায় ব্যয় করা হয় [যা তাদের আধ্যাত্মিক পথ এবং কল্যাণের জন্য ক্ষতিকারক]।

শয়তানের দুই বাহিনী: এগুলো সবই শয়তানের ষড়যন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে, শয়তানের দুটি সেনাবাহিনী রয়েছে - একটি সেনাবাহিনী যা উড়ে যায় এবং দ্বিতীয় সেনাবাহিনী যারা হাঁটে। যে সেনাবাহিনী উড়ে যায়, ইঙ্গিতকে বোঝায় এবং যে সেনাবাহিনী হাঁটে, তা কামনাকে বোঝায়। এর কারণ হলো, শয়তানকে আগুন থেকে এবং মানুষকে মাটি (মাটি) থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই মাটিতেও আগুন রয়েছে। এর মেজাজে প্রশান্তি রয়েছে এবং আগুনের মেজাজ হল আন্দোলন। অতএব, জ্বলন্ত আগুন সম্পর্কে এটি কল্পনা করা যায় না যে এটি নড়বে না। পরিবর্তে, এটি তার অন্তর্নিহিত প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ক্রমাগত চলছে। শয়তান, অভিশপ্ত, যাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাকে আদেশ করা হয়েছিল [নিস্তব্ধতা ও শান্তির অবস্থায়] এবং মাটি

থেকে সৃষ্ট [আল্লাহর] সৃষ্টির সামনে সেজদা করুক (অর্থাৎ মানবজাতির পিতা আদম (আদম (আল্লাহর পিতা দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা মানুষ)। যাইহোক, শয়তান ঐশ্বরিক আদেশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল, অহংকার এবং অবাধ্যতা প্রয়োগ করেছিল এবং ঐশ্বরিক আদেশ পালন করতে অস্বীকার করার এই কারণ প্রকাশ করেছিল যে, "আমি আগুন দিয়ে সৃষ্টি হয়েছি, যখন আদম [মানবতার পিতা] মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে [অতএব, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর এবং নিকৃষ্ট ব্যক্তির প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা কোনও উচ্চতর ব্যক্তির উচিত নয়]"। অতএব, যখন এই শয়তান (অভিশপ্ত শয়তান) আমাদের পিতা আদম (আঃ) কে সিজদা করেনি, তখন সে কীভাবে তার বংশধরদের (মানবজাতি) সিজদা করবে? বংশধরদের সামনে সিজদা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনি তাদের হৃদয়ে যে ইঙ্গিত (*ওয়াসওয়াস*) তৈরি করেন তা থেকে বিরত থাকা। শয়তান যদি তার কর্ম থেকে বিরত থাকে, তবে এটি মানুষের ভয়ে তার অন্যায় কর্ম পরিত্যাগ করে মানুষের অধীন হওয়ার সমতুল্য। সিজদা করার আত্মা (সারামর্ম) হল আনুগত্য এবং বশ্যতা। কপাল মাটিতে রাখা [সিজদাতে] তার দেহ (বাইরের সাদৃশ্য)। কপাল মাটিতে রাখার কাজকে সিজদা বলা হয়। যদি এই কাজটি নম্রতা এবং নম্রতার জন্য ব্যবহৃত হত, তবে কেবল এই আইনের দ্বারা এটি কল্পনা করা হত।

[বিষয়টির সারমর্ম:] তবুও, খোলসের কারণে মুক্তো, দেহের কারণে আত্মা এবং খোসা (বাইরের খোলস) কারণে পিথ (কোর বা সারাংশ) সম্পর্কে অবহেলা করা উচিত নয়। এ বিষয়ে সচেতন হওয়া জরুরি। এটি যেন না ঘটে যে আপনি বাইরের জগতে (জিনিস এবং বিষয়ের বাহ্যিক উপস্থিতি) আটকা পড়েন এবং অদৃশ্য [আধ্যাত্মিক] জগতের প্রতি অবহেলা হয়ে যান [সমস্ত কিছু এবং প্রতিটি বিষয়ের মূল বা সারমর্ম জানার জন্য]। এমনটি যেন না হয় যে আপনি কেবল বাইরের (দৃশ্যমান) রাজ্যে আটকা পড়েন এবং অদৃশ্য জগতের প্রতি অবহেলা হয়ে যান। আপনি জানেন যে শয়তান আপনার চিরস্থায়ী শত্রু যাকে আপনাকে বিভ্রান্ত করার জন্য অবকাশ দেওয়া হয়েছে। এখন এটি কল্পনা করা যায় না যে তিনি আপনার আনুগত্য গ্রহণ করবেন বা আপনার হৃদয়ে ইঙ্গিত দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন, ব্যতীত যখন আপনার সমস্ত চিন্তাভাবনা এবং চিন্তার একটিমাত্র ফোকাস থাকবে এবং [এটি] আপনি ঈশ্বরের ধ্যানে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হবেন। সেক্ষেত্রে অভিশপ্ত শয়তান অবশ্যই আপনার কাছে পৌঁছানোর কোন পথ খুঁজে পাবে না এবং আপনি আল্লাহর সেই বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন যারা আন্তরিক এবং এই অভিশপ্তদের আধিপত্যের বাইরে। এটি সম্ভব নয় যে আপনার হৃদয়ে কোনও ঐশ্বরিক ধ্যান নেই এবং আপনার হৃদয়ে কোনও শয়তানের ইঙ্গিত নেই। এই শয়তান একটি তরল উপাদান যা রক্ত সঞ্চালনের মতো মানুষের শিরায় সঞ্চালিত হয়। এটি একটি তরল পদার্থে পরিপূর্ণ একটি কাপের মতো। এখন যদি কেউ চায় যে কাপটি তরল পদার্থ এবং এতে বায়ু ধরে রাখুক তবে এটি সম্ভব নয়, বা কাপে কোনও বাতাস এবং কোনও তরল পদার্থ নেই। এটিও আপাতদৃষ্টিতে সম্ভব নয়, বরং, কাপ থেকে তরল পদার্থটি অনুপস্থিত থাকে, সেই পরিমাণে বায়ু কাপটি পূরণ করবে। এটাও হৃদয়ের অবস্থা। যদি এটি (হৃদয়) ভাল চিন্তায় পরিপূর্ণ হয়, তবে

এটি শয়তানের হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ থাকবে, অন্যথায়, এটি [ঐশ্বরিক ধ্যানের] অবহেলা করা হবে, ততটুকু শয়তান এতে হস্তক্ষেপ করবে। এমনটা এতটাই ঘটে যে, সেই অবহেলার মুহূর্তে যদি কেউ এক মুহূর্তের জন্যও অবহেলা করে, তাহলে শয়তান ছাড়া তার আর কোন সঙ্গী থাকবে না। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ

"আর যে ব্যক্তি পরম করুণাময়ের স্মরণ থেকে অন্ধ হয়ে যায়, আমরা তার উপর শয়তান চাপিয়ে দিই, যাতে সে সর্বদা তার সাথে থাকে (যে ব্যক্তিকে সকল প্রকার কল্যাণ থেকে বিরত রাখার জন্য এবং সমস্ত ধরণের নেতিবাচক অবস্থায় নিবৃত্ত করার জন্য তার অশ্লীল সঙ্গী হয়ে যায়)। (কুরআন, 43 অধ্যায়, 36 আয়াত)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُبْغِضُ الشَّابَّ الْفَارِغَ

"ঈশ্বর একজন অলস যুবককে (যুবক বা যুবক কিছুই না করে বা সময় নষ্ট করে) পছন্দ করেন না [কেননা তাদের সময় ও যৌবনের শক্তি অন্যায়, নেতিবাচক, অনুৎপাদনশীল, অলস ও সময় অপচয় করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে]".

অলস যৌবনকে অপছন্দ করার কারণ হ'ল যখন কেউ এমন কিছু করে না যা তার হৃদয়কে একটি জায়েজ বিষয় (যেমন পড়াশোনা এবং জীবিকা অর্জন) ব্যস্ত রাখে বা ঐশ্বরিক পথ (দ্বীন) সম্পর্কিত চিন্তায় লিপ্ত হয়, তখন আপাতদৃষ্টিতে তাকে অলস বলে মনে হবে তবে বাস্তবে শয়তান কারও হৃদয়ে তার বাসস্থান তৈরি করবে এবং [প্রজনন ক্ষেত্রে] তার সন্তান বৃদ্ধির [লক্ষ্য বা এজেন্ডা] অনুসরণ করবে অলস যুবকের হৃদয়ের]। সমস্ত প্রাণীর তুলনায়, শয়তান সবচেয়ে বেশি প্রজনন করে, কারণ তার সহজাত প্রকৃতিতে আগুন রয়েছে এবং যদি কোনও শুকনো জিনিস আগুনের পথে আসে [প্রচণ্ড হোক বা না হোক], তবে এটি দ্রুত প্রসারিত হতে থাকে। একজন তরুণের হৃদয়ে কামনার অস্তিত্ব ঠিক আগুনের সামনে শুকনো ঘাসের মতো। অতঃপর যেমন আগুনের (শুকনো কাঠ) জন্য খাদ্য (জ্বালানি) না থাকায় তা শান্ত হয়ে যায়, তেমনি যদি কামনা বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে শয়তান কিছুই করতে পারবে না এবং নিজের হাতে [মানব হৃদয়ে] তার বাসস্থান পুড়িয়ে ফেলতে বাধ্য হবে। আপনি যদি এই বিষয়ে চিন্তা করেন, তবে এটি স্পষ্টভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে আপনার সবচেয়ে খারাপ শত্রু হ'ল আপনার হৃদয়ের সেই গুণ যাকে আপনি কামনা বলে থাকেন।

ধৈর্যের ঔষধ এবং এটি দিয়ে সাহায্য পাওয়ার উপায়

জেনে রাখা হোক যে, যে ব্যক্তি এই রোগ দিয়েছে সে আমাদেরকে এর ঔষধ সম্পর্কে অবহিত করেছে এবং আরোগ্য লাভের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। যদিও ধৈর্য একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ, তবে জ্ঞান ও কর্মের ম্যাগমা (সংমিশ্রণ) দ্বারা এটি অর্জন করা সম্ভব। জ্ঞান এবং কর্ম [জ্ঞান অনুসারে] হ'ল দুটি ওষুধ যা হৃৎপিণ্ডের সমস্ত রোগের জন্য ওষুধ প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়। অসুস্থতার ধরনের উপর নির্ভর করে সে অনুযায়ী সঠিক জ্ঞান ও কর্মের প্রয়োজন হবে।

ধৈর্য্যের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টিকারী বিভিন্ন ধরনের কারণ রয়েছে। প্রতিটি কারণ তার বিপরীত দ্বারা নিরাময় করা হয়। যে কারণে এই রোগ হয়েছে তা নির্মূল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা নিরাময়ের পদ্ধতি নির্ধারণের কিছু উদাহরণ সরবরাহ করতে পারি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন ব্যক্তি ব্যভিচার করার লোভ থেকে ধৈর্য ধরতে চায়। তবে ব্যক্তির গোপনীয়তার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, অথবা গোপনীয়তার উপর তার নিয়ন্ত্রণ নেই, কিন্তু চোখের উপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই (সর্বত্র তাকাত্মক যা তাগিদে প্ররোচিত করে), বা চোখের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখে কিন্তু হৃদয়ের উপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, যা সর্বদা কামনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকে এবং ঐশ্বরিক স্মরণ থেকে বিরত রাখে। ভালো কাজে ধ্যান ও অধ্যবসায়। এটি একটি রোগ এবং এর নিরাময়ের বিবরণ যেমন আমরা আগে ব্যাখ্যা করেছি, ধৈর্য হল ঐশ্বরিক পথের শক্তি এবং কামনার শক্তির মধ্যে যুদ্ধের নাম। যদি আমরা তাদের মধ্যে একটিকে সফল দেখতে চাই, তবে আমাদের সেই শক্তিকে শক্তিশালী করতে হবে যাতে এটি প্রাধান্য পায় এবং আমাদের অন্য শক্তিকে দুর্বল করতে হবে যাতে এটি পরাধীন হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রে (উদাহরণ), আমরা চাইব যে ঐশ্বরিক পথের শক্তি প্রভাবশালী হয়ে উঠুক এবং কামনার শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

কামনার শক্তি কীভাবে দুর্বল হয়ে যায়? কামনার শক্তিকে দুর্বল করার তিনটি উপায় রয়েছে। একটি হ'ল এর আসল শক্তি পরীক্ষা করা এবং এটি কোথা থেকে তার শক্তি পাচ্ছে তা দেখা। আমরা যদি এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করি তবে আমরা দেখতে পাব যে এটি সুস্বাদু খাবার থেকে তার শক্তি অর্জন করে। এর প্রতিকার হচ্ছে ক্রমাগত রোজা রাখা এবং রোজা ভঙ্গের সময় এতটাই অল্প পরিমাণে [সরল] খাবার খাওয়া উচিত যা কামনাকে উস্কে দেবে না। উদাহরণস্বরূপ, মাংস এড়ানো উচিত। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, তাৎক্ষণিকভাবে কামনাকে উস্কে দেয় এমন সকল কারণকে পরিত্যাগ করা। কামনা চোখ দ্বারা প্ররোচিত হয় [সাধারণত নিষিদ্ধ জিনিসগুলি দেখে যা আবেগকে উদ্দীপিত করে], চোখ হৃদয়ে নড়াচড়া সৃষ্টি করে এবং হৃদয় কামনাকে উত্সাহিত করে এবং উদ্দীপিত করে। এই কারণেই, প্রথম কাজটি হ'ল চোখের দৃষ্টিভঙ্গি এবং এটি সম্পাদন

করার উপায়টি হ'ল একাকীত্ব গ্রহণ করা [কেবল ব্যক্তিগতভাবে নয়, এমন কোনও কিছুর ব্যবহার এড়ানোর ক্ষেত্রেও যা ভুল জিনিসগুলির দিকে তাকানোর কারণ হয়], এবং এমন অনুষ্ঠানগুলি থেকে দূরে থাকা, যেখানে সুন্দর মুখগুলি দেখার সুযোগ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اَلنَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُوْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيْسَ

"[অন্যায় ও নিষিদ্ধ] দৃষ্টি বিষে ডুবানো শয়তানের তীরগুলির মধ্য থেকে আসে"।

শয়তান এই তীরকে এমনভাবে নিক্ষেপ করে যাতে সে কখনও তার লক্ষ্যবস্তু মিস করে না। চোখ বন্ধ করা বা লক্ষ্য থেকে দূরে দাঁড়ানো ছাড়া এই তীরের ব্যারেজকে থামাতে পারে এমন কোনও ঢালও নেই। শয়তান সুন্দর মুখের (শারীরিক চেহারা, গ্রাফিক চিত্র এবং প্রদর্শন) মাধ্যমে এই তীরগুলি নিক্ষেপ করে। এ ধরনের চেহারার প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে এই বিষাক্ত তীর থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়। তৃতীয় পদ্ধতি হলো, কামনা পূরণের জন্য জায়েজ উপায় অবলম্বন করা। ব্যভিচার থেকে নিজেকে রক্ষা করার সহজ উপায় হল বিয়ে করা [এবং যারা ইতিমধ্যে বিবাহিত তাদের বিবাহের প্রতি মনোনিবেশ এবং অনুগত থাকার জন্য]। এইভাবে, নিম্ন আত্মা (*নাফস*) সন্তুষ্ট হবে [এবং ভুল উপায়ে নিজেকে সন্তুষ্ট করতে চায় না], কারণ নিম্ন আত্মা যা কামনা করছে, তা ইতিমধ্যে অনুমোদিত জিনিসে উপস্থিত রয়েছে (অর্থাত্ এই উদাহরণে বিবাহ) তবে নিষিদ্ধ উপায় অবলম্বন করার প্রয়োজন কী হবে? বেশিরভাগ মানুষের জন্য, এটি নিরাময়ের সবচেয়ে উপকারী পদ্ধতি কারণ ভাল খাবার খাওয়া বন্ধ করা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্য আইটেম হ্রাস করা স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং একজন অন্যান্য কাজ করতে অলস হয়ে পড়বে। সুতরাং এই নিরাময়ের তিনটি কারণ হল: প্রথম নিরাময়, অর্থাৎ খাদ্য কেটে ফেলা, একটি বিদ্রোহী প্রাণীর খাদ্য শেষ করার মতো, যাতে এটি দুর্বল হয়ে যায় এবং তার শক্তি হ্রাস পায় এবং হ্রাস পায়; দ্বিতীয় নিরাময়ের উদাহরণ হ'ল কুকুরের সামনে থেকে মাংস এবং [খামার] পশুর সামনে থেকে খাদ্য সরিয়ে ফেলার মতো, যাতে কুকুর যখন মাংস দেখে এবং পশু যখন খাদ্য দেখে, তখন তাদের অভ্যন্তরীণ প্রাণীর মধ্যে কোনও প্ররোচনা না থাকে; নিরাময়ের তৃতীয় পদ্ধতি, কুকুরকে এমন কিছু দেওয়ার মতো যা সে আগ্রহী এবং যা তাকে সন্তুষ্ট করবে, যাতে তার যথেষ্ট শক্তি অবশিষ্ট থাকে যা তাকে তার শৃঙ্খলা এবং প্রশিক্ষণের সাথে ধৈর্য ধরতে দেয়।

ঈশ্বরের পথের শক্তিকে শক্তিশালী করা: পূর্ববর্তী আলোচনাটি ছিল কামনার শক্তিকে দুর্বল করার বিষয়ে। এখন আমরা ঐশ্বরিক পথের শক্তিকে শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনা করব। ঐশ্বরিক পথের শক্তিকে দুটি উপায়ে শক্তিশালী করা যেতে পারে: একটি হল আধ্যাত্মিক সংগ্রামের সুবিধা এবং কারও বিশ্বাস এবং জাগতিক বিষয়গুলির জন্য এর ফল (ইতিবাচক প্রভাব)

সম্পর্কে নিম্ন আত্মাকে উত্সাহিত করা। এটিকে উত্সাহিত করার উপায় হ'ল ধৈর্যের শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে তালিকাভুক্ত ঐতিহ্যের মাধ্যমে এবং পার্থিব বিষয়গুলির চূড়ান্ত উপসংহারের উৎকর্ষতা সম্পর্কে আমরা যা লিখেছি এবং সেইসাথে ঈশ্বরের পথ সম্পর্কিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আরও আলোচনা করা। একটি [ভবিষ্যদ্বাণী] রেওয়াজ অনুসারে, একটি বিপর্যয়ের জন্য ঐশ্বরিক প্রতিদান এবং প্রতিদান [যদি কেউ চিৎকার না করে এবং অভিযোগ না করে ধৈর্য সহ্য করে], হারানো জিনিসের চেয়ে বেশি। অতএব, অন্তর্দৃষ্টি এবং অভ্যন্তরীণ দৃষ্টি (বা জ্ঞান) লোকেরা এই জাতীয় প্রতিকূলতার আকাঙ্ক্ষা করে, কারণ দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি যা হারিয়েছে, আজ না হলেও কাল (ভবিষ্যতে) চলে যেতে বাধ্য ছিল কারণ এটি থাকার জন্য ছিল না, তবে হারানো জিনিসের জায়গায় এমন একটি জিনিস অর্জন করা হয়েছিল, যা চিরকাল একজনের সাথে থাকবে। এর উদাহরণ হ'ল কেউ একটি ত্রুটিযুক্ত পণ্য বিক্রি করে এবং বিনিময়ে ভাল কিছু পেয়ে যায়। স্পষ্টতই, খারাপ পণ্যের মৃত্যুর জন্য আফসোস করার দরকার নেই। এই [বিষয়ের বাস্তবতা সম্পর্কে এক ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি, যা অন্যথায় অনুশোচনা এবং অনুশোচনার কারণ হয়,] জ্ঞানসিস (মা'*রিফা) এর সাথে সম্পর্কিত,* যা ঈমান (ঈমান) থেকে এসেছে। কখনও এই জ্ঞান দুর্বল, কখনও কখনও শক্তিশালী। যদি শক্তিশালী হয়, তবে ঈশ্বরের পথের শক্তিও শক্তিশালী হয় এবং প্রচুর শক্তি পায়। দুর্বল হলে আল্লাহর পথের শক্তিও দুর্বল। এই জ্ঞান বা [ঈশ্বরের উপর] বিশ্বাসের শক্তিকেও বলা হয়। এই শংসাপত্র অবিচল ধৈর্যের প্রেরণাদায়ক। যাইহোক, [দুনিয়ার] মানুষের মধ্যে খুব কম লোকই আছেন যাদেরকে দৃঢ়তা এবং দৃঢ়তা এবং ধৈর্যের অধ্যবসায় দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হ'ল ধীরে ধীরে ঐশ্বরিক পথের শক্তির আধিপত্য, কামনার শক্তির উপর এবং নিম্ন আত্মার আকাঙ্ক্ষার উপর আধিপত্য স্থাপন করা এবং ধীরে ধীরে তাকে এই যুদ্ধে এতটাই অভ্যস্ত করে তোলা যে যখন এটি বিজয়ের স্বাদ পায়, তখন এটি তৎক্ষণাৎ সাহসী হয়ে ওঠে এবং এর উপর আধিপত্য অর্জন করে। এই আধিপত্য অর্জন করা কঠিন নয় [কামনার শক্তি এবং নিম্ন আত্মার উপর]। কঠোর পরিশ্রম ও অবিরাম অনুশীলনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা কাজটি করে এমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে শক্তিশালী করে। এ কারণেই, ভারী ওজন উত্তোলনকারী, কৃষক এবং সৈন্যদের দর্জি, সুগন্ধি বিক্রেতা, পাণ্ডিত্যবিদ ধর্মতত্ত্ববিদ (*ফুকাহা)* এবং আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীদের (*সুফি) চেয়ে বেশি শক্তি রয়েছে,* কারণ তাদের অবিচ্ছিন্ন [শারীরিক] কঠোর পরিশ্রমের অভাব এবং এটি করতে অভ্যস্ত না হওয়ার কারণে তাদের অঙ্গগুলি দুর্বল থাকে।

সংক্ষেপে, যে ব্যক্তির ধৈর্যের শক্তি নেই এবং সামান্যতম আধ্যাত্মিক সংগ্রাম করে না, ঐশ্বরিক পথের শক্তি এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ে যে সে কামনার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। অন্যদিকে যে নিম্ন আত্মাকে কামনার বিরোধিতা করতে অভ্যস্ত হয়, যখনই চায় তখনই তার উপর আধিপত্য বিস্তার করে।

দুনিয়া ও আখেরাতের রাজত্ব: তওরাত, ইঞ্জিল, গীতসংহিতা, কুরআন, মূসা ও ইব্রাহীম (আঃ) এর কিতাব এবং সকল স্বর্গীয় কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল [তাদের আদি রূপে] [ঈশ্বরের] সৃষ্টিকে অনন্ত রাজত্বের দিকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং তাদের দুনিয়ায় রাজা হিসাবে বসবাস করার এবং পরকালে রাজা হওয়ার উপদেশ দেওয়ার জন্য। জগতের রাজত্ব হচ্ছে সংযম (*জুহদ)* [জাগতিকতা এবং তার যা কিছু আছে তা থেকে বিচ্ছিন্নতা থেকে] গ্রহণ করা এবং কম বস্তুগত সম্পদে সন্তুষ্ট হওয়া। আখেরাতের রাজত্ব হচ্ছে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার পর সেই জীবিকা (*বাকা)* অর্জন করা, যার কোন বিলুপ্তি নেই (ফানা*)*, সেই সম্মান অর্জন করা যা অপমানের দ্বারা প্রভাবিত হয় না, এবং সেই চোখের শীতলতা অর্জন করা যা এই জগতে (দুনিয়ায়) গোপন রয়েছে এবং কোন আত্মা তা সম্পর্কে সচেতন নয়। শয়তান সৃষ্টিকে (মানবজাতিকে) দুনিয়ার আধিপত্যের দিকে আহ্বান জানে কারণ সে জানে যে যারা দুনিয়ার আধিপত্যের পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছে তারা আখেরাতের রাজত্ব পাবে না। কারণ, দুনিয়া ও আখেরাত দুই সহস্ত্রীর মতো- একজন অন্যের সামনে বসবাস করতে পারে না। তাছাড়া শয়তান জানে যে, কেউ যদি দুনিয়া (পার্থিব সম্পদ, সম্পদ, গ্ল্যামার ও ক্ষমতা) পায় তাহলে সে জগৎ (মানুষকে) উৎসাহিত করে তাহলে শুধু তাই নয়, কেউ যদি পৃথিবী পায় তবে সে কাউকে শান্তিতে বসবাস করতে দেয় না। পরিবর্তে, তিনি একজনের প্রতি ঈর্ষান্বিত হন, একজনকে বিভিন্নভাবে উদ্বিগ্ন করে তোলেন এবং নতুন বিরোধ উত্থাপন করেন। জাগতিক সম্পদ ও সম্পদের অবস্থা এমন- প্রথমত, সেগুলো পাওয়া কঠিন এবং যদি তা পাওয়া যায়, তাহলে সেগুলো ধরে রাখার জন্য, চরম কষ্ট সহ্য করার জন্য অনেক কৌশল বের করতে হবে এবং যদি সেগুলো ধরে রাখা হয় তাহলে কতদিন ধরে রাখা হয়? এটি বিলুপ্তির (শেষ) দিকে আসবে কারণ কেউ শাসক বা শাসক যাই হোক না কেন কারও মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না।

সংযম কেন আধিপত্য বিস্তার করে? সংযমের অর্থ হলো, একজন ব্যক্তি নিজের কামনা ও ক্রোধের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে এবং উভয়ই ঐশ্বরিক পথের শক্তি এবং ঈমানের (ইমান) অঙ্গভঙ্গির (ইশারা ও আহ্বান) অধীন হয়ে যায়। এটাই আসল আধিপত্য। প্রকৃত আধিপত্যের অর্থ হল সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। মানুষ যখন ক্রোধ ও কামনা থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় তখন তাকে "মুক্ত" বলা প্রাপ্য, অন্যথায়, যদি কেউ কামনার বন্দী হয়ে যায় তবে সে কখনও তার গোপনাঙ্গের দাস হয়, আবার কখনও অন্য কারও উদ্দেশ্যের দাস হয়। বরং একজন ব্যক্তি এমন এক ধরনের প্রাণীতে পরিণত হবে যার নিজের সত্তার উপর কোন ক্ষমতা নেই, বরং এটি অন্যের (মানুষ) হাতে বশীভূত হয়ে যায় যারা তার গলায় কলার দিয়ে এবং তারা যেভাবে ইচ্ছা এবং যেখানে ইচ্ছা তা নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি দাস হওয়ার পরে (নিম্ন স্বা থেকে নিজের নিকৃষ্ট আকাঙ্ক্ষার, যা পশু এবং পশু প্রকৃতির] দাস হওয়ার পরে, নিজেকে [এবং নিজের ভাগ্য এবং সত্তার মালিক] মনে করে, এবং নিজের ইচ্ছার দাস হওয়ার পরে, মনে করে যে প্রভুত্বের গুণাবলী একজনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে? এ ধরনের ব্যক্তি দুনিয়ায় অপমানিত হয় এবং আখেরাতেও

লাঞ্ছিত হয়। বাস্তবতা হলো, সংযমই হচ্ছে প্রকৃত আধিপত্য এবং এই আধিপত্যের মাধ্যমে ব্যক্তি আখেরাতের (অনন্ত সফলতা ও অনন্ত) আধিপত্য অর্জন করে। যারা শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় স্থানেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং যাদেরকে ধৈর্যের জন্য আল্লাহ *তাওফিক* দান করেছেন, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে সফল।

কৃতজ্ঞতার ব্যাখ্যা

এই অধ্যায়ে [কৃতজ্ঞতা সম্পর্কে] তিনটি উপাদান রয়েছে: প্রথমটি কৃতজ্ঞতার শ্রেষ্ঠত্ব, এর বাস্তবতার ব্যাখ্যা, প্রকারভেদ এবং আদেশ; দ্বিতীয়টি হ'ল আশীর্বাদ এবং তাদের প্রকারের বাস্তবতা, বিশেষ বা সাধারণের পরিপ্রেক্ষিতে; তৃতীয়ত, ধৈর্য বা কৃতজ্ঞতা থেকে কোনটি শ্রেষ্ঠ তার ব্যাখ্যা।

প্রথম উপাদান - কৃতজ্ঞতা ও এর উৎকর্ষতা: একদিকে কুরআন আল্লাহর স্মরণের প্রশংসা করে এভাবে:

وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ

"আর আল্লাহর স্মরণ এক বিরাট বিষয়। (কুরআন, অধ্যায় 29, আয়াত 45)

অন্যদিকে, [ঐশ্বরিক] কৃতজ্ঞতাকে এই [মহান] সম্মান দেওয়া হয়েছিল যে এটি [ঐশ্বরিক] স্মরণের পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছিল। তাই বলা হয়েছে –

فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ

"তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদের স্মরণ করব এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব এবং তোমরা অকৃতজ্ঞ হয়ো না। (কুরআন, দ্বিতীয় অধ্যায়, আয়াত 152)

ঐশ্বরিক স্মরণের পাশাপাশি কৃতজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে, এর শ্রেষ্ঠত্বের পরিপূর্ণতার পক্ষে যুক্তি দেয়। কুরআন বলে,

مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ ۚ

যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও এবং ঈমান আনো, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন কি? (কুরআন, অধ্যায় 4, আয়াত 147)

وَسَنَجْزِى ٱلشَّٰكِرِينَ

"আর আল্লাহ কৃতজ্ঞদের দ্রুত প্রতিদান দেন। (কুরআন, অধ্যায় 3, আয়াত 145)

এক জায়গায়, ঈশ্বর স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে ঈশ্বরের আশীর্বাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা [ধরে রাখা এবং আশীর্বাদের বৃদ্ধি] দিকে পরিচালিত করে। এর ব্যতিক্রম নেই এবং অন্যান্য আশীর্বাদের ব্যতিক্রম রয়েছে যেমন সমৃদ্ধি দেওয়া, নামাজ গ্রহণ করা, রিযিক প্রদান, ক্ষমা প্রদান, এবং তওবা গ্রহণ করা সবই ব্যতিক্রমের উল্লেখ করে। এগুলো সবই তাঁর ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, কৃতজ্ঞতা একটি চমৎকার জিনিস, তাই আল্লাহ তাআলা এটিকে তাঁর ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেননি, বরং স্পষ্টভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি তাঁর অনুগ্রহ বৃদ্ধি করবেন। কৃতজ্ঞতা একটি ভাল [অভ্যন্তরীণ] বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোন সন্দেহ কীভাবে থাকতে পারে কারণ এটি [ঈশ্বরের] ঐশ্বরিক গুণাবলীর মধ্যে একটি গুণ। এখন থেকে আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য এই গুণটি উল্লেখ করেছেন:

وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

"আর আল্লাহ অত্যন্ত কৃতজ্ঞ (তুচ্ছ জিনিসের প্রতি কৃতজ্ঞ, যদিও তারা ত্রুটিতে পরিপূর্ণ হতে পারে, যা আমরা কল্যাণ ও সৎকর্মের পথে করতে পারি) এবং ধৈর্যশীল। (কুরআন, অধ্যায় 64, আয়াত 17)

আত্তা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর নবী জ্ঞানের সন্ধানে) তাঁর স্ত্রীর সাথে দেখা করেছিলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "দয়া করে আমাকে বলুন যে আপনি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থায় সবচেয়ে অদ্ভুত জিনিস দেখেছেন। এ কথা শুনে তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, "তার কী অবস্থা অদ্ভুত ছিল না? এক রাতে তিনি আমার কাছে এসেছিলেন এবং আমার সাথে আমার বিছানায় আমার কম্বলের নীচে শুয়ে ছিলেন যতক্ষণ না তার শরীর আমার শরীর স্পর্শ করেছিল। অতঃপর তিনি বললেন, হে আবু বকরের কন্যা! দয়া করে আমাকে ছেড়ে দাও, যাতে আমি আমার পালনকর্তার ইবাদত করতে পারি। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল!

আমি আপনার ঘনিষ্ঠতা কামনা করি, তবে এটি আপনার ইচ্ছা। এরপর আমি তাকে অনুমতি দিলাম। তিনি পানির পাত্রে গিয়ে প্রচুর পানি ব্যবহার না করে স্নান করেন। অতঃপর তিনি (আল্লাহর) কাছে প্রার্থনায় উঠে দাঁড়ালেন। নামাজ পড়ার সময় তিনি কাঁদতে শুরু করেন যতক্ষণ না তার অশ্রু তার বুকে প্রবাহিত হতে শুরু করে। অতঃপর তিনি প্রণাম করলেন এবং মাথা নত করে কাঁদলেন। অতঃপর তিনি সেজদা করলেন এবং কাঁদলেন। তিনি সিজদা থেকে মাথা তুলে আবার কেঁদে ফেললেন। ভোর হওয়া পর্যন্ত তিনি কাঁদতে থাকলেন এবং বিলাল (রাঃ) তাকে ভোরের (*ফজর)* নামাযের কথা জানাতে এলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ যখন তোমাদের অতীত ও ভবিষ্যতের সব গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, তখন তোমরা কেন এত কাঁদছ? সে বললঃ আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? আর আমি কেমন করে কান্নাকাটি করব না, যখন আল্লাহ কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ করেছেন:

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ
وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ
مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا
مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ
بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٦٤

"নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টির সময়ে, রাত ও দিনের বিবর্তনে, মানুষের কল্যাণের জন্য সমুদ্রে নৌকা চলাচলের মধ্যে, আল্লাহ আকাশ থেকে যে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা তিনি যে প্রাণ সঞ্চার করেন মৃত পৃথিবীতে। তিনি পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া হরেক রকমের প্রাণী এবং বাতাসের পরিবর্তন এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে বিচরণ করা মেঘমালার মধ্যে নিশ্চয়ই নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিমানদের জন্য। (কুরআন, দ্বিতীয় অধ্যায়, আয়াত 164) (বর্ণনা করেছেন *আয়েশা (রাঃ) এর কবল থেকে সহীহ মুসলিম* হাদীস সংগ্রহ

এই [নবুয়ী] ঐতিহ্য থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, কোন অবস্থাতেই [আল্লাহর সামনে কান্নাকাটি] বন্ধ করা উচিত নয়। একজন বান্দার (মানুষের) হৃদয় পাথরের মতো শক্ত, বরং এটি তার কঠোরতায় শক্ত [যেমন এটি বাড়াবাড়ি এবং অত্যাচারের আদেশ দেয়]। এই কঠোরতা কেবল কান্নার মাধ্যমেই দূর হয়, যদি কেউ [ঈশ্বরের] ভয়ে বা কৃতজ্ঞতায় কাঁদে।

কৃতজ্ঞতার বাস্তবতা: কৃতজ্ঞতা আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীদের (সালিকিন) স্টেশনগুলির মধ্যে একটি [আধ্যাত্মিক] স্টেশন। এই স্টেশনটি জ্ঞান, কর্ম এবং [অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক] অবস্থা [তিনটি নীতি] দ্বারা গঠিত। এই তিনটির মধ্যে জ্ঞানই এই স্টেশনের উৎপত্তি। জ্ঞান [অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক] অবস্থার জন্ম দেয় এবং রাষ্ট্র [মহৎ] কর্মের জন্ম দেয়। জ্ঞানের অর্থ হল তাদের দাতার কাছ থেকে আশীর্বাদকে স্বীকৃতি দেওয়া, অবস্থা হল সেই আশীর্বাদ প্রাপ্তির পরে যে সুখ অর্জন করে এবং কর্ম হল আশীর্বাদ দাতার অনুমোদন (ঐশ্বরিক আদেশ) অনুসারে কাজ করা। এই ক্রিয়া হৃৎপিণ্ড, [শারীরিক অঙ্গ এবং] অঙ্গ ও জিহ্বার সাথে সম্পর্কিত- এই তিনটিই সম্পর্কিত।

প্রথম নীতি - জ্ঞান: এই ক্ষেত্রে, একজনের তিনটি বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে: একটি বরকত; দ্বিতীয়টি উপলব্ধি করা যে এই বরকত কারও অনুগ্রহের জন্য একটি আশীর্বাদ; তৃতীয়টি হ'ল দাতার সত্তা এবং [ঐশ্বরিক] গুণাবলী যা পুরষ্কার প্রদান করে এবং এটি [সূক্ষ্মতা এবং পরিপূর্ণতার সাথে] পূর্ণ করে। ঈশ্বরের ক্ষেত্রে, একজনের এই জ্ঞান থাকা উচিত যে সমস্ত নেয়ামত কেবল আল্লাহর কাছ থেকেই আসে, তিনিই প্রকৃত দাতা, সমস্ত মধ্যম উপায় [দাতা এবং গ্রহীতার মধ্যে] তাঁর নিয়ন্ত্রণে এবং পরাধীনতা। এটি সর্বোচ্চ জ্ঞানী (মা'*রিফা)* যা ঐশ্বরিক মহিমা (*তাকদীস*) এবং ঐশ্বরিক একত্বের (*তাওহীদ*) পরে আসে তবে এটি সর্বোচ্চ। বিশ্বাসের জ্ঞানগুলির মধ্যে, প্রথমটি হল ঐশ্বরিক মহিমা যা জানা যে ঈশ্বর সমস্ত অসম্পূর্ণতার ঊর্ধ্বে [সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা, ত্রুটি, ত্রুটি এবং যে কোনও ধরণের দাগ,] এবং এর পরে এটি ঐশ্বরিক একত্ব যা জানতে হবে যে যে সত্তা সমস্ত অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত বলে বোঝা যায়, তিনি এক, তার কোনও অংশীদার এবং সহ-অংশীদার নেই, এর পরে, এটি জানা উচিত যে অস্তিত্বের জগতে যা কিছু বিদ্যমান রয়েছে, তা এই সত্তার সমস্ত সৃষ্টি, যিনি এক, এবং [সৃষ্টির মধ্যে] যা একজনকে দেওয়া হয়েছে তা তাঁর পক্ষ থেকে পুরস্কার হিসাবে একজনকে দেওয়া হয়েছে। এটি স্পষ্ট যে এই গনোসিস পূর্ববর্তী দুটি গনোসিস [ঐশ্বরিক মহিমা এবং ঐশ্বরিক একত্বের] পরে আসে, এই কারণেই, এর পদমর্যাদা পূর্ববর্তী দুটির চেয়ে বেশি কারণ এটি ঐশ্বরিক মহিমা এবং একত্বের স্বীকারোক্তি [এবং অভ্যন্তরীণ গ্রহণযোগ্যতা] ছাড়াও, [ঐশ্বরিক] শক্তির পরিপূর্ণতা এবং আবিষ্কার এবং সৃজনশীল সূক্ষ্মতার পরিপূর্ণতার স্বীকারোক্তি রয়েছে।

মধ্যম উপায়গুলি ঐশ্বরিক আদেশ পালন করতে বাধ্য হয়: তবুও, যদি কেউ অন্য উপায়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ গ্রহণ করে, তবে তার বোঝা উচিত যে এই অন্য ব্যক্তি এই আশীর্বাদটি একজনের কাছে পৌঁছে দিতে বাধ্য হয়েছিল কারণ ঈশ্বর এই অন্য ব্যক্তির উপর তাঁর অভিপ্রায় চাপিয়ে দিয়েছিলেন এবং এমন সমস্ত কারণ তৈরি করেছিলেন যা এই ব্যক্তিকে [একজনকে] দিতে বাধ্য করেছিল। আর তিনি তার অন্তরে এই কথাটি লিখে রেখেছিলেন যে, "আমার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণ ও কল্যাণ একজনকে দান করার উপর নির্ভরশীল"। যখন

এই চিন্তা ঈশ্বরের কাছ থেকে হৃদয়ে জন্মগ্রহণ করে, তখন এই চিন্তার প্রভাবের উপর কাজ করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। অতএব, এটি বোঝা উচিত যে যদি অন্য ব্যক্তি আপনাকে কিছু দেয় তবে এটি আপনার সুবিধার জন্য নয়, তার নিজের সুবিধার জন্য [উদ্দেশ্যে] আপনাকে দেওয়া হচ্ছে। যদি অন্য ব্যক্তির আপনাকে দেওয়ার মাধ্যমে কোনও সুবিধা না থাকত, তবে সে আপনাকে দিত না। যদি অন্য ব্যক্তি জানতেন না যে তার সুবিধা আপনার সুবিধার মধ্যে নিহিত রয়েছে, তবে এই জাতীয় ব্যক্তি কখনই আপনার উপকার করত না। এখন আপনার উপকার করে, অন্য ব্যক্তি তার নিজের উপকারের জন্য আকাঙ্ক্ষা করছে এবং সে আপনার [প্রকৃত] উপকারী বা দাতা নয়, বরং সে আপনাকে নিজের জন্য প্রত্যাশিত আশীর্বাদের জন্য একটি বাহক (উপায়) তৈরি করেছে। প্রকৃত দাতা হলেন অন্য কেউ যিনি আপনার জন্য আপাত দাতাকে বশীভূত করেছিলেন এবং তার হৃদয়ে এমন বিশ্বাস এবং অভিপ্রায় জাগিয়ে তুলেছিলেন যা তাকে বা তাকে সেই আশীর্বাদটি আপনার কাছে পৌঁছে দিতে বাধ্য করেছিল।

যদি আপনি এই বিষয়গুলি এভাবে বুঝতে পারেন তবে আপনি ঈশ্বরের সত্তা এবং কর্মের জ্ঞান অর্জন করবেন এবং আপনি একেশ্বরবাদী হয়ে উঠবেন, আপনি [ঐশ্বরিক] কৃতজ্ঞতার উপর ক্ষমতা পাবেন, বরং এই কারণে, আপনাকে "[ঈশ্বরের] সর্বোত্তম কৃতজ্ঞ বান্দা" বলা হবে। কৃতজ্ঞতার জন্য সমস্ত আশীর্বাদ ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে এমন জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, যদি এতে সামান্যতম সন্দেহ থাকে তবে কেউ সেই [ঐশ্বরিক] আশীর্বাদের অধিকার বা তার দাতার অধিকার পূরণ করতে সক্ষম হবে না। মানুষের আদর্শ দাতার উপর নির্ভর করা উচিত নয় এবং এটি (বরকত) নিয়ে গর্ব বা গর্ব করা উচিত নয়, অন্যথায়, এটি কারও জ্ঞানের অভাব হবে এবং জ্ঞানের অভাব সঠিক কর্মের ক্ষতির কারণ হতে পারে।

দ্বিতীয় নীতি - রাষ্ট্র: এই [আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক] অবস্থা অর্জিত হয় আশীর্বাদের উৎপত্তির জ্ঞান (*মারিফা*) দ্বারা। এর অর্থ হ'ল নম্রতা, নম্রতা এবং ভয়ঙ্কর হৃদয়ের সাথে [আশীর্বাদ] দাতার সাথে সন্তুষ্ট হওয়া। এই অবস্থাটিও কৃতজ্ঞতা, ঠিক যেমন গ্নোসিসকে [কৃতজ্ঞতার অবস্থা] হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে, তবে রাষ্ট্রকে কৃতজ্ঞতা হিসাবে অভিহিত করা হবে যখন এটি তার সমস্ত শর্তকে অন্তর্ভুক্ত করবে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, সুখ [আশীর্বাদের জন্য] কেবল দাতার কাছেই থাকে, বরকত বা পুরস্কারের সাথে নয়। হয়তো এটা বুঝতে আপনার অসুবিধা হবে। অতএব, আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে আপনাকে এটি ব্যাখ্যা করি। একজন রাজা আছেন যিনি যাত্রা শুরু করেন। তিনি পুরস্কার হিসেবে কাউকে একটি ঘোড়া দান করেন। ঘোড়া পাওয়ার পর এই ব্যক্তি তিনটি কারণে খুশি হতে পারেন। এর একটি কারণ হলো, ঘোড়ার পুরষ্কার পেয়ে খুশি হয়, কারণ এটি একটি মূল্যবান (ব্যয়বহুল) পুরস্কার এবং এটি থেকে একটি ভাল যাত্রা পাওয়া যায় যা তার ইচ্ছা অনুসারে। স্পষ্টতই, এই [প্রকার] সুখ কেবল সেই ব্যক্তিই অনুভব করে যিনি রাজার যত্ন নেন না, বরং একজনের একমাত্র লক্ষ্য কেবল ঘোড়া। ধরুন যদি কেউ এই

ঘোড়াটিকে জঙ্গলে খুঁজে পেত, তবে তিনিও সমান সুখী হতেন। দ্বিতীয় কারণ হতে পারে যে কেউ কেবল ঘোড়াটি পেয়ে খুশি হয় না, বরং একজন খুশি হয় কারণ এই ঘোড়াটি একজনের প্রতি রাজার উদারতা এবং দয়ার প্রমাণ। এটি দেখায় যে রাজার হৃদয়ে একজনের জন্য একটি জায়গা রয়েছে। যদি কেউ এই ঘোড়াটিকে জঙ্গলে খুঁজে পেত বা রাজা ছাড়া অন্য কেউ এটি দিয়ে দিত, তবে সে সামান্যতম সুখ পেত না কারণ কারও ঘোড়ার প্রয়োজন নেই বা রাজার হৃদয়ে স্থান পাওয়ার মতো যা ইচ্ছা তা ঘোড়ার চেয়ে অনেক বেশি। তৃতীয় কারণ হতে পারে যে কেউ ঘোড়াটি পেয়ে খুশি হয় কারণ কেউ রাজার সেবা করার জন্য ঘোড়ায় চড়তে চায় বা কেউ ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণের কষ্ট সহ্য করতে চায়, রাজার সান্নিধ্য অর্জন করতে চায়। এটা সম্ভব যে অবিরাম কঠোর পরিশ্রমের পরে [রাজার দরবারে] মন্ত্রী হওয়ার জন্য একজন উন্নতি করতে পারে। এই ব্যক্তিটি রাজার হৃদয়ে জায়গা তৈরি করার জন্য বিতর্ক করা হয় না কারণ কেউ এটিকে খুব বেশি বিবেচনা করে না, বরং একজন এত ঘনিষ্ঠতার সন্ধানকারী যে রাজা যে কোনও রাজা জনগণকে দান করে, তাকে মধ্যস্থতাকারী করে [এবং এই মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে লোকদের দান করে]। স্পষ্টতই, এই জাতীয় পদমর্যাদা কেবল তাদেরই দেওয়া হয় যারা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বাসযোগ্য, তার উপরে, কেউ মন্ত্রিত্বের সন্ধান করছেন না বরং কেবল রাজার সান্নিধ্য, রাজার আস্থা এবং রাজার অবিচ্ছিন্ন দর্শনের সম্মান চান। যদি [এইরকম] কাউকে পরিচর্যা এবং [রাজার সান্নিধ্য] এর মধ্যে একটি পছন্দ দেওয়া হয়, তবে সে নৈকট্য বেছে নেবে।

এগুলো হলো কৃতজ্ঞতার তিনটি ডিগ্রি। এতে, প্রথম ডিগ্রিটি কোনও কাজে আসে না কারণ কারও সমস্ত মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হ'ল ঘোড়া। একজন ঘোড়া পেয়ে খুশি হয় এবং দাতার প্রতি অজ্ঞ থাকে, সে রাজা হোক বা নিম্ন পদমর্যাদার ব্যক্তি। অনুরূপভাবে, যে আশীর্বাদ পাওয়ার পরে এবং নিজের উদ্দেশ্যের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করার পরে সে কৃতজ্ঞতা থেকে অনেক দূরে থাকে। দ্বিতীয় ডিগ্রী কৃতজ্ঞতার অর্থে আশীর্বাদের গ্রহীতা তার দাতার সাথে সন্তুষ্ট হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে এই সুখ দাতার অস্তিত্বের সাথে নয়, বরং এটি দাতা এমন একজনকে আশীর্বাদের যোগ্য বলে মনে করার কারণে যিনি ভবিষ্যতে একজনকে আরও আশীর্বাদ দেবেন বলে আশা করা যেতে পারে। এটা হচ্ছে সেই সৎকর্মশীল বান্দাদের অবস্থা যারা শাস্তির ভয়ে সৎকর্ম করে এবং পুরস্কার আশা করে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। পূর্ণ কৃতজ্ঞতা তৃতীয় ডিগ্রিতে থাকে। অন্য কথায়, আশীর্বাদ গ্রহীতা এই চিন্তায় খুশি হন যে কেউ আশীর্বাদকে ঈশ্বরের সান্নিধ্য অর্জনের একটি উপায় হিসাবে তৈরি করবে। এর লক্ষণ হলো, দুনিয়া নিয়ে সুখী নয়, বরং সে শুধু এতটুকু দুনিয়াতেই সন্তুষ্ট থাকে যা পার্থিব জীবনে সাহায্য করতে পারে, সেই পার্থিব নেয়ামতের জন্য অনুতপ্ত হতে পারে যা মানুষকে উপাসনায় অবহেলা করে এবং সত্যের পথ থেকে বিরত রাখে। কারণ আশীর্বাদটি তার [অন্তর্নিহিত] আনন্দের কারণে উদ্দেশ্য নয়, ঠিক যেমন ঘোড়ার গ্রহীতা সন্তুষ্ট হননি কারণ এটি শক্ত এবং দ্রুত দৌড়ছিল, পরিবর্তে, কেউ এটিকে রাজার উপস্থিতিতে পৌঁছানোর একটি উপায় হিসাবে বিবেচনা করেছিল যাতে কেউ ক্রমাগত রাজার দর্শন এবং নৈকট্যের সম্মান অর্জন করে। এজন্য শিবলী (রহঃ) বলেন, 'কৃতজ্ঞতা হচ্ছে

বরকত দানকারীর দর্শন, বরকতের দর্শন নয়। এই উচ্চ [আধ্যাত্মিক] পদমর্যাদা এমন ব্যক্তি অর্জন করতে পারে না যার জগতের সমস্ত সুখ পেট এবং গোপনাঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে, উপলব্ধির বৃত্ত রঙ এবং শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে, [পরিবর্তে] হৃদয় সমস্ত [বস্তুগত] সুখ থেকে মুক্ত হওয়া উচিত এবং সমস্ত [দৈহিক] উপলব্ধির সাথে অপরিচিত হয়। যদি হৃদয় সুস্থ থাকে, তবে এটি কেবল ঈশ্বরের স্মরণ, জ্ঞান এবং [ঐশ্বরিক] উপস্থিতিতে আনন্দ খুঁজে পায়। সেই হৃদয় এই জিনিসগুলি (ঐশ্বরিক স্মরণ, জ্ঞান এবং উপস্থিতি) থেকে আনন্দ খুঁজে পায় না যা খারাপ অভ্যাস দ্বারা [বিরূপভাবে] প্রভাবিত হয়েছে।

উপরে উল্লিখিত আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। যদি কেউ সেই [সর্বোচ্চ] ডিগ্রিতে কৃতজ্ঞতা অর্জন করতে না পারে, তবে তাকে দ্বিতীয় ডিগ্রির সাথে লড়াই করা উচিত। প্রথম ডিগ্রির কোনো গুরুত্ব নেই। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ডিগ্রির মধ্যেও অনেক পার্থক্য রয়েছে। দ্বিতীয় ডিগ্রিতে ব্যক্তির উদ্দেশ্য হল রাজা যাতে রাজা একজনকে ঘোড়া দিতে পারে এবং তৃতীয় ডিগ্রিতে, উদ্দেশ্যটি ঘোড়া যাতে কেউ এটিকে রাজার নৈকট্য অর্জনের একটি মাধ্যম তৈরি করতে পারে। দু'জনের মধ্যে কত বড় পার্থক্য রয়েছে, যার মধ্যে একজন আল্লাহর সন্ধানকারী যাতে তিনি একজনকে বরকত দান করেন এবং দ্বিতীয়জন বরকত কামনা করেন যাতে সে তাদের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে পৌঁছাতে পারে।

তৃতীয় নীতি – নিজের সুখ অনুযায়ী আমল : তৃতীয় নীতি হচ্ছে দাতার জ্ঞান (মা'রিফা) *এর কাছ থেকে প্রাপ্ত সুখের প্রভাবের উপর কাজ করা।* এই কাজটি হৃৎপিণ্ড, জিহ্বা এবং শারীরিক অঙ্গগুলির সাথে সম্পর্কিত। অন্তরের কর্মের অর্থ হলো, একজন বান্দা সৎকর্মের ইচ্ছা রাখে এবং সকল সৃষ্টির জন্য কল্যাণ গোপন করে রাখে। জিহ্বার মাধ্যমে কর্মের অর্থ হল ঐশ্বরিক প্রশংসার মাধ্যমে, যা কৃতজ্ঞতার প্রতিনিধিত্ব করে। [শারীরিক] অঙ্গগুলির মাধ্যমে কর্মের অর্থ হ'ল তাঁর আনুগত্যে ঈশ্বরের অনুগ্রহকে ব্যবহার করা এবং পাপ পরিত্যাগ করার জন্য তাদের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা। অতএব, চোখের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা হ'ল একজন মুমিনের প্রতিটি দোষকে আড়াল করা; কানের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা হল বিশ্বাসীদের সমস্ত দোষ ঢেকে রাখা, যা কান দ্বারা জানতে পারে; জিহ্বার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা হল ঈশ্বরকে খুশি করে এমন কথাগুলো উচ্চারণ করা। যদি অঙ্গগুলি এভাবে ব্যবহার করা হয় তবে এটি এই [ঐশ্বরিক] আশীর্বাদগুলির জন্য কৃতজ্ঞতা হয়ে ওঠে যা [ঐশ্বরিকভাবে] নির্ধারিত হয়েছে।

ঐশ্বরিক একত্বের মতাদর্শ (তওহীদ) বা আত্মার বিনাশ (ফানা): এ বিষয়ে দুটি বিশ্বাস রয়েছে। একটিকে বলা হয় ঐশ্বরিক একত্বের মতাদর্শ। যারা এতে সিদ্ধ হয়, তারা মনে করেন

যে কৃতজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ প্রেমিক এবং প্রিয়তমা একই সত্তার দুটি নাম। তাদের দৃষ্টিতে, আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই নেই।

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ

"তাঁর সত্তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে [কারণ তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি চিরন্তন, চিরন্তন এবং আত্ম-বেঁচে আছেন যার কোন শুরু ও শেষ নেই, যিনি অন্য কোন সত্তা ছাড়াই বিদ্যমান এবং তাঁর মাধ্যমে অন্য সমস্ত প্রাণীর অস্তিত্ব রয়েছে]। (কুরআন, অধ্যায় 28, আয়াত 88)

এই ঘোষণা তাদের অন্তরের কণ্ঠস্বর। এই মতাদর্শটি বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে এবং এর মধ্যে শুরু-কম চিরন্তন "শুরু" এবং অবিরাম চিরন্তন "সমাপ্তি" সম্পর্কিত উভয় সত্যই রয়েছে। কারণ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্তা নেই যা নিজে থেকে বিদ্যমান, বরং অন্য কারো পক্ষে (আল্লাহ ব্যতীত) এ ধরনের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব। বাস্তব অস্তিত্ব হ'ল যা তার নিজস্ব সত্তার মাধ্যমে বিদ্যমান। এমন কিছু যা তার নিজের সত্তা দ্বারা বিদ্যমান থাকতে পারে না, তার অস্তিত্ব তার নিজস্ব সত্তার মাধ্যমে হবে না, বরং এটি অন্যান্য [অস্তিত্ব (গুলি)] এর সাথে যুক্ত হবে। এটি এমন পরিমাণে যে যদি তার নিজের অস্তিত্বকে অন্য কোনও [তার অস্তিত্বের জন্য] নির্ভরতা ছাড়াই দেখা যায়, তবে তার নিজস্ব অস্তিত্ব অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। বর্তমান হ'ল সেই ব্যক্তি যিনি নিজে থেকে বিদ্যমান এবং তার নিজের অস্তিত্বে যে অস্তিত্ব রয়েছে তা এমন যে যদি অন্য সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব বন্ধ হয়ে যায়, তবে তার নিজের সত্তা প্রভাবিত হয় না। যদি এমন কোন অস্তিত্ব থাকে যা তার নিজের সত্তার দ্বারা বিদ্যমান থাকে এবং অন্য সমস্ত অস্তিত্বও তার নিজস্ব সত্তার দ্বারা বিদ্যমান থাকে তবে তাকে "*কাইয়ুম*" (স্ব-অস্তিত্ব) বলা হয় এবং "*কাইয়ুম*" এই এক সত্তা (যাকে আমরা ঈশ্বর বলি) ব্যতীত অন্য কিছু হতে পারে না, কারণ তিনি হবেন "*হায়্যুল কাইয়ুম*" (জীবিত ও সত্ত্বা)। এই গুণটি কেবল সেই এক সত্তার অন্তর্গত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এটা স্পষ্ট হবে যে, সবকিছুর উৎস ও নির্ভরতা একমাত্র তিনি, একমাত্র সত্তা। এই কারণেই, একমাত্র তিনিই কৃতজ্ঞ, একমাত্র তিনিই কৃতজ্ঞতার প্রাপক, একমাত্র তিনিই প্রেমিক, এবং একমাত্র তিনিই প্রিয়তম। অতএব, যখন হাবীব ইবনে হাবীব রাদিয়াল্লাহু আনহু এই আয়াতটি পাঠ করেছিলেন:

إِنَّا وَجَدْنَٰهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ

"নিশ্চয়ই আমরা তাকে ধৈর্যশীল অবস্থায় পেয়েছিলাম, তিনি ছিলেন একজন সৎকর্মশীল বান্দা, তিনি প্রায়ই আল্লাহর দিকে ফিরে আসতেন। (কুরআন, অধ্যায় 38, আয়াত 44)

তিনি বললেন, 'আল্লাহ মহিমান্বিত! এই জিনিসটি কী আশ্চর্যজনক [যা এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে]! তিনিই ধৈর্য্যের শক্তি দান করেছেন এবং তিনিই তাঁর প্রশংসা করেছেন এবং তিনি যেমন নিজের প্রশংসা করেছেন, তেমনি তিনি প্রশংসা করছেন। তিনিই প্রেম এবং তিনিই প্রিয়তম। এটি একটি উঁচু পদমর্যাদা। আপনি এমন একটি উদাহরণের মাধ্যমে এটি বুঝতে পারেন যা আপনার বুদ্ধির সীমার কাছাকাছি। উদাহরণ হল, যখন একজন লেখক নিজের লেখা পছন্দ করেন, তখন বলা হয় যে তিনি নিজের লেখা পছন্দ করেছেন। একইভাবে, যখন একজন স্রষ্টা নিজের একটি সৃষ্টিকে পছন্দ করেন, তখন তিনি যেন নিজের সত্তাকে পছন্দ করেন। অথবা একজন বাবা তার সন্তানকে এই অর্থে পছন্দ করেন যে এই অর্থে তিনি তার সন্তান, এটি যেন তিনি তার নিজের সত্তা পছন্দ করেন। আল্লাহ ব্যতীত দুনিয়ায় যা কিছু আছে সবই তাঁরই রচনা ও সৃষ্টি। যদি তিনি নিজের লেখা বা সৃষ্টিকে ভালবাসেন তবে এটি যেন তিনি নিজের সত্তাকে ভালবাসেন। এটাই হল *ঐশ্বরিক* একত্বের আদর্শ। *সুফিরা* (আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী বা সত্যের সন্ধানকারী) এটিকে "আত্মার ধ্বংস (ফানা) হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। এর অর্থ এই যে, বান্দা নিজের সত্তা থেকে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছু থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং সর্বত্র কেবল এক সত্য সত্তাকে দেখতে পায় [কারণ তিনিই একমাত্র আছেন]। যে ব্যক্তি এসব (আধ্যাত্মিক) বাস্তবতা বোঝে না, সে সেগুলো প্রত্যাখ্যান করে বলে, 'একজন মানুষ কিভাবে বিলুপ্ত হতে পারে, যখন তার চার গজ লম্বা ছায়া থাকে এবং সে দিনে এক বা দুই কেজি ময়দা খায়? অজ্ঞতার কারণে অজ্ঞ হয়ে আত্মার বিনাশের (ফানা) দাবিতে হাসে। এটি দুঃখজনক যে জ্ঞানবাদীদের এই ভাগ্য রয়েছে যে অজ্ঞরা তাদের কথা বুঝতে পারে না, তাদের নিয়ে হাসাহাসি করে এবং উপহাসের তীর দিয়ে তাদের হৃদয়কে আঘাত করে।

উদ্দেশ্যে ফিরে যাওয়া: [*ঈশ্বরের*] [সত্য] ভাববাদীদের আগমনের উদ্দেশ্য হ'ল লোকেদের *ঐশ্বরিক* একত্বের পরিপূর্ণতায় আসার জন্য তাদের আমন্ত্রণ। যাইহোক, যে পথটি একজনকে *ঐশ্বরিক* একত্বের পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যায় তাতে অসংখ্য বাধা রয়েছে এবং এটি একটি দীর্ঘ এবং কঠিন যাত্রা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। *ঐশ্বরিক* আইন এই কঠিন পথে চলার এবং এই কঠিন যাত্রা সম্পন্ন করার পদ্ধতি দেখায়। আল্লাহ তাআলার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কি উপকার হয়, তার উত্তর হচ্ছে, আল্লাহ তা থেকে কোন উপকার পান না, তা নিছক বান্দাদের উপকারের জন্য। আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করব। ধরুন একজন রাজা তার দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী তার একজন চাকরের কাছে ভ্রমণের জন্য একটি ঘোড়া, বস্ত্র এবং নির্ভরতা প্রেরণ করেন যাতে তিনি ভ্রমণের পরে রাজার নিকটবর্তী হন। রাজার দাসকে আরও কাছে আনতে চাওয়ার দুটি মামলা থাকতে পারে। প্রথম [কেস] হ'ল রাজার চাকরকে আরও কাছাকাছি আনতে চাওয়ার উদ্দেশ্য হ'ল দাসকে রাজার সেবা করা এবং একটি অভিযানে অংশ নেওয়ার মাধ্যমে, একজন রাজ্যের জন্য শক্তির উত্স হয়ে উঠবে। দ্বিতীয় ঘটনাটি হ'ল এতে রাজার কোনও ব্যক্তিগত সুবিধা নাও থাকতে পারে এবং চাকরও সেই সেবা করতে সক্ষম নয় যা রাজাকে সমস্ত উদ্বেগ থেকে মুক্তি দেবে। সংক্ষেপে, দাস এমন একটি অস্তিত্ব যা রাজার

আধিপত্যের কোনও পার্থক্য করবে না, অভাব বা বৃদ্ধি যাই হোক না কেন, সেক্ষেত্রে রাজা যদি চাকরকে ঘোড়াই, বস্ত্র এবং ভ্রমণের জন্য বিধান সরবরাহ করে তবে এটি রাজার রাজকীয় অনুদান (উদারতা এবং উদারতা)। সেখানে থাকতে পারে একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল চাকর এই সম্পদগুলি রাজার কাছাকাছি যাওয়ার জন্য ব্যবহার করা এবং রাজকীয় উপস্থিতিতে থাকার সম্মান অর্জন করা। রাজার নিজের সুবিধা উদ্দেশ্য নয়। বান্দাদের (অর্থাৎ মানুষের) অবস্থা একই রকম। আল্লাহর কাছ থেকে তারা যা কিছু পায় তা তাদের উচ্চতর মর্যাদার জন্যে, আল্লাহর কল্যাণের জন্য নয়।

এই উদাহরণের প্রথম ক্ষেত্রে, [ভ্রমণের পরে] রাজার নিকটবর্তী দাস কাউকে কৃতজ্ঞ করতে পারে না যতক্ষণ না দাস দাসের কাছ থেকে প্রাপ্য সেবা [রাজাকে] সরবরাহ করে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, একজন দাস হয় কৃতজ্ঞ হতে পারে অথবা প্রত্যাখ্যানকারী হতে পারে। এই ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতার উপায় হ'ল রাজা যে অনুগ্রহগুলি দিয়েছেন তা রাজার পছন্দের প্রচেষ্টায় ব্যবহার করা এবং সেগুলি নিজের পছন্দ মতো ব্যয় না করা। প্রত্যাখ্যানের উপায় হ'ল এই আশীর্বাদগুলি রাজা অপছন্দ করে এমন জিনিসগুলিতে ব্যয় করা বা এমন একটি যাত্রায় ব্যয় করা যা চাকরকে রাজা থেকে আরও দূরে করে তুলবে। অতএব, যদি চাকর পোশাক পরিধান করে, ঘোড়ায় চড়ে এবং [যাত্রার জন্য] রাজার প্রেরিত রসদ [তার কাছে] ব্যয় করত, তবে বলা হবে যে দাস রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল কারণ দাস এই সমস্ত জিনিস [যা যাইহোক রাজা দ্বারা প্রদত্ত হয়েছিল] রাজার প্রিয় প্রচেষ্টায় ব্যয় করেছিলেন। কিন্তু যদি দাস রাজকীয় পোশাক পরিধান করে, ঘোড়ায় চড়ে রাজার বিপরীত দিকে যাওয়া পথটি বেছে নেয়, যে পথটি রাজার কাছে আনার পরিবর্তে আরও দূরে যায়, তবে বলা হবে যে দাস আশীর্বাদগুলি প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং সেগুলি রাজার বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি (চাকর) রাজকীয় অনুদানের সুবিধা গ্রহণ করে না, তারা [রাজার প্রেরিত] কাপড় না পরিধান করে, চড়ে না চড়ে এবং সেই যাত্রায় মুসাফিরের বিধান গ্রহণ না করে অলস বসে থাকুক। এই ব্যক্তির প্রত্যাখ্যান প্রথমটির চেয়ে কম।

সৃষ্টির অবস্থা এমনই! আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। প্রাথমিকভাবে তাদের কামনা ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় যাতে তাদের দেহ সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। কামনার ব্যবহার তাদেরকে ঐশ্বরিক সান্নিধ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, অন্যদিকে তাদের অনন্ত সুখ ও অনন্ত সাফল্য (সা*'দাহ) কেবল* ঐশ্বরিক সান্নিধ্যেই থাকে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা এমন নেয়ামত সৃষ্টি করেছেন যা তাদেরকে (মানুষদের) আল্লাহর নিকটবর্তী করে এবং সেগুলো ব্যবহার করার ক্ষমতাও দিয়েছে। কুরআন আল্লাহর সাথে মানুষের সান্নিধ্য ও দূরত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই কথায়:

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

"আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি উত্তম ছাঁচে। (কুরআন, অধ্যায় 95, আয়াত 4)

ثُمَّ رَدَدْنَٰهُ أَسْفَلَ سَٰفِلِينَ ٥

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ٦

"অতঃপর আমরা নিম্ন পর্যায়ে অবতরণ করি, তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম, সৎকর্ম ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে মহান প্রতিদান, যা কখনো শেষ হবে না। (কুরআন, অধ্যায় 95, আয়াত 5-6)

এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর নেয়ামতসমূহ এমন উপকরণ যে, তাদের দ্বারা একজন বান্দা নিম্ন থেকে অনন্ত সুখ ও অনন্ত সফলতার (সা*'দাহ)* মর্যাদায় অগ্রসর হয়। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের জন্য এসব যন্ত্রপাতি সৃষ্টি করেছেন এবং কেউ তাঁর নিকটবর্তী হোক বা না আসে তাতে মাথা ঘামায় না। যাইহোক, [ঐশ্বরিক] আনুগত্য বা পাপ (অবাধ্যতা) এর সাহায্যের জন্য এই যন্ত্রগুলি ব্যবহার করার অধিকার দাসের রয়েছে। যদি কেউ আনুগত্য করে, তবে তাকে কৃতজ্ঞ বলা হবে কারণ সে তার পালনকর্তার সন্তুষ্টি কামনা করেছে। যদি কেউ অবাধ্য হয়, তবে তাকে অপ্রত্যাখ্যানকারী বা অকৃতজ্ঞ বলা হবে কারণ সে এমন কাজ করেছে যা তার প্রতিপালকের কাছে অপছন্দনীয়। যদি বান্দা আল্লাহর অনুগ্রহ (নেয়ামত) স্থগিত করে রাখে এবং সেগুলো [ঐশ্বরিক] আনুগত্য বা অবাধ্যতায় ব্যবহার না করে, তবে তা আল্লাহর নেয়ামতের প্রত্যাখ্যানও [অবাধ্যতার প্রবণতা দূর করার জন্য সেগুলো ব্যবহার না করার জন্য]। দুনিয়ায় সৃষ্ট সকল জিনিস মূলত বান্দাদের (মানুষের) উপকরণ এবং তাদের দ্বারা একজন বান্দা অনন্ত সুখ এবং আখেরাতের অনন্ত সফলতা *(সা'দাহ)* এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে। প্রত্যেক আজ্ঞাবহ বান্দা আল্লাহর আনুগত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং যে ব্যক্তি এই আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করেনি বা প্রতিটি পাপী যারা আল্লাহ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার পথে ব্যবহার করেনি, সে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের প্রেমে অকৃতজ্ঞ এবং সীমা অতিক্রম করে।

কৃতজ্ঞতার যোগ্য আশীর্বাদ

কৃতজ্ঞতার দ্বিতীয় উপাদান হ'ল কৃতজ্ঞতার যোগ্য আশীর্বাদ। এখানে বরকতের বাস্তবতা, তাদের ধরন ও পদমর্যাদা (গ্রেড) ব্যাখ্যা করা হবে। এ ছাড়া, যে-বিষয়গুলো বিশেষ আশীর্বাদ হিসেবে গঠিত এবং যে-বিষয়গুলো সাধারণ আশীর্বাদ হিসেবে গঠন করে, সেগুলো ব্যাখ্যা করা হবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের উপর এত নেয়ামত করেছেন যে, তাদের হিসাবও করা যায় না, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন:

وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآۗ

"আর যদি তোমরা আল্লাহর অসীম নেয়ামতসমূহ গণনা কর, তবে তোমরা সেগুলোকে কোন হিসাবেও ঘিরে ফেলতে পারবে না। (কুরআন, অধ্যায় 14, আয়াত 34)

বরকতের বাস্তবতা ও তার প্রকার: জেনে রাখা যে, প্রতিটি কল্যাণ, প্রতিটি আনন্দ, প্রতিটি সুখ, যা কিছু চাওয়া হয় এবং যা কিছু কার্যকর ও উপকারী, তা বরকত, কিন্তু প্রকৃত বরকত হচ্ছে আখেরাতে চিরস্থায়ী সুখ ও চিরস্থায়ী সফলতা। আখেরাতে অনন্ত সুখ ও অনন্ত সাফল্য ব্যতীত যাকে বরকত বলা হয়, তা বলা ভুল নয় অথবা তা রূপক ব্যবহার [বরকত" শব্দটির]। উদাহরণস্বরূপ, একটি জাগতিক নেয়ামত যা আখেরাতের জন্য সাহায্য করে না, তাকে বরকত হিসাবে অভিহিত করা ভুল। এই শব্দটি যে কোনও কিছুর উপর প্রয়োগ করা সঠিক, যা এক বা একাধিক উপায়ে আখেরাতে অনন্ত সুখ এবং অনন্ত সাফল্য অর্জনের উৎস, কারণ সেই জিনিসটি প্রকৃত বরকত প্রাপ্তির একটি কারণ। যেসব নেয়ামত ও সুখ আখেরাতের অনন্ত সুখ ও অনন্ত সফলতা অর্জনের মাধ্যম বা এতে সাহায্য করে, সেগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা সেগুলোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করব:

বরকতের প্রথম বিভাজন: যদি আমরা সকল বিষয় নিজের উপর আরোপ করি, তাহলে চার ধরনের বিষয় থাকবে (যা আমাদের সাথে সম্পর্কিত) : প্রথমত, যেসব বিষয় দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের জন্যই উপকারী যেমন জ্ঞান ও সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র ও আভ্যন্তরীণ স্বভাব (*হুসনুল খুলক)*; দ্বিতীয়ত, দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের জন্য অলাভজনক বিষয় যেমন অজ্ঞতা ও কু-নৈতিকতা। আচরণ, চরিত্র এবং অভ্যন্তরীণ স্বভাব; তৃতীয়ত, যেসব বিষয় দুনিয়ার জন্য উপকারী কিন্তু আখেরাতের জন্য উপকারী নয়, যেমন কামনায় ভোগ করা; চতুর্থত, যেসব বিষয় দুনিয়ার জন্য ক্ষতিকর কিন্তু আখেরাতের জন্য উপকারী, যেমন কামনা নিয়ন্ত্রণ করা এবং নিম্ন আত্মার বিরোধিতা করা। প্রথম প্রকার যা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের জন্যই উপকারী তা হলো প্রকৃত নেয়ামত, যেমন জ্ঞান ও সুন্দর নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্র ও আভ্যন্তরীণ স্বভাব। [দ্বিতীয়] প্রকারটি যা উভয়ের মধ্যে অলাভজনক তা হ'ল আসল কষ্ট যা জ্ঞানের বিপরীত যা অজ্ঞতা এবং সুন্দর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির বিপরীত যা খারাপ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। যে [তৃতীয়] প্রকারটি দুনিয়ার জন্য উপকারী কিন্তু আখেরাতের জন্য উপকারী নয়, অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞার লোকেরা এটিকে বিশুদ্ধ কষ্ট বলে অভিহিত করে এবং অজ্ঞরা এটিকে বরকত বলে মনে করে। এর দৃষ্টান্তটি অনেকটা বিষ ভর্তি মধু খুঁজে পাওয়ার মতো। যদি কেউ বিষের সাথে পরিচিত হয়, তবে সে মধুকে একটি দুর্যোগ হিসাবে বিবেচনা করবে, তবে যদি কেউ এর সাথে অপরিচিত হয় তবে এটি একটি আশীর্বাদ হিসাবে বিবেচিত হবে। চতুর্থ প্রকার, যা দুনিয়ার জন্য ক্ষতিকর, কিন্তু আখেরাতের জন্য উপকারী, বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের লোকেরা একে বরকত এবং অজ্ঞতাকে কষ্ট

বলে মনে করে। এর দৃষ্টান্তটি একটি তিক্ত ঔষধের মতো যার একটি খারাপ স্বাদ রয়েছে যা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু এর মাধ্যমে প্রাপ্ত স্বাস্থ্য স্বাগত এবং দীর্ঘস্থায়ী। যদি কোনও শিশুকে তিক্ত ওষুধ পান করা হয়, তবে সে এটিকে একটি কঠিন বলে মনে করবে এবং শিশুকে এটি গ্রহণ করতে বাধ্য করা ব্যতীত এটি গ্রহণ করতে রাজি হবে না, অন্যদিকে একজন সুসচেতন এবং সভ্য মানুষ আনন্দের সাথে তিক্ত ওষুধ পান করে। শুধু তাই নয়, যে ব্যক্তি ঔষধ বা এর উপাদান সরবরাহ করে বা এর প্রস্তুতিতে সহায়তা করে তার প্রশংসা করে এবং এমন ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞ এবং অনুগ্রহের জন্য ঋণী বোধ করে, এমন ব্যক্তির কাছে আসতে চায় এবং উপহার দিয়ে সম্মান করে। বাস্তবতা হলো, বুদ্ধিমান শত্রুর চেয়েও অজ্ঞ বন্ধু বেশি ক্ষতিকর। প্রতিটি মানুষ তার নিম্ন সত্তার বন্ধু কিন্তু সে একজন অজ্ঞ বন্ধু, তাই এটি একজনের সাথে এমন আচরণ করে যা এমনকি শত্রুও তার সাথে আচরণ করে না।

দ্বিতীয় বিভাজন আশীর্বাদ: দুনিয়ার অর্থে ভালো-মন্দ উভয়ই মিশে আছে। এমন উপায় খুব কম আছে যে, তাদের মধ্যে কোন মন্দ ছাড়া কেবল কল্যাণ রয়েছে। ধন-সম্পদ, খ্যাতি, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন এবং অন্যান্য সমস্ত [পার্থিব] উপায় এমন যে তাদের মধ্যে ভাল এবং মন্দ উভয়ই রয়েছে। এই ধরনের উপায়গুলি আরও তিন প্রকারে বিভক্ত: প্রথম প্রকারের [উপায়] হ'ল সেই কারণগুলি যার উপকার ক্ষতির চেয়ে বেশি, যেমন কারও প্রয়োজন অনুসারে সম্পদ এবং খ্যাতি ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকারটি হ'ল সেই কারণগুলি যার ক্ষতি বেশিরভাগ মানুষের উপকারের চেয়ে বেশি যেমন প্রচুর সম্পদ, ব্যাপক খ্যাতি ইত্যাদি। তৃতীয় প্রকারটি সেই কারণগুলি যার উপকার এবং ক্ষতি সমান। এগুলো বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য আলাদা আলাদা বিষয়, উদাহরণস্বরূপ, একজন ধার্মিক ব্যক্তি ভাল সম্পদ থেকে উপকৃত হয়, এমনকি যদি কেউ ঈশ্বরের পথে দান ও দানের মাধ্যমে ব্যয় করে। যদি কারো কাছে এই ঐশ্বরিক ক্ষমতা থাকে, তবে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য তার জন্য আশীর্বাদ হবে। কিছু দুর্ভাগ্যজনক লোক অল্প পরিমাণ সম্পদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অন্য কথায়, তারা এটিকে তুচ্ছ বলে মনে করে, তাদের প্রভুর কাছে সর্বদা অভিযোগ করে এবং আরও বেশি লোভ করে। এমন ব্যক্তির জন্য, অবশ্যই এই সম্পদ অপমান এবং কষ্টের কারণ।

নেয়ামতের তৃতীয় বিভাগ: সৎকর্ম ও কর্মের সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয় তিন প্রকার, এক দিক: প্রথমত, যারা নিজেদের মধ্যে চাওয়া হয়; দ্বিতীয়ত, যারা অন্য জিনিসের জন্য [এবং নিজের মধ্যে নয়]; এবং তৃতীয়ত, যারা নিজের এবং অন্যান্য জিনিসের জন্য চাওয়া হয়। প্রথম প্রকার যা নিজের মধ্যে চাওয়া এবং প্রিয় হয় তার মধ্যে রয়েছে ঐশ্বরিক দর্শনের সন্তুষ্টি এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত। এটি আখেরাতের চিরস্থায়ী সুখ ও চিরস্থায়ী সফলতার *(সা'দাহ)* এবং এটি চিরকালের জন্য। চিরন্তন সুখ এবং চিরন্তন সাফল্যের এই আনন্দ তার মাধ্যমে অন্য কিছু অর্জন করার চেষ্টা করা হয় না, বরং এটি নিজের জন্য সন্ধান করা হয় এবং এটি নিজেই উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়

ধরনের বা অন্যান্য জিনিসের জন্য চাওয়া বিষয়গুলির উদাহরণ হল *দিরহাম* এবং দিনার (স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রা যা পুরানো মুদ্রা ছিল, অন্য কথায়, অর্থ এবং সম্পদ)। যদি পার্থিব চাহিদা পূরণের জন্য অন্য কিছু নিযুক্ত করা হতো তবে স্বর্ণ, রূপা এবং পাথরের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকত না [কারণ তারা সকলেই মূল্য ও গুরুত্বের দিক থেকে সমান হত], কিন্তু যেহেতু তারা (ধন-সম্পদ) [পার্থিব] সুখভোগ অর্জনের মাধ্যম এবং তাদের দ্বারা পার্থিব সুখ-বিলাস সহজে এবং সুবিধার সাথে অর্জন করা যায়। এ কারণেই তারা নিজেরাই অজ্ঞদের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে। তারা অজ্ঞদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে যতটুকু তারা তাদের সঞ্চয় করে, মাটিতে কবর দেয় (অন্যের নাগালের বাইরে এবং জ্ঞানের বাইরে গোপনে এবং নিরাপদে তাদের সঞ্চয় করে), তাদের আড়ম্বরপূর্ণভাবে ব্যয় করে এবং মনে করে যে অর্থ এবং সম্পদ নিজেরাই উদ্দেশ্য। এ ধরনের লোকদের দৃষ্টান্ত এমন একজন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে অন্যের প্রেমে পড়ে এবং সেই কারণেই সে রাসূলকে ভালবাসতে শুরু করে, যিনি একে অপরের বাণী প্রচার করেন এবং তাদের সাক্ষাতের মাধ্যম হয়ে ওঠেন। পরবর্তীতে রাসূলের ভালোবাসা এতটাই বেড়ে যায় যে, প্রকৃত প্রিয়জনকে ভুলে যায় এবং বাকি জীবন প্রিয়জনের নামও গ্রহণ করে না এবং বরং রাসূলের প্রেম ও তার সেবায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এটি চরম অজ্ঞতা এবং প্রকাশ্য বিভ্রান্তি। তৃতীয় প্রকারের মধ্যে সেই বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা নিজের মধ্যে এবং অন্যান্য বিষয়গুলির জন্যও চাওয়া হয়, যেমন স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা। এগুলি আরও চাওয়া হয় কারণ স্বাস্থ্য সন্ধানের পরে, একজন মানুষ ঐশ্বরিক স্মরণ এবং ধ্যান করার ক্ষমতা অর্জন করে যা ফলস্বরূপ একজনকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। উপরন্তু, তাদের মাধ্যমে, মানুষ জাগতিক সুখও অর্জন করে। স্বাস্থ্য নিজে থেকেও চাওয়া হয় কারণ কখনও কখনও কেউ পায়ে হেঁটে যেতে চায় না [যেহেতু কেউ চড়া বা যানবাহন ব্যবহার করতে অভ্যস্ত], তা সত্ত্বেও, একজন চায় দুটি পা ঠিক থাকুক, যদিও দুটি পায়ের নিরাপত্তা সন্ধান করা উচিত কারণ তারা হাঁটার মাধ্যম, তবে যেহেতু নিরাপত্তা নিজেই প্রিয়, এ কারণেই এটি চাওয়া হয়।

এই তিন প্রকারের মধ্যে প্রকৃত বরকত প্রথম প্রকার, অন্য কথায়, আখেরাতের চিরন্তন সুখ ও অনন্ত সাফল্যের আনন্দ যা নিজেই চাওয়া হয়। যে জিনিসটি নিজের মধ্যে এবং অন্যান্য জিনিসের জন্যও চাওয়া হয় সেটিও একটি আশীর্বাদ তবে প্রথম আশীর্বাদের তুলনায় এটি নিম্ন পদমর্যাদা। যে জিনিসটি নিজেই চাওয়া হয় না তবে অন্যান্য জিনিস যেমন অর্থ এবং সম্পদের জন্য, তাকে আশীর্বাদ বলা হবে না কারণ তারা নিজেরাই আশীর্বাদ, পরিবর্তে তাদের আশীর্বাদ বলা হবে কারণ তারা উপায়। অতএব, এগুলি কেবল তার জন্য আশীর্বাদ যিনি তাদের ছাড়া নিজের চাহিদা পূরণ করতে পারবেন না। যদি কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্য হয় জ্ঞান ও ইবাদত এবং তার প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ (আর্থিক সম্পদ) থাকে, তবে এমন একজনের জন্য সোনা ও পাথর উভয়ই সমান, কারণ সে তার অস্তিত্ব বা তার অস্তিত্ব সম্পর্কে আগ্রহী হবে না। যদি তারা কাউকে চিন ও ইবাদত থেকে বিরত রাখে তবে তারা কষ্টের অগ্রদূত হবে এবং কারও জন্য বরকত হবে না।

আশীর্বাদের চতুর্থ বিভাজন: ভাল সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় [যা কৃতজ্ঞতার যোগ্য আশীর্বাদ] অন্য প্রকারে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে। তিন ধরণের ভাল রয়েছে: উপকারী, আনন্দদায়ক এবং সুন্দর। আনন্দদায়ক হ'ল সেই জিনিস যার উপকার এখনই জানা যায়। উপকারী হল যা তার চূড়ান্ত সমাপ্তির দিক থেকে উপকারী। সুন্দর হয় যা সব পরিস্থিতিতে ভালো। মন্দেরও তিন প্রকার রয়েছে: ক্ষতিকারক, কুৎসিত এবং ক্ষতিকারক। ভালো কথায়, যে জিনিসটিতে তিন ধরনের ভালো একটিতে জমা হয়, তা হল জ্ঞান ও প্রজ্ঞা- এটি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার লোকদের চোখে উপকারী এবং আনন্দদায়ক এবং সুন্দর। মন্দের ক্ষেত্রে, এর উদাহরণ হবে অজ্ঞতা - এটি ক্ষতিকারক, কুৎসিত এবং ক্ষতিকারক। একজন অজ্ঞ ব্যক্তি বুঝতে পেরে ব্যথা অনুভব করে, "আমি অজ্ঞ, কিন্তু এই অন্য ব্যক্তি জ্ঞানী", এবং সে সময় নিজের দোষ বুঝতে পারে এবং এতে ব্যথিত হয়। এই মুহূর্তে, জ্ঞানের আনন্দের আকাঙ্ক্ষা মাথা উত্থাপিত হয়, কিন্তু ঈর্ষা, অহংকার এবং শারীরিক কামনা কারও পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলস্বরূপ, দুটি বিপরীত শক্তি একটিকে দুটি বিপরীত দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং একজনের আত্মা সংকুচিত হয়ে যায় কারণ উভয় পরিস্থিতিতে একজন বেদনায় পড়ে - জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে, একজনকে অহংকার ত্যাগ করতে হয় এবং শিক্ষার অপমান সহ্য করতে হয় [কারণ এটি প্রতিটি পদক্ষেপে তার অজ্ঞতাকে আঘাত করে] এবং সর্বোপরি, একজনকে তার জন্য কামনা ত্যাগ করতে হবে। জ্ঞান অর্জন না করার ক্ষেত্রে, যে [নিজের অজ্ঞতা উপলব্ধি করেছে] তার অভাবের উপলব্ধি অব্যাহত রাখে। এই ধরনের ব্যক্তি ক্রমাগত [এক প্রকার] শাস্তি সহ্য করে।

আশীর্বাদের পঞ্চম বিভাগ: এই আশীর্বাদ প্রতিটি আনন্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আনন্দ তিন প্রকার: বুদ্ধিবৃত্তিক, শারীরিক যা কিছু প্রাণীর সাথে সাধারণ, এবং শারীরিক যা সমস্ত প্রাণীর সাথে সাধারণ। বুদ্ধিবৃত্তিক আনন্দের উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা কারণ এই আনন্দটি চোখ, কান, নাক, স্বাদ, পেট বা গোপনাঙ্গ দ্বারা অনুভূত হয় না, পরিবর্তে, এর আনন্দ কেবল হৃদয় দ্বারা অনুভূত হয় কারণ এটি [মানব] গুণের (বিশেষতা) জন্য নির্দিষ্ট যা বুদ্ধি বলা হয়। সমস্ত আনন্দের মধ্যে, এটি সর্বনিম্ন পাওয়া যায়, যদিও এটি সমস্ত আনন্দের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। এর অভাবের কারণ হ'ল জ্ঞানের আনন্দ কেবল একজন পণ্ডিত (জ্ঞানের অধিকারী) দ্বারা উপলব্ধি করা যায় এবং জ্ঞানের আনন্দ কেবল জ্ঞানী (অভ্যন্তরীণ আলোকসজ্জার অধিকারী) দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। জ্ঞানী ও জ্ঞানী মানুষের সংখ্যা কত? সবাই জানে (অনেকে নেই)। অধিকাংশ মানুষ [যারা জ্ঞানী ও জ্ঞানী বলে দাবি করে] নাম ও চেহারায় পণ্ডিত ও জ্ঞানী [কেবল কিন্তু বাস্তবে, প্রকৃত জ্ঞান ও আভ্যন্তরীণ আলোকসজ্জা থেকে বঞ্চিত]।

জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ও পার্থক্যের কারণ হলো, এর আনন্দ সর্বদাই একজনের সাথে থাকে এবং দুনিয়ায় বা আখেরাতে কখনও হ্রাস পায় না। এটি এমন একটি সঙ্গী যা সর্বদা একজনের সাথে

থাকে এবং জ্ঞানী লোকেরা এতে বিরক্ত হয় না। অন্য সব আনন্দই মানুষকে ক্লান্ত করে তোলে। যেমন, পেট ভরে খাওয়ার ফলে শরীরে অলসতা দেখা দেয়, সহবাস করার পর ক্লান্তি ও ভারী বোধ হয়, কিন্তু জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাগরে (বিশেষ করে ঐশ্বরিক জ্ঞানের) সাগরে (বিশেষ করে ঐশ্বরিক জ্ঞান) যতই সাঁতার কাটতে বা গভীরে ডুব দিলেই হোক না কেন, তার মেজাজের উপর কোনও ভার বোধ হয় না এবং শরীর ক্লান্তির শিকার হয় না। যে ব্যক্তি এমন স্বতন্ত্র এবং উচ্চতর জিনিস অর্জন করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও, নিকৃষ্ট কিছুতে স্থির হয় এবং কয়েকদিনের মূল্যবান আনন্দের পিছনে অসহায়ভাবে ঘুরে বেড়ায়, এমন ব্যক্তির উন্মাদনা এবং দুর্ভাগ্য সম্পর্কে কে সন্দেহ করতে পারে? সাধারণ মানুষ কেন জ্ঞানের আনন্দ উপলব্ধি করতে পারে না, তার কারণ এই যে, তাদের এর প্রতি অনুরাগ (*দাহক)* নেই এবং যার অনুরাগ নেই, তার কোন বোধগম্য এবং কোন তীব্র আকাঙ্ক্ষা নেই (শবক*)* / তীব্র আকাঙ্ক্ষা স্নেহের অধীন। যদি স্নেহ না থাকে, তবে এমনকি আকাঙ্ক্ষাও থাকবে না, বা কামনার অনুসরণগুলি তাদের মেজাজে একটি উত্থান সৃষ্টি করেছে এবং তাদের হৃদয়ে একটি রোগ সৃষ্টি করেছে [এমনকি জ্ঞান এবং আভ্যন্তরীণ আলোকসজ্জার প্রশংসা করার]।

দ্বিতীয় ধরণের আনন্দ যা শারীরিক এবং কিছু প্রাণীর সাথে ভাগ করা হয় যেমন আধিপত্য, শ্রেষ্ঠত্ব, সর্বাগ্রে হওয়ার আনন্দ। এই ধরণের আনন্দে, কিছু প্রাণী সিংহ, চিতা এবং অন্যান্য শক্তিশালী প্রাণীর মতো মানুষের সাথেও তাদের ভাগ করে নেয়। তৃতীয় ধরণের আনন্দ যা শারীরিক এবং সমস্ত প্রাণীর সাথে ভাগ করা হয়, এর মধ্যে পেটের আনন্দ (খাদ্য এবং খাওয়া) এবং গোপনাঙ্গ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই আনন্দগুলি সর্বাধিক বিস্তৃত এবং সাধারণ, যদিও তারা সমস্ত আনন্দের মধ্যে সর্বনিম্ন এবং সস্তা। অতএব, পৃথিবীর সমস্ত জীবন্ত প্রাণী তাদের মানুষের সাথে এতটাই ভাগ করে নেয় যে এমনকি ক্ষুদ্র পোকামাকড়গুলিও তাদের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পায়। যে ব্যক্তি এই [সর্বনিম্ন রূপ] আনন্দের ঊর্ধ্বে উঠে যায়, সে আধিপত্য এবং ক্ষমতার (অন্যের উপর শাসন বা কর্তৃত্ব) আনন্দের শিকার হয়। যে ব্যক্তি এই সুখের ঊর্ধ্বে উঠে যায়, সে তৃতীয় (এই ব্যাখ্যায় প্রথমতম) আনন্দে লিপ্ত হয় যতক্ষণ না জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আনন্দ একজনের মধ্যে প্রাধান্য পায়, বিশেষ করে ঈশ্বরের সত্তা (ধাত*)* এবং গুণাবলী (সিফাত) একজনকে এমন আনন্দ দেয় যে সে অন্য কোন বস্তুতে তা খুঁজে পায় না। এটি তাদের পদমর্যাদা যাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করা হয়েছে (*সিদ্দিকীন* বা জ্ঞানবাদী)।

হার্ট চার প্রকার: এই ব্যাখ্যার আলোকে চার ধরনের হার্ট রয়েছে। এক ধরণের হৃদয় একচেটিয়াভাবে ঈশ্বরকে ভালবাসে এবং যতক্ষণ না ঈশ্বরের জ্ঞানের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে [অবিরাম] প্রশান্তি খুঁজে পায় না। দ্বিতীয়ত, হৃদয় এমনকি ঈশ্বরের জ্ঞানে বিদ্যমান আনন্দের ধরনগুলিও জানে না। এটি কেবল খ্যাতি, নিয়ন্ত্রণ (কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা), সম্পদ এবং সমস্ত শারীরিক সুখ এবং আনন্দে আনন্দ খুঁজে পায়। তৃতীয় হৃদয় অধিকাস্ত পরিস্থিতিতে ঐশ্বরিক

স্মরণ (*দিকির),* ধ্যান (ফিকর*)* এবং জ্ঞান (মা'*রিফা)* এর মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠতা খুঁজে পায়, তবে কখনও কখনও মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলি এর উপর প্রভাব ফেলে। চতুর্থ হৃদয়ে প্রায়শই মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলি আধিপত্য বিস্তার করে তবে কখনও কখনও এটি জ্ঞান এবং জ্ঞানের ঝর্ণা থেকে উপকৃত হয়। এর মধ্যে প্রথম ধরনের হার্ট সম্ভব নয়। যদি আমরা ধরে নিই যে এটি সম্ভব তবে তারা সংখ্যায় এত কম যা অস্তিত্বহীনতার কাছাকাছি। পৃথিবী দ্বিতীয় ধরনের হৃদয়ে পরিপূর্ণ। তৃতীয় এবং চতুর্থ ধরণের হৃদয় বিদ্যমান তবে অল্প সংখ্যায়, পরিবর্তে তাদের বিরল বলা আরও উপযুক্ত হবে। নবীদের সময়ের কাছাকাছি সময়ে এই ধরনের হৃদয়ের প্রাচুর্য ছিল। ভবিষ্যদ্বাণীর যুগ ধীরে ধীরে দূর হওয়ার সাথে সাথে এই ধরনের হৃদয়ের সংখ্যাও হ্রাস পেতে থাকে এবং এই প্রক্রিয়া [হ্রাসপ্রাপ্ত কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত না হওয়ার] ক্রিয়ামতের দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

রহমতের ষষ্ঠ বিভাগ: এই বিভাজন সকল রহমতের উপর প্রাধান্য পায়। এই বিভাজনের সারসংক্ষেপ হলো, বরকত দুই প্রকার- একটি হচ্ছে বরকত যা তার উদ্দেশ্যের শীর্ষবিন্দু এবং তা হলো আখেরাতের চিরন্তন সুখ ও অনন্ত সফলতা (সা'*দাহ)* এবং এর মধ্যে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: সেই অস্তিত্ব ও জীবিকা যা কখনও বিলুপ্তির মুখোমুখি হয় না (*ফানা)*), সেই সুখ যার সাথে কোনও দুঃখ মিশ্রিত হয় না, সেই জ্ঞান যার সাথে কোনও অজ্ঞতা নেই, এবং সেই সম্পদ এবং ঐশ্বর্য যার মধ্যে কোনও দারিদ্র্য নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ

"আখেরাতের জীবন ও স্বাচ্ছন্দ্য ব্যতীত আর কোন জীবন ও আরাম নেই (অনন্ত সুখ ও চিরস্থায়ী বিজয়ের অবস্থায়)। (বর্ণনা করেছেন *সহীহ বুখারী* ও *সহীহ মুসলিম* আনাস (রহঃ)

তিনি এ কথা উল্লেখ করেছেন সুখের এক উপলক্ষে, যাতে নিম্ন আত্মা (*নফস)* পার্থিব সুখে সন্তুষ্ট না হয় এবং মনে করতে পারে যে, এই জীবনের পরেও এমন একটি জীবন আছে যার কোন শেষ নেই, কেবল সুখই থাকবে যা কখনো দুঃখে রূপান্তরিত হবে না।

হেদায়েতের পর্যায়: হেদায়েত (সত্য ও অনন্ত সত্যের দিকে) এমন একটি বাস্তবতা যা ব্যতীত কোন ব্যক্তি অনন্ত সুখ ও চিরস্থায়ী সফলতা (সা'দাত) অন্বেষণ করতে পারে না। [নির্দেশনা হ'ল সবচেয়ে বড় আশীর্বাদগুলির মধ্যে একটি যা কৃতজ্ঞতার যোগ্য। একজন মানুষ এমন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করতে পারে যার মধ্যে আখেরাতের আনন্দ নিহিত রয়েছে, কিন্তু যদি সে জানে না যে তার পরিত্রাণ কোন বিষয়ের মধ্যে নিহিত রয়েছে এবং [তার অভ্যন্তরীণ সত্তা এবং বাহ্যিক জগতে উভয় ক্ষেত্রে] অশান্তি সৃষ্টিকারী বিষয়কে তার [সংস্কারের কাজ] হিসাবে মনে করে, তবে সে

নিছক [সৎকর্ম করার] অভিপ্রায়ে উপকৃত হবে না। যদি হেদায়েত অনুপস্থিত থাকে, তবে [কারও অধিকারী ভাল কাজ করার] উদ্দেশ্য, সামর্থ্য এবং উপায়গুলি কোনও উপকারে আসে না [অতএব, সুখ, পরিত্রাণ এবং অনন্ত সুখ এবং অফুরন্ত সাফল্যের পথে একজনকে সঠিক পথে চালিত এবং পরিচালিত করার জন্য হেদায়েত অপরিহার্য]। গাইডেন্সের তিনটি ধাপ রয়েছে। প্রথম ধাপ হলো ভালো-মন্দ বোঝা। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল বান্দাকে এই নেয়ামত দান করেছেন - কতককে বুদ্ধি দান করে এবং কারো কাউকে তাঁর নবীদের মাধ্যমে বাণী প্রেরণ করেছেন। স্বর্গীয় কিতাবসমূহ, মহৎ নবীগণ (আল্লাহ ও তাদের শিক্ষা) এবং অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞা (যা সর্বত্র মানুষের উপর দান করা হয়েছে) হেদায়েতের মাধ্যম। এসব উপায় থেকে কাউকে থামানো যাবে না। যাদের হৃদয় অহংকার, ঈর্ষা এবং জগতের প্রতি ভালবাসা থেকে মুক্ত, কেবল তারাই এই উপায়গুলি অর্জনের জন্য কাজ করে। যাদের অন্তর অহংকার, ঈর্ষা ও জগতের প্রতি ভালোবাসায় পরিপূর্ণ, অথবা বুদ্ধির উপর পর্দা ফেলে দেয় এমন উপায়ে আটকা পড়ে, যদিও চোখ উজ্জ্বল (দেখতে পায়) তাদের জন্য কুরআন ইরশাদ করেছে:

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَٰرُ وَلَٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ

"বাস্তবতা এই যে, চোখ অন্ধ হয়ে যায় না, বরং তাদের বুকের মধ্যে যে হৃদয় রয়েছে তা অন্ধ হয়ে যায় [এবং তাদের যুক্তি ও বোধগম্যতা হারিয়ে যায়]। (কুরআন, অশেষ অধ্যায় 22, আয়াত 46)

বুদ্ধি এবং উপলব্ধির উপর পর্দা ফেলে দেয় এমন জিনিসগুলির মধ্যে রয়েছে অভ্যাস, কারও ঐতিহ্যের প্রতি আসক্তি [এবং লালন-পালন], তাদের পূর্বপুরুষদের [বুদ্ধিবৃত্তিক এবং মতাদর্শগত] উত্তরাধিকার রক্ষা [বা ধরে রাখা] আকাঙ্ক্ষা। কুরআন এ কথাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقْتَدُونَ

"[কিছু লোক বলে যে] আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এই পদ্ধতিতে (জীবনযাত্রা বা চিন্তার প্রক্রিয়া) খুঁজে পেয়েছি এবং [শুধু] তাদের অনুসরণ করছি [এর পিছনে কোনও যুক্তি নেই]। (কুরআন, অধ্যায় 43, আয়াত 23)

অহংকার, ঈর্ষা, শ্রেষ্ঠত্ব এমন বিষয় যা হৃদয়কে অন্ধ করে দেয় এবং তাদের পথের পথে চলতে বাধা দেয়। হেদায়েতের দ্বিতীয় ধাপ প্রথম পর্যায়ের পরে আসে এবং আধ্যাত্মিক সংগ্রামের (মুজাহাদা) ফলস্বরূপ অর্জিত হয়। আল্লাহ তাআলা সকল অবস্থায় হেদায়েত দান করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, (কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই সমগ্র মানবজাতির কাছে প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে):

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَا

"যারা আমাদের পথে সংগ্রাম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমাদের পথের পথ দেখাব। (কুরআন, অধ্যায় 29, আয়াত 69)

গাইডেন্সের তৃতীয় ধাপ দ্বিতীয় ধাপের পরে। এই নির্দেশনা এমন একটি [আধ্যাত্মিক ও অন্তর] আলো (আলোকসজ্জা) যা আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার পরিপূর্ণতার পরে, নবুতের রাজ্যে এবং [ঐশ্বরিক] নির্দেশনার রাজ্যে আলোকিত হয়। এই আলোর (অন্তরের আলো) দ্বারা ব্যক্তি সেই সমস্ত জিনিস জানতে পারে যা বুদ্ধির দ্বারা জানা যায় না, যার উপর ঐশ্বরিক আইন, আদেশ এবং নিষেধাজ্ঞা নির্ভর করে এবং যার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন সম্ভব। এই নির্দেশনাকে পরম দিকনির্দেশনা বলা হয়। এটি ব্যতীত, অন্যান্য সমস্ত হেদায়েত হচ্ছে এর ভূমিকা (প্রাথমিক পদক্ষেপ) এবং পর্দা [প্রকৃত দিকনির্দেশনা থেকে]। এই হেদায়েতটি এমন যে আল্লাহ তাআলা এটি নিজের উপর নির্দিষ্টভাবে আরোপ করেছেন, কারণ সমস্ত হেদায়েতের উৎস হচ্ছে ঈশ্বরের সত্তা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلۡهُدَىٰۗ

"বলুন (হে মুহাম্মাদ!) নিঃসন্দেহে হেদায়েতের পথ আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। (কুরআন, অধ্যায় 2, আয়াত 120)

এটাকে বলা হয় 'জীবন'।

أَوَمَن كَانَ مَيۡتٗا فَأَحۡيَيۡنَٰهُ وَجَعَلۡنَا لَهُۥ نُورٗا يَمۡشِي بِهِۦ فِي ٱلنَّاسِ

"যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে মৃত ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি, অতঃপর আমি একজনকে এমন নূর (আভ্যন্তরীণ আলো) দান করেছি যে সেই নূর নিয়ে মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। (কুরআন, 6 অধ্যায়, 122 আয়াত)

নিচের আয়াতটি একই বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে:

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٖ مِّن رَّبِّهِۦۚ

"যে ব্যক্তির অন্তর আল্লাহ তাআলা তাঁর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, সে তার পালনকর্তার নূরে (আন্তরিক আলো) রয়েছে। (কুরআন, অধ্যায় 39, আয়াত 22)

আত্মা - একটি বৃহত্তর আশীর্বাদ: বিবেচনা করুন যে কীভাবে শারীরিক অঙ্গ এবং অঙ্গগুলির উপকারিতা, উপলব্ধি এবং শক্তি একটি সূক্ষ্ম বাষ্পের উপর নির্ভরশীল যার কেন্দ্র (বাসস্থান) হৃৎপিণ্ড, সেখান থেকে এটি প্রসারিত শিরাগুলির মাধ্যমে পুরো দেহে সঞ্চালিত হয়। শরীরের কোন অঙ্গে পৌঁছানোর সাথে সাথেই এটি তার মধ্যে ইন্দ্রিয়, উপলব্ধি, চলাচল এবং শক্তি তৈরি করে, ঠিক যেমন একটি [আলো প্রদানকারী] প্রদীপ যা একটি [অন্ধকার] বাড়িতে ঘুরে বেড়ায় এবং এই প্রদীপ যেখানেই পৌঁছবে, এই আলো সেখানে পৌঁছবে। সুতরাং, বাড়ির যে কোনও কোণে এই প্রদীপ পৌঁছায়, সেখানে আলো পৌঁছানোর কারণ হবে। যদিও এই নূর আল্লাহর সৃষ্টি ও উদ্ভাবন, কিন্তু তিনি প্রদীপকে তাঁর প্রজ্ঞার দ্বারা এর কারণ করেছেন। এই সূক্ষ্ম বাষ্পকে চিকিত্সকদের পরিভাষায় "আত্মা" বলা হয়। তার আবাসস্থল হৃৎপিণ্ড। হৃদয়ের সাথে এর দৃষ্টান্ত এমন যে আত্মা প্রদীপের শিখার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, হৃদয় পাত্রের মতো, হৃদয়ের কালো রক্ত বাতির মতো, বিধান (খাদ্য) প্রদীপের জন্য তেলের মতো, এবং তার কারণে সমস্ত দেহে যা জীবন রয়েছে, ল্যাম্পের কারণে ঘরের ভেতরের আলোর মতো। প্রদীপের তেল খাওয়া হলে প্রদীপ নিভে যায়, তেমনি রসদ খাওয়া বন্ধ হয়ে গেলে আত্মার প্রদীপ নিভে যায়। উপরন্তু, যখন কখনও কখনও বাতি পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং প্রদীপটি তেলে পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তেল শোষণ করার ক্ষমতা আর ধরে রাখে না, একইভাবে, হৃদয়ে থাকা রক্ত হৃদয়ের উত্তাপের কারণে পুড়ে যেতে পারে এবং বিধান সত্ত্বেও, আত্মার প্রদীপ নিভে যায় কারণ বিধান গ্রহণ করার ক্ষমতা আর নেই যা আত্মার অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব নিশ্চিত করে। তদুপরি, তেল খাওয়া বা বাতি পুড়ে যাওয়ার মতো অভ্যন্তরীণ কারণে প্রদীপ যেমন কখনও কখনও নিভে যায়, তেমনি বাতাসের মতো বাহ্যিক কারণেও এটি নিভে যায়। একইভাবে, আত্মা কখনও কখনও কোনও অভ্যন্তরীণ কারণে এবং কখনও কখনও বাহ্যিক কারণে বিলুপ্ত হয়ে যায় যেমন হত্যা যা এর অবসান ঘটায়। প্রদীপটি তার মধ্যে তেল খাওয়ার কারণে নিভে যায়, বা বাতি পোড়ানোর কারণে, বা কেউ তার উপর ফুঁ দেয় বা বাতাসের পথে আসা কারণে, তা যেভাবেই নিভে যাক না কেন, এই সমস্ত বিষয় ঈশ্বরের বিধান দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করে। মানব আত্মার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। এটি যেভাবেই বিলুপ্তির দিকে আসে বা যেভাবেই নিভে যায় না কেন, এটি ঈশ্বরের জ্ঞানে এবং তাঁর অনন্ত বিধান অনুসারে। সংরক্ষিত ট্যাবলেট (ঈশ্বরের রেকর্ডের বই যা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জ্ঞান ধারণ করে) প্রতিটি আত্মার জন্য একটি চূড়ান্ত সময় রয়েছে। যখন এই সময় শেষ হবে, তখন দেহের সাথে আত্মার সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে এবং এই সমাপ্তি কেবল ভাগ্যের লেখক (ঈশ্বর) লিখেছেন (নির্ধারিত) হিসাবে ঘটবে।

প্রদীপ নিভে যাওয়ার ফলে ঘর যেমন অন্ধকার হয়ে যায়, তেমনি [দেহ থেকে] আত্মার প্রস্থান সমগ্র দেহে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে এবং আত্মা থেকে অর্জিত আলোকসজ্জার প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, অন্য কথায়, "জীবন" শব্দটি দ্বারা পরিবেষ্টিত সমস্ত বিষয়ের ইন্দ্রিয়, উপলব্ধি, উদ্দেশ্য এবং আলোকসজ্জা। আত্মাও একটি গোপন এবং ঐশ্বরিক আশীর্বাদের একটি স্বতন্ত্র ইঙ্গিত এবং এই বিষয়ের সত্যতার একটি [ঐশ্বরিক] ঘোষণা:

قُل لَّوۡ كَانَ ٱلۡبَحۡرُ مِدَادًا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلۡبَحۡرُ قَبۡلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّي وَلَوۡ جِئۡنَا بِمِثۡلِهِۦ مَدَدًا

বলুন, যদি সমুদ্র আমার পালনকর্তার বাণীর জন্য কালি হয়ে যায়, তবে আমার পালনকর্তার বাণী শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র বিলীন হয়ে যেত, যদিও আমি এর অনুরূপ পরিপূরক রূপে নিয়ে আসি। (কুরআন, 18 অধ্যায়, 109 আয়াত)

একজন ব্যক্তি এই সমস্ত বিষয় জানা সত্ত্বেও, এখনও ঐশ্বরিক আশীর্বাদগুলি স্বীকার করতে অস্বীকার করে এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, ঐশ্বরিক করুণা থেকে দূরে এবং ঐশ্বরিক শাস্তির কাছাকাছি।

কেন মানুষের কৃতজ্ঞতা নেই

যখন কোন বুদ্ধিমান মানুষের দৃষ্টি কোন বস্তুর উপর পড়ে বা কোন কিছুর চিন্তা হৃদয়ে আসে, তখন সে তাতে আল্লাহর আশীর্বাদ অন্বেষণ করে। এটা জেনে রাখা উচিত যে, অজ্ঞতা ও অবহেলার কারণে মানুষ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, কারণ যাদের অন্তর ও চোখ অবহেলা ও অজ্ঞতার ঘন পর্দায় আবৃত, তারা আল্লাহর কোন নেয়ামতকে বরকত বলে মনে করে না। যখন তারা কোনও আশীর্বাদ জানে না, তখন তারা কীভাবে তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে? যদি তারা কোন নেয়ামত সম্পর্কে ধারণা রাখে, তবে কৃতজ্ঞতার যে উপায় তারা জানে তা হল কেবল জিহ্বা দিয়ে *আল-হামদুলিল্লাহ বা* শুক্রুরাল্লাহ *(* আল্লাহর জন্য সমস্ত ধন্যবাদ) বলা এবং এটি যথেষ্ট বলে মনে করা। তারা জানে না যে কৃতজ্ঞতার অর্থ হল সেই আশীর্বাদের সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান (উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায়) পরিপূর্ণতায় আশীর্বাদকে ব্যবহার করা এবং সেই প্রজ্ঞা হল ঈশ্বরের আনুগত্য। যদি মানুষের এই দুটি বোধগম্য থাকে এবং তবুও ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা না থাকে, তবে এর কারণ শয়তানের আধিপত্য এবং কামনার আধিপত্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

বরকতের সাথে গাফিলতির কারণ: বরকত নিয়ে অবহেলার অনেক কারণ রয়েছে। তাদের মধ্যে একটি কারণ হ'ল লোকেরা তাদের অজ্ঞতার কারণে, আশীর্বাদকে আশীর্বাদ হিসাবে বিবেচনা করে না, যে লোকেরা সাধারণত আশীর্বাদ হিসাবে পায়, তাই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা নেই [কারণ তারা প্রত্যেকের অবিচ্ছেদ্য জন্মগত অধিকার হিসাবে গ্রহণ করা হয় কারণ তারা সাধারণত বিশেষ কিছু হিসাবে বিবেচিত হয় না]। তাদের জন্য, আশীর্বাদ বিশেষ হওয়া উচিত [বা কাউকে বিশেষভাবে দেওয়া হয় এবং এটি সমস্ত বা বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের জন্য সাধারণ

হওয়া উচিত নয়], অন্য কথায়, যদি এমন কিছু থাকে যা কারও বিশেষভাবে [কেবল] থাকে তবে এটি একটি আশীর্বাদ হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে [মানুষের ভুল ধারণায়]। যতদূর খাদ্য এবং পানীয় বা শারীরিক সিস্টেমের উৎকর্ষতা (বিভিন্ন শারীরিক অঙ্গগুলির ক্ষমতা এবং উপযোগিতা এবং তারা কীভাবে প্রতিটি ব্যক্তিকে সহায়তা করে যা ছাড়া জীবন অত্যন্ত কঠিন হতে পারে) সম্পর্কিত, প্রতিটি বড়, ছোট, ধনী, দরিদ্র, বিশিষ্ট, নিম্ন (সামাজিকভাবে তুচ্ছ) [ব্যক্তিদের] মধ্যে তাদের মিল রয়েছে। এই কারণেই, এগুলো কীভাবে [তাদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গিতে] আশীর্বাদ হতে পারে? এই কারণেই তাঁরা বিশুদ্ধ বাতাসকে আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচনা করেন না, যদিও এটি একটি অসাধারণ আশীর্বাদ। যদি কারও গলা এক মুহুর্তের জন্য চেপে ধরা হয় যার ফলে [শরীরে] তাজা বাতাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তাজা বাতাস না পাওয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে। অনুরূপভাবে, যদি কাউকে প্রকাশ্য স্নানে (*হাম্মাম*) বা এমন জায়গায় বন্দী করা হয় যেখানে কেবল গরম বাতাস প্রবাহিত হয় বা একটি গভীর কূপে পড়ে যায় যেখানে আর্দ্রতার কারণে বাতাস ভারী হয়, তবে শ্বাসরোধ হয়ে মারা যেতে পারে। ধরুন, যদি কেউ গরম পাবলিক স্নান বা গভীর কূপের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন এবং আপনি এমন একজনকে তাজা বাতাসের মূল্য এবং মূল্যবানতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তবে তিনি এটিকে একটি [মহান] আশীর্বাদ হিসাবে বিবেচনা করবেন এবং এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন। এটি চরম অজ্ঞতা যে লোকেরা একটি আশীর্বাদকে কেবল তখনই আশীর্বাদ হিসাবে বিবেচনা করে যখন এটি তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। কখনও কখনও সেই আশীর্বাদ আবার একজনের কাছে ফিরে আসে এবং কখনও কখনও তা হয় না, সমস্ত পরিস্থিতিতে কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত [অভাব বা প্রাচুর্য, থাকা বা না থাকুক কারণ আজ আমাদের যা আছে তা আগামীকাল চলে যেতে পারে]।

আপনি নিশ্চয়ই এমন কোন দর্শনকারী ব্যক্তিকে দেখেন নি যিনি নিজের চোখের জন্য ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, যদিও এটি একটি মহান আশীর্বাদ। কিন্তু যখন চোখের আলো চলে যায়, এবং কেউ অন্ধ হয়ে যায়, তখন সে এই আশীর্বাদকে মূল্যবান মনে করে। যদি কেউ ভাগ্যক্রমে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়, তবে সে তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তবে যতক্ষণ না কেউ দেখার চোখ পায়, ততক্ষণ কেউ এটিকে আশীর্বাদ হিসাবে বিবেচনা করে না কারণ সাধারণত পৃথিবীতে মানুষের চোখ থাকে। কেউ মনে করে যে যা এত সাধারণ, তা কীভাবে আশীর্বাদ হতে পারে? এর দৃষ্টান্তটি এমন এক অহংকারী দাসের মতো, যে শিষ্টাচার থেকে বঞ্চিত এবং অহংকারের কারণে সর্বদা মারধর করা হয়। মারধর যদি কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, তবে কেউ এটিকে আশীর্বাদ বলে মনে করবে এবং যদি এটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় তবে সে অহংকারী হয়ে উঠবে এবং কৃতজ্ঞতা ত্যাগ করবে। [এই দৃষ্টান্তটি প্রত্যেকের জন্য প্রযোজ্য কারণ প্রত্যেকেই ঈশ্বরের দাস এবং তার প্রভু, ঈশ্বর, মহান ব্যক্তির প্রতি শিষ্টাচার এবং বিশ্বস্ততা প্রয়োজন। মানুষের অবস্থা এমন যে তারা কেবল সেই সম্পদের (বা বিশেষতা) উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যা তাদের চারপাশের অন্যান্য লোকদের চেয়ে কিছুটা পার্থক্য দেয়, সেই সম্পদ কম

বা কম। তা ব্যতীত তারা অন্য সকল নেয়ামতকে অবহেলা করে [এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না]।

একজন দরিদ্র ব্যক্তির অভিযোগের গল্প: একজন দরিদ্র ব্যক্তি তার দারিদ্র্য এবং একটি বড় পরিবার রয়েছে [ভরণপোষণ করার জন্য এবং এটি করার জন্য পর্যাপ্ত উপায় না থাকা] সম্পর্কে হৃদয়ের একজন ব্যক্তির কাছে অভিযোগ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "আমার খারাপ পরিস্থিতির কারণে আমি খুব চিন্তিত এবং বিরক্ত"। জ্ঞানবাদী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি দশ হাজার *দিরহাম* (একটি পুরাতন স্বর্ণমুদ্রা এবং এই পরিমাণ বিশাল) নিয়ে অন্ধ হতে পারবেন? তিনি বলেন না। জ্ঞানবাদী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি দশ হাজার *দিরহাম* নিয়ে বোবা হতে রাজি হতে পারেন?" তিনি বলেন না। জ্ঞানবাদী জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি দশ হাজার *দিরহাম নিয়ে* খোঁড়া হতে পছন্দ করেন?" তিনি আবারো তা প্রত্যাখ্যান করেন। জ্ঞানবাদী জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি দশ হাজার *দিরহাম নিয়ে* আপনার হাত হারাতে চান?" তিনিও তা মেনে নেননি। জ্ঞানবাদী জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি দশ হাজার দিরহামের জন্য আপনার মন হারাতে চান?" তিনি বলেন না। অতঃপর জ্ঞানবাদী বললেন, তোমার পালনকর্তা তোমাকে পঞ্চাশ হাজার *দিরহাম* সম্পদ দান করেছেন, এমনকি তুমি তোমার দারিদ্র্য ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার জন্য কান্নাকাটি করছ।

ইবনে সামাক (রহঃ) এক *খলিফার* (রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ) কাছে গেলেন, যিনি তখন এক গ্লাস পানি নিয়ে ছিলেন। *খলিফা তার* কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন। তিনি বললেন, "ধরুন আপনি প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছেন এবং এই পানির গ্লাসটি আপনার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং আপনাকে বলা হয়েছে যে এটি আপনাকে ফেরত দেওয়া হবে না যতক্ষণ না আপনি আপনার সমস্ত ধন-সম্পদ ত্যাগ না করেন [এবং আপনার কাছে পানি পাওয়ার অন্য কোন উপায় নেই]। তুমি কি এক গ্লাস পানির জন্য তোমার সমস্ত সম্পদ ত্যাগ করবে? তিনি বললেন, "কোন সন্দেহ নেই, আমি সমস্ত ধন-সম্পদ ত্যাগ করব। ইবনে সামাক (রাঃ) বললেন, আর যদি আপনার উপর শর্ত রাখা হয় যে আপনি আপনার সমস্ত আধিপত্য ত্যাগ করবেন? *খলিফা* বলেন, 'এই অবস্থায় আমি আমার পুরো আধিপত্য ত্যাগ করতে দ্বিধা করব না। তিনি বলেছিলেন, "আপনার আধিপত্যের অবস্থা এমন যে এক গ্লাস পানির জন্য এটি ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে, তবে এটি নিয়ে আপনার খুব বেশি খুশি হওয়া উচিত নয়"। এ থেকে এটা স্পষ্ট যে তৃষ্ণার সময় এক ঢোক জল এত বড় আশীর্বাদ যে তার প্রাপ্তির জন্য সমগ্র বিশ্বের আধিপত্যও উৎসর্গ করা যেতে পারে।

ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ: যেহেতু [মানব] মেজাজের লোকেরা সেই আশীর্বাদগুলোকে আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচনা করে, যেগুলো একজনের জন্য নির্দিষ্ট ও অদ্‌ভুত, তাই তারা সাধারণ আশীর্বাদগুলোকে আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচনা করে না। এই কারণেই, আমরা এই আশীর্বাদগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করছি যা কিছু ক্ষেত্রে আপনার কাছে অদ্‌ভুত। এমন কোন মানুষ নেই যার কাছে এই নেয়ামতগুলির কয়েকটি নেই, একটির জন্য অদ্‌ভুত এবং সমস্ত মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় না, কেবল একজনের রয়েছে বা খুব কম লোকের তাদের অংশ রয়েছে। অতএব, এমন তিনটি বিষয় রয়েছে যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজস্ব বিশেষত্ব এবং নির্দিষ্টতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয় এবং তার জন্য নিজেকে প্রশংসা করে। এগুলি হ'ল বুদ্ধি, অভ্যন্তরীণ গুণাবলী (চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, আচরণ, অভ্যন্তরীণ স্বভাব ইত্যাদি) এবং জ্ঞান।

যতদূর বুদ্ধির কথা আছে, প্রত্যেক মানুষ ঈশ্বরের কাছে সন্তুষ্ট যে তিনি একজনকে জগতের অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি করেছেন এবং তাকে তার সাথে জন্মগ্রহণ করেছেন। খুব কম লোকই এমন হয় যে তারা ঈশ্বরের কাছে বুদ্ধি প্রার্থনা করে (তাদের প্রার্থনা এবং প্রার্থনায়], অন্যথায়, সাধারণত লোকেরা তাদের কাছে যে পরিমাণ বুদ্ধি রয়েছে তাতে সন্তুষ্ট বলে মনে হয়। বুদ্ধির ইহা হইল যে, বুদ্ধির অদ্‌ভুত ব্যক্তি তাহাতে সন্তুষ্ট দেখায় এবং যাহার মধ্যে তাহা অন্তর্নিহিত হইয়াছে, তাহাও সুখী থাকে। তবুও, যদি কোন ব্যক্তি মনে করে যে, সে সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং যদি [ধরুন] এটিও একটি বাস্তবতা, তবে তার উচিত ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যিনি তাকে এই সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ দান করেছেন, এবং যদি কেউ বাস্তবে না হন, তবে বিশ্বের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তবুও কৃতজ্ঞতা তার উপর বাধ্যতামূলক যে এই আশীর্বাদ একজনের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে।

চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের অবস্থা এমন যে আশেপাশে এমন কোন ব্যক্তি নেই যে অন্যের দোষের দিকে নজর রাখে না এবং তাদের প্রতি নিজের অপছন্দ (বিদ্বেষ) প্রকাশ করে না, যদিও একজনের মধ্যে একই দোষ থাকতে পারে। কিন্তু একজন অন্যের দোষের নিন্দা করে কারণ সে নিজেকে সেগুলো থেকে মুক্ত বলে মনে করে। যদি একজন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে অন্যের সাথে জড়িত দোষ থেকে মুক্ত হয়, তবে তার উচিত তাদের জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত [এতে আনন্দিত হওয়া এবং অহংকারী ও অহংকারী হওয়ার পরিবর্তে] যে তিনি একজনকে সেই মন্দ থেকে রক্ষা করেছেন এবং অন্যরা এতে জড়িত।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি তার গোপন অবস্থা [যা অন্যের কাছ থেকে গোপন থাকে] এবং হৃদয়ে লুকানো চিন্তার সাথে পরিচিত [যে অন্যের কাছ থেকে গোপন করা ভাল]। সেই অবস্থা ও চিন্তাভাবনা এমন যে, সেগুলো মানুষের কাছে প্রকাশ করলে তার সব খ্যাতি নষ্ট হয়ে যাবে।

তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তি এমন কিছু বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানী যা নিজের ছাড়া অন্য কেউ জানে না। এই পরিস্থিতিতে, প্রত্যেকের উচিত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া যে তিনি একজনের দোষ ঢেকে রেখেছেন এবং [পরিবর্তে] একজনের ভাল গুণাবলীকে বিশিষ্ট করেছেন [এবং জনসমক্ষে দৃশ্যমান] করেছেন। এই তিনটি বিষয় যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের স্বতন্ত্রতা এবং নির্দিষ্টতা নির্ধারণ করে এবং স্বীকার করে।

ঈমান ও প্রত্যয়ই হচ্ছে প্রকৃত সম্পদ: যাকে আল্লাহ তাআলা গভীর অন্তর্দৃষ্টি (*বসিরাহ) দান করেছেন, তার উচিত কেবল জ্ঞান (*মারিফা), *প্রত্যয়তা (*ইয়াকিন*) এবং ঈমান* (ঈমান) *এর সম্পদ নিয়েই খুশি হওয়া।* বরং আমরা এমন আলেমদের চিনি যাদেরকে যদি পশ্চিম থেকে প্রাচ্যের শাসকদের নিয়ন্ত্রণে থাকা সমস্ত ধন-সম্পদ, সাহায্যকারী এবং অনুসারীদের দেওয়া হয় এবং তাদের জ্ঞানের বিনিময়ে তাদের গ্রহণ করতে বলা হয় এবং যদি তারা তাদের সমস্ত জ্ঞান ত্যাগ করতে না চায় তবে কেবল তার একটি ছোট অংশ ত্যাগ করে। তারা সেই প্রস্তাব গ্রহণ করবে না। কারণ তারা জানে যে, জ্ঞানের নেয়ামতই আখেরাতে আল্লাহর সান্নিধ্য ও নৈকট্য নিয়ে আসে। বরং যদি তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা পরকালে যে পরিপূর্ণতা প্রত্যাশা করছ, তা তোমাদের দ্বারা অর্জিত হবে এবং এতে কোন হ্রাস আশা করা যায় না, কিন্তু আমরা যা চাই তা হলো, জ্ঞানের ভোগের ফলে তোমরা যে আনন্দ পাও, তা আমাদের দান করো এবং তাদের জায়গায় পার্থিব সুখ গ্রহণ কর। তারা এ ধরনের বিনিময়ে রাজি হবেন না। কারণ তারা জানে যে, জ্ঞানের আনন্দ চিরন্তন যা কখনও শেষ হবে না, চিরকাল থাকবে, চুরি করা যাবে না, ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না, হ্রাস করা যায় না, এটি একটি পরিষ্কার এবং বিশুদ্ধ আনন্দ যার সাথে নোংরা মিশে যায় না, যখন পার্থিব আনন্দ এবং সুখের ত্রুটি রয়েছে। তাদের মধ্যে কাদা এবং উদ্বেগ রয়েছে, তাদের ভয় তাদের মধ্যে যে তৃপ্তি পায় তার চেয়ে বেশি, তাদের দুঃখ তাদের আনন্দের চেয়ে বেশি, তাদের দুঃখ তাদের সান্ত্বনার চেয়ে বেশি। এই [জাগতিক] আনন্দ আমরা যেভাবে বর্ণনা করেছি ঠিক তেমনই রয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতেও সেভাবেই থাকবে।

পার্থিব সুখ ও সুখ কেবল এইভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে ত্রুটিপূর্ণ বুদ্ধির অধিকারীরা তাদের জালে আটকা পড়ে এবং তাদের প্রতারণায় লিপ্ত হয়, এবং যখন তারা তাদের প্রতারণার দ্বারা আটকা পড়ে, তখন এই আনন্দ এবং সুখগুলি তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যায় এবং তাদের নিকটবর্তী হতে অস্বীকার করে। এই সমস্ত উদ্বেগ এবং কষ্ট আক্রমণ করে, কারণ একজন দৃশ্যের প্রতারণা দ্বারা বোকা হয়ে যায়। যদি কেউ বুদ্ধি ব্যবহার করত, দৃষ্টি নিচু করত [পৃথিবীর জাঁকজমকপূর্ণ এবং জাঁকজমকের মতো অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলির দিকে না তাকানোর জন্য], এবং [অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলির] দিকে তাকানোর আনন্দকে নীচ বলে মনে করত, তবে সে সারা জীবন নিরাপদ থাকত। এটাও বলা ঠিক নয় যে, যারা দুনিয়া (পার্থিব সুখ-বিলাস, সুখ ও ভোগ যা তার সমস্ত অন্তরের সত্তা গ্রাস করে দেয়) এড়িয়ে যায় তারা ধৈর্যের যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন

থাকে কারণ বাস্তবে যারা জগতের (জাগতিকতা) দিকে ঝুঁকে পড়ে তারা চরম যন্ত্রণায় (মানসিক, মানসিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং আধ্যাত্মিক যন্ত্রণা)। কখনও কখনও তারা পৃথিবী চায় (জাগতিক আরাম-আরাম, আনন্দ এবং আনন্দ) কিন্তু এটি তাদের থেকে অনেক দূরে চলে যায়। কখনও কখনও, অপরিসীম সংগ্রাম এবং পরিশ্রমের পরে, তারা পৃথিবী অর্জন করে (পার্থিব আরাম-আরাম, আনন্দ, আনন্দ এবং বৈষয়িক সাফল্য) কিন্তু এটি রক্ষা করার বিষয়ে উদ্বিগ্ন থাকে। আমরা স্বীকার করি যে, যারা পৃথিবী থেকে দূরে সরে যায় তাদের এই কষ্টের পরে ধৈর্যের কষ্ট সহ্য করতে হয়, কিন্তু আপনি কেন সেই সান্ত্বনা ভুলে যাচ্ছেন যা একজন অর্জন করতে চলেছে? যারা পার্থিব সুখভোগের পিছনে ছুটে বেড়ায় তারা এখানে (দুনিয়ায়) কষ্ট ভোগ করছে এবং তাদের জন্য আখেরাতের দুঃখ-কষ্টও অপেক্ষা করছে। তাদের উচিত নিম্ন আয়াতটি তাদের নিম্ন অংশের উপর (নাফস) তিলাওয়াত করা:

وَلَا تَهِنُوا۟ فِى ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا۟ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ

وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ

"আর তোমাদের উপর তাদের আক্রমণ রোধ করার জন্য, বিরোধী জাতির (দল) পিছনে যাওয়ার সাহস হারাও না। যদি তোমরা যন্ত্রণায় আক্রান্ত হও, তবে তারাও তোমাদেরও কষ্ট পায় যেমন তোমাদেরও পীড়িত। আর তোমরা আল্লাহর কাছ থেকে এমন কিছু আশা কর, যা তারা আশা করে না। (কুরআন, 4 অধ্যায়, 104 আয়াত)

অবহেলা ও অমনোযোগী হৃদয়ের নিরাময়: এই বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে কৃতজ্ঞতার পথ মানুষের উপর সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে কারণ তারা বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ, এবং সাধারণ এবং বিশেষ আশীর্বাদের সাথে অপরিচিত। এখানে প্রশ্ন জাগে, এই অবহেলা ও অবহেলার প্রতিকার কী? এমন কিছু নিরাময় থাকতে হবে যা নির্ধারিত হতে পারে এবং এর মাধ্যমে, অমনোযোগী হৃদয়ের অবহেলা দূর করা যেতে পারে যাতে লোকেরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ অনুভব করতে শুরু করতে পারে। এটা সম্ভব যে এই উপলব্ধির পরে, তারা [ঐশ্বরিক] কৃতজ্ঞতা পেতে শুরু করে।

এই প্রশ্নের উত্তর হলো, যেসব হৃদয় অভ্যন্তরীণ অন্তর্দৃষ্টি (*বাসিরাহ) থেকে বঞ্চিত নয়,* তাদের প্রতিকার হলো তারা বিভিন্ন প্রকারের সাধারণ আশীর্বাদ নিয়ে চিন্তা করে যা আমরা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছি। নিস্তেজ হৃদয়ের অধিকারীরা কোন আশীর্বাদকে বরকত হিসেবে বিবেচনা করে না, যদি না তা তাদের জন্য নির্দিষ্ট হয় বা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়, তারপর পরে তাদের কাছে ফিরিয়ে আনা হয়।

এই ধরনের হৃদয়ের নিরাময় এই যে, তারা সর্বদা তাদের চেয়ে নিচু লোকদের দিকে তাকাতে [চেষ্টা করে] [পার্থিব পদমর্যাদা এবং বস্তুগত সম্পদে] এবং সুফিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে (আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী এবং ঐশ্বরিক পথে অভ্যন্তরীণ পরিপূর্ণতা এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য) যাদের প্রতিদিনের রুটিন ছিল হাসপাতালে যাওয়া। কবরস্থান ও কারাগার। তাঁরা হাসপাতালে যেতেন রোগীদের সুস্থ হয়ে উঠতে দেখে এবং তাদের অসুস্থতা সম্পর্কে জানতে এবং তাদের মধ্যে একই রোগ আছে কিনা তা দেখার জন্য [তাদের হৃদয়কে সান্ত্বনা দেওয়া এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করার পাশাপাশি]। যদি তারা তাদের নিজেদের মধ্যে খুঁজে না পেত, তবে তারা তাদের সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত। তারা কারাগারে যেতেন বন্দীদের অবস্থা এবং তারা যে শাস্তির মুখোমুখি হচ্ছিল তা দেখার জন্য তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন, অন্যথায় তারা কারাগারে বন্দীদের জায়গায় থাকতে পারতেন। তারা কবরস্থান (কবরস্থান) পরিদর্শন করতেন যাতে সেখানকার কবরগুলি দেখে তারা কল্পনা করতে পারেন যে কবরের অধিবাসীদের সবচেয়ে প্রিয় ইচ্ছা কোনওভাবে পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া, এমনকি তা একদিনের জন্যও হয়। যারা পাপ করেছে [এবং এখন পৃথিবীতে নেই] তারা (পৃথিবীতে) ফিরে যেতে চায়, যাতে তারা তাদের জীবনে (পৃথিবীতে) যে পাপ করেছিল তার প্রায়শ্চিত্ত করা যায়। যারা আনুগত্য করেছিল (আল্লাহর বান্দারা যারা আর দুনিয়ায় নেই) তারা তাদের সৎকর্ম বৃদ্ধি করতে চায় কারণ তারা তাদের সৎকর্ম বৃদ্ধি করতে চায় কারণ কিয়ামতের দিন ক্ষতির দিন, আজ্ঞাকারীরা তাদের ক্ষতি বুঝতে পারবে যখন তারা দেখতে পাবে যে তারা যা করতে পেরেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি তারা সক্ষম ছিল এবং সেদিন তাদের সাথে নিয়ে এসেছিল। হায়! তারা তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করেছিল এবং হাজার হাজার মূল্যবান মুহূর্ত কেবল অনুমোদিত জিনিসগুলিতে ব্যয় করেছিল [তাদের প্রভুকে সন্তুষ্ট করার জন্য সৎকর্মে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার পরিবর্তে এবং তাঁর সাথে তাদের সান্নিধ্য এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করার পরিবর্তে]। [বিচারের দিনে] পাপীর ক্ষতি স্বতঃস্ফূর্ত।

যখন কেউ কবরস্থানে যায় এবং মৃতদের কবর জিয়ারত করে (তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং তাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে এবং মৃত্যুর পরে তাদের জীবনের সুবিধার জন্য) তখন মনে রাখা উচিত যে সেই কবরের সকল লোক, তারা ভাল হোক বা মন্দ হোক না কেন, তারা তাদের পাপ কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য বা তাদের সৎকর্ম বৃদ্ধি করার জন্য দুনিয়ায় ফিরে যেতে চায়। একজনের চিন্তা করা উচিত, "আমি ভাগ্যবান যে ঈশ্বর আমাকে আমার অতীতের অপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করার এবং তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যের কাজ বাড়ানোর সুযোগ দিয়েছেন। আমার জীবনের বাকি দিনগুলো আল্লাহর আনুগত্যে কাটাতে হবে। আমার প্রতিটি শ্বাস আল্লাহর রহমত। আমার এই আশীর্বাদের প্রশংসা করা উচিত [এবং এই আশীর্বাদটি আমার প্রভুকে সন্তুষ্ট করে এমন কাজগুলিতে ব্যবহার করে যা আমাকে ঐশ্বরিক জ্ঞানের মাধ্যমে অনন্ত সুখ এবং অনন্ত সাফল্যের আকারে আমার জীবনের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করে এবং এই পার্থিব জীবনে তাঁর নিকটবর্তী হতে সহায়তা করে]"। মানুষ আশীর্বাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করেই তা বোঝার পর। অতএব, যদি কেউ (সত্যিই) জীবনকে একটি আশীর্বাদ হিসাবে উপলব্ধি করে, তবে অবশ্যই সে তার জীবনের অবশিষ্ট সমস্ত দিন এমন কাজে ব্যয় করবে যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, জীবন সৃষ্টি করা হয়েছে আখেরাতের জন্য ভরসা বা রিযিক (জাদ) অর্জনের জন্য। মানুষ যদি [জীবনের] এই অনুগ্রহের প্রশংসা করে, তবে সে কখনই এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহেলা হবে না [এবং ধার্মিকতা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না]।

পার্থিব কষ্টের পাঁচটি দিক: পৃথিবীতে দারিদ্র্য, রোগ ও ভয়ের মতো কষ্ট ও দুর্যোগ যাই হোক না কেন, তাদের মধ্যে পাঁচটি দিক রয়েছে যার জন্য একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির খুশি হওয়া উচিত এবং সেগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। এই পাঁচটি দিকের মধ্যে একটি হলো, এই সময়ে একজনের উপর যে কষ্ট বা অসুস্থতা নেমে আসে, তার চেয়েও অনেক বেশি মারাত্মক দুর্যোগ বা মারাত্মক রোগ [তার চেয়ে] সম্ভব কারণ ঈশ্বর নির্ধারিত নিয়তিতে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। ধরুন তিনি কোনো দুর্যোগের তীব্রতা দ্বিগুণ করেন বা কোনো রোগের তীব্রতা বাড়িয়ে দেন, তাহলে কে তা ব্যাপারে কিছু করতে পারে? কেউ ঈশ্বরকে তা করতে বাধা দিতে পারে না বা তাঁর পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। অতএব, ঐশ্বরিক করুণা ও করুণার কারণে তিনি এর চেয়ে বড় বিপদ প্রেরণ করেননি এই ভেবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

দ্বিতীয় দিক হলো, এই কষ্ট বা বিপদ পার্থিব বিষয়গুলিতে নেমে এসেছে। এটিও সম্ভব ছিল যে আপনার ঈমানের উপর একটি বিপদ নেমে আসতে পারে যা সেখানে প্রচুর ক্ষতি করেছিল। অতএব, যখন একজন ব্যক্তি সাহল ইবনে আবদুল্লাহ আল-তুস্তারী রাদিয়াল্লাহু আনকে বলল যে, চোররা তার বাড়িতে প্রবেশ করেছে এবং তার সম্পত্তি লুট করে পালিয়ে গেছে, তখন সাহল বললেন, "আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর! যদি চোরের পরিবর্তে শয়তান প্রবেশ করত এবং তোমাদের গৃহের পরিবর্তে তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করত এবং আল্লাহ ও তাঁর একত্বের প্রতি তোমাদের ঈমান ধ্বংস করে দিত, তাহলে তোমরা কি করত? এ কারণেই ঈসা (আঃ) এই কথায় ঐশ্বরিক আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, 'হে আল্লাহ! আমার ঈমানের সাথে সম্পর্কিত কোন বিপদ আমাকে আঘাত করো না। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমার উপর এমন কোন কষ্ট আসে না, যার মধ্যে চারটি অনুগ্রহ নেই। প্রথমত, আল্লাহর (দ্বীন) পথে তা ঘটেনি। দ্বিতীয়ত, এটি পরিমাণের চেয়ে বেশি নয়; তৃতীয়ত, আমি এটিকে [ঈশ্বরের বিধান হিসাবে] গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি না; চতুর্থত, আমি এর জন্য আল্লাহর প্রতিদান প্রত্যাশা করি (ধৈর্য সহ্য করার জন্য)।

কষ্টের প্রতি কৃতজ্ঞতার তৃতীয় দিক বা কারণ হলো, প্রতিটি পাপের শাস্তি আখেরাত পর্যন্ত বিলম্বিত করা যেতে পারে এবং আল্লাহর রহমতে তিনি সেই পাপের ক্ষতিপূরণের জন্য দুনিয়ায়

এক কষ্ট প্রেরণ করেছেন। অতঃপর পার্থিব দুঃখকষ্ট কখনও কখনও ক্ষুদ্র ও হালকা থাকে, কিন্তু পরকালের শাস্তি চিরস্থায়ী হয়, কিন্তু স্থায়ী না হলেও তা হ্রাস পায় না। দুনিয়ায় এখনো কিছু পরিতৃপ্তির উপায় আছে (যখন মানুষ কষ্ট সহ্য করে) কিন্তু পরকালে তাদের পার্থিব অপকর্মের জন্য শাস্তি ভোগ করা লোকদের জন্য তৃপ্তির সকল উপায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাই সেখানে [ঐশ্বরিক প্রতিশোধে] কোন হ্রাস পাবে না। আবহাওয়ায় এ কথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে (তার পাপের জন্য) শাস্তি ভোগ করবে সে আখেরাতে শাস্তি পাবে না। কষ্টের প্রতি কৃতজ্ঞতার চতুর্থ দিক বা কারণ এই যে, "আমার উপর যে কষ্ট হয়েছিল তা সংরক্ষিত ফলকে (ঐশ্বরিক হুকুম দ্বারা নির্ধারিত) লেখা ছিল, এটি আসতে বাধ্য ছিল, তাই এটি এসেছে। সম্ভবত এই বিপর্যয় যা এসেছে তার থেকেও বড় হতে পারে। সুতরাং, যা ঘটেনি তা আমার জন্য আশীর্বাদ এবং এর জন্য আমার ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত। পঞ্চম দিক বা কারণ হলো, কষ্টের জন্য ঐশ্বরিক প্রতিদান কষ্টের চেয়ে অনেক বেশি।

দুনিয়ার দুর্দশা ও দুর্দশা হলো আখেরাতের পথ: দুনিয়ার দুর্দশা হচ্ছে আখেরাতের পথ। প্রথম কারণ হলো, যে ভিত্তিতে রোগীকে তিক্ত ওষুধ দেওয়া হয় এবং বাচ্চাদের খেলা থেকে বিরত রাখা হয়, সেই তিক্ত ওষুধ রোগীর জন্য আশীর্বাদ কারণ এই কষ্টের পরে কেউ সান্ত্বনা পেতে পারে। একইভাবে, বাচ্চাদের [সব সময়] খেলা থেকে বিরত রাখা বাচ্চার জন্য একটি আশীর্বাদ কারণ যদি কাউকে [হৃদয়ের ইচ্ছার সাথে] খেলার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবে সে জ্ঞান এবং শিষ্টাচার [অর্জন] থেকে বঞ্চিত হবে এবং বাকি জীবনের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সম্পদ, সম্পত্তি, পরিবার ও আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইত্যাদির অবস্থাও একই রকম। এই সমস্ত জিনিস মানুষের কাছে প্রিয়। কখনও কখনও তাদের জন্য কেউ ধ্বংস হয়ে যায়, যদিও বুদ্ধি অত্যন্ত মূল্যবান এবং উৎকৃষ্ট জিনিস কিন্তু তার কারণেও তাকে ধ্বংস করতে হয়। কেয়ামতের দিন তারা পাগল বা সন্তান হতে চাইবে, যাতে তারা তাদের বুদ্ধি দ্বারা আল্লাহর পথে ভেজাল না করে। এই উপায়ে কেবল মন্দের দিকটি থাকা জরুরি নয়। বিশেষ করে ঐশ্বরিক পথের (দ্বীন) প্রতি মানুষের জন্য তাদের উন্নতি হতে পারে। যদি কেউ মনে করে যে, এই বিষয়গুলো (ধন-সম্পদ, সম্পদ, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু, অঙ্গ ইত্যাদি) আল্লাহর কাছে আমার পথে উন্নতির কারণ, তবে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, কারণ আল্লাহর প্রজ্ঞা অপরিসীম এবং তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য তাদের চেয়ে ভাল কোনটি ভাল তা ভালভাবে জানেন। কিয়ামতের দিন যখন বান্দারা দেখবে যে, দুনিয়াতে তারা যে কষ্ট ও দুর্দশা সহ্য করেছে তার প্রতিদান তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে, তখন তারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। আল্লাহর প্রেরিত কষ্ট ও দুর্দশা হচ্ছে একজনকে সঠিক শিষ্টাচার (জীবন ও আল্লাহর পথের) শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি। তাঁর বান্দাদের প্রতি ঈশ্বরের উদারতা এবং দয়া তাদের সন্তানদের প্রতি পিতা-মাতার দয়া এবং উদারতার চেয়ে অনেক বেশি এবং এটি অনেক বেশি পরিপূর্ণ এবং আরও দীর্ঘস্থায়ী।

দ্বিতীয় কারণ [কেন দুনিয়ার কষ্ট পরকালের পথ] এই যে, [মানুষের মারাত্মক ভুলের মধ্যে] সবচেয়ে বড় হচ্ছে জগতের প্রতি প্রেম (জাগতিক প্রেম বা জাগতিক আসক্তি ও জটলা), এবং পরিত্রাণের কারণগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ কারণ হ'ল হৃদয়কে জগতের ভালবাসা থেকে দূরে রাখা। যদি পার্থিব নেয়ামতগুলি তাদের অন্বেষণ না করেই অর্জন করা হত এবং সেগুলি অর্জনের পথে কোনও কষ্ট না আসত তবে হৃদয় জগতের দিকে ঝুঁকে পড়ত এবং পার্থিব উপায়গুলির প্রতি এতটাই আসক্ত হত যে পৃথিবী তাদের জন্য জান্নাতের মতো হয়ে যেত। যখন মৃত্যু ও বিচ্ছেদের মুহূর্তগুলো [জগতের মধ্যে] কাছাকাছি আসত, তখন হৃদয় তা থেকে বিচ্ছেদ সহ্য করত না। তবে যদি সময়ে সময়ে কষ্ট আসে এবং দুশ্চিন্তার প্রতিনিয়ত মোকাবিলা করা হয়, তাহলে হৃদয় বিশ্বের সঙ্গে বিরক্ত হয়ে যায় এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয় না। বরং, নিরলস কষ্ট একজনকে বিশ্বকে কারাগার হিসাবে বিবেচনা করতে বাধ্য করে এবং [মৃত্যুর সময়] এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার মতো হয়ে যায় [এবং তার মধ্যে মুক্তি পাওয়া]। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

"পৃথিবী মুমিনদের জন্য কারাগার এবং কাফেরদের জন্য জান্নাত। (বর্ণনা করেছেন *আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত* হাদীস *সংকলন* সহীহ মুসলিম

একজন ব্যক্তিকে অবিশ্বাসী বলা হয় যখন কেউ ঈশ্বরকে এড়িয়ে যায় এবং কেবল জগতের সন্ধান করে, এটি অর্জনের জন্য সন্তুষ্ট হয় এবং তার আনন্দ খুঁজে পেয়ে খুশি হয়। মুমিন হলেন তিনি, যার হৃদয় দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত। কুফর (*কুফর)* প্রত্যক্ষ ও গোপন উভয়ই। জগতের প্রতি ভালোবাসা যতটুকু অন্তরে থাকে, ততটুকু আল্লাহর সাথে শরীকদের (শিরক) আরোপ গোপন (গোপন) থাকে [হৃদয়ের গভীরে]। পরম একেশ্বরবাদী হলেন তিনি, যিনি পরম এক (ঈশ্বর) এবং নিজের প্রিয় ব্যক্তি তৈরি করেন।

এই কারণেই কষ্টের জন্য সুখ পাওয়া উচিত। কষ্টের জন্য অনুশোচনা করা একটি স্বাভাবিক বিষয়। এর দৃষ্টান্তটি হল একটি ইনজেকশনের প্রয়োজন। কেউ যদি এটি বিনামূল্যে করেন বা কোনও রোগীকে তিক্ত ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে অবশ্যই ইনজেকশন নিতে এবং তিক্ত ওষুধ খাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যথা হয়। তা সত্ত্বেও, একজন ইনজেকশন দেওয়া ব্যক্তি এবং চিকিত্সককে ধন্যবাদ জানায়। এর কারণ এই যে এই কষ্টের পাশাপাশি সুখও থাকে, অর্থাৎ নিজের অসুখ থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। তাই ইনজেকশন ও তিক্ত ওষুধ খাওয়ার পর যেখানে ব্যথা হয়, সেখানে সুখও পাওয়া যায়। দুনিয়ার কষ্টকে এভাবে বিবেচনা করা উচিত। এগুলি শরীরে তিক্ত ওষুধ এবং অস্ত্রোপচারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাদের দ্বারা সাময়িক ব্যথা হয়, কিন্তু শেষ প্রান্তে, স্বস্তি এবং সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতার ডিগ্রি: ধৈর্যের অনেক ডিগ্রী রয়েছে। সর্বোচ্চ ডিগ্রী হল কষ্টকে খারাপ হিসাবে বিবেচনা করা এবং এটি সম্পর্কে অভিযোগ না করা। সমস্ত উচ্চ এবং নিম্ন ডিগ্রিকে অন্তর্ভুক্ত করে ধৈর্যের সমস্ত ডিগ্রী পরে, ঐশ্বরিক ইচ্ছার গ্রহণযোগ্যতার ডিগ্রী (*রিদা),* এর পরে এটি কষ্টের উপর ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা অর্জনের ডিগ্রি। এর কারণ হলো, ধৈর্যের মধ্যে বেদনার অনুভূতি থাকে, ঐশ্বরিক ইচ্ছা (রিদা) গ্রহণে বেদনা বা কোন সুখ না থাকা সম্ভব, অথচ কৃতজ্ঞতা সুখ থেকে মুক্ত হতে পারে না। ধৈর্যের যেমন অসংখ্য মাত্রা রয়েছে, তেমনি কৃতজ্ঞতারও অগণিত মাত্রা রয়েছে। আমরা শুধু এর সর্বোচ্চ ডিগ্রির কথা উল্লেখ করেছি। ধৈর্যের অনেক মাত্রা রয়েছে। একইভাবে, কৃতজ্ঞতারও অনেক ডিগ্রী রয়েছে। আমরা [মাত্র] এর সর্বোচ্চ মাত্রা ব্যাখ্যা করেছি। এই বাস্তবতা নিশ্চিত করার জন্য যে সকল নেয়ামত আল্লাহর কাছ থেকে কোন যথাযথ অধিকার ছাড়াই প্রাপ্ত হয়, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও যে একটি আশীর্বাদ, নম্র থাকা, এই সমস্ত বিষয় কৃতজ্ঞতা এবং ডিগ্রির দিক থেকে একে অপরের থেকে আলাদা। তেমনি কম জিনিসে আপত্তি করা, দাতার সঙ্গে সুন্দর শিষ্টাচার করা, সকল আশীর্বাদকে ভালোভাবে গ্রহণ করা, ছোট আশীর্বাদকে বড় মনে করা ইত্যাদি সবই কৃতজ্ঞতা। সংক্ষেপে, সমস্ত কাজ (কাজ) এবং আধ্যাত্মিক অবস্থা ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এবং তারা অগণিত এবং মাত্রায় একে অপরের থেকে পৃথক।

অধ্যায় 13- সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংযম হিসাবে ঈশ্বরকে ভয় করা এবং ইতিবাচকতা এবং আশাবাদের সরঞ্জাম হিসাবে ঈশ্বরের উপর আশা রাখা

মানুষের কর্মকাণ্ডের লাগাম টানতে হবে কারণ তারা সহজেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে যা ব্যক্তি, সহকর্মী মানুষ এবং বৃহত্তর বিশ্বের জন্য দুর্ভোগ সৃষ্টি করতে পারে। অন্যায়ের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সংযম প্রয়োজন যা একজন নিজের এবং অন্যের বিরুদ্ধে করতে পারে। ঈশ্বরকে ভয় করা, একজনের হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত হওয়া, চিন্তা, কথা এবং কাজের সমস্ত ধরণের অন্যায় এবং নেতিবাচকতার বিরুদ্ধে একটি প্রচণ্ড অভ্যন্তরীণ সংযম। এটি জানা যে ঈশ্বর সর্বদা আমাদের সত্তার প্রতিটি তন্তুর প্রতি সজাগ থাকেন, এমনকি আমাদের অন্তরতম চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতিগুলিও জানেন, এবং ঈশ্বর সর্বদা আমাদের ভুল ক্রিয়াকলাপকে বাধা দিতে এবং আমাদের কাছ থেকে নির্গত নেতিবাচক যে কোনও কিছুর জন্য আমাদের শাস্তি দিতে সক্ষম, এটি একটি নৈতিক সংযম যা আমাদের সমস্ত নেতিবাচকতা থেকে বিরত রাখে - চিন্তাভাবনা, কথা, অনুভূতি, কর্মে, এবং সত্তার অবস্থা।

ঈশ্বরের ভয়ের আয়নার প্রতিচ্ছবি ঈশ্বরের মধ্যে আশা। এটি হতাশা এবং দুঃখের পরিস্থিতিতে অপরিসীম অভ্যন্তরীণ সহায়তা এবং শক্তির উত্স। আপাতদৃষ্টিতে আশাহীন পরিস্থিতিতেও ঈশ্বর সবকিছু ঠিক করতে সক্ষম, এটি অপরিসীম উত্সাহ এবং অনুপ্রেরণার একটি উত্স যা কঠিন পরিস্থিতিতে ইতিবাচক কর্মের দিকে পরিচালিত করে এবং ভুল হওয়ার পরে জিনিসগুলি ঠিক করে দেয়। ভয় এবং আশার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা দরকার যাতে একজন ব্যক্তিকে নেতিবাচকতা থেকে বিরত রাখে এবং অন্যটি একজনকে ইতিবাচকতার দিকে চালিত করে। গাজ্জালী তাঁর মহান *রচনা* "ইহিয়া আল-উলুম আদ-দীন" *বা* "*ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ*" *এর* চতুর্থ খণ্ড বা চতুর্থাংশের তৃতীয় বইয়ে এই মূল বিষয়টির

একটি চমৎকার বিচার সরবরাহ করেছেন যা নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে: [19]:

জেনে রাখা হোক যে, আল্লাহর প্রতি ভয় ও আশা (*রিজা*) এমন দুটি ডানা, যার সাহায্যে আল্লাহর অন্তরঙ্গরা উড়ে যায় এবং উচ্চতর (আধ্যাত্মিক) অবস্থানে আরোহণ করে। এগুলো এমন দু'টি যাত্রা যে, তাদের ওপর চড়ে আখেরাতের ভয়াবহ পথ অতিক্রম করে। ঈশ্বরের অন্তরঙ্গতা এবং জান্নাতের বাসস্থানের গন্তব্য অনেক [আধ্যাত্মিক] দূরত্বে অবস্থিত এবং [তাদের দিকে যাওয়া] পথগুলি বিপদে পরিপূর্ণ, [আধ্যাত্মিক] ভ্রমণকারীদের ক্লান্ত করে তোলে যারা এই পথগুলিতে হেঁটে যায়, [শারীরিক] অঙ্গ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দেয়, [ঈশ্বরের সাথে] আশার যাত্রা এই গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য এবং [চূড়ান্ত] স্টেশনে পৌঁছানো অপরিহার্য [অবিরাম আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার দ্বারা চিহ্নিত একজনের আধ্যাত্মিক যাত্রায়]। অনুরূপভাবে জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন ও করুণ শাস্তি থেকে রক্ষা করা (আল্লাহর) ভয় ছাড়া সম্ভব নয়। অতএব, উভয়ের বাস্তবতা, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব, উভয়ের মধ্যে [আপাত] দ্বন্দ্ব এবং তাদের সংমিশ্রণ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। তাই এই বইটিকে (ভয় ও আশা) দুটি অধ্যায়ে ভাগ করা হচ্ছে। প্রথমত, আমরা [ঈশ্বরের সাথে] আশার অবস্থা ব্যাখ্যা করব এবং তারপরে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা [ঈশ্বরকে] ভয়ের অবস্থা ব্যাখ্যা করব।

আশার বাস্তবতা, এর শ্রেষ্ঠত্ব, আশার জন্য ঔষধ এবং এটি অর্জনের পদ্ধতি

আশার বাস্তবতা: জেনে রাখা হোক যে, আশা হচ্ছে আধ্যাত্মিক *ভ্রমণকারী ও সালিকিনদের (সালিকিন) স্টেশনগুলির মধ্যে একটি* স্টেশন (*মাকাম*) এবং এটি [ঈশ্বরের] অন্বেষণকারীদের মধ্যে একটি রাষ্ট্র। যদি কোন ব্যক্তির অন্তরের গুণ (আত্মায়) অবস্থান করে এবং প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাকে "স্টেশন" (মাকাম) *বলা হয়* এবং যদি গুণ সাময়িক হয় এবং দ্রুত বিলীন হয়ে যায় তবে তাকে "রাষ্ট্র" (হাল) বলা হয়। হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর এই বিভাজন রয়েছে [স্টেশন এবং অবস্থা যা আধ্যাত্মিকতার গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা]। রাষ্ট্রকে রাষ্ট্র বলা হয় কারণ এটি দ্রুত পরিবর্তিত হয় এবং এটি হৃদয়ের সমস্ত গুণাবলীর সাথে অনুভব করা হয়। আশা (অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক) অবস্থা, জ্ঞান এবং কর্মের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় - এই তিনটিই - কারণ জ্ঞান রাষ্ট্রের

কারণ এবং রাষ্ট্র [সঠিক আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক] কর্মের কারণ কিন্তু সামগ্রিকভাবে, আশা কেবল একটি রাষ্ট্রের নাম। এর বিশদ বিবরণ হ'ল আপনি যে জিনিসটিকে অপছন্দনীয় (অবাঞ্ছিত) বা প্রিয় (আকাঙ্ক্ষিত) হিসাবে খুঁজে পান তা তিনটি অবস্থা থেকে মুক্ত নয় - এটি হয় বর্তমানে বিদ্যমান থাকবে, বা অতীতে বিদ্যমান ছিল, বা আপনি ভবিষ্যতে এটির জন্য অপেক্ষা করছেন। অতীতে ঘটে যাওয়া কোনও অস্তিত্ব সম্পর্কে যদি আপনার হৃদয়ে কোনও চিন্তা আসে তবে তাকে স্মরণ বা উল্লেখ বলা হয়। যদি এটি বর্তমানের মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবে এটিকে উপলব্ধি বলা হয় এবং যদি ভবিষ্যতে এর অস্তিত্ব প্রত্যাশিত হয় এবং এটি আপনার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করে, তবে তাকে প্রত্যাশা এবং অপেক্ষা বলা হয়। যে জিনিসটি প্রত্যাশা করা হচ্ছে বা প্রত্যাশা করা হচ্ছে তা যদি অবাঞ্ছিত হয় এবং এটি হৃদয়ে ব্যথা সৃষ্টি করে, তবে তাকে ভয় (খাফ*)* বলা হয় এবং যদি এটি কাম্য হয় এবং আপনি তার জন্য অপেক্ষা করে আনন্দ ও সুখ খুঁজে পান, তবে তাকে আশা (রিজা) বলা হয়। এ থেকে জানা যায় যে, আশা (রিজা*)* হচ্ছে সেই বস্তুর নাম যা আপনাকে আনন্দিত করে [ভবিষ্যতে ঘটে যাওয়ার] জন্য অপেক্ষা করে, এবং এটি আপনার কাছে প্রিয়। যাইহোক, আপনি যদি এমন কিছুর জন্য অপেক্ষা করছেন যা আপনার প্রিয় এবং আপনি এটি পাওয়ার চিন্তায় খুশি বোধ করেন, তবে অবশ্যই আপনার কাছে এমন সংস্থান থাকবে যে তাদের মাধ্যমে আপনি প্রিয়জনের কাছে পৌঁছাতে পারবেন। যদি এটি এমন হয়, তবে এটি আশা *(রিজা)* এবং যদি আপনার কাছে [এটি পৌঁছানোর উপায়] না থাকে এবং আপনি কেবল প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাতের প্রত্যাশা করেন [বা আপনি যা চান তা খুঁজে পান] তবে এটি আত্মপ্রতারণা এবং বোকামি। যদি উপায়ের অস্তিত্ব বা অস্তিত্ব জানা না যায়, তবে এমন অপেক্ষাকে ইচ্ছা বা বৃথা আকাঙ্ক্ষা *(তামান্না)* হিসাবে উল্লেখ করা হয় কারণ এতে অকারণ অপেক্ষার সন্ধান পাওয়া যায়।

আশা কোথায় প্রযোজ্য? আশা এবং ভয় এমন জিনিসগুলির উপর প্রযোজ্য হবে যার অস্তিত্ব নিশ্চিত নয়, বরং এটি সন্দেহজনক, এবং আশা এমন জিনিসগুলির উপর প্রযোজ্য নয় যার অস্তিত্ব নিশ্চিত। উদাহরণস্বরূপ, সূর্যোদয় সম্পর্কে এটি বলা ঠিক হবে না যে, "আমি সূর্যোদয়ের জন্য আশাবাদী", কারণ সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত উভয়ের অস্তিত্ব নিশ্চিত, তবে এটি বলা ঠিক হবে যে, "আমার বৃষ্টির আশা আছে বা [ভবিষ্যতে] খরার ভয় আছে"।

এই বাস্তবতা হৃদয়ের মানুষের (আলোকিত ও আলোকিত ব্যক্তিদের) কাছে প্রকাশিত হয় [এবং স্পষ্টভাবে স্পষ্ট] যে পৃথিবী পরকালের কৃষিভূমি এবং হৃদয়ের দৃষ্টান্ত ভূমির মতো, ঈমান বীজের মতো, ঐশ্বরিক আনুগত্য হ'ল জমি চাষ করার মতো, তাকে পরিষ্কার করে [আগাছার মতো অবাঞ্ছিত বৃদ্ধি অপসারণের মাধ্যমে]। তাদের সাথে জলের চ্যানেল খনন এবং খামারগুলিতে সেচ দেওয়া; যে হৃদয় জগতে নিমজ্জিত এবং তার ভোগবিলাসে লিপ্ত থাকে তা অনুর্বর জমির মতো, যা বীজ ধরে রাখে না [বা তাদের অঙ্কুরিত করে না], কেয়ামতের দিন হল ফসল কাটার

দিন, কারণ আপনি সেই দিন পার্থিব জীবনে যা বপন করেছেন [বা রোপণ করেছেন] তা ফসল কাটাবেন। [ঈশ্বর ও অনন্ত সত্যে] বিশ্বাসের বীজ ছাড়া পরকালের [ভাল] ফসল সম্ভব নয়, এবং হৃদয়ের মন্দ এবং খারাপ নৈতিকতা, আচার-আচরণ, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং অভ্যন্তরীণ স্বভাবের উপস্থিতিতে ঈমান খুব কম উপকার করে। অনুর্বর জমিতে যেমন কোনো বীজ থাকে না, তা যতই পানি দিয়ে সেচ করা হোক না কেন, তাই যদি একজন বান্দা (ঈশ্বরের, অর্থাৎ মানুষের) ক্ষমার আশা রাখে, তবে তার উচিত একজন কৃষকের আশার উপর নিজের আশাকে বিবেচনা করা। অতএব, একজন কৃষক যিনি চাষের জন্য ভাল (উর্বর) জমি নির্বাচন করেন, এতে ভাল বীজ রাখেন এবং সম্ভাব্য সমস্ত উপায় ব্যবহার করেন যাতে বীজ পৃথিবীর পৃষ্ঠের নীচে থেকে [স্বাস্থ্যকর] উদ্ভিদ [বা ফসল] আকারে উত্থিত হয়, [কৃষিজমি] সময়মতো পুষ্টি বা সেচ (জল) পায়, আগাছা অপসারণ করে এবং [বৃদ্ধির] সমস্ত বাধা দূর করে যা উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে বা ফসলের ক্ষতি করে, এরপর কৃষকের আল্লাহর কাছে এই প্রত্যাশা থাকে যে, তিনি নিজের চাষকে স্বর্গীয় ও পার্থিব বিপর্যয় থেকে রক্ষা করবেন, তখন এ ধরনের অপেক্ষা ও প্রত্যাশাকে আশার বলা হয়। যদি কেউ এমন একটি উচ্চতায় অবস্থিত একটি শক্ত এবং পাথুরে জমিতে বীজ বপন করত যেখানে সেচের কোনও উপায় ছিল না, কারণ সেখানে জল পৌঁছাতে পারত না, তদুপরি কেউ এটি লালন না করে এবং পরিবর্তে ফসল কাটার জন্য অপেক্ষা করতে শুরু করে, তবে এটি [ন্যায়সঙ্গত] অপেক্ষা নয়, বরং এটি অহংকার এবং বোকামি এবং এটি আশা নয় [যেহেতু কেউ এটি সম্পাদন করার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত উপায় প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে আশা]। অনুরূপভাবে, যদি কেউ একটি ভাল [উর্বর] জমিতে বীজ বপন করে কিন্তু [চাষের] পরবর্তী সমস্ত পর্যায়ে অবহেলা করে, তবে এটি জল দেয় না, পরিবর্তে বৃষ্টিপাতের জন্য অপেক্ষা করে এবং এমন আবহাওয়া বা এমন জায়গায় বৃষ্টির প্রত্যাশিত বৃষ্টিপাতের জন্য অপেক্ষা করে যেখানে হয় বৃষ্টি হয় না বা বৃষ্টি হয় না কিন্তু এটি চাষের সমস্ত চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়। অতঃপর এ ধরনের অপেক্ষাকে বলা হয় [বৃথা] আকাঙ্ক্ষা (*তামান্না*) এবং এটি আশা (রিজা*) নয়*।

এই বিবরণ থেকে জানা যায় যে, [আশা] শব্দটি কেবল সেই প্রিয় [বা আকাঙ্ক্ষিত জিনিস] এর অপেক্ষার জন্য প্রযোজ্য যার জন্য সমস্ত উপায় প্রয়োগ করা হয় যা একজন বান্দার এখতিয়ারের মধ্যে রয়েছে, এবং কেবল সেই উপায়গুলি অবশিষ্ট রয়েছে (বাদ দেওয়া হয়েছে) যা বান্দার এখতিয়ারের বাইরে, এবং এটি [অর্থ] ঈশ্বরের অনুগ্রহ এমন যে যদি এটি [সমস্ত বিষয়ে] অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সমস্ত প্রতিবন্ধকতা এবং স্পয়লার [এই বিষয়গুলি থেকে] দূরে থাকে। মুমিন বান্দার অবস্থা এমনই- যদি কেউ অন্তরের ভূমিতে ঈমানের বীজ বপন করে, তাকে ইবাদতের পানি দিয়ে সেচ দেয়, কু-নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অন্তরের চরিত্র ও স্বভাবের কাঁটা থেকে রক্ষা করে (*সু-উল-খুলক*) এবং আল্লাহর অনুগ্রহের কাছ থেকে এই প্রত্যাশা থাকে যে, তার ঈমান তার মৃত্যু পর্যন্ত থাকবে। আর কেয়ামতের দিন ফসল কাটার জন্য প্রস্তুত হবে। যদি এমনটি হয়, তবে এই অপেক্ষাটি সত্যিকারের অর্থে আশা (রিজা) এবং এটি একটি চমৎকার গুণ (অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য)। এই আশা একজনকে তার বিশ্বাস ধরে রাখতে বাধ্য করবে এবং [ঐশ্বরিক] জ্ঞানের সময় পরিত্রাণ

নিশ্চিত করার জন্য লালনপালনের সমস্ত উপায়ে ক্রমাগত কাজ করে এটিকে কঠোরভাবে লালন করতে বাধ্য করবে। কিন্তু যদি কেউ হৃদয়ের ভূমিতে বীজ বপন করে কিন্তু পরে তার যত্ন না নেয়, যতক্ষণ না তা পানি না দেওয়ার কারণে শুকিয়ে যায় বা অত্যধিক বৃষ্টিপাতের কারণে বা তার কু-নৈতিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যন্তরীণ চরিত্র ও স্বভাবের আগাছা এবং কাঁটায় নষ্ট হয়ে যায়, ফসলকে ছাড়িয়ে যায় বা পার্থিব সুখের কীটপতঙ্গ তাকে আক্রমণ করে। আর এত অবহেলা এবং ত্রুটিগুলি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমার প্রত্যাশা ছিল, তখন এই অপেক্ষা এবং প্রত্যাশা মূর্খতা এবং অহংকার। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الأَحْمَقُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ

"মূর্খ সে যে ব্যক্তি নিজেকে নিজের নিকৃষ্ট আকাঙ্ক্ষার বশীভূত করে এবং অতঃপর আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা রাখে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا

"তাদের (নবী ও তাদের সত্যবাদী অনুসারীদের) পরে এমন অযোগ্য লোকের জন্ম হয়েছিল (যারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার নবী উত্তরাধিকারের অযোগ্য) জন্মগ্রহণ করেছিল যারা তাদের নামায নষ্ট করেছিল এবং তাদের নিম্ন সত্তা থেকে নীচ ও নীচ আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করেছিল। এই ধরনের লোকেরা শীঘ্রই [তাদের নিজের অন্যায় থেকে উদ্‌ভূত] দোষ দেখতে পাবে। (কুরআন, অধ্যায় 19, আয়াত 59)

তবুও, একজন বান্দা [ঈশ্বরের, অর্থাৎ একজন মানুষ] যিনি ঐশ্বরিক আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করেন এবং পাপ থেকে বিরত থাকেন, তিনি ঈশ্বরের করুণা এবং উদারতা থেকে [ঐশ্বরিক] আশীর্বাদের পরিপূর্ণতার জন্য আশা পাওয়ার যোগ্য, এবং আশীর্বাদের পরিপূর্ণতা হ'ল যে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করে। যে পাপী অনুতপ্ত হয়, প্রায়শ্চিত্ত করে এবং নিজের অন্যায়ের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করে, তার অনুতপ্ত গ্রহণযোগ্যতার আশা রাখার অধিকার রয়েছে। যদি কেউ তওবা করার পূর্বে নিজের গুনাহকে মন্দ বলে মনে করে, তার নেক আমলে সন্তুষ্ট হয়, নিজের নিম্ন সত্তার (*নাফস)* নিন্দা করে, তওবা কামনা করে, তবে তার উচিত তওবা করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়ার আশা রাখে, কারণ গুনাহকে মন্দ বলে মনে করা এবং তওবা কামনা করা ব্যক্তিকে তওবা করার দিকে ঠেলে দেওয়ার উপায়। আশার পর্যায় আসে [আশার] উপায়ের পরিপূর্ণতার পরে যেমন কুরআন বলে:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ

"নিশ্চয়ই, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে (হিজরত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয়ই যেমন অভ্যন্তরীণ হিজরত মন্দ থেকে ভালো, নিম্ন চরিত্র থেকে উচ্চ চরিত্রে, বস্তুবাদী থেকে অবস্তুগত বা আধ্যাত্মিক) এবং আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, তারাই আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশার প্রার্থী। (কুরআন, দ্বিতীয় অধ্যায়, আয়াত 218)

এই আয়াতের অর্থ এই যে, এরাই সেই লোক যারা ঐশ্বরিক করুণার জন্য আশা করার অধিকার রাখে, এর অর্থ এই নয় যে আশা এই লোকদের জন্য নির্দিষ্ট, কারণ তারা ব্যতীত অন্য লোক রয়েছে যাদের আশা রয়েছে, যদিও তাদের আশা করার অধিকার নেই কারণ এই অধিকার কেবল তাদের অধিকারী। কিন্তু যে ব্যক্তি মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঘৃণ্য কাজে নিমজ্জিত হয়, সে নিজেকে খারাপ বলে মনে করে না, তওবা করে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তনের সংকল্পও থাকে না, তবে এমন ব্যক্তি যদি [ঐশ্বরিক] ক্ষমার আশা করে, তবে সে এমন একজন মূর্খের মতো, যে অনুর্বর জমিতে বীজ বপন করে এবং তাকে জল দেয় না বা পরিষ্কার করার সংকল্প করে না। ইয়াহইয়া ইবনে মু'আয (রহঃ) বলেন, 'আমার কাছে সবচেয়ে খারাপ আত্মপ্রতারণা (বিভ্রান্তি) হলো, একজন ব্যক্তি লজ্জা ও অনুশোচনা ছাড়াই পাপ করতে থাকে, ক্ষমার আশায়, কোন আনুগত্য ছাড়াই আল্লাহর সান্নিধ্যের আশা করে, আগুনের বীজ বপন করার পর জান্নাতের ফলের জন্য অপেক্ষা করে, আনুগত্য [আল্লাহর বান্দাদের] বাসস্থান চায় (অর্থাৎ, জান্নাত) পাপ ও অন্যায়ের মাধ্যমে কোন কর্ম ছাড়াই ঐশ্বরিক প্রতিদান চায় এবং অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও (অন্যের অধিকার লঙ্ঘন ও হস্তান্তরের ক্ষেত্রে) আল্লাহর কাছ থেকে সৎকর্ম কামনা করে।

আশার পরে সংগ্রাম করা: আমরা আশার বাস্তবতার উপর প্রচুর আলোকপাত করেছি। যদি এটি সংক্ষিপ্ত করা হয়, তবে বিষয়টির সারমর্ম হ'ল এটি এমন একটি অবস্থা যা বেশিরভাগ উপায়ের উপস্থিতির পরে জ্ঞানের ফলস্বরূপ উদ্ভূত হয়। এই রাষ্ট্রের দাবি হচ্ছে, যে উপায়গুলো পূরণ হয়নি, সেগুলো অবশিষ্ট সকল উপায়ের পরিপূর্ণতা (ব্যবহারের) জন্য সম্ভাব্য সব উপায়ে চেষ্টা করতে হবে। চাষের উদাহরণে, যে ব্যক্তি উর্বর জমিতে ভাল বীজ বপন করে, প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দেয়, এমন ব্যক্তির আশা সত্য হবে এবং সে জমিতে যে কোনও আগাছা এবং কাঁটা পরিষ্কার করে সেই জমি (খামার) দেখাশোনা করতে রাজি করবে, নিয়মিত জল দেবে এবং ফসল কাটা পর্যন্ত কোনও অবহেলা করবে না। এর কারণ হলো, আশার বিপরীত হইল হতাশা ও হতাশা, কেউ যদি কোনো বিষয়ে হতাশ হয়, তাহলে সে তার জন্য সংগ্রাম করে নিজেকে কষ্টে ফেলে না। কেবল সেই ব্যক্তিই লড়াই করে যার কিছু পাওয়ার আশা রয়েছে। অতএব, যিনি জানেন যে তাঁর জমি অনুর্বর, বীজ অকেজো এবং জল সেই জমির নাগালের বাইরে, তিনি

অবশ্যই সেই জমির রক্ষণাবেক্ষণ থেকে দূরে থাকবেন। আশা প্রশংসনীয় কারণ এটি একজনকে কর্মের জন্য প্ররোচিত করে, এবং হতাশা নিন্দনীয় কারণ এটি একজনকে কিছু করতে বাধা দেয় (উপযুক্ত কর্ম)। [ঈশ্বরের প্রতি] ভয় [ঈশ্বরে] আশার বিপরীত নয়, বরং এটি আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার (সুলুক) যাত্রায় তার অংশীদার, বরং এটি কর্মের এজেন্ট। তবে এর পদ্ধতি ভিন্ন- আশার (কিছু করার) আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এবং ভয়ের মধ্যে [অন্যায় থেকে] প্রতিরোধ রয়েছে। যদি কারও নিজের মধ্যে আশার অবস্থা থাকে, তবে এটি অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক অবস্থার পরিবর্তন নির্বিশেষে ভাল কাজে আরও বেশি প্রচেষ্টা এবং ঐশ্বরিক আনুগত্যের কাজগুলিতে অধ্যবসায় দাবি করে। একটি বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা এবং ভাল কাজে অধ্যবসায়ের মাধ্যমে ঈশ্বরের উপর মনোনিবেশ করা, একজন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনায় আনন্দ খুঁজে পাবে এবং একজন কোমলতা (নম্রতা) এবং সংযোগের সাথে একজনের প্রয়োজনের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে। যদি কারও এই অবস্থা না থাকে, তবে এটি বোঝা উচিত যে সে [ঈশ্বরে] আশার [আধ্যাত্মিক] অবস্থান থেকে দূরে রয়েছে এবং পরিবর্তে, অহংকার এবং [বৃথা] আকাঙ্ক্ষার গিরিখাতে (*তামান্না)* আচ্ছাদিত হয়েছে। এগুলি হ'ল আশা, জ্ঞান যা আশার ফলাফল দেয় এবং আশা থেকে জন্ম নেওয়া ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে বিবরণ।

আশা রাখার জন্য আশা এবং প্ররোচনার শ্রেষ্ঠত্ব: এটি জেনে রাখা উচিত যে [ঈশ্বরে] ভয়ের সাথে করা কাজের চেয়ে [ঈশ্বরে] আশার সাথে কাজ করা শ্রেষ্ঠতর কারণ কেবল সেই ব্যক্তিই ঈশ্বরের নিকটবর্তী যিনি তাঁকে আরও ভালবাসেন এবং আশার সাথে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। এর দৃষ্টান্তটি দুজন রাজার মতো, তাদের মধ্যে একজনকে তার উদারতার আশায় পরিবেশন করা হয় এবং অন্যজনকে তার ভয়ে সেবা করা হয়। এটা স্পষ্ট যে প্রথমটি দ্বিতীয়টির চেয়ে বেশি ভালবাসা পাবে। অতএব, মৃত্যুর সময় আল্লাহ সম্পর্কে আশা (*রিজা)* এবং ভাল মতামত (*হুসন আল-দুন)* থাকার জন্য ঐশ্বরিক আইনে অনেক প্ররোচনা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ

"আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। (কুরআন, অধ্যায় 39, আয়াত 53)

এই আয়াতে হতাশাকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে (এই ঐশ্বরিক আদেশ দ্বারা)। হযরত ইয়াকুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিস্থিতিতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে জিজ্ঞাসা করে এক ঐশ্বরিক ওহী প্রেরণ করেছেন, "তুমি কি জান কেন আমি তোমার এবং ইউসুফের (তাঁর প্রিয় সন্তানদের) মধ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন করেছি? কেননা তোমরা তার ভাইদের বলেছিলে [যখন তারা তোমাদের অনুরোধ করেছিল যে, তোমরা যেন ইউসুফকে তাদের সাথে খেলার জন্য বের করে দেয়, নিছক ঈর্ষায় তাকে চিরতরে নির্বাসিত করার কৌশলে]:

وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَـٰفِلُونَ

'আমি আশংকা করি যে, সে নেকড়ে খেয়ে ফেলবে, অথচ তোমরা তার প্রতি অবহেলা কর। (কুরআন, অধ্যায় 12, আয়াত 13)

কেন তুমি নেকড়েকে ভয় কর এবং আমার উপর আশা রাখে না? তুমি যোষেফের ভাইদের অবহেলা দেখেছ, কেন তুমি আমার সুরক্ষার দিকে তাকানি?

কুদসী (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি *হাদীস)* গ্রন্থে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ

"আমি আমার বান্দার সাথে আছি যেমন আমার বান্দা আমার সম্পর্কে ভাবেন (একজন মানুষের সাথে আমার আচরণ আমার সম্পর্কে কারও মতামত অনুসারে হয়, অতএব, তার উচিত আল্লাহ সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকা এবং তাঁর কাছ থেকে সর্বোত্তম প্রত্যাশা করা, তবে আল্লাহ সম্পর্কে তার ভাল ধারণাকে এমন প্রচেষ্টা এবং প্রচেষ্টা দ্বারা সমর্থন করা উচিত যা তাঁর সন্তুষ্টি হয়)। সুতরাং আমার সম্পর্কে যে মতামত রাখতে চায় তা থাকা উচিত। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *ওয়াথিলা ইবনুল আসকা (রহঃ) এর উপর* হাদীস *সংকলন* ইবনে হিব্বান (রহঃ)

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর যন্ত্রণায় থাকা এক ব্যক্তির কাছে গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি নিজেকে কোন অবস্থায় আচ্ছা? তিনি বললেন, "আমি আমার অন্তরে পাপের জন্য ভয় পাই এবং প্রভুর রহমতের আশা করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তির অন্তরে এই উভয় বিষয় (আশা ও ভয়) একত্রিত হয়, আল্লাহ তাআলা তাকে তার প্রত্যাশা অনুযায়ী দান করেন এবং যে বিষয় থেকে ভয় পায় তা থেকে রক্ষা করেন। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীসে তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ* আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

পাপের অত্যধিক কারণে একজন মানুষ প্রচণ্ড হতাশার মধ্যে ছিল। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, তোমার সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া। এক নবী বর্ণনায় বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা নবী দাউদ (আঃ) এর নিকট এক ঐশ্বরিক ওহী প্রেরণ করেছেন, 'আমাকে ভালবাস এবং যে আমাকে ভালবাসে তাকে ভালবাস এবং মানুষের মধ্যে আমাকে প্রিয়

করে দাও। তিনি বললেন, আমি কিভাবে তোমাকে মানুষের কাছে প্রিয় করে তুলব? আল্লাহ বললেন, 'তুমি আমার কথা মানুষের কাছে ভালোভাবে বর্ণনা কর, আমার নেয়ামত ও বরকতের কথা বর্ণনা কর এবং তাদেরকে সেগুলো স্মরণ কর, যাতে তারা শুধু আমার অনুগ্রহের কথা জানতে পারে। কেউ কেউ ইয়াহইয়া ইবনে আকতাম (রহঃ) কে তাঁর মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখেছেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহ তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে তাঁর সামনে দাঁড় করালেন এবং বললেন, হে খারাপ বৃদ্ধ! তুমি অমুক পাপ করেছ!' আমার কর্মের রেজিস্টার শুনে [আমি আমার জীবদ্দশায় করেছি], আমি ঐশ্বরিক বিস্ময় দ্বারা অভিভূত হয়েছিলাম। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহ! *হাদীসে* কি তোমার সম্পর্কে এভাবে বর্ণিত হয়নি? আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করলেন, কী বলা হয়েছে? আমি বললাম, আবদুর রাজ্জাক আমাকে মোয়াম্মার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি জেহরি থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জিবরাঈল (আঃ) এর কাছ থেকে শুনেছেন,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ

'আমি আমার বান্দার সাথে আছি যেমন আমার বান্দা আমাকে মনে করে, তাই আমার সম্পর্কে সে যা ইচ্ছা করে তা যেন ধারণ করে', এবং আমি তোমার সম্পর্কে এই ধারণা (মতামত বা প্রত্যাশা) করেছিলাম যে, তুমি আমাকে শাস্তি দেবেন না। মহান আল্লাহ বললেন, জিবরাঈল (আঃ) সত্য বলেছেন, আমার নবী সত্য বলেছেন, আনাস, মোয়াম্মার ও জেহরি সবাই সত্য বলেছেন, তুমিও সত্য বলেছেন। এরপর আমাকে সম্মানজনক পোশাক দেওয়া হয়েছিল এবং স্বর্গীয় দাসেরা আমাকে পরমদেশে নিয়ে গিয়েছিল। সেই সময়, আমি [নিজেকে বলেছিলাম], 'এটাই সুখ বলা হয়।

আশা অর্জনের পদ্ধতি ও উপায়: জেনে রাখা উচিত যে, দু'জন ব্যক্তির আশার প্রয়োজন। প্রথমত, যে ব্যক্তি দুঃখ ও হতাশায় আধিপত্য বিস্তার করে এবং [এর ফলস্বরূপ] একজন ইবাদত ত্যাগ করে। দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি (আল্লাহর) ভয়ে আধিপত্য বিস্তার করে এবং (এর ফলস্বরূপ) যে ব্যক্তি ইবাদতে এতটাই অবিচল থাকে (সহ্য করে) যে সে বিরক্ত হয়ে পড়ে এবং তার পরিবারকেও বিপর্যস্ত করে। উভয় ব্যক্তিই সংযমের সীমা অতিক্রম করেছে এবং [দুটি বিপরীত] চরমের দিকে ঝুঁকছে। উভয়েরই এমন একটি নিরাময়ের প্রয়োজন যা তাদের [সংযম] পথে নিয়ে আসবে। কিন্তু সেই আত্ম-প্রতারিত পাপী, যে [ঐশ্বরিক] আনুগত্য পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও [ঐশ্বরিক] ক্ষমা কামনা করে, যা একজনকে ক্ষমার যোগ্য করে তুলবে, সেই ব্যক্তির জন্য আশা মারাত্মক। মধু যেমন ঠান্ডা মেজাজের মানুষের জন্য একটি নিরাময় তবে গরম মেজাজের লোকদের জন্য ক্ষতিকারক। কেবল [ঈশ্বরকে] ভয় এমন ব্যক্তির জন্য উপকারী বা এমন উপায় যা ভয় সৃষ্টি

করে। এই কারণেই একজন ব্যক্তি যিনি লোকদের উপদেশ দেন এবং পরামর্শ দেন তার উচিত অসুস্থতা এবং অসুস্থতার কারণগুলির দিকে নজর রাখা এবং প্রতিটি রোগের বিপরীত দ্বারা নিরাময় করা উচিত, এবং এমন কিছু দ্বারা নয় যা রোগকে আরও ভাল করার পরিবর্তে বাড়িয়ে তুলবে। কারণ উদ্দেশ্যটি সংযম এবং প্রতিটি [মানব] গুণ এবং বৈশিষ্ট্যের মধ্যে, সংযমের ডিগ্রী পছন্দ করা হয়েছে এবং এই ডিগ্রিটি সেরা। যদি কোনও [মানব] গুণ বা বৈশিষ্ট্য সংযমের ডিগ্রী থেকে বিচ্যুত হয়, তা অত্যধিকতা বা অভাবের দিকে হোক না কেন, সেখানেই নিরাময়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যাতে এটি সংযমের ডিগ্রিতে ফিরে আসে। এমন একটি নিরাময় যা এটিকে সংযমের ডিগ্রী থেকে আরও বিচ্যুত করে তোলে তার প্রয়োজন হয় না।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 'আলেম হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে না এবং আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে তাদের বিচার করতে ভয় দেখায় না। আমরা আশার কারণগুলি বর্ণনা করতে নিশ্চিত তবে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য নয়, বরং কেবল সেই ব্যক্তির জন্য যিনি ঈশ্বরের করুণা থেকে হতাশ হয়েছেন বা ঈশ্বরের ভয়ে আধিপত্য বিস্তার করেছেন। কুরআন এবং নবীর বর্ণনাগুলি একই অর্থ বহন করে কারণ উভয়ই ভয় এবং আশার উপর ভিত্তি করে শিক্ষাগুলি অন্তর্ভুক্ত করে যা বিভিন্ন ধরণের রোগীদের নিরাময়ের সমস্ত উপায় গঠন করে। এসব উপায়ের জ্ঞান এবং তাদের ব্যবহারের পদ্ধতি [নিরাময়ের জন্য] পণ্ডিতদের কাছে [ঐশ্বরিকভাবে] পৌঁছে দেওয়া হয়েছে যারা নবীদের উত্তরাধিকারী, যাতে [ব্যক্তিগত এবং নির্দিষ্ট] চাহিদা অনুসারে তারা জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মতো এই উপায়গুলি ব্যবহার করতে পারে এবং রোগীর জন্য উপযুক্ত নিরাময়ের পরামর্শ দিতে পারে, এবং একজন মূর্খ ও অজ্ঞ চিকিৎসকের মতো নয়, যিনি সমস্ত ওষুধকে প্রতিটি রোগের জন্য কার্যকর বলে মনে করেন। সেই রোগ যাই হোক না কেন।

ভয়ের বাস্তবতা

ভয়ের বাস্তবতা: জেনে রাখা দরকার যে ভয় হ'ল হৃদয়ে সেই ব্যথা এবং উত্তেজনা যা ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত কষ্টের চিন্তাভাবনা থেকে জন্ম নেয়। আশার ব্যাখ্যায় ভয়ের বাস্তবতাও পরিষ্কার করা হয়েছে। যার ঈশ্বরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও পরিচিতি রয়েছে, সত্য তার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করে এবং সর্বদা ঐশ্বরিক সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করার জন্য নিমজ্জিত থাকে, তাই কেউ ভবিষ্যতের প্রতি মনোযোগী হয় না এবং [ফলস্বরূপ] তার হৃদয়ে [ভবিষ্যতের জন্য] ভয় বা আশা থাকে না, বরং তার [অন্তর] অবস্থা ভয় এবং আশা উভয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হয়ে ওঠে। কারণ এই (ভয় ও আশার) এই দুটি অবস্থা দু'টি লাগামের মতো, যা নিম্ন আত্মার (নাফস) বুনো ঘোড়াকে সংযম

থেকে বিচ্যুত হতে দেয় না, এবং অন্তরে ভয় ও আশার অভাব নিম্ন আত্মার (আল্লাহর) অধীন হওয়ার পক্ষে সওয়াল করে। ওয়াস্তি (রহঃ) বলেন, ভয় আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে পর্দা। তিনি আরো বলেন, 'যদি হৃদয়ে সত্য প্রকাশিত হয়, তবে আশা বা ভয়ের কোন অবকাশ থাকবে না। অতএব, যদি কোন প্রেমিকের হৃদয়ে প্রিয়জনের সাক্ষ্য দেওয়ার সময় (প্রিয়জনের কাছ থেকে) বিচ্ছেদের ভয় থাকে, তবে সে প্রিয়জনের সৌন্দর্যের দর্শন উপভোগ করতে সক্ষম হবে না এবং কারও দৃষ্টির অভাব থাকবে, যদিও সমস্ত [আধ্যাত্মিক] স্টেশনের (*মাকামাত*) শীর্ষবিন্দু চিরস্থায়ী [ঐশ্বরিক] দর্শন অর্জন করা, এবং লাভের (উপকার) আশা এবং ক্ষতির ভয় তাকে বিচ্ছিন্ন করে না।

ভয়ের উপাদানগুলির গঠন: আশার মতো, ভয়ও তিনটি জিনিসের সমন্বয়ে গঠিত: জ্ঞান, [অভ্যন্তরীণ] অবস্থা [সত্তা] এবং ক্রিয়া। জ্ঞান এমন কারণের উপলব্ধিকে বোঝায় যা ক্ষতি করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কেউ একজন রাজার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করেছিল বা রাজকীয় আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং পরে তাকে গ্রেপ্তার করে রাজার সামনে হাজির করা হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে, একজনের অবশ্যই হত্যার ভয় থাকবে, যদিও, এটিও সম্ভব যে রাজা একজনকে ক্ষমা করতে পারেন, বা কেউ কোনওভাবে মুক্তি পেতে পারেন তবে অবশ্যই একজনের হৃদয়ে হত্যা হওয়ার ভয় থাকবে। তখন সেই ভয় সেই হত্যার জন্য প্রয়োজনীয় কারণগুলির শক্তির অনুপাতে শক্তিশালী হবে, উদাহরণস্বরূপ, অপরাধের তীব্রতা, বা রাজা শত্রুতা এবং ঈর্ষা পোষণ করে, বা রাজার প্রতিশোধপরায়ণ স্বভাব রয়েছে, বা এমন লোকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হবে যারা রাজাকে প্রতিশোধ নিতে প্ররোচিত করবে, বা কোনও মধ্যস্থতাকারী থেকে বঞ্চিত হবে। অথবা রাজার ক্রোধের অবসান ঘটাতে বা হৃদয়ে প্রতিশোধের আগুন নিভিয়ে দিতে পারে এমন সমস্ত সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়া। যদি এই সমস্ত কারণগুলি একত্রিত হয় এবং অভিযুক্তও তাদের সম্পর্কে অবগত হয়, তবে সন্দেহ নেই, হত্যার ভয় কারও হৃদয়ে খুব প্রবল হবে। পরিমাণে, এই কারণগুলি দুর্বল বা কম হবে, সেই পরিমাণে ভয়ের ব্যথা কম হবে।

কখনও কখনও, ভীত ব্যক্তি কোনও অপরাধ করার কারণে ভয় পায় না, বরং যে ব্যক্তিকে ভয় দেওয়া হচ্ছে তার কিছু বৈশিষ্ট্য একজনের মধ্যে ভয় জাগিয়ে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ কোনও হিংস্র জন্তুর নখতে আটকা পড়ে, তবে অবশ্যই সেই জন্তুটিকে ভয় পাবে কারণ কেউ তার পশুত্বের প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন, এবং কেউ জানে যে পশুত্ব তার প্রিয় বৈশিষ্ট্য, যদিও এই বৈশিষ্ট্যটি বিচক্ষণতামূলক (অ-বাধ্যতামূলক) কারণ কখনও কখনও জন্তুটি তার শিকারের ক্ষতি করে না এবং ক্ষতি না করে তার পাশ দিয়ে যায়। কখনও কখনও, এমন একটি বৈশিষ্ট্য থেকে ভয় থাকে যা বিবেচনাহীন (বাধ্যবাধকতামূলক) এবং ভীতদের স্বভাবের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে যেমন দ্রুত প্রবাহিত জলে পড়ে যাওয়া বা আগুনে আটকা পড়া। মানুষ

পানি ও আগুনকে ভয় পায় কারণ জলের সহজাত স্বভাব হল ডুবে যাওয়া, আর আগুনের সহজাত স্বভাব হল পুড়ে যাওয়া।

সংক্ষেপে, মন্দের কারণগুলির গভীর বোঝাপড়া হৃদয়ে জ্বালা এবং উত্তেজনা এবং অভ্যন্তরীণ সত্তার ব্যথা তৈরি করে। এই উত্তেজনা এবং অভ্যন্তরীণ বেদনাকে ভয় বলা হয়। অনুরূপভাবে, কখনও কখনও ঈশ্বরকে ভয় করার জন্য ঈশ্বরের সত্তার জ্ঞান (মা'*রিফা)* এবং এই গুণাবলীর কারণে হয় যে, যদি তিনি সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দেন তবে তিনি তাকে যত্ন করবেন না বা কেউ তাকে তা করা থেকে বিরত রাখতে পারবেন না বা এই ধ্বংসের জন্য তাকে নিন্দা করতে পারবেন না। কখনও কখনও, একজন বান্দা [ঈশ্বরের, অর্থাৎ একজন মানুষ] তার গুনাহের কারণে ভয় পায় এবং কখনও কখনও এই দুটি একত্রিত হয়ে যায় [ভয়ের অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য]। অতঃপর এই প্রত্যয়টি যতটুকু দৃঢ় হয়ে যায় যে, যা কিছু আছে তা আল্লাহর হাতে আছে, তাঁর কোন কিছুর বা কারো প্রয়োজন নেই, তিনি যা-ই করুন না কেন, তাঁকে শাস্তি দেওয়ার মতো কেউ নেই, যখন বান্দারা (মানুষ) সকল পরিস্থিতিতে [ঐশ্বরিক] জবাবদিহিতার পর্যায় অতিক্রম করবে, ততটুকু ভয় বৃদ্ধি পাবে। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি নিজের সাথে বেশি পরিচিত সে ঈশ্বরকে বেশি ভয় করে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَاللّٰهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ

"আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুদি থেকে* হাদীস *সংকলন* সহীহ বুখারী

এ কারণেই কুরআনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে:

إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟

"ঈশ্বরের বান্দাদের মধ্য থেকে কেবল তাদেরই [ধার্মিক ভয়, শ্রদ্ধা এবং] ঈশ্বরের প্রতি ভয় রয়েছে [কারণ প্রকৃত জ্ঞান ঈশ্বরের জ্ঞানের নেতৃত্ব দেয় যা ঐশ্বরিক উপস্থিতিকে প্রভাবিত করে যা তার অধিকারীর পক্ষে চিন্তাভাবনা, অনুভূতি, কথা, কর্ম এবং অস্তিত্বের অবস্থায় লিপ্ত হওয়া অসম্ভব করে তোলে, যা সেই উচ্চতর আধ্যাত্মিক অবস্থার বিরোধী]। (কুরআন, অধ্যায় 35, আয়াত 28)

আল্লাহর প্রতি ভয়ের প্রভাব: যখন এই জ্ঞান (মা'*রিফা)* (আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী এবং কারও পাপ) সম্পন্ন হয়, তখন এটি একজনের অন্তরে ভয়ের জন্ম দেয় এবং তার অন্তরের সত্তার মধ্যে

একটি উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং এই উত্তেজনার প্রভাব হৃদয় থেকে দেহের অন্যান্য অঙ্গগুলিতে স্থানান্তরিত হয়। এই উত্তেজনা এবং ভয় শারীরিক দুর্বলতা, ফ্যাকাশে ভাব, কান্না ইত্যাদি আকারে প্রকাশিত হয়। কখনও কখনও এই রাজ্যের উত্তাপ এতটাই প্রভাব ফেলে যে এটি হতাশা এবং হতাশার অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। শারীরিক অঙ্গগুলির এই ভয়ের প্রভাব রয়েছে যে অতীতের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য এবং ভবিষ্যতের জন্য ভালভাবে প্রস্তুত করার জন্য [নৈতিক ও নৈতিক সঠিকতার জীবনযাপন করার জন্য] তাদের পাপ থেকে বিরত রাখা হয়েছে এবং আনুগত্যের কাজের অধীন করা হয়েছে। অতএব, বলা হয় যে, আল্লাহকে ভয় করা ব্যক্তি সে নয় যে কাঁদে এবং নিজের চোখের জল মুছে দেয়, বরং সেই ব্যক্তি যে এমন জিনিস ত্যাগ করে যা মানুষকে [ঐশ্বরিক] শাস্তির ভয় দেখায়। আবু আল কাসেম হাকীম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 'যে ব্যক্তি কোন বিষয়কে ভয় করে, সে তা থেকে পালিয়ে যায়, তবে যে আল্লাহকে ভয় করে, সে তার পরম করুণাময় আলিঙ্গনে আশ্রয় নেয়। দুন নূন আল মিসরী (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন বান্দা কখন ভয় করে? তিনি উত্তর দিলেন, যখন কেউ এমন রোগীর মতো হয়ে যায় যার অসুস্থতা বিপজ্জনক এবং মৃত্যুর ভয়ে ক্ষতিকর খাবারে বাধা দেয় (ক্ষতিকর জিনিসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অভাবে কারও অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার কারণে)। কারও বৈশিষ্ট্যের (বৈশিষ্ট্য এবং অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর) উপর [ঈশ্বরকে] ভয়ের প্রভাব হ'ল কামনা দূর হয়ে যায় এবং পার্থিব সুখগুলি [কারও চোখে] এতটাই নীচু হয়ে যায় যে সমস্ত পাপ যা পূর্বে একজনের প্রিয় ছিল, তা খারাপ দেখাতে শুরু করে। যে মধু পছন্দ করে কিন্তু বিষ মিশে আছে তা জানলে এই প্রবণতা ঘৃণায় পরিণত হয়, তেমনি [ঈশ্বরের] ভয়ের উত্তাপ কামনাকে পোড়ায়, [দেহর] অঙ্গগুলি [সভ্য] শিষ্টাচার বিকাশ করে, হৃদয় নম্রতা, নম্রতা, ধর্মপরায়ণতা, অহংকার, শত্রুতা, ঈর্ষার মতো নিন্দনীয় গুণাবলী দূর হয়। একজনের পুরো মনোযোগ তার [ঈশ্বর] ভয়ের দিকে চলে যায় এবং অন্যত্র তাকানোর কোনও বুদ্ধি অবশিষ্ট থাকে না। একজন ব্যক্তি সর্বদা আধ্যাত্মিক সংগ্রাম (*মুজাহাদা),* আত্ম-পরীক্ষা, বা নিজের অন্যায়ের জন্য নিজেকে দায়ী করা (*মুহাসাবা)* এবং ঐশ্বরিক (*মুরাকাবা)* চিন্তনে ব্যস্ত থাকে। প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি পদক্ষেপ এবং প্রতিটি উচ্চারণ করা প্রতিটি শব্দ এতটাই মূল্যবান হয়ে ওঠে যে কেউ সেগুলি নষ্ট করে না। পরিবর্তে, একজন তাদের সম্পর্কে খুব প্রতিরক্ষামূলক হয়ে ওঠে [তাদের হারানো এড়াতে তাদের রক্ষা করে]। কারও অবস্থা এমন ব্যক্তির অবস্থা হয়ে যায় যে কোনও হিংস্র পশুর নখের মধ্যে আটকা পড়ে এবং সে জানে না যে তার পক্ষ থেকে কোনও ক্ষণিকের অবহেলার সুযোগ নিয়ে কেউ তার হাত থেকে পালিয়ে যেতে পারে নাকি তার খাদ্য হয়ে তার নখতে মারা যাবে। যদি কেউ এমন পরিস্থিতিতে আটকা পড়ে তবে তার হৃদয় এবং মন, এবং বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ সত্তা কেবল স্বাধীনতা খুঁজে পাওয়ার উপায়ে আচ্ছন্ন থাকে, তার মনে অন্য কোনও চিন্তাও আসে না [সেই অবস্থায়]। যে ব্যক্তি (আল্লাহকে) ভয়ে আধিপত্য বিস্তার করে, তার অবস্থা এমনই। কিছু নবী সাহাবা (*সাহাবা)* ও তাদের অনুসারীদের (*তাবাঈন)* একই অবস্থা ছিল যে, তাদের প্রতিটি শিরায় এবং প্রতিটি তন্তুতে [আল্লাহর ভয়] প্রাধান্য লাভ করেছিল।

কর্মে (আল্লাহর) ভয়ের মাত্রা: যতটুকু মানুষের ভয় প্রবল হয়, ততটুকু আল্লাহর *মহিমার গুণাবলী এবং নিম্ন আত্মার দোষ বোঝার জ্ঞান (মা'রিফা) রয়েছে, সেই পরিমাণে আধ্যাত্মিক সংগ্রাম (মুজাহাদা),* আত্ম-পরীক্ষা বা নিজের অন্যায়ের জন্য নিজেকে দায়ী করা (*মুহাসবা)* এবং ঐশ্বরিক (মুরাকাবা) এর চিন্তাভাবনা) আরও শক্তিশালী। কারও কর্মে ভয়ের প্রভাবের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর হ'ল যে ব্যক্তি ঐশ্বরিক বিধানের হুকুম দ্বারা নিষিদ্ধ (হারাম) এমন কাজ করা থেকে দূরে থাকে। ঐশ্বরিক বিধানের নিষেধাজ্ঞা থেকে দূরে থাকাকে বলা হয় করুণতা (ওয়ারা') / যদি ভয় দৃঢ় হয়, তবে একজন এমন বিষয় থেকেও দূরে থাকবে যা ঐশ্বরিক ব্যবস্থায় নিষিদ্ধ হওয়ার [কেবল] সম্ভাবনা রয়েছে, অন্য কথায়, একজন সেই বিষয়গুলি থেকেও দূরে থাকে যা নিশ্চিতভাবে নিষিদ্ধ বলে জানা যায় না এবং এইভাবে সন্দেহজনক। এই (ঈশ্বর-ভয়ের) ডিগ্রিকে বলা হয় "*তাকওয়া*" (ধার্মিক ভয়, শ্রদ্ধা এবং আল্লাহর প্রতি ভয়) যার অর্থ হ'ল যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় পরিত্যাগ করে এবং জায়েয বিষয়গুলিতে কাজ করে। কখনও কখনও, কেউ সেই বিষয়গুলি ছেড়ে দেয় যা আপাতদৃষ্টিতে ঠিক আছে তবে সন্দেহজনক হতে পারে এমন ভয়ে সেগুলি ছেড়ে দেয়। এই (ঈশ্বর-ভয়ের) ডিগ্রিকে বলা হয় "*সিদক ফি আল-তাকওয়া*" (আন্তরিক সত্যবাদ এবং আন্তরিকতা এবং ঈশ্বরের প্রতি ভয়, শ্রদ্ধা এবং ভয়)। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ কেবল এমন জিনিসগুলি ব্যবহার করে এই ডিগ্রিকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যায় যা সত্যই প্রয়োজনীয় [এবং অনুমোদিত বলে নিশ্চিত], উদাহরণস্বরূপ, কেউ এমন একটি অতিরিক্ত ঘর তৈরি করে না যা সে বাস করতে যাচ্ছে না, সে এমন খাবার সঞ্চয় করে না যা সে গ্রহণ করে না, সে জাগতিকের দিকে ঝুঁকে পড়ে না। এবং একজন জানে যে পৃথিবী এমন একটি জিনিস যা থেকে একজন আলাদা হয়ে যাবে, এবং [ফলস্বরূপ] আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু সম্পর্কে চিন্তা করতে একটি নিঃশ্বাসও নষ্ট করে না, তবে এই ডিগ্রিকে "*সিদক*" (সত্যবাদী বা সত্যের প্রতি সম্পূর্ণ উৎসর্গ) বলা হয়। এই ধরনের ব্যক্তিকে "*সিদ্দিক*" (সত্যবাদী বা জ্ঞানবাদী বা ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ এবং বন্ধু) বলা পুরোপুরি উপযুক্ত। এই ব্যবস্থা অনুসারে, সত্যবাদী (*সিদক)* ঈশ্বর-ভয় (*তাকওয়া)* এর অন্তর্ভুক্ত এবং ঈশ্বর-ভয় (ওয়ারা') এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এবং সততার মধ্যে সতীত্ব এবং পবিত্রতা (*ইফাহ)* অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা কামনার প্ররোচনাকারীদের থেকে বিরত থাকার নাম।

ঈশ্বরকে ভয় করাই উদ্দেশ্য: প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরকে ভয় করাই উদ্দেশ্য। আল্লাহ যদি তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর সত্তা সম্পর্কে ভয় না করতেন, তবে তিনি তাঁর বান্দাদের পরাক্রম করতে দিতেন না, এবং তাদের জন্য পাপ করা সহজ করতেন না এবং তিনি তাদের পাপ করার উপায় সরবরাহ করতেন না। কারণ পাপের উপায় প্রদান করা ঐশ্বরিক করুণা থেকে দূরে সরে যাওয়ার সমতুল্য, তবে [প্রথম] পাপের আগে বান্দা দ্বারা এমন কোনও পাপ করা হয়নি যার ভিত্তিতে একজন পাপের যোগ্য বলে ঘোষণা করা হত এবং পাপের উপায় একজনের পক্ষে সহজ করা হত। অনুরূপভাবে, [প্রথম আনুগত্যের] আগে, বান্দার এমন কোন সৎকর্ম ছিল না যা একজনকে [অধিকতর] সৎকর্মের যোগ্য করে তুলত এবং একজনের জন্য ধার্মিকতার পথ আলোকিত করতে পারে। এগুলি সবই ঐশ্বরিক নির্ধারিত নিয়তির রহস্য, কেউ এতে সম্মত

হোক বা না হোক। সেই সত্তার (কোন কিছুর) প্রতি অনুরাগ এমন যে কোন পূর্ব কারণ ছাড়াই তিনি কোন পূর্ব কারণ ছাড়াই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন মানুষকে যে সমস্ত মর্যাদা প্রদান করেছেন তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা প্রদান করেছেন, যাতে সৃষ্টির কেউ তার সাথে প্রতিযোগিতা করার দাবি করতে না পারে। অন্যদিকে তিনি আবু জাহেলকে সর্বনিম্ন পদে নিয়ে গেলেন, তার কোন দোষ ছাড়াই। যে সত্তার অবহেলা [এবং কারও সাথে বা কোনও কিছুর প্রতি অনুরাগহীনতা] এমন অবস্থা, তার মহিমা এবং মহিমাকে ভয় করা অপরিহার্য।

আল্লাহ-ভয়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও তার উপদেশ: (আল্লাহর) ভয়ের উৎকর্ষতা যৌক্তিক অনুমানের পাশাপাশি কুরআনের আয়াত ও পয়গীর রীতি-নীতি থেকে প্রমাণিত হয়। কোনও জিনিসের শ্রেষ্ঠত্ব দেখার জন্য যৌক্তিক অনুমানের উপায় হ'ল এটি একজনকে চিরন্তন সুখ এবং ঐশ্বরিক দর্শনের অফুরন্ত বিজয়ের (সা'দাহ) দিকে চালিত করতে কতটা সহায়তা করে কারণ এটি [ঈশ্বরের] একজন বিশ্বাসী বান্দার আসল উদ্দেশ্য। এই কারণেই, কোনও কিছু একজনকে চিরন্তন সুখ এবং চিরন্তন সাফল্যে পৌঁছাতে সহায়তা করতে পারে, সেই পরিমাণে এটি শ্রেষ্ঠত্বের স্তর ধারণ করবে।

ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, পরকালে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা ও আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত অনন্ত সুখ ও অনন্ত সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয় এবং ঐশ্বরিক জ্ঞান (মা'*রিফা)* ব্যতীত প্রেম অর্জন করা যায় না, এবং ঐশ্বরিক স্মরণ (দিকির) ও ধ্যানের সাথে অধ্যবসায় না করার জন্য ঐশ্বরিক জ্ঞান অর্জন করা যায় না (ফিকর*)*), জগৎ থেকে হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা থাকা অপরিহার্য, এবং জগতের প্রতি হৃদয়ের আসক্তি কেবল তখনই বিচ্ছিন্ন হয় যখন দাস পার্থিব সুখ-কামনা ত্যাগ করে এবং কামনা দূর করার জন্য, তার ভয়ের আগুন প্রয়োজন। [ঈশ্বরের ভয়] সেই আগুন যা কামনাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, তাই কেবল সেই ভয়ই শ্রেষ্ঠতর হবে যা কামনাকে পোড়ায়, পাপ থেকে রক্ষা করে এবং [ঐশ্বরিক] আনুগত্যের জন্য একজনকে উপদেশ দেয়। অতঃপর যতটুকু কামনা পুড়ে যাবে, পাপ হ্রাস পাবে এবং যতটুকু [ঐশ্বরিক] আনুগত্য প্রদর্শিত হবে (বৃদ্ধি পাবে), ততটুকু তা (অনন্ত সুখ ও অনন্ত সাফল্য) শ্রেষ্ঠতর হবে। এটাই ঈশ্বর-ভয়ের মাত্রার মধ্যে পার্থক্যের বাস্তবতা। ভয় কেন শ্রেষ্ঠ? যেহেতু একজন দাস এর মাধ্যমে অর্জন করে, তাই সতীত্ব, পবিত্রতা, সততা, নম্রতা এবং আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার মতো চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে। এই চরিত্র বৈশিষ্ট্যগুলির শ্রেষ্ঠত্ব সন্দেহ করা যায় না। সুতরাং, ভয়ের শ্রেষ্ঠত্ব যৌক্তিক অনুমানের পাশাপাশি [ঐশ্বরিক] আয়াত এবং ঐতিহ্য উভয় থেকেই প্রমাণিত হয়।

[আল্লাহকে] ভয়ের শ্রেষ্ঠত্বের আয়াত ও রীতিনীতি: ভয়ের শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে অসংখ্য [নবুয়ী] রেওয়াজ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা এই তিনটি আয়াতে জান্নাতের দিকে পরিচালিত চারটি (আধ্যাত্মিক) স্টেশন অর্থাৎ হেদায়েত, রহমত, জ্ঞান এবং [ঐশ্বরিক] অনুমোদন ইত্যাদি (আল্লাহর) ভয়ের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জানাই যথেষ্ট।

هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ

"যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত, তাদের জন্য রয়েছে হেদায়েত ও রহমত। (কুরআন, সপ্তম অধ্যায়, আয়াত 154)

إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟

"আল্লাহর বান্দারাই ভয় করে যারা জ্ঞানের অধিকারী। (কুরআন, অধ্যায় 35, আয়াত 28)

رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُۥ

"আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে। (কুরআন, অধ্যায় 98, আয়াত 8)

প্রথম আয়াতটিতে হেদায়েত ও রহমত, দ্বিতীয় আয়াতে রয়েছে জ্ঞান এবং তৃতীয় আয়াতটিতে রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি - এগুলো সবই আল্লাহকে ভয় করে এমন লোকদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। [ঐশ্বরিক] জ্ঞান হচ্ছে ভয়ের পরিণতি। রাসূলুল্লাহ মূসা (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালার সাহাবী (*রফিক আল-আলা)* এর সাহচর্য পাবে এবং তাদের এই (উচ্চতর আধ্যাত্মিক) পদমর্যাদায় কেউ অংশ নেবে না। তারা এই সাহচর্য পাবে কারণ ঈশ্বর-ভয় কেবল [ঐশ্বরিক] জ্ঞানী লোকদের দ্বারা অনুশীলন করা হয় [যারা এটি থেকে বঞ্চিত বা এটি সম্পর্কে অজ্ঞ, যারা আপাতদৃষ্টিতে তাদের অন্যায়গুলি দায়মুক্তির সাথে চালিয়ে যায়,] এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরা নবীদের উত্তরাধিকারী হওয়ায়, তারা এই সাহচর্যের অধিকারী এবং নবীগণ সর্বোচ্চ সাহাবীর সাহচর্য পাবেন। সুতরাং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই অসুস্থতার সময় যা তাঁর মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করেছিল, তাকে (আল্লাহর) পক্ষ থেকে বেছে নেওয়া হয়েছিল যে তিনি চাইলে দুনিয়াতে থাকবেন অথবা তিনি চাইলে আল্লাহর কাছে ফিরে যাবেন এবং তিনি বলেছিলেন:

اسالك الرفيق الاعلى

"আমি তোমার কাছে পরম সাহাবী প্রার্থনা করছি (আমি তোমার অনন্ত সাহচর্য চাইছি)। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *সহীহ বুখারী* ও *সহীহ মুসলিম* আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু *থেকে সংকলিত* হাদীস।

ফুযাইল ইবনে আয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, সে তাকে (অন্তরের সত্তার) সব ধরনের উন্নতির দিকে পরিচালিত করে। শিবলী (রহঃ) বলেন, যখনই আমি আল্লাহকে ভয় করতাম, তখন আমার জন্য প্রজ্ঞা ও বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবন্ধকতার একটি নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়, যা আমি আগে কখনও দেখিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বলবেন, "আজ এমন কেউ নেই যার হিসাব আমি করব না, কিন্তু বিচক্ষণ লোকেরা (যারা তাদের সমস্ত চিন্তা, অনুভূতি, কথা ও কর্মের জন্য নিজেদের দায়ী করে) এ থেকে রেহাই পায়। তাদের জবাবদিহিতা ও হিসাব (*মুহাসাবা)* করতে আমার লজ্জা লাগে। তারা জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে উঠে এসেছে [যেমনটি তারা ইতিমধ্যে তাদের জাগতিক জীবনে স্বেচ্ছায় নিজেরাই করেছে]"। ঈশ্বরের প্রতি ভয় সাধ্যতা এবং ধার্মিক ভয়, শ্রদ্ধা এবং ঈশ্বরের প্রতি ভয়ের উপর ভিত্তি করে।

ভয় বা আশার আধিপত্য বা উভয়ের মধ্যপন্থী স্তর কি উচ্চতর?

আশা ও ভয় দুটি ঔষধ, যা অন্তরকে সুস্থ করে। এই ওষুধগুলির মধ্যে কোনও প্রশংসনীয় গুণ নেই, তবে এটি কোনও রোগ নিরাময়ে যতটা উপকারী, ততটাই এতে উৎকৃষ্টতা থাকবে। অতএব, হৃদয়ে যদি [আল্লাহর] নির্ভীকতার রোগ থাকে এবং এই ব্যক্তি যদি নিজেকে আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপদ মনে করে, পার্থিব সুখ ও আনন্দে লিপ্ত থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে [আল্লাহর] ভয় শ্রেষ্ঠ। হৃদয় যদি হতাশা ও হতাশায় আধিপত্য বিস্তার করে, তাহলে [ঈশ্বরে] আশা শ্রেষ্ঠতর হবে। অনুরূপভাবে, যদি কোন বান্দা পাপের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তবে [আল্লাহর] ভয় শ্রেষ্ঠতর হবে।

এটাও বলা যেতে পারে যে রুটি যেমন লেবু জলের চেয়ে উচ্চতর ("*সিকানজাবিন*" নামে পরিচিত যা লেবু বা ভিনেগার এবং মধু সহ অন্যান্য কিছু প্রাকৃতিক ভেষজ দিয়ে তৈরি প্রথাগত ঔষধের একটি ঔষধি পানীয়) এর চেয়ে উন্নত, কারণ রুটি ক্ষুধার অসুস্থতা নিরাময় করে এবং *সিকানজাবিন* লিভার থেকে পিত্ত পদার্থ নিরাময় করে। ক্ষুধার অসুস্থতা প্রভাবশালী কারণ রুটি [লেবুর জলের চেয়ে] বেশি প্রয়োজন, তাই রুটি উচ্চতর। এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে, [ঈশ্বরের প্রতি] ভয় তার প্রধান প্রয়োজনের কারণে শ্রেষ্ঠতর কারণ লোকেরা পাপ এবং আত্ম-

প্রতারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়। আমরা যদি ভয় ও আশার ঝর্ণাগুলোর দিকে তাকাই, তাহলে আমরা বলতে বাধ্য হবো যে, আশা শ্রেষ্ঠতর, কারণ আশার উৎস হচ্ছে [ঐশ্বরিক] করুণা এবং ভয়ের উৎস হচ্ছে [ঐশ্বরিক] ক্রোধ। যে ব্যক্তি এই [ঐশ্বরিক] গুণাবলী নিয়ে চিন্তা করে যা ঈশ্বরের দয়া এবং উদারতার পক্ষে তর্ক করে, তখন তারা হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি আরও ভালবাসা জাগিয়ে তোলে এবং [ঐশ্বরিক] প্রেমের চেয়ে উচ্চতর [আধ্যাত্মিক] অবস্থান নেই। [ঈশ্বরকে] ভয়ের ক্ষেত্রে, বান্দার মনোযোগ সেই ঐশ্বরিক গুণাবলীর উপর থাকে যা তাঁর ক্রোধ এবং অসন্তুষ্টি সম্পর্কে তর্ক করে। এই [ঐশ্বরিক] গুণাবলীর ফলে বিস্ময় বৃদ্ধি পায় এবং কেউ ততটা ঐশ্বরিক প্রেম এবং আকাঙ্ক্ষা অর্জন করতে পারে না যতটা [ঈশ্বরে] আশার মাধ্যমে অর্জন করা হয়।

শ্রেষ্ঠত্বের পরিবর্তে সংস্কারমূলক: বাস্তবে , ভয় এবং আশা তাদের নিজেদের মধ্যে প্রয়োজন হয় না বা তারা উদ্দেশ্যও নয়, তবে তারা অন্য কিছুর জন্য প্রয়োজন। আমার মতে, অন্যের জন্য যে জিনিসগুলি প্রয়োজন, তাদের জন্য "উচ্চতর" শব্দটির পরিবর্তে "সংস্কারমূলক" শব্দটি ব্যবহার করা আরও সঠিক। যদি এই নীতিটি গৃহীত হয়, তবে আমরা বলব যে বেশিরভাগ লোকের জন্য, ভয় আশার চেয়ে বেশি সংস্কারমূলক কারণ বেশিরভাগ লোকেরা পাপের দ্বারা আধিপত্য বিস্তার করে এবং তারা কেবল ভয়ের চাবুক দ্বারা পাপ ত্যাগ করতে পারে। আশা তাদের সাহসী করে তুলতে পারে [আরও অন্যায় করার ক্ষেত্রে] যখন ঈশ্বর-ভয়ের লোকেরা যারা বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ প্রাণীদের মধ্যে শুদ্ধ হয়েছে, ভয় এবং আশার মধ্যে সংযম এবং ভারসাম্য সংস্কারমূলক। এ কারণেই, এই উক্তিটি খুব বিখ্যাত, "যদি একজন মুমিনের ভয় এবং আশা বিবেচনা করা হয়, তবে তারা সমান হয়ে উঠবে"। হযরত আলী (রাঃ) তাঁর এক পুত্রকে বললেন, "আল্লাহকে অত্যধিক ভয় কর এবং মনে কর যে, যদি তোমরা দুনিয়ার সকল নেক আমল নিজের সাথে নিয়ে যাও, তবে সেগুলো আল্লাহ কবুল হবে না। তবুও তিনি আপনাকে ক্ষমা করবেন"। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, 'যদি ঘোষণা করা হয় যে, একজন ব্যক্তি ব্যতীত সকল মানুষ জাহান্নামে যাবে, তাহলে আমি সেই একজনেই হবো এবং যদি ঘোষণা করা হয় যে, একজন ব্যক্তি ব্যতীত সকল মানুষ জান্নাতে যাবে, তাহলে আমি সেই এক ব্যক্তি হওয়ার ভয় পাব। এটাই আল্লাহর প্রতি ভয় ও আশার সর্বোচ্চ মাত্রা। শুধু উমর (রাঃ) এর আশা ও ভয়ই সমান হতে পারে। যদি কোন পাপী ব্যক্তি এই ঘোষণা শুনতে পায় যে, একজন ব্যতীত সকল মানুষ জাহান্নামে যাবে, তবে সে মনে করবে যে, জাহান্নামে যাওয়া থেকে অব্যাহতি পাওয়া ব্যক্তি সে বা সে এবং আত্ম-বিভ্রান্তিতে পতিত হতে পারে।

যারা দৃঢ় হৃদয়ের এবং তাদের জ্ঞানে (*মারিফা* বা ঐশ্বরিক ঘনিষ্ঠতা) পরিপূর্ণতা রয়েছে, তাদের ভয় এবং আশা সমান, এবং তারা কেবল আশার দ্বারা প্রভাবিত হয় না। হযরত উমর (রাঃ) এমন (আধ্যাত্মিক) অবস্থায় ছিলেন যে, তিনি সর্বদা তাঁর হৃদয়ের গোপন ব্যাধি খুঁজে বের করার জন্য অত্যন্ত যত্ন নিতেন যে, তিনি হুযাইফা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করতেন, আপনি কি আমার মধ্যে

মুনাফিকতার কোন লক্ষণ দেখেছেন? তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মুনাফিকতার নিদর্শনাবলীর জ্ঞান দিয়েছেন। আজ কে আছে যে নিজের অন্তরকে মুনাফিকতা ও গোপন মুশরিক থেকে পবিত্র করে? যদি কেউ মনে করে যে, নিজের অন্তর (সকল মন্দ ও অন্যায় থেকে) শুদ্ধ হয়েছে, তাহলে আল্লাহর হিসাব থেকে কতটুকু রক্ষা পাওয়া যাবে? এটা কি সম্ভব যে ঈশ্বর কারও হৃদয়ে [অন্তর] শুদ্ধিকরণের চিন্তাভাবনা রেখেছেন [নিজের অন্যায় এবং নিজের অভ্যন্তরীণ অবস্থার জন্য ঐশ্বরিক প্রতিশোধ হিসাবে], কিন্তু বাস্তবতা তার বিপরীত? এমনকি যদি কেউ প্রকৃতপক্ষে, হৃদয়ের শুদ্ধিকরণের অধিকারী হয়, তবে কীভাবে একজন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সে তার জীবনের শেষ অবধি এভাবেই থাকবে? যখন এমন অবস্থা হয়, তখন কীভাবে কেউ নির্ভীক হতে পারে? এজন্য একজন মুমিনের জন্য ভয় ও আশা উভয়ই থাকা প্রয়োজন এবং উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য ও সমতা থাকা প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের উপর আশার আধিপত্য তাদের বোঝাপড়া এবং জ্ঞানের অভাবের প্রমাণ। সুতরাং কুরআন দু'টি গুণের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে যেখানে [আল্লাহর] বান্দাদের [মহৎ] গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে:

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ

"তারা তাদের পালনকর্তার কাছে আশা ও ভয়ের সাথে প্রার্থনা করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে যা আমি তাদের রিযিক দিয়েছি। (কুরআন, অধ্যায় 32, আয়াত 16)

কিন্তু কোথায় আছে উমর (রাঃ) এর মতো উচ্চ (আধ্যাত্মিক) লোকেরা যারা আশা ও ভয়ের মধ্যে সমতা বজায় রাখতে পারে? এই কারণেই বর্তমান সময়ে মানুষের জন্য ভয় এই শর্তে বেশি উপযুক্ত যে, এটি তাদের হতাশায় পৌঁছাতে বাধ্য না করে, [ধার্মিক] কাজ পরিত্যাগ করে এবং হতাশায় নিমজ্জিত হয়। কিছু লোক এই ভয়ে যে তারা পাপী এবং তাদের ক্ষমার আশা নেই, তারা (সৎকর্ম) পরিত্যাগ করে এবং পাপের নিমজ্জিত থাকে। এ ধরনের ভয় উপকার না করে ক্ষতিকর। উপকারী ভয় হ'ল সেই যা একজনকে [ধার্মিক ও ধার্মিক] কাজের জন্য প্ররোচিত করে, কামনার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে এবং কাউকে জগতের (জাগতিকতা) দিকে ঝুঁকতে দেয় না। এটি ভয় নয় যে কোনও চিন্তা হৃদয়ে আসে এবং অঙ্গগুলির উপর কোনও প্রভাব না ফেলে অঙ্গগুলির উপর কোনও প্রভাব ফেলে এবং মন্দ কাজের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করে, বা কাউকে সৎ কাজ করতে প্ররোচিত করে। [ঈশ্বরকে] ভয় হতাশার কারণ নয়। [ঋষি ও নবীদের] সকল বাণীর সারসংক্ষেপ হলো, এই দুটোর সংমিশ্রণ (আশা ও ভয়ের গুণ) বাঞ্ছনীয়। যাইহোক, মৃত্যু না আসা পর্যন্ত, ভয় বেশি উপকারী এবং উপযুক্ত, এবং মৃত্যুর সময়, ঈশ্বরের রহমতের আশা এবং ভাল প্রত্যাশা আরও উপযুক্ত। কারণ, ভয় এমন একটি চাবুক যা একজন বান্দাকে [সঠিক] কর্মের জন্য প্ররোচিত করে, কিন্তু যে মারা যেতে চলেছে এবং তার আর [ধার্মিক ও ধার্মিক] কাজ করার ক্ষমতা নেই, বা ভয়ের উপায়গুলি সহ্য করার ক্ষমতা নেই যেমন ভয় [মৃত্যুপথযাত্রীর] হৃদয়কে ডুবিয়ে দেবে এবং একজনকে মৃত্যুর নিকটবর্তী করে দেবে, যখন আশা হৃদয়কে শক্তিশালী করে

এবং একজনের সত্তার প্রতিটি শিরায় এবং তন্তুতে ঈশ্বরের প্রেম সঞ্চারিত করে। একজন বান্দার (আল্লাহর, অর্থাৎ একজন মানুষের) জন্য চিরস্থায়ী সুখ ও চিরস্থায়ী সফলতা (সা'*দাহ)* হচ্ছে আল্লাহর প্রেমের প্রদীপ হৃদয়কে আলোকিত করে এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাত কামনা করা। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাত করতে চায়, ঈশ্বর এমন একজনের সাথে দেখা করতে চান। প্রেম, আকাঙ্ক্ষা, [প্রিয়জনের সাথে] সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা, *ঐশ্বরিক* দর্শন, জ্ঞান এবং [ধার্মিক] কর্মের জন্য কামনা করার উদ্দেশ্য হ'ল ঈশ্বরের জ্ঞান (মা'*রিফা)* এবং গনোসিসের ফল (ফলাফল) হল প্রেম। প্রত্যেক আত্মার অধিকারী (মানুষ) মৃত্যুর পর তাঁর কাছে ফিরে যেতে বাধ্য এবং সেখানেই তার শেষ আবাস ও গন্তব্য। যে ব্যক্তি তার প্রিয়জনের সাথে দেখা করে, সে তার [প্রিয়জনের প্রতি] ভালবাসার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সুখের পরিমাণ অনুভব করে। যে ব্যক্তি প্রিয়জনের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায়, সে তার (প্রিয়জনের প্রতি) ভালবাসার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বেদনার পরিমাণ অনুভব করে। কারো হৃদয়ে যদি স্ত্রী, সন্তান, বাড়ি, জমি, সম্পত্তি, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনের ভালোবাসার আধিপত্য বিস্তার হয়, তাহলে সে এমন একজন ব্যক্তি যার সব প্রিয় জিনিস পৃথিবীতে রয়েছে- পৃথিবী তো একজনের স্বর্গ কারণ জান্নাত হচ্ছে সেই নির্দিষ্ট স্থানের নাম যা তার প্রিয় ও প্রিয় সব জিনিসের সমন্বয় ঘটায়। এই ধরনের ব্যক্তির মৃত্যু জান্নাত থেকে বহিষ্কারের মতো, যেমন মৃত্যু তার প্রিয় জিনিসের মধ্যে একটি পর্দা হয়ে যায় এবং এটি এমন একটি যন্ত্রণা যা কেবল কষ্টের সাথে সহ্য করা যায়। কারণ দুনিয়ার মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায় এবং এই জীবনকে পেছনে ফেলে চলে যেতে পছন্দ করে না।

যেখানে যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রিয় এবং যার কেবল *ঐশ্বরিক* স্মরণ, ধ্যান এবং ঈশ্বরের জ্ঞানের প্রতি আসক্তি এবং আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং জাগতিক প্রতিবন্ধকতা এবং যোগসূত্র (আসক্তি) নিজের জন্য ক্ষতিকারক বলে মনে করে, এমন একজনের জন্য, পৃথিবী একটি কারাগার, এখানে কেউ এক মুহূর্তের জন্যও প্রশান্তি খুঁজে পায় না এবং এই কারাগার থেকে মুক্তি পেতে এবং নিজের প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাতের জন্য সর্বদা চেষ্টা করে। একজন বন্দী যখন তার প্রিয়জনের সাথে দেখা করে তখন কারাগার থেকে মুক্তির সময় যে অনুভূতি অনুভব করে তা আপনার এখন বিবেচনা করা উচিত। দেহের কারাবাস থেকে মুক্তির পর একজন ঈমানদার বান্দা প্রথম যে সুখ পায়। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে প্রতিদান নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার থেকে এটি আলাদা। এই *ঐশী* প্রতিদান কি? এটি এমন একটি জিনিস যা কোনও চোখ দেখেনি, কান শুনেনি এবং এমনকি কোনও হৃদয়ে এটি সম্পর্কে চিন্তাও করেনি। আল্লাহ তাআলা এ প্রতিদান তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন, যারা পার্থিব জীবনের চাইতে আখেরাতকে প্রাধান্য দেয়, তারা এতে সন্তুষ্ট হয় এবং তাতে সন্তুষ্ট হয়। অনুরূপভাবে, জগৎ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় একজন অবিশ্বাসী যে যন্ত্রণা অনুভব করে, তা আল্লাহ তাঁর অবাধ্য বান্দাদের জন্য যে শাস্তি আলাদা করে রেখেছেন তার থেকে আলাদা। এর মধ্যে বিভিন্ন ধরণের কষ্ট, শৃঙ্খল, ফাঁদ এবং অপমান ও অবজ্ঞার উপায় রয়েছে। আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের মৃত্যু দান করেন [তাঁর পছন্দের সময় যা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জন্য অনিবার্য,] তাঁর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করার অবস্থায়

এবং ধার্মিকদের সাথে আমাদের যোগ দিন। এই প্রার্থনার কবুলকরণের আশা ঈশ্বরের প্রেম না পাওয়া পর্যন্ত হয় না এবং ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের প্রেম হৃদয় থেকে দূর না হওয়া পর্যন্ত এবং ঐশ্বরিক প্রেমের অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে এমন সমস্ত প্রতিবন্ধকতার প্রতি হৃদয়ের আসক্তি বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ঈশ্বরের ভালবাসা অর্জিত হয় না, যেমন সম্পদের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। খ্যাতি, স্বদেশ ইত্যাদি। তবুও, মৃত্যুর সময় আশার আধিপত্য সংস্কারমূলক কারণ এটি [ঐশ্বরিক] প্রেমের জন্ম দেয় এবং কামনার আগুন নিভিয়ে যায় এবং হৃদয় থেকে জগতের ভালবাসাকে সরিয়ে দেয়।

অশুভ সমাপ্তি সম্পর্কে জ্ঞানবাদীদের ভয়

[মানুষের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে] সমস্ত আয়াত ও ঐতিহ্য শোনার পরে, কেবল একজন নির্বোধ বা অজ্ঞ ব্যক্তি থাকতে পারে যিনি নির্ভীক হবেন। আশার মৃদু বাতাসে জ্ঞানবাদীদের হৃদয়কে সতেজ রাখা ঈশ্বরের এক মহান অনুগ্রহ। যদি তা না হতো, তাহলে তাদের হৃদয় ভয়ে জ্বলে উঠত।

খারাপ বা অশুভ সমাপ্তির অর্থ: খারাপ সমাপ্তির দুটি ডিগ্রী রয়েছে যার মধ্যে একটি অন্যটির চেয়ে শক্ত। প্রথম ডিগ্রী যা আরও কঠিন তা হ'ল যখন কেউ মৃত্যুর যন্ত্রণায় থাকে এবং হৃদয় এর দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন কেউ ঈশ্বর সম্পর্কে সন্দেহ করতে শুরু করে বা ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করে এবং সেই অবস্থায় মারা যায়। এই সন্দেহ ও প্রত্যাখ্যান এমন একটি গাঁট যা এক ও আল্লাহর মধ্যে চিরকালের পর্দা সৃষ্টি করে এবং চিরস্থায়ী পর্দা একজনকে আল্লাহ থেকে দূরে ও আখেরাতের শাস্তির দিকে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় মাত্রার খারাপ পরিণতি যা প্রথমটির চেয়ে কম ডিগ্রি তা হ'ল মৃত্যুর সময়, একজনের হৃদয় পার্থিব বিষয় বা জাগতিক কামনা থেকে যে কোনও কামনা দ্বারা আধিপত্য বিস্তার করে যা হৃদয় এবং মনকে এতটাই মেঘলা করে দেয় যে সমস্ত ইন্দ্রিয় এতে লিপ্ত হয়। এই অবস্থায় কামনা ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য [হৃদয় ও মনের মধ্যে] কোন জায়গা থাকবে না। যদি আত্মা সেই অবস্থায় ছিনিয়ে নেওয়া হয় (মারা যায়), তবে নিজের হৃদয়ের (পার্থিব কামনা ও কামনায়) প্রীতির কারণে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের দিকে মনোনিবেশ করা হত। এটি এক এবং ঈশ্বরের মধ্যে পর্দার একটি রূপ। পর্দা [এইরকম যা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরত্বের প্রতীক] [ঐশ্বরিক] শাস্তির আহ্বান জানায় কারণ ঈশ্বর যে আগুন জ্বালিয়েছেন তা পর্দার লোকদের জন্য [ঐশ্বরিক দূরত্বের] জন্য। যে মুমিন সুস্থ হৃদয় (আভ্যন্তরীণ ব্যাধি থেকে মুক্ত) আছে, দুনিয়া (জাগতিকতা) সম্পর্কে অবহেলা করে এবং সর্বান্তকরণে আল্লাহর প্রতি

মনোনিবেশ করে, এই আগুন এমন ব্যক্তিকে বলে, "হে ঈমানদার! [শান্তিতে] আমার উপর দিয়ে যাও। আপনার আলোকসজ্জায় আমার আগুন নিভে গেছে।

খারাপ সমাপ্তির কারণগুলি: যে কারণগুলি একজনকে খারাপ সমাপ্তির দিকে নিয়ে যায় সেগুলি অসংখ্য এবং আচ্ছাদিত করা যায় না তবে সম্মিলিতভাবে নিম্নরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে:

প্রথম কারণ - সন্দেহ ও অস্বীকার: এটা নিশ্চিতভাবে জানা উচিত যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর নবী এবং তাঁর কিতাবসমূহের উপর সরল বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত হয় এবং বিতর্ক ও তর্কে লিপ্ত হয়, সে সেই বিপদের মুখোমুখি হয় যা আমরা একটি অশুভ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করেছি। এমনই ব্যক্তির উদাহরণ হ'ল এমন একজনের যার জাহাজ সমুদ্রের মাঝখানে ডুবে গেছে এবং এখন সমুদ্রের বিদ্রোহী ঢেউয়ে আচ্ছন্ন। এই তরঙ্গগুলি সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। এমন ঘটনা খুব কমই ঘটে যে কেউ [এই পরিস্থিতিতে] নিরাপদে তীরে পৌঁছায় কারণ বেশিরভাগ মানুষ সেই পরিস্থিতিতে মারা যায় (ডুবে যায়)। এই কারণেই, ঐশ্বরিক সত্তা এবং গুণাবলীর বাস্তবতা সন্ধান করা বিশুদ্ধ অজ্ঞতা এবং একজনকে বিপদের সমুদ্রে ঠেলে দেওয়ার সমতুল্য। কিন্তু যারা বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে আসে এবং আধ্যাত্মিক উন্মোচনের (আলোকসজ্জা) আলোর অ্যাক্সেস পায় যা নবুয়ীত্ব এবং জ্ঞানের দিগন্তে জ্বলজ্বল করে [সফলভাবে সুরক্ষার তীরে পৌঁছায়]। প্রতিটি সাধারণ মানুষের পক্ষে এই পরিপূর্ণতায় পৌঁছানো সম্ভব নয় কারণ খুব কম লোকই এই স্তরটি অর্জন করে। সেজন্য বিতর্ক ও তর্কের পথ অনেক বিপদে ভরা। একবার সেই লোকেরা এই বিপদ থেকে রক্ষা পায় যারা সরল এবং জাহান্নামের আগুনের ভয়ে, তারা ঐশ্বরিক আনুগত্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ুন। তাঁরা অপ্রয়োজনীয়ভাবে বিতর্কের জন্য সময় নষ্ট করেন না।

সন্দেহ ও অস্বীকারের কারণে [খারাপ] সমাপ্তির কারণের দ্বিতীয় রূপ হল যে বাস্তবতার প্রতি বিশ্বাস দুর্বল, এবং জগতের প্রতি ভালবাসা হৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। বিশ্বাসের দুর্বলতার পরিমাণে, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসাও দুর্বল হবে তবে সেই পরিমাণে, জাগতিকতার প্রতি ভালবাসা দৃঢ় হবে। এই শক্তি এতটাই হবে যে ঈশ্বরের প্রেমের জন্য হৃদয়ে কোনও ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকবে না, বরং এই প্রেম একটি ক্ষণস্থায়ী চিন্তার মর্যাদা গ্রহণ করবে যা কয়েক মুহুর্তের জন্য জন্ম নেয় এবং শেষ হয়। এর প্রভাব নিম্ন আত্মাকে প্রতিহত করার এবং শয়তানের পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। এই পরিস্থিতির স্বাভাবিক পরিণতি হ'ল একজন মানুষ মাথা থেকে পা পর্যন্ত কামনায় এতটাই নিমজ্জিত হয় যে কারও হৃদয় শক্ত এবং অন্ধকার হয়ে যায়। অতঃপর এই অন্ধকার ও কঠোরতা পাপের সমানুপাতিকভাবে এতটাই বেড়ে যায় যে, ঈমানের প্রদীপ, যা একটি ক্ষীণ আলো নির্গত করছিল, হঠাৎ নিভে যায় এবং কেউ অনুভব

করতে পারে না যে তার হৃদয়ে বিশ্বাসের আলো অবশিষ্ট নেই। [ফলস্বরূপ,] অন্ধকার হয়ে ওঠে একজনের স্বভাব, মেজাজ এবং উদ্দেশ্য। মৃত্যুর যন্ত্রণায়, ঈশ্বরের প্রেমের এই দুর্বলতা আরও বৃদ্ধি পায় কারণ একজন জগত থেকে আসন্ন বিচ্ছেদ উপলব্ধি করে, অর্থাৎ তার প্রিয়জন, নিজের হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করে। বিচ্ছেদের এই উপলব্ধি একজনকে বেদনা অনুভব করে এবং সেই সময়ে, একজনের হৃদয়ে একটি চিন্তা জন্ম নেয় যে মৃত্যুর কারণে এবং মৃত্যুর কারণে এক এবং জগতের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটবে এবং মৃত্যু ঈশ্বরের কাছ থেকে। অতএব, কেউ মৃত্যুকে খারাপ হিসাবে বিবেচনা করে এবং এখানে একটি বিপদ রয়েছে যে কেউ জগতের প্রেমের জন্য নিজের আবেগে ঈশ্বরের সাথে শত্রুতা শুরু করতে পারে। এর উদাহরণ হল এমন একজন ব্যক্তির উদাহরণ যিনি তার পুত্রের প্রতি কিছুটা ভালবাসা রাখেন কিন্তু তার ধন-সম্পদের প্রতি প্রচণ্ড ভালবাসা রয়েছে। এ অবস্থায় ছেলে যদি তার সম্পদ নষ্ট করে দেয়, তাহলে ছেলের প্রতি তার যে সামান্য ভালোবাসা ছিল তা ঘৃণায় পরিণত হবে এবং সে তার ছেলেকে শত্রু মনে করতে শুরু করবে। যদি কারও হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি ঘৃণা বা শত্রুতার অনুভূতি বেড়ে ওঠার মুহূর্তে কারও আত্মা কেড়ে নেওয়া হয়, তবে এটি স্পষ্ট যে তার একটি অশুভ পরিণতি হবে এবং চিরকালের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে। এই বিবরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই পরিস্থিতিতে মানুষের অন্তঃসত্ত্বা খারাপ ছিল কারণ তার হৃদয় জগতের প্রতি ভালবাসা দ্বারা আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং একজনের ঝোঁক ছিল পার্থিব উপায়ের দিকে, এবং তার বিশ্বাসে দুর্বলতা ছিল যার কারণে ঈশ্বরের প্রেমও দুর্বল ছিল। এ থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, যদি কেউ জগতের প্রেম পরাধীন এবং ঈশ্বরের প্রেম তার হৃদয়ে প্রাধান্য পায়, যদিও জগতের প্রেম হৃদয়ে [কিছুটা পরিমাণে] উপস্থিত থাকে, তবে সে এই [খারাপ পরিণতির] বিপদ থেকে অনেক দূরে।

দ্বিতীয় কারণ - পাপ: এখন খারাপ সমাপ্তির দ্বিতীয় কারণটি উল্লেখ করা হবে। এই কারণটি [ঈশ্বরের] সন্দেহ এবং প্রত্যাখ্যানের অবস্থায় মারা যাওয়ার তুলনায় তুলনামূলকভাবে হালকা, এবং এটি নরকে অনন্তকালের জন্য বাস করার নিশ্চয়তা দেয় না। এই সমাপ্তির দুটি কারণ রয়েছে- একটি হলো পাপের প্রাচুর্য এবং ঈমান শক্তিশালী, দ্বিতীয়টি ঈমানের দুর্বলতা এবং পাপ কম। প্রথম [উপ] কারণ, যা পাপের প্রাচুর্য, সে পাপ করে কারণ সে কামনা দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং আকাঙ্ক্ষা এবং অভ্যাসের কারণে, কামনা হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায়। যে জিনিসগুলিতে একজন সারা জীবন অভ্যস্ত ছিল, সেগুলি ঠিক সেই মুহুর্তে মনে আসে। অতএব, যদি কেউ [ঐশ্বরিক] আনুগত্যের দিকে ঝুঁকে থাকে, তবে সে মৃত্যুর সময়েও [ঐশ্বরিক] আনুগত্যের প্রতি মনোযোগী থাকে, তা স্মরণ করে এবং উল্লেখ করে। যিনি পাপের দিকে ঝুঁকছেন, মৃত্যুর সময়েও তারা হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করেন। এটিও ঘটে যে আত্মা এমন অবস্থায় নিয়ে যায় যখন কারও হৃদয় কোনও জাগতিক কামনা বা পাপের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এইভাবে, ব্যক্তি ঈশ্বরের কাছ থেকে পর্দা হয়ে যায় এবং কারও পক্ষে অশুভ পরিণতি হওয়ার প্রচণ্ড বিপদ থাকে।

যদি কারো অন্তরে [ঈশ্বরকে] ভয় না থাকে, তবে এর কারণ এই নয় যে তার অনেক অন্যায় রয়েছে, বরং তার হৃদয় কামনা এবং আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত নয়। বরং নিম্ন আত্মার (নাফস) আকাঙ্ক্ষার অধীন হয়, দুর্ভাগ্য একজনের উপর (নিজের অবহেলা ও অন্যায়ের কারণে) প্রাধান্য পায় এবং এটি কাউকে হৃদয়ের উদাসীনতা প্রত্যক্ষ করতে দেয় না, মৃত্যুর সান্নিধ্য কাউকে জাগিয়ে তোলে না, পাপের প্রাচুর্য তার অন্তরের সত্তাকে আলোড়ন সৃষ্টি করে না। ভীত [ঈশ্বরের দাসদের] অবস্থা দেখে হৃদয়ের উপর কোন প্রভাব পড়ে না এবং খারাপ পরিণতির ভয় একজনকে পাপ করা থেকে বিরত রাখে না। এটা আশ্চর্যজনক যে, যখন আমরা পার্থিব সম্পদ সঞ্চয় করতে চাই, তখন আমরা চাষ করি, চারা রোপণ করি, ব্যবসা করি, সমুদ্রে জাহাজ চালাই, মরুভূমিতে ঘোড়ায় চড়াই এবং ভ্রমণের কষ্ট ও কষ্ট সহ্য করি [আমাদের জাগতিক মুনাফার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য]। অনুরূপভাবে, যদি আমরা একটি বুদ্ধিবৃত্তিক মর্যাদা চাই, আমরা জ্ঞানের সন্ধান করি, [জ্ঞানের বিষয়গুলি] পুনরাবৃত্তি এবং মুখস্থ করার জন্য সারা রাত জেগে থাকি, আমাদের জীবিকা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম করি, আমাদের জীবিকা প্রদানের জন্য ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা রাখি না, আমরা আমাদের ঘরে বসে জীবিকা নির্বাহের জন্য অপেক্ষা করি না, এবং কেবল প্রার্থনা করি না। "হে আল্লাহ! আমাদের জীবিকা দাও!" কিন্তু, যখন আমাদের সামনে অনন্ত রাজত্বের বিষয়ে প্রশ্ন আসে বা জান্নাতের কথা বলা হয়, তখন আমরা কেবল জিহ্বা দিয়ে এই কথা বলার মধ্যেই সন্তুষ্ট হই, "হে আল্লাহ! আমাদের ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন!", যদিও মহান সত্তা, যার উপর আমরা আমাদের আস্থা রেখেছি, প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন:

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَـٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

"আর মানুষ কেবল সেটাই পাবে যার জন্য সে চেষ্টা করেছে। (কুরআন, অধ্যায় 53, আয়াত 39)

وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ

"প্রতারক (শয়তান) যেন তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দেয়। (কুরআন, অধ্যায় 35, আয়াত 5)

[দুর্ভাগ্যবশত,] এই সকল আয়াত আমাদের সতর্ক করে না এবং অহংকার ও আকাঙ্ক্ষার উপত্যকা থেকে আমাদেরকে বের করে দেয় না। প্রকৃতপক্ষে, কর্ম ছাড়াই পরিত্রাণের আশা থাকা এবং নিশ্চিত হওয়া যে আমরা [প্রয়োজনীয়] কাজ করার পরে পরিত্রাণ পেয়েছি, এটি একটি বড় ক্ষতির বিষয়।

যদি কেউ মনোযোগ সহকারে তাকায় এবং নিজের অভ্যন্তরীণ সত্তা পরীক্ষা করে, তবে সে জানতে পারে যে এটি বিভিন্ন ধরণের হিংস্র পশু এবং বিষাক্ত প্রাণী যেমন ক্রোধ, কামনা, শত্রুতা, ঈর্ষা, অহংকার, আত্ম-ধার্মিকতা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। এই সমস্ত অভ্যন্তরীণ গুণাবলী (চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং অভ্যন্তরীণ স্বভাব) হ'ল সেই পশু যা অবহেলার অবস্থায় সর্বদা একজনকে আক্রমণ করে। যাইহোক, মানুষ এই ভিতরের পশু এবং ক্ষতিকারক প্রাণীদের পশুত্বের নির্যাতন অনুভব করে না এবং উপলব্ধি করে না। যখন পর্দা সরিয়ে ফেলা হবে, তখন তোমরা দেখতে পাবে এই পশুগুলো তোমাদের কত ক্ষতি করেছে। সেই সময়ে, আপনি জানতে পারবেন কেন আপনাকে এই ভিতরের পশুদের থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। আপনি যদি এই [অভ্যন্তরীণ] প্রাণীদের নিয়ন্ত্রণ করতে চান বা এই ক্ষতিকারক প্রাণীদের হত্যা করতে চান, তবে আপনাকে মৃত্যুর আগে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং পৃথিবী থেকে আপনার নিজের মৃত্যুর আগে তাদের নির্মূলের ব্যবস্থা করতে হবে। আপনি যদি এটি না করেন তবে মনে রাখবেন, শেষ পর্যন্ত তারা আপনাকে গ্রাস করবে।

অধ্যায় 14- ঈশ্বরের সামনে পরম প্রয়োজনীয়তার নম্রতা জাগ্রত করা, দারিদ্র্য সহ্য করা এবং জাগতিকতা এবং বস্তুবাদী আবেশ থেকে বিরত থাকা

লোভ এবং বস্তুবাদ আমাদের যুগের দুটি মহামারী, ব্যক্তি এবং জাতি উভয় স্তরেই। আত্মার এই দুটি অসুস্থতা ব্যক্তি এবং জাতিকে অন্তহীন লোভের দিকে ঠেলে দেয়, আত্মাকে শূন্যতার দিকে নিয়ে যায় এবং সংঘর্ষ এবং যুদ্ধের ফলে অন্যের অধিকার অন্যের অধিকার কেড়ে নেওয়া এবং দখল করা, পারস্পরিক শত্রুতা এবং ঘৃণা এবং বঞ্চনা যা ব্যক্তিগত স্তরে অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং প্রশান্তি এবং সমষ্টিগত স্তরে জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্যের অনুমতি দেয় না। এইধরনের লোভ কারও কারও মধ্যে দারিদ্র্য ও হতাশাকে উৎসাহিত করে, আবার কেউ কেউ বিলাসিতায় আনন্দ করে। এই দুটি দুর্বল ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত অসুস্থতার প্রতিকার হ'ল ঈশ্বরের সামনে আমাদের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি করা, দয়া এবং ধৈর্য্যের সাথে দারিদ্র্যকে সহ্য করা এবং জাগতিকতা এবং বস্তুবাদ থেকে বিরত থাকা।

ঈশ্বরের সামনে পরম প্রয়োজনের নম্রতা, ধৈর্যের সাথে দারিদ্র্য সহ্য করা, আমাদের নিজের উন্নতির জন্য অধ্যবসায় এবং জাগতিকতা এবং বস্তুবাদী আবেশ থেকে বিরত থাকা, মহান অভ্যন্তরীণ গুণাবলী এবং আধ্যাত্মিক গুণাবলী যা আত্মার উদারতার দিকে পরিচালিত করে, যার মধ্যে কেউ কারও কাছ থেকে বিনিময়ে কিছু আকাঙ্ক্ষা না করেই শব্দের প্রতিটি অর্থে অপরিসীম দানের উৎস হয়ে ওঠে। অন্যের কাছে যা আছে তার প্রতি এই ধরনের বিস্মৃতি আন্তরিকতা, সত্যবাদিতা, উদারতা, দারিদ্র্য বা অভাব থেকে নির্ভীকতা, ঈশ্বরের প্রতি আস্থা ও নির্ভরতা, ধৈর্যশীল অধ্যবসায় এবং সৎ প্রচেষ্টা, বিশেষ করে দারিদ্র্য, মানুষ ও জাতির মধ্যে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শান্তি এবং অন্যান্য অনেক ইতিবাচক অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর দিকে পরিচালিত করে। গাজ্জালী তাঁর মহান *রচনা* "ইহইয়া আল-উলুম আদ-দীন" *বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" এর* চতুর্থ খণ্ড বা চতুর্থাংশে এই মূল

বিষয়টির একটি চমৎকার এবং অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ চিকিত্সা প্রদান করেছেন যা এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে [20]:

এটা জেনে রাখা উচিত যে জগৎ (জাগতিকতা) ঈশ্বরের শত্রু। এর প্রতারণায় পড়ে অনেক মানুষ বিপথগামী হয়েছেন এবং এর প্রতারণায় জড়িয়ে পড়ে অনেক মানুষ হোঁচট খেয়েছেন। এর বন্ধুত্ব হচ্ছে পাপ ও মন্দের মূল, এবং এর বিরোধিতা হচ্ছে সকল সৎকর্ম ও কল্যাণের উৎস। এখানে আমরা জাগতিকতা থেকে দূরে থাকা এবং তা থেকে বিরত থাকার শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করব কারণ এটি অভ্যন্তরীণ গঠনমূলক এবং স্থিতিস্থাপকতা প্রদানকারী গুণাবলীর (*মুঞ্জিয়াত*) কেন্দ্রবিন্দু [যা ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত স্তরে একটি ইতিবাচক অভ্যন্তরীণ রূপান্তর নিয়ে আসে]। (দুনিয়া ও পরকালের সমস্যা থেকে) মুক্তির কোন আশা নেই যতক্ষণ না হৃদয় দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় (পার্থিব আসক্তি) এবং এর দুটি রূপ রয়েছে: হয় দুনিয়া দারিদ্র্য বলা হয় তা থেকে দূরে থাকে অথবা কেউ স্বেচ্ছায় জাগতিকতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় যাকে বলা হয় সংযম (*জুহদ)* / এই উভয় রূপের (আধ্যাত্মিকতায়) অনন্ত সুখ ও অনন্ত বিজয় (সা'*দাত),* সফলতা (পার্থিব জীবনে) এবং পরিত্রাণ (পরকালে) অর্জনে সহায়তা করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে। প্রথমত, আমরা দারিদ্র্য [আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত] এবং [জাগতিকতা থেকে] বিরত থাকার বাস্তবতা, তাদের ধরন, অবস্থা এবং [ঐশ্বরিক] আদেশগুলি ব্যাখ্যা করব। প্রথম অংশে আমরা দারিদ্র্য নিয়ে আলোচনা করব এবং দ্বিতীয় অংশে আমরা সংযম নিয়ে আলোচনা করব।

ঈশ্বর এবং আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর অভ্যন্তরীণ অবস্থার সামনে বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক উভয়ই দারিদ্র্য বা পরম প্রয়োজনের বাস্তবতা

দারিদ্র্য হচ্ছে প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাবের নাম। যে জিনিসের প্রয়োজন নেই তার অভাবকে দারিদ্র্য বলা হয় না। অনুরূপভাবে, যদি প্রয়োজন জিনিসগুলি উপস্থিত থাকে এবং অভাবী ব্যক্তি তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখে তবে এমন ব্যক্তিকে দরিদ্র বলা হবে না। আপনি যদি এই বিষয়টি বুঝতে পেরে থাকেন তবে আপনি এই সত্যে সন্দেহ করবেন না যে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য প্রতিটি

অস্তিত্ব দরিদ্র। কারণ, এর অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং যে কোনও কিছুর উপস্থিতি বা অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। যদি কোন কিছু অস্তিত্বের রাজ্যে থাকে এবং তার নিজের অস্তিত্বের জন্য অন্য কোন অস্তিত্বের প্রয়োজন না হয়, তবে এটি একেবারে ধনী [বা স্বাবলম্বী, যিনি সবার এবং সবকিছু সম্পর্কে অজ্ঞ] এবং কেবল এমন একটি অস্তিত্ব রয়েছে যা ঈশ্বরের অস্তিত্ব। ঈশ্বরের সত্তা স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাঁর সত্তা কারও বা কোনও কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়, তিনি ব্যতীত অন্য সবকিছুই তাদের নিজের অস্তিত্বের জন্য এই এক সত্তার প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে এই বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন:

وَٱللَّهُ ٱلْغَنِىُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ ۚ

"আর আল্লাহ ধনী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ (কারো বা কোন কিছুর প্রয়োজন নেই, যার অস্তিত্বের সবকিছুর মালিক তার কোনওটির প্রয়োজন নেই) কিন্তু তোমরা সবাই দরিদ্র গরীব (তাঁর সামনে এবং তাঁর প্রত্যেকের জন্য এতটুকু প্রয়োজন যে তোমাদের নিজের অস্তিত্ব তাঁর উপর নির্ভরশীল)। (কুরআন, অধ্যায় 47, আয়াত 38)

এখানে আমাদের উদ্দেশ্য ঈশ্বরের সামনে দারিদ্র্য বা অভাবের পরম অর্থ অনুসন্ধান করা নয়, বরং আমাদের উদ্দেশ্য সম্পদ এবং বস্তুগত সম্পদের দারিদ্র্যকে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা, অন্যথায়, এটি সম্পর্কে চিন্তা করুন, [ঈশ্বরের] একজন বান্দার অগণিত চাহিদা রয়েছে, এই চাহিদাগুলির মধ্যে কিছু এমন যে তারা সম্পদের সাথে পূরণ হয় এবং বিশেষভাবে তাদের ব্যাখ্যা করা এখানে আমাদের লক্ষ্য। অতএব, আমরা বলি যে, যে ব্যক্তির ধন-সম্পদ বা বস্তুগত সম্পদ নেই, সে সেই বস্তুর ক্ষেত্রে দরিদ্র, যা একজনের নেই কিন্তু তার প্রয়োজন। তারপর যদি আমরা এটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করি, আমরা দেখতে পাই যে মানুষের দারিদ্র্যের মধ্যে পাঁচটি অবস্থা রয়েছে:

প্রথম রাজ্য: এটি [থাকার জন্য] সেরা রাজ্য। এর পরিণতি হ'ল যদি কেউ সম্পদ পায় তবে সে তার সম্পর্কে খারাপ বোধ করে এবং তার উপস্থিতিতে বিরক্ত হয়, এটি গ্রহণ করতে দ্বিধা করে, এটিকে খারাপ বলে মনে করে এবং তার মন্দ থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। এই অবস্থাকে বলা হয় সংযম (জাগতিকতা থেকে) এবং যার এই অবস্থা আছে তাকে বিরত (*জাহিদ)* বলা হয়।

দ্বিতীয় অবস্থা: ধন-সম্পদের জন্য কারও এতটা আকাঙ্ক্ষা নেই যে সে তা পেয়ে সন্তুষ্ট হয় এবং তার প্রতি তার এতটা ঘৃণা থাকে না যে তা পাওয়ার জন্য সে ব্যথিত হয়। বরং একজনের

এত সাহস থাকে যে যদি কেউ তা পায় তবে সে তা ছেড়ে যেতে পারে। এই জাতীয় রাষ্ট্রের মালিককে [ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে] একমত হওয়া বলা হয়।

তৃতীয় অবস্থা: অর্থাৎ ধন-সম্পদ না পাওয়ার চেয়ে প্রাপ্তি পছন্দ করে, কারণ হৃদয়ের প্রতি কিছু ঝোঁক থাকে, কিন্তু তার জন্য সংগ্রাম করাটা কি এতটা শক্তিশালী নয়? পরিবর্তে, যদি কেউ কষ্ট এবং কঠোর পরিশ্রম ছাড়াই এটি পায়, তবে সে এতে সন্তুষ্ট হয় তবে যদি কেউ এটি পেতে অসুবিধার মুখোমুখি হয়, তবে সে এটি সন্ধান করা বন্ধ করে দেয়। এই ধরনের অবস্থার সাথে একজনকে সন্তুষ্ট বলা হয় কারণ একজন তার সাথে যা আছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে এবং আরও [সম্পদ] অর্জনের ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও, যা ছিল না তা পাওয়ার জন্য লড়াই করে না।

চতুর্থ অবস্থা : নিজের অক্ষমতা ও দুর্বলতার কারণে কেউ ধন-সম্পদের সন্ধান করে না, অন্যথায় অন্তরে [তা করার] আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত থাকে এবং সে এমন প্রতিটি কৌশল গ্রহণ করে যা একজনকে কিছু সম্পদ অর্জন করতে পারে, যদিও এটি কষ্টের কারণ হতে পারে, বা কেউ সম্পদের সন্ধানে ব্যস্ত থাকে কিন্তু চেষ্টা করার পরেও তা পায় না। এই রাষ্ট্রের মালিককে লোভী বলা হয়।

পঞ্চম অবস্থা: যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের প্রয়োজন, [এবং বস্তুগত সম্পদ] যা থেকে বঞ্চিত হয়। ঠিক যেন ক্ষুধার্ত কিন্তু রুটি নেই বা যার কাপড় নেই। যার এই অবস্থা আছে তাকে প্রয়োজনের দ্বারা বাধ্য বলা হয়, কারও অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষা দুর্বল বা শক্তিশালী। এমন খুব কমই ঘটে যে কেউ প্রয়োজনের সাথে বাধ্য হওয়ার অবস্থায় থাকে এবং যে জিনিসের জন্য নিজেকে বাধ্য করা হয় তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে না।

এই পাঁচটি অবস্থা [দারিদ্র্যের দিক থেকে মানুষের অবস্থা]। এই অবস্থাগুলির মধ্যে সর্বোচ্চটি হচ্ছে সংযম (*জুহদ)* এবং যদি [প্রয়োজনের কারণে] সংযমের সাথে মিলিত হয় তবে এটি একটি অত্যন্ত উচ্চতর অবস্থা [বস্তুগত সম্পদে আধ্যাত্মিকতার]। তারপরে এমন একটি রাষ্ট্র রয়েছে যা এই পাঁচটি রাষ্ট্রের চেয়ে উচ্চতর এবং এটি সেই রাষ্ট্র যেখানে একজন দাস সম্পদ এবং বস্তুগত সম্পত্তির উপস্থিতি বা অভাবকে সমান বলে মনে করে। যদি কেউ সম্পদ পায় তবে হৃদয় এতে সুখী বা দুঃখ পায় না, একইভাবে, যদি কেউ সম্পদ না পায় তবে হৃদয় সুখী বা কষ্ট পায় না। যদি কোন ব্যক্তির এমন অবস্থা থাকে যেখানে দুনিয়ার সমস্ত ধনসম্পদ সংগ্রহ করে কারও হাতে তুলে দেওয়া হয়, তবে তার কোন ক্ষতি হয় না, কারণ সে বুঝতে পারে যে [আসমান ও পৃথিবীর] সমস্ত ধনসম্পদ আল্লাহর, যদিও সেগুলি কারও হেফাজতে (দখলে) রয়েছে, তবে আজ সে অন্য কারও কাছে যাবে, কাল সে অন্য কারও কাছে যাবে। সুতরাং এই দুটির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই [কোন

বস্তুগত সম্পত্তি থাকা বা না থাকার অবস্থা]। এই ধরনের ব্যক্তিকে অজ্ঞ বলা হয় কারণ কেউ সম্পদ এবং বস্তুগত সম্পদ থাকা বা না থাকার বিষয়ে অজ্ঞ থাকে। বিস্মৃত এবং সমৃদ্ধ দুটি শব্দ বিভিন্ন অর্থের সাথে রয়েছে। [শব্দটি] ধনী বা স্বয়ংসম্পূর্ণতা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর বান্দাদের উপর প্রযোজ্য যারা প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী। এই লোকেরা সম্পদের প্রাচুর্যে সন্তুষ্ট হয় কারণ তাদের কাছে এই সম্পদ ধরে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। সেই দিক থেকে তাদের গরিব বলা যেতে পারে। তবে যে ব্যক্তি অজ্ঞ হয়, সে সম্পদ যে কারো দখলে আসে তা পরোয়া করে না এবং এই সম্পদ নিজের দখল থেকে [অন্য কারো কাছে] চলে যাওয়ার বিষয়ে কেউ পরোয়া করে না। এর কারণ হ'ল যে কেউ ধন-সম্পদ থাকার কারণে কষ্ট অনুভব করে না, যাতে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রয়োজন হয় এবং কেউ তাতে সন্তুষ্ট হয় না যাতে তা রাখতে বাধ্য হয় এবং এটিও নয় যে কারও কাছে সম্পদ নেই যা তাকে রাখতে ইচ্ছা করে। এই ধন-সম্পদের প্রতি বিস্মৃত ব্যক্তিকে ধনী বা স্বাবলম্বী বলা সমীচীন নয়, কারণ কেউ অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও, একজন অনেক কিছুর প্রয়োজন হয় [যেমন ধন-সম্পদের প্রতি অজ্ঞতার অবস্থা বজায় রাখার জন্য ঈশ্বরের সাহায্য]।

সংযম এবং বিস্মৃতি: [জাগতিকতা থেকে] বিরত থাকা একটি অসাধারণ [আধ্যাত্মিক] ডিগ্রি, বরং এটি ধার্মিক এবং ধার্মিকদের সর্বোচ্চ ডিগ্রি হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে, অন্যদিকে, অজ্ঞ [যিনি ধন-সম্পদ থাকা বা না থাকা সমান বলে মনে করেন] ঈশ্বরের অন্তরঙ্গদের মধ্যে (জ্ঞানবাদী)। এই ক্ষেত্রে, সংযম অজ্ঞদের জন্য ক্ষতিকারক কারণ [যেমন বলা হয়েছে], "ধার্মিকদের সৎকর্ম আল্লাহর ঘনিষ্ঠদের জন্য পাপের সমতুল্য"। এর কারণ এই যে, জগতের প্রতি ঘৃণা (জাগতিকতা) সংযমের মধ্যে পাওয়া যায় এবং এটি এতে লিপ্ত হওয়ার সমান, ঠিক যেমন জগতের প্রেমিক জগতে লিপ্ত হয় এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুতে প্রশ্রয় করা এক ও ঈশ্বরের মধ্যে একটি পর্দা। আপনার এবং ঈশ্বরের মধ্যে কোনও দূরত্ব নেই যাতে এই দূরত্বকে "পর্দা" বলা যেতে পারে, পরিবর্তে, তিনি আপনার নিজের জুগুলার শিরার চেয়ে আপনার নিকটবর্তী। তিনি কোন স্থান বা স্থানে সীমাবদ্ধ নন, যাতে নভোমন্ডল ও পৃথিবী তোমাদের ও আল্লাহর মধ্যে পর্দা হয়ে যায়। বরং, তোমাদের ব্যস্ততা [এবং আবেশ] যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সাথে সম্পর্কিত, সেগুলো হচ্ছে পর্দা। নিজের নিচু আত্মা ও কামনায় ভোগ করাও আল্লাহ ব্যতীত অন্যের প্রতি ভোগ করার মতো, কারণ আপনি সর্বদা আপনার আত্মা (*নফস)* এবং কামনায় লিপ্ত থাকেন, তাই আপনি আল্লাহর কাছ থেকে আচ্ছাদিত। সংক্ষেপে বলা যায়, যে ব্যক্তি নিজের প্রতি ভালোবাসায় (*নফস)* লিপ্ত হয়, সে আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তেমনি কেউ যদি নিজের প্রতি ঘৃণা করতে ব্যস্ত থাকে, তাহলে সে আল্লাহর প্রতি মনোযোগী নয়। এর দৃষ্টান্তটি এমন একটি সমাবেশের যেখানে প্রেমিক এবং প্রিয়তমা উভয়ই উপস্থিত থাকে যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবেশ করে। প্রেমিকের হৃদয় যদি প্রিয়জনের প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে মনোনিবেশ করে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্কে খারাপ ভাবতে শুরু করে, তবে বলা হবে যে যে অবস্থায় প্রেমিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিরক্ত করতে ব্যস্ত থাকে, সে প্রিয়জনের দিকে তাকানোর আনন্দ

থেকে বঞ্চিত হয়। প্রেমিক যদি প্রিয়জনের প্রেমে নিমজ্জিত থাকত, তাহলে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি সামান্যতম মনোযোগ দিত না, প্রতিদ্বন্দ্বীর বাধায় বিন্দুমাত্র মনোযোগ দিত না বা [প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিপক্ষে] নিজের অপছন্দ প্রকাশ করতে যে কোনও সময় নষ্ট করত না। অতএব, প্রিয়জনের উপস্থিতিতে অপ্রিয়জনকে প্রেমের সাথে দেখা বা এমনকি অপ্রিয়জনের দিকে কোনও মনোযোগ দেওয়া, ঠিক যেমন প্রেমে সঙ্গীকে (শির্ক) দায়ী করার সমতুল্য এবং এটি প্রেমিকের দোষ। [প্রেমের পরিপূর্ণতা] হল পছন্দ বা অপছন্দের ক্ষেত্রে অপ্রিয়কে মনোযোগ না দেওয়া। হৃদয়ে যেমন দুটি প্রেম একসঙ্গে মিলিত হতে পারে না, তেমনি শত্রুতা ও ভালোবাসা একসঙ্গে একসঙ্গে মিলে যায় না। যে ব্যক্তি জগতের প্রেমে লিপ্ত সে তার অবহেলার অবস্থায় [ঈশ্বরের প্রতি] দূরত্বের পথে হাঁটছে, এবং যে ব্যক্তি এর প্রতি অজ্ঞ (অর্থাৎ জাগতিকতা) থেকে অজ্ঞ, সে ঈশ্বরের সান্নিধ্যের পথে হাঁটছে, যেমন আশা করা হয় যে সে ঐশ্বরিক উপস্থিতির অবস্থা অর্জন করবে।

এই বিবরণ থেকে আপনি নিশ্চয়ই জানতে পারবেন যে, মোট ছয় ডিগ্রী (দারিদ্র্যের নিরিখে) রয়েছে যার মধ্যে সর্বোচ্চ ডিগ্রী তার অন্তর্গত, যে অজ্ঞ, তারপর বিরত থাকে, তারপর রাজি হয়, তারপর সন্তুষ্ট হয়, তারপর শেষ পর্যন্ত লোভী। যতদূর বাধ্য [ব্যক্তি] সম্পর্কিত, সংযম, ঐশ্বরিক ইচ্ছা এবং সন্তুষ্টির সাথে সম্মত হওয়া, এগুলি সবই কল্পনা করা যায় এবং তাই বাধ্য ব্যক্তির মাত্রা তার উপর নির্ভর করে। দরিদ্র শব্দটি পাঁচটি ডিগ্রির মানুষের জন্য প্রযোজ্য। অজ্ঞ ব্যক্তিকে বস্তুগত অর্থে দরিদ্র বলা ঠিক নয়, তবে এই শব্দটি এমন ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করা সঠিক, কারণ বিস্মৃতের এই গভীর উপলব্ধি রয়েছে যে সাধারণভাবে সমস্ত বিষয়ে এবং বিশেষত বস্তুবাদের প্রতি বিস্মৃতি থাকার কারণে, একজন ঈশ্বরের [একেবারে] অভাবী। অজ্ঞ ব্যক্তিকে দরিদ্র বলা এমন কাউকে [ঈশ্বরের] দাস বলার মতো, যার ঈশ্বরের সামনে নিজের দাস সম্পর্কে এই ধারণা রয়েছে, যদিও দাস শব্দটি সাধারণভাবে সমস্ত সৃষ্টির জন্য প্রযোজ্য। সমস্ত অবহেলা ও অমনোযোগী ব্যক্তিদের তুলনায় একজনের উপর দরিদ্র শব্দটি প্রয়োগ করা বেশি উপযুক্ত, যারা ঈশ্বরের সামনে নিজের দারিদ্র্য এবং পরম প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গভীর ধারণা রাখে এবং তাই এই নামের অধিকারী হয়। অতএব, দরিদ্র শব্দটি উভয় অর্থেই প্রচলিত [বস্তুগত সম্পদের অভাব এবং সেইসাথে ঈশ্বরের পরম প্রয়োজন]।

ঈশ্বরের সামনে বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই দারিদ্র্য বা পরম অভাবের উৎকর্ষতা

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন যে, মানুষের মধ্যে কে সৎকর্মশীল, তখন তারা বলল, 'সেই ধনী ব্যক্তি যে নিজের ধন-সম্পদে এবং নিজের মধ্যে আল্লাহর অধিকার পূরণ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এ ধরনের ব্যক্তি ভালো, কিন্তু আমি যাকে জিজ্ঞাসা করছি সে সে ব্যক্তি নয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! তাহলে কে ভালো? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সেই গরীব যে নিজের পরিশ্রম দিয়ে দান করে। (বর্ণনা করেছেন *হাদীস* সংকলন আবু *মনসুর আদ-দিলামী)* / এক বিখ্যাত রেওয়ায়তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يدخل فقراء امتى الجنة قبل اغنيائهم بخمس مائة عام

"আমার জাতির দরিদ্ররা স্বর্গে প্রবেশ করবে, ধনীদের পাঁচশো বছর আগে [ধনী হিসাবে তাদের সম্পদের ঐশ্বরিক জবাবদিহিতার জন্য এবং তারা কীভাবে এটি ব্যয় করেছে বা ব্যয় করেনি]"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত* হাদীস *সংকলন* তিরমিযী।

এই ঐতিহ্যের অর্থ হ'ল যে দরিদ্র সংযত থাকে, ধনী হওয়ার পাঁচশো বছর আগে ধনী হওয়ার আগেয়ে স্বর্গে প্রবেশ করবে। একটি রেওয়ায়ত অনুসারে, প্রধান ফেরেশতা জিবরাঈল (সাঃ) নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা করেছিলেন এবং আল্লাহর কাছ থেকে এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন, "হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি সালাম পাঠিয়ে বলেন, 'তোমরা কি চাও আমি পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করি, আর তোমরা যেখানেই থাকো না কেন সেগুলো তোমাদের সাথে চলাচল করেছ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা নিচু করে বললেন,

يَا جِبْرَئِيلُ إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ

فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ ثَبَّتَكَ اللَّهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

"হে জিবরাঈল! পৃথিবী তার আবাসস্থল যার ঘর নেই এবং এটি তার সম্পদ যার নেই এবং এটি তার দ্বারা সংগ্রহ করা হয় যার বুদ্ধি নেই। জিবরাঈল (আঃ) বললেন, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ তোমাদেরকে দৃঢ় বাণীতে বাধ্য করেছেন। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে আবু উমামা (রহঃ) এর বিধানে *হাদীস* সংকলন *তিরমিযী। হাদীস* সংকলন *মুসনাদ আহমদেও* এটি বর্ণিত হয়েছে)

এক ঐতিহ্য অনুসারে, ঈসা (আঃ) ভ্রমণের সময় মাটিতে ঘুমন্ত এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাকে জাগিয়ে তুললেন এবং বললেন, হে ঘুমন্ত! ওঠো এবং আল্লাহকে স্মরণ কর। তিনি বললেন, 'তুমি আমার কাছ থেকে কী চাও? আমি পৃথিবীর মানুষের জন্য পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছি। যীশু বললেন, "হে বন্ধু! ঘুমিয়ে থাকো"। আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নাযিল করেছেন:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيۡنَيۡكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعۡنَا بِهِۦٓ أَزۡوَٰجٗا مِّنۡهُمۡ زَهۡرَةَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا لِنَفۡتِنَهُمۡ فِيهِۚ وَرِزۡقُ رَبِّكَ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰ

"আর তোমাদের চোখ উঁচু করো না যে, আমি বিভিন্ন দলকে উপকার করার জন্য যা দিয়েছি তাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ, কারণ এগুলো পার্থিব জীবনের জাঁকজমকতা মাত্র। আর তোমার পালনকর্তার রিযিক উত্তম ও চিরস্থায়ী। (কুরআন, অধ্যায় 20, আয়াত 131)

নির্দিষ্ট প্রকারের গরীবদের শ্রেষ্ঠত্ব – একমত, তর্ক ও সত্যবাদী: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

طُوبَىٰ لِمَنْ هُدِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعَ بِهِ

"সুসংবাদ তার জন্য, যাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের পথে পরিচালিত করা হয়েছে, যার অর্থনীতি তার প্রয়োজন অনুসারে এবং সে তাতে সন্তুষ্ট। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *ফাযহালা ইবনে উবাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত* হাদীস *সংকলন* তিরমিযী।

يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ أَعْطُوا اللّٰهَ الرِّضَى مِنْ قُلُوبِكُمْ تَظْفَرُوا بِثَوَابِ فَقْرِكُمْ وَإِلَّا فَلَا

"হে গরীবদের দল! আপনার হৃদয়ে ঈশ্বরের সাথে একমত হন যাতে আপনি দারিদ্র্যের ঐশ্বরিক প্রতিদান পান অন্যথায় আপনি তা পাবেন না। (বর্ণনা করেছেন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত *হাদীস* সংকলন।

আল্লাহ তাআলা হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর প্রতি এক ঐশ্বরিক ওহী অবতীর্ণ করেছেন, 'ভাঙা হৃদয়ের লোকদের দ্বারা আমাকে খুঁজতে হবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তারা কারা? আল্লাহ বললেনঃ এরা হচ্ছে অভাবগ্রস্ত, যারা সত্যবাদী।

এটি গোপন নয় যে সন্তুষ্টির বিপরীত লোভ। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, লোভ (প্রকৃতপক্ষে) দারিদ্র্য এবং মানুষের প্রতি হতাশ হওয়া (তাদের কাছ থেকে কোনো প্রত্যাশা না করা) হচ্ছে ধন-

সম্পদ। যার মানুষের সম্পদ ও সম্পদ থেকে কোন প্রত্যাশা নেই এবং সন্তুষ্টি গ্রহণ করে, সে তাদের প্রতি অজ্ঞ থাকে। হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) বলেন, প্রতিদিন একজন ফেরেশতা আরশের নিচ থেকে ডাকে, হে আদম সন্তান! যা তোমাকে বিদ্রোহী করে তোলে তার চেয়ে তুমি যে সামান্য দিয়ে সন্তুষ্ট হও, তা উত্তম'। আবু দারদা (রাঃ) বলেন, এমন কোন ব্যক্তি নেই যার বুদ্ধিতে দোষ নেই। অতএব, যখন কারও দুনিয়া (পার্থিব সম্পদ ও সম্পদ) বৃদ্ধি পায়, তখন সে এতে অত্যন্ত আনন্দিত হয়, যদিও রাত ও দিন উভয়ই তার বয়সের প্রাসাদ (জীবন) ধ্বংস করতে ব্যস্ত থাকে এবং এর জন্য কারও কোন অনুশোচনা নেই। এই হতভাগ্য ব্যক্তি জানে না যে, যদি কারও [অবশিষ্ট] আয়ু [বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে] হ্রাস পায়, তাহলে বস্তুগত সম্পদ বৃদ্ধি করে লাভ কী?" কিছু জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "ধন-সম্পদ কী?" যার উত্তরে সেই ব্যক্তি উত্তর দিয়েছিলেন, "[এটি] আপনার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা হ্রাস করার [কাজ] এবং কেবল প্রয়োজনীয় (ন্যূনতম প্রয়োজনের) সাথে সন্তুষ্ট হওয়া"।

দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্যের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ তার বাস্তবতা: আমরা ধৈর্যের আলোচনায় এই নীতিটি উল্লেখ করেছি যে, যে কোনও জিনিস তার নিজের অধিকারে উদ্দেশ্য নয় বরং অন্য কিছু অর্জনের উদ্দেশ্য, তার শ্রেষ্ঠত্ব এবং পরিপূর্ণতা উদ্দেশ্যের শ্রেষ্ঠত্ব এবং পরিপূর্ণতা থেকে বিচার করা যেতে পারে। একটি উদ্দেশ্য যেভাবে হয়, সেই লক্ষ্য অর্জনের উপায়ও একইভাবে হবে। এ কারণেই, পার্থিব ধন-সম্পদ এবং সম্পদ নিরুৎসাহিত করা হয় কারণ তারা একজন বান্দাকে [অর্থাৎ একজন মানুষকে] ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাতে বাধা দেয়। একইভাবে, দারিদ্র্যও নিজেই উদ্দেশ্য নয়, তবে এটি সেই প্রতিবন্ধকতা দূর করে যা একজনকে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে বাধা দেয় বলে এটি সন্ধান করা হয়। তবে অনেক ধনী লোক আছে, যাদের ধন-সম্পদ তাদের আল্লাহর কাছ থেকে দূরবর্তী করতে পারেনি, যেমন রাসূলুল্লাহ সালায়মান, উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) এবং আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)। অন্যদিকে, এমন অনেক দরিদ্র লোক রয়েছে যাদের দারিদ্র্য তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য [ঈশ্বরের অন্বেষণের] প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। দুনিয়ায় মানুষের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে [আল্লাহর] বান্দা আল্লাহকে ভালবাসে এবং তাঁর প্রতি আসক্তি ও আকাঙ্ক্ষা রাখে। এই উদ্দেশ্য কেবল তখনই অর্জন করা যায় যখন কেউ ঈশ্বরের জ্ঞান (ঐশ্বরিক নৈকট্য, অন্তরঙ্গতা এবং জ্ঞান) অর্জন করে এবং গনোসিসের অঞ্চলে পা রাখা এবং এটি অতিক্রম করা, [জাগতিক] ব্যস্ততা এবং জটের উপস্থিতিতে সম্ভব নয়। ধন-সম্পদ যেমন বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, তেমনি দারিদ্র্যও (ঈশ্বরের সান্নিধ্যের পথে) বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, জ্ঞান এবং ঐশ্বরিক ঘনিষ্ঠতা অর্জনের আসল বাধা হ'ল বিশ্বের প্রতি ভালবাসা [এবং জাগতিকতা] যা ঐশ্বরিক প্রেমের সাথে একত্রিত করা অসম্ভব।

যার হৃদয়ে কোনও কিছুর প্রতি ভালবাসা রয়েছে, সে তার মধ্যে নিমজ্জিত হয়, সে তার বিচ্ছেদে বা তার উপস্থিতিতে নিমজ্জিত হোক। তারপরে কিছু লোক বিচ্ছেদে আরও নিমজ্জিত হয় এবং কিছু [তাদের প্রিয় ব্যক্তি বা জিনিসের] উপস্থিতিতে কারণ এটি তাদের পরিস্থিতি এবং প্রবণতার পার্থক্যের উপর নির্ভর করে। পৃথিবী অবহেলাকারীদের প্রিয় [যারা তাদের অস্তিত্বের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে জীবিত নয়]। যারা তাদের প্রিয়তমা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তারা [প্রিয়তমার সাথে ঘনিষ্ঠতা] অর্জনের চিন্তায় নিমগ্ন থাকে এবং যারা তাদের প্রিয়তমার ঘনিষ্ঠতা অর্জন করেছে, তারা এর সুরক্ষায় এবং এর ঘনিষ্ঠতা যথাসাধ্য উপভোগ করতে নিমজ্জিত হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي أَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ

"পবিত্র আত্মা (প্রধান দেবদূত জিবরাঈল) আমার হৃদয়ে এটি স্থাপন করেছেন: আপনি যাকে [বা যাই চান] ভালবাসুন, আপনি অবশ্যই এটি থেকে আলাদা হবেন"।

এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচ্ছেদ [সর্বদা] একটি হৃদয় বিদারক এবং অত্যন্ত তীব্র ঘটনা (অভিজ্ঞতা)। এই কারণেই, আপনার উচিত এমন একজনকে ভালবাসতে যার কাছ থেকে আপনাকে আলাদা হতে হবে না এবং সেই প্রিয়তমা কেবল ঈশ্বর হতে পারে [এবং ঈশ্বর ব্যতীত আর কেউ নয়, যিনি কখনও আপনার কাছ থেকে আলাদা হবেন না, এবং এমন কোনও জিনিসকে ভালবাসেন না যা সমস্ত পরিস্থিতিতে আপনার কাছ থেকে আলাদা হতে বাধ্য এবং সেটিই বিশ্ব। আপনি যদি দুনিয়াকে ভালবাসেন তবে আপনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত পছন্দ করবেন না। অনুরূপভাবে, আপনার মৃত্যু সেই অবস্থায় হবে যে আপনি এটিকে খারাপ বলে মনে করবেন এবং মৃত্যুর কারণে, আপনার প্রিয়জনের সাথে আপনার সম্পর্ক (বিশ্ব, জাগতিক জিনিস, আসক্তি, সম্পর্ক, সম্পদ এবং সম্পদ) [চিরকায়] ছিন্ন হয়ে যাবে। তখন প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচ্ছেদ বেদনাদায়ক হয় যতটুকু হৃদয়ের প্রতি আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা এবং ভালবাসা থাকে। যার কাছে জগৎ (পার্থিব সম্পদ ও সম্পদ) আছে, সে তার প্রতি আসক্ত থাকে। এটা স্পষ্ট যে, যে ব্যক্তির পৃথিবী (পার্থিব উপায় এবং সম্পদ) নেই কিন্তু এখনও এটি সন্ধানের জন্য লোভী, এমন ব্যক্তি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে আরও বেশি বেদনা এবং যন্ত্রণার মুখোমুখি হবে। এই বিশদ ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমাদের উদ্দেশ্য এতক্ষণে পরিষ্কার হওয়া উচিত ছিল যে দারিদ্র্য শ্রেষ্ঠতর এবং ব্যতিক্রমের দুটি উপলক্ষ ব্যতীত সমস্ত সৃষ্টির জন্য আরও উপযুক্ত: প্রথমত, [জাগতিকতার প্রতি] একজনের বিস্মৃতি এমন যে সম্পদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি উভয়ই একটির সমান; দ্বিতীয়ত, যখন কারও দারিদ্র্যের মধ্যে থাকে, তখন একজন জীবনের ধারাবাহিকতার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ থেকে সাহায্য চায়। দারিদ্র্য ও ধনীর মধ্যে কোনটা শ্রেষ্ঠ তা নিয়ে এই আলোচনা।

দারিদ্র্যের রাজ্যে দরিদ্রদের শিষ্টাচার: দরিদ্রদের কিছু অভ্যন্তরীণ এবং কিছু বাহ্যিক শিষ্টাচার রয়েছে এবং তারা একজনের কর্ম এবং মানুষের সাথে সাক্ষাতের সাথে সম্পর্কিত। প্রত্যেক গরিবের এই শিষ্টাচার মেনে চলা প্রয়োজন।

অভ্যন্তরীণ শিষ্টাচার: অভ্যন্তরীণ সত্তার শিষ্টাচার হ'ল কারও [দারিদ্র্যের] অবস্থাকে অবজ্ঞা করা উচিত নয় যা কেউ আক্রান্ত হয়েছে। অন্য কথায়, আল্লাহর (কারও দারিদ্র্যের অবস্থা) তিনি তা সম্পাদনকারী হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর কর্মকে খারাপ বলে মনে করা উচিত নয়। কারও নিম্ন সত্তা (*নাফস*) দারিদ্র্যকে খারাপ বলে বিবেচনা করতে পারে, কিন্তু এটি আল্লাহর আমল বলে নয়। বরং, একজন ব্যক্তি কখনও কখনও ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ হয় [এর ভাল প্রভাবের জন্য, যা আগে বর্ণিত হয়েছে]। এটি সর্বনিম্ন মাত্রা [দরিদ্র ও দারিদ্র্যের শিষ্টাচার] এবং দরিদ্রদের পক্ষে এটি করা ফরজ, এবং [ঐশ্বরিকভাবে] এর বিপরীত কাজ করা নিষিদ্ধ কারণ এটি দারিদ্র্যের জন্য ঐশ্বরিক প্রতিদানের অপচয় ঘটায়।

এর চেয়ে উচ্চতর ডিগ্রী হ'ল একজন ব্যক্তি তার দারিদ্র্যের সাথে একমত হন [এটি ঈশ্বরের ইচ্ছা]। এর চেয়েও উচ্চতর মাত্রা হল যে ব্যক্তি দারিদ্র্যের সন্ধানকারী এবং তাতে খুশি হয়, কারণ যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের দুর্দশা ও ক্ষতির সাথে পরিচিত, আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখে, এই নিশ্চয়তা রয়েছে যে সে অবশ্যই তার [ঈশ্বর নির্ধারিত] রিযিক পাবে, নিজের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি চায় না এবং সে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পেতে পছন্দ করে না। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তাআলা দারিদ্র্যের মাধ্যমে শাস্তি দেন এবং পুরস্কৃত করেন। যদি ঐশ্বরিক প্রতিদান (সওয়াব) কারো উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে এর ইঙ্গিত হচ্ছে যে ব্যক্তির ভাল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, নৈতিকতা, আচরণ এবং অভ্যন্তরীণ স্বভাব রয়েছে, তার ঈশ্বরের আনুগত্য রয়েছে, নিজের অবস্থা [অন্যের কাছে] অভিযোগ করে না, বরং একজন ব্যক্তিকে দরিদ্র করার জন্য ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। যদি কাউকে দারিদ্র্যের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়, তবে এর ইঙ্গিত হচ্ছে যে ব্যক্তি খারাপ স্বভাবের এবং অসৎ হয়ে ওঠে, নিজের প্রতিপালকের আনুগত্য পরিত্যাগ করে [এবং তাঁর অবাধ্য হতে শুরু করে], নিজের অবস্থা সম্পর্কে অভিযোগ করে, আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি নিজের অসন্তুষ্টি ও অপছন্দ প্রকাশ করে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক গরিব ভালো নয়, বরং সেই গরিব প্রশংসনীয়, যে নিজের দারিদ্র্যে অসন্তুষ্ট নয়, বরং সে সুখী ও সন্তুষ্ট হয়। এটি একটি বিখ্যাত প্রবাদ যে যখন [ঈশ্বরের বান্দাকে] কিছু [বস্তুগত সম্পদ বা ধন-সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে] দেওয়া হয়, তখন তাকে তিনটি জিনিস দিয়ে তা গ্রহণ করতে বলা হয়: ভোগ, উদ্বেগ এবং উদ্বেগ এবং [কিয়ামতের দিনে] বর্ধিত জবাবদিহিতা।

বাহ্যিক শিষ্টাচার: একজন দরিদ্র ব্যক্তির যে বাহ্যিক শিষ্টাচার মেনে চলা দরকার, তার মধ্যে রয়েছে কারও সামনে নিজের অভাবী হাত না প্রসারিত করা, নিজের বাইরের চেহারা যতটা সুন্দর রাখা যাতে জনগণ কাউকে অভাবী মনে না করে, কারও কাছে নিজের অবস্থা সম্পর্কে অভিযোগ না করে বা নিজের দারিদ্র্য প্রকাশ না করে, বরং যতটা সম্ভব গোপন রাখা এবং নিজের দারিদ্র্য গোপন রাখার বিষয়টিও গোপন রাখা। কর্মে শিষ্টাচার হচ্ছে, একজন দরিদ্র ধনী ব্যক্তির সম্পদের কারণে ধনীদের সামনে নম্রতা প্রকাশ করা উচিত নয়, বরং তাদের সামনে মর্যাদাপূর্ণ থাকতে হবে। সর্বনিম্ন, একজন দরিদ্রের ধনীদের সাথে বসতে হবে না বা তাদের একজনের পাশে বসতে ইচ্ছা করা উচিত নয় কারণ এগুলি এমন জিনিস যা লোভ এবং লোভ সৃষ্টি করে।

জাগতিকতা থেকে বিরত থাকার ব্যাখ্যা

সংযমের বাস্তবতা: জেনে রাখা উচিত যে, সংযম (*জুহদ*) [বস্তুবাদ ও জাগতিকতা থেকে] আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী এবং ঈশ্বরের সন্ধানকারীদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ [আধ্যাত্মিক] স্টেশন। অন্যান্য স্টেশনগুলির মতো এই স্টেশনটিও জ্ঞান, [অভ্যন্তরীণ] অবস্থা এবং কর্ম নিয়ে গঠিত। রাষ্ট্র বলতে সেই অবস্থাকে বোঝায় যাকে সংযম বলা হয় এবং এর অর্থ এই যে, কোন কিছুর প্রতি [জাগতিক বা বস্তুবাদী] প্রবণতা অবশিষ্ট থাকে না এবং এটি (প্রবণতা) তার চেয়ে ভাল কিছুর জন্য বিকাশ লাভ করে। যে বিষয়ের প্রতি ঝোঁক শেষ হয়েছে, তাকে সংযম বলা হয়, এবং যে জিনিসের প্রতি সে এখন আকাঙ্ক্ষা করে এবং তার প্রতি ঝোঁক রয়েছে, সেই অবস্থাকে প্রেম বলা হয়। এর অর্থ হ'ল সংযমের জন্য দুটি জিনিস প্রয়োজন - একটি জিনিস যা থেকে বিচ্যুত হওয়া দরকার এবং দ্বিতীয় জিনিস যার দিকে ঝুঁকতে হবে। এটাও প্রয়োজন যে কেউ যে জিনিসের দিকে ঝুঁকে পড়ে তা সোনা এবং রৌপ্যের দিকে ঝুঁকতে সক্ষম হয়, পাথর এবং ইটের মতো কিছু নয়। এটাও প্রয়োজন যে দ্বিতীয় জিনিসটি প্রথমটির চেয়ে ভাল হয় যাতে এর প্রতি ঝোঁক প্রাধান্য পেতে পারে। যে ব্যক্তি আখেরাতের জন্য দুনিয়াকে বিক্রি করে, সে দুনিয়া থেকে বিরত থাকে এবং যে দুনিয়ার জন্য আখেরাতকে বিক্রি করে, সে পরকাল থেকে বিরত থাকে। যাইহোক, সংযত শব্দটি কেবল সেই ব্যক্তির সাথে ব্যবহার করার প্রথা রয়েছে যে জগৎ থেকে বিরত থাকে। যখন এটা প্রমাণিত হয় যে সংযম হল প্রিয়জনকে ত্যাগ করা, তখন এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রমাণিত হয় যে যে [প্রিয়তমাকে] ত্যাগ করে, সে তার চেয়েও বড় কিছু অর্জন করে, অন্যথায়, আরও প্রিয় কিছু অর্জন না করে প্রিয়জনকে ত্যাগ করা কীভাবে সম্ভব?

সংযমের বিভিন্ন মাত্রা: যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু থেকে এতটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যে জান্নাতের লোভও নেই, সে কেবল আল্লাহকে ভালবাসে। এ ধরনের ব্যক্তিকে 'সম্পূর্ণ বিরত' (*জাহিদ মুতলাক)* বলা হবে। যে ব্যক্তি সকল পার্থিব সুখ থেকে দূরে থাকে কিন্তু পরকালের সুখ যেমন স্বর্গীয় স্ত্রী, জমি, ঝরনা, ফল ইত্যাদির প্রতি ঝোঁক রাখে, সে ব্যক্তিও বিরত থাকে তবে তার মাত্রা প্রথমটির চেয়ে কম। যে ব্যক্তি দুনিয়ার কিছু সুখভোগ পরিত্যাগ করে এবং অন্যকে ত্যাগ করে না, উদাহরণস্বরূপ, যার ধন-সম্পদের লোভ থাকে না, কিন্তু খ্যাতির লোভ থাকে, প্রচুর খায় না কিন্তু নিজেকে আরও সুন্দর করে তোলে, এমন ব্যক্তি "পরম সংযম" বলার যোগ্য নয়। সংযতকারীদের মধ্যে এইরূপ ব্যক্তির মাত্রা অনুতপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এমন ব্যক্তির মাত্রার মতো, যিনি কিছু পাপ থেকে অনুতপ্ত হন কিন্তু অন্যগুলো থেকে অনুতপ্ত হন না। এই [প্রকার] সংযমও বৈধ, ঠিক যেমন কিছু পাপ থেকে অনুতপ্ত হওয়া বৈধ কারণ অনুতাপ মানে নিষিদ্ধ জিনিসগুলি ত্যাগ করা [ঐশ্বরিক আইন অনুসারে] এবং সংযম মানে নিম্ন আত্মাকে সান্ত্বনা এবং আনন্দ প্রদান করে এমন জায়েজ জিনিসগুলি ত্যাগ করা। যেমন কিছু নিষিদ্ধ জিনিস ত্যাগ করা বোধগম্যতার বাইরে নয়, তেমনি কিছু হালাল জিনিস পরিত্যাগ করাও বুদ্ধির বিরুদ্ধে নয়। যাইহোক, যে ব্যক্তি কেবল নিষিদ্ধ জিনিসগুলি [পরিত্যাগ করার] উপর স্থির হয় তাকে বিরত বলা হবে না কারণ এই শব্দটি বিশেষভাবে হালাল জিনিস [পরিত্যাগ] এর সাথে সম্পর্কিত। [তাই,] এ থেকে জানা যায় যে, পরিভাষাগতভাবে সংযম মানে দুনিয়া থেকে নিজের প্রবৃত্তি (আকাঙ্ক্ষা) দূর করে আখেরাতের দিকে পরিচালিত করা অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। এটি একটি খুব উচ্চ ডিগ্রি।

আমরা ইতিপূর্বে লিখেছি যে, সংযত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বস্তুর চেয়ে যা ইচ্ছা করা হয় তা উত্তম। অনুরূপভাবে, এটিও প্রয়োজনীয় যে জিনিসটি পরিত্যাগ করে, তার উপর তার নিয়ন্ত্রণ (ক্ষমতা, ক্ষমতা বা এখতিয়ার) থাকে কারণ কোনও কিছুর উপর কারও নিয়ন্ত্রণ নেই, এটি পরিত্যাগ করার কোনও অর্থ নেই এবং আকাঙ্ক্ষার পতন কেবল তখনই ঘটে যখন কেউ কোনও জিনিস ত্যাগ করে। সুতরাং যখন কেউ ইবনুল মুবারক (রহঃ) কে সংযত বলে সম্বোধন করে বললেন, তখন তিনি বললেন, "উমর বিন আবদুল আজিজ (একজন ধার্মিক খলিফা যিনি একটি বিশাল সাম্রাজ্যের উপর অপরিসীম রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও তাঁর ধার্মিকতা ও সংযমের জন্য পরিচিত ছিলেন) যার কাছে হাত জোড় করে পৃথিবী সামনে এসেছিল। কিন্তু সে তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। আমি কী সংযম করেছি?"

জ্ঞানের অর্থ: [পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, সংযম জ্ঞান, অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং কর্মের সমন্বয়ে গঠিত। জ্ঞান যা [অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক] অবস্থা এবং অবস্থার কারণ যা এর ফল, তা হ'ল সংযত ব্যক্তি এই বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন যে যে জিনিসটি পরিত্যক্ত হচ্ছে তার তুলনায় নগণ্য। যে ব্যক্তি জানে যে, আল্লাহর কাছে যা আছে তা চিরস্থায়ী এবং আখেরাত উত্তমও ও স্থায়ী,

অন্য কথায়, এর ভোগবিলাস নিজেরাই ভাল এবং চিরস্থায়ী, ঠিক যেমন মূল্যবান রত্নসমূহ সুন্দর বরফের টুকরোর চেয়ে ভাল ও টেকসই এবং বরফের টুকরোর মালিকের রত্ন বিক্রি করতে কোন অসুবিধা হয় না। অর্থাৎ বরফের মালিককে যদি গহনার বিনিময়ে বরফের টুকরো দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়, তবে কেউ আনন্দের সাথে এতে রাজি হবে। এটি দুনিয়া ও আখেরাতের দৃষ্টান্ত। পৃথিবী সেই বরফের মতো, যা সূর্যের আলোতে স্থাপন করা হয় এবং ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে এবং সম্পূর্ণ বিলুপ্তির পথে, আর পরকাল সেই রত্নের মতো, যার কোন বিলুপ্তি নেই। দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে এই পার্থক্য সম্পর্কে যতটুকু নিশ্চিত হয়, ততটুকু ব্যক্তির অনন্ত ও অনন্ত (পরকাল) এর আকাঙ্ক্ষা থাকে। সংযম সম্পর্কে শুধু এতটুকুই জ্ঞানের প্রয়োজন, অন্য কথায়, আখেরাত যে উত্তমতর ও চিরন্তন তা জানাই যথেষ্ট। কখনও কখনো সেই মানুষও এই বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন হয়, যারা তাদের জ্ঞান ও প্রত্যয়ের দুর্বলতার কারণে বা কামনার আধিপত্যের কারণে বা শয়তানের পরাধীনতার কারণে অথবা তার মিথ্যা প্রতিশ্রুতির দ্বারা প্রতারিত হওয়ার কারণে তারা জাগতিকতা ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না যতক্ষণ না মৃত্যু তাদের কেড়ে নেয় [এই দুনিয়া থেকে এবং এর জীবন থেকে]। তখন তাদের জন্য অনুশোচনা করা এবং তারা যা হারিয়েছে তার জন্য শোক করা ছাড়া আর কোন পথ অবশিষ্ট থাকে না (তাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তারা তাদের জীবদ্দশায় যে সুযোগগুলি গ্রহণ করেনি, এবং ফলস্বরূপ চিরন্তন সুখ এবং চিরস্থায়ী বিজয়)।

কর্মের অর্থ: এখন সেই কর্মটি ব্যাখ্যা করা হবে যা সংযমের অবস্থায় সম্পাদিত হয়। এই কাজের মূল বিষয় হল একটি জিনিস পিছনে ফেলে যাওয়া এবং পিছনে ফেলে যাওয়া জিনিসের চেয়ে ভাল অন্য জিনিস গ্রহণ করা। সংযম দাবি করে যে জিনিসটি থেকে বিরত থাকা ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা উচিত, এবং যে জিনিসটি থেকে বিরত থাকা উচিত তা হ'ল তার সমস্ত উপায় এবং ইঙ্গিতগুলি সহ বিশ্ব। সংযত ব্যক্তির হৃদয় থেকে জগতের প্রেম (জাগতিকতা) কেড়ে নেওয়া উচিত এবং তার জায়গায় ঐশ্বরিক আনুগত্যের প্রেম প্রবেশ করা উচিত। অতঃপর হৃদয় থেকে যে জিনিসটি অপসারণ করা হয়, সেই একই জিনিস চোখ, হাত এবং অবশিষ্ট সমস্ত [শারীরিক] অঙ্গ থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে এবং এই অঙ্গগুলিকে ঐশ্বরিক আনুগত্যে অধ্যবসায় এবং অধ্যবসায়ের জন্য ব্যবহার করতে হবে। শুধু জগতের প্রেম দূর করাই যথেষ্ট নয়, বরং ঐশ্বরিক আনুগত্যও প্রয়োজন।

সংযমের উৎকর্ষতা

আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন সময়ে সংযমের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর বান্দাদেরকে তা গ্রহণ করতে প্ররোচিত করেছেন। তিনি বলেন:

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ

"আর যারা জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন হয়েছে, তারা বলতে লাগল, 'হায় দুর্ভোগ! যে ঈমান এনেছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান অধিকতর উত্তম। (কুরআন, অধ্যায় 28, আয়াত 80)

এই আয়াতে আলেমদের (সত্যিকারের জ্ঞানী ও গভীর বোধগম্য) প্রতি সংযম আরোপ করা হয়েছে এবং সংযমকে জ্ঞানের গুণাবলী (গুণাবলী ও অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য) আরোপ করা হয়েছে। এটি একটি উচ্চ প্রশংসা। অন্য এক স্থানে তিনি বলেন,

أُو۟لَـٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا۟

"এদের জন্য তাদের ধৈর্যের কারণে দ্বিগুণ প্রতিদান দেওয়া হবে। (কুরআন, অধ্যায় 28, আয়াত 54)

কুরআনের ব্যাখ্যার পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, এটি এমন লোকদের বোঝায় যারা তাদের সংযমের উপর ধৈর্য ধারণ করেছিল [এবং তাই তারা দ্বিগুণ পুরষ্কারের যোগ্য হয়েছিল]। এক জায়গায় তিনি বলেছেন:

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

"আমি পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাদেরকে তার শোভা ও বিবর্ণের কারণ করে দিয়েছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করা যায় যে, কারা এতে সৎকর্ম করে। (কুরআন, অধ্যায় 18, আয়াত 7)

কুরআনের ব্যাখ্যার কিছু পণ্ডিত এটিকে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন যিনি পৃথিবীতে বেশি সংযম করেন এবং এই জাতীয় সংযমকে "ভাল কাজ" বলে অভিহিত করেছেন। অন্য এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

"আর তোমাদের চোখ উঁচু করো না যে, আমি বিভিন্ন দলকে উপকার করার জন্য যা দিয়েছি তাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ, কারণ এগুলো পার্থিব জীবনের জাঁকজমকতা মাত্র। আর তোমার পালনকর্তার রিযিক অধিকতর উত্তম ও স্থায়ী। (কুরআন, অধ্যায় 20, আয়াত 131)

ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْءَاخِرَةِ

"এরাই আখেরাতের চাইতে পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেয়। (কুরআন, অধ্যায় 14, আয়াত 3)

এই আয়াতে কাফেরদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, মুমিন হলেন তিনি, যার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য (গুণ) এর বিপরীত, ক্রমানুসারে দুনিয়ার তুলনায় সে আখেরাতকে ভালবাসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَمَنْ أَصْبَحَ وَهَمُّهُ الدُّنْيَا شَتَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ
بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ أَصْبَحَ وَهَمُّهُ الْآخِرَةُ جَمَعَ اللَّهُ
لَهُ هَمَّهُ وَحَفِظَ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ

"যে ব্যক্তি সকালে ঘুম থেকে উঠে দুনিয়ার উদ্বেগ ও আবেশে নিমজ্জিত হয়, আল্লাহ তাআলা এমন একজনের (জাগতিক) বিষয়গুলো ছড়িয়ে দেন [যাতে কেউ আর সবকিছু একত্রে ধরে রাখতে না পারে এবং তাদের নিয়ে উদ্বেগ ও উদ্বেগে নিমজ্জিত হয়], এবং তার অর্থনৈতিক বিষয়গুলি কঠিন হয়ে পড়ে এবং [তারা] তার অভাব ও দারিদ্র্যকে একজনের সামনে প্রকাশ করে। এবং একজন কেবল সেই জগৎ থেকে এতটুকুই পায় যা [ঐশ্বরিকভাবে] একজনের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। আর যে ব্যক্তি আখেরাতের চিন্তায় নিমজ্জিত অবস্থায় জেগে ওঠেন, আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির সাহস সঞ্চয় করেন (সাহস ও দৃঢ়তার সাথে অনুপ্রাণিত করেন) এবং তার অর্থনীতি (অর্থনৈতিক বিষয়) রক্ষা করেন এবং কারও হৃদয়ে ঐশ্বর্য (আস্থা ও প্রাচুর্য) রাখেন এবং দুনিয়া এমন অপমানিত অবস্থায় আসে। (বর্ণনা করেছেন *যায়েদ ইবনে সাবিত* (রহঃ) এর তত্ত্বাবধানে *হাদীস* সংকলন ইবনে মাজাহ

إِذَا رَأَيْتُمُ الْعَبْدَ وَقَدْ أُعْطِيَ صَمْتًا وَزُهْدًا فِي الدُّنْيَا فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلَقَّى
الْحِكْمَةَ

"যখন তোমরা এমন কোন বান্দাকে দেখ যাকে নীরবতা দেওয়া হয়েছে (যে চুপ করে থাকে এবং বেশি বকবক করে না এবং বেশি কথা বলে না) এবং দুনিয়ায় তাকে সংযম দেওয়া হয়েছে, তখন এমন ব্যক্তির নিকটবর্তী হও, কারণ এমন ব্যক্তিকে [ঈশ্বরগতভাবে] প্রজ্ঞা দিয়ে শিক্ষা দেওয়া

হচ্ছে"। (বর্ণনা করেছেন *ইবনে খাল্লাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস* সংকলন ইবনে মাজাহ

মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا

"যাকে [ঐশ্বরিক] প্রজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, সে প্রচণ্ড মঙ্গলময় লাভ করেছে। (কুরআন, অধ্যায় 2, আয়াত 269)

অতএব, একটি বিখ্যাত প্রবাদ আছে যে একজন ব্যক্তি চল্লিশ বছর ধরে সংযম অনুশীলন করে, ঈশ্বর তার হৃদয় থেকে জ্ঞানের ফোয়ারা নির্গত হন এবং একই জ্ঞানের বাক্য তার জিহ্বা থেকে বেরিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ সাহাবী থেকে বর্ণিত, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কে ভালো? তিনি উত্তর দিলেন:

كُلُّ مُؤْمِنٍ مَخْمُومُ الْقَلْبِ صَدُوقُ اللِّسَانِ

"প্রত্যেক মুমিন যে হৃদয় থেকে শুদ্ধ ও শুদ্ধ হয় (যে বিশুদ্ধ হৃদয় কারো প্রতি ঘৃণা, শত্রুতা, ঈর্ষা ও বিদ্বেষ পোষণ করে না) এবং জিহ্বায় সত্যবাদী (কেবল সত্য কথা বলে)।

আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কাকে 'হৃদয় থেকে শুদ্ধ' বলে উল্লেখ করা হচ্ছে? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: "সেই ধার্মিক, নির্মল হৃদয়ের মানুষ, যার কোন অসততা, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা, মিথ্যা, কৃত্রিমতা, বিদ্রোহ ও ঈর্ষা নেই". আমরা জিজ্ঞেস করলাম, এর চেয়ে উত্তম মানুষ আর কে হতে পারে? তিনি উত্তর দিলেন:

اَلَّذِیْ یَشْنَأُ الدُّنْیَا وَیُحِبُّ الْاٰخِرَةَ

"যে ব্যক্তি পার্থিব সত্তা অপছন্দ করে এবং পরকালকে ভালবাসে সে প্রকৃত সংযম। (বর্ণনা করেছেন *সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস* সংকলন ইবনে মাজাহ

অন্য একটি রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

اِنْ اَرَدْتَ اَنْ يُحِبَّكَ اللّٰهُ فَازْهَدْ فِی الدُّنْيَا

"যদি তোমরা চাও যে, ঈশ্বর তোমাদেরকে ভালবাসুন, তবে তোমাদের উচিত জগতে [জীবিত অবস্থায়] জগৎ থেকে বিরত থাকুন। (বর্ণনা করেছেন *সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস* সংকলন ইবনে মাজাহ

এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনায়, সংযমকে ঈশ্বরের ভালবাসা [অর্জন] করার কারণ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং বাস্তবতা হ'ল ঈশ্বরের প্রেমীদের [এবং যাদেরকে ঈশ্বর ভালবাসেন তাদের জন্যে] উচ্চতর [আধ্যাত্মিক] পদমর্যাদা রয়েছে কারণ সংযম [ঈশ্বরের পথে] সর্বোচ্চ [আধ্যাত্মিক] স্থানগুলির মধ্যে একটি স্টেশন। অন্য একটি ঐতিহ্যে তিনি বলেছিলেন:

مَنْ آثَرَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ ابْتَلاهُ اللهُ بِثَلاثٍ هَمًّا لا يُفَارِقُ قَلْبَهُ أَبَدًا وَفَقْرًا
لا يَسْتَغْنِي أَبَدًا وَحِرْصًا لا يَشْبَعُ أَبَدًا

"যে ব্যক্তি পরকালের চেয়ে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ তাকে তিনটি জিনিস দিয়ে চাপিয়ে দেন: এমন দুঃখ যা কখনও হৃদয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না, এমন দারিদ্র্য যা কখনও ধনে রূপান্তরিত হয় না, এবং এমন লোভ যা কখনও তৃপ্ত হয় না। (বর্ণনা করেছেন *আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ* (রহঃ) এর তত্ত্বাবধানে *হাদীস* সংকলন তাবরানী

অন্য একটি ঐতিহ্যে, তিনি বলেছিলেন, "একজন দাসের বিশ্বাস সম্পূর্ণ হয় না যতক্ষণ না বেনামী ব্যক্তির কাছে খ্যাতির চেয়ে বেশি প্রিয় হয়ে ওঠে এবং বস্তুর প্রাচুর্যের চেয়ে বস্তুর অভাব বেশি প্রিয় হয়ে ওঠে"। (বর্ণনা করেছেন *হযরত আলী ইবনে তালহা* রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস *সংকলন* মুসনাদুল ফিরদুস রাদিয়াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ আমাকে এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, আমি চাইলে মক্কার বেহা উপত্যকা সোনায় রূপান্তরিত হবে। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলাম, হে আল্লাহ! আমি একদিন ক্ষুধার্ত থাকতে চাই এবং অন্য দিন আমার পেট ভরে খেতে চাই। যেদিন আমি ক্ষুধার্ত থাকব, সেদিন আমি তোমার সামনে কাঁদব এবং তোমার কাছে প্রার্থনা করব এবং যেদিন আমি আমার পেট ভরে খাব, আমি তোমার ধন্যবাদ দেব এবং প্রশংসা করব। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন প্রধান ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.) সাফা পর্বতে পৌঁছালে তিনি বললেন, হে জিবরাঈল! আমি সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি, যিনি তোমাকে সত্য নিয়ে প্রেরণ করেছেন, মুহাম্মদের পরিবার তাদের সন্ধ্যা শুরু করেছে এমন অবস্থায় যে তাদের কাছে এক মুঠো যব বা গমের আটাও নেই। সে খুব কমই বলল, যখন আকাশের ওপার থেকে একটি প্রচণ্ড বজ্রপাত শোনা গেল যা তাকে ভয় পেয়ে গেল। তিনি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কিসের আওয়াজ? আল্লাহ কি কিয়ামতের আগমনের নির্দেশ দিয়েছেন? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, না,

ইসরাফিল (যে ফেরেশতা) তোমার কথা শুনে নেমে এসেছে। *ইসরাফিল* রাসূলের কাছে এসে বললেন, তোমরা যা বলেছিলে, আল্লাহ তা শুনেছেন এবং আমাকে পৃথিবীর চাবি নিয়ে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন এবং আমাকে আদেশ দিয়েছেন যে, তুমি চাইলে আমি তিমাহ পর্বতকে পান্নায় রূপান্তরিত করব। বেরিল, সোনা আর রূপা যেটা তুমি যেখানেই যাবে সেখানেই যাবে। আর যদি তুমি চাও, তাহলে তুমি একজন নবী রাজা হতে পারো (যেমন নবী দাউদ ও সলায়মান) অথবা তুমি চাইলে নবী বান্দা হয়ে থাকতে পারো। জিবরাঈল নবীকে ঈশ্বরের জন্য নম্রতা বজায় রাখার জন্য ইশারা করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বলেছেন, 'আমি আল্লাহর নবী ও বান্দা হিসেবে থাকতে চাই (আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও সম্মান আল্লাহর বান্দার, যা আল্লাহর সাথে নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতার সর্বোচ্চ স্তর)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا زَهَّدَهُ فِي الدُّنْيَا وَرَغَّبَهُ فِي الْآخِرَةِ وَبَصَّرَهُ بِعُيُوبِ نَفْسِهِ

"আল্লাহ যখন কারো কল্যাণ ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাকে দুনিয়া থেকে বিরত রাখেন এবং পরকালের দিকে ঝুঁকে দেন এবং তার নিম্ন সত্তার দোষ (দোষ, ত্রুটি, অন্যায় ও অন্তরের মন্দ) সম্পর্কে অবহিত করেন। (বর্ণনা করেছেন *হাদীস* সংকলন *মুসনাদ আল-ফিরদৌস)*

اِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ وَازْهَدْ فِيمَا أَيْدِي النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ

"পৃথিবীতে সংযম রাখুন, ঈশ্বর আপনাকে ভালবাসবেন এবং মানুষের যা আছে তা থেকে বিরত থাকবেন, লোকেরা আপনাকে ভালবাসবে (অর্থাত্, জগৎ থেকে হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা ঐশ্বরিক প্রেম অর্জনের দিকে পরিচালিত করে, এবং মানুষের যা আছে তা থেকে হৃদয়কে বিচ্ছিন্ন করে এবং তাদের কাছ থেকে কোনও প্রত্যাশা না করে, তারা আপনাকে ভালবাসতে বাধ্য করে)"।

জীবনের প্রয়োজনীয়তায় সংযমের বিবরণ: জেনে রাখা উচিত যে মানুষ যে জিনিসগুলিতে লিপ্ত হয় তা দুই প্রকার। তাদের মধ্যে কিছু অকেজো এবং কিছু কুসংস্কারাচ্ছন্ন [অন্যগুলি প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ ছাড়াও]। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে খাবার এবং পানীয়। যতদূর অর্থহীন, আমরা তাদের বিবরণ দিতে পারি না কারণ তারা অগণিত, তবে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি সহজেই গণনা করা যেতে পারে। প্রয়োজনীয় জিনিসের পরিমাণ, ধরন ও সময়ের মধ্যে অকেজো অন্তর্ভুক্তি সম্ভব। অতএব, সংযমের পদ্ধতিটি এখানে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। জীবনে যে জিনিসগুলি প্রয়োজন তা হ'ল ছয়টি: খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, পারিবারিক জীবনের উপায়, পরিবার এবং সম্পদ।

প্রথম প্রয়োজনীয়তা - খাদ্য: প্রথম প্রয়োজন হ'ল খাদ্য। একজনের কেবল এতটুকুই খাবার দরকার যা একজনের শারীরিক শক্তি এবং শক্তি ধরে রাখতে পারে। সংযমের জন্য একজনের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ হ্রাস করা প্রয়োজন। দৈর্ঘ্য একজনের বয়সের সাথে সম্পর্কিত। এটি সাধারণত দেখা গেছে যে একজন ব্যক্তি যার একদিনের জন্য খাবার থাকে সে এতে সন্তুষ্ট হয় না, পরিবর্তে, একজন আরও বেশি লোভী হয়। প্রস্থ খাবারের পরিমাণ, ধরণ এবং সময়ের সাথে সম্পর্কিত। দীর্ঘায়ুর আশা কমিয়ে [মজুদ করার সময়কাল] খাবারের দৈর্ঘ্য হ্রাস করা যেতে পারে। খাদ্যে সর্বনিম্ন ডিগ্রী সংযম হ'ল ক্ষুধা প্রশমনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে সন্তুষ্ট হওয়া যখন এটি অনুভূত হয় এবং অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। যে এই অবস্থায় থাকে, সে দিনের বেলা যে খাবার খায় তা থেকে রাতের জন্য কিছুই রাখবে না। এটি একটি খুব উচ্চ মাত্রা [খাবারে সংযম]। দ্বিতীয় ডিগ্রী হ'ল একজন এক মাস বা চল্লিশ দিনের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে। তৃতীয় ডিগ্রী হল এক বছর পর্যন্ত খাদ্য সঞ্চয় করা এবং এটি সবচেয়ে দুর্বল ধরণের সংযত লোকদের অবস্থা। যে ব্যক্তি এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সঞ্চয় করে, তাকে কোনও ডিগ্রিতে বিরত হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। কারণ একজন এক বছরেরও বেশি সময় বেঁচে থাকার প্রত্যাশা করে, যা দীর্ঘায়ুর আশা রাখে [যা আধ্যাত্মিক রোগগুলির মধ্যে একটি যা মানুষকে মজুদ করতে, চুরি করতে, আত্মসাৎ করতে এবং সংগ্রহ করতে প্ররোচিত করে, প্রায়শই অন্যের ব্যয়ে] এবং দীর্ঘ আশার মালিক বিরত থাকতে পারে না। যাইহোক, যদি কারও আয়ের নিয়মিত উৎস না থাকে এবং কেউ মানুষের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করতে আগ্রহী না হয় তবে এক বছরের বেশি সময় ধরে সম্পদ সঞ্চয় করতে কোনও ক্ষতি নেই। কিন্তু, যারা ঈশ্বরের উপর ভরসা করার শর্ত রাখে, তারা সংযম করাকে সঠিক বলে মনে করে না।

দ্বিতীয় প্রয়োজনীয়তা - পোশাক: মানুষের দ্বিতীয় প্রয়োজন হচ্ছে পোশাক এবং পোশাকের সর্বনিম্ন মাত্রা হলো এমন পোশাক থাকা যা ঠান্ডা ও তাপ থেকে রক্ষা করে এবং শরীরকে ঢেকে রাখে। কিছু ঋষি বলেছেন, "পোশাক এমন হওয়া উচিত যাতে এটি সাধারণ লোকেরা (সাধারণ পোশাক) পরেন এবং এমন পোশাক পরবেন না যা আপনাকে বিখ্যাত করে বা লোকেরা আপনার দিকে তাকাবে"। আবু সুলাইমান আল-দারানী (রহঃ) বলেন, 'পোশাক তিন প্রকার: একটি যা কেবল আল্লাহর জন্য - এটি এমন পোশাক যা [ঐশ্বরিক বিধান অনুসারে] শরীরকে বৈধভাবে ঢেকে রাখে; দ্বিতীয়টি সেই পোশাক যা তার নরমতার জন্য পরিধান করা হয়; এবং তৃতীয়টি হ'ল পোশাক যার উদ্দেশ্য বাইরের সৌন্দর্য এবং অলঙ্করণ। একজন জ্ঞানবাদী বলেছিলেন, "যার পোশাক পাতলা, তার ঈশ্বরের পথও পাতলা (নিছক পোশাক পরার কারণে সে ধর্মীয়তা ও আধ্যাত্মিকতা থেকে বঞ্চিত)"।

তৃতীয় প্রয়োজনীয়তা - আবাসন: এটি একটি সংক্ষিপ্তসার হিসাবে বলা যেতে পারে যে যিনি প্রয়োজনের জন্য [আবাসন] চান, তার প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়। জগতের যে

সমস্ত জিনিস প্রয়োজনের সীমার মধ্যে রয়েছে, তা আল্লাহর (দ্বীন) পথের হাতিয়ার এবং এর মাধ্যম, এবং যে জিনিসগুলি প্রয়োজনের বাইরে যায় তা আল্লাহর পথের বিপরীত। এই নীতিকে সামনে রেখে, আবাসনের উদ্দেশ্য হ'ল একজন গরম, ঠান্ডা এবং বৃষ্টি থেকে সুরক্ষিত থাকে, [গোপনীয়তার কারণে] মানুষের চোখ থেকে দূরে থাকে এবং তাদের ক্ষতি থেকে সুরক্ষিত থাকে। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য একটি ঘরের প্রয়োজন কতটুকু জানা যায়, তার চেয়ে বেশি কী অর্থহীন, এবং সমস্ত অকেজো জিনিস জাগতিকের আদেশে রয়েছে, এবং যে অকেজো জিনিসের সন্ধানকারী বা তাদের জন্য সংগ্রাম করে, সে সংযম থেকে অনেক দূরে।

চতুর্থ প্রয়োজনীয়তা - গৃহস্থালী পণ্য: এর মধ্যে সংযমের অনেক মাত্রা রয়েছে। সর্বোচ্চ ডিগ্রী হলো ঈসা (আঃ) এর অবস্থা যে তাঁর কাছে কেবল একটি চিরুনি এবং একটি বাটি ছিল [তার মোট সম্পত্তি হিসাবে]। একবার একজনকে আঙ্গুল দিয়ে দাড়ি আঁচড়তে দেখে তিনি তার চিরুনি ছুঁড়ে ফেলে দেন। দ্বিতীয়বার যখন তিনি তাকে দেখলেন, তিনি খালি হাতে একটি স্রোতের জল পান করছিলেন [সেগুলি থেকে একটি পেয়ালা তৈরি করছিলেন]। যিশু সেই বাটিটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন কারণ তিনি ভেবেছিলেন যে এর আর দরকার নেই। গৃহস্থালীর প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত পণ্যের অবস্থা এমনই। যে লক্ষ্যের সন্ধান করা হচ্ছে তার জন্য সবকিছুই প্রয়োজন। যদি কোন বস্তুর সাথে কোন উদ্দেশ্য সম্পৃক্ত না থাকে এবং তা ছাড়া কারো চাহিদা পূরণ করা যায়, তবে তা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের জন্য কষ্টের উৎস। যে জিনিসটি একেবারে প্রয়োজন, তার নিম্ন মাত্রা নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত যা এটি উদ্দেশ্যের জন্য যথেষ্ট কিনা তা দেখার জন্য। এর মধ্যে একটি উচ্চ ডিগ্রী হ'ল প্রতিটি কাজের জন্য আলাদা সরঞ্জাম থাকা, তবে সরঞ্জামটি সাধারণ মানের। যদি একই জিনিসের জন্য একাধিক সরঞ্জাম থাকে বা তারা উচ্চ মানের হয়, তবে একজনকে সংযমের সমস্ত বিভাগ থেকে বাদ দেওয়া হবে এবং অকেজো জিনিসগুলিতে জড়িত বলে বিবেচিত হবে।

পঞ্চম প্রয়োজনীয়তা - পরিবার এবং বিবাহ: সত্য হ'ল কিছু পরিস্থিতিতে, বিবাহ না করা শ্রেষ্ঠতর হয় যেমন "বিবাহের বই" (গাজ্জালীর মহান *রচনা "ইহ্যা আল-উলুম আদ-দীন"* বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" এর সামাজিক লেনদেন সম্পর্কিত দ্বিতীয় খণ্ডে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা বর্তমান কাজের জন্য বাদ দেওয়া হয়েছে]। এ ক্ষেত্রে বিয়ে না করাই মানে বিরতি। কিন্তু যখন আকাঙ্ক্ষা প্রাধান্য পায় এবং বিয়ে ছাড়া তা প্রশমিত করা যায় না, তখন বিবাহ ফরজ। এ ক্ষেত্রে বিয়ে না করা মানে বিরত থাকা নয়। তবে যদি বিয়ে না করার মধ্যে কোন দোষ না থাকে, এবং বিবাহের কারণে কারও উপর কোন বিপদ না হয়, তবে কেউ বিবাহ না করে কারণ হৃদয় স্ত্রীর প্রতি ঝুঁকে পড়বে, স্ত্রীর প্রতি তার [হৃদয়ের অনুরাগ] থাকবে এবং হৃদয় আল্লাহর স্মরণে অবহেলা করবে, এই অবস্থায়, বিবাহ না করা বিরত থাকা। যদি কারো এই নিশ্চয়তা থাকে যে, স্বামী-স্ত্রী আল্লাহর স্মরণে অবহেলা করবে না, কিন্তু তবুও সাহচর্য ও সহবাস এড়াতে বিয়ে

করবে না, তবে এটি অবশ্যই সংযম নয়। কারণ সন্তান কেবল মানব জাতির ধারাবাহিকতা এবং ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অনুসারীদের বৃদ্ধির লক্ষ্য নয়, এটি একটি উপাসনার কাজ এবং সহবাসে যে আনন্দ পায় তা ক্ষতিকারক নয়, তবে শর্ত থাকে যে আনন্দই একমাত্র উদ্দেশ্য নয় [যেহেতু এর অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে পাপ থেকে দূরে থাকা, নিজের সতীত্ব রক্ষা করা, বিনয়ী এবং আধ্যাত্মিকতা, ঐশ্বরিক উপাসনার জন্য শক্তি সন্ধান করা, পাপপূর্ণ জিনিসগুলির দিকে তাকানো থেকে দৃষ্টি নিচু করা এবং পরিবারের সেবা করে ঈশ্বরের পথে চলা। এটি এমন একজনের মতো যে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয় কারণ খাওয়া-দাওয়ায় আনন্দ থাকে। এটা স্পষ্ট যে এটি সংযম নয় কারণ এটি মানব দেহকে অপচয় করে (ক্ষতি করে), ঠিক যেমন বিয়ে না করা মানব জাতিকে নষ্ট করে (কারণ মানুষ যদি বিয়ে করা বন্ধ করে দেয় তবে মানব জাতি শেষ হয়ে যাবে)। অতএব, সহবাসের আনন্দ এড়াতে বিয়ে না করা জায়েয নয়। জুনায়েদ (রহঃ) বলেন, 'আমি পছন্দ করি, একজন শিক্ষানবিশ আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর ক্ষেত্রে নিজের হৃদয়কে তিনটি বিষয়ের উপর রাখে না, অন্যথায় একজনের অবস্থা পরিবর্তিত হবে: একটি পেশায়; দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনার সন্ধানে [যেহেতু এই জ্ঞানটি ঐতিহাসিকভাবে প্রতিপত্তি এবং খ্যাতির উত্স হয়ে উঠেছে]; বিয়েতে তৃতীয়"।

ষষ্ঠ প্রয়োজনীয়তা – সম্পদ ও খ্যাতি: এই দুটি জিনিসই পূর্বে উল্লিখিত পাঁচটি চাহিদা পূরণের একটি মাধ্যম। খ্যাতি মানে মানুষের হৃদয় দখল করা, অন্য কথায়, মানুষের হৃদয়ে নিজের জন্য একটি জায়গা তৈরি করা যাতে তারা কারও কর্ম এবং উদ্দেশ্যগুলিতে সহায়তা করতে পারে। খ্যাতি বা মানুষের হৃদয়ে জায়গা করার প্রয়োজনীয়তা হয় সুবিধা অর্জনের জন্য বা ক্ষতি দূর করার জন্য বা কারও অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। যতদূর সুবিধা অর্জনের ক্ষেত্রে, যদি কারও সম্পদ থাকে, তবে সেই উদ্দেশ্যে খ্যাতির প্রয়োজন হয় না কারণ একজন ব্যক্তির সমস্ত চাহিদা পূরণের জন্য মানুষের সেবা পাওয়ার জন্য অর্থ প্রদান করতে পারে, তাদের একজনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকুক বা না থাকুক, তারা অর্থ উপার্জনের জন্য পরিষেবা সরবরাহ করবে। ক্ষতি প্রতিহত করার বিষয়ে, অন্য কথায়, প্রত্যাশিত ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য অভাবী হওয়া এমন একটি দেশে প্রয়োজন যেখানে ন্যায়বিচারের প্রতি আনুগত্য নেই, বা প্রতিবেশীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত যারা একজনের প্রতি অত্যাচারী। যিনি খ্যাতি খুঁজছেন তিনি হলেন ধ্বংসের পথে ভ্রমণকারী। মানুষের হৃদয়ে জায়গা তৈরি করার চেষ্টা না করাই সংযমের উপায়। একজনের নিরন্তর ইবাদত-বন্দি ও আল্লাহর (*দ্বীন)* পথে চলা নিজেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং তাদের হৃদয়ে সম্মান ও মর্যাদা সৃষ্টি করবে এবং মানুষের ক্ষতি ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাবে এবং সকল ধর্মের মানুষ একজনের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধার অনুভূতি বোধ করবে।

এর পরিণতি হ'ল প্রচুর পরিমাণে সম্পদ এবং খ্যাতির প্রয়োজন নিষিদ্ধ নয় বরঞ্চে, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সম্পদ এবং খ্যাতি মারাত্মক বিষ। এই দুটি জিনিসের উপকার কেবল তখনই হয়

যখন তারা প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর (*দ্বীন)* পথকে পবিত্র রাখে এবং সন্দেহজনক বিষয় পরিহার করে, আত্মার মনোবিজ্ঞানের উপর কাজ করে এবং তাকে প্রয়োজনের সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে, সতর্কতা ও বিচক্ষণতার পথে থাকে এবং অবশ্যই পরিত্রাণের জন্য নির্ধারিত দলের অন্তর্ভুক্ত হয়।

অধ্যায় 15- মানুষের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি বিষয়ের উপর ঈশ্বরের ঐক্য, সর্বশক্তিমান এবং পরম শক্তি উপলব্ধি করা এবং ঈশ্বরের প্রতি আস্থা বিকাশ করা

তিনি জানেন যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা, শ্রবণকারী, সর্বপ্রেমময়, দয়ালু, সকল দয়ালু, সর্বদা, যত্নশীল, সর্বব্যাপী এবং একই সাথে নিপীড়িত, দুর্বল, লজ্জিত ও অন্যায়কারীদের পক্ষে উপযুক্ত প্রতিশোধ ও ন্যায়বিচার আদায় করতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। এটি আমাদের অপরিসীম আত্মবিশ্বাস এবং আত্মবিশ্বাস দেয় যে আমরা চূড়ান্তভাবে ভাল হাতে, ঐশ্বরিক সুরক্ষা এবং পরিবেষ্টিততায় রয়েছি, যদিও আমরা যে আপাত পরিস্থিতিতে রয়েছি তা নির্বিশেষে, যদিও এটি মরিয়া, হতাশ এবং নিরুৎসাহজনক বলে মনে হতে পারে, এবং শেষ পর্যন্ত, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে এবং ঐশ্বরিক করুণার কারণে জিনিসগুলি সর্বোত্তম কাজ করবে। প্রভিডেন্স এবং উদারতা। এই আত্মবিশ্বাস এবং আত্মবিশ্বাস এই উপলব্ধি দ্বারা আরও শক্তিশালী হয় যে অন্যায়কারী এবং অত্যাচারীদের আপাত শক্তি কেবল একটি লিশ যা ঈশ্বর তাদের আচরণ পরীক্ষা করার জন্য প্রসারিত করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত, তাদের কর্মের জন্য তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। যারা তাদের হাতের দ্বারা কষ্ট ভোগ করবে তারা ঈশ্বরের দ্বারা সম্মানিত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবে, যদি এই জীবনে না হয়, তবে এই জীবনের পরের সাথে সাথে শুরু হওয়া জীবনে যেখানে ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ এবং শক্তি, যা পূর্বে তাদের আধ্যাত্মিক অন্ধত্বের কারণে পার্থিব জীবনে অনেকের কাছে অস্পষ্ট ছিল, তারা সকলের দ্বারা স্পষ্টভাবে দেখা যায় যারা পূর্বে ঈশ্বরের সৃষ্টির উপর অন্যায় এবং বাড়াবাড়ি করতে সাহসী ছিল। এই অভ্যন্তরীণ অন্ধত্বের কারণে আপাত দায়মুক্তির সাথে।

এই ঐশ্বরিক ঐক্য ও শক্তিতে বিশ্বাস ও প্রত্যয় নম্রতা নিয়ে আসে, যা সহ-মানুষের সঙ্গে আচরণ করার ক্ষেত্রে একটি মৃদু গুণ এবং মানুষ ও জাতির মধ্যে সম্পর্ককে নষ্ট করে এমন ঔদ্ধত্য দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর ফলে, এটি পারস্পরিক শ্রদ্ধা, পারস্পরিক অধিকার এবং দায়িত্বের স্বীকৃতি এবং সাধারণ

কল্যাণের জন্য শান্তি ও সম্প্রীতির সাথে কাজ করার প্রেরণা জোগায়। ব্যক্তিগত স্তরে, এটি হতাশা, হতাশা, দুঃখ, নিম্ন মনোবল থেকে একজনকে বের করে আনে এবং বাধা এবং চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও নিজের সেরা দক্ষতা বজায় রাখার জন্য জীবনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধৈর্যের সাথে একজনকে উদ্বুদ্ধ করে। এটি তার নিজের সীমাবদ্ধতাও দেখায় এবং নিজের জীবনে এবং বৃহত্তর সমাজে যে সমস্ত বিষয় অর্জন করার চেষ্টা করে তার চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা এবং আস্থা রাখে। ঈশ্বরের উপর আস্থা প্রতিকূলতার মুখোমুখি সংকল্পকে দৃঢ় করে, ধৈর্যের সাথে এবং যখন জিনিসগুলি আমাদের ইচ্ছামতো না হয় তখন দুঃখ এবং হতাশা রোধ করে, কারণ সমস্ত বিষয়ের চূড়ান্ত পরিণতি একমাত্র ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে সমস্ত বিষয়ের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব এবং রক্ষণকর্তা হিসাবে। গাজালির চতুর্থ খণ্ড বা চতুর্থাংশ খণ্ডের পঞ্চম গ্রন্থে এই মূল বিষয়টির নিপুণ ও অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ আচরণ "ইহইয়া আল-উলুম আদ-দীন" *বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হচ্ছে*[21]:

জেনে রাখা হোক যে, আল্লাহর উপর ভরসা (*তাওয়াক্কুল*) আল্লাহর (দ্বীন) পথের গন্তব্যস্থলগুলির মধ্যে থেকে একটি গন্তব্য (*মঞ্জিল*) এবং [আল্লাহর] প্রত্যয়ী লোকদের অবস্থানগুলির মধ্যে একটি [আধ্যাত্মিক] স্টেশন (মাকাম) / বরং, এটি ঐশ্বরিক জ্ঞানের (*মারিফা* বা ঘনিষ্ঠতা এবং ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠতা এবং সান্নিধ্য) উচ্চ মাত্রার লোকদের থেকে একটি উচ্চ ডিগ্রি। ঈশ্বরের উপর আস্থা জ্ঞানের দিক থেকে গভীর এবং বিস্তৃত এবং কর্মের দিক থেকে অত্যন্ত কঠিন। এর বোধগম্যতার দিক থেকে, বস্তুগত উপায়ের উপর জোর দেওয়া এবং তাদের উপর আস্থা রাখা, ঈশ্বরের (শিরক) সাথে শরীককে ঐশ্বরিক ঐক্য ও একত্বের (*তাওহীদ*) আরোপ করার সমতুল্য। এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবহেলা করা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পথ ও ঐশ্বরিক বিধানের সমালোচনা করার সমতুল্য। এটি বোধগম্য নয় যে একজনের উপায়গুলির উপর আস্থা রয়েছে এবং সেইসাথে তাদের উপেক্ষা করা হয় [একই সময়ে] (ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস সমস্ত সম্ভাব্য বস্তুগত উপায় ব্যবহার এবং এর জন্য পরিকল্পনা করার সাথে একসাথে চলে, তবে তাদের ফলের জন্য ঈশ্বরের উপর আস্থা এবং নির্ভরতা রয়েছে)।

ঈশ্বরের উপর আস্থার অর্থ বোঝা যাতে এটি ঐশ্বরিক একত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে হয় এবং [একইসঙ্গে] বুদ্ধি এবং ঐশ্বরিক আইনের বিরুদ্ধে নয়, খুব কঠিন এবং সূক্ষ্ম। এর সূক্ষ্মতা ও গোপনতার কারণে, কেবল তাদেরই এর বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত করা যায় যারা জ্ঞানে সমৃদ্ধ

হয়েছে এবং যাদের চোখে সত্যের আলো রয়েছে। অন্যদের এই বিষয়গুলির বাস্তবতা উপলব্ধি করার ক্ষমতা নেই। সত্য পণ্ডিতদের কাছে বাস্তবতা প্রকাশিত হয় [যাদের রহস্যময় আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে] এবং তারা সেগুলি ঈশ্বরের অন্যান্য বান্দাদের কাছে ব্যাখ্যা করে। এই অধ্যায়ে, আমরা প্রথমে একটি ভূমিকা হিসাবে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠত্বগুলি ব্যাখ্যা করব, এবং তারপরে আমরা ঐশ্বরিক একতা [এবং ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস জাগিয়ে তোলার জন্য এর প্রভাব] ব্যাখ্যা করব।

আল্লাহর উপর আস্থার শ্রেষ্ঠত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"আর আল্লাহর উপর ভরসা কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও। (কুরআন, অধ্যায় 5, আয়াত 23)

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট। (কুরআন, অধ্যায় 65, আয়াত 3)

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

নিশ্চয় আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা তাঁর উপর ভরসা করে। (কুরআন, অধ্যায় 3, আয়াত 159)

[আধ্যাত্মিক] অবস্থানের মহত্ত্ব সম্পর্কে কী বলা যেতে পারে যে যে ব্যক্তি অর্জন করে, ঈশ্বরের ভালবাসা অর্জন করে এবং ঈশ্বর একজনের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে ওঠেন! কারণ ঈশ্বর যাকে যথেষ্ট, যাকে ঈশ্বর ভালবাসেন এবং রক্ষা করেন, তিনি অত্যন্ত সফল ব্যক্তি কারণ এই ধরনের [ঈশ্বরের] প্রিয় [ঈশ্বর] শাস্তি পাবে না বা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে এবং পর্দা করা হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে প্রাপ্তি কামনা করে, সে আল্লাহর প্রতি ভরসা ত্যাগ করে। অন্য এক স্থানে আল্লাহ বলেন,

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
(কুরআন, অষ্টম অধ্যায়, আয়াত 49)

অন্য কথায়, তিনি এতটাই পরাক্রমশালী যে যিনি তাঁর আশ্রয়ে আসেন, তিনি এমন ব্যক্তিকে অপমানিত হতে দেন না, যিনি তাঁর দরবারে আবেদন করেন, তিনি কারও আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন না এবং যিনি তাঁর কৌশলের উপর আস্থা রাখেন, তিনি এতে হতাশ হন না। আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। সকল বান্দা তাঁর উপর নির্ভরশীল এবং তাঁর কাছে অভাবী, ঠিক যেমন তোমাদের মতো। এ কারণে, কীভাবে তাদের উপর নির্ভর করা যায়? একটি আয়াতে বলা হয়েছে:

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ

"তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের এবাদত করছ, তারা তোমাদেরকে রিযিক দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। অতএব তাঁরই কাছে রিযিক প্রার্থনা কর এবং তাঁরই ইবাদত কর। (কুরআন, অধ্যায় 29, আয়াত 17)

وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের ভান্ডার সবই আল্লাহর, কিন্তু মুনাফিকরা জানে না। (কুরআন, 63 অধ্যায়, আয়াত 7)

কুরআনে ঐশ্বরিক একত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যায় সাবধান করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপর নির্ভর করা উচিত নয় এবং কেবল এক ও অপ্রতিরোধ্য (যিনি প্রত্যেককে বশীভূত করেন) (আল্লাহর) উপর নির্ভর করা উচিত এবং তার উপর নির্ভর করা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"যে ব্যক্তি আল্লাহর অন্তর্গত, আল্লাহ তাআলা তাকে সকল কষ্ট ও কষ্ট থেকে রক্ষা করেন এবং এমন জায়গা থেকে রিযিক দেন যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। এবং যে জগতের অন্তর্গত হয়, ঈশ্বর এমন একজনকে জগতের কাছে হস্তান্তর করেন [যা একজনকে বিচলিত, উদ্বিগ্ন,

উদ্বিগ্ন, বিভ্রান্ত, হতাশ এবং অস্থির রাখে, যতক্ষণ না কেউ মারা যায়]"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *ইমরান ইবনুল হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত* হাদীস *সংকলন* তাবারানী সাগীর।

"যে ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী হতে চায়, তার উচিত তার সামনে যা আছে তার চেয়ে ঈশ্বরের উপর বেশি ভরসা করা উচিত। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু* আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস *সংকলন* হাকিম *ও* বায়হাকী।

আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছেন, 'যে বান্দা সৃষ্টির পরিবর্তে আমার দড়ি ধারণ করে, আমি তাকে আকাশ ও পৃথিবীর প্রতারণা থেকে মুক্তি দিচ্ছি। হজরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বললেন, আমি এক সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কোথা থেকে খাও? তিনি বললেন, এটা আমার মাথাব্যথা নয়, আমার পালনকর্তাকে জিজ্ঞেস করুন কোথা থেকে তিনি আমাকে খাওয়ান। একজন জ্ঞানবাদী বলেছিলেন, "যখন আমি ঈশ্বরকে আমার তত্ত্বাবধায়ক (*ওয়াকিল)* বানিয়েছিলাম, তখন আমি সমস্ত কল্যাণের পথ খুঁজে পেয়েছিলাম"।

ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসের উৎপত্তির বাস্তবতা যা ঐশ্বরিক একত্ব: এটি জানা উচিত যে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস বিশ্বাসের দরজাগুলির মধ্যে রয়েছে যা জ্ঞান, [অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক] অবস্থা এবং কর্মের সমন্বয়ে গঠিত। অনুরূপভাবে, ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস এই তিনটি জিনিস থেকে অর্জিত হয়: জ্ঞান যা উৎপত্তি, কর্ম যা ফল (ফলাফল), এবং রাষ্ট্র যা ঈশ্বরের উপর আস্থার উদ্দেশ্য।

জ্ঞান: জ্ঞান হচ্ছে আদি বস্তু এবং একে শব্দগতভাবে ঈমান (ঈমান) বলা হয়, কারণ ঈমান মানে নিশ্চিত হওয়া এবং হৃদয়ের প্রতিটি নির্ণয়কে জ্ঞান বলা হয় এবং যদি এই জ্ঞান শক্তিশালী হয়ে ওঠে তবে তাকে প্রত্যয়তা (*ইয়াকিন)* বলা হয়। অনেক ধরনের সার্টিটিউড আছে, কিন্তু এখানে আমরা কেবল সেই ধরনের আলোচনা করব যার উপর আল্লাহর উপর বিশ্বাস নির্ভর করে এবং সেই প্রকারকে বলা হয় *ঐশ্বরিক ঐক্য* ও একত্ব (*তাওহীদ*) যা এই উক্তি দ্বারা বোঝায়:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

"আল্লাহ ব্যতীত তিনি কোন উপাস্য নন, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই।

এই বিবৃতিতে, ঈশ্বরের একত্বের স্বীকারোক্তি রয়েছে এবং এই ধরণের [প্রত্যয়ের] মধ্যে, [সবকিছুর উপর] ঈশ্বরের ক্ষমতার নিশ্চয়তা রয়েছে। এই সাক্ষ্যের মাধ্যমে, ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসের ভিত্তি যে বিশ্বাস পূর্ণ হয়। ঈমানের পরিপূর্ণতার অর্থ হলো, এই উক্তিটি তার হৃদয়ের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য যা তখন প্রভাবশালী বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠবে [জীবনের সমস্ত বিষয়ে ঈশ্বরের উপর এই আস্থা জাগিয়ে - তাদের থেকে উদ্ভূত চিন্তাভাবনা, অনুভূতি, কথা এবং কাজের মধ্যে]। যতদূর *ঐশ্বরিক ঐক্য* এবং একত্বের সাথে সম্পর্কিত, এটি আসল [অন্তর্নিহিত] নীতি।

ঐশ্বরিক একত্বের চার মাত্রা: ঐশ্বরিক ঐক্য ও একত্বের চারটি স্তর (*তাওহীদ*): প্রথম শ্রেণি কার্নেল (কোর), দ্বিতীয় স্থানটি কার্নেলের কার্নেল, তৃতীয়টি অভ্যন্তরীণ ত্বকের এবং চতুর্থটি বাইরের খোলস। আমরা আখরোটের উদাহরণ দিয়ে এটি ব্যাখ্যা করব। এর দুটি চামড়া রয়েছে, তারপরে কার্নেল রয়েছে এবং কার্নেলের ভিতরে তেল রয়েছে যা কার্নেলের কার্নেল হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে। ঐশ্বরিক একত্বের প্রথম স্তরটি হ'ল বান্দা তার لا إله إلا الله জিহ্বা দিয়ে বলে (ঈশ্বর ব্যতীত কোন উপাস্য নেই) কিন্তু তার হৃদয় মুনাফিকদের ঐশ্বরিক একত্বের [সাক্ষ্য] হিসাবে এটি সম্পর্কে অবহেলা করে।

দ্বিতীয় পর্যায় হলো, সাধারণ মুসলমানরা যেমনটি করে থাকে এই উক্তির অর্থ (ঐশ্বরিক ঐক্য ও একত্বের নিশ্চিতকরণের) অর্থ নির্ণয় করা। এটাই সাধারণ মানুষের ঐশ্বরিক একত্ব ও তাদের বিশ্বাস। তৃতীয় স্থানটি হ'ল সত্যের আলোর সাথে, এর অর্থ একজনের দ্বারা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য উন্মোচিত হয় [প্রত্যয়ের অভ্যন্তরীণ রহস্যময় আধ্যাত্মিক চক্ষু দিয়ে]। যারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করেছে তাদের (*মুকাররাবিন* বা জ্ঞানবাদী বা আল্লাহর বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ) তাদের (আধ্যাত্মিক) অবস্থান। এই উন্মোচনের অর্থ হলো, একজন ব্যক্তি অনেক কিছু দেখে এবং তার জ্ঞান অর্জন করে কিন্তু সবকিছুর উৎস ও উৎপত্তিকে এক, অপ্রতিরোধ্য, সর্বশক্তিমান (আল্লাহ) বলে মনে করে। চতুর্থ স্থান হলো, যে ব্যক্তি কেবল সেই এক সত্তার (ঈশ্বর) অস্তিত্বের সাক্ষী হয়, সমস্ত কিছুতে কেবল তাঁর অস্তিত্ব দেখে। যারা ঈশ্বরের নিকটবর্তী হয়েছেন তাদের এটাই ঐশ্বরিক একত্ব (জ্ঞানবাদী)। *সুফিরা* (ঈশ্বরের পথে আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীরা) একে "ফানা *ফি আল-তাওহীদ*" (ঐশ্বরিক একত্ব এবং একত্বে নিম্ন আত্মার ধ্বংস) বলে অভিহিত করে, অন্য কথায়, এই লোকেরা তাদের নিজের নিম্ন সত্তা (*নাফস)* এবং অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টিকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সামনে বিলুপ্ত এবং ধ্বংস বলে মনে করে। প্রথম ব্যক্তি কেবল জিহ্বার মাধ্যমে ঐশ্বরিক ঐক্য এবং একত্বে বিশ্বাসী। দ্বিতীয়ত, ঐশ্বরিক ঐক্য এবং একত্বে বিশ্বাসী ব্যক্তি নিজের হৃদয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই নিশ্চিতকরণের বক্তব্যের অর্থ নির্ধারণ করে, তবে একজনের হৃদয়ে যে বিশ্বাস রয়েছে যা এর বিপরীত, সে সেগুলি খণ্ডন করে না। ঐশ্বরিক ঐক্যের উপর এই ধরনের বিশ্বাস হৃদয়ের একটি গিঁট যা হৃদয়ের আলোকসজ্জা এবং প্রসারণ দেয় না। তৃতীয় স্থান হল ঐশ্বরিক ঐক্য এবং একত্বে বিশ্বাসী যিনি কেবল একজন কর্তাকে প্রত্যক্ষ করেন [তার জীবনে, একজনের চারপাশে এবং জগতে যা কিছু ঘটছে], অন্য কথায়, সত্যের বিষয়টি একজনের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং সে কেবল একজন কর্তাকে দেখতে শুরু করে এবং সে সমস্ত বিষয়ের বাস্তবতা দেখতে শুরু করে [যেমন জ্ঞানের দরজা এবং আলোকসজ্জার নতুন পথ একজনের জন্য উন্মুক্ত হয়]। চতুর্থ স্থান হচ্ছে সেই ব্যক্তির, যে কেবল এক সত্তার সাক্ষী হয়, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন অস্তিত্ব দেখে না, সে জগতের বস্তুকে প্রাচুর্য ও বহুত্বের মাধ্যমে দেখে না বরং ঐক্যের মাধ্যমে সেগুলোকে দেখে। এটাই ঐশ্বরিক ঐক্য ও একত্বের সর্বোচ্চ পদ (*তাওহীদ*)।

ঐশ্বরিক ঐক্য ও একত্বে বিশ্বাসীদের এই চারটি পদমর্যাদা ও [আধ্যাত্মিক] অবস্থান। চতুর্থ (সর্বোচ্চ) পদমর্যাদার ক্ষেত্রে, এটি বাহ্যিক বিষয়ের জ্ঞানের (বহিরাগত জ্ঞান বা "*ইলম মু'আমলা*") এর পরিধির বাইরে [এবং বরং রহস্যময় জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে ("*ইলম আল-মুকাশাফা*" বা আধ্যাত্মিক উন্মোচনের জ্ঞান)], তাই এটিকে এখানে আলোচনার বিষয় করা অর্থহীন [যেহেতু এটি এই বইয়ের উদ্দেশ্য নয়] এবং ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করা (তাওয়াক্কুল)

এর উপর ভিত্তি করে নয়, বরং ঈশ্বরের উপর আস্থার অবস্থা তৃতীয় ধরণের ঐশ্বরিক ঐক্য এবং একত্বের দ্বারা অর্জিত হয়। প্রথম প্রকার হল ভণ্ডামি, দ্বিতীয় প্রকার নিছক নির্ধারণ, এখন কেবল তৃতীয় প্রকারটি অবশিষ্ট রয়েছে, কারণ ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস তার উপর ভিত্তি করে। কারণ আল্লাহর উপর আস্থা রাখার জন্য কেবল হৃদয়ের নিশ্চিন্তেকেই যথেষ্ট নয়, বরং আধ্যাত্মিক উন্মোচন (*কাশফ)* এবং সাক্ষ্য (মুশাহাদা*)* আবশ্যক।

ঐশ্বরিক ঐক্য ও একত্বের তৃতীয় স্তর হলো, এই বিষয়টি আপনার কাছে উন্মোচিত হয় যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন কর্তা নেই এবং সৃষ্টি, জীবিকা, দান, আটকে রাখা, জীবন, মৃত্যু, ঐশ্বর্য, দারিদ্র্য ইত্যাদির মতো বিষয়গুলি যে কোনও নাম দেওয়া যেতে পারে, তাদের স্রষ্টা এবং উদ্ভাবক একমাত্র ঈশ্বর এবং ঈশ্বর ব্যতীত আর কেউ নন। যখন এই বিষয় তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হবে, তখন তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো দিকে তাকাবে না, তোমরা কেবল আল্লাহকে ভয় করবে, তোমরা কেবল আল্লাহর কাছ থেকে আশা করবে, তোমরা কেবল আল্লাহর উপর নির্ভর করবে, তোমরা কেবল আল্লাহর উপর নির্ভর করবে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ নয়, কারণ তিনিই কর্মকারী, তিনিই সৃষ্টিকর্তা। আর তিনিই উদ্ভাবক। তিনি ব্যতীত অন্য সকল অস্তিত্ব পরাজিত ও পরাধীন এবং তাদের সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের আধিপত্যের মধ্য থেকে একটি ক্ষুদ্র কণাও সরাতে পারে না। যখন কারও জন্য আধ্যাত্মিক উন্মোচনের দরজা খুলে যায়, তখন [আধ্যাত্মিক] সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে সেগুলো আরও বেশি করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হৃদয়ের অধিকারীর সাথে কলমের কথোপকথন

এখন আমরা ঈশ্বরের উপর আস্থা (তাওয়াক্কুল) ব্যাখ্যা করার জন্য একটি কলমের উদাহরণ দেব। একজন আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী (*সালিক*) যার হৃদয় ঈশ্বরের আলোতে আলোকিত হয়েছিল, তিনি একটি কাগজ দেখেছিলেন যা আগে সাদা ছিল কিন্তু পরে কালো হয়ে গিয়েছিল [এতে লেখার কারণে]। তিনি কাগজটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মুখ কালো হয়ে গেল কেন? উত্তরে তিনি বলেন, 'আপনার এই প্রশ্নটি ন্যায্যতার উপর ভিত্তি করে নয়। আমি নিজে আমার মুখ কালো করিনি। কালি জিজ্ঞাসা করুন। এটি কালি পাত্রে বাস করছিল যা তার আবাসস্থল ছিল। অতঃপর কালি তার দেশ ছেড়ে চলে গেল এবং আমার মুখকে তার গন্তব্যে পরিণত করল এবং অত্যাচার ও শক্তি নিয়ে আমার উপর বসবাস করতে এসেছিল"। আধ্যাত্মিক পরিভ্রমণকারী বললেন, 'আপনি সত্য বলছেন'। তারপরে তিনি কালিটি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কাগজটি কালো করলেন কেন?" তিনি বলেন, 'আপনারা আমার প্রতি ন্যায়বিচার করেননি। আমি প্রশান্তির সাথে কালি পাত্রে বসে ছিলাম এবং এটি থেকে বেরিয়ে আসার কোনও ইচ্ছা ছিল না। কলম তার অশুভ লোভের কারণে আমাকে অত্যাচার করেছিল এবং আমাকে আমার দেশ (বাড়ি বা বাসস্থান) ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিল, আমাকে গৃহহীন করেছিল, আমার

ঐক্য ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং আমাকে এই সাদা মাঠে (কাগজে) ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছিল এবং আমাকে ধ্বংস করেছিল। তাই আমার পরিবর্তে কলম চাইতে হবে। আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী বললেন, "আপনি সত্য বলছেন", তারপর কলমকে এর অত্যাচার সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কেন আপনি কালি তার দেশ থেকে বের করে দিয়েছিলেন এবং এটিকে তার প্রিয়জনদের কাছ থেকে আলাদা করেছিলেন? তিনি বলেন, 'হাত ও আঙুলের কাছে জিজ্ঞেস করা উচিত। আমি কেবল একটি সবুজ নল (ডালপালা) আকারে স্রোতের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। একজন লোক আমার কাছে ছুরি নিয়ে এসেছিল, আমার চামড়া খুলে ফেলেছিল, আমার জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলেছিল, আমাকে শিকড় থেকে টেনে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলেছিল। তারপরে তিনি একটি টুকরো নিলেন, এটি খোদাই করেছিলেন, তার মাথা কেটে [এটি সংকীর্ণ করার জন্য], তারপরে আমাকে তিক্ত এবং কালো কালিতে ডুবিয়ে রেখেছিলেন। তিনি আমার কাছ থেকে পরিষেবা নেন এবং আমাকে আমার মাথার উপর হাঁটতে বাধ্য করেন। ইতোমধ্যে তার হাতে আমার পুরো শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। এখন আপনি আমার আঘাতের উপর আপনার প্রশ্নের লবণ ছিটিয়ে দিচ্ছেন যাতে আরও বেশি প্রদাহ হয়। তাই আমার কাছ থেকে দূরে থাকুন এবং সেই ব্যক্তিকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করুন যিনি আমাকে পা এবং হাত ছাড়াই তৈরি করেছেন। আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী কলমের সত্যতা নিরূপণ করে হাতকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন আপনি কলমকে এত অত্যাচার করছেন যে এটি আপনার নিজের ইচ্ছার জন্য ব্যবহার করার ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে?" হ্যান্ড উত্তর দিলেন, "আমি কেবল মাংস, হাড় এবং রক্তের সংমিশ্রণ। আপনি কি এমন কোনও মাংসের টুকরো দেখেছেন যা অত্যাচার করতে সক্ষম, বা এমন একটি দেহ যা নিজে থেকে চলাফেরা করে? আমি কেবল একটি রাইডিং মাউন্ট যার উপর একজন আরোহী আরোহণ করা হয়। সেই আরোহীকে যোগ্যতা (*কুদরাহ্*) বলা হয়। সেই আরোহী আমাকে চারপাশে ঘুরিয়ে দেয় এবং আমাকে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য করে। আপনি কি দেখেছেন যে গাছ এবং পাথরগুলি তাদের জায়গা থেকে নিজে থেকে সরে না যতক্ষণ না কেউ তাদের সরিয়ে নেয়? আমার হাত এবং মৃত মানুষের হাত তাদের আকৃতি এবং আকারে একই রকম দেখায়। তাহলে কী ব্যাপার যে মৃত মানুষের হাত কলম তুলে নেয় না, কিন্তু আমার হাত তা তুলে নেয়। এ থেকে জানা যায়, কলমের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। এই প্রশ্নটি আপনার যোগ্যতাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। আমি কেবল একটি অশ্বারোহী মাউন্ট যাকে একজন আরোহী তার চাবুকের শক্তি দিয়ে এগিয়ে যেতে বাধ্য করে"।

আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী হাত থেকে উত্তর বিশ্বাস করে এবং ক্ষমতাকে জিজ্ঞাসা করে, "হাত ব্যবহার করার অধিকার আপনার কী? আপনি কেন এটি আপনার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন এবং কেন আপনি এটিকে সরানোর জন্য বাধ্য করেন? এবিলিটি উত্তর দিল, "আমাকে দোষ দিও না। প্রায়শই, দোষারোপকারী ব্যক্তি নিজেই দোষারোপ করার যোগ্য এবং যাকে দোষারোপ করা হয় সে নির্দোষ বলে প্রমাণিত হয়। আমার অবস্থা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হয়নি। আপনি কি করে বলতে পারেন যে আমি হাত চালিয়ে কিছু ভুল করেছি? আমি তার নড়াচড়ার আগেই এটি (হাত) চালিয়েছিলাম তবে আমি চুপচাপ ঘুমিয়ে ছিলাম। আমার নীরবতা এবং ঘুমের অবস্থা এমন ছিল যে লোকেরা আমাকে মৃত বা বিলুপ্ত বলে মনে করত। অন্য কথায়, আমি নিজে সক্রিয় ছিলাম না এবং অন্য কিছু নড়াচড়া করিনি যতক্ষণ না একজন বার্তাবাহক (প্ররোচনাকারী) এসে আমাকে প্রেরণ করেছিলেন এবং আমাকে সেই কাজ করতে বাধ্য

করেছিলেন যার জন্য আপনি আমাকে নিন্দার লক্ষ্য করছেন। এর আদেশ অমান্য করার মতো শক্তি আমার মধ্যে ছিল না। আমি বাধ্য হয়েছিলাম তার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে। সেই রাসূলের নাম *ইরাদাহ।* আমি কেবল তার নাম এবং তার ক্রিয়া দ্বারা এটি জানি যে একদিন এটি আমাকে আক্রমণ করেছিল এবং আমার গভীর ঘুম থেকে আমাকে জাগিয়ে তুলেছিল এবং আমাকে হাতটি সরাতে বাধ্য করেছিল। আমি তার আদেশ অনুযায়ী কাজ করা ছাড়া আর কোনো উপায় খুঁজে পাইনি।

আধ্যাত্মিক পরিভ্রমণকারী বললেন, 'আপনি সত্য বলছেন'। তারপরে তিনি অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কী হয়েছিল যে আপনি শান্ত এবং সন্তুষ্ট ক্ষমতাকে বিঘ্নিত করেছিলেন [যা সুপ্ত ছিল] এবং এটিকে সরে যেতে বাধ্য করেছিলেন যাতে আপনার আদেশ পালন করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না?" উদ্দেশ্য উত্তর দিল, "আমাকে দোষারোপ করতে এত তাড়াহুড়ো করো না। এটা হতে পারে যে আমি এটি করতে বাধ্য হয়েছি এবং আপনি বিনা কারণে আমাকে দোষারোপ করছেন। আমি নিজে নিজে উঠতে পারিনি, তবে আমাকে উঠতে বাধ্য করা হয়েছিল। আমি নিজে থেকে জেগে উঠিনি, বরং আমি একটি বিশাল এবং অপ্রতিরোধ্য শক্তি দ্বারা জাগিয়ে তুলেছি, অন্যথায়, আমি খুব শান্ত ছিলাম এবং আমার জায়গায় ছিলাম। বুদ্ধির জিহ্বায় জ্ঞানের দূত হৃদয়ের প্রাঙ্গণ থেকে আমার কাছে এসে আমাকে ক্ষমতা জাগ্রত করার আদেশ দিলেন। তাই বাধ্যবাধকতার কারণে আমি সামর্থ্যকে জাগ্রত করেছি। আমি জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা পরাজিত এবং বশীভূত হয়েছি এবং আমি জানি না আমার কোন অপরাধের জন্য, আমাকে জ্ঞান ও বুদ্ধির অধীনস্থ করা হয়েছে এবং তাদের অধীনস্থ ও বাধ্য ঘোষণা করা হয়েছে। এই পরাক্রমশালী দূত আমার কাছে না আসা পর্যন্ত আমি শান্ত ও শান্তিপূর্ণ ছিলাম। এখন ইনি আমার শাসক, সে ন্যায়সঙ্গত হোক বা অত্যাচারী, আমি তার আদেশ মানতে বাধ্য হয়েছি। যখন সে আমাকে কোন বিষয়ে আদেশ দেয়, তখন তার বিরোধিতা করার মতো শক্তি আমার থাকে না। আমি আমার নিজের জীবনের শপথ করে বলছি যে, যখন কোন বিষয়ে উদ্বিগ্ন ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়, তখন আমি চুপ করে থাকি, কিন্তু আমার মনোযোগ সেদিকেই থাকে। যখন এটি একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়, তখন আমি আমার প্রকৃতির দাবি দ্বারা বাধ্য হই এটি মেনে চলার এবং ক্ষমতা জাগ্রত করার জন্য। এখন আপনার জ্ঞান চাওয়া উচিত এবং আপনার সমালোচনা আমার কাছ থেকে দূরে রাখা উচিত।

আধ্যাত্মিক পরিভ্রমণকারী বললেন, "আপনি সত্য বলছেন", তারপর জ্ঞান, বুদ্ধি এবং হৃদয়ের দিকে ঝুঁকলেন এবং তাদের নিন্দা করেছিলেন যে তারা প্ররোচনা দেওয়ার জন্য অভিপ্রায়কে বশীভূত করার জন্য। বুদ্ধি উত্তর দিয়েছিল, "আমি এমন একটি প্রদীপ যা নিজে জ্বালানি (আলোকিত) করা হয়নি তবে অন্য কেউ আমাকে আলোকিত করেছে"। হার্ট উত্তর দিয়েছিল, "আমি এমন একটি ট্যাবলেট যা নিজে ছড়িয়ে পড়েনি তবে অন্য কেউ আমাকে ছড়িয়ে দিয়েছে"। জ্ঞান বলেছিল, "আমি এমন একটি শিলালিপি যা বুদ্ধির প্রদীপ জ্বালানোর পরে হৃদয়ের ফলকের শুভ্রতার উপর ছাপা হয়। আমি নিজে খোদাই করি না, কিন্তু অন্য কেউ আমার উপর খোদাই করে। তাই আমার গায়ে যে কলম খোদাই করা আছে, সেই কলমটি জিজ্ঞেস করুন। এই সংগ্রামের পরে, আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী এমন কোনও উত্তর খুঁজে পায় না যা একজনকে সন্তুষ্ট করবে যাতে কেউ এতে সন্তুষ্ট হতে পারে। অতএব, আধ্যাত্মিক

পরিভ্রমণকারী বিভ্রান্ত এবং বিচলিত হয়ে বলেন, "আমি দীর্ঘ সময় ধরে এই পথ পাড়ি দিয়ে চলেছি এবং অনেক গন্তব্য অতিক্রম করে এখানে এসেছি। পথে যাদের সঙ্গে দেখা হয়, আমিও একই প্রশ্ন করেছি। সবাই আমাকে অন্য কারো হাতে তুলে দিয়েছে। যদিও, আমি এই সংগ্রামে খুশি ছিলাম কারণ প্রতিটি উত্তর যুক্তিসঙ্গত এবং হৃদয়কে প্রত্যয়ী করেছিল, তবে এই শেষ উত্তরটি আমার বোধগম্যতার বাইরে। জ্ঞান বলে, 'আমি এমন একটি শিলালিপি যা কলমের ডগা থেকে অস্তিত্বে এসেছে', যদিও কলম নল দিয়ে তৈরি, ফলক লোহা বা কাঠ দিয়ে এবং শিলালিপি কালো বা লাল কালি দিয়ে এবং প্রদীপ আগুনে জ্বালানো হয়। এখানে আমি ট্যাবলেট, ল্যাম্প এবং শিলালিপির কথা শুনছি যদিও আমি সেগুলির কোনওটিই দেখতে পাচ্ছি না। এর উত্তরে জ্ঞান বলে, 'তোমাদের পুঁজি (সম্পদ) কম এবং তোমাদের (ভ্রমণের জন্য) রিজিক সীমিত, তোমাদের যাত্রা দুর্বল এবং আপনি যে পথে ভ্রমণ করেন তার অসংখ্য বিপদ রয়েছে। সেজন্য আপনার জন্য ভালো যে আপনারা এই পথ ছেড়ে অন্য পথ বেছে নিন, কারণ আপনি এর জন্য যোগ্য নন। যে কোনও কিছুর জন্য যোগ্য, তাকে সেখানে পৌঁছানোর উপায় সরবরাহ করা হয়। আপনি যদি সত্যিই এই পথে ভ্রমণ সম্পন্ন করতে চান তবে এটি খুব মনোযোগ সহকারে শুনুন:

তিনটি রাজ্য: মনে রাখবেন, আপনার এই যাত্রার জন্য তিনটি ক্ষেত্র রয়েছে। একটি হলো আলম *আল-মুলক ওয়া আস-শাহাদার* রাজ্য যা *ঐশ্বরিক* সর্বশক্তিমান ও শক্তির আবির্ভাবের রাজ্য নামেও পরিচিত। কাগজ, কালি, কলম, হাত ইত্যাদি একই রাজ্যের অন্তর্গত। আপনি ধীরে ধীরে এসব জিনিস থেকে এগিয়ে গেছেন। দ্বিতীয়ত, ফেরেশতার জগৎ (*আলম আল-মালাকুত*) যা আমার পরে আসে (অর্থাৎ জ্ঞান)। যখন তুমি আমাকে ছাড়িয়ে যাবে, তখন তুমি এই রাজ্যের গন্তব্যে পৌঁছাবে। আমি জানি না, আপনি কীভাবে তাদের মধ্যে নিরাপদ থাকবেন। তৃতীয়টি হচ্ছে পরম *ঐশ্বরিক* বিশালতা বা সার্বভৌমত্বের রাজ্য (আলম *আল-জাবারুত*)। আপনি এর প্রথম তিনটি গন্তব্য অতিক্রম করেছেন, অর্থাৎ ক্ষমতা, উদ্দেশ্য এবং জ্ঞান। এই রাজ্যটি প্রথম দুটি রাজ্যের মধ্যে একটি মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে হাঁটে সে *আলম আল-মুলক ওয়া আস-শাহাদা* (বা সর্বশক্তিমান ও শক্তির আবির্ভাবের রাজ্য) এ হাঁটে।

ফেরেশতার রাজত্বের সূচনা (*আলম আল-মালাকুত*): ফেরেশতাদের রাজ্যের সূচনা হলো আপনি সেই কলমকে প্রত্যক্ষ করেন যা হৃদয়ের ফলকে লেখে এবং সেই প্রত্যয়টি অর্জন করে যার সাথে পানির উপর হাঁটা সম্পন্ন হয়। আপনি নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী শুনেছেন যখন তাঁকে বলা হয়েছিল যে, ঈসা (আঃ) পানির উপর হেঁটে যেতেন, তিনি বলেছিলেন:

لَوِ ازْدَادَ يَقِينًا لَمَشَى عَلَى الْهَوَاءِ

'যদি তার আরও প্রত্যয়তা থাকত, তবে তিনি বাতাসে হাঁটতেন'।

জ্ঞানের এই ভাষণ শুনে আধ্যাত্মিক পরিভ্রমণকারী বলেছিলেন, "আমি আমার অবস্থা নিয়ে বিভ্রান্ত। আপনি যে পথ দেখিয়েছেন তার বিপদ দেখে আমার হৃদয় কেঁপে ওঠে। আমি নিশ্চিত নই যে আপনি যে বিশাল বিপজ্জনক ভূখণ্ড দেখিয়েছেন তা আমি অতিক্রম করতে পারব কিনা। আপনি কি কলমের কোনও ইঙ্গিত সম্পর্কে আমাকে জানাতে পারেন?" জ্ঞান বলল, "এর একটি

ইঙ্গিত (চিহ্ন) রয়েছে এবং তা হল যে আপনি আপনার চোখ খুলুন, তাদের আলো একসাথে সংগ্রহ করুন এবং আমার দিকে তাকান। আপনি যদি সেই কলমটি দেখেন যা হৃদয়ের ফলকে একটি বিবৃতি লিখতে ব্যবহৃত হয়, তবে আপনাকে ফেরেশতার রাজ্যের যোগ্য বলা হবে (*আলম আল-মালাকুত*), কারণ যে ব্যক্তি পরম *ঐশ্বরিক* আকাঙ্ক্ষা বা *ঐশ্বরিক* সার্বভৌমত্বের রাজ্য (*আলম আল-জাবারুত*) থেকে ফেরেশতার রাজ্যে অগ্রসর হয়, সে সেই কলমটি দেখতে শুরু করে! এ কারণে, যখন নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর তাঁর নবুয়তের শুরুতে নিম্নোক্ত পবিত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল, তখন তিনি কলমটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন:

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾

عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

"পড়ুন, আর তোমার পালনকর্তা পরাক্রমশালী ও সম্মানিত যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে এমন জিনিস শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানে না। (কুরআন, অধ্যায় 96, আয়াত 3-5)

আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী বলেছিলেন, "আমি আমার চোখ খোলা রেখেছি এবং খুব মনোযোগ দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি কিন্তু [এখনও] সেই কলম বা ট্যাবলেটটি দেখিনি। যদি আমি কোন কলম দেখে থাকি তবে সেগুলো হল বহিরাগত কলম যা লেখার জন্য ব্যবহৃত হয়। জ্ঞান বলল, 'তুমি যা বলছ তা অদ্ভুত! আপনি কি শুনেননি যে বাড়ির মালিক যেমন থাকেন, বাড়ির জিনিসপত্রও তেমনই থাকে? তুমি কি জান না যে, আল্লাহর সত্তা অন্য কোন প্রাণীর অনুরূপ নয়? তাঁর হাত অন্য হাতের মতো নয়, তাঁর কলম অন্য কলমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়, এবং তাঁর বাক্যের সাথে অন্য কোনও কথার মিল নেই। এগুলি *ঐশ্বরিক* বিষয় এবং এগুলি ফেরেশতার রাজ্যের সাথে সম্পর্কিত। ঈশ্বর কোনও দেহ নন এবং তিনি কোনও জায়গার ভিতরে নেই, যখন অন্য সমস্ত জিনিস দেহ এবং তাদের স্থানে রয়েছে। তার হাত মাংস বা রক্ত ও হাড় নয়, অন্য হাতের বিপরীতে যা মাংস, রক্ত এবং হাড়ের সংমিশ্রণ। তার কলম নল দিয়ে তৈরিও নয় এবং তাঁর ফলক কাঠের তৈরিও নয়। তাঁর বক্তৃতা অক্ষর বা শব্দ দ্বারা তৈরি নয় বা তাঁর চিহ্ন ছাপ দিয়ে তৈরি নয় এবং তাঁর কালি রঞ্জক দ্বারা গঠিত নয়। আপনি যদি বিষয়গুলি বাস্তবে যেমন দেখেন তেমন না দেখেন, তবে আপনার ঘাটতি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, পূর্ণাঙ্গ মানুষ হলেন তিনি, যিনি ঈশ্বরকে ঊর্ধ্বে বিবেচনা করেন এবং কোন দেহ থেকে পবিত্র হন এবং অভাব তারাই যারা তাঁর দেহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তোমরা এই দুই দলের মাঝখানে আছ, তোমরা এখানে বা সেখানকার নয়। আমাকে বলুন কিভাবে আপনি ঈশ্বরকে দেহ ও মানবিক গুণাবলী থেকে মুক্ত করেছেন? আপনি কেমন ভাবে তাঁর বাণীকে কোন অক্ষর ও শব্দহীন বলে মনে করেছেন? আপনি তাঁর হাত, কলম এবং ট্যাবলেট সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে দৃশ্যমান দেহের অনুরূপ বলে মনে করে, সে কেবল একটি সাদৃশ্য তৈরি করছে এবং যে ব্যক্তি এটিকে একটি অভ্যন্তরীণ অর্থ হিসাবে ব্যাখ্যা করে যা কেবল অন্তর্দৃষ্টির চোখে প্রত্যক্ষ করা হয়, তবে এটি একটি ইঙ্গিত যে কেউ

ঈশ্বরকে এই [মানব] সাদৃশ্যের উপরে বিবেচনা করে এবং ঐশ্বরিক মহিমা ও প্রশংসার পথে ভ্রমণকারী। এখন একজনকে পথে হাঁটতে হবে এবং অন্তরমন দিয়ে ঐশ্বরিক আদেশগুলি শুনুন, যাতে কেউ ঐশ্বরিক আলোকসজ্জার বিদ্যুতের পথ খুঁজে পেতে পারে।

যখন আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী এই অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ বক্তৃতা শুনলেন, তখন তিনি তার ভুলগুলি সম্পর্কে অবহিত হন এবং বুঝতে পারেন যে একজন [দেহের সাদৃশ্য] এবং ঐশ্বরিক মহিমা করার মধ্যে স্থগিত রয়েছে। এই উপলব্ধির সাথে সাথে, নিজের হৃদয়ে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল এবং যেহেতু কারও হৃদয়ের [আলোকিত] প্রদীপটি এমন বিশুদ্ধ এবং ক্ষীণ তেল ছিল যা আগুন ছাড়াও জ্বলতে প্রস্তুত ছিল, তাই যখন জ্ঞানের আগুন তার কাছে পৌঁছেছিল, তখন তা আলোর উপর আলোতে পরিণত হয়েছিল। এটি দেখার পরে, জ্ঞান আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীকে বলেছিল, "এই সুযোগটি ব্যবহার করুন এবং আপনার চোখ খুলুন, সম্ভবত আপনি হেদায়েত পাবেন"। অতএব, একজন ব্যক্তি তার চোখ খুলে দেয় এবং ঈশ্বরের কলম তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য সহ এমন একজনের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিল যা ঈশ্বরের মহিমা অর্জনের জন্য অপরিহার্য। এটি নল দিয়ে তৈরি হয় না, কাঠ দিয়ে বা এর ধারালো প্রান্ত দিয়ে তৈরি হয় না। মানুষের হৃদয়ে নানা ধরনের জ্ঞান লেখায় ব্যস্ত। এর ডগা প্রতিটি হৃদপিণ্ডের উপরিভাগে থাকে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে এর কোনও টিপ নেই। আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী এটি দেখে বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, "প্রকৃতপক্ষে, জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে সর্বোত্তম সঙ্গী [কারণ এটি ছাড়া আমরা সবাই অজ্ঞ]। আল্লাহ তাকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন। কলমের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য আমাকে জানিয়েছিল, সেগুলি সবই দৃশ্যমান হয়ে উঠল। এখন সেই কলম আমার কাছে অন্য কলমের মতো নেই। এর পরে, আধ্যাত্মিক পরিভ্রমণকারী জ্ঞানকে বিদায় জানান এবং তাকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেছিলেন, "আমি দীর্ঘদিন আপনার সাথে ছিলাম, এখন আমার দৃঢ় সংকল্প রয়েছে যে আমি কলমের কাছে গিয়ে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব"।

আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী এবং কলমের মধ্যে কথোপকথন: অতএব, আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী কলমের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে কলম! কেন আপনি সর্বদা মানুষের হৃদয়ে জ্ঞান লিখতে থাকেন যতক্ষণ না এই জ্ঞানগুলি উদ্দেশ্যকে প্ররোচিত করে, এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং স্বেচ্ছাসেবী কাজ করা হয়? কলম বললেন, 'আপনি কি ঐশ্বরিক সর্বশক্তিমান ও শক্তির রাজ্যে যা দেখেছেন তা ভুলে গেছেন (*আলম আল-মুলক ওয়া আস-শাহাদা*)? আপনি কলম থেকে যে প্রতিক্রিয়া শুনেছেন তা কি উপেক্ষা করেছেন? আমার যতদূর মনে আছে, এটি [হৃদয়ে] লেখার দায়িত্ব গ্রহণ করেনি, বরং এটি ঈশ্বরের কাছে স্থগিত করেছিল". আধ্যাত্মিক পরিভ্রমণকারী বলেছিলেন, "আমি তা ভুলে যাইনি, বা কলমের প্রতিক্রিয়াও উপেক্ষা করিনি"। পেন বললেন, 'তুমি কি শুনেনি যে, আল্লাহ তাআলা আদমকে তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন? রাজার ডান হাত থেকে আমার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা উচিত। আমি তাঁর নিয়ন্ত্রণে আছি, তিনিই আমাকে চালিত করেন, আমি তাঁর নিয়ন্ত্রণে আছি। অর্থাৎ আল্লাহর কলম ও মানুষের কলমের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যদি কোনও পার্থক্য থাকে তবে এটি কেবল বাহ্যিক চেহারার মধ্যে পার্থক্য। আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "রাজার ডান হাত বলতে কী বোঝায়?" পেন উত্তর দিলেন, "এর অর্থ হল নীচের আয়াতে যা উল্লেখ করা হয়েছে:

وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطْوِيَّٰتُۢ بِيَمِينِهِۦ

"আর আকাশমণ্ডল তাঁর ডান হাতে আবৃত হবে। (কুরআন, 39 অধ্যায়, 67 আয়াত)

অনুরূপভাবে তাঁর ডান হাতে কলমও রয়েছে, তিনি যেমন ইচ্ছা সেভাবে ঘুরে বেড়ান।

আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর ডান হাতের দিকে যাত্রা: এই কথোপকথনের পরে, আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী ডান দিকে [ঐশ্বরিক প্রভিডেন্সের হাতে] ভ্রমণ শুরু করেছিলেন। সেখানে একজন আশ্চর্যজনক মনকে বিস্ময়কর বিস্ময়কর বিস্ময় দেখেছিল। তুলনামূলকভাবে কলমের একটি ভগ্নাংশও ছিল না। এই আশ্চর্যগুলি এমন ছিল যে সেগুলি শব্দে ব্যাখ্যা করা যায় না, বরং যদি সেগুলি হাজার হাজার বইয়ে ব্যাখ্যা করা যায় তবে এর শতভাগের ভাগও ব্যাখ্যা করা যায় না। সংক্ষেপে, এটি ডান হাত তবে অন্যান্য ডান হাতের মতো নয়। এর একটি বাহু রয়েছে তবে অন্যান্য বাহুর মতো নয়। এর আঙ্গুল রয়েছে তবে তাদের অন্যান্য আঙ্গুলের সাথে সামান্যতম সাদৃশ্য নেই। আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী কলমটি ডান হাতে নড়াচড়া করতে দেখেন, তারপর বুঝতে পেরেছিলেন যে কলম যা প্রকাশ করেছে তা সবই সঠিক। বাস্তবে এ সবই ডান হাতের খেলা। অতএব, আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী ডান হাতকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন এটি কলমের চারপাশে ঘুরে বেড়ায় এবং সে উত্তর দেয়, "আমার প্রতিক্রিয়া ঐশ্বরিক সর্বশক্তিমান ও শক্তির (*আলম আল-মুলক ওয়া আস-শাহাদা)* [বা এই দৃশ্যমান, বস্তুগত জগৎ] এর আবির্ভাবের রাজ্য থেকে হাত দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছিল, অন্য কথায়, এটি এই আন্দোলনকে ক্ষমতার জন্য দায়ী করেছে (*কুদরাহ)*). আমিও একই কথা বলি- এটা সামর্থ্যের খেলা। এই কথা শুনে আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী সেই ক্ষমতার কাছে গেলেন, যেখানে তিনি এমন আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখেছিলেন, তিনি এর আগে তাদের একটি ভগ্নাংশও দেখেননি। আতঙ্কিত একজন জিজ্ঞেস করল, "ডান হাত নাড়াচ্ছ কেন? এবিলিটি উত্তর দিল, "আমি কেবল একটি বৈশিষ্ট্য, আপনি এই বৈশিষ্ট্যের ধারককে (মালিক) জিজ্ঞাসা করুন - যিনি এই বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত হয়েছেন - সর্বশক্তিমান। শুধুমাত্র এই বৈশিষ্ট্যের ধারকই আপনাকে কারণ সম্পর্কে অবহিত করতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যটি কেবল তার ধারকের অধীন"। এই প্রতিক্রিয়া শুনে আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী পরম ক্ষমতাধর (ঈশ্বর) কে জিজ্ঞাসা করার সাহস করে নিজের পা ঘুরিয়ে দেওয়ার কাছাকাছি ছিল, [কিন্তু] একজনকে [সত্যের পথে] নিজের পায়ের দৃঢ়তা দেওয়া হয়েছিল এবং পরম শক্তিমানের দরবারের ডাক শুনতে পেয়েছিল:

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ

"তিনি যা-ই করেন না কেন, কেউ তাঁকে প্রশ্ন করতে পারে না, অথচ অন্য সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে [তারা যা করে]। (কুরআন, অধ্যায় 21, আয়াত 23)

এই কথা শুনে আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী কাঁপতে ও বিস্মিত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। একজনকে দীর্ঘদিন ধরে এর দ্বারা আক্রান্ত করা হয়েছিল। যখন কেউ জ্ঞান ফিরে পেল, তখন একজন বলল, হে আল্লাহ! আপনি সমস্ত অসিদ্ধতা, ত্রুটি, দোষ এবং দুর্বলতার ঊর্ধ্বে উন্নত। তোমার মহিমা অসাধারণ! আমি আপনার কাছে অনুতপ্ত হই এবং কেবল আপনার উপর বিশ্বাস করি

এবং এই বাস্তবতায় বিশ্বাস করি যে আপনি শক্তিশালী মহিমান্বিত শাসক, এক এবং একমাত্র, অপ্রতিরোধ্য, প্রভাবশালী এবং পরাক্রমশালী। আমি তুমি ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করি না এবং তুমি ব্যতীত অন্য কারও জন্যও আমার প্রত্যাশাও নেই। আমি আপনার হিসাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আপনার গ্রহণযোগ্যতার জন্য আপনার ক্রোধ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমার সামনে কোন পথ নেই এই ব্যতীত যে আমি আপনার কাছে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করি যে, হে আল্লাহ! আমার হৃদয় খুলে দাও, যাতে আমি তোমাকে চিনতে পারি। আমার জিহ্বার গিঁট খুলে দাও, যাতে আমি তোমার প্রশংসা ও মহিমা করতে পারি। এই দোয়ার (প্রার্থনা) জবাবে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ঘোষণা আসে, "সাবধান! আর এগোবেন না! মহিমা ও প্রশংসায় লোভী হবেন না! আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদতে যাও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তিনি তোমাকে বাধা দেন তা থেকে বিরত থাক। এবং তিনি আপনাকে যা বলতে চান তা বলুন। দেখুন, তিনি (রাঃ) আল্লাহর দরবারে এই দোয়া করেছিলেন:

سُبْحَانَكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

'তোমার মহিমা হোক! আপনি সমস্ত অসিদ্ধতা, ত্রুটি, দোষ এবং দুর্বলতার ঊর্ধ্বে উন্নত। আমি আপনার পুরোপুরি প্রশংসা করতে পারি না। তুমি যেমন নিজের প্রশংসা করেছ, তেমনি তুমি!"

আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী অনুরোধ করেছিলেন, "হে বিশ্বজগতের প্রভু! যদি জিহ্বাকে এই সীমা অতিক্রম করতে না দেওয়া হয়, তবে হৃদয় কি আপনার জ্ঞানের প্রতি লোভ থাকতে পারে?" উত্তর এলো, "আপনি কি জ্ঞানবাদীদের ছাড়িয়ে যেতে চান! সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানবাদী (*সিদ্দিক আল-আকবার) [*আবু বকর (আবু বকর) এর নিকট যান, যিনি সকল নবীর পরে ঐশ্বরিক সান্নিধ্য এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছেন] এবং তাঁর অনুসরণ করুন। তিনি কি বলেছেন তা কি তোমরা শুনেনি?

الْعَجْزُ عَنْ دَرْكِ الْإِدْرَاكِ إِدْرَاكٌ

'উপলব্ধি উপলব্ধি করতে না পারাটাই উপলব্ধি'।

আমার সান্নিধ্য থেকে তোমাদের অংশ এই যে, তোমরা আমার উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত হয়েছ। *জালাল* ও ঐশ্বরিক সৌন্দর্য *প্রত্যক্ষ করার মতো শক্তি তোমার নেই*।

এই কথা শোনার পর আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী যে পথে যাচ্ছিলেন সেই পথে ফিরে গেলেন। কলম, জ্ঞান, উদ্দেশ্য ও সামর্থ্য ইত্যাদি থেকে যে প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করা হোক না কেন, সে তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করে বলত, "আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমি এই পথে একজন অপরিচিত (নতুন) ছিলাম। যে অপরিচিত সে [নতুন অঞ্চলে] আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছি, এটা আমার দোষ আর অজ্ঞতা। আমি এখন আপনার অজুহাত সম্পর্কে অবহিত হয়েছি এবং এখন এই বাস্তবতার সাথে পরিচিত হয়েছি যে সমস্ত রাজ্য [ঐশ্বরিক সর্বশক্তিমান ও শক্তির আবির্ভাবের রাজ্য (*আলম আল-মুলক ওয়া আস-শাহাদা),*

ফেরেশতার রাজ্য ('*আলম আল-মালাকুত*) এবং পরম বিশালতা বা ঐশ্বরিক সার্বভৌমত্বের রাজ্য (*আলম আল-জাবারুত*)], কেবল অপ্রতিরোধ্য একের আদেশ প্রয়োগ করা হয়। তোমরা সকলেই তাঁর চলাফেরা দ্বারা চালিত হও এবং তাঁর সর্বব্যাপী শক্তি দ্বারা পরাজিত ও পরাধীন হও। তিনিই সর্বপ্রথম (*আল-আউয়াল*), *তিনিই সর্বশেষ* (আল-আখীর), *তিনিই প্রকাশিত* (আল-জহির), *তিনিই গোপন* (*আল-বাতিন*)।

প্রথম ও শেষ, প্রকাশিত ও গোপনের মধ্যে দ্বন্দ্ব: যখন আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী ঐশ্বরিক সর্বশক্তিমান ও ক্ষমতার আবির্ভাব (*আলম আল-মুলক ওয়া আস-শাহাদা*) বা দৃশ্যমান জগতের রাজ্যের অধিবাসীদের কাছে এই বিবরণগুলি ব্যাখ্যা করেছিলেন, তখন তারা বিস্মিত হয়েছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করতে শুরু করেছিলেন, "এটি কীভাবে হতে পারে যে তিনিই প্রথম এবং শেষ, গোপন এবং প্রকাশিত কারণ এই গুণাবলী একে অপরের বিপরীত? যিনি প্রথম, তিনি শেষ হবেন না, এবং যিনি গোপন আছেন, তিনি প্রকাশিত হবেন না। এর উত্তর হল, "তিনি সকল অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে, কারণ সমস্ত অস্তিত্ব তাঁর সত্তার আদেশে অস্তিত্বে এসেছে। তিনিই সর্বশেষ, কারণ যারা (আধ্যাত্মিক) পথ অতিক্রম করে, তাদের জন্য তিনিই তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য। যদি তারা পথে এক গন্তব্য থেকে অন্য গন্তব্যে অগ্রসর হয়, তবে তাদের পথ এবং যাত্রার চূড়ান্ত পরিণতি তাঁর সত্তার মধ্যে রয়েছে। এইভাবে, তিনিই সাক্ষ্যপ্রাপ্ত হওয়ার সর্বশেষ ব্যক্তি কিন্তু অস্তিত্বে প্রথম। এমনই তাঁর অবস্থা অদৃশ্য ও প্রকাশ্য। যারা তাদের পঞ্চইন্দ্রিয় ব্যবহার করে দৃশ্যমান জগতে (প্রথম জগত) বসবাস করে তাঁকে উপলব্ধি করতে চায়, তারা তাদের জন্য লুকিয়ে আছেন। যারা তাদের অন্তরের আলোর আলোকে তাঁকে অন্বেষণ করে, তিনি তাদের জন্য প্রকাশিত হয়েছেন। এটি কর্মে ঐশ্বরিক ঐক্য ও একত্বের বাস্তবতার বাস্তবতার বাস্তব তাৎপর্য। অন্য কথায়, যাদের উপর বাস্তবতা প্রকাশিত হয়েছে যে প্রকৃত কর্তা কেবল এক সত্তা, তাদের জন্য, এটি তাদের ঐশ্বরিক ঐক্য এবং একত্ব [অর্জন] করার পদ্ধতি।

ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখার অবস্থা এবং ক্রিয়াকলাপ

ঈশ্বরের উপর আস্থার [আধ্যাত্মিক] স্টেশনটি জ্ঞান, রাষ্ট্র এবং কর্ম দ্বারা গঠিত। জ্ঞানের কথা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। এখন এই অবস্থা সম্পর্কে শুনুন যে বাস্তবে ঈশ্বরের উপর আস্থা রয়েছে। জ্ঞানই তার উৎপত্তি এবং কর্মই তার ফল (ফলাফল)। এটা জানা উচিত যে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ট্রাস্টিশিপ থেকে আসে, অন্য কথায়, একজন নিজের কাজ অন্য কারও কাছে অর্পণ করে এবং কারও উপর আস্থা রাখে। যাকে নিজের কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে ট্রাস্টি, যিনি কাজ হস্তান্তর করেছেন তাকে অর্পণ করা বলা হয় কিন্তু শর্ত এই যে, অর্পণকারীর উপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে এবং কাউকে অযোগ্য বলে মনে করে না। অতএব, বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির হৃদয়ে, ট্রাস্টের উপর আস্থা থাকা উচিত। জাগতিক বিবাদে নিযুক্ত আইনজীবীদের একই অবস্থা

রয়েছে। অতএব, যদি কেউ আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগের অভিযোগ করে বা অন্যায়ভাবে আপনার মালিকানাধীন কোনও জিনিস কেড়ে নেয় তবে আপনি এই নিপীড়নের অবসানের জন্য একজন আইনজীবী নিয়োগ করেন, যিনি বিচারকের আদালতে আপনার কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠেন এবং আপনাকে অভিযুক্ত (বাদী) অবিচার ও প্রতারণা থেকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেন।

আপনি চারটি বিষয়ে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত আপনাকে আপনার আইনজীবী (ট্রাস্টি) এবং ট্রাস্টিশিপে সন্তুষ্ট হিসাবে বিবেচনা করা হবে না: প্রথমটি হ'ল ট্রাস্টির উচ্চ স্তরের দিকনির্দেশনা রয়েছে [আপনার জন্য সঠিক কাজটি করার জন্য], দ্বিতীয়টি হ'ল [আপনার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করার জন্য ট্রাস্টির] ক্ষমতা, তৃতীয়টি উচ্চ স্তরের বাগ্মিতা [আপনার মামলার পক্ষে সমর্থন করার ক্ষেত্রে], এবং চতুর্থতটি হ'ল [ট্রাস্টির] সম্পূর্ণ স্নেহ এবং উদারতা [আপনার প্রতি]। গাইডেন্স প্রয়োজন যাতে ট্রাস্টি প্রতারণার জায়গাগুলি সম্পর্কে সচেতন হন যে কেউ সূক্ষ্মতা দেখতে পায় যা সুস্পষ্ট নয় [এবং আপনার জন্য বিপদ ডেকে আনে]। যোগ্যতা ও শক্তি প্রয়োজন যাতে ট্রাস্টি পূর্ণ সাহসের সাথে সত্য ঘোষণা করতে পারে এবং কিছু করতে দ্বিধা না করে [ট্রাস্টিকে যে বিষয়টি অর্পণ করা হয়েছে] করতে দ্বিধা করবেন না, কাউকে ভয় না পান, কারও কাছ থেকে লজ্জা না পান এবং কাপুরুষতা না থাকেন। প্রায়শই, ট্রাস্টি অন্য পক্ষের প্রতারণার কারণ খুঁজে বের করে তবে ভয়, কাপুরুষতা, লজ্জা বা অন্য কোনও কারণে এটি প্রকাশ করতে সক্ষম হন না এবং সত্য ঘোষণায় দুর্বল হয়ে পড়েন। বাগ্মিতা প্রয়োজন যাতে একজন ট্রাস্টি কার্যকরভাবে [নিজেকে] প্রকাশ করতে পারে যা এক ধরণের ক্ষমতা, যদিও এটি জিহ্বার সাথে সম্পর্কিত। বাগ্মিতার মাধ্যমে, একজন মানুষ হৃদয়ের বিষয়গুলি এমনভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হয় যাতে শ্রোতা মুগ্ধ হয়, অন্যথায়, এটি প্রয়োজনীয় নয় যে কোনও ব্যক্তি বিরোধী পক্ষের প্রতারণা আবিষ্কার করার পরে এটি প্রকাশ করতে পারে এবং সত্যকে এমনভাবে মৌখিক করতে পারে যা শ্রোতাকে বিশ্বাস করতে পারে। স্নেহ প্রয়োজন যাতে ট্রাস্টি (আইনজীবী) অর্পণকারী ব্যক্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারে এবং একজনের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু করা থেকে বিরত না থাকে। কারণ কেবল প্রতারণামূলক যুক্তি সম্পর্কে সচেতন হওয়া, সত্য প্রকাশের ক্ষমতা থাকা এবং বাগ্মিতার মুক্তো ছড়িয়ে দেওয়াই মামলার সাফল্যের জন্য যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ না ট্রাস্টি অর্পণকারী ব্যক্তির সত্তা এবং পরিস্থিতির প্রতি আগ্রহ না রাখে এবং তাদের বিষয়গুলিকে নিজের বলে মনে করে। যদি অর্থ উপার্জন একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে ট্রাস্টি যত্ন নেবেন না যে অর্পণকারী ব্যক্তি বিজয়ী বা পরাজিত হয়েছেন কিনা বা কেউ তার অধিকার অর্জন করেছেন বা সেগুলি হারান কিনা।

যদি অর্পণকারী ব্যক্তির এই চারটি বিষয়ের মধ্যে একটিতে সন্দেহ থাকে এবং ট্রাস্টিকে উক্ত বিষয়ে দুর্বল মনে করে বা প্রতিপক্ষের ট্রাস্টিকে তার নিজের ট্রাস্টির তুলনায় চারটি বিষয়ে অধিক শক্তিশালী মনে করে, তবে কেউ তার নিজের ট্রাস্টির (আইনজীবী) উপর সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি এবং আস্থা রাখতে পারে না। কেউ নিজের হৃদয়ে সর্বদা সন্দেহ এবং দ্বিধাগ্রস্ত থাকবে এবং নিজের ট্রাস্টির কাছ থেকে সেই দোষ দূর করার চেষ্টা করবে যাতে বিরোধী পক্ষের সুবিধা দূর করা যায়। চারটি বিষয়ে অর্পণকারী ব্যক্তি যতটুকু তার ট্রাস্টির উপর বিশ্বাস রাখে, ততটুকু ব্যক্তির হৃদয়ে আস্থা ও সন্তুষ্টি থাকবে [যে সে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করবে]। যতদূর মানুষের বিশ্বাস এবং

অনুমানগুলি সম্পর্কিত, তারা তাদের শক্তি এবং দুর্বলতায় এক নয়, বরং অবর্ণনীয় পার্থক্য রয়েছে। অতএব, এটি আশ্চর্যজনক নয় যদি [একজন ট্রাস্টিকে] অর্পণকারী লোকেরা তাদের বিশ্বাস [বা বিশ্বাসের স্তর] এবং ফলস্বরূপ [ট্রাস্টির উপর] আস্থা এবং সন্তুষ্টির মধ্যে বিশাল অসঙ্গতি থাকে। এটা হতে পারে যে ট্রাস্টির উপর কারও ভরসা না থাকে, অন্যের বিশ্বাস এমন স্তরে পৌঁছে যায় যেখানে কোনও দুর্বলতা অবশিষ্ট থাকে না।

আপনি এখন এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিশ্বাসের বাস্তবতা জানতে পারবেন এবং তা থেকে আল্লাহর উপর আস্থা (*তাওয়াক্কুল)* অনুমান করতে পারবেন। ঈমানের (*ইতিকাদ)* এবং আধ্যাত্মিক উন্মোচনের মাধ্যমে যদি আপনার অন্তরে এটি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে যায় যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কার্যকারী নেই। এই বিশ্বাস রাখুন যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অবস্থা ও অবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত এবং তাদের জন্য যথেষ্ট হতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম, তাঁর করুণা আসমান ও ভূমন্ডলের সকল সৃষ্টিকে ও প্রতিটি কণাকে পরিবেষ্টিত এবং তাদের মধ্যে সর্বত্র অন্তর্ভুক্ত (ব্যতিক্রম ছাড়াই)। এই বিশ্বাস রাখুন যে, তাঁর সামর্থ্য ও ক্ষমতার কোন সীমাবদ্ধতা নেই, তাঁর জ্ঞানের কোন সীমাবদ্ধতা নেই, তাঁর উদারতা ও উদারতার কোন সীমাবদ্ধতা নেই, যার বাইরে কোন উদারতা ও উদারতা নেই। যদি ঈশ্বর সম্পর্কে এই সমস্ত বিশ্বাস এবং চিন্তাভাবনা আপনার মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত থাকে, তবে আপনি অবশ্যই তাঁর উপর বিশ্বাস রাখবেন এবং প্রতিটি পরিস্থিতি এবং অবস্থায় তাঁর উপর আপনার মনোযোগ থাকবে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও প্রতি মনোযোগ দেবেন না, না আপনার নিজের সত্তার উপর, না আপনার নিজের শক্তি এবং শক্তির উপর, কারণ কোনও শক্তি নেই। আল্লাহ ব্যতীত অন্য শক্তি।

ঈশ্বরের উপর আস্থা না থাকার কারণ: যদি কারো হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি এই আস্থার অবস্থা না থাকে তবে এর দুটি কারণ থাকতে পারে - হয় চারটি বিষয়ের মধ্যে একটি [বা একাধিক] সত্যতা দুর্বল হবে অথবা কারণ হতে পারে হৃদয়ের দুর্বলতা, কাপুরুষতা এবং উদ্বিগ্ন চিন্তা। কখনও কখনও, প্রত্যয় দুর্বল হয় না, তবে কুসংস্কার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করে এবং [ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখার দিকে] অন্তরের মেজাজে ঘৃণা এবং ত্রুটি তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন বুদ্ধিমত্তা ব্যক্তিকে কবরে (দাফনের আগে) বা মৃত ব্যক্তির ঘর বা বিছানায় মৃতদেহ নিয়ে শুয়ে থাকতে বলা হয়, তবে সে কখনো তা মেনে নেবে না, যদিও সে খুব ভালো করেই জানে যে, মৃতদেহ পাথরের মতো প্রাণহীন ও নিশ্চল এবং ক্ষতি করার ক্ষমতা তার নেই। আর মৃত্যুর পর কাউকে জীবিত করা আল্লাহর পথ নয়, অথচ আল্লাহ পুনরুত্থিত করার ক্ষমতা রাখেন। এটা ঠিক যেমন ঈশ্বর লেখকের হাতের কলমকে সাপে পরিণত করেন না, বা বিড়ালকে সিংহে রূপান্তরিত করেন না, যদিও তিনি কলমকে সাপে এবং একটি বিড়ালকে সিংহে রূপান্তরিত করতে সক্ষম। এ থেকে জানা যায় যে, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির এই নিশ্চয়তা আছে যে, মৃত ব্যক্তি কোন ক্ষতি করতে পারে না, কিন্তু তবুও মৃতদেহ তার বিছানায় রেখে ঘুমাতে বা তার সাথে কবরে একা একটি রাত কাটাতে রাজি হয় না, যদিও অন্য কোন প্রাণহীন বস্তুর ভয় থাকে না। প্রকৃতপক্ষে, এটি কাপুরুষতা এবং ভয় এবং এটি এক ধরণের দুর্বলতা। খুব কম মানুষই এই ধরনের দুর্বলতা থেকে মুক্ত। কিছু লোক ক্রমশ কাপুরুষ হয়ে ওঠে যে তাদের কাপুরুষতা একটি রোগের রূপ ধারণ করে এবং তারা একা থাকার নিছক কল্পনায় আতঙ্কিত হয়, মৃতের সাথে একা থাকার কথা ভুলে যায়।

সন্তুষ্টি এবং প্রত্যয়: এই আলোচনার পরিণতি হ'ল ঈশ্বরের উপর আস্থার পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্য, হৃদয় এবং প্রত্যয় উভয়ের শক্তি প্রয়োজন, তখনই হৃদয় সন্তুষ্টি এবং শান্তি পায়। তখন কেবল প্রত্যয়ের শক্তিই যথেষ্ট নয় এবং হৃদয়ের শক্তি না হওয়া পর্যন্ত এটি কেবল তৃপ্তির উৎস নয়। প্রকৃতপক্ষে, হৃদয়ের তৃপ্তি এক জিনিস এবং প্রত্যয়টি অন্য (পৃথক) জিনিস। কখনও কখনও নিজের শংসা থাকে, কিন্তু সন্তুষ্টি থাকে না। এর অর্থ হ'ল যে একজনের প্রত্যয় আছে, কিন্তু [নিজের চোখে সত্যকে প্রত্যক্ষ করে] যে তৃপ্তি এবং প্রশান্তি পাওয়া যায় তা সেখানে নেই। প্রাথমিকভাবে, প্রত্যয়ন সন্তুষ্টি সৃষ্টি করে না তবে এটি ধীরে ধীরে শান্তিতে আত্মা গঠন করে (*নাফস আল-মুতমাইন্না)* [অর্থাত্, নিম্ন আত্মা তার মৌলিক আকাঙ্ক্ষা এবং নেতিবাচক গুণাবলীর সাথে, এমন একটি আত্মায় রূপান্তরিত হয় যা ঈশ্বরের সাথে শান্তিতে থাকে এবং সমস্ত ভাল যা পূর্বে অকল্পনীয় ছিল]। অনেকে এমন হয় যে তাদের সার্টিটিউড নেই কিন্তু সন্তুষ্টি থাকে, যেমন যারা ভুল ও ক্ষতিকর বিশ্বাসের অনুসরণ করে যার উপর তাদের কোন প্রত্যয়তা নেই, কিন্তু তারপরও তাদের ভুল ও ক্ষতিকর বিশ্বাসের বিপরীতে সবকিছুর প্রতি একগুঁয়েমি এবং অবজ্ঞার কারণে তাদের সাথে সন্তুষ্ট থাকে। এ থেকে জানা যায় যে, কাপুরুষতা ও ধৃষ্টতা মানুষের মেজাজের অংশ এবং তাদের উপস্থিতিতে প্রত্যয়টি কাজে আসে না। এটিও ঈশ্বরের প্রতি আস্থার বিরোধিতা করার অন্যতম কারণ হ'ল বিশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় উপরোক্ত চারটি বিষয়ের মধ্যে একটি [বা একাধিক] সত্যতা দুর্বল। যখন প্রত্যয় ও সন্তুষ্টির সমস্ত কারণকে একত্রিত করা হয় [বিশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় চারটি বিষয় সহ], তখন একজন ঈশ্বরের প্রতি পরম প্রত্যয় বিকাশ লাভ করে [এবং তাই তাঁর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখে]।

ঈশ্বরের উপর আস্থার তিনটি মাত্রা: পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে, ঈশ্বরের উপর আস্থা এবং ঈশ্বরের উপর আস্থার বাস্তবতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখন আমরা এই রাষ্ট্রের ডিগ্রি ব্যাখ্যা করব। ঈশ্বরের উপর মোট তিনটি ডিগ্রী আস্থা রয়েছে যা ঈশ্বরের উপর আস্থার রাষ্ট্রের শক্তি বা দুর্বলতার উপর ভিত্তি করে। প্রথম ডিগ্রী হ'ল যা এখনই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, অর্থাত্, একজন বান্দার (মানুষের) আস্থা হ'ল ঈশ্বর তার ট্রাস্টির (বা একজন ক্লায়েন্টের নিজের আইনজীবীর উপর বিশ্বাসী) বিশ্বাসের মতো। দ্বিতীয় ডিগ্রী যা প্রথমটির চেয়ে উচ্চতর তা হ'ল ঈশ্বরের সাথে বিশ্বাসী ব্যক্তির অবস্থা মায়ের সাথে একটি শিশুর মতো - একটি শিশু তার মা ব্যতীত অন্য কাউকে জানে না এবং চিনে না, বা কেউ মা ব্যতীত অন্য কারও কাছে অনুরোধ করে না বা অন্য কারও উপর আস্থা রাখে না। একটি শিশু যখন তার মাকে দেখে, তখন সে তাকে আঁকড়ে ধরে, এমনকি যদি সে আঘাত করে, তবুও শিশুটি তার মধ্যে আশ্রয় চায়, যদি তার উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে কিছু ঘটে তবে শিশুর ঠোঁটে কেবল মায়ের নাম আসে (অর্থাত্, শিশু কেবল মায়ের জন্য কাঁদে), কেবল মায়ের চিন্তা শিশুর হৃদয়ে আসে এবং মায়ের আলিঙ্গনই শিশুর একমাত্র আশ্রয়। একটি শিশুর মায়ের যত্ন, পর্যাপ্ততা এবং স্নেহের উপর সম্পূর্ণ আস্থা এবং প্রত্যয় রয়েছে যা উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত নয়। একটি শিশুর যতটুকু বিচক্ষণতা ছিল, শিশু তা উপলব্ধি করে। মনে হচ্ছে মায়ের আত্মবিশ্বাস এবং প্রত্যয় শিশুর স্বভাব হয়ে উঠেছে। তবে শিশুকে যদি এই অভ্যাস বা প্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তবে সে এটি ব্যাখ্যা করতে পারে না বা কারও মনে এর খুঁটিনাটি আনতে পারে না।

যার হৃদয় ঈশ্বরের দিকে মনোনিবেশ করে, এমন একজনের দৃষ্টি কেবল তাঁর দয়ার উপর থাকবে এবং তাঁর দান এবং উদারতার উপর আস্থা রাখবে। তার প্রতি মানুষের প্রতি এমন গভীর ভালোবাসা (*ইশক*) থাকবে যা একটি শিশুর তার মায়ের প্রতি থাকে। প্রকৃতপক্ষে, তিনিই ঈশ্বরের উপর ভরসা করেন। একটি শিশুর তার মায়ের উপরও আস্থা থাকে। এই (দ্বিতীয়) ডিগ্রী [ঈশ্বরের উপর আস্থা] এবং পূর্ববর্তী (প্রথম) ডিগ্রির মধ্যে পার্থক্য হ'ল যে এই ডিগ্রিতে রয়েছে সে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসের এমন অনুশীলনকারী যে এই আস্থায় একজন বিলুপ্ত (বিলুপ্ত) হয়ে যায়। এমন ব্যক্তি ঈশ্বরের উপর আস্থার বাস্তবতার দিকে ঝুঁকে পড়ে না, বরং একজন কেবল সেই ব্যক্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে [এবং মনোযোগী] হয় যে সত্তার উপর আস্থা রাখা হয়, তিনি ব্যতীত অন্য কারও জন্য এমন ব্যক্তির হৃদয়ে কোনও জায়গা অবশিষ্ট থাকে না, যখন ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখার প্রথম মাত্রায় একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখার চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টা এবং সংগ্রামের মাধ্যমে ঈশ্বরের উপর আস্থার একজন ব্যক্তি এবং দ্বিতীয় ডিগ্রিতে একজন তার সহজাত প্রকৃতির দ্বারা বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি। প্রথম ডিগ্রিতে একজন ঈশ্বরের উপর আস্থার ক্ষেত্রে বিলুপ্ত হয় না কারণ এই ধরনের ব্যক্তি ঈশ্বরের উপর নিজের বিশ্বাসের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং সচেতনভাবে এটি সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং এটি যাকে বিশ্বাস করা হচ্ছে (ঈশ্বর) তার দিকে তাকানোর ক্ষেত্রে একটি বাধা।

ঈশ্বরের প্রতি আস্থার তৃতীয় মাত্রা যা সর্বোচ্চ মাত্রাও রয়েছে, তা হ'ল বিশ্বাসী ব্যক্তি, কারও গতিবিধি এবং ঈশ্বরের সামনে স্থিরতায়, একজন স্নানকারীর হাতে মৃত ব্যক্তির মতো [যিনি দাফনের আগে মৃতদেহ ধুয়ে ফেলেন], অন্য কথায়, নিজের নিম্ন সত্তাকে মৃত বলে মনে করে যা চিরন্তন ক্ষমতা (ঈশ্বর) দ্বারা ঘুরে বেড়ায় ঠিক যেমন একটি মৃতদেহ ইচ্ছামতো সরানো হয় স্নানকারী। এমন একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির এই দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে যে, আন্দোলন, ক্ষমতা, অভিপ্রায়, জ্ঞান এবং সকল গুণাবলীর উৎস কেবল এক সত্তা এবং সবকিছু তার ইচ্ছা ব্যতীত [তার সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায়] জন্মগ্রহণ করে। এই ব্যক্তিটি অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটার জন্য অপেক্ষা করছে এবং সে শিশুর থেকে আলাদা যে তার মায়ের পিছনে ছুটে যায়, তার পোশাক টেনে নেয়, তাকে অনুরোধ করে, যখন এই ব্যক্তিটি সেই শিশুর মতো যার এই প্রত্যাশা থাকে যে তার মা নিজে একটি জিনিসের সন্ধানে বেরিয়ে যাবে, যদি কেউ তার পোশাক ধরে না রাখে। তবুও সে শিশুটিকে কোলে তুলে নেবে, যদি বাচ্চা খাবার না চায়, তবুও সে উদ্যোগ নেবে এবং তা সরবরাহ করবে। ঈশ্বরের প্রতি আস্থার এই মাত্রা প্রয়োজন যে বিশ্বাসী ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রভিডেন্স এবং মনোযোগের উপর আস্থা রাখে, নিজের জন্য কিছু চায় না এবং এই প্রত্যয়টি রয়েছে যে তিনি জিজ্ঞাসা না করেও দান করবেন, বরং যা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, তিনি নিজেই তার চেয়ে ভাল দান করেন। অতএব, তিনি ইতিমধ্যে অগণিত আশীর্বাদ দিয়েছেন না যে কেউ তাদের সন্ধান করে বা তাদের অধিকার পাওয়ার কোনও অধিকার নেই। এটি সর্বশেষ এবং সর্বোচ্চ ডিগ্রী [ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসের] প্রয়োজনীয়তা এবং দ্বিতীয় ডিগ্রী একজনকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে তাদের তিন ডিগ্রী : যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে তাদের তিনটি ডিগ্রী রয়েছে। প্রথম ডিগ্রিটি আধ্যাত্মিক অভিজাত এবং জ্ঞানবাদীদের অন্তর্গত, যারা কোনও বিধান গ্রহণ না করে, দুর্গম, নির্জন জায়গা এবং জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় এবং ঈশ্বরের

উপর নির্ভর করে। ইতিমধ্যে, যদি তারা জঙ্গলে এমন কিছু খুঁজে পায় যা তাদের পেট ভরে তুলবে, তবে তারা তা গ্রহণ করে, অন্যথায়, তারা অধ্যবসায়ী থাকবে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে একমত হবে। কখনও কখনও তাঁরাও অনাহারে থাকেন, যাঁরা তাঁদের সঙ্গে জিনিসপত্র নিয়ে যান যা হয় হারিয়ে যেতে পারে, বা শেষ হয়ে যেতে পারে, অথবা তারা ভুল পথে চলে যান এবং তাদের রসা-পত্র শেষ হয়ে যায়। মৃত্যু একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা; এটা তাদের জন্য আসে যাদের রিযিক আছে এবং যাদের রিযিক নেই, তাদের জন্য, সুতরাং আল্লাহর রিযিকের উপর নির্ভর করে মৃত্যুবরণ করা উত্তম।

দ্বিতীয় ডিগ্রী হ'ল নিজের বাড়ি বা এমন কোনও জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকা যা এমন একটি শহর বা গ্রামে যেখানে মানুষের জনসংখ্যা রয়েছে এবং সেখানে বসবাস করার সময়, একজন ঐশ্বরিক স্মরণ এবং ধ্যানে নিয়োজিত থাকে। এই ডিগ্রীটি প্রথম ডিগ্রির চেয়ে কম, তবে এটি ঈশ্বরের উপর আস্থাও রাখে কারণ একজন ঈশ্বরের প্রভিডেন্সের উপর আস্থা রাখার জন্য অর্থনীতি এবং জীবিকার বাহ্যিক উপায়গুলি আলাদা করে রাখে এবং এই নিশ্চিত থাকে যে ঈশ্বর গোপন উপায়ে একজনের চাহিদা পূরণ করবেন। এই ব্যক্তির দৃষ্টি শহর বা গ্রামের মানুষের উপর নয়, বরং সত্তার উপর রয়েছে, যিনি শহরের লোকদের জীবিকা নির্বাহ করেন। এটাও ঈশ্বরের কৃপা যে তিনি মানুষকে এমন একজনের প্রতি মনোযোগ দিতে এবং তাদের দেখাশোনা করতে বাধ্য করেন।

তৃতীয় ডিগ্রী হচ্ছে ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকা, বরং বাইরে যাওয়া উচিত এবং জীবিকা অর্জনের বইয়ে উল্লিখিত সমস্ত শর্ত (গাজ্জালীর মহান *রচনা "ইহ আল-উলুম আদ-দ্বীন*" বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন") দ্বারা জীবিকা নির্বাহের জন্য সংগ্রাম করা উচিত। এই ধরনের ব্যক্তি ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা এবং বিশ্বাসের সীমার বাইরে থাকবেন না এই শর্তে যে কেউ তার পর্যাপ্ততা, ক্ষমতা, মর্যাদা বা দক্ষতার উপর নির্ভর করবে না কারণ এই জিনিসগুলি এক মুহূর্তে চলে যেতে পারে, পরিবর্তে, একজনের দৃষ্টি প্রকৃত সরবরাহকারীর দিকে যিনি এই জিনিসগুলি রক্ষা করেছেন এবং একজনের জন্য জীবিকার উপায় সহজ করেছেন। আল্লাহর তুলনায় রাজার হাতে কলমের মতো উপার্জনের জন্য নিজের যথেষ্টতা, সামর্থ্য ও শক্তি বিবেচনা করা উচিত। রাজার সহযোগীদের চোখ তাঁর কলমের উপর নয়, তাঁর হৃদয়ের উপর যে তিনি কী চিন্তা করবেন এবং তিনি কার দিকে মনোযোগ দেবেন এবং সিদ্ধান্ত নেবেন।

যে ব্যক্তি নিজের সন্তানদের জন্য বা গরীব ও অভাবগ্রস্তদের জন্য ব্যয় করার জন্য উপার্জন করে, সে সেই ব্যক্তি যে নিজের শরীর থেকে উপার্জন করে কিন্তু নিজের হৃদয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয় [যে কোন ধরনের জাগতিক বা জাগতিক আসক্তির প্রতি]। এমন ব্যক্তির অবস্থা তার চেয়ে উত্তম এবং প্রশংসনীয় যে কেবল বাড়িতে বসে থাকে [কিছু না করে]। এর পক্ষে যুক্তি হ'ল জীবিকা নির্বাহ করা ঈশ্বরের উপর আস্থার বিরুদ্ধে নয় যদি শর্ত পূরণ করা হয় [পার্থিব আসক্তি এবং লোভে আটকা না পড়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য] এবং কেউ ঈশ্বরের জ্ঞান এবং নৈকট্যের যত্ন নেয়।

মহামারীতে আল্লাহর উপর ভরসা করার বিষয়ে উমর (রাঃ) এর ঘটনা

আমরা এখানে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা তুলে ধরবো যাতে আল্লাহর উপর আস্থা আরও স্পষ্ট হয়। একবার তিনি অন্যান্য ভাববাদী সাহাবীদের সাথে সিরিয়া ভ্রমণ করেছিলেন। যখন তিনি দামেস্কের নিকটবর্তী জাবিয়ায় পৌঁছেছিলেন, তখন তারা জানতে পেরেছিলেন যে সিরিয়া মহামারী (বিউবোনিক প্লেগ - একটি সংক্রামক বা সংক্রামক মহামারি রোগ যা মারাত্মক এবং ধ্বংসাত্মক) ছড়িয়ে পড়ার ফলে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়েছিল [যার ফলে সেই অঞ্চলে অনেক মৃত্যু হয়েছিল]। এখন প্রশ্ন উঠেছে তারা সিরিয়ায় প্রবেশ করবে কি না। এই প্রশ্নের ফলে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সাহাবীগণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন [এ ব্যাপারে কি করা উচিত]। একটি দল বলেছে, "বিউবোনিক প্লেগের কারণে আমরা সেখানে যাব না কারণ সেখানে [এই পরিস্থিতিতে] যাওয়া জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার সমান"। অন্য দল বলল, আমরা যাব এবং আল্লাহর উপর ভরসা করব এবং আমাদের জন্য যা কিছু (আল্লাহর) বিধান করা হয়েছে তা আমরা এড়াতে পারব না, আমরা মৃত্যুকে ভয় করব না এবং এমন লোকদের দলে অন্তর্ভুক্ত হব না যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ

"তুমি কি জান না এমন লোকদের কাহিনী যারা মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল এবং তারা হাজার হাজার ছিল। (কুরআন, দ্বিতীয় অধ্যায়, আয়াত 243)

উভয় দল হযরত উমর (রাঃ) এর নিকট এসে এ ব্যাপারে তার মতামত জানতে চাইল। যে দলটি সিরিয়ায় প্রবেশের জন্য জেদ করেছিল তারা বলেছিল, "আমাদের ঈশ্বরের ভাগ্য থেকে পালিয়ে যাওয়া উচিত নয়"। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, হ্যাঁ, আমরা আল্লাহর ভাগ্য থেকে পালিয়ে যাব আল্লাহর ভাগ্যের দিকে। এরপর তিনি একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে বলেন, 'ধরুন তোমাদের কারো কাছে ছাগল ও দু'টি উপত্যকা আছে যা তাদের চারণের জন্য নিয়ে যাবে। এই উপত্যকাগুলির মধ্যে একটি সবুজ এবং অন্যটি শুষ্ক এবং অনুর্বর। যদি এই লোকটি সবুজ উপত্যকা গ্রহণ করে, তবে সে ঈশ্বরের ভাগ্য এবং আদেশে ছাগলগুলিকে চরাতে দেবে এবং যদি সে শুকনো এবং অনুর্বর উপত্যকায় যায়, তবে সে আবার ঈশ্বরের ভাগ্য এবং আদেশে এটি করবে। ভবিষ্যদ্বাণী করা সাহাবীগণ এই কথার সত্যতা নির্ণয় করেন। অতঃপর তিনি আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) কে একজন রাসূলের মাধ্যমে তাঁর কাছে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করলেন। একদিন পরে তিনি এসেছিলেন এবং এই মতপার্থক্যের বিষয়টি তাঁর কাছে উপস্থাপন করা হয়েছিল [তার নিজের মতামতের জন্য]। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

এ ব্যাপারে আমার ধারণা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিহ্বা থেকে যা শুনেছি। হযরত উমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর মহিমা! এ ব্যাপারে যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা উপস্থিত থাকে, তাহলে এ বিষয়ে কোন মতবিরোধের অবকাশ নেই। তিনি কী বলেছেন দয়া করে আমাদের বলুন"। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিহ্বা থেকে এ কথা শুনেছি,

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالْوَبَاءِ فِي أَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهَا

'যদি আপনি শুনতে পান যে কোথাও মহামারী চলছে তবে সেখানে যাবেন না [কারণ আপনি এর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার জন্য দায়বদ্ধ হবেন, ফলস্বরূপ এটি অন্যদের মধ্যে আরও ছড়িয়ে পড়ছে] এবং যদি এটি (মহামারী) এমন কোনও জায়গায় ঘটে (শুরু হয়) যেখানে আপনি ইতিমধ্যে উপস্থিত আছেন তবে এটি থেকে রেহাই পাবেন না [কারণ এর ফলে এটি দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়বে যা এটি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন বা অসম্ভব করে তুলবে]"।

হযরত উমর (রাঃ) এ ভবিষ্যদ্বাণীর বর্ণনা শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং এই বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণীর দিকনির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তিনি জাবিয়া থেকে সমস্ত নবী সাহাবীকে তাঁর সাথে ফিরিয়ে আনলেন। (এই ঐতিহ্য এবং পুরো ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *সহীহ বুখারী*)

এখানে লক্ষণীয় যে, সকল ভবিষ্যদ্বাণী সাহাবী *তাওয়াক্কুল* (আল্লাহর উপর আস্থা) না করার বিষয়ে একমত হয়েছিলেন [একটি ভয়াবহ মহামারী সম্পর্কিত বিষয়ে। এর ব্যাখ্যা হল যে তারা কেবল "ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করি" বলে নয়, তারপরে মহামারী অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল, পরিবর্তে, তারা ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করার জন্য মহামারী অঞ্চলে প্রবেশ না করার জন্য ভবিষ্যদ্বাণীমূলক নির্দেশনার মাধ্যমে পরিচিত সর্বোত্তম পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল, তারপরে এর সাফল্যের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেছিল। তাই, তারা এইভাবে ঈশ্বরের উপর আস্থা দেখিয়েছিল]। এ থেকে জানা যায় যে, এ ধরনের বিষয়ে, *তাওয়াক্কুল* (অর্থাত্, "আমি ঈশ্বরের উপর ভরসা করি" বলা এবং প্রয়োজনীয় কাজ না করা) একটি প্রয়োজনীয়তা নয় [এই জাতীয় জীবন হুমকির পরিস্থিতিতে, পরিবর্তে, জীবন এবং মানব কল্যাণ রক্ষার জন্য সমস্ত সম্ভাব্য উপায় ব্যবহার করা উচিত এবং এর সাফল্যের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা উচিত]।

মহামারি অঞ্চল থেকে পালিয়ে না যাওয়ার আদেশ: এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে ক্ষতিকারক জিনিস থেকে নিজেকে রক্ষা করা যদি ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না হয় (অর্থাত্, কেবল বলা হয় যে "আমি ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করি" প্রয়োজনীয় কাজ না করে) তবে কেন আপনি যে দেশে বাস করছেন সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং সেখানে একটি মহামারী ছড়িয়ে পড়ে? চিকিৎসা বিজ্ঞানে মহামারির কারণ বাতাস বলে ঘোষণা

করা হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে [এই ধরনের পরিস্থিতিতে] বাতাস ক্ষতিকারক এবং ক্ষতিকারক জিনিস থেকে বিরত থাকাই সবচেয়ে ভাল প্রতিকার, তাহলে কেন মহামারি অঞ্চল থেকে পালানোর অনুমতি দেওয়া হয়নি? এই প্রশ্নের উত্তর হল যে ক্ষতিকারক জিনিসগুলি থেকে রক্ষা করা [পণ্ডিত] ঐকমত্যের দ্বারা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখার বিরুদ্ধে নয়। উদাহরণস্বরূপ, ক্ষতিকারক জিনিসগুলির বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য অস্ত্রোপচার করা হয়। তবে মনে হচ্ছে, মহামারি এলাকা থেকে পালিয়ে যাওয়াটা ভিন্ন ব্যাপার। এটা সত্য যে মহামারির কারণ বায়ু কিন্তু কেবল বাহ্যিক দেহের সাথে আঘাত করা বাতাস এর কারণ হতে পারে না, বরং যখন পচা এবং খারাপ বায়ু শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে, তখন এটি অভ্যন্তরীণ দেহের হৃদয়, ফুসফুস এবং ঝিল্লির উপর তার ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে দেয়। এ থেকে জানা যায়, মহামারী শরীরের বাইরের অংশে প্রভাব ফেলে না, বরং শরীরের অভ্যন্তরীণ সিস্টেমে প্রভাব ফেলে। সেজন্য, যদি কেউ কোনও শহরে থাকেন এবং সেখানে মহামারী ছড়িয়ে পড়েন, তবে এর প্রভাব থেকে কেউ সুরক্ষিত না থাকার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এটিও সম্ভব যে মহামারী একজনের উপর খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারে না। সেক্ষেত্রে মহামারি থেকে পালিয়ে যাওয়া হবে এর বিরুদ্ধে সুরক্ষার কুসংস্কারাচ্ছন্ন কারণ। যাইহোক, যদি মহামারি অঞ্চল থেকে পালানোর একমাত্র কারণ এটি হত তবে এটি এখনও ঠিক থাকত, তবে এর নিষেধাজ্ঞার আরও অনেক কারণ রয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে যে সুস্থ লোকদের যদি মহামারি অঞ্চল ছেড়ে যেতে দেওয়া হয়, তবে শহরে অসুস্থ এবং রোগী ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না এবং শহরে এমন কেউ থাকবে না যারা তাদের খাদ্য, জল এবং ওষুধ দিতে পারে এবং তাদের নিজের অসুস্থতার কারণে তারা তাদের নিজস্ব চাহিদা পূরণ করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে শহর থেকে সুস্থ মানুষ পালিয়ে যাওয়া অসুস্থ ও অসুস্থদের হত্যার সমতুল্য, কারণ সুস্থ ব্যক্তিরা সেখানে অবস্থান করবে এবং তাদের উপযুক্ত প্রয়োজনীয় যত্ন প্রদান করবে এই শর্তে তাদের সেরে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। মুসলমানদের (ভবিষ্যদ্বাণীর ঐতিহ্যে) এমন একটি ভবন হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যেখানে [ভবনের একাংশ] অন্য অংশকে সমর্থন করে [এবং ফলস্বরূপ পুরো ভবনটি দাঁড়ায়] অথবা তাদের একটি দেহের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যদি এর একটি অংশ ব্যথায় ভুগছে, তবে শরীরের অন্য সমস্ত অংশ সেই ব্যথা অনুভব করে। আমাদের মূল্যায়নে, পালানোর নিষেধাজ্ঞার কারণ হ'ল এই খুব পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি, স্নেহ এবং ভ্রাতৃত্ববোধ। এর অন্যান্য কারণও থাকতে পারে যা আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। যাইহোক, যারা শহরে প্রবেশ করেনি [বা প্লেগ বা মহামারীতে আক্রান্ত অঞ্চলে], তাদের [সেই অঞ্চল থেকে] দূরে থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে কারণ পচা এবং বিষাক্ত বাতাস তাদের আক্রমণ করেনি, এবং শহরের অসুস্থদেরও তাদের এতটাই প্রয়োজন নেই যে যদি তারা (বহিরাগতরা) প্রবেশ না করে, তারা (অসুস্থ ও রোগী) মারা যাবে কারণ তাদের যত্ন নেওয়ার জন্য লোকজন আগে থেকেই উপস্থিত রয়েছে। যাইহোক, যদি শহরে এমন কেউ না থাকে যারা রোগীদের দেখাশোনা করতে পারে এবং তাদের খাদ্য, জল এবং ওষুধের যত্ন নিতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে কিছু লোক তাদের সাহায্য করার জন্য শহরে [বা মহামারি অঞ্চলে] প্রবেশ করতে পারে এবং এটি আশ্চর্যজনক হবে না যে তাদের এই কাজটি প্রশংসনীয় কাজ হিসাবে অভিহিত করা হবে। কারণ ক্ষতির আশঙ্কা একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিষয় [যেমন এটি ঘটতে পারে বা নাও হতে পারে] এবং মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করা [এবং তাই জীবন বাঁচানো] একটি নির্দিষ্ট বিষয় [এটি নিশ্চিতভাবে প্রয়োজন]। এ কারণেই বিউবোনিক প্লেগ

ও মহামারি থেকে পালিয়ে যাওয়াকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া বলে ঘোষণা করা হয়েছে (*হাদীস* সংকলন *মুসনাদ আহমদ* আয়েশা (রাঃ) এর বিধানে বর্ণিত) কারণ মহামারীতে আক্রান্ত শহর (বা এলাকা) থেকে পালিয়ে যাওয়া জীবন ধ্বংসের সমতুল্য।

এগুলো সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়। যে ব্যক্তি এগুলো উপেক্ষা করে এবং কেবল ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনার বাহ্যিক শব্দ ও অর্থের দিকে তাকায়, সে প্রায়ই এসব বিষয়ে ভুল ও ভুল বোঝাবুঝিতে জড়িয়ে পড়ে। উপাসকরা এবং [জাগতিকতা থেকে] বিরত থাকা [যারা অগত্যা জ্ঞানী নয়] প্রায়শই এই ভুলের মুখোমুখি হন কারণ তারা তাদের জ্ঞানের অভাব এবং অদূরদর্শিতার কারণে ভুল করে। এটা জ্ঞানের সম্মান যে, এ ধরনের বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি দৃষ্টির প্রতারণায় আটকা পড়ে না, বরং আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন জিনিসকে একত্রিত করে সঠিক পথ খুঁজে পায়।

অধ্যায় 16- প্রেম, আকাঙ্ক্ষা এবং ঐশ্বরিক সাথে ঘনিষ্ঠতা এবং ঐশ্বরিক ইচ্ছা এবং আদেশ গ্রহণ করা অভ্যন্তরীণ শান্তি, প্রশান্তি এবং সুখের উত্সাহের জন্য অপরিহার্য

সমস্ত মহৎ অভ্যন্তরীণ মানবিক গুণাবলীর মধ্যে প্রেম সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। এটি এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা সমস্ত কিছুকে জয় করে এবং নেতিবাচক, জঘন্য এবং ধ্বংসাত্মক সমস্ত কিছুকে শিকড় থেকে মুছে দেয় এবং মুছে দেয়। এটি গভীর আধ্যাত্মিক প্রভাব সহ সর্বজনীন এবং সর্ব-মুক্ত অভ্যন্তরীণ গুণ। কিন্তু এখানে যে প্রেমের কথা বলা হচ্ছে, যা প্রেমের সর্বোচ্চ রূপ, তা হল ঐশ্বরিক প্রেম বা ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা। এই ঐশ্বরিক প্রেম সহকর্মী মানুষ এবং সহ-সৃষ্টির প্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হয় কারণ তারা সকলেই কোনও ব্যতিক্রম ছাড়াই ঈশ্বরের পরিবারের অংশ। যে প্রেম একচেটিয়াভাবে দৈহিক ক্ষুধার প্রতি ভালবাসা তা এই ধরনের মর্যাদায় উঠতে অক্ষম। যখন মানুষ ও জাতির মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা থাকে তখন ন্যায়বিচার এবং দ্বন্দ্ব সমাধানের প্রয়োজন হয় না। এটি একটি ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্য যা নেতিবাচক এবং নিকৃষ্ট সমস্ত কিছুকে বশীভূত করার জন্য এবং আত্মাকে আধ্যাত্মিক আরোহণের সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে বাধা দেয় এমন সমস্ত শৃঙ্খল ভাঙার জন্য প্রদত্ত এবং উপহার দেওয়া হয়েছে। একটি অবস্থা যখন একজন মানুষ নিজের সাথে এবং নিজের অভ্যন্তরের সাথে শান্তিতে থাকে, তখন সহকর্মীদের প্রতি ভালবাসা জাগ্রত হয়। এটি প্রেম যা ঘৃণাকে জয় করে, আত্মাকে খপ্পর থেকে মুক্ত করে যা তাকে ধরে রাখে এবং এটিকে ঐশ্বরিক উপস্থিতিতে আরোহণ করতে দেয়। ঐশ্বরিক প্রেম সহকর্মীদের প্রতি ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়, অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক শান্তি এবং প্রশান্তির দিকে পরিচালিত করে যা একজন নিজের আত্মার গভীরতম অংশে আকাঙ্ক্ষা করে। ভালোবাসা সব কিছুর পথ আলোকিত করে। ঐশ্বরিক আকাঙ্ক্ষা এবং ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠতা (*শাউক এবং* উনস) *আধ্যাত্মিক* পথে মহান চালিকাশক্তি যা চিরন্তন আনন্দ এবং অবিরাম বিজয়ের দিকে পরিচালিত করে। আল্লাহর সিদ্ধান্তে সম্মত হওয়া (রিদা) *যদিও এটি* কারও পছন্দের না হতে পারে এবং

তা গ্রহণ করা কঠিন হলেও নিজেকে সর্বান্তকরণে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করা, একজনকে সমস্ত উদ্বেগ, উদ্বেগ, দুঃখ এবং হতাশা থেকে মুক্তি দেয়। এটি একজনকে নতুন উপায় খুঁজে বের করতে অনুপ্রাণিত করে এবং জিনিসগুলি করার নতুন উপায় খুঁজে বের করতে এবং মানবতার ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য প্রথার বাইরে চিন্তাভাবনা ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করে। গাজ্জালী তাঁর মহান রচনা "ইহ্যা আল-উলুম আদ-দীন" বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" এর ষষ্ঠ অধ্যায় বা বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় বা বইয়ে ঐশ্বরিক আদেশের সাথে প্রেম, আকাঙ্ক্ষা এবং ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে গভীর, অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ এবং নিপুণ ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন । এটি এখানে নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে [22]:

[আধ্যাত্মিক] স্টেশনগুলিতে প্রেম একটি খুব উচ্চ পদমর্যাদা ধারণ করে কারণ প্রেমের পরে সমস্ত স্টেশনগুলি এর অধীনস্থ যেমন আকাঙ্ক্ষা *(শক),* ঘনিষ্ঠতা *(উনস)* এবং ঐশ্বরিক গ্রহণযোগ্যতা (রিদা*)* এবং তাদের পূর্ববর্তী সমস্ত স্টেশন যেমন অনুতাপ, ধৈর্য, সংযম [জাগতিকতা থেকে], সমস্ত কারণ যা [ঐশ্বরিক] প্রেমের দিকে পরিচালিত করে। ঐশ্বরিক প্রেমে বিশ্বাস করা খুব কঠিন কারণ কিছু পাণ্ডিত্যবাদী ধর্মতত্ত্ববিদ এর সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেছেন [যে কেউ সত্যিই ঐশ্বরিক প্রেম পেতে পারে] এবং প্রকাশ করেছেন যে ঐশ্বরিক প্রেমের অর্থ [তাদের ভুল মতামতে] [কেবল] ঐশ্বরিক আনুগত্য এবং উপাসনায় অধ্যবসায় করা এবং যতদূর প্রকৃত [ঐশ্বরিক] প্রেমের সাথে সম্পর্কিত, আল্লাহর পক্ষে এটা অসম্ভব, কারণ এ ধরনের ভালোবাসা কেবল নিজের প্রজাতির কারো সাথেই অর্জন করা যায় [অন্য মানুষের মতো]। এই পাণ্ডিত্যবাদী ধর্মতত্ত্ববিদরা কেবল [ঐশ্বরিক] প্রেম অর্জনের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেননি, তারা প্রেমের অন্যান্য প্রধান কারণগুলি যেমন ঘনিষ্ঠতা, আকাঙ্ক্ষা, ঐশ্বরিক (মানাজাত) এর কাছে প্রার্থনা করার আনন্দকেও অস্বীকার করেছেন। এজন্য এটা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে যে, আমাদের (রেকর্ডটি সোজা করা এবং বিষয়টির বাস্তবতা (সত্য) ব্যাখ্যা করা [এই বিষয়ে সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি এবং জ্ঞানের অভাব দূর করার জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে এটি সবার জন্য পরিষ্কার করার জন্য]।

এই বইয়ে আমরা প্রথমে পবিত্র (ঐশ্বরিক) বিধান থেকে [ঐশ্বরিক] প্রেমের প্রমাণ প্রদান করব, তারপরে আমরা এর বাস্তবতা এবং কারণগুলির উপর আলোকপাত করব, তারপরে আমরা ব্যাখ্যা করব যে প্রেমের অধিকার একচেটিয়াভাবে ঈশ্বরের এবং সবচেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে

ঐশ্বরিক দর্শনের সন্তুষ্টি (ঈশ্বরের সাক্ষী) এবং যারা ঐশ্বরিক জ্ঞানের অধিকারী তাদের জন্য এই আনন্দ বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে (মা'*রিফা)* - ঈশ্বরের জ্ঞান, ঘনিষ্ঠতা এবং ঘনিষ্ঠতা) পৃথিবীতে (তাদের জাগতিক জীবনে)। এর পরে, আমরা ঈশ্বরের প্রেমকে শক্তিশালী এবং চালিত করার কারণগুলি ব্যাখ্যা করব, কেন মানুষ এই ক্ষেত্রে আলাদা বলে মনে হয়, তারপরে এটি ব্যাখ্যা করা হবে কেন মানুষ ঐশ্বরিক জ্ঞান অর্জন করতে অক্ষম। ভালোবাসার বিস্তারিত আলোচনার পর আমরা আকাঙ্ক্ষার অর্থ ব্যাখ্যা করব *এবং* আল্লাহর প্রতি একজন বান্দার (মানুষের ভালোবাসা) লক্ষণগুলো ব্যাখ্যা করব, তাহলে আল্লাহর প্রতি আকাঙ্ক্ষার অর্থ *(উনস বিল্লাহ)* ব্যাখ্যা করা হবে। এরপর আল্লাহর ইচ্ছা (রিদা) গ্রহণ করার অর্থ ও উৎকর্ষ উল্লেখ করা হবে। পরিশেষে, ঈশ্বরের প্রেমিকদের সম্পর্কে ঐতিহ্য এবং তাদের বাণী উল্লেখ করা হবে।

পবিত্র বিধান থেকে ঐশ্বরিক প্রেমের যুক্তি ও প্রমাণ: মুসলমানদের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ চুক্তি রয়েছে যে, আল্লাহ ও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসা একজন বান্দার জন্য ফরজ। প্রশ্ন হলো, ভালোবাসা যদি ফরজ হয়, তাহলে কীভাবে কেউ তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারে? এবং আপনি যাদেরকে [ঐশ্বরিক] প্রেমকে ঐশ্বরিক আনুগত্যের অধ্যবসায় হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন (ব্যাখ্যা করেছেন), এটি কীভাবে সঠিক হতে পারে কারণ আনুগত্য প্রেমের ফল (ফলাফল) এবং এর অধীন, যেমন প্রথমে প্রেম এবং তারপরে প্রিয়জনের আনুগত্য? প্রথমত, আমরা যুক্তিগুলি সরবরাহ করব [নিম্নরূপ]। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ

"তিনি তাদেরকে ভালবাসেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসেন। (কুরআন, অধ্যায় 5, আয়াত 54)

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ

"আর যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসায় প্রবল। (কুরআন, দ্বিতীয় অধ্যায়, আয়াত 165)

এই দুটি আয়াত কেবল প্রেমের অস্তিত্বই প্রমাণ করে না, বরং এতে তীব্রতা এবং অভাবের প্রমাণও দেয়। অনেক নবী ঐতিহ্যে নবী মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর প্রতি ভালোবাসাকে ঈমানের শর্ত হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এক বর্ণনায় আবু জাররীন আকিল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঈমান কি? তিনি উত্তর দিলেন:

أَنْ يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا

"এ যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বান্দার কাছে তাদের ব্যতীত অন্য সবার চেয়ে অধিক প্রিয় হবেন। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *হাদীস* সংকলন *মুসনাদ আহমদ)*

একটি বিখ্যাত নবুয়তের হাদীস অনুসারে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মৃত্যুর ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যখন তিনি তার আত্মা নিতে এসেছিলেন [মৃত্যুর সময়], আপনি কি এমন কোনও বন্ধুকে দেখেছেন যে তার বন্ধুকে হত্যা করে? আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি এক ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছেন, 'হে ইব্রাহীম! আপনি কি এমন কোনও প্রেমিক দেখেছেন যে নিজের প্রিয়জনের সাথে দেখা করতে চায় না? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মৃত্যুর ফেরেশতাকে বললেন, এখন আমার প্রাণাকে নিয়ে যাও। কিন্তু এই বিষয়টি কেবল আল্লাহর বান্দাদেরই হৃদয়ে উন্মোচিত হয় যারা তাদের হৃদয় থেকে আল্লাহকে ভালবাসে এবং তাঁর জন্য আকাঙ্ক্ষা করে। যখন তারা জানতে পারে যে মৃত্যু প্রিয়তমার সাথে সাক্ষাতের কারণ, তখন তাদের হৃদয় তাঁর দিকে টানা হয়। তাদের আর কোনো প্রিয়তমা নেই যার টান ও আকর্ষণ তারা অনুভব করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দোয়ায় বলেছেন:

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ اَحَبَّكَ وَحُبَّ مَا يُقَرِّبُنِيْ اِلٰى حُبِّكَ وَاجْعَلْ
حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

"হে আল্লাহ! আমাকে আপনার ভালবাসা এবং সেই লোকদের ভালবাসা দান করুন যারা আপনাকে ভালবাসে এবং সেই সমস্ত জিনিসগুলির প্রতি ভালবাসা যা আমাকে আপনার ভালবাসার নিকটবর্তী করে তোলে এবং আপনার ভালবাসাকে ঠান্ডা জলের [ভালবাসা] চেয়ে আমার কাছে আরও প্রিয় করে তুলুন [যখন আমার তৃষ্ণা নিবারণ করার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়]।

একজন মরুভূমিবাসী (যারা সাধারণত যাযাবর বা প্রত্যন্ত মরুভূমি গ্রাম থেকে আসে এবং সাধারণ মানুষ তাদের জীবন ও জীবিকার কষ্ট সহ্য করতে অভ্যস্ত এবং শহরের লোকেরা যে আচরণে অভ্যস্ত তা সম্পর্কে সাধারণত সচেতন নয়) রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন কখন আসবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছিলে? তিনি বললেন, আমি খুব বেশি নামায আদায় করিনি এবং অনেক রোজা রাখিনি, বরং আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ

"তুমি যাকে ভালোবাসো তার সাথে থাকবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এ কথা শুনে তিনি ইতিপূর্বে নবী সাহাবীগণকে এর চেয়ে বেশি সুখী হতে দেখেননি (কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অগাধ ভালবাসা রেখেছিল এবং জানতেন যে, তারা অনন্ত জীবনে তাদের সাথে থাকবে, আল্লাহর কৃপা সাপেক্ষে। তাদের জন্য অপরিসীম আনন্দের উৎস ছিল]। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *সহীহ বুখারী* ও *সহীহ মুসলিম* আনাস (রহঃ)

হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "আল্লাহর প্রেমিকগণ যে সন্তুষ্টি লাভ করে, তা তাদেরকে দুনিয়ার সন্ধান থেকে বিরত রাখে এবং তাদেরকে সকল মানুষের প্রতি অসন্তুষ্ট করে তোলে। আবু সুলাইমান আল-দারানী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা জান্নাত ও তার অনুগ্রহ দ্বারা আল্লাহর কাছ থেকে বিরত থাকে না, তাহলে দুনিয়া কীভাবে তাদের তাঁর কাছ থেকে বিরত রাখতে পারে? হযরত ঈসা (আঃ) তিনজন লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাদের দেহ দুর্বল ও ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের এই অবস্থা কি? তারা বলল, জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে তিনি বললেনঃ আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের রক্ষা করবেন, যারা ভয় করে। অতঃপর তিনি পথে এগিয়ে গেলেন এবং আরও তিনজন লোককে দেখতে পেলেন যারা প্রথম তিনজনের চেয়ে দুর্বল এবং ফ্যাকাশে ছিল এবং তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার এই অবস্থার কারণ কী?" তারা বলল, জান্নাতের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও আকাঙ্ক্ষাই এ সৃষ্টি করেছে। তিনি বললেন, 'আল্লাহ নিশ্চয়ই তা দান করবেন, যা তোমরা খুব আকাঙ্ক্ষা করছ। তারপরে তিনি আরও এগিয়ে গেলেন এবং আরও তিনজন লোককে দেখতে পেলেন যারা তার সাথে দেখা হওয়া সমস্ত লোকের তুলনায় আরও দুর্বল এবং ফ্যাকাশে ছিল। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের এই অবস্থা কি? তারা বলল, আমরা আল্লাহকে ভালবাসি। [আর সেই ভালোবাসায় আমরা অন্য সব কিছুর প্রতি অজ্ঞ হয়ে গেছি। তিনি বললেন, 'তোমরাই আল্লাহর অন্তর্বর্তী। আপনারাই আল্লাহর অন্তরঙ্গ।

হারেম ইবনে হাইয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "যখন কোন মুমিন তার প্রতিপালককে চিনতে পারে, তাঁকে ভালবাসে এবং যখন কেউ তাঁকে ভালবাসে তখন সে তাঁর প্রতি মনোযোগী ও মনোযোগী হয়ে ওঠে এবং যখন সে সেই মনোযোগ ও মনোযোগের মাধুর্য খুঁজে পায়, তখন সে আকাঙ্ক্ষার সাথে দুনিয়ার দিকে তাকায় না এবং আখেরাতের দিকে তাকায় না। এরকমই ব্যক্তি এই দুনিয়ায় দেহ নিয়ে বাস করে এবং পরকালে নিজের আত্মা নিয়ে বাস করে। ইয়াহইয়া ইবনে মু'আয (রহঃ) বলেন, আল্লাহর ক্ষমা (উফু*)* সকল গুনাহকে ঘিরে আছে, তাঁর কবুলির অবস্থা কেমন হবে? তাঁর গ্রহণযোগ্যতা (*রিদা)* সমস্ত আশাকে ধারণ করে, তাঁর ভালোবাসার অবস্থা কেমন হবে? তাঁর প্রেম (*হাব)* বুদ্ধি ও চেতনা সম্পর্কে একজনকে বিস্মৃত করে তোলে, তাঁর স্নেহময় স্নেহের অবস্থা কী হবে? তাঁর স্নেহময় স্নেহ (*মুওয়াদ্দা)* আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছু

ভুলে যায়, তাঁর করুণাময় নম্রতার (লুৎফ) অবস্থা কী হবে? ইয়াহইয়া ইবনে মু'আয (রাঃ) বলেন, 'আমার মতে আল্লাহর ভালোবাসার একটি কণা সত্তর বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। এখন আমরা প্রেমের বাস্তবতা ব্যাখ্যা করব কারণ এর অর্থে কিছু জটিলতা রয়েছে।

প্রেমের বাস্তবতা, এর কারণ এবং তাঁর বান্দার প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার অর্থ

প্রেমের বাস্তবতা কী, এর কারণ ও শর্ত কী এবং ঈশ্বরের বান্দার প্রতি প্রেমের অর্থ কী তা ব্যাখ্যা না করা পর্যন্ত এই বিষয়টি পরিষ্কার ও বোধগম্য হবে না। প্রথমত, আমরা কিছু মৌলিক বিষয় ব্যাখ্যা করব।

প্রেমের বাস্তবতা: প্রথম জিনিসটি হ'ল গভীর বোঝাপড়া এবং উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত প্রেমকে কল্পনাও করা যায় না, কারণ একজন মানুষ কেবল এমন কিছুকেই ভালবাসতে পারে যা সে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, তাই এই গুণটি জড় বস্তুতে পাওয়া যায় না কারণ তাদের উপলব্ধি বা বোধগম্যতা নেই, বরং এটি একটি জীবন্ত ইন্দ্রিয়ময় সত্তার একটি গুণ (অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য)। এর পরে, উপলব্ধিগুলি হয় অনুকূল এবং অনুকূল সত্তার (ব্যক্তি বা ব্যক্তি) মেজাজের জন্য উপযুক্ত এবং একটি আনন্দ দেয় বা তারা এর বিপরীতে থাকে (মেজাজ) এবং এটির ক্ষতি করে কারণ তারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তাকে আনন্দের পরিপ্রেক্ষিতে বা ক্ষতির দিক থেকে প্রভাবিত করে না। এইভাবে, উপলব্ধি তিন প্রকারের হয়: যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের মেজাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যে তাদের ভালবাসে তার জন্য আনন্দদায়ক; যারা বোধগম্য সত্তা দ্বারা অপছন্দ করে যারা তাদের দ্বারা কষ্ট পায় বা তাদের ঘৃণা করে; এবং সেই উপলব্ধিগুলি যা সুখ বা দুঃখের কারণ হয় না, তারা প্রিয় বা ঘৃণা করে না। সংক্ষেপে, যে জিনিসগুলি একজনের জন্য আনন্দদায়ক, সেগুলি একজনের কাছে প্রিয়। কোন কিছুর প্রিয় হওয়ার অর্থ হ'ল [মানব] মেজাজ তার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং কোনও কিছুকে ঘৃণা করার অর্থ হ'ল [মানব] মেজাজ তাকে ঘৃণা করে বা অপছন্দ করে। অন্য কথায়, প্রেম হ'ল এমন জিনিসের প্রতি [মানব] মেজাজের ঝোঁক যা দিয়ে কেউ আনন্দ বা আনন্দ খুঁজে পায়। যদি এই প্রবৃত্তি দৃঢ় ও তীব্র হয়ে ওঠে তবে তাকে তীব্র প্রেম (*ঈশক)* বলা হয়। অনুরূপভাবে, ঘৃণা [বা অপছন্দ বা ঘৃণা] হ'ল মেজাজ এমন জিনিসের প্রতি ঘৃণা করে যা একজনের বেদনা সৃষ্টি করে। এই ঘৃণা যখন তীব্র হয়, তখন তা ঘৃণায় পরিণত হয়।

ইন্দ্রিয় এবং প্রেমের উপলব্ধি: দ্বিতীয় জিনিসটি হ'ল যখন প্রেম উপলব্ধি এবং বোধগম্যতার অধীন হয়ে যায় তখন তার বিভাজন একইভাবে করা হবে যেভাবে এটি উপলব্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের জন্য করা হয়। কারণ প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের জন্য, অনুভূত জিনিসগুলির মধ্যে থেকে একটি নির্দিষ্ট জিনিসের উপলব্ধি রয়েছে (উদাহরণস্বরূপ, দৃষ্টির অনুভূতি যা চোখে বাস করে, বস্তুর আকার এবং রূপগুলি উপলব্ধি করে)। প্রতিটি ইন্দ্রিয় কিছু উপলব্ধি থেকে আনন্দ এবং আনন্দ খুঁজে পায় [যা তার জন্য অদ্ভুত এবং অনুকূল], এবং এই আনন্দ মেজাজকে তার দিকে ঝুঁকতে বাধ্য করে, এবং একটি সুস্থ মেজাজের জন্য, সেই উপলব্ধিগুলি প্রিয়। উদাহরণস্বরূপ, চোখের আনন্দ এবং আনন্দ সেই উপলব্ধিগুলির মধ্যে রয়েছে যা চোখের দ্বারা অনুভূত হয় যেমন সুন্দর জিনিস এবং সুন্দর মুখ। কানের আনন্দ এবং আনন্দ সেই উপলব্ধিগুলির মধ্যে রয়েছে যা কান দ্বারা অনুভূত হয় যেমন সুরেলা গান এবং সতেজ শব্দ।

নাকের আনন্দ এবং আনন্দ এমন উপলব্ধিতে রয়েছে যা নাকের মাধ্যমে অনুভূত হয় যেমন মনোরম গন্ধ। অনুরূপভাবে, স্বাদের আনন্দ [জিহ্বা দ্বারা অনুভূত] খাবারে এবং স্পর্শের আনন্দ নরম এবং মসৃণ জিনিসগুলিতে থাকে কারণ এই জিনিসগুলি যা অনুভূত হয়, ইন্দ্রিয়গুলিকে আনন্দ দেয় এবং এই কারণেই, তাদের প্রিয় বলে মনে করা হয় এবং একটি সুস্থ মেজাজের তাদের প্রতি ঝোঁক রয়েছে। পঞ্চইন্দ্রিয়ের আনন্দ ও আনন্দের কথা বলতে গেলে মানুষের পাশাপাশি প্রাণীরাও তাতে অংশগ্রহণ করে। অতএব, যদি কোনও ব্যক্তি প্রেমকে পাঁচ ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে এবং বলে যে ঈশ্বর পাঁচটি ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করেন না এবং এই কারণেই, ঈশ্বরকে ভালবাসা অসম্ভব। এই ক্ষেত্রে, মানুষের বিশেষত্ব (বিশেষত্ব) যা আমরা ধরে নিচ্ছি (অনুমান করছি), তা ভুল হয়ে যাবে এবং ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় [পাঁচটি বাহ্যিক ইন্দ্রিয় ব্যতীত মানুষের যে রয়েছে] অকেজো হয়ে যাবে যার ভিত্তিতে, মানুষের পশুর উপর পার্থক্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে এবং [ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কে] বুদ্ধি হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে (সাদৃশ্যপূর্ণ বা তুলনা করা যেতে পারে)। [অভ্যন্তরীণ] আলো, হৃদয় বা অন্য কোনও শব্দ। যাইহোক, এটি বলা ভুল হবে যে [ঈশ্বরকে ভালবাসা অসম্ভব কারণ ঈশ্বরকে পাঁচটি ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা হয় না] কারণ অভ্যন্তরীণ অন্তর্দৃষ্টি [এবং আলোকসজ্জা] বাহ্যিক বোধগম্যতার চেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং শক্তিশালী। চোখের তুলনায়, হৃদয় বেশি উপলব্ধি করে এবং বুদ্ধির মাধ্যমে যে অর্থের সৌন্দর্যের উপলব্ধি করা হয় তা চোখের দ্বারা অনুভূত বাহ্যিক রূপগুলির সৌন্দর্যের চেয়ে অনেক বেশি। অতএব, পবিত্র ঐশ্বরিক বিষয় সম্পর্কে হৃদয়ের উপলব্ধি সম্পূর্ণ আনন্দ এবং আনন্দ প্রদান করবে যা পাঁচ ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির বৃত্ত (সীমানা বা সীমা) থেকে বাদ দেওয়া হয়, এবং সুস্থ মেজাজ এবং সঠিক বুদ্ধি তাদের প্রতি আরও দৃঢ়ভাবে ঝুঁকবে এবং প্রেমের অর্থ হ'ল হৃদয় সেই জিনিসের দিকে ঝুঁকে থাকে যার উপলব্ধি আনন্দদায়ক এবং আনন্দদায়ক। আমরা শিগগিরই এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাব। এর পরিণতি হ'ল কেবল সেই ব্যক্তিই ঈশ্বরের ভালবাসাকে অস্বীকার করতে পারে যিনি পশুদের স্তরে আছেন এবং [পাঁচটি বাহ্যিক] ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির উপরে উঠতে অক্ষম।

ভালোবাসার কারণ: তৃতীয়ত , একজন মানুষ নিজের নিম্ন সত্তাকে (নাফস) ভালোবাসে এবং কখনো কখনো নিজের নিম্ন সত্তার জন্য অন্য ব্যক্তিকে ভালোবাসে। এখন প্রশ্ন উঠছে: এটা কি সম্ভব যে একজন অন্যের সত্তার (ধাত) জন্য অন্যকে ভালবাসা নিজের নিম্ন সত্তার জন্য এটি না করে? [আধ্যাত্মিকভাবে] দুর্বলদের ক্ষেত্রে তারা এই প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তর দেয়। তাদের জন্য, এটি সম্ভব নয় যে একজন মানুষ অন্যকে কেবল অন্যের সত্তার জন্য ভালবাসতে পারে এবং এই ভালবাসার সাথে তার নিজের সত্তার কোনও সম্পর্ক নেই (অর্থাত্, বিনিময়ে কিছু না চাই অন্যকে ভালবাসা)। বিষয়টির সত্যতা হল যে এই ধরনের প্রেম উভয়ই সম্ভব এবং বর্তমান। এজন্য, আমরা এখানে প্রেমের কারণ (কারণ) এবং তাদের প্রকারগুলি ব্যাখ্যা করব।

এটা জানা উচিত যে, প্রতিটি জীবিত [ব্যক্তির] জন্য, তার প্রথম প্রিয়তমা তার নিজের এবং নিজের সত্তা। নিজের প্রতি ভালবাসার অর্থ হল যে একজনের মেজাজ তার নিজের অস্তিত্বের চিরস্থায়ীত্বের দিকে এবং নিজের অস্তিত্বহীনতা এবং মৃত্যুর ঘৃণার দিকে ঝুঁকছে। স্বভাবগতভাবে, কেবল সেই জিনিসই প্রিয় যা প্রেমিকের জন্য উপযুক্ত, এবং তার চিরস্থায়ী অস্তিত্বের চেয়ে আত্মার পক্ষে আরও অনুকূল আর কী হতে পারে, এবং নিজের অস্তিত্ব এবং মৃত্যুর চেয়ে বেশি প্রতিকূল আর কী হতে পারে? এ কারণেই মানুষ জীবনকে ভালোবাসে এবং মৃত্যুকে ঘৃণা করে। এই ঘৃণার মূল কারণ হলো, কেউই নিজের মৃত্যুতে রাজি হয় না এবং মৃত্যুকে খারাপ বলে মনে করে। যাইহোক, যদি কেউ জীবনে প্রচণ্ড কষ্টের মুখোমুখি হয় এবং কষ্ট সহ্য করে, তবে মৃত্যুর সাথে দুঃখের অবসান নিয়ে সে ভাল থাকতে পারে তবে এটি মৃত্যুকে প্রিয় বলে মনে করে না, বরং এটি কারণ সে তার দুঃখ এবং কষ্টের অবসান চায়। সংক্ষেপে, মানুষ সহজাত প্রকৃতির দ্বারা, মৃত্যু এবং অস্তিত্বহীনতাকে ঘৃণা করে এবং অস্তিত্বের স্থায়িত্বকে ভালবাসে। চিরন্তন অস্তিত্ব যেমন প্রিয়, তেমনি অস্তিত্বের পরিপূর্ণতাও প্রিয় কারণ [যিনি অসিদ্ধ] তার পরিপূর্ণতা নেই, এবং এমনকি ক্ষতিও পরিপূর্ণতার তুলনায় অস্তিত্বহীনতার মতো। অস্তিত্বহীনতা, তা [অভ্যন্তরীণ] গুণাবলী বা অস্তিত্ব যাই হোক না কেন, কারও ঘৃণার যোগ্য। যেমন অস্তিত্বের চিরন্তন প্রিয় হয়, তেমনি পরিপূর্ণতার গুণের অস্তিত্বও প্রিয়। ঈশ্বর যে প্রকৃতি দিয়েছেন তা মানুষের অন্তর্নিহিত স্বভাবের মধ্যে নিহিত রয়েছে। আল্লাহর পথ বদলায় না।

এর পরিণতি হলো, মানুষের প্রথম প্রিয়তমা নিজের সত্তা, তারপর নিজের শারীরিক অঙ্গ, সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের নিরাপত্তা প্রিয়। অঙ্গগুলির সুরক্ষা প্রিয় কারণ অস্তিত্বের পরিপূর্ণতা এবং স্থায়িত্ব তাদের উপর নির্ভরশীল, সম্পদ প্রিয় কারণ এটি অস্তিত্বের স্থায়ীত্বের একটি উপকরণ। অন্য সব জিনিস এভাবেই অনুমান করা যেতে পারে। একজন নিজের সন্তানকে ভালবাসে, যদিও সে থেকে কেউ কোন উপকার পায় না এবং এতে তাকে কষ্ট সহ্য করতে হয়, কারণ সন্তানটি মৃত্যুর পরে একজনের স্থান দখল করবে, এবং তার পরবর্তী

প্রজন্ম একজন চলে যাওয়ার পরেও অব্যাহত থাকবে এবং এটি তার নিজের অস্তিত্বের ধারাবাহিকতার সমতুল্য, এবং সে তার মধ্যে তার চিরস্থায়ী অস্তিত্ব খুঁজে পায়। একই অবস্থা তার বর্ধিত পরিবার এবং আত্মীয়দের ক্ষেত্রেও, কারণ কেউ তার নিজের পরিপূর্ণতার কারণে তাদের ভালবাসে, কারণ তারা তাদের কারণে নিজের নিজেকে শক্তিশালী বলে মনে করে, এবং তাদের পরিপূর্ণতা একজনের জন্য গর্বের উৎস। সম্পদ, সম্পর্ক, বাহ্যিক কারণগুলি মানুষের বাহুর মতো যা একজন মানুষকে সম্পূর্ণ করে। অতএব, অস্তিত্বের অস্তিত্ব, পরিপূর্ণতা এবং স্থায়িত্ব একজনের কাছে প্রিয় এবং এর বিপরীত সমস্ত কিছুই ঘৃণ্য হিসাবে অপছন্দনীয়। এটাই **প্রেমের প্রথম কারণ** [যা নিজের অস্তিত্বের পরিপূর্ণতা ও চিরস্থায়ীতা]।

ভালোবাসার দ্বিতীয় কারণ হলো অনুগ্রহ। মানুষ কারো প্রতি অনুগ্রহ বা সৎকর্ম পছন্দ করে এবং যারা একজনের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের ভালবাসতে [ঐশ্বরিকভাবে] তার সহজাত স্বভাবের মধ্যে প্রবেশ করেছে। যে ব্যক্তি কাউকে প্রদত্ত অনুগ্রহের কারণে ভালবাসে, সে উপকারীর সত্তা পছন্দ করে না, বরং সে অনুগ্রহকে ভালবাসে। অনুগ্রহ উপকারীর একটি কাজ, যদি এটি না থাকে তবে প্রেমও থাকবে না, যদিও উপকারীর সত্তা থাকে, যেন প্রেমের প্রাচুর্য বা অভাব প্রাচুর্য বা অনুগ্রহের অভাবের উপর নির্ভরশীল।

ভালবাসার তৃতীয় কারণ হল কোনও কিছুকে তার অস্তিত্বের কারণে ভালবাসা এবং তার অস্তিত্ব থেকে আসতে চলেছে এমন কোনও উপকার বা লাভের কারণে নয়, বরং তার অস্তিত্বই লাভ। এটি সত্যিকারের এবং চিরন্তন ভালবাসা এবং এটি আত্মবিশ্বাসের সাথে বলা যেতে পারে যে এই ভালবাসা চিরকাল থাকবে, এবং কোনও উপকার বা লাভের কারণে নয় যা তার অস্তিত্ব থেকে আসতে চলেছে, বরং তার সত্তা লাভ। এটি আসল এবং চিরন্তন প্রেম এবং এটি নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে এই ভালবাসা চিরকাল থাকবে। সকল সুস্থ মেজাজ সুন্দর ফুল, ছবি, সুন্দর শব্দের সঙ্গে উজ্জ্বল রঙের পাখি ইত্যাদি থেকে আনন্দ লাভ করে। অনেকেই এসব জিনিস দেখে ভালোবাসেন। তবুও, এই সমস্ত জিনিস আনন্দদায়ক এবং আনন্দদায়ক, এবং এই সমস্ত জিনিস একটি প্রিয়। প্রতিটি সৌন্দর্যের উপলব্ধি আনন্দদায়ক। যদি প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ সুন্দর, তাহলে তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে প্রিয় হবেন যার কাছে তাঁর মহিমা ও সৌন্দর্য অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

'আল্লাহ সুন্দর এবং সৌন্দর্য ভালোবাসেন' (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আনহু থেকে বর্ণিত* সহীহ মুসলিম *হাদীস* সংকলন।

ভালোবাসার চতুর্থ কারণ হলো সৌন্দর্য। সৌন্দর্যও ভালোবাসার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। কিন্তু সৌন্দর্য কী? এটা ব্যাখ্যা করা জরুরি। যারা বাইরের দিকে নজর রাখে এবং অনুভূতি ও উপলব্ধির বন্দী, তারা মনে করেন যে সৌন্দর্য হ'ল মানুষের ভারসাম্যপূর্ণ অঙ্গ, ভাল মুখের বৈশিষ্ট্য, লালচে এবং হালকা বর্ণ এবং ভাল উচ্চতা রয়েছে। সাধারণত, এই ধরনের লোকদের সুন্দর হিসাবে অভিহিত করা হয় কারণ এই বৈশিষ্ট্যগুলি তারা তাদের চোখ দিয়ে দেখে। এই কারণেই, তাদের এই ধারণা রয়েছে যে যা চোখে দেখা যায় না, চিন্তার দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না, এবং সুন্দর বর্ণ এবং বৈশিষ্ট্যহীন, সুন্দর নয় এবং সাদৃশ্য বা আকাঙ্ক্ষার স্তরেও পৌঁছায় না, যদিও এটি একটি ভুল চিন্তা। চোখে দেখা যায় বা শারীরিক গঠনের ভারসাম্য বা হালকা লালচে বর্ণের উপর সৌন্দর্য নির্ভর করে না। আমরা বলি এই লেখা সুন্দর, এই আওয়াজটা সুন্দর, এই ঘোড়াটি ভালো, বরং আমরা এই কাপড়টি সুন্দর এবং এই পাত্রটি সুন্দর বলার পর্যায়ে যাই। কণ্ঠস্বর, লেখালেখি এবং অন্যান্য সব কিছুর সৌন্দর্যের অর্থ কী? সৌন্দর্য যদি শুধু মুখের মধ্যেই উপস্থিত থাকে, যদিও আমরা ভালো করেই জানি যে, সুন্দর লেখায় (ক্যালিগ্রাফির মতো) চোখ আনন্দ পায়, সুন্দর গানে কান আনন্দ পায়, দুনিয়ার সকল উপলব্ধি হয় ভাল বা মন্দ, তাহলে সৌন্দর্যের অর্থ কী যা সব জিনিসের মধ্যে সাধারণ? আমরা এ বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করব।

সবকিছুর সৌন্দর্য এই বিষয়েই যে পরিপূর্ণতা তার জন্য উপযুক্ত বা সম্ভব, তার মধ্যে জমা হয়। যদি তার সমস্ত সম্ভাব্য পরিপূর্ণতা কোনও জিনিসের মধ্যে জমা হয়, তবে এটি সুন্দর বলা দাবিদার, এবং যদি কিছু পরিপূর্ণতা থাকে এবং কিছু না থাকে তবে সেই জিনিসটি তার পরিপূর্ণতার পরিমাণে সুন্দর হবে [যা এর জন্য অদ্ভুত]। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিটি ঘোড়াকে সুন্দর বলা যায় না, পরিবর্তে কেবল সেই ঘোড়াটিকে সুন্দর বলা হবে যা একটি ভাল ঘোড়ার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে - চেহারা, গঠন, রঙ, গতি, লাগামের প্রতি তার প্রতিক্রিয়ার সৌন্দর্য ইত্যাদি। সুন্দর লেখা হলো যার মধ্যে লেখার সাথে সম্পর্কিত সকল পরিপূর্ণতা যেমন অক্ষর ও শব্দের ভারসাম্য, প্রবাহ, বিন্যাস, সংগঠনের সৌন্দর্য ইত্যাদি জমা হয়। সবকিছুরই একটি পরিপূর্ণতা রয়েছে যা তার জন্য অদ্ভুত এবং অন্য কিছুর জন্য অদ্ভুত নয়, বরং অন্য জিনিসের মধ্যে সেই পরিপূর্ণতার অনুপস্থিতিকে অন্য জিনিসের জন্য সৌন্দর্য বলা হয়। এ থেকে জানা যায় যে, সবকিছুর সৌন্দর্য তার অদ্ভুত পরিপূর্ণতার মধ্যে রয়েছে। তাই যে পরিপূর্ণতার ভিত্তিতে ঘোড়াকে ভালো বলা হয়, সেই পরিপূর্ণতা একই থাকবে না, যার ভিত্তিতে একজন মানুষকে ভালো বলা হয়, এবং যে বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একটি লেখাকে ভাল বলা হয়, তা ঘোড়াকে ভাল বলার জন্য এক হবে না। এই নীতির ভিত্তিতে সমস্ত বিষয় অনুমান করা যেতে পারে।

এখানে আপনি বলতে পারেন যে যে জিনিসগুলি কেবল চোখ দ্বারা অনুভূত হয় না বরং কিছু অন্যান্য ইন্দ্রিয় যেমন কণ্ঠস্বর (কানের মাধ্যমে অনুভূত) এবং স্বাদ যা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাথে

সম্পর্কিত, প্রমাণ করে যে সৌন্দর্য ইন্দ্রিয় এবং অনুভূতির সাথে সম্পর্কিত, তবে সেই জিনিসগুলির উপলব্ধি যা [পাঁচ] ইন্দ্রিয়ের কোনওটিই দ্বারা অনুধাবন করা যায় না। এর কোন মানে হয় না। এর উত্তর হ'ল সৌন্দর্য কেবল ইন্দ্রিয় এবং অনুভূতির উপলব্ধির উপর নির্ভরশীল নয়, বরং যে জিনিসগুলি ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায় না বা উপলব্ধি করা যায় না তাদের মধ্যে সৌন্দর্য রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা হয়, এই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ভালো, এই জ্ঞান ভালো, এই গুণ ভালো, এই আচরণ ভালো। সুন্দর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি জ্ঞান, বিনয়, সাহসিকতা, ঈশ্বর-ভয়, দয়া, চিন্তাশীলতা, বিবেচনা এবং অন্যান্য ভাল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, অভ্যন্তরীণ স্বভাব এবং মেজাজকে বোঝায়। এগুলির কোনওটিই পাঁচটি ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয় না, পরিবর্তে তারা অভ্যন্তরীণ অন্তর্দৃষ্টির (বসিরাহ) আলো বা আলোকসজ্জা দ্বারা অনুভূত হয়। এই সমস্ত সুন্দর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রিয় এবং যিনি তাদের অধিকারী তিনি এই চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে পরিচিত এমন কারও কাছে প্রিয়। এর প্রমাণ হ'ল মানুষের মেজাজে এটি স্থাপন করা হয়েছে যে তারা তাদের নবী এবং নবী সাহাবীদের [এবং অন্যান্য উচ্চতর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যযুক্ত অন্যান্য ধার্মিক লোকদের] ভালবাসবে, যদিও তারা তাদের কখনও দেখেনি [বা এমনকি তারা কেমন দেখতে ছিল তা জানতে]।

কিছু লোক তাদের ধর্মীয় নেতাদের (অতীত ইতিহাস থেকে) প্রচণ্ডভাবে ভালবাসে এবং তাদের প্রতিরক্ষায় তাদের সমস্ত সম্পদ ব্যয় করে এবং যারা তাদের সমালোচনা করে তাদের খণ্ডন করার জন্য তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করে, যদিও তারা তাদের আগে কখনও দেখেনি এবং যদি তারা তাদের দেখে তবে তারা তাদের চেহারাও পছন্দ করতে পারে না। এরপর এ থেকে জানা যায় যে, তাদের বাহ্যিক চেহারা এবং চেহারার কারণে কেউ তাদের ভালবাসে না, বরং তাদের অভ্যন্তরীণ চেহারা (অর্থাত্, তাদের জ্ঞান, বোধগম্যতা, উচ্চতর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদি) প্রত্যক্ষ করে তাদের গভীরভাবে ভালবাসত। তাদের বাহ্যিক রূপগুলি ধূলিকণার সাথে মিশে ধুলোয় পরিণত হয়েছে, কেউ এখনও তাদের ভালবাসে এবং তাদের প্রতি নিবেদিত তাদের অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী যেমন তাদের বিশ্বাস, ঈশ্বর-ভয়, জ্ঞানের ব্যাপকতা, ধর্মের সূক্ষ্মতার সাথে পরিচিতি, ঐশ্বরিক পথের জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার সংগ্রামের কারণে। এই সমস্ত বিষয় সুন্দর, এবং এই সমস্ত গুণাবলী চমৎকার। তাদের সৌন্দর্যের উপলব্ধি কেবল অভ্যন্তরীণ অন্তর্দৃষ্টির আলোর দ্বারা ঘটে কারণ ইন্দ্রিয়গুলি তাদের উপলব্ধি করতে অক্ষম। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ভালোবাসার লোকদের অবস্থা এমনই। যে ব্যক্তি তাকে ভালবাসে সে তার হাড়, মাংস, ত্বক, অঙ্গ, রূপ এবং চেহারাকে ভালবাসে না কারণ এগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেছে বা [অন্য কিছুতে] রূপান্তরিত হয়েছে তবে সেই [অ-দৈহিক ও অবস্তুগত] জিনিসগুলি রয়ে গেছে যার কারণে আবু বকর আল-সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর নৈকট্য, সান্নিধ্য, অন্তরঙ্গতা এবং জ্ঞানের পদে পৌঁছেছেন (মা'*রিফা বা* সিদ্দিকিয়াহ)), অন্য কথায়, তার মহৎ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং সুন্দর অভ্যন্তরীণ গুণাবলী। তার প্রতি ভালোবাসা এই গুণাবলীর কারণেই হয়, যদিও বাইরের রূপ বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

এই সকল সুন্দর আভ্যন্তরীণ চরিত্র বৈশিষ্ট্যের উৎস ও কারণ জ্ঞান ও যোগ্যতা (*কুদরাহ),* অন্য কথায়, এই মহৎ ব্যক্তিরা বিষয়ের বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং নিম্ন আত্মা থেকে কামনা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করার পরে তাদের নিজকে সুন্দর অভ্যন্তরীণ গুণাবলী, মেজাজ এবং স্বভাব দ্বারা সজ্জিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্যান্য সমস্ত অভ্যন্তরীণ গুণাবলী এই জ্ঞান এবং ক্ষমতা থেকে উদ্‌ভূত হয় এবং এই দুটি কোনও বাহ্যিক ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয় না এবং তাদের কোনও বাহ্যিক আকার, রূপ এবং রঙ নেই যা চোখে প্রকাশিত হতে পারে এবং এর ফলস্বরূপ প্রিয় হিসাবে বিবেচিত হয়। এর পরিণতি হ'ল সৌন্দর্য অভ্যন্তরীণ চরিত্র এবং অভ্যাসের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে। জ্ঞান ও সামর্থ্য যদি সুন্দর অন্তরের চরিত্রের উৎস না হতো, তাহলে এই বিষয়টি ভালোবাসার কারণ হতো না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত প্রিয়তমা হচ্ছে সুন্দর অন্তরের চরিত্রের প্রকাশ, যাকে প্রশংসনীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও সুন্দর গুণাবলী বলা হয়, এবং এর উৎস জ্ঞান ও সামর্থ্য। এই অভিব্যক্তিটি মানব প্রকৃতির কাছে প্রিয়, যদিও এটি [বাহ্যিক] ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা হয় না। এ কারণে, যখন লোকেরা হাতিম আল-তাইয়ের উদারতা এবং খালিদ বিন ওয়ালিদ (রহঃ) এর সাহসিকতার কাহিনী শুনতে পায়, তখন তারা অনিয়ন্ত্রিতভাবে এবং অদৃশ্যভাবে তাদের ভালবাসতে শুরু করে, যদিও হাতিমের উদারতা চোখে উপলব্ধি করা যায় না এবং খালিদের সাহসিকতার গুণ চোখে দেখা যায় না, এবং এই প্রেম তাদের বাহ্যিক চেহারা দেখে জন্মায় না এবং এটি কোনও প্রত্যাশিত লাভের কারণে ঘটে না এবং এটি ঘটে না যারা তাদের ভালবাসে তাদের কাছে পৌঁছাতে পারে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে প্রেমিকার জন্য এটি প্রয়োজনীয় নয়, প্রিয়জন প্রেমিকের উপর কোনও অনুগ্রহ করে, বরং প্রিয়তমাকে প্রিয়জনের কারণে ভালবাসা দেওয়া হয় (প্রিয়তমা যেভাবে হয় এবং অন্য কোনও কিছুর জন্য নয়), যদিও প্রিয়তমার কোনও অনুগ্রহ প্রেমিকের কাছে পৌঁছায় না। প্রিয়জনের সত্তা প্রিয় কারণ প্রতিটি সৌন্দর্য প্রিয়। ফর্মগুলি দুটি ধরণের - বাইরের এবং অভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক রূপ বা চেহারা চোখ দ্বারা দেখা যায় এবং অভ্যন্তরীণ রূপটি অভ্যন্তরীণ অন্তর্দৃষ্টি (*বসিরাহ) দ্বারা অনুভূত হয়।* যে ব্যক্তি অন্তরের অন্তর্দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত, সে তা (অন্তরের সৌন্দর্য) উপলব্ধি করে না এবং তা থেকে কোন আনন্দ বা আনন্দ অর্জন করে না, বা এটি ভালবাসে না বা এর দিকে ঝুঁকে পড়ে না। যার অন্তর্দৃষ্টি বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের চেয়ে শক্তিশালী, তিনি বাহ্যিক অর্থের চেয়ে অভ্যন্তরীণ অর্থকে পছন্দ করেন এবং তাদের প্রিয় বলে মনে করেন। দু'জন ব্যক্তির মধ্যে একটি বিশাল পার্থক্য রয়েছে যেখানে তাদের মধ্যে একজন বাইরের সৌন্দর্যের কারণে দেয়ালে অঙ্কন পছন্দ করে এবং অন্যজন তার অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের কারণে একজন নবীকে ভালবাসে।

প্রেমের পঞ্চম কারণ হল একটি গোপন উপযুক্ততা (সামঞ্জস্যতা) যা প্রেমিক এবং প্রিয়জনের মধ্যে বিদ্যমান। কখনও কখনও এমনও ঘটে যে সৌন্দর্য বা অন্য কোনও সুবিধার কারণে নয় বরং তাদের আত্মার সামঞ্জস্যের কারণে দুটি মানুষের মধ্যে একটি দৃঢ় সংযোগ বা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমরা স্নেহ ও ভ্রাতৃত্বের কিতাব (আল-উলফা *ওয়া আল-আখুওয়া)* [গাজ্জালীর মহান

রচনা "ইহ্যা আল-উলুম আদ-দীন" বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" এর পঞ্চম বইয়ের উপর আলোকপাত করেছি যা এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত নয়।

এর সারসংক্ষেপ [প্রেমের কারণগুলির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা] হল যে প্রেমের পাঁচটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, একজন মানুষ নিজের স্ব এবং পরিপূর্ণতার অস্তিত্ব এবং স্থায়িত্বকে ভালবাসে। দ্বিতীয়ত, যারা একজনের প্রতি অনুগ্রহ করে এবং একজনের অস্তিত্ব ও চিরস্থায় একজনকে সাহায্য করে এবং একজনের মধ্যে অজ্ঞতা প্রতিরোধ করে। তৃতীয়ত, এমন কাউকে ভালোবাসা, যিনি কোন উপকার করেননি, কিন্তু অন্যরা এখান থেকে উপকৃত হয়েছেন। চতুর্থত, এমন কাউকে ভালবাসতে যিনি নিজের অস্তিত্বে সুন্দর, তা বাইরের চেহারায় হোক বা অভ্যন্তরীণ চেহারা বা রূপ বা অর্থে হোক। পঞ্চমটি হ'ল এমন কাউকে ভালবাসতে যার সাথে একজনের গোপন সামঞ্জস্য রয়েছে। যদি এই পাঁচটি কারণ [ভালোবাসা] একজনের মধ্যে জমা হয়, তাহলে সেই ব্যক্তির ভালোবাসা পূর্ণ হবে এবং খুব উচ্চ স্তরে থাকবে। কারো সন্তান যদি সুন্দর, ভালো আচরণ, জ্ঞানী, জ্ঞানী, মানুষের সাথে ভাল আচরণ করে, একজনকে ভাল সেবা করে এবং বাধ্য হয় তবে সেই সন্তানের প্রতি পিতামাতার অগাধ ভালবাসা থাকে, তবে এই ভালবাসা আরও শক্তিশালী এবং বিস্তৃত হবে যতটুকু এই চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি একটিতে নিখুঁত হবে। এখন আমরা ব্যাখ্যা করব যে এই সমস্ত [পাঁচটি] কারণের পরিপূর্ণতা এবং সঞ্চয় কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্বের মধ্যে সম্ভব এবং বাস্তবে, তিনিই প্রেমের যোগ্য।

একমাত্র আল্লাহই ভালোবাসার যোগ্য।

যদি কেউ ঈশ্বরের দিকে ঝুঁকে না থাকে তবে ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের দিকে ঝুঁকে থাকে, তবে এটি তার বোধগম্যতার অভাব এবং ঐশ্বরিক জ্ঞান থেকে দূরত্বের প্রমাণ। প্রকৃতপক্ষে, গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য, ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেউ প্রেমের যোগ্য নয় এবং অন্য কেউ প্রিয় বলা পাওয়ার যোগ্য নয়। এই দাবিটি প্রমাণ ছাড়া নয় এবং আমরা আগামী পৃষ্ঠাগুলিতে এটি প্রমাণ করব যে প্রেমের পাঁচটি কারণের সংমিশ্রণ কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্বেই সম্ভব। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও মধ্যে এটা সম্ভব নয়, যেমনটি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও খুব বেশি একটা বা দুটি কারণ আছে এবং তাও আবার রূপক অর্থে, বরং নিজের [নিছক] অনুমান ও চিন্তার অর্থে। অন্যদিকে, ঈশ্বরের মধ্যে এই সমস্ত [পাঁচটি] কারণের সঞ্চয় এবং সংমিশ্রণ বাস্তব। আমরা যখন এই বিষয়টাকে পুরোপুরি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করব, তখন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, মূর্খ ও মূর্খদের চিন্তাভাবনা যে, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম অসম্ভব, তা সঠিক নয়। বরং, বিষয়টি এর বিপরীত, ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাউকে ভালবাসা দেওয়া উচিত নয়। এখন

আমরা এই [প্রেমের পাঁচটি কারণ] পৃথকভাবে পরীক্ষা করব [প্রমাণ করার জন্য যে কাউকে ভালবাসার এই পাঁচটি কারণ কেবল ঈশ্বরের জন্য প্রযোজ্য এবং এটি ছাড়া আর কিছুই নয়]।

প্রথম কারণ: প্রথম কারণটি যা ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা হ'ল মানুষ নিজের আত্মাকে প্রিয় হিসাবে বিবেচনা করে এবং এর স্থায়ীত্ব, চিরস্থায়ী অস্তিত্ব এবং পরিপূর্ণতা কামনা করে। একজন ধ্বংস, অস্তিত্বহীনতা, দোষ এবং পরিপূর্ণতার প্রতিবন্ধকতাকে ঘৃণা করে। এই জিনিসগুলি জীবিত মানুষের সহজাত প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি নিজের (*নাফস) সম্পর্কে জানে* এবং নিজের প্রতিপালককে চিনতে পারে, সে এটা খুব ভালো করেই জানে যে, তার অস্তিত্ব নিজে থেকে নয়, বরং তার অস্তিত্ব, স্থায়ীত্ব, পরিপূর্ণতা এবং সবকিছুই আল্লাহর উপর নির্ভর করে এবং তাঁরই প্রাপ্য। তিনিই কারো অস্তিত্বের স্রষ্টা, তিনিই নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখেন, তিনিই একজনের মধ্যে পরিপূর্ণতার গুণাবলী সৃষ্টি করেন এবং সেগুলোকে পূর্ণতা দেন, তিনিই এমন উপায় সৃষ্টি করেন যা একজনকে পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়, তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি পথপ্রদর্শক সৃষ্টি করেন যা এই উপায়গুলি ব্যবহার করার জন্য একজনকে পরিচালিত করে, অন্যথায় একজন বান্দার (মানুষের) অস্তিত্ব কিছুই নয় - এটি কেবল অস্তিত্বহীনতা। আল্লাহ তাআলা যদি তাঁর কর্মের দ্বারা এবং সৃষ্টির পর কাউকে সৃষ্টি না করেন, তবে তিনি যদি তাঁর অনুগ্রহ না করেন, তবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং যদি তিনি তা (তাঁর অনুগ্রহ) পূর্ণ না করেন, তবে সে অভাব থেকে যাবে। এর পরিণতি হ'ল পৃথিবীতে এমন কোনও অস্তিত্ব নেই যা তার নিজস্ব অস্তিত্বের দ্বারা বিদ্যমান। প্রতিটি অস্তিত্বের অস্তিত্ব এই জীবিত, স্ব-বেঁচে থাকা (ঈশ্বরের) দ্বারা যার নিজের অস্তিত্ব তার নিজের সত্তার দ্বারা। যদি আল্লাহ সম্পর্কে একজন জ্ঞানী (*আরিফ* বা জ্ঞানবাদী) নিজের সত্তার প্রতি ভালবাসা রাখতেন, তবে তার নিজের সত্তার প্রতিও ভালবাসা থাকবে যার উপর তার নিজের সত্তা নির্ভরশীল এবং উপকৃত হচ্ছে এবং অস্তিত্ব অর্জন করছে, যদি কেউ তাঁকে স্রষ্টা, বর্তমান, বিবর্তনকারী, [সমস্ত সৃষ্টি ও অস্তিত্বের] রক্ষক এবং তাঁর নিজের সত্তার দ্বারা বিদ্যমান হিসাবে বিবেচনা করে। এ ধরনের সত্তার প্রতি ভালোবাসা না থাকলে বলা হবে যে, সে নিজের আত্মাকে জানে না, নিজের প্রতিপালককেও জানে না। ভালোবাসা হচ্ছে আল্লাহ বা ঐশ্বরিক জ্ঞান (মা'*রিফা)* কে জানার ফল। যখন প্রেম থাকবে না, তখন কোন গ্নোসিস থাকবে না, এবং এই জ্ঞান যতটুকু দুর্বল হবে, ততটুকু প্রেম দুর্বল হবে, এবং যতটুকু গনোসিস শক্তিশালী হবে, ততটুকু প্রেম শক্তিশালী হবে। এটা কিভাবে সম্ভব যে একজন ব্যক্তির নিজের প্রতি ভালবাসা রয়েছে কিন্তু তার প্রভুর প্রতি নয়? যে সূর্যের কষ্ট সহ্য করে, ছায়াকেও ভালোবাসে, আর যে ছায়াকে ভালোবাসে, সে গাছকেও ভালোবাসে, যার কারণে ছায়া প্রতিষ্ঠিত হয়, যার অস্তিত্ব রয়েছে। ঈশ্বরের সামর্থ্যের সাথে বর্তমান প্রতিটি (বিদ্যমান) জিনিসের সম্পর্ক গাছের সাথে ছায়ার মতো। ছায়ার অস্তিত্ব গাছের মাধ্যমে, এবং আলোর অস্তিত্ব সূর্যের মাধ্যমে। অন্য কথায়, ছায়া তার অস্তিত্বের জন্য গাছের অধীন, এবং আলোর অস্তিত্ব সূর্যের অধীন। অনুরূপভাবে, বিদ্যমান সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব সেই এক সত্তার অধীন। সবকিছুই তাঁর সামর্থ্য ও সৃজনশীলতার উদাহরণ।

মানুষের যদি নিজের আত্মাকে ভালবাসার প্রয়োজন হয়, তবে সেই সত্তাকে ভালবাসতে হবে, যার দ্বারা একজন অস্তিত্ব পেয়েছে, তখন নিজের বাস্তবতা, অভ্যন্তরীণ গুণাবলী, অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সত্তা এবং অভ্যন্তরীণ অর্থ এবং শারীরিক গঠনের মধ্যে, একজন স্থায়ী [এই জীবনের পরে শুরু হওয়া অনন্ত জীবনের আকারে] প্রাপ্ত হয়। যাইহোক, এই ভালবাসা কেবল এমন কেউ অনুভব করতে পারে যিনি উপরে উল্লিখিত বাস্তবতা জানেন যেমন তারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যার হৃদয় নিম্ন আত্মার কামনায় লিপ্ত হয়, তার স্রষ্টা ও প্রভুর প্রতি অজ্ঞ এবং ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা নেই এবং কেবল কামনা এবং বাহ্যিক চেহারার উপর নজর রাখে, অন্য কথায়, সে দৃশ্যমান জগতের (বস্তুগত রাজ্য) রাজ্যে বন্দী থাকে যেখানে কারও কোনও পার্থক্য নেই। বরং পশুরাও এতে অংশ নেয়। ফেরেশতাদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে এমন ব্যক্তিই কেবল ফেরেশতার জগতে (আলম *আল-মালাকুত)* থাকতে পারে। যে পশুর রাজ্যে আছে এবং এই রাজ্যে নিচু অবতরণ করবে, সে ফেরেশতার রাজ্য থেকে দূরে থাকবে।

দ্বিতীয় কারণ: ভালোবাসার দ্বিতীয় কারণ হলো, এমন কাউকে ভালোবাসা যে কেউ উপকার করে, অর্থ দিয়ে সাহায্য করে, সব বিষয়ে সাহায্য করে, সব সময় সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকে, শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করে, ঈর্ষান্বিতদের মন্দ কাজ থেকে রক্ষা করে, নিজ, সন্তান, পরিবার ও আত্মীয়স্বজন সম্পর্কিত সকল উদ্দেশ্যে সহায়তা করে। এ ধরনের একজন সাধারণত প্রিয়তমা হয়। এই কারণটি [ভালবাসা] দাবি করে যে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাউকে ভালবাসা দেওয়া উচিত নয়। যদি ঈশ্বরের অধিকার সম্পর্কে সঠিকভাবে ধারণা করা যায়, তবে এটি স্পষ্ট হবে যে যে অনুগ্রহ করে সে একমাত্র তিনি। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি যে নেয়ামত করেছেন, তা লিখিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এই অনুগ্রহগুলি অসংখ্য যেমন ঈশ্বর স্বয়ং বলেছেন:

وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ۗ

"যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামতসমূহ গণনা করতে শুরু কর, তবে সেগুলোকে গণনা করা যাবে না। (কুরআন, অধ্যায় 14, আয়াত 34)

প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহর অনুগ্রহ এমন যে, তা গণনা করা যায় না। [ঈশ্বরের, অর্থাৎ মানুষের] বান্দাদের কেবল রূপক অর্থে [তারা অন্যের উপর করে] অনুগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রকৃত উপকারী একমাত্র আল্লাহ। ধরুন কেউ আপনাকে তার সমস্ত ধন দিয়েছে এবং আপনাকে ব্যয় করার সম্পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। আপনি যদি ভাবতে শুরু করেন যে কেউ আপনাকে ধন হস্তান্তর করে এবং আপনাকে ব্যয় করার অধিকার দিয়ে আপনার জন্য একটি দুর্দান্ত উপকার করেছে, তবে এটি ভুল চিন্তাভাবনা হবে। প্রথমত, আপনার চারটি বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত, তারপরে অনুগ্রহের বাস্তবতা আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রথমটি হ'ল সেই ব্যক্তির অস্তিত্ব যিনি আপনাকে ধন দিচ্ছেন। দ্বিতীয়ত, একজনের সাথে সম্পদের উপস্থিতি। তৃতীয়ত, এর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখা। চতুর্থত, আপনার কাছে সম্পদ হস্তান্তর করার হৃদয়ের ধারণা। এখন আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, "কে এই ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেছে? কে একজনকে ধন-সম্পদ দান করল, অতঃপর তার উপর কর্তৃত্ব ও সামর্থ্য দান করলেন? সম্পদ হস্তান্তরের জন্য আপনাকে বেছে নেওয়ার ইচ্ছা কে নিজের হৃদয়ে রেখেছিল? কে আপনার ভালোবাসা হৃদয়ে রেখেছিল? কীভাবে কেউ এই ধারণা পেল যে এই পৃথিবীতে এবং পরকালে নিজের উন্নতি এবং মঙ্গল আপনার উপকার করার মধ্যে? যে কেউ আপনাকে সম্পদ বা সম্পত্তি দেওয়ার জন্য নিজের হৃদয়ের জেদ মানতে বাধ্য এবং তার বিরোধিতা করতে পারে না, তার কারণ কী? আপনি যদি এটি সম্পর্কে চিন্তা করেন, তবে আপনি এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাবেন এবং এটি স্পষ্টভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে প্রকৃত উপকারী একমাত্র ঈশ্বর যিনি একজনকে আপনার প্রতি অনুগ্রহ করতে বাধ্য করেছিলেন এবং [নিজের হৃদয়] আপনার জন্য বশীভূত করেছিলেন এবং এমন কারণগুলি চাপিয়ে দিয়েছিলেন যা আপনার উপর অনুগ্রহ করতে প্ররোচিত করে। অনুগ্রহকারী ব্যক্তির হাত কেবল একটি উপায় যার মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁর বান্দাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। সেই ক্ষেত্রে, জলের চ্যানেলের মতো বাধ্য হয়ে জল প্রবাহিত হতে বাধ্য হয়। আপনি যদি মধ্যস্থতাকারীকে আপনার উপকারী হিসাবে বিবেচনা করেন এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে শুরু করেন তবে এটি একটি ইঙ্গিত যে আপনি বাস্তবতার সাথে অপরিচিত।

যখনই মানুষ কোন অনুগ্রহ করে (অন্যের উপর) করে, তখন সে নিজের উপর করে, তা কোন সৃষ্টির উপর করা সম্ভব নয়। যদিও কেউ অনুগ্রহের রূপ গ্রহণ করে, তবুও সে তার ক্ষতিপূরণের জন্য পূর্ব থেকে অনুসন্ধান করে, তা সে জগতে হোক না কেন, যেমন পৃথিবী একজনের জন্য জয় হয়ে যায় বা একজনের অধীন হয়ে যায় এবং একজনকে প্রচুর প্রশংসা করে, নিজের উদারতার গল্প দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ তাদের আনুগত্য এবং ভালবাসার ফুল দিয়ে বৃষ্টি করতে শুরু করে। অথবা যে ব্যক্তি পরকালে আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বোত্তম সওয়াব লাভ করে। কেউ যেমন বিনা কারণে নিজের সম্পদ নদীতে ফেলে দেয় না, তেমনি কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ নিজের সম্পদ অন্য হাতে দেয় না। এই উদ্দেশ্যই একজনের লক্ষ্য। যদি কেউ আপনাকে ধন-সম্পদ প্রদান করে থাকে তবে আপনি কারও উদ্দেশ্য অর্জনের একটি মাধ্যম মাত্র, এই উদ্দেশ্য কারও উল্লেখ, খ্যাতি, খ্যাতি, সম্মান, মহত্ত্ব বা আখেরাতে সম্মান, মহত্ত্ব এবং ঐশ্বরিক প্রতিদান। এই ব্যক্তি [যে আপনার প্রতি অনুগ্রহ করেছে] আপনাকে তার ধন-সম্পদ হস্তান্তর করে নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছে। এ কারণে, কেউ আপনার উপকারী নয়, বরং সে নিজের (*নাফস)* উপকারী হয়। একজন ধনের বিনিময়ে এমন কিছু পেতে চায়, যা তার চেয়ে ভাল বলে মনে করে। যদি এটি ভাল না হত তবে কেউ আপনার জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করত না। এটি সম্পর্কে চিন্তা করুন, একজন আপনার কৃতজ্ঞতা বা ভালবাসার যোগ্য নয় এবং এর

দুটি কারণ রয়েছে। এর একটা কারণ হল, ঈশ্বরের কাছ থেকে এমন বিষয়গুলো আরোপ করার পর যেগুলো একজনকে অনুগ্রহ করতে প্ররোচিত করেছিল, তখন একজন আপনাকে সেই সম্পদ [বা সম্পত্তি বা বস্তুগত সম্পত্তি] দিতে বাধ্য হয়েছিল এবং এর বিরোধিতা করতে অক্ষম ছিল। এর দৃষ্টান্তটি এমন একজন রাজার কোষাধ্যক্ষের যার রাজা রাজকীয় পুরষ্কার দিয়ে একজনকে দান করার আদেশ দেন। যে ব্যক্তি সেই পুরষ্কার পায় সে কোষাধ্যক্ষকে কারও উপকারী হিসাবে বিবেচনা করতে পারে না কারণ সেই রাজকীয় আদেশ পাওয়ার পরে, কোষাধ্যক্ষ তা পালন করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং এর বিরোধিতা করতে অক্ষম ছিলেন। রাজা যদি কোষাধ্যক্ষের ইচ্ছায় পুরষ্কারের বিষয়টি স্থগিত রাখতেন, তবে কোষাধ্যক্ষ তা দিতেন না। অনুরূপভাবে, আল্লাহ যদি উপকারীকে নিজের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেন, তবে কেউ [আপনার জন্য] একটি জাল মুদ্রাও ব্যয় করতে রাজি হবে না, তবে তিনি প্রথমে কারও হৃদয়ে তার ধন-সম্পদ দান করার কারণ এবং উত্সাহ প্রবেশ করেছিলেন, তারপরে তার হৃদয়ে এই ধারণা তৈরি করেছিলেন যে ধন-সম্পদ দানের জন্য তিনি এই পার্থিব এবং পর্যন্তের উপকার, এই দানের উপর নির্ভর করে এবং তাই কেউ এটি দেয়। দ্বিতীয় কারণ হলো, একজন ব্যক্তি সম্পদ দান করে দেয় এবং বিনিময়ে যা তার মতে সম্পদের চেয়ে উত্তম। এই ক্ষেত্রে একজনের উদাহরণ হ'ল একজন ব্যবসায়ী বা ব্যবসায়ী এবং একজন ব্যবসায়ী উপকারী হতে পারে না কারণ কেউ সম্পদ দেওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ নিচ্ছেন। এটি একটি পৃথক বিষয় যা ক্ষতিপূরণ হিসাবে গ্রহণ করা হয় প্রশংসা বা ঐশ্বরিক প্রতিদান [আর্থিক বা বস্তুগত প্রতিদান নেওয়ার পরিবর্তে]। ক্ষতির জন্য এটি অনুভব করা [বা দেখা] করা প্রয়োজন নয়, বরং আনন্দ এবং উপকারগুলি [ক্ষতিপূরণ হিসাবে] সম্পদের জায়গা নিতে পারে এবং কখনও কখনও সম্পদের সর্বোত্তম প্রতিদান হয়ে উঠতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, অনুগ্রহ এমন একটি জিনিস যার জন্য কেউ কোন প্রতিদান গ্রহণ করে না, অন্য কথায়, দাতা এমনভাবে দেয় যে দাতা এতে কোন আনন্দ অর্জন করে না বা এটি থেকে কোন উপকার অর্জন করে না, এবং এই ধরনের অনুগ্রহের পক্ষে একজন মানুষের মধ্যে অস্তিত্ব পাওয়া অসম্ভব। একমাত্র আল্লাহই এই ধরনের অনুগ্রহের উৎস ও দাতা এবং আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির উপর যে [অগণিত] অনুগ্রহ করেছেন, এতে আল্লাহর কোন গোপন উপকার নেই, সমস্ত উপকার সৃষ্টির দ্বারা অর্জিত হয়। এই বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের জন্য অনুগ্রহ শব্দটি ব্যবহার করা হয় একটি মিথ্যা বা কেবল একটি রূপক রেফারেন্স। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে অনুগ্রহের অস্তিত্ব অসম্ভব, ঠিক যেমন অন্ধকার ও উজ্জ্বলতা একত্রিত করা অসম্ভব। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্যান্য সমস্ত গুণাবলীর মতো তাঁর এই ঐশ্বরিক গুণাবলীতে অনন্য এবং একাকী। এ থেকে জানা যায় যে, ঈশ্বরের জ্ঞানী (*আরিফ* বা জ্ঞানবাদী) উচিত এমন একজন আদর্শ উপকারীর পরিবর্তে ঈশ্বরকে ভালবাসতে যিনি কোনও সত্যিকারের অনুগ্রহ করতে সক্ষম নন। প্রকৃত উপকারী একমাত্র আল্লাহ এবং তিনিই একমাত্র এই ভালোবাসার

যোগ্য। যদি কেউ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে উপকারী বলে মনে করে, তবে সে তার অজ্ঞতা এবং অনুগ্রহের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার অপরিচিততার প্রমাণ।

তৃতীয় কারণ: মানুষ একজন উপকারীকে ভালবাসে, যদিও সেই অনুগ্রহ একজনের উপর নয়, বরং অন্য কারও উপর। এই জিনিসগুলি মানুষের মেজাজে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনাকে এমন একজন নেতার কথা বলা হয় যিনি ন্যায়বিচার করেন, তিনি ভাল জানেন [যার জন্য একজন দায়ী লোকদের সমস্যা সম্পর্কে], লোকদের সাথে দয়া এবং উদারতার সাথে আচরণ করেন, তাদের সাথে নম্রতার সাথে আচরণ করেন, যদিও সেই নেতা আপনার থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে [অন্য দেশের বিশ্বের একটি ভিন্ন অংশে] কিন্তু আপনি এই নেতাকে আপনার হৃদয়ে ভালবাসতে শুরু করেন। অন্যদিকে, আপনি এমন একজন নেতার কথা শুনেছেন যিনি নিপীড়নের জন্য পরিচিত, যিনি অহংকারী, অশুভ, ঝামেলা সৃষ্টিকারী এবং আপনার থেকে দূরবর্তী দেশের নেতা, তখন আপনি আপনার থেকে দূরত্ব এবং দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও এই নেতাকে ঘৃণা করেন। এই দুই নেতার প্রতি আপনার হৃদয়ের আলাদা অনুভূতি রয়েছে এবং এই পার্থক্যটি বেশ স্পষ্ট; আপনার একটির প্রতি চরম ঝোঁক রয়েছে এবং অন্যটির প্রতি চরম ঘৃণা রয়েছে। ভালবাসা এবং ঘৃণার এই অবস্থা হ'ল যখন আপনি একজন নেতার উদারতা থেকে বঞ্চিত হন এবং অন্যের নিপীড়ন থেকে নিরাপদ হন এবং আপাতদৃষ্টিতে আপনার সেখানে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই যেখানে সেই ন্যায়সঙ্গত নেতা বা অন্যায়কারী নেতা শাসন করে। কিন্তু ন্যায়পরায়ণ নেতার প্রতি আপনার ভালবাসা কেবল এই কারণে যে এই নেতা একজন উপকারী, এই কারণে নয় যে আপনি কোনও অনুগ্রহ থেকে উপকৃত হয়েছেন। এই কারণটি এটিও আবশ্যক যে আপনি ঈশ্বরকে ভালবাসো, বরং তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে ভালবাসবেন না, যদি না আপনার কাছে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কারও সাথে সংযোগ স্থাপনের কারণ থাকে। কারণ সকল সৃষ্টির উপর অনুগ্রহকারী এবং অনুগ্রহ ও উদারতা থেকে ঐশ্বরিক উদারতা প্রদানকারী একমাত্র তিনি, ছাড়া আর কেউ নেই। প্রথমত, তিনি তাদেরকে সম্পদ দান করেছিলেন, অতঃপর তাদেরকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করেছিলেন এবং তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেছিলেন এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় উপায় প্রদান করেছিলেন। উপরন্তু, তিনি তাদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় দিয়েছেন যা প্রয়োজনের বৃত্তে (ক্ষেত্রে) আসে না তবে তাদের মধ্যে প্রয়োজনের চিহ্ন রয়েছে, অতঃপর তিনি আরও বেশি অনুগ্রহ প্রদান করেছিলেন যা প্রয়োজন হিসাবে গণনা করা হয় না। মানবদেহের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির উদাহরণ হ'ল হৃৎপিণ্ড, লিভার এবং মাথা, প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলি হ'ল চোখ, পা এবং হাত, এবং সৌন্দর্যায়নের জন্য অতিরিক্ত জিনিসগুলির মধ্যে রয়েছে খিলানযুক্ত ভ্রু, ঠোঁট, গাল, বাদাম আকৃতির চোখ ইত্যাদি। এগুলি এমন জিনিস যা যদি উপস্থিত না থাকে তবে মানুষের প্রয়োজন বা প্রয়োজনীয়তার উপর কোনও প্রভাব পড়ে না কারণ এই জিনিসগুলি কেবল [মানুষের চেহারার] সৌন্দর্যায়নের সাথে সম্পর্কিত। অদৈহিক জিনিসগুলোর মধ্যে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর উদাহরণ হলো পানি ও খাদ্য, প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে রয়েছে ওষুধ, মাংস ও ফলমূল এবং অতিরিক্ত জিনিসগুলোর

মধ্যে রয়েছে গাছের সবুজ ও সৌন্দর্য, ফুল ও ফুলের কুঁড়ির সৌন্দর্য, খাবার ও ফলের স্বাদ। এগুলো (অতিরিক্ত) জিনিস, যদি উপস্থিত না থাকে তবে তারা কোন প্রয়োজন বা প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে না। এই তিন ধরনের [ঐশ্বরিক] অনুগ্রহ যা প্রয়োজনীয় এবং প্রয়োজন, এবং অতিরিক্ত [সৌন্দর্যপূর্ণ] জিনিস প্রতিটি জীবের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে। বরং পৃথিবীর কণা থেকে শুরু করে ঐশ্বরিক সিংহাসনের উঁচুতা পর্যন্ত সকল সৃষ্টিতে তারা উপস্থিত রয়েছে। তাই একমাত্র আল্লাহই উপকারী এবং তিনি ছাড়া আর কেউ উপকারী হতে পারে না। যদি একজন মানুষ উপকারী হয়, তবে সেই অনুগ্রহ আল্লাহর সৃষ্টির ভাল জিনিসগুলির মধ্যে একটি ভাল জিনিস। তিনিই সৌন্দর্যের স্রষ্টা, তিনিই কল্যাণকারীর স্রষ্টা এবং অনুগ্রহের স্রষ্টা। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ভালবাসা নিছক অজ্ঞতা ও মূর্খতা। যে এ কথা জানে সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভালোবাসে না।

চতুর্থ কারণ: একজন ব্যক্তি কোন জিনিসকে ভালোবাসে কারণ সে সুন্দর এবং তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। আগেই উল্লিখিত হিসাবে, এটি সহজাত মানব প্রকৃতির মধ্যে অন্তর্নিহিত। সৌন্দর্যকে দুই প্রকারে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে: প্রথমটি সৌন্দর্য যা চোখ দিয়ে অনুভূত হয়, এবং দ্বিতীয়টি সেই সৌন্দর্য যা অগত্যা অভ্যন্তরীণ অন্তর্দৃষ্টির আলোকসজ্জার প্রয়োজন। প্রথম ধরণের সৌন্দর্য এমনকি একটি শিশুও উপলব্ধি করে, বরং এটি এমনকি একটি প্রাণী বা পাখির দ্বারা উপলব্ধি করা হয়, তবে দ্বিতীয় ধরণের সৌন্দর্য কেবল তারাই উপলব্ধি করে যারা "হৃদয়ের মানুষ" হিসাবে অভিহিত হতে পারে। অন্য লোকেরা তাদের সাথে এই উপাধি ভাগ করে নেয় না যারা কেবল পার্থিব জীবনের বাইরের দিকগুলি দেখে এবং দৃশ্যমান ব্যতীত অন্য কিছুই দেখতে পায় না। সৌন্দর্য প্রত্যেকের কাছে প্রিয় হয় যারা এটি উপলব্ধি করে। যারা হৃদয় থেকে সৌন্দর্য উপলব্ধি করে, তারা হৃদয় থেকে সৌন্দর্যকে প্রিয় মনে করে। এর উদাহরণ হ'ল নবী এবং সত্যিকারের পণ্ডিতদের (সাধু এবং জ্ঞানবাদীদের) তাদের উচ্চ (মহৎ) চরিত্র বৈশিষ্ট্য এবং সুন্দর গুণাবলীর জন্য ভালবাসা। তাদের ভালোবাসা হৃদয়ে বিরাজ করে, যদিও তাদের চেহারা এবং বাইরের চেহারা চোখ থেকে আড়াল থাকে। এটি অভ্যন্তরীণ রূপের সৌন্দর্য দ্বারা বোঝায় যা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয় না, তবে কেউ তাদের উচ্চ চরিত্রের দিকে ইঙ্গিত করে এমন লক্ষণগুলি উপলব্ধি করে। যখন অন্তর এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়, তখন হৃদয় তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং তাদের ভালবাসে। অতএব, যখন কেউ কোনও লেখকের লেখা, বা কোনও কবির কবিতা, বা কোনও শিল্পীর ছবি বা একজন নির্মাতার নির্মাণ দেখেন, তখন সেই লেখক, কবি, শিল্পী এবং নির্মাতার অভ্যন্তরীণ গুণাবলী তাদের কাছে উন্মোচিত হয় কারা এই রচনাগুলি অস্তিত্বে এনেছিল। তাদের কাজের মূল বিষয় হল তাদের জ্ঞান এবং ক্ষমতা। তখন তাদের সম্পর্কে যা জানা যায় তার মহত্ত্ব, সৌন্দর্য এবং শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাণে, তাদের জ্ঞান উচ্চতর এবং পরিপূর্ণ হবে। সামর্থ্যের অধিকারী ব্যক্তির অবস্থা এমনই। ক্ষমতার সাথে সত্তার উচ্চ সম্মান এবং মর্যাদার পরিমাণে, সেই পরিমাণে ক্ষমতা উচ্চতর এবং পরিপূর্ণ হবে। কারণ পরিচিতদের মধ্যে, সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচিত ঈশ্বরের সত্তা। এজন্য আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত

জ্ঞান হবে সকল জ্ঞানের মধ্যে সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ যা আল্লাহর জ্ঞান (মা'*রিফা)* জ্ঞান। তারপরে পদমর্যাদা অনুসারে, সেই জিনিসগুলি সম্মান এবং শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী যা ঈশ্বরের জ্ঞানের সাথে অদ্‌ভুত বা এর কাছাকাছি। কোনও জিনিস ঈশ্বরের জ্ঞানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, সেই পরিমাণে তার মহত্ত্ব, সম্মান এবং পার্থক্য থাকবে।

জ্ঞানবাদীদের সুন্দর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, অভ্যন্তরীণ গুণাবলী, স্বভাব এবং মেজাজ তিনটি জিনিসের সমন্বয়ে গঠিত। প্রথমত, এই লোকেরা আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, নাযিল কিতাব এবং ঐশী বিধান সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। দ্বিতীয়ত, তারা নিজেদের এবং ঈশ্বরের অন্যান্য বান্দাদের সংস্কার ও পবিত্র করার এবং তাদের আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে সংস্কার ও পথ প্রদর্শন করার ক্ষমতা রাখে। তৃতীয়ত, তারা মন্দ, অভ্যন্তরীণ দোষ এবং কামনা থেকে শুদ্ধ হয়েছে যা মানুষকে কল্যাণ ও ন্যায়ের পথ থেকে বিরত রাখে এবং [পরিবর্তে] তাকে অশুভের পথে চলার জন্য বাধ্য করে। এই [তিনটি] বিষয়ের কারণে, মানুষ নবী, তাদের উত্তরসূরি, আলেমগণ এবং ন্যায়পরায়ণ ও উদার নেতাদের ভালবাসে।

জ্ঞান, সামর্থ্য ও পবিত্রতা: এবার আসুন আমরা ঐশ্বরিক গুণাবলীর (গুণাবলী) সাথে সম্পর্কিত এই তিনটি বিষয়ের দিকে নজর দিই। জ্ঞানের অবস্থা এমন যে, পূর্বে যারা এখানে এসেছিল এবং বর্তমানে এখানে আছেন এবং ভবিষ্যতে আসবে, তাদের সকল জ্ঞানের (সমষ্টিগতভাবে মানবজাতি দ্বারা পরিচিত) ঈশ্বরের জ্ঞানের সাথে কোন তুলনা নেই। তাঁর জ্ঞান বিদ্যমান প্রতিটি জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞানের বাইরে কিছুই নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ

"আসমান ও ভূমন্ডল থেকে তাঁর কাছে এক বিন্দুও অনুপস্থিত নেই। (কুরআন, অধ্যায় 34, আয়াত 3)

একটি আয়াতে সমগ্র সৃষ্টিকে সম্বোধন করা হয়েছে:

وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

"আর তোমাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, কিন্তু তা খুবই সামান্য। (কুরআন, অধ্যায় 17, আয়াত 85)

পরিবর্তে, যদি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সমস্ত অধিবাসী ঐক্যবদ্ধ হয় কিভাবে একটি পিঁপড়া বা মশা সৃষ্টি করা হয়েছিল সে সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানকে ঘিরে রাখার জন্য, তবে তারা তাঁর জ্ঞানের একটি ক্ষুদ্র অংশও পৌঁছাতে সক্ষম হবে না এবং কেবল সেই পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে যা তিনি তাদের অর্জন করতে চান। সৃষ্টির যত সামান্য জ্ঞান আছে তা তাঁর শিক্ষার কারণে। কুরআন বলে,

خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ ﴿٣﴾

عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴿٤﴾

"তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং কথা বলতে শিখিয়েছিলেন (বাগ্মিতা, নিজেকে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা, জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলির উচ্চারণ এবং অন্যের কথা বলা এবং উচ্চারণ থেকে শেখা)। (কুরআন, অধ্যায় 55, আয়াত 3-4)

এর পরিণতি হ'ল জ্ঞানের সৌন্দর্য এবং পার্থক্য যদি প্রিয় হয় বা যে তার নিজের অধিকারে এটি দ্বারা সজ্জিত ব্যক্তির জন্য একটি শোভা এবং পরিপূর্ণতা হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে একজন মানুষের উচিত কেবল ঈশ্বরকে ভালবাসা। তাঁর জ্ঞানের তুলনায় আলেমগণের জ্ঞান নিছক অজ্ঞতা। সকল সৃষ্টির সম্মিলিত জ্ঞানের উপর আল্লাহর জ্ঞানের অকল্পনীয় শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, কারণ তাঁর জ্ঞানের কোন সীমা নেই, অথচ সৃষ্টির জ্ঞান সীমিত এবং এর একটি শেষ বিন্দু রয়েছে।

যোগ্যতা (*কুদরাহ* বা শক্তি, শক্তি, উপায়, কোনও কিছু সম্পাদন করা বা তাকে অস্তিত্বে আনার জ্ঞান) পরিপূর্ণতার একটি বৈশিষ্ট্য এবং এর তুলনায় অক্ষমতা একটি ত্রুটি বা দোষ। প্রতিটি পরিপূর্ণতা, মহত্ত্ব, পার্থক্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রিয় এবং কেউ তার উপলব্ধিতে আনন্দ খুঁজে পায়। এ কারণে, যখন কেউ তাদের সমসাময়িকদের উপর আলী (রাঃ) এবং খালিদ (রহঃ) এর বীরত্ব ও পরাক্রমের কথা শুনতে পায় তখন সুখের অনুভূতি তার হৃদয়ে আলোড়িত হয়। তাদের সাহসী দুঃসাহসিক অভিযানের কথা শুনলেই কেউ এতটাই খুশি হয় যে কেউ যদি তাদের অ্যাডভেঞ্চারগুলি নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করত তবে তাদের সুখ কী হত? এখন ঈশ্বরের বান্দাদের ক্ষমতা ও সাহসিকতার সঙ্গে ঈশ্বরের ক্ষমতার তুলনা করুন। সৃষ্টির মধ্য থেকে এমন ব্যক্তিকে ধরুন যিনি সবচেয়ে শক্তিশালী, সর্বাধিক আধিপত্য ও ক্ষমতার অধিকারী, নিম্ন আত্মা থেকে সমস্ত মন্দ নির্মূল করার জন্য সমস্ত মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতার অধিকারী, নিজের এবং অন্যের আত্মার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে গভীরতম অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী এবং সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার সম্পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। এই ব্যক্তিকে গ্রহণ করুন এবং তারপর দেখুন যে এমন ব্যক্তির প্রচণ্ড শক্তি, শক্তি, ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, নিজের মৃত্যু, জীবন, মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান, লাভ বা ক্ষতির উপর এতটাই নিয়ন্ত্রণ নেই যে এমন ব্যক্তি

এমনকি নিজের দৃষ্টিশক্তি হারানো রোধ করতে সক্ষম নয়, কানের শ্রবণশক্তি হ্রাস করতে সক্ষম নয়। জিহ্বার কথা এবং শরীরের অসুস্থতা। এমন অসংখ্য বিষয় রয়েছে যেখানে একজন মানুষ নিজের এবং অন্যের জন্য নিজের সামর্থ্যের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে কিছুই করতে অক্ষম। আর যে বিষয়গুলো তার সামর্থ্যের সাথে সম্পর্কিত নয়, সে মাছির ডানার সমান আকারের সমান কাজ করতে পারে না। তারপর নিজের এবং অন্যের উপর যে ক্ষমতা রয়েছে, তা তার নিজের কাজ নয় এবং এটি নিজের দ্বারা বিদ্যমান নয়, বরং ঈশ্বর যেমন একজনকে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি ঈশ্বর একজনের ক্ষমতা এবং তার উপায় তৈরি করেছেন এবং একজনকে তার ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত জিনিসগুলি করতে সক্ষম করেছেন। ক্ষমতা, রাজনীতি, আধিপত্য, শাসন এবং ক্ষমতার পরিপূর্ণতার কারণে ঈশ্বরের বান্দাদের মধ্যে থেকে কাউকে ভালবাসতে পারে না, তবে ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারে না, যদিও শক্তি এবং শক্তি কেবল ঈশ্বরের জন্য উপযুক্ত, যিনি সর্বোত্তম প্রভাবশালী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনিই পরাক্রমশালী, সর্বশক্তিমান, সকল জ্ঞানের অধিকারী এবং সকল ক্ষমতার অধিকারী। আকাশ তাঁর ডান হাতে আবৃত, পৃথিবীতে বা নীচে যা কিছু আছে তা তাঁর নিয়ন্ত্রণে এবং সমস্ত সৃষ্টির লাগাম তাঁর হাতে। যদি তিনি পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দেন, তবে তাঁর আধিপত্য থেকে একটি বিন্দু বা কণাও হ্রাস পাবে না। তাঁর বান্দাদের মধ্যে, যাদের সামর্থ্য বা শক্তি আছে, সবই তাঁর সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও ক্ষমতার নিদর্শন থেকে এসেছে। সৌন্দর্য, মহিমা, মহত্ত্ব, আধিপত্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁরই। এজন্য যদি কারো সামর্থ্যের কারণে কাউকে প্রিয় মনে করা সম্ভব হয়, তাহলে এই প্রেমের একমাত্র যোগ্য হলেন সকল ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ, মহান আল্লাহ।

সকল দাগ, ত্রুটি ও মন্দ থেকে নিম্ন আত্মাকে পরিমার্জন ও শুদ্ধি করা এমন একটি গুণ (গুণ) যা একজনকে (এর অধিকারীকে) ভালবাসতে বাধ্য করে। এটিও সৌন্দর্য এবং অভ্যন্তরীণ রূপের সাথে সম্পর্কিত। যদিও সমস্ত নবী এবং জ্ঞানবাদী দোষ, পাপ এবং মন্দের ঊর্ধ্বে ছিলেন, তবুও শুদ্ধির পবিত্রতা এবং পরিপূর্ণতা কেবল সেই সত্তার পক্ষে সম্ভব যিনি বিশুদ্ধ এবং মহিমা, মহিমা এবং সম্মানের অধিকারী। অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টির কিছু দোষ রয়েছে, বরং বেশিরভাগ সৃষ্টিই দোষ এবং ত্রুটিগুলির মূর্ত প্রতীক বলে মনে হয়, বরং এই সত্যটি যে তারা সৃষ্টি, [অনেক কিছুর] অক্ষম, [ঐশ্বরিক শক্তির দ্বারা] পরাধীন এবং অভাবী হওয়া, নিজেরাই দোষ এবং ত্রুটি। অতএব, পরিপূর্ণতা কেবল ঈশ্বরের জন্য সংরক্ষিত। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো যদি পরিপূর্ণতা থাকে, তবে সেটাও তাঁর দান। পরিপূর্ণতার শীর্ষে পৌঁছানো একজন মানুষের এক্তিয়ারের মধ্যে নেই, কারণ পরিপূর্ণতার শীর্ষে পৌঁছানোর সর্বনিম্ন মাত্রা হ'ল [ঈশ্বরের] একজন বান্দা আর [ঐশ্বরিক শক্তির দ্বারা] বশীভূত হয় না এবং নিজের অস্তিত্বের জন্য আর [ঈশ্বরের উপর] নির্ভরশীল নয় এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও এই বৈশিষ্ট্য নেই। বরং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা এই গুণ অর্জন করা অসম্ভব। তিনি পরিপূর্ণতার সাথে এই পার্থক্যের একমাত্র বাহক, তিনিই সমস্ত দোষহীন, তিনিই সমস্ত মন্দ থেকে শুদ্ধ। যদি সকল দোষ থেকে পবিত্রতা ও শুদ্ধিকরণকেও সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা বলে গণ্য করা হয় এবং এই গুণটি প্রেমের কারণ হয়, তবে বাস্তবে এই

গুণটি কেবল ঈশ্বরের জন্য একচেটিয়া। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ যদি এ গুণে কোন অংশ পেয়ে থাকে, তবে তা অন্য সৃষ্টির তুলনায় পরিপূর্ণতা বলা হবে।

পঞ্চম কারণ: প্রেমের পঞ্চম কারণ হল সামঞ্জস্য এবং সাদৃশ্য কারণ এমন কিছু [বা কেউ] যা অন্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তার দিকে ঝুঁকছে। অতএব আপনি দেখতে পাবেন যে, একটি শিশু একটি শিশুর প্রতি, একটি প্রাপ্তবয়স্ক, এবং প্রতিটি প্রাণী তার নিজের প্রজাতির দিকে ঝুঁকে এবং সে অন্য প্রজাতি থেকে পালিয়ে যায়। প্রতিটি জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানের অনুরূপ পটভূমির একজন ব্যক্তির দিকে ঝুঁকছেন এবং কাঠমিস্ত্রি একজন কৃষকের বিপরীতে অন্য কাঠমিস্ত্রির প্রতি ঝুঁকছেন। এটি এমন একটি বাস্তবতা যা প্রমাণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয় না, তবে অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণ তার স্পষ্ট প্রমাণ। এটি দেখায় যে সামঞ্জস্য প্রেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। যাইহোক, সামঞ্জস্য কখনও বাহ্যিক এবং কখনও কখনও এমন গোপন বিষয়ে থাকে যা সম্পর্কে কেউ অগত্যা সচেতন নয়, যেমন দু'জন ব্যক্তি আকস্মিকভাবে একটি বিষয়ে একত্রিত হয়, যদিও তারা একে অপরকে দেখেনি এবং একে অপরের সম্পদের প্রতি লোভ করে না, যেমনটি রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

اَلْاَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِئْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ

"আত্মা হচ্ছে একটি সমন্বিত বাহিনী। তাদের মধ্যে যারা একে অপরকে চেনেন [এই পৃথিবীতে আসার পূর্বে], তারা একত্রিত হন [এবং এই দুনিয়াতেও ভাল মিশে যান]। যারা [আত্মার রাজ্যে আগে] অপরিচিত ছিল, তারা একে অপরের থেকে আলাদা থাকে [এবং এই জগতে বস্তুগত জগতে একত্রিত হয় না, মিলিত হয় না বা একত্রিত হয় না কারণ আধ্যাত্মিক সমভূমিতে তাদের সামঞ্জস্য নেই]"।

এই ঐতিহ্যে, "পরিচিত" বলতে "সামঞ্জস্য" বোঝায় এবং "অপরিচিত" বলতে "অসঙ্গতি" বোঝায়। তবুও, সামঞ্জস্যও একজন বান্দা [ঈশ্বরের, অর্থাৎ একজন মানুষ] এবং ঈশ্বরের মধ্যে প্রেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এই সামঞ্জস্যটি বাহ্যিকভাবে নয় তাই তাদের উভয়েরই একই মুখ এবং চেহারা রয়েছে, পরিবর্তে, উভয়েরই মধ্যে একটি অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য রয়েছে। এই সামঞ্জস্যতা কখনও কখনও বইয়ে লেখা যায় এমন বিষয়গুলিতে এবং কখনও কখনও এমন বিষয়গুলিতে যা বইয়ে লেখা এবং লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব যাতে তারা *ঐশ্বরিক* ঈর্ষার পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকে [যারা তাদের নিজস্ব নিম্ন আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে তাদের অযোগ্য তাদের কাছ থেকে *ঐশ্বরিক* রহস্যকে রক্ষা করার জন্য, আধ্যাত্মিক পথে ভুল পদক্ষেপ, এবং *ঐশ্বরিক* উপস্থিতিতে উচ্চ আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যাওয়ার সঠিক উদ্দেশ্য এবং উচ্চ সংকল্প না থাকা] এবং তাদের গোপন করা সঠিক, যাতে গনোসিসের পথে ভ্রমণকারীরা যখন তাদের গন্তব্যে পৌঁছায়, তখন এই

রহস্যগুলি তাদের কাছে উন্মোচিত হয় [ঐশ্বরিক অনুগ্রহে]। যেসব বিষয়ে আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে এবং যা বইয়ে লেখা যেতে পারে, সেগুলো সেই অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর কথা উল্লেখ করে যেখানে একজন বান্দা আল্লাহর নিকটবর্তী, যা অনুসরণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি নবুয়ী রীতিতে বলা হয়েছে, যিনি বলেছেন:

تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللهِ

"তোমরা ঈশ্বরের চরিত্রে নিজেকে শোভিত কর (অর্থাৎ প্রকৃত ঈশ্বরীয় হও)"।

অন্য কথায়, এই ধরনের সুন্দর চরিত্র বৈশিষ্ট্য, অন্তরের মেজাজ এবং স্বভাব গ্রহণ করা উচিত যা ঐশ্বরিক গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে যেমন ধার্মিকতা, জ্ঞান, অন্যের প্রতি ভাল হওয়া এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো, উদারতা, দয়া, ভাল উপদেশ, অন্যকে হেদায়েত দেখানো, মন্দ থেকে বিরত রাখা, এগুলি সবই ঐশ্বরিক বিধানের বিধান। তাদের প্রাপ্তির মাধ্যমে একজন আল্লাহর নিকটবর্তী হয়। এই নৈকট্য স্থান এবং দেহের নৈকট্য নয়, বরং এই নৈকট্য অভ্যন্তরীণ গুণাবলী এবং গুণাবলীর যা দ্বারা ঈশ্বর সজ্জিত হয়েছেন। যেসব বিষয় কিতাবে লেখার অনুমতি নেই, সেগুলো ঈশ্বর নিচের আয়াতে উল্লেখ করেছেন:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى

"তারা তোমাকে আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তাদেরকে বলে দাও যে, আত্মা আমার পালনকর্তার আদেশের। (কুরআন, অধ্যায় 17, আয়াত 85)

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আত্মা একটি ঐশ্বরিক পদার্থ এবং মানুষের বুদ্ধির বাইরে। (এই আয়াত এবং অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়গুলির একটি দুর্দান্ত ব্যাখ্যার জন্য, দয়া করে এই বইয়ের অধ্যায় 1 দেখুন "আত্মার রহস্যের ব্যাখ্যা")। আত্মার কারণেই ফেরেশতাদের আদেশ করা হয়েছিল আদম (আঃ) এর সামনে সিজদা করার জন্য, যেমনটি কুরআনে বলা হয়েছে:

إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ

"আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে (আল্লাহর) প্রতিনিধি বানিয়েছি। (কুরআন, অধ্যায় 38, আয়াত 26)

অতএব, এই সামঞ্জস্যের কারণে মানুষ ঈশ্বরের উত্তরাধিকারের যোগ্য হয়ে ওঠে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উদীয়তায় এ বিষয়ে ইঙ্গিত করেছেন:

إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ آدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ

"আল্লাহ তাআলা আদমকে (এবং সকল মানুষকে) সৃষ্টি করেছেন যেমন আদম (আঃ) সমগ্র মানবজাতির পিতা)।

এই ঐতিহ্যের ভিত্তিতে, কম বুদ্ধিসম্পন্ন কেউ কেউ মনে করেন যে ফর্ম (বা চিত্র) কেবল বাহ্যিক রূপকে বোঝায় যা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয়। তাদের এই অনুমানের কারণে, তারা [অন্যায়ভাবে] ঈশ্বরের জন্য দেহ ও অঙ্গগুলি কল্পনা করেছে এবং তাঁকে অন্যান্য বস্তুর সাথে তুলনা করেছে [ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত]। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই বুদ্ধির অভাব থেকে তাঁর আশ্রয়ে রক্ষা করুন এবং তাদের হেদায়েত দিন। এই সামঞ্জস্যের কথা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই রীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আঃ) কে বললেন, আমি অসুস্থ ছিলাম, কিন্তু তুমি আমার সাথে দেখা করনি। মূসা বললেনঃ আমি কেমন করে তোমার সাথে দেখা করতে পারতাম? আল্লাহ বললেন, 'আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল, অতঃপর তুমি তার সাথে দেখা করনি। আপনি যদি তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন, তবে আপনি আমাকে তাঁর নিকটবর্তী দেখতে পেতেন। যাইহোক, এই সামঞ্জস্যতা দেখা দেয় যখন একজন মানুষ [প্রথমে] [ঐশ্বরিক] ইবাদতের ফরজ আমল সম্পাদন করে এবং তার পরে, অতিরঞ্জিত (ঐচ্ছিক) ইবাদত সম্পাদন করে [ধার্মিকতার আমল ও পথে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে, যা একজনকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে]। একটি *হাদীস কুদসীতে* (একটি নবীমূলক বর্ণনা যা এর উৎসের জন্য আল্লাহর কাছে আরোপিত হয়েছে), রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন [আল্লাহ বলেছেন] বলেছেন:

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ
يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهٖ وَلِسَانَهُ الَّذِيْ يَنْطِقُ بِهٖ

"আমার বান্দা আমার নিকটবর্তী হয় (ঐচ্ছিক, অতিরিক্ত, ঐশ্বরিক বাধ্যবাধকতার পরিপ্রেক্ষিতে যা প্রয়োজন তার উপরে এবং এর বাইরে) [উপাসনা, ভক্তি এবং সেবা] যতক্ষণ না আমি একজনকে ভালবাসি। যখন আমি কাউকে ভালবাসতে শুরু করি, তখন আমি তার শ্রবণশক্তি হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, আমি তার চোখে পরিণত হই যা দিয়ে সে দেখে, আমি তার জিহ্বা হয়ে যাই যা দিয়ে সে কথা বলে (অর্থাত্, ঐশ্বরিক সহায়তা, সাহায্য এবং নৈকট্য পরম আন্তরিকতা এবং একচেটতার সাথে ঐশ্বরিক পথে সংগ্রাম করার ফলে একজনের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়)"। (এই ঐতিহ্য বর্ণিত হয়েছে *আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত* হাদীস *সংকলন* সহীহ বুখারী

এই ব্যাখ্যার সারসংক্ষেপ হল যে সামঞ্জস্যতা তার কারণগুলির মধ্যে থেকে প্রেমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ। যদিও এটি একটি ভাল এবং শক্তিশালী কারণ, তবে এর অস্তিত্ব দুর্লভ। যদি আমরা বিবেচনা করি, তবে আমরা দেখতে পাই যে এই পাঁচটি কারণ [ভালবাসা বা কাউকে ভালবাসা] প্রকৃতপক্ষে কেবল ঈশ্বরের মধ্যে মিলিত হয়েছে, রূপক এবং রূপক অর্থে বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে নয়। এই সমস্ত কারণগুলি ঈশ্বরের মধ্যে খুব উচ্চ স্তরে একত্রিত হয় কারণ অভ্যন্তরীণ অন্তর্দৃষ্টির লোকদের দৃষ্টিতে, কেবল যুক্তিসঙ্গত এবং গ্রহণযোগ্য ভালবাসা কেবল ঈশ্বরের উপর এবং অদূরদর্শী লোকদের দৃষ্টিতে, প্রকৃত ভালবাসা হল ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের প্রেম।

এটাও বিবেচনা করা উচিত যে সৃষ্টির প্রেমে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে কারণ আপনি কোনও নির্দিষ্ট কারণে কাউকে ভালবাসতে পারেন এবং অন্য ব্যক্তি একই কারণে সেই প্রেমের সহ-অংশীদার এবং তাই আপনি অন্য ব্যক্তিকেও ভালবাসেন। প্রেমে সহ-ভাগ করে নেওয়া এক ধরণের দোষ এবং এটি প্রিয়জনের পরিপূর্ণতার স্তর থেকে বিচ্যুতির প্রমাণ। এটিও সম্ভব যে আপনার প্রিয়তমা কিছু গুণে অনন্য এবং স্পষ্টতই প্রিয়জনের মধ্যে উপস্থিত সেই গুণটি অন্য কেউ ভাগ করে নেয় না। যদি এমন একজন ব্যক্তি থাকে, তবে এটি এখনও সম্ভব যে [সেই গুণে] একজন সহ-অংশীদার বিদ্যমান এবং আপনি এমনকি এটি সম্পর্কে সচেতন নন বা ভবিষ্যতে অন্য একটিতে এই ধরনের গুণের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব। যাইহোক, ঈশ্বরের সমস্ত গুণাবলী এবং গুণাবলী সর্বোচ্চ স্তর এবং পদমর্যাদায় রয়েছে এবং কেউ ঐশ্বরিক মহিমা এবং সৌন্দর্যের এই গুণাবলীর সহ-অংশীদার নয় - এমন কোনও ব্যক্তি এখন উপস্থিত নেই এবং ভবিষ্যতেও এমন একজনের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনাও নেই। এর থেকে এটা শেখা যায় যে, তাঁর ভালবাসার কোন অংশীদার হতে পারে না এবং এই কারণেই, তিনি কোনও দোষহীন, ঠিক যেমন তাঁর উঁচু গুণাবলীতে কোনও সহ-অংশীদার হতে পারে না। অতএব, একমাত্র ঈশ্বরই প্রকৃত প্রেম এবং প্রেমের পরিপূর্ণতা পাওয়ার যোগ্য এবং এই [ঐশ্বরিক] অধিকার এমন যে কেউ এতে সহ-অংশীদার নয়।

ঐশ্বরিক জ্ঞান এবং ঐশ্বরিক দর্শনের আনন্দ

এই শিরোনামের অধীনে, আমরা ব্যাখ্যা করব যে আনন্দের সর্বোচ্চ স্তর হল ঐশ্বরিক জ্ঞান এবং ঐশ্বরিক চেহারার দর্শন, এবং এই আনন্দকে অন্য কোনও কিছুর চেয়ে বেশি পছন্দ করা সম্ভব

নয়। এই অগ্রাধিকার [ঐশ্বরিক জ্ঞান এবং ঐশ্বরিক দর্শনের সন্তুষ্টির চেয়ে জাগতিক আনন্দকে প্রাধান্য দেওয়ার] কেবল সেই ব্যক্তিই দিতে পারে যিনি এই [পরম] আনন্দ থেকে বঞ্চিত।

মানুষের মেজাজ এবং তাদের আনন্দ: এটি জানা উচিত যে সমস্ত আনন্দ মানুষের মধ্যে জমা হওয়া উপলব্ধি এবং অনেক শক্তি এবং মেজাজের অধীন। প্রতিটি শক্তি এবং মেজাজের জন্য আলাদা আলাদা আনন্দ রয়েছে। এই আনন্দের অর্থ হ'ল প্রতিটি স্বভাব বা মেজাজ তার উদ্দেশ্য অর্জন করে যার জন্য এটি তৈরি করা হয়েছে। মানুষের মেজাজ বিনা কারণে তৈরি করা হয়নি, বরং প্রতিটি মেজাজ এমন একটি বিষয়ের জন্য তৈরি হয়েছে যা তার উদ্দেশ্য। উদাহরণস্বরূপ, ক্রোধের মেজাজ সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য এবং প্রতিশোধের জন্য তৈরি করা হয়েছে; সন্দেহ নেই, এর আনন্দ আধিপত্য খুঁজে পাওয়া বা প্রতিশোধ নেওয়া। এই প্রতিশোধ ও তৃপ্তি তার উদ্দেশ্য। খাওয়ার আকাঙ্ক্ষার মেজাজ তৈরি করা হয়েছে খাদ্য অর্জনের জন্য এবং তার সাথে, [শারীরিক] অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া; সন্দেহ নেই, এর আনন্দ সেই খাবারের মধ্যে রয়েছে যা এর উদ্দেশ্য। একই অবস্থা শোনা, দেখা এবং গন্ধ নেওয়ার মেজাজের অবস্থা। প্রতিটি মেজাজ তার লক্ষ্য অর্জনে আনন্দ খুঁজে পায়। এমন কোন মেজাজ নেই যা তার উদ্দেশ্য [অর্জন] থেকে আনন্দ পায় না। একইভাবে, হৃদয়ের একটি মেজাজ রয়েছে যাকে ঐশ্বরিক আলোকসজ্জা বলা হয়। এই মেজাজকে অভ্যন্তরীণ অন্তর্দৃষ্টি, বিশ্বাসের আলো এবং প্রত্যয় হিসাবেও অভিহিত করা হয়। যাইহোক, পরিভাষা ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু অর্থ গুরুত্বপূর্ণ। তবুও, হৃদয়, তার একটি বৈশিষ্ট্যের কারণে, যার মাধ্যমে এটি অর্থ উপলব্ধি করে (বিষয়ের বাস্তবতা), অন্যান্য সমস্ত শারীরিক অঙ্গ থেকে পৃথক মর্যাদা ধারণ করে। এই অর্থগুলি কল্পনাপ্রসূত নয় বা অনুভব করা যায় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং এমন একজন সৃষ্টিকর্তার প্রতি এর প্রয়োজন, যিনি অনন্ত ও জ্ঞানী, যিনি ঐশিক গুণাবলীতে সজ্জিত। এই মেজাজকে বুদ্ধিও বলা হয় এই শর্তে যে কেউ বিতর্ক এবং যুক্তি সম্পর্কিত পদ্ধতিগুলিতে ব্যবহৃত শক্তি বা ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধি সম্পর্কে চিন্তা করবে না কারণ সাধারণত লোকেরা এই অর্থগুলিতে বুদ্ধি ব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে, বুদ্ধি হ'ল এমন একটি গুণ যা মানুষকে প্রাণী থেকে আলাদা করে এবং এর মাধ্যমে, একজন ঐশ্বরিক জ্ঞানকে উপলব্ধি করে। এটি স্পষ্টভাবে স্পষ্ট যে এটি একটি চমৎকার গুণ।

হৃদয়ের মেজাজ: এই মেজাজ এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে সমস্ত বিষয়ের বাস্তবতা তার মাধ্যম দ্বারা অনুধাবন করা যায়। এই মেজাজের উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান *(ইলম)* ও ঐশ্বরিক জ্ঞান *(মা'রিফা)* এবং এর আনন্দ এতেই নিহিত রয়েছে, ঠিক যেমন অন্যান্য মেজাজের আনন্দ তাদের উদ্দেশ্য এমন বস্তুর মধ্যে রয়েছে। যতদূর জ্ঞানের আনন্দ এবং ঐশ্বরিক জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত, কেউ তা খণ্ডন করতে পারে না। এমনটি ঘটে যে যদি কেউ তুচ্ছ জিনিসের বোধগম্য বা জ্ঞান অর্জন করে, তবে সে তাতে সন্তুষ্ট হয় এবং যে কোনও বিষয়ের সাথে অপরিচিত থাকে,

যদিও তা তুচ্ছ হতে পারে, সে দুঃখী থাকে। লোকেরা তুচ্ছ জিনিসগুলি বোঝার জন্য গর্ব প্রকাশ করে এবং তাদের জিহ্বা তারা যা জানে তা প্রকাশ করে। কারণ তারা সেই জ্ঞানে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করে এবং এটিকে তাদের সত্তার পরিপূর্ণতা হিসাবে বিবেচনা করে। জ্ঞান ঐশ্বরিক প্রভুত্বের গুণাবলীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলী (*রুবুবিয়াহ)* এবং এটি পরিপূর্ণতার শীর্ষস্থান। অতএব, যখন কোনও ব্যক্তি জ্ঞানের কারণে প্রশংসা করা হয়, তখন তিনি তাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন কারণ এইভাবে, তিনি নিজের সত্তার পরিপূর্ণতা এবং নিজের জ্ঞানের পরিপূর্ণতা সম্পর্কে শুনতে পান, তিনি তা নিয়ে গর্ব করেন এবং তাতে আনন্দ খুঁজে পান।

রাষ্ট্রযন্ত্র (একটি দেশের প্রশাসন) এবং রাজনৈতিক কৌশল সম্পর্কে জ্ঞানে যে পরিমাণ আনন্দ পাওয়া যায়, কৃষি ও রোপণের জ্ঞানে সে সেই স্তরের আনন্দ পায় না। অনুরূপভাবে, ঈশ্বরের সত্তা এবং গুণাবলী, ফেরেশতা এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান থেকে যে পরিমাণ আনন্দ পাওয়া যায়, ব্যাকরণ এবং কবিতার জ্ঞান থেকে একই স্তরের আনন্দ অর্জন করা যায় না। এ ক্ষেত্রে সত্য হ'ল জ্ঞানের আনন্দ তার সম্মান এবং শ্রেষ্ঠত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ [এটি যা সম্পর্কিত তার পরিপ্রেক্ষিতে]। জ্ঞানের সম্মান তার বিষয়বস্তুর সম্মান থেকে স্বীকৃত হয়। জ্ঞান ও বোধগম্যতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতর বোধগম্যতা বা জ্ঞান হলো সেই ব্যক্তি যা সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেয় এবং তাদের সম্মান নির্ভর করে বিষয়বস্তুর সম্মানের উপর (সেই জ্ঞান ও বোধ্যের) সম্মানের উপর। আল্লাহ তা'আলার চেয়ে মহমান্বিত, শ্রেষ্ঠ, মহৎ ও মর্যাদাপূর্ণ আর কিছুই আমরা পৃথিবীতে জানি না, যিনি সবকিছুর স্রষ্টা, তিনিই সেগুলোকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন, তাদেরকে সৌন্দর্য দান করেছেন, একবার তাদের অস্তিত্বে আনেছেন, অতঃপর তাদের বিলুপ্ত করেছেন, অতঃপর তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন, তিনিই সবকিছুর পরিকল্পনাকারী ও রচনাকর্তা। এটা কি সম্ভব যে ঐশ্বরিক আদালত ব্যতীত অন্য কোনও আদালত থাকতে পারে যা আধিপত্য, সৌন্দর্য, পরিপূর্ণতা এবং মহিমার সমস্ত উচ্চতাকে অন্তর্ভুক্ত করে? ঐশ্বরিক মহিমার কারণগুলি কল্পনা করা সম্ভব নয় এবং রাজ্যগুলির বিস্ময়কে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। যারা প্রশংসা করে, নীরব এবং কলম ক্লান্ত বলে মনে হয় (ঐশ্বরিক বিস্ময় সম্পর্কে লিখতে অক্ষম)। এই সত্য সম্পর্কে যদি আপনার সন্দেহ থাকে তবে এই বিষয়ে আপনার সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে ঐশ্বরিক প্রভুত্বের রহস্য এবং সমস্ত অস্তিত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে ঐশ্বরিক বিষয়গুলির সংগঠনের জ্ঞান সমস্ত বোধগম্যতার মধ্যে সর্বোত্তম, সবচেয়ে আনন্দদায়ক এবং সবচেয়ে বিশুদ্ধ। যদি কেউ এই জ্ঞান অর্জন করে, তবে তার নিজের সত্তাকে শ্রেষ্ঠত্ব এবং পরিপূর্ণতায় সমৃদ্ধ হিসাবে বিবেচনা করার এবং এতে আনন্দিত হওয়ার এবং এটি নিয়ে গর্বিত হওয়ার ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে। এইভাবে এটি থেকে জানা যায় যে জ্ঞান আনন্দদায়ক এবং সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে সবচেয়ে আনন্দদায়ক হ'ল ঈশ্বরের সত্তা, গুণাবলী, কর্ম এবং পৃথিবী এবং ঐশ্বরিক সিংহাসনের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা বিশাল অগাধ আধিপত্যের জ্ঞান ও প্রশাসনের জ্ঞান। গ্নোসিসের আনন্দ [সেই জ্ঞানের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশ রয়েছে] সমস্ত আনন্দের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ - কামনা, ক্রোধ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অন্যান্য সমস্ত আনন্দের তুলনায় এটি সবচেয়ে কার্যকর, দৃঢ় এবং টেকসই আনন্দ।

বাস্তবতা হলো, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আল্লাহকে চিনতে পারে না, সে পরকালে তাঁকে দেখতে পাবে না। যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনে ঈশ্বরের জ্ঞানে সন্তুষ্ট হয় না, সে পরকালে ঐশ্বরিক দর্শন উপভোগ করতে পারবে না। কারণ পার্থিব জীবন থেকে যদি কেউ নিজের সাথে কিছু গ্রহণ করতে না পারে [আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা, প্রচেষ্টা এবং ফলস্বরূপ ঐশ্বরিক জ্ঞানের প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে], তবে সেখানে [পরকালে] নতুন কিছু থাকবে না। যতক্ষণ না কেউ বীজ বপন করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কীভাবে [ফসল] কাটবে? প্রত্যেক মানুষকে [কিয়ামতের দিনে] একই [আধ্যাত্মিক] অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে [বা এর অভাবে] যে অবস্থায় সে মারা গেছে এবং যে অবস্থায় সে তার জীবন যাপন করেছে সেই অবস্থায় মারা যাবে। অতএব, যতটুকু ব্যক্তির ঐশ্বরিক জ্ঞানের নির্ভরতা (বিধান) রয়েছে, ততটুকু একজন আনন্দ পাবে এবং একই জ্ঞান ঐশ্বরিক দর্শনে শেষ হবে যা আনন্দকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলবে। এটা ঠিক প্রেমিকের আনন্দের মতো, যা প্রিয়জনকে দেখলেই বহুগুণ বেড়ে যায়। প্রথমত, সে একটি চিন্তায় নিমজ্জিত ছিল এবং তাতে আনন্দ পেয়েছিল, তারপর হঠাৎ প্রিয়তমার মুখ একজনের সামনে এসে আসে, এখন যে আনন্দ পাওয়া যাবে তা বহুগুণ বেড়ে যাবে, বরং এই দর্শন আনন্দের পরাকাষ্ঠা বললে ভুল হবে না। জান্নাতের অবস্থা এমন যে, যে কেউ সেখানে প্রবেশ করবে, সে চায় এমন সব নেয়ামত পাবে, কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর সাথে সাক্ষাত কামনা করে, সে অন্য কোন কিছুতে আনন্দ পাবে না। সংক্ষেপে, কেউ স্বর্গের আশীর্বাদ অর্জন করবে যতটুকু একজনের হৃদয় ঈশ্বরের প্রেমে আলোকিত হবে এবং প্রেম ঐশ্বরিক জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর অর্থ হলো, অনন্ত সুখ ও চিরস্থায়ী সফলতার প্রকৃত কারণ হচ্ছে আল্লাহর জ্ঞান। ঐশ্বরিক আইন এটিকে বিশ্বাস (ঈমান) হিসাবে ব্যাখ্যা করেছে [কিন্তু বিশ্বাস আসলে গ্নোসিসকে বোঝায়]।

আল্লাহর প্রতি ভালবাসা পূর্ণ করার উপায়: পরকালে সবচেয়ে সুখী ও সচ্ছল ব্যক্তি সে হবে যে আল্লাহর প্রতি ভালবাসায় সবচেয়ে দৃঢ়। কারণ পরকালের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নিকট আসা এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের গৌরব অর্জন করা। দীর্ঘ মিলনের আকাঙ্ক্ষার পরে প্রেমিকের কাছে এসে এমন অবস্থায় [প্রিয়তমাকের] দর্শনের আনন্দ চিরকাল অর্জন করা যে কোনও বাধা নেই, আনন্দ নষ্ট করার মতো কিছুই নেই, শত্রু নেই, কোনও ঈর্ষান্বিত নেই, কোনও প্রতিপক্ষ নেই এবং এই দর্শন বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয় নেই। কিন্তু এই আশীর্বাদ প্রেমের শক্তি (তীব্রতা) এর সমানুপাতিক হবে। ভালোবাসার পরিমাণে আনন্দের পরিমাণ থাকবে। একজন বান্দা [ঈশ্বরের, অর্থাৎ মানুষ] পার্থিব জীবনে ঐশ্বরিক প্রেম থেকে উপকৃত হয় কারণ ঈশ্বরের বোধগম্যতার কিছু স্তর প্রত্যেক মুমিনের হৃদয়ে থাকে কারণ বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি কিছু ভালবাসা থেকে বঞ্চিত নয়। যাইহোক, যাকে "তীব্র ভালবাসা" (*ঈশক) বলা হয়,* তা প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে উপস্থিত নয়, বরং এটি [অপ্রতিরোধ্য] সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মধ্যে উপস্থিত নেই। [ঐশ্বরিক] ভালবাসার এই চূড়াটি দুটি উপায়ে অর্জন করা যায়:

প্রথম অর্থ হলো- পার্থিব আসক্তি ও জটলা ছিন্ন করা: প্রথম অর্থ হলো, একজন বান্দা নিজের সম্পর্ককে জাগতিক আসক্তি ও জট থেকে ছিন্ন করে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের প্রেম হৃদয় থেকে কেড়ে নেয়। হৃৎপিণ্ড একটি পাত্রের মতো- যতক্ষণ না এটি ভরাট করা জল সরানো না হয় ততক্ষণ এতে ভিনেগার রাখার ক্ষমতা নেই। এটা আশা করা উচিত নয় যে [হৃদয়ে] ঈশ্বরের ভালবাসা জাগতিক আসক্তির সাথে সহাবস্থান করতে পারে। কারণ, আল্লাহ তাআলা মানুষের বুকে দুটি হৃদয় সৃষ্টি করেননি। প্রেমের পরিপূর্ণতা হল যে কেউ তার হৃদয়ের গভীরতা দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসে। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো দিকে ঝুঁকে না থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তরের একটি অংশ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও প্রতি প্রশ্রয় থাকবে। আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সাথে যতটুকু প্রফুল্ল হয়, ততটুকু প্রেমের অভাব হবে। হৃদয়কে সমস্ত মন্দ থেকে পরিষ্কার করা এবং সমস্ত ধরণের প্রেম থেকে শূন্য করার জন্য ঈশ্বরের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

[ঐশ্বরিক ঐক্য ও একত্বের] প্রমাণের অর্থ لا إله إلا الله একই জিনিস যে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন প্রিয় নেই, কারণ যিনি প্রিয় তিনিই ঈশ্বর (বা প্রভু) হন কারণ বান্দা (বা দাস) এর অর্থ হ'ল যে ব্যক্তিকে কারাগারে রাখা হচ্ছে এবং প্রভু হলেন তিনি, যার প্রেমিক কারাগারে রয়েছে। প্রতিটি প্রেমিক তার প্রিয়জনের বন্দি। এ কারণেই আল্লাহ বলেছেন:

أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُۥ هَوَىٰهُ

"তুমি কি তাকে দেখেছ, যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছানুসারে উপাস্য সৃষ্টি করেছে? (কুরআন, অধ্যায় 25, আয়াত 43)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَبْغَضُ إِلَهٍ عُبِدَ فِي الْأَرْضِ الْهَوَى

"পৃথিবীতে যে নিকৃষ্টতম ঈশ্বরের উপাসনা করা হয় তিনি হলেন নিম্ন আত্মার আকাঙ্ক্ষা [কারণ এটি পৃথিবীর সমস্ত মন্দ, সমস্যা, দুঃখকষ্ট, কলহ এবং অশান্তির মূল কারণ]"।

অন্য একটি রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যে ব্যক্তি সততার সাথে বলে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই ﷺ , সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আন্তরিকতার অর্থ হলো, একজন বান্দা নিজের হৃদয় একমাত্র আল্লাহর কাছে উৎসর্গ করে এবং হৃদয়ে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য কোন স্থান থাকে না, আল্লাহ [একমাত্র ঈশ্বর] উপাসনার যোগ্য ঈশ্বর হয়ে ওঠেন, তিনি তার হৃদয়ের প্রিয় হয়ে ওঠেন এবং তিনি তার হৃদয়ের উদ্দেশ্য হয়ে ওঠেন। যে সেই অবস্থায় আছে, তার জন্য জগৎ (জাগতিকতা, জাগতিক আসক্তি এবং জটলা) একটি কারাগারের চেয়ে কম নয় কারণ এটি প্রিয়জনের দর্শনের মধ্যে একটি বাধা। কল্পনা করুন এমন একজন ব্যক্তি যার কেবল একজন প্রিয়তমা রয়েছে, এবং তিনি দীর্ঘদিন ধরে নিজের প্রিয়জনের সাথে দেখা করার জন্য প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা করছেন এবং প্রিয়জনের দর্শনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, তবে কারাগারের দেয়াল এবং লোহার গ্রিলগুলি একজনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ করেই কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তাহলে কারও সুখের তীব্রতা কত হবে? [খুব] প্রিয়জনের সাথে চিরকাল এবং চিরকাল বেঁচে থাকার চিন্তাটি [স্বাধীনতা এবং মুক্তির সেই অবস্থায়] এত প্রশান্তি এবং সতেজ হবে!

তবুও, জগতের প্রেমের শক্তি (জাগতিকতা এবং জাগতিক আসক্তি) ঈশ্বরের প্রেমের দুর্বলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। জগতের প্রতি ভালোবাসার মধ্যে রয়েছে স্বামী-স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, জমি, প্রাণী, বাগান, বিনোদন ইত্যাদির প্রতি ভালোবাসা। এই ধরনের ব্যক্তি জগতের প্রেমে বন্দী হয় এবং এর আশীর্বাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং এর কারণে, একজন ঈশ্বরের প্রেমে ক্ষতি সহ্য করে। জগতের জন্য কারও যতটা আকাঙ্ক্ষা থাকবে, ঈশ্বরের জন্য আকাঙ্ক্ষাও হ্রাস পাবে। দুনিয়ায় যতটুকু অংশ পায়, আখেরাতে তার অংশ ততটুকু হ্রাস পায়, ঠিক যেমন প্রাচ্য থেকে দূরে সরে যায় পশ্চিমের কাছাকাছি যায়। দুনিয়া ও আখেরাত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মতো। অন্তরের মানুষ (আধ্যাত্মিকতা) চোখে দেখেছে যে, হৃদয় থেকে জাগতিকতার ভালোবাসা দূর করতে হলে সংযমের পথ অবলম্বন করা, ধৈর্যের সাথে অধ্যবসায় (*ইস্তিকামা)* এবং ভয় ও আশার সাথে ঐশ্বরিক আনুগত্য করা জরুরি। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে, আমরা অনুতাপ, ধৈর্য, সংযম, [ঈশ্বরকে] ভয় এবং [ঈশ্বরে] আশার [আধ্যাত্মিক] অবস্থানগুলি ব্যাখ্যা করেছি। এই অবস্থানগুলি অর্জনের জন্য সংগ্রাম করা ঐশ্বরিক প্রেম অর্জনের দুটি উপায়ের মধ্যে একটি এবং এর অর্থ হ'ল ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোনও কিছু বা অন্য কারও হৃদয় খালি করা। এটি (অর্থাৎ, অভ্যন্তরীণ রূপান্তর) ঈশ্বর, বিচারের দিন, এবং স্বর্গ ও জাহান্নামের উপর বিশ্বাস রাখার সাথে শুরু হয় যা ভয় এবং আশার জন্ম দেয়। এর পরে, অনুতপ্ত [অন্যায়ের উপর] এবং ধৈর্য [ধার্মিকতার পথে চলার সময় এবং আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার মুখোমুখি হওয়া প্রতিকূলতার উপর] জন্ম নেয়। ধীরে ধীরে হৃদয়ের অবস্থা এমনভাবে রূপান্তরিত হয় যাতে ধন-সম্পদ, বস্তুগত সম্পদ এবং পার্থিব সুখের প্রতি সামান্যতম ঝোঁকও অবশিষ্ট না থাকে, বরং এটি সমস্ত মন্দ এবং

অশান্ততা থেকে শুদ্ধ হয়ে যায়, ঐশ্বরিক প্রেমের বিশুদ্ধ প্রদীপ হৃদয়ে জ্বলে ওঠে এবং এর মধ্যে *ঐশ্বরিক* জ্ঞান (মা'*রিফা)* এবং *ঐশ্বরিক* প্রেমের (*মহাব্বা)* ক্ষমতা তৈরি করে). অনুতাপ এবং ধৈর্যের মতো আধ্যাত্মিক স্টেশনগুলি হ'ল হৃদয়ের শুদ্ধির প্রাথমিক সুবিধাজনক এজেন্ট। এই শুদ্ধিকরণ ঐশ্বরিক প্রেমের দুটি মাধ্যমের মধ্যে একটি।

দ্বিতীয় অর্থ - *ঐশ্বরিক* জ্ঞানকে দৃঢ় করা: *ঐশ্বরিক* জ্ঞানকে দৃঢ় করা এবং হৃদয়ে ভালভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেমকে শক্তিশালী করার দ্বিতীয় উপায়। এটি তখনই সম্ভব হয় যখন হৃদয় সমস্ত জাগতিক আসক্তি এবং ব্যস্ততা থেকে পরিষ্কার হয়। এর দৃষ্টান্তটি হ'ল একটি জমিতে বীজ বপন করার আগে তা থেকে আগাছা অপসারণ করা। এটি [ঐশ্বরিক] প্রেমের দ্বিতীয় উপাদান। যখন এই বীজ [সমস্ত অশুচি এবং মন্দ থেকে হৃদয়কে শুদ্ধ করার পরে ঈশ্বরের পথে আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার আকারে *ঐশ্বরিক* জ্ঞানের বীজ] বপন করা হয়েছে এবং যত্ন নেওয়া হয়েছে [ক্রমাগত জল দেওয়া, ফসল হওয়া আগাছা অপসারণ এবং আবহাওয়ার ক্ষতি থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে], তখন ধীরে ধীরে প্রেম এবং *ঐশ্বরিক* জ্ঞানের চারা বেরিয়ে আসে, এবং এটি ক্রমাগত একটি বড় শক্তিশালী [এবং দৃঢ়ভাবে শিকড়যুক্ত] বৃক্ষে পরিণত হয় এবং এটি পবিত্রতার মহৎ বিবৃতি (*কলিমা তৈয়িবা)* [হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রবেশ করা] বলা হয়। কুরআন এ কথাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে বর্ণনা করেছে:

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّمَآءِ

"আল্লাহ তাআলা পবিত্রতার মহৎ বাণীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যে, এটি একটি মহৎ বৃক্ষের মতো, যার শিকড় দৃঢ় ও গভীর এবং এর শাখাগুলি আকাশে উঁচুতে উঠছে। (কুরআন, অধ্যায় 14, আয়াত 24)

কুরআনে এ মহৎ উক্তিটি আরও উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে:

إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرْفَعُهُۥ ۚ

"ভাল কথাগুলি তাঁর কাছে পৌঁছায়, এবং ভাল ধার্মিক কাজগুলি তাদের [ঐশ্বরিক উপস্থিতিতে] তাঁর কাছে উত্থিত করে। (এখানে আমরা ঐশ্বরিক উপস্থিতিতে আরোহণ করার সাথে সাথে সৎ কাজগুলিতে সংগ্রাম এবং শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের রহস্য এবং প্রজ্ঞা শিখেছি, তাদের কর্তার আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা এবং ডিগ্রিগুলিকে উন্নত করে, *ঐশ্বরিক* জ্ঞান এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন এবং চিরন্তন সুখ এবং অনন্ত সাফল্য অর্জন করে)"। (কুরআন, অধ্যায় 35, আয়াত 10)

"পবিত্রতার মহৎ উক্তি" গনোসিস (মা'*রিফা)* এর একটি ইঙ্গিত এবং ভাল সৎকর্ম এর বাহক এবং দাসের মতো। সৎকর্মের মাধ্যমে হৃদয় শুদ্ধ হয় এবং এই অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ও ক্ষীণতা অনন্ত জীবন লাভ করে। ভালো কাজ থেমে গেলে হৃদয়ের পবিত্রতাও শেষ হয়ে যাবে। ভাল ধার্মিক কাজের উদ্দেশ্য [যা ঐশ্বরিক পথে আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা অন্তর্ভুক্ত] এই জ্ঞান, এবং জ্ঞান এই কাজগুলির প্রকৃতি জানা। এর অর্থ হ'ল জ্ঞানই প্রথম এবং সর্বাগ্রে [ঐশ্বরিক জ্ঞানের প্রাপ্তির ক্ষেত্রে]। প্রথম জ্ঞান হলো বাহ্যিক বিষয়ের জ্ঞান (বহিরাগত জ্ঞান বা "ইলম *মু'আমলা"*) এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্ম ও কর্ম। এই জ্ঞানের মাধ্যমে, হৃদয় সমস্ত মন্দ এবং অশুদ্ধি থেকে পরিষ্কার হয় যাতে এটি সত্যের আলোক গ্রহণ করতে সক্ষম হয় এবং তারপরে ঐশ্বরিক জ্ঞানে শোভিত হয়। ঐশ্বরিক জ্ঞানের জ্ঞানের আরেকটি নাম হল "আধ্যাত্মিকভাবে উন্মোচিত জ্ঞান" (*'ইলম আল-মুকাশাফা)* এবং এটি দ্বিতীয় জ্ঞান [আধ্যাত্মিক আলোকসজ্জার জন্য প্রয়োজনীয় যা একজনকে ঐশ্বরিক উপস্থিতিতে নিয়ে যায়]।

যখন কেউ ঐশ্বরিক জ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করে, তখন সে অপরিহার্যভাবে [ঐশ্বরিক] প্রেম অর্জন করে [যার মধ্যে ঈশ্বর একজনকে ভালবাসেন এবং তিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন]। এটি ঠিক একজন মধ্যপন্থী মেজাজের ব্যক্তির মতো, যিনি একটি সুন্দর জিনিস দেখে তার দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং সেই [ভোগ] থেকে আনন্দ পান। আনন্দ স্বাভাবিকভাবেই প্রেমের অধীন এবং প্রেম গ্নোসিসের অধীন। একজন বান্দা কেবল তখনই এই জ্ঞানে পৌঁছাতে পারে যখন কেউ পার্থিব ব্যস্ততার (জট এবং সংযুক্তি) সাথে কারও সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয় এবং এই সম্পর্কের বিচ্ছেদ চিন্তার ক্ষীণতা, ঐশ্বরিক স্মরণের চিরস্থায়ীতা, এবং ঈশ্বরের সত্তা, গুণাবলী, আধিপত্য এবং তাঁর সমস্ত সৃষ্টিতে [যা ঐশ্বরিক কর্মের প্রকাশ] অবিরাম চিন্তাভাবনা ছাড়া সম্ভব নয়। যারা [আধ্যাত্মিক প্রাপ্তি এবং পরিপূর্ণতার] এই ডিগ্রিতে পৌঁছায় তারা দুই ধরণের হয়: যারা শক্তিশালী যারা প্রথমে ঈশ্বরের জ্ঞান অর্জন করে এবং ঈশ্বরের মাধ্যমে তারা অন্য সবকিছু চিনতে পারে এবং জানে; এবং যারা দুর্বল, যাদের জ্ঞান (সৎকর্ম) এবং কর্ম দিয়ে শুরু হয় এবং সেখান থেকে অগ্রসর হয় তারা সমস্ত কিছুর কর্তার কাছে পৌঁছায়।

বেশিরভাগ লোকের জন্য [যারা দ্বিতীয় প্রকারের], এই পদ্ধতিটি সহজ। কুরআন তার অনেক আয়াতে মানুষকে ধ্যান, বিবেচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও উদ্ভবের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে [সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর নির্দেশাবলী থেকে পাঠ] এবং [মানবজাতিকে] এই পদ্ধতির [সত্য প্রাপ্তির] পথ প্রদর্শন করেছে। আপনি যদি এখন বলেন যে, এই উভয় পদ্ধতিই আপনার কাছে কঠিন মনে হয় এবং আপনি আপনাকে একটি সহজ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে চান, তাহলে আমরা বলব যে, প্রথম যে পদ্ধতিতে আল্লাহর মাধ্যমে সৃষ্টির উপলব্ধি অর্জন করা যায়, তা বাস্তবে সাধারণ মানুষের (সাধারণ মানুষ) জন্য কঠিন, সূক্ষ্ম এবং বোধগম্য নয়। এটি কেবল আমাদের দ্বিতীয় উপায়ে ছেড়ে দেয় যা বেশিরভাগ মানুষের বুদ্ধি দ্বারা বোঝা যায়। মানুষ যদি এই [সহজ]

উপায়কে কঠিন বলে মনে করে তবে এর কারণ এই নয় যে এটি সত্যিই [অনুধাবন করা] কঠিন, বরং আসল কারণ তারা এমনকি চিন্তাভাবনা ও চিন্তাভাবনা করে না, এবং নিম্ন স্ব থেকে জাগতিক কামনা এবং দৈহিক আনন্দে লিপ্ত থাকে। আমরা এই পদ্ধতির উপর বিস্তারিত আলোচনা করতে পারি না কারণ এটি একটি বিস্তৃত এবং অগাধ বিষয় এবং এর অনেক ধরণের (উপ-শাখা) রয়েছে যা গণনা করা যায় না কারণ আকাশের উচ্চতা থেকে শুরু করে পৃথিবীর গভীরতা পর্যন্ত, এমন কোন কণা নেই যা ঈশ্বরের ক্ষমতার পরিপূর্ণতা, প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা, মহিমার শীর্ষে তর্ক করে না। এবং মহত্ত্বের শীর্ষ; এগুলো অগণিত কণা এবং প্রতিটি কণার মধ্যে তাঁর জন্য অগণিত প্রমাণ রয়েছে:

قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِۦ مَدَدًا

"বলুন (হে মুহাম্মাদ! মানবজাতিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, 'যদি সমুদ্র আমার পালনকর্তার বাণীর জন্য কালি হয়ে যায়, তবে আমার পালনকর্তার বাণী শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, যদিও আমরা এর অনুরূপ পরিপূরক হিসাবে নিয়ে এসেছি। (ঈশ্বর রহস্যময় আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার অগাধ সমুদ্রের বিশালতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। (কুরআন, 18 অধ্যায়, 109 আয়াত)

এই [রহস্যময় আধ্যাত্মিক] জ্ঞানে লিপ্ত হওয়া "*ইলম আল-মুকাশাফা*" বা আধ্যাত্মিক উন্মোচনের জ্ঞানের সমুদ্রে ডুব দেওয়ার সমতুল্য এবং এটি বহিরাগত জ্ঞানের ('*ইলম আল-মু'আমলা) শ্রেণিবিন্যাসের অধীনে একটি* গুরুত্বহীন উপায়ে লেখা সমীচীন হবে না। যাইহোক, কিছু দৃষ্টান্ত দিয়ে এটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

ঐশ্বরিক ক্রিয়াগুলি বোঝার মাধ্যমে স্রষ্টার জ্ঞান: বাস্তবে , উপরে উল্লিখিত পদ্ধতিগুলির মধ্যে, সহজ পদ্ধতিটি হ'ল ঐশ্বরিক ক্রিয়াগুলি বোঝার মাধ্যমে ঈশ্বরের জ্ঞান অর্জন করা। অন্যান্য ঐশ্বরিক আমলের তুলনায় ছোট আমল সহ ঐশ্বরিক আমলের দিকে আমাদের এক নজর দেওয়া উচিত, তবে তা সত্ত্বেও, তারা ঈশ্বরের ক্ষমতার (কুদরা) বিস্ময়ে পরিপূর্ণ। পৃথিবী এবং এর উপর বসবাসকারী সৃষ্টিগুলি ফেরেশতা এবং স্বর্গীয় আধিপত্যের তুলনায় খুব ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ। শুধু পৃথিবীর ভর এবং আকারের কথাই ধরা যাক, যা আপাতদৃষ্টিতে বিশাল, কিন্তু সূর্য যা আমাদের কাছে ছোট বলে মনে হয়, পৃথিবীর চেয়ে হাজার গুণ বড়। একদিকে, সূর্যের বিশালতা দেখুন এবং অন্যদিকে মহাবিশ্বের বিশালতা দেখুন যে এটি একটি অংশ। সূর্যের বিশালতা এবং মহাবিশ্বের বিশালতার মধ্যে কোনও তুলনা নেই। আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তা হল প্রথম আকাশের সীমানা, এবং এই স্বর্গটি তার উপরের আকাশের তুলনায় বেশ ছোট। অতঃপর ঐশ্বরিক আসনের (মহিমা, ক্ষমতা, আধিপত্য, আধিপত্য ও সার্বভৌমত্বের) সাথে তুলনা করা এই সাতটি আকাশ (*কুর্সি*) একটি বিশাল মরুভূমিতে রাখা লোহার টুকরোর মতো, এবং ঐশ্বরিক

সিংহাসনের (অর্শ) তুলনায় ঐশ্বরিক আসনটি ঐশ্বরিক আসনের তুলনায় সাত আসমানের মতো। সূর্য, মহাবিশ্ব, ঐশ্বরিক আসন এবং ঐশ্বরিক সিংহাসনের বিশালতার দিকে তাকান এবং তাদের পৃথিবীর সাথে তুলনা করে দেখুন যে এই পৃথিবী কতটা ছোট, তুচ্ছ এবং নীচু! বরং পৃথিবী (পৃথিবীর ভূমি) পৃথিবীর মহাসাগরের তুলনায় খুব ছোট।

যদি মানুষ ঐশ্বরিক আশ্চর্যগুলি নিয়ে চিন্তা করে, তবে তারা জ্ঞান অর্জন করবে যা পূর্বোক্ত পদ্ধতিগুলির তুলনায় অর্জন করা সহজ। যখন জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, তখন [ঐশ্বরিক] ভালবাসাও বৃদ্ধি পায়। আপনি যদি ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাত করতে চান এবং এর জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন এবং ঐশ্বরিক দর্শনের চিরন্তন আনন্দ পেতে চান তবে জাগতিকতা (জাগতিক জাঁকজমক, জাকজমকতা, আসক্তি এবং জটলা) সন্ধান করা থেকে বিরত থাকুন, ঐশ্বরিক স্মরণ এবং ধ্যানকে নিজের উপর বাধ্যতামূলক করুন, এটি সম্ভব যে অবিরাম আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আপনি ঐশ্বরিক জ্ঞান এবং প্রেমের অংশ পাবেন। মনে রাখবেন যে জাগতিক আনন্দ ত্যাগ করা আপনাকে এমন আধিপত্য দেবে যা আপনি কল্পনা করতে পারেন তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত এবং চিরন্তন হবে।

ঐশ্বরিক প্রেমে মানুষের মধ্যে পার্থক্যের কারণ: সমস্ত বিশ্বাসী মৌলিক প্রেমের সহ-অংশীদার [যা তাঁর সমস্ত সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের সত্তা থেকে উদ্‌ভূত হয়]। যাইহোক, প্রেমের বিভিন্ন ডিগ্রী রয়েছে এবং এই পার্থক্যগুলি রয়েছে কারণ লোকেরা তাদের বোধগম্যতা এবং জ্ঞান এবং বিশ্বের প্রেমে আলাদা। জিনিসগুলির মধ্যে পার্থক্য এই জিনিসগুলির পিছনে [উৎপত্তি] কারণগুলির কারণে। ঐশ্বরিক প্রেমের কারণ হল গ্নোসিস। যদি গ্নোসিস কমবেশি হয়, তবে অবশ্যই প্রেমের বৃদ্ধি বা অভাব থাকবে। অধিকাংশ মানুষ ঈশ্বরের নাম (প্রতিটি নাম একটি ঐশ্বরিক গুণের প্রতিনিধিত্ব করে) এবং গুণাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে যা শুনেছেন এবং মুখস্থ করেছেন তার চেয়ে বেশি জানেন না এবং বোধগম্যতার অভাবের কারণে, তারা তাদের এমন [ভুল] অর্থ কল্পনা করে যে ঈশ্বর তাদের চেয়ে অনেক উপরে। কিছু লোক এই ঐশ্বরিক নাম এবং গুণাবলীর বাস্তবতা সম্পর্কে ভালভাবে অবগত নয় তবে তারা তাদের ভুল অর্থও কল্পনা করে না, পরিবর্তে, তারা বিশ্বাসের বিষয় হিসাবে শোনে এবং গ্রহণ করে এবং বিতর্ক এবং তর্কে জড়িত না হয়ে [ঐশ্বরিক উপাসনার পরিপ্রেক্ষিতে] কর্মে ব্যস্ত থাকে। এই লোকেরা হলেন "ডান হাতের" লোকেরা [যারা নিরাপদ এবং শেষ পরিত্রাণ অর্জন করেছে]। যারা ভুল অর্থ কল্পনা করে তারা বিপথগামীর পথে রয়েছে, এবং যারা [ঐশ্বরিক নাম এবং গুণাবলীর] বাস্তবতা জানে তারা ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ [এবং ঐশ্বরিক সান্নিধ্য এবং জ্ঞানে সমগ্র মানবজাতির সর্বাগ্রে]।

যেহেতু মানুষ উদাহরণ থেকে বিষয়গুলি বোঝে, তাই আমরা প্রথমে একটি উদাহরণ দেব ব্যাখ্যা করার জন্য যে একই জিনিসের প্রেমে মানুষ কীভাবে আলাদা। যদি কেউ লেখক বইয়ের কারণে একজন লেখককে উচ্চতর ভাবে ভাবেন এবং লেখকের শ্রেষ্ঠত্ব এবং লেখার পরিপূর্ণতায় বিশ্বাস করেন, এবং একই লেখকের অন্য একটি বই আসে যা প্রথম বইয়ের চেয়েও ভাল, তবে নিশ্চিতভাবে, লেখকের প্রতি কারও ভালবাসা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং লেখকের শ্রেষ্ঠত্ব এবং পরিপূর্ণতা সম্পর্কে আরও বেশি নিশ্চিত হবে। সমস্ত জ্ঞান এবং দক্ষতা সেই অবস্থায় রয়েছে। যার জ্ঞানের অধিকারী এবং তার মধ্যে বৃদ্ধি পায়, তার ভালবাসা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, একজন দুষ্কৃতী আছে (যে ভাল জিনিসের প্রতি যত্নশীল নয় এবং খারাপ জিনিসের দিকে ঝুঁকছে) যদি এটি শোনে, তবে কেবল সেই ব্যক্তি এমন একজন লেখক যিনি ভাল বই রচনা করেছেন। এই ধরনের ব্যক্তি জানেন না যে সেই বইগুলিতে কী জ্ঞান লুকিয়ে রয়েছে এবং একজনের উপলব্ধি [লেখকের বইগুলি] কেবল উপরিউক্ত এবং একজনের ভালবাসাও ন্যূন্য। একজন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি নিছক শ্রবণেই সন্তুষ্ট হন না, বরং একজন লেখকের বইয়ের পৃষ্ঠাগুলি পড়েন, জ্ঞানের উজ্জ্বল মুক্তোর সন্ধান করেন, নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমে, এই বইগুলিতে ছড়িয়ে থাকা বিস্ময়গুলির সাথে পরিচিত হতে চান, এবং যখন কেউ এই প্রচেষ্টায় সফল হন তখন তার প্রেম বহুগুণ বৃদ্ধি পায় কারণ একটি সৃষ্টি বা লেখা স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্ব এবং পরিপূর্ণতার পক্ষে যুক্তি দেয় প্রণেতা। এখন আরেকটা উদাহরণের আলোকে বিষয়টি বিবেচনা করুন। এ দুনিয়া আল্লাহর সৃষ্টিকর্তা ও রচিত কিতাব। একজন সাধারণ মানুষের এই জ্ঞান এবং বিশ্বাস রয়েছে, তবে এটি কেবল উপরিউক্ত এবং অদ্ভুত, যখন একজন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি এর বিবরণ জানতে চায়, তাদের উপর এতটাই বিবেচনা করে যে কেউ তুচ্ছ জিনিসগুলিতে বিস্ময়কর সন্ধান করে যা বুদ্ধিকে বিস্মিত করে। এই বিশদ অধ্যয়ন [ঐশ্বরিক] গুণাবলীর ঐশ্বরিক মহিমা, মহিমা এবং পরিপূর্ণতা বৃদ্ধি করে এবং সেই ক্ষেত্রে হৃদয়ে তাঁর ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। তারপর [ঈশ্বর সম্পর্কে] কারও জ্ঞান যত বৃদ্ধি পায়, ততই একজনের জ্ঞান এবং [ঈশ্বরের প্রতি] ভালবাসাও বৃদ্ধি পায়।

ঐশ্বরিক আশ্চর্যের সমুদ্র একটি অগাধ সমুদ্র যার তীর নেই। অতএব, এই গনোসিসের বাহকগণ যদি [তাঁর প্রতি] তাদের ভালবাসার ক্ষেত্রে আলাদা হয় তবে আশ্চর্যের কিছু নেই। [এর স্তর] আমরা আগে যে পাঁচটি কারণ ব্যাখ্যা করেছি তার কারণে [বিভিন্ন মানুষের মধ্যে] প্রেমও আলাদা। অন্য কথায়, কিছু লোক আল্লাহকে ভালবাসে কারণ তিনিই তাদের প্রতিদান দেন এবং তাদের অনুগ্রহ করেন। স্পষ্টতই, এই ভালবাসা ঈশ্বরের সত্তার সাথে নয় এবং তাই এটি দুর্বল, এবং দুর্বলতার লক্ষণ হ'ল [তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে] প্রাপ্ত অনুগ্রহের পরিবর্তনের কারণে, তাদের ভালবাসাও পরিবর্তিত হয়। তাই প্রতিকূল সময়ে তাদের ভালোবাসার অবস্থা স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময় থেকে আলাদা হবে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সত্তাকে ভালবাসে বা তাঁকে ভালবাসে কারণ তিনি তাঁর পরিপূর্ণতা, সৌন্দর্য, ঈর্ষার কারণে এর প্রাপ্য (*গাইরাহ)* [যারা তাদের নিজস্ব নিম্ন আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে তাদের অযোগ্য, আধ্যাত্মিক পথে ভুল পদক্ষেপ এবং ঐশ্বরিক

উপস্থিতিতে উচ্চ আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যাওয়ার সঠিক উদ্দেশ্য এবং উচ্চ সংকল্প না থাকার কারণে তাদের কাছ থেকে ঐশ্বরিক রহস্যকে রক্ষা করার জন্য], এবং মহিমা এবং ঐশ্বরিক অনুগ্রহের বৈচিত্রের কারণে এই প্রেমের মধ্যে কোন পার্থক্য (বৈচিত্র) নেই। এগুলো হচ্ছে [বিভিন্ন মানুষের মধ্যে] [আল্লাহর] ভালবাসার স্তরের পার্থক্যের কারণ, এবং এটি উল্লেখ করার দরকার নেই যে [ঐশ্বরিক] ভালবাসার বিভিন্ন স্তরের কারণে আখেরাতের চিরন্তন সুখ এবং অনন্ত সাফল্যও পরিবর্তিত হবে।

ঐশ্বরিক আকাঙ্ক্ষা

ঈশ্বরের জন্য আকাঙ্ক্ষার অর্থ: ঈশ্বরের জন্য আকাঙ্ক্ষাকে অস্বীকার করা উচিত নয় কারণ আকাঙ্ক্ষা প্রয়োজনীয় [বৈশিষ্ট্য] যখন প্রিয়জনই উদ্দেশ্য হয়। এই বিষয়ের অধীনে, আমরা ব্যাখ্যা করতে চাই যে একজন জ্ঞানবাদীর অবশ্যই ঈশ্বরের জন্য আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, বরং একজন ঈশ্বরের [প্রিয়তমা] এর জন্য আকাঙ্ক্ষা করতে বাধ্য হয়। আমরা এই দাবিকে দুটি উপায়ে প্রমাণ করব: প্রথমত, অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে এবং দ্বিতীয়ত, ঐতিহ্যের মাধ্যমে।

অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রথম পদ্ধতি: এ বিষয়ে আমাদের বেশি কিছু বলার দরকার নেই, বরং প্রেম সম্পর্কে আমরা যা লিখেছি তা এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট হওয়া উচিত। প্রিয়তমা যদি চোখ থেকে উধাও হয়ে যায়, তাহলে প্রিয়জনের দর্শনের জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকা স্বাভাবিক বিষয়। যদি প্রিয়জন কারও সামনে উপস্থিত থাকে বা একজন প্রিয়জনের উপস্থিতিতে পৌঁছায়, তবে আকাঙ্ক্ষা সেখানে নেই কারণ আকাঙ্ক্ষা [প্রিয়তমাকে] অন্বেষণের নাম এবং যা অর্জন করা হয়েছে তা সন্ধান করা হয় না। যে জিনিসটি উপলব্ধি করা যায় না তার জন্য আকাঙ্ক্ষা করা যায় না। অতএব, যদি কেউ কোনও ব্যক্তিকে না দেখে থাকে বা তার সম্পর্কে শুনে না থাকে তবে এটি কল্পনা করা যায় না যে কেউ এমন ব্যক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা করবে। উপলব্ধির পরিপূর্ণতা দর্শনের মধ্যে রয়েছে। যদি কারও প্রিয়জন তার অবিরাম দর্শনে থাকে, তবে তার প্রিয়জনের জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকবে না। আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে এটি ব্যাখ্যা করব।

যে ব্যক্তি ক্রমাগত এ বিষয়ে চিন্তা করে, তার কাছ থেকে যদি কারও প্রিয়জন অদৃশ্য হয়ে যায়, তবে প্রিয়জনের দর্শনের মাধ্যমে নিজের চিন্তা সম্পন্ন করার জন্য আকাঙ্ক্ষা করবে। তবে যদি

প্রিয়জনের চিন্তা হৃদয় থেকে উধাও হয়ে যায় এবং সে তা ভুলে যায় তবে আকাঙ্ক্ষার অস্তিত্বও নেই। এটিও যুক্তিসঙ্গত নয় যে কেউ [প্রিয়তমাকে] আবার দেখার পরে প্রিয়জনের জন্য আবার আকাঙ্ক্ষা শুরু করবে কারণ আকাঙ্ক্ষার অর্থ হ'ল একজন দর্শনের মাধ্যমে নিজের হৃদয়ের চিন্তার পরিপূর্ণতা সন্ধান করছে। কখনো কখনো প্রিয়জনকে অন্ধকারে দেখা যায় আর সেই সময় প্রিয়জনকে আলোতে দেখে নিজের দর্শন পূর্ণ করার আকাঙ্ক্ষা থাকে। এটিও সম্ভব যে কেউ প্রিয়জনের মুখ দেখে তবে চুল বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দেখতে পায় না। সেক্ষেত্রেও প্রিয়তমার আরও সুন্দর বৈশিষ্ট্য দেখার আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে যা আগে দেখা যায়নি।

ঈশ্বরের ক্ষেত্রে, উভয় ক্ষেত্রেই কল্পনা করা যেতে পারে, বরং, একজন জ্ঞানবাদী অগত্যা দুটি কারণে ঈশ্বরের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে। কারণ গনোসিসের লোকেদের কাছে যে ঐশ্বরিক বিষয়গুলি প্রকাশিত হয় তা আপাতদৃষ্টিতে স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল তবে বাস্তবে, তারা খুব সূক্ষ্ম এবং জটিল এবং তাদের সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে সেগুলি একটি পাতলা পর্দার আড়াল থেকে দেখা হয়েছিল, যাতে কিছু বিষয় গোপন করা হয় এবং দৃষ্টির পরিপূর্ণতা অর্জন করা যায়নি। বরং দর্শনটি কল্পনার সাথে মিশ্রিত হয়েছে যা জ্ঞানবাদীদের হৃদয়ে অশান্ততা এবং কাদা সৃষ্টি করে। সর্বোপরি, যদি পার্থিব জীবন [তার সমস্ত সমস্যা এবং জটলা সহ] তার উপর তার ছায়া ফেলে, তবে এই জ্ঞানের সমস্ত আনন্দ বিলুপ্ত হয়ে যায়। দর্শন (*মুশাহাদা)* এবং আধ্যাত্মিক আলোকসজ্জার বজ্রপাতের সংমিশ্রণ থেকে পরিষ্কার দৃষ্টির পরিপূর্ণতা ঘটবে এবং এটি আখেরাতের আগে সম্ভব নয়। জ্ঞানবাদীর উদ্দেশ্য হল ঐশ্বরিক দৃষ্টি এবং আধ্যাত্মিক আলোকসজ্জার বিদ্যুতের বিজুতি অর্জন করা, তাই হৃদয়ের এর জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকা প্রয়োজন। অন্য কথায়, যে জিনিসটি (জ্ঞান) সম্পন্ন হওয়ার জন্য একজনের আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত যার প্রধান কারণগুলির বোধগম্যতা পার্থিব জীবনে একজন অর্জন করেছে।

[ঈশ্বরের জন্য] আকাঙ্ক্ষার জন্য এটি ছিল প্রথম প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয়তা। এখন দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে তা হ'ল অন্যান্য কিছু জিনিস দেখার পরে কিছু জিনিসের জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকা যা ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও সম্ভব। ঐশ্বরিক বিষয়গুলি অসংখ্য এবং তাদের কোনও সীমা নেই। সমস্ত [ঐশ্বরিক] বিষয় [ঈশ্বরের] বান্দার কাছে অবতীর্ণ হয় না, বরং কিছু বিষয় উন্মোচিত হয় এবং কিছু (অনেক) তাদের জটিলতা এবং সূক্ষ্মতার কারণে পর্দা [বা গোপন] করা হয়। একজন জ্ঞানবাদী এই জাতীয় বিষয়গুলির অস্তিত্ব সম্পর্কে জানেন এবং স্বীকার করেন যে কেউ যা জানে তার তুলনায় অনেক বেশি বিষয় রয়েছে যা সম্পর্কে কেউ জানে না। অতএব, একজন (জ্ঞানবাদী) অবশিষ্ট বিষয়গুলিকে তার জ্ঞানের ক্ষেত্রে আনার আকাঙ্ক্ষা রাখে। যতদূর পর্যন্ত প্রথম আকাঙ্ক্ষার কথা বলা যায় যে একজন ব্যক্তি পূর্ণ স্পষ্টতা এবং আলোকসজ্জার সাথে ঈশ্বরের জ্ঞান অর্জন করে, আখেরাতে পরিপূর্ণতা (সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতা)

অর্জন করা হবে। "দর্শন", "সাক্ষাত" বা "দর্শন" [ঐশ্বরিক] হিসাবে অভিহিত প্রথম আকাঙ্ক্ষার অর্থে, এই জগতে (পার্থিব জীবন) এই আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা পাওয়া সম্ভব নয়।

আকাঙ্ক্ষার জন্য দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় শর্তটি যে কেউ [নিজের আকাঙ্ক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে] সমস্ত জ্ঞান অর্জন করে, তা এই জীবনে বা পরকালে সম্ভব নয়, কারণ এই আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা (পূর্ণ পরিপূর্ণতা) এমনভাবে কামনা করা হয় যেভাবে বান্দা ঐশ্বরিক সৌন্দর্যের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় উন্মোচন করে। মহিমা, গুণাবলী, প্রজ্ঞা এবং কর্ম যা ঈশ্বর জানেন, কিন্তু এটি অসম্ভব। কারণ আল্লাহর জ্ঞান অসীম। একজন দাস সর্বদা জানতেন যে ঈশ্বরের সৌন্দর্য এবং মহিমা থেকে এমন অনেক বিষয় অবশিষ্ট রয়েছে যা কারও কাছে উন্মোচন করা হয়নি। সুতরাং কারও আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ হবে না, বিশেষত যে কারও বর্তমান [আধ্যাত্মিক] সুবিধাজনক বিন্দু থেকে উচ্চতর [আধ্যাত্মিক] ডিগ্রী দেখে এবং আরও [আধ্যাত্মিক] ডিগ্রি আকাঙ্ক্ষা করবে।

ঐতিহ্যের মাধ্যমে দ্বিতীয় পদ্ধতি: ঐশ্বরিক আকাঙ্ক্ষার দৃঢ়তার দ্বিতীয় পদ্ধতি হল ঐতিহ্যের মাধ্যমে। এ নিয়ে অনেক ঐতিহ্য পাওয়া যায়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দোয়ায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلٰى
وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَالشَّوْقَ إِلٰى لِقَائِكَ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্টি চাইছি [আপনি আমার পথে যা প্রেরণ করেন, তা স্বাচ্ছন্দ্য বা কষ্ট হোক না কেন], মৃত্যুর পরে [আপনার প্রেমময় আলিঙ্গনে] একটি সান্ত্বনার জীবন, আপনার ধন্য মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার আনন্দ এবং আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য আকাঙ্ক্ষা করুন"।

আবু দারদা (রাঃ) কা'ব আহবার (রাঃ) (তারা উভয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন) (তারা উভয়ই ছিলেন তাওরাতের বিশিষ্ট সাহাবী এবং নবুর সাহাবী হওয়ার পূর্বে কা'ব আহবার তাওরাতের ইহুদী পণ্ডিত এবং রাব্বি ছিলেন) তাওরাতের একটি আয়াত বর্ণনা করার জন্য। তিনি বলেন, ঈশ্বর বলেছেন, "ধার্মিকদের আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং আমি তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা করি। কা'ব আহবার রাদিয়াল্লাহু আনহু একই বিষয়ে তওরাত থেকে আরেকটি আয়াত বর্ণনা করেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার অন্বেষণকারী, সে আমাকে খুঁজে পাবে এবং যে আমার ব্যতীত অন্যের সন্ধানকারী, সে আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে খুঁজে পাবে। হজরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিহ্বা থেকে একই বিষয় শুনেছি। হযরত

দাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলা তাকে বললেন, হে দায়ূদ! পৃথিবীবাসীর কাছে আমার বার্তা পৌঁছে দাও যে, যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে তার প্রিয়তমা, যে আমার সঙ্গী তার সাথী, আমার স্মৃতির অন্তরঙ্গ ব্যক্তির অন্তরঙ্গ আমি, যে আমার বন্ধু হয়ে ওঠে তার বন্ধু, যে আমাকে পছন্দ করে সে ব্যক্তিকে পছন্দ করি। আর যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করে, আমি তার আজ্ঞাবহ। যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে তার হৃদয়ের অবস্থা আমি খুব ভালো করেই জানি এবং আমি আমার জন্য এমন একজনকে গ্রহণ করি এবং আমি এমন একজনকে এমন ভালবাসার সাথে ভালবাসি যে আমার সৃষ্টির মধ্যে কেউ এমন ব্যক্তির চেয়ে প্রাধান্য পায় না। হে পৃথিবীর জনগণ! জাগতিক অহংকারের পর্দা ছিঁড়ে ফেলুন এবং আমার আশ্চর্য, সাহচর্য, আমার সাথে থাকার দিকে আপনার পদক্ষেপকে এগিয়ে নিয়ে যান এবং আমার সাথে ঘনিষ্ঠতা রাখুন, আমি আপনার সাথে ঘনিষ্ঠতা রাখব এবং আপনাকে ভালবাসতে সর্বাগ্রে থাকব। আমি আমার বন্ধু ইব্রাহিমের স্বভাব ও মেজাজ থেকে আমার বন্ধুদের অভ্যন্তরীণ স্বভাব এবং মেজাজ তৈরি করেছি, যার সাথে আমি কথা বলেছিলাম এবং মুহাম্মদের সম্পর্কে যাকে আমি শুদ্ধ করেছি। যারা আমার জন্য কামনা করে তাদের অন্তরকে আমি সৃষ্টি করেছি আমার নূর থেকে, এবং তাদেরকে আমার মহিমায় উত্থাপিত করেছি।

একজন জ্ঞানবাদী বলেছিলেন যে ঈশ্বর তাঁর এক বন্ধুর কাছে অবতীর্ণ করেছিলেন, "আমার কিছু দাস এমন যে তারা আমাকে ভালবাসে এবং আমি তাদের ভালবাসি, তারা আমার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে এবং আমি তাদের জন্য আকাঙ্ক্ষা করি, তারা আমাকে স্মরণ করে এবং আমি তাদের স্মরণ করি, এবং তারা আমার দিকে তাকায় এবং আমি তাদের দিকে তাকাই। তুমি যদি তাদের পথে চলো, তবে আমি তোমাকে ভালবাসব এবং যদি তুমি তাদের পথ থেকে বিচ্যুত হও, তবে আমি তোমার উপর অসন্তুষ্ট হব। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তাদের লক্ষণগুলো কী? ঈশ্বর বলেছিলেন, "তারা দিনের ছায়া দেখে যেমন একজন করুণাময় রাখাল তার ছাগলের দিকে নজর রাখে (তারা ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য দিনের সমস্ত মুহূর্ত রক্ষা করে এবং তাদের অলস বকবক বা অপ্রয়োজনীয় প্রচেষ্টায় অপচয় হতে দেয় না)। তারা সূর্যাস্তের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে পাখির মতো সন্ধ্যায় তার নীড়ের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে [যাতে তারা তাদের রাতগুলি ধার্মিক ভক্তির সাথে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করতে পারে]। যখন রাত তার বাহু প্রসারিত করে এবং অন্ধকার নেমে আসে, বিছানা উন্মুক্ত হয়, রহস্য উন্মোচিত হয় এবং প্রেমিক প্রিয়তমার বাহুতে পৌঁছায়, তখন তারা আমার জন্য তাদের পদক্ষেপ নেয়, আমার সামনে মাথা প্রণাম করে, আমার কথোপকথন (*কালাম* বা ঐশ্বরিক নাযিল কিতাব) দিয়ে আমার কাছে ফিসফিস করে এবং তাদের কাছে আমার সওয়াব [বস্তুগত ও অবস্তুগত] দ্বারা আমার কাছে প্রার্থনা করে। তাদের মধ্যে কেউ চিৎকার করে কাঁদছে, কেউ নীরবে কাঁদে, কেউ [আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দুঃখে] প্রচণ্ড হৈচৈ সৃষ্টি করে, কেউ আমার সামনে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করে, কেউ বসে আছে, কেউ দাঁড়িয়ে আছে, কেউ মাথা নজর করছে এবং কেউ সিজদা করছে। তাদের সমস্ত অভিযোগ, অনুরোধ এবং প্রচেষ্টা আমার চোখে অপরিসীম শ্রদ্ধা রয়েছে। প্রথমত, আমি তাদের

তিনটি জিনিস দেব: প্রথমত, আমি তাদের অন্তরে আমার আলোকসজ্জা স্থাপন করব, যাতে তারা [অন্যদেরকে] আমার সংবাদ দেবে যেমন আমি তাদের [স্বর্গীয় মানুষদের] সংবাদ দিই; দ্বিতীয়ত, যদি তাদের এবং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের মধ্যবর্তী কিছু কিছু (যুদ্ধে) তাদের বিরুদ্ধে আসে, তবে আমি তা তাদের জন্য নীচু মনে করব (এবং কোন আকারে বা আকারে তাদের কোন ক্ষতি করতে দেব না)। তৃতীয়ত, আমি তাদের দিকে আমার পবিত্র চেহারা ঘুরিয়ে দেব এবং আপনি জানেন যে আমি তাদের কী দিতে চাই যার দিকে আমি আমার মুখ ঘুরিয়ে দিচ্ছি।

তাঁর বান্দার প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা: সংক্ষেপে, ঈশ্বর তাঁর বান্দার (অর্থাৎ একজন মানুষ) প্রতি তাঁর ভালবাসা হ'ল তিনি একজনকে জাগতিক ফাঁদ এবং পাপ থেকে দূরে রাখেন, একজনের অন্তরের সত্তাকে পার্থিব অপবিত্রতা (মন্দ, অন্যায়, ত্রুটি এবং দোষ) থেকে শুদ্ধ করেন এবং একজনের হৃদয় থেকে পর্দা সরিয়ে তাঁর নিকটবর্তী করার জন্য একজনকে তাঁর নিকটবর্তী করার জন্য যতক্ষণ না বান্দা অনুভব করেন যে তিনি তার হৃদয় থেকে ঈশ্বরকে সাক্ষী করছেন। এবং ঈশ্বরের প্রতি বান্দার ভালবাসা এই যে ব্যক্তি [আভ্যন্তরীণ] আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা অর্জনের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা থেকে বঞ্চিত। এটা স্পষ্ট যে যে জিনিস থেকে বঞ্চিত হয়, সে তার প্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা করে এবং তা প্রাপ্তির পরে সে তা থেকে আনন্দ পায়। এখন যদি আপনি বলেন যে, বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা একটি সন্দেহজনক বিষয় এবং একজন বান্দা কিভাবে জানবে যে সে আল্লাহর প্রিয়, তাহলে তার উত্তর হচ্ছে ভালোবাসার কিছু নিদর্শন রয়েছে যা তার পক্ষে তর্ক করে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا ابْتَلَاهُ فَإِذَا أَحَبَّهُ الْحُبَّ الْبَالِغَ اقْتَنَاهُ

"আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তিনি তাকে কষ্ট দেন এবং যখন তিনি কাউকে প্রচণ্ডভাবে ভালবাসেন, তখন তিনি তাকে নিজের জন্য বিশেষ করে তোলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا جَعَلَ لَهُ وَاعِظًا مِنْ نَفْسِهِ وَزَاجِرًا مِنْ قَلْبِهِ يَأْمُرُهُ وَيَنْهَاهُ

"আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তিনি তার নিজের মধ্যে একজন উপদেশদাতা (উপদেষ্টা) নিয়োগ করেন এবং তার অন্তরে একটি বাধা সৃষ্টি করেন [যা অন্যায় থেকে বিরত রাখে)। তারা একটিকে আদেশ দেয় এবং একটিকে (সমস্ত অন্যায় ও মন্দ থেকে) থামায়। (বর্ণনা করেছেন *আনাস ইবনে মালিক (রহঃ) এর বর্ণনায়* হাদীস *সংকলন* মুসনাদুল ফিরদৌস।

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا بَصَّرَهُ بِعُيُوبِ نَفْسِهِ

"আল্লাহ যখন একজন বান্দার জন্য ভাল জিনিস চান, তখন তিনি তার নিজের নিম্ন সত্তার একটি দোষ সম্পর্কে অবহিত করেন [সেগুলি অপসারণে ব্যস্ত করা যাতে কেউ আত্মার অভ্যন্তরীণ পরিমার্জন এবং শুদ্ধির সাথে আধ্যাত্মিকতার উচ্চতর স্তরে আরোহণ করতে পারে]"। (বর্ণনা করেছেন *আনাস ইবনে মালিক (রহঃ) এর বর্ণনায়* হাদীস *সংকলন* মুসনাদুল ফিরদৌস।

সকল নিদর্শনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ নিদর্শন হলো বান্দা আল্লাহকে ভালবাসে এবং এই নিদর্শন থেকেই বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার প্রতি কতটুকু ভালোবাসা রাখেন। আর যে কর্ম প্রমাণ করে যে একজন বান্দার প্রিয় আল্লাহ তা হল যে একমাত্র আল্লাহই বান্দার সমস্ত বাহ্যিক ও অন্তর, গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক, তিনিই [বান্দাকে] উপদেশ দেন, তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি [বান্দার মনে সর্বোত্তম উপায়ে নিজের জীবন পরিচালনা করার] পথ সঞ্চার করেন। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি সুন্দর চরিত্র ও স্বভাবের অলঙ্কারে সজ্জিত করেন, তিনিই সেই যিনি নিজের অঙ্গগুলিকে পবিত্র কাজে ব্যস্ত রাখেন, তিনিই নিজের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সত্তাকে সঠিক পথে রাখেন, তিনিই তাঁর সমস্ত চিন্তাকে একটি কেন্দ্রীয় বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করেন। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি একজনকে জাগতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করেন, তিনিই যিনি তাঁর ব্যতীত অন্যকে অস্বীকার করেন, তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি কাকে তাঁর সাথে অভ্যস্ত করার জন্য নির্জনতায় তাঁর কাছে প্রার্থনার আনন্দ দেন এবং তিনিই একজনের এবং তাঁর জ্ঞানের মধ্যে পর্দা তুলে নেন। এই চিহ্নগুলি এবং এই জাতীয় অন্যান্য লক্ষণগুলি, ঈশ্বরের প্রতি একজন দাসের ভালবাসার পক্ষে যুক্তি দেয়।

আল্লাহর সিদ্ধান্ত, বাস্তবতা ও শ্রেষ্ঠত্বের সাথে একমত হওয়া: আল্লাহর সিদ্ধান্তের সাথে একমত হওয়া (রিদা) [ঐশ্বরিক] ভালবাসার ফল থেকে একটি ফল (ফলাফল) কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাদের কাছে তার বাস্তবতা উন্মোচন করতে পারে না। এর অর্থে যে সন্দেহ ও অস্পষ্টতা বিদ্যমান, কেবল তারাই তা সম্পর্কে অবগত যারা আল্লাহ তায়ালার *(দ্বীন) ব্যাখ্যার জ্ঞান (*তাওইল) এবং *বোধগম্যতা অর্জন করেছেন*। কিছু লোক আল্লাহর (রিদা) সাথে একমত হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে কারণ তারা বুঝতে পারে না যে কীভাবে একজন ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি বিষয়ে একমত হতে পারে। তারা আরো বলেন যে, যদি প্রতিটি আদেশ, প্রতিটি সিদ্ধান্ত এবং সবকিছুর সাথে একমত হওয়া প্রয়োজন হয় কারণ এটি আল্লাহর আমল, তবে একজন বান্দার পক্ষে পাপ এবং কাফের (আল্লাহকে প্রত্যাখ্যান) সাথে একমত হওয়া আবশ্যক। কিছু সরল মনের লোক ঈশ্বরের সিদ্ধান্তের সাথে একমত হওয়ার প্রত্যাখ্যানকারীদের এই কথায় প্রতারিত হয়েছিল এবং ভাবতে শুরু করেছিল যে পাপ এবং মন্দতার সাথে একমত হওয়া এবং অবিশ্বাস এবং পাপকে প্রত্যাখ্যান না করা এবং আপত্তি না করা, ঐশ্বরিক আদেশ গ্রহণ করা এবং ঈশ্বরের সিদ্ধান্তের সাথে একমত হওয়ার [আধ্যাত্মিক] স্টেশন। এগুলো ঐশ্বরিক রহস্য। যদি বাহ্যিক মানুষের কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পর্কিত [ঐশ্বরিক] আদেশগুলি অধ্যয়নের মাধ্যমে আল্লাহর পথের

রহস্য উন্মোচিত হয় বা [কুরআন] তিলাওয়াতের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে যায়, তবে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে নিম্নোক্ত দোয়া প্রার্থনা করতেন না:

اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِی الدِّیْنِ وَعَلِّمْهُ التَّاوِیْلَ

"হে আল্লাহ! তাকে তোমার পথ ও ব্যাখ্যার জ্ঞান দান কর*।* (বর্ণনা করেছেন *হাদীস* সংকলন *সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম* ও *মুসনাদ আহমদ)*

যারা বলে যে, ইচ্ছার পরিপন্থী বা কঠিন বিষয়ের ব্যাপারে কেবল ধৈর্য ধারণ করা সম্ভব এবং আল্লাহর সিদ্ধান্তের সাথে একমত হওয়া সম্ভব নয় (অপ্রীতিকর বিষয় ও কষ্টের ক্ষেত্রে) তারা প্রকৃতপক্ষে [ঐশ্বরিক] ভালবাসাকে অস্বীকার করছে। যখন ঈশ্বরের প্রেম প্রমাণিত হয়েছে এবং এটিও স্পষ্ট করা হয়েছে যে একজন মানুষ তার সমস্ত সাহস দিয়ে ঈশ্বরের প্রেমে নিমজ্জিত হতে পারে, তখন এটিও গোপন থাকে না যে একজন প্রেমিক [অভ্যন্তরীণ বাধ্যবাধকতা বা চালিকা শক্তির দ্বারা] প্রিয়জনের প্রতিটি কর্ম এবং কথার সাথে একমত হতে বাধ্য হয়। এই সম্মতি দুটি উপায়ে ঘটে: প্রথমটি হ'ল কেউ এমন কোনও দুঃখ বা বেদনা অনুভব করে না যে এমনকি যদি কেউ আঘাত বা কষ্ট ভোগ করে, তবে সে সামান্যতম ব্যথা অনুভব করে না। এর দৃষ্টান্তটি এমন একজন ব্যক্তির যার হৃদয় কোন বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন থাকে এবং তার ফলে সে অন্য কিছুই উপলব্ধি করে না। একই অবস্থা যে প্রেমিকার প্রেম বা দর্শনে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়, যে এই প্রেমে ডুবে যাওয়ার কারণে যন্ত্রণাদায়ক ঘটনা সহ্য করে। তখন প্রেমিক কোন কষ্ট বুঝতে পারে না যখন তার কর্তা প্রিয়তমা ব্যতীত অন্য কেউ বা অন্য কিছু হয়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রিয়তমা যদি প্রেমিকের অস্তিত্বকে কোন কষ্ট দেয়, তাহলে সে কিভাবে উপলব্ধি করা যায়? হৃদয়ের প্রেমে প্রশ্রয় দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ভোগ। যখন সাধারণ প্রেমে কেউ সামান্য ব্যথা অনুভব করে না, তখন কীভাবে একজন বড় পরিমাণ প্রেমে বড় ব্যথা অনুভব করতে পারে? বেদনার তীব্রতা যেমন সম্ভব, তেমনি প্রেমের তীব্রতাও সম্ভব, এবং যেমন পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত সৌন্দর্য শক্তিশালী হয়, তেমনি প্রেমও শক্তিশালী হয় যা অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে। ঐশ্বরিক সৌন্দর্য ও মহিমার সঙ্গে অন্য কোন সৌন্দর্য ও মহিমার তুলনা হয় না। যার উপর ঐশ্বরিক সৌন্দর্য ও মহিমার একটি ক্ষুদ্র অংশ প্রকাশিত হয়, সে ইন্দ্রিয় ও চেতনা হারিয়ে ফেলে এবং এতে এতটাই নেশাগ্রস্ত হয়ে যায় যে সে তার সমস্ত অবস্থার [বেদনা ও যন্ত্রণা সহ] সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে যায়।

প্রিয়তমার কর্মের সাথে একমত হওয়ার দ্বিতীয় উপায় হ'ল যে ব্যক্তি বেদনা এবং কষ্ট উপলব্ধি করে, তবে সে তাদের সাথে একমত হয় [তাদের সম্পর্কে অভিযোগ না করার পরিপ্রেক্ষিতে], বরং তাদের প্রতি ইচ্ছা এবং অভিপ্রায় রয়েছে। এটি সেই ব্যক্তির অবস্থার অনুরূপ যে [ব্যবসায়]

মুনাফা অর্জনের জন্য ভ্রমণের কষ্ট সহ্য করে এবং কষ্টের পরোয়া করে না, কারণ প্রত্যাশিত মুনাফা খুব প্রিয়। আল্লাহর বান্দাদের অবস্থা এমন যে, যখন তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন বিপদ উপদ্রব করা হয়, তখন তারা নিশ্চিত হয় যে, তারা যে প্রতিদান পাবে তা তাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে, সুতরাং তারা এই প্রত্যয়ের কারণে [আল্লাহ নির্ধারিত] বিপদের সাথে একমত হয় এবং এর দিকে ঝুঁকে পড়ে। বরং তারা এটি ভালবাসে এবং এর জন্য ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। যদি কেউ বিপর্যয়ের বিনিময়ে ঐশ্বরিক প্রতিদানের কথা মনে রাখে, তবে এটি ঘটে। যদি কেউ ঐশ্বরিক প্রতিদানের কথা মনে না রাখে, বরং প্রেম এতটাই প্রাধান্য পায় যে প্রিয়তমার অনুমোদন অর্জন করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য, কেবল তিনিই আকাঙ্ক্ষিত এবং প্রিয়তমা থাকেন এবং [ঐশ্বরিক] প্রতিদানের জন্য কারও কোনও আকাঙ্ক্ষা থাকে না, বরং সে সম্পর্কে চিন্তাও করে না, তবে প্রিয়জনের গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করা তার একমাত্র উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে।

হারেম ইবনে হিব্বান (রহঃ) বলেন, 'যখন একজন মুমিন তার প্রতিপালককে চিনতে পারে এবং চিনতে পারে, তখন সে তাঁকে ভালবাসে এবং যখন সে তাঁকে ভালবাসে তখন সে তাঁর দিকে মনোনিবেশ করে এবং যখন কেউ তাঁর দিকে মনোনিবেশ করে তখন সে কামনার চোখে দুনিয়ার দিকে তাকায় না এবং আখেরাতকে আলস্যের চোখে দেখে না। এমন ব্যক্তি নিজের দেহ নিয়ে পৃথিবীতে বাস করে এবং তার আত্মা আখেরাতে (স্বর্গীয় ও আধ্যাত্মিক জগতে) বাস করে। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর জীবনধারা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং তিনি উত্তর দিলেন:

الْمَعْرِفَةُ رَأْسُ مَالِيْ وَالْعَقْلُ أَصْلُ دِيْنِيْ وَالْحُبُّ أَسَاسِيْ وَالشَّوْقُ مَرْكَبِيْ وَذِكْرُ
اللهِ أَنِيْسِيْ وَالثِّقَةُ كَنْزِيْ وَالْحُزْنُ رَفِيْقِيْ وَالْعِلْمُ سَلَاحِيْ وَالصَّبْرُ
رِدَائِيْ وَالرِّضَا غَنِيْمَتِيْ وَالْعِجْزُ فَخْرِيْ وَالزُّهْدُ حِرْفَتِيْ وَالْيَقِيْنُ
قُوَّتِيْ وَالصِّدْقُ شَفِيْعِيْ وَالطَّاعَةُ حَسْبِيْ وَالْجِهَادُ خُلُقِيْ وَقُرَّةُ عَيْنِيْ فِي
الصَّلَاةِ

"[ঐশ্বরিক] জ্ঞান আমার মূলধন (সম্পদ), বুদ্ধি আমার বিশ্বাসের ভিত্তি, [ঐশ্বরিক] ভালবাসা আমার ভিত্তি, [ঈশ্বরের জন্য] আকাঙ্ক্ষা আমার আরোহণ (যা আমাকে আমার আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানে বহন করে), ঈশ্বরের স্মরণ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, দৃঢ় পদক্ষেপ [ঐশ্বরিক পথে] আমার সম্পদ, দুঃখ আমার সঙ্গী, জ্ঞান আমার অস্ত্র [অজ্ঞতা এবং অশুভের অন্ধকারের বিরুদ্ধে], ধৈর্য আমার শাল, নম্রতা আমার অহংকার, সংযম (জাগতিকতা থেকে) আমার পেশা, প্রত্যয়তা আমার শক্তি, সত্যবাদী আমার সুপারিশকারী, [ঐশ্বরিক] আনুগত্য আমার ভালবাসা, ঐশ্বরিক পথে সংগ্রাম করা আমার অভ্যন্তরীণ চরিত্র ও স্বভাব, এবং আমার চোখের শীতলতা প্রার্থনায় [আল্লাহর] কাছে।

দুন নূন আল-মিসরি (রহঃ) বলেন, 'যে সত্তা আত্মার বাহিনী সৃষ্টি করেছেন, জ্ঞানবাদীদের আত্মাকে মহিমান্বিত ও স্বর্গীয় করেছেন, তাই তারা আল্লাহর প্রতি আকাঙ্ক্ষা করেছেন, মুমিনদের আত্মাকে আধ্যাত্মিক করেছেন, তাই তারা স্বর্গের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন এবং অবহেলার আত্মাকে (জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং অনন্ত সুখ ও অনন্ত বিজয়ের সন্ধান সম্পর্কে উদাসীন) দৈহিক করেছেন। অতএব তারা দুনিয়ার (জাগতিকতা) দিকে ঝুঁকে পড়ে [যা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে এবং তাতে নিমজ্জিত করে"। এও বলা হয় যে, আকাঙ্ক্ষা আল্লাহর একটি (পবিত্র) আগুন যা তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের (জ্ঞানবাদী, ঈশ্বরের সত্যিকারের আন্তরিক অন্বেষণকারী) হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত করেন যা হৃদয়ে উপস্থিত [তিনি ব্যতীত] উদ্দেশ্য, চিন্তা, ফাঁদ এবং প্রয়োজনকে পুড়িয়ে দেয় এবং তাদের হৃদয়ে তাদের কোন অস্তিত্ব (চিহ্ন) অবশিষ্ট থাকে না। এটি প্রেম, সংযুক্তি, আকাঙ্ক্ষা এবং ঐশ্বরিক গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে যথেষ্ট বিবরণ এবং আমরা এই বিষয়ে নিষ্পত্তি করব। আর একমাত্র আল্লাহই সকল কল্যাণ ও ধার্মিকতার সহায়ক।

অধ্যায় 17- কোনও স্বার্থপর উদ্দেশ্য, সমস্ত বিষয়ে আন্তরিকতা এবং সত্যের প্রতি উত্সর্গ ছাড়াই বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য তৈরি করা

গোপন উদ্দেশ্য ছাড়াই, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য, ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করার একটি শক্তিশালী উপাদান এবং কাজগুলি সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য সহায়তা এবং সকলের জন্য প্রচুর উপকার এবং আশীর্বাদের উৎস। পার্থিব লাভের গোপন স্বার্থপর উদ্দেশ্য নিয়ে করা কাজগুলি খুব কমই ফল এবং এর উদ্দেশ্যে উপকার দেয়। এটি একটি ঐশ্বরিক রহস্য যা গাজালির পরবর্তী ব্যাখ্যায় সর্বোত্তমভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। অনুরূপভাবে, আন্তরিকতা বা কোনও জাগতিক লাভের কোনও গোপন উদ্দেশ্য ছাড়াই কেবল ঈশ্বরের সন্তুষ্টি কামনা করে কাজ করা - বস্তুগত বা অবস্তুগত - একজনকে আধ্যাত্মিক পথে আরোহণের দিকে পরিচালিত করে। বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা কর্মের ঐশ্বরিক গ্রহণযোগ্যতা, আশীর্বাদ এবং ফলাফলে প্রচুর বৃদ্ধি নিয়ে আসে, যাতে এমনকি ক্ষুদ্র অর্জনগুলিও দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে প্রচুর উপকার এবং মঙ্গলের উৎস হতে পারে। উভয়ই (বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা) প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক গুণাবলী যা আধ্যাত্মিক পথের স্টেশন যা ঐশ্বরিক জ্ঞান (মা'*রিফা)* এবং

ফলস্বরূপ চিরন্তন সুখ এবং অবিরাম সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। আধ্যাত্মিক পথে তাদের গভীর প্রভাব ছাড়াও, এই গুণাবলী একজনের জীবনে অসাধারণ ইতিবাচক শক্তি সঞ্চার করে এবং প্রকাশ করে।

সত্যের প্রতি ভক্তি (*সিদক)* সমস্ত বিষয়ে, পার্থিব বা চিরন্তন, এর সন্ধান করা এবং তার দ্বারা বেঁচে থাকা, আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীদের একটি অপরিহার্য গুণ, যার পার্থিব অস্তিত্ব এবং সহকর্মীদের সাথে আচরণের জন্য প্রচুর প্রভাব রয়েছে। গাজালির এই মহৎ অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যগুলির গভীর বিশ্লেষণ তাঁর *মহান রচনা "ইহ্যা আল-উলুম আদ-দীন*" বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" এর চতুর্থ খণ্ডের সপ্তম অধ্যায় বা বই থেকে নিম্নরূপে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে:

জেনে রাখা হোক যে, ঈমানের অন্তর্দৃষ্টি ও আলোকসজ্জার মাধ্যমে অন্তরের মানুষের কাছে অবতীর্ণ হয়েছে যে, জ্ঞান ও আমল ব্যতীত অনন্ত সুখ ও অনন্ত সফলতা (*সা'দাত)* অর্জন অসম্ভব। এর কারণ হ'ল জ্ঞানী লোকেরা ব্যতীত সকল মানুষ অপূরণীয় ক্ষতির দ্বারপ্রান্তে রয়েছে এবং জ্ঞানী লোকেরা (জ্ঞান অনুযায়ী) ব্যতীত সমস্ত জ্ঞানী লোক অপূরণীয় ক্ষতির দ্বারপ্রান্তে রয়েছে এবং আন্তরিকদের ব্যতীত সকল কর্মের মানুষ অপূরণীয় ক্ষতির দ্বারপ্রান্তে রয়েছে [যারা কোনও স্বার্থপরতা ছাড়াই কাজ করে। স্বার্থপরতা এবং নিকৃষ্ট গোপন উদ্দেশ্য, সম্পূর্ণরূপে ঐশ্বরিক চেহারা অন্বেষণ করে], এবং সমস্ত আন্তরিক লোক মহা বিপদে পড়েছে [নিম্ন আত্মা এবং শয়তানের মহৎ আধ্যাত্মিক পথে ফাঁদে পড়ার কারণে]। ইচ্ছা ব্যতীত কাজ [নিছক] কষ্ট, এবং আন্তরিকতা ছাড়া উদ্দেশ্য প্রদর্শন, ভণ্ডামি এবং পাপ, এবং [সত্যের] যাচাই ও তদন্ত ছাড়া আন্তরিকতা দৃষ্টির প্রতারণা। সুতরাং আল্লাহ তাআলা কুরআনে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে মিশ্রিত কর্মের জন্য নিম্নরূপ বলেছেন:

وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَـٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا

"আমরা তাদের (পার্থিব জীবনে) তাদের কাজের দিকে ফিরে যাব এবং সেগুলোকে বিফল করে দেব যেন তারা ছিটিয়ে পড়া ধূলিকণা। (কুরআন, অধ্যায় 25, আয়াত 23)

আমরা জানি না যে ব্যক্তি অভিপ্রায়ের বাস্তবতার সাথে পরিচিত নয় সে কীভাবে অভিপ্রায়কে সংশোধন করতে পারে এবং কীভাবে সে আন্তরিক হতে পারে যে উদ্দেশ্যটি সংশোধন করেছে কিন্তু আন্তরিকতা সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই, এবং সত্যবাদের অর্থ না জানে এমন একজন

নিম্ন সত্তার কাছ থেকে কীভাবে সত্যবাদিতা দাবি করা যায়। প্রত্যেক বান্দা (আল্লাহর, অর্থাৎ মানুষ) যিনি আল্লাহর আনুগত্য ও উপাসনা করতে চান, তার প্রথম দায়িত্ব হলো সঠিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা, তারপর সত্যতা ও আন্তরিকতার গভীর উপলব্ধি অর্জন করা, যা পরিত্রাণ ও নিরাপত্তার কারণ, এবং পরে [আন্তরিক] কর্মের মাধ্যমে অভিপ্রায়কে সংশোধন করা। আমরা এই তিনটি বিষয় নিয়ে তিনটি পৃথক বিভাগে আলোচনা করব।

উদ্দেশ্যের শ্রেষ্ঠত্ব এবং বাস্তবতা

উদ্দেশ্যের উৎকর্ষতা: আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ

"যারা সকাল-সন্ধ্যা তাদের পালনকর্তার সন্ধান কামনা করে সকাল-সন্ধ্যা তাদের এবাদত করে, তাদেরকে বিতাড়িত করো না। (কুরআন, 6 অধ্যায়, আয়াত 52)

এই আয়াতে সন্ধান ও আকাঙ্ক্ষা তাদের [মহৎ ও দৃঢ়] উদ্দেশ্যকে বোঝায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا
فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

"কর্ম উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি তার [সত্যিকারের অন্তর্নিহিত] অভিপ্রায় অনুসারে ঐশ্বরিক প্রতিদান পাবে [কর্মের দৃশ্যমান চেহারা এবং তার অনুভূত মঙ্গলতা এবং মহত্ত্ব নির্বিশেষে]। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাস্তায় হিজরত করেছে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর নবীর জন্য, এবং যে দুনিয়ার (পার্থিব লাভ, লাভ, অশোভনীয় উদ্দেশ্যে) অথবা কোনো নারীকে বিয়ে করার জন্য হিজরত করেছে, তার হিজরত হচ্ছে সেই বিষয়ের জন্য। (বর্ণনা করেছেন হযরত *সহীহ বুখারী* ও *সহীহ মুসলিম* (রহঃ) উমর (রাঃ)

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ

"যদি দু'জন ব্যক্তি [একজন স্বামীর পক্ষ থেকে এবং একজন স্ত্রীর পক্ষ থেকে, যারা তাদের বিরোধ এবং মতপার্থক্যের পরে স্বামী এবং স্ত্রীকে পুনর্মিলন করার চেষ্টা করছেন যা তাদের বিবাহ ভাঙার কারণ হতে পারে] [বিবাহিত দম্পতির অবস্থা এবং তাদের মধ্যে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পুনর্মিলন চায়], অতঃপর আল্লাহ তাআলা (দু'জনের মহৎ ও পবিত্র উদ্দেশ্যের আশীর্বাদে) তাদের (স্বামী ও স্ত্রীকে) পুনর্মিলন করবেন [তাদের বিবাহ রক্ষা করে এবং শান্তি, সম্প্রীতি, পারস্পরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সাথে তাদের পুনরায় একত্রিত করে]। (কুরআন, অধ্যায় 4, আয়াত 35)

এই আয়াতে অভিপ্রায়ের পবিত্রতা ও মহত্ত্বকে (ঐশ্বরিক অনুগ্রহের দ্বারা পুনর্মিলন অর্জনের ক্ষেত্রে) সাফল্যের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এক হাদীসতে নবী মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

"আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও ধন-সম্পদের দিকে তাকান না, বরং তিনি তোমাদের হৃদয় ও কর্মের দিকে তাকান [হৃদয়ের অবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত]। (বর্ণনা করেছেন *আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত* হাদীস *সংকলন* সহীহ মুসলিম

ঈশ্বর হৃদয়ের দিকে তাকান কারণ এটি অভিপ্রায়ের আসন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যার উদ্দেশ্য কেবল দুনিয়ার অন্বেষণ, আল্লাহ তার দুই চোখের মাঝখানে দারিদ্র্য রাখেন এবং সে দুনিয়া থেকে আলাদা হয়ে যায়। যার উদ্দেশ্য পরকাল, আল্লাহ তার অন্তরে ঐশ্বর্য সৃষ্টি করেন এবং একজনের জন্য তার ধন-সম্পদ সংগ্রহ করেন এবং এমন ব্যক্তি সংযত অবস্থায় পৃথিবী ত্যাগ করে। (বর্ণনা করেছেন *যায়েদ ইবনে আসলাম (রহঃ) এর* হাদীস *সংকলন* ইবনে মাজাহ (রহঃ)

উদ্দেশ্যের বাস্তবতা: এটা জানা উচিত যে উদ্দেশ্য হৃদয়ের এমন একটি অবস্থা যা দুটি বিষয় দ্বারা বেষ্টিত - জ্ঞান এবং কর্ম। জ্ঞান প্রথমে আসে কারণ এটি এই অবস্থার ভিত্তি এবং তার পরে কর্ম আসে কারণ এটি জ্ঞানের ফল (ফলাফল)। এর কারণ হ'ল প্রতিটি ক্রিয়া - স্বেচ্ছাসেবী আন্দোলন বা স্থিরতা - তিনটি বিষয় দ্বারা সম্পন্ন হয়: জ্ঞান, উদ্দেশ্য এবং ক্ষমতা। কারণ মানুষ এমন কোনও জিনিসের জন্য অভিপ্রায় রাখতে পারে না যা সে জানে না, বা কেউ এমন কোনও কাজ করতে পারে না যার জন্য তার কোনও উদ্দেশ্য নেই। সুতরাং, এটি থেকে এটি জানা যায়

যে উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয়। অভিপ্রায় মানে এমন একটি বিষয়ের জন্য হৃদয়ে একটি আন্দোলন করা যা কারও অবস্থা বা বস্তুগত সম্পত্তির জন্য উপযুক্ত। মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, কিছু বিষয় উপযুক্ত, আবার কিছু বিষয় মানুষের স্বভাব ও কল্যাণের জন্য অনুপযুক্ত। অতএব, উপযুক্ত বিষয়গুলি অর্জনের দিকে ঝুঁকতে এবং [মানব কল্যাণের জন্য] বিরোধী বা অনুপযুক্ত বিষয়গুলি থেকে মুক্তি পেতে হবে। উপযুক্ত এবং অনুপযুক্তের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য, জিনিসগুলি [এবং বিষয়গুলি] বোঝার প্রয়োজন রয়েছে। অতএব, কেউ এমন খাবার গ্রহণ করতে পারে না যা কেউ দেখতে পায় না। এ কারণেই, ঈশ্বর তাদের অর্জনের জন্য বোধশক্তি এবং হেদায়েত এবং উপায় সৃষ্টি করেছেন যা বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় হিসাবে অভিহিত করা হয়।

যদিও কেউ শুধু খাদ্য সম্পর্কে জানে এবং তার উপযুক্ততা সম্পর্কে সচেতন হয় বা চোখে দেখে তা যথেষ্ট নয়, বরং খাদ্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, নিম্ন আত্মার ঝোঁক এবং তার জন্য কামনাও থাকা প্রয়োজন। অতএব, একজন অসুস্থ ব্যক্তি খাবার দেখে এবং জানে যে এটি একজনের জন্য উপযুক্ত, কিন্তু তা সত্ত্বেও, তিনি তা খায় না কারণ [ভিতর থেকে] চালিকা শক্তির শক্তি নেই এবং হৃদয়ে [অসুস্থতার কারণে] আকাঙ্ক্ষার অভাব রয়েছে। তখন এই আকাঙ্ক্ষা এবং চালিকাশক্তি [বা কামনা] যথেষ্ট নয়, বরং কখনও কখনও, কেউ খাবার দেখতে পায় এবং এটি খেতে চায় কিন্তু কিছু প্রতিবন্ধকতার [বা অক্ষমতা বা অক্ষমতা] কারণে তা করতে অক্ষম হয়। অতএব, খাদ্য গ্রহণের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করার জন্য ক্ষমতা এবং সক্রিয় অঙ্গগুলি [ঐশ্বরিকভাবে] তৈরি করা হয়েছে। ক্ষমতার কারণে অঙ্গগুলি চলাচল করতে শুরু করে, এবং ক্ষমতা অভ্যন্তরীণ চালিকা শক্তির জন্য অপেক্ষা করে যা জ্ঞান এবং বোঝাপড়া বা মতামত এবং বিশ্বাসের অধীন। অন্য কথায়, যখন জানা যায় যে একটি নির্দিষ্ট বিষয় একজনের জন্য উপযুক্ত এবং এটি করা প্রয়োজন এবং তার বিরুদ্ধে কোনও বিরোধী শক্তি উপস্থিত নেই তখন উদ্দেশ্য জন্ম নেয় এবং প্রবণতা দেখা দেয়। যখন উদ্দেশ্য থাকে, তখন ক্ষমতা অঙ্গগুলিকে এমনভাবে চালিত করে যেন ক্ষমতা অভিপ্রায়ের সেবক এবং উদ্দেশ্য বিশ্বাস এবং বোঝার আদেশের অধীন। এই বিবরণ থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে উদ্দেশ্য একটি মধ্যম বৈশিষ্ট্যের নাম এবং এর মূল বিষয় হ'ল নিজের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়গুলির প্রতি এবং হৃদয়ে প্রবণতার জন্মের দিকে আত্মার ঝোঁক থাকা, এই বিষয়গুলি বর্তমান বা শেষে (ভবিষ্যতে বা পরকালে) উপযুক্ত কিনা। এখানে প্রথম চালিকা শক্তি হ'ল উদ্দেশ্যটি সন্ধান করা হচ্ছে এবং এটি "কারণ" বা "ড্রাইভার" হিসাবে অভিহিত হয় এবং এই উদ্দেশ্যই উদ্দেশ্য এবং উত্থানের কাজটিকে "উদ্দেশ্য" এবং "অভিপ্রায়" বলা হয়। যখন ক্ষমতা উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অঙ্গগুলিকে চালিত করে, তখন তাকে "ক্রিয়া" বলা হয়। যাইহোক, ক্রিয়া সম্পাদন করার ক্ষমতা কখনও কখনও একটি কারণ বা ড্রাইভার দ্বারা উত্তেজিত হয়, কখনও কখনও দুটি কারণের দ্বারা, কখনও কখনও দুটি কারণের দ্বারা উত্তেজিত হয় তবে দুটি কারণের মধ্যে একটি ক্ষমতাকে আলোড়িত করার জন্য যথেষ্ট, কখনও কখনও একটি কারণ

যথেষ্ট [কর্মের ক্ষমতাকে আলোড়িত করার জন্য] কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি তার সহায়ক হয়ে ওঠে। এই পদ্ধতিতে, চার ধরণের উদ্দেশ্য রয়েছে যা নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে:

প্রথম প্রকার - বিশুদ্ধ অভিপ্রায়: প্রথম প্রকার [উদ্দেশ্য] হ'ল [কর্মের জন্য] কেবল একটি কারণ বা চালক রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটা হিংস্র জন্তু একজন ব্যক্তিকে আক্রমণ করে। অতএব, যখন কেউ এটি দেখে, হঠাৎ করেই উঠে যায়। এখানে পশুর কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও চালিকা শক্তি নেই কারণ একজন জন্তুটিকে দেখেছে এবং এটি নিজের জন্য ক্ষতিকারক বলে মনে করেছে। অতএব, পশুটিকে দেখলেই হৃদয়ে পালানোর উদ্দীপনা জন্মায় এবং আকাঙ্ক্ষা (ঝোঁক) উদ্‌ভূত হয়। এ কারণে চালক ও ইচ্ছা সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করেছে। এ ক্ষেত্রে বলা হবে, এই ব্যক্তির উদ্দেশ্য শুধুমাত্র পশুর হাত থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং ওঠার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। এই ধরনের অভিপ্রায়কে "বিশুদ্ধ [অভিপ্রায়]" বলা হয় এবং এই অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করাকে "আন্তরিকতা" বলা হয়। অন্য কথায়, এটি এমন একটি কাজ যা [একটি একক উদ্দেশ্য ব্যতীত] অন্য কোনও কিছুর অন্তর্ভুক্তি, অংশগ্রহণ এবং সংমিশ্রণ নেই।

দ্বিতীয় প্রকার - দুটি চালিকা শক্তি বা কারণের সংমিশ্রণ: দ্বিতীয় ধরণের [উদ্দেশ্য] হ'ল দুটি চালিকা শক্তি বা কারণগুলি একত্রিত হয় এবং উভয়ই তাদের নিজস্ব অধিকারে সক্রিয় [কারণ] এবং একটি কারণ অন্যটির উপর নির্ভরশীল নয়। দৃশ্যমান জগৎ থেকে এর একটি উদাহরণ হলো, কারও অভাবী আত্মীয় তার দারিদ্র্য ও আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠ বন্ধনের কারণে আত্মীয়ের চাহিদা পূরণ করে এমন ব্যক্তির কাছে সাহায্য চায় এবং সে জানে যে অনুরোধকারী যদি দরিদ্র না হত তবে সে আত্মীয়তার কারণে প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারত, বা যদি অনুরোধকারী [আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক থেকে] ঘনিষ্ঠ না থাকত, দারিদ্র্যের কারণে [অনুরোধকারীর] চাহিদা পূরণ করা যেত। একইসঙ্গে মনে এই দৃঢ়তা থাকে যে, ধনী আত্মীয়-স্বজন যদি জিজ্ঞাসা করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারতেন আর যদি কোনও গরিব অপরিচিত মানুষ জিজ্ঞাসা করতেন, তাহলে তিনি সাহায্য করতে অস্বীকার করতেন না। এই ক্ষেত্রে, দুটি ড্রাইভার বা কারণগুলি সুযোগের দ্বারা একত্রিত হয়েছে যা একজনকে পদক্ষেপের জন্য প্ররোচিত করে। এখানে একটি কারণ অন্যটির সহায়ক, অতএব, আমরা এটিকে "দুটি চালিকা শক্তির সংমিশ্রণ" বলি।

তৃতীয় ধরণ - অংশীদারিত্ব: তৃতীয় ধরণের [উদ্দেশ্য] হ'ল দুটি কারণ বা ড্রাইভারের কোনওটিই একা কোনও ক্রিয়াকে প্ররোচিত করতে পারে না। পরিবর্তে, দুজনের সংমিশ্রণ [কর্মে] ক্ষমতাকে জাগিয়ে তোলে। দৃশ্যমান জগতে এর উদাহরণ হ'ল দু'জন দুর্বল ব্যক্তি একে

অপরকে একটি ভারী জিনিস তুলতে সহায়তা করে যা তারা সর্বোত্তম প্রচেষ্টায় পৃথকভাবে তুলতে পারে না। আরেকটি উদাহরণ হ'ল কারও ধনী আত্মীয় এসে কিছু অর্থ চায় যা কেউ দিতে অস্বীকার করে। তখন একজন দরিদ্র অপরিচিত ব্যক্তি এসে একই পরিমাণ অর্থ চায় যা আবার দিতে অস্বীকার করে। পরবর্তীতে, একজন দরিদ্র আত্মীয় এসে একই পরিমাণ অর্থ চায় যা কেউ প্রত্যাখ্যান করে না যেন দুটি কারণ বা চালিকা শক্তির সংমিশ্রণের পরে একজন কর্মে উত্তেজিত হয় - আত্মীয়তা এবং দারিদ্র্যের বন্ধন। এই ধরণের অভিপ্রায়কে অংশীদারিত্ব বলা হয় [দুই বা ততোধিক চালিকা শক্তি বা একজনকে কর্মে আলোড়িত করে]।

চতুর্থ প্রকার - সহযোগিতা: চতুর্থ প্রকার [উদ্দেশ্য] হ'ল যদি দুটি কারণ বা চালিকাশক্তির মধ্যে কেবল একটি নির্ভরযোগ্যভাবে থাকে তবে এটি এখনও কর্মের প্ররোচনাকারী হয়ে ওঠে এবং দ্বিতীয় কারণটি নির্ভরযোগ্য নয়। যাইহোক, যদি দ্বিতীয় কারণটি প্রথম কারণের সাথে মিলিত হয় তবে এটি অবশ্যই সহায়তা করতে পারে এবং এটি সহজ করতে কার্যকর। দৃশ্যমান জগতে এর উদাহরণ হ'ল একজন দুর্বল ব্যক্তি ভারী ওজন উত্তোলনে একজন শক্তিশালী ব্যক্তিকে সহায়তা করে। যদি ক্ষমতাধর ব্যক্তি একা থাকতেন, তবে দুর্বল ব্যক্তি নিজে থেকে এটি তুলতে সক্ষম না হওয়া সত্ত্বেও এটি উত্তোলন করা সহজ করে তুলতে সক্ষম হন। এর আরেকটি উদাহরণ হ'ল প্রার্থনা করা এবং দান করার একটি রুটিন রয়েছে এবং সেই নির্দিষ্ট সময়ে কিছু লোক দর্শন করতে আসে, তবে তিনি রুটিন অনুসারে ভক্তি চালিয়ে যান। দর্শনার্থীরা যদি না আসতেন, তখনও কেউ মেজাজের উপর কিছুটা ভারী থাকলেও নিজের রুটিন চালিয়ে যেত, কিন্তু দর্শনার্থীদের আগমন এবং তাদের দিকে তাকিয়ে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য এবং হ্রাস [ভারী অনুভূতি] তৈরি করেছিল, ফলস্বরূপ, সেই রুটিনটি তার কঠোরতা সত্ত্বেও হালকা হয়ে ওঠে। তবুও এই নিশ্চয়তা আছে যে, দর্শনার্থীরা না আসলে তিনি সময়মতো তার রুটিন সম্পন্ন করতেন এবং যদি কারও এই রুটিন না থাকত, তবে তিনি খ্যাতি অর্জনের জন্য [দর্শনার্থীদের সামনে] কিছু করতে পারতেন না। আমরা এই ধরনের (অভিপ্রায়কে) "সহযোগিতা" বলতে পারি। শেষ তিন প্রকারের (দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ প্রকার) এই বিভাজনের পরিণতি হ'ল দ্বিতীয় ড্রাইভার বা কারণ একজন সঙ্গী বা অংশীদার বা সহায়ক।

আমরা এখানে উদ্দেশ্যের প্রকারগুলি গণনা করার কারণ হ'ল কর্মগুলি উদ্দেশ্যের অধীন এবং [কর্মগুলি] তাদের কাছ থেকে তাদের আদেশ গ্রহণ করে যেমন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে, "কর্মগুলি উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল", যেন কর্মগুলি উদ্দেশ্যের অধীন, এবং অধীন (কর্ম) এর কোনও গুরুত্ব নেই, কারণ মর্যাদা কমান্ডারের (উদ্দেশ্য) [সমস্ত কর্মের পিছনে প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে, ভালো হোক বা মন্দ হোক]।

[আল্লাহর] আনুগত্যের কাজ অন্তরের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি। এই পুষ্টির উদ্দেশ্য হৃদয়কে নিরাময় করা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং তারা জীবিকা (বাকা বা অনন্ত অস্তিত্ব) এবং আখেরাতের নিরাপত্তা খুঁজে পায় এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের বরকত এবং অনন্ত সুখ এবং চিরস্থায়ী সাফল্য অর্জন করে। সুতরাং আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে অনন্ত সুখ ও অনন্ত সফলতার সন্তুষ্টি অর্জন করা। যে ঈশ্বরের প্রেম এবং জ্ঞানে মারা যায় কেবল তারাই ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাতের সম্মান অর্জন করে। আর একমাত্র জ্ঞানবাদী ব্যক্তিই ঈশ্বরকে ভালবাসতে সক্ষম এবং যে আল্লাহকে প্রচুর পরিমাণে স্মরণ করে, কেবল তারাই আল্লাহর প্রতি আসক্তি অর্জন করতে পারে। [ঈশ্বরের প্রতি] আসক্তি ঐশ্বরিক স্মরণের চিরস্থায়ীতার মাধ্যমে অর্জিত হয় এবং [ঈশ্বরের] চিরস্থায়ী ধ্যান এবং ভালবাসার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা হয়। হৃদয় ঐশ্বরিক স্মরণ ও ধ্যানের চিরস্থায়ীত্বে নিয়োজিত হইবার জন্য স্বাধীন নয়, যতক্ষণ না তাহা জাগতিক ব্যস্ততা (ফাঁদ) থেকে মুক্ত না হয়, এবং যতক্ষণ না নিম্ন আত্মার কামনা তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সৎকর্ম ও ধার্মিকতার প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং তাহার প্রতি অভিপ্রায় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিতে লাগিবে এবং মন্দের প্রতি ঘৃণা করিতে লাগিবে।

সকল সৎকর্ম ও আনুগত্য থেকে যা চাওয়া হয় তা হলো পরকাল এবং সকল মন্দ থেকে যা চাওয়া হয় তা দুনিয়া, পরকাল নয়। সকল কল্যাণের প্রতি আত্মার ঝোঁক এবং সকল মন্দ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া হৃদয়কে ঐশ্বরিক স্মরণ ও ধ্যানের জন্য মুক্ত করে। যাইহোক, এটি স্থায়ী হয় যখন সৎকর্ম সম্পাদন এবং [আল্লাহর] আনুগত্যের আমলে অধ্যবসায় থাকে এবং [শারীরিক] অঙ্গগুলি পাপ থেকে বিরত থাকে কারণ অঙ্গ এবং হৃদয়ের মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্কের কারণেই একটি অন্যটিকে প্রভাবিত করে। অঙ্গ এবং হৃদয়ের মধ্যে পার্থক্য হ'ল হৃদয় শাসক এবং সেনাপতির ভূমিকা গ্রহণ করে, এবং অঙ্গগুলি প্রজা বা দাসের মতো এবং তাদের সেবা এবং আনুগত্যের সাথে, হৃদয়ের গুণাবলী দৃঢ়ভাবে অন্তর্নিহিত এবং দৃঢ় হয়ে ওঠে। সংক্ষেপে, হৃদয় হ'ল উদ্দেশ্য [যেমন উদ্দেশ্য হৃদয়ে জন্মগ্রহণ করে যা প্রধান চালিকা শক্তি] এবং অঙ্গগুলি হ'ল যন্ত্র এবং [উভয়] তাদের উপায়ের সাথে, একজন [অভিপ্রেত] উদ্দেশ্যে পৌঁছায়।

শ্রেষ্ঠত্ব, বাস্তবতা এবং আন্তরিকতার ডিগ্রী

আন্তরিকতার শ্রেষ্ঠত্ব: আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ

"তাদেরকে এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল যাতে তারা কেবল তাঁর জন্যই আল্লাহর দিকে তাদের পথে আন্তরিকতা বজায় রাখে। (কুরআন, অধ্যায় 98, আয়াত 5)

أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلۡخَالِصُۚ

"মনে রেখো, আল্লাহর ইবাদত ও পথ একমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং অন্য কিছুই নয়। (কুরআন, অধ্যায় 39, আয়াত 3)

فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا

"যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাথে সাক্ষাত আশা করে, সে যেন সৎকর্ম করে থাকে এবং কারো ইবাদতের সাথে কাউকে শরীক না করে। (কুরআন, অধ্যায় 18, আয়াত 110)

এই আয়াতটি সেই লোকদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে যারা আল্লাহর জন্য সৎকর্ম করে কিন্তু তারা মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা কামনা করে (যা তাদের নিজের কল্যাণের জন্য আদেশ করা আন্তরিকতার পরিপন্থী)। হাসান (রহঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই *হাদীস কুদসী* (একটি নবুয়ী বর্ণনা) উল্লেখ করেছেন, যিনি বলেছেন, "আন্তরিকতা (কোন গোপন বস্তুগত বা পার্থিব উদ্দেশ্য ছাড়াই কেবল আল্লাহর জন্য কিছু করা) আমার গোপন বিষয়গুলির মধ্যে একটি গোপন রহস্য। আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে সেই ব্যক্তির হৃদয়ে এটি প্রদান করি যাদেরকে আমি ভালবাসি। (ইমাম আবুল কাসেম আল-কুশাইরী তাঁর গ্রন্থে উদ্‌ধৃত করেছেন। *আলী* ইবনে আবি তালিব (রহঃ) থেকে বর্ণিত আলী ইবনে আবি তালিব (রহঃ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا مِنْ عَبْدٍ يُخْلِصُ لِلّٰهِ الْعَمَلَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا ظَهَرَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلٰى لِسَانِهِ

"[ঈশ্বরের] একজন বান্দা, যিনি চল্লিশ দিনের জন্য কেবল ঈশ্বরের জন্য নিজের কর্মকে শুদ্ধ করেন, তার হৃদয় থেকে জিহ্বায় প্রজ্ঞার ঝর্ণা প্রবাহিত হয় [এই আন্তরিকতার ফলস্বরূপ]". (বর্ণনা করেছেন *আবু মূসা (রাঃ) এর বিধানে* হাদীস *সংকলন* ইবনে আদী

ইসরাঈলের সন্তানদের ঐতিহ্যে লেখা আছে যে, একজন উপাসক দীর্ঘদিন ধরে আল্লাহর ইবাদতেই ব্যস্ত ছিলেন। একবার কিছু লোক তাঁর কাছে এসে বলল, "এখানে এমন একটি জাতি রয়েছে যারা ঈশ্বরের পরিবর্তে একটি বৃক্ষের উপাসনা করে। এ কথা শুনে মুসল্লি রেগে যান এবং একটি কুঠার নিয়ে গাছের গোড়া থেকে কেটে ফেলার জন্য তার দিকে হাঁটতে শুরু করেন। তার পথে, তিনি একজন বৃদ্ধ লোকের সাথে দেখা করেছিলেন যিনি আসলে ছদ্মবেশে শয়তান ছিলেন যিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" তিনি বলেন, 'আমি এই গাছটি কেটে ফেলতে চাই। শয়তান বলল, "এর সাথে তোমার কি সম্পর্ক? আপনি আপনার ইবাদত ত্যাগ করেছেন এবং বিনা কারণে আপনার [পবিত্র] ব্যস্ততা শেষ করেছেন। মুসল্লি বললেন, এটাও ইবাদত। শয়তান বলল, "আমি কোন অবস্থাতেই তোমাকে এই গাছ কাটার অনুমতি দিতে পারি না। এই বলে তিনি উপাসকের সাথে কুস্তি শুরু করেছিলেন যিনি তাকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলেন এবং তার বুকে বসে ছিলেন। শয়তান বলল, "দয়া করে আমাকে যেতে দাও, আমি তোমাকে এমন কিছু বলতে চাই [যদি তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, তবে তোমার উপকার হবে"। মুসল্লি উঠে দাঁড়াল। শয়তান তাকে বলল, "আল্লাহ তোমার উপর এই গাছ কাটার দায়িত্ব দেননি এবং এই গাছের পূজা করা এই জাতিরও দায়িত্ব তোমার উপর নেই। দুনিয়ায় আল্লাহর অনেক নবী আছেন, তিনি চাইলে তাঁর যে কোন নবীকে এই গাছ কাটার জন্য পাঠাতে পারেন। মুসল্লি বলল, আমি অবশ্যই এই গাছটি কেটে ফেলব। শয়তান যখন দেখল যে আলোচনা সহায়ক নয়, তখন সে যুদ্ধের (যুদ্ধ) ঘোষণা করেছিল। তাই দুজনের মধ্যে আবার লড়াই শুরু হয় এবং উপাসক তাকে আবার পরাজিত করে, তাকে মাটিতে সমতল করে এবং তার বুকে বসে পড়ে। শয়তান যখন দেখল যে, এর থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় নেই, তখন সে বলল, "আমি তোমাকে এমন কিছু বলতে চাই, যা তোমার জন্য অনেক উত্তম। উপাসক তাকে কী বলতে চান তা জানাতে বলেছিলেন। শয়তান উপাসককে প্রথমে তার বুক থেকে সরে যেতে বলেছিল এবং সে তা মেনে নিয়েছিল। শয়তান বলল, তুমি একজন অভাবগ্রস্ত ও গরীব মানুষ। তোমার কিছুই নেই! যারা আপনার চাহিদা পূরণ করে তাদের উপর আপনি বোঝা। তোমার হৃদয় চায় যে, তোমার ভাইদের সাহায্য করার জন্য, তোমার প্রতিবেশীদের সাথে ভাল আচরণ করার জন্য এবং তোমার পেট ভরে খাওয়ার জন্য যথেষ্ট সম্পদ থাকুক, যাতে তোমার আর লোকেদের প্রয়োজন না হয় এবং তাদের সহায়তার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়". মুসল্লি বললেন, 'এটা অবশ্যই আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। শয়তান বলল, যদি এই ব্যাপার হয়, তাহলে বাড়ি ফিরে যাও। আমি প্রতি রাতে আপনার বিছানার পাশে দুটি দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) রাখব। আপনি এই অর্থ নিজের এবং আপনার পরিবারের জন্য ব্যয় করতে পারেন। এই গাছটি কেটে ফেলার চেয়ে আপনার জন্য এবং অন্যান্য মুসলমানদের জন্য এটি উত্তম উপদেশ যা আমি আপনার কাছে উপস্থাপন করেছি। এই বৃক্ষ কেটে ফেললে এর উপাসকদের কোন ক্ষতি হবে না [যেমন তারা ইবাদতের জন্য অন্য একটি বৃক্ষ পাবে] এবং এটি ধরে রাখা মুসলমানদের কোন উপকারে আসবে না। উপাসক শয়তানের এই পরামর্শ নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছিলেন এবং তার মনে মনে ভেবেছিলেন, "এই বৃদ্ধ লোকটি ঠিকই বলেছেন! আমি [ঈশ্বরের] নবী নই, অতএব, এই গাছ কাটার প্রয়োজন নেই এবং ঈশ্বর আমাকে এটি কেটে ফেলার আদেশ দেননি যাতে আমি যদি এটি না কাটিই তবে

আমি পাপ করব। বৃদ্ধ লোকটি যে পরামর্শ দিয়েছেন তা আরও লাভজনক!" অতএব, তিনি সেই বৃদ্ধের [ছদ্মবেশে শয়তান] এর সাথে একটি চুক্তি করেছিলেন এবং গাছটি না কাটার শপথ নিয়েছিলেন। এরপর সেখানে রাত্রিযাপনের জন্য তিনি তার উপাসনালয়ে ফিরে আসেন। সকালে তিনি প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী তার বিছানার পাশে দুটি দিনার দেখতে পেলেন। দ্বিতীয় দিনেও একই ঘটনা ঘটেছিল। তৃতীয় দিন তিনি কিছুই খুঁজে পাননি। তিনি খুব রেগে গেলেন এবং সেই অবস্থায় একটি কুড়াল নিয়ে তার কাঁধে রেখে হাঁটতে শুরু করলেন। পথে, তিনি একই বৃদ্ধের ছদ্মবেশে শয়তানের সাথে দেখা করেছিলেন যিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনি কোথায় যেতে চান?" মুসল্লি বললেন, আমি সেই গাছটি কেটে ফেলব। শয়তান বলল, আল্লাহর কসম! তুমি মিথ্যেবাদী! আপনি সেখানে যেতে পারবেন না, গাছটি কেটে ফেলতে পারবেন না!" এ কথা শুনে ওই মুসল্লি বৃদ্ধকে ধরে মাটিতে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেন। শয়তান বলল, "এই চিন্তা করো না যে তুমি তা করতে পারবে"। এর পরে, শয়তান উপাসককে ধরে মাটিতে ফেলে দেয় এবং তার বুকে বসল এবং উপাসক তার দুই পায়ের মধ্যে আটকা পড়া পাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করে। উপাসক যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও মুক্ত হতে পারেননি। তিনি হাল ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, "আমাকে যেতে দাও এবং আমাকে বলতে দিন কিভাবে আমি আপনাকে আগে পরাজিত করেছি এবং এবার আপনি কীভাবে আমাকে পরাজিত করেছেন?" শয়তান বলল, 'প্রথমবার তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টিতে ক্রোধ করে অগ্রসর হয়েছিলে, আর তোমার উদ্দেশ্য ছিল পরকাল, তাই আল্লাহ আমাকে তোমাদের বশীভূত করেছেন। এবার, আপনি আপনার নিম্ন আত্মা এবং জগতের (পার্থিব কল্যাণ) জন্য রাগ করেছিলেন, তাই আমি আপনাকে পরাজিত করেছি। এই ঘটনা আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীকে নিশ্চিত করে:

وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾

"আমি তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করব তাদের মধ্যে আপনার বান্দারা ব্যতীত, যারা আপনার পথে সৎ হবে। (কুরআন, অধ্যায় 15, আয়াত 39-40)

মানুষ কেবল [ঈশ্বরের প্রতি] আন্তরিকতার মাধ্যমে শয়তান [এবং তার ফাঁদে ফেলা, ইঙ্গিত, ষড়যন্ত্র এবং মানব জীবনের ধ্বংস] থেকে মুক্তি পায়।

আন্তরিকতার বাস্তবতা: সবকিছুর মধ্যে অন্যান্য জিনিসের মিশ্রণ কল্পনা করা যায়। যখন কোন বস্তু অন্য বস্তু থেকে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ হয়, তখন তাকে "বিশুদ্ধ" বলা হয় এবং যে কর্মের ফলে তার শুদ্ধি ঘটে তাকে বলা হয় "আন্তরিকতা" (*ইখলাস)*। আমরা অভিপ্রায়ের বাস্তবতা

ব্যাখ্যা করেছি এবং সেই আলোচনার মূল বিষয় হ'ল উদ্দেশ্য হ'ল একটি কারণ (বা প্ররোচনাকারী) এর গতিবিধি যা কারও উদ্দেশ্যের জন্য উপযুক্ত; যদি কারণ একটাই হয় এবং কাজটি কেবল এই একটি কারণের দ্বারা সম্পাদিত হয় তবে তাকে আন্তরিকতা বলা হয়, তবে যদি কারণ কারও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। "আন্তরিকতা" শব্দটি বিশেষভাবে সেই কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যা কেবল ঈশ্বরের সান্নিধ্য অন্বেষণের জন্য করা হয়েছে এবং ঈশ্বর ব্যতীত অন্য সমস্ত কিছুর অশুদ্ধতা থেকে সম্পূর্ণরূপে শূন্য এবং বিশুদ্ধ। যে ব্যক্তির কর্মের কারণ প্রদর্শন করা হয়, সে [আধ্যাত্মিক] ধ্বংসের ঝুঁকিতে রয়েছে। এখানে আমরা আলোচনা করতে চাই যে, যে কারণ [বা প্ররোচনাকারী] আল্লাহর সান্নিধ্য অন্বেষণের (*নিয়াহ)* কারণে নড়াচড়া [বা প্ররোচিত] করে, [কিন্তু] তখন অন্য একটি কারণ (প্রথম কারণ) মিশ্রিত হয়ে যায়, এই দ্বিতীয় কারণটি (রিয়া) প্রদর্শনের কারণে বা না দেখানোর কারণে।

এর উদাহরণ হ'ল এমন একজন ব্যক্তির উদাহরণ যে আল্লাহর নৈকট্য কামনা করার উদ্দেশ্যে রোজা রাখে তবে তার উদ্দেশ্য [স্বাস্থ্য সম্পর্কিত] প্রতিরোধ পালন করা, বা হজ্জ (হজ্জ) [আল্লাহর সান্নিধ্যের সন্ধানের উদ্দেশ্যে] তবে [স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কারণে] তীর্থযাত্রার সাথে জড়িত [শারীরিক] চলাচলের কারণে একটি মধ্যপন্থী মেজাজ গড়ে তোলা, বা নিজের দেশে যে বিপদে পড়েছে তা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য [তীর্থযাত্রা করে] বা দূরে থাকার জন্য [হজ্জ করে] শত্রুর কাছ থেকে অথবা নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে বিরক্ত হয়ে হজ্জের কারণে তাদের থেকে দূরে থাকতে ইচ্ছা করে, অথবা কোন [দীর্ঘ কাজ] ব্যস্ততা থেকে ক্লান্ত হয়ে কিছুটা স্বস্তি কামনা করে, অথবা নিজের ঘর রক্ষার জন্য জেগে থাকার উদ্দেশ্যে গভীর রাতে বা ভোরের (ভোর) নামায (*তাহাজ্জুদ)* নামায আদায় করে। অথবা কেউ (আবার ঈশ্বরের সান্নিধ্যের সন্ধানের অভিপ্রায়ে) জ্ঞান অর্জন করে এবং নিজের ধন-সম্পদ রক্ষা করার জন্য এবং লোভী লোকদের কুফল থেকে রক্ষা করার জন্য, অথবা একঘেয়েমির কারণে এবং কথা বলার আনন্দ পেতে চায়, অথবা আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী (*সুফি)* এবং পণ্ডিতদের সমর্থন করে যাতে তারা তাদের হৃদয়ে উচ্চ সম্মান রাখে এবং সাধারণ মানুষও একজনকে শ্রদ্ধার সাথে দেখে এবং একজনের সাথে নমনীয়ভাবে আচরণ করে কারণ কেউ ঈশ্বরভক্ত লোকদের সমর্থন করে, বা কুরআন লিখে কারণ লেখা ক্রমাগত কারও হাতের লেখার উন্নতি করে, বা ওজু করে (*উদু*) [ঈশ্বরের নৈকট্য অন্বেষণের অভিপ্রায়ে, কিন্তু ও] স্নান করার উদ্দেশ্যে, বা স্নান করা [আবার শারীরিক পবিত্রতার সাথে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠতা অন্বেষণের অভিপ্রায়ে] শারীরিক গন্ধ দূর করার জন্য, বা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ঐতিহ্য বর্ণনা করা [ঈশ্বরের নৈকট্য অন্বেষণের অভিপ্রায়ে কিন্তু উঁচু স্থানে মানুষকে নিজের নাম উচ্চারণ করানো, অথবা মসজিদে বসবাস করে (*ইতিকাফ)* [আল্লাহর নৈকট্য কামনা করার উদ্দেশ্যে, কিন্তু বাড়ির ভাড়া বাঁচানোর উদ্দেশ্যেও, অথবা রোজা [আল্লাহর সান্নিধ্য কামনা করার উদ্দেশ্যে] কিন্তু রান্নার প্রচেষ্টা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য, অথবা কেউ মনে করে যে খাওয়ার মাধ্যমে কেউ কিছু অর্জন করতে পারবে না, বা ভিক্ষুকের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে [আল্লাহর সান্নিধ্যের সন্ধানের উদ্দেশ্যে] কারণ সে বিরক্ত হয়ে পড়েছে ভিক্ষুকের চাওয়া, বা কোন

অসুস্থকে দেখতে যাওয়া যাতে কেউ অসুস্থ হলে ব্যক্তি বা আত্মীয়স্বজন দেখতে আসবে, অথবা এসব কাজের কোনওটি করে যাতে লোকেরা এই আমলের জন্য একজনের নাম উল্লেখ করে এবং একজনের প্রশংসা করে এবং তার কারণে সে খ্যাতি পায়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে, যদি উদ্দেশ্য এই [অন্য] উদ্দেশ্যগুলির কোনটির সাথে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়ার সন্ধান করা হয়, তবে একজনের কর্ম আন্তরিকতার সংজ্ঞা থেকে বেরিয়ে যাবে (অর্থাত্, কর্মটি আর আন্তরিক থাকবে না) এবং এটি বলা হবে না যে কাজটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য করা হয়েছিল। বরং এটি মুশরিক বা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর সাথে মিশে যাবে।

সংক্ষেপে, পার্থিব সুখ থেকে যদি কোন আনন্দ এমন হয় যে নিম্ন আত্মা তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তার প্রতি আকাঙ্ক্ষা করে এবং কোনও কর্মে স্থান পায়, তবে এই আনন্দের কারণে, আন্তরিকতার উপর [বিরূপভাবে] প্রভাব পড়বে। কারণ একজন মানুষ সর্বদা নিম্ন আত্মার সুখ এবং আকাঙ্ক্ষার মধ্যে নিমগ্ন থাকে এবং এটি খুব কমই ঘটে যে কোনও কর্ম বা উপাসনা এই সুখ এবং আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হয়। সুতরাং এই আক্রিয়া এবং উপাসনাগুলি আন্তরিক হিসাবে ঘোষণা করা যায় না [কারণ এগুলি কেবল ঈশ্বরের জন্য আন্তরিকভাবে করা হয়নি]। অতএব, বলা হয়েছে যে, যদি কেউ এমন একটি মুহূর্ত অর্জন করে যা কেবল ঈশ্বরের জন্য, তবে সেই মুহূর্তটি সেই ব্যক্তির পরিত্রাণ ও নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট। এটি আন্তরিকতার অস্তিত্বের বিরলতার কারণে, কারণ [নিম্ন আত্মা থেকে] অশুচি এবং সুখ থেকে হৃদয়কে শুদ্ধ করা এবং বিশুদ্ধ করা অত্যন্ত কঠিন, বরং বিশুদ্ধ এবং আন্তরিক কর্ম এমন যে এর কারণ এবং চালিকাশক্তি ঈশ্বরের সান্নিধ্য অন্বেষণ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি এই সুখ ও আকাঙ্ক্ষাই এসব আমলের একমাত্র চালিকাশক্তি ও কারণ হয়, তাহলে সেই আমলের কর্তা সেই আমলের কারণে কষ্টের মুখোমুখি হবে এবং এটি সুস্পষ্ট, কিন্তু যদি এই আমলের উদ্দেশ্য আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করে এবং এই সুখের জন্য [আকাঙ্ক্ষা] এর সাথে মিশে যায় তবে আল্লাহর জন্য আমল আর বিশুদ্ধ থাকে না। কর্মে [পার্থিব আনন্দের আকাঙ্ক্ষা] [যা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের জন্য করা উচিত ছিল] তিনটি রূপ নিতে পারে: সংযোজন মিলন বা অংশীদারিত্ব বা সহযোগিতার আকারে হবে এবং এই ফর্মগুলি পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আন্তরিকতার অর্থ হলো, আমল কোন অপবিত্রতা (স্বার্থপর, মন্দ ও মন্দ উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যের) পরিবর্তিত, তা কম হোক বা বেশি, এবং এগুলো করার একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর সান্নিধ্য এবং এর অন্য কোন কারণ নেই। এ ধরনের (পবিত্র ও আন্তরিক) কাজ কেবল তারাই কল্পনা করা যেতে পারে যারা আল্লাহকে ভালবাসে এবং আখেরাতের জন্য তাদের সংগ্রামে নিমগ্ন এবং তাদের অন্তরে দুনিয়ার প্রতি ভালবাসার কোন স্থান অবশিষ্ট থাকে না যতটা তারা খেওয়া-দাওয়া করতে পছন্দ করে না। খাওয়া-দাওয়ার প্রতি তাদের ঝোঁক প্রকৃতির আহ্বান পূরণের মতো, যা মানব দেহের মানুষের চাহিদা এবং চাহিদা। একইভাবে, খাওয়া এবং পান করাও মানুষের প্রয়োজন

এবং মানুষ হওয়ার দাবি। তারা খাবারের প্রতি ঝুঁকে পড়ে না কারণ এটি খাদ্য বা এটি আনন্দদায়ক, বরং তারা এর দিকে ঝুঁকে পড়ে কারণ খাদ্য শরীরকে শক্তি এবং শক্তি দেয় এবং এটি ঈশ্বরের উপাসনা এবং আনুগত্য করার ক্ষমতা সরবরাহ করে। ক্ষুধার কুফল থেকে মুক্তি পেতে তাদের ইচ্ছা থাকে, তাই তাদের খাওয়ার প্রয়োজনও থাকে না। তাদের হৃদয় অপ্রয়োজনীয় প্রয়োজনের প্রতি ঝোঁক রাখে না, বরং তারা প্রয়োজনীয় পরিমাণে সন্তুষ্ট থাকে এবং তারা এটিকে ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার পথের প্রয়োজনীয়তা বলে মনে করে। যার একমাত্র ফোকাস বিন্দু হলেন ঈশ্বর তার সমস্ত চিন্তাভাবনা এবং কর্মে, এমনকি যখন কেউ খাওয়া বা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার মতো কিছু করে, তখন তার কর্ম বিশুদ্ধ হয় এবং একজনের সমস্ত গতিবিধি এবং স্থিরতার মধ্যে, একজনের উদ্দেশ্য সঠিক। সুতরাং এই ব্যক্তি উপাসনার জন্য শক্তি অর্জনের জন্য এবং ভবিষ্যতের আনুগত্যের কাজের জন্য দেহকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য ঘুমায়। সেক্ষেত্রে নিদ্রাও ইবাদতের আমলে পরিণত হয় এবং তাকে আন্তরিক (*মুখলাসীন)* পদমর্যাদা দেওয়া হয় এবং যার এই অবস্থা নেই, তার জন্য আমলের আন্তরিকতার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এইরকম একজনের কাছ থেকে আন্তরিকতা খুব কমই স্পষ্ট হয়, অন্যথায় সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজনের সমস্ত উপাসনা জাগতিক উদ্দেশ্যের জন্য হয়। যে আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ভালোবাসা প্রাধান্য পায়, তার সমস্ত গতিবিধি ও স্থিরতা সেই প্রভাবের আধিপত্যের কারণে আন্তরিকতায় পরিণত হয় এবং তার প্রতিটি কর্ম আন্তরিকতার সাথে আবির্ভূত হয়। অন্যদিকে এমন একজন ব্যক্তি আছেন যার দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা রয়েছে, পার্থিব ক্ষমতা ও শাসন (নিজের অন্তরের সত্তাতে) প্রাধান্য পায়, এ ধরনের ব্যক্তির সামগ্রিক ঝোঁক থাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের প্রতি এবং এই [অন্তরীয়] গুণটি [আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে কামনা করার] সকল গতিবিধি ও স্থিরতার উপর প্রাধান্য পায় এবং কারও কোন ইবাদতেই নামাযের মতো হয় না। রোজা ও দান-খয়রাত, তা থেকে নিরাপদ থাকে।

আন্তরিকতার অভাবের নিরাময়: এই বিবরণ থেকে জানা যায় যে, আন্তরিকতার অভাব একটি রোগ এবং এর প্রতিকার হচ্ছে নিম্ন আত্মার (নফস) সুখ দূর করা, দুনিয়ার সাথে লোভ বিচ্ছিন্ন করা এবং আখেরাতের প্রতি এমনভাবে আসক্ত হয়ে ওঠা যাতে এটি হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে। এভাবে আন্তরিকতা একজনের জন্য সহজ হয়ে উঠবে। কত এমন কর্ম আছে যার মধ্যে মানুষ ক্লান্তি ও কষ্ট সহ্য করে এবং মনে করে যে সে নিছক আল্লাহর জন্য কিছু করছে, যদিও সে সম্পর্কে তার চিন্তাভাবনা ভুল হয়? এই আত্ম-বিভ্রান্তির কারণ এই যে কেউ এই নাশকতার কারণ জানে না এবং নিজের কর্মকে সমস্ত বিকৃতি থেকে শুদ্ধ বলে বিবেচনা করার ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে। একজন জ্ঞানবাদী তার ত্রিশ বছরের নামাজের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন কেবল এই কারণে যে একদিন তিনি যখন মসজিদে পৌঁছেছিলেন, জামাতের নামাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছিল এবং তিনি প্রথম সারিতে কোনও জায়গা খুঁজে পাননি এবং দ্বিতীয় সারিতে নামাজ পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন এবং এটি সম্পর্কে লজ্জা বোধ করেছিলেন। এই ঘটনার পরে, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে তিনি প্রথম সারিতে প্রার্থনা করেছিলেন কারণ

লোকেরা তাকে [প্রার্থনায় সর্বাগ্রে থাকার কারণে] তাকাত যা তাকে খুশি করেছিল এবং সে কারণেই, তিনি দ্বিতীয় সারিতে দাঁড়িয়ে লজ্জা বোধ করেছিলেন [একবার দেরি হওয়ার কারণে]। এই চিন্তার সাথে, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে তার ত্রিশ বছরের নামাজ [মসজিদে] নষ্ট হয়ে গেছে এবং তাকে সেগুলি পুনরাবৃত্তি করা দরকার [এবার এগুলি কেবল আল্লাহর জন্য এবং অন্য কোনও উদ্দেশ্যের জন্য নয় এবং অন্য কারও জন্য নয়)। এটি একটি সূক্ষ্ম বিপর্যয় এবং সবাই এটি বুঝতে সক্ষম নয়। এটি খুব কমই ঘটে যে লোকেরা [ধার্মিক] কর্মের বিকৃতি থেকে সুরক্ষিত থাকে এবং কেবল তারাই তাদের সম্পর্কে সচেতন হয় এবং নিজেকে রক্ষা করার বিষয়ে চিন্তা করে, যাদেরকে সৎকর্ম করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যারা অবহেলা করবে তারা দেখবে যে, তাদের সৎকর্ম আখেরাতে নষ্ট হয়ে গেছে। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে একই কথা বলা হয়েছে:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَٰلًا ﴿١٠٣﴾

ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

"বলুন, আমরা কি আপনাকে এমন লোকদের সম্পর্কে অবহিত করব, যারা তাদের কৃতকর্মে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত? এরা সেই লোক যাদের দুনিয়ার কঠোর পরিশ্রম বৃথা গেছে এবং তাদের এই (ভুল এবং আত্ম-প্রতারণামূলক) ধারণা (ধারণা এবং অনুমান) রয়েছে যে তারা ভাল কাজ করছে। (কুরআন, 18 অধ্যায়, আয়াত 103-104)

এই বিপর্যয়ের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হচ্ছে [ধর্মীয়] পণ্ডিত বা পণ্ডিত ধর্মতত্ত্ববিদ (*উলেমা),* কারণ অধিকাংশ পণ্ডিত ঈমান প্রচারের জন্য কাজ করে এবং তারা অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পেরে আনন্দ খুঁজে পান [কারণ তারা এমন কিছু করছেন যা অন্যান্য লোকের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক করছে না], [অন্যের হৃদয়ের উপর] ক্ষমতা থাকা এবং অনুসরণ করার মধ্যে সুখ রয়েছে, আর প্রশংসা ও প্রশংসা হৃদয়কে আনন্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শয়তান তাদের কাছে এই বিষয়টিকে সন্দেহজনক করে তোলে এবং বলে, "তোমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর পথ প্রচার করা এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ ঐশ্বরিক বিধানকে রক্ষা করা। আশেপাশে অনেক প্রচারক আছেন যারা সাধারণ জনগণ এবং সরকারী নেতাদের সংস্কারের জন্য কাজ করাকে তাদের অনুগ্রহ বলে মনে করেন এবং যখন লোকেরা তাদের কথা শোনে এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে তখন তাদের আনন্দের সীমা নেই। এটা তাদের দাবি যে তারা সুখী কারণ ঈশ্বর তাঁর পথ এবং সৃষ্টির সংস্কারে সাহায্য করার জন্য তাদের বেছে নিয়েছেন, যদিও তাদের অবস্থা এমন যে সরল মনের লোকেরা যদি তাদের মতো অন্য আলেমের কাছে উপকার পেতে যায়, তবে দুঃখ এবং ঈর্ষা তাদের হত্যা করবে। যদি তাদের উদ্দেশ্য [সত্যিই] লোকদের উপদেশ ও উপদেশ দেওয়া হত, তবে তারা এর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতেন যেমন তিনি অন্যদের উপর চাপিয়ে একটি বড় দায়িত্ব থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং

একটি সূক্ষ্ম ও বিপজ্জনক বাধ্যবাধকতা থেকে তাদের রক্ষা করেছিলেন। শয়তান এই মুহূর্তেও তাদের একা ছাড়ে না এবং তাদের বলে, "তোমাদের অনুশোচনার আসল কারণ এই যে, তোমরা ঐশ্বরিক পথের প্রচার, জ্ঞানের সুরক্ষা এবং সৃষ্টির সংস্কারের ঐশ্বরিক প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হয়েছি"। এই দরিদ্র ব্যক্তি জানে না যে, সৃষ্টিকে পরিচালিত করে যা প্রাপ্ত হয় তার চেয়ে ঈশ্বরের সিদ্ধান্তের সামনে মাথা নত করা অনেক বেশি ঐশ্বরিক প্রতিদান লাভ করে। এই পরীক্ষায় কেবল তারাই অবিচল থাকে যারা শয়তান ও নিম্ন আত্মার প্রতারণা সম্পর্কে সচেতন এবং তাদের নিম্ন সত্ত্বাকে পরীক্ষা করে থাকে [উপস্থিতি বা আন্তরিকতার অভাবের জন্য]। তবুও আন্তরিকতার বাস্তবতা (*ইখলাস)* জানা এবং তার উপর আমল করা একটি গভীর সমুদ্র। অনেকে এতে ডুবে যান এবং খুব কমই এটি থেকে রক্ষা পান। এরা সেই ব্যক্তি যাদের ব্যতিক্রম হিসাবে নিম্নলিখিত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ

"[শয়তান আল্লাহর সাথে তার কথোপকথনে বলেছে যে সে সবাইকে বিপথগামী করবে, আদম (আঃ) সৃষ্টির পর, ফেরেশতা ও শয়তানকে তার সামনে মাথা নত করার আদেশ, শয়তানের আনুগত্য করতে অস্বীকার করা এবং শয়তানকে চিরকালের জন্য তার রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের আদেশ,] ব্যতীত যারা আন্তরিক (যারা কেবল আল্লাহর জন্য কাজ করে এবং কারও জন্য নয়) আপনার বান্দাদের মধ্যে থেকে গোপন উদ্দেশ্য বা নিম্ন স্বর থেকে আকাঙ্ক্ষা [যাদেরই আমি (শয়তান) প্রভাবিত করতে সক্ষম হব না]। (কুরআন, 15 অধ্যায়, 40 আয়াত)

একজন বান্দার উচিত এই সূক্ষ্ম বিষয়গুলোর প্রতি গভীর নজর রাখা, যাতে কেউ অসাবধানতায় শয়তানের অনুসারী হয়ে না যায়।

কেউ একজন নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আন্তরিকতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, যার উত্তরে তিনি বললেন:

أَنْ تَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ تَسْتَقِيمُ كَمَا أُمِرْتَ

"তোমরা বলছ যে, আল্লাহই আমার পালনকর্তা, অতঃপর তোমরা সেজন্য অবিচল থাক এবং যেভাবে তোমাদেরকে নির্দেশ করা হয়েছে, সেভাবে অবিচল থাক। (বর্ণনা করেছেন *হাদীস* সংকলন *তিরমিযী)*

অন্য কথায়, তুমি নিম্ন স্বত্তার (নাফস) ইবাদত করো না এবং তোমার নিম্ন আত্মার ইবাদত করো না, বরং কেবল তোমার পালনকর্তার ইবাদত করো এবং ধৈর্য ধারণ করো যা তোমাকে (আল্লাহ্ তাআলাইহিক) নির্দেশ করা হয়েছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর রীতিতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল প্রত্যাশা বিচ্ছিন্ন করার ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং বাস্তবে এটাই হচ্ছে আন্তরিকতা (*ইখলাস) ।*

আন্তরিকতায় কাদা সৃষ্টি করে এমন বিপদ ও প্রতিবন্ধকতা: অনেক বিপদ (স্পয়লার) রয়েছে যা আন্তরিকতায় কাদা সৃষ্টি করে। এর মধ্যে কিছু প্রকাশ্য, কিছু গোপন, কিছু দুর্বলতার সাথে প্রকাশিত এবং কিছু শক্তির সাথে লুকিয়ে থাকে। যাইহোক, তাদের ডিগ্রির পার্থক্যগুলি উদাহরণ ছাড়া বোঝা অসম্ভব, তাই আমরা প্রথমে আড়ম্বরপূর্ণ থেকে একটি উদাহরণ উল্লেখ করি। আড়ম্বরপূর্ণ বা প্রদর্শনের মাধ্যমে আন্তরিকতা আরও বিপন্ন হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন উপাসক প্রার্থনায় ব্যস্ত থাকেন এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তা করছেন। এ সময় কয়েকজন লোক বা কেউ সেখানে নামাজ পড়ছিল। শয়তান এটিকে একটি ভাল সুযোগ হিসাবে ভেবেছিল যে সেখানে পৌঁছেছিল এবং একজনকে বলতে শুরু করেছিল, "খুব ভাল প্রার্থনা করো যাতে আপনার দিকে তাকিয়ে থাকা লোকেরা একটি ভাল ধারণা পায় এবং আপনাকে ধার্মিক বলে মনে করে আপনাকে সম্মান করবে এবং আপনাকে অবজ্ঞার সাথে দেখবে না এবং আপনার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ করবে না"। এ কথা শুনে (শয়তানের কাছ থেকে) একজন ব্যক্তি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নম্রতা গ্রহণ করে এবং আরও প্রশান্তির সাথে প্রার্থনা চালিয়ে যায় এবং তার নামাজে আরও বাহ্যিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। এটি বাহ্যিক আড়ম্বর, যা এমনকি শিক্ষানবিশ আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীদের কাছেও স্পষ্ট। এটি আড়ম্বরের প্রথম ডিগ্রি।

দ্বিতীয় ডিগ্রী হলো, আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী (উপাসক) এই বিপদ উপলব্ধি করে এবং এর থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য একটি কৌশল গ্রহণ করে। এই আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী শয়তানের আনুগত্য করে না [এই ক্ষেত্রে] এবং তার প্রতি মনোযোগ দেয় না, পরিবর্তে, একজন মানুষের আগমনের আগে যেমন ছিল তেমনি নিজের প্রার্থনায় লিপ্ত থাকে। শয়তান [আবার] সৎকর্ম ও ধার্মিকতার পোশাক পরে একজনের কাছে এসে একজনকে বলে, "লোকেরা তোমার অনুসরণ কর, তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তোমার প্রতিটি গতিবিধির উপর নজর রাখ, তুমি যা কিছু কর তা তাদের (নিজর) কর্মের উপর প্রভাব ফেলে এবং তারা তোমার প্রতিটি কাজকে অনুসরণযোগ্য মডেল হিসাবে কল্পনা করে, যদি তুমি সৎকর্ম করো তবে তুমি তাদের [সৎকর্ম] এর জন্যও ঐশী প্রতিদান পাবে। এবং যদি আপনি আপনার ক্রিয়াকলাপে শিথিলতা পান তবে আপনাকে তাদের ক্রিয়াকলাপে [শিথিলতা] এর জন্যও দায়ী করা হবে। অতএব, আপনার অন্য লোকের সামনে ভাল আচরণ করা উচিত। যেন তারা বিনয়ের সাথে এবং তাদের কর্মকে সুন্দর করে তোলে আপনার অনুসরণ করে। এই ডিগ্রীটি প্রথমটির চেয়ে আরও সূক্ষ্ম এবং জটিল। কখনও কখনও, যারা শয়তানের প্রথম ষড়যন্ত্রে প্রতারিত হয় না, তারা দ্বিতীয় দ্বারা প্রতারিত হয়।

এটিও আড়ম্বরপূর্ণ একটি রূপ যা আন্তরিকতাকে বাতিল করে। কারণ কারও চোখে যদি নম্রতা ও সৌন্দর্যবর্ধনের মধ্যে কোন কল্যাণ থাকে এবং সে চায় না যে, মানুষ সেগুলো থেকে বঞ্চিত হোক, তাহলে কেন কেউ একাকীত্বে এ (ইবাদত) করে না? উপরন্তু, এটি মেনে নেওয়া যায় না যে নিজের তুলনায় অন্যের সত্তা একজনের কাছে বেশি প্রিয় এবং নিজের চেয়ে অন্যের উন্নতি চায়। এটি কেবল একটি শয়তানের উপদেশ যা একজনকে অনুসারী হওয়ার জন্য প্রতারণা করছে এবং [ফলস্বরূপ] একজনকে আড়ম্বরে ফেলছে। যিনি অনুসরণ করতে সক্ষম, যিনি নিজের (অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ না করায়) দৃঢ়, যার হৃদয় আলোকিত হয় এবং তার আলোর রশ্মি অন্যদের কাছে পৌঁছায় এবং তাদেরও [ভিতর থেকে] আলোকিত করে। সেক্ষেত্রে, একজন অবশ্যই অনুসরণ করার জন্য ঐশ্বরিক প্রতিদান পাবে তবে শয়তানের প্ররোচনা [এইমাত্র উল্লিখিত] কেবল একটি প্রতারণামূলক উপদেশ, তবে অনুসারী অবশ্যই অনুসরণ করার জন্য ঐশ্বরিক প্রতিদান পাবে, যখন যে ব্যক্তিকে অনুসরণ করা হচ্ছে সে [অন্যায়ভাবে] এই উপদেশে আত্মসমর্পণ করার জন্য দায়বদ্ধ হবে এবং এমনকি [প্রতারণামূলকভাবে] এমন একটি বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের জন্য [ঐশ্বরিকভাবে] শাস্তি পেতে পারে যা এমনকি তার নেই।

তৃতীয় ডিগ্রী দ্বিতীয়টির চেয়ে আরও সূক্ষ্ম এবং জটিল, যা হ'ল নিজের নিম্ন সত্তার পরীক্ষা করা এবং শয়তানের প্রতারণা সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং জানা যে ব্যক্তিগত এবং সর্বজনীন (অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের) [আধ্যাত্মিক] অবস্থার মধ্যে পার্থক্য নিছক আড়ম্বরপূর্ণ এবং গোপনে এই প্রার্থনাগুলি অন্যের সামনে একই হওয়া উচিত এবং যখন কেউ চেষ্টা করে তখন তার নিজের এবং ঈশ্বরের সামনে লজ্জা বোধ করা উচিত অস্বাভাবিকভাবে নম্রতা গ্রহণ করা শুধুমাত্র অন্যের স্বার্থে। পরিবর্তে, একজনকে নির্জনতায় নিজের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত এবং নিজের প্রার্থনায় একই মঙ্গল এবং সৌন্দর্য তৈরি করার চেষ্টা করা উচিত যা অন্যের সামনে প্রার্থনায় তৈরি করে। এটিও একটি গোপন (গোপন) আড়ম্বর, যদিও এটি আপাতদৃষ্টিতে উপলব্ধি করা হয় না কারণ একজন নির্জনে ভাল প্রার্থনা করে যাতে কেউ অন্যের সামনে ভালভাবে প্রার্থনা করতে পারে, সুতরাং, একজনের দৃষ্টি ব্যক্তিগত এবং প্রকাশ্য উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের উপর থাকে। আন্তরিকতা তখনই হয় যখন মানুষ এবং পশু একজনের চোখে সমান হয়ে যায় যাতে কেউ যেমন পশুদের সামনে নিজের পূজাকে সুন্দর করে তোলে না, তেমনি অন্যের সামনেও তা করা উচিত নয়। আড়ম্বর থেকে দূরে থাকার একটাই উপায় হল সৃষ্টির প্রতি তার ঝোঁক পাথরের প্রতি যেমন থাকে, তা প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে হোক, অন্যথায় উভয় অবস্থার (পরিস্থিতি) সৃষ্টির সাথে লিপ্ত বলে বিবেচিত হবে। এটি শয়তানের একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম প্রতারণা এবং এটি সম্পর্কে খুব কমই জানানো হয়।

চতুর্থ ডিগ্রি, যা সমস্ত ডিগ্রির মধ্যে সবচেয়ে সূক্ষ্ম, এই যে, যখন কেউ জনসমাবেশে প্রার্থনা করে, তখন শয়তান কাউকে নম্রতা গ্রহণ করতে প্ররোচিত করবে না কারণ সে জানে যে কেউ

সেই প্রতারণায় আটকা পড়বে না। শয়তান একজনকে বলে, "ঐশ্বরিক মহিমা এবং মহিমা এবং তাঁর সত্তার পবিত্রতা সম্পর্কে চিন্তা করো যার সামনে আপনি উপাসনায় দাঁড়িয়ে আছেন, এবং ভয় করো যে তিনি আপনার হৃদয়ের দিকে তাকান যখন আপনি তাঁর সম্পর্কে অমনোযোগী হন"। এ কথা শুনে তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে মনোযোগী হয়ে ওঠে এবং নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি নম্রতা ও নম্রতা গ্রহণ করে এবং মনে করে যে, এই কাজ বিশুদ্ধ আন্তরিকতা, যদিও এটি একটি বিশুদ্ধ প্রতারণা। এর কারণ হ'ল যে কেউ নির্জনতায় নম্রতা এবং হৃদয়ের উপস্থিতি গ্রহণ করত এবং তখনকার ঐশ্বরিক মহিমা সম্পর্কে চিন্তা করত, বিশেষত কোনও জনসমাবেশে নয়। এই প্রতারণা থেকে রক্ষা করার একটি উপায় হ'ল একজনের হৃদয় জনসমাবেশের মতো নির্জনতায় ঐশ্বরিক স্মরণ করতে ব্যস্ত থাকে। এটি হওয়া উচিত নয় যে লোকেরা যখন এসেছিল তখন একজনের হৃদয়ের অবস্থা নির্জনতার তুলনায় আলাদা হয়ে যায় এবং ততক্ষণ পর্যন্ত একজনকে আন্তরিক হিসাবে বিবেচনা করা হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ যখন পশুদের দিকে তাকাচ্ছে তার সাথে তুলনা করার সময় কারও হৃদয় আলাদা হয়ে যায়, ততক্ষণ কেউ আন্তরিকতার ক্ষীণতা থেকে দূরে থাকে এবং নিজের অভ্যন্তরীণ সত্তা আড়ম্বরের গোপন বহুঈশ্বরবাদে নোংরা হয়ে যায়, যা একটি অন্ধকার কালো রাতে একটি গাঢ় কালো পাথরের উপর হামাগুড়ি দেওয়া একটি কালো পিঁপড়ার হামাগুড়ি দেওয়ার চেয়ে বেশি গোপন থাকে। যেমনটি নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে। কেবল তিনিই যার অন্তর্দৃষ্টি গভীর এবং ঈশ্বরের দ্বারা সুরক্ষা, সাফল্য এবং নির্দেশনা দ্বারা প্রদত্ত হয়েছে, কেবল তিনিই শয়তানের হাত থেকে সুরক্ষিত থাকতে পারেন। অন্যথায়, শয়তান তাদের ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর, যারা ঐশ্বরিক উপাসনা করার সংকল্প করে, এবং তাদের প্রতি এক মুহূর্তের জন্যও অবহেলা করে না, যতক্ষণ না সে তাদের জাড়ম্বর করতে বাধ্য করে, এবং সে কেবল বড় বড় বিষয়ের ক্ষেত্রেই তা করে না, বরং সে ঈশ্বরের বান্দাদের প্রতিটি কাজের উপর কঠোর নজর রাখে যাতে এমনকি জাগতিক বিষয়গুলিকেও ছাড় না দেয় [তাদের জাড়ম্বরে প্রতারিত করার জন্য]।

সত্যতার শ্রেষ্ঠত্ব এবং বাস্তবতা

সত্যবাদিতার শ্রেষ্ঠত্ব: আল্লাহ তাআলা বলেন:

رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيۡهِۖ

"কিছু লোক এমন আছে যে, তারা যখন আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল, তখন তারা তাতে সত্যবাদী ছিল। (কুরআন, অধ্যায় 33, আয়াত 23)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَالْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ
عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ
الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

"সত্যবাদ (*সিদক)* মানুষকে ধার্মিকতার দিকে পরিচালিত করে এবং ধার্মিকতা তাকে জান্নাতে নিয়ে যায়। আর একজন ব্যক্তি (কথায়, চিন্তায় ও কর্মে) সত্যবাদী হয় যতক্ষণ না আল্লাহর সামনে সত্যবাদী (*সিদ্দীক) হিসাবে লেখা হয়*। আর মিথ্যা মানুষকে মন্দতার দিকে নিয়ে যায় এবং মন্দ তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলে যতক্ষণ না ঈশ্বরের সামনে মিথ্যাবাদী হিসাবে লেখা হয়। (বর্ণনা করেছেন *আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রহঃ) এর তত্ত্বাবধানে* সহীহ বুখারী *ও* সহীহ মুসলিম *হাদীস* সংকলন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'চারটি গুণ আছে, যদি একটির অধিকারী হয়, তাহলে সে মোকৌত্ম্য অর্জন করবে- সত্যবাদিতা, লজ্জা (বিনয়), সুন্দর অন্তরের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী এবং কৃতজ্ঞতা। মুহাম্মাদ ইবনে আলী কানাফী (রহঃ) বলেন, 'আমরা আল্লাহর কাছে যাওয়ার পথ তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে খুঁজে পেয়েছি- প্রথমত, সত্য, দ্বিতীয়ত, সত্য এবং তৃতীয়ত, ন্যায়বিচার ও ন্যায়বিচার। ন্যায়বিচার হৃদয়ের সাথে সম্পর্কিত; সত্য অঙ্গগুলির সাথে সম্পর্কিত এবং সত্যতা বুদ্ধির সাথে সম্পর্কিত। আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ (সা.) এর প্রতি অবতীর্ণ করেন, 'যে ব্যক্তি আমার অন্তরের অস্তিত্ব (*বাতিন)* সম্পর্কে জানতে পারে, আমি সেই ব্যক্তিকে সকল সৃষ্টির সামনে প্রকাশ্যে খুঁজে বের করি। শিবলী (রহঃ) এর (আধ্যাত্মিক) সমাবেশে থাকা এক ব্যক্তি চিৎকার করে উঠে পড়েন (*ওয়াজেদ বা* আধ্যাত্মিক পরমানন্দের অবস্থায়) এবং মুহূর্তের মধ্যে দৌড়ে টাইগ্রিস নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। শিবলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "যদি এই ব্যক্তি সত্যবাদী হয়, তবে আল্লাহ তাকে মহানবী মূসা (আঃ) কে যেমন পরিত্রাণ দিয়েছেন, তেমনি মুক্তি দেবেন এবং যদি সে মিথ্যাবাদী হয় (পার্থিব উদ্দেশ্যে মানুষের দৃষ্টিতে তাদের আস্থা অর্জনের জন্য আধ্যাত্মিক পরমানন্দের ভান করার জন্য)। আল্লাহ তাকে ডুবিয়ে দেবেন যেমন সে ফেরাউনকে ডুবিয়ে দিয়েছিল। ওয়াহুব ইবনে মুনাবেহ (রহঃ) বলেন, আমি তাওরাতের পাদটীকায় বাইশটি বাক্য লেখা দেখেছি যা ইসরাঈলের ধার্মিকরা সম্মিলিতভাবে পড়ত। এই বাক্যগুলো হলো: জ্ঞানের চেয়ে কোন সম্পদ বেশি উপকারী নয়, জ্ঞানের চেয়ে কোন সম্পদ লাভজনক নয়, কোন বংশ ক্রোধের চেয়ে অপমানজনক নয়, কোন সঙ্গী [ধার্মিক] কর্মের চেয়ে বেশি সুন্দর নয়, কোন বন্ধু অজ্ঞতার চেয়ে বেশি দোষী [একজনকে] দোষারোপ করে না, ঈশ্বর-ভয়ের চেয়ে বড় কোন সম্মান নেই, কামনা ত্যাগের চেয়ে বড় কোন দয়া নেই, কোন কর্ম চিন্তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। ধৈর্য্যের চেয়ে কোন পবিত্র কাজ শ্রেষ্ঠ নয়,

অহংকারের চেয়ে অপমানজনক কোন মন্দ নেই, কোমলতার চেয়ে কোন ঔষধ নরম নয়, কোন রোগ মূর্খতার চেয়ে বেদনাদায়ক নয়, কোন নবী সত্যের চেয়ে ন্যায়বিচারমুখী নয়, কোন যুক্তি সত্যের চেয়ে বেশি শিক্ষণীয় নয়, কোন দারিদ্র্য লোভের চেয়ে অপমানজনক নয়, কোন জীবন স্বাস্থ্যের চেয়ে উত্তম নয়, কোন অর্থনীতি পবিত্রতার চেয়ে বেশি আনন্দদায়ক নয়, কোন উপাসনা নম্রতার চেয়ে ভাল নয়, কোন সংযম সন্তুষ্টির চেয়ে ভাল নয়, কোন রক্ষক নীরবতার চেয়ে বেশি রক্ষাকারী নয়, এবং কোন অনুপস্থিতি মৃত্যুর চেয়ে নিকটবর্তী নয়।

সত্যবাদের বাস্তবতা, এর অর্থ ও মাত্রা: সত্যবাদ (সিদক) শব্দটি ছয়টি অর্থের উপর প্রযোজ্য: কথায় সত্যবাদিতা, অভিপ্রায়ে সত্যবাদিতা, সংকল্পে সত্যবাদিতা, সংকল্পে সত্যবাদিতা, দৃঢ়তায় সত্যবাদিতা, সংকল্প সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সত্যবাদিতা, কর্মে সত্যবাদিতা এবং ঐশ্বরিক পথের সকল আধ্যাত্মিক স্টেশন (মাকামত) অনুসন্ধানে সত্যবাদী (*দ্বীন*). এই ছয়টি অর্থে যাকে সত্যবাদী বলে আরোপিত করা হয়েছে, সে সত্যবাদী (*সিদ্দিক* বা জ্ঞানবাদী বা ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ) [এই ব্যাখ্যাটি দেখায় যে তার সামগ্রিকতায় সত্যবাদ, এই ছয়টি বিষয়ে এটি মেনে চলার মাধ্যমে, একজনকে মানব কৃতিত্বের শীর্ষে এবং একজন মানুষের দ্বারা অর্জনযোগ্য সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক পদমর্যাদায় নিয়ে যায়। বিপরীতে, মিথ্যা এবং প্রতারণা, অসততা, অবিচার, ঘৃণা ইত্যাদির মতো এর সমস্ত প্রকাশের প্রতি আনুগত্য একজনকে নিম্ন, সম্পূর্ণ অন্ধকার এবং চরম ব্যর্থতার গভীরে নিয়ে যায়]। তারপর সত্যবাদীদের অনেক মাত্রা রয়েছে। যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে সত্যবাদী হয়, সে বিষয়ে সত্যবাদী বলে অভিহিত করা হয়, যার সত্যতা একজনের মধ্যে পাওয়া যায়। এখন আমরা এই সমস্ত ধরণের ব্যাখ্যা করব।

সত্যবাদের প্রথম ডিগ্রি শব্দের মধ্যে: এই সত্যতা সংবাদ এবং শব্দে যা সংবাদ (বা ঘটনা) পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে। খবর অতীতের পাশাপাশি বর্তমান এবং ভবিষ্যত উভয়ের সাথেই সম্পর্কিত। এর মধ্যে প্রতিশ্রুতি পূরণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রত্যেক বান্দার (অর্থাৎ মানুষের) দায়িত্ব হলো নিজের কথাকে রক্ষা করা এবং যখন কেউ জিহ্বা দিয়ে কোন কথা উচ্চারণ করে, তখন তাকে অবশ্যই সত্যবাদের সাথে তা উচ্চারণ করতে হবে। এটি সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং স্পষ্টতম ধরণের সত্যবাদ। যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বাকে [মিথ্যা থেকে] রক্ষা করে এবং বিষয়ের বাস্তবতার বিরুদ্ধে কথা বলে না, তাকে "সত্যবাদী" বলা হবে। যাইহোক, এই সত্যতার দুটি দিক রয়েছে: একটি হ'ল ইঙ্গিতগুলি থেকে দূরে থাকা, কারণ কিছু লোক বলে যে ইঙ্গিতের মাধ্যমে প্রকাশিত মিথ্যা মিথ্যা নয়। ইঙ্গিতগুলি থেকে দূরে থাকা এই ধরণের সত্যতার একটি পরিপূর্ণতা কারণ এটি মিথ্যার বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মিথ্যাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে কারণ [মিথ্যাতে] একটি জিনিস এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যা সত্যের বিপরীত। তবুও, জিহ্বার (শব্দ) মাধ্যমে সত্যবাদের পরিপূর্ণতা হ'ল সরাসরি মিথ্যা এবং ইঙ্গিতগুলি (এমন শব্দ যা ইচ্ছাকৃতভাবে দ্বৈত অর্থ এবং সূক্ষ্ম মিথ্যা যা মানুষকে ভুল সিদ্ধান্তে নিয়ে যায়) থেকে দূরে থাকা, এবং দ্বিতীয়

পরিপূর্ণতা হ'ল যে কেউ যাই বলুক না কেন, তার অর্থের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ নিম্নলিখিত আয়াতটি পড়ে:

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ

"আমি আমার মুখ তাঁরই দিকে ফিরিয়ে রেখেছি, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন। (কুরআন, 6 অধ্যায়, আয়াত 79)

কিন্তু (উপরোক্ত আয়াতটি আল্লাহর কাছে প্রার্থনার মাধ্যমে) যদি কোন হৃদয় আল্লাহর কাছ থেকে বিচ্যুত হয় এবং পার্থিব আকাঙ্ক্ষা ও আশায় লিপ্ত হয়, তবে সে মিথ্যাবাদী। অনুরূপভাবে, যদি কেউ বলে, "আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি" (কুরআন, অধ্যায় 1, আয়াত 5), বা বলে, "আমি আপনার বান্দা", তবে একজনের মধ্যে ঈশ্বরের দাসত্বের ক্ষেত্রে কিছুই নেই এবং পরিবর্তে, সে তার নিম্ন আত্মা বা জগৎ বা পার্থিব কামনাকে তার ঈশ্বর হিসাবে বিবেচনা করে [তাদের প্রতি সিজদা করার ক্ষেত্রে]। তাহলে এমন ব্যক্তিকে কারও কথায় সত্যবাদী বলে বিবেচনা করা হবে না। যে কোনও কিছুর দাসত্ব করে, সে তার দাস হয়ে যায় [এবং ফলস্বরূপ নিজের প্রকৃত স্বাধীনতা হারায়]। হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর উম্মতের বিদ্রোহীদের সম্বোধন করতেন, 'হে বিশ্ববাসীর বান্দাগণ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْحُلَّةِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ

"ধ্বংস দিনারের *(স্বর্ণমুদ্রা)* বান্দার জন্য, ধ্বংস *দিরহামের* (রৌপ্য মুদ্রা) বান্দার জন্য, এবং পোশাকের দাসের জন্য এবং খাদ্যের দাসের জন্য। (বর্ণনা করেছেন *আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত* হাদীস *সংকলন* সহীহ বুখারী

এই ভবিষ্যদ্বাণীর বর্ণনায়, লোকেরা যে জিনিসের অধীন তা [অন্তর্গত] হিসাবে আরোপ করা হয়েছে। আল্লাহর প্রকৃত বান্দা তিনিই যে প্রথমে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছ থেকে মুক্তি লাভ করে। এই স্বাধীনতা অর্জনের পর হৃদয় (আল্লাহ ব্যতীত) শূন্য হয়ে যাবে এবং আল্লাহর দাসত্বের প্রতি ঈমান এতে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হবে। এই বিশ্বাস একজনকে ঐশ্বরিক প্রেমে নিমজ্জিত করবে এবং ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের প্রতিটি কারাগার ও ফাঁদ থেকে মুক্ত হওয়ার পরে, তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সত্তা ঐশ্বরিক আনুগত্যে ব্যস্ত হয়ে পড়বে এবং কারও উদ্দেশ্য ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছু হিসাবে থাকবে না। এই আধ্যাত্মিক স্টেশনে পৌঁছানোর পরে, একজন উচ্চতর আধ্যাত্মিক স্টেশনগুলিতে আরোহণ করে যা "মুক্তি" হিসাবে অভিহিত হয়, অন্য কথায়, একজন নিজের উপর ঈশ্বরের জন্য কোনও অভিপ্রায় থাকা থেকে মুক্ত হয়, বরং, ঈশ্বর কারও জন্য যা ইচ্ছা করেন তা ঘনিষ্ঠতা বা দূরত্বের জন্য হোক না কেন, তিনি এতে সন্তুষ্ট হন এবং একজনের উদ্দেশ্য

ধ্বংস হয়ে যায় (ফানা) আল্লাহর ইচ্ছায়। এ ধরনের ব্যক্তি দু'বার মুক্ত হয়: প্রথমবার আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছ থেকে মুক্ত হয়, এবং দ্বিতীয়বার সে নিজের নিম্ন আত্মা (*নফস)* থেকে মুক্ত হয়। সে সময় সে তার নিম্ন সত্তার দিক থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং নিজের প্রতিপালকের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে (বাকা বা বিদ্যমান) থাকে, অর্থাৎ সে যখন তাকে নড়াচড়া করে তখন সে চলে যায় এবং যখন সে স্থির থাকে তখন স্থির থাকে। যদি তিনি কাউকে বিপদ দেন, তবে সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে কারণ কারও মধ্যে কোনও কিছুর সন্ধান, আকাঙ্ক্ষা, অনুরোধ, অনুরোধ বা আপত্তি করার ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকে না, বরং সে আল্লাহর সামনে হয়ে যায়, স্নানকারীর হাতের মৃতদেহের মতো (মৃতদেহ দাফনের আগে ধোয়ার আচার করার জন্য দায়ী ব্যক্তি)। এটাই আল্লাহর দাসত্বে সত্যবাদিতার তীব্রতা (*সিদক ফি আল-উবুদিয়াহ) /* সত্যের ব্যক্তি হলেন সেই ব্যক্তি যার অস্তিত্ব প্রভুর জন্য এবং নিজের নিম্ন আত্মার জন্য নয়। এটি জ্ঞানবাদী বা বন্ধু এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠ (*সিদ্দিকিন)* এর ডিগ্রি এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছ থেকে মুক্তি আল্লাহর বন্ধু ও ঘনিষ্ঠদের মধ্যে রয়েছে, অতঃপর আল্লাহর দাসত্ব অর্জিত হয়। এই ডিগ্রির আগে কাউকে সাদিক *(*সত্যবাদী বা সত্যের প্রতি নিবেদিত) বলা যায় না।

সত্যতার দ্বিতীয় ডিগ্রি উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায়: উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায়ের সত্যতার মূল বিষয় হ'ল আন্তরিকতা। অন্য কথায়, [আল্লাহর] বান্দার প্রতিটি কর্ম এবং প্রতিটি গতিবিধি বা স্থিরতার মধ্যে কেবল ঈশ্বরের উদ্দেশ্য রয়েছে। যদি নিম্ন আত্মার (নাফস) সুখ এর সাথে মিশে যায়, তবে অভিপ্রায়ের সত্যতা অকার্যকর হয়ে যাবে এবং এমন ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী বলা যেতে পারে, যেমন আন্তরিকতার বিষয়ে একটি নবুতে উল্লেখ করা হয়েছে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি নবী বর্ণনায়) যেখানে বলা হয়েছে যে কেয়ামতের দিন একজন আলেমকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে কেউ যদি তার জ্ঞান অনুসারে কাজ করে তবে যার জন্য আলেম অসংখ্য উদ্‌ধৃত করবেন কাজগুলি সম্পাদন করা হয়েছে। আল্লাহ তাকে বলবেন, 'তুমি মিথ্যা কথা বলছ, বরং তুমি চেয়েছিলে যে, লোকেরা তোমাকে 'আলেম' বলবে। এখানে পণ্ডিতের কর্মকাণ্ড খণ্ডন বা অস্বীকার করা হয়নি, বরং কারও অভিপ্রায় খণ্ডন করা হয়েছে [কারণ এটি কেবল ঈশ্বরের জন্য ছিল না]। একজন জ্ঞানবাদী বলেছিলেন যে অভিপ্রায়ে ঐশ্বরিক ঐক্যের স্বাস্থ্য (পূর্ণ উপস্থিতি) [এটি কেবল ঈশ্বরের জন্য এবং কোনও জাগতিক বা গোপন স্বার্থপর উদ্দেশ্যের জন্য নয়] সত্যবাদীতা। সত্যবাদের একটি অর্থের পরিণতি হ'ল উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ হওয়া উচিত এবং তা হ'ল আন্তরিকতা। একজন সত্যবাদী ব্যক্তির জন্য আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন।

সত্যবাদের তৃতীয় মাত্রা সংকল্পে রয়েছে: কখনও কখনও কোন কিছুর জন্য সংকল্প থাকে এবং [উদাহরণস্বরূপ,] নিজের হৃদয়ে বলে, "যদি আল্লাহ আমাকে ধন-সম্পদ দান করেন, তবে আমি তার সমস্ত অর্থ দান করব বা এর অর্ধেক আল্লাহর পথে ব্যয় করব; আল্লাহ যদি আমাকে (সরকারী) কর্তৃত্ব দেন তবে আমি ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায়বিচারের সাথে আমার দাপ্তরিক দায়িত্ব

পালন করব এবং অত্যাচার বা সৃষ্টির প্রতি অন্যায় ও পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাব দেখিয়ে আল্লাহর অবাধ্যতা করব না। একজনের মধ্যে সংকল্পের সত্যবাদিতা (*সিদ্‌ক ফি আল-আযেমা)* দৃঢ় সংকল্পে (যা অর্জন করতে চায়] এবং অভিপ্রায়ে দৃঢ় থাকে। যখন আমরা এই অর্থে "সত্যবাদী" বলি, তখন এটি সেই ব্যক্তিকে বোঝায় যার সংকল্প ভাল সম্পর্কিত বিষয়ে সম্পূর্ণ এবং দৃঢ় [এবং মন্দের সাথে সম্পর্কিত নয়,] এবং এতে কোনও বিচ্যুতি (বিচ্যুতি), দুর্বলতা বা দ্বিধা নেই।

চতুর্থ মাত্রার সত্যবাদিতা হল সংকল্প পূরণের মধ্যে: কখনও কখনও কেউ দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে কারণ এটি করতে খুব বেশি [প্রচেষ্টার] প্রয়োজন হয় না, তবে যখন সেই সংকল্প অনুসারে কাজ করার সময় আসে এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষমতাও থাকে, তখন নিম্ন আত্মা (নফস) থেকে কামনা [এবং আকাঙ্ক্ষা] শক্তি অর্জন করে। যার ফলে সমস্ত সিদ্ধান্ত একপাশে রাখা হয়েছিল। এই অবস্থা সংকল্প পূরণে সত্যতার পরিপন্থী। আল্লাহ তাআলা বলেন,

رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَـٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ

"কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছে এবং তা পূর্ণ করেছে, অতঃপর তারা সত্যবাদী ছিল। অতঃপর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা তাদের ওয়াদা পূর্ণ করেছে এবং কেউ কেউ সেগুলো পূরণের জন্য অপেক্ষা করছে। (কুরআন, অধ্যায় 33, আয়াত 23)

আবার কেউ কেউ আছে, যারা আল্লাহর সাথে তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং তাদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে:

وَمِنْهُم مَّنْ عَـٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿٧٥﴾

فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضْلِهِۦ بَخِلُوا۟ بِهِۦ وَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ بِمَآ أَخْلَفُوا۟ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾

"তাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, যারা আল্লাহর কাছে শপথ করে যে, আল্লাহ যদি তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ থেকে দান করেন, তবে তারা দান-খয়রাত করবে এবং অনেক সৎকর্ম করবে। অতঃপর যখন আল্লাহ তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ দান করলেন তখন তারা তাতে কৃপণতা করে এবং তারা তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। অতএব, শাস্তি হিসাবে, আল্লাহ তাদের অন্তরে মুনাফিক স্থাপন করেছিলেন যা তাদের প্রত্যাবর্তনের দিন পর্যন্ত স্থায়ী হবে কারণ তারা আল্লাহর সাথে তাদের চুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং তারা মিথ্যাবাদী ছিল। (কুরআন, অধ্যায় 9, আয়াত 75-77)

এখানে সংকল্পকে চুক্তি হিসাবে, চুক্তি লঙঘনকে মিথ্যা হিসাবে এবং চুক্তি পূরণকে সত্যতা হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই সত্যবাদিতা তৃতীয় [ডিগ্রি] সত্যবাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী, কারণ কখনও কখনও নিম্ন আত্মা (*নাফস)* দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে, কিন্তু যখন কাজ করার সময় আসে, তখন কামনা এবং তাদের উপায়ের প্রাপ্যতা একজনকে সংকল্প (সংকল্প) পূরণ ও বাস্তবায়ন থেকে বিরত রাখে। আবু সাঈদ আল-হাজায (রহঃ) স্বপ্নে দেখলেন যে, দু'জন ফেরেশতা আকাশ থেকে নেমে এসেছেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যতা কি? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "কারও চুক্তি পূর্ণ করাই সত্যবাদ"। ফেরেশতারা তা নিশ্চিত করেছিলেন এবং আকাশে ফিরে গিয়েছিলেন।

সত্যবাদের পঞ্চম ডিগ্রী কাজ এবং কর্মে রয়েছে: কর্মে (বা কাজগুলিতে) সত্যবাদ হ'ল একজন ক্রমাগত এমন পরিস্থিতি এড়ানোর চেষ্টা করে যেখানে একজনের বাহ্যিক ক্রিয়াগুলি এমন কিছুর পক্ষে [মিথ্যাভাবে] তর্ক করে না যা তার অভ্যন্তরীণ সত্তার মধ্যে রয়েছে। কর্মে সত্যবাদী হওয়ার অর্থ এই নয় যে কর্ম (বা কর্ম) পরিত্যাগ করা উচিত (কারও প্রকৃত অভ্যন্তরীণ বাস্তবতার তুলনায় বাইরে যা দেখা দেয় তাতে ভণ্ডামির ভয়ে), বরং তার অন্তরের সত্তা (*বাতিন)* এমন হওয়া উচিত যাতে এটি বাহ্যিক সত্তা (জহির) নির্ণয় করে। একজন আড়ম্বরপূর্ণ ব্যক্তি হলেন তিনি, যিনি চান যে লোকেরা একজনের [বাইরের] কর্ম যা দেখায় তার উপর ভিত্তি করে প্রশংসনীয় অভ্যন্তরীণ গুণাবলীতে সমৃদ্ধ একজনকে বিবেচনা করুক। অনেক লোক যারা প্রার্থনা করে, তারা তাদের নামাজে নম্রতার চেহারা গ্রহণ করে, যদিও তাদের উদ্দেশ্য লোকেরা তাদের দেখতে পায় না, তবে তাদের হৃদয় তাদের নামাযের সময় [আল্লাহর] প্রতি অজ্ঞ থাকে। একজন ব্যক্তি তাদের পর্যবেক্ষণ করে মনে করে যে তিনি ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন [ঐশ্বরিক মহিমার সামনে নম্রতা ও আনুগত্য অবস্থায়, যদিও কেউ তার অন্তরের সত্তার বাজারে দাঁড়িয়ে আছে এবং কিছু কামনা নিমজ্জিত হয়েছে। কর্ম এবং কাজগুলি, তাদের অস্তিত্বের অবস্থা থেকে, তাদের অভ্যন্তরীণ সত্তার [অনুভূত] অবস্থাকে প্রতিফলিত করে, তবে বাস্তবে, এটি তাদের অভ্যন্তরীণ সত্তার [সত্য] অবস্থা নয়। অতএব, তারা মিথ্যায় নিমজ্জিত হয়, এবং তাদের কাছ থেকে কর্মে সত্যবাদিতা দাবি করা হয়। কিছু লোক অত্যন্ত ভদ্রতা, প্রশান্তি এবং মর্যাদার সাথে হাঁটেন, যদিও তাদের অভ্যন্তরীণ সত্তার মধ্যে কোনও ভদ্রতা বা প্রশান্তি নেই। এই লোকেরা তাদের কর্মের ক্ষেত্রেও সত্যবাদী নয়, যদিও তারা সৃষ্টির দিকে ঝুঁকে পড়ে না এবং আড়ম্বরপূর্ণ প্রদর্শন তাদের উদ্দেশ্যও নয়। একমাত্র সেই ব্যক্তিই কর্মের মিথ্যা থেকে সুরক্ষিত থাকতে পারে যার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সত্তা একই বা যার অভ্যন্তরীণ সত্তা বাহ্যিক সত্তার চেয়ে উত্তম। এই ভয়ের কারণে (ভণ্ডামি ও আড়ম্বরপূর্ণ প্রদর্শনের) কারণে কিছু লোক তাদের বাইরের চেহারাকে খারাপ এবং কাপড়কে ধুলোময় করে রাখে যাতে কেউ তাদের বাইরের চেহারা ব্যবহার করে তাদের অভ্যন্তরীণ সত্তার মঙ্গলের পক্ষে তর্ক করতে না পারে। যদি অভ্যন্তরীণ সত্তা তাদের বাহ্যিক চেহারা অনুসারে ভাল না হয় এবং লোকেরা তাদের সম্পর্কে ভাল ভাবে, তবে এটি মিথ্যা

হবে। যদি বাহ্যিক সত্তা ইচ্ছাকৃতভাবে অভ্যন্তরীণ সত্তার বিপরীত হয় [যাতে কেউ তাদের অপ্রশংসিত অভ্যন্তরীণ বাস্তবতার বিপরীতে বাইরে থেকে ভাল দেখায়] তবে এটিকে আড়ম্বরপূর্ণতা হিসাবে অভিহিত করা হবে যা আন্তরিকতাকে নির্মূল করবে এবং যদি এটি অনিচ্ছাকৃতভাবে করা হয়, তবে সত্যবাদ হারিয়ে যায়। সত্যতা হ'ল বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ প্রাণী একে অপরের সাথে সামঞ্জস্য এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই খুঁটিনাটি থেকে জানা যায় যে বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ সত্তার মধ্যে এই সামঞ্জস্যও এক ধরণের সত্যবাদ।

সত্যবাদের ষষ্ঠ ডিগ্রী আধ্যাত্মিক স্টেশনগুলিতে: এটি সত্যতার একটি অত্যন্ত উচ্চ এবং বিরল ডিগ্রি। এটি *ঐশ্বরিক পথের (*দ্বীন) আধ্যাত্মিক অবস্থানগুলির (*মাকামাত*) সাথে সম্পর্কিত, যেমন [ঈশ্বরের প্রতি] ভয় এবং [[ঈশ্বরে] [ঈশ্বরের প্রতি] পবিত্রতা, [কারও চোখে] *ঐশ্বরিক* পবিত্রতা, [জাগতিকতা থেকে] বিরত থাকা, *ঐশ্বরিক* ইচ্ছা গ্রহণ করা, ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখা, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ইত্যাদি। যখন মানুষের মধ্যে সত্যবাদিতার কিছু উপাদান থাকে এবং যখন এই উপাদানগুলি প্রকাশিত হয় [এই আধ্যাত্মিক স্টেশনগুলির বাস্তবতা অর্জনের আকারে], তখন এই শব্দটি (আধ্যাত্মিক স্থানগুলিতে সত্যবাদীতা) তাদের জন্য প্রযোজ্য। এই উপাদানগুলি ছাড়াও, [এই আধ্যাত্মিক স্টেশনগুলিতে সত্যতা] কিছু প্রভাব এবং বাস্তবতা রয়েছে। যে এই বিষয়গুলির বাস্তবতায় পৌঁছায় সে একজন নিখুঁত সত্যবাদী ব্যক্তি। যখন কোন বিষয় একজনের মধ্যে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে এবং তার বাস্তবতা একজনের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়, তখন যাকে তা দেওয়া হয় তাকে সত্যবাদী বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, বলা হয় যে আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টায় অমুক সত্যবাদী, অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা একজনের মধ্যে প্রাধান্য পায়। অথবা বলা হয় যে অমুক ঈশ্বরের ভয়ে সত্যবাদী, অন্য কথায়, ঈশ্বর-ভয়ের বাস্তবতা একজনের মধ্যে পরিপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى
الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ

"ধার্মিকতার অর্থ পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেয় না। বরং ধার্মিকতা হচ্ছে যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং কিয়ামতের দিন এবং ফেরেশতাগণের উপর, কিতাব এবং [আল্লাহর] নবীদের উপর নিশ্চয়তা অর্জন করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ভালবাসার জন্য [মানবিক প্রচেষ্টা ও দান করে] দান করে, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, মুসাফিরদের [যারা ভ্রমণের ফলে তাদের নিজস্ব সম্পদ ও সম্পদ থেকে দূরে থাকে এবং এইভাবে অভাবী হয়ে যায়]। প্রার্থনাকারীরা (যাদেরকে আপনি প্রয়োজনের কারণে সাহায্য প্রার্থনা করেন), কারাগারে বন্দিদের মুক্তি দেয়

[এই শর্তে যে তারা অন্যায় করেছে তাদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাদের জামিন দেয় যে তারা সেই সময় থেকে মন্দ পরিত্যাগ করবে এবং সৎকর্মশীল জীবনযাপন করবে], এবং [এইরকম] নামাজেও নিয়মিত থাকে, ফরজ যাকাত প্রদান করে এবং নিজের ওয়াদা (ওয়াদা) পূরণ করে। শপথ, প্রতিশ্রুতি) যখন চুক্তি করা হয়। আর এরাই তারা যারা দারিদ্র্য, অসুস্থতা ও যুদ্ধে ধৈর্য ধারণ করে। এরাই সত্যবাদী। (কুরআন, দ্বিতীয় অধ্যায়, আয়াত 177)

সত্যবাদীদের ডিগ্রি: এই পুরো ব্যাখ্যার পরিণতি হ'ল এই [বিভিন্ন] আধ্যাত্মিক স্টেশনগুলিতে সত্যতার অগণিত মাত্রা রয়েছে। কখনও কখনও, [ঈশ্বরের] একজন বান্দার কিছু বিষয়ে সত্যবাদী থাকে কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে নয়। যদি কেউ সব বিষয়ে সত্যবাদী হয়, তাহলে সে প্রকৃতপক্ষে সত্যবাদী (*সিদ্দিক*)। হারাবাদে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ হলেন, 'আমি যখন আমার প্রিয় বান্দা বানিয়েছি, তখন আমি তার উপর এমন কষ্ট ও ক্লেশ প্রেরণ করি যে, যদি তাকে পাহাড়ে পাঠানো হয়, তবে তারা তা বহন করতে পারবে না। তখন আমি দেখি, কীভাবে একজন আমার ক্লেশের উপর সত্যতা গ্রহণ করে। যদি কেউ ধৈর্য ধারণ করে, তবে আমি তাকে আমার বন্ধু ও প্রিয়তমা করি এবং যদি কেউ আমার সম্পর্কে উচ্চস্বরে হৈচৈ করে এবং সৃষ্টির কাছে অভিযোগ করে তবে আমি একজনকে অপমান করি এবং এমন একজনকে পরোয়া করি না। সত্যবাদিতার নিদর্শন হচ্ছে ক্লেশ ও আনুগত্যের আমল উভয়ই গোপন রাখা হয় [মানুষের চোখ ও জ্ঞান থেকে] এবং সৃষ্টির সেগুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়াকে কেউ খারাপ মনে করে।

অধ্যায় 18- সমস্ত ত্রুটি, নেতিবাচকতা এবং কুফলের জন্য নিজেকে দায়ী করার জন্য আত্ম-পরীক্ষা এবং স্ব-মূল্যায়ন

সততার সাথে এবং নিরপেক্ষভাবে আত্ম-মূল্যায়ন করে এবং নিজের এবং অন্যের বিরুদ্ধে সংঘটিত যে কোনও বাড়াবাড়ির জন্য নিজেকে শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে নিজের ক্রিয়াকলাপগুলি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা, ঐশ্বরিক দিকনির্দেশনা, ন্যায়বিচার, ন্যায্যতা, আত্ম-সংস্কার এবং আত্মার শুদ্ধি খোঁজার একটি দুর্দান্ত উপায়, যা মানুষের মূলের পরিপূর্ণতার আধ্যাত্মিক পথে অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য। একটি অপরীক্ষিত জীবন নিজেকে একই ভুল এবং খারাপ কাজের পুনরাবৃত্তি করতে দেখে। অন্যদিকে, নিজের ত্রুটি, ত্রুটি, ভুল এবং খারাপ কাজগুলি খুঁজে বের করার জন্য সমালোচনামূলক আত্ম-মূল্যায়ন হ'ল প্রথমে নিজের জন্য এবং তারপরে সহকর্মীদের জন্য জিনিসগুলি ঘুরিয়ে দেওয়ার পথ। এটি পারস্পরিক সম্পর্কের সংস্কার ও জোরদার করে এবং মানুষ ও জাতিগুলির মধ্যে সম্প্রীতি ও শান্তির প্রসার ঘটায়। মানুষ যে শান্তি চায় তা নিজের মধ্যে শুরু হয় এবং আত্ম-মূল্যায়ন নিজের মধ্যে শুরু হয়। আত্ম-মূল্যায়ন এবং নিজেকে কাজে নেওয়া সত্যের পথে আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী এবং ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত উভয় স্তরে সংস্কারের জন্য অপরিহার্য সরঞ্জাম। গাজ্জালী *চতুর্থ খণ্ডের অষ্টম অধ্যায় বা বইয়ের* "ইহ্যা আল-উলুম আদ-দীন" বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" গ্রন্থে এই বিষয়টির একটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এটি এখানে নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে [24]:

আত্ম-পরীক্ষা (*মুরাকাবা*) এবং আত্ম-মূল্যায়ন (*মুহাসাবা*) এর ব্যাখ্যা

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَـٰسِبِينَ

"কিয়ামতের দিন ভারসাম্যের একটি আঁকাঠি স্থাপন করা হবে, যাতে কারো প্রতি অন্যায় করা না হয়। আর যদি কারো (সৎকর্ম, সৎকর্ম) সরিষার বীজের সমান হয়, তবে আমরা তা সেখানে উপস্থাপন করব (পার্থিব জীবনে তার সৎকর্ম জমায়েত করা মন্দ বা তার বিপরীতের চেয়েও বেশী কিনা) এবং আমরা প্রত্যেককে জবাবদিহি করার জন্য যথেষ্ট। (কুরআন, অধ্যায় 21, আয়াত 47)

وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَـٰوَيْلَتَنَا
مَالِ هَـٰذَا ٱلْكِتَـٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا ۚ
وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

"যখন আমলের দলিলটি সামনে স্থাপন করা হবে, তখন আপনি অপরাধীদের দেখবেন যে এতে যা লেখা আছে তা থেকে ভয় করছে এবং তারা বলবে, হায় আমাদের জন্য দুর্ভোগ! এ আমলের দলিল এতটাই আশ্চর্যজনক যে, এটি কোন কিছুই লিপিবদ্ধ করা থেকে রেহাই দেয় না, তা ছোট হোক বা বড় পাপ, আর তারা (তাদের পার্থিব জীবনে) যা-কিছু করত, তারা তাতে উপস্থিত থাকবে এবং আপনার পালনকর্তা কারো প্রতি জুলুম করবেন না এবং অন্যায় করবেন না। (কুরআন, অধ্যায় 18, আয়াত 49)

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا۟ ۚ أَحْصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ

"যেদিন আল্লাহ সবাইকে পুনরুত্থিত করবেন, অতঃপর তারা যা করত তা তাদেরকে জানিয়ে দেবেন। আল্লাহ তাআলা যা কিছু ভুলে গেছে তা রক্ষা করে রেখেছেন। আর আল্লাহ সবকিছুর সাক্ষী। (কুরআন, অধ্যায় 58, আয়াত 6)

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا۟ أَعْمَـٰلَهُمْ ﴿٦﴾
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿٧﴾

وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ﴿٨﴾

"সেদিন মানুষ দলে দলে ফিরে আসবে, যাতে তারা তাদের কর্ম দেখতে পাবে (তারা তাদের পার্থিব জীবনে)। সুতরাং, যে ব্যক্তি সৎকর্মের একটি কণা [ওজনের মূল্য] করেছে, সে তা দেখতে পাবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করেছে সে তা দেখতে পাবে [অতএব, কেউ এই পৃথিবীতে করা ভাল বা মন্দকে হালকাভাবে গ্রহণ করবে না এবং এর কোনও মূল্য বিবেচনা করবে না, কারণ একজন যা কিছু করে তার বিভিন্ন মাত্রার পরিণতি রয়েছে যা তাৎক্ষণিকভাবে দৃশ্যমান হতে পারে না]। (কুরআন, অধ্যায় 99, আয়াত 6-8)

ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"অতঃপর প্রত্যেকে তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিদান পাবে এবং তাতে তারা কোন প্রকার অন্যায় ও অন্যায় ভোগ করবে না। (কুরআন, অধ্যায় 2, আয়াত 281)

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لَوْ
أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥٓ أَمَدًۢا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ

"সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার সামনে যে সৎকর্ম করেছে এবং মন্দ কাজ পাবে এবং সে ইচ্ছা করবে যে, সে তার সাথে সেদিনের মধ্যে এক প্রচণ্ড দূরত্ব বজায় রাখবে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর সত্তাকে ভয় করেন। (কুরআন, অধ্যায় 3, আয়াত 30)

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ

"আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ তোমাদের অন্তরে লুকিয়ে থাকা গোপন বিষয়গুলো জানেন, অতএব তোমরা তাঁকে ভয় কর। (কুরআন, অধ্যায় 2, আয়াত 235)

এসব মহৎ আয়াতের আলোকে অন্তরের অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা জানতে পেরেছে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের (মানুষ) উপর সর্বদাই নজরদারি করেন এবং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে এবং তাদের পার্থিব জীবনে করা প্রতিটি ছোট বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তারা এটাও জানে যে, এসব বিপদ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে নিম্ন আত্মার (নাফস) প্রতি ক্রমাগত জবাবদিহিতা রাখা [তার সমস্ত চিন্তা, অনুভূতি, উদ্দেশ্য, কথা, আমল এবং অস্তিত্বের অবস্থায়] এবং সত্যের সাথে তার কর্মের উপর নজর রাখা এবং নিম্ন আত্মাকে প্রতিটি শ্বাস এবং প্রতিটি গতিবিধির জন্য জবাবদিহি করা। কারণ কেউ যদি তার [ঐশ্বরিক] জবাবদিহিতার সামনে নিম্ন আত্মার জবাবদিহিতা ধারণ করতে পারে, তবে কেয়ামতের দিনের জবাবদিহিতা হ্রাস পাবে এবং [সেদিন জিজ্ঞাসিত] প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর তার মনে আগে থেকেই উপস্থিত থাকবে এবং [ঐশ্বরিক বিচারের উপর ভিত্তি করে] তার চূড়ান্ত পরিণতি সর্বোত্তম হবে। যে ব্যক্তি নিম্ন আত্মাকে (*নফস)* জবাবদিহি করবে না [তার চিন্তা, অনুভূতি, উদ্দেশ্য, কথা ও আমলের পরিপ্রেক্ষিতে], সে সর্বদা অনুশোচনায় আটকাবে এবং কেয়ামতের দিন তার

জবাবদিহিতার মেয়াদ দীর্ঘ হবে এবং সে তার গুনাহের (মন্দ ও অন্যায়) অপমানে নিমজ্জিত হবে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জন করবে। অন্তরের অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা জানে যে, কিয়ামতের অপমান রোধ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর আনুগত্য যা তিনি আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন এবং আল্লাহ ধৈর্য ও সতর্কতা (সকল মন্দ, নেতিবাচকতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে) সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

তারা (অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা) তাদের নিম্ন সত্তাকে শর্তের অধীন করে নজর রেখেছেন, তারপরে এর অবস্থার উপর [কঠোর] নজর রেখেছেন, তারপরে তারা এটিকে জবাবদিহি করেছেন, তারপরে [এর অন্যায়ের জন্য] শাস্তি দিয়েছেন, তারপরে আধ্যাত্মিকভাবে [এর সংস্কার, পরিমার্জন, শুদ্ধিকরণ এবং ঐশ্বরিক উপস্থিতিতে আরোহণের জন্য] সংগ্রাম করেছেন, তারপরে [এর অপরাধের জন্য] কঠোরভাবে মোকাবেলা করেছেন। সুতরাং, তারা সতর্কতার ছয়টি স্টেশন (স্ব-পরীক্ষা এবং স্ব-মূল্যায়ন) পেরিয়ে গিয়েছিলেন। আসুন আমরা এই ছয়টি স্টেশনগুলি ব্যাখ্যা করি এবং এই সতর্কতার বাস্তবতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব এবং এটি ঘটানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি ব্যাখ্যা করি। এই সকল স্টেশনের উৎপত্তি হলো স্ব-জবাবদিহিতা যা নিম্ন আত্মাকে (*নাফস*) তার অবস্থার অবস্থা ও নজরদারির অধীন করার পরে অর্জিত হয় এবং যদি জবাবদিহিতা ক্ষতি প্রকাশ করে (নিম্ন স্ব দ্বারা সংঘটিত বাড়াবাড়ি বা অন্যায় এবং এর ফলে কারও আধ্যাত্মিক জীবন, ঐশ্বরিক পথ এবং ঈশ্বরের সামনে দাঁড়ানোর ক্ষতি হয়), তবে এটি অসন্তুষ্টি এবং শাস্তির শিকার হয় [এটিকে সৎ পথে ফিরিয়ে আনার জন্য, গাইডেন্স, পরিমার্জন এবং অভ্যন্তরীণ আলোকসজ্জা]।

নিম্ন আত্মা যাচাইয়ের প্রথম স্টেশন - এর উপর শর্ত নির্ধারণ: যারা ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত এবং ব্যবসায়িক পণ্যের অংশীদার, তাদের উদ্দেশ্য মুনাফা ছাড়া আর কিছুই নয়। একজন ব্যবসায়ী যেমন ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রথমে ব্যবসায়িক পণ্যদ্রব্য [অংশীদারের কাছে] হস্তান্তর করে তার [ব্যবসায়] অংশীদারের কাছ থেকে সাহায্য নেয়, তেমনি একজন হিসাব করে, তেমনি বুদ্ধি হ'ল আখেরাতের ব্যবসায়ী এবং এর উদ্দেশ্য যা মুনাফা বলা যেতে পারে, আত্মার শুদ্ধি হ'ল আত্মার পরিশুদ্ধি এবং সাফল্য তার উপর নির্ভর করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾

وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ﴿١٠﴾

"নিশ্চয়ই, যে ব্যক্তি সফলতা অর্জন করেছে (সমস্ত ক্ষতি ও ক্ষতি থেকে মুক্তি এবং মুক্তি) যে এটিকে (অর্থাৎ আত্মা, এবং প্রসারের মাধ্যমে হৃদয় ও আত্মাকে) শুদ্ধ করেছে এবং হতাশ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি হ'ল সেই ব্যক্তি যিনি এটি (পাপ, মন্দ, অন্যায়, অন্যায় এবং সমস্ত ধরণের নেতিবাচকতার সাথে) ধ্বংস করেছেন। (কুরআন, অধ্যায় 91, আয়াত 9-10)

আত্মা সফল হয়ে ওঠে এবং সৎকর্মের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করে এবং বুদ্ধি এই ব্যবসায় আত্মার সাহায্য নেয়, এটি ব্যবহার করে এবং তার শুদ্ধিকরণের উপর নির্ভর করে এমন কাজের জন্য

এটিকে বশীভূত করে, ঠিক যেমন একজন ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়িক অংশীদারের কাছ থেকে সাহায্য নেয় যিনি ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য দায়ী, এবং ঠিক একজন ব্যবসায়িক অংশীদারের মতো, মুনাফার আকাঙ্ক্ষায় প্রথমে কিছু শর্ত আরোপ করতে চায়, তারপর তার দিকে নজর রাখে, তারপর তার হিসাব করে, তারপর হিসাব-নিকাশে কোনো অসঙ্গতি বা অসততা খুঁজে পেলে তার পরিণতি আরোপ করে। অনুরূপভাবে, বুদ্ধি আত্মার কাছ থেকে এই একই চারটি বিষয় সন্ধান করে। প্রথম বিষয় হলো, বুদ্ধি যেন তার (আত্মা) উপর কিছু শর্ত ও বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করে, তাকে সাফল্যের পথ দেখাবে এবং এই পথ থেকে বিচ্যুত না হয়ে অধ্যবসায়ের সাথে অগ্রসর হতে হবে। দ্বিতীয়ত, যে কোন সময় তার (স্ব) উপর নজর রাখার ক্ষেত্রে কেউ কখনই অবহেলা করা উচিত নয় কারণ এটি অসততা করবে [এর জন্য নির্ধারিত কাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে] যদি এর সাথে সামান্যতম অবহেলা করা হয়, এবং এটি এমনকি প্রকৃত [ব্যবসায়িক বিনিয়োগ] মূলধনকেও অপচয় করবে। স্ব ঠিক ব্যবসায়িক পণ্যের উপর অর্পিত একজন অসৎ কর্মচারীর মতো, যিনি পণ্যের সাথে একা থাকাকালীন নিজেকে অসততা থেকে বিরত রাখেন না। তৃতীয়ত, নিজের উপর নির্ধারিত সমস্ত শর্ত পূরণ করেছে কিনা তা দেখার জন্য নিজেকে জবাবদিহিতার অধীন করা উচিত। এটি এমন একটি ব্যবসা যার মুনাফা জান্নাত এবং *সিদ্রাতুল মুনতাহা* (ঈশ্বরের সামনে আধ্যাত্মিক আরোহণের সর্বোচ্চ বিন্দু যা একজন মানুষ কখনও পৌঁছাতে পারে) এ নবীদের সাহচর্যের আকারে প্রদান করা হবে। এই ব্যবসার হিসাব-নিকাশ (জবাবদিহিতা) সমস্ত সূক্ষ্ম বিবরণ দেখার সাথে সাবধানতার সাথে করা উচিত এবং জাগতিক মুনাফার জন্য যা করে তার চেয়ে তার লাভের দিকে বেশি নজর রাখা উচিত কারণ এর তুলনায় জাগতিক মুনাফা খুব নগণ্য। উপরন্তু, জাগতিক মুনাফা, যতই সংখ্যায় থাকুক না কেন, থাকে না। মঙ্গলভাবের মধ্যে এমন কোন লাভ আছে যা স্থায়ী নয়?

সুতরাং আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নিজের জবাবদিহিতা সম্পাদন করা এবং তার প্রতিটি গতিবিধি, প্রবণতা, চিন্তাভাবনা ও আনন্দের ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করা আবশ্যক, কারণ মানব জীবনের প্রতিটি শ্বাস এমন একটি মূল্যবান রত্ন যার কোন সমতুল্য বা বিকল্প নেই। যে কেউ এমন অমূল্য সম্পদ কিনতে পারে যা কখনও অনন্তকালের মধ্যে শেষ হবে না। এসব মূল্যবান শ্বাস (মুহূর্ত) অপচয় করা বা ধ্বংসাত্মক কর্মে সেগুলোকে ব্যবহার করা এমন এক বড় ক্ষতি যা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহ্য করতে পারে না। প্রতিদিন সকালে সকালের দায়িত্ব শেষ করার পরে এক মুহুর্ত কাটানোর জন্য, নিজের উপর শর্ত নির্ধারণ করার জন্য একাকীত্ব গ্রহণ করা উচিত, ঠিক যেমন একজন ব্যবসায়ী ব্যবসায়িক অংশীদারের সাথে ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্য হস্তান্তর করার আগে শর্ত নির্ধারণ করার জন্য মিলিত হন। এই সভায় বুদ্ধির আত্মাকে বলা উচিত যে, "আমার জীবনকাল ছাড়া আর কোন পুঁজি নেই, যদি তা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমি সবকিছু হারিয়ে ফেলতাম এবং আমি নিঃস্ব ও বঞ্চিত থাকব, ব্যবসা করে মুনাফা অর্জনের কোনো আশা অবশিষ্ট থাকবে না। আজ একটি নতুন দিন, আল্লাহ আমাকে আবার একটি সুযোগ দিয়েছেন এবং আমার জীবনে আরও বেশি সময় দিয়েছেন এবং তাই আমাকে একটি মহান পুরস্কার দান করেছেন। যদি আমি মরে যেতাম, তাহলে আমি চাইতাম যে, আমি আরও একদিনের জন্য পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারতাম, যাতে আমি যখন ফিরে আসতাম তখন সৎকর্ম করতে পারতাম এবং আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারতাম। অতএব, তুমি (হে নিজের) নিজেকে মৃত বলে মনে করো এবং [মনে করো] পৃথিবীতে ফিরে আসা হয়েছে।

সাবধান! এই দিনটিকে [অন্যায় বা বৃথা প্রচেষ্টায় বা কিছুই না করে] বৃথা যেতে দিও না। প্রতিটি শ্বাস [আমি নিই] এমন একটি মার্জিত রত্ন যা অমূল্য! হে নিজে! তোমাদের জানা উচিত যে, দিন ও রাতে (এক দিনের মধ্যে) চব্বিশ মুহূর্ত রয়েছে এবং একটি নবী বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে, এক দিন ও রাতে চব্বিশটি গুপ্তধন ছড়িয়ে পড়ে থাকে। এই গুপ্তধনগুলির মধ্যে একটি একজনের সামনে খোলা হয় এবং কেউ দেখতে পায় যে এই ধনটি তার সৎকর্মের উজ্জ্বল আলোকসজ্জায় পরিপূর্ণ যা সে সেই মুহূর্তে করেছিল। এই আলোকসজ্জার সাক্ষী, যা সার্বভৌম মহিমান্বিত শাসকের (ঈশ্বর) নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম, একজনকে প্রচণ্ড সুখে উদ্‌বুদ্ধ করে। তারপরে দুর্গন্ধ এবং তীব্র অন্ধকার রয়েছে এমন ব্যক্তির জন্য একটি অন্ধকার গুপ্তধন খোলা হয়। এটি সেই মুহূর্তের ভাণ্ডার যেখানে কেউ পাপ করে এবং সেই ধন দেখে আতঙ্কিত হয়ে যায়। অতঃপর আরেকটি গুপ্তধন খোলা হয় যার মধ্যে কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে বা অবহেলা করেছে বা জাগতিক ব্যস্ততায় ব্যস্ত ছিল। সেই ধন খালি দেখে কেউ অনুশোচনা ও বঞ্চনা অনুভব করে এবং এতটাই অনুশোচনা করে যেন কেউ একটি বড় ব্যবসায় প্রচণ্ড ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, যদিও কেউ চাইলে ক্ষতি এড়ানো যেত। একজনের জীবনের মুহূর্তগুলির এই ভাণ্ডারগুলি একজনের পুরো জীবদ্দশায় উন্মুক্ত হয়, তাই একজনের নিজেকে বলা উচিত, "আজকের ধনগুলি পূরণ করার চেষ্টা করুন এবং তাদের ভাল সৎ কাজের মূল্যবান রত্নগুলি থেকে বঞ্চিত করবেন না যা আপনার [অনন্ত] আধিপত্য অর্জনের উপায় [ঐশ্বরিক সর্বশক্তিমানের রাজ্যে] অনন্ত সুখ এবং অনন্ত বিজয়ের দিকে পরিচালিত করে। অলসতা, অলসতা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সন্ধান ছেড়ে চলে যান এবং আপনার আধিপত্য আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে অন্য কারও হাতে তুলে দেওয়ার জন্য কেড়ে নিতে দেবেন না এবং আপনি কেবল অনুশোচনার সাথে রয়ে যান। এমনকি যদি আপনি জান্নাত অর্জন করেন, তবে অলসতার কারণে আপনি যে ক্ষতির সম্মুখীন হতেন তা আপনাকে শান্তি পেতে দেবে না, যদিও এই অস্থিরতা জাহান্নামের অস্থিরতার চেয়ে কম হবে। একজন জ্ঞানবাদী বলেছিলেন, "আমরা স্বীকার করি যে, পাপ ক্ষমা করা যেতে পারে, কিন্তু [তবুও] ধার্মিকদের [উচ্চতর আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা এবং] ডিগ্রী অর্জন করতে পারে না [পাপ ক্ষমা করার পরও]".

এটি ছিল সময়কে [দরকারী প্রচেষ্টায় বুদ্ধিমানের সাথে] ব্যবহার করার বিষয়ে নিজেকে উপদেশ দেওয়া। এর পরে, চোখ, কান, জিহ্বা, পেট, গোপনাঙ্গ, হাত এবং পা সহ সাতটি [শারীরিক] অঙ্গ সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া উচিত। এই অঙ্গগুলির নিয়ন্ত্রণ আত্মার কাছে সমর্পণ করা উচিত এবং তাকে বলা উচিত, "এই অঙ্গগুলি আপনার প্রজা [যা আপনি শাসন করছেন] এবং তারা এই ব্যবসায় আপনার দাস এবং তাদের সহযোগিতায় এই ব্যবসার পরিণতি ঘটবে। জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে এবং প্রতিটি অঙ্গ একটি দরজায় বাঁধা (সংযুক্ত) রয়েছে। যে ব্যক্তি এই অঙ্গগুলির মাধ্যমে ঈশ্বরের অবাধ্যতা অমান্য করে তার জন্য এই দরজাগুলি নির্ধারণ করা হয়েছে। যে দরজা দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে যার সহযোগী অঙ্গ আল্লাহর অবাধ্যতা (বিভিন্ন অপরাধ, মন্দ ও অন্যায় করে) ব্যবহার করা হয়েছিল। এই অঙ্গগুলিকে পাপ এবং অন্যায় থেকে রক্ষা করার জন্য নিজেকে উপদেশ দেওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ, একজনের চোখকে বলা উচিত যে তার দেখার জন্য কোন অবৈধ বা ভুল তার দিকে না তাকায়, কারও গোপনীয়তার দিকে না তাকানো, বা মুমিনের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে না তাকানো, বরং এমন কোনও কিছুর দিকে তাকানো থেকে রক্ষা করা উচিত যা প্রয়োজন নয় [তার পার্থিব বা পরকালের কল্যাণের জন্য,

যদিও এটি দেখার জন্য জায়েয হতে পারে]। কারণ ঈশ্বর তাঁর বান্দাদেরও অকেজো দৃষ্টির জন্যও জবাবদিহি করবেন, ঠিক যেমন তিনি অকেজো কথা সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। তাহলে শুধু এসব বিষয় থেকে চোখ সংযত করাই যথেষ্ট নয়, বরং এই ব্যবসার জন্য উপযোগী বিষয়গুলিতে তাদের ব্যস্ত করাও প্রয়োজন।

এই বিষয়গুলি এমন যে চোখ তাদের জন্য [*ঐশ্বরিকভাবে*] তৈরি করা হয়েছে, যেমন ঈশ্বরের সৃষ্টিকে পাঠ অর্জনের চোখে তাকানো [তাদের সৃষ্টির জন্য *ঐশ্বরিক* প্রজ্ঞা সম্পর্কে এবং কীভাবে তারা তাদের স্রষ্টা, তাঁর মহিমা, মহিমা, প্রজ্ঞা এবং শক্তির দিকে নির্দেশ করে], বা তাদের অনুসরণ করার ক্ষেত্রে ভাল ধার্মিক প্রচেষ্টার দিকে নজর রাখা, ঈশ্বরের কিতাব এবং ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পথের দিকে তাকানো এবং সেগুলি থেকে উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রজ্ঞার বইগুলি অধ্যয়ন করা। অন্যান্য অঙ্গগুলিকেও অনুরূপভাবে তাদের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে অবহিত করা উচিত এবং *ঐশ্বরিক* পথ (দ্বীন) সম্পর্কিত ব্যবসায়ের ক্ষতি করে এমন বিষয় থেকে বিরত থাকতে হবে। বিশেষত, জিহ্বা এবং পেট সম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিত কারণ জিহ্বা স্বাভাবিকভাবেই চলে যায় [যা বলতে চায় তা কথা বলা এবং বলার সাথে সাথে এবং প্রায়শই পরিণতি বিবেচনা না করে] এবং সেই আন্দোলনে কোনও অসুবিধা নেই। পিঠ দিয়া, পিছনে অভিযোগ করা, অন্তরের পবিত্রতা দাবি করা, সহসৃষ্টির নিন্দা করা, সমালোচনা করা, মানুষের অসুস্থতা কামনা করা, অন্যের ক্ষতি করার জন্য প্রার্থনা করা, অশ্লীল কথা বলা এবং অশ্লীলতা এই সমস্ত বিষয়ে, জিহ্বার পাপ অত্যন্ত গুরুতর। এই সমস্ত বিষয়গুলি "জিহ্বার ক্ষতির বই" (অধ্যায় 4) নামে অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জিহ্বা সাধারণত এসব বিষয়ের পেছনে ছুটে যায়, যদিও এর সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে *ঐশ্বরিক* স্মরণ, সৃষ্টিকে *ঐশ্বরিক* স্মরণে নিয়োজিত থাকার পরামর্শ দেওয়া, শিক্ষামূলক আলোচনায় অংশগ্রহণ করা, আল্লাহর বান্দাদের (*দ্বীন*) পথ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের হেদায়েতের পথ *(হিদায়া)* দেখানো, দু'জন মুসলমানকে পুনর্মিলন করা যারা কোন বিষয়ে পারস্পরিক শত্রুতা পোষণ করে (পারস্পরিক শান্তি ও সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধির জন্য)। এবং অনুরূপ ধার্মিক কাজ [জিহ্বার মাধ্যমে, তার দ্বারা মন্দ, ক্ষতিকারক এবং ক্ষতিকারক বিষয়গুলি পরিচালনা করার পরিবর্তে]। আত্মার জন্যও এই শর্ত হওয়া উচিত যে সে সারাদিন *ঐশ্বরিক* স্মরণ ব্যতীত অন্য কিছুতে জিহ্বা নাড়াবে না, কারণ একজন মুমিনের কথা *ঐশ্বরিক* স্মরণ এবং নিজের দৃষ্টি হচ্ছে শিক্ষা [পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঈশ্বরের নিদর্শন থেকে, আমাদের পারস্পরিক লেনদেনে, এবং আমাদের আত্মার মধ্যে, এবং [বিশ্বাসীদের] নীরবতা [*ঐশ্বরিক*] উপাসনা হওয়া উচিত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَّا يَلۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِلَّا لَدَيۡهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

"কাছাকাছি যখন একজন দ্রুত পর্যবেক্ষক আসে তখন কেউ একটি শব্দও উচ্চারণ করে না (*কিরামন কাতিবিন* অথবা ঈশ্বরের দু'জন ফেরেশতা যারা বয়ঃসন্ধি অর্জনের পরে প্রতিটি মানুষের সাথে থাকে এবং তার সমস্ত কথা ও কর্ম তার কর্মের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করার জন্য দায়ী, যা কিয়ামতের দিন ঈশ্বরের কাছে উপস্থাপন করা হবে সেই ব্যক্তিকে পৃথিবীতে জীবনের পরীক্ষায় সফল বা ব্যর্থ হিসাবে বিচার করার জন্য এবং অনন্ত জীবনে সেই অনুযায়ী প্রতিদান দেওয়ার জন্য) এটি লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত। (কুরআন, অধ্যায় 50, আয়াত 18)

পাকস্থলীকে লোভ পরিত্যাগ করার জন্য উপদেশ দিতে হবে এবং হালাল খাবার থেকে কম খাওয়ার জন্য তাকে শৃঙ্খলিত করতে হবে, সন্দেহজনক খাবার থেকে বিরত থাকতে হবে, কামনা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং কেবল প্রয়োজনীয় পরিমাণে সন্তুষ্ট থাকতে হবে [অত্যধিক খাওয়ার পরিবর্তে]। এই ক্ষেত্রে, নিজেকে হুমকি দেওয়া যেতে পারে যে যদি এটি পেট সম্পর্কে আদেশ লঙ্ঘন করে, তবে এটি পেটের সমস্ত কামনা থেকে [ইচ্ছাকৃত ক্ষুধার মাধ্যমে] বন্ধ হয়ে যাবে, এটি এইভাবে অর্জিত কোনও কামনা হারিয়ে ফেলবে এবং তার চেয়েও অনেক কিছু। সমস্ত অঙ্গগুলি একই রকম শর্তের সাথে সেট করা উচিত [যা তাদের জন্য উপযুক্ত]। বিভিন্ন অঙ্গের পাপ গোপন নয়, তাদের [ঐশ্বরিক আনুগত্য] ও গোপন নয়। অতএব, শর্তগুলি সহজেই নির্ধারণ করা যেতে পারে এবং প্রতিটি অঙ্গকে পাপ পরিত্যাগ এবং ধার্মিক কাজে নিয়মিত করার অধীন করা যেতে পারে। পরবর্তীতে, নিজেকে দিনের বেলায় অনেকবার [ঐশ্বরিক] আনুগত্যের এই কাজগুলি স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, তারপরে নিজেকে অতিমাত্রায় (ঐচ্ছিক) ইবাদত (*নওয়াফিল*) সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া উচিত যা একজন প্রচুর পরিমাণে করতে সক্ষম হয়। উপাসনার প্রকৃতি এবং উপায় সম্পর্কে বিশদ বিবরণ নিজের জন্য স্পষ্টভাবে বানান করা উচিত। এই শর্তগুলি প্রতিদিন প্রয়োজন হয় [একজনকে সৎ পথে রাখার জন্য], তবে মানুষ যখন এগুলির সাথে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং আত্মাও এই শর্তগুলি পূরণে সহযোগিতা করে, তখন এই শর্তগুলি নির্ধারণ করে চলার কোনও প্রয়োজন নেই। নিজেকে অবহেলা এবং অলসতাকে ভয় করতে হবে এবং এটি বিদ্রোহী ব্যক্তির মতো উপদেশ দেওয়া উচিত কারণ স্ব সহজাতভাবে বিদ্রোহী, ঐশ্বরিক আনুগত্যের প্রতি অবজ্ঞা এবং [ঐশ্বরিক] দাসত্ব থেকে বিচ্যুত। কিন্তু, উপদেশ ও শাসন করা এর ওপর কার্যকর। এই জাতীয় শর্ত আরোপ করা আত্মার লালনপালন এবং লালন-পালনের প্রাথমিক পর্যায়। এটি কাজ করার আগে জবাবদিহিতার জন্য নিজেকে কাজে নিয়ে যাচ্ছে এবং কখনও কখনও এই জবাবদিহিতা কর্মের পরে করা হয়। মুনাফা বা লোকসান নির্ধারণের জন্য যে মূল্যায়ন করা হয় এবং তার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় তাকে জবাবদিহিতা (*মুহাসাবা*) বলা হয়। অনুরূপভাবে, যদি ঈশ্বরের একজন বান্দা কারও কর্মের উপর নজর রাখে তবে এটি নির্ধারণ করে যে কেউ কম পড়েছে বা বাড়াবাড়ি (অন্যায়) করেছে কিনা তা নির্ধারণ করে, তবে এটি স্ব-জবাবদিহিতার অন্তর্ভুক্ত হয়। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, 'তোমরা (আল্লাহর) সামনে জবাবদিহি করার পূর্বে নিজের জবাবদিহি কর এবং তাদেরকে ওজন করার পূর্বে (তোমাদের আমল) ওজন কর এবং অনন্ত পরিত্রাণ বা অনন্ত অভিশাপ প্রাপ্তির বিষয়ে নিজের সম্পর্কে মহান বিচারের জন্য [কিয়ামতের দিনে] মহান [আদালতে] হাজিরার জন্য প্রস্তুত থাক। একজনের উচিত সমস্ত বিষয় বিবেচনা করা এবং তাদের মধ্যে ভালভাবে চিন্তাভাবনা করা (তাদের চূড়ান্ত ফলাফলের দিকে তাকানো) তারপর তাদের উপর কাজ করা।

নিম্ন আত্মার পর্যবেক্ষণের দ্বিতীয় স্টেশন - ধ্যান: যখন মানুষ নিজের আত্মকে উপদেশ দিয়ে শেষ করে এবং উপরে উল্লিখিত শর্তগুলি নির্ধারণ করে, তখন একজনের চিন্তার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত, অন্য কথায়, নিজের কর্মে ভালভাবে বিবেচনা করা এবং তাদের উপর গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা এবং নিজেকে রক্ষা করার দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের উপর কঠোর নজর রাখা উচিত। কারণ যদি আত্মাকে একা ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে এটি বিদ্রোহী হয়ে উঠবে এবং ক্ষতিকারক, ক্ষতিকারক এবং দুর্বল উপায়ে কাজ করবে। ধ্যান সম্পর্কে আরও আলোচনার আগে, আসুন এর শ্রেষ্ঠত্বগুলি ব্যাখ্যা করা যাক।

ধ্যানের উৎকৃষ্টতা: নবী মুহাম্মাদ (সা.) প্রধান ফেরেশতা জিবরাঈলকে *ইহসান (* শ্রেষ্ঠত্ব, সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যার উত্তরে তিনি বলেছিলেন:

أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ

"তোমরা আল্লাহর এবাদত কর যেন তোমরা তাঁকে দেখতে পাও না (কিন্তু তিনি তাঁকে দেখেন)। (বর্ণনা করেছেন *হযরত সহীহ বুখারী* ও *সহীহ মুসলিম* (রহঃ) উমর (রাঃ)

["ইহসান" বা আধ্যাত্মিকতা রাসূলের এই কথার দ্বারা প্রতীকী হয়: "ঈশ্বরকে এমনভাবে উপাসনা কর যেন আপনি তাঁকে দেখেন, এবং যখন আপনি এখনও তাঁকে দেখেন না (জীবন্ত চিরস্থায়ী চেতনা] যে তিনি সত্যই আপনাকে দেখেন"। এর অর্থ হ'ল একজন সিদ্ধ মানুষ হয় নিজের আত্মার চোখে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করার অবস্থায় থাকে বা যদি কেউ এমন উচ্চতর আধ্যাত্মিক অবস্থায় পৌঁছাতে সক্ষম না হয়, তবে সে চিরকালের চিন্তার অবস্থায় থাকে যে সে চিরকাল ঈশ্বরের দৃষ্টিতে রয়েছে। ক্রোধ, ঘৃণা, ঈর্ষা, ঈর্ষা, ঈর্ষা, অহংকার, লোভ, অবিচার, অধৈর্য, অহংকার, বর্ণবাদ, ধর্মান্ধতা, চরমপন্থা, আত্ম-ধার্মিকতা, প্রতিশোধ, কঠোর হৃদয়, অজ্ঞতা, কাপুরুষতা, মন্দ চিন্তাভাবনা, খ্যাতি / নিয়ন্ত্রণ / ক্ষমতার লোভ এবং সমস্ত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য এবং প্রবণতার মতো সমস্ত মন্দ অভ্যন্তরীণ গুণাবলী, স্বভাব এবং প্রবণতা থেকে মুক্ত করে আত্মাকে সুন্দর করার সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই আধ্যাত্মিকতা অর্জন করা যায়; এবং প্রেম, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, ক্ষমা, দয়া, সহানুভূতি, উদারতা, নম্রতা, আভিজাত্যতা, ঈশ্বর এবং সমস্ত মানুষের প্রতি আন্তরিকতা, ঈশ্বরের প্রতি আস্থা, ঐশ্বরিক স্মরণ, অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা, সমস্ত ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য এবং প্রবণতার মতো সমস্ত ভাল [অন্তর্নিহিত] গুণাবলী উদ্দীপিত করে নিজের আত্মাকে সুন্দর করে তোলে, ফলস্বরূপ ঈশ্বরের সাথে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং এইভাবে জীবনের সমস্ত বিষয়ে ঐশ্বরিক সুরক্ষা এবং নির্দেশনা লাভ করে। এটি মানব প্রাপ্তির সর্বোচ্চ স্তর যা পৌঁছানোর চেষ্টা করে, তার আত্মার মধ্যে অন্ধকারকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে এবং ফলস্বরূপ জ্ঞানের ঐশ্বরিক আলো গ্রহণ করে যার মাধ্যমে একজন জীবনের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় যেমন আমি কে, আমি কোথা থেকে এসেছি, আমি কোথায় যাচ্ছি, জীবনের উদ্দেশ্য কী, কেন ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সত্যিকারের সুখ ও সাফল্য কী? এখানেই ঈশ্বরের আন্তরিক অন্বেষণকারীরা ঈশ্বর-উপলব্ধি বা জ্ঞানের অবস্থা অর্জন করে, যা আধ্যাত্মিক অর্জনের শীর্ষস্থান, যার ফলে সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ শান্তি, অফুরন্ত সুখ এবং চিরস্থায়ী সাফল্য পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ

"এই ব্যক্তি কি জানে না যে, ঈশ্বর তাকে (তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রাণীতে) সর্বদা দেখছেন। (কুরআন, অধ্যায় 96, আয়াত 14)

إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত এবং পর্যবেক্ষণ করেন। (কুরআন, অধ্যায় 4, আয়াত 1)

আবু উসমান আল-মাগরিবি (রহঃ) বলেন, 'আধ্যাত্মিক পথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে চিন্তা, আত্ম-জবাবদিহিতা এবং রাজনীতি (জ্ঞানের মাধ্যমে) কর্ম পরিচালনা করা (অর্থাৎ সঠিক জ্ঞান অনুযায়ী নিজের কর্ম পরিচালনা)। তিনি আরও বলেন, 'যখন তোমরা মানুষের মাঝে বসো, তখন আত্মা ও হৃদয়কে উপদেশ দিয়ে বসে থাকুন [যাতে তারা ভুল চিন্তা, অনুভূতি, কথা ও কাজে বিচ্যুত না হয়], এবং তোমাদের সমাবেশে লোকেদের আগমনের দ্বারা প্রতারিত হবেন না (যেমন তারা আপনাকে আধ্যাত্মিক শিক্ষক বলে মনে করে) কারণ তারা আপনার বাহ্যিক দিকে তাকিয়ে থাকে। যখন ঈশ্বর আপনার অন্তরের (অভ্যন্তরীণ) দিকে তাকান"। মুহাম্মাদ ইবনে আলী তিরমিযী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তুমি যে সত্তা থেকে অদৃশ্য হয়ে যাও, তার প্রতি তোমার কৃতজ্ঞতা সংরক্ষণ করো, যার অনুগ্রহ তোমাদের কাছ থেকে বিলুপ্ত হয় না, যার প্রতি তোমাদের আনুগত্য সম্পর্ক রাখ যার প্রতি তোমরা অজ্ঞ নও এবং যার রাজত্ব ও ক্ষমতা তোমরা এড়িয়ে যেতে পারবে না। একজন জ্ঞানবাদী বলেছিলেন, "ঈশ্বর সেই লোকদের অনুমোদন করবেন যারা সর্বদা তাদের হৃদয়কে রক্ষা করে, যারা তাদের [তাদের কাছ থেকে উদ্ভূত সমস্ত কিছুর জন্য] তাদের জবাবদিহি করে নিজেদের বিচার করে এবং যারা তাদের আখেরাতের যাত্রার জন্য নির্ভরতা প্রস্তুত করে"। দুন নূন আল মিসরী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হলো, কিভাবে একজন বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "পাঁচটি জিনিসের মাধ্যমে: অধ্যবসায় [আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টায়] যার মধ্যে কোন বিচ্যুতি নেই, প্রচেষ্টা যার মধ্যে কোন অবহেলা নেই, প্রকাশ্যে এবং গোপনে ঈশ্বরের ধ্যান (অর্থাত্, নিজের হৃদয়ের উপর ঈশ্বরের অবিরাম দৃষ্টি অনুভব করা), কারও [অনিবার্য] মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি সহ [ঐশ্বরিক পথে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে], এবং [ঐশ্বরিকভাবে] জবাবদিহি করার আগে নিজের জবাবদিহিতা দ্বারা"।

চিন্তার বাস্তবতা এবং এর ডিগ্রি

ধ্যানের বাস্তবতা হ'ল একজন প্রহরীর (ঈশ্বর) যত্ন নেয় এবং তার সম্পূর্ণ মনোযোগ তাঁর দিকে নিবদ্ধ করে। *সুফিদের* (আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী এবং ঐশ্বরিক পথে প্রচারকারী) মতে, ধ্যান (*মুরাকাবা*) হ'ল হৃদয়ের অবস্থা যা এক ধরণের জ্ঞান (ঐশ্বরিক জ্ঞান এবং নৈকট্য) এর মাধ্যমে অর্জন করা হয়। এই অবস্থার কারণে, কিছু ক্রিয়া অঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসে এবং কিছু হৃৎপিণ্ডে জন্মগ্রহণ করে। অবস্থা হলো, হৃদয় ক্রমাগত প্রহরীর (ঈশ্বর) দিকে তাকিয়ে থাকে, তাঁর প্রতি প্রশ্রয় রাখে, তাঁর প্রতি ঝুঁকে থাকে এবং তাঁর প্রতি মনোযোগী থাকে। যে উপলব্ধি এই [অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক] অবস্থা সৃষ্টি করে তা হ'ল জ্ঞান [এবং সচেতনতা] যে ঈশ্বর হৃদয়ের রহস্য এবং এর গোপন বিষয়গুলি জানেন, তাঁর বান্দাদের কর্মের প্রতি সর্বদা নজর রাখেন এবং

তাদের স্ব থেকে নির্গত সমস্ত কর্ম সম্পর্কে সচেতন। হৃদয়ের রহস্যগুলি তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়, যেমন একজনের বাহ্যিক চেহারা মানুষের কাছে স্পষ্ট, বরং এটি ঈশ্বরের কাছে তার চেয়েও বেশি স্পষ্ট। এই বোধ যখন সমস্ত সংশয় মুক্ত প্রত্যয় হয়ে ওঠে, তখন তা হৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করে তাকে আচ্ছাদিত করে। এই আধিপত্য [নিশ্চিতকরণের] গুরুত্বপূর্ণ কারণ এমন অনেক বিষয় রয়েছে যার জন্য মানুষের প্রত্যয়তা রয়েছে, তবে তারা হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করে না, ঠিক যেমন মৃত্যুর নিশ্চয়তার জ্ঞান রয়েছে তবে এটি হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করে না। অতএব, যখন গভীর বোঝাপড়া (জ্ঞান) হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করে, তখন এটি একজন প্রহরীর (ঈশ্বর) প্রতি শ্রদ্ধা রাখার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং একজনের পুরো সত্তার দিকটি প্রহরীর দিকে ঘুরিয়ে দেয়। যারা এই জ্ঞানে প্রত্যয়তা অর্জন করেছে তারা ঈশ্বরের বন্ধু এবং অন্তরঙ্গ।

আল্লাহর অন্তরঙ্গতার ডিগ্রি (জ্ঞানবাদী): ঈশ্বরের অন্তরঙ্গতা দুই প্রকার: *সিদ্দিক* (জ্ঞানবাদী) এবং *আসহাব আল-ইয়ামিন* (ডান হাতের লোক বা ধার্মিক)। তাই তাদের চিন্তাভাবনাও দুই ডিগ্রির। একটি ডিগ্রী ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ যারা জ্ঞানবাদী (*সিদ্দিকিন*) এর অন্তর্গত। এটি ঐশ্বরিক মহত্ত্ব এবং মহিমার একটি চিন্তাভাবনা। এই ধ্যানের পরিণতি হ'ল হৃদয় ঐশ্বরিক মহিমার সাক্ষ্যে নিমজ্জিত হয় এবং তাঁর বিস্ময়ে ভেঙে যায় এবং তিনি ব্যতীত অন্যের দিকে ঝুঁকতে এর মধ্যে সামান্যতম ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকে না। এই চিন্তার কর্ম হৃদয়ে গেঁথে থাকে এবং যতদূর [শারীরিক] অঙ্গগুলির সাথে সম্পর্কিত [সুখ ও আরামদায়ক] জিনিসের প্রতিও তাদের কোনও ঝোঁক নেই, তারা কীভাবে নিষিদ্ধ এবং অবৈধ (অনৈতিক এবং অন্যায়) জিনিসের দিকে ঝুঁকতে পারে? যখন অঙ্গগুলি ঐশ্বরিক আনুগত্যের কাজগুলিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখন মনে হয় যে তারা শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং [আধ্যাত্মিক পথে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য] প্রস্তুত হয়েছে। অতএব, তাদের সঠিক পথে রাখার জন্য কোনও কৌশল [বা প্রচেষ্টার] প্রয়োজন নেই, বরং যিনি বিষয়গুলির মালিক, তিনি নিজে তাদের সংস্কার করেন। হৃদয় (মানব অস্তিত্বের) মালিক, যখন এটি প্রভুতে নিমজ্জিত হয়, তখন অঙ্গগুলি বিনা কষ্টায় তাঁর পথে চলে। যাইহোক, এটি প্রতিটি ব্যক্তির অবস্থা নয় এবং এই অবস্থা তার যার কেবল একটি উদ্বেগ রয়েছে এবং এটি ঈশ্বরের দ্বারা অন্য সমস্ত উদ্বেগ থেকে একজনকে রক্ষা করেছে। যে ব্যক্তি এই ডিগ্রী অর্জন করে সে সৃষ্টির প্রতি এতটাই বিস্মৃত হয়ে পড়ে যে, চোখ খোলা থাকলেও সে নিকটবর্তী মানুষকে দেখতে পায় না এবং বধির না হলেও তাদের কথা শুনতে পায় না। আপনি এই রাষ্ট্রগুলি তাদের মধ্যে দেখতে পাবেন যারা বিশ্বের রাজাদের (রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ) প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কিছু রাজকীয় চাকর তাদের রাজাদের সম্মান [এবং সেবা] করার জন্য এতটাই মগ্ন থাকে যে তাদের সাথে যাই ঘটুক না কেন, তারা কিছুই বুঝতে পারে না বা অনুভব করে না। এবং এই অবস্থা কেবল এই লোকদের জন্য সংরক্ষিত নয়, বরং সেই লোকেরা একই অবস্থায় রয়েছে যারা কোনও পার্থিব কাজে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন থাকে, বা এমন একটি চিন্তায় এতটাই নিমজ্জিত থাকে যে কিছু লোক চিন্তা করতে গিয়ে তাদের পথ হারিয়ে ফেলে বা তাদের গন্তব্য থেকে দূরে সরে যায় এবং তারা মনে করে না যে তারা কোথায় যাচ্ছিল এবং কী উদ্দেশ্যে তারা বাইরে গিয়েছিল। একজন জ্ঞানবাদী বলেছিলেন, "আমি কিছু লোকের পাশ দিয়ে গিয়েছিলাম যারা তীর নিক্ষেপ করছিল [খেলাধুলা হিসাবে ধনুক দিয়ে]। তাদের থেকে কিছুটা দূরত্বে একজন লোক একা বসে ছিল। আমি তার সাথে কথা বলার অভিপ্রায় নিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। তিনি (আমার উদ্দেশ্য অনুধাবন করে) বললেন, আমি তোমাদের সাথে কথা বলার চেয়ে আল্লাহর স্মরণ করাকে বেশী প্রাধান্য দিই। আমি তাকে

বললাম, 'তুমি একা বসে আছো। সে বললঃ আমার সাথে আমার পালনকর্তা এবং দু'জন ফেরেশতা রয়েছেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'যারা তীর নিক্ষেপ করছে তাদের মধ্যে কে জয়ী হতে পারে? তিনি বললেন, যাকে আল্লাহ ক্ষমা করেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'শহরের দিকে যাওয়ার পথ কোথায়? তিনি আকাশের দিকে ইঙ্গিত করলেন, অতঃপর উঠে দাঁড়ালেন এবং হাঁটতে শুরু করলেন এবং বললেন, '[হে প্রভু!] তোমার অধিকাংশ সৃষ্টিই তোমাদের সম্পর্কে অজ্ঞ। এটি সেই ব্যক্তির বক্তৃতা, যিনি ঈশ্বরকে সাক্ষ্য দেওয়ার মধ্যে নিমগ্ন থাকেন, কেবল তাঁর সাথে কথা বলেন এবং কেবল তাঁর সম্পর্কে শোনেন। এই ধরনের ব্যক্তির জিহ্বা এবং অঙ্গগুলির চিন্তার প্রয়োজন হয় না কারণ অঙ্গগুলি হৃদয়ের আদেশে চলে।

দ্বিতীয় ডিগ্রি (চিন্তন) ডান হাতের লোকদের (সৎকর্ম) মধ্য থেকে বিচক্ষণ লোকদের। এরা সেই লোক যাদের উপর এই প্রত্যয় প্রাধান্য রয়েছে যে ঈশ্বর তাদের সমস্ত বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন কিন্তু ঐশ্বরিক মহিমা এবং মহিমা প্রত্যক্ষ করে, তাদের নেশাগ্রস্ত করে না (তাদের ইন্দ্রিয় উপলব্ধি থেকে বের করে দিন), বরং, তাদের হৃদয় সংযমের স্তরে থাকে (ইন্দ্রিয় উপলব্ধির সাথে সংযম) এবং তারা কর্ম এবং অবস্থার দিকে ঝুঁকে থাকে। বরং তারা তাদের কর্মে অবিচল থাকে এবং চিন্তাভাবনা থেকে মুক্ত নয়। যাইহোক, ঈশ্বরের সাথে লজ্জা তাদের মধ্যে প্রাধান্য পায় এবং [ফলস্বরূপ] তারা বিরতি না নিয়ে এবং চিন্তাভাবনা না করে কিছু করার সাহস করে না, বা তারা এমন কিছু করতে দ্বিধা করে না [যা একটি ধার্মিক ও ধার্মিক কাজ হিসাবে করা উচিত]। উপরন্তু, তারা এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকে যা তাদের কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনার শিকার করবে। তারা কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা করে না, বরং তারা দুনিয়াকে পরকালের ক্ষেত্র বলে মনে করে এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহকে সচেতন বলে মনে করে।

আল্লাহর ব্যাপারে বান্দাদের (মানুষের) মধ্যে চিন্তার বিভিন্ন মাত্রা এগুলো। যার এই ডিগ্রি রয়েছে, তার সমস্ত গতিবিধি, স্থিরতা, চিন্তাভাবনা, মুহুর্ত এবং ক্ষমতার উপর নজর রাখা দরকার। এই দেখাটি দু'বার হওয়া উচিত: প্রথমটি অ্যাকশনের আগে এবং দ্বিতীয়টি অ্যাকশনের পরে। কর্মের আগে, একজনকে দেখতে হবে যে একজন ব্যক্তি যে কাজ করছেন তা বিশেষভাবে ঈশ্বরের জন্য করা হয়েছে নাকি নিম্ন আত্মার ইচ্ছা অনুসরণ করার জন্য বা শয়তানকে অনুসরণ করার জন্য। এই মুহূর্তে, সত্যের আলোতে সঠিক জিনিসটি প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত একজনের চিন্তাভাবনা করা উচিত। যদি কারও চলাচল (কর্ম) নিম্ন আত্মার আকাঙ্ক্ষার জন্য হয়, তবে তার উচিত ঈশ্বরের কাছে লজ্জা বোধ করা এবং তা থেকে বিরত থাকা, তারপরে তার দিকে ঝুঁকতে তার জন্য নিজেকে নিন্দা করা, সেই কর্ম সম্পর্কে খারাপ চিন্তা করা এবং ঈশ্বরের সামনে নিজেকে অপমান করার চেষ্টার নিন্দা করা।

নিম্ন আত্মার পর্যবেক্ষণের তৃতীয় অবস্থান - কর্মের পরে নিজের জবাবদিহিতা: মাইমুন ইবনে আবি মুহরান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "একজন ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়িক অংশীদারের সাথে যেমন নিজের জবাবদিহিতা না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত [আল্লাহর] বান্দাকে ঈশ্বরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। অন্য কথায়, উভয় অংশীদার তাদের ব্যবসা পরিচালনা করার পরে

অ্যাকাউন্টিং করে এবং লাভ-ক্ষতি নির্ধারণ করে। হাসান বসরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 'একজন মুমিন নিজের আত্মকে হেফাজত করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার জবাবদিহি করে। যারা দুনিয়ায় নিজেদের জবাবদিহিতা সম্পন্ন করে তাদের উপর (কিয়ামতের দিনে) জবাবদিহিতার বোঝা হালকা হবে এবং যারা তা করবে না তাদের জন্য এটি তীব্র হবে। এর পরে, তিনি আত্ম-জবাবদিহিতা ব্যাখ্যা করেছিলেন এভাবে, "একজন মুমিন কিছু পছন্দ করে এবং বলে, 'আমি আপনাকে পছন্দ করি এবং আপনাকে উপকারী মনে করি, তবে আপনার এবং আমার মধ্যে একটি বাধা (বিবেচনা এবং জবাবদিহিতা) দাঁড়িয়ে আছে'। এই জবাবদিহিতা ব্যবস্থা নেওয়ার আগে করা হয়। কখনও কখনও, মুমিন একটি ভুল করে, তারপর একজন নিজের কাছে ফিরে আসে এবং জিজ্ঞাসা করে, '[আপনার এই আমলের] সাথে আপনার উদ্দেশ্য কী ছিল? আল্লাহর কসম! তোমাদের কাছ থেকে কোন অজুহাত গ্রহণ করা হবে না এবং আল্লাহ চাইলে আমি আর কখনও এই ভুলের পুনরাবৃত্তি করব না। নিচের আয়াতটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আরও বলেছেন:

وَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلنَّفۡسِ ٱللَّوَّامَةِ

"নিজের কসম, যে নিজেকে নিন্দা করে!" (কুরআন, অধ্যায় 75, আয়াত 2)

একজন মুমিন নিজেকে তিরস্কার করে জিজ্ঞেস করে, 'এই কথাগুলো দিয়ে তোমার উদ্দেশ্য কি ছিল? আপনি যখন এটি খেয়েছিলেন তখন আপনার উদ্দেশ্য কী ছিল? এই পানীয়টি দিয়ে আপনার উদ্দেশ্য কী ছিল?' অন্যদিকে একজন অন্যায়কারী ব্যক্তি এগিয়ে যায় [যথাক্রমে যা কিছু পছন্দ করে] এবং কোন বিষয়ে নিজেকে নিন্দা করে না [এবং সে যা চায় তা করে তা সঠিক বা ভুল, উপকারী বা ক্ষতিকারক, বৈধ বা অবৈধ)। মালিক ইবনে দিনার (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি রহম করুন, যে ব্যক্তি নিজের প্রতি এরূপ কথা বলে, 'তুমি কি অমুক ভুল করেছনি? তোমরা কি অমুক অপরাধ করনি?', অতঃপর তাকে তিরস্কার করে তার উপর একটি বেঁধে দেয় এবং ঐশ্বরিক কিতাবের অধীন করে এবং এটিকে তার পথপ্রদর্শক করে তোলে। এটিও নিজেকে নিন্দা করার একটি উপায়।

নিম্ন আত্মার পর্যবেক্ষণের চতুর্থ অবস্থান - অন্যায় করার পরে আত্মাকে শাস্তি দেওয়া:
যখন একজন বান্দা [ঈশ্বরের] নিজের স্বকে জবাবদিহি করে এবং দেখে যে সে পাপ (অন্যায়) করা থেকে রেহাই পায়নি এবং ঈশ্বরের অধিকার সম্পূর্ণরূপে পূরণ করেনি, এবং যে ব্যক্তি তাকে সেই অবস্থায় একা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, কারণ যদি কেউ তাকে সেই অবস্থায় ছেড়ে দেয়, পাপ (অন্যায়) করা তার জন্য সহজ হয়ে যায় এবং নিজেরা পাপের সাথে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়বে যে সেগুলো থেকে দূরে থাকা খুব কঠিন হয়ে পড়বে। এটি সম্পূর্ণ ধ্বংসের সমতুল্য যে স্ব পাপের অভ্যাস গড়ে তোলে। তাই তাকে শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন। যেমন, কেউ যদি কামনার সাথে সন্দেহজনক খাবার খায়, তবে তার শাস্তি হচ্ছে ক্ষুধার্ত থাকা। যদি কেউ এমন কাউকে বা কোনও কিছুর দিকে তাকায় যা দেখার জন্য জায়েজ নয় তবে কোনও কিছুর দিকে না তাকিয়ে চোখকে শাস্তি দেওয়া উচিত। অনুরূপভাবে সমস্ত শারীরিক অঙ্গকে তাদের অপরাধের জন্য

শাস্তি দিয়ে, তাদের কামনা থেকে বিরত রাখা উচিত। আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীদের আখেরাতের দিকে যাত্রা করার পদ্ধতি ছিল এটি। হাসান ইবনে আবি সিনান (রহঃ) একটি নতুন ভবনের পাশ দিয়ে যাওয়া এবং শেষে কাউকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটি কখন নির্মিত হয়েছিল? এর পরে, তিনি নিজের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং তাকে বললেন, "আপনি একটি অর্থহীন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন। আমি তোমাকে এক বছরের রোজা দেব। অতএব, তিনি পুরো এক বছর ধরে [প্রতিদিন ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত] রোজা রাখতেন। মালিক ইবনে দাইহাম (রহঃ) বলেন, রাব্বাহ আল কাইসী আসরের নামাযের পর আমাদের কাছে এসে আমাদের পিতার খোঁজখবর নিলেন। আমরা তাকে বলেছিলাম যে সে ঘুমিয়ে আছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'এটা কি ঘুমানোর সময়? এই মুহূর্তে সে ঘুমাচ্ছে কেন?' এ বলে তিনি চলে গেলেন। আমরা তার পিছনে ছুটে গিয়েছিলাম যে আমাদের বাবা চাইলে আমরা জাগিয়ে তুলব। লোকটি ফিরে এসে বলল, 'সে (রাবাহ আল-কাইসী) কিছু চিন্তায় এতটাই মগ্ন ছিল যে আমি যা বলেছি তা সে শুনতে পেল না (তবুও আমি তাকে অনুসরণ করে বার্তা পৌঁছে দিলাম)। আমি দেখলাম, তিনি কবরস্থানে গিয়ে নিজেকে তিরস্কার করতে শুরু করলেন এবং বললেন, 'কেন বললে যে তিনি এই মুহূর্তে ঘুমিয়ে আছেন? এটা বলা কি আপনার উপর ফরয ছিল? যখন খুশি ঘুমাতে পারে। এ নিয়ে প্রশ্ন করার তুমি কে? এখন ঘুমানোর সময় কিনা জানেন কী? আপনি এমন একটি বিষয় নিয়ে মুখ খুলেছেন যা সম্পর্কে আপনি খুব ভাল জানেন না। আপনি একটি ভয়াবহ ভুল করেছেন এবং আমি অবশ্যই আপনাকে এর জন্য শাস্তি দেব এবং সেই শাস্তি হ'ল আমি ঘুমানোর জন্য আমার পিঠ মেঝে স্পর্শ করব না যদি না যখন আমার অসুস্থতা আসে বা আমি আমার মন হারিয়ে ফেলি। দুর্ভোগ তোমাদের! আপনি কি লজ্জা পাচ্ছেন না? কবে পর্যন্ত তুমি মানুষকে বকাঝকা করবে এবং নিজের বিভ্রান্তির বিষয়ে অবহেলা করবে? এ কথা বলার পর তিনি কাঁদতে শুরু করেন। তিনি আমাকে দেখেননি। আমি তাকে সেই অবস্থায় রেখে ফিরে এসেছি।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ (রহঃ) বলেন, এমন এক ব্যক্তি আছেন যিনি দীর্ঘকাল ধরে আল্লাহর ইবাদত করে আসছেন, আল্লাহর কাছে তার প্রয়োজন ছিল। তিনি সত্তর সপ্তাহ ধরে আধ্যাত্মিক সংগ্রাম এমনভাবে করেছিলেন যে তিনি এক সপ্তাহে মাত্র সাতটি শুকনো খেজুর খেয়েছিলেন এবং দিনরাত ঈশ্বরের উপাসনা করেছিলেন। সত্তর সপ্তাহ পরে, তিনি তার প্রয়োজনের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু তা [ঐশ্বরিকভাবে] পূরণ হয়নি। অতঃপর তিনি মনে মনে বললেন, যদি তোমার মধ্যে কোন কল্যাণ থাকত, তবে তোমার দোয়া কবুল করা হতো। এ সময় একজন ফেরেশতা (মানব রূপে) এসে তাকে বললেন, হে আদম সন্তান! তোমার এই মুহূর্তটি তোমার অতীতের সকল ইবাদতের চেয়ে উত্তম। ঈশ্বর [এখন] আপনার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেছেন [এই উপলব্ধির ফলস্বরূপ এবং দায়িত্বটি যেখানে ছিল সেখানে রেখেছেন]"। আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু (মদিনায় তার বাগানে নামায পড়ার সময়) একটি পাখির কথা ভাবতে শুরু করলেন (তার সুন্দর কিচিরমিচির শব্দ শুনে নামায শেষ করার পর তিনি নিজের দোষের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দান-খয়রাত করে দেন। বিচক্ষণ ও দূরদর্শী লোকেরা তাদের নিজেদেরকে এভাবে শাস্তি দিতেন (এর অপরাধ, মন্দ ও অন্যায়ের জন্য)। এটা আশ্চর্যজনক যে লোকেরা অন্যকে তাদের দোষ এবং অন্যায়ের জন্য শাস্তি দেয় এবং মনে করে যে যদি তারা তাদের ক্ষমা

করে দেয় তবে তারা বিদ্রোহী এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে, কিন্তু অন্যদিকে, আপনি [আপনার মধ্যে] তার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছেন, যদিও এটি আপনার সবচেয়ে খারাপ শত্রু এবং এর বিদ্রোহ অনেক বেশি, এবং এর বিদ্রোহের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতি অনেক বেশি। অন্যরা সর্বাধিক আপনার পার্থিব জীবনে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, অথচ আপনার আত্মাই আপনার [অনন্ত জীবন] ধ্বংসকারী। আপনি যদি বুদ্ধির সম্পদে অধিষ্ঠিত হন তবে আপনি এটি খুব ভাল করে জানেন যে আখেরাতের (অনন্ত) জীবন ব্যতীত অন্য কোন (বাস্তব) জীবন নেই, এতে অনন্ত ও অনন্ত নেয়ামত রয়েছে এবং [আপনার নিজের] আত্মাই এই জীবনের বিনাশকারী, তাই এটি শাস্তির অধিকতর যোগ্য।

পঞ্চম স্টেশন নিম্ন আত্মার যাচাই-বাছাই - আধ্যাত্মিক সংগ্রাম: আধ্যাত্মিক সংগ্রাম (*মুজাহাদা*) হ'ল যখন আপনি নিজের নিজের জবাবদিহিতা করেন এবং দেখেন যে আত্মা কোন পাপ (অন্যায়) করেছে, তখন তাকে সেই শাস্তি প্রদান করুন যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি আপনি দেখেন যে আত্মা আধ্যাত্মিক রুটিন (*আওরাদ* এবং *ওয়াজায়েফ* - ঐশ্বরিক স্মরণ করা, দোয়া, অত্যধিক প্রার্থনা, ঐশ্বরিক গ্রন্থ পাঠ করা, ঈশ্বরের অন্তরঙ্গদের জ্ঞান ও শিক্ষা, অন্যান্য উপাসনা এবং ভক্তি অধ্যয়ন) করার ক্ষেত্রে অলস হয়ে পড়েছে, তবে এটি আরও আধ্যাত্মিক কাজের বোঝা চাপিয়ে দিন এবং এটি অন্যান্য লিটানি এবং প্রার্থনায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করুন (*আওরাদ*) অতীতের মিস এবং ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে। যারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করতেন, তারা এমনটা করতেন। যতদূর প্রশ্ন থেকে যায় যে আপনার স্ব আপনার আনুগত্য করে না বা নিয়মিত লিটানি, প্রার্থনা এবং আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা সম্পাদনের সাথে একমত হয় না, তবে এটি নিরাময়ের উপায় কী? এর উত্তর এই যে, আপনি তাকে সেই ঐতিহ্য শিক্ষা দেন যা আধ্যাত্মিকভাবে সংগ্রাম করে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে এবং সবচেয়ে উপকারী প্রতিকার হ'ল তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে ঈশ্বরের একজন বান্দার সান্নিধ্য গ্রহণ করা যিনি ইবাদতের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন, মনোযোগ সহকারে তাদের কথা শুনুন এবং তাদের উপর কাজ করুন, এমন ব্যক্তির কর্ম পর্যবেক্ষণ করুন এবং তাদের অনুসরণ করুন।

নিম্ন আত্মার পরীক্ষার ষষ্ঠ স্টেশন - আত্মাকে নিন্দা করা: আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু আপনার মধ্যে রয়েছে এবং তা হল আত্মা। এটি [ঐশ্বরিকভাবে] তার সৃষ্টিতে এবং তার অন্তর্নিহিত প্রকৃতিতে লেখা হয়েছে যে এটি মন্দকে আদেশ দেয়, মন্দের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং ভাল থেকে পালিয়ে যায়। তাকে [ঐশ্বরিকভাবে] নির্দেশ করা হয়েছে যে, তাকে সংশোধন করতে এবং এর কুটিলতা দূর করতে এবং অত্যাচার ও ঘৃণ্য বিষয় থেকে বিরত রাখা। আপনি যদি এর লিশ আলগা করেন তবে এটি বিদ্রোহী হয়ে যাবে এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে, তখন আপনি এটি পেতে সক্ষম হবেন না। যদি তোমরা তাকে তিরস্কার কর এবং আল্লাহর প্রতিশোধকে ভয় কর, তবে সেই আত্মা নিজেই নিন্দা করবে (*নাফস আল-লাওয়ামা*) যা আল্লাহ কসম করেছেন। আশা করা যায় যে, (সংস্কার ও রূপান্তরের ক্রমান্বয়ে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে) এই আত্মা (যে নিন্দা করে) আরও বিবর্তিত হবে এবং শান্তিতে থাকা আত্মায় পরিণত হবে (*নাফস আল-মুতমাইন্না*) যাকে আল্লাহকে এমনভাবে আল্লাহর আন্তরিক বান্দাদের শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করার আদেশ

দেওয়া হয়েছে যাতে আল্লাহ তায়ালা এতে সন্তুষ্ট হন এবং আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হন। [পূর্বে উল্লিখিত আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার সাথে রূপান্তরিত হওয়ার পরে এই সমস্ত বিদ্রোহী সত্তা থেকে একটি সত্তায় আত্মার বিবর্তন এবং রূপান্তরের সমস্ত পর্যায়। অতএব, কোনও মুহুর্তে নিজের প্রতি অবহেলা করবেন না, পরিবর্তে, এর সাথে যুক্তি করুন, উপদেশ দিন, এবং এটিকে তিরস্কার করুন। যতক্ষণ না আপনি নিজের কাছে উপদেশ দেন এবং প্রচার না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার অন্যকে উপদেশ দেওয়া এবং প্রচার করা উচিত নয়। আল্লাহ তাআলা ঈসা (আঃ) এর প্রতি ওহী প্রেরণ করেন, 'হে মরিয়ম সন্তান! প্রথমে নিজেকে উপদেশ দিন এবং যখন আপনি এটি শেষ করবেন, কেবল তখনই লোকদের উপদেশ দিন, অন্যথায় আমার সাথে লজ্জা বোধ করুন।

এর পদ্ধতি হলো, আপনি যেন নিজের প্রতি মনোযোগ দিয়ে তাকে বলুন, "আপনি কত নির্বোধ এবং মূর্খ যে আপনি নিজেকে বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং জ্ঞানী মনে করেন কিন্তু আসন্ন [অনন্ত] জীবন সম্পর্কে কিছু পরিকল্পনা করেন না। জান্নাত ও জাহান্নাম তোমাদের সামনে রয়েছে এবং শীঘ্রই তোমরা তাদের একটিতে যাবে। তা সত্ত্বেও, আপনি খুশি হন, জোরে হাসেন, বৃথা প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন, যদিও, আপনি শীঘ্রই একটি বিপজ্জনক পর্যায়ের (পার্থিব অস্তিত্বের সমাপ্তি) মুখোমুখি হবেন। মৃত্যু আপনার জন্য অপেক্ষা করছে; এটি সম্ভব যে এটি আজ বা আগামীকাল আপনাকে তার খপ্পরে ফাঁদে ফেলবে। আপনি মনে করেন যে, মৃত্যু আপনার কাছ থেকে অনেক দূরে, কিন্তু এটা সম্ভব যে ঈশ্বরের জ্ঞানে এটি খুব নিকটবর্তী। তোমরা কি জান না যে, হঠাৎ মৃত্যু তোমাকে ধরে নেবে? কোন রাসূল আসবে না এবং কোন [আগাম] কোন তথ্য আসবে না। কোনো নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকবে না বা মৃত্যুর আগমনের জন্য কোনো নির্দিষ্ট মৌসুম থাকবে না। এটি রাত বা দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি যৌবন বা বার্ধক্যের জন্য নির্দিষ্টও নয়। বরং, মানুষের প্রতিটি শ্বাস শেষ হতে পারে এবং প্রতিটি মুহূর্ত মৃত্যুর অগ্রদূত হতে পারে। যদি হঠাৎ করে মৃত্যু না আসে তবে হঠাৎ করে এমন একটি অসুস্থতা দেখা দেয় যা একজনকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। অতএব তোমাদের কি হল যে তোমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও না, অথচ তা তোমাদের জুগুলার শিরা-শিরার চেয়েও নিকটবর্তী? তোমরা কি আল্লাহর এই বাণীগুলো নিয়ে চিন্তা কর না?

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۝١
مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ
يَلْعَبُونَ ۝٢ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ۗ

তিনি বলেন, 'জনগণের জবাবদিহিতার সময় এসে গেছে কিন্তু তারা এখনও অবহেলা করছে এবং এ বিষয়ে অজ্ঞ। তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে যে নতুন উপদেশ আসে, তারা তা এমনভাবে শোনে যে, তারা তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং তাদের অন্তর এর প্রতি ঝুঁকে পড়ে না। (কুরআন, অধ্যায় 21, আয়াত 1-3)

যদি তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে পাপ করার সাহস কর এই কারণে যে, আল্লাহ তোমাদের কর্মের উপর নজর রাখেন না, তবে এটা তোমাদের কুফর, আর যদি তোমরা তাঁকে তোমাদের কর্মের উপর রক্ষক হিসেবে বিবেচনা করার পরেও গুনাহ কর, তবে তা তোমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জা ও লাঞ্ছনার বিষয়। হে নিজে! যদি আপনার কোন চাকর বা [কনিষ্ঠ] ভাইবোন আপনার অবাধ্য হয় তবে আপনি কতটা রেগে যান এবং আপনি এটিকে কতটা খারাপ মনে করেন? তাহলে আপনি কীভাবে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও শাস্তির মুখোমুখি হওয়ার সাহস পান? আপনি কি মনে করেন যে আপনি ঐশ্বরিক শাস্তি মোকাবেলা করতে পারবেন? একেবারেই নয়! এটা আপনার ভুল বোঝাবুঝি। আমরা (গাজালী) যা বলছি তা যদি আপনি বিশ্বাস না করেন তবে এটি নিজে অনুভব করুন এবং কিছুক্ষণের জন্য প্রখর রোদে দাঁড়িয়ে থাকুন বা কিছু সময়ের জন্য গরম প্রকাশ্য স্নানে নিজেকে বন্ধ করুন বা আগুনের শিখার উপর আপনার আঙুল রাখুন এবং দেখুন যে আপনার এই ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতা আছে কিনা। আপনি কি ঐশ্বরিক অনুগ্রহের অধিকারী বলে আপনার বিশ্বাস দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন [মন্দতার ক্ষেত্রে আপনি যাই করুন না কেন] বা আপনার বিশ্বাস যে ঈশ্বর আপনার উপাসনার প্রয়োজন নেই? আমরা যা ভাবছি তা যদি সঠিক হয় তবে আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে কেন আপনি জাগতিক বিষয়ে ঐশ্বরিক অনুগ্রহের উপর নির্ভর করেন না এবং কেন আপনি ব্যক্তিগত কৌশল নিয়ে আসেন [এবং আপনার জাগতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা এবং প্রচেষ্টা] নিয়ে আসেন? যখন আপনার এমন একটি জাগতিক চাহিদা থাকে যা অর্থ ছাড়া সম্ভব নয়, তখন আপনি আপনার প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়ার জন্য আপনার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি কেন আপনি সেই সময় আল্লাহর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করছেন না যে তিনি আপনাকে কোন [গোপন] ধনের তথ্য দেন বা তাঁর বান্দাদের মধ্যে কাউকে আপনার সাহায্যের জন্য বশীভূত করেন, যিনি আপনার পক্ষ থেকে কোন প্রচেষ্টা ছাড়াই আপনাকে প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করবেন? তোমরা কি মনে কর যে, আল্লাহ কেবল পরকালেই দয়ালু, কিন্তু দুনিয়াতে নয়? তোমরা এটা ভাল করেই জান যে, আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন নেই এবং দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক এক। আপনারাও জানেন যে মানুষ চেষ্টা না করে কিছুই পায় না। হে অভিযুক্ত আত্মা! আপনার ভণ্ডামি বিস্ময়কর এবং আপনার মিথ্যা দাবিগুলি আশ্চর্যজনক! আপনি আপনার জিহ্বা দিয়ে বিশ্বাসের দাবি করেন, কিন্তু আপনার উপর কপটতার প্রভাব স্পষ্ট! এখন তোমরা জগতের সন্ধানে মগ্ন কুকুরের ন্যায় হাড় চিবানোর কাজে ব্যস্ত, তার চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ, প্রতারণাপূর্ণ অহংকারের সাথে আখেরাতকে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করে এবং [অনিবার্য] মৃত্যুর পরে [পরাক্রমশালী] ঘটনাগুলোকে তুচ্ছ বলে উপেক্ষা করেছ। এটা ঈমানের নিদর্শন নয়। দেখে মনে হয় যে, তোমরা কিয়ামতের প্রতি ঈমান আনবে না এবং আপনি মনে করেন যে, মৃত্যুর পর তোমরা সকল কারাগার ও কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে। আপনার এই ধারণা ভুল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

أَيَحۡسَبُ ٱلۡإِنسَٰنُ أَن يُتۡرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾
أَلَمۡ يَكُ نُطۡفَةٗ مِّن مَّنِيّٖ يُمۡنَىٰ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةٗ فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنۡهُ
ٱلزَّوۡجَيۡنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰٓ ﴿٣٩﴾ أَلَيۡسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحۡـِۧيَ ٱلۡمَوۡتَىٰ ﴿٤٠﴾

মানুষ কি মনে করে যে, একজনকে একা ছেড়ে দেওয়া হবে (দুনিয়ায় তার কর্মের জন্য জবাবদিহি না করে)? এই ব্যক্তিটি কি কেবল শুক্রাণুর ফোঁটা [গর্ভে] ছিল না যা পরে [গর্ভে] জমাট বাঁধা রক্তের টুকরো হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে (মানুষের) সৃষ্টি করলেন, অতঃপর তাকে দুই প্রকারে বিভক্ত করলেন : পুরুষ ও নারী। আল্লাহ কি মৃতকে পুনরুত্থিত করতে সক্ষম নন? (কুরআন, অধ্যায় 75, আয়াত 36-40)

আপনি যদি মনে করেন যে আপনাকে অস্পৃশ্য রেখে দেওয়া হবে তবে এটি আপনার অজ্ঞতা এবং অবিশ্বাস। নিজের সম্পর্কে চিন্তা করুন যে আপনি সর্বদা এখন যেভাবে আছেন তেমন ছিলেন কিনা? আপনার বাস্তবতা কী ছিল? তুমি শুধুই শুক্রাণু ফোঁটা ছিলে! আপনি সেই [শুক্রাণু ফোঁটা] থেকে আপনার অস্তিত্ব পেয়েছেন। অতঃপর কি আল্লাহর পক্ষে মৃত্যুর পর তোমাদেরকে জীবন দান করা সম্ভব নয়? আপনি যদি মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস করেন, তাহলে কেন আপনি এর জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন না? আমরা যখন দেখি যে কোনও শিশু যদি আপনাকে বলে যে আপনার পোশাকে একটি বিচ্ছু রয়েছে তবে আপনি ঠিক সেই মুহূর্তে আপনার জামাকাপড় বের করে ফেলে দেন এবং আপনি কোনও প্রমাণ চান না বা কোনও যুক্তি চান না। নবী, পণ্ডিত, জ্ঞানী ও জ্ঞানবাদীদের বাণীর কি এতটা গুরুত্ব নেই যা আপনার চোখে শিশুটির (আপনার পোশাকে বিচ্ছু সম্পর্কে) কথা বলে, যাকে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ অনভিজ্ঞ এবং পূর্ণ বুদ্ধির অভাব বলে অভিহিত করে? এই বুদ্ধিমত্তা কি এবং এটিকে কি একজন বুদ্ধিমান মানুষের আচরণ বলা যেতে পারে? আমরা এটি এতটাই বলছি যে যদি আপনার অবস্থা পশুদের কাছে প্রকাশিত হয় তবে তারা আপনাকে উপহাস করবে এবং আপনার বুদ্ধি এবং উপলব্ধির জন্য শোক করবে!

হে হতভাগ্য আত্মা! আপনি যদি এই সমস্ত কিছুতে বিশ্বাস করেন এবং সেগুলোকে সত্য বলে মনে করেন, তবে মৃত্যু অতর্কিত অবস্থায় লুকিয়ে থাকা সত্ত্বেও কেন আপনি সেগুলির উপর কাজ করতে এগিয়ে যাচ্ছেন? এটা সম্ভব যে এটি আপনাকে অনুতপ্ত করার সুযোগ না দিয়ে আপনাকে ছিনিয়ে নেয়। আপনার যদি মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চয়তা থাকে এবং জানেন যে এটি হঠাৎ আসতে পারে, তবে আপনি কেন অলস হয়ে বসে আছেন (কিছুই করছেন না)? আমরা যদি স্বীকার করি যে ঈশ্বর আপনাকে একশো বছরের জীবনের অবকাশ দিয়েছেন, তবে এই শত বছরের দীর্ঘ সময়কাল কি সংগ্রাম ছাড়াই সম্পূর্ণ হতে পারে এবং বাস্তবে না করে কি কিছু স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হবে? যদি আমরা স্বীকার করি যে আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা এবং প্রচেষ্টা জীবনের শেষ অংশে [বৃদ্ধ বয়সে] উপকারী যা একজনকে উচ্চতর আধ্যাত্মিক ডিগ্রির দিকে নিয়ে যায়, তবে আমরা কীভাবে জানি যে এটি সম্পাদন করার জন্য আপনার জীবন অবশিষ্ট থাকবে? আমরা মনে করি যে আপনি কামনা থেকে বিরত থাকতে চান না, এবং আপনি কামনা থেকে নিজেকে থামানোর জন্য কষ্ট খুঁজে পান। আপনি যদি এমন একটি দিনের জন্য অপেক্ষা

করেন যখন কামনার বিরোধিতা করা বেদনাদায়ক হবে না তবে এমন দিন আসবে না। আল্লাহ এমন কোন দিন সৃষ্টি করেননি এবং সৃষ্টি করতেনও না। জান্নাত অপ্রীতিকর ও অপছন্দনীয় জিনিস, কষ্ট ও কষ্টে পরিবেষ্টিত এবং এসব বিষয় নিজের জন্য সহজ নয়।

হে নিজে! তোমরা তোমাদের পবিত্র কর্ম আগামীকালের জন্য স্থগিত করে রেখেছ। কতগুলি আগামীকাল ইতিমধ্যে এসেছে এবং আজকের দিনে রূপান্তরিত হয়েছে, কিন্তু আপনি একটুও এগোননি [অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুতির জন্য কিছু করার দিকে] এবং এখনও আগামীকালের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ব্যস্ত? আমরা মনে করি না যে আপনি আগামীকালের কোন কাজে কাজ করতে পারবেন না, বরং আপনি কোন [সৎকর্ম] কাজ করতে অক্ষম, কারণ কামনা একটি বৃক্ষের মতো যার শিকড় প্রতিদিন শক্তিশালী হয়ে উঠছে। যখন এটি একটি [ছোট] গাছ বা দুর্বল গাছ অবস্থায় উপড়ে ফেলা হয় এবং ফেলে দেওয়া হয়, তখন এতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যখন এটি একটি বিশাল গাছে পরিণত হয় এবং এর শিকড়গুলি মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর শাখাগুলি আকাশের দিকে প্রশস্ত এবং উঁচুতে চলে যায়, তখন তাকে উপড়ে ফেলা আর সহজ হয় না। এটা ঠিক যেমন একজন যুবক গাছ উপড়ে ফেলতে চায় এবং বৃদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন তা পোস্ট করে থাকে এবং বৃদ্ধ বয়সে গাছ উপড়ে ফেলার চেষ্টা করলে সে তা করতে অক্ষম হয়। প্রথমত, কারণ একজন বৃদ্ধ হয়ে গেছে, এবং দ্বিতীয়ত, গাছটি জমিতে দৃঢ়ভাবে শিকড় গেড়ে গেছে। এ থেকে জানা যায়, যৌবনে যে গাছ উপড়ে ফেলতে পারেননি, বৃদ্ধ বয়সে উপড়ে ফেলতে পারবেন না। বাস্তবতা হলো, বার্ধক্যের আধ্যাত্মিক সংগ্রাম এক প্রচণ্ড কষ্ট। হে নিজে! আপনি যদি এসব সুস্পষ্ট বিষয় বুঝতে না পারেন এবং পূর্বাভাস (স্থগিতকরণ) আপনার অভ্যাস বানিয়ে নেন, তাহলে আপনি নিজেকে জ্ঞানী মনে করছেন কেন? স্পষ্টভাবে পরিষ্কার বিষয়গুলি বুঝতে না পারার চেয়ে বড় বোকামি আর কী হতে পারে? হয়তো আপনি বলবেন, 'আমি সৎকর্ম চালিয়ে যেতে পারি না, কারণ কামনার ভোগের লোভ আমার আছে এবং কষ্ট ও কষ্টের সাথে ধৈর্য ধরা আমার জন্য অত্যন্ত কঠিন'। আপনার এই কথাটি অত্যন্ত বোকামি। যদি আপনার কামনা ও সুখভোগের লোভ থাকে, তবে কেন আপনি সেই কামনা এবং সুখের সন্ধান করছেন না যা চিরকাল থাকবে এবং [উপরন্তু] তারা সমস্ত অপবিত্রতা এবং কাদা থেকে মুক্ত? কিন্তু এসব কামনা জান্নাতে পাওয়া যায়, দুনিয়ায় নয় এবং তা অর্জনের উপায় হচ্ছে দুনিয়ার কামনাকে উপেক্ষা করা, অন্যথায়, কখনও কখনও, একটি [সন্দেহজনক] টুকরোর কারণে অনেকগুলি টুকরো থেকে বঞ্চিত হতে হয়। কেউ যতই দীর্ঘ জীবন পেলুক না কেন, আখেরাতের সীমাহীন অনন্ত জীবনের তুলনায় দুনিয়ার জীবন সীমিত।

যদি তোমাদের জন্য কোন আশ্রয়স্থল থাকে, তবে তা আল্লাহর কাছে আশ্রয়স্থল। যদি মোক্ষের কোন পথ থাকে, তবে তা ঈশ্বরের দিকে যায়। তিনিই তোমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ও উদ্ধারকর্তা। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি আপনার উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারেন এবং তিনিই আপনার অনুরোধে সাড়া দিতে পারেন। তাঁর সামনে মাথা নত কর, তাঁর সামনে নম্রতা ও নম্রতা রাখুন। যতটুকু তোমাদের অজ্ঞতা আছে এবং যতটুকু পাপ আছে (এবং অন্যায়) আছে, ততটুকু তাঁর সামনে কাঁদবে, কারণ যে ব্যক্তি তাঁর সামনে কাঁদে এবং তাঁর সামনে নম্র হয়, সেই ব্যক্তিই তিনি তাঁর রহমত দান করেন। যে ব্যক্তি তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, তিনি বাধ্য ও অভাবগ্রস্তদের দোয়া কবুল করেন। আজ তোমরা তাঁর দিকে বাধ্য হয়েছ এবং তাঁর রহমতের

অভাবী হয়ে পড়েছ। বাকি সব পথ অবরুদ্ধ হয়ে গেছে এবং অন্য সব পথ সংকীর্ণ হয়ে গেছে। নিজের নিন্দাও কার্যকর নয়। আপনি যার কাছে প্রার্থনা করেন তিনি দয়ালু এবং দয়ালু। তাঁর করুণা অসীম ব্যাপকতা ধারণ করে। তাঁর উদারতা কখনো শেষ হয় না, এবং তাঁর ক্ষমা সর্বব্যাপী। অতঃপর তোমরা তোমাদের দু'হস্ত প্রসারিত করো এবং বলবে, হে পরম করুণাময়! হে পরম করুণাময়! হে সহনশীল! হে মহান! হে দয়ালু! আমি পাপী, মন্দ কর্মকারী, অন্যায় করি। আমার বিদ্রোহ সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে এবং আমি নির্লজ্জতার সীমা পর্যন্ত পাপের জন্য সাহস করছি। হে আল্লাহ! চারিদিক থেকে হতাশ হওয়ার পরে, আমি আপনার দরবারে উপস্থিত আছি এবং আপনার সামনে নম্রতা, নম্রতা, অভাব এবং দারিদ্র্যের সাথে কাঁদছি। দয়া করে আমার দিকে তাড়াতাড়ি সাহায্য করুন, আমার কষ্ট দূর করুন, আমাকে আপনার রহমতের নিদর্শন দেখান, আমাকে আপনার ক্ষমা করুন এবং আমাকে আপনার আশ্রয়ের শক্তি দান করুন। হে নিজে! তোমরা কাঁদতে ও তোমার লাঞ্ছনা ও দুঃখ প্রকাশ করতে তোমার পিতা আদম (আঃ) এর অনুসরণ কর।

ধার্মিক পূর্বসূরিরা যে ধার্মিক পূর্বসূরিরা অনুসরণ করেছিলেন তা স্বকে কাজে নেওয়ার এটি পদ্ধতি। ঈশ্বরের কাছে তাদের অনুরোধের উদ্দেশ্য ছিল ঐশ্বরিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করা এবং নিজেকে কাজে নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে সতর্ক করা। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ এবং নিজেকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে অবহেলা করে সে আত্মার সাহায্যকারী নয়, এবং এর উপর ঐশ্বরিক অসন্তুষ্টিও শীঘ্রই স্পষ্ট হয়ে উঠবে [সাধারণত কঠিন পরিস্থিতি এবং জীবনে অসহনীয় চ্যালেঞ্জ আরোপ করে]।

অধ্যায় 19- গভীর অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন এবং আলোচনা অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং আধ্যাত্মিক রূপান্তরের জন্য অপরিহার্য

প্রতিফলন হ'ল আরেকটি অপরিহার্য আধ্যাত্মিক গুণ যা আত্ম-সচেতনতা এবং অভ্যন্তরীণ শান্তির দিকে পরিচালিত করে। পরিচিত বিষয়ের প্রতিফলন এবং চিন্তাভাবনা অজানার সচেতনতার নতুন দিগন্ত খুলে দেয়, এইভাবে বিষয়গুলিতে নতুন অন্তর্দৃষ্টি বিকাশ করে। সত্যের ভোরের সাথে সাথে আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি প্রতিফলনের অবস্থায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রতিফলন গভীর অভ্যন্তরীণ সচেতনতা, জ্ঞান, বোঝাপড়া এবং প্রজ্ঞাকে উত্সাহিত করে। মানব সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর ইতিবাচক প্রভাবগুলি অবমূল্যায়ন করা যায় না কারণ প্রতিফলিত ব্যক্তি একজন বিবেকবান ব্যক্তি, যিনি প্রতিটি পদক্ষেপের আগে ইচ্ছাকৃত হন এবং কারও ক্ষতি না করার বিষয়ে সচেতন হন। এই বিষয়ে গাজ্জালীর বিস্ময়কর ব্যাখ্যা এখানে তাঁর *মহান রচনা "ইহ্যা আল-উলুম আদ-দীন*" বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" এর চতুর্থ খণ্ডের নবম গ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে সরবরাহ করা হয়েছে:

গভীর *অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন* (তাফাক্কুর) *এবং আলোচনা* (তাডাব্বুর)

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, এক মুহূর্তের জন্য গভীর চিন্তাভাবনা ও বিবেচনা পুরো ইবাদতের বছরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তাআলা ফিকারের উপর ব্যাপকভাবে জোর দিয়েছেন (গভীর অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বা কোনও বিষয়ে গভীরভাবে, নিয়মতান্ত্রিকভাবে এবং বিশদে চিন্তা করা, কারণ এটি হৃদয়ের আলো, আত্মার জন্য পুষ্টি এবং আধ্যাত্মিক রূপান্তর ও আরোহণের পথকে আলোকিত করে জ্ঞানের সারমর্ম), *তাদাব্বুর* (সত্যে পৌঁছানোর জন্য বিষয়গুলির গভীরে আলোচনা বা গভীরভাবে তাকানো), সাক্ষ্য দেওয়া, এবং প্রত্যয়িতা। এটি পরিষ্কার করা হোক যে প্রতিফলন [আধ্যাত্মিক]

আলোকসজ্জার চাবিকাঠি, অভ্যন্তরীণ অন্তর্দৃষ্টির সূচনা বিন্দু (*বসিরাহ),* জ্ঞান দখলের জন্য একটি জাল এবং আধ্যাত্মিক রত্ন (মা'*আরিফ)* এবং গভীর অভ্যন্তরীণ অর্থ (মা'*আনি)* শিকার করার একটি উপায়। লোকেরা সাধারণত জানে না কীভাবে প্রতিফলিত করতে হয়, কোন বিষয়গুলিতে প্রতিফলিত করতে হয়, কেন তারা প্রতিফলিত করে, প্রতিফলন থেকে কী চাওয়া হয়, এটি কি নিজের মধ্যে চাওয়া হয় নাকি এটি কোনও ফলাফলের উদ্দেশ্য? যদি কোনও ফলাফলের জন্য এটি প্রয়োজন হয়, তবে সেই ফলাফলটি কী - তা জ্ঞান বা অভ্যন্তরীণ [আধ্যাত্মিক] অবস্থা বা উভয়ই হোক। এই সমস্ত তথ্য ব্যাখ্যা করা একটি অভিযান। আমরা প্রথমে আলোচনার বাস্তবতা ব্যাখ্যা করব, তারপরে আমরা এর ফলাফল সম্পর্কে কথা বলব, তারপরে আমরা প্রতিফলনের বিষয়গুলিতে আলোকপাত করব।

প্রতিফলনের শ্রেষ্ঠত্ব: ঈশ্বর তাঁর কিতাবের অনেক জায়গায় চিন্তাভাবনা এবং প্রতিফলনের আদেশ দিয়েছেন এবং প্রতিফলিত লোকদের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন:

ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ

ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَـٰذَا بَـٰطِلًا

"তারাই হচ্ছে তারাই যারা দাঁড়িয়ে, বসে, মিথ্যা বসে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা করে এবং যখন তারা দৃঢ়তার সাথে বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি এর কোনওটিই বৃথা সৃষ্টি করেননি [বরং, এর সৃষ্টির পরে যা কিছু আছে তার পিছনে একটি শক্তিশালী উদ্দেশ্য এবং ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা রয়েছে)। (কুরআন, অধ্যায় 3, আয়াত 191)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কিছু লোক আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করছে। তিনি তাদের বললেন, "ঈশ্বরের সৃষ্টির কথা চিন্তা কর, কারণ তোমরা ঈশ্বর সম্পর্কে সঠিক অনুমান করতে সক্ষম নও"। (বর্ণনা করেছেন *হাদীস* সংকলন *আবু নাঈম ফি আল-হিলিয়া)*

হযরত উবায়েদ ইবনে উমাইর (রাঃ) আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয়টি আমাকে বলুন। এ কথা শুনে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদতে শুরু করলেন এবং বললেন, তার সম্পর্কে সবকিছুই অদ্ভুত ছিল! একদিন রাতে তিনি আমার কাছে এলেন যতক্ষণ না আমার শরীর তাঁর শরীর স্পর্শ করে, তখন তিনি বললেন, হে আয়েশা! আমাকে ছেড়ে দাও, যাতে আমি আমার পালনকর্তার ইবাদত করতে পারি। এরপর তিনি চামড়ার ব্যাগে থাকা পানি দিয়ে ওজু করেন, তারপর প্রার্থনায় উঠে দাঁড়িয়ে এতটাই কাঁদলেন যে তাঁর দাড়ি ভিজে গেল [অশ্রুতে]। অতঃপর তিনি সিজদা করে কাঁদতে লাগলেন, যতক্ষণ না তিনি নামাযের সময় সিজদা করলেন। অতঃপর (নামায শেষ করার পরে) তিনি (কিছুটা বিশ্রামের জন্য) শুয়ে থাকলেন যতক্ষণ না বিলাল (রাঃ) তাকে ভোরের (ভোরের পরে কিন্তু সূর্যোদয়ের আগে) নামাযের কথা জানাতে [দরজায়] এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তুমি কাঁদছ কেন? আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের

সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, হে বিলাল! আমি কেন কাঁদব না? আজ রাতে, আল্লাহ আমার কাছে এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেছেন:

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ

নিশ্চয় নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের বিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (কুরআন, অধ্যায় 3, আয়াত 190)

অতঃপর তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি এই আয়াতটি পড়ে কিন্তু তা নিয়ে চিন্তা করে না, তার জন্য বড় ক্ষতি হয়েছে। (বর্ণনা করেছেন *হাদীস* সংকলন *সহীহ ইবনে হাব্বান* রাদিয়াল্লাহু আনহু

ফুযাইল ইবনে আয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "প্রতিফলন হচ্ছে এমন একটি আয়না, যেখানে তোমরা তোমাদের পবিত্র ও মন্দ কাজ দেখতে পাও। হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি অনেক চিন্তা কর এবং চিন্তা কর। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "ধ্যান বুদ্ধির মূল"। সুফিয়ান ইবনে আয়েনিয়াহ (রহঃ) বলতেন, 'মানুষের যদি প্রতিফলন থাকে, তাহলে সে সবকিছু থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তাউস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈসা (আঃ) এর শিষ্যগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর আত্মা! আজ কি পৃথিবীতে তোমার মতো আর কেউ আছে? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। সে ব্যক্তি আমার মতো, যার কথাবার্তা ঐশ্বরিক স্মরণ, যার নীরবতা প্রতিফলন, আর যার দৃষ্টি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছে (*ইবরাহ) /* বাশার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'মানুষ যদি আল্লাহর মহিমা নিয়ে চিন্তা করে, তবে তারা কখনো আল্লাহর অবাধ্যতা করবে না। হাসান আল-বসরী (রহঃ) বলেন, 'বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ব্যক্তিরা ঐশ্বরিক স্মরণের মাধ্যমে চিন্তাভাবনা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং যতক্ষণ না তাদের হৃদয় থেকে প্রজ্ঞা বের হয়। জুনায়েদ (রহঃ) বলেন, 'সবচেয়ে চমৎকার ও শ্রেষ্ঠতর সমাবেশ হচ্ছে সেই সমাবেশ, যেখানে প্রতিফলনের ঘোড়া ঐশ্বরিক একত্বের (তাওহীদ) মাঠে ছুটে যায়, ঐশ্বরিক জ্ঞানের বাতাস ভোগ করে, ঐশ্বরিক প্রেমের সাগর থেকে প্রেমের দ্রাসায়ন পান করা হয় এবং সৎ মতামতের এক ঝলক (*হুসন আল-দুন*)) আল্লাহর উপর নিক্ষেপ করা হয়েছে"। ইমাম শাফায়ী (রহঃ) বলেন, 'বিষয়গুলো সঠিকভাবে দেখলে ভুল থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, মতের দৃঢ়তা (তথ্যের ভিত্তিতে) অনুশোচনা থেকে রক্ষা করে, চিন্তাভাবনা ও বিবেচনা (যারা তাদের কাজে লাগায়) তার প্রজ্ঞা ও সতর্কতা দেখায়, বুদ্ধিমান লোকদের সাথে পরামর্শ অধ্যবসায় ও দৃঢ় অন্তর্দৃষ্টি জোগায়, তাই [কিছু করার] সংকল্প করার আগে চিন্তা করা, করার আগে চিন্তাভাবনা করা এবং সম্পাদনের আগে পরামর্শ করা"।

প্রতিফলনের বাস্তবতা এবং এর ফল: প্রতিফলনের অর্থ হ'ল হৃদয়ে দুটি বোধগম্যতা উপস্থিত থাকে যাতে তারা তৃতীয় বোধগম্যতা তৈরি করে। এর দৃষ্টান্ত হলো, যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেয়, সে এই উপলব্ধি অর্জন করতে চায় যে, দুনিয়াকে গ্রহণ করার চেয়ে (পার্থিব জীবনে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হওয়া) আখেরাতকে গ্রহণ করা উত্তম, তাহলে সেই বোধ অর্জনের চারটি পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমত, অন্য কারো কাছ থেকে শোনা যে, দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া, এ ধরনের লোকের অনুসরণ করা এবং এর বাস্তবতা না বুঝে তা নিশ্চিত করা এবং নিজের কাজের মাধ্যমে কেবল এমন ব্যক্তির উপর আস্থা রাখা এবং [ফলস্বরূপ] আখেরাতের দিকে ঝুঁকতে হবে। একে 'অনুসরণ' (*তাকলিদ)* বলা হয়, 'বোধগম্যতা' (মা'*রিফা)* নয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, যে বস্তু থাকবে

(চিরস্থায়ী) তাকে প্রাধান্য দেওয়াই উত্তম, এবং অতঃপর জেনে রাখা উচিত যে, আখেরাত চিরকাল থাকবে। এই দু'টি বোঝার মাধ্যমে তৃতীয় যে ধারণা অর্জিত হবে তা হলো, আখেরাতকে প্রাধান্য দেওয়াই উত্তম। এই [তৃতীয়] বোঝাপড়া প্রথম দুটি ছাড়া সম্ভব নয় এবং তৃতীয়টি তৈরি করার জন্য এই দুটি [বোধগম্যতা] হৃদয়ে উপস্থাপন করা "প্রতিফলন", বিশ্বাস, বিরতি [চিন্তাভাবনা করা] এবং বিবেচনা হিসাবে উল্লেখ করা হয়। যতদূর বিবেচনা, বিরতি এবং প্রতিফলনের সাথে সম্পর্কিত, এগুলি একই অর্থ বোঝায় এমন বিভিন্ন শব্দ। প্রতিফলনের সুবিধা হ'ল এটি জ্ঞান বৃদ্ধি করে এবং এমন বোঝাপড়া দেয় যা আগে বিদ্যমান ছিল না। যখন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিষয়গুলি হৃদয়ে একত্রিত হয় এবং একটি নির্দিষ্ট ক্রমে একত্রিত হয় তখন এটি একটি নতুন বোঝাপড়ার জন্ম দেয়। অন্য কথায়, একটি বোধগম্যতা অন্য বোধগম্যতার ফল বা ফলাফল, এবং যখন নতুন বোধগম্যতা একটি ভিন্ন [পূর্ববর্তী] বোঝার সাথে মিলিত হয় তখন এটি থেকে আরও একটি নতুন বোধগম্যতার জন্ম হয়। এই ফলাফল এবং ফল, জ্ঞান, বোঝাপড়া এবং প্রতিফলনগুলি এইভাবে বৃদ্ধি পায় যতক্ষণ না মৃত্যু এর অবসান ঘটায় বা কিছু বাধা আসে যা এই পথকে বাধা দেয়। এই পদ্ধতিটি এমন ব্যক্তির জন্য উপকারী যিনি জ্ঞান থেকে উপকার অর্জন করেন এবং প্রতিফলনের উপায়ের সাথে পরিচিত। বেশিরভাগ মানুষ জ্ঞানের প্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত হয় কারণ তাদের মূলধন নেই, অন্য কথায়, তাদের সেই বোধগম্যতা নেই যা অন্যান্য [নতুন] বোধগম্যতার জন্ম দেয়। এর দৃষ্টান্তটি এমন একজন ব্যক্তির যার ব্যবসায়িক পণ্য নেই এবং [ফলস্বরূপ] মুনাফা অর্জন থেকে বঞ্চিত থাকে। কিছু লোকের বোঝাপড়ার মূলধন থাকে, তবে তারা তাদের সঠিক ব্যবহারের সাথে পরিচিত নয় বা তারা জানে না যে কীভাবে অন্যান্য বোঝাপড়াকে উত্সাহিত করার জন্য তাদের সঠিক ক্রমে রাখতে হয়। অতএব, তারা তাদের মূলধন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় না [যার ফলে এটি স্থবির হয়ে পড়ে]। এই পুঁজি ব্যবহার করার পদ্ধতি এবং এটি ব্যবহার করে এক বোধগম্যতা থেকে অন্য বোধগম্যতা অনুমান করার জন্য হৃদয়ে স্বভাবগতভাবে প্রকাশিত হয় যেমন এটি নবীদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছিল, তবে আজকাল এটি বিরল হয়ে উঠেছে। [বোঝার মূলধন ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি] কখনও কখনও অনুশীলন এবং শেখার মাধ্যমে আসে এবং এটি এখন সবচেয়ে সাধারণ উপায়। কখনও কখনও এমনও ঘটে যে ব্যক্তি চিন্তা করে, বোধগম্যতার অধিকারী এবং সেই বোধগম্যতার ফলাফল এবং ফলগুলিও অর্জন করে, কিন্তু তা অর্জনের অনুভূতি জানে না বা অন্যের কাছে এটি প্রকাশ করার উপায়ও জানে না কারণ তিনি প্রকাশ করার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত।

প্রতিফলনের ফল এবং ফলাফল: এই আলোচনার সারসংক্ষেপ হ'ল প্রতিফলনের অর্থ হ'ল তৃতীয়টি অর্জনের জন্য হৃদয়ে দুটি বোঝাপড়া আনা। ধ্যানের ফল (ফলাফল) জ্ঞান, অভ্যন্তরীণ অবস্থা বা [ভাল, মহৎ এবং ধার্মিক] কর্ম বা তিনটিই হতে পারে। তবে এর বিশেষ পরিণতি কেবল জ্ঞান। অবশ্যই, যখন হৃদয় দ্বারা জ্ঞান অর্জন করা হয়, তখন হৃদয়ের অবস্থা পরিবর্তিত হয়, এবং যখন হৃদয়ের অবস্থা পরিবর্তিত হয়, তখন [শারীরিক] অঙ্গগুলি থেকে উদ্ভূত ক্রিয়াগুলিও পরিবর্তিত হয়, যেন ক্রিয়া [অভ্যন্তরীণ] অবস্থার অধীন, এবং অবস্থা জ্ঞানের অধীন, এবং জ্ঞান প্রতিফলনের অধীন, এবং প্রতিফলন হ'ল সমস্ত ভাল জিনিসের উত্স এবং তাদের চাবিকাঠি [যা তাদের উন্মোচন করে]। এটি প্রতিফলনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে এবং এর থেকে এটাও জানা যায় যে প্রতিফলন ঐশ্বরিক স্মরণ চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কারণ প্রতিফলনের মধ্যে ঐশ্বরিক স্মরণ [অন্তর্নিহিত] রয়েছে এবং অতিরিক্ত কিছু রয়েছে। যাইহোক, হৃদয়ের ঐশ্বরিক স্মরণ [কেবল

জিহ্বার বিপরীতে] অঙ্গগুলির ক্রিয়াকলাপের চেয়ে উত্তম। তবুও, প্রতিফলন সমস্ত কর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর, তাই বলা হয়েছে যে প্রতিফলনের একটি মুহূর্ত পুরো বছরের উপাসনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিছু জ্ঞানী লোক বলে যে, প্রতিফলিত ব্যক্তি হলেন তিনি, যিনি হৃদয়কে নিন্দনীয় বিষয় (গুণাবলী এবং চরিত্রের বৈশিষ্ট্য) থেকে প্রশংসনীয় জিনিসগুলিতে (গুণাবলী এবং চরিত্রের বৈশিষ্ট্য) স্থানান্তরিত করেন (স্থানান্তরিত করেন) এবং এটিকে লোভ থেকে সংযম [জাগতিকতা থেকে] এবং তৃপ্তির দিকে ঘুরিয়ে দেন। কেউ কেউ বলেন যে ধ্যান বলতে [হৃদয়ের চোখে ঐশ্বরিক] (*মুশাহাদা*) এবং ধার্মিক ভয়, শ্রদ্ধা এবং আল্লাহকে ভয় (*তাকওয়া*) বোঝায়।

আপনি যদি প্রতিফলনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের পরিবর্তনের অবস্থা জানতে চান, তবে এর উদাহরণটি আখেরাত সম্পর্কে পূর্বে উল্লিখিত উদাহরণের মতোই। এই দৃষ্টান্ত নিয়ে চিন্তাভাবনা করে জানা যায় যে, আখেরাতকে প্রাধান্য দেওয়াই শ্রেয়। এই উপলব্ধি যখন আমাদের অন্তরে দৃঢ়তার সাথে প্রোথিত হয়, তখন তারা নিজেরাই আখেরাতের ভালবাসা এবং দুনিয়ায় সংযমের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আমরা এই প্রবণতাকে [অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক] অবস্থার সাথে ব্যাখ্যা করেছি। এই বোধগম্যতার পূর্বে অন্তরের অবস্থা এমন ছিল যে, সে ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষণস্থায়ী (দুনিয়া) পছন্দ করত এবং এর প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং আখেরাতের প্রতি মোহভঙ্গ ছিল এবং এর প্রতি খুব কম ঝোঁক ছিল। যাইহোক, যখন এই উপলব্ধি অর্জিত হয়েছিল, হৃদয়ের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়েছিল, তার উদ্দেশ্য এবং তার প্রবৃত্তিতে একটি রূপান্তর ঘটেছিল। অতঃপর অভিপ্রায়ের রূপান্তর অঙ্গগুলিকে জগৎকে একপাশে সরিয়ে আখেরাতের কর্মের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য করে।

পাঁচ ডিগ্রী প্রতিফলন

প্রতিফলনের পাঁচটি ডিগ্রী রয়েছে - প্রথমটি একত্রিত করা, অন্য কথায়, হৃদয়ে [আগের থেকে] দুটি বোঝাপড়া একত্রিত করা; দ্বিতীয়টি প্রতিফলন যা প্রথম দুটি বোঝাপড়া থেকে একটি নতুন বোধগম্যতা অর্জন করা; তৃতীয় ডিগ্রী হ'ল বোধগম্যতা অর্জন করা এবং তা দ্বারা হৃদয়কে আলোকিত করা; চতুর্থ ডিগ্রী হ'ল হৃৎপিণ্ড তার পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হয় এবং বোধগম্যতার আলোকসজ্জা পাওয়ার পরে রূপান্তরিত হয়; এবং পঞ্চম ডিগ্রী হ'ল [শারীরিক] অঙ্গগুলি তার পরিবর্তিত অবস্থা অনুসারে হৃদয়কে পরিবেশন করে। লোহার সাথে একটি পাথরকে আঘাত করলে আগুন তৈরি হয় যা তার আলো দিয়ে একটি অন্ধকার জায়গাকে আলোকিত করে এবং চোখ এটি দেখতে শুরু করে যখন এটি আগে এটি দেখেনি এবং অঙ্গগুলি কর্মের জন্য জেগে ওঠে, বোধগম্যতার আলোকসজ্জার আগুনের পাথরের অবস্থাও একই রকম। এই আগুনের পাথরের নাম প্রতিফলন যা দুটি বোঝার সংমিশ্রণ করে, ঠিক যেমন আগুন এবং পাথরের সংমিশ্রণ এবং উভয়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সংমিশ্রণ ব্যবহার করা হয়, এবং ঠিক যেমন লোহা একটি পাথর দিয়ে একটি নির্দিষ্ট উপায়ে আঘাত করা হয় বোঝার আলো তৈরি করে। ঠিক যেমন লোহা থেকে আগুন উৎপন্ন হয় এবং হৃদয় তার আলোকসজ্জায় রূপান্তরিত হয় এবং পূর্বে যে দিকে ঝুঁকে পড়েনি সেই দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং এই আগুনের আলোতে চোখ এমন জিনিসগুলি দেখতে সক্ষম হয় যা আগে দেখতে সক্ষম ছিল না।

তবুও, প্রতিফলনের ফল জ্ঞান এবং রাষ্ট্র উভয়ই। জ্ঞানের কোন সীমা নেই এবং হৃদয়ে নেমে আসা [অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক] অবস্থার কোন সীমা নেই। এই কারণেই, যদি কোনও আধ্যাত্মিক পরিভ্রমণকারী সেই বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে চান যেখানে প্রতিফলনের জায়গা রয়েছে তবে তা সম্ভব হবে না কারণ প্রতিফলনের জন্য অসংখ্য অনুষ্ঠান রয়েছে এবং এর ফলের কোনও সীমা নেই। যাইহোক, আমাদের চেষ্টা হবে সেই সমস্ত উপলক্ষকে সংক্ষেপে লিখিতভাবে ধারণ করা যা ঐশ্বরিক পথের (দ্বীন) প্রচেষ্টার সাথে সম্পর্কিত যাতে আমরা প্রতিফলনের উপলক্ষগুলি সম্পর্কে অবহিত হই।

প্রতিফলনের উপলক্ষ বা পথ: এটা জেনে রাখা উচিত যে প্রতিফলন কখনও কখনও ঐশ্বরিক পথের (দ্বীন) সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয়ে ঘটে এবং কখনও কখনও ঐশ্বরিক পথের সাথে সম্পর্কিত নয়। এখানে আমাদের উদ্বেগ ঐশ্বরিক পথের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি, তাই আমরা এখানে অন্যান্য বিষয়গুলি উপেক্ষা করি। ঐশ্বরিক পথ বলতে বান্দা ও প্রভুর মধ্যবর্তী বিষয়কে বোঝায়। [ঈশ্বরের] বান্দার সকল প্রতিফলন হয় তার নিজের অভ্যন্তরীণ গুণাবলী বা অভ্যন্তরীণ অবস্থার সাথে সম্পর্কিত, অথবা তারা ঈশ্বর বা তাঁর ঐশ্বরিক গুণাবলী এবং কর্ম সম্পর্কিত। যারা আল্লাহর পথে অগ্রসর হচ্ছেন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে চান, তাদের অবস্থা প্রেমিকদের অবস্থার সাথে আরও সাদৃশ্যপূর্ণ। ধরা যাক, একজন সত্যিকারের প্রেমিক এবং ধরা যাক, যে ব্যক্তি প্রেমে পুরোপুরি ডুবে আছে, এমন একজন ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি হয় প্রিয়জনের সাথে বা নিজের সাথে সম্পর্কিত। যদি কেউ প্রিয়জনের সম্পর্কে চিন্তা করে, তবে সে হয় প্রিয়জনের সৌন্দর্যের প্রতিফলন করে, বা প্রিয়তমার সত্তার মধ্যে প্রতিফলিত হয় যাতে সে সেই প্রতিবিম্ব থেকে আনন্দ অর্জন করতে পারে, বা সেই গুণাবলী সম্পর্কে চিন্তা করতে পারে যা প্রিয়জনের মঙ্গল এবং পরিপূর্ণতা হিসাবে বিবেচিত হয় যাতে প্রতিফলনের আনন্দ আরও বৃদ্ধি পায়। যদি কেউ নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে তবে এটি দুটি অবস্থা থেকে মুক্ত নয়: একটি হয় সেই [ব্যক্তিগত] গুণাবলীর প্রতিফলন করে যা প্রিয়জনের কাছে ভাল নয় এবং যা প্রিয়জনের চোখে একজনকে অপমান ও অপমানিত করে, অথবা সে সেই গুণাবলীর প্রতিফলন করে যা প্রিয়জনের পছন্দ করে যা একজনকে প্রিয়জনের নিকটবর্তী করে। এগুলো ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে চিন্তা করা প্রেম থেকে বাদ পড়ে এবং ক্ষতির কারণ কারণ একজন সত্যিকারের প্রেমিক হলেন তিনিই যিনি প্রিয়জনের প্রেমে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত থাকেন, এতটুকু পর্যন্ত যে অন্য কোনও চিন্তা বা চিন্তার জন্য কারও হৃদয়ে কোনও জায়গা অবশিষ্ট থাকে না। ঈশ্বরের প্রেমিকও এমন হওয়া উচিত এবং কারও দৃষ্টি এবং প্রতিফলন প্রিয়জনের চেয়ে বেশি হওয়া উচিত নয়।

প্রথম ধরনের প্রতিফলন - আত্মার সাথে সম্পর্কিত: যতক্ষণ পর্যন্ত [ঈশ্বরের, অর্থাৎ মানুষের] বান্দার প্রতিফলন উপরে উল্লিখিত চার প্রকারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে (সমস্ত মানুষের প্রতিফলন তার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ গুণাবলী বা অবস্থার সাথে সম্পর্কিত বা তারা ঈশ্বর বা তাঁর ঐশ্বরিক গুণাবলী এবং কর্ম সম্পর্কিত), কেউ [ঐশ্বরিক] প্রেমের উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। এখন আমরা চার প্রকারই আলাদাভাবে পরীক্ষা করব। আসুন আপনার নিজের অবস্থা এবং গুণাবলী (অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য) প্রতিফলিত করার সাথে সম্পর্কিত প্রথম প্রকারটি দেখুন যাতে আপনি ভাল এবং খারাপের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন। তখন ঈশ্বর যে সমস্ত বিষয়

পছন্দ করেন বা অপছন্দ করেন, তা দুই প্রকার: বাহ্যিক কাজ যেমন [ঐশ্বরিক] আনুগত্য এবং পাপের কাজ, এবং অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ যেমন উদ্ধারকারী অভ্যন্তরীণ গুণাবলী বা ধ্বংসাত্মক অভ্যন্তরীণ গুণাবলী (হৃদয়ের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য)। এই সমস্ত অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর কেন্দ্রবিন্দু হ'ল হৃদয়। আনুগত্য ও পাপের কাজের মধ্যে কিছু আছে যা সাতটি অঙ্গের সাথে সম্পর্কিত এবং কিছু সমগ্র দেহের সাথে সম্পর্কিত, যেমন পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া বা কোনও অনুমোদিত স্থানে বসবাস করা। ঈশ্বর যে বিষয়গুলি অপছন্দ করেন তা তিনটি উপায়ে প্রতিফলিত করা উচিত: প্রথমত, ঈশ্বর কি এই জিনিসগুলি পছন্দ করেন নাকি না? কখনও কখনও কোনও কিছুর [খারাপ] বিদ্বেষ তাত্ক্ষণিকভাবে স্পষ্ট হয় না এবং একজনকে বিষয়গুলি সূক্ষ্মভাবে (গভীরভাবে) দেখতে হবে। দ্বিতীয়ত, একজনের চিন্তা করা উচিত যে যদি এই বিষয়গুলি ঈশ্বরের কাছে অপছন্দ হয়, তবে এগুলি এড়ানোর উপায় কী? এবং তৃতীয়ত, একজনকে প্রতিফলিত করা উচিত যে এখন যে অপছন্দনীয় গুণটি রয়েছে, কীভাবে এটি ত্যাগ করা উচিত, বা ভবিষ্যতে যদি কেউ এটি পেতে চায় তবে বা অতীতে এটি ছিল এবং কীভাবে এর জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায় (প্রায়শ্চিত্ত) করা যায় সে সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার। একইভাবে, এই তিনটি উপায়ে প্রিয় জিনিসগুলি নিয়ে চিন্তা করা উচিত। [সংক্ষেপে,] আমরা এই [প্রথম] ধরণের [আত্মের সাথে সম্পর্কিত প্রতিফলন] চার প্রকারে অন্তর্ভুক্ত করেছি: আনুগত্যের কাজ, পাপ, ধ্বংসাত্মক গুণাবলী এবং উদ্ধারকারী গুণাবলী। আমরা প্রতিটি ধরণের উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করব যাতে আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীরা এটি থেকে অন্য সমস্ত ধরণের অনুমান করতে পারে যাতে প্রতিফলনের দরজা একটি বিস্তৃত ক্ষেত্রে উন্মুক্ত হয়।

প্রথম প্রকার- পাপ: প্রতিদিন সকালে, মানুষের সাতটি অঙ্গের বিস্তারিত এবং সাধারণভাবে শরীরের বাকি অংশের জবাবদিহি করা উচিত। যদি তারা পাপের সাথে জড়িত থাকে, তবে তা পরিত্যাগ করা উচিত; গতকাল যদি পাপের সাথে জড়িত থাকে, তবে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত [প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে]; এবং যদি কেউ আগামীকাল এতে জড়িত হতে চায়, তবে তাকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত এবং এটি থেকে দূরে থাকা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, একজনের জিহ্বার ক্রিয়াকলাপগুলি পরীক্ষা করা উচিত এবং কল্পনা করা উচিত যে এটি ক্রমাগত পিঠদারি, মিথ্যা, আত্ম-প্রসার (আত্ম-গুরুত্ব, আত্ম-প্রচার এবং আত্ম-প্রক্ষেপণ যা অহংকার, অহংকার, অহংকার এবং আত্ম-ধার্মিকতার সমস্ত উপাদান), অন্যকে উপহাস করা, মানুষের কথোপকথন বন্ধ করা, অন্যকে খারাপ বলা এবং অকেজো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা। প্রথমত, একজনের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণা করা উচিত যে ঈশ্বর এই বিষয়গুলি প্রচণ্ডভাবে অপছন্দ করেন, তারপরে কুরআনের আয়াত এবং ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনাগুলি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা উচিত যা ঐশ্বরিক শাস্তি সম্পর্কে পূর্বাভাস দেয় [এই মন্দ এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে], তারপরে দেখুন যে একজন তার নিজের পাপের কারণে ঐশ্বরিক শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হতে চলেছে [এবং তাই নিজেকে ছাড়া আর কেউ দোষ দেয় না]। পরবর্তীতে, একজনের চিন্তা করা উচিত যে কীভাবে নিজেকে এই পাপ থেকে রক্ষা করা যায় এবং জেনে রাখা উচিত যে একাকীত্ব গ্রহণ করা এবং এমন ধার্মিক ও ঈশ্বরভীরু ব্যক্তির সঙ্গ গ্রহণ করা ছাড়া এই গুনাহ থেকে রক্ষা করার আর কোন উপায় নেই, যিনি ঈশ্বরের কাছে অপছন্দনীয় প্রতিটি কথার জন্য একজনকে দোষারোপ করেন।

অনুরূপভাবে, কানের কথা চিন্তা করা উচিত যে এর মাধ্যমে ঐশ্বরিক পথে (দ্বীন) পিঠা, মিথ্যা, অকেজো কথাবার্তা, অশ্লীল কথা এবং উদ্ভাবন (বিদ'*আ বা* খাঁটি ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুতি) শোনা যায়। এই কথোপকথনগুলি খুব সাধারণ এবং যে কারও কাছ থেকে শোনা যেতে পারে, অতএব, একাকীত্বের মাধ্যমে বা সঠিককে উপদেশ দিয়ে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে উপদেশ দিয়ে তাদের কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা করা উচিত [প্রজ্ঞা, নম্রতা এবং সৌন্দর্যের সাথে কারণ এগুলি কঠোরতার বিপরীতে সঠিক পয়েন্টটি পাওয়ার জন্য অপরিহার্য যা বিষয়টিকে আরও খারাপ করে তোলে]। পেট সম্পর্কে চিন্তা করুন যে খাওয়া-দাওয়া করার মধ্যে তার পাপ রয়েছে। কখনো কখনো বেশি খাওয়ার কারণে, যদিও এটি হালাল খাবার কারণ আল্লাহ পেটুক পছন্দ করেন না, এটি কামনা বৃদ্ধি করে, যা ঈশ্বরের শত্রু শয়তানের অস্ত্র, এবং কখনও কখনও হারাম ও সন্দেহজনক জিনিস খাওয়ার মাধ্যমে পাপ করে। খাওয়ার আগে দেখতে হবে খাদ্য কোথা থেকে আসছে (তা বিশুদ্ধ ও বৈধ উপায়ে আসছে নাকি অশুদ্ধ ও অবৈধ উপায়ে আসছে কিনা)। সুতরাং এটি কেবল খাবারের জন্য নির্দিষ্ট নয়, তবে পোশাক এবং বাসস্থানের দিকে চিন্তা করা উচিত যে এগুলি বৈধ উপায়ে বা নিষিদ্ধ বা সন্দেহজনক উপায়ে কারও কাছে উপলব্ধ হয়েছে কিনা। আয়ের উৎসগুলি বৈধ কিনা তা দেখার জন্যও প্রতিফলিত করা উচিত। যদি এগুলো অবৈধ হয় (অথবা প্রতারণা, চুরি, প্রতারণা ও ডাকাতির মতো অনৈতিক) হয়, তাহলে আয় অর্জনের বৈধ উপায়গুলো নিয়ে চিন্তা করা উচিত এবং দেখতে হবে যে কীভাবে কেউ হারাম বিষয় থেকে দূরে থাকতে পারে এবং নিজেকে বোঝাতে হবে যে, নিষিদ্ধ জিনিস খাওয়ার মাধ্যমে [বা নিজের সুবিধার জন্য অবৈধ আয় ব্যবহার করে] সকল [ঐশ্বরিক] ইবাদত নষ্ট হয়ে যায়, কারণ ইবাদতের ভিত্তি হচ্ছে হালাল খাদ্য খাওয়া [অথবা জায়েজ ও বৈধ উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করা]। একজনকে একই পদ্ধতিতে সমস্ত অঙ্গের প্রতিফলন করা উচিত। এখানে যা ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা যথেষ্ট। আশা করা যায় যে যিনি প্রতিফলনের মাধ্যমে এই অবস্থাগুলি সম্পর্কে সঠিক এবং প্রকৃত ধারণা অর্জন করেন, তিনি সারাদিন এই অঙ্গগুলির উপর নজর রাখবেন এবং এই নজরদারি অঙ্গগুলিকে পাপ থেকে রক্ষা করবে।

দ্বিতীয় প্রকার- আনুগত্যের আমল: একজন আল্লাহর সন্ধানকারী বা একজন আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী (*সালিক)* উচিত যে আমল একজনের উপর ফরজ করা হয়েছে সে সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত, অন্য কথায়, কীভাবে সেগুলি সম্পাদন করা যায়, কীভাবে ত্রুটি এবং ত্রুটি থেকে রক্ষা করা যায় এবং যদি তাদের মধ্যে কোনও দোষ ঘটে থাকে তবে কীভাবে কেউ তার ক্ষতিপূরণ ইবাদতের দ্বারা ক্ষতিপূরণ দিতে পারে (*নওয়াফিল)*), এবং সমস্ত অঙ্গ এবং তাদের কাছ থেকে ঈশ্বর কী কী কাজ পছন্দ করেন সে সম্পর্কে চিন্তা করুন। উদাহরণস্বরূপ, একজনের মনে করা উচিত যে চোখ যা দেখে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য, আসমান ও পৃথিবীর ঐশ্বরিক জাঁকজমক প্রত্যক্ষ করার জন্য এবং আল্লাহর কিতাব এবং নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী অধ্যয়ন করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। একজনের সমস্ত অঙ্গ, তার শারীরিক সত্তা, সম্পত্তি, সম্পদ, দাস, সন্তান ইত্যাদি একইভাবে পরীক্ষা করা উচিত, কারণ এই সমস্ত জিনিস এমন যন্ত্র যার দ্বারা কেউ ঈশ্বরের আনুগত্য করতে পারে। একজনের গভীর চিন্তার মাধ্যমে, একজনের উচিত ঐশ্বরিক আনুগত্যের [দাসত্ব এবং ভক্তি] উপায়গুলি সন্ধান করা এবং সেই বিষয়গুলি অনুসন্ধান করা এবং নিজেকে ঐশ্বরিক উপাসনার দিকে ঝুঁকানো উচিত। তারপর

একজনকে উদ্দেশ্যের আন্তরিকতা নিয়ে চিন্তা করতে হবে যাতে [ধার্মিক] কর্ম সব দিক থেকে বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন হয়।

তৃতীয় ধরণের - ধ্বংসাত্মক গুণাবলী: তৃতীয় ধরণের মধ্যে সেই বিপজ্জনক গুণাবলী (অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, মেজাজ এবং স্বভাব) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা হৃদয়কে কেন্দ্র করে। এর মধ্যে রয়েছে কামনা ও লোভের আধিপত্য, ক্রোধ, কৃপণতা, অহংকার, আত্ম-ধার্মিকতা, আড়ম্বর, ঈর্ষা, অন্যের প্রতি খারাপ চিন্তাভাবনা পোষণ করা, অবহেলা, অহংকার ইত্যাদি। এগুলো (নিন্দনীয় ও নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য) হৃদয়ে পাওয়া যায় কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা উচিত। যদি কেউ মনে করে যে হৃদয় এই গুণাবলী থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে, তবে হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করার পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত এবং সেই মূল্যায়ন নিশ্চিত করে এমন লক্ষণগুলি অনুসন্ধান করা উচিত। যদি কেউ নম্রতা এবং অহংকার থেকে অব্যাহতির দাবিদার হয়, তবে তার নম্রতা পরীক্ষা করার জন্য তার মাথায় কাঠের একটি প্যাকেট (প্রাচীনকালে নম্রতা এবং নম্রতার চিহ্ন) রাখতে হবে। পূর্ববর্তী সময়ে, লোকেরা [আধ্যাত্মিক পথে সংগ্রাম করা] তাদের নিজেকে এভাবে পরীক্ষা করত। এই প্রতিফলনের উদ্দেশ্য হল [নিজের জন্য] দেখা যে হৃদয় এই অবাঞ্ছিত গুণাবলীর সাথে যুক্ত কিনা। যদি ইঙ্গিতগুলি এই [নিন্দনীয় অভ্যন্তরীণ] গুণাবলীর উপস্থিতি প্রকাশ করে তবে এমন বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করা উচিত যা এই গুণগুলি নিজের কাছে খারাপ দেখাবে এবং এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে এই গুণগুলির উৎস অজ্ঞতা, অমনোযোগিতা এবং অভ্যন্তরীণ মন্দ। যদি কারো মধ্যে অহংকারের উপলব্ধি থাকে, তবে তার উচিত আত্মাকে তার মূর্খতা সম্পর্কে অবহিত করা এবং তাকে ব্যাখ্যা করা যে, "আপনি নিজের (*নফস)* কে (মর্যাদা ও সম্মানে) বড় মনে করেন, বরং যে আল্লাহর দৃষ্টিতে বড় এবং এটি মৃত্যুর পরই জানা যাবে যে আল্লাহর দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি [মর্যাদা ও সম্মানে] বড়"। যখন জানা যায় যে অহংকার মারাত্মক এবং এর উৎপত্তি বোকামি, তখন তার নিরাময়ের বিষয়ে চিন্তা করা উচিত এবং এর নিরাময়ের জন্য এই কৌশল গ্রহণ করা উচিত যে একজন নম্র মানুষের পথ অবলম্বন করে। অনুরূপভাবে, যদি কারও নিজের মধ্যে খাদ্যের লোভ এবং লালসা থাকে, তবে তার মনে করা উচিত যে এটি পশুর গুণ (বৈশিষ্ট্য)। যদি খাদ্যের লালসা বা সহবাসের লালসার মধ্যে কোন পরিপূর্ণতা (মঙ্গল ও উৎকর্ষতা) থাকত, তবে এটি ঈশ্বর এবং ফেরেশতাদের জ্ঞান ও সামর্থ্যের মতো গুণ হত এবং প্রাণীদের এই গুণ দেওয়া হত না। এই কামনা যতটুকু একজনের উপর প্রাধান্য পায়, ততটুকু সে পশুর মতো হবে এবং ঈশ্বরের নিকটবর্তী ফেরেশতাদের থেকে দূরে থাকবে।

চতুর্থ প্রকার - উদ্ধারকারী গুণাবলী: উদ্ধারকারী গুণাবলী (মহৎ অভ্যন্তরীণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, মেজাজ এবং হৃদয়ে কেন্দ্রীভূত স্বভাব) হল অনুতাপ, পাপের জন্য অনুশোচনা এবং লজ্জা, প্রতিকূলতার প্রতি ধৈর্য, আশীর্বাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, ঈশ্বর-ভয়, আশা, জগতে সংযম, আন্তরিকতা, ঐশ্বরিক আনুগত্যে সত্যবাদিতা, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা এবং তাঁকে সম্মান করা, ঐশ্বরিক কর্মের গ্রহণযোগ্যতা, ঐশ্বরিক আকাঙ্ক্ষা, নম্রতা, নম্রতা, ইত্যাদি। একজন বান্দাকে (ঈশ্বরের, অর্থাৎ মানুষের) প্রতিদিন নিজের হৃদয়ের দিকে তাকানো উচিত এবং দেখতে হবে যে গুণাবলীর মধ্যে কোন গুণ যা একজনকে ঈশ্বরের নিকটবর্তী করে তোলে, তার প্রয়োজন। যদি এটি শেখা হয় যে কারও একটি নির্দিষ্ট গুণের প্রয়োজন, তবে তার মনে করা উচিত যে এই গুণগুলি [অন্তর] অবস্থা এবং অবস্থা জ্ঞানের ফল (ফলাফল) এবং জ্ঞান [এবং বোধগম্যতা]

প্রতিফলনের ফল। অতএব, যদি কেউ নিজের জন্য অনুতপ্ত এবং অনুশোচনার অবস্থা পেতে চায় [নিজের অন্যায়ের জন্য], তবে প্রথমে তার সমস্ত পাপ পরীক্ষা করতে হবে, সেগুলি নিয়ে চিন্তা করতে হবে, সেগুলি একত্রিত করতে হবে এবং সেগুলিকে নিজের হৃদয়ে বড় বলে মনে করতে হবে। তখন একজনের উচিত পাপের বিষয়ে ঐশ্বরিক বিধানে যে নিন্দা এসেছে তার দিকে একবার নজর দেওয়া এবং হৃদয়ে এই নিশ্চিত হওয়া উচিত যে কেউ ঈশ্বরের অসন্তুষ্টি অর্জন করতে চলেছে [তাদের ক্রমাগত উপস্থিতি এবং তাদের মধ্যে অধ্যবসায়ের কারণে]। হৃদয়ে লজ্জা ও অনুশোচনার অবস্থা না আবির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত এই প্রতিফলন চালিয়ে যায়। অনুরূপভাবে, যদি কেউ [হৃদয়ে] কৃতজ্ঞতার অবস্থা অর্জন করতে চায়, তবে তাকে প্রথমে ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং অনুগ্রহগুলি অধ্যয়ন করতে হবে (গভীরভাবে তাকাতে) এবং ভাবতে হবে যে তিনি তার পাপের উপর তাঁর সুন্দর আচ্ছাদন রেখেছেন [যাতে একজনের জঘন্য অবস্থা জনসাধারণের দেখার জন্য প্রদর্শিত না হয় এবং এই উপলব্ধি একজনকে ঐশ্বরিক কৃতজ্ঞতায় উদ্‌বুদ্ধ করে]। যখন কেউ ঈশ্বরের জন্য ঐশ্বরিক প্রেম এবং আকাঙ্ক্ষার অবস্থা বিকাশ করতে চায় তখন তাকে ঐশ্বরিক সৌন্দর্য ও মহিমা এবং ঈশ্বরের মহত্ত্ব ও মহিমা সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। এটি করার উপায় হ'ল প্রথমে ঈশ্বরের আশ্চর্যজনক প্রজ্ঞার দিকে তাকান [যা আমাদের চারপাশে আমাদের রাজ্য, জীবন, সৃষ্টি, প্রকৃতি এবং আমাদের চারপাশের সমস্ত কিছুতে এবং আমাদের অভ্যন্তরীণ সত্তার মধ্যে স্পষ্ট] এবং তাঁর সুন্দর ঐশ্বরিক গুণাবলী (গুণাবলী) দেখুন, তারপরে তাঁর মহিমা এবং সৌন্দর্য সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করুন। যদি ঈশ্বর-ভয়ের অবস্থা কাম্য হয় তবে প্রথমে তার অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক পাপের দিকে তাকাতে হবে, তারপরে তার মৃত্যুর দিকে তাকাতে হবে, এবং মৃত্যুর পরে যে ঘটনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির মুখোমুখি হবে [যা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ঐতিহ্যে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে], উদাহরণস্বরূপ, মৃত্যুর আগে, একজনকে মৃত্যুর যন্ত্রণার সাথে মোকাবিলা করতে হবে। ফেরেশতাদের (*মুনকির নাকির)* জিজ্ঞাসাবাদের সাথে মোকাবিলা করতে হবে যে মৃত্যুর পরে কবরের শাস্তি দেওয়া উচিত, তার সাপ, বিচ্ছু এবং পোকামাকড়ের মুখোমুখি হওয়ার কথা চিন্তা করা উচিত, তারপরে তূরী বাজানো হবে, শেষ দিনের মাঠ ছড়িয়ে দেওয়া হবে, সেই দিনের বিভীষিকা এবং জবাবদিহিতার তীব্রতা সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত যখন একজনকে প্রতিটি কণার জন্য জবাবদিহি করা হবে (সূক্ষ্ম জিনিস যা একজনের পার্থিব জীবনে তুচ্ছ বলে মনে করা হয় প্রবাস))। কুরআন জাহান্নাম সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছে তা স্মরণ করা উচিত। যদি আশার অবস্থা কাম্য হয় তবে একজনের উচিত জান্নাত, এর বাগান, গাছপালা, ঝর্ণা এবং এর অধিবাসীদের আশীর্বাদ এবং আরাম সম্পর্কে চিন্তা করা এবং প্রতিফলিত করা উচিত যে এই সমস্ত আশীর্বাদ এবং আরাম চিরস্থায়ী।

এটি বহিরাগত বা প্রকাশিত জ্ঞান (*উলুন আল-মুয়ামলা)* এবং ভাল ও মন্দ আভ্যন্তরীণ গুণাবলীর প্রতিফলনের পদ্ধতি। একজন শিক্ষানবিশ আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর উচিত এই প্রতিবিম্বগুলিতে তার সময়কে ব্যস্ত রাখা যতক্ষণ না তার হৃদয় মহৎ এবং মহৎ অভ্যন্তরীণ গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য, মেজাজ এবং স্বভাব দ্বারা শোভিত হয়, মহৎ আধ্যাত্মিক স্টেশনগুলিতে আলোকিত হয় এবং একজনের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সত্তা সমস্ত অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য থেকে শুদ্ধ হয়। এই মুহূর্তে এটি মনে রাখা উচিত যে যদিও এই বিষয়গুলিতে প্রতিফলিত করা একটি চমৎকার উপাসনা, তবে এগুলি আসল উদ্দেশ্য নয়। জ্ঞানবাদী এবং ঈশ্বরের অন্তরঙ্গদের আসল উদ্দেশ্য হল ঐশ্বরিক মহিমা এবং সৌন্দর্যের প্রতিফলন করা, এবং এই প্রতিবিম্বে এমনভাবে নিমজ্জিত করা

যাতে তারা তাদের নিজের থেকেও ধ্বংস (*ফানা*) হয়ে যায় [যাতে আত্মার কোনও চিহ্ন না থাকে এবং কেউ ঐশ্বরিক উপস্থিতি অর্জন করে], অন্য কথায়, তারা তাদের নিজের সত্তাকে উপেক্ষা করে। তাদের নিজস্ব অবস্থা, তাদের নিজস্ব আধ্যাত্মিক অবস্থান, তাদের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ গুণাবলী এবং সবকিছু। প্রিয়তমার প্রতিবিম্বে তাদের অবস্থা প্রিয়তমাকে দেখে সত্যিকারের প্রেমিকের অবস্থার মতো। সেই সময় নিজের অবস্থার দিকে এক নজর দেওয়ার এবং নিজের গুণাবলীর দিকে মনোযোগ দেওয়ার চেতনাও থাকে না, বরং একজন হতভম্ব হয়ে নিজের সম্পর্কে সবকিছু ভুলে যায়। এটি প্রেমিক-প্রেমিকদের জন্য [সত্যিকারের প্রিয়তমাদের] আনন্দের সর্বোচ্চ মাত্রা।

এখানে যে প্রতিফলন নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, তা এমন বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত যা হৃদয়কে মহৎ অভ্যন্তরীণ গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য, মেজাজ এবং স্বভাব দ্বারা শোভিত করে যাতে এটি [ঐশ্বরিক] অন্তরঙ্গতা এবং প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাতের আনন্দ অর্জন করে। কেউ যদি পুরো জীবন হৃদয়ের সংস্কারে ব্যয় করে, তাহলে কবে সে [প্রিয়তমার সাথে] ঘনিষ্ঠতা ও সাক্ষাতের আনন্দ অর্জন করবে? ঈশ্বরের মধ্যে বিনাশ (*ফানা*) ঈশ্বরের সন্ধানকারীদের আসল উদ্দেশ্য, এবং ঈশ্বরের জ্ঞানবাদী এবং অন্তরঙ্গদের জন্য আনন্দের শীর্ষ। একজন আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর উচিত প্রতিফলনকে একটি রুটিন করে তুলতে হবে এবং দিনরাত এটি কাজ করা উচিত এবং সর্বদা নিজের প্রতি অবহেলা করা উচিত নয়, [নিন্দনীয় অন্তর্নিহিত] গুণাবলী যা একজনকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, এবং সেই [অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক] অবস্থা যা একজনকে ঈশ্বরের নিকটবর্তী করে। বরং, প্রত্যেক আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর উচিত তার সমস্ত ভাল এবং মন্দ গুণাবলী, পাপ এবং [ঐশ্বরিক] আনুগত্যের কাজগুলি নোট করার জন্য একটি নোটবুক রাখা এবং নিজেকে পরীক্ষা করার জন্য প্রতিদিন সেগুলির দিকে তাকাতে হবে [সমস্ত খারাপ গুণাবলীকে দমন ও নির্মূল করতে এবং নিজের হৃদয় ও আত্মাকে সমস্ত ভাল গুণাবলীতে সজ্জিত করার ক্ষেত্রে একজন ভাল হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য]।

ধ্বংসাত্মক এবং উদ্ধারকারী অভ্যন্তরীণ গুণাবলী: যদিও অসংখ্য ধ্বংসাত্মক গুণাবলী রয়েছে তবে উদ্ধারকারী গুণগুলিও রয়েছে। যাইহোক, যদি দশটি ধ্বংসাত্মক এবং দশটি উদ্ধারকারী গুণাবলীর উপর নিবিড় নজর রাখা হয় তবে এটি যথেষ্ট। এই দশটি ধ্বংসাত্মক গুণ হল: কৃপণতা, অহংকার, আত্ম-অহংকার, আড়ম্বর, ঈর্ষা, ক্রোধ, পেটুকতা, অত্যধিক কামনা, ধন-সম্পদের প্রতি ভালবাসা এবং খ্যাতি ও ক্ষমতার প্রতি ভালবাসা। আশা করা যায় যে, যে ব্যক্তি এগুলো থেকে নিজেকে রক্ষা করে, সে নিন্দনীয় গুণাবলী থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে [যেহেতু এই দশটি সকল মন্দ, অসৎ ও নেতিবাচকতার উৎস]। তারপর উদ্ধারকারী গুণাবলী [যা একজনকে ইতিবাচকতা, আভিজাত্য, মহত্ত্ব, শান্তি, মঙ্গলভাব এবং সাফল্যে উদ্‌বুদ্ধ করে] হ'ল পাপের জন্য লজ্জা এবং অনুতাপ, প্রতিকূলতার প্রতি ধৈর্য, ভাল বা মন্দ যাই হোক না কেন ঐশ্বরিক ইচ্ছার গ্রহণ, সমস্ত আশীর্বাদের উপর কৃতজ্ঞতা, ঈশ্বরে ভয় এবং আশার মধ্যে ভারসাম্য, জগতে [জাগতিকের সমস্ত প্রকাশ থেকে] বিরত থাকা, কর্মে আন্তরিকতা, ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টির সাথে ভাল আচরণ, ঐশ্বরিক প্রেম এবং ঈশ্বরের জন্য নম্রতা। যদি এই বিশটি গুণ আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর নোটবুকে তালিকাভুক্ত করা হয়, তবে নিরাময় কঠিন থাকে না। নিরাময়ের পদ্ধতি হল যে কেউ এই বিশটি বিষয়ের মধ্যে একটির প্রতিফলন দিয়ে শুরু করে।

যখন একটি খারাপ গুণ নির্মূল করা হয়, তখন কেউ নোটবুকে এটি অতিক্রম করতে পারে, এটি সম্পর্কে চিন্তা করা বন্ধ করতে পারে, ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে যে তিনি সেই মন্দ থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং নিজের হৃদয়কে শুদ্ধ করেছেন এবং জানুন যে কেবলমাত্র ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা এবং সাহায্যের দ্বারা সেই মন্দ হৃদয়কে শুদ্ধ করেছেন। ঈশ্বর যদি বিষয়টি নিজের উপর ছেড়ে দিতেন তবে কেউ নিজের হৃদয় থেকে অশুভ শক্তির বিন্দুমাত্র মুছে ফেলতে পারত না। এরপরে, একজনকে অবশিষ্ট বিষয়গুলিতে মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং তাদের প্রত্যেকটির উপর প্রতিফলন করা উচিত এবং সেগুলি সরিয়ে ফেলা উচিত। যখন এটি ঘটে, তখন সমস্ত ধ্বংসাত্মক গুণাবলী থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এটি নোটবুকে ক্রস করা উচিত। তাহলে উদ্ধারকারী অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর জন্যও একই কাজ করা উচিত এবং এই মহৎ গুণাবলী একে একে গ্রহণ করা উচিত এবং যখন তা ঘটে তখন সেগুলি নোটবুকে ক্রস করা উচিত, যতক্ষণ না সমস্ত মহৎ অভ্যন্তরীণ গুণাবলী অর্জন করা হয়। এটি একজন সক্রিয় আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর (মুরিদ) রুটিন হওয়া উচিত।

এটি ছিল বহিরাগত জ্ঞানের প্রতিফলনের পদ্ধতি (*উলুম আল-মুয়ামলা)* যা ধার্মিক এবং আলেমগণ গ্রহণ করেছিলেন। যখন তারা এই পদ্ধতিটি সম্পন্ন করেছিল, তখন তাদের নিজের প্রতি কোনও ঝোঁক অবশিষ্ট ছিল না, পরিবর্তে, তারা এই প্রতিবিম্বগুলি থেকে ঐশ্বরিক মহিমা এবং মহিমা প্রতিফলিত করার জন্য অগ্রসর হত এবং হৃদয়ের চোখে তারা ঐশ্বরিক সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করার আনন্দ প্রতিফলিত করত। যাইহোক, এই প্রতিফলন কেবল তখনই অর্জিত হয় যখন মানুষ সমস্ত ধ্বংসাত্মক গুণাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং সমস্ত উদ্ধারকারী মহৎ গুণাবলীতে সজ্জিত হয়। এমনকি যদি এটি (সাক্ষ্য) তার আগে উপস্থিত হয়, তবে এটি বিজুলীর ঝলকের মতো ত্রুটিযুক্ত এবং ক্ষণস্থায়ী হবে যা জ্বলজ্বল করে এবং অদৃশ্য হয়ে যায় [অবিলম্বে পরে]। যে ব্যক্তি ধ্বংসাত্মক বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্তি না পেয়ে এবং উদ্ধারকারী [গুণাবলী] দিয়ে অন্তরের সত্তাকে আরাধনা না করে, সে সেই প্রেমিকের মতো যে নিজের প্রিয়জনের সাথে একাকীত্ব খুঁজে পায় [প্রচণ্ড প্রচেষ্টার পরে] কিন্তু সাপ এবং বিচ্ছু সেই সময়ে কারও পোশাকে হামাগুড়ি দিয়ে কামড় দেয়। স্পষ্টতই, এই ক্ষতিকারক প্রাণীদের কামড়ের বেদনা এই নির্জনতার সমস্ত আনন্দকে হারিয়ে ফেলবে [প্রচণ্ড প্রচেষ্টা এবং কষ্টের পরে প্রিয়তমার সাথে] এবং সমস্ত আনন্দ নষ্ট হয়ে যাবে। ধ্বংসাত্মক গুণাবলীও সাপ ও বিচ্ছুর মতো ক্ষতিকর এবং তারা ঐশ্বরিক সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করার আনন্দ ধ্বংসকারী। এই ধ্বংসাত্মক গুণাবলীর কারণে কবরে [আত্মার গভীরে] যে বেদনা পাওয়া যাবে, তা সাপ ও বিচ্ছুর কামড়ের [শারীরিক] বেদনার চেয়ে অনেক বেশি হবে। এই বিশদ বিবরণ দেখায়, কীভাবে একজন বান্দা [ঈশ্বরের] নিজের নিজের আকাঙ্ক্ষিত এবং অবাঞ্ছিত গুণাবলী সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত।

দ্বিতীয় ধরনের প্রতিফলন - ঈশ্বরের মহিমা, মহত্ত্ব এবং মহিমায়: দ্বিতীয় ধরণের প্রতিফলন হ'ল বান্দা ঈশ্বরের মহিমা, মহত্ত্ব এবং মহিমা প্রতিফলিত করে। এই প্রতিফলনের দুটি স্টেশন রয়েছে: প্রথম স্টেশন যা উচ্চতর তা হ'ল ঐশ্বরিক সত্তা এবং বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতিফলন করা এবং ঐশ্বরিক নামগুলির অর্থগুলি প্রতিফলিত করা [যেখানে প্রতিটি ঐশ্বরিক নাম একটি নির্দিষ্ট ঐশ্বরিক গুণের প্রতিনিধিত্ব করে বা অস্তিত্বের প্রতিটি ক্ষেত্রকে তার প্রতিটি দিক এবং প্রকাশে বিস্তৃত করে]। [যাইহোক,] এটি সেই স্থান যা [সাধারণ মানুষের জন্য] নিষিদ্ধ করা

হয়েছে যেমন বলা হয়েছে, "ঈশ্বরের সৃষ্টিতে চিন্তা কর, [এবং] তাঁর সত্তায় চিন্তা করো না"। এটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে কারণ বুদ্ধি বিস্মিত হয় [ঈশ্বরের সত্তার প্রতিবিম্বে]। কেবল জ্ঞানবাদী এবং ঈশ্বরের অন্তরঙ্গরাই তাদের দৃষ্টি এটির দিকে তুলে নেওয়ার সাহস করে। তবে এই দৃশ্যের স্থায়িত্বের সাহস তাদেরও নেই। সৃষ্টির চোখের তুলনায় ঐশ্বরিক মহিমার অবস্থা সূর্যের আলোর তুলনায় বাদুড়ের চোখের অবস্থার মতো। বাদুড় সূর্যের আলো সহ্য করতে পারে না; তাই এটি দিনের বেলা লুকিয়ে থাকে এবং রাতে সূর্যের অবশিষ্ট আলোতে এটি চারপাশে উড়ে যায়। আর জ্ঞানবাদী ও আল্লাহর অন্তরঙ্গদের অবস্থা (*সিদ্দিকীন* যিনি কুরআনের বিধান অনুসারে নবীদের পরে সর্বোচ্চ [আধ্যাত্মিক] পদমর্যাদার অধিকারী) সূর্যের একজন সাধারণ মানুষের মতো, যিনি সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারেন, তবে এই দৃশ্যের স্থায়ীত্বের জন্য কারও সহনশীলতা নেই, বরং বিপদ এই যে কেউ ক্রমাগত সূর্যের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলতে পারে। সূর্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাকানো, যদিও এটি স্বল্প সময়ের জন্য হতে পারে, চোখের ক্ষতির কারণ। অনুরূপভাবে, ঈশ্বরের সত্তাকে (হৃদয় বা আত্মার চোখে) দেখে বিস্ময় ও বিস্ময় তৈরি হয় এবং বুদ্ধি বিচলিত হয়। এজন্য ঐশ্বরিক সত্তা ও গুণাবলীকে নিজের প্রতিবিম্বের কেন্দ্রবিন্দু না করাই ভালো, কারণ অনেক বুদ্ধি এই প্রতিবিম্ব সহ্য করতে পারে না। যাইহোক, পণ্ডিতগণ স্পষ্টতার সাথে যে সামান্য পরিমাণ চিন্তাভাবনা অনুমোদন করেছেন তা হ'ল ঈশ্বর স্থান, চারপাশ এবং দিকনির্দেশনা থেকে মুক্ত, তিনি মহাবিশ্বে নেই, বা এর বাইরেও নেই, তিনি এর সাথে সংযুক্ত নন, এবং তিনি এটি থেকে বিচ্ছিন্ন নন। কিছু লোকের বুদ্ধি এই বিষয়ে এতটাই বিস্মিত ও বিচলিত হয়ে পড়ে যে তারা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল কারণ তাদের এই বিষয়গুলি শোনার বা বোঝার শক্তি ছিল না। কিছু লোক এর চেয়ে নিম্ন স্তরের ব্যাখ্যাও সহ্য করতে পারেনি। অতএব, যখন তাদের বলা হয়েছিল যে, ঈশ্বরের মাথা, পা, হাত, চোখ বা অন্য কোন [মানবসদৃশ] অঙ্গ বা এমন একটি দেহ যা কিছু পরিমাণ বা আকারে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, তখন এই লোকেরা তাও গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল এবং বলতে শুরু করেছিল যে এটি ঐশ্বরিক মহিমা এবং মহিমার একটি ত্রুটি। এই মূর্খ লোকেরা বিশ্বাস করত যে মহত্ত্ব এবং মহিমা [মানুষের মতো] অঙ্গ থাকার মধ্যে রয়েছে। এই (ভ্রান্ত বিশ্বাস) এর কারণ হলো, মানুষ নিজের দেহকে জানে এবং তাকে মহান মনে করে, এবং যে বিষয়গুলো তার গুণাবলীতে নিজের সাথে সমান নয়, সে তাকে মহান বলে মনে করে না। বেশির ভাগ মানুষের বুদ্ধি এমনই। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ অত্যাচারী, অজ্ঞ এবং অকৃতজ্ঞ, তাই আল্লাহ তাঁর এক নবীকে বলেছিলেন, "আমার বান্দাদের আমার গুণাবলী সম্পর্কে বলবে না, কারণ তারা তা অস্বীকার করবে, বরং তাদের এমন কিছু বলো যা তারা বুঝতে পারে এবং বুঝতে পারে। [ঈশ্বরের প্রতি] শ্রদ্ধা, ঐশ্বরিক আইন এবং [ঈশ্বরের] সৃষ্টির (মানবতা) সংস্কার দাবি করে যে আমরা ঈশ্বরের সত্তার পিছনে যাব না [কারণ আমরা আমাদের সীমিত বুদ্ধি দিয়ে এটি বুঝতে সক্ষম নই]।

দ্বিতীয় স্টেশনটি [ঈশ্বরের মহিমা, মহত্ত্ব এবং মহিমা সম্পর্কে প্রতিফলন] হ'ল আমরা ঈশ্বরের কর্ম, তাঁর ক্ষমতা, শক্তি এবং সৃজনশীলতার বিস্ময়কর এবং তাঁর সৃষ্টির সাথে তাঁর আশ্চর্যজনক আচরণের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি প্রতিফলিত করি। এই বিষয়গুলি মহামান্য, মহিমা, মহিমা এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেয়। তারা তাঁর জ্ঞানের পরিপূর্ণতা, প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা, তাঁর ক্ষমতার পরিপূর্ণতা এবং তাঁর ইচ্ছার বাস্তবায়ন সম্পর্কেও তর্ক করে। আমাদের তাঁর গুণাবলীর পরিবর্তে তাঁর গুণাবলীর প্রভাব এবং প্রকাশের দিকে নজর দেওয়া উচিত কারণ আমরা যেমন সূর্যকে

[অবিচ্ছিন্নভাবে] দেখতে পারি না তেমনি তাঁর গুণাবলীর দিকে তাকানোর শক্তি আমাদের নেই। পৃথিবীর আলোকসজ্জা সূর্যের আলোর প্রভাবের কারণে হয় এবং একটি প্রভাব যিনি প্রভাবিত করছেন তার দিকে নির্দেশ করে, যদিও যিনি প্রভাবিত করছেন তাকে দেখা যায় না। পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা ঈশ্বরের ক্ষমতার প্রভাব বা ইঙ্গিত এবং তাঁর সত্তার আলোকসজ্জা থেকে একটি আলোকসজ্জা। অস্তিত্বহীনতা বা শূন্যতার চেয়ে বড় কোন অন্ধকার নেই এবং অস্তিত্বের চেয়ে কোনও আলোকসজ্জা স্পষ্ট নয়। সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব ঈশ্বরের সত্তার একটি আলো কারণ সমস্ত জিনিস [আকস্মিক সত্তা হওয়া] তাঁর সত্তার মাধ্যমে বিদ্যমান এবং তাঁর সত্তা নিজে থেকেই বিদ্যমান। ঠিক যেমন বিদ্যমান জিনিসগুলির আলো সূর্যের কারণে হয় (যেমন তারা সূর্যের আলোতে দৃশ্যমান হয়, অন্যথায়, তারা সম্পূর্ণ অন্ধকারে ডুবে থাকবে], এবং সূর্য নিজে থেকেই আলোকিত হয়। যখন সূর্য আরও আলোকিত হয়ে ওঠে [যখন এটি উদয় হয়], তখন তার চিত্র একটি পাত্রে রাখা পানিতে দেখা যায় কারণ চোখ তার চিত্রের উপর এমনভাবে থাকতে পারে যেন জলের মাধ্যমে সূর্যের উজ্জ্বলতা কিছুটা হ্রাস পায়। অনুরূপভাবে, ঐশ্বরিক কর্মগুলিও সেই কর্মের কর্তাকে (ঈশ্বর) সাক্ষ্য দেওয়ার মাধ্যম। আমরা তাঁর গুণাবলী প্রত্যক্ষ করি এবং তাঁর সত্তার আলোকসজ্জায় বিস্মিত হই না। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي ذَاتِ اللَّهِ

"ঈশ্বরের সৃষ্টির কথা চিন্তা করো, তাঁর সত্তার প্রতিফলন করো না"।

কামনা ও আত্মমর্যাদার প্রতারণায় আটকা পড়ে আপনি স্বর্গ ও পৃথিবীর আধিপত্যের দিকে তাকিয়ে অবহেলা করেছেন এবং এখন আপনার চোখে আধিপত্যের মালিক ও প্রভুর (ঈশ্বর) সৌন্দর্যের জন্যও কোনও গুরুত্ব অবশিষ্ট নেই। তোমার দৃষ্টান্ত একটি পিঁপড়ার মতো, যে একটি চমৎকার প্রাসাদে একটি ঘর (পিঁপড়ার গর্ত) তৈরি করেছে। সেই প্রাসাদটি উঁচু, সুন্দর এবং শক্তিশালী। এর সুন্দর অংশগুলিতে চাকররা দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং মূল্যবান জিনিসপত্রে পরিপূর্ণ। যদি সেই পিঁপড়া তার গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে তার বোনের সাথে মিলিত হয় এবং এমনকি কথা বলার ক্ষমতাও পায় তবে এটি তার অন্ধকার এবং সংকীর্ণ বাসস্থান, সামান্য খাবারের ব্যবস্থা এবং তার অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ে কথা বলতে পারে না, যদিও তার বাসস্থান একটি সুন্দর প্রাসাদে। তার যা করা উচিত ছিল তা হ'ল তার বোনকে বলা যে এটি একটি চমৎকার প্রাসাদে বাস করে, যার দেয়ালগুলি সোনার তৈরি, মেঝে রৌপ্য দিয়ে তৈরি, এটি সুন্দর লোকদের দ্বারা ভিড় করে যারা সূক্ষ্ম এবং মূল্যবান জিনিস দিয়ে সজ্জিত। যাইহোক, এই দরিদ্র পিঁপড়াটি প্রাসাদ সম্পর্কে কিছুই জানে না, বা তার দৃষ্টিশক্তি তার বাসস্থান এবং খাবারের বাইরে বেশি নয় কারণ এটি তার অদূরদর্শিতার কারণে এই বিষয়গুলির বাইরে যেতে পারে না। কিন্তু আপনার বাধ্যবাধকতা কি? কেন আপনি আপনার সরু ও নীচু বাড়িতে বাস করে ঈশ্বরের বিস্তীর্ণ প্রাসাদ, এর উঁচু ছাদ এবং এর সুন্দর জিনিসপত্র ও সাজ-সজ্জার প্রতি অবহেলা করছেন? আপনি তাঁর আকাশে বসবাসকারী তাঁর ফেরেশতাগণের সাথে পরিচিত নও। পিঁপড়া তার আবাসস্থলের ছাদ সম্পর্কে যতটুকু জানে, আপনি স্বর্গ সম্পর্কে ততটুকু জানেন। ফেরেশতাদের সাথে আপনার পরিচিতি কেবল আপনার সাথে বা বাড়ির অন্যান্য বাসিন্দাদের সাথে পিঁপড়ার

পরিচিতির পরিমাণে। তবে পিঁপড়ার এর চেয়ে বেশি বোঝার ক্ষমতা নেই বা তার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতেও প্রাসাদের আশ্চর্যগুলি বোঝা যায় না। এর বিপরীতে, স্বর্গীয় আধিপত্যে প্রতিফলনের ঘোড়া চালানোর এবং এর বিস্ময়কর উপলব্ধি অর্জন করার ক্ষমতা আপনার রয়েছে। আপনি কেন এই সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার করছেন না?

এখন আমরা আমাদের কলমকে প্রতিফলনের আরও উল্লেখ করা থেকে বিরত রাখি। এটি এমন একটি বিষয় যার কোন সীমা নেই। এমনকি যদি আমরা আমাদের দীর্ঘ জীবনকাল এর উল্লেখ (ব্যাখ্যায়) ব্যয় করি, তবুও আমরা আল্লাহ আমাদের যে জ্ঞান (মা'*রিফা)* দিয়েছেন তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হব না, যদিও আমরা যা জানি তা আল্লাহর আলেম ও ঘনিষ্ঠদের জ্ঞানের তুলনায় খুবই সামান্য, এবং আলেম ও ঘনিষ্ঠরা যা জানেন তা আল্লাহর সম্মানিত নবীদের জ্ঞানের তুলনায় খুবই নগণ্য। এবং সম্মানিত ভাববাদীদের যা আছে, তা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে ফেরেশতাদের জ্ঞানের সামনে কিছুই নয়। অতঃপর যদি সকল ফেরেশতা, *জ্বিন* ও মানুষের সকল জ্ঞানকে আল্লাহর জ্ঞানের সামনে তুলে ধরা হয়, তাহলে এটাকে জ্ঞান বলাও ঠিক হবে না, বরং এটাকে বিভ্রান্তি, বিস্ময়, দোষ, ত্রুটি ও সারমত্তার অভাব ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না। সকল অসম্পূর্ণতার ঊর্ধ্বে সেই সত্তা যিনি তাঁর বান্দাদের জ্ঞান, ঘনিষ্ঠতা এবং সান্নিধ্য) দান করেছিলেন এবং তাদের জানিয়েছিলেন যে:

وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

"তোমাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে খুবই সামান্য। (কুরআন, অধ্যায় 17, আয়াত 85)

এটি ছিল এমন পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা যা লোকেদের প্রতিফলিত করা উচিত। এখানে ঈশ্বরের সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করার পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়নি, বরং কেবল [ঈশ্বরের] সৃষ্টির প্রতিফলন উল্লেখ করা হয়েছে যাতে কেউ সৃষ্টিকর্তার (ঈশ্বর) জ্ঞান অর্জন করতে পারে যাতে [পরিবর্তে] তাঁর মহত্ত্ব, ভয় এবং ক্ষমতা সম্পর্কে উপলব্ধি [হৃদয়ে] জন্মগ্রহণ করে। ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং নৈপুণ্যের বিস্ময়গুলির জ্ঞান যত বৃদ্ধি পাবে, ততটুকু মহামান্য, মহিমা এবং মহত্ত্বের জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। এটি যেমন আপনি কোনও জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে কোনও পণ্ডিতকে ভালবাসেন এবং সেই জ্ঞানকে আপনার উপলব্ধি রয়েছে। যদি আপনি সেই পণ্ডিতের অন্য কোনও জ্ঞান পান বা কোনও অনন্য কবিতা বা অন্য কোনও সুন্দর বই বা কোনও নতুন গবেষণা পান তবে সেই আলেমের প্রতি আপনার ভালবাসা আরও বেড়ে যায় এবং তার সম্মান এবং সম্মান আরও বৃদ্ধি পাবে। প্রতিটি বাক্য, কবিতার শ্লোক এবং এমন একজনের গবেষণা আপনার হৃদয়ে কারও সম্মান ও প্রশংসা বৃদ্ধি করে এবং নিজের পদমর্যাদাকে আরও উন্নত করে। একইভাবে, ঈশ্বরের সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা করা উচিত। এই আসমান (মহাবিশ্ব ও এর বাইরে) এবং পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তা তাঁর কিতাব ও রচনা এবং এটি একটি বিশাল রচনা। আপনি সারা জীবন এটি অধ্যয়ন করতে পারেন, কিন্তু এটি কখনই শেষ হবে না, এবং প্রতিদিন, আপনার জন্য নতুন উদ্ঘাটন এবং নতুন বোঝাপড়ার দরজা এবং পথ খুলে যাবে। যাইহোক, [বিষয়ের] সত্য হ'ল প্রতিফলন এবং প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তির কেবল এতটাই অংশ রয়েছে যা ঈশ্বর একজনের জন্য ভাগ করে দিয়েছেন [একজনের প্রচেষ্টা, আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা, আন্তরিকতা, অধ্যবসায় এবং সর্বোপরি ঐশ্বরিক ইচ্ছা অনুসারে]।

আমরা এই আলোচনাটি এখানেই শেষ করব। "কৃতজ্ঞতার বই" (অধ্যায় 12) এ, আমাদের বিষয় ছিল ঈশ্বরের সৃষ্টি। যাইহোক, এটি এই বিষয়ে ছিল যে ঈশ্বর আমাদের যা কিছু দিয়েছেন তা তাঁর অনুগ্রহ, পুরষ্কার এবং অনুগ্রহ, এবং এখানে এটি উপস্থিত রয়েছে যে এটি তাঁর কাজ এবং আমাদের এটি চিন্তা করা উচিত। এখানে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি তা একজন দার্শনিকের দ্বারাও প্রতিফলিত হয়, তবে একজন ব্যক্তির প্রতিফলন যাকে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ও সাফল্য (*তৌফিক)* প্রদান করা হয়েছে, তার প্রতিফলন হেদায়েত (*হিদায়া)* এবং অনন্ত সুখ ও অনন্ত সফলতার (সা'*দাহ)* মাধ্যম হয়ে ওঠে। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে এমন কোন বিন্দুও নেই যে, আল্লাহ একজনকে পথপ্রদর্শন করতেন না এবং অন্যজনকে পথভ্রষ্ট করতেন না। তবুও, যে ব্যক্তি এই বিষয়গুলি ঈশ্বরের কর্ম এবং গুণাবলী হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে, এমন ব্যক্তি ঈশ্বরের মহিমা এবং মহিমা সম্পর্কে জ্ঞান গ্রহণ করে এবং তাদের কাছ থেকে পরিচালিত হয়। আর যার দৃষ্টি একটি বিষয়কে কারণ এবং অন্যটি প্রভাব [কার্য ও প্রভাবের শৃঙ্খলে] যার সাথে সমস্ত কারণ, প্রভাব এবং উপায়ের প্রবর্তক (*মুসাব্বিব আল-আসবাব) এর কোন সম্পর্ক নেই,* সে বিপথগামী হয়। আমরা বিপথগামী পথ থেকে ঈশ্বরের আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বর আমাদেরকে উদ্ধার করেন, তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের কারণে, এমন সমস্ত সুযোগ থেকে যেখানে অজ্ঞদের পা বিভ্রান্ত হয়ে যায় [তাদের অতল গহ্বরে পতিত করে]।

অধ্যায় 20- নিজের মৃত্যু এবং পার্থিব জীবনের সমাপ্তি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা এবং কখনও দৃষ্টি হারান না এবং অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুত করা

এই পার্থিব জীবন কেবল অনন্ত জীবনে প্রবেশ করা এবং নিজের মরণশীলতা, ভ্রান্তি এবং নিজের চূড়ান্ত এবং অনিবার্য পরিণতি উপলব্ধি করা, নিজের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি অবহেলা, অবহেলা এবং বিস্মৃতি এবং সম্পদ সঞ্চয়, বস্তুবাদী আবেশ, অন্যায়, অন্যের প্রতি করা মন্দ এবং সহকর্মীদের সাথে সংঘর্ষের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিষেধক। কখনও কখনও স্বার্থপরতা এবং অত্যাচারের কাজ সহকর্মীদের উপর প্রকাশিত হয়, যা পরার্থপরতার আড়াল হয়ে ওঠে যে এটি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য করা হচ্ছে। এটিও একটি ভ্রান্ত ধারণা কারণ একই লক্ষ্য পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অপেক্ষা করবে কারণ এটি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। মহৎ উদ্দেশ্যগুলি কেবল মহৎ উপায়ের মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে এবং মহৎ উদ্দেশ্যগুলি অযোগ্য উপায়ে অর্জন করা যায় না কারণ উদ্দেশ্যগুলি উপায়কে ন্যায়সঙ্গত করে না। এই উপলব্ধি করা যে চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন অনন্তকালের আবাসে একমাত্র ঈশ্বরের কাছে, এবং সেখানে যে অবস্থা পার্থিব জীবনের এই পার্থিব অস্তিত্বে কারও কর্ম বা অপকর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, তা তার সমস্ত রূপ এবং প্রকাশের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী সংযম। নিজের পরিণতির দিকে নজর রাখা, দীর্ঘ জীবনের আশাকে সংক্ষিপ্ত করে বিষয়গুলিকে সঠিক দৃষ্টিকোণে রাখে, যা এই জীবন শেষ হওয়ার সাথে সাথেই শুরু হওয়া অনন্ত জীবনের ক্ষতিকারক। এটি আমাদের বর্তমান মুহুর্ত এবং সুযোগগুলি থেকে সর্বাধিক সদ্ব্যবহার করতে সহায়তা করে এবং আমাদের সততা এবং আত্ম-সংস্কারের পথে রাখে। এই বিষয়ে গাজ্জালীর ব্যাখ্যা এখানে তাঁর মহান *রচনা* "ইহ্যা আল-উলুম আদ-দীন" *বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ" এর* চতুর্থ খণ্ডের দশম এবং শেষ বই থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে সরবরাহ করা হয়েছে[26]:

যে মৃত্যুর দ্বারা পরাজিত হবে, যার শেষ বিশ্রাম হবে কবর, যার সঙ্গী থাকবে সাপ, বিচ্ছু ও পোকামাকড়, যার প্রতিজ্ঞার স্থান হবে কিয়ামতের দিন, যার গন্তব্য হবে হয় স্বর্গ অথবা জাহান্নাম, (অর্থাৎ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জন্য, ব্যতিক্রম ছাড়া)। এই ধরনের ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তা করা উপযুক্ত [যা অনন্তকাল শুরু করার জন্য বিশ্বের মধ্য দিয়ে একজনের যাত্রার সমাপ্তি], এটি নিজের কাছে উল্লেখ করা [জিনিসগুলিকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রাখার জন্য একটি অনুস্মারক হিসাবে], এর জন্য প্রস্তুত হওয়া, এটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা, এর জন্য আকাঙ্ক্ষা করা [কারণ এটি অনিবার্যতা যা এখানে থাকা প্রত্যেকে মুখোমুখি হবে, এবং যারা এখানে নেই তারা ইতিমধ্যে এর মুখোমুখি হয়েছে এবং এখন তার পরিণতি মোকাবেলা করেছে], এর জন্য অপেক্ষা করুন [যেমন এটি অনন্তকালে প্রবেশ করে, এবং প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাত যদি কেউ এর জন্য আকাঙ্ক্ষা করে, কাজ করে এবং সংগ্রাম করে। এ ধরনের ব্যক্তির জন্য নিজের জীবনে (নাফস) মৃত বলে মনে করা সমীচীন, কারণ যা আসবে তা নিকটবর্তী এবং যা আসবে না তা অনেক দূরে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

"বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে দমন করে [তার আকাঙ্ক্ষা ও কামনার পিছনে পাগল হয়ে যাওয়া থেকে], এবং মৃত্যুর পরে যে জীবন আসবে তার জন্য কাজ করে"।

এটি একটি সত্য যে যদি কোনও জিনিস বারবার মনে না রাখা হয় বা উল্লেখ করা না হয় তবে কেউ তার জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুত হতে পারে না। মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এমন বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ না দেওয়া পর্যন্ত বারবার উল্লেখ করা সম্ভব নয়। অতএব, আমরা মৃত্যু, এর প্রস্তুতি, এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি, আখেরাত এবং জাহান্নাম ও জান্নাতের অবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ করব, যাতে [ঈশ্বরের] একজন বান্দা এর জন্য প্রস্তুত হতে পারে কারণ এই যাত্রার সময় এসে গেছে, জীবন সংক্ষিপ্ত হচ্ছে [ঐশ্বরিক আদেশ দ্বারা আমাদের প্রত্যেকের জন্য বরাদ্দ করা জগতে সময় দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে], এখন সামান্য জীবন বাকি থাকলেও মানুষ তা নিয়ে উদাসীন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ

তিনি বলেন, 'জনগণের জবাবদিহিতার সময় আসন্ন হলেও তারা অবহেলা ও অবহেলার মধ্যে নিমজ্জিত। (কুরআন, অধ্যায় 21, আয়াত 1)

প্রথমত, আমরা মৃত্যুর আগের জীবন থেকে শুরু করে তূরী বাজানো পর্যন্ত মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করব। এটি আটটি বিষয় নিয়ে গঠিত।

বিশ্বের মধ্য দিয়ে যাত্রার সমাপ্তির জন্য প্রস্তুতি

নিজের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা এবং তা প্রচুর পরিমাণে স্মরণ করা: এটা জেনে রাখা উচিত যে, যে ব্যক্তি জগতে লিপ্ত হয়, তার প্রতারণায় নিমজ্জিত এবং তার কামনার প্রেমে নিমজ্জিত হয়, এমন ব্যক্তির হৃদয় অবশ্যই মৃত্যুর প্রতি অবহেলা, মৃত্যুর উল্লেখ কারও জিহ্বায় কখনও আসে না, বা তার চিন্তাও হৃদয়ে আসে না। কেউ যদি একজনের সামনে এটি উল্লেখ করে, তবে একজন ঘৃণা এবং ঘৃণার সাথে মুখ ঘুরিয়ে দেয় এবং এই উল্লেখ তীব্রভাবে অপছন্দ করে। তারপরে ব্যক্তিরা তিন ধরণের হয়: কেউ সম্পূর্ণরূপে জগতে নিমজ্জিত হয়, কেউ অনুতপ্ত হয়, এবং কারও কারও তীব্র জ্ঞান এবং বোধগম্যতা রয়েছে। প্রথম প্রকারের লোকেরা মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে না এবং যদি তারা এটি উল্লেখ করে, তারা এটিকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য অনুশোচনার সাথে সংযুক্ত করে এবং এটি পরিবেশন করতে শুরু করে [তাদের জীবদ্দশার সুযোগ গ্রহণ করে এর মধ্যে আরও নিমজ্জিত হওয়ার জন্য এটি থেকে সর্বাধিক উপভোগ করার জন্য]। এভাবে মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা তাদেরকে আল্লাহর কাছ থেকে আরও দূরবর্তী ও দূরবর্তী করে তোলে। যারা (দ্বিতীয় প্রকারের) তওবা করে, তারা তাদের মৃত্যুকে প্রচুর পরিমাণে স্মরণ করে যাতে তাদের হৃদয় থেকে ভয় ও ভয় দূর হয়ে যায় এবং তারা তাদের অনুতপ্ত (তাদের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে, তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে, ঐশ্বরিক উপাসনায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে) এবং তাদের জীবন শেষ হওয়ার আগে ঐশ্বরিক পথে চলে। কখনও কখনও তারা মৃত্যুকে অপছন্দ করে তবে কেবল এই জন্য যে তাদের তওবা শেষ হওয়ার আগে এবং তারা রিযিক সংগ্রহ করতে সক্ষম হওয়ার আগে মৃত্যু তাদের [পৃথিবী থেকে] ছিনিয়ে নেয়। এই ধরনের ব্যক্তিকে এটি অপছন্দ করার জন্য ক্ষমা করা হয় কারণ কেউ এটি স্পষ্টভাবে অপছন্দ করে না, পরিবর্তে, একজন তার নিজের পাপের [এবং অন্যায়] কারণে ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয় পায়। এটি ঠিক যেমন যে ব্যক্তি প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয় পায়, তাই সেই সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং প্রিয়জনের ইচ্ছা অনুসারে নিজেকে সজ্জিত করে। এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হবে না যে কেউ তার প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাত করতে পছন্দ করে না, এবং এর ইঙ্গিত এই যে একজন প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাতের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, এবং তা ব্যতীত, তার অন্য কোনও ব্যস্ততা নেই, অন্যথায় তাকে প্রথম প্রকারে গণনা করা হবে। ঈশ্বরের জ্ঞানবাদী বা অন্তরঙ্গ হলেন তিনিই যিনি সর্বদা মৃত্যুকে স্মরণ করেন এবং মৃত্যুর পরে প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাত করবেন তা জেনে [সম্পূর্ণরূপে] তা করেন। একজন প্রেমিক প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাতের সময়টি কখনও ভুলে যায় না। এ ধরনের ব্যক্তি প্রায়শই মৃত্যুর আগমন কামনা করে এবং তার আগমনে সন্তুষ্ট হন যাতে কেউ গুনাহের আবাস থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং সমস্ত মহাবিশ্ব ও অস্তিত্বের প্রতিপালকের সান্নিধ্যে স্থানান্তরিত হতে পারে (*রাব্বুল-আলামমীন*)। অনুতপ্ত ব্যক্তিকে মৃত্যু প্রত্যাখ্যান করার জন্য ক্ষমা করা হয় এবং এই ব্যক্তিকেও মৃত্যু পছন্দ করার জন্য ক্ষমা করা হয়। এই দু'জন ব্যক্তির মধ্যে, [আধ্যাত্মিক] পদমর্যাদার মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতর, সেই ব্যক্তি যিনি নিজের বিষয়টি ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করেন। অন্য কথায়, কেউ নিজের জন্য মৃত্যু বা জীবনকে পছন্দ করে না, বরং তার পরিবর্তে, কেবল নিজের প্রভুর কাছে প্রিয় ব্যক্তি একজনের প্রিয়। ঐশ্বরিক প্রেমের তীব্রতার কারণে, এই

ধরনের ব্যক্তি ঐশ্বরিক ইচ্ছার গ্রহণযোগ্যতার উচ্চতর [আধ্যাত্মিক] অবস্থানে পৌঁছায়। এটি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য এবং অর্জনের শীর্ষ। তবুও, নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করার মধ্যে মহান শ্রেষ্ঠত্ব এবং ঐশ্বরিক প্রতিদান রয়েছে। এমনকি জগতে নিমজ্জিত ব্যক্তিও মৃত্যুর স্মৃতি থেকে এই সুবিধা অর্জন করতে পারে যা তাকে (জগত) থেকে দূরে সরিয়ে দিতে শুরু করে, এবং এই স্মৃতি সুখ সম্পর্কে মোহভঙ্গ সৃষ্টি করে এবং সুখ-কামনা নষ্ট করা পরিত্রাণ ও মুক্তির উপায়গুলির মধ্যে একটি।

নিজের মরণশীলতাকে স্মরণ করার উৎকৃষ্টতা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَكْثِرُوْا مِنْ ذِكْرِ هَادِمِ اللَّذَّاتِ

"আনন্দের মুছে ফেলার (অর্থাত্ মৃত্যু) আরও মনে রাখুন"।

এর অর্থ হ'ল মৃত্যুর স্মরণে সুখগুলি কাদা করা উচিত যতক্ষণ না আপনার হৃদয় সেগুলি এড়াতে শুরু করে এবং ঈশ্বরের দিকে মনোনিবেশ করতে শুরু করে। পৃথিবী একজন মুমিনের জন্য একটি কারাগার, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ বিশ্বের কারাগারে বন্দী থাকে, ততক্ষণ নিজেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে, শয়তানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে এবং কামনা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে [জীবন সংগ্রাম ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ছাড়াও] বিভিন্ন ধরণের কষ্ট সহ্য করে। মৃত্যু মানুষকে এই কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়।

নিজের মরণশীলতার স্মরণ দৃঢ়ভাবে অন্তর্নিহিত করার পদ্ধতি: মানুষ এর প্রতি অমনোযোগী এবং অবহেলা হয় কারণ তারা এর প্রতিফলন এবং স্মরণে নিয়োজিত হয় না, এবং এমনকি যদি কেউ এটি উল্লেখ করে, তবে সে মুক্ত হৃদয় দিয়ে তা করে না, বরং সে এমন একটি হৃদয় দিয়ে করে যা জাগতিক কামনায় লিপ্ত হয়। তাই এটি উল্লেখ করলে হৃৎপিণ্ডের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না। নিজের মৃত্যুর স্মরণকে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করার পদ্ধতি হল এই স্মৃতি ব্যতীত অন্য সবকিছু থেকে হৃদয়কে খালি করে দেওয়া এবং সর্বদা এই চিন্তাভাবনা এমনভাবে রাখা যেন মৃত্যু কারও সামনে রয়েছে, ঠিক যেমন কোনও বিপজ্জনক উপত্যকা দিয়ে যাওয়া বা সমুদ্রে যাত্রা করে, যাত্রার দিকে পুরোপুরি মনোনিবেশ করা হয়। তাই নিজের সমাপ্তির স্মৃতি যদি এভাবে হৃদয়ে থেকে যায়, তাহলে আশা করা যায় যে তার প্রভাব হৃদয়ে পড়বে। মৃত্যুকে স্মরণ করার একটি উপকারী পদ্ধতি হ'ল এমন লোকদের সম্পর্কে চিন্তা করা যারা একই বয়সের সমসাময়িক ছিল এবং একজনের মতো ছিল এবং জীবনের ক্রিয়াকলাপে ব্যস্ত বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু তারা এখন ময়লার (কবরের বিছানায়) মধ্যে রয়েছে। তাদের কত বড় পদমর্যাদা ছিল, তারা কত সমৃদ্ধ ছিল কিন্তু ময়লা তাদের সমস্ত পদমর্যাদা এবং উপাধি মুছে ফেলেছে, তাদের স্ত্রীরা বিধবা এবং বিধবা হয়ে গেছে, তাদের সন্তানরা পিতামাতাকে হারিয়েছে, তাদের সম্পদ [এবং তাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি] সবই হারিয়ে গেছে এবং [সামাজিক] সমাবেশগুলি তাদের থেকে এতটাই বঞ্চিত যে কেউ এখন তাদের উল্লেখ করে না যেন তারা আগে জন্মগ্রহণ করেনি বা অস্তিত্ব ছিল না। যদি প্রত্যেক ব্যক্তিকে (যিনি জানেন যে কে মারা গেছেন] এভাবে পরীক্ষা করা হয় এবং তাদের অবস্থা, তাদের মৃত্যুর পরিস্থিতি, তাদের চেহারা এবং চেহারা, তাদের

ক্রিয়াকলাপ, [জীবনে] তাদের অন্যান্য ব্যস্ততা হৃদয়ে আনা হয় এবং বিবেচনা করা হয় যে তারা কীভাবে জীবনে নিমজ্জিত ছিল, মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়েছিলেন, এবং তারা [ভুলবশত] ভেবেছিলেন যে তাদের কাছে [জীবনে সফল এবং সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উপায়] রয়েছে এবং তাদের শক্তি এবং যৌবন কখনো শেষ নয়। অতএব, তারা খেলাধুলা, খেলাধুলা এবং বিনোদনে ব্যস্ত ছিল এবং তাদের কাছে দ্রুত আসা মৃত্যুর প্রতি অবহেলা ছিল [এই সমস্ত কিছু এবং তারা যে ভ্রান্ত ধারণাগুলি বিশ্বাস করেছিল তা সত্ত্বেও, তারা এখনও শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতির মুখোমুখি হয়েছিল এবং এখানে আর নেই]। এমনই একজনকে দেখলে, যাকে সুখ-বিলাসে লিপ্ত থাকতে দেখা যেত, কিন্তু এখন পা ভেঙে গেছে [কবরে], এবং শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ জীবনে অনেক কথা বলতেন এবং হাসি ছড়াতেন কিন্তু এখন পোকামাকড় জিহ্বা খেয়ে ফেলেছে এবং ময়লা দাঁত খেয়ে ফেলেছে। একজন নিজের জন্য ভাল [ভবিষ্যত] পরিকল্পনা করত, ক্রমশ উন্নত ব্যবস্থা তৈরি করত যা পরবর্তী দশ বছরের জন্যও প্রয়োজন ছিল না, যদিও নিজের এবং মৃত্যুর মধ্যে মাত্র এক মাসের দূরত্ব ছিল এবং এমনকি তার জন্য কোনও উপলব্ধিও ছিল না, যতক্ষণ না মৃত্যু এমন এক সময়ে গ্রাস করেছিল যা কেউ কখনও প্রত্যাশা করেনি। হঠাৎ, মৃত্যুর ফেরেশতা একজনের সামনে উপস্থিত হন এবং কারও কানে স্বর্গ বা জাহান্নামের ঘোষণা দিলেন [আত্মা কেড়ে নেওয়ার আগে]।

এই মুহূর্তে, একজনের নিজের দিকে তাকাতে হবে এবং দেখতে হবে যে তিনি ঠিক তাদের মতোই [যারা মারা গেছেন এবং যারা একজনের সমসাময়িক ছিলেন], একজনের অবহেলা এবং অবহেলার অবস্থা ঠিক তাদের মতোই, এবং তাদের মতো একই পরিণতি হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আনন্দ ও সফলতার ব্যক্তি সে যে অন্যের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। এসব চিন্তাভাবনা ও চিন্তাভাবনার পাশাপাশি যদি কেউ কবরস্থানে গিয়ে অসুস্থদের দেখতে যাওয়াকে একটি রুটিন করে নেয়, তাহলে [নিজের অনিবার্য] মৃত্যুর চিন্তা হৃদয়ে তাজা থাকবে, বরং এটি তার উপর আধিপত্য বিস্তার করবে [নিজের কর্ম এবং সঠিক পথে চলার সমগ্র অবস্থাকে, এবং জিনিসগুলিকে সঠিক দৃষ্টিকোণে রাখা]। আশা করা যায় যে এই পরিস্থিতিতে একজন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হবে এবং প্রতারণা দ্বারা চিহ্নিত বিশ্বকে একপাশে সরিয়ে দেবে। শুধু মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা এবং উপরিউক্ত ভাবে স্মরণ করা খুব বেশি উপকারী নয়। যখনই হৃদয়ে ভালো কিছুর ধারণা জন্ম নেয়, তখনই আপনার ভাবতে হবে যে একদিন আপনি তা থেকে বিচ্ছিন্নতার মুখোমুখি হবেন।

দীর্ঘায়ু আশা, আশা সংক্ষিপ্ত করা, দীর্ঘ আশার কারণ এবং নিরাময়ের পদ্ধতি: হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إِنَّ أَشَدَّ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ خَصْلَتَانِ اتِّبَاعُ الْهَوَى وَطُولُ الْأَمَلِ فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى
فَإِنَّهُ يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَإِنَّهُ الْحُبُّ لِلدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى
يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَيُبْغِضُ وَإِذَا أَحَبَّ عَبْدًا أَعْطَاهُ الْإِيمَانَ أَلَا إِنَّ لِلدِّينِ أَبْنَاءً وَ
لِلدُّنْيَا أَبْنَاءً فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدِّينِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا قَدِ
ارْتَحَلَتْ مُوَلِّيَةً أَلَا إِنَّ الْآخِرَةَ قَدِ ارْتَحَلَتْ مُقْبِلَةً أَلَا وَإِنَّكُمْ فِي يَوْمِ عَمَلٍ لَيْسَ فِيهِ
حِسَابٌ أَلَا وَإِنَّكُمْ تُوشِكُونَ فِي يَوْمِ حِسَابٍ لَيْسَ فِيهِ عَمَلٌ

"আমি আপনার কাছ থেকে দুটি জিনিসকে সবচেয়ে বেশি ভয় পাই: একটি হচ্ছে আপনার নিজের আকাঙ্ক্ষা (নিম্ন স্ব থেকে আকাঙ্ক্ষা) অনুসরণ করা এবং দ্বিতীয়টি দীর্ঘ আশা [বা দীর্ঘায়ুর প্রত্যাশা] রাখা। নিজের আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করে, সত্যের পথ থেকে একজনকে বিরত রাখে এবং দীর্ঘ আশা রাখা, মানে জগতের প্রতি ভালবাসা। [অতঃপর তিনি বললেন] সচেতন থাকুন, আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথিবী দান করেন, তিনি কাউকে ভালবাসেন বা অপছন্দ করেন (নিজের মন্দ কর্মের কারণে), তবে তিনি যাকে ভালবাসেন তাকে [তাঁর উপর এবং তাঁর সাথে অপরিহার্যভাবে সংযুক্ত] বিশ্বাস দান করেন। সচেতন থাকুন, কিছু লোক *ঐশ্বরিক* পথের (দ্বীন) সন্তান (সম্পূর্ণ নিবেদিত) এবং কিছু জগতের সন্তান। জগতের সন্তান নয়, *ঐশ্বরিক* পথের সন্তান হও। সাবধান, পরকাল তোমাদের কাছে আসছে। আজ, আপনি এমন দিনে আছেন যখন আপনি কাজ করতে পারবেন [আসন্ন অনন্ত জীবনের জন্য ভালভাবে প্রস্তুত করার জন্য] এবং এতে কোনও জবাবদিহিতা নেই। শীঘ্রই তোমরা জবাবদিহির দিনে (কিয়ামতের দিনে) থাকবে এবং এতে কোন কর্ম থাকবে না [কারণ একজনের পার্থিব যাত্রার শেষে কাজ করার সময় শেষ হয়ে গেছে)। (বর্ণনা করেছেন *হাদীস* সংকলন *ইবনে আবি আল-দুনিয়া)*

দীর্ঘ আশার দুটি কারণ (বা দীর্ঘ জীবনের আশা এবং প্রত্যাশা) রয়েছে: একটি অজ্ঞতা, এবং দ্বিতীয়টি হ'ল বিশ্বের প্রতি ভালবাসা (জাগতিকতা)। জগতের প্রতি ভালবাসার অর্থ এই যে, যখন একজন ব্যক্তি তার কামনা, সুখ-বিলাস এবং ব্যস্ততায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন জগৎ থেকে আলাদা হওয়া তার উপর খুব ভারী হয়ে ওঠে এবং এটি একজনকে মৃত্যুর [আসন্ন] চিন্তা করতে বাধা দেয় কারণ মৃত্যুই এই বিচ্ছেদের কারণ [নিজের এবং জগতের মধ্যে]। মানুষ সহজাতভাবে এমন কিছু থেকে দূরে সরে যায় যা সে অপছন্দ করে। এটি মানব স্বভাব যে একজন সর্বদা মিথ্যা আশা এবং আকাঙ্ক্ষায় জর্জরিত থাকে, যা তার ইচ্ছা অনুসারে হয়। অতএব, সংসারে থাকা ঠিক তার ইচ্ছা অনুসারে। এই কারণেই, একজন সর্বদা এটি সম্পর্কে চিন্তা করে এবং নিজের জন্য সমস্ত কিছু ধরে নেয় যা জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজন যেমন স্ত্রী, সন্তান, বাড়ি, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, যাত্রা এবং বিশ্বের সমস্ত উপায়। মন এই দুশ্চিন্তায় এতটাই মগ্ন থাকে যে, মৃত্যুর প্রতি অবহেলা করে, তার নিকটবর্তীতা পছন্দ করে না, যদি কখনও হৃদয়ে মৃত্যুর চিন্তা আসে যে সে মারা যাবে এবং তার জন্য প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে একজন নিজেকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে এখনও অনেক সময় আছে, আমি বড় হয়ে অনুতপ্ত হব। যখন কেউ বড় হয়, তখন সে তাকে বার্ধক্যের দিকে স্থগিত করে। যখন কেউ বৃদ্ধ হয়ে যায়, তখন সে বলে, "যখন

আমি একটি ঘর তৈরি করা শেষ করব বা ভ্রমণ থেকে ফিরে আসি বা কোনও সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য কিছু করব বা কোনও প্রতিপক্ষের সাথে মোকাবিলা করব তখন আমি অনুতপ্ত হব"। একজন এভাবে আত্মার সাথে প্রবিস্তৃত হয় এবং অনুতাপকে একটি অবিরাম শৃঙ্খলে বিলম্ব করে (স্থগিত করে), কারণ যে জিনিসটির সাথে একজন জড়িত রয়েছে, তা আরও দশটি নতুন জিনিসের জন্ম দেয় যতক্ষণ না বিলম্ব দীর্ঘ এবং দীর্ঘ হয়, নতুন ব্যস্ততা তৈরি হয় এবং সেগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য উত্সাহ জোরালোভাবে উত্থিত হয়, যতক্ষণ না [কারও চূড়ান্ত পরিণতির] প্রতিশ্রুত সময় আসে এবং মৃত্যু এমন একটি সময়ে [পার্থিব জীবন থেকে] কেড়ে নেয় যা কেউ কল্পনাও করেনি। সেই সময় একজনের আফসোস ও দুঃখ দেখার মতো। কেউ মনে করেন, যে মানুষ দুনিয়ায় ব্যস্ত আছেন তিনি নিশ্চয়ই কোনো না কোনো সময় অবসর সময় পাবেন। এটি কেবল একটি ভুল বোঝাবুঝি কারণ কেউ কেবল তখনই অবসর সময় পেতে পারে যখন কেউ নিজেকে [হৃদয়ে] পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে।

অজ্ঞতা হল যে কারও যৌবনের উপর প্রচণ্ড আস্থা থাকে এবং মনে করে যে কারও যৌবনে মৃত্যু আসবে না, যদিও এটি বিশুদ্ধ বোকামি এবং অজ্ঞতা। যদি কেউ তার চারপাশের দিকে তাকায়, তবে তিনি দেখতে পাবেন যে বৃদ্ধদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। এর কারণ হলো, বার্ধক্যের আগেই অনেক মৃত্যু ঘটে। একজন বৃদ্ধ যখন মৃত্যুর দরজায় কড়া নাড়বেন, ততক্ষণে হাজার হাজার যুবক ও শিশু মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে। কখনও কখনও, কেউ মৃত্যুকে তার স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দূরে মনে করে (সুস্বাস্থ্য একজনকে বিশ্বাস করতে প্রতারিত করে যে কেউ বার্ধক্যের আগে মারা যাবে না) এবং [আকস্মিক মৃত্যুর] সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দেয় না। কেউ জানে না যে আকস্মিক মৃত্যু অসম্ভব নয়; যদি আকস্মিক মৃত্যুকে অসম্ভব বলে মনে করা হয় তবে আকস্মিক অসুস্থতাকে অসম্ভব বলে মনে করা যায় না, বরং অসুস্থতা হঠাৎ দেখা দেয় এবং যখন কেউ অসুস্থ হয় তখন কে বলতে পারে যে মৃত্যু দূরে নয়? এই অবহেলা ও অসাবধান ব্যক্তি যদি মনে করে এবং বুঝতে পারে যে, মৃত্যুর জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় সংরক্ষিত নেই তবে তা শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য, শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত, শরৎ, দিন বা রাতে যে কোন সময় আসতে পারে, তাহলে আশা করা যায় যে মৃত্যু কারও চোখে গুরুত্ব গ্রহণ করবে এবং সে তার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হবে। তবে এসব বিষয়ের সঙ্গে অপরিচিত হওয়া এবং জগতের প্রতি ভালোবাসা একজনের সামনে থাকে এবং কেউ মনে করে না যে এটি একজনের সাথে ঘটতে পারে। একজন জানাজালে যায় কিন্তু বুঝতে পারে না যে [একদিন] মানুষ নিজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এভাবে হাঁটবে। বাস্তবে জানাজায় যাওয়া অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এবং মানুষকে মৃত দেখতে দেখে এতবার ঘটেছে যে এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখে নিজের মৃত্যুর উপলব্ধি জাগিয়ে তোলে না, বা কেউ এটি সম্পর্কে চিন্তা করে না। কিন্তু মৃত্যু আসবে মাত্র একবার, সেটাই হবে প্রথম ও শেষবার। তবুও, পূর্বাভাস প্রয়োগ করা নিছক অজ্ঞতা এবং মূর্খতা।

যখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিজের মৃত্যুকে দূরবর্তী বলে মনে করার কারণ হচ্ছে অজ্ঞতা ও জগতের প্রতি ভালোবাসা (জাগতিকতা) এর সমতুল্য, তখন এর প্রতিকারও জানা জরুরি। একটি রোগের কারণ অপসারণ করে নিরাময় করা যায়। চিন্তার স্পষ্টতা এবং শুদ্ধ হৃদয় থেকে জ্ঞানের বাণী শোনার মাধ্যমে অজ্ঞতার নিরাময় করা যেতে পারে। তবে দুনিয়ার ভালোবাসার নিরাময় কঠিন। এটি এমন একটি রোগ যার নিরাময় প্রথম এবং শেষ (পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী প্রজন্মের

ঋষিদের) ক্লান্ত করে তুলেছে। এর প্রতিকার কেবল সেই বান্দা ব্যতীত আর কিছুই নয়, যে কিয়ামতের দিন ঈমান আনবে এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে তার প্রতিদান ও শাস্তি। শেষ দিনে যখন নিশ্চিত হবে তখন জগতের প্রেম হৃদয় ত্যাগ করবে কারণ উচ্চতর কিছুর প্রতি ভালবাসা হৃদয় থেকে নিকৃষ্ট কিছুর প্রতি ভালবাসা দূর করে দেয়। এখানে একদিকে পৃথিবী তার সকল সমস্যা নিয়ে এবং অন্যদিকে আখেরাত তার সমস্ত সূক্ষ্মতা, সৌন্দর্য এবং মহিমা সম্বলিত। মানুষ যখন হৃদয়ের স্পষ্টতা, ক্ষীণতা এবং স্পষ্টতার সাথে উভয়ের দিকে চিন্তা করে, তখন পূর্ব থেকে পশ্চিমে সরকার দেওয়া হলেও জগতের (জাগতিকতা) প্রতি সামান্যতম ঝোঁক থাকবে না। কারণ, যখন একজন ব্যক্তি এই বিশাল জগতের একটি ক্ষুদ্র অংশ পায়, তখন সেটিও কাদামুক্ত হয় না। যার অন্তর আখেরাতের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, এমন ব্যক্তি কীভাবে নিজের হৃদয়ে জগতের প্রতি ভালবাসাকে দৃঢ় করতে পারে? একজনের সর্বদা নিজের অঙ্গগুলির দিকে তাকানো উচিত এবং প্রতিফলিত করা উচিত যে তারা কতটা সুন্দর, প্রাণবন্ত এবং শক্তিশালী, তবে শীঘ্রই কবরের পোকামাকড়গুলি তাদের খাদ্য করে তুলবে। শরীরের এমন একটি অংশ থাকবে না যা পোকামাকড় খাবে না। যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তা হবে সঠিক জ্ঞান এবং সৎকর্ম [আমি আমার পার্থিব জীবনে করেছি]। এসব বিষয়ের প্রতিফলনের পাশাপাশি কবরের শাস্তি, ফেরেশতাগণকে জিজ্ঞাসাবাদ করা (*মুনকির নাকির),* কিয়ামতের দিন, পুনরুত্থান, শেষ দিনের ঘটনাবলী এবং সেই মহান দিনে আদালতে হাজির ও জবাবদিহিতা ইত্যাদি অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত। এসব বিষয় এমন যে, যদি কেউ এগুলোর দিকে চিন্তা করে, তাহলে মৃত্যুর স্মরণ (হৃদয়ে) তাজা থাকে এবং তার জন্য প্রস্তুত হওয়ার ইচ্ছা থাকে।

দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত আশার ক্ষেত্রে মানুষের ডিগ্রি: লোকেরা এই ক্ষেত্রে আলাদা (দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত জীবনের জন্য তাদের আশা এবং প্রত্যাশার পরিপ্রেক্ষিতে)। কিছু লোক জীবিকা নির্বাহ চায় এবং চিরকাল পৃথিবীতে বাস করতে চায়। আল্লাহ তা'আলা এই ধরনের লোকদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেন:

يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ

"তাদের কেউ কেউ হাজার বছরের জীবন পেতে চায়। (কুরআন, অধ্যায় 2, আয়াত 96)

কিছু মানুষ বার্ধক্য পর্যন্ত বাঁচতে চায়। এটি সেই চরম বয়স যা লক্ষ্য করা যায়। এই মানুষগুলো জগতের প্রতি গভীর ভালোবাসায় আটকা পড়ে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اَلشَّيْخُ شَابٌ فِى حُبِّ طَلَبِ الدُّنْيَا وَاِنِ الْتَفَّتْ تَرْقُوْنَاهُ مِنَ الْكِبَرِ اِلَّا الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَقَلِيْلٌ مَّاهُمْ

"একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি জগতের সন্ধান (বা তার পিছনে দৌড়ানো) ভালবাসায় তরুণ হয়, যদিও বার্ধক্যের কারণে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আঁকাবাঁকা হয়ে গেছে, কিন্তু এই ধরনের লোকেরা ঈশ্বরকে

ভয় করে না, এবং তারা (অর্থাৎ ধার্মিক ভয়, শ্রদ্ধা এবং ঈশ্বরের ভয়ের লোক) সংখ্যায় খুব কম। (বর্ণনা করেছেন *আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত* সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম *হাদীস* সংকলন।

কিছু লোকের এক বছরের বেশি প্রত্যাশা থাকে না; তাই তারা এক বছরের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করে, শীতকালে তারা গ্রীষ্মের জন্য জমা হয় এবং গ্রীষ্মকালে তারা শীতের জন্য জমা হয়। অতএব, যখন তারা এক বছরের জন্য [বেঁচে থাকার] জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়, তখন তারা ঐশ্বরিক উপাসনায় নিয়োজিত হয়। কিছু লোক এক বছরেরও কম সময় বেঁচে থাকার আশা করে। চলতি মৌসুমে পরের মৌসুমের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে না তারা। কিছু মানুষ আছেন যাদের একদিনের বেশি বেঁচে থাকার আশা থাকে না। তারা কেবল আজকের জন্য প্রস্তুতি নেয় এবং আগামীকালের প্রস্তুতিতে নিয়োজিত হয় না। হসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা আগামীকালের রিযিক নিয়ে চিন্তা করো না, যদি তোমার জীবনে আগামীকাল আসে, তাহলে আগামীকালের রিযিকও তার সাথে আসবে এবং যদি তোমার জীবনে আগামীকালের অস্তিত্ব না থাকে, তবে তোমার অন্যের জীবন নিয়ে চিন্তা করা উচিত নয় (যে জিনিসগুলি আপনি আজ জমা করছেন তা অন্য লোকদের গ্রহণ এবং আগামীকাল থেকে উপকার করার জন্য রেখে যাবেন যখন আপনি যখন আপনি গ্রহণ করতে পারেন এবং আগামীকাল থেকে উপকৃত হতে পারেন চলে যাবে)"। কিছু মানুষ আছেন, যাদের প্রত্যাশা (জীবন ও জীবনের) প্রত্যাশা এক মুহূর্তেরও বেশি হয় না! যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে আবদুল্লাহ ইবনে উমর! সকালে পৌঁছানোর পর সন্ধ্যা নিয়ে চিন্তা করবেন না, সন্ধ্যায় পৌঁছানোর পর সকালের কথা চিন্তা করবেন না। কিছু লোক এক মুহূর্তের উপরও নির্ভর করেনি, তাই নবী মুহাম্মাদ (সা.) প্রকৃতির আহ্বান পূরণ করার পর তৎক্ষণাৎ ধুলো দিয়ে ওজু করেন (*তায়াম্মুম* - পানির অনুপস্থিতি বা দূরত্বে ধুলো দিয়ে বাইরের পবিত্রতার জন্য করা একটি অজু, যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার অবস্থা বজায় রেখেছিলেন) ঠিক সেই মুহূর্তে জল খুব বেশি দূরে না থাকলেও এবং ব্যবহৃত হয়েছিল তিনি বলেন, 'হয়তো আমি পানিতে পৌঁছতে পারব না (এবং তার আগেই আমার প্রাণ কেড়ে নেওয়া হবে)", যেন মৃত্যু তার সামনে রয়েছে এবং তার কাছে আসতে চলেছে। এ ধরনের ব্যক্তি (আল্লাহর) কাছে এমনভাবে প্রার্থনা করেন যেন এটাই তার শেষ প্রার্থনা (যা পরম আন্তরিকতা ও ঐশ্বরিক সামনে হৃদয়ের উপস্থিতির সাথে সম্পন্ন হয়)। মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু একই অবস্থায় ছিলেন, তাই যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ঈমানের বাস্তবতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি উত্তর দিলেন, "আমি যখন ধারণা করেছিলাম যে আমি আরেকটি পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হব, তখন আমি কোন পদক্ষেপ নিইনি। (বর্ণনা করেছেন *হাদীস* সংকলন *আবু নাঈম ফি আল-হিলিয়া)* (এক মহান আফ্রিকান সাধু) আসওয়াদ হাবসী (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যখন রাতে নামাজ পড়তেন, তখন তিনি এদিক-ওদিক তাকিয়ে থাকতেন। কেউ একজন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি কেন এটি করেছিলেন, যার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আমি [চারপাশে তাকাই] দেখি মৃত্যুর ফেরেশতা কোথা থেকে আসছেন"।

এটি মানুষের বিভিন্ন পদমর্যাদা এবং ডিগ্রির ব্যাখ্যা [দীর্ঘ জীবনের জন্য তাদের আশা এবং প্রত্যাশার পরিপ্রেক্ষিতে]। তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রতিদান দেওয়া হয়েছে। যার আশা ও প্রত্যাশা (জীবন বা বেঁচে থাকার জন্য) এক মাসের জন্য, সে তার থেকে আলাদা, যার প্রত্যাশা এক মাসের বেশি হলেও তা দিনে বেশি হলেও উভয়েরই একই ডিগ্রি নেই। আল্লাহর নিকট ন্যায়বিচার ও ন্যায়বিচার রয়েছে এবং তিনি তাদের সমান করে অন্যায় করেন না (কারণ তারা এ ব্যাপারে সমান নয়)। তিনি বলেছেন:

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ

"যে ব্যক্তি পরমাণুর সমান সৎকর্ম করে, সে তা [আল্লাহর সামনে দেখবে]। (কুরআন, অধ্যায় 99, আয়াত 7)

[দীর্ঘ জীবনের জন্য] আশা ও প্রত্যাশা সংক্ষিপ্ত হওয়ার প্রভাব [সৎকর্ম সম্পাদন] [সমস্ত আন্তরিকতায়] [সৎকর্ম] করার দিকে [অগ্রসর হয়] থেকে স্পষ্ট হয়। (আল্লাহর পক্ষ থেকে) যোগ্যতা ও সফলতার লক্ষণ হচ্ছে মৃত্যু চোখের সামনে থাকা, সে এক মুহূর্তের জন্যও অবহেলা করে না এবং নিজের শেষ পরিণতির জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে। যদি কেউ সন্ধ্যা পর্যন্ত জীবিত থাকে, তবে সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যেমন তিনি একজনকে তাঁর আনুগত্য করার সুযোগ দিয়েছেন এবং সন্তুষ্ট হন যে তার দিন নষ্ট হয় না, বরং সে তার অংশ পেয়েছে [আল্লাহর পথে ঐশ্বরিক আনুগত্য ও সৎকর্মের] অংশ এবং তার থেকে যে অংশ পেয়েছে। আখেরাতের জন্য একজনের জন্য সংরক্ষণ (নিরাপদ আমানত) করা হয়েছে। অতঃপর সকালের শুরুটা একই কৃতজ্ঞতা সহকারে শুরু করে, [নির্দেশনা ও সঠিক উপদেশ] এবং ঐশ্বরিক আনুগত্যের কথা শুনতে হয়। কেবল সেই ব্যক্তিই সহজেই এটি করতে পারেন যার হৃদয় আগামীকালের জন্য [উদ্বেগ, উদ্বেগ, পরিকল্পনা এবং কৌশল] থেকে মুক্ত এবং আগামীকাল কী ঘটবে তা নিয়ে চিন্তিত নয়। এ ধরনের ব্যক্তি মৃত্যুর পর অনন্ত সুখ ও অফুরন্ত বিজয় (*সা'দাহ*) অর্জন করবে এবং তার জীবদ্দশায় সে পরকালের জন্য প্রস্তুতি এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনার আনন্দ (মানাজাত) লাভের কারণে সুখী থাকবে। এ ধরনের ব্যক্তির জন্য মৃত্যু হচ্ছে অনন্ত সুখ ও অনন্ত সফলতা অর্জনের একটি মাধ্যম এবং জীবন হচ্ছে অনন্ত সুখ ও অনন্ত সাফল্য বৃদ্ধির মাধ্যম। হে মানুষ! আপনার শেষের চিন্তাটি সর্বদা আপনার হৃদয়ে রাখুন। জীবন আপনাকে [পৃথিবী থেকে] উড়িয়ে নিচ্ছে এবং আপনার আত্মা অবহেলায় লিপ্ত হচ্ছে। হতে পারে তোমার যাত্রা শেষ হতে চলেছে এবং তোমার গন্তব্যস্থল আসন্ন। শুধুমাত্র কর্মের দিকে অগ্রসর হওয়ার মাধ্যমেই আপনি গন্তব্যের আরাম অর্জন করতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউই এমন একটি *ঐশ্বর্য* (ঐশ্বর্য বা সমৃদ্ধি) ব্যতীত অপেক্ষা করে না, যা কাউকে বিদ্রোহী করে তুলবে, অথবা এমন দারিদ্র্যের জন্য যা কাউকে *ঐশ্বরিক* আনুগত্যের প্রতি অবহেলা করে দেবে, অথবা এমন কোনো অসুস্থতার জন্য অপেক্ষা করে না, যা বুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় করে দেবে। অথবা এমন একটি মৃত্যুর জন্য যা শীঘ্রই আসতে চলেছে, অথবা *দাজ্জাল* (খ্রিস্টবিরোধী) এবং *দাজ্জালের* জন্য নিখোঁজ হওয়ার জন্য সবচেয়ে খারাপ ব্যক্তি যার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে, অথবা কিয়ামতের দিন এবং

কিয়ামতের দিন অত্যন্ত কঠিন এবং তিক্ত। (বর্ণনা করেছেন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত *হাদীস* সংকলন *তিরমিযী।*

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ وَ
غِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

"পাঁচটি বিষয়ের আগে পাঁচটি জিনিসকে মূল্য দাও [এবং সঠিক প্রচেষ্টায় সেগুলো বিজ্ঞতার সাথে ব্যবহার করো]: বার্ধক্যের আগে তোমার যৌবন, অসুস্থতার আগে তোমার স্বাস্থ্য, দারিদ্রের আগে তোমার সমৃদ্ধি, ব্যস্ততার আগে তোমার অবসর সময় (ব্যস্ত সময়) এবং তোমার মৃত্যুর আগে তোমার জীবন"। (বর্ণনা করেছেন *হাদীস* সংকলন *ইবনে আবি আল-দুনিয়া)*

অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

"দু'টি নেয়ামত এমন যে, অধিকাংশ মানুষ তাদের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় [যথাযথভাবে সেগুলোর পূর্ণ সুবিধা না গ্রহণের কারণে]: স্বাস্থ্য ও অবসর সময় (বিশ্রাম বা অবকাশ)"। (বর্ণনা করেছেন *হাদীস* সংগ্রহ *সহীহ বুখারী* হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)

এই ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ হলো, একজন মানুষ এই উভয় নেয়ামতের অধিকারী হয়, কিন্তু সে উভয়ের সুবিধা নিতে পারে না, কিন্তু যখন তারা চলে যায়, তখন সে তাদের মূল্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

"আল্লাহ তিনিই যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমাদের পরীক্ষা করা যায় যাতে তোমাদের মধ্যে কে বেশী সৎকর্ম (সৎকর্ম ও প্রাপ্তি) করে। (কুরআন, 67 অধ্যায়, আয়াত 2)

মৃত্যুর যন্ত্রণায় ব্যথা: জেনে রাখা উচিত যে মৃত্যুর যন্ত্রণার বেদনা কেবল সেই ব্যক্তিই সঠিকভাবে অনুমান করতে পারে যিনি এই পর্যায় অতিক্রম করেছেন। যিনি এই ব্যথা অনুভব করেনি তিনি সময়ে সময়ে একজনের কাছে পৌঁছানো ব্যথা এবং প্রতিকূলতা অনুমান করতে পারেন বা মানুষের শেষ মুহুর্তের তীব্রতা পর্যবেক্ষণ করে কিছু অনুমান করা যেতে পারে। যৌক্তিক অনুমান থেকে যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে [শারীরিক] অঙ্গ বা অঙ্গ যার মধ্যে আত্মা নেই, সে কোনও ব্যথা অনুভব করে না, এবং যদি আত্মা উপস্থিত থাকে তবে বেদনার অনুভূতিও রয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে বেদনা আত্মা দ্বারা উপলব্ধি করা হয়। অতএব, যখন কেউ

আহত হয় তখন এর প্রভাব আত্মায় পৌঁছায় এবং এটি আত্মায় পৌঁছায়, সেই পরিমাণে সে ব্যথা অনুভব করে, কারণ ব্যথা মাংস, রক্ত এবং শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণেই, আত্মা কম ব্যথা অনুভব করে, তবে, যদি এটি হয় যে ব্যথা এবং অস্বস্তির কেন্দ্রটি বিশেষত আত্মা এবং আত্মা ছাড়া আর কিছুই নয়, তবে ব্যথার তীব্রতা কল্পনা করা যেতে পারে। মৃত্যু [জীবনের শেষ মুহুর্তে] এই বেদনাকে বোঝায় যা আত্মার সত্তার উপর নেমে আসে এবং তার সমস্ত উপাদানের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে যতক্ষণ না আত্মার কোনও অংশ, সারা শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে না, যেখানে এই ব্যথা প্রবেশ করে না এবং পৌঁছায়নি। মৃত্যুর যন্ত্রণা আত্মার সত্তাকে আক্রমণ করে এবং তার সমস্ত অঙ্গ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে কারণ এটি (আত্মা) প্রতিটি শিরা, প্রতিটি জয়েন্ট, প্রতিটি অঙ্গ [দেহের প্রতিটি অংশ] থেকে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে, সংক্ষেপে, মাথা থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত প্রতিটি অংশ থেকে আত্মাকে টেনে বের করে বের করা হয় [প্রতিটি ব্যক্তির অনিবার্য সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত সময়ে ঐশ্বরিক আদেশে]। এর থেকে অনুমান করা যায় যে আত্মাকে যে পরিমাণ ব্যথা ও কষ্ট সহ্য করতে হয়।

প্রশ্নটি হল, "মানুষ যখন আহত হয় বা আঘাত পায় তখন সে অনেক চিৎকার করে কিন্তু মৃত্যুর সময় চিৎকার করে না, যদিও আপনি বলেছেন যে মৃত্যুর বেদনা বেশি হয়। [এর কারণ কী?] উত্তর হলো, অতিরিক্ত ধাক্কার কারণে মৃত্যুপথযাত্রীর জিহ্বা সিল করে দেওয়া হয় (কথা বলতে পারছে না) এবং চিৎকার করতে পারছে না। ব্যথা এতটাই তীব্র যে এই আক্রমণে হৃদয়, মস্তিষ্ক এবং শরীর সবই অক্ষম হয়ে পড়ে। সমস্ত শক্তি চলে যায়, সমস্ত অঙ্গ দুর্বল হয়ে যায়, অনুরোধ করার শক্তি থাকে না, বুদ্ধি আলাদা হয়ে যায়, জিহ্বা থেকে কথা ছিনিয়ে নেওয়া হয়, অঙ্গগুলি নিশ্চল হয়ে যায়, হৃদয়ের আটকে থাকা অনুভূতিগুলি বের করার জন্য জোরে চিৎকার করতে চায় এবং বেদনা এবং দুঃখ থেকে কিছুটা প্রশান্তি পেতে চায়, কিন্তু কেউ চিৎকার করতে পারে না। যদি বাম দিকে [মৃত ব্যক্তির মধ্যে] কিছু শক্তি থাকে, তবে আত্মা চলে যাওয়ার সময়, গলা এবং বুক থেকে একটি পেন্ট আপ [গর্জন বা ঘ্যাটঘন] শব্দ নির্গত হয়, ধূলিকণার রঙে রঙ পরিবর্তিত হয় যেন সেই ধূলিকণা প্রদর্শিত হয় যা মানুষের উৎপত্তি, সমস্ত শিরা টানতে শুরু করে কারণ ভিতরের সর্বত্র ব্যথা রয়েছে, চোখ উপরে সরে যায়, ঠোঁট সঙ্কুচিত হয়, জিহ্বা ভিতরে টেনে নেওয়া হয়, আঙ্গুলগুলি সবুজ হয়ে যায়। শরীরের প্রতিটি শিরা টানা হচ্ছে এমন শরীরের অবস্থা সম্পর্কে আপনি কী জিজ্ঞাসা করেন? শরীরের একটি শিরা টেনে নিলে ব্যথার তীব্রতার কারণে চিৎকার করতে বাধ্য হয়। এখানে সব শিরা টেনে নেওয়া হয়, তারপর ধীরে ধীরে সব অঙ্গ মরে যেতে শুরু করে। উভয় পা মারা যায়, প্রথমে উভয় পা ঠান্ডা হয়ে যায়, তারপরে শিন, তারপরে উরু, তারপরে প্রতিটি অঙ্গের জন্য ব্যথার পরে ব্যথা হয়, তারপরে তীব্রতার পরে তীব্রতার মুখোমুখি হয় যতক্ষণ না আত্মা তার টানের সময় গলায় পৌঁছায় [বাইরে যাওয়ার পথে]। এ সময় দুনিয়া ও দুনিয়ার মানুষের কাছ থেকে চোখ মুখ ফিরিয়ে নেয়, অনুতাপের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, দুঃখ ও লজ্জা মেঘলা হয়ে যায়। সংক্ষেপে, মৃত্যুর যন্ত্রণার কঠোরতা, বেদনা এবং তিক্ততা বর্ণনা করা যায় না। তাই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র মানবজাতিকে শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন:

اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

"হে আল্লাহ! মুহাম্মদের জন্য মৃত্যুর কঠোরতা সহজ করুন!"

সাধারণ মানুষ (সাধারণ মানুষ) এই যন্ত্রণাকে কোন গুরুত্ব দেয় না, বা তারা তাদের কাছ থেকে [আল্লাহর] আশ্রয় চায় না, কারণ ঘটনাগুলি প্রকৃতপক্ষে ঘটার পূর্বে উপলব্ধি নবুওয়ার (নাবুওয়া) আলোর দ্বারা এবং *ঐশ্বরিক* (উইলায়) এর সাথে ঘনিষ্ঠতার আলোর দ্বারা ঘটে। অতএব, ঈশ্বরের নবী এবং অন্তরঙ্গদের (জ্ঞানবাদীদের) মৃত্যুর ভয় বেশি থাকে [কারণ তারা আগে থেকেই জানে যে এর সাথে কী জড়িত, যখন বাকি মানবজাতি এটি জানে না এবং তারা নিজেরাই এটি সরাসরি অনুভব না করা পর্যন্ত এটি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে]।

মৃত্যুর সময় কোন কাজগুলো উত্তম? মৃত্যুর সময় একটি ভাল জিনিস যা ঘটতে পারে, তা হ'ল মৃত্যুপথযাত্রী শান্তিপূর্ণ থাকে এবং সাক্ষ্যের বক্তব্য ("আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই" لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ) তার জিহ্বায় থাকে এবং হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি ভাল মতামত এবং অনুভূতি রাখে (হুসন *আল-ধুন)* / সাক্ষ্যের এই বিবৃতি উচ্চারণ একটি ভাল লক্ষণ। হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

"তোমাদের মৃত্যুপথযাত্রীদের উপদেশ দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ)'".

হযরত উমর (রাঃ) বললেন, তোমরা তোমাদের মৃত্যুমুখী ব্যক্তিদের দেখতে যাও এবং তাদের উপদেশ দাও কারণ তারা এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করে যা তোমরা সাক্ষ্য দেয় না, এবং তাদেরকে উপদেশ দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। উপদেশকারী ব্যক্তির উচিত কারও উপদেশের উপর জোর দেওয়া উচিত নয় এবং এতে নম্রতা ব্যবহার করা উচিত নয় কারণ কখনও কখনও, মৃত ব্যক্তির জিহ্বা নড়াচড়া করে না।

এই ব্যাখ্যার পরিণতি হলো, মানুষ যখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, তখন হৃদয়ে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই থাকা উচিত নয়। যদি কেউ হৃদয়ে ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই না চায় তবে তার মৃত্যু প্রিয়জনের কাছে যাওয়ার [উপায়] হবে [ঐশ্বরিক প্রেমের অবস্থায়, এতে আচ্ছাদিত হওয়া, অনন্তকালের পথকে একটি আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা করে তোলা], এবং কারও প্রিয়জনের কাছে যাওয়ার চেয়ে বড় আশীর্বাদ আর কিছু হতে পারে না। যদি কারো অন্তর দুনিয়ার সাথে ব্যস্ত থাকে এবং তার সুখ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে দুঃখিত হয় এবং 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ' পাঠ কেবল তার জিহ্বায় থাকে এবং হৃদয় তা বুঝতে পারে না, তবে তার বিষয় বিপদমুক্ত নয়, তবে আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ দান করেন এবং একজনের কেবল বাণী গ্রহণ করেন। তবে সে সময় আল্লাহ সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকাই শ্রেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পথে এক যুবকের সাথে দেখা করলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই

সময়ে আপনি নিজেকে কীভাবে এই অবস্থায় খুঁজে পাচ্ছেন?" তিনি বললেন, আমি আল্লাহর প্রতি আশা করি এবং আমার গুনাহ সম্পর্কে ভয় করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'এই দু'টি বিষয় যখন আল্লাহর বান্দার সাথে একত্রিত হয়, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে যা প্রত্যাশা করেন তা দান করেন এবং যে ব্যক্তিকে ভয় পায় তা থেকে মুক্তি দেন। মৃত্যুর সময় বান্দার (মৃত ব্যক্তি) নেক আমলের কথা উল্লেখ করা উত্তম, যাতে সে আল্লাহ সম্পর্কে ভাল ধারণা অর্জন করতে পারে (জীবনযাত্রার শেষে তাঁর উপর আশা রাখার ক্ষেত্রে)।

আমরা মৃত্যুর যন্ত্রণায় মৃত্যুমুখী ব্যক্তির অবস্থা, দাফনের আগে এবং দাফনের পরে মৃতদের অবস্থা ব্যাখ্যা করেছি (সংক্ষিপ্ততার স্বার্থে গাজালির এই ব্যাখ্যার কিছু এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে)। আমরা ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করেছি যে, মৃত ব্যক্তি যদি তাদের মধ্যে হয় যারা আল্লাহর ক্রোধ (নিজের অন্যায় ও কঠোরতার কারণে) ভোগ করবে, তবে তাকে কবরের অন্ধকার ও পোকামাকড়ের মুখোমুখি হতে হবে, কবরে ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং তারপর কবরের শাস্তি হবে। ঐশ্বরিক প্রতিশোধের আরও কঠিন পর্যায়গুলি হ'ল কবরের পরে মুখোমুখি হওয়া যেমন তূরী বাজানো [যা শেষ দিনের আগমনের ইঙ্গিত দেয়], কিয়ামতের দিন পুনরুত্থান, [ঐশ্বরিক ন্যায়বিচার এবং ন্যায্যতার সাথে জবাবদিহিতার জন্য] ঈশ্বরের সামনে উপস্থাপন করা, [ঐশ্বরিক আদালতে] যা কিছু হয়েছে সে সম্পর্কে কমবেশি প্রশ্ন করা [পার্থিব জীবনে ন্যায়সঙ্গত এবং ন্যায্যভাবে কাজ না করার জন্য একজনের অন্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে], ভারসাম্যের স্কেলে আমলের ওজন করা [ভাল বা মন্দের দিক থেকে তাদের মূল্য নির্ধারণ করা, পদার্থ বা ফাঁকা ভান করা], তারপরে সীরাতের সেতু অতিক্রম করা যা ক্ষুর-পাতলা হবে, তারপরে কারও চিরস্থায়ী সুখ এবং চিরস্থায়ী সাফল্য (সা'*দাহ)* বা চিরস্থায়ী অভিশাপ এবং ব্যর্থতা অর্জনের বিষয়ে [চূড়ান্ত] সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করা (*শাকাওয়াহ)*. এই বিপদ ও হুমকিগুলো সম্পর্কে উপলব্ধি অর্জন করা এবং [হৃদয়ে] দৃঢ়তার মাধ্যমে তাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, অতঃপর তাদের মধ্যে দীর্ঘ চিন্তাভাবনা ও বিবেচনা করা, যাতে এই [আসন্ন] বিপদগুলি এড়ানোর জন্য আপনার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করার জন্য উত্সাহ এবং জোর আপনার হৃদয়ে জন্মগ্রহণ করে।

ঐশ্বরিক দর্শন ও জান্নাতে আল্লাহর চেহারা প্রত্যক্ষ করা: আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ

"যারা সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ (জান্নাত ও অনন্তকালের জন্য এর অসীম প্রাচুর্য) এবং অতিরিক্ত কল্যাণ। (কুরআন, 10 অধ্যায়, আয়াত 26)

এই অতিরিক্ত মঙ্গলভাব হল ঈশ্বরের দর্শন এবং তাঁর ধন্য মুখের সাক্ষ্য। এটি এমন এক অসাধারণ পরম আনন্দ যে এটি পাওয়ার পরে, জান্নাতবাসীরা অন্যান্য সমস্ত সুখ এবং আশীর্বাদ ভুলে যাবে। "ঐশ্বরিক প্রেমের বই" (অধ্যায় 16) এ, এই ঐশ্বরিক দর্শনের বাস্তবতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং ঐশ্বরিক কিতাব এবং নবী পথ থেকে প্রমাণ সহ, উপস্থাপন করা হয়েছে যা [প্রথাগত পদ্ধতির] প্রত্যাখ্যানকারী এবং অস্বীকারকারীদের বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করে (*আহল আল-*

বিদ'আ) / জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে বসেছিলাম। তিনি চতুর্দশ রাতের (পূর্ণিমার চাঁদ) চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি তোমার প্রতিপালককে ঠিক যেমন দেখতে পাবে, ঠিক তেমনি তুমি এই চাঁদকে দেখতে পাবে। চাঁদের দিকে তাকানোর জন্য তোমরা একে অপরের উপর পড়ে না। সম্ভব হলে সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে নামায পড়ার আগে ক্লান্ত না হও এবং সেগুলো ভালোভাবে পালন কর। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি আবৃত্তি করলেন:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ

"আর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও অস্ত যাওয়ার পূর্বে তোমার পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা কর। (কুরআন, 20 অধ্যায়, 130 আয়াত) (বর্ণনা করেছেন *হাদীস* সংগ্রহ *সহীহ বুখারী* এবং *সহীহ মুসলিম* রাব্বার (রাঃ)

ইমাম মুসলিম রচিত হাদীস *সংকলন* সহীহ মুসলিম *থেকে বর্ণিত,* যিনি সুহেব আল-রুমী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতটি তেলাওয়াত করেছেন, "যারা সৎকর্ম করেছে, তাদের মধ্যে রয়েছে কল্যাণ (জান্নাত এবং অনন্তকালের জন্য এর অসীম প্রাচুর্য) এবং অতিরিক্ত কল্যাণ (আল্লাহর দর্শন) এবং বলেছেন, "যখন জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নামের অধিবাসীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন একজন আহ্বানকারী ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসী! তোমাদের জন্য আল্লাহর ওয়াদা আছে, যা তিনি তোমাদের কাছে পূর্ণ করতে চান। জান্নাতবাসী বলবে, এ ওয়াদা কি? তিনি কি আমাদের ওজন ভারী করে দেননি? তিনি কি আমাদের মুখমণ্ডল আলোকিত করেননি? তিনি কি আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করেননি? তিনি কি আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করেননি? অতঃপর পর্দা সরিয়ে নেওয়া হবে এবং তারা মহান আল্লাহর বরকতময় চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকবে। অতঃপর তিনি বললেন, 'এর (ঐশ্বরিক দর্শন) চেয়ে তাদের প্রিয় আর কিছু হতে পারে না।

ঈশ্বরকে সাক্ষ্য দেওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ঐতিহ্য অনেক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সাহাবী বর্ণনা করেছেন। ঐশ্বরিক দর্শনের সম্মান হল সমস্ত মঙ্গল, সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব এবং সমস্ত আশীর্বাদের শীর্ষস্থান এবং পরিণতি। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে যেখানে জান্নাতের নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে (এই আলেখে বাদ দেওয়া হয়েছে), এই পরম নেয়ামতের তুলনায় তুচ্ছ হয়ে যাবে। আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সুখ এবং ঐশ্বরিক দর্শনের অনন্ত সুখ ও অফুরন্ত বিজয় (সা'*দাহ)* যা তারা অর্জন করবে, তা হবে সীমাহীন [চিরস্থায়ী ও চিরন্তন], বরং জান্নাতের সুখের সাথে এই আনন্দের [বিশালতা] তুলনা করা যায় না। আমরা এখানে এই বিষয়টি নিয়ে আরও আলোচনা করতে চাই না কারণ এটি "ঐশ্বরিক প্রেমের বই, আকাঙ্ক্ষা এবং ঐশ্বরিক ইচ্ছার গ্রহণযোগ্যতা" (অধ্যায় 16) এ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আমরা শুধু এটুকুই বলব যে, জান্নাতের সাথে [ঈশ্বরের] বান্দার উদ্দেশ্য সেখানে নিজের প্রকৃত মালিক এবং প্রিয় (ঈশ্বর) এর সাথে সাক্ষাতের সম্মান ছাড়া আর কিছুই হওয়া উচিত নয়। জান্নাতের বাকি আশীর্বাদগুলিতে, এমনকি চারণভূমিতে চারণভূমির পশুরাও আপনার অংশীদার এবং সহ-অংশীদার।

কিতাবের সমাপ্তিতে সুসংবাদ হিসেবে আল্লাহর রহমতের ব্যাপকতার কথা উল্লেখ করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ দিতে পছন্দ করতেন। আমাদের আশা করা উচিত যে, ঈশ্বর আমাদের দুনিয়া ও পরকালে একটি সুন্দর পরিণতি দান করবেন। আমরা ঐশ্বরিক রহমতের ব্যাপকতার সুসংবাদ দিয়ে এই বইটি ("ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ") শেষ করতে চাই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ

إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

"তাদেরকে বলুন (হে মুহাম্মাদ!) [আল্লাহ আপনাকে বলেছেন:] হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে! আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব গুনাহ মাফ করে দেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (কুরআন, অধ্যায় 39, আয়াত 53)

وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"যে ব্যক্তি অন্যায় করে অথবা নিজের প্রতি জুলুম করে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু হিসেবে পাবে। (কুরআন, 4 অধ্যায়, 110 আয়াত)

আমরা এই বই এবং অন্য যে কোন বিষয়ে আমাদের কলম দিয়ে করা প্রতিটি ভুলের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এ ছাড়া, আমরা আমাদের কথার জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, যেগুলো আমাদের কাজের সঙ্গে মেলে না। আমরা আমাদের বোধশক্তি ও জ্ঞানের দাবি থেকে, প্রতিটি জ্ঞান ও কর্ম থেকে যা দিয়ে আমরা ঈশ্বরের সন্তুষ্টি চেয়েছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই অভিপ্রায়ে তাঁর ব্যতীত অন্যকে মিশ্রিত করেছি, আমরা আমাদের আত্মকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম [এটিকে সংশোধন ও শুদ্ধ করার জন্য] কিন্তু আমরা তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছি, প্রতিটি অনুগ্রহের জন্য যা আমাদের দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আমরা তা পাপের জন্য ব্যবহার করেছি। আমরা নিজেরাই যে দোষের সাথে জড়িত ছিলাম তবে আমরা এটি অন্যদের উপর স্পষ্টভাবে বা রূপকভাবে দায়ী করেছি এবং যে চিন্তাভাবনা কোনও বই বা বক্তৃতা বা শিক্ষা রচনার জন্য উত্সাহ পেয়েছিল তবে এটি কেবল লোকদের দেখানোর জন্য বা কৃত্রিমতার জন্য বা কোনও অসত্য কারণে ছিল। এই সমস্ত বিষয়ের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার পরে, আমরা আশা করি যে ঈশ্বর সেই লোকদের জন্য তাঁর ক্ষমা এবং আশীর্বাদ দেবেন যারা এই বইটি

পড়েন, লিখেন বা শোনেন, এবং আমাদের সমস্ত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পাপের প্রতি ক্ষমা করবেন কারণ তাঁর দয়া সাধারণ (ব্যাপক), তাঁর রহমত বিস্তৃত, এবং সমস্ত সৃষ্টিকে তাঁর অনুদানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমরাও আল্লাহর সৃষ্টি। তাঁর উদারতা ও উদারতা ব্যতীত আমাদের আর কোন উপায় নেই [পরীক্ষা, ক্লেশ এবং জীবন ও মৃত্যুর প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জ থেকে] । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর রহমত ও বরকতের শত শত অংশ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্য থেকে এক রহমত অবতীর্ণ করেছেন *জ্বিন ও* মানুষ, পশুপালন, পাখি, পোকামাকড় ও হাতাগুড়িদের প্রতি। [পৃথিবীতে বিদ্যমান] এই একটি [ঐশ্বরিক করুণার অংশ] কারণে, তারা একে অপরের সাথে ভালবাসা এবং দানের সাথে আচরণ করে। তিনি রহমতের নিরানব্বই অংশ নিজের কাছে সংরক্ষিত রেখেছেন এবং কেয়ামতের দিন তাদের প্রতি রহমত করার জন্য তাঁর বান্দাদের উপর তাদের ব্যবহার করবেন। (বর্ণনা করেছেন আবু হুরায়রা ও সালমান আল-ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর *হাদীস* সংকলন *সহীহ মুসলিম* (রাঃ) একটি নবুয়ী রীতিতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আল্লাহর আরশের নিচ থেকে একটি লেখা বের করে আনবেন, সেখানে লেখা থাকবে, 'আমার রহমত আমার ক্রোধকে ছাড়িয়ে গেছে এবং আমি সকল দয়ালুদের মধ্যে সর্বোত্তম দয়ালু। এরপর জাহান্নামে যতটুকু লোক আছে তার দ্বিগুণ লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। (বর্ণনা করেছেন *হাদীস* সংকলন *সহীহ বুখারী* ও *সহীহ মুসলিম* (রাঃ) আল্লাহ কিয়ামতের দিন মুমিনদের জিজ্ঞেস করবেন, 'আমার সাথে সাক্ষাত কি তোমাদের প্রিয় ছিল? তারা বলবে, হ্যাঁ, হে আমাদের পালনকর্তা! আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, 'কেন? তারা বলবে, আমরা আপনার ক্ষমা ও ক্ষমা প্রত্যাশা করেছিলাম। আল্লাহ বলবেন, আমি আমার ক্ষমা আমার উপর ফরজ করে দিয়েছি। (বর্ণনা করেছেন *হাদীস* সংকলন *মোসনাদ আহমদ* ও *তাবারানী)*

একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রীতিতে বর্ণিত হয়েছে, যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আদেশ করবেন, 'জাহান্নাম থেকে বের করে আনো যারা আমার স্মরণ করেছে অথবা আমাকে ভয় করেছে। (বর্ণনা করেছেন হজরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত *হাদীস* সংকলন *তিরমিযী,* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহের চেয়েও বেশি বান্দাদের প্রতি স্নেহশীল। (বর্ণনা করেছেন হযরত *সহীহ বুখারী* ও *সহীহ মুসলিম* উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 'কিয়ামতের দিন যার গুনাহ বেশী হয়, সে বিনা হিসাবেশে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যার নেক আমল ও গুনাহ সমান হবে, সে কিছুটা জবাবদিহিতার মুখোমুখি হবে, তারপর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করা হবে। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ হবে সেই ব্যক্তির জন্য, যে নিজেকে ধ্বংস করেছে এবং যার পিঠ তার গুনাহের ভারে নিচু (ভার) হবে।

এক দীর্ঘ নবুয়ী রেওয়ায়েতের শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের দিন ও সিরাতের সেতুর কথা উল্লেখ করে বলেন, 'আল্লাহ ফেরেশতাগণকে আদেশ দেবেন যে, সে যেন জাহান্নাম থেকে তাকে বের করে আনবে, যার অন্তরে *দিনারের* সমান কল্যাণ থাকবে। ফেরেশতারা এই ধরনের লোকদের বের করে আনবে এবং এইভাবে, অগণিত লোক বেরিয়ে আসবে। ফেরেশতাগণ বলবে, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে যাদের আদেশ দিয়েছ, আমরা তাদের কাউকে ছেড়ে যাইনি। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, ফিরে যাও এবং জাহান্নাম থেকে বের

করে দাও যার অন্তরে এক কণার সমান কল্যাণ আছে। অতএব, অগণিত সৃষ্টি (মানুষ) জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে। ফেরেশতাগণ বলবে, হে আল্লাহ! তুমি যাদের আদেশ করেছ, তাদের কেউ জাহান্নামে অবস্থান করেনি। আবু সাঈদুল খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করার পর বলতেন, "যদি তুমি আমাকে এ হাদীম সম্পর্কে নিশ্চিত না কর, তবে এই আয়াতটি পড়ুন:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةٗ يُضَٰعِفۡهَا وَيُؤۡتِ مِن لَّدُنۡهُ أَجۡرًا عَظِيمٗا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ কণার সমান অত্যাচার করবেন না, আর যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে থাকে, তবে আল্লাহ তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন (কেবল ঐশ্বরিক উদারতা, উদারতা ও মহানুভবতার কারণে) এবং তাঁর পক্ষ থেকে আরও মহান প্রতিদান দান করবেন। (কুরআন, 4 অধ্যায়, 40 আয়াত)

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রাঃ) একদল সাহাবীর কাছে এসে বললেন, 'আমার সামনে জাতি প্রদর্শিত হচ্ছিল এবং আমি দেখলাম একজন নবী তাঁর অনুসারীদের একটি বড় দলকে নিয়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং আরেকজন নবী কেবল একটি ক্ষুদ্র দলকে নিয়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আর একজন নবী মাত্র দশজন (লোক) নিয়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং অন্য একজন নবী মাত্র পাঁচজন (লোক) নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং অন্য একজন নবী একা (একজন অনুসারী ছাড়া) পাশ দিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর আমি তাকিয়ে প্রচুর লোককে দেখলাম এবং আশা করলাম যে তারা হয়তো আমার জাতি (*উম্মাহ)* থেকে এসেছে, কিন্তু আমাকে বলা হয়েছিল যে এটি হযরত মূসা (আঃ) এর জাতি। তখন আমাকে দেখতে বলা হয়। আমি দিগন্তকে ঢেকে রাখা বিশাল ভিড় দেখতে পেলাম। আমাকে এভাবে দেখতে বলা হয়েছিল। তাই আমি এক বিশাল সৃষ্টি দেখেছি। আমাকে জানানো হয়েছিল, এরা তোমাদেরই অনুসারী এবং এরা তাদের সামনে সত্তর হাজার লোক, যাদের হিসাব থাকবে না এবং তাদের কোন শাস্তি পাবে না। অতঃপর লোকজন চলে গেল এবং রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেননি যে এই সত্তর হাজার মানুষ কে হবে। তখন সাহাবীগণ একে অপরকে বলতে লাগলেন, আমরা মুশরিকতায় জন্মগ্রহণ করেছি, কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। এই লোকেরা অবশ্যই আমাদের সন্তান [যারা অবিশ্বাসে জন্মায়নি]। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথোপকথনের খবর শুনে (এবং সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এই মানুষগুলো কারা যারা কোন হিসাব ও জবাবদিহিতা ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে)। তিনি বললেন, "কেননা তারা নিজেদেরকে ব্র্যান্ডিং করত না এবং যাদু করত না, এবং কোন জিনিসে অশুভ লক্ষণ দেখত না, এবং তারা তাদের পালনকর্তার উপর নির্ভর করত। এ কথা শুনে উকাশা ইবনু মিহসান উঠে দাঁড়ালেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তাকে তাদের একজন করে বানাও"। অতঃপর আরেকজন উঠে দাঁড়িয়ে (রাসূল)কে বললেন, দয়া করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। তিনি বললেন, 'উকাশা আপনার পূর্বে রয়েছে। (বর্ণনা করেছেন *আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রহঃ) এর তত্ত্বাবধানে* হাদীস *সংকলন* সহীহ বুখারী

হজরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জিবরাঈল (আঃ) হারাহ (উত্তর-পশ্চিম আরবের একটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মরুভূমি) দিক থেকে আমার কাছে এগিয়ে বললেন, 'তোমার উম্মতকে সুসংবাদ দিন যে, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা যায় যে, সে আল্লাহর সাথে কোন শরীক করে না। তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'যদিও কেউ চুরি ও ব্যভিচার করেছে? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, হ্যাঁ, যদিও কেউ চুরি ও ব্যভিচার করে। এই প্রশ্নোত্তর তিনবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল। (বর্ণনা করেছেন *হাদীস* সংকলন *সহীহ বুখারী* ও *সহীহ মুসলিম* আবু যর (রাঃ) এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতটি আবৃত্তি করেছেন:

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ

"যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দাঁড়ানোর ভয় করে, তার জন্য দুটি জান্নাত রয়েছে। (কুরআন, অধ্যায় 55, আয়াত 46)

আরেকটা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ঐতিহ্য অনুসারে, একটা অভিযানের সময় শিবির স্থাপন করা হতো যেখানে পরে একটা ছোট্ট ছেলের সন্ধান পাওয়া যায়। সেদিন ছিল প্রচণ্ড গরম। হঠাৎ একজন মহিলা একটি তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে সেই শিশুটির দিকে ছুটে আসেন যেখানে সে দাঁড়িয়ে ছিল। তার ঠিক পিছনে ছিল তার পরিবার। মহিলাটি তার সন্তানকে তুলে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেন। এরপর তিনি পাথুরে উপরিভাগে শুয়ে পড়েন এবং গরম থেকে রক্ষা করার জন্য আবার তার সন্তানকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বলতে শুরু করলেন, 'আমার পুত্র! আমার ছেলে!" এটি দেখে লোকেরা কাঁদতে শুরু করেছিল [তার সন্তানের প্রতি তীব্র মাতৃসুলভ ভালবাসা এবং স্নেহ]। এরপর মানুষ চলে যায়। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে লোকজন তাঁকে এ কথা জানালেন। তাদের সহানুভূতি ও করুণায় তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে সুসংবাদ দিলেন এবং বললেন, তোমরা কি বিস্মিত হয়েছ, যে এই মহিলার পক্ষ থেকে তার সন্তানের প্রতি করুণা ও রহমত বর্ষিত হয়েছে? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, এটাই ব্যাপার। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাদের সকলের প্রতি তার সন্তানের প্রতি এই নারীর চেয়ে বেশি দয়ালু ও দয়ালু। অতঃপর লোকেরা প্রচণ্ড সুখ ও চমৎকার সুসংবাদ নিয়ে (সকলের প্রতি ঐশ্বরিক প্রেম, করুণা ও করুণা সম্পর্কে) তাদের পথ অনুসরণ করতে লাগল। (বর্ণনা করেছেন হযরত *সহীহ বুখারী* ও *সহীহ মুসলিম (*রহঃ) উমর (রাঃ)

এই ঐতিহ্যগুলি এবং আমরা "আশার বই" (অধ্যায় 13) এ যা ব্যাখ্যা করেছি, তা আমাদের ঐশ্বরিক করুণার বিশালতা এবং ব্যাপকতার সুসংবাদ দেয়। আমরা আশা করি যে ঈশ্বর আমাদের সাথে এমন আচরণ করবেন না যা আমরা প্রাপ্য [আমাদের নিজের দোষ, দুর্বলতা, অন্যায়, সীমালঙ্ঘন, বাড়াবাড়ি এবং অত্যাচারের কারণে], বরং তিনি আমাদের সাথে এমনভাবে আচরণ করবেন যা তাঁর মহিমা এবং মহিমার যোগ্য, তাঁর উদারতা, অনুগ্রহ, করুণা এবং উদারতায় পরিপূর্ণ।

অধ্যায় 21- সময়, স্থান এবং পরিস্থিতি নির্বিশেষে অভ্যন্তরীণ শান্তি, প্রশান্তি এবং সুখ খুঁজে পেতে নিজেকে মুক্ত করার জন্য প্রজ্ঞা

গাজ্জালীর মহান রচনা "*ইহ্যা আল-উলুম আদ-দীন*" *বা* "*ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনর্জাগরণ*" *এর চতুর্থ ও শেষ খণ্ডের শেষ বইয়ের শেষে,* স্থিতিস্থাপকতা, ইতিবাচকতা, অভ্যন্তরীণ শান্তি, প্রশান্তি, চিরন্তন সুখ এবং অফুরন্ত বিজয় অর্জনের জন্য অভ্যন্তরীণ রূপান্তরের জন্য আধ্যাত্মিক সংগ্রামের মূল বিষয়গুলি দেখার মতো। এই উদ্দেশ্যে, গাজালির কালজয়ী প্রজ্ঞা এখানে আবার একটি গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনার আকারে ব্যবহার করা হবে যা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জনের পথ ব্যাখ্যা করে। গাজ্জালী তাঁর বই "*আইয়ুহাল ওয়ালাদ*" বা "আমার প্রিয় প্রিয় পুত্র" বইয়ে এই বর্ণনার কথা উল্লেখ করেছেন, যা গাজ্জালীর তিন খণ্ডের স্বল্পদৈর্ঘ্য বইয়ের সংকলন "মাজমুয়া রাসা-ইল ইমাম গাজালী" *বা* "*ইমাম গাজলীর সংক্ষিপ্ত বইয়ের সংকলন*"-*এ নিম্নরূপ* [27]:

কথিত আছে যে, ছাত্র ও *মুরিদদের* মধ্যে (শিষ্যরা যারা আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের নির্দেশনায় সকল অশুভ আকাঙ্ক্ষা ও প্রবণতা থেকে তাদের আত্মার শুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা ও জ্ঞানপ্রাপ্তির সন্ধান করে, যিনি পরিবর্তে প্রশিক্ষণ, নির্দেশনার মাধ্যমে আত্মার এই শুদ্ধি এবং ঈশ্বরের সামনে উচ্চ অবস্থান সম্পূর্ণরূপে অর্জন করেছেন। শাইখ শাকীক বলখী (রহঃ) এর আরেক আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের সান্নিধ্য) হাতিম আল-আসম (রহঃ) নামে একজন ছাত্র ও শিষ্য ছিলেন, যিনি পরে শাইখ শাকীকের আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনার মাধ্যমে একজন মহান আধ্যাত্মিক গুরু হয়ে ওঠেন। একদিন শায়খ শাকীক বলখী (রহঃ) তাকে বললেন,

"হে হাতিম! কতদিন ধরে আমার সান্নিধ্যে (আধ্যাত্মিক সান্নিধ্য) আছি এবং আমি যা বলছি (শিক্ষা দিচ্ছি) তা শুনছি?"

হাতিম আসম (রহঃ) বললেন, তেত্রিশ বছর!

শাইখ শাকীক বলখী জিজ্ঞাসা করলেন:

"সেই [দীর্ঘ] সময়ে, আপনি আমার কাছ থেকে কী উপকার পেয়েছেন?"

হাতিম আসম (রহঃ) উত্তর দিলেন:

"আমি তোমাদের কাছ থেকে আটটি উপকার পেয়েছি।

শাইখ শাকীক বলখী (রহঃ) উত্তর দিলেন:

"ইন্না *লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন*"।
"আমরা আল্লাহরই এবং তাঁরই কাছে আমরা প্রত্যাবর্তন করব।

শাইখ শাকীক বলখী (রহঃ) বললেন,

"হে হাতিম! আমি আমার সারা জীবন শিক্ষকতা ও প্রশিক্ষণের জন্য ব্যয় করেছি এবং আপনি আমার কাছ থেকে মাত্র আটটি উপকার পেয়েছেন?"

হাতিম আসম (রহঃ) বললেন,

"হে আমার গুরু! যদি তোমরা [আমাকে] সত্য জিজ্ঞাসা কর, তবে বাস্তবতা হল যা আমি [এইসব] আপনাকে বলেছিলাম। আমার আর কোন [উপকার] দরকার নেই এবং জ্ঞানের এই উপকারগুলি যথেষ্ট কারণ আমি নিশ্চিত যে এই আটটি উপকারের মাধ্যমে আমি এই আটটি উপকারের মাধ্যমে পার্থিব জীবনে এবং আখেরাত জীবনে পরিত্রাণ [এবং সফলতা] অর্জন করব।

শাইখ শাকীক বলখী (রহঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন:

"ঠিক আছে! বলুন তো, সেই আটটি সুবিধা কী?

হাতিম আল-এএসএম এর বর্ণিত উপকারিতা

"হে আমার গুরু! **<u>প্রথম সুবিধাটি</u>** হ'ল আমি এই পৃথিবীর লোকদের দিকে তাকিয়ে দেখেছি যে প্রত্যেকেরই একজন প্রিয়জন রয়েছে। কিন্তু এই দুনিয়ার প্রিয়গণ এমন যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ (অর্থাৎ প্রিয়জনগণ) তাদের সাথে থাকে যতক্ষণ না তাদের অসুস্থতা মৃত্যু বয়ে আনে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাদের সাথে থাকে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের কবরে পৌঁছানো পর্যন্ত তাদের সাথে থাকে এবং দাফনের পরে সমস্ত প্রিয়তমা সেখান থেকে ফিরে আসে। তাদের প্রিয়জনদের কেউই তাদের সাথে তাদের কবরে যায় না তাদের সাথে সেখানে বসবাস করতে এবং তাদের সঙ্গ দেওয়ার জন্য [কবরের অন্ধকার, নির্জনতা, সংকীর্ণতা এবং ভয়াবহতায়]। আমি এই বিষয়ে চিন্তা করলাম এবং নিজেকে বলেছিলাম যে কেবল তিনিই একজন ভাল প্রিয়তমা যিনি তাদের সাথে কবরে যান এবং তার প্রেমিকের সাথে বসবাস করেন, যিনি সঙ্গ দেবেন, যিনি কবরকে আলোকিত করবেন, কে কিয়ামতের দিন এবং তার গন্তব্যে অংশীদার হবেন (দাফনের পরে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যে স্টেশনগুলি অতিক্রম করা হয়)। আমি দেখেছি যে, একমাত্র প্রিয় যার এই [ভাল] গুণাবলী রয়েছে তা হল আমার ভাল (ধার্মিক ও ধার্মিক) কাজ। এর পর (সংকল্প ও সচেতনতা) পর আমি আমার নেক আমলকে আমার প্রিয়তমা বানিয়েছি যাতে তা আমার সাথে আমার কবরে চলে যায়, আমাকে তার সঙ্গ দেবে, আমার কবরে আলোকিত মোমবাতি হয়ে উঠবে, আখেরাতের সকল পর্যায়ে আমার অংশীদার হবে এবং কখনও আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।

শাইখ শাকীক বলখী (রহঃ) বলেন,

"সাবাশ হে হাতিম! আপনি খুব ভালো কথা বলেছেন। এবার দ্বিতীয় উপকারের কথা বর্ণনা করুন।

"হে আমার গুরু! **<u>দ্বিতীয় উপকারিতা</u>** হলো, আমি দুনিয়ার মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, প্রত্যেকেই নাফের সুখ-আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করছে (নিম্ন আত্মা যা একজনকে মন্দ কাজ করার নির্দেশ দেয়) এবং [সবাই] নিম্ন আত্মার আকাঙ্ক্ষার অধীন। তা দেখে আমি নিচের পবিত্র আয়াতটি (কুরআন থেকে) নিয়ে আলোচনা করলাম:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾

فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾

"কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের প্রতিপালকের উপস্থিতির ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং নিজের অন্তরকে নিকৃষ্ট (নীচ ও মন্দ) কামনা থেকে সংযত রাখবে, সে জান্নাত হবে বিশ্রামের স্থান। (কুরআন, অধ্যায় 79, আয়াত 40-41)

আমি এই প্রত্যয় অর্জন করেছি যে, জ্ঞানী কুরআন সঠিক এবং আল্লাহর কিতাব সত্য। অতঃপর আমি আমার নফসের বিরুদ্ধে একটি ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করি এবং এর বিরোধিতা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

হলাম। আমি এটিকে (অর্থাৎ আমার নিম্ন আত্মাকে) এমনভাবে গড়ে তুলেছিলাম যে, আমি এর কোন কামনা পূরণ করতে পারিনি যতক্ষণ না এটি মহান আল্লাহর ইবাদতে শান্তি [এবং তৃপ্তি] খুঁজে পেতে শুরু করে।

শাইখ শাকীক বলখী (রহঃ) উত্তর দিলেন:

"মহান আল্লাহ আপনার নেক কাজে তাঁর রহমত বর্ষণ করুন। এবার তৃতীয় উপকারের কথা বর্ণনা করুন।

"হে আমার গুরু! **<u>তৃতীয় সুবিধা</u>** হলো, যখন আমি লোকদের দিকে তাকালাম, তখন দেখলাম যে, প্রত্যেক ব্যক্তি অত্যন্ত কষ্ট ও কঠোর পরিশ্রমের সাথে এই নশ্বর জগতের সম্পদ (অর্থ, সম্পদ, পণ্য) সঞ্চয় করতে ব্যস্ত এবং খুব খুশি যে একজনের প্রচুর সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদ রয়েছে। কিন্তু যখন আমি কুরআনের নিম্নোক্ত পবিত্র আয়াতটি নিয়ে চিন্তা করলাম:

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ ۗ

"তোমার কাছে যা কিছু আছে তা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে তা চিরস্থায়ী। (কুরআন, 16 অধ্যায়, 96 আয়াত)

অতঃপর দুনিয়ায় আমি যা কিছু (বস্তুগত সম্পদ) সঞ্চয় করেছি, তা আমি ধার্মিক দরিদ্র ও ভিক্ষুকদের মধ্যে বিতরণ করে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছি যাতে এটি (বস্তুগত সম্পদ যা আমি আল্লাহর পথে বিতরণ করেছি) আমার আস্থা হিসাবে মহান আল্লাহর কাছে জমা পাবে এবং প্রচুর কল্যাণ ও মুক্তির উৎস হয়ে উঠবে (অর্থাৎ, পরিত্রাণ) আখেরাত জীবনে।

শাইখ শাকীক বলখী (রহঃ) বলেন,

"হে হাতিম! আল্লাহ আপনাকে তাঁর প্রতিদান দান করুন (তাঁর পথে আপনি ব্যয় করার প্রতিদান)। আপনি খুব ভালো কথা বলেছেন এবং খুব ভালো কাজ করেছেন। এবার চতুর্থ উপকারের কথা বর্ণনা করুন।

"হে আমার গুরু! **<u>চতুর্থ সুবিধা</u>** হলো, আমি বিশ্বের মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করে যে মহিমা এবং সম্মান সেই জাতি বা উপজাতি (গোষ্ঠী) যা বড় এবং শক্তিশালী, তাই তারা তাদের উপজাতি (জাতি বা গোষ্ঠী) নিয়ে গর্ব প্রকাশ করছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ এমন যে, তারা মনে করেন যে, ধন-সম্পদ, [বস্তুগত] সম্পদ, পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে মহিমা অর্জন করা হয়, এ কারণে, [কারকে] মানুষ তাদের সম্পদ ও সন্তানদের নিয়ে গর্ব প্রকাশ করছে। কিছু লোক এমন যে তারা মনে করে যে তাদের মহিমা ও সম্মান ক্রোধ

প্রদর্শন, মারধর, হত্যা, খুন ও লুটপাটের মধ্যে রয়েছে এবং তারা এতে তাদের গর্ব প্রকাশ করে। কিছু মানুষ এমন যে তারা মনে করে যে তাদের মহিমা অপচয় ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে, তাই তারা তাদের অপচয় ব্যয়কে সম্মানের উৎস বলে মনে করে এবং এতে তাদের গর্ব প্রকাশ করে। কিন্তু আমি এই আয়াতটি নিয়ে আলোচনা করেছি যেখানে মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যিনি তাঁর প্রতি গভীরভাবে সচেতন এবং ভয় করেন। (কুরআন, অধ্যায় 49, আয়াত 13)

অতএব, এটি সঠিক এবং সত্য, এবং সৃষ্টির চিন্তাভাবনা মিথ্যা এবং ভুল অনুমান। এ কারণে, আমি *তাকওয়া* (ধার্মিক শ্রদ্ধা, চেতনা, ভয় এবং আল্লাহর ভয়) গ্রহণ করেছি যাতে আমি মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ মর্যাদার একজন হিসাবে গণনা করা হয়।

শাইখ শাকীক বলখী (রহঃ) বলেন,

"হে হাতিম! আল্লাহ আপনার উপর সন্তুষ্ট হোন। আপনি খুব ভালো কথা বলেছেন। এবার পঞ্চম উপকারের কথা বর্ণনা করুন।

"হে আমার গুরু! **পঞ্চম সুবিধাটি** হ'ল আমি তাদের দিকে তাকালাম যারা একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছিল। দেখা গেল যে, তারা ঈর্ষা, ঈর্ষা ও শত্রুতার কারণে এই সব করছিল এবং এর প্রধান কারণ হচ্ছে মহত্ত্ব, মহিমা, [বস্তুগত] সম্পদ, সম্পদ ও জ্ঞানের জন্য [আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিযোগিতা]। আমি পবিত্র কুরআনের নিচের আয়াতটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করলাম, যেখানে বলা হয়েছে:

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا

"আমিই তাদের মধ্যে পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকা বণ্টন করি।' (কুরআন, অধ্যায় 43, আয়াত 32)

তখন আমি ভেবেছিলাম যে, মহান আল্লাহ তাআলা (সৃষ্টির) প্রথম শুরু থেকেই ধন-সম্পদ ও মর্যাদা নির্ধারণ করেছেন এবং এ ব্যাপারে কারো কোনো কর্তৃত্ব নেই। অতএব, আমি কারো সাথে প্রতিযোগিতা করিনি বা ঈর্ষান্বিত ছিলাম না এবং [বিশ্বের সমস্ত মানুষের মধ্যে জাগতিক অনুগ্রহ] এবং [তাঁর নিযুক্ত নিয়তি] বিতরণে একমত ছিলাম এবং [ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টির বিরুদ্ধে সমস্ত ঈর্ষা ও শত্রুতা ত্যাগ করে] সমগ্র বিশ্বের সাথে [ভালভাবে মিশে গিয়েছিলাম]।

শাইখ শাকীক বলখী (রহঃ) বলেন,

"হে হাতিম! আপনি সত্য বলছেন এবং আপনি সঠিক কাজটি করছেন। এবার ষষ্ঠ উপকারের কথা বর্ণনা করুন।

"হে আমার গুরু! **<u>ষষ্ঠ লাভ হল</u>** , যখন আমি জনগণের দিকে তাকাই, তখন দেখলাম যে প্রত্যেক মানুষ কোনও না কোনও কারণে অন্য কারও সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করছেন। এরপর আমি নিচের আয়াতটি নিয়ে আলোচনা করলাম:

إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

"নিশ্চয় *শয়তান* তোমাদের শত্রু, অতএব তাকে তোমাদের শত্রু রূপে গ্রহণ কর। (কুরআন, অধ্যায় 35, আয়াত 6)

এরপর আমি নিশ্চিত হলাম যে, আল্লাহর বাণীই সত্য, শয়তান (শয়তান) ব্যতীত অন্য কারো সাথে আমার শত্রুতা থাকবে না । তখন থেকে, আমি শয়তানকে আমার শত্রু হিসাবে বিবেচনা করেছি এবং তার কোনও আদেশ পালন করিনি। পরিবর্তে, আমি [ঈশ্বরের] আনুগত্য বিকাশ করেছি এবং মহান আল্লাহর আদেশ অনুসরণ করেছি এবং কেবল তাঁর উপাসনা ও দাসত্ব গ্রহণ করেছি। সঠিক পথ হচ্ছে *সিরাতুল মুস্তাকিম* (আল্লাহর হেদায়েতের সরল পথ, যেখানে কোন কুটিলতা নেই) যেমন মহান আল্লাহ নিজেই বলেছেন:

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"আমি কি তোমাদের কাছ থেকে এই ওয়াদা পাইনি যে, হে আদম বংশধরগণ! কখনো শয়তানের আনুগত্য করো না । নিঃসন্দেহ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, অতএব আমারই এবাদত কর, কেননা এটিই সরল পথ। (কুরআন, অধ্যায় 36, আয়াত 60)

শাইখ শাকীক বলখী (রহঃ) বললেন, হে হাতিম! আপনি খুব ভালো কাজ করেছেন এবং খুব ভালো কথা বলেছেন। এবার সপ্তম উপকারের কথা বর্ণনা করুন।

"হে আমার গুরু! **<u>সপ্তম সুবিধা</u>** হল আমি জনগণের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে প্রত্যেক মানুষ নিজের জীবিকা নির্বাহ এবং জীবিকা নির্বাহের সন্ধানে ব্যস্ত এবং প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে *হালাল* ও *হারাম* (হারাম) এর মধ্যে পার্থক্য করা হচ্ছে না, বরং সন্দেহজনক ও হারাম (হারাম) উপার্জনের মাধ্যমে অপমানিত হচ্ছে। এরপর আমি নিচের আয়াতটি নিয়ে আলোচনা করলাম:

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا

"আর পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই, যার রিযিক দান আল্লাহর দায়িত্ব নয়। (কুরআন, 11 অধ্যায়, 6 আয়াত)

অতঃপর আমি এই প্রত্যয় অর্জন করলাম যে, প্রজ্ঞাময় কুরআন সত্য ও সঠিক এবং আমিও পৃথিবীতে বিদ্যমান জীবিত প্রাণীদের একজন। সুতরাং আমি আল্লাহর ইবাদতেই নিয়োজিত হয়ে পড়লাম এবং নিশ্চিত হয়ে উঠলাম যে, তিনি আমার জন্য রিযিক আনবেন, কারণ তিনি আমাকে রিযিক দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

শাইখ শাকীক বলখী (রহঃ) বলেন,

"আপনি খুব ভাল কাজ করেছেন এবং খুব ভাল জিনিস বলেছেন। এবার অষ্টম উপকারের কথা বর্ণনা করুন।

"হে আমার গুরু! **অষ্টম সুবিধাটি** হ'ল যখন আমি লোকদের দিকে তাকালাম, আমি দেখতে পেলাম যে প্রতিটি ব্যক্তির [বা বিশ্বাস] কোনও না কোনও বা কিছুর উপর নির্ভর করে। কেউ কেউ তাদের [বস্তুগত] সম্পদের উপর নির্ভর করে [বা নির্ভর করে], কেউ কেউ অন্য লোকেদের উপর নির্ভর করে [বা নির্ভর করে]। অতএব, আমি এই পবিত্র আয়াতটি নিয়ে চিন্তা করলাম যেখানে ঈশ্বর, ধন্য ও মহান ঈশ্বর বলেছেন:

وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার জন্য একমাত্র তিনিই যথেষ্ট। (কুরআন, অধ্যায় 65, আয়াত 3)

ওয়া *হুওয়া হুসবি ওয়া নাঈমাল ওয়াকিল।*

"আর তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যকারী।

অতএব, আমি প্রতিটি বিষয়ে ঈশ্বরের উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা গ্রহণ করেছি।

শাইখ শাকীক বলখী (রহঃ) যখন এই [আট] উপকারিতা শুনতে পেলেন, তিনি বললেন:

"হে হাতিম! আল্লাহ তাআলা আপনাকে তাঁর *তৌফিক* দান করুন । আপনি খুব ভালো কথা বলেছেন। আমি *তাওরাত* (তাওরাত), ইঞ্জিল (ঈসা আলাইহি (ঈসা আলাইহি ওয়াসা), *জাবুর*

(গীতসংহিতা) এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে প্রশংসনীয় পার্থক্য (অর্থাৎ পবিত্র কুরআনে) দেখেছি যে, এই সমস্ত কিতাবে [আল্লাহর] এই আটটি উপকারিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ চারটি কিতাব তাদের শিক্ষায় এই আটটি উপকারিতা [আমাদের] বর্ণনা করেছে। যে ব্যক্তি এই [আটটি নীতি] পালন করে, সে এমন যেন চারটি [পবিত্র] গ্রন্থের উপর কাজ করেছে।

পার্ট 4: রুমির তিন রাজকুমারের কল্পকাহিনীর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সত্তার পরিপূর্ণতা এবং জীবনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার আধ্যাত্মিক পথ

মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি (1207-1273 খ্রিষ্টাব্দ), যিনি রুমি নামে পরিচিত, তাঁর ছয় খণ্ডের ফার্সি কাব্য সংকলনে আধ্যাত্মিকতা, অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক পথ, জ্ঞান এবং ঐশ্বরিক প্রেমের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা লিখেছিলেন যা " *মথনাভি-ই-মানভি*" বা "গভীর আধ্যাত্মিক অর্থের দোহা" নামে পরিচিত, যা " *মথনাভি*" বা " *মাসনবী*" নামে পরিচিতযা সমগ্র মানব সভ্যতার মধ্যে সবচেয়ে মহাকাব্যিক কবিতা। এই মাস্টারপিসের শেষের দিকে, তিনি তিন রাজকুমারের সম্পর্কে একটি কল্পকাহিনীর আকারে পুরো আধ্যাত্মিক পথের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরেছিলেন যারা তার অতুলনীয় সৌন্দর্যের জন্য পরিচিত তার মেয়েকে বিয়ে করার জন্য চীনের সম্রাটের সাথে দেখা করার জন্য যাত্রা শুরু করেছিলেন। রুমি প্রথম দুই রাজকুমারের গল্প বর্ণনা করেছিলেন এবং তৃতীয় রাজপুত্রের গল্পটি অসম্পূর্ণ রেখে দিয়েছিলেন এবং তাই " *মথনবী*" অসম্পূর্ণ রেখে দিয়েছিলেন:

যখন সূর্য হৃদয়ের দিগন্ত থেকে অস্ত যাবে [1]

মাথনবী শেষ হয়েছে *[*অসম্পূর্ণ*]* এবং ঈশ্বর সবচেয়ে ভাল জানেন।

---

[1] এটি একটি ইঙ্গিত দেয় যে এই মাস্টারপিস " *মাথনভি*" এর বিষয়বস্তু রুমির হৃদয়ে ঐশ্বরিক অনুপ্রাণিত হয়েছিল। যেহেতু ছয়টি খণ্ড লেখার পরে এটি বন্ধ হয়ে গেছে, তাই এটি তার কাছে একটি ঐশ্বরিক সংকেত যে বইটি অসম্পূর্ণ রেখে যাওয়ার সময় এসেছে। তাঁর পুত্র মাওলানা বাহা-উল-মিল্লাত (তাঁর আসল নাম ছিল বাহা আল-দীন ওয়ালাদ কিন্তু সুলতান ওয়ালাদ নামে পরিচিত) তিনি বইটির শেষে তাঁর নিজের কবিতার শেষ শ্লোক যোগ করে বলেছিলেন যে তাঁর পিতা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন: "[তিন রাজকুমারের গল্পের] অবশিষ্ট অংশ একজন ব্যক্তির হৃদয়ে চলে আসবে। যার সাথে কথা বলা হয়নি, যিনি একটি জীবন্ত (আলোকিত) আত্মার অধিকারী"। রুমির ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, বেশ কয়েকজন আলোকিত আত্মা "মাথনবী" উপসংহারে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এর মধ্যে, ভারতের একজন সাধক মাওলানা ইলাহি বক্স কান্দেলভির একটি উপসংহারকে এই মহান মাস্টারপিসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করা হয় কারণ এটি রুমি ছয় খণ্ডে অব্যাহত রাখার সাথে একই শিরায় এটি শেষ করেছে এবং আরও একটি গল্পের সাথে তিনজন রাজকুমারের গল্পটি সুন্দরভাবে শেষ করেছে যার বাবা একটি কাদির তত্ত্বাবধানে উত্তরাধিকার সূত্রে রেখে গেছেন (বিচারক) তাকে তার উত্তরাধিকার সেই পুত্রকে দান করতে বলছেন যে সর্বোত্তম অলস। এই বর্তমান বইয়ের এই শেষ অংশে রুমির তিন রাজকুমারের অসমাপ্ত গল্প, তার পুত্র মাওলানা বাহা-উল-মিল্লাতের উপসংহার যে তার পিতা কেন " *মথনবী*" *অসম্পূর্ণ রেখে গিয়েছিলেন, এবং মাওলানা ইলাহী বক্স কান্দেলভির* "মথনবী" এর *চূড়ান্ত উপসংহারটি* যখন তিনি রুমির ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ঐশ্বরিক অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তখন তিনি গল্প এবং বইটি শেষ করেছিলেন।

রুমি আরও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন:

*[*তিন রাজকুমারের গল্পের বাকি অংশ*]* কোনও ব্যক্তির হৃদয়ে চলে আসবে, যার সাথে কথা বলা হয়নি,

যিনি জীবন্ত *(*আলোকিত*)* আত্মার অধিকারী।

রুমির ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এই গল্পের সমাপ্তির সাথে "*মথনবী*" এর শেষ অংশের তিন রাজকুমারের গল্পটি অভ্যন্তরীণ পরিপূর্ণতা, আধ্যাত্মিক রূপান্তর, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন এবং ফলস্বরূপ চিরন্তন সুখ এবং অবিরাম বিজয়ের জন্য যে পথটি গ্রহণ করতে হবে তার সংক্ষিপ্তসার দেওয়ার জন্য এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে [28]:

একজন সম্রাটের ঐতিহ্য এবং তার তিন পুত্রকে আধিপত্যের বিভিন্ন অংশে ভ্রমণ করার পরামর্শ এবং তাদের প্রশাসন এবং সেটআপ সম্পর্কে নির্দিষ্ট নির্দেশনা দেওয়া এবং তাদের কোনও নির্দিষ্ট দুর্গে না যাওয়ার এবং এমনকি এর চারপাশে না যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া

একজন সম্রাট ছিলেন যার তিন পুত্র ছিল

তিনজনই ছিলেন বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী।

এদের প্রত্যেকেই ছিলেন প্রশংসনীয়

উদারতা, যুদ্ধ এবং মহিমায়।

তারা সবাই সম্রাটের সামনে দাঁড়াল

সেগুলো ছিল সম্রাটের চোখের শীতলতা।

ছেলের চোখ থেকে একটা গোপন পথ আছে

বাবার খেজুর গাছ *ঐ* গোপন পথ থেকে পানি টেনে নেয় *[*সেচের জন্য*]*।

ছেলের স্রোত থেকে জল যে পরিমাণে

পিতা ও মায়ের বাগানে প্রবাহিত হয়।

পিতামাতার বাগানগুলি তাজা এবং সেচযুক্ত থাকে

বংশধরদের চোখ থেকে যেখান থেকে গোপন স্রোতগুলি প্রবাহিত হয়।

যখন এই স্রোত *[*বংশধর থেকে পিতা-মাতার কাছে প্রবাহিত*]* অসুস্থতার কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে

খেজুরের ডাল ও পাতা শুকিয়ে যায়।

খেজুরের শুষ্কতা স্পষ্টভাবে বলে দেয়

গাছ বংশধরদের কাছ থেকে পানি আহরণ করে।

তেমনি অনেক গোপন স্রোত

হে অবহেলাকারী*!* আপনার আত্মার সাথে সংযুক্ত *[*আপনার অস্তিত্বের বৃক্ষকে সেচ দেওয়ার জন্য*]*।

হে এখানে যাকে সম্বোধন করা হয়েছে*!* স্বর্গ ও পৃথিবী থেকে উপকরণ টেনে আনা হয়েছে

আপনার শরীর তাদের থেকে যে পরিমাণে গঠিত হয়েছে।[2]

আপনি বিশ্বের উপাদান থেকে শরীর চুরি করেছেন

আপনি এখান থেকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলেছেন।

পৃথিবী, সূর্য ও আকাশ থেকে

আপনি সেই টুকরোগুলি *[*পৃথিবী থেকে*]* দেহ এবং আত্মার উপর আটকে রেখেছেন।

সাবধান থাকুন*!* আপনি কি মনে করেন যে আপনি বিনামূল্যে *[*এটি করার জন্য*]* পালিয়ে যাবেন*?*

এটা এবং এটি আপনার কাছ থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে না*?*

চুরি হওয়া পণ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় না

তারা চোরদের সেই জায়গায় নিয়ে যেতে পারে যেখানে তাদের ফাঁসি দেওয়া হয়।

এই *[*দেহ*]* ধার করা উপাদান দিয়ে গঠিত, কারও পা মাটিতে রাখা উচিত নয় *[*যেন শরীর স্থায়ী*]*[3]

কারণ আপনি যা ধার করেছেন তা ফেরত দিতে হবে।

"আমি মানুষের মধ্যে আমার আত্মা নিঃশ্বাস ফেলেছি" *(*আত্মা*)* ব্যতীত যা[4] আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে

---

[2] মানবদেহের গঠন পৃথিবীর অনেক উপকরণ দিয়ে গঠিত।

[3] দেহকে একদিন পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে হবে যখন জীবন শেষ হয়ে যায় কারণ এটি পৃথিবী থেকে ধার করা উপাদান দিয়ে তৈরি এবং ধার করা উপাদানগুলি অবশ্যই যেখানে এসেছিল সেখানে ফিরিয়ে দিতে হবে, কেবল সেই আত্মা ব্যতীত যা ধার করা উপাদান দিয়ে গঠিত নয় এবং স্বর্গীয় ঐশ্বরিক উত্স রয়েছে।

[4] কুরআনের আয়াত (15:29) যা আত্মার স্বর্গীয় উত্স এবং ঈশ্বরের সাথে তার অন্তরঙ্গ সম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করে।

[আপনি আরও ভাল] আত্মার অন্তর্গত হও কারণ অন্য সবকিছু অর্থহীন।

আত্মার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমি তাদের অকেজো বলছি

অন্যথায়, এটি *(মানুষের দেহ বা বস্তুগত সত্তা)* একজন শক্তিশালী স্রষ্টার দ্বারা তৈরি করা হয়েছে।[5]

তিন রাজপুত্র তাদের পিতার আধিপত্যের বিভিন্ন দেশে যাচ্ছিলেন যারা তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন এবং মন-ফুঁকানো দুর্গে না যাওয়ার পরামর্শ পুনরাবৃত্তি করেছিলেন

তিন ছেলেই দৃঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করার পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল

তাদের পিতা সম্রাটের দেশগুলির দিকে।

তাদের শহর এবং দুর্গ ভ্রমণে

প্রশাসনের তদারকি করা এবং আয় বৃদ্ধির জন্য কৌশল প্রণয়ন করা।

[কঠিন] পথে হাঁটার সময় তারা সম্রাটের অনুমতি চেয়েছিল

যেহেতু তিনি তাদের মধ্যে দৃঢ় সংকল্প দেখেছিলেন, তাই তিনি তাদের অনুমতি পেয়েছিলেন।

তারা সম্রাটের হাতে চুমু খেয়েছিল যারা তাদের বিদায় নিয়েছিল

তখন সম্রাট রাজা তাদের বললেন।

তোমার অন্তর যেখানেই যেতে চায়, সেখানেই যাবার ইচ্ছা রাখে

আল্লাহর রক্ষায় এগিয়ে যাও।

একটি দুর্গ ব্যতীত যাকে 'মন-ফুঁক' বলা হয়

কারণ এটি মুকুটের আকাঙ্ক্ষাকারীদের জন্য জীবনকে সংকুচিত করে তোলে।

ঈশ্বরের দোহাই, ছবিতে ভরা এই দুর্গ থেকে

দূরে থাকুন এবং বিপদ থেকে ভয় পান।

এর সামনে, পিছনে, খিলান, সিলিং এবং মেঝেতে

[5] অতএব, দেহ অকেজো নয় এবং এটি একটি ঐশ্বরিক নির্ধারিত উদ্দেশ্যের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যেমন, এই পার্থিব অস্তিত্বে আত্মার সঙ্গী হওয়া এবং আত্মাকে তার স্বর্গীয় উত্স থেকে তার স্বর্গীয় উত্স খুঁজে পেতে সহায়তা করা, অনন্ত সুখ এবং অনন্ত সাফল্যের জীবনে ঈশ্বরের সান্নিধ্য, প্রেম এবং ঘনিষ্ঠতা।

সবগুলিই ছবি, খোদাই এবং ফর্মগুলিতে পূর্ণ।

যেমন জুলাইখার বাড়ি তার ছবিতে ভরা ছিল

যাতে ইউসুফ তার দিকে তাকাতে বাধ্য হন।[6]

যেহেতু জোসেফ তার দিকে তাকালেন না

তিনি চতুরতার সাথে সর্বত্র তার ছবি দিয়ে পুরো বাড়িটি ভরিয়ে দিয়েছিলেন।

সুতরাং, সেই সুন্দর মুখটি *(*জোসেফ*)* যেখানেই তাকাবে

নিজের অজান্তেই তার মুখ দেখতাম।

আলোকিত চক্ষুর অধিকারীদের জন্য, একমাত্র ঈশ্বর

ছয়টি দিককে তাঁর প্রমাণের *(*অস্তিত্ব, বিশালতা, মহিমা ও মহিমার*)* প্রকাশ করেছেন।

যাতে যে কোনও প্রাণী এবং জিনিস বেড়ে ওঠা তারা তাকায়

তারা ঐশ্বরিক সৌন্দর্যের বাগান থেকে পুষ্টি পাবেন।[7]

এ কারণেই, তিনি এই দলকে *[*আলোকিত চোখ এবং আত্মার*]* বলেছিলেন

আপনি যেখানেই ঘুরবেন না কেন, আপনি তাঁর মুখ দেখতে পাবেন।

যদি তারা তৃষ্ণায় এক কাপ থেকে পানি পান করে

তারা পানিতে ঈশ্বরকে দেখতে পায়।

কেউ প্রেমিক নয়, যে পানিতে দেখে

হে বুদ্ধিমানগণ*!* নিজের মুখ।

যখন প্রেমিকের চেহারা তাঁর মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেল

বলুন তো, এমন মানুষ জলের মধ্যে কাকে দেখে*?*

স্বর্গীয় সাথীর মুখে তারা ঈশ্বরের সৌন্দর্য দেখতে পায়

---

[6] জুলাইখা নবী জোসেফকে প্রলুব্ধ করার জন্য তার পুরো বাড়িতে তার ছবি রেখেছিলেন, যিনি এমনকি তার দিকে তাকাতেন না, তাকে দেখতে বাধ্য করতেন।

[7] যখন সাধু, জ্ঞানবাদী এবং ঈশ্বরের অন্তরঙ্গরা মহাবিশ্বে ঐশ্বরিক পরিপূর্ণতা এবং শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষী হন, তখন তাদের জ্ঞান এবং ঐশ্বরিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায় কারণ এটি সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের সমস্ত ছায়া ছাড়িয়ে তাদের প্রত্যয়কে আরও গভীর করতে কাজ করে, ঠিক যেমন উদীয়মান সূর্যের মতো যা অন্ধকারকে ধ্বংস করে।

ঠিক পানিতে চাঁদের প্রতিবিম্বের মতো, যেমন এটি প্রেমে কোনও সহ-অংশীদারকে পছন্দ করে না তার একটি মাস্টারপিস।[৪]

ঈশ্বর তাঁর ভালবাসায় সহ-অংশীদার থাকতে অপছন্দ করেন, কেবল প্রেমিক এবং সত্যবাদীদের জন্য

এই অপছন্দ শয়তান ও গবাদি পশুর জন্য নয়।

এমনকি যদি শয়তান *[ঈশ্বরের]* প্রেমিক হয়ে ওঠে, তবে সে বাজি জিতবে

তিনি *[*প্রধান দেবদূত*]* হবেন এবং শয়তান মারা যাবেন।

"শয়তান মুসলমান হয়ে গেল" সেই জায়গায় প্রকাশিত হয়েছিল

যেখানে ইয়াজিদ তার দয়া ও উদারতার দ্বারা বায়াজিদ হয়ে ওঠেন[৭]।

হে *(*আলোকিত চোখ ও আত্মা*)* এই বিষয়টির কোন শেষ নেই *[*যা একটি চিরস্থায়ী সম্পদের সমতুল্য*]!*

সাবধান*!* আপনার মুখগুলি সেই *[*মন-ফুঁকা*]* দুর্গ থেকে রক্ষা করুন।

সাবধান*!* লোভ যেন আপনাকে বিপথগামী না করে

যাতে তুমি অনন্ত অভিশাপে পতিত হলে।

বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করা সবার দায়িত্ব

আমার এই আন্তরিক উপদেশ শুনুন।

স্বাচ্ছন্দ্যের সন্ধানে, মাথার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হওয়া ভাল

ক্লেশের সংকীর্ণ ও অন্ধকার আস্তানার চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম।

বাবা যদি তা না বলতেন

এবং যদি তিনি তাদের সেই দুর্গ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে বলতেন না।

---

[৪] ঈশ্বরের আন্তরিক প্রেমীরা কখনই সুন্দর স্বর্গীয় সঙ্গী হতে চায় না, বরং সেই সৌন্দর্যের মধ্যেও তারা ঐশ্বরিক সৌন্দর্যের সাক্ষী হন। তাদের উদ্দেশ্য একমাত্র তাঁর জন্য, কেবল তাঁর প্রতি তাদের ভালবাসার কোনও সহ-অংশীদারের সাথে ভেজাল নেই। যেহেতু ঈশ্বরের একজন জ্ঞানবাদী এবং অন্তরঙ্গ ঈশ্বরের প্রিয়, তাই তাঁর প্রেমে কোনও সহ-অংশীদার থাকার ঐশ্বরিক অপছন্দের জন্য প্রিয়তমা ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কারও দিকে তাকায় না।

[৭] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তান সম্পর্কে বলেছেন: অন্য সবার মতো আমার সাথেই শয়তানও আছে, কিন্তু আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন এবং সে মুসলমান হয়ে গেল। রুমি বলেন: "এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ঐতিহ্যের অর্থ হ'ল শয়তান অনুতপ্ত হলেও সে জ্ঞানবাদী হয়ে উঠবে, ঠিক যেমন ইয়াজিদের মতো একজন নিষ্ঠুর অত্যাচারী বায়াজিদের মতো জ্ঞানবাদী হয়ে উঠতে পারে [আল-বুস্তামি - একজন মহান সাধু, জ্ঞানবাদী এবং ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ], অনুতপ্ত হওয়ার পরে, সংশোধন করে এবং ঐশ্বরিক উদারতার দ্বারা ঐশ্বরিক পথ অতিক্রম করে।

তারা নিজেরাই সেই দুর্গের দিকে এগিয়ে যেতে পারত না

তাদের নিজস্ব ঝোঁক এর দিকে ছিল না।

কারণ এটি ছিল অজানা এবং নির্জন

এটি অন্যান্য দুর্গ এবং পথ থেকে দূরে ছিল।

যেহেতু তিনি তাদের তা থেকে নিষেধ করেছিলেন, তাই তাদের হৃদয় এই কথাবার্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল

লোভে ও চিন্তার গলিতে পড়ে গেল।

এই নিষেধাজ্ঞা তাদের হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছিল

সেই রহস্যের বাস্তবতা অনুসন্ধান করা।

কে থামানো জিনিস থেকে দূরে থাকে?

বরং মানুষ নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি লোভী।

যারা ভয়, ভয় ও ভয় করে, তারা নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে ঘৃণা করে

নিম্ন আত্মার আকাঙ্ক্ষার লোকদের জন্য, নিষেধাজ্ঞা একটি প্রেরণা হয়ে ওঠে।

এ কারণেই বলা হয়েছে, 'অনেকে এর মাধ্যমে পথভ্রষ্ট হয়'

কারণ জাগ্রত ব্যক্তিরা এর দ্বারা পরিচালিত হয়[10]।

রাজকুমাররা জানিয়েছেন, তারা সেবা দেবেন

আমরা "আমরা শুনেছি এবং মেনে চলেছি" এর উপর কাজ করব।

আমরা আপনার আদেশ থেকে বিচ্যুত হবো না

আপনার অনুগ্রহের প্রতি উদাসীন হওয়া অবিশ্বাসের সমতুল্য।

অতঃপর তারা 'ইনশাআল্লাহ' বলেনি এবং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করেনি

কারণ তারা নিজেদের উপর নির্ভরশীল ছিল, ঐশ্বরিক অনুগ্রহ তাদের থেকে আলাদা ছিল।

সমস্ত পথের উদ্দেশ্য কেবল একটি বাসস্থান

এই হাজার হাজার শস্য এক দানা থেকে এসেছে[11]।

---

[10] কুরআনের এই গুণ রয়েছে যে, অন্ধকার হৃদয়ের অধিকারী অনেকে এতে বিপথগামী হয় এবং যারা জাগ্রত ও সচেতন হৃদয়ের অধিকারীরা কুরআনের দ্বারা পরিচালিত হয়।

[11] যেহেতু সারা বিশ্বের মানুষ নামাজের জন্য কাবা বা কাবার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাই তাদের মধ্যে ঐক্য রয়েছে কারণ

বিভিন্ন ধরণের খাদ্য সামগ্রী

আপনি যদি এটি গভীরভাবে দেখেন তবে সবই একটি জিনিস।

যখন আপনি একটি খাদ্য আইটেম দিয়ে তৃপ্ত হন

আরও পঞ্চাশটি অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য আপনার জন্য অকেজো হয়ে যায়।

ক্ষুধায় আপনি একটি জিনিসের মধ্যে বহুত্ব দেখতে শুরু করেছেন

যাকে আপনি হাজার বলে মনে করেন[12]।

সম্রাটের পুত্ররা দুর্গের দিকে রওনা দেয় কারণ নিষিদ্ধ জিনিসগুলির জন্য লোভী হওয়া মানুষের স্বভাব। তারা পিতার উপদেশ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করল এবং ক্লেশের খাদে পড়ে গেল এবং তাদের তিরস্কার করা বলেছিল, তোমাদের কাছে কি কোনো পূর্বাভাসী আসেনি? তারা কাঁদতে ও লজ্জায় বলল, আমরা যদি শুনতাম ও বোধগম্য হতাম, তবে আমরা জাহান্নামের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না।

এই বিষয়টির কোনও সীমা নেই; এই দলটি *[পুত্রদের]*

[নিষিদ্ধ] দুর্গের পথ নিয়েছিল।

তারা নিষিদ্ধ গাছের কাছে পৌঁছেছিল

এবং আন্তরিকদের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

শ্রদ্ধেয় সম্রাটের আদেশ লঙ্ঘন করে

তারা দুর্গের দিকে এগিয়ে গেল যা ধৈর্য্যকে ধ্বংস করেছিল এবং ইন্দ্রিয়গুলি উড়িয়ে দিয়েছিল।

তারা উপদেশকারী বুদ্ধিমত্তার পরামর্শের বিরুদ্ধে এসেছিল

তারা দিন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল অন্ধকার রাতের দিকে।

সুন্দর ছবিতে পরিপূর্ণ দুর্গের দিকে

পাঁচটি দরজা ছিল সমুদ্রের দিকে, পাঁচটি দরজা স্থলের দিকে।

পাঁচটি রঙ এবং গন্ধের বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের মতো ছিল

তাদের শেষ লক্ষ্য একই। এক দানা থেকে হাজার হাজার শস্যের জন্ম হয়, তাই একই উত্স থাকার কারণে তাদের মধ্যে ঐক্য রয়েছে।

[12] আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঐশ্বরিক সৃষ্টিতে প্রকাশিত বৈচিত্রময় রূপগুলি বহুবিধতা হিসাবে প্রদর্শিত হয়, যদিও তারা এক এবং একমাত্র সৃষ্টিকর্তার দিকে ইঙ্গিত করে, যার বাস্তবতা দেখার অভ্যন্তরীণ দৃষ্টি নেই।

পাঁচটি সত্যের সন্ধানের জন্য অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ের মতো ছিল[13]।

হাজার হাজার ছবি ও শিল্পকর্মের কারণে

তারা আনন্দে এবং আবেগের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল *[*একের পর এক শৈল্পিক মাস্টারপিস দেখার জন্য*]*।

ছবির ওয়াইন গ্লাসে নেশাগ্রস্ত হবেন না[14]

যাতে তোমরা মূর্তি প্রস্তুতকারক বা উপাসক না হও।

ছবি এবং ফর্মগুলির ওয়াইন গ্লাস পেরিয়ে যান, তাদের কাছে থামবেন না

ওয়াইন ওয়াইন গ্লাসে রয়েছে তবে এটি থেকে নয়[15]।

যিনি এই দ্রাক্ষারস দিয়েছেন তার দিকে আপনার কান খুলে দাও

সুতরাং আপনি সেখান থেকে কণ্ঠস্বর এবং শব্দ শুনতে পাবেন।

যিনি নিরাকার, তিনি আপনার মধ্যে বিস্ময় সৃষ্টি করেন

সরঞ্জাম ছাড়াই অসংখ্য সরঞ্জাম তৈরি করে।

হাতহীন, হাত তৈরি করে

আত্মার আত্মা মানুষকে শিল্পী করে তোলে[16]।

প্রভাবশালী *(ঈশ্বর)* কি প্রভাবের সাথে কোনও মিল রয়েছে*?*

আওয়াজ আর কান্নার কি দুঃখের সঙ্গে কোনো মিল আছে*?*

কান্নাকাটি একটি রূপ এবং দুঃখ *[*যা কান্নার জন্ম দেয়*]* আকারহীন

---

[13] পাঁচটি বাহ্যিক দরজা পাঁচটি বাহ্যিক মানব ইন্দ্রিয়ের মতো, পাঁচটি অভ্যন্তরীণ দরজা পাঁচটি অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ের মতো। এসব ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে মানুষ মাঝে মাঝে বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। তেমনি যারা এই দরজা দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করেছিল, তারা তাদের মন এবং বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিল। মন-বিস্ফোরিত দুর্গের দিকে নিয়ে যাওয়া এই দরজার বৈশিষ্ট্য এমনই ছিল।

[14] বাইরের আকার এবং ফর্ম যা তাদের বাস্তবতা না জেনে বাহ্যিক চোখে দৃশ্যমান।

[15] কোন সন্দেহ নেই, এই বাহ্যিক রূপগুলির সৌন্দর্য নেশার মতো একটি দ্রাক্ষারস তৈরি করে। তবে এই সৌন্দর্য তাদের নিজস্ব নয়, বরং এটি ধার করা হয়েছে। আপনার আসল সৌন্দর্যের দিকে ফিরে যাওয়া উচিত - যিনি এই রূপগুলিকে সৌন্দর্য প্রদান করেন। তাদের বাহ্যিক রূপের মদের গ্লাসে ঐশ্বরিক সৌন্দর্যের মদ রয়েছে। সেদিকে মনোযোগ দিন তাহলে আপনি আপনার হৃদয়ে আধ্যাত্মিক আলোকসজ্জা অনুভব করবেন। যখন আপনি ঐশ্বরিক প্রেমের দ্রাশন খুঁজে পাবেন, তখন আপনি বাহ্যিক রূপে সীমাবদ্ধ থাকবেন না কারণ এই মহাবিশ্বের প্রতিটি পরমাণু ঈশ্বরের প্রকাশে পরিণত হবে।

[16] [ঐশ্বরিক] সরঞ্জাম এবং ফর্ম ছাড়াই, অগণিত রূপ এবং সরঞ্জাম তৈরি করে [আমাদের চারপাশের সৃষ্টির আকারে]। যে সত্তা শারীরিক হাতের ঊর্ধ্বে, তিনি অগণিত হাত সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বরের সত্তা যিনি সমস্ত আত্মার আত্মা, মানুষের মধ্যে শিল্পী সৃষ্টি করেছেন, তাই তিনিই প্রকৃত, রূপ সহ সমস্ত কিছুর উৎপত্তি এবং উদ্ভাবক।

মানুষ দুঃখে তার হাত কামড়ে দেয় যার হাত নেই।

হে দলীল বর্ণনাকারী! এই উদাহরণগুলি উপযুক্ত নয়

এটি সবাইকে বোঝানোর একটি দুর্বল প্রচেষ্টা মাত্র।[17]

রূপহীন একজনের সৃজনশীল ক্ষমতা রূপ তৈরি করে

ইন্দ্রিয় ও যন্ত্রপাতি দিয়ে শরীর তৈরি করে।

যাতে যে কোনও রূপই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়

শরীরকে ভালো বা মন্দ অবস্থায় নিয়ে আসবে[18]।

যদি এটি একটি আশীর্বাদের রূপ হয়, তবে একজন কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে

দেরি হলে ধৈর্য ধরেন।

যদি এটি করুণা এবং দয়ার রূপ হয় তবে একজন সুখী হয়

যদি এটি দুঃখের রূপ হয় তবে সে দুঃখিত হয়ে যায়।

যদি এটি একটি শহরের রূপ হয়, তবে কেউ তার দিকে ভ্রমণ করে

যদি এটি তীরের রূপ হয়, তবে কেউ একটি ঢাল তুলে নেয়।

এটি যদি সুন্দর মানুষের রূপ হয়, তবে কেউ এটি উপভোগ করে

যদি এটি অদৃশ্য জগতের রূপ হয়, তবে একজন নির্জনতা গ্রহণ করে।

যদি এটি একটি প্রয়োজনের রূপ হয়, তবে কেউ উপার্জনের দিকে যায় *[জীবিকা বা ব্যবসা]*

যদি এটি কারও শারীরিক শক্তির রূপ হয়, তবে এটি ছিনতাই এবং দখল তৈরি করে।

এটি কোনও সীমা এবং অনুমানের সীমার বাইরে

বিভিন্ন ধারণা এবং চিন্তাভাবনার মাধ্যমে মানুষকে কাজ করতে বাধ্য করা[19]।

অসংখ্য ধর্ম ও পেশা

সবগুলোই চিন্তাভাবনা ও ধারণার আকারের ছায়া।

---

[17] ঈশ্বর যিনি প্রভাবশালী এবং মহাবিশ্ব যা তাঁর প্রভাব, এগুলি তার কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। নিরূপহীন একজন, রূপ দিয়ে অসংখ্য সৃষ্টির সৃষ্টি করেন।

[18] ঈশ্বর রূপ এবং মুখগুলি তৈরি করেছেন যাতে তারা তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে শরীরের ভাল বা মন্দ কাজ করে।

[19] এটি যে কোনও অনুমানের সীমার বাইরে, অগণিত ধরণের চিন্তাভাবনা এবং ধারণা যা বিভিন্ন মানবিক ক্রিয়া, প্রচেষ্টা এবং উদ্যোগের প্রেরণা এবং চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে যা ভাল এবং খারাপ উভয়ই।

একটি দল উপরের তলায় দাঁড়িয়ে আছে *[একটি ভবনের]*

মাটিতে পড়ে থাকা তাদের প্রত্যেকের ছায়া দেখুন[20]।

চিন্তার রূপ উচ্চতর স্তরে রয়েছে

এবং ফলস্বরূপ ক্রিয়া তাদের ছায়া অঙ্গগুলিতে প্রকাশিত হওয়ার মতো।

ক্রিয়াগুলি অঙ্গগুলিতে থাকে, তবে চিন্তাগুলি যা অঙ্গগুলি চালিত করে, লুকানো থাকে

তবে তারা উভয়ই একযোগে প্রভাব বের করার জন্য যুক্ত।

বিভিন্ন খাদ্যের ফর্মগুলির পরিণতি

শক্তি এবং শক্তি যা কোনও রূপহীন।

যখন এই ফর্মগুলি ফর্মহীন একজনের অধীন হয়

কেন কেউ কেউ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে ব্যস্ত?

এই রূপগুলি তাদের অস্তিত্ব রূপহীন একজনের কাছে ঋণী

তাহলে কেন একজন রূপধারী, এমন ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে, যিনি তাকে প্রথম স্থানে অস্তিত্বে নিয়ে এসেছিলেন?

প্রতিটি বাড়ির ছাদ ও দেয়ালের আকৃতি

স্থপতির চিন্তার ছায়া।

যদিও সেই জায়গা যেখানে চিন্তাভাবনা এবং চিন্তাভাবনা ঘটে

[বিল্ডিংয়ের] পাথর, কাঠ এবং ইটে দৃশ্যমান নয়।

সবকিছুর পরম কর্তা অবশ্যই রূপহীন

রূপ তাঁর হাতে একটি হাতিয়ারের মতো।

আকৃতিহীন, কখনও কখনও পর্দার আড়াল থেকে

রূপধারীদের কাছে ঐশ্বরিক উদারতা থেকে নিজেকে প্রকাশ করে[21]।

যাতে প্রতিটি রূপ তাঁর সাহায্য চায়

---

[20] চিন্তাভাবনাগুলি কীভাবে কারণ এবং ক্রিয়াগুলি এই কারণগুলির প্রভাবগুলি তা উপলব্ধি করার জন্য, একটি বিল্ডিংয়ের উপরের স্তরে দাঁড়িয়ে সেই স্তরের নীচে মাটিতে ছায়া ফেলার উদাহরণটি বিবেচনা করা উচিত। একইভাবে, চিন্তার রূপ উপরের স্তরে এবং ক্রিয়াগুলি মানুষের অঙ্গগুলির উপর ছায়ার মতো।

[21] ঐশ্বরিক আলোকসজ্জা কিছু গ্রহণযোগ্য হৃদয়ে বিদ্যুতের বজ্রপাতের মতো জ্বলজ্বল করে।

তাঁর পরিপূর্ণতা, সৌন্দর্য এবং সর্বশক্তিমান শক্তির মাধ্যমে।

যখন নিরাকৃতিহীন ব্যক্তি নিজেকে গোপন করেছিলেন *[রূপধারী সকলের কাছ থেকে]*

এই লোকেরা দাতব্য সংস্থা হিসাবে রঙ এবং গন্ধের স্তরে নেমে এসেছিল[22]।

তাঁর জন্য নম্র, অনুরোধ ও কান্নার মাধ্যমে এবং তাঁর অস্তিত্বে বিনাশের মাধ্যমে নিরাকারকে অন্বেষণ করুন

যেহেতু চিন্তার মাধ্যমে রূপ ছাড়া আর কিছুই তোমার কাছে আসবে না।

রূপ ছাড়া অভ্যন্তরীণ সুখ না থাকলে

অতঃপর আপনি যে রূপ অনুভব করছেন তা আপনার জন্য উত্তম।[23]

আপনি যে শহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন

হে মুসাফির*!* রূপহীন একটি আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে আপনাকে তার দিকে টেনে নেওয়া হয়।

ভিতরে ভিতরে আপনি সেই আকাঙ্ক্ষার দিকে যাচ্ছেন যা সময়, স্থান এবং রূপহীন

কারণ সুখ *(*আকাঙ্ক্ষা পূরণে*)* সময় ও স্থানহীন, যদিও আপনি এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞ।

প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ সবার পালনকর্তা

কারণ পথে হাঁটতে হয় ইচ্ছার কারণে।[24]

তবে কেউ কেউ লেজের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন

যদিও মাথা আসল জিনিস, যার উপর সবকিছু নির্ভর করে কিন্তু তারা মাথা হারিয়েছে।

যাইহোক, বিপথগামীদের জন্য মাথা হারিয়ে যায়

কিন্তু মাথার মাধ্যমে যা দেওয়া উচিত ছিল তা তিনি লেজের মাধ্যমে দেন।

একটি মাথার মাধ্যমে দান করা হয়, অন্যটি লেজ দিয়ে দেওয়া হয়

বাকিরা পা ও মাথা দুটোই হারিয়েছেন।

---

[22] যখন ঐশ্বরিক আলোকসজ্জা বন্ধ হয়ে যায়, তখন মানুষ মানুষ হওয়ার প্রয়োজনীয়তায় ফিরে আসে। পরিপূর্ণতা কেবল নিরূপহীন ব্যক্তির কাছ থেকেই অর্জন করা যায়। অন্য রূপ থেকে [আধ্যাত্মিক] পরিপূর্ণতা অর্জনের চেষ্টা করা একটি রূপ হ'ল ঈশ্বর এবং জ্ঞানবাদীদের অন্তরঙ্গ ব্যতীত যাদেরকে ঈশ্বর মানবতার নির্দেশনার জন্য বেছে নিয়েছেন। অন্যথায়, রূপ নিজেই প্রয়োজনীয়; অন্য রূপে প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করার কোনও অর্থ হয় না।

[23] এমনকি যদি আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার পরেও, আপনি কোনও রূপ ছাড়া তাঁকে কল্পনা করতে পারবেন না, তবে আপনার কল্পনা ছাড়াই [যা তাঁর প্রতিনিধিত্ব করে] যে কোনও রূপ আপনার কল্পনা ছাড়াই বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করুন যতক্ষণ না আপনি তাকে রূপহীন কল্পনা করতে সক্ষম হন।

[24] যেহেতু উপরোক্ত ভাষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, আকাঙ্ক্ষাই মানুষের সকল প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য এবং সমস্ত পথে চলা আকাঙ্ক্ষার কারণে হয় এবং আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা আল্লাহর কাজ, তাই আল্লাহ সবার প্রভু।

যেহেতু সবকিছু হারিয়ে গেছে, তাই তারা সবকিছু খুঁজে পেয়েছে

এই ক্ষতির কারণে তারা সবকিছুর দিকে ছুটে যায়[25]।

সেই ছবি ভরা দুর্গে রাজকুমাররা চীনা সম্রাটের মেয়ের ছবি দেখেন, এবং তারা সবাই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান এবং পরীক্ষা ও দুর্দশার শিকার হন এবং এটি কার ছবি তা তদন্ত করতে শুরু করেন

এই বিষয়টির কোন শেষ নেই, এই দলটি *[তিন রাজকুমারের]*

দেখলাম সুন্দর ও চমৎকার ছবি।

তারা আরও সুন্দর দেখেছে

কিন্তু *[সেই ছবি দিয়ে]* তারা *[প্রেমের অগভীর সমুদ্রে]* নেমে এসেছিল।

কারণ তারা এই কাপের মাধ্যমে আফিম পেয়েছিল

কাপ দেখা গেলেও আফিম লুকিয়ে রাখা ছিল[26]।

মনকে উড়িয়ে দেওয়া দুর্গটি তার কাজটি করেছিল

এটা তাদেরকে ক্লেশের গভীর কূপে ফেলে দিল।

সৌন্দর্য এবং শৈলীর তীর তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল

হে শান্তিদাতা*!* এই সীমাহীন দুর্দশা থেকে আমাদের আশ্রয় দিন।

প্রাণহীন ছবিটি তাদের ভেতর থেকে পুড়িয়ে দিয়েছে

---

[25] ঈশ্বরের বিভিন্ন উপাসক ও সাধকদের তাঁর সাথে আলাদা আলাদা আচরণ রয়েছে। কেউ কেউ ঈশ্বরের কর্মের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন, যদিও আসল উদ্দেশ্য তাঁর সত্তা (ধাত*)*, কারণ এটিই প্রকৃত অস্তিত্ব এবং একটি অপ্রত্যাশিত সত্তা যা কিছু তার উৎপত্তি। তারাও তাঁর সত্তা থেকে উপকার পায় এবং তাদের মনোযোগও ঈশ্বরের দ্বারা গৃহীত হয়। উপাসকদের আরেকটা দল সত্য ও ধার্মিক কাজের মাধ্যমে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং সত্যের সন্ধান করে। এটাই সাধারণ মুসল্লিদের স্তর। এখানে "লেজ" বলতে ঈশ্বরের কাজকে বোঝায়। "মাথা" বলতে ঈশ্বরের গুণাবলীকে বোঝায়। উপাসকদের আরেকটি দল [আধ্যাত্মিকতার উচ্চতর স্তরে] ঐশ্বরিক গুণাবলীর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উপকার পায় যা এখানে "মস্তক" হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এই স্তরটি [আধ্যাত্মিক] অভিজাতদের অন্তর্গত। আধ্যাত্মিকতার পরবর্তী উচ্চতর স্তরটি অভিজাতদের অভিজাতদের বা শীর্ষস্থানীয় (" *আস-সাবিকুন আস-সাবিকুন*" যা কুরআন দ্বারা উল্লিখিত " *আল-ওয়াকিয়াহ*" (56:10)) অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে) কারণ তারা কেবল ঈশ্বরের সত্তার দিকে মনোযোগ দেয় এবং কোনও উপায় ছাড়াই সরাসরি তাঁর কাছ থেকে সুবিধা গ্রহণ করে। যেহেতু তারা ঐশ্বরিক কর্ম বা গুণাবলীকে তাদের উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয়নি, বরং তারা ঐশ্বরিক সত্তাকে তাদের লক্ষ্য বানিয়েছিল এবং তাই তারা ঐশ্বরিক সত্তার কাছে পৌঁছেছিল।

[26] এখানে সৌন্দর্যকে আফিমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করা হয়েছে। এখানে কাপ বাইরের ফর্ম বা শারীরিক চেহারা বোঝায়। রূপগুলি দৃশ্যমান তবে তাদের আফিম (মন্ত্রমুগ্ধকর প্রভাব) গোপন রয়েছে। মনকে উড়িয়ে দেওয়া দুর্গটি তিন রাজকুমারকে দুর্দশার মধ্যে ফেলে তার কাজটি করেছিল।

এটি তাদের বিশ্বাস ও হৃদয়ে জ্বলন্ত আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

ছবিতে যদি আত্মা থাকত, তাহলে কী হতো?

এর ক্লেশ প্রতি সেকেন্ডে ভিন্ন ধরনের হত।

যেহেতু রাজকুমারদের হৃদয়ে ছবির প্রেম

ছুরির মতো আঘাত করছিল।

তাদের প্রত্যেকেই মেঘের মতো প্রচুর অশ্রু ঝরিয়েছিল

তারা প্রত্যেকে তাদের হাত কামড়ে বলল, "হায়!"[27]

আমরা এখন যা দেখছি, সম্রাট আগেও দেখেছেন

সেই অতুলনীয় একটি আমাদের অনেক উপদেশ দিয়েছিল।

এ কারণেই নবীদের (আমাদের উপর) অনেক অধিকার রয়েছে

যেহেতু তারা আমাদের [কর্মকাণ্ডের] সমস্ত পরিণতি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে অবহিত করেছে।

তোমরা এখন যা বপন করছ তা থেকে কাঁটা ছাড়া আর কিছুই উৎপন্ন হবে না

আপনি এখন যেখানে উড়ে যাচ্ছেন, সেখানে উড়তে যাওয়ার জায়গা পাবেন না[28]।

আমার কাছ থেকে বীজ নাও, যাতে তা তোমাদের প্রচুর ফসল দেয়

আমার ডানা দিয়ে উড়ে যাও, যাতে তোমাকে আঘাত করার আগে ক্লেশের তীর পড়ে যায়[29]।

আপনি তাদের অনুসরণ করার প্রয়োজন বোধ করেন না

পরিশেষে, আপনিও বলবেন যে এটি করা দরকার ছিল।

যখন তারা বলেছিল "তুমি", তখন তুমি কিন্তু "তুমি" নয় যে দেহ

পরিবর্তে, এটি "আপনি" যা বস্তুগত ক্ষেত্রের উপরে এবং প্রকৃত "আপনি"।[30]

---

[27] তারা তখন যা দেখছিল এবং অনুভব করছিল তা বুঝতে পেরে তারা অনুশোচনায় পূর্ণ ছিল, যা সম্রাট ইতিমধ্যে দেখেছিলেন যিনি তাদের এই দুর্গে না যাওয়ার জন্য জোরে এবং জোরালোভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন।

[28] আল্লাহর নবীগণ ইতোমধ্যে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, নিম্ন আত্মা (নফস) থেকে আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষা ও কামনা অনুসরণ করলে কেবল কাঁটা (দুর্ভাগ্য, ব্যথা ও যন্ত্রণা) বৃদ্ধি পাবে। আপনার দিকনির্দেশনা এবং গতি জাগতিকতার দিকে, এতে কোন মোক্ষ নেই, সত্যিকারের সাফল্য এবং সত্যিকারের সুখ নেই।

[29] নবীগণ আমাদেরকে বলেছেন যে, আমাদের তাদের পথ অনুসরণ করা উচিত, কারণ এটি করার ফলে অসংখ্য [বস্তুগত ও অবস্তুগত] উপকার রয়েছে এবং পরীক্ষা ও ক্লেশের তীর আপনাকে আঘাত করা থেকে অনেক কম হবে।

[30] 'তুমি'র দুটি অংশ আছে- একটি হচ্ছে আপনার দেহ এবং অন্যটি হচ্ছে আপনার আত্মা। নবীদের অনুসরণ করা যা উপকারী তা দেহের কাজ নয়, বরং এটি আত্মার একটি ফাংশন যা সময় এবং স্থানের সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে।

বাইরের "আপনি" যাকে আপনি "আপনি" বলে মনে করেন

ছয়টি দিক থেকে এসেছে কিন্তু আসল 'তুমি' সব দিকের ঊর্ধ্বে।

হে মুক্তো*!* খোলস নিয়ে কাঁপছেন কেন*?*

"আপনি" কে আপনার মতো বিবেচনা করবেন না তবে এর মধ্যে যা রয়েছে তা বাস্তব "আপনি" হিসাবে বিবেচনা করুন[31]।

এটি "আপনি" যা আপনাকে নিজের সম্পর্কে বিস্মৃত করে তোলে

আপনার "আপনি" অর্জন করুন এবং *[*নিজের মধ্যে*]* দ্বৈততা অতিক্রম করুন[32]।

আপনার বাইরের "আপনি" এর চেয়ে আপনার আসল "আপনি"

তাকে সতর্ক করতে এবং ঐশ্বরিক নৈকট্যে পৌঁছানোর জন্য এসেছে।

আপনার আসল "আপনি" আপনার অন্য "আপনি" এর মধ্যে সমাধিস্থ

যে ব্যক্তি নিজের আসল 'তুমি' দেখে, আমি তার দাস।

আমরা আমাদের বাবার আদেশ দূরে সরিয়ে রেখেছি

আমরা তার সীমাহীন উদারতার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে পড়েছিলাম।

আমরা সম্রাটের পরামর্শকে তুচ্ছ বলে মনে করতাম

সেই সঙ্গে তাঁর অতুলনীয় উদারতা।

আমরা সবাই এখন খাদে পড়ে গেছি

আমরা যুদ্ধ ছাড়াই হতাশ এবং আহত হয়েছি।

আমরা আমাদের বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করতাম

যতক্ষণ না আমরা এই ক্লেশের শিকার হই।

আল্লাহর স্মরণের চাইতে *(*আধ্যাত্মিক*)* পথপ্রদর্শকের ছায়া উত্তম।

হাজার হাজার খাবার এবং খাবারের চেয়ে একটি তৃপ্তি ভাল[33]।

---

[31] আপনি শরীরের শেষ প্রান্তে (মৃত্যু) কাঁপছেন যদিও এটি কেবল বাইরের শেল। আসল "তুমি" হল সেই আত্মা যা খোলসের মুক্তো।

[32] আপনার আসল "আপনি" পৌঁছান যা আপনার আত্মা এবং আপনার দেহকে আপনার বাস্তবতা হিসাবে বিবেচনা করার এই দ্বৈততা বন্ধ করুন।

[33] আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের সঙ্গ বজায় রেখে আন্তরিকতা [এবং উদ্দেশ্যের সত্যতা] এবং আধ্যাত্মিক পথে এর কোনও বিপদে না পড়ে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তৈরি করে। এটি ঐশ্বরিক স্মরণকে কার্যকর করার এবং আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর মধ্যে তৃপ্তি ও ধৈর্য জাগ্রত করার একটি শর্ত এবং ঐশ্বরিক স্মরণের হাজার হাজার খাবারের চেয়ে ভাল।

তিনশো ষাট লাঠির চেয়ে একটি চোখ ভাল

এই ধরনের চোখ মুক্তো এবং নুড়ির মধ্যে পার্থক্য করে।

দুঃখের কারণে, আমরা একটি *[*কখনও শেষ নোহোৱা*]* লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছিলাম

এই পৃথিবীতে কার চমৎকার ছবি*?*

তারা তাদের যাত্রায় *[*এই অভ্যন্তরীণ অবস্থার সাথে*]* এবং অনেক সংগ্রামের পরে *[*রহস্য উন্মোচনের জন্য*]* এগিয়ে গিয়েছিল

গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন একজন আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক তাদের কাছে এই রহস্য প্রকাশ করেছিলেন।

গাইড শ্রবণের মাধ্যমে বাস্তবতা জানতেন না, বরং জ্ঞানটি একটি অভ্যন্তরীণ ঐশ্বরিক আলোকসজ্জার মাধ্যমে ছিল

কারণ এই রহস্যটি এমন কিছু ছিল না যা কিছু পর্দা সরিয়ে উন্মোচন করা যেতে পারে।

তিনি বলেছিলেন যে ছবিটি সবচেয়ে সুন্দরের জন্যও ঈর্ষণীয় ছিল।

এটি চীনের রাজকন্যার ছবি।

চীনের রাজার একটি কন্যা রয়েছে যা অতুলনীয়

ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, শ্রেষ্ঠত্ব এবং বাইরের সৌন্দর্যে।

তিনি পরী এবং আত্মার মতো লুকিয়ে আছেন

সে দুর্গের গোপন পর্দায় রয়েছে।

কোনো পুরুষ বা নারীর কাছে তার কোনো পথ নেই

রাজা তাকে সমস্ত কষ্ট এবং ক্লেশ থেকে রক্ষা করার জন্য তাকে লুকিয়ে রেখেছেন।

এমনকি কারও মুখ থেকে তার নাম শুনলেও রাজা কাজ করে যায়

রাজকন্যা যেখানে থাকতেন সেখানে একটি পাখিও পালক উল্টাতে পারত না।

সেই পালটি ধ্বংস হয়ে গেছে যা এমন ভালবাসায় জর্জরিত হয়

আল্লাহ যেন এমন ভালোবাসা কাউকে আঘাত করতে না দেন।

যে মূর্খতার বীজ বপন করেছে, তার জন্য এটি শাস্তি

এবং সঠিক পরামর্শকে নকল এবং তুচ্ছ বলে মনে করা হয়।

এই ধরনের একটি নিজের কৌশল নির্ধারণের উপর নির্ভর করে

এই ভেবে যে একজন নিজের বুদ্ধি দিয়ে *[সমস্ত পরিস্থিতি]* অতিক্রম করবে।

[একজন আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের] মনোযোগের আধা কণা উত্তম।

যার মাধ্যমে বুদ্ধির পরিকল্পনা তিনশো বার সুরক্ষিত হয়।

হে নেতা*!* নিজের পরিকল্পনা ছেড়ে দিন

ফোকাস নিয়ে এগিয়ে যান এবং সুখে আপনার আত্মাকে ত্যাগ করুন[34]।

এটি আপনার বুদ্ধি যে কয়েকটি আলোচনার সাথে এসেছে তার সমান নয়

যতক্ষণ না আপনি *[আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের অস্তিত্বে]* ধ্বংস না হন, ততক্ষণ পর্যন্ত এই আলোচনাগুলি কোনও কাজে আসে না।

আপনি *[আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের অস্তিত্বে]* ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত *[আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকদের]* সুবিধা নিতে পারবেন না

যাও এই বিনাশ নিয়ে যাও এবং আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের সুযোগ নিন।

তিন রাজপুত্র ঘটনাটি আরও তদন্ত করে এবং বড় ভাইয়ের কথোপকথন

এই ক্লেশের শিকার তিনজনই একে অপরের দিকে ফিরে গেলেন

তিনজনেরও একই বেদনা, দুঃখ ও দুঃখ ছিল।

তিনজনই একই চিন্তাভাবনা ও চিন্তার সঙ্গী ছিলেন

তিনজনই একই অসুস্থতা ও দুঃখে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

নীরবে তিনজনের একই ভাবনা ছিল

কথোপকথনে তিনজনের একই যুক্তি ছিল।

মাঝে মাঝে তিনজনই কান্না ঝরিয়েছেন

ক্লেশের টেবিলে তারা রক্ত ছিটিয়ে দিয়েছিল।

মাঝে মাঝে তিনজনই হৃদয়ের জ্বলন্ত আগুনের কারণে

---

[34] আপনার নিজের পরিকল্পনা ত্যাগ করুন এবং আধ্যাত্মিক গাইডের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। সত্যিকারের আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের নির্দেশনায় আপনার নিজের পরিকল্পনাকে ধ্বংস করুন (ফানা) যার মনোযোগ আপনার সীমিত পরিকল্পনার চেয়ে অনেক বেশি উপকারী।

আগুন জ্বলন্ত আওয়াজের মতো নিঃশ্বাস নিলেন।

প্রবীণ বলল, হে ভাইয়েরা!

আমরা কি একে অপরকে উপদেশ দেওয়ার জন্য পুরুষ ছিলাম না?

আমাদের রাজত্বের লোকদের মধ্য থেকে, যারা আমাদের কাছে অভিযোগ করেছিল

কষ্ট, ভয়, দারিদ্র্য ও ভূমিকম্প সম্পর্কে।

আমরা এমন একজনকে বলতাম যে এই ধরনের সংকোচনে হতাশ হবেন না

ধৈর্য অনুশীলন করুন কারণ ধৈর্য সম্প্রসারণের মূল চাবিকাঠি।

ধৈর্যের এই চাবি কোথায় গেল?

হায়, কী আশ্চর্য! আইন কি বাতিল হয়ে গেছে? কী হয়েছে?

সংঘাতের পরিস্থিতিতে আমরা কি একথা বলতাম না?

আগুনের ভিতরে থাকলেও প্রচুর হাসুন।

আমরা প্রত্যেক সৈনিককে যুদ্ধে পরামর্শ দিয়েছি

সাবধান! আপনার মুখের রঙ পরিবর্তন করা উচিত নয়।

আমরা আমাদের সৈন্যদের আদেশ দিয়েছি

আধিপত্য বিস্তারের জন্য বর্শার মতো এগিয়ে যাওয়া।

ধৈর্য্যের অবস্থান আমরা গোটা বিশ্বকে জানিয়েছি

কারণ ধৈর্য চিরকাল এক আলোকিত প্রদীপ এবং পথপ্রদর্শক বাতি।

যখন আমাদের নিজেদের পালা এলো (ধৈর্য ধারণ করার), তখন আমরা কীভাবে এতটা বিস্মিত হলাম?

কুৎসিত ব্যক্তিদের মতো, আমরা লুকানো চাদর হয়ে গিয়েছিলাম।

হে হৃদয়! আপনি সবাইকে কর্তব্যে সক্রিয় করে তুলেছেন

এখনই নিজেকে সক্রিয় করুন এবং এভাবে অভিনয় করতে লজ্জা পাবেন।

হে জিহ্বা! আপনিই ছিলেন যিনি সবাইকে [ধৈর্য সহ্য করে] উপদেশ দিয়েছিলেন

যখন আপনার [উপদেশ দেওয়ার] পালা এসেছিল তখন আপনি কেন চুপ করে গেলেন?

হে বুদ্ধিজীবী! আপনার মিষ্টি উপদেশের কী হয়েছে?

এখন আপনার পালা, আপনার *[*এবং আপনার পরিকল্পনার*]* কী হয়েছে*?*

হে বুদ্ধিজীবী*!* আপনি হৃদয় থেকে সীমাহীন দুঃখ দূর করতেন

আপনার পালা এসেছে, দুর্দশা দূর করুন *[*আমরা এখন আছি*]*।

যখন আপনি অন্যদের ব্যথায় নিরাময় করেছিলেন

যখন আপনার কাছে অতিথি হিসাবে ব্যথা এসেছিল, তখন আপনি চুপ করে গিয়েছিলেন।

সেনাবাহিনীকে চ্যালেঞ্জ জানানোর এটা ছিল আপনার উপায়

কে এখন আপনার চ্যালেঞ্জ এবং কণ্ঠস্বর ধরেছে*?*

পঞ্চাশ বছর ধরে বুদ্ধিমত্তা দিয়ে যা বুনতেন

সেই বুনন থেকে কেবল একটি পোশাক পরুন।

তুমি সবসময়ই মাথা ছিলে, এখন নিজেকে লেজ বানাবেন না

আপনার পা, হাত, গোঁফ এবং দাড়ি হারাবেন না।

দাবার বোর্ডে স্থানান্তরিত হওয়া আপনার বিশেষাধিকার

*[*আপনার পরবর্তী পদক্ষেপটি জিততে*]* এখনই নিজেকে ভাল মেজাজ এবং উচ্ছ্বাসে নিয়ে আসুন।

যুক্তিতর্ক শেষ করে এবং তাদের হৃদয়ের অবস্থা বর্ণনা করার পরে, তিন রাজপুত্র তাদের প্রিয় এবং উদ্দেশ্য, চীনের আধিপত্যের দিকে একটি মহাকাব্যিক যাত্রা শুরু করেছিলেন যতটা সম্ভব তাদের উদ্দেশ্যের কাছাকাছি পৌঁছানোর জন্য, যদিও প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাতের পথ বন্ধ ছিল, কারণ যতটা সম্ভব লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছানো এখনও ভাল

যখন তিন রাজপুত্র প্রেমে অক্ষম হওয়ার পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন

ভালোবাসা তাদের প্রচুর অপমানিত করেছিল।

এ কথা বলে তারা তৎক্ষণাৎ এগিয়ে যায়

হে আমার বন্ধু*!* যা হওয়ার কথা ছিল, তা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে।

তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল এবং সত্যবাদী অর্থাৎ আল্লাহর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল

এরপর অগ্রসর হলেন চীনের শহরগুলোর দিকে।

তারা তাদের বাবা-মা ও দেশ ছেড়ে চলে গেছে

লুকিয়ে থাকা প্রিয়তমার দিকে যাওয়ার পথ অবলম্বন করেছেন।

ইব্রাহিম আদহামের মতো, সিংহাসন থেকে উত্তরাধিকারী হতে যাচ্ছিল।

ভালোবাসা তাদের অসহায় ও দরিদ্র করে তুলেছিল[35]।

অথবা মহান নবী ইব্রাহিমের মতো

তিনি নিজেকে আগুনে পুড়িয়ে দিলেন।

অথবা পবিত্র ও ধৈর্যশীল ইসমাঈলের মতো

প্রচণ্ড প্রেম আর তার ধারালো ছুরির সামনে মাটিতে মাথা রেখে দিল সে।

চীনের রাজধানী শহরে অবস্থান এবং লুকিয়ে থাকার পরে এবং ধৈর্যের বাইরে চলে যাওয়ার পরে, বড় ভাই অধৈর্য হয়ে পড়েন এবং নিজেকে চীনের রাজার কাছে আত্মসমর্পণ করতে চান এবং তার দুই ভাই তাকে তা না করার পরামর্শ থেকে কোনও সুবিধা পাননি

হয় আমার পদক্ষেপ আমাকে আমার উদ্দেশ্য প্রদান করবে

অথবা আমি আমার হৃদয়ের মতো সেখানে আমার মাথা নিচু করে রাখব *[*অপ্রাপ্ত প্রেমের জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করার জন্য*]*।

হয় আমার পা আমাকে আমার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে

অথবা হৃদয়ের মতো আমি নিজের হাত দিয়ে মাথা নিচু করে রাখব।

হে প্রেমিক-প্রেমিকাদের দলকে নিন্দা করে*!* এই গোষ্ঠীকে একা ছেড়ে দিন

আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তুমি কি করে পথ দেখাবে*?*

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বলল, হে আমার ভাইয়েরা*!*

অপেক্ষার কারণে আমার আত্মা আমার ঠোঁটে এসেছে।

আমি আর পরোয়া করি না, আমার মধ্যে ধৈর্য অবশিষ্ট নেই

---

[35] ইব্রাহিম বিন আদহাম ছিলেন একজন মহান সাধু, জ্ঞানবাদী এবং ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ যিনি মধ্য এশিয়ার মধ্যযুগীয় রাজা ছিলেন। তিনি চিরন্তন সত্য, জীবনের অর্থ এবং উদ্দেশ্য এবং ঐশ্বরিক সাথে ঘনিষ্ঠতা এবং নৈকট্যের সন্ধান করার জন্য তাঁর রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর আত্মত্যাগ ঐশ্বরিকভাবে গৃহীত হয়েছিল, তিনি তাঁর উদ্দেশ্য অর্জন করেছিলেন যার জন্য তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের অন্যতম সেরা জ্ঞানবাদী এবং অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন।

এই ধৈর্য আমাকে আগুনে বসিয়েছে।

ধৈর্য ধরা এখন আমার ক্ষমতার বাইরে

আমার গল্পটি প্রেমিক-প্রেমিকাদের শেখার জন্য একটি পাঠ হয়ে উঠেছে।

প্রিয়তমার কাছ থেকে বিচ্ছেদের কারণে আমি জীবন নিয়ে বিরক্ত হয়ে পড়েছি

বিচ্ছেদের অবস্থায় বেঁচে থাকাটা ভণ্ডামি।

এই বিচ্ছেদের যন্ত্রণা আমাকে কতটা মেরে ফেলবে?

আমার মাথা সরিয়ে ফেলো যাতে ভালবাসা আমাকে একটি নতুন মাথা দেয়[36]।

আমার ভালোবাসার কারণে আমার বিশ্বাস জীবিত

এই জীবন আর মাথা নিয়ে বেঁচে থাকা আমার জন্য অপমানজনক[37]।

শরীরের ধুলোবালি দূর হলে আমার চাঁদ জ্বলে ওঠে

আমার আত্মার চাঁদ বিশুদ্ধ জল পান করেছে[38]।

আমার আত্মা নিজেকে ড্রেক বলে দাবি করেছে

কখন এটি ঝড় এবং হারিকেনের বিরুদ্ধে আবেদন করে?

একটি হাঁস কেন জাহাজ ভেঙে ডুবে যেতে ভয় পাবে?

জলের উপর তার জাহাজ তার পা *[*নিরাপদে সাঁতার কাটতে*]*।

এই দাবি আমার আত্মা ও শরীরকে বাঁচিয়ে রেখেছে

আমি কীভাবে এই দাবি সম্পর্কে চুপ থাকতে পারি?

অন্য দুই ভাই বড় ভাইকে উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন

এটি করার বিপদ সম্পর্কে নিজেকে অসচেতন না রাখা।

তাদের আঘাতের উপর লবণ না দেওয়া *[*কারণ তারাও ভালবাসায় আক্রান্ত হয়েছিল এবং তারপরে তারা বড় ভাইয়ের কাছ থেকে বিচ্ছেদ সহ্য করতে যাচ্ছিল*]*

---

[36] ঈশ্বরের (ফানা) বিনাশের পরে, ঈশ্বরের (বাকা) মধ্যে জীবিকা নির্বাহের অবস্থা আসে, অন্য কথায়, যখন প্রিয়জনের (ঈশ্বর) প্রেম এবং ইচ্ছায় নিম্ন আত্মার আকাঙ্ক্ষা নির্মূল হয়, তখন একটি নতুন জীবন আসে যা একটি অবিরাম, অনন্ত জীবন। এই গল্পের মাধ্যমে রুমি আধ্যাত্মিক পথ, এর বিপদ ও সাফল্যের রহস্য ব্যাখ্যা করছেন।

[37] আমি [গভীর আধ্যাত্মিক] অর্থের একটি জীবন অর্জন করতে চাই, বাইরের জীবন [বস্তুগত জগতে] মোকাবেলা করা আমার পক্ষে কঠিন।

[38] আত্মা শারীরিক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হওয়ার পরে, আত্মা আলোকিত এবং আলোকিত হয়।

তাড়াহুড়ো ও সন্দেহের কারণে এই বিষ না খাওয়া।

সচেতন আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের প্রজ্ঞা ছাড়া

যখন আপনার দেখার হৃদয় নেই, তখন আপনি কেন পথে হাঁটছেন?

বুদ্ধি ব্যক্তিদের জন্য ডানার মতো [যা তাদের আধ্যাত্মিক উচ্চতায় আরোহণ করতে সহায়তা করে]

আপনার যদি বুদ্ধি না থাকে তবে আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের বুদ্ধি ব্যবহার করুন।

[দুই ছোট ভাই বড় ভাইকে উপদেশ দিয়েছিলেন] সাবধান! আতঙ্কের সাথে এটি দেখুন

এ ধরনের দাবি করবেন না বা এ ধরনের কাজ করবেন না।

আপনি আমাদের জন্য আমাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবেন

হে ভাই! কে আপনাকে এটা করতে রাজি করছে?

যিনি পথের সাথে পরিচিত নন, তিনি শত বছর ধরে অবিরাম ভ্রমণ করতে পারেন

এটি কিছুই গণনা করা হবে না!

অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাবেন না

যারা পরোয়া করে না তাদের মতো নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলবেন না।

তারা এই সমস্ত বলেছিল কিন্তু সেই অধৈর্য বড় ভাই বলেছিলেন:

আমি এই জিনিসগুলির প্রতি ঘৃণা অনুভব করি [যা আপনি এইমাত্র বলেছেন]।

আমার বুক ফায়ারপ্লেসের মতো আগুনে ভরে গেছে

ফসল প্রস্তুত, ফসল কাটার সময় হয়েছে।

আমার বুকে ধৈর্য ছিল, কিন্তু এখন আর নেই

তীব্র ভালোবাসা ধৈর্যকে আগুনে প্রতিস্থাপন করেছে।

যে রাতে এই তীব্র ভালবাসার জন্ম হয়েছিল, আমার ধৈর্য মারা গিয়েছিল

এটি মারা গেছে তবে আপনি জীবন দিয়ে আশীর্বাদ পাবেন।

হে বিপদের কথা বলছো

আমি এর উপরে উঠে এসেছি, ঠান্ডা লোহা হাতুড়ি মারবেন না [কারণ এটি কোনও উপকার করবে না]।

আমি উল্টে গেছি, সাবধান, আমার পা ছেড়ে দিন

আমার শরীরের বিভিন্ন অংশে বোঝাপড়া কোথায় রয়ে গেছে*?*

আমি তো আমার পতাকা মাটিতে রাখব

হয় আমি আমার মাথা হারিয়ে ফেলব অথবা প্রিয়তমার মুখ খুঁজে পাব।

প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাতে যে চোখ সতেজ হয় না

এমন চোখ অন্ধ হওয়াই ভালো।

ভাইয়েরা আবার বড় ভাইকে উপদেশ দেয় এবং সে তা সহ্য করতে পারছে না এবং পাগল প্রেমিক এবং পাগল হিসাবে রাজার দরবারে গিয়ে প্রেমের তীব্রতার কারণে অনুমতি চায় এবং কোনও দুর্ব্যবহারের কারণে নয়

দুই ভাই তাকে বললেন, আমাদের হৃদয়ে

*[*তোমার কষ্টের উত্তর*]* ঠিক আকাশের নক্ষত্রের মতো।

আমরা যদি তা না বলতাম তাহলে আপনার প্রতি অন্যায় হতো

আমরা যদি তা বলি, আপনার হৃদয় ব্যথা করে।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আমার*!* বিদায়

এই দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তা অস্থায়ী।

তিনি ধনুক থেকে তীরের মতো বেরিয়ে এলেন

যেহেতু কথা বলার মতো কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

তিনি অনিয়ন্ত্রিতভাবে চীনা রাজার সামনে এসে দাঁড়ালেন

তিনি রাজার সামনে মাটিতে চুমু খেতে লাগলেন।

তাঁর সত্তার প্রতিটি অবস্থা রাজার কাছে স্পষ্টভাবে স্পষ্ট ছিল

দুঃখ ও শেষের শুরু আর তার দ্বিধা।

ভেড়া তার চারণভূমিতে ব্যস্ত

কিন্তু রাখাল তার অবস্থা সম্পর্কে সচেতন।

"তোমাদের প্রত্যেকেই একজন রাখাল" এর কারণে তিনি জানতেন যে পালের মধ্যে কে

তিনি ঘাস চরাতে থাকেন এবং *[*পালের অন্যান্য প্রাণীদের সাথে*]* লড়াই করেন[39]।

তিনি *(*রাজা*)* এই দলের যন্ত্রণা ও যন্ত্রণা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন

কিন্তু বিচক্ষণতার কারণে তিনি চুপ করে ছিলেন এবং তিনি যে রহস্য জানতেন তা প্রকাশ করেননি।

সেই সম্মানিত ব্যক্তি তাদের আত্মার মাঝখানে ছিল

কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে বোবা করে তুলেছিলেন।

আগুনের রূপটি পাত্রের নীচে রয়েছে

আগুনের অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা পাত্রের মধ্যে রয়েছে।

তার রূপ বাইরে, কিন্তু তার অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা ভিতরে

প্রেমিকের অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা - আত্মা, রক্তের মতো শিরায় রয়েছে[40]।

রাজপুত্র শ্রদ্ধার সাথে রাজার সামনে বসলেন

পরিচয়কারী রাজপুত্রকে রাজার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন।

যদিও রাজা আগে থেকেই সবকিছু জানতেন

তবে পরিচয়কারীকে এখনও পরিচয় করিয়ে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।

অভ্যন্তরীণ সত্তার মধ্যে গ্নোসিসের আলোকসজ্জার একটি কণা

হে শ্রদ্ধেয় মহানুভব*!* শতাধিক পরিচিতির চেয়ে ভালো।[41]

পরিচয়কারীর কথা শুনতে

এটি পর্দা এবং অনুমানের অবস্থায় থাকার ইঙ্গিত।

যার হৃদয়ের চোখ আছে

এই ধরনের চোখ নিবিড়ভাবে পরিদর্শন করবে[42]।

---

[39] বড় ভাই ও রাজার অবস্থা একটি ভেড়া এবং তার রাখালের মতো ছিল যিনি তার কাজে ব্যস্ত থাকেন তবে রাখাল এর উপর নিবিড় নজর রাখছেন এবং এটি সম্পর্কে সামান্যতম অবহেলা করেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকেই একজন রাখাল এবং কিয়ামতের দিন তাদের পাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং তাদের মঙ্গল ও যত্নের দায়িত্ব পালন করা হবে। একজন রাখাল জানে যে পালের মধ্যে কে চরাচ্ছে এবং কে লড়াই করছে।

[40] আত্মা প্রিয়তমার মতো। এটি শরীর থেকে আলাদা তবে এর প্রভাব শিরায় রক্ত সঞ্চালনের মতো শিরায় থাকে।

[41]যদি গনোসিসের একটি কণাও হৃদয়ে থাকে, তবে এটি যে আধ্যাত্মিক উন্মোচন *(কাশফ)* নিয়ে আসে তা কোনও পরিচিত বা তথ্যদাতার দ্বারা প্রদত্ত তথ্যের চেয়ে অনেক উন্নত।

[42] যার হৃদয়ের চোখ খুলে যায়, সে বাস্তবতা উপলব্ধি করতে শুরু করে এবং বিষয়ের গভীরে পৌঁছায়।

এই ধরনের সংবাদের সাথে বিতর্ক করা হবে না

পরিবর্তে, একজনের শংসাপত্রটি হৃদয়ের চোখ থেকে আসে।

অতঃপর পরিচয়কারী রাজার কাছে উল্লেখ করলেন

রাজপুত্রের অবস্থা।

তিনি বললেন, মহারাজ*!* সে তোমার অনুগ্রহের প্রয়োজন

দয়া করে তাকে আপনার সম্মানের উপযুক্ত একটি রাজকীয় আচরণ করুন কারণ তিনি আপনার উপর তার সমস্ত আশা রেখেছেন।

সে তো তোমার সাথে নিজেকে যুক্ত করেছে

দয়া করে তার দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় তার মাথায় আপনার দয়ার হাত রাখুন।

রাজা বললেন, অবস্থান ও ভূমি যাই হোক না কেন

তিনি অনুরোধ করেছেন, তিনি আমার কাছ থেকে এটি নেবেন।

সে যে দেশ ছেড়ে গেছে, তার বিশ গুণ আমি তাকে দেব

আমি তাকে তা দেব এবং তার প্রতি আমার দয়া তার উপরে রয়েছে।

ভূমিকাকারী বলেছিলেন*:* "যখন থেকে তোমার মহিমা তার মধ্যে গভীর প্রেমের বীজ বপন করেছে

তোমার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া তার মধ্যে আর কী আকাঙ্ক্ষা অবশিষ্ট আছে*?*[43]

আপনার কাছে দাসত্ব তার জন্য এতটাই উপযুক্ত ছিল

যে তার হৃদয় থেকে আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা মুছে ফেলা হয়েছে।

তিনি রাজকীয় এবং রাজকীয় জীবন হারিয়েছেন

তোমার জন্য় সে ভ্রমণ করে শান্তি স্থাপন করেছে।

যে সুফি আধ্যাত্মিক উচ্ছ্বাসে কাপড় ফেলে দিয়েছেন

কোথা থেকে সে অন্য একটি কাপড়ের দিকে মনোযোগ দেয়*?*[44]

---

[43] রাজপুত্র ঐশ্বর্য, ক্ষমতা, আধিপত্য এবং অন্যান্য সবকিছু পিছনে ফেলে দারিদ্র্যকে গ্রহণ করেছেন, আপনার জন্য তার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছুই তার হৃদয়ে অবশিষ্ট নেই। এটি ঈশ্বরের প্রতি একজন দাসের ভালবাসার একটি দৃষ্টান্ত, যিনি কোনও বস্তুগত লাভ বা ক্ষতির পরোয়া না করে আন্তরিকভাবে তাঁর সাথে নিজের ভাগ্যকে যুক্ত করেন।

[44] রাজপুত্র তার রাজ্য রেখে গিয়েছিলেন যা এখানে "সুফি" রাগের সাথে তুলনা করা হয়েছে। একবার এটি ফেলে দেওয়া হলে, তিনি কখনই তা ফেরত নেবেন না। একটি কাপড় ফেলে দেওয়া এবং পরে এটি করার জন্য অনুশোচনা করা এবং অন্য কারও কাছ থেকে অন্য একটি গ্রহণ করা এবং এর জন্য আগ্রহী হওয়া, আধ্যাত্মিক পরমানন্দের জন্য

একজন প্রেমিকের কাছ থেকে এটি ভাবাও খুব দূরে

এমন চিন্তা করলে ওই মাথায় ধুলোবালি লাগাতে হবে।

দেহের উপাসকদের জন্য পৃথিবীর আধিপত্য জায়েয

আমরা প্রেমের সীমাহীন আধিপত্যের দাস।[45]

তিনি ভালবাসার একটি পদধারী, দয়া করে তাকে পদচ্যুত করবেন না

তাকে আপনার ভালবাসা ছাড়া অন্য কোনও কিছুতে ব্যস্ত রাখবেন না।

রাজপুত্র তার ভিতরের অবস্থার জিহ্বা দিয়ে বলছেন: যে অবস্থান আমাকে আপনার দৃষ্টি থেকে বিরত রাখে

এটি কার্যত একটি জবানবন্দি এবং এটি কেবল নামের একটি অবস্থান।

তোমার কাছে আসতে দেরি করার কারণ

[আধ্যাত্মিক] ক্ষমতার অভাব এবং দেহের দুর্বলতা।

আপনি যদি প্রস্তুতি ছাড়াই খনিতে যান

আপনি একটি কণাও ধরতে পারবেন না।

এমন একজন তেল ও বাতি ছাড়া প্রদীপের মতো হবে

এর আলো ছোট বা বড় হবে না।

এটি সমুদ্রের স্থল থেকে একটি পাখির মতো

ক্ষতি ও ধ্বংস ছাড়া আর কী পাবে?[46]

এটি তার মতো যে পিষে ফেলার জন্য গম ছাড়াই একটি গ্রাইন্ড মিলে পৌঁছেছে

দাড়ি, চুল ধুলোবালি ও পাকা হওয়া ছাড়া তার আর কোনো পুরস্কার থাকবে না।

কাপড় হারানো ক্ষতি হিসাবে বিবেচনা করার সমতুল্য। এই আধ্যাত্মিক পরমানন্দ (*ওয়াজেদ*) অমূল্য এবং এর মূল্য কিছুই নেই।

[45] প্রেমিক-প্রেমিকারা চায় ঐশ্বরিক প্রেমের সীমাহীন আধিপত্য থাকুক।

[46] পরিচয়কারী রাজপুত্রের কথা রাজাকে জানাচ্ছেন যে আপনার উপস্থিতিতে আসতে তার দেরি প্রেমের তীব্রতার অভাবের কারণে নয়। বরং তিনি তার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ব্যস্ত ছিলেন এবং উপরন্তু তিনি দুর্বল ছিলেন। সেই অবস্থায়, তিনি আধ্যাত্মিক সুবিধা (*ফায়েদ*) অর্জন করতে সক্ষম হননি বা শারীরিক কঠোরতা এবং শক্তির প্রয়োজন এমন সেবা সম্পাদন করতে সক্ষম হননি। যতক্ষণ না [জীবনের] উদ্দেশ্য অর্জনের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা না থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রচেষ্টা নিরর্থক। সুতরাং একজন আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারীর আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এবং শেষ পর্যন্ত ঐশ্বরিক উপস্থিতিতে থাকার জন্য আধ্যাত্মিক ক্ষমতা এবং শক্তি প্রয়োজন। এটি আবার একটি দৃষ্টান্ত যা ঐশ্বরিক উপস্থিতিতে জ্ঞানের অবস্থা বা ঐশ্বরিক সাথে ঘনিষ্ঠতার অবস্থায় থাকা দরকার।

যারা গম ছাড়া, স্বর্গের গ্রাইন্ড মিল

তাদের চুলের ধূসরতা এবং পিছনের দুর্বলতা বোঝান।

কিন্তু যাদের গমের অধিকারী তাদের জন্য এই গ্রাইন্ড মিল

আধিপত্য, *[ঐশ্বরিক]* কাজ এবং রাজকীয় প্রদানকারী হয়ে ওঠে[47]।

এর কোন শেষ নেই, এটি অনুসন্ধান করবেন না

যান এবং *[এগিয়ে যাওয়ার জন্য]* ক্ষমতা পান।

তিনি আপনার কাছে আসার আগে ক্ষমতা অর্জনের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন

[আপনার দৃষ্টির জন্য] তাঁর আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছিল কিন্তু ক্ষমতা অর্জন করা হয়নি।

তিনি বলেন, রাজার মাধ্যমেই ক্ষমতা অর্জন করা হয়

আত্মা ছাড়া শরীর কখন সক্ষম হয়?[48]

রাজার দয়া, তার দুঃখ ভাঁজ করে দেয়

তিনি রাজাকে শিকার করতে এসেছিলেন কিন্তু নিজেকে শিকার করেছিলেন।

সে তোমার ফাঁদে আটকা পড়ে এবং শিকার হয়ে গেল

শিকারকে ধরতে না পেরে সে নিজেই শিকার হয়েছিল।

ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষাকারী ব্যক্তি, অবশ্যই

এর দ্বারা প্রথমে কারাগারে যান[49]।

বিশ্বের মুখের চিহ্নটি যা মনে হয় তার বিপরীত হিসাবে ভাবুন

---

[47] আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ছাড়া আধ্যাত্মিক পথে হাঁটতে যাওয়া একজন আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী বা শিক্ষানবিশ যদি আধ্যাত্মিক পথে যান, তবে তিনি তার মতো, যিনি পিষার জন্য কোনও গম ছাড়াই চলমান একটি পিষার কলটিতে যান। এমন একজন ধুলোয় সমস্ত চুল ধূসর দেখাতে ফিরে আসবে। আধ্যাত্মিক ক্ষমতাহীন লোকেরা, সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধ, ধূসর এবং দুর্বল হওয়া ছাড়া আর কিছুই পায় না। স্বর্গের গ্রাইন্ড মিল কেবল তাদেরই উপকার করে যাদের কাছে সঠিক বিশ্বাস এবং ধার্মিক কাজের গম রয়েছে।

[48] পরিচয়কারী বললেন, তিনি এতদিন আপনার কাছ থেকে দূরে ছিলেন কারণ তিনি তার ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করছিলেন। যদিও এটি এখনও বট অর্জন করা হয়নি, তবে আপনার প্রতি ভালবাসার তীব্রতার কারণে সে বাধ্য এবং অসহায় হয়ে পড়েছে। তিনি এখন ভেবেছেন যে ক্ষমতা অর্জনও রাজার মাধ্যমেই ঘটবে। আত্মা দেহে আসার পরে পূর্ণ ক্ষমতা অর্জন ঘটে যা আপনি (অর্থাৎ রাজা) প্রদান করবেন। স্পষ্টতই, যে আপনাকে শিকার করতে চায়, সে নিজেই শিকার হবে।

[49] প্রিয় জিনিসটির নিয়ম এই যে, মানুষ তা পাওয়ার পরিবর্তে প্রথমে প্রিয় জিনিসটির কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। জাগতিক বিষয়গুলোকে যা মনে হয় তার বিপরীত বলে মনে করুন। যে জগতের বন্দি, তাকে বিশ্বের ধনী বলা হয়।

দুনিয়ার প্রত্যেক দাসের নাম দুনিয়ার প্রভু বলা হয়।

হে নিম্ন বোধগম্যতা এবং বিপরীত উপায়ে শরীর*!*

আপনি লক্ষ লক্ষ মুক্ত আত্মাকে কারাগারে বন্দী[50] করেছেন।

অল্প সময়ের জন্য *[*সম্পদ ও খ্যাতি অর্জনের জন্য*]* সমস্ত অজুহাত ছেড়ে দিন

মৃত্যুর আগে কয়েক ঘণ্টার জন্য মুক্ত জীবন যাপন করুন।

হে ব্যস্ত শরীর*!* আমায় একা ছেড়ে দাও

তুমি আমার জীবন ধ্বংস করেছ, গিযে অন্য কাউকে খুঁজে বের করো[51]।

বিদেশি যুবরাজকে সম্মাননা দিলেন চীনা রাজা

পরিণতি হ'ল রাজা তাকে অনুগ্রহ দিতেন

সেই সূর্যের মধ্য দিয়ে তিনি চাঁদের মতো গলে যেতেন।

প্রেমিক-প্রেমিকার গলে যাওয়া শুধু বাড়ে

সতেজতায় ঠিক যেমন চাঁদের মতো।

ঔষধের আশায় সব অসুস্থ

এই অসুস্থ *[*ঐশ্বরিক প্রেম নিয়ে*]* এই রোগ বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করে।

সমস্ত রোগী পুনরুদ্ধারের জন্য ওষুধের সন্ধান করেন এবং এটি

আরও দুঃখ, বেদনা এবং কান্না *[*ঈশ্বরের প্রতি তীব্র ভালবাসা থেকে*]* সন্ধান করে।

আমি এই পানীয়ের চেয়ে ভাল বিষ দেখিনি

এই রোগের চেয়ে ভালো স্বাস্থ্য আর কিছু হতে পারে না।

তিনি এভাবেই রাজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন

হৃদয় পুড়ে গিয়েছিল, এবং আত্মা *[*রাজার কাছে উপস্থাপন করার জন্য*]* থালায় ছিল।

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার মেয়ের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছে তার মাথা কেটে ফেলেছেন রাজা

কিন্তু রাজার জন্য় আমি প্রতি মুহূর্তে বলি হচ্ছি।

---

[50] দেহটি লক্ষ লক্ষ মুক্ত আত্মাকে বন্দী করেছে।

[51] রুমি এই কথা বলছেন এবং নিজের মৃত্যুর সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী ও ভবিষ্যদ্বাণী করছেন। আমার মুক্তির (এই পৃথিবী থেকে মৃত্যু) সময় এসে গেছে। আমাকে মুক্তি দাও এবং কারাগারে রাখার জন্য অন্য কাউকে খুঁজে বের করুন।

প্রেমের ময়দানে একা দুই পা দিয়ে দৌড়াতে পারে না

ভালোবাসার দাবাবোর্ডে, কেবল একটি মাথা দিয়ে চালানো যায় না।

প্রত্যেকের দুটি পা এবং একটি মাথা রয়েছে

হাজার হাজার ফুট ও মাথা নিয়ে একটি মৃতদেহ পুড়ে গেছে।

যেহেতু এই ভালোবাসার উদ্দেশ্য সীমাহীন

এই প্রেমের উত্তাপের তীব্রতার সামনে নরকের উত্তাপ তুচ্ছ।[52]

জাহান্নামের বাণীর বর্ণনা, যার উপর পাতলা ও তীক্ষ্ণ সেতু রয়েছে, যার উপর দিয়ে প্রত্যেকে হাঁটবে অনন্ত আবাসে তার চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য, মুমিনের কাছে তাড়াতাড়ি এবং দ্রুত তার উপর দিয়ে যাওয়া, যাতে মুমিনের আলোকসজ্জার বিশালতা এটি নিভিয়ে না যায় এবং তার এই বক্তব্য, "হে ঈমানদার! আমার উপর দিয়ে যাও! নিশ্চয়ই তোমার আলো আমার আগুনকে নিভিয়ে দিয়েছে।

হে শ্রদ্ধেয় মহানুভব*!* এ কারণেই মুমিনের আলোকসজ্জা

জাহান্নামকে দুর্বল ও নিভিয়ে দেয়।

তিনি বলেন, 'হে সম্মানিত মহানুভব*!* তাড়াতাড়ি আমার উপর দিয়ে চলে যাও

অন্যথায়, আপনার *[ঐশ্বরিক প্রেমের আগুন]* আমার আগুন নিভিয়ে দেবে।

কুফরী *[পার্থিব জীবনে জঘন্য কর্মে প্রকাশিত]* কেবল জাহান্নামের বারুদ

দেখুন কিভাবে মুমিনের আভ্যন্তরীণ আলো দ্বারা নিভে যায় *[পার্থিব ভ্রমণে মহৎ কর্মে প্রকাশিত হয়]*।

তাড়াতাড়ি আপনার গান পাউডার *[আধ্যাত্মিক গাইড বা নিখুঁত একজনের কাছে]* হস্তান্তর করুন

---

[52] রাজপুত্র বললেন, এই ভালোবাসা অর্জনের জন্য আমি ইতোমধ্যে আমার সম্পদ ও মাথা উৎসর্গ করেছি। নিম্ন আত্মা (ফানা) থেকে কারও অহংকার ও আকাঙ্ক্ষা বিলুপ্ত ও বিলুপ্ত হওয়ার পর আল্লাহর সত্তা (বাকা) এর মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করা যায়। সাধারণ মানুষ এই ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয় কারণ তাদের কেবল দুটি পা এবং একটি মাথা রয়েছে কারণ তারা ঐশ্বরিক প্রেম অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। একজন মানুষের ভালবাসা (অর্থাত্, একজন মহিলার প্রতি একজন পুরুষের ভালবাসা এবং তদ্বিপরীত) একটি হৈচৈ তৈরি করে যা দুটি পা এবং একটি মাথা চলে গেলে শেষ হয় (অর্থাত্, যখন কারও জীবন শেষ হয়ে যায়)। যাইহোক, সত্যিকারের প্রেমের (অর্থাত্, ঐশ্বরিক প্রেম) হৈচৈ কেবল দিন দিন তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। যেহেতু এই প্রেমের চূড়ান্ত উপসংহার এবং গন্তব্য সীমাহীন, সময় এবং স্থানের সীমাহীন, এবং চিরন্তন, তাই এই সত্যিকারের প্রেমের উত্তাপ অদম্য তীব্রতা, এমনকি নরকের উত্তাপকেও বামন করে দেয় যা তার অসহনীয় তীব্রতার জন্য পরিচিত।

সুতরাং, জাহান্নাম আপনাকে বা এর কোনও স্ফুলিঙ্গকে আঘাত করবে না[53]।

এমন ব্যক্তিকে স্বর্গ জিজ্ঞাসা করে: বাতাসের মতো আমার উপর দিয়ে চলে যাও

নইলে আমার যা আছে তা নকল হয়ে যাবে।

কেননা তোমরা কৃষিজমির মালিক, আর আমি কেবল এর শস্য সংগ্রহকারী

আমি কেবল একটি মূর্তি যখন তোমরা চীনের আধিপত্য।[54]

হে ঈমানদারগণ! জাহান্নাম আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে এবং স্বর্গও তাই

তোমার সাথে কেউ শান্তিতে নেই, এটা বা ওটাও না।

তিন রাজপুত্রের মধ্যে থেকে সবচেয়ে বড় রাজপুত্র মারা যান এবং দ্বিতীয় ভাই রাজার সঙ্গ গ্রহণ করেন

সুস্থ হওয়ার সময় না পাওয়ায় তার জীবন শেষ হয়ে যায়

ধৈর্য খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং তার আত্মা তা সহ্য করতে পারছিল না[55]।

দীর্ঘদিন ধরে তিনি ভয়ে তা সহ্য করেছিলেন

তার উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন না করেই জীবন শেষ হয়ে যায়[56]।

প্রিয়তমার মুখ তার কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল

তিনি মারা যান এবং প্রিয়তমার অভ্যন্তরীণ বাস্তবতার সঙ্গী হয়ে ওঠেন[57]।

---

[53] আপনার অন্তর থেকে এই বন্দুকের গুঁড়ো (নেতিবাচক, মন্দ, জঘন্য প্রবণতা এবং প্রবণতা যা জঘন্য কাজে অনুবাদ করে) সরিয়ে ফেলুন যা কিয়ামতের দিন আপনি যখন এটি অতিক্রম করবেন তখন জাহান্নামের ক্রোধকে আকর্ষণ করে। এই বন্দুক শক্তির উপাদানটি আপনার আত্মার গভীর থেকে একজন নিখুঁত মানুষ, আধ্যাত্মিক গাইড, জ্ঞানবাদী বা ঐশ্বরিক প্রেমের মালিকের কাছে হস্তান্তর করুন যাতে আপনার আত্মার মধ্যে এমন কিছুই অবশিষ্ট না থাকে যা নরকের আগুন এবং ক্রোধকে আকর্ষণ করে। মানুষ নিজের ভেতরে নিজের অভিশাপ ও পরিত্রাণের বীজ বহন করে। অনন্ত দুঃখ ও দুঃখের আকারে অভিশাপ, এবং অনন্ত সুখ ও অফুরন্ত বিজয়ের আকারে পরিত্রাণ।

[54] একজন বিশ্বাসী এবং একজন আন্তরিক ঐশ্বরিক প্রেমিকের উচ্চতা এবং মর্যাদা এমনকি স্বর্গের চেয়েও উঁচু, এবং এমন ব্যক্তির হৃদয় ঐশ্বরিক সত্তার প্রকাশের স্থান। স্বর্গে এই গুণ নেই, তাই যাকে মর্যাদা কম তার সাথে লজ্জা লাগে। সংক্ষেপে, একজন বিশ্বাসী তার আধ্যাত্মিক মর্যাদার ক্ষেত্রে স্বর্গ এবং জাহান্নামের চেয়ে উঁচু।

[55] জ্যেষ্ঠ ভাই এবং রাজপুত্র তার প্রিয়তমার সাথে দেখা করার কোনও উপায় খুঁজে পেলেন না এবং তার জীবন সেই অবস্থায় শেষ হয়েছিল এবং তিনি বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারেননি এবং তিনি তার উদ্দেশ্যের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার ধৈর্য ধরে রেখেছিলেন।

[56] দীর্ঘদিন ধরে তিনি তার ভালোবাসা প্রকাশ করতে ভয় পেতেন এবং শেষ পর্যন্ত প্রিয়জনের সাথে দেখা না করেই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান।

[57] ঐশ্বরিক প্রেমের বহিঃপ্রকাশকারী প্রিয়তমা তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি সেই প্রকাশে স্পষ্ট ঐশ্বরিক সৌন্দর্যের সাথে একীভূত হয়েছিলেন। সুতরাং, তিনি কোনও পর্দা বা বিচ্ছেদ ছাড়াই বাস্তবতাকে আলিঙ্গন করার সাথে সাথে একটি সৃষ্টিতে ঐশ্বরিক সৌন্দর্য এবং ঐশ্বরিক বাস্তবতা দেখার আর

তিনি বলেন, যদিও প্রিয়জনের পোশাক সিল্ক দিয়ে তৈরি।

কোনও পর্দা এবং বিচ্ছেদ ছাড়াই ঐশ্বরিক সৌন্দর্যকে আলিঙ্গন করা ভাল।

আমি দেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি এবং দেহ *[পার্থিব]* প্রিয়তমার চিন্তা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে

আমি এখন *[প্রকৃত]* প্রিয়তমার সাথে সত্যিকারের সাক্ষাতের পথে অবিচল এবং মসৃণভাবে হাঁটছি।

এই বিতর্কগুলি কেবল এই মুহূর্ত পর্যন্ত বলা হবে

এর পরে যা আসে তা গোপন রাখতে হবে[58]।

ঘোড়া এবং লাগাম দৌড় নদী পর্যন্ত হয়

এর পরে, আপনার যাত্রা কাঠের তৈরি একটি যাত্রা।

কাঠের যাত্রা *(নৌকা)* স্থলভাগে অকেজো

তবে এটি বিশেষ করে নদীর বাসিন্দাদের জন্য একটি গাইড।

এই নীরবতা কাঠের যাত্রা

সমুদ্রের মানুষের জন্য নীরবতা বজায় রাখার জোর দেওয়া হয়েছে[59]।

যে নীরবতা আপনাকে ক্ষুব্ধ করে তোলে

[ঐশ্বরিক] ভালবাসার স্লোগান উত্থাপন করে।

সেই স্লোগানের কোলাহলের কারণে আমি বধির হয়ে গেছি *[নীরবতার অবস্থায়]* অন্যরা এটি সম্পর্কে অজ্ঞ

তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তিসম্পন্ন লোকেরা এই গল্পের প্রতি বধির।

একজন ব্যক্তি স্বপ্নে জোরে স্লোগান দিচ্ছেন

হাজার হাজার বক্তৃতা ও বিতর্ক করছেন।

আরেকজন প্রথমটির ঠিক পাশে বসে আছে, এটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ

প্রয়োজন ছিল না।

[58] একটি আলোচনায় কেবল এতটুকুই শব্দে প্রকাশ করা যেতে পারে এবং এই বিন্দুর বাইরে যে কোনও কিছু হ'ল প্রকৃত প্রিয়তমা (ঈশ্বর, মহান) এর সাথে সাক্ষাত, এবং এটি কেবল অভিজ্ঞতামূলক এবং শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করা যায় না।

[59] বক্তৃতার লোকদের (সাধারণ মানুষ) অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক অবস্থা ব্যাখ্যা করা যায় না যা কেবল অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক অবস্থার লোকেরা বুঝতে পারে ঠিক যেমন স্থলভাগে অকেজো নৌকা। নীরবতা হ'ল অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক অবস্থার লোকদের জন্য কথা এবং এটি তাদের প্রতি [ঐশ্বরিক] ভালবাসার স্লোগান দেয় কারণ তাদের এই অভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা শোনার জন্য কান রয়েছে।

এই ধরনের ব্যক্তি তার জন্য ঘুমিয়ে পড়ে এবং প্রথমটি শুনতে পাওয়া শব্দ এবং চিৎকারে বধির হয়[60]।

যার কাঠের যাত্রা *(*নৌকা*)* ডুবে গেছে *[*সমুদ্রের মাঝখানে*]*

জলে ডুবে গেছে আর নিজে মাছ হয়ে গেছে[61]।

পরিণতি হ'ল *[*সবচেয়ে বয়স্ক*]* যুবরাজ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন

তিনি চলে যাওয়ার সময় তাঁর আত্মা বেদনাদায়ক, দুঃখিত এবং উষ্ণ ছিল[62]।

দ্বিতীয় ভাই কনিষ্ঠ ভাই হিসাবে বড় ভাইয়ের শেষকৃত্যে এসেছিলেন এবং রাজা অসুস্থতার কারণে শয্যাশায়ী ছিলেন এবং রাজা দ্বিতীয় ভাইকে উদারভাবে দান করেছিলেন এবং তিনি রাজার দৃষ্টিতে লক্ষ লক্ষ অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সম্পদ অর্জন করেছিলেন

কনিষ্ঠটি অসুস্থ এবং মাঝখানের ছেলেটি অসুস্থ

সবেমাত্র বড় ভাইয়ের শেষকৃত্যে এসেছি।

রাজা তাকে দেখে ইচ্ছাকৃতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন*:* সে কে*?*

কারণ সে একই সমুদ্রের বাসিন্দা এবং সে একটি মাছও।

পরিচয়কারী বলেছেন*:* তিনি একই পিতার ছেলে

এই ভাই মারা যাওয়া ভাইয়ের চেয়ে ছোট।

রাজা উদারভাবে তাকে *[*তার উদারতা*]* দান করলেন এবং বললেন*:* আপনি অনন্য

সে তার উদারতা দিয়ে তাকে শিকার করেছিল।

কারণ সেই অনন্য রাজার উপহার

তিনি তার মধ্যে অন্য জীবনের বাইরে একটি জীবন দেখতে পেয়েছিলেন।

---

[60] জাগতিকতায় লিপ্ত লোকেরা অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক অবস্থার দ্বারা অনুভূত ঐশ্বরিক প্রেমের শব্দগুলি থেকে অজ্ঞ এবং বধির হয়। এর দৃষ্টান্ত এমন একজন ব্যক্তির মতো, যে স্বপ্নে অনেক কিছু শোনে, কিন্তু পাশের বসে থাকা ব্যক্তি সে সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ।

[61] এখন পর্যন্ত আলোচনাটি সত্যিকারের অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অধিকারী ব্যক্তি (*দাউক বা* জাউক) *সম্পর্কে ছিল*। যে ব্যক্তি ঐশ্বরিক সত্তার (ফানা) বিনাশ হয়ে গেছে এবং এতে গভীরভাবে নিমজ্জিত হয়েছে, সে অন্তরের অভিজ্ঞতাকেও ধ্বংস বলে মনে করে। এমন একটি মাছের মতো যে এই অগাধ সমুদ্রের গভীর এবং প্রস্থে সাঁতার কাটে এবং তার কোনও নৌকার প্রয়োজন নেই।

[62] জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের অবস্থার সারসংক্ষেপ হলো, তিনি [অপ্রাপ্ত] ভালোবাসার বেদনা ও দুঃখ নিয়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

তিনি তার হৃদয়ে চমৎকার শব্দ এবং উত্তেজনা দেখতে পেলেন

যা একজন সুফি শত শত আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার মধ্যেও খুঁজে পাবেন না[63]।

তিনি তাঁর হৃদয়ে *[জ্ঞান এবং ঐশ্বরিক ঘনিষ্ঠতার]* একটি চমৎকার জগৎ খুঁজে পেয়েছিলেন

শত শত নির্জনতার পরেও *[আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার জন্য]* তা অর্জন করা যায় না।

মাঠ, দেয়াল, পাহাড় এবং পাথর উজ্জ্বলতায় জ্বলজ্বল করছিল

তার সামনে, তারা পাকা ডালিমের মতো ফাটা ছিল।

তার সামনে, প্রতিটি কণা সূর্যের মতো ছিল

প্রতি মুহূর্তে শত উপায়ে এটি আধ্যাত্মিক উন্মোচন সরবরাহ করত।

দরজা কখনও খোলার মতো এবং কখনও রশ্মির মতো হয়ে ওঠে

ধুলোবালি কখনও গম হয়ে ওঠে, কখনও কখনও পুষ্টির একটি বড় পরিমাণ।

তার চোখের সামনে স্বর্গ *(*আকাশ*)* পুরানো শুকনো মাংসের মতো ছিল

তার চোখের সামনে সব সময় একটি নতুন সৃষ্টি ছিল[64]।

সুন্দরী আত্মা যখন দেহের কারাগার থেকে মুক্তি পায়

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিয়তির সাথে এটি একটি চক্ষু দ্বারা সজ্জিত।

অদৃশ্য জগতের হাজার হাজার জিনিস তাঁর সামনে প্রকাশিত হয়েছিল

গোপনীয়দের চোখে যা কিছু দেখা যায়, সে দেখেছে।

তিনি বইয়ে যা পড়েন

তিনি তাদের অভ্যন্তরীণ বাস্তবতার দিকে চোখ খুললেন।

---

[63] দ্বিতীয় ভাইয়ের হৃদয়ে রাজার আধ্যাত্মিক মনোযোগের কারণে, তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল এবং তিনি তার হৃদয়ে একটি নতুন জীবন অনুভব করেছিলেন। তিনি তাঁর হৃদয়ে ঐশ্বরিক প্রেমের জন্য এমন উত্তেজনা এবং শক্তি দেখেছিলেন যে একজন সুফি (আধ্যাত্মিক পথে একটি প্রচেষ্টা) শত শত আধ্যাত্মিক কঠোরতা এবং প্রচেষ্টার মধ্যেও খুঁজে পাবে না (প্রাথমিকভাবে দীর্ঘ সময় ধরে নির্জনে তীব্র ঐশ্বরিক স্মরণ এবং ধ্যান করা)

[64] ঐশ্বরিক আলোকসজ্জার প্রাচুর্যের কারণে, সমগ্র বিশ্ব আলোকিত হয়ে ওঠে এবং আধ্যাত্মিক অর্থ নিজেকে প্রকাশ করতে শুরু করে এবং সবকিছু ঐশ্বরিক গুণাবলী এবং পরিপূর্ণতার প্রকাশ হিসাবে উপস্থিত হতে শুরু করে। এখন পৃথিবীর প্রতিটি কণা আধ্যাত্মিক প্রকাশের উৎস (*কাশফ)* হয়ে ওঠে এবং তার জন্য দরজা বা জ্ঞান এবং আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক অর্থ খুলতে শুরু করে। জ্ঞানের সেই দ্বার কখনও জ্ঞানের উৎস হয়ে ওঠে, কখনও জ্ঞানের উৎস হয়ে ওঠে। এখন বস্তুগত জগতের (আলম *আল-নাসুত*) তাকে যেমন মূল্যহীন মনে হয়েছিল তেমনি তার সামনে ফেরেশতাদের রাজ্য (*আলম আল-মালাকুত) ছিল*।

সেই মহান রাজার শোভাযাত্রার ধুলো থেকে

তিনি একটি দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট এবং দৃষ্টি বর্ধনকারী কাজল খুঁজে পেয়েছিলেন।

তিনি এমন একটি বাগানে তার জামাকাপড় টেনে নিয়ে যেতেন

যেখানে তার সত্তার প্রতিটি তন্তু চিৎকার করতে অভ্যস্ত "আরও আছে কি?"

ফুল দিয়ে বেড়ে ওঠা একটি বাগান শেষ হয়ে যায়

হৃদয় থেকে বেড়ে ওঠা একটি বাগান চিরকাল স্থায়ী হয়[65]।

আমরা দু-একটি ফুলের তোড়ার আধিপত্য বিস্তার করি

কারণ আমরা আমাদের উপর বাগানের দরজা বন্ধ করে দিয়েছি[66]।

রুটির বিনিময়ে এই ধরনের চাবি, সব সময়

হায় হায় আমার আত্মা! আঙুল থেকে পড়ে যাচ্ছে।

আপনি যদি কিছু সময়ের জন্য রুটি সম্পর্কে চিন্তিত না হন

আপনি পোশাক, শারীরিক প্রেম এবং মহিলাদের প্রতি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন।

যখন আপনার ভেতরে কামনা জাগ্রত হয়

আপনি চান পুরো দেশ এবং শহর মহিলা এবং রুটিতে পরিপূর্ণ।[67]

আগে তুমি সাপ ছিলে, হয়তো এখন তুমি ড্রাগন হয়ে গেছ

তুমি একমাথার সাপ ছিলে, এখন তুমি সাত মাথার।

সাত মাথার ড্রাগন নরক

তোমার লোভ শস্যের মতো, আর নরক তোমার জন্য ফাঁদ হিসেবে জালের মতো।

---

[65] দ্বিতীয় রাজপুত্রের আধ্যাত্মিক উদ্ঘাটনগুলি নিয়ে অবাক বা বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। যখন [অন্তর্নিহিতভাবে] সুন্দর আত্মা দেহের কারাগার থেকে মুক্ত হয়, তা নিম্ন *আত্মাকে (নাফস) বশীভূত করে সহনশীল* আধ্যাত্মিক সংগ্রামের (*মুজাহাদা) কারণে মুক্ত হয় বা* একজন নিখুঁত আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের (শাইখ আল-কামিল) সান্নিধ্য বজায় রাখার মাধ্যমে, এটি সমস্ত ধরণের আধ্যাত্মিক প্রত্যাদেশ অর্জন করে। রাজপুত্র রাজার সঙ্গের মাধ্যমে এই উচ্চতর অভ্যন্তরীণ অবস্থা অর্জন করেছিলেন, যিনি একজন নিখুঁত আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের জন্য একটি দৃষ্টান্ত, যিনি একজনের অস্তিত্বের মূলে একটি বিশাল অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক রূপান্তর আনতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। রাজপুত্র প্রতিটি অভ্যন্তরীণ জ্ঞানের বাগানে হাঁটছিল এবং আধ্যাত্মিক পথের অন্যান্য অর্জনকারীদের মতো আরও বেশি কিছু চাইছিল। বস্তুগত জ্ঞানগুলি গ্নোসিস (মা'রিফা) বাগানের কয়েকটি ফুলের তোড়া মাত্র।

[66] বাস্তবতা ও আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে আমরা বস্তুগত জ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে পড়েছি।

[67] পেট ভরে গেলে গোপনাঙ্গের কামনায় মুগ্ধ হয়ে যান। তখন মানুষের লোভ ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং একজন মানুষের ক্রমবর্ধমান কামনা ও লোভ পূরণের জন্য সম্পদ ও উপায়ে পরিপূর্ণ সমগ্র দেশ ও শহরগুলির পিছনে ছুটে যায় যার কোন সীমা নেই।

জাল ছিঁড়ে শস্য পুড়িয়ে ফেলুন

এই বাড়ির নতুন দরজা খুলে দিন[68]।

হে নির্লজ্জ গরিব! যেহেতু আপনি প্রেমিক নন

আপনি পাহাড়ের মতো একটি অজানা শব্দের অধিকারী হন[69]।

আপনি যদি নিজেকে সংশোধন করেন

ঐশ্বরিক প্রতিশোধ আপনার সামনে লুকিয়ে আছে

আপনি উভয় জগতের (এই এবং পরকাল) মালিক এবং বিচারক হয়ে ওঠেন।

একটি অনন্ত রাজ্য আপনার সামনে আবির্ভূত হবে

এটি দু'দিন দীর্ঘ, ধার করা এবং জীবনের অসুস্থতায় পরিপূর্ণ নয়।

আপনি জোরপূর্বক শ্রম থেকে মুক্তি পাবেন এবং নিজের কাজ নিজেই করবেন

তুমি নিজে রাজা হইবে এবং তোমার নিজের তূরী ফুঁকবে।[70]

যখন গলা আমাদের জীবনকে সংকুচিত করে দিচ্ছে

হায়! গলা ও মুখ ধুলোবালি খেয়ে ফেলে।

এই মুখ ধুলোবালি খায়

কিন্তু সেই ধুলোবালি যা রঙিন হয়ে গেছে।

এই কাবাব, ওয়াইন এবং চিনি

হে শিশু! রঙিন এবং সজ্জিত ধুলো ছাড়া আর কিছুই নয়।

---

[68] লোভ এবং কামনা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিন যা ফাঁদে ফেলার জন্য শস্য এবং জালের মতো, কেবল তখনই আপনার জন্য গভীর অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক অর্থ এবং ঐশ্বরিক জ্ঞানের দরজা খুলে যাবে।

[69] যদি আপনার কাছে ঐশ্বরিক প্রেম না থাকে যা এই ঐশ্বরিক জ্ঞানের সাথে আসে তবে আপনি একটি পর্বতের মতো যা শব্দকে বিচ্যুত করে এবং তা সম্পর্কে অজ্ঞ। অন্য কথায়, এই অবস্থায় আপনার বস্তুগত জ্ঞানগুলি পাহাড় থেকে বিচ্যুত শব্দের মতো।

[70] যখন ঐশ্বরিক শাস্তি তার সমস্ত ক্রোধ নিয়ে আপনার সামনে আসে, তখন অনুতপ্ত হতে এবং সংশোধন করতে অনেক দেরি হয়ে যায়। যদি কেউ নিজেকে সংশোধন করে সংশোধন করে যখন ঈশ্বরের প্রতিশোধ লুকিয়ে ছিল এবং সে তা দেখে নি, তবে সে একজন রাজার মতো এবং কেউ এমন একজনকে বিরক্ত করতে পারে না। যখন অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস এভাবে বিদ্যমান থাকে তখন তিনি একটি স্থায়ী রাজ্য পাবেন এবং আপনি দাসত্বের জীবন বিলুপ্ত করবেন, পরিবর্তে আপনি স্বাধীনতা পাবেন। মুখ ও গলার এই রুচি ও আনন্দ আমাদের জন্য মারাত্মক। ঐশ্বরিক প্রতিশোধের সময়, কেউ তাদের জন্য অনুশোচনা করবে এবং এর পরিবর্তে ধুলো খেতে চাইবে। সুস্বাদু জিনিস সহ এই পৃথিবীতে যাই খাচ্ছে তা ধুলো ছাড়া আর কিছুই নয় যা রঙে আচ্ছাদিত এবং পৃথিবীর সমস্ত সুস্বাদু খাবার রঙিন এবং সজ্জিত ধুলো।

যখন আপনি খাওয়া শেষ করেছিলেন এবং এটি আপনার মাংস এবং রক্ত হয়ে গিয়েছিল

এটি মাংসের রঙ পেয়েছিল এবং এটিও একটি গলির ধুলো।

পৃথিবীতে রঙ করা হয় ধুলো দিয়ে করা হয়

অতঃপর সবকিছু ধুলোয় পরিণত হয়[71]।

ভারতীয়, কিবচাকি তুর্কি, রোমান এবং ইথিওপিয়ান

তাদের কবরের ভিতরে একই রঙ হয়ে উঠুন।

যাতে আপনি বুঝতে পারেন যে সমস্ত রঙ এবং চিহ্নগুলি

পর্দা, প্রতারণা এবং ধার করা জিনিস।

কারণ একমাত্র রঙ যা স্থায়ী হয় তা হল ঈশ্বরের রঙ, অন্য কিছু নয়

বাকি সবকিছুকে ঘন্টার মতো বাঁধা মনে করুন *[*গবাদি পশুর মধ্যে একটি প্রাণীর সাথে*]*।[72]

সত্যের রঙ, ঈশ্বরের ভয় এবং ঐশ্বরিক প্রত্যয়ের রঙ

আল্লাহর বান্দা ও ইবাদতকারীদের উপর তিনি চিরকাল অবস্থান করবেন।

সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ভণ্ডামির রঙ

অবাধ্য আত্মার উপর চিরকাল থাকবে।

ধূর্ত ফেরাউন এবং তার অন্ধকার মন্দ কাজের মতো

তাদের রঙ রয়ে গেছে, কিন্তু শরীর চলে গেছে।

সত্যবাদীদের সুন্দর মুখের মহিমা ও উজ্জ্বলতা

তারা থাকবে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত, যদিও তাদের দেহ বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

ঈশ্বর ধূলির রঙ, দক্ষতা এবং হাস্যরস এবং

---

[71] প্রথমে এই ধূলিকণা ছিল খাদ্য ও ফলের রঙ, তারপর তা গ্রাস করে রক্ত-মাংসের আকারে শরীরের অংশ হয়ে যায়, তারপর শেষ পর্যন্ত সেই রক্ত-মাংস পৃথিবীর ধুলোয় পরিণত হবে। যে দেহটি নিজেই ধুলোবালি তা ধূলিকণা দ্বারা পুষ্ট হয় এবং শেষ পর্যন্ত যখন কেউ কবরে পৌঁছায় তখন আবার ধুলোয় পরিণত হয়।

[72] মানুষ যেখানেই থাকুক না কেন এবং তার ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনে তার ত্বকের রঙ যাই হোক না কেন, তারা মৃত্যুর পরে একই রঙের একই ধুলোয় পরিণত হয়। প্রত্যেকের জন্য একই সমাপ্তির উদ্দেশ্য হ'ল এই বার্তাটি বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া যে বর্ণ, জাতি, সংস্কৃতি এবং দেশের পার্থক্য সবই অস্থায়ী। প্রকৃতপক্ষে মানুষের উৎপত্তি ও শেষ পরিণতি একই। একমাত্র জিনিস যা চিরকাল থাকে তা হ'ল ঈশ্বরের রঙ যা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব অস্তিত্বে ধার্মিক কাজের মাধ্যমে অর্জন করা যায়। "কিপচাক" একটি ইউরেশীয় মরুভূমি যেখানে কিছু যাযাবর তুর্কি লোক বাস করে। কোনও গৃহপালিত প্রাণী বা গবাদি পশুর সাথে বাঁধা একটি ঘন্টা তার মালিকানাধীন নয়, বরং এটি একটি ধার করা জিনিস।

তাদের কারণে, যারা শিশুসুলভ মেজাজের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

উট ও সিংহ *[*আকৃতির রুটি*]* ময়দা দিয়ে তৈরি করা হয়

শিশুরা লোভে তাদের চাটছে।

সিংহ ও উট মুখে রুটি হয়ে যায়

এর কোনো প্রভাব পড়ে না শিশুদের উপর।

শিশুদের মতো আমরা নিজেদেরকে ধুলোয় ভরে দিয়েছি

*[*আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য*]* প্রকৃত উপায় এবং উপায় অবলম্বন করার প্রচেষ্টা আমাদের মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে।

একটি শিশু বোকামি, অনুমান এবং সন্দেহে নিমগ্ন থাকে

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, একটি শিশুর শারীরিক শক্তি কম থাকে[73]।

আফসোস সেই শিশুদের জন্য যারা বার্ধক্য এবং প্রবীণ বয়স সহ্য করছে

তারা খোঁড়া পিঁপড়া যারা *[*বিশ্ব*]* শাসন করছে।

একটি শিশুর শত শত ঝগড়া ও ঝগড়া হয়

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, একটি শিশু কৌশলহীন এবং অস্ত্রহীন *[*এবং তাই কারও সত্যিকারের ক্ষতি করতে অক্ষম*]*।

অনুশোচনা সেই অসভ্য, অসভ্য, অসভ্যতার বাচ্চাদের জন্য যারা প্রাপ্তবয়স্ক এবং

তাদের ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণের কারণে তাদের উপর নজর রাখা প্রত্যেকের জন্য দুর্দশার উৎস হয়ে উঠেছে *[*প্রকৃত ক্ষতি করা এবং বিশ্বকে দুর্বল করে তোলার*]* দ্বন্দ্বের বীজ বপন করা।[74]

যখন অজ্ঞতা এবং অস্ত্র একত্রিত হয়

অত্যাচার ও অত্যাচারের কারণে এটি বিশ্ব-ধ্বংসকারী ফেরাউনে পরিণত হয়।

হে বেচারা*!* এই অভাবের জন্য ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ হও *[*ধন-সম্পদের অভাব*]*

---

[73] যদি কেউ ছোট বাচ্চাদের বোঝানোর চেষ্টা করে যে ময়দার তৈরি উট এবং সিংহ আসল উট এবং সিংহ নয়, তবে তারা তা গ্রহণ করবে না। আমরা নিজেদেরকে শিশুদের মতো ধুলোয় ভরিয়ে দিয়েছি এবং আমাদের জীবনের আসল উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের কী করা উচিত সে সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে পড়েছি।

[74] একটি শিশুর অজ্ঞতা এবং বোকামি ক্ষতিকারক নয় কারণ একটি শিশুর খুব বেশি শক্তি এবং শক্তি নেই এবং যদি এটি একটি মারামারির দিকে পরিচালিত করে তবে এটি একটি ছোট লড়াই যেখানে কোনও সত্যিকারের ক্ষতি করা হয় না। দুঃখজনক হল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা যারা শিশুদের মতো আচরণ করে। প্রকৃতপক্ষে, তারা খোঁড়াখুঁড়ি পিঁপড়া যারা [সামাজিক-রাজনৈতিক] ক্ষমতা এবং সম্পদের অধিকারী, এবং তাদের অজ্ঞতা আমাদের চারপাশে এবং বিশ্বে ব্যাপক ক্ষতি এবং ধ্বংস সৃষ্টি করে।

যে এটি আপনাকে অত্যাচার ও কুফরী থেকে রক্ষা করেছে।

কৃতজ্ঞ থাকুন যে আপনি নিপীড়িত, অত্যাচারী নন

তোমরা অত্যাচার ও অমঙ্গলের সকল উৎস থেকে নিরাপদ।

খালি পেট ঈশ্বরত্বের দাবি করেনি।

কারণ নিজের ভেতরের এই আগুন জ্বালানী দ্বারা সাহায্য করা হয় না *[*এইভাবে এর তীব্রতা বৃদ্ধি পায়*]*।

খালি পেট শয়তানের জন্য কারাগার

কারণ এর জন্য রুটি খুঁজে পাওয়ার দুশ্চিন্তা তাকে ধূর্ততা ও প্রতারণা থেকে বিরত রাখে।

যদি কোনও ফল পুরানো হয়, যতক্ষণ না এটি কাঁচা হয়

একে বলা হয় অপরিপক্ক *(*গাছে যতক্ষণই থাকুক না কেন*)*।

এমনকি যদি সেই কাঁচা *[*ব্যক্তি*]* একশো বছর বয়সী হয়ে যায়

প্রতিটি বোধগম্য ব্যক্তির জন্য এটি একটি শিশু এবং কাঁচা।

এমনকি চুল ও দাড়ি পাকা হয়ে গেলেও

একজন এখনও একই শৈশবে, ভয় এবং আশা।[75]

এই জড় জগতের ঊর্ধ্বে অবস্থিত সবকিছুই আধ্যাত্মিক

এটি সংক্ষিপ্তসারের সারসংক্ষেপ এবং ঈশ্বরীয়।

*[*বাইরের*]* রূপ একটি ছায়া এবং অভ্যন্তরীণ অর্থ *[*আলো প্রদানকারী*]* সূর্যের মতো।

---

[75] জাগতিক বস্তুবাদী মানুষের বার্ধক্য তাদের শৈশব (অপরিপক্কতা ও অজ্ঞতা) থেকে বের করে দেয় না। বৃদ্ধ বয়সেও যদি কেউ বুদ্ধিমান না হয় (পরিপক্কতা, বিচক্ষণতা, প্রজ্ঞা এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের জন্য সংগ্রামের দিক থেকে] তবে বার্ধক্যজনিত কারণে চুল পাকা হওয়া সত্ত্বেও শিশুসুলভ আচরণের কারণে সে এখনও শিশু। ভয় এবং আশা দুই ধরণের মানুষের অন্তর্গত: প্রথমত, এটি আধ্যাত্মিকভাবে পরিপূর্ণ যা ঐশ্বরিক আইনের উদ্দেশ্য। এর বাস্তবতা হ'ল যে কেউ ঐশ্বরিক আইন মেনে চলে এবং এর আদেশ এবং নিষেধাজ্ঞাগুলি অধ্যবসায়ের সাথে পালন করে, তারপরে নিজের ভাল কাজগুলিকে ঐশ্বরিক গ্রহণযোগ্যতার যোগ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছোট বলে মনে করে এবং এটি থেকে ভয় পায়। একই সময়ে, একজন ঐশ্বরিক করুণার উপর নজর রাখে এবং ঐশ্বরিক গ্রহণযোগ্যতার প্রার্থী থাকে। এর দৃষ্টান্ত এমন এক কৃষকের মতো, যে জমিতে চাষাবাদ করে, বীজ পুড়ে দেয় এবং ঐশ্বরিক করুণায় বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করে। আশা ও ভয়ের দ্বিতীয় ব্যক্তি শিশুসুলভ, যার মধ্যে কেউ কোন কাজ (সৎকর্ম) করে না এবং তারপর ফসল কাটার জন্য চাষের আকারে ঐশ্বরিক রহমতের আশা করে। এটা আসলে অহংকার ও প্রতারণা। দ্বিতীয় ধরনের শিশুসুলভ ভয় ও আশার আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, আল্লাহর মহিমাকে ভয় করে একজন ব্যক্তি নিজের আমলকে খুব ছোট মনে করে এবং কাজ করা বন্ধ করে দেয় এবং বলে যে, আল্লাহ দয়ালু এবং যে কাজ করে না তার প্রতিও অনুগ্রহ করেন। এটা ভয় নয়, বরং কাপুরুষতা। এটি সেই ভয় এবং আশা যা এমন লোকদের দ্বারা গৃহীত হয় যারা ভাল ফলাফলের জন্য কাজ করে না, এবং এটি কেবল একটি শিশুসুলভ আচরণ।

ছায়াহীন আলো কেবল একটি নির্জন জায়গায় পাওয়া যায়।

কারণ ওখানে ইটের ওপর ইট নেই

চাঁদের জন্য কোনো খারাপ ছায়া অবশিষ্ট ছিল না।

ইট যদিও এটি সোনার তৈরি, অপসারণ করা উচিত

যখন ইটের জায়গায় *[আধ্যাত্মিক]* প্রকাশ্য এবং আলোকসজ্জা রয়েছে[76]।

ছায়া দূর করার জন্য মাউন্ট *[সিনাই]* টুকরো টুকরো টুকরো হয়ে যান

এই ঐশ্বরিক আলোর জন্য টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া সামান্য ব্যাপার।

যখন আল্লাহর আলো পাহাড়ের বাইরের অংশে পড়ল

এটি বিভক্ত হয়ে গেল যাতে ঈশ্বরের আলোও এর ভিতরে পৌঁছতে পারে।

ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যখন রুটি পায়

লোভের কারণে মুখ খুলে চোখ বড় বড় করে দেয়[77]।

এটি *(সিনাই পর্বত)* কয়েক হাজার টুকরো টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া উপযুক্ত।

হে পৃথিবী*!* আকাশের মাঝখান থেকে দূরে সরে যান।

যাতে স্বর্গীয় আলোকসজ্জা ছায়াকে পুড়িয়ে দেয়

হে আজকের শত্রু*!* তোমার ছায়ার কারণেই রাত।

এই পৃথিবী সন্তান লালন-পালনের জন্য

এটি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য একটি সংকীর্ণ জায়গা রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন যে, পৃথিবী সন্তানদের জন্ম দেবে

---

[76] সকল কর্মের সারসংক্ষেপ হচ্ছে আধ্যাত্মিক পথে সংগ্রাম (তারিকা*)* / আল্লাহ তাআলা যখন একজনকে নিজের দিকে টেনে নেন, তখন সে আল্লাহর (ফানা) নিকট বিনাশ লাভ করে, তারপর সে আল্লাহর (বাকা) কাছে জীবিকা অর্জন করে। দেহের বাইরের রূপ বা কর্ম ছায়ার মতো এবং সেই কর্মের আধ্যাত্মিক অর্থ সূর্যের মতো আলোকিত হয়। যখন কেউ ঈশ্বর (ফানা) এর বিনাশ অর্জন করে, অর্থাৎ নিম্ন ভিত্তির (নাফস) আকাঙ্ক্ষা ও গুণাবলী থেকে মুক্তি লাভ করে, তখন সে ছায়াহীন আলোকসজ্জা অর্জন করে। যখন মানুষের প্রবৃত্তি, দুর্বলতা এবং নিম্ন আত্মার ইটের ছায়া দূর হয়, তখন আধ্যাত্মিক আলোকসজ্জা আর ছায়া দ্বারা অবরুদ্ধ হয় না। যখন ইট অপসারণ করা অবিরাম আলোকসজ্জার দিকে পরিচালিত করে, তখন এই ইটগুলি অপসারণ করা মূল্যবান।

[77] ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যখন এক টুকরো রুটি পায়, বড় মুখ খুলে তাড়াহুড়ো করে বড় বড় টুকরো খায়। মিশরের সিনাই পর্বতের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল, যখন নবী মূসা (আঃ) সেখানে ঈশ্বরের সাথে আলাপ-আলোচনা করতে গিয়েছিলেন এবং ঈশ্বরকে একটি ঐশ্বরিক ঝলক দেখাতে অনুরোধ করেছিলেন, ঈশ্বর বললেন, "আপনি আমাকে দেখতে পারবেন না"। অতঃপর ঈশ্বর সিনাই পর্বতে তাঁর ঐশ্বরিক আলো থেকে কেবল একটি আলো দেখিয়েছিলেন, এটি টুকরো টুকরো হয়ে গেল এবং মূসা অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

এতে তিনি শিশুদের স্বার্থে দুধ উড়িয়েছেন[78]।

দোলনা অত্যধিক সংখ্যার কারণে ঘর সংকুচিত হয়ে পড়েছে

হে আল্লাহ*!* দয়া করে এই শিশুদের দ্রুত প্রাপ্তবয়স্ক করুন।

হে দোলনা*!* জায়গাটিকে সংকীর্ণ এবং সংকীর্ণ করবেন না

যাতে প্রাপ্তবয়স্করা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে।

সন্তান লালন-পালনের জন্য ঘর সংকুচিত করবেন না

যাতে প্রাপ্তবয়স্করা বিস্তার খুঁজে পেতে পারে।

রাজার কারণে তার আত্মনির্ভর হওয়ার অনুভূতি এবং আধ্যাত্মিক উন্মোচনের কারণে দ্বিতীয় রাজপুত্রের মধ্যে যে ইঙ্গিতপূর্ণ চিন্তাভাবনা হয়েছিল, তার ফলে তিনি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং তার প্রতি অকৃতজ্ঞ ছিলেন, রাজা হৃদয়ের প্রকাশের মাধ্যমে এটি জানতে পেরেছিলেন এবং এটি তার হৃদয়কে আঘাত করেছিল এবং তার আত্মাকে এমনভাবে আঘাত করেছিল যে রাজপুত্র ছিলেন এমনকি এটি সম্পর্কে সচেতনও নয়

যখন ক্রয়-বিক্রয় না করে, স্থায়ী হয়ে যায়

রাজকুমারের আত্মার মজুরি রাজার অভ্যন্তরীণ সত্তা থেকে।

তিনি রাজার আত্মা থেকে আলোকসজ্জা থেকে আধ্যাত্মিক পুষ্টি অর্জন করতেন

তার আত্মার চাঁদ, যেমন চাঁদ সূর্য থেকে তার আলো পায়।

দৃষ্টান্তহীন রাজার কাছ থেকে আধ্যাত্মিক মজুরি

সব সময় তার আত্মায় পৌঁছে যেত।

সাধারণ মানুষ যা খায় তা নয়

বরং ফেরেশতারা যে পুষ্টি খায়।

রাজপুত্র *[ভুলবশত]* নিজের মধ্যে *[রাজার কাছ থেকে]* স্বাধীনতা এবং স্বনির্ভরতা দেখেছিলেন

---

[78] মানব দেহ গ্রহ পৃথিবীর মতো যা ছায়ার কারণ এবং সূর্যের আলোর জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং তাই রাত অস্ত যায়। দেহ এবং বস্তুগত জগৎ জাগতিক (বস্তুবাদ) লোকদের জন্য একটি দোলনা যারা শিশুদের মতো এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য দোলনা খুব ছোট। তাই, আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে সিদ্ধ ব্যক্তিরা তাদের জাগতিক জীবনে সংকীর্ণতা ও সংকীর্ণতা খুঁজে পায়। এই শিশুদের জন্য (যারা আধ্যাত্মিকভাবে বেড়ে ওঠে নি এবং বস্তুগত এবং শারীরিক অস্তিত্বের সাথে আচ্ছন্ন), পৃথিবী বস্তুগত সুবিধা সরবরাহ করে যা এখানে "দুধ" হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

এই স্বাধীনতা *[*রাজার কাছ থেকে*]* বিদ্রোহের জন্ম দেয়।

আমি কি রাজা ও রাজপুত্র নই*?*

কেন আমি এই রাজাকে *[*আমার জীবনের*]* লাগাম দিয়েছি*?*[79]

যখন আমার উজ্জ্বল চাঁদ দিগন্তে আবির্ভূত হয়েছে

তাহলে আমি কেন ধুলোর বশীভূত হব*?*

আমার স্রোতে জল রয়েছে এবং এটি গর্বিত হওয়ার সময় *[*আমি কে*]*

আমি এখন স্বাধীন, আমি কেন অন্যের অহংকার সহ্য করব*?*

মাথাব্যথা রয়ে গেলে কেন আমার মাথার চারপাশে একটি ব্যান্ড লাগানো উচিত*?*

ভেজা চোখ ও ফ্যাকাশে মুখের সময় আর নেই।

যখন আমার এখন চাঁদের মতো মিষ্টি ঠোঁট আর গাল আছে

আমার আরও একটি দোকান খোলা উচিত *[*আমার নিজের*]*।[80]

যখন তার নিম্ন সত্ত্বা, অহংকারে স্ফীত হতে শুরু করেছিল

তিনি অনেক অকেজো উচ্চারণ করতে শুরু করলেন[81]।

রাজার সমুদ্র, যা সমস্ত জলের *(*নদী এবং স্রোত*)* মিলনস্থল

কেন সে জানবে না প্রবাহে এবং স্রোতে কী আছে*?*

---

[79] দ্বিতীয় রাজপুত্র রাজার (নিখুঁত আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক) কাছ থেকে আধ্যাত্মিক সুবিধা এবং আশীর্বাদ গ্রহণ করতেন যেমন চাঁদ সূর্য থেকে তার আলো অর্জন করে। তাঁর আত্মা প্রতিদিন রাজার কাছ থেকে পরিমাপ পরিমাণে আধ্যাত্মিক ভরণপোষণ পেয়েছিল। এটা সাধারণ লোকেরা যে-পুষ্টি পায় তা নয় বরং এটা ছিল এক আধ্যাত্মিক পুষ্টি যা স্বর্গদূতরা পান। রাজার কাছ থেকে তিনি যে আধ্যাত্মিক সুবিধা এবং আশীর্বাদ পেয়েছিলেন তার কারণে, রাজপুত্র বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন এবং ভাবতে শুরু করেছিলেন যে তিনি আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা অর্জন করেছেন এবং রাজার সেবা এবং আনুগত্য করার আর প্রয়োজন নেই। এই ভুল চিন্তাভাবনা এবং ইঙ্গিতের ফলে [শয়তান এবং নিম্ন আত্মার কাছ থেকে] তার সমস্ত আধ্যাত্মিক উপকার তিনি রাজার মাধ্যমে পেয়েছিলেন তা তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তাঁর মধ্যে যে বিদ্রোহ প্ররোচিত হয়েছিল তা ছিল এই ইঙ্গিতের কারণে যে তিনি রাজা এবং রাজপুত্র, অর্থাত্ তিনি আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা অর্জন করেছেন এবং রাজার আর প্রয়োজন নেই এবং রাজার হাতে তার লাগাম হস্তান্তর করা উচিত নয়।

[80] আমি যখন সিদ্ধ হয়েছি, তখন আমি কেন অন্য কারও কথা শুনব। যখন আমার আত্মার অভ্যন্তরীণ রোগ আর নেই, তখন আমি কেন একজন আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের সঙ্গ দেব? এখন আমার নিজের আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক হওয়া উচিত।

[81] যখন তার আধ্যাত্মিক অবস্থার এই পর্যায়ে তার মধ্যে আত্ম-ধার্মিকতা এবং অহংকার জন্মগ্রহণ করেছিল, তখন তিনি এমন অনেক ভুল জিনিস উচ্চারণ করতে শুরু করেছিলেন যা তার আধ্যাত্মিক অবস্থার জন্য ক্ষতিকারক ছিল যা পশ্চাদপসরণ এবং অবনতির কারণ হয়েছিল। অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক রূপান্তর এবং সংস্কার অর্জনের পরেও, এই ধরনের অহংকারী চিন্তাভাবনার কারণে পশ্চাদপসরণ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

তার চিন্তাভাবনা রাজার হৃদয়ে আঘাত করেছিল

তার আধ্যাত্মিক দান এবং অনুদানের প্রতি অকৃতজ্ঞতার কারণে।

রাজা *(*মনে মনে বললেনঃ*)* হে অসৎ ও অসভ্য*!*

আশ্চর্যজনকভাবে, এই আমার উদারতার শাস্তি*!*

এই ভাল ধন থেকে আমি তোমার জন্য কি করেছি*?*

আর তোমার মন্দ অভ্যাসের কারণে তুমি আমার সাথে কি করেছ*?*

আমি স্বর্গে তোমার সিঁড়ি হয়ে গেলাম

তুমি আমার সাথে লড়াই করার জন্য ধনুক এবং তীর হয়ে গেলে*!*

ধূপের যন্ত্রণা রাজার মধ্যে দেখা গেল

রাজার বেদনার প্রতিবিম্ব তার অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করেছিল।

ধন-সম্পদের পাখি তার ক্রোধে কেঁপে উঠল

এটি সাইডলাইনিংয়ের পরিকল্পনাকারী ব্যক্তির পর্দা ভেঙে দিয়েছিল[82]।

যখন সেই যুবক তার ভেতরের সত্তা দেখে

তিনি তার অন্ধকার কর্মের প্রভাব দেখতে পেলেন।

দয়া ও আশীর্বাদের সেই মজুরি হারিয়ে গেছে

তাঁর সুখের বাসস্থান দুঃখে ভরে উঠল।

যে প্রিয়জনের পথে নিজের দিকে তাকিয়ে থাকে

কার্নেলটি ছেড়ে কেবল বাইরের খোলসটি দেখেছি।

আল্লাহ যেন আমার শত্রুকে নিজের ভেতরে দেখান না

কারণ এ ধরনের একজনের কাছ থেকে অশান্তি ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই আশা করা যায় না[83]।

পৃথিবীতে অ্যালকোহল নিষিদ্ধ

---

[82] রাজা তার উদারতা দেওয়ার পরেও রাজপুত্র বিদ্রোহী হচ্ছিলেন বলে রাজা আহত হয়েছিলেন। "সম্পদের পাখি", অর্থাৎ রাজকুমারের হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক অবস্থা রাজাকে একপাশে রাখার পরিকল্পনার কারণে ভেঙে পড়েছিল।

[83] রুমি বলেন, যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা ও জ্ঞানের পথে অহংকারী হয়, সে আধ্যাত্মিক পথের বাস্তবতা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। এটি এমন একটি ক্ষতি এবং ধ্বংস যা আমি আমার শত্রুকেও চাই না।

কারণ আপনি তৎক্ষণাৎ এমন একজন হয়ে যান যিনি নিজের ভিতরে তাকান।

আপনার কল্পনায়, আপনি ছাড়া আর কেউ আপনার কাছে আসে না

এই সমস্ত কিছু আপনার মধ্যে জন্ম নেয় নিম্ন আত্মার কারণে।[84]

হে তুমি*!* নিজেকে আপনার নিম্ন সত্তা থেকে আলাদা করুন *(*নাফস*)*

যতদিন তুমি এর দ্বারা কারাগারে থাকবে।

হে প্রিয়তমা*!* তোমার আত্মাকে প্রিয়জনের হাতে তুলে দাও

যাতে আপনি সেই বন্ধুকে দেখতে পারেন যিনি আপনার হৃদয়কে বিচলিত রাখেন।

তোমার আত্মাকে প্রিয়তমার হাতে সমর্পণ করে মুক্ত হও

এর জন্য সঠিক কাজটি করুন এবং সুখ অর্জন করুন[85]।

নিম্ন আত্মাকে আপনার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে দেবেন না

দুধ থেকে দুধ ছাড়ুন।

সবকিছুরই নেশা প্রভাব রয়েছে

সেটা দুধ, ওয়াইন বা মধু যাই হোক না কেন।

হে মানুষ*!* জেনে নিন গমের নেশা

এতে আদম *(*আঃ*)* অজ্ঞ হয়ে পড়েছিলেন *[*তিনি ঐশ্বরিক সচেতন হওয়ার পরে*]*।[86]

রাজপুত্র আদমের মতো স্বর্গ থেকে আলাদা হয়ে গেলেন

যিনি ষাঁড় দিয়ে চাষের জন্য জমিতে লাঙ্গল করতেন।

তিনি *(*তার অভ্যন্তরীণ অবস্থার ক্ষতির জন্য*)* অশ্রু ঝরিয়ে বলতেন, হে পরাক্রমশালী ডাকাত*!*

---

[84] মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে কারণ কুরআনে বলা হয়েছে: "শয়তান মদ ও জুয়া খেলার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে অরাজকতা ও অনৈক্যের বীজ বপন করতে চায়", শত্রুতার কারণ সাধারণত অহংকার, আত্ম-ধার্মিকতা এবং নিজের মধ্যে তাকিয়ে নিজেকে অন্য কারও চেয়ে ভাল মনে করা। অ্যালকোহল সেই ক্ষতিকারক অভ্যন্তরীণ অবস্থায় অবদান রাখে। রাজপুত্রের ক্ষেত্রেও এমনটাই হয়েছে।

[85] আপনার যা কিছু আছে তা প্রিয়তমার (ঈশ্বরের) কাছে সমর্পণ করুন, তাহলেই আপনি দর্শন পাবেন [আত্মার চোখ দিয়ে]। নিম্ন আত্মার দ্বারা বশীভূত হবেন না এবং তার কামনা থেকে বঞ্চিত হবেন না।

[86] প্রশংসায় নিজের দিকে তাকানোর নেশা একজনের ক্ষতি করে। যাই হোক না কেন, তা হালাল হোক বা হারাম, তা এড়িয়ে চলা উচিত। সবকিছুরই একটি নেশাজনক প্রভাব থাকতে পারে যা একজনের আধ্যাত্মিক যাত্রার আলোকে মূল্যায়ন করা দরকার। দেখুন কীভাবে গম খাওয়া [যা আদম যখন স্বর্গে ছিলেন তখন ঈশ্বর নিষিদ্ধ করেছিলেন], কীভাবে আদমকে সচেতন করার পরে অজ্ঞ করে দিয়েছিলেন এবং এটি দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন যে তিনি স্বর্গে তার বাসস্থান হারিয়েছিলেন যেখানে তিনি সমস্ত ধরণের আরাম পেয়েছিলেন এবং পৃথিবীতে ঠেলে গিয়েছিলেন যেখানে তিনি প্রচণ্ড কষ্ট এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন।

তুমি সিংহকে ষাঁড়ের লেজের বন্দিতে রূপান্তরিত করেছ।

হে অশুভ ও ঠান্ডা আত্মা*!* তুমি করেছো

দয়ালু রাজার সাথে খারাপ আচরণ।

গমের লোভে তুমি জাল বেছে নেছ *[*যা ফাঁদে ফেলে*]*

আপনার জন্য, টোপ হিসাবে ব্যবহৃত গমের প্রতিটি দানা একটি বিচ্ছুতে পরিণত হয়েছে।

অহংকারের বাতাস আপনার মাথায় ভরে গেল

এখন আপনার পায়ের পঞ্চাশ টনের চেইনটি দেখুন।

রাজপুত্র নিজের জন্য এভাবে কাঁদছিলেন

কেন আমি রাজার প্রতিপক্ষ হলাম*?*

তিনি *(*অজ্ঞতা ও অহংকার থেকে*)* জ্ঞান ফিরে পেলেন এবং অনুতপ্ত হন

প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচ্ছেদের বেদনা

দয়া করুন*!* দুরারোগ্য।

হে আল্লাহ*!* মানুষের অবস্থার উন্নতি যেন না হয়

ধৈর্যের অবস্থা শেষ হয়ে গেলে অহংকার ও প্রাধান্য আবিষ্কার হয়।

মানুষের যেন ক্ষতি করার ক্ষমতা না থাকে*!*

কারণ সেই সময়ে, কেউ বিশ্বাস *[*নিজেকে সংযত করা*]* বা আত্ম-সংস্কারের পথ সম্পর্কে যত্ন নেবে না *[*যে কেউ হাঁটতে পারে*]*।

সমস্যায় জর্জরিত মানুষই ভালো

কেননা নিম্ন আত্মা *(*ঐশ্বরিক*)* নেয়ামতকে প্রত্যাখ্যান করে এবং বিপথগামী হয় *[*জীবনের সঠিক পথ থেকে কারণ সে অনিষ্ট ও মন্দের দিকে ঝুঁকছে*]*।

পরীক্ষা ও ক্লেশের মধ্যে থাকা মানুষই উত্তম।

কারণ এ ধরনের ব্যক্তি অপমানিত, নম্র ও অসহায় *[*এইভাবে নিপীড়িত হয়, কেউ নিজে অত্যাচারী হয়ে ওঠে না*]*।

রাজপুত্রের গল্পে ফিরে যাওয়া যিনি তার বিদ্রোহের কারণে নিজের জন্য মহা ক্ষতি এবং ক্ষতি করেছিলেন এবং তিনি রাজার হৃদয় থেকে আহত হয়েছিলেন এবং আধ্যাত্মিক পথ সম্পূর্ণ না করে পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন

গল্পটি সংক্ষিপ্ত করার জন্য, অন্ধ নিচের আত্মার মতামত

এক বছর পর রাজপুত্রকে কবরে নিয়ে গেলেন।

রাজা যখন আধ্যাত্মিক শোষণ *(শুকর)* থেকে পুনরুদ্ধারে ফিরে আসেন *(সাহু)*

রাগের মতো তার মঙ্গল ইতিমধ্যে রক্ত ঝরিয়েছে[87]।

যখন এই অতুলনীয় একজন তার তীরের সংগ্রহ দেখতে পেল

তিনি একটি তীর নিখোঁজ দেখতে পান।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে তীরটি কোথায় এবং ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলেন

তাকে বলা হয়েছিল: যে তাকে আঘাত করেছে সে তোমার তীর।

উদার ও উদার রাজা ইতোমধ্যে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন

কিন্তু তীর ইতিমধ্যে আঘাত করেছিল এবং রক্ত ঝরিয়েছিল।

তিনি মারা যান এবং রাজা তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন

তিনিই সবকিছু; তিনি জীবন নেন, তিনি *[রক্ষাকারী]* বন্ধুও।[88]

দু'জনেই যদি উপস্থিত না থাকেন, তাহলে তিনিই সবকিছু নন

তিনি তাঁর সৃষ্টির বিনাশকারী এবং তিনি তাদের জন্য শোককারীও।[89]

সেই ফ্যাকাশে মুখের শহীদ *(যুবরাজ)* ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেন

যে তিনি *(রাজা)* আত্মার উপর নয়, শরীরে আঘাত করেছিলেন[90]।

---

[87] রাজা যখন গ্নোসিস মহাসাগরে আধ্যাত্মিক শোষণের অভ্যন্তরীণ অবস্থা থেকে ফিরে এসেছিলেন, তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে রাজপুত্র তার ক্রোধের কারণে মারা গেছেন। লালচে হওয়ার কারণে মঙ্গল গ্রহকে ক্রোধের দৃষ্টান্ত হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। একজন ভাববাদী এবং জ্ঞানবাদীর ক্রোধ তাদের পক্ষে ঐশ্বরিক প্রতিশোধের কারণ হয়ে ওঠে। রাজা যখন তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠেন, তখন তার ক্রোধ হ্রাস পেয়েছিল। তিনি ঈশ্বরের কাছে ফিরে এসেছিলেন এবং তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হওয়ার কারণ প্রার্থনা করেছিলেন। তাকে ঐশ্বরিক অবহিত করা হয়েছিল যে এর কারণ হ'ল তার ক্রোধের কারণে প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে।

[88] রাজপুত্র মারা যান এবং রাজা কাঁদতে শুরু করেছিলেন কারণ যদিও তিনি তার মৃত্যুর কারণ হয়েছিলেন, তবুও তিনি তার বন্ধু, তার উপদেষ্টা, তার অভিভাবক ছিলেন এবং রাজপুত্রের মধ্যে একটি অভ্যন্তরীণ রূপান্তর আনতে সহায়তা করার জন্য তার অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিকতা ব্যবহার করেছিলেন।

[89] ঈশ্বরের পরিপূর্ণতা অস্তিত্ব থাকতে পারে না যদি তাঁর জীবন নেওয়া এবং রক্ষাকারী বন্ধু এবং সহায়কতা হওয়ার উভয় গুণ না থাকে।

[90] প্রিন্স তার পরবর্তী জীবনে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন যে তার ভুলের শাস্তি কেবল তার দেহকে দেওয়া হয়েছিল, তার আত্মা এবং বিশ্বাস কোনও প্রতিশোধ থেকে সুরক্ষিত ছিল। দেহ কেবল সাময়িক যা একদিন ধ্বংস হতে বাধ্য, যদি আত্মা মারা যেত বা ক্ষতিগ্রস্থ হত তবে এটি একটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেত। দেহের উপর ক্রোধ নেমে এসেছিল, তারপর তার আত্মা আত্মার আত্মায় ফিরে এসেছিল।

শেষ পর্যন্ত বাইরের দেহটি চলে যেতে বাধ্য *[তার নির্ধারিত সময়ে]*

আত্মা জীবিত থাকবে এবং চিরকাল সুখী থাকবে অনন্তকাল।

যদি সেই ক্রোধের উপর কাজ করা হয়, তবে এটি কেবল ত্বকের উপর কাজ করা হয়েছিল

কোন কষ্ট ও কষ্ট ছাড়াই বন্ধুর কাছে ফিরে গেল বন্ধুর কাছে।

যদিও রাজপুত্র রাজাকে আধ্যাত্মিক পথে চলার উপায় বানিয়েছিলেন

অশুভ দৃষ্টি তার পথ বন্ধ করে দিয়েছিল *[ঈশ্বরের কাছে আধ্যাত্মিক আরোহণে]*।

এবং তৃতীয় রাজপুত্র তার দুই বড় ভাইয়ের তুলনায় ধীর ছিলেন

তিনি *[সফলভাবে]* *[আধ্যাত্মিক পথের]* বাহ্যিক রূপ এবং অন্তর্নিহিত অর্থ উভয়ই অর্জন করেছিলেন।

রাজকন্যা, আধিপত্য, রাজত্ব, তিনি তাদের সবই গ্রহণ করেছিলেন

এটি উপযুক্ত যে আপনি এটি নিয়ে বিস্মিত এবং বিভ্রান্ত হন[91]।

গল্পের দীর্ঘায়িত হওয়ায় আমি বিরক্ত

আমি গভীর আধ্যাত্মিক অর্থের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছি, কিন্তু আপনি তাড়াহুড়ো।[92]

এবং সেই সময় *[নিম্ন আত্মার]* অপমান, নম্রতা এবং *[সিদ্ধ আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের প্রতি]* অবিচল আনুগত্যের মাধ্যমে,

তৃতীয় রাজপুত্র সেই দয়ালু ব্যক্তির কাছ থেকে তার লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছিলেন, যিনি আমাদের কাজগুলি সম্পন্ন করেন এবং আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছান।[93]

---

[91] তিন রাজপুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ রাজপুত্র বড় ভাইয়ের মতো প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাতের পথের শেষ লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করে [আধ্যাত্মিক পথে] তাড়াহুড়ো করেননি, বা মধ্যম ভাইয়ের মতো পরিপূর্ণতা দাবি করেননি।

[92] রুমি বলছে, এই গল্পের দীর্ঘায়িত হওয়ায় আমি বিরক্ত। কারণ এই গল্পের প্রতিটি অংশ আমাকে সেই অংশের গভীর অভ্যন্তরীণ অর্থ এবং আধ্যাত্মিক রহস্যের দিকে নিয়ে যায় এবং আমি নিজেকে এতে নিমজ্জিত অবস্থায় খুঁজে পাই।

[93] ধৈর্যশীল অধ্যবসায়, আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা, অপমান সহ্য করার ধৈর্য, পরম নম্রতা, সত্যিকারের আন্তরিকতা, উদ্দেশ্যের এককতা, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে মনোনিবেশ করা এবং আধ্যাত্মিক পথের ছাত্র এবং ভ্রমণকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য মহান গুণাবলী তাকে তার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করতে পরিচালিত করেছিল যেখানে তার অন্য দুই ভাই তাদের আধ্যাত্মিক সংগ্রামে ত্রুটি এবং ভুলের কারণে ব্যর্থ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত, তারা যে প্রচেষ্টা করেছিল তার জন্যও তারা স্বীকৃত হয়েছিল, যদিও ত্রুটিগুলি ছিল কারণ তারা হোঁচট খাওয়ার আগে তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। কনিষ্ঠতম রাজপুত্র ঐশ্বরিক সান্নিধ্য, ঘনিষ্ঠতা এবং গ্রহণযোগ্যতার সম্পদ অর্জন করেছিলেন। এই সম্মান কেবল ঐশ্বরিক উদারতা এবং উদারতার মাধ্যমেই সম্ভব।

রুমির মাথনবীর *সমাপ্তি* – গভীর আধ্যাত্মিক অর্থের দোহা[94]

আধ্যাত্মিক ডিগ্রিতে আরোহণের জন্য আমি ধৈর্যকে আমার সিঁড়ি বানিয়ে নিই

যাতে আমি আমার চেষ্টায় সাফল্যের উচ্চতায় পৌঁছাতে পারি।

প্রতিটি ধৈর্যের শেষ ফলাফল হল সাফল্য

প্রতিটি তিক্ততার পরে, একজন মিষ্টি খুঁজে পায়।

যখন তাঁর উপস্থিতির সময় আমার হৃদয়ে কিছু উদ্ভূত হয়

কবিতার যে কোন আয়াত বা পার্থিব বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়।

আমি মনে করি তাদের আমার কাছে তাঁর প্রেরিত প্রেরণ করা হয়েছে

তাঁর হৃদয় থেকে যা ইয়েমেনে দেখা একটি চকচকে তারার মতো।

আমি তাঁর মহিমা ও পবিত্রতার সামনে মাথা নত করি

আমি আমার অন্তর থেকে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হই।

আমার অন্তরের এই বিষয়টি তাঁর কাছ থেকে এসেছে *[একক]*

কারণ এক হৃদয় থেকে অন্য হৃদয়ে যাওয়ার একটা ছিদ্র *(পথ)* আছে।

এখন আমার হৃদয়ের জানালা থেকে আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার সূর্য অস্ত গেছে

এটি *(*মাথনবী*)* শেষ হয়ে গেছে এবং ঈশ্বর সবচেয়ে ভাল জানেন।[95]

---

[94] তৃতীয় রাজপুত্রের গল্প এবং কীভাবে তিনি আধ্যাত্মিক পথের ফল উপলব্ধি করেছিলেন তা বিশদ না করে রুমি হঠাৎ এই শেষ শ্লোকগুলির সাথে তার মহান মাস্টারপিসটি শেষ করেছিলেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তার পরে একটি জীবন্ত আত্মা আসবে যিনি এই গল্পটি সম্পূর্ণ করবেন এবং তিনজন অলস ভাইয়ের আরেকটি গল্পের সাথে যার বাবা বিচারকের তত্ত্বাবধানে একটি উত্তরাধিকার রেখে গিয়েছিলেন এবং তাকে উত্তরাধিকার হস্তান্তর করতে বলেছিলেন।

[95] আমি আধ্যাত্মিক ধ্যানের অবস্থায় বসব, ঈশ্বরের দিকে মনোনিবেশ করে। আমার মনে যে চিন্তাই আসুক না কেন, সেগুলো যদি জাগতিক চিন্তা না হয়, তবে আমি মনে করব যে সেগুলো আমার হৃদয়ে ঐশ্বরিক প্রেরণ করা হয়েছে। যখন তাঁর চেতনার প্রতিফলন আমার হৃদয়ে পড়ে, তখন আমি তাঁর মহিমা এবং পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত হই এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হই এবং বিবেচনা করি যে হৃদয়ের এই চিন্তাগুলি তাঁর কাছ থেকে এসেছে কারণ এক হৃদয় থেকে অন্য হৃদয়ে যাওয়ার পথ রয়েছে [যদি তারা সত্যিকারের প্রেমের অবস্থায় সংযুক্ত থাকে]। এই মুহুর্তে, এই "*মথনবী*" (গভীর আধ্যাত্মিক অর্থের দোহা) এর জন্য বিষয়গুলির অনুপ্রেরণার সূর্য যা তার জানালা থেকে ঐশ্বরিক বাস্তবতার দিকে খোলা থেকে আমার হৃদয়ে আসছিল, এখন অস্ত গেছে এবং এই বিষয়গুলি আসা বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলস্বরূপ, আমি এই বইটি এখানেই শেষ করছি এবং ঈশ্বর প্রতিটি কিছুর পিছনে তাঁর প্রজ্ঞা জানেন। রুমি এই মাস্টারপিসের উৎস হিসাবে ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা এখানে প্রকাশ করেছেন যা আধ্যাত্মিক পথে চলা এবং সমগ্র মানব সভ্যতার শেষ অবধি ঐশ্বরিক প্রেমের প্রাপ্তির বিষয়ের সেরা বই। এটি আগামীকালের জন্য সমগ্র মানবজাতির জন্য কুরআনের অর্থ ও বার্তার মূল ব্যাখ্যা হিসাবেও বিবেচিত হয়।

রুমির পুত্র জ্ঞানবাদী, নিখুঁত আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক মাওলানা বাহা উল-মিল্লাত তার *পিতার সাথে আলোচনা এবং তিনি যা বলেছিলেন তা রিপোর্ট করার পরে গভীর আধ্যাত্মিক অর্থের দোহা* মাথনবীর উপসংহারে[96]

যখন আমার বাবা *(*রুমি*)* এই মথনবীর সাথে অনেকদিন ধরে

চুপ করে রইয়ে আমি তাকে বললাম, হে জীবন্ত আত্মা*!*

কী কারণে আপনি কথা বলছেন না*?*

আল্লাহর কাছ থেকে যে জ্ঞান আসে তার দরজা কেন বন্ধ করে দিলে*?*

রাজকুমারদের গহানি শেষ হয়নি

তৃতীয় রাজপুত্রের মুক্তা সুতোর সাথে বেঁধে না রয়ে গেল।

রুমি বলল, এর পর আমার কথা বলার ক্ষমতা উটের মতো ঘুমিয়ে পড়েছে

কিয়ামতের দিন পর্যন্ত কারো সাথে *("মাথনবী"* এবং তিন রাজপুত্রের গল্প নিয়ে কথা হবে না।

এর ব্যাখ্যা রয়ে গেছে, তবে ভিতরে *[*আমার*]*

এটি বন্ধ হয়ে গেছে এবং এটি বাইরে আসে না।

ঐ জায়গায় আমার বক্তৃতা উটের মতো ঘুমিয়ে পড়েছে

সেই অনুষদ বলে*:* আমি কথা বলা থেকে মুখ বন্ধ করে রেখেছি।

আমার *[*এই দুনিয়া থেকে*]* চলে যাওয়ার এবং *[*অনন্ত জীবনের*]* স্রোতে ঝাঁপ দেওয়ার সময় এসেছে

তাঁর অস্তিত্ব ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং শেষ হয়ে যাচ্ছে।

এই *[*গল্পের*]* বাকি অংশটি জিহ্বা দিয়ে কথা না বলে আসবে

জীবন্ত আত্মার অধিকারী ব্যক্তির হৃদয়ে।[97]

---

[96] রুমির পুত্র মাওলানা বাহা উল-মিল্লাত (আসল নাম বাহা আল-দীন ওয়ালাদ) তৃতীয় রাজপুত্রের গল্প অসম্পূর্ণ রেখে তার পিতা কেন হঠাৎ করে এই মহান বইটি শেষ করেছিলেন তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য "*মাথনবী*" এর এই উপসংহারটি লিখেছিলেন। রুমি তাকে বলেছিল যে তার পরে একটি জীবন্ত আত্মা আসবে যে গল্প এবং বইটি সম্পূর্ণ করবে।

[97] এখানেই রুমি তার ছেলেকে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে তার পরে কেউ আসবে যিনি গল্পটি সম্পূর্ণ করবেন এবং এইভাবে বইটি সম্পূর্ণ করবেন। এটি এমন কেউ করবে যার একটি জীবন্ত আত্মা রয়েছে, অর্থাৎ ঐশ্বরিক উপস্থিতি এবং জ্ঞানের সাথে জীবিত একটি আত্মা। এর আগে, রুমি উল্লেখযোগ্যভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তিনি এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব ভ্রমণ থেকে বিদায় নিতে চলেছেন এবং অনন্ত অস্তিত্বে তার প্রিয়তমার সাথে সাক্ষাতের জন্য তার

ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেছে এবং আমার জীবনও শেষ হয়ে গেছে

দেহ থেকে মুক্ত হওয়ার সুসংবাদ এসেছে *[*আমার প্রিয়তমার কাছ থেকে*]*।

আমি আত্মার রাজ্যের বিশালতায় পৌঁছাব

আমি এই আর্দ্রতার ফোঁটা পেরিয়ে যাবো এবং অগভীর সমুদ্রে পৌঁছাব।[98]

কারণ এই আর্দ্রতার কারণে এই পৃথিবী জীবন্ত এবং মনোরম দেখতে

এই আর্দ্রতা সমুদ্র থেকে এসেছে, তাই এটি ভাল এবং সুখী।

যখন আত্মা মাটি এবং আর্দ্রতার মাঝখানে জীবিত থাকে

ভেবে দেখুন, সমুদ্রের জগতে কেমন হবে?[99]

সমুদ্র একটি শহরের মতো এবং আর্দ্রতা *[*সেই শহরে*]* একটি দরজার মতো।

আর্দ্রতাকে একটি ফোঁটা হিসাবে বিবেচনা করুন এবং সমুদ্র অগাধ এবং সীমাহীন।[100]

প্রাণের মতো এই আর্দ্রতার মধ্য দিয়ে ভেতরে আসুন

প্রিয়তমার সাগরে প্রবেশ কর, যাতে তোমরা জীবিকা নির্বাহ করতে পারো[101]।

যেহেতু এই দিকে *[*পার্থিব অস্তিত্বের*]* জীবনসাগর থেকে আর্দ্রতা রয়েছে

আপনি আপনার আত্মার মাধ্যমে সেই মহত্ত্বের সন্ধান করেন।

ধূলিকণার প্রতিটি অংশ একজনকে কবরে নিয়ে যায়

আত্মার সাগর থেকে আসা ঢেউ প্রিয়তমার কাছে নিয়ে যায়[102]।

আপনার হৃদয় এবং আত্মা দিয়ে প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাতের সন্ধান করুন

জিহ্বা ও ঠোঁট ছাড়াই আল্লাহর নাম স্মরণ কর।

সুতরাং, আপনি এই কারাগার *[*দেহের*]* এবং এই ক্ষণস্থায়ী জগৎ থেকে মুক্তি পেতে পারেন

আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

[98]এখন আমি আত্মার জগতে পৌঁছাব (আলম *আল- আরওয়াহ্) /* এই সমুদ্রের তুলনায় আমরা যে বস্তুগত জগতে (*আলম নসুত*) আছি, তা কেবল এক ফোঁটা আর্দ্রতা এবং এতে আত্মার রাজ্যের প্রভাব সামান্য।

[99] এই আত্মা মাটি এবং ধুলোবালি এবং বস্তুগত জগতের অল্প পরিমাণে আর্দ্রতার মধ্যে জীবিত। আত্মার জগতে তার জীবন কতটা বিশাল হবে তা অনুমান করা যায়।

[100] বস্তুগত জগৎ (আমরা যে জগতে আছি) একটি দরজার মতো যা আত্মার রাজ্য এবং ফেরেশতাদের রাজ্যের (*আলম আল- মালাকুত*) শহরগুলিতে নিয়ে যায়, প্রথমটি একটি ফোঁটার মতো এবং পরের দুটি সমুদ্রের মতো।

[101] আত্মার অস্তিত্ব এবং জীবিকা নির্বাহ নির্ভর করে এটি প্রিয়তমার সমুদ্রে বিলীন হয়ে যাওয়ার উপর।

[102] ধুলোবালি দিয়ে তৈরি মানবদেহ কবরে শেষ হয়ে যায়। আত্মা একজনকে প্রিয়তমার (ঈশ্বর) কাছে নিয়ে যায়।

সুতরাং, আপনি সর্বদা আত্মার রাজ্যে থাকতে পারেন।

অনুর্বর জমিতে বপন করা তোমার জীবনের বীজ

আপনার দ্বারা যাতে শেষ পর্যন্ত এটি আপনার পরিণতি নিয়ে আসে[103]।

এই মূল্যবান, সুন্দর জীবন

কেন আপনি একটি *[ভাল]* ক্ষতিপূরণ ছাড়া এটি অপচয় করছেন?[104]

হে পরিশ্রমী মানুষ! তোমরা কি ক্ষতি সহ্য করবে না?

যখন আপনি একটি বাগান ত্যাগ করবেন এবং কাঁটাযুক্ত জমি গ্রহণ করবেন?

যখন আপনি আপনার সীমিত জীবন দেন

আল্লাহর পথে তা সীমাহীন হয়ে পড়বে।

এটি অগণিত, সীমাহীন এবং অগণিত হয়ে উঠবে

দশ দিনের দীর্ঘ জীবন যা ঐশ্বরিক দাসত্বে কাটানো হয়।

সাবধান! এই বাজারে আপনার ব্যবসা করুন

একটি কাঁটার বিনিময়ে, কয়েক হাজার ফুল নিয়ে যান।

আপনি যে বীজ বপন করবেন, তার জন্য আপনি পাবেন

মহাপুরুষের আশীর্বাদে হাজার হাজার শস্য।

গণনা কেবল সেখানেই করা হয় যেখানে শেষ থাকে

ঈশ্বর যেখানে আছেন, সেখানে এটি অগণিত।

হে বিচ্ছিন্ন অংশ! *[যেখান থেকে তুমি এসেছ]* তোমার সমগ্রের দিকে যাও।

অহংকার পেরিয়ে ঈশ্বরের আশ্রয়ে ছুটে যান।

মানুষের কর্ম ও কথা থেকে

আত্মা কেমন তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আত্মা কোন আধ্যাত্মিক মাত্রায়, এটি কী?

---

[103] শুধু শরীরের যত্ন নেওয়ার জন্য আপনার জীবন নষ্ট করবেন না, অন্যথায় এটি আপনার ধ্বংস নিয়ে আসবে।

[104] জীবনের যে অংশটি নিজের অনন্ত প্রয়োজনের যত্ন না নিয়ে কেবল জাগতিক কাজে ব্যয় করা হয় তা নষ্ট হয়ে গেছে। জগতের সীমিত জীবন যদি ঈশ্বরের অন্বেষণে ব্যয় করা হয়, তা হলে তা একজনকে অনন্ত অনন্ত জীবনের দিকে নিয়ে যায়।

একজন বিশ্বাসী, একজন অবিশ্বাসী, বা একজন জ্ঞানবাদী*?*

সমুদ্রের সাহায্য ছাড়া পানির পাত্রে পানি রাখবেন না

যাতে মিষ্টি পানি অরুচিকর না হয়[105]।

কারও সাহায্য ছাড়াই স্থির পানি খারাপ হয়ে যায়

এর ভাল রং, গন্ধ এবং স্বাদ চলে যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তির দু'দিন সমান

ক্ষতির মধ্যে রয়েছে এবং সন্দেহের মধ্যে রয়েছে।

আমার বোকামিতে, আমি নিশ্চয়তা ছাড়াই বেঁচে আছি

বাতাসে ভরা খালি ব্যাগের মতো।[106]

প্রতি মুহূর্তে তার দুঃখ বাড়ছে

প্রতি মুহূর্তে তা আরও খারাপ ও দুর্বল হয়ে পড়ছে।

যে ঐশ্বরিক উপস্থিতি থেকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, নরকের দিকে এগিয়ে যায়

সমুদ্রের মিষ্টি জল ছাড়া এটি আগুন এবং শাস্তির দিকে এগিয়ে যায়।

আপনার বিষয়টি সেই পর্যায়ে পৌঁছানোর আগে *[*কোনও প্রত্যাবর্তন নেই*]*

আর অবহেলার প্রতিটি শ্বাস আপনাকে পিছনে হাঁটতে বাধ্য করে।

হযরত ইব্রাহিম *(*আঃ*)*-এর মতো, আপনার উৎপত্তিস্থলে ফিরে যান

তারা এবং নীল আকাশের উপর দিয়ে চলে যান।

সাহসের পা রাখুন, সূর্য ও চাঁদের উপর

সেই দরবারে আপনার মাথা রাখুন *[*ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ অবস্থায়*]*।

আল্লাহর সেবায় আপনার অহংকার ব্যয় করুন

যাতে তোমরা শয়তানের মতো বিচ্ছিন্ন না হও।

আত্মার সাগরে, আপনার আত্মার জল খালি করুন

যাতে তুমি তীরবিহীন একটি সীমাহীন সমুদ্রে পরিণত হও।

---

105 আত্মার পানিকে আত্মার আত্মার সমুদ্রের সাথে সংযুক্ত করা দরকার, অন্যথায়, স্থির জল অপ্রীতিকর হয়ে ওঠে।
106 যার অনন্ত সত্যের উপর প্রত্যয়তা নেই, সে আধ্যাত্মিক পথে ক্রমাগত পিছু হটে এবং সমুদ্রের সাথে [ঐশ্বরিক সৌন্দর্যের] কোনও যোগসূত্র না থাকার কারণে নিজের আত্মার জল নোংরা হয়ে যায়।

আসুন গল্পটি সংক্ষিপ্ত করা যাক কারণ আমি পর্দার পিছনে চলে এসেছি *[*আমার জীবনের শেষে*]*

হ্যাঁ, চুপ থাকুন এবং আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ*!* এই বইটি তার বিষয়বস্তুর শেষ প্রান্তে পৌঁছেছে

নগদ অর্থ হারিয়ে যায়নি এবং এটি ভাইদের কাছে পৌঁছেছিল।

এই সংকলনটি *[*জ্ঞানের কবিতা এবং মথনবীতে ঐশ্বরিক জ্ঞানের সংকলন*]* স্বর্গের দিকে একটি সিঁড়ি

যে উপরে ওঠার জন্য এটি আরোহণ করবে, সে ছাদে পৌঁছাবে।

সবুজ আকাশের ছাদ নয়

বরং স্বর্গের চেয়েও উঁচু ছাদ।[107]

স্বর্গের এই ছাদটি ঐশ্বরিক উপস্থিতি থেকে তার পুষ্টি খুঁজে পায়

এর চিরস্থায়ী ঘূর্ণন তার সীমাহীন প্রেম খুঁজে পাওয়ার সেই আকাঙ্ক্ষার কারণে[108]।

রুমির মথনবীর সমাপ্তির শুরু- গভীর আধ্যাত্মিক অর্থের দোহা, রুমি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে এটি একটি জীবন্ত আত্মা দ্বারা সম্পন্ন হবে এবং এটি করেছিলেন মাওলানা ইলাহী বক্স কান্দেলভী[109]

মাওলানা হুসামুদ্দিনের আধ্যাত্মিকতা ও আকাঙ্ক্ষার তীব্রতার আকর্ষণ[110]

আমাকে *[*মাথনবীর*] উপসংহারের দিকে [লেখার] দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে*৷

"গভীর আধ্যাত্মিক অর্থের দোহাগুলি" উপসংহারের দিকে নিয়ে যাওয়া

---

107 ঐশ্বরিক উপস্থিতি।

108 রুমির পুত্রের "মথনবী" *(গভীর আধ্যাত্মিক অর্থের দোহা) এর উপসংহারটি* এখানেই শেষ হয়। রুমির ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, নিম্নলিখিত এই মহান বইটির উপসংহার, যা একজন ভারতীয় জ্ঞানবাদী মৌলানা ইলাহি বক্স কান্দেলভি দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল।

109 এই বিন্দু থেকে, *মাথনবীর* উপসংহারটি মৌলানা ইলাহি বক্স কান্দেলভি সরবরাহ করেছিলেন যিনি তিন *রাজকুমারের গল্পের উপসংহার সহ রুমি অসম্পূর্ণ রেখে যাওয়া* মথনবীর দুটি অসম্পূর্ণ গল্পও শেষ করেছিলেন।

110 মাওলানা জিয়াউল হক হুসামুদ্দিন ছিলেন রুমির শিষ্য যিনি রুমির জীবদ্দশায় একজন নিখুঁত আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক হয়েছিলেন। তিনিই রুমিকে প্রথম স্থানে মথনবী লেখার জন্য প্ররোচিত করেছিলেন এবং তিনি রুমিকে লেখালেখি চালিয়ে যাওয়ার জন্য কাগজপত্র, কলম এবং কালি সরবরাহ করতেন এবং তিনিই এই মহান মাস্টারপিসটি সংকলন করেছিলেন এবং যতটা সম্ভব এটি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। *মাওলানা হুসামুদ্দিনের আধ্যাত্মিকতার প্রশংসা করে এবং মথনবী লেখার অনুপ্রেরণা দিয়ে* রুমি *মথনবীর* ছয় খণ্ডের প্রত্যেকটি শুরু করেছেন । মাওলানা ইলাহী বক্স কান্দেলভি মাওলানা হুসামুদ্দিনের আত্মার টানকে তাঁর মাথনবীর উপসংহার লেখার পিছনে চালিকা শক্তি হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

আত্মাকে সরল পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন।

[কবিতার] আয়াতগুলি অদৃশ্যভাবে ঠোঁট থেকে ঝরে পড়ছে *[*আমার কাছ থেকে কোনও সচেতন প্রচেষ্টা ছাড়াই*]*

হে হুসামুদ্দিন*!* আপনি যা চান তাই করুন।

যেহেতু আমার বুদ্ধির লাগাম তোমার হাতে।

তুমি য়েখান চাও টেনে নাও, আমার আত্মা তোমার উপর নেশাগ্রস্ত।

যখন সূর্যের প্রতিফলন কিছু জলের উপর পড়ে

এই অসাধারণ উপহারের জন্য জল সূর্যকে ধন্যবাদ জানায়।

মাওলানা জালালুদ্দীন রুমির আত্মা

যিনি জ্ঞানের সাগর এবং জ্ঞানের চাঁদ।

যখন তিনি আমার হৃদয়ের সিনাই পর্বতে তার প্রতিচ্ছবি রেখেছিলেন

ধুলোবালি ও জলের তৈরি আমার শরীর আলোকিত হয়ে উঠল।

প্রতি মুহূর্তে উঁচু আকাশের সেই চাঁদ

আমার হৃদয়ের দরজায় ইঙ্গিত দেয় যেটা এখন।

মাত্নবীর শেষটি শুরু করুন

আমার সিল করা খামটি খুলুন।

যে গল্পটি *[*অসম্পূর্ণ*]* রয়ে গেছে তা না বলে বলুন

সেই মুক্তোটা সুতোর সাথে বাঁধা না হয়ে রয়ে গেছে।

দ্রুত এটি থ্রেডে স্ট্রিং করুন

আমাদের আধ্যাত্মিক সংযোগ অবশ্যই আপনার কাছে পৌঁছবে।

যেহেতু আমি আমার নিজের আধ্যাত্মিক ডিগ্রী দেখতে পাইনি, তাই আমি চুপ করে রইলাম

আমি তার দরজায় মাথা রাখলাম।

যেহেতু রাজার আদেশ ভঙ্গ করা মুক্তো ভাঙার চেয়ে বেশি কঠিন

আমি নির্দ্বিধায় তাঁর আদেশ পালন করতে শুরু করলাম।

...

তৃতীয় রাজপুত্রের অবস্থা বর্ণনা যিনি তার দ্বিতীয় ভাইয়ের মৃত্যুর পরে রাজার নৈকট্য, ঘনিষ্ঠতা এবং জ্ঞান অর্জন করেছিলেন

আসুন অন্য জিনিসটি পিছনে ফেলে দেওয়া যাক কারণ তৃতীয় রাজপুত্র

যখন তার দ্বিতীয় ভাইয়ের মৃত্যুর খবর শোনা যায়।

রাজার রাজদরবারে এসেছিলেন

প্রিয়তমার জন্য বেদনাদায়ক অবস্থায়, প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষার সাধকের মতো।

একটি প্রোটোকল হিসাবে, পরিচয়কারী *[রাজাকে]* বলেছিলেন*:*

এই তৃতীয় ভাই তোমার করুণার অধিকারী ।

তোমার ভালবাসায় তার দুটো হাত দুর্বল হয়ে গেছে

তার পরাজয়ের জন্য ব্যান্ডেজ দরকার।

রাজা তার প্রতি করুণা করলেন এবং তাকে বাইরে আসতে বললেন

রাজকীয় দয়ায় তাকে সিংহাসনে তার পাশে বসতে বললেন।

যদিও তিনি আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার মাধ্যমে রাজপুত্রের *[অভ্যন্তরীণ]* অবস্থা জানতেন

অদ্ভুত ভঙ্গিতে তার অবস্থা জানতে লাগল।

তার দয়ায় তাকে এত সান্ত্বনা দিয়েছিল

যে তিনি তার আত্মা থেকে সেই বেদনা এবং দুঃখ দূর করেছেন।

তিনি তার মৃত ভাইকে দাফন করেছিলেন

তার আত্মাকে জীবন্ত ব্যক্তির সাথে যুক্ত করেছিলেন।

কিছুদিন পর রাজকীয় কোম্পানি পুরোদমে চলছিল

রাজার হৃদয় তার উপর নরম হয়ে গেল।

তিনি ছোট-বড় সব কোষাগার তার হাতে তুলে দেন

তার জন্য রাজকীয় আতিথেয়তা খুলে দিলেন।

আত্মা প্রদানকারী রাজার উদারতার সমুদ্রের বিশালতা থেকে

তার হৃদয়ের কুঁড়ি ফুটতে শুরু করে।

তার হৃদয়ে অনেক *[আধ্যাত্মিক]* গোপন রহস্য জমা হয়েছিল

তিনি তাঁর দ্বিতীয় ভাইয়ের মতো আলোকসজ্জার মূর্ত রূপ হয়ে ওঠেন।

ঐশ্বরিক নৈকট্য এবং জ্ঞানের পর্যায়ে

তার ডিগ্রি তার দ্বিতীয় ভাইয়ের চেয়ে বেশি বেড়েছে।

তিনি আধ্যাত্মিকভাবে চেষ্টা করতেন এবং আধ্যাত্মিক পথে হাঁটতেন

তিনি *[*আন্তরিক*]* প্রচেষ্টা করতেন এবং তাঁর অভ্যন্তরীণ আলোকসজ্জা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

কিন্তু তিনি নিজেও একটি শিক্ষা নিয়েছেন

তিনি তার দুই বড় ভাইয়ের পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি আধ্যাত্মিক পথের গিরিখাতের সাথে ভালভাবে পরিচিত হয়েছিলেন

তিনি খুব যত্ন নিতেন এবং খুব সাবধানতা অবলম্বন করতেন এবং খুব আনন্দদায়ক ছিলেন।

তিনি দেখলেন যে প্রথম ভাই তাড়াহুড়ো করে *[*আধ্যাত্মিক পথে*]* তার জীবন ত্যাগ করেছেন

আর দ্বিতীয়জনকে আত্ম-অহংকার, আত্মকেন্দ্রিকতা ও অহংকারের কারণে তার কবরে পাঠানো হয়েছিল।

একজন মানুষকে প্রিয়জনের পথে চলা উচিত

ধীরে ধীরে, ধৈর্যশীল ও ধৈর্যশীল উপায়ে প্রচেষ্টা করুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

হে যুবক*!* নরম, ধীর, ধীরে ধীরে এবং ধৈর্যশীল দৃষ্টিভঙ্গি *(রিফক)* জ্ঞানের মূল।

হযরত ইবনে মাসুদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত,

হে ধার্মিক*!* ধৈর্য অর্ধেক ঈমান।

অন্যথায়, প্রিয়তমার সৌন্দর্য সম্পূর্ণ আলোকসজ্জা

তাঁর সৌন্দর্যে হৃদয়ের চোখ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

আপনি আকস্মিক *ঐশ্বরিক* দর্শন সহ্য করতে সক্ষম নন

আস্তে আস্তে *[*আপনার হৃদয়ের*]* আয়নাটি পালিশ করুন *[*অজ্ঞতা, অমনোভাব এবং মন্দতার সমস্ত ধুলো মুছে ফেলতে এবং এটি আপনার অন্তরের চরিত্র এবং সত্তার সৌন্দর্যে আলোকিত করতে*]*।

এই ধীরে ধীরে এই দৃষ্টিভঙ্গি একজনের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য

তাঁর উন্মোচিত সৌন্দর্য কখন তার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে*?*

প্রিয়তমা আকাশের মাঝখানে সূর্যের মতো

কিন্তু হে বাদুড়*!* আপনার চোখ কোথায় *(*সূর্য দেখার জন্য*)?*

যাও, আগে তোমার চোখের জন্ম দাও

তারপর প্রিয়তমার দিকে খুলে দাও।

অন্যথায়, আপনি এর উজ্জ্বল আলোকসজ্জা এবং উজ্জ্বলতা সহ্য করতে সক্ষম হবেন না

এর সূর্য আপনার নক্ষত্র অস্ত যাবে।

আপনি হয় মারা যাবেন অথবা পাগল হয়ে যাবেন, সম্পূর্ণরূপে আপনার মন হারিয়ে ফেলবেন

এ কারণেই অনেকে *মজধুব হয়ে* গেছে *(*যারা প্রথমে তাদের সহ্য করার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বিকাশ না করে ঐশ্বরিক সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে তাদের মন হারিয়ে ফেলেছে*)*।

একটি খড় একটি পাহাড়ের ওজন বহন করতে পারে না

এই দুঃখ এবং দুঃখের জন্য, আপনার এমন একজনকে দরকার যিনি আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা অর্জন করেছেন।

তার প্রথম ভাই তাড়াতাড়ি করল

তিনি আতঙ্ক ও আতঙ্কের মধ্যে প্রিয়তমার সাথে উন্মোচিত সাক্ষাত লাভ করেছিলেন।

যেহেতু প্রিয়তমার সাথে খাঁটি সাক্ষাত তার পক্ষে উপযুক্ত ছিল না

তিনি কাঁপতে শুরু করেন, ভেঙে পড়েন এবং মারা যান।

যতক্ষণ না শরীরের এই ওড়না সরানো হবে না

প্রিয়তমার সাথে কখন উন্মোচিত সাক্ষাত পাওয়া যায়*?*

কিন্তু যখন তীব্র প্রেমের সিংহ হঠাৎ দৌড়ে যায়

প্রেমিক কাঁচা মাংসের মতো তার শিকার হয়ে যায়।

তীব্র প্রেমের অস্থিরতা একজনকে তাড়াতাড়ি করে তোলে

সমুদ্রের তলদেশে খোলসের মতো, বৃষ্টির ফোঁটার জন্য মুখ খুলে দেয়।

কিন্তু বৃষ্টির আগে মুখ খুলে ফেলতে হবে

ব্যথা এবং কষ্ট ছাড়া আর কিছুই অর্জন করে না।

একজন মহিলা যিনি ঋতুস্রাব করছেন না এবং বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছেননি

[প্রজননের জন্য] শুক্রাণুকে ঘিরে রাখতে অক্ষম।

তৃতীয় রাজপুত্রের অবস্থা এবং তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরিপূর্ণতা অর্জন এবং তার প্রয়োজন প্রকাশ করতে এবং তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ধৈর্য অনুশীলন করার বর্ণনা

এবং সেই তৃতীয় মূল্য শত সতর্কতা এবং ধৈর্যের মাধ্যমে
গ্নোসিস সাগর থেকে বৃষ্টির মেঘের মতো উদ্‌ভূত হত।
প্রতি রাতে রাজার আধ্যাত্মিক সঙ্গের মাধ্যমে
প্রতিদিন সকালে তাঁর হৃদয়ে ঈশ্বরের একত্বের আলো ছুটে যেত।
আধ্যাত্মিক ক্ষমতা অর্জন এবং প্রজ্ঞার উচ্ছ্বাস
রাজার সান্নিধ্যের কারণে প্রতি মুহূর্তে তার জন্য হাজির হয়েছিল।
চাঁদের দিক থেকে রাজার মতো সব সময় তার হৃদয়ে
সকাল-সন্ধ্যায় তার হৃদয়ে নতুন আলো নেমে এসেছিল।
নিজের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো কিছুর জন্যও তিনি শ্বাস নেননি
তিনি দয়ালু রাজার হৃদয়ে একটি স্‌ফুলিঙ্গ ধরে রেখেছিলেন।
এমন একজন রাজা যিনি দয়া এবং উদারতায় পরিপূর্ণ
আমি কেন আমার প্রয়োজনের কথাটি তার সামনে আনব?
তাঁর করুণা না চাওয়ালেও অগণিত আশীর্বাদ দেয়
আমার হৃদয় কীভাবে জিজ্ঞাসা করার জন্য লাফিয়ে ওঠার সাহস করবে?
আমাদের রাজা একটি পরিষ্কার পালিশ করা আয়না হৃদয়ের মতো
রাজার হৃদয়ে আমার জন্য বিপদের জায়গা আছে।
আমি যদি সত্যিই সেই মূল্যবান মুক্তোর যোগ্য হই
নিজের করুণায় রাজা আমাকে তা দান করবেন।
তাঁর অনুগ্রহ আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিকে দান করে
নিঃসন্দেহে নিজের অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক অবস্থা অনুসারে।
যে কেউ যার সামর্থ্য এবং যোগ্যতা আছে
এমনকি জিজ্ঞাসা না করেই রাজার কাছ থেকে একটি রাজকীয় উপহার আসে।
যে রাজার কাছে একটি সূঁচের মাথাও লুকানো থাকে না
আমার লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমি কেন বিভিন্ন পথে দৌড়াব?

আমি কেন আমার অকেজো জিনিসটি তার কাছে উপস্থাপন করব?

আমি কেন তার কাছে আমার প্রয়োজন প্রকাশ করব?

আমাদের রাজা উজ্জ্বল, সচেতন এবং সচেতন

শেষ পর্যন্ত তিনি হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন।

হে হৃদয়! ধৈর্য ধরুন কারণ এটি সুখের চাবিকাঠি

এতে অনেক আরাম ও সুখ রয়েছে।

একদিন রাজা বললেন, হে দয়ালু আত্মা!

আপনি ধৈর্য এবং ধৈর্যের সমুদ্র এবং উদারতার খনি।

আমি আমার আধিপত্য ও সাম্রাজ্যের দায়িত্ব নিয়ে বিরক্ত

আমার হৃদয় সত্যিই ঐশ্বরিক একত্বের *(একত্ব)* উচ্চ সিংহাসনের সাথে যুক্ত।

আমার উত্তরাধিকারী হও এবং *[সাম্রাজ্যের]* কাজ করো

যাতে যা আমার হৃদয়কে বিরক্ত করছে তা থেকে আমি মুক্তি পেতে পারি।

আমি তো নির্জনে যেতে চাই

আমি কথোপকথন থেকে নীরব থাকতে চাই।

আমার হৃদয় দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে যাবে

এটি ঐশ্বরিক আলোকসজ্জার বহিঃপ্রকাশ হয়ে উঠবে।

এক মুহুর্তের ধ্যান এক বছরের উপাসনার মূল্যবান

এই ধ্যান ঐশ্বরিক সৌন্দর্যের মধ্যে বিস্ময়।

রাজপুত্র যখন এই কথা শুনলেন

রাজার প্রতি শ্রদ্ধার জন্য তার পায়ে মাথা রাখুন।

আল্লাহ না করুন! এমন কোনও সময় আসতে পারে না যখন আপনি রাজত্ব ত্যাগ করবেন

অথবা নির্জন ঘরে একাকীত্ব গ্রহণ করুন।

আমার মাথায় তোমার ছায়া থাকুক

তোমরা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আচ্ছাদিত থাক।

হে আল্লাহ! আমার জীবন যেন এতটা না হয়

যে আমি রাজার রাজত্বের শেষ দেখতে পাচ্ছি।

সেই লাইনে অনেক আলোচনা হয়েছিল

কিন্তু রাজা রাজপুত্রকে পরীক্ষা করে *[সত্য]* অনুসন্ধান করছিলেন।

তার হৃদয়ে খ্যাতি ও ক্ষমতার কোনো আকাঙ্ক্ষা আছে কিনা তা দেখার জন্য

অথবা রাজার মতো সাম্রাজ্য ও আধিপত্যের মহিমা।

অন্তরে কি অহংকার ও অহংকার আছে*?*

নাকি তার অন্তরের সত্তা *ঐশ্বরিক* আকাঙ্ক্ষার মদে নেশাগ্রস্ত*?*

রাজা দেখলেন যে রাজপুত্র তার মাথায় কোনও ধারণা রান্না করে না

তাঁর সত্তার বৃক্ষে, আনুগত্য এবং আন্তরিকতার ফল ছাড়া আর কিছুই পাকা হয়নি।

মর্যাদা এবং আধিপত্যের প্রতি ভালবাসা, লোভ এবং আকাঙ্ক্ষা হোক না কেন

তার মাথায়, প্রিয়তমার জন্য আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কোনও উপায় খুঁজে পায়নি।

আল্লাহ ও তাঁর বিশেষ বান্দাদের প্রতি ভালবাসা ব্যতীত

তার হৃদয়ে অন্য কিছু করার উপায় নেই।

রাজা আধ্যাত্মিক পথের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা খুঁজে পেয়েছিলেন

তিনি তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপকে *ঐশ্বরিক* আইনের মহাসড়কে খুঁজে পেয়েছিলেন।

আধিপত্যের প্রতি তাঁর হৃদয়ে কোনও ঝোঁক নেই

তিনি সমুদ্রের *(ঐশ্বরিক জ্ঞানের)* সন্ধানকারী এবং জাহাজের *[পার্থিব উপায় এবং লক্ষ্যের]* প্রতি অনুগত নন।

পরীক্ষার বিভিন্ন স্কেলে তাকে অনেক পরীক্ষা দিয়েছেন

খাঁটি সোনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

রাজা তার সঙ্গী ও সহায়কদের বললেন, এই যুবক

মেয়ের মতো আত্মা ছাড়া অন্য কিছুর যোগ্য নয়।

সূর্যের সাথে চাঁদের জুটি বাঁধা আরও ভাল

আত্মার সঙ্গে দেহের সম্পর্ক ভালো।

তিনি এবং তিনি উভয়ই একে অপরের যোগ্য এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ

এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সঙ্গীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

এমন একজন নারী এমন পুরুষের জন্য উপযুক্ত

এই ধরনের রত্ন সেই আংটির জন্য উপযুক্ত।

[রাজার সকল] লোক এই মতামতের প্রশংসা করেছিল

তারা সবাই বলল: দয়া করে তাড়াতাড়ি করুন, এটি একটি নিখুঁত সুযোগ।

রাজা আদেশ দিলেন এবং তারা একটি সুন্দর সমাবেশের ব্যবস্থা করেছিলেন

একটি চমৎকার বিয়ের সমাবেশ করা হয়েছিল।

এক হৃদয় এবং আত্মা উভয়ের চিরকাল একে অপরের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে

তাদের সম্পর্ককে জায়েজ করার গ্রহণযোগ্যতার প্রতিজ্ঞা ঘটেছিল।

তাদের আশীর্বাদপুষ্ট মিলন ঘটেছিল

আত্মা থেকে আত্মা এবং হৃদয় থেকে হৃদয় সংযুক্ত হয়েছিল।

ধীরে ধীরে অধ্যবসায়ের সাথে, উভয় বিশ্বের বিষয়গুলি সুশৃঙ্খল থাকে

কারণ তাড়াহুড়ো শয়তানের কাছ থেকে জন্ম নেয়।

আল্লাহ তাআলা ধৈর্যকে সকল বিষয়ে সংকল্পের উৎস ঘোষণা করেছেন

সন্দেহ নেই যে ধৈর্যশীল ব্যক্তি তার ইচ্ছা অর্জন করে।

যে কষ্ট সহ্য করেছে, তারাও ধন পেয়েছে

যিনি অলস হয়ে গিয়েছিলেন, তিনিও দুর্দশায় মারা গিয়েছিলেন।

কিন্তু অলস মানুষের জন্য, দুনিয়ার জন্য অলস ভালো

জাগতিক বিষয়ে তাড়াহুড়ো করা খারাপ।

ধৈর্য ধরুন, পৃথিবীকে তাঁর হাতে সমর্পণ করুন

তিনি জানেন আপনার জন্য ভাল এবং কোনটি খারাপ আপনার চেয়ে ভাল।

জগতের জন্য অলসরা ঐশ্বরিক পথে সক্রিয়

রাজপুত্রের মতো, যিনি তৃতীয়।

তিন রাজপুত্রের গল্পের ব্যাখ্যা ও অর্থের বিবরণ এবং এর ব্যাখ্যা এবং এটিকে জ্ঞানের ডিগ্রির সাথে যুক্ত করা (*ইরফান* / মা'*রিফা*) - নৈকট্য, ঘনিষ্ঠতা এবং ঐশ্বরিক জ্ঞানের

অবস্থা যা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জনের দিকে পরিচালিত করে এবং ফলস্বরূপ চিরন্তন সুখ এবং অফুরন্ত বিজয়ের দিকে পরিচালিত করে

এই গল্প থেকে সম্পূর্ণ শিক্ষা নিন

যাতে আপনি এই গল্প থেকে সম্পূর্ণ পরিমাপ পেতে পারেন।

মানুষের উচিত তার কাজ করা উচিত

গল্পের ওপর নির্ভর করা উচিত নয়।

আপনি আপনার পুরো জীবন গল্পে গ্রাস করেছেন এবং নষ্ট করেছেন

সকাল আসন্ন, ঘুম থেকে জেগে ওঠো।

বার্ধক্যের সকাল এসে গেছে, চলে যাওয়ার সময় হয়েছে

গল্পে লিপ্ত হবেন না *[*যা আপনাকে কোথাও বা কিছু নিয়ে যায় না*]*।

সেই কাজটি করুন যা *[*অনন্তকালের যাত্রায়*]* পথের জন্য একটি বিধান হিসাবে কাজ করবে

তোমার কবরের অন্ধকার ও একাকীত্বে তোমার জন্য চাঁদের মতো উজ্জ্বল কাজ কর।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে এবং সূর্য অস্ত গেছে

এখন দেরি হযে গেছে, তাড়াতাড়ি তোমার বাড়ি ফিরে যাও।

দীর্ঘদিন ধরে, আপনি রুটি এবং মিষ্টি খেয়েছেন

তুমি কি তোমার অন্তরে কোন ভাণ্ডার দেখেছ?

আপনি আপনার নিম্ন সত্ত্বাকে উত্থাপিত করেছিলেন এবং এটি একটি ষাঁড় হয়ে গিয়েছিল

আপনি কখন আপনার চূড়ান্ত গন্তব্যের দিকে পদক্ষেপ নিয়েছেন?

তাই এখন আপনার অনিবার্য প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হোন

বস্তুগত জগৎ থেকে, অভ্যন্তরীণ বাস্তবতার দিকে যাও।

যা আপনার হৃদয়ের আলো বাড়াবে তা খান

এটি অন্য জগতের দিকে আপনার জানালা খুলে দেবে।

আপনার মূল্যবান জীবন অলসতায় শেষ হয়েছে

আর কয়েক দিন বাকি আছে, কিন্তু তোমরা অবহেলা হয়ে পড়ছ।

যা ঘটেছে তা হয়েছে, আপনি এখনও বন্ধুর কাছে আসতে পারেন

বন্ধুর গলিতে দ্রুত আপনার পদক্ষেপগুলি তুলে নিন।

যা অবশিষ্ট আছে, তা নষ্ট হতে দেবেন না

মাথার উপর ভর দিয়ে হাঁটতে হলেও প্রিয়তমার পায়ের উপর মাথা রাখুন।

হে তুমি*!* এমনকি যদি তোমরা শত বছর তাঁর অবাধ্য হও

আপনি যদি এটি কড়া নাড়েন তবে দরজাটি এখনও খোলা থাকে।

আত্মা কি*?* এটি একটি পাখি যার পবিত্র মহৎ গুণাবলী রয়েছে

এটি *[*দেহের*]* একটি খাঁচায় বন্ধ থাকে জ্ঞান *(*ঈশ্বরের সাথে সান্নিধ্য*)* অর্জনের জন্য।

আত্মা কি*?* এটি একটি পবিত্র *[*ঐশ্বরিক*]* বংশের পাখি

এটি একটি কারাগারের ভিতরে রয়েছে উপার্জনের স্বার্থে।

তোতা শেখানোর জন্য খাঁচায় পড়ে

সুতরাং*,* এটি একটি মিষ্টি কণ্ঠে শিস দিতে শিখতে পারে।

আত্মা বাণিজ্যের জন্য শূন্যতা থেকে এসেছে

সব সময় তার দিকনির্দেশনা অনন্তকালের দিকে।

প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আপনার নিম্ন সত্তা *[*তিন রাজকুমারের*]* পিতার মতো

এটি আপনাকে সেই মন-ফুঁকানো দুর্গে যেতে বাধা দেয়।

যে নিম্ন আত্মা মন্দের দিকে ঝুঁকছে, তা আপনাকে পাপের দিকে এগিয়ে যেতে বাধ্য করে

এটি আপনাকে মন্দ, কুফরী এবং বিদ্রোহের দিকে আহ্বান করে।

এটি আপনাকে ছবিতে ভরা দুর্গে প্রবেশ করতে বাধা দেয়

কারণ এটি পার্থিব বুদ্ধিকে মুছে ফেলে।

দুর্গটি নবী মুহাম্মদের পথের পবিত্রতায় পরিপূর্ণ

জীবনে শেখা পাঠের কারণে বস্তুবাদী মানসিকতার জন্য এটি মনকে উড়িয়ে দেয়।

এই দুর্গে রাজা এবং তার কন্যার ছবি রয়েছে

স্বর্গীয় সঙ্গী, স্বর্গ ও সুন্দর ভালোবাসার কথা সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

যেহেতু "আমরা বিবাহে বড় চোখের স্বর্গীয় সঙ্গী দিয়েছি" ঈশ্বর ঘোষণা করেছেন

হৃদয়ের মুক্তোকে লোভের সুতোয় বাঁধা হয়েছে।

যেহেতু মানুষ অনন্তকালের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে

[তারা ঝোঁক] মুনাফা অর্জন এবং সমস্ত ক্ষতি প্রতিহত করার দিকে *[তাদের প্রকৃতি দ্বারা]*।

সেই কারণেই, ঐশ্বরিক আইনের প্রাসাদে

মানুষকে আকাঙ্ক্ষা ও ভয় দুটোই তৈরি করার জন্য ছবি তৈরি করা হয়েছে।

কখনও কখনও লোভের কারণে মানুষকে *[স্বর্গ, স্বর্গীয় বরকত এবং সাহাবী, আধিপত্য ইত্যাদির মতো বিভিন্ন পুরষ্কারের জন্য] [ঐশ্বরিক]* পথে হাঁটতে বাধ্য করা হয়।

মাঝে মাঝে তাদেরকে জাহান্নামের অতল গহ্বরে ভয় পেতে বাধ্য করা হয়।

বিদ্রোহী নিম্ন আত্মা, ভয়ের মাধ্যমে

জোর করে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।

যাতে এই নিম্ন আত্মা *(নাফস)* যা অশুভ কাজের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তা সুখে বা জোর করে

রাজা ও তার মেয়ের সাথে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন।

তবে তিন রাজকুমারের মতো, অন্য কথায়, মানুষ

হে চোখের মানুষ*!* আধ্যাত্মিক পথের দিক থেকে তিন প্রকারের *[তারা গ্রহণ করে]*।

একজন হলেন সেই ব্যক্তি যিনি নিজের আত্মাকে অত্যাচার করেন, অন্যজন মাঝখানে *[বর্ণালীর দুই প্রান্তের]*

তৃতীয়ত, যাকে ধার্মিক ও সৎকর্মে সর্বাগ্রে থাকার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথম রাজপুত্র নিজের জীবন ধ্বংস করে দিলেন

তিনি সেই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা তাদের নিজেদের আত্মাকে নিপীড়ন করে।

[প্রচণ্ড প্রেমের উত্তাপে] তার জীবনের মুক্তো হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল

তিনি আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা এবং জ্ঞানের সঠিক পথকে গুরুত্ব দেননি।

কিন্তু রাজার উদারতা তাকে সাহায্য করেছিল এবং

[শেষে] তিনি *[তাঁর জীবন শেষ হওয়ার পরে]* ঐশ্বরিক গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হয়ে ওঠেন এবং এটি আশ্চর্যজনক।

যে ব্যক্তি তাঁর জন্য জীবন দান করে, তিনি তাঁর পক্ষ থেকে একজনকে জীবন দান করেন।

যে একটি পান্না দেয়, তাকে পুরো খনি *[পান্না পূর্ণ]* দেওয়া হয়।

সে আগুনের শিখা দিয়ে পতঙ্গের মতো পুড়ে গেল

তিনি পাগলের মতো কুয়োতে পড়ে গিয়েছিলেন।

ভালোবাসার যুদ্ধে দরকার সাহসী

যাতে সে তার সামর্থ্য অনুযায়ী ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হয়।

যদি মৃত্যুর মাধ্যমে বন্ধু খুঁজে পাওয়া যেত

আল্লাহর পথ খুব সহজ হতো।

[ঐশ্বরিক] প্রেমে, প্রতিটি মুহূর্তে, বিভিন্ন ধরণের মৃত্যু রয়েছে

যার তিক্ততার সাথে, মৃত্যু শত বিপদ অনুভব করে।

দ্বিতীয় রাজপুত্র আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা এবং প্রচেষ্টা করেছিলেন

কিন্তু অহংকার ও অভ্যন্তরীণ অশান্তিতে জড়িয়ে পড়েন।

তিনি নিজেকে সূর্যের সহ-অংশীদার *(*নিখুঁত আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক*)* বানিয়েছিলেন

তিনি বলতে শুরু করেন, 'আমিই সত্য'।

এরপর তিনি রাস্তা অবরোধে আঘাত করেন

মৃত্যুর গন্তব্য তার সামনে এসেছিল।

এই পথের পরিপূর্ণতার কারণে তিনি পথেই থেমে গিয়েছিলেন *[*যা কাউকে অভ্যন্তরীণ অনৈতিকতা নিয়ে এগিয়ে যেতে দেয় না*]*

তিনি তখনও পথের সৌন্দর্য থেকে একটি ড্রাফ্ট পান করেছিলেন।

রাজার দয়া, তার আত্মাকে ঐশ্বরিক গ্রহণযোগ্য করেছিল *[*কারণ তিনি এখনও ভুল না করা পর্যন্ত পথে চেষ্টা করেছিলেন*]*

তিনি এখনও প্রিয়তমার সাথে দেখা করেছিলেন *[*তার পার্থিব জীবন শেষ হওয়ার পরেও*]*।

এটা তার সামর্থ্য বা কোনো অধিকারের কারণে নয়

এটি সমস্ত রাজার দয়া এবং উদারতা ছিল যিনি সকলের স্রষ্টা।

এবং তৃতীয় মূল্য ছিল *[*তাঁর আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টায়*]* সর্বাগ্রে

তিনি তার দুই বড় ভাইকে ছাড়িয়ে গেছেন।

তিনি জ্ঞানের পথ সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন

তিনি রাজার বাস্তবতার সঙ্গী হয়ে ওঠেন।

তিনি আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা এবং প্রচেষ্টা করেছিলেন, ঐশ্বরিক জ্ঞান তাঁর কাছে এসেছিল

প্রতি মুহূর্তে ঐশ্বরিক সান্নিধ্য বাড়তে থাকে।

যেহেতু ঈমানদার লোকেরা প্রণোদনা দিলে পথে হাঁটতে হবে

মেয়ের প্রতি ভালবাসার কারণে তারা রাজার দিকে ছুটে যায়।

কিন্তু যখন তাদের দৃষ্টি রাজার উপর পড়ে, তখন তারা তাদের বোকামি বুঝতে পারে

তারপরে তারা লুকিয়ে থাকা কন্যার প্রতি তাদের ভালবাসা, রাজার প্রতি তাদের ভালবাসাকে বশীভূত করেছিল।

যেহেতু রাজা তার মধ্যে সম্পূর্ণ *[*আধ্যাত্মিক*]* ক্ষমতা দেখেছিলেন *[*পথের পরিপূর্ণতায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে*]*

সেই জ্ঞান নিয়েই মেযেকে বিযে দিযেছি।

যদিও অন্য দুই রাজপুত্র ঐশ্বরিক উদারতা দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছিল

কিন্তু তাঁর সামনে সেই *[*আধ্যাত্মিক*]* ডিগ্রি এবং কনিষ্ঠতম রাজপুত্র যে ঐশ্বরিক সান্নিধ্য পেয়েছিলেন তা কোথায় ছিল*?*

অসিদ্ধ ব্যক্তিদেরও রাজা সম্মান করেছিলেন যখন তিনি তাদের তাঁর পাশাপাশি তাঁর সিংহাসনে বসিয়েছিলেন

তিনি তাদের নিজের বলে অভিহিত করেছিলেন এবং তাদের ধন-সম্পদ বর্ষণ করেছিলেন।

প্রবীণ রাজপুত্র নিজেও তার ত্রুটিগুলির জন্য লজ্জিত

সিংহাসনে বসে তিনি দুঃখিত ও লজ্জা বোধ করেন।

তার নিজের স্লিপ এবং ভুলের কারণে তার হৃদয়ে কাঁটা রয়েছে

নিজের ত্রুটির কারণে যন্ত্রণা সহ্য করছেন তিনি।

এ কারণেই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির *(*রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম*)* বলেছেন*:*

স্বর্গে কোন দুঃখ নেই, অবহেলা ব্যতীত *(*ঐশ্বরিক স্মরণ এবং ঐশ্বরিক পথে চলার*)* ব্যতীত।

পাপীদের যদি জান্নাতে প্রবেশের পথ দেওয়া হয়

যদি তাদের রাজকীয় দুর্গ এবং পোশাক দেওয়া হয়।

তারা তাদের কুৎসিত পায়ের দিকে তাকায় এবং ময়ূরের মতো

তারা তাদের মাথা নিচু করে *(*অনুশোচনায়*)* লজ্জিত হয়।

কুৎসিত মানুষের জন্য কাচের প্রাসাদের উপকারিতা কী*?*

এমন একজনের জন্য, সর্বত্র একটি ঈর্ষান্বিত আয়না রয়েছে *[*একজনের কুৎসিততার বাস্তবতা দেখানোর জন্য*]*।

হে চাচা*!* এই বিষয়টির *[*বিশালতা*]* শেষ নেই

আমাদের সেই রাজার গল্প বলুন যিনি *[*তিন রাজকুমারে*]* যোগ দিয়েছিলেন।

রাজার ঐতিহ্য যিনি তার রাজ্যকে পিছনে ফেলে তিন রাজকুমারের সাথে তাদের যাত্রা শুরু করেছিলেন

হে জিয়াউল হক হুসামুদ্দিন হাসান*!*

আমাকে *[*গল্পের চতুর্থ ব্যক্তি*]* রাজার অবস্থা বর্ণনা করুন।

যখন তিনি এমন একজন হয়ে গেলেন, যিনি তার রাজ্য ত্যাগ করেছিলেন

তিনি দারিদ্র্যের অবস্থায় রাজকুমারদের সাথে ছিলেন।

তিনি তাঁর রাজ্য ত্যাগ করেছিলেন এবং *[*তাদের গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামে*]* তাদের সঙ্গী হয়েছিলেন

তিনি তাদের সাথে তাদের সাথে পথে হাঁটছিলেন।

তিনি ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের সেবায় সক্রিয় ছিলেন

সমস্ত কপটতা থেকে শুচি করা এক বিশুদ্ধ হৃদয়ে।

তাদের *[*ঐশ্বরিক*]* প্রেমের প্রতিফলন *[*তাঁর আত্মার উপর*]* তাকে মুগ্ধ করেছিল

তাদের যাত্রায়, তিনি তিন *[*রাজকুমারদের*]* সাথে একতা দেখিয়েছিলেন।

তীব্র প্রেমের মতো অনেক প্রভাব রয়েছে

তারা এমন একটি হৃদয়ের জন্য শিকল যার স্বাধীনতা রয়েছে।

প্রেমিকের সঙ্গ আপনাকে প্রেমিক করে তোলে

পাপীর সঙ্গ আপনাকে পাপী করে তোলে।

প্রতিটি মানুষ অন্যের কাছ থেকে নৈতিকতা ও চরিত্র অর্জন করে

একটি ক্যান্টালুপ অন্য ক্যান্টালুপ থেকে তার *[*মিষ্টি*]* সুগন্ধ অর্জন করে।

*[*অন্য ব্যক্তির*]* সঙ্গের প্রভাবকে অস্বীকার করা একজন বোকা

যে *[*ভাল*]* সঙ্গ থেকে পালিয়ে যায়, সে অবহেলা।

একটি ক্যান্টালুপ অন্য ক্যান্টালুপ থেকে তার রঙ ধরে

কেন অন্য মানুষের সঙ্গ কোনও প্রভাব তৈরি করবে না?

সেই কুকুরটি গুহার মানুষের সঙ্গী হয়ে ওঠে

যতক্ষণ না কুকুরের বৈশিষ্ট্যগুলি এটি সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে যায়।

ধার্মিক লোকদের পায়ের ধুলোয় পরিণত হও

যাতে তোমরা তাদের চন্দ্র থেকে আলোকসজ্জা লাভ কর।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

মুমিন ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গ গ্রহণ করো না।

সুগন্ধি পাত্রকে সুগন্ধি করে তোলে

সার জমিতে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে।

যখন তেল ফুলের জন্য নিজেকে ব্যয় করে

এটি ফুলের সুগন্ধের পাত্রে পরিণত হয়েছিল।

সেই রাজা রাজকুমারদের সাথে ছিলেন

যখন তিন ভাইয়ের মধ্যে দু'জন প্রাণ উৎসর্গ করেন।

তিনি তৃতীয়টির সঙ্গী হয়ে ওঠেন

তিনি একজন প্রকৃত ভক্তের মতো সব সময় তাঁর সামনে উপস্থিত ছিলেন।

তৃতীয় ব্যক্তি যখন চীনের রাজার জামাতা হন

তিনি তাঁর বিশেষ অভিজাতদের মধ্যে ছিলেন।

যখন চীনের রাজা তার অপরিসীম ভালবাসা এবং ভক্তি দেখেছিলেন

আর প্রিয়তমার সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক।

তিনি তাদের উভয়কেই একটি প্রাণ ও দুটি দেহ খুঁজে পেয়েছিলেন

[চীনের] রাজা বন্ধুত্বে তাঁর প্রতি ঝুঁকলেন।

তিনি দয়া করে রাজপুত্রকে বললেন:

আপনার এই সঙ্গী প্রত্যেক সেবকের গর্ব।

তোমাদের সেবা করা ছাড়া তার কোন ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা নেই

তিনি আপনার চিন্তায় এতটাই মগ্ন যে তিনি বিশ্বের অন্য সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছেন।

তার মতো ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করা প্রয়োজন

যে তার নিজের নিম্ন সত্তার আকাঙ্ক্ষাকে হ্রাস করে।

যে তোমার ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছা হারিয়ে ফেলেছে

এ ধরনের ব্যক্তিকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া উচিত।

রাজপুত্র তার পায়ে চুমু খেয়ে বললেন:

আমাদের কাছ থেকে যা গোপন রয়েছে তা তোমাদের কাছে স্পষ্ট।

যখন আপনার কোম্পানি খুঁজে পাওয়ার আশায়

আমি আমার জন্মভূমি ছেড়ে যাত্রা শুরু করেছি।

এই মানুষ যিনি তার দেশের একজন সফল রাজা ছিলেন

আমাদের সংস্থাকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সক্রিয়তা দেখিয়েছেন।

তিনি আমাদের জন্য তার দেশ এবং ধন-সম্পদ ছেড়ে চলে গেছেন

আমাদের প্রতি একজোট এবং অদম্য সমর্থনে তিনি তাঁর হৃদয়ে পতাকা উত্তোলন করেছিলেন।

আমাদের কারণে তিনি অনেক উত্থান-পতন সহ্য করেছেন

তিনি দেশ ছেড়ে আমাদের বন্ধু হয়ে গেলেন।

আপনার মহিমান্বিত করুণার একটা দাবি আছে

এটি উদারতা এবং করুণার জায়গা।

রাজা বলেন, তিনি তাকে আরেকটি দেশ উপহার দেবেন

তাকে এমনভাবে প্রদান করা হবে যা তার মর্যাদার জন্য উপযুক্ত।

রাজা তাকে পূর্বের অনুমানের চেয়ে বেশি দুর্গ এবং দেশ উপহার দিয়েছিলেন

তৃতীয় রাজপুত্রের নিমিত্ত তার জন্য তাকে বের করে আনা হল।

যা তার চোখও দেখেনি, তা তাকে দেওয়া হয়েছিল

তার কান যা শুনতে পায়নি তা তার সামনে রাখা হয়েছিল।

চতুর্থ ব্যক্তিটিও তার লক্ষ্যে পৌঁছেছেন

আইনজীবীর সাথে একটি ক্লায়েন্টের মতো, হোস্টের সাথে অতিথির মতো

ঐ মহান ধন-সম্পদ (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'এটা এমন একটি জাতি যে, তাদের সাহাবীও বঞ্চিত থাকে না[111]।

হৃদয় রক্ষা করা এবং অন্যের সেবা করা

আপনাকে এমন একজন করে তোলে যার সেবা করা হয় এবং আপনাকে সাফল্য প্রদান করে।

বিশেষ করে আল্লাহর লোকদের সেবা করা [যারা সত্যই তাঁর কাছে নিজেকে উৎসর্গ করে]

আপনাকে চমৎকার ঐশ্বরিক গ্রহণযোগ্যতা দান করে এবং আপনাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করে এমন লোকদের সান্নিধ্য অর্জন করে

এমন একজনের উপর, ঈশ্বরের দয়া ঈশ্বরের অন্তরঙ্গদের হাতের মাধ্যমে ব্যয় করা হয়।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করে এমন লোকদের সান্নিধ্য অর্জন করে

আল্লাহর করুণা ও উদারতার যোগ্য হয়ে ওঠে।

এমন একজন ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরের বন্ধু এবং ঘনিষ্ঠদের প্রতি দয়া দেখিয়েছিলেন

তাদের সেবায় অধ্যবসায়ী হয়ে ওঠেন।

ঐশ্বরিক অনুগ্রহের যোগ্য হয়ে ওঠেন

এইরকম একজন ঐশ্বরিক সমর্থন ও সাহায্যের প্রাপক হয়ে ওঠেন।

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

হে পরহেযগার! যারা ভালোবাসে তাদের সাথেই থাকবে।

যে ব্যক্তি কোন জাতিকে ভালবাসে সে সেই জাতি থেকে [গণনা করা হয়]

ঈশ্বরের বন্ধু ও অন্তরঙ্গদের ভালোবাসা আত্মার আলো হয়ে ওঠে।

শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও অপছন্দ করাকে আপনার সত্তার একটি অংশ করে নিন

যাতে তোমরা প্রিয়তমার দরজায় গ্রহণযোগ্যতা পাও।

যখন তাদের সঙ্গী রাজা, আধ্যাত্মিক সংগ্রাম ছিল না

পবিত্র ব্যক্তিদের প্রেম তার পথে একটি প্রদীপ স্থাপন করেছিল।

যার আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা, ক্ষমতা এবং প্রচেষ্টা ছিল না

---

[111] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক নবুয়ী বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি এমন ব্যক্তি যে, যে ব্যক্তি তাদের সঙ্গ গ্রহণ করে সে (আধ্যাত্মিক পথের উপকার) থেকে বঞ্চিত থাকে না।

আধ্যাত্মিক পথের লোকদের সাথে সঙ্গ দেওয়া তাঁর সাহায্যে এসেছিল এবং এটুকুই।

চেষ্টা করুন যাতে আপনি নিজেরাই ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারেন

অথবা ঈশ্বর কর্তৃক গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করুন।

হয় *[*আধ্যাত্মিক*]* পথে একটি স্ট্রিভার হয়ে উঠুন বা পথের স্ট্রিভারগুলির চারপাশে ঘোরাফেরা করুন

সেই অনন্য মানুষের কাছ থেকে ছোট-বড় ধন তোমার কাছে আসবে।

হে আত্মা*!* আপনি যদি এই দু'জনের মধ্যে একজন না হন

তোমরা কেয়ামতের দিন লাঞ্ছিত হয়ে উঠবে।

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

হেদায়েতের ক্ষেত্রে, *[*আপনাদের*]* উচিত এর জন্য একটি উপায় সন্ধান করা।

প্রশিক্ষক ছাড়াই কে ফলের সংরক্ষণ খেয়েছে *[*যিনি প্রথম স্থানে এটি কীভাবে তৈরি করতে হয় তা শিখিয়েছিলেন*]?*

আমাকে বলুন, ডানা ছাড়া পাখি কীভাবে উড়বে*?*

জঙ্গল *[*মানব জীবনের*]* রক্ত, ফাঁদ এবং *[*হিংস্র*]* বন্য পশুতে পূর্ণ

সব দিক থেকে পথভ্রষ্টতার পথ উন্মুক্ত।

জঙ্গল সাপে ভরে গেছে এবং সর্বত্র সবুজের সমারোহ রয়েছে

যে সুরক্ষার জাদুকরী বাণী পাঠ করে তার সাহায্য ছাড়া এর উপর পা রাখবে না, অন্যথায় আপনি বিরক্ত হয়ে পড়বেন এবং *[*এতে পা রাখতে*]* ব্যর্থ হবেন।

এই পৃথিবী সবুজ সবুজ জমি এবং নিম্ন বেস সেলফ *(নাফস)* সাপ

ঈশ্বরের পথকে বিপদে ঘেরা জঙ্গল হিসাবে ভাবুন।

যদি সাপ কামড়ায় তবে আপনি ভেঙে পড়বেন এবং অনুশোচনা করবেন

আপনি যাদুকরী শব্দের আবৃত্তি ছাড়াই সন্তুষ্ট, আপনি একজন বোকা।

যদি আপনার হৃদয়ের পা একটি কাঁটা দ্বারা আঘাত করে এবং প্রবেশ করে

সূঁচের ডগা ছাড়া আপনি কীভাবে এটি বের করবেন*?*

সূঁচের ডগা নিয়ে চিন্তিত, জাদুর শব্দগুলো মুখস্থ করুন

একজন *[নিখুঁত আধ্যাত্মিক]* পথপ্রদর্শক সন্ধান করুন যাতে আপনি কঠিন পথে হাঁটতে পারেন *[কোনও অসুবিধা ছাড়াই এবং কোনও ত্রুটিতে পড়ে যায়]*।

জঙ্গল কাঁটায় ভরা এবং চারদিকে পথ রয়েছে

দেখুন, প্রতিটি পদক্ষেপে খাদ রয়েছে।

জঙ্গল ভয়াবহ এবং ডাকাতরা সেখানে লুকিয়ে আছে

একজন *[সিদ্ধ আধ্যাত্মিক]* পথপ্রদর্শকের সন্ধান করুন এবং এই জাতীয় একজনকে অনুসরণ করুন।

[আধ্যাত্মিক] পথটি খুব কঠিন এবং সর্বত্র সেই দ্রুত পায়ের প্যারানরমাল সত্তা *(শয়তান)* রয়েছে

যিনি পথে শত শত বীণা এবং তাম্বুরিন বাজাচ্ছেন *[আপনাকে ঐশ্বরিক পথ থেকে বিভ্রান্ত এবং বিচ্যুত করার জন্য]*।

পথটি কঠিন এবং আপনার সামনে একটি অন্ধকার রাত রয়েছে

কারো হাত না ধরলে চলে যাবেন।

হে প্রিয়তমা*!* এই বিষয়টির বিশালতার কোনও শেষ নেই

এখন '*মাথনবী*'র অবসান ঘটাতে হবে।

হে শিশু*!* আল্লাহর কাজের কোন শেষ নেই

'*মাথনবী*'র অবসান ঘটাতে হবে।

"গভীর আধ্যাত্মিক অর্থের দোহা" এর সমাপ্তি

এখন মৌলভী *(রুমি)* এর কাছ থেকে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক অনুদানের দ্বারা ঘটেছে এবং তাকে কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে - জ্ঞানবাদী সমান শ্রেষ্ঠত্ব।

সমাপ্তি শ্লোক

যে সত্যের সন্ধান করে সে সত্যে নিমজ্জিত হয় এবং তার মূর্ত রূপ হয়ে ওঠে

এইরূপ *ঐশ্বরিক* করুণার মূর্ত রূপ এবং *ঐশ্বরিক* বাতাস।

শয়তানের মন্দ কাজ করো না, শয়তান হয়ে যেও না।

কারও আত্মার ধূলিতে *[প্রজ্ঞা ও ঐশ্বরিক জ্ঞানের]* পানি ঢেলে দিন *[তাকে শুদ্ধ ও শুদ্ধ করার জন্য]*।

সত্য ব্যতীত অন্য কোন কিছুতে আপনার *[অমূল্য]* সময় নষ্ট করবেন না *[এবং আধ্যাত্মিক পথ যা আপনাকে এর দিকে পরিচালিত করে]*

আপনার পেট ভরাট করবেন না এবং আপনার আত্মাকে অনাহারে থাকতে দেবেন না।

তিনি ব্যতীত অন্য লোকের প্রতিমূর্তি সত্য থেকে তোমার পর্দা

সবকিছুর মধ্যে তিনি ব্যতীত অন্য কেউ নেই।

ঈশ্বরের সত্তায় বিনাশ হয়ে যাওয়া *[নিম্ন আত্মার গুণাবলী থেকে নিজেকে মুক্ত করে]*, তখন আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে জীবিকা অর্জন করবেন - এমন একটি জীবন যা অনন্ত এবং শেষ নয়

সকালের প্রভু আপনার আত্মার মধ্যে আবির্ভূত হবেন।

ছয় খণ্ডে, "*মথনবী*"একটি কণ্ঠস্বর

এর সারমর্ম হ'ল ঈশ্বরের সত্তা *(ফানা)* এর মধ্যে ধ্বংসের সমুদ্রে ডুব দেওয়া।

আপনি যদি ঈশ্বরের পথ খুঁজছেন *[স্বয়ং ঈশ্বরের দিকে]* তবে সতর্ক হন

নিজের ভেতর থেকে অবহেলা ও অযত্ন দূর করুন, জেগে থাকুন।

প্রথমত, ঐশ্বরিক আইনে অবিচল থাকুন *[ঐশ্বরিক আদেশের সাথে একত্রে আপনার বাহ্যিক জীবন পরিচালনা করা, উপাসনা এবং সহ-মানুষের সাথে ভাল আচরণ]*

তারপরে আত্মাকে সংস্কার এবং শুদ্ধ করার প্রচেষ্টা এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক পথে চলুন।

প্রথম ধাপে, ঐশ্বরিক নিয়মের উপর আপনার পা দৃঢ় করুন

এরপর আধ্যাত্মিক সংগ্রামের পথে হাঁটতে হবে।

"তারিকা" *(সুন্দর আভ্যন্তরীণ গুণাবলী অর্জনের আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার পথ, আত্মাকে তার সমস্ত নিম্ন ও নিকৃষ্ট গুণাবলী, অসম্পূর্ণতা, দাগ, নেতিবাচক এবং মন্দ প্রবণতা থেকে শুচি করা)* দ্বারা আত্মাকে শোভিত করা অপরিহার্য

যাতে আপনি সফলভাবে ঐশ্বরিক জ্ঞান, নৈকট্য, অন্তরঙ্গতা ও জ্ঞানের *(মা'রিফা) সাগর অতিক্রম করতে পারেন*।

এই বিষয়টির কখনই শেষ হবে না *[সমস্ত মানবজাতিকে প্রকৃত শান্তি, চিরন্তন আনন্দ এবং অনন্ত সাফল্য দেওয়ার ক্ষেত্রে এর বিশালতা, গুরুত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতার কারণে]*

সুতরাং, আমার ভাষণটি সংক্ষিপ্ত করা উচিত *[*এবং এখানেই *"মাথনবী"* শেষ করা উচিত*]*। আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।[112]

[112] এই মুহূর্তে, রুমির মহান মাস্টারপিস "*মথনবী*" বা "গভীর আধ্যাত্মিক অর্থের দোহা" মাওলানা ইলাহি বক্স কান্দেলভির উপসংহারের সাথে যুক্ত হওয়ার পরে শেষ হয়েছে।

উপসংহার

মানব অস্তিত্বের মূল বিষয় হ'ল সমস্ত নেতিবাচকতা এবং ইতিবাচকতা, সুখ এবং দুঃখ, দুর্দশা এবং স্বাচ্ছন্দ্য, সাফল্য এবং ব্যর্থতা, সংকোচন এবং বিস্তার, এবং আমাদের জীবনে অন্ধকার এবং আলোকসজ্জার কেন্দ্রবিন্দু এবং উত্স। এই মূলকে মানুষের "হৃদয়" বা "আত্মা" হিসাবে উল্লেখ করা হয় যা একটি তীব্র অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক সংগ্রামের মাধ্যমে রূপান্তর প্রয়োজন যাতে এটি স্থিতিস্থাপকতা, ইতিবাচকতা, আশাবাদ, অভ্যন্তরীণ শান্তি, প্রশান্তি, সুখ, চিরন্তন আনন্দ এবং অবিরাম বিজয় নির্গত করে। সমগ্র মানব সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তার কালজয়ী প্রজ্ঞার উপর ভিত্তি করে এই গ্রন্থটি মানব অস্তিত্বের মূলের মধ্যে থাকা সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে পদ্ধতিগতভাবে পুনর্গঠন করে, স্থিতিস্থাপকতা, ইতিবাচকতা, আশাবাদ, অভ্যন্তরীণ শান্তি, প্রশান্তি এবং সুখ অর্জনের দিকে এবং উদ্বেগের এই যুগে চিরন্তন আনন্দ এবং অফুরন্ত বিজয়ের আকারে মানব কৃতিত্বের শীর্ষে পৌঁছানোর দিকে চালিত করে। অশান্তি এবং অশান্তি।

চারপাশের বিশ্বে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি বেদনাদায়ক বলে মনে হয়। যাইহোক, আমরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমাদের নিজস্ব প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারি, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত। আমরা প্রত্যেকে সত্তার অন্তর্নিহিত অবকাশ এবং মূলের গভীরে নিজের অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক সম্পদের জলাধারগুলিতে গভীরভাবে আঁকতে এবং সেগুলি এবং নিজের অনন্য পরিস্থিতি এবং চ্যালেঞ্জগুলি ব্যবহার করে নিজেকে ইতিবাচকভাবে রূপান্তরিত করার জন্য তাদের সাথে ইতিবাচকভাবে মোকাবিলা করতে বেছে নিতে পারি। এই আধ্যাত্মিক রূপান্তর সমস্ত নেতিবাচকতাকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ এবং তাদের বিভিন্ন রূপে সমস্ত ইতিবাচকতাকে প্রভাবিত করবে, ব্যক্তিদের কাছ থেকে সেরাটি বের করে আনবে, যারা তাদের জীবনের চ্যালেঞ্জগুলি কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে। এই অভ্যন্তরীণ রূপান্তর আমাদের প্রকৃত সম্ভাবনাকে প্রকাশ করে যা আমাদের চারপাশে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসে। প্রথমে নিজেকে এইভাবে সাহায্য করা, শেষ পর্যন্ত অন্যকে সাহায্য করা এবং যখন ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ আলো এবং আলোকসজ্জা তীব্রতর হয়, তখন এটি চারপাশের অশান্ত বিশ্বে মঙ্গলের জন্য

একটি অপ্রতিরোধ্য শক্তি হয়ে ওঠে। যাইহোক, হাজার মাইলের একটি যাত্রা কোথাও শুরু করা দরকার এবং আপনার নিজের আত্ম-উপলব্ধি শুরু করতে, আপনার জীবনের আসল উদ্দেশ্য অর্জন করতে এবং ফলস্বরূপ চিরন্তন সুখ এবং চিরস্থায়ী বিজয় অর্জনের জন্য আপনাকে একটি পদক্ষেপ নিতে হবে। এই গ্রন্থ্ প্রত্যেক সত্য সাধককে আত্মবোধের পথে পরিচালিত করবে। আপনার কাছ্ থেকে প্রয়োজনীয় একটি পদক্ষেপ হ'ল ইতিবাচক রূপান্তরের জন্য আপনার আকাঙ্ক্ষা এবং সেই উদ্দেশ্যে, আপনাকে পূর্বে অপরিচিত জলগুলি অন্বেষণ করার জন্য একটি খোলা হৃদয় এবং মন আনতে হবে। যে কেউ এটি করতে পছন্দ করবে, ফলাফলে সন্তুষ্ট হবে।

অনন্ত সত্যের এই অগাধ সমুদ্রের ঝড়ো জলের মধ্য দিয়ে যাত্রা করে, সত্যিকারের আত্ম-উপলব্ধির দিকে আপনার যাত্রায়, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রাপ্তি, এবং ফলস্বরূপ অনন্ত সুখ এবং অনন্ত জীবনের অনন্ত সাফল্যে, মানুষকে অমর করে তোলার জন্য আপনি ঐশ্বরিক সুরক্ষিত এবং পরিচালিত হন।

আরও অধ্যয়নের জন্য সুপারিশ করা বই

এই গ্রন্থটি সংক্ষিপ্তভাবে জীবনের আসল উদ্দেশ্য এবং এটি অর্জনের পথ নিয়ে আলোচনা করেছে, যার ফলস্বরূপ স্থিতিস্থাপকতা, ইতিবাচকতা, আশাবাদ, অভ্যন্তরীণ শান্তি, প্রশান্তি, সুখ, চিরন্তন আনন্দ এবং আমাদের উদ্বেগ, অশান্তি বা অশান্তির অবস্থা নির্বিশেষে অবিরাম সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। বিষয়বস্তুর বিশালতা এবং তীব্রতা এমন যে পূর্ববর্তী শতাব্দী জুড়ে চিরন্তন সত্যের মহান জ্ঞানী বা জ্ঞানবাদীরা এটি ব্যাখ্যা করার জন্য এবং মানবতার পথকে আলোকিত করার জন্য ভলিউমগুলি লিখেছেন। এই গ্রন্থটি মানবজাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই জ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা - মুহাম্মাদ আল-গাজ্জালী (রহঃ) এর আধ্যাত্মিকতা এবং আলোকিত লেখার আলোকে এর বিশালতার এক ঝলক সরবরাহ করার চেষ্টা করেছে। গভীর প্রাসঙ্গিকতা এবং সকলের জন্য উপকারের এই বিষয়ে কিছু মহান রচনার তালিকা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা থেকে সমস্ত সত্যের সন্ধানকারীরা উপকৃত হতে পারেন। এই মুহূর্তে, এটি জিজ্ঞাসা করা ন্যায্য, "জীবনের উদ্দেশ্য এবং অনন্ত সুখ এবং অফুরন্ত সাফল্য অর্জনের উপায়গুলি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক জ্ঞান কোথা থেকে পাওয়া যায় যাতে পথটি পরিষ্কার, আলোকিত এবং প্রশস্ত হয়ে যায় যে এটি অনুসরণ করতে চায় এবং এই জ্ঞানের উপর কাজ করার পরে, সে প্রকৃতপক্ষে নিজের জীবনের উদ্দেশ্যে পৌঁছাতে পারে এবং এইভাবে অনন্ত আনন্দ এবং অফুরন্ত সাফল্যের অবস্থায় নিমজ্জিত হতে পারে?" ভাগ্যক্রমে, এই মহান জ্ঞান, যদিও আজকাল খুব কমই পরিচিত, তবে যে কেউ এটি থেকে উপকৃত হতে চায় তার জন্য উপলব্ধ। এটি নিম্নলিখিত প্রস্তাবিত আশ্চর্যজনক কাজগুলি থেকে পাওয়া যেতে পারে যা সত্যের সমস্ত আন্তরিক অন্বেষণকারীদের জন্য পথ আলোকিত করে:

1. কুরআনের গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে, একটি ভাল ব্যাখ্যার সহায়তায়, কুরআনের দশটি উদ্দেশ্যের আলোকে, যা গাজ্জালী তার বই "*জাওয়াহির আল-কুরআন*" বা "কুরআনের রত্ন" এ ব্যাখ্যা করেছেন। এই দশটি উদ্দেশ্য অধ্যয়ন করা, তাদের বোঝা ও অন্তর্নিহিত করা এবং এই দশটি উদ্দেশ্য মাথায়

রেখে কুরআন অধ্যয়ন করা বোধগম্যতা এবং আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক আলোকসজ্জার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

2. গাজ্জালীর বই "*মিনহাজে আল-আবেদীন ইলা জান্নাতু রাব আল-আলামীন*" বা "ঈশ্বরের উপাসকদের জন্য সর্বোত্তম পথ যা তাদের সমস্ত মহাবিশ্ব ও অস্তিত্বের প্রভুর জান্নাতে নিয়ে যায়" বা সংক্ষিপ্ত শিরোনাম "মুসল্লিদের জন্য সর্বোত্তম পথ"। এই বইটি জীবনের উদ্দেশ্য এবং অনন্ত সুখ এবং অফুরন্ত সাফল্য অর্জনের পথ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে।
3. গাজ্জালীর "কিমিয়া-ই-সাদাত" *(বা* "কিমিয়া আস-সাদা") *বইটির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা,* যা তিনি ফার্সি ভাষায় লিখেছিলেন বা "অনন্ত সুখ এবং অন্তহীন সাফল্যের আলকেমি", যা একজন মানুষের চিরন্তন সুখ, অমরত্ব এবং সত্যিকারের সাফল্যকে ব্যাখ্যা করে। এই বইয়ের অবশিষ্ট অংশটি সংক্ষেপে চল্লিশটি ধাপ শিখতে পড়া যেতে পারে, যা এই পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন। এই বইয়ের উল্লেখযোগ্য ভূমিকাটি এই গ্রন্থের প্রথম অংশে বিশিষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।
4. গাজ্জালীর চার খণ্ডের জ্ঞানের সংকলনটি "*ইহ্যা আল-উলুম আদ-দীন*" বা "ঈশ্বরের পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন" নামেও পরিচিত, যা "ধর্মীয় বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণ" নামেও পরিচিত। চল্লিশটি সংক্ষিপ্ত বইয়ে বিভক্ত এই বিশাল বইটি - প্রতিটি ঐশ্বরিক জ্ঞান বা "মারিফা" এর আধ্যাত্মিক পথের একটি পদক্ষেপের প্রতিনিধিত্ব করে, মানব জীবনের উদ্দেশ্য এবং চিরন্তন সুখ অর্জনের পথের একটি বিশদ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে। এই বিস্ময়কর বইয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড এই গ্রন্থে এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।
5. সর্বশেষে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্বাধিক বিক্রিত কবি মাওলানা জালালউদ্দিন রুমি, যিনি "রুমি" নামে পরিচিত, ঐশ্বরিক জ্ঞান এবং ঐশ্বরিক প্রেমের উপর সমগ্র মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা রচনা করেছিলেন, যার নাম ছিল "*মথনাভি-ই-মা'নবী*" বা "গভীর আধ্যাত্মিক অর্থের দোহা"। সর্বাধিক সুবিধার জন্য একটি ভাল অনুবাদ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যার সাথে এটি অধ্যয়ন করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই চমৎকার গ্রন্থটি কুরআনের গভীর অভ্যন্তরীণ জ্ঞানকে প্রকাশ করে। এর সাহায্যে, কেউ তার জীবনের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে এবং ফলস্বরূপ চিরন্তন সুখ এবং অফুরন্ত সাফল্য অর্জন করতে পারে। এই চমৎকার বইয়ের শেষটি এই গ্রন্থের শেষ অংশকে শোভা দিয়েছে।

প্রস্তাবিত বইগুলির তালিকা বিশাল হতে পারে, কারণ চিরন্তন সুখের গুরুদের দ্বারা রেখে যাওয়া জ্ঞানের কালজয়ী সম্পদ - জ্ঞানবাদী বা চিরন্তন সত্য এবং ঐশ্বরিক জ্ঞানের জ্ঞানী - বিশাল। যাইহোক, হাজার মাইলের যাত্রা কোথাও না কোথাও শুরু করা দরকার এবং এই সংক্ষিপ্ত তালিকাটি চিরন্তন সুখ এবং অবিরাম সাফল্যের সন্ধানের জন্য এই মহান যাত্রার সূচনা এবং চূড়ান্ত বিন্দু উভয়ই হবে। নিম্নলিখিত বইগুলি একজনকে অনন্ত সত্যের এই অগভীর বিশাল সমুদ্রের ঝড়ো জলের মধ্য দিয়ে নেভিগেট করতে সহায়তা করবে, অভ্যন্তরীণ আলোকসজ্জা, আত্ম-উপলব্ধি এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন এবং ফলস্বরূপ চিরন্তন সুখ এবং অনন্ত বিজয়ের দিকে যাত্রা করবে:

তাফসীর আল-তুস্তারি (পবিত্র কুরআনের মহান ভাষ্য) সাহল ইবনে আবদুল্লাহ আল-তুস্তারি (লেখক), ইউসুফ মেরি (সম্পাদক), আনাবেল কিলার (অনুবাদক), আলী কিলার (অনুবাদক)

প্রকাশক: ফন্স ভিটে (এপ্রিল 13, 2011)

আইএসবিএন -10: 1891785192; আইএসবিএন -13: 978-1891785191

কুরআনের নির্বাচিত আয়াতগুলির এই ব্যাখ্যাটি ঐশ্বরিক ওহীর গভীর অর্থে প্রবেশ করে এবং গভীরে নিহিত রত্নগুলি বের করে আনে।

কুরআনের বাণী: মুহাম্মাদ আসাদ (সম্পাদক, অনুবাদক) এর সমান্তরাল প্রতিবর্ণীকরণ সহ অবতীর্ণ আরবি পাঠ্যের সম্পূর্ণ বিবরণ

প্রকাশক: দ্য বুক ফাউন্ডেশন; সংশোধিত সংস্করণ (ডিসেম্বর 1, 2008)

আইএসবিএন -10: 1904510353; আইএসবিএন -13: 978-1904510352

এটি কুরআনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা বা ব্যাখ্যা।

ইমাম গাজ্জালী রচিত বিশ্বজগতের প্রতিপালকের জান্নাতে ইবাদত বান্দাদের পথ (মিনহাজ আল-আবিদিন)

প্রকাশক: আল-বাজ পাবলিশিং ইউএসএ (2011)

আইএসবিএন -10: 1882216261; আইএসবিএন -13: 978-1882216260

ইমাম গাজ্জালীর শেষ বইটি আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা এবং আলোকসজ্জার জন্য সাত-ধাপের পথের রূপরেখা দেয়।

আল-গাজ্জালি আলকেমি অফ হ্যাপিনেস 2 খণ্ড ইমাম মুহাম্মাদ আল-গাজ্জালি (লেখক), জে আর ক্রুক (অনুবাদক), লাইলেহ বখতিয়ার (ভূমিকা)

প্রকাশক: Kazi Publications, Inc. (জানুয়ারী 1, 2007)

আইএসবিএন -10: 1567446744; আইএসবিএন -13: 978-1567446746

ইমাম গাজ্জালীর মাস্টারপিস '*কিমিয়া-ই-সা' আদাত* অনন্ত সুখ ও অফুরন্ত সাফল্যের রূপান্তরকারী এজেন্টের রূপরেখা তুলে ধরে।

ধর্ম বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন (ইহইয়া আল-উলুম আদ-দীন) 4 খণ্ড ইমাম মুহাম্মাদ আল-গাজ্জালী (লেখক), মুহাম্মাদ মাহদী আল-শরীফ (অনুবাদক)

প্রকাশক: দার আল-কতোব আল-ইলমিয়াহ, বৈরুত, লেবানন (2011)

এসকেইউ 1010021; আইএসবিএন: 9782745159458

http://jamalon.com/en/1010021.html

ইমাম গাজালির 4-খণ্ডের জ্ঞানের সংকলনটি আধ্যাত্মিক পথের প্রতিটি দিককে বিচ্ছিন্ন করে যা একজনের জীবনের উদ্দেশ্য অর্জনের দিকে পরিচালিত করে এবং ফলস্বরূপ চিরন্তন সুখ এবং অবিরাম সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে।

মাওলানা জালালুদ্দীন রুমির মাসনাভি (6 খণ্ড) / আর.এ. নিকলসন (অনুবাদক)

http://www.dar-al-masnavi.org/about_nicholson.html

রুমি নামে পরিচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাধিক বিক্রিত কবির " *মাথনাভি-ই-মা'নাভি"* বা "গভীর আধ্যাত্মিক অর্থের দোহা" ছয় খণ্ডের একটি চমৎকার বই যা কুরআনের গভীর অভ্যন্তরীণ জ্ঞান, একজনের জীবনের গভীর অর্থ এবং উদ্দেশ্য এবং ফলস্বরূপ চিরন্তন সুখ এবং অফুরন্ত সাফল্য নিয়ে আসে। এটি জ্ঞানস এবং ঐশ্বরিক প্রেমের উপর লেখা সর্বকালের সেরা আধ্যাত্মিক কবিতা যা আধ্যাত্মিক গুরু দ্বারা লেখা হয়েছে, যিনি সমস্ত সময়ের জন্য সমগ্র মানবতার জন্য একটি পথপ্রদর্শক বাতি, নিমজ্জিত, নিমজ্জিত এবং ঐশ্বরিক প্রেমের অগভীর সমুদ্রে ডুবে গেছেন।

গ্রন্থপঞ্জি

[1] আল-গাজ্জালি, মুহাম্মদ। উর্দু অনুবাদ: নকশবন্দী, মুহাম্মাদ সাঈদ। *কিমিয়া-ই-সা'দাত* (চিরন্তন সুখ এবং অফুরন্ত সাফল্যের জন্য আলকেমি বা পরিবর্তনশীল এজেন্ট)। লাহোর, পাকিস্তান: প্রগতিশীল বই, 1999। পৃষ্ঠা 33-37। *উর্দু থেকে ইংরেজি অনুবাদ এবং সংকলক দ্বারা নির্বাচন।*

[2] আল-গাজ্জালি, মুহাম্মদ। ইংরেজি অনুবাদ: বিলাল, মুহাম্মদ আসীম। *কিমিয়া-ই-সা'দাত* (চিরন্তন সুখের আলকেমি)। লাহোর, পাকিস্তান: কাজী পাবলিকেশনস, 2001। পৃষ্ঠা 1-47। *সংক্ষিপ্ত এবং কম্পাইলার দ্বারা ব্যাখ্যা করা* হয়েছে।

[3] আল-গাজালি, মুহাম্মদ। ইংরেজি অনুবাদ: বিলাল, মুহাম্মদ আসীম। *কিমিয়া-ই-সা'দাত* (চিরন্তন সুখের আলকেমি)। লাহোর, পাকিস্তান: কাজী পাবলিকেশনস, 2001। পৃষ্ঠা 48-68। *সংক্ষিপ্ত এবং কম্পাইলার দ্বারা ব্যাখ্যা করা* হয়েছে।

[4] আল-গাজালী, মুহাম্মদ। ইংরেজি অনুবাদ: বিলাল, মুহাম্মদ আসীম। *কিমিয়া-ই-সা'দাত* (চিরন্তন সুখের আলকেমি)। লাহোর, পাকিস্তান: কাজী পাবলিকেশনস, 2001। পৃষ্ঠা 77-90। *সংক্ষিপ্ত এবং কম্পাইলার দ্বারা ব্যাখ্যা করা* হয়েছে।

[5] আল-গাজালি, মুহাম্মদ। ইংরেজি অনুবাদ: বিলাল, মুহাম্মদ আসীম। *কিমিয়া-ই-সা'দাত* (চিরন্তন সুখের আলকেমি)। লাহোর, পাকিস্তান: কাজী পাবলিকেশনস, 2001। পৃষ্ঠা 91-140। *সংক্ষিপ্ত এবং কম্পাইলার দ্বারা ব্যাখ্যা করা* হয়েছে।

[6] আল-গাজালি, মুহাম্মদ। ইংরেজি অনুবাদ: বিলাল, মুহাম্মদ আসীম। *কিমিয়া-ই-সা'দাত* (চিরন্তন সুখের আলকেমি)। লাহোর, পাকিস্তান: কাজী পাবলিকেশনস, 2001। পৃষ্ঠা 141-142। *সংক্ষিপ্ত এবং কম্পাইলার দ্বারা ব্যাখ্যা করা* হয়েছে।

[7] আল-গাজালি, মুহাম্মদ। উর্দু অনুবাদ: আল-ওয়াজিদী, নাদিম। *ইহইয়া আল-উলুম আদ-দীন* (আল্লাহর পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন)। করাচি, পাকিস্তান: দারুল ইশাত, 1999। খণ্ড 3 বই 1, পৃষ্ঠা 16-34, 38-43, 51-87। *উর্দু থেকে ইংরেজি অনুবাদ এবং সংকলক দ্বারা নির্বাচন।*

[8] আল-গাজালি, মুহাম্মদ। উর্দু অনুবাদ: আল-ওয়াজিদী, নাদিম। *ইহইয়া আল-উলুম আদ-দীন* (আল্লাহর পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন)। করাচি, পাকিস্তান: দারুল ইশাত, 1999। খণ্ড 3 বই 2, পৃষ্ঠা 87-133। *উর্দু থেকে ইংরেজি অনুবাদ এবং সংকলক দ্বারা নির্বাচন।*

[9] আল-গাজালি, মুহাম্মদ। উর্দু অনুবাদ: আল-ওয়াজিদী, নাদিম। *ইহইয়া আল-উলুম আদ-দীন* (আল্লাহর পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন)। করাচি, পাকিস্তান: দারুল ইশাত, 1999। খণ্ড 3 বই 3, পৃষ্ঠা 133-135, 137, 139-147, 157, 158, 160-164, 172। *উর্দু থেকে ইংরেজি অনুবাদ এবং সংকলক দ্বারা নির্বাচন।*

[10] আল-গাজ্জালী, মুহাম্মদ। উর্দু অনুবাদ: আল-ওয়াজিদী, নাদিম। *ইহইয়া আল-উলুম আদ-দীন* (আল্লাহর পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন)। করাচি, পাকিস্তান: দারুল ইশাত, 1999। খণ্ড 3 বই 4, পৃষ্ঠা 174-258 থেকে নির্বাচন। *উর্দু থেকে ইংরেজি অনুবাদ এবং সংকলক দ্বারা নির্বাচন।*

[11] আল-গাজালি, মুহাম্মদ। উর্দু অনুবাদ: আল-ওয়াজিদী, নাদিম। *ইহইয়া আল-উলুম আদ-দীন* (আল্লাহর পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন)। করাচি, পাকিস্তান: দারুল ইশাত, 1999। খণ্ড 3 বই 5, পৃষ্ঠা 258-260, 262-264, 266, 268-269, 271-274, 277-279, 284-287, 291-292, 294-299, 302-314। *উর্দু থেকে ইংরেজি অনুবাদ এবং সংকলক দ্বারা নির্বাচন।*

[12] আল-গাজ্জালি, মুহাম্মদ। উর্দু অনুবাদ: আল-ওয়াজিদী, নাদিম। *ইহইয়া আল-উলুম আদ-দীন* (আল্লাহর পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন)। করাচি, পাকিস্তান: দারুল ইশাত, 1999। খণ্ড 3 বই 6, পৃষ্ঠা 361-364, 319-320, 323-324, 326-327, 333, 340, 342, 344-348, 352-356, 358-361। *উর্দু থেকে ইংরেজি অনুবাদ এবং সংকলক দ্বারা নির্বাচন।*

[13] আল-গাজালি, মুহাম্মদ। উর্দু অনুবাদ: আল-ওয়াজিদী, নাদিম। *ইহইয়া আল-উলুম আদ-দীন* (আল্লাহর পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন)। করাচি, পাকিস্তান: দারুল ইশাত, 1999। খণ্ড 3 বই 7, পৃষ্ঠা 361-364, 367-371, 373, 375, 377-382, 383, 392-397, 399-401, 403, 405-410, 418, 423। *উর্দু থেকে ইংরেজি অনুবাদ এবং সংকলক দ্বারা নির্বাচন।*

[14] আল-গাজালি, মুহাম্মদ। উর্দু অনুবাদ: আল-ওয়াজিদী, নাদিম। *ইহইয়া আল-উলুম আদ-দীন* (আল্লাহর পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন)। করাচি, পাকিস্তান: দারুল ইশাত, 1999। খণ্ড 3 বই 8, পৃষ্ঠা 425-426, 430-435, 438, 442-449, 451-452। *উর্দু থেকে ইংরেজি অনুবাদ এবং সংকলক দ্বারা নির্বাচন।*

[15] আল-গাজালি, মুহাম্মদ। উর্দু অনুবাদ: আল-ওয়াজিদী, নাদিম। *ইহইয়া আল- উলুম আদ- দীন* (আল্লাহর পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন)। করাচি, পাকিস্তান: দারুল ইশাত, 1999। খণ্ড 3 বই 9, পৃষ্ঠা 452-456, 457-460, 475-480, 502-507, 512। *উর্দু থেকে ইংরেজি অনুবাদ এবং সংকলক দ্বারা নির্বাচন।*

[16] আল-গাজালি, মুহাম্মদ। উর্দু অনুবাদ: আল-ওয়াজিদী, নাদিম। *ইহইয়া আল- উলুম আদ- দীন* (আল্লাহর পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন)। করাচি, পাকিস্তান: দারুল ইশাত, 1999। খণ্ড 3 বই 10, পৃষ্ঠা 513-520, 522-534, 536-541, 544-559, 561-577, 627-629। *উর্দু থেকে ইংরেজি অনুবাদ এবং সংকলক দ্বারা নির্বাচন।*

[17] আল-গাজালি, মুহাম্মদ। উর্দু অনুবাদ: আল-ওয়াজিদী, নাদিম। *ইহইয়া আল- উলুম আদ- দীন* (আল্লাহর পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন)। করাচি, পাকিস্তান: দারুল ইশাত, 1999। খণ্ড 4 বই 1, পৃষ্ঠা 17-18, 21, 27, 29, 33, 37-38, 41, 56, 60-64, 75, 85, 88, 90, 99, 101-103। *উর্দু থেকে ইংরেজি অনুবাদ এবং সংকলক দ্বারা নির্বাচন।*

[18] আল-গাজালি, মুহাম্মদ। উর্দু অনুবাদ: আল-ওয়াজিদী, নাদিম। *ইহইয়া আল- উলুম আদ- দীন* (আল্লাহর পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন)। করাচি, পাকিস্তান: দারুল ইশাত, 1999। খণ্ড 4 বই 2, পৃষ্ঠা 104-108, 113, 118, 126-129, 130, 133, 136-139, 141, 142, 144-145, 148, 165-167, 169-170, 177-179, 188-189, 201, 202, 204-205, 209, 211-212, 227। *উর্দু থেকে ইংরেজি অনুবাদ এবং সংকলক দ্বারা নির্বাচন।*

[19] আল-গাজালি, মুহাম্মদ। উর্দু অনুবাদ: আল-ওয়াজিদী, নাদিম। *ইহইয়া আল- উলুম আদ- দীন* (আল্লাহর পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন)। করাচি, পাকিস্তান: দারুল ইশাত, 1999। খণ্ড 4 বই 3, পৃষ্ঠা 228-234, 245-247, 251, 253, 258-262, 270-271, 274-277, 288-290। *উর্দু থেকে ইংরেজি অনুবাদ এবং সংকলক দ্বারা নির্বাচন।*

[20] আল-গাজ্জালি, মুহাম্মদ। উর্দু অনুবাদ: আল-ওয়াজিদী, নাদিম। *ইহইয়া আল- উলুম আদ- দীন* (আল্লাহর পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন)। করাচি, পাকিস্তান: দারুল ইশাত, 1999। খণ্ড 4 বই 4, পৃষ্ঠা 290-297, 302-303, 306-307, 311-312, 328-331, 333-335, 339-340, 349, 351, 355, 357, 359, 360। *উর্দু থেকে ইংরেজি অনুবাদ এবং সংকলক দ্বারা নির্বাচন।*

[21] আল-গাজালি, মুহাম্মদ। উর্দু অনুবাদ: আল-ওয়াজিদী, নাদিম। *ইহইয়া আল- উলুম আদ- দীন* (আল্লাহর পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন)। করাচি, পাকিস্তান: দারুল ইশাত, 1999। খণ্ড 4 বই 5, পৃষ্ঠা 366-380, 391-395, 404-405, 437-438। *উর্দু থেকে ইংরেজি অনুবাদ এবং সংকলক দ্বারা নির্বাচন।*

[22] আল-গাজালী, মুহাম্মদ। উর্দু অনুবাদ: আল-ওয়াজিদী, নাদিম। *ইহইয়া আল- উলুম আদ- দীন* (আল্লাহর পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন)। করাচি, পাকিস্তান: দারুল ইশাত, 1999। খণ্ড 4 বই 6, পৃষ্ঠা 441-462, 470, 472-476, 482-486, 492-493, 516, 521-522, 541-542। *উর্দু থেকে ইংরেজি অনুবাদ এবং সংকলক দ্বারা নির্বাচন।*

[23] আল-গাজালি, মুহাম্মদ। উর্দু অনুবাদ: আল-ওয়াজিদী, নাদিম। *ইহইয়া আল- উলুম আদ- দীন* (আল্লাহর পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন)। করাচি, পাকিস্তান: দারুল ইশাত, 1999। খণ্ড 4 বই 7, পৃষ্ঠা 542-550, 563-565, 567-570, 572-573, 577-586। *উর্দু থেকে ইংরেজি অনুবাদ এবং সংকলক দ্বারা নির্বাচন।*

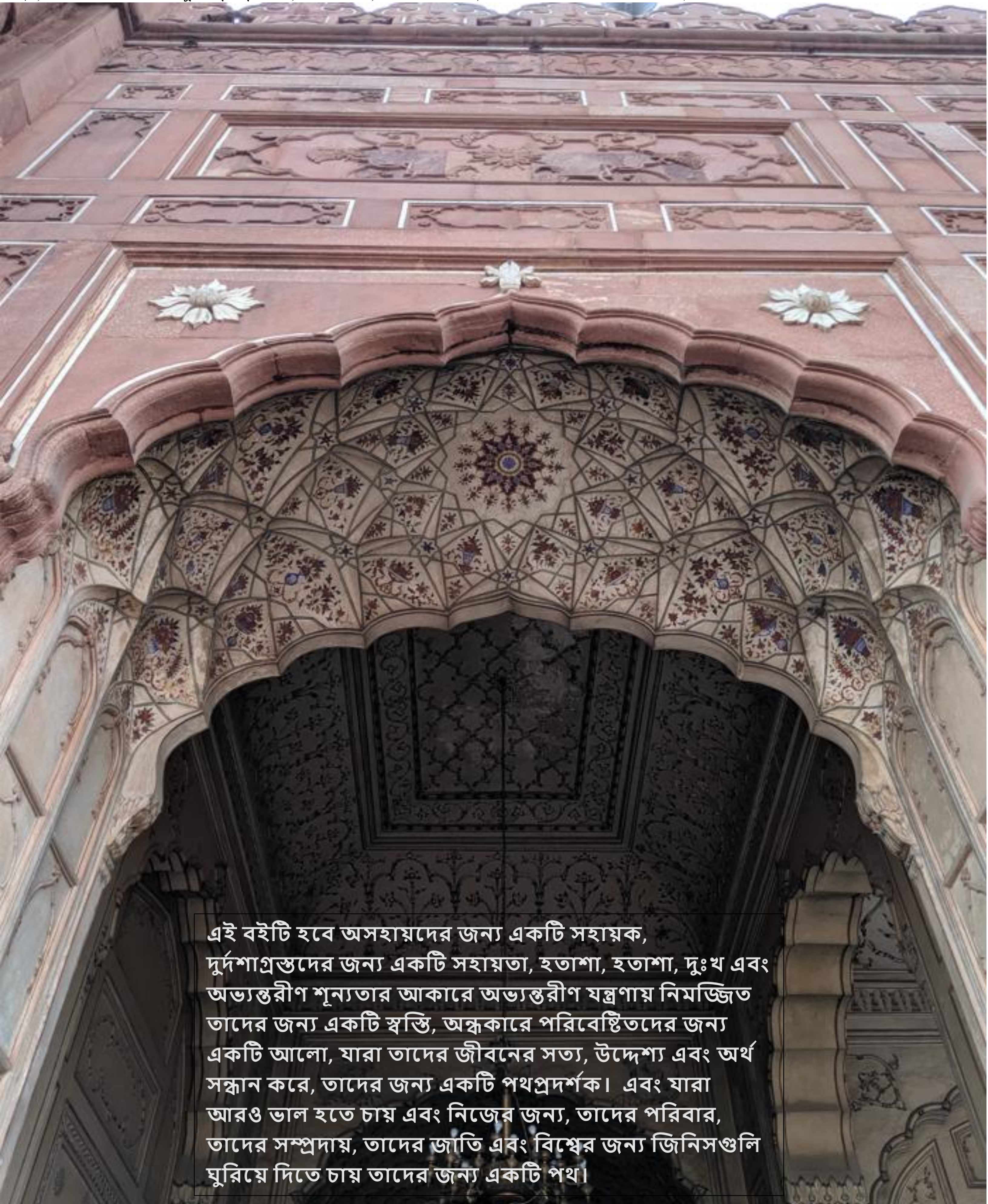
[24] আল-গাজ্জালি, মুহাম্মদ। উর্দু অনুবাদ: আল-ওয়াজিদী, নাদিম। *ইহইয়া আল- উলুম আদ- দীন* (আল্লাহর পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন)। করাচি, পাকিস্তান: দারুল ইশাত, 1999। খণ্ড 4 বই 8, পৃষ্ঠা 587-596, 603-605, 606-610, 622-626, 631-632। *উর্দু থেকে ইংরেজি অনুবাদ এবং সংকলক দ্বারা নির্বাচন।*

[25] আল-গাজালি, মুহাম্মদ। উর্দু অনুবাদ: আল-ওয়াজিদী, নাদিম। *ইহইয়া আল- উলুম আদ- দীন* (আল্লাহর পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন)। করাচি, পাকিস্তান: দারুল ইশাত, 1999। খণ্ড 4 বই 9, পৃষ্ঠা 632-642, 645-646, 665-666। *উর্দু থেকে ইংরেজি অনুবাদ এবং সংকলক দ্বারা নির্বাচন।*

[26] আল-গাজালি, মুহাম্মদ। উর্দু অনুবাদ: আল-ওয়াজিদী, নাদিম। *ইহইয়া আল- উলুম আদ- দীন* (আল্লাহর পথের জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন)। করাচি, পাকিস্তান: দারুল ইশাত, 1999। খণ্ড 4 বই 10, পৃষ্ঠা 666-668, 670-671, 676-681, 683-684, 688-690, 749-750, 789-794। *উর্দু থেকে ইংরেজি অনুবাদ এবং সংকলক দ্বারা নির্বাচন।*

[27] আল-গাজালি, মুহাম্মদ। ইংরেজি অনুবাদ (উর্দু অনুবাদ থেকে): হাসান, ইরফান। *আইয়ুহল ওয়ালাদ* (আমার প্রিয় পুত্র বা কন্যা)। - *মাজমুয়া রাসা- ইল ইমাম গাজালি* (ইমাম গাজ্জালির সংক্ষিপ্ত বইয়ের সংগ্রহ): করাচি, পাকিস্তান: দারুল ইশাত, 2004। খণ্ড 1, পৃষ্ঠা 13-17। ইংরেজি অনুবাদ থেকে নেওয়া: http://www.ghazali.org/books/My%20Dear%20Beloved%20Son.doc

[28] রুমি, মাওলানা জালালুদ্দীন মুহাম্মদ। উর্দু অনুবাদ: হুসাইন, কাজী সাজ্জাদ। *মথনবী- ই- মৌলবী- ই- মা' নাভি* (গভীর আধ্যাত্মিক অর্থের দোহা) 6 খণ্ড। লাহোর, পাকিস্তান: আল-ফয়সাল বই প্রকাশক; প্রকাশের তারিখ অজানা; উর্দু অনুবাদ 1974 সালে সম্পন্ন হয়। খণ্ড 6, পৃষ্ঠা 342-344, 347-363, 373-374, 381-382, 389-391, 421-426, 441-442, 443-460, 466-467, 472-478, 505-506, 508-511, 520-526, 530। *উর্দু থেকে ইংরেজি অনুবাদ এবং সংকলক দ্বারা নির্বাচন।*



এই বইটি হবে অসহায়দের জন্য একটি সহায়ক, দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য একটি সহায়তা, হতাশা, হতাশা, দুঃখ এবং অভ্যন্তরীণ শূন্যতার আকারে অভ্যন্তরীণ যন্ত্রণায় নিমজ্জিত তাদের জন্য একটি স্বস্তি, অন্ধকারে পরিবেষ্টিতদের জন্য একটি আলো, যারা তাদের জীবনের সত্য, উদ্দেশ্য এবং অর্থ সন্ধান করে, তাদের জন্য একটি পথপ্রদর্শক। এবং যারা আরও ভাল হতে চায় এবং নিজের জন্য, তাদের পরিবার, তাদের সম্প্রদায়, তাদের জাতি এবং বিশ্বের জন্য জিনিসগুলি ঘুরিয়ে দিতে চায় তাদের জন্য একটি পথ।